"শ্রীশ্রী…"
দৈনিক — নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি অক্ষর ৩
প্রতি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৩৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

অত্যধিক প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২০শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৩৭, ৪ঠা মার্চ, ১৯৩১

…না কথা

…টের সহিত মহাত্মা-
…৩৷৷০ ঘন্টা আলোচনা

…মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, … গান্ধী, অপরাহ্ন … বড়লাটের গৃহে আগমন করেন … । আলোচনা অনেকক্ষণ চলে। … কারণ সকলেই এই মনে … ছেন যে, পূর্ব্বদিন মহাত্মা … নিকট যে সরকারী চিঠি … হইয়াছিল তাহার উত্তর … ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ … আর একটি নূতন প্রস্তাব … টের নিকট … করিলে … কে উভয়ের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ … চনা হয়। … প্রকাশ, ১লা … আলোচনার পূর্ব্বে গান্ধীজী … ওয়ার্কিং কমিটির নিকট … হইয়াছিল। পুনরায় আলো- … আরম্ভ করিবার জন্য তাঁহার … আবার বড়লাটের গৃহে … কথা হয়। … আলোচনা … কালে … পুরুজ্জীবিত … হইয়াছে; … পি সকলের … কর্ম্মপন্থা …

বাঙ্গালার প্রতি গান্ধীর বাণী

বড়লাটের সহিত গান্ধীজীর ৩৷৷০ ঘণ্টা আলোচনা

গান্ধী আরউইন শান্তি বৈঠক

দস্যু কর্ত্তৃক নিদ্রিত ম্যানেজার নৃশংস ভাবে …

রাষ্ট্রীয়পরিষদের অধি…

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি

বেঙ্গল অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার

বিক্রমপুরে গ্রামে গ্রামে সভা

বোম্বাইয়ে লবণআইন ভঙ্গ

কাপড়ের দোকানে পিকেটিং—

মাত্র জে… জন গ্রেপ্তার

…ব্যর্থতার চরম সীমায় উপনীত হওয়ার পূর্ব্বে শান্তির কোন পন্থাই যাহাতে অনাবিষ্কৃত না থাকে তজ্জন্য সকলেই খুব উৎসুক।

বাঙ্গলার প্রতি গান্ধীজীর

বাণী

শ্রীযুক্ত … লাল নাগ গান্ধীজীর নিকট বাঙ্গলার জন্য আশার বাণী প্রার্থনা করিয়া চিঠি দিয়াছিলেন। মহাত্মা বলিয়াছেন—

"বাঙ্গলার কাছে আমি সব সময় অনেক আশা করিয়াছি, নিরাশ হইবার কোন কারণ আমার নাই। তবে আমি জানি যে, বাঙ্গলার তরুণরা যদি অহিংসাকে কেবল নীতি বলিয়া না মানিয়া উহাতে দ্বিধাশূন্য হয় তাহা হইলে তাহারা আরও অনেক কিছু করিতে পারিবে। বাঙ্গলার "অহিংসা বিরোধী" বন্ধুদের হুমকী সত্ত্বেও আমি নিরাশ হই নাই।"

গান্ধী-আরউইন শান্তি

বৈঠক

'ফেলোসিপ অব রিকনসিলিয়েসন' … আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রী প্রতিষ্ঠা- … কারী সমিতির নিকট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ এক তার করিয়া জানাইয়াছিলেন, ভারতে এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, ভারত ও বৃটেনের মধ্যে নূতন সম্পর্কে প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে এবং আশাজনক আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে। এ সময়ে গান্ধী-আরউইন শান্তি বৈঠকের সাফল্য কামনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

এক তার পাইয়া উপরি উক্ত সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ বিশিষ্ট ধর্ম্মযাজক নেলবার্ণ অব্রে, উইলিয়াম ম্যাক্‌কর্ম্মিক, ফ্রেডারিক নরউড, হার্বার্ট ওয়ার্কমেন এবং এ, এইচ, গ্রে প্রভৃতির নিকট সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে ইহারা সমগ্র উপনিবেশের খৃষ্টানগণের নিকট এক আবেদন প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন, গান্ধী-আরউইন আলোচনার সাফল্যের জন্য ১লা মার্চ্চ রবিবার এবং পরবর্ত্তী সপ্তাহের রবিবার দিবস গীর্জ্জায় গীর্জ্জায় প্রার্থনার আয়োজন করা উচিত।

আজি কি বিপুল পুলক-প্রবাহ,
একি আনন্দ-রোল।
মধু-মাধবের হৃদয় মথিয়া
একি কল-কল্লোল !!
পিককুল গায় উল্লাস-গীতি
তুলিয়া পঞ্চম তান।
চূতমঞ্জরীর পেলব-মুরতি
অরথ করিছে দান॥
অযুত কুসুম উঠেছে বিকশি'
হৃদয়ে সুবাস ধন।
অমল প্রাণের পূত উপচারে
পূজিবারে শ্রীচরণ॥
মধুস্বরে মাধবের বীণকার
সুললিত গান গায়।
গৌরচাঁদেরে ব্যজন করিয়া
মলয় অনিল বয়॥
পাপিয়া বরিষে সুধার সুধারা
নব উন্মাদনাময়।
রাজ-রাজেন্দ্রের বৈতালিক সে যে !
মধুর বন্দনায়॥
আজি উতরোল মাধবী রজনী
লভিয়া গৌরাঙ্গশশী।
চাঁদিনার আলো কোটী গুণ করি'
গোরার অমিয়-হাসি॥
যত কিছু শোভা আছে ধরণীতে
মধুর মধুরতর।
সকল মাধুরী সার্থক তার
সেবিয়া প্রাণেশ্বর॥
মহা যোগপীঠে শচীর অঙ্গনে
অযুত বিকল হিয়া।
বদনে গাহিছে প্রভু-গুণ-গাথা
কি চিন্ময় সুধা পিয়া॥
সে ভরস রবে পূর্ণ অবনী
আকুল গো চরাচর॥
যে যথায় ছিল পামর অধম
আসে কৃপা-বঞ্চিতর॥
মহাপ্রসাদ পাই' ধামরেণু সেবি'
মানব জীবন ধন্য।
পূর্ণ হইল রিক্ত প্রাণের
আধার সকল শূন্য॥

(পূর্বে)

কপট বৈষ্ণব মুখে গোরা ভজে
অন্তরে বিষম বিষ।
সরল বিশ্বাসী জনেরে ভুলায়,
অন্তরে ছাইল দেশ॥
ছিদ্র করিয়া পঠেন কুহক
[illegible] অবোধ জন।
নিত্যানন্দের অভিন্ন স্বরূপ
[illegible] মহাজন॥
ভাগবত [illegible] ফাঁদাযে
শ্রীবিগ্রহ দেখায়ে ভেট।
[illegible] "ভাগবত" গুরুদেব সাজি'
[illegible] অর্থে ভরে না পেট।
শ্রীধাম-বিরোধী ধর্ম্মধ্বজী দল
মিথ্যা নিশান বহি'।
শ্রীগৌর বিদ্বেষ ঘোষিছে ধরায়
অসত্য বাণী কহি'॥

(এবে)

সাধুর মুখোস পড়েছে খসিয়া
স্বরূপ উদ্ঘাটিত !
বঞ্চক বাণী শোনে না জগৎ
শ্রীধামে শরণাগত॥

(আজ)

নিতাই কৃপায় সুকৃত মানব
পাইয়া অমূল্য ধন।
শ্রীগৌরহরির রাতুল চরণে
করে আত্ম-নিবেদন॥
জয় 'শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী' জয়
পতিতপাবন তুমি।
তব কৃপাবলে তরিল পৃথিবী
পতিতের তুমি স্বামী॥

শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর বন্দন

অদ্বৈতাচার্য্য বন্দি শান্তিপুর-নাথ।
যাঁহার সেবনে জানি অদ্বৈত-তত্ত্ব॥
যাঁহার হুঙ্কারে চৈতন্যের অবতার।
উপাদান-কারণ অদ্বৈত-তত্ত্ব সার॥
ভক্তিসহ প্রকাশ সে জ্ঞানের স্বভাব।
ভক্তি বিনা জ্ঞানী নাহি হয় ত' সম্ভব॥
অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ হ'ন সেবার স্বরূপ।
সেব্যবিগ্রহ তিনি সচ্চিদানন্দরূপ॥
চিন্ময় বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপ।
আচন্দ্রব্রহ্মাণ্ড—কৃষ্ণের বহিরঙ্গ-রূপ॥
মূলে কৃষ্ণ—ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান-কারণ।
কারণ-উপাদান হৈতে তথাপি বিভিন্ন॥
জগৎ নহে বিষ্ণু, বিষ্ণু হৈতে ভিন্ন নহে।
কৃষ্ণসেবার উপকরণ, বেদে ইহা কহে॥
অদ্ধবিশ্বে চিন্ময় উপাদানের সঞ্চার।
অদ্বৈত-ইচ্ছায় হয়,—এই তত্ত্ব-সার॥
কাঙ্কে ব উদয়ে হয় কৃষ্ণের অবতার।
বদ্ধজীবের নহে কৃষ্ণসেবায় অধিকার॥
কৃষ্ণসেবা প্রদানের কৃষ্ণ—অধিকারী।
গুরুরূপে অবতীর্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দহরি॥
অদ্বৈতের কৃপা ইহা জানি সুনিশ্চয়।
বদ্ধজীব-উদ্ধারের অদ্বৈত উপায়॥
অদ্বৈত মোহয়ে জীবে, অদ্বৈত উদ্ধরে';
—এই গূঢ় তত্ত্ব কেবা বুঝিবারে পারে ?
জীবের জ্ঞান-অজ্ঞানের কারণ—অদ্বৈত।
তথাপি অজ্ঞ নী নাহি জানে তাঁর তত্ত্ব॥
অদ্বৈতের তত্ত্ব-জ্ঞ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ।
অদ্বৈতে না মানি' সবে পায় মহা-দুঃখ॥
এই দুঃখে অদ্বৈত আপনে অবতরি'।
প্রকাশেন নিজতত্ত্ব আপনি আচরি'॥
অদ্বৈত-তত্ত্ব মানে', বিষ্ণু নাহি পূজে'।
সেই অধম অদ্বৈত-তত্ত্ব কভু নাহি বুঝে'॥
মহাবিষ্ণু অদ্বৈত— সর্ব্বজীব-পূজ্য।
জীবে ঈশ্বরে নহে সম্বন্ধ-সাযুজ্য॥
যদ্যপি শিব হ'ন মায়া-শক্তিধর।
তথাপি জীব নহে সমকক্ষ তাঁর॥
মায়ার অধীন সদাশিব কভু নহে।
মায়া-বদ্ধ জীবে অহঙ্কারে মাত্র মোহে'॥
বিষ্ণু-তত্ত্বের আভাস অচিন্ত্যশক্তিক্রমে।
মায়ার সহিত যবে বিহরয়ে রঙ্গে॥
তবে শিব-শক্তি-তত্ত্বের হয় ত' উদয়।
শিব-শক্তি অহঙ্কারের মূলীভূত হয়॥
জড়-অহঙ্কার-তত্ত্ব ভোক্তৃ অভিমানে।
আপনারে মায়ার কর্ত্তা করি' জানে'॥
বস্তুতঃ সদাশিব বিষ্ণুতত্ত্ব হন।
কৃষ্ণের ইচ্ছায় মায়ার সহিত রমণ॥
মায়া-সঙ্গে শিবের হয় ত' মিলন।
অধিকারী বিষ্ণুদাস হন অগ্রগণ্য॥
বৈষ্ণবপ্রধান শম্ভু সেবা নাহি মানে'।
মঙ্গল শঙ্করত্ব কভু নাহি জানে॥
সদাশিব হন, ভাই, মহা-বিষ্ণু-অংশ।
বিষ্ণুর ইচ্ছায় জীবের বিরূপের উৎস॥
মায়ার সহিত শিবের বিহারের মর্ম্ম।
ইহা নাহি জানি' জীব আচরে' অধর্ম্ম॥
আপনারে শিব-জ্ঞানে মায়া-ভোগ বাঞ্ছে'।
ইন্দ্রিয়ের সুখ সাধি' নরকেতে মজে॥
মায়ার সহিত জীবের অপূর্ব্ব মিলন।
কৃষ্ণের ইচ্ছায় হয় মঙ্গল-কারণ॥
নীলকণ্ঠ বিষপানে হন অধিকারী।
মায়া-সঙ্গে রহি' জীব হয় অনাচারী॥
জীব শিব কভু নাই, নহে একতত্ত্ব।
অদ্বৈত-কৃপায় জানি শিবের মহত্ত্ব॥
অদ্বৈত-কৃপায় জানি, শিব জগদ্গুরু।
পরম বৈষ্ণব শম্ভু — বাঞ্ছা-কল্পতরু॥
অদ্বৈত-কৃপায় মাত্র বিষ্ণু-ভক্তি হয়।
মহা-বিষ্ণু ভজিলে কৃষ্ণ হয়েন সদয়॥
জীব-শিব 'এক' নহে, ভেদাভেদ-তত্ত্ব।
গুরু শিষ্য 'এক' নহে, গুরুতত্ত্ব নিত্য॥
গুরুতত্ত্ব সদাশিব নিত্য পূজ্য ভাই।
শিবে পূজ্যবুদ্ধি যাঁর ধন্য-ধন্য সেই॥
শিব-বিষ্ণু পরস্পর হন ভিন্নাভিন্ন।
মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে অধিকারী শম্ভু॥
শিবের অধিকার জীবে কভু না সম্ভব।
শিবে পূজ্যবুদ্ধি হৈলে হয় অনুভব॥
শিব-সহ আপনার সমবুদ্ধি যার।
সে অধম কভু নাহি যায় মায়া-পার॥
শুদ্ধাদ্বৈত-তত্ত্ব মান' ছাড়ি' মায়াবাদ।
কুশিক্ষায় ছাড়ি' লও' শিবের প্রসাদ॥
অদ্বৈত-কৃপায় অদ্বৈত-তত্ত্ব জানি।
অদ্বৈত-পূজনে ভাই বিষ্ণুভক্তি মানি॥
জগদ্গুরু অদ্বৈত—মহা-বিষ্ণু অবতার।
অদ্বৈতের চরণে বন্দে' এ অধম ছার॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ-মহিমা

(নবদ্বীপান্তে)

প্রাতো নদীয়া-প্রকাশ।
নদীয়া-আকাশে তোমার প্রকাশে
চিরতমো (হৈল) নাশ॥
করুণা করিয়া প্রকাশি' নদীয়া
প্রকাশ নিজ-মহিমা।
পাঁচটী বছরে জগত-জীবেরে
দেখা'লে কৃপার সীমা॥
তোমার উদয়ে জীব সমুদয়ে
উত্তরিল ভব-সিন্ধু।
নাহি কোন ভয় জীব সব জয়
যেথে' পাপী-তাপী-বন্ধু॥
পত্রিকা-আকারে আমাদেরি ঘরে
প্রভাত উদিত হও।
বৈকুণ্ঠ-বারতা শ্রীচৈতন্য-কথা
নিত্য নবভাবে কও॥
তোমার অক্ষর নহে কভু ক্ষর,
অক্ষরে 'অক্ষর' দেবে।
(যেন) অক্ষরে 'অক্ষর' বুদ্ধি যার কভু
সেইত অভাগা ভবে॥
নিজ হিত লাগি' যেবা মনোযোগী
সেজন তোমায় চায়।
তুমি ত তাঁহার সেই ত তোমার
(তাঁর) তোমাতেই নিত্য ভাব॥
কর্ম্মের তাড়না যোগের ছলনা
জ্ঞানের যন্ত্রণা যাহা।
তাপসের তপ সকলি কৈতব
সতত জানালে তাহা॥
অনন্ত ভকতি শুদ্ধা সরস্বতী
ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী।
তোমার প্রসাদে জানিল অবাধে
[illegible]॥
যাঁর অভিপ্রায়ে প্রকটিত হবে
উজ্জ্বল ভকতি রস।
তুমি ত তাঁহার অভিপ্রায়কার
[illegible]॥
নামরূপে তাঁর প্রকটে বিহরি
অযাচকে প্রেম যাচে।
কে আছে এমন অধম অভাগ
ভেটি সঙ্গ নাহি যাচে॥
সেই মূঢ় জন অতি অকৃতজ্ঞ
[illegible]।
নদীয়াপ্রকাশ প্রেমের বিকাশ
হ'য় না দেখিতে পারে॥
মায়াবাদী পারে কুনটের নাট
নিত্য-নাট্য জানা নয়।
এ মা নিত্য ছ'টী সবার প্রকৃতি,
জানায় জগন্ময়॥
আলো অন্ধকার দেখ কি প্রকার
প্রদর্শিতে কেবা আর।
তোমার মতন করিয়া যতন
(করে) ঘরে ঘরে সব চার॥
তব অভক্তা নিন্দুকে শঙ্কা
যাহার হৃদয়ে জাগে।
সেইত ছদ্ম তাহাকে কৃতার্থ
লয়ে যাবে নিজালয়॥
হে নদীয়া-প্রকাশ! কর দাস-দাস
(যেন) নিরাশ না হই কভু।
জন্ম জন্ম লাগি এই সেবা মাগি
(হোক) তব দাস মোর প্রভু॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য—শ্রীগৌরজন্মোৎসবে পলাকে গত বৃহস্পতিবারে নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ বন্ধ থাকায় পত্রিকা প্রকাশ হইতে পারেন নাই।

শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ শ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এ্, বি, এল্ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

সাধারণের অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩য় সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ... ২৩শে ফাল্গুন শনিবার ১৩৩৭, ৭ই মার্চ্চ, ১৯৩১

প্রতি গান্ধীজী

অহিংস পিকেটিং সম্বন্ধে গান্ধীজীর উপদেশ

আইন অমান্য বন্ধ

কংগ্রেস ও কাপড়ের কলের সহিত মিটমাট

লর্ড আরউইনের সাহায্য

আগ্রা দরবারে পিকেটিংএ গ্রেপ্তার

বে-আইনী লবণ বিক্রয়

ট্যাক্স আদায়ে বাধা—জৈনসর কর্ম্মীদের কারাদণ্ড

ট্যাক্স প্রদানে নোটিশ

মহিলাদের প্রতি ব্যবহারের প্রতিবাদ

নানা কথা

অহিংস পিকেটিং সম্বন্ধে

গান্ধীজীর উপদেশ

মদ ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিংয়ের সময় স্বেচ্ছাসেবকদের কিরূপ নীতি অবলম্বন করা উচিত, তাহা ব্যক্ত করিয়া গান্ধীজী লিখিতেছেন—

(১) ক্রেতা বা বিক্রেতাদের প্রতি দুর্বিনীত ব্যবহার করা চলিবে না।

(২) দোকান বা গাড়ীর সম্মুখে স্বেচ্ছাসেবকগণ শয়ন করিবেন না।

(৩) শোকের সময় যেরূপ ধ্বনি করা হয়, (হায় হায় রব) তাহা করা চলিবে না।

(৪) কুশপুত্তলিকা দাহ বা সমাধিস্থ করা চলিবে না।

(৫) ক্রেতা বা বিক্রেতাকে যদি বর্জ্জন করাই হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহাদের খাদ্যদ্রব্য বা আবশ্যকীয় সামগ্রী বন্ধ করা উচিত হইবে না। তবে কেহ তাহার নিকট আহার করিতে পারিবে না এবং তাহার উপকার গ্রহণ করাও চলিবে না।

(৬) কোন অবস্থায় উপবাস বা প্রায়োপবেশন করা চলিতে পারে না। কোন কোন প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি উপেক্ষিত হইলে কিম্বা যেখানে উভয় পক্ষের মধ্যে স্নেহ বা শ্রদ্ধার ভাব আছে, সেইখানে উপবাস করা চলিতে পারে।

বিপ্লবীদের প্রতি গান্ধীজী

মহাত্মা গান্ধী দিল্লীতে ভারতীয় ও বিদেশী সংবাদপত্র সেবীদের সম্মুখে এক ঘণ্টারও অধিক কাল বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি লর্ড আরউইনের অপরিসীম সহিষ্ণুতা শ্রমশীলতা এবং সৌজন্যের সুখ্যাতি করিয়াছেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস তাহাদের পূর্ণ স্বরাজ রূপ লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিতেছে। গত বৈঠকে তাহাদিগকে অর্দ্ধপথও লইয়া যায় নাই। অমিশ্র স্বেচ্ছাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সম্মিলন ঘটিলে বিস্ফোরণ হইবে। কংগ্রেস সমগ্র ভারতের জনসাধারণের মুখপত্র রূপে বিরাজ করিবে। তিনি আশা করেন, রাজন্যগণ তাঁহাদের রাজ্য বৃটিশ ভারতের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী উন্নীত করিবার অনুরোধে কর্ণপাত করিবেন। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যান্য সমস্ত দলের রাজন্যদের এবং ইংরাজদের সাহায্য আবশ্যক। অতএব তিনি দেশবাসীকে কংগ্রেসের ও সরকারের মধ্যে প্রাথমিক মীমাংসার সর্ত্ত পালন করিয়া কংগ্রেসকে তাহাদের লক্ষ্যে পৌঁছিবার চাপ দিবার জন্য অপরিসীম সম্মান প্রদান করেন।

উহার পর সকল রাজনীতিক বন্দীকে, এমন কি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামীদিগকেও মুক্তিপ্রদান করা হইবে; তিনি তাহাদের সংগ্রামে বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের আগ্রহ ও আমেরিকার সহানুভূতির বিষয় স্বীকার করিয়া বলেন, ভবিষ্যৎ কষ্টসাধ্য কার্য্যে উক্ত সহানুভূতি আরও বর্দ্ধিত হইবে, উক্ত কার্য্য সফল হইলে জগতে শান্তির পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইবে।

আইন অমান্য বন্ধ

মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের ওয়ার্কিং-কমিটী আইন অমান্য আন্দোলন, করবন্ধ আন্দোলন ঐরূপ অন্যান্য কার্য্যাবলী বন্ধ করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন

বিবিধ সংবাদ

কংগ্রেস ও কাপড়ের কল আরও মিটমাট

নূতন দিল্লীর কংগ্রেসের সম্পাদক প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমেদাবাদের নূতন মাণেকচাঁদ কটন মিল এবং লালমন করমচাঁদ কটন মিল, ঢাকার ঢাকেশ্বরী কটন মিল এবং আগ্রার ৫টি কটন মিল কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করায় তাহাদের প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, কংগ্রেস তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন।

মালাবারের আফাণ এণ্ড সন্স কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করিবার ইচ্ছা জানাইয়া সম্পাদক এক পত্র লিখিয়াছেন। এই কারখানার একজন অংশীদার আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে জেল ভোগ করিতেছেন। প্রকৃত সংবাদ জানা না থাকায় ইহাদের নাম বর্জন তালিকায় স্থান পাইয়াছিল।

লর্ড আরউইনের সাহায্য

'হিন্দু' পত্রিকা বলেন, দেশবাসিগণের বিশেষ আশা, লর্ড আরউইন ভারতের বড়লাটের পদ পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর স্বাধীনতা ও উৎসাহ সহকারে ভারতবাসীদিগের জাতীয় শাসনপদ্ধতি সম্পূর্ণ করিতে সাহায্য করিতে সমর্থ হইবেন।

জাতীয় পতাকা উত্তোলনে গ্রেপ্তার

গত ৩রা মার্চ্চ সকালে বুদ্ধরাম পাহাড়ের নিকট আদিম অধিবাসীদিগের এক সভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত জাহ্নবী পাঠক ত্রিবর্ণচিত্রিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তিনি সভায় বক্তৃতা করিবার সময় পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হন। অতঃপর পুলিশ জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করে। শ্রীযুত সুধাংশুশেখর গুপ্ত, দুর্গাপ্রসাদ গুরু, বিনায়ক পাধ পুলিশকে বাধা প্রদান করিবার জন্য ধৃত হইয়াছেন।

মহিলাদের প্রতি ব্যবহারের প্রতিবাদ

সাগর বনিতা-সমাজের উদ্যোগে ক্ষিতিশচন্দ্র সাগরের, মহিলাদের একটি সভা হয়। গত ২১শে জানুয়ারী তারিখে বোম্বাইয়ে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের প্রতি যে ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদ করিয়া সভায় একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব উত্থাপনকারিণী বোম্বাই মহিলাদের ধৈর্য্যের প্রশংসা করিয়া সকলকে তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিবার কথা বলেন।

আগ্রা দরবারে পিকেটিংএ গ্রেপ্তার

গত ৪ঠা মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, আগ্রা বিভাগের কমিশনার মিঃ গ্রাণ্টের অবসর লইয়া যাত্রা করিবার পূর্ব্বে যে দরবার হইয়াছিল, তাহাতে পিকেটিংএর অভিযোগে ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়।

বে-আইনী লবণ বিক্রয়

আগ্রাতে যখন দরবার হইতেছিল, সেই সময় স্বেচ্ছাসেবকগণ কালেক্টর এবং কমিশনারের বাংলোগুলির নিকটে বে-আইনী লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয় করেন।

স্বেচ্ছাসেবকগণ যখন লবণ তৈয়ারী ও দরবারে পিকেটিং করিতেছিলেন, সেই অবসরে কয়েকজন মিলিয়া কালেক্টরের আদালত এবং জিলা ও দায়রা জজের আদালতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

দরবার শেষ হইয়া গেলে ধৃত স্বেচ্ছাসেবকদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

শ্রীমতী জানকী দেবী সেই সময় অন্যান্য মহিলাদের সহিত জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বাজারের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে প্রেরণ করা হইয়াছে।

করাচী কংগ্রেসের আয়োজন

লর্ড আরউইন এবং মহাত্মা গান্ধী আপোষ বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন, দিল্লী হইতে এইরূপ সংবাদ পাইয়া মার্চ্চের শেষে করাচীতে যে কংগ্রেস হইবে, তাহার আয়োজন দ্রুত অগ্রসর হইবে।

ট্যাক্স দিবার জন্য নোটীশ

প্রকাশ যে, জৈনসর য়ুনিয়ন বোর্ডের ৮ শত করদাতৃগণের উপর এক সঙ্গে আদেশ প্রচারিত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে ১ পক্ষকালের মধ্যে ট্যাক্স প্রদান করিতে হইবে। করদাতৃগণ এই আদেশ অনুযায়ী কার্য্য না করায় তাহাদের অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে সভাপতি ক্রোকী পরোয়ানা প্রচার করিয়াছেন

ট্যাক্স আদায়ে বাধা জৈনসর কর্ম্মীদের কারাদণ্ড

বে-আইনী জনতা করিয়া য়ুনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স আদায়ে বাধা জন্মাইবার অভিযোগে জৈনসর কংগ্রেস কমিটির স্বেচ্ছাসেবক কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণাচরণ চক্রবর্ত্তী, প্রফুল্লকুমার গুহ, আশুতোষ ঘোষ, কৃষ্ণপদ দত্ত, মধুসূদন দে এবং আশুতোষ সেনকে গত মঙ্গলবার মুন্সীগঞ্জের মহকুমা হাকিমের আদালতে হাজির করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩ ধারা অনুসারে ইহাদের প্রত্যেককে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং কৃষ্ণপদ ব্যতীত আর সকলকে ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন, কৃষ্ণপদর বয়স অল্প বলিয়া তাহার প্রতি ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকগণ আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই; কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়া মুক্তিলাভ করিতেও তাঁহারা অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

অর্ডিন্যান্স সমূহ প্রত্যাহার

৫ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, সকাউন্সিল বড়লাট আগামী কল্য প্রচলিত অর্ডিন্যান্স সমূহ অর্থাৎ অবৈধ প্ররোচনা অর্ডিন্যান্স, প্রেস অর্ডিন্যান্স ও বে-আইনী জনতা সম্পর্কীয় অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সন্ধি সূত্রের অন্যান্য কার্য্য প্রাদেশিক সরকার সমূহ কর্ত্তৃক প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত হইলেই সম্পন্ন হইবে। বহু সংখ্যক বন্দীকে মুক্তি প্রদানের জন্য শাসন বিভাগীয় বন্দোবস্ত করিতে কয়েক দিন সময় লাগিবে; কিন্তু তাঁহারা প্রতিশ্রুতিমূলক কার্য্য অতি সত্বর সম্পন্ন করিবেন।

বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ

গত ৩রা মার্চ্চ সকালে সলাপে বৃষ্টি ও বজ্রপাত সহ ঝড় হইয়া গিয়াছে এবং বজ্রাঘাতে একজন মারা গিয়াছে। প্রকাশ যে, সলাপের নিকটবর্ত্তী মাটিকোরা গ্রামের কোরান আলি নামক জনৈক মুসলমানের বাড়ীর বারান্দার বাঁশের খুঁটির উপর বজ্র পড়ে তাহার স্ত্রী তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। বাড়ীর আরও ৩জন লোক আহত হইয়াছে।

উকীলের বিপত্তি

করবন্ধ আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট থাকার সন্দেহে বহরমপুরের মোক্তার ও জিলা কংগ্রেস কমিটির সহকারী সভাপতি শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সরকারকে ব্যবহারাজীবী আইন অনুসারে অস্থায়ীভাবে সাসপেণ্ড করা হইয়াছিল। জিলা এবং দায়রা জজের এজলাসে তাঁহার পক্ষে এবং বিপক্ষের সওয়াল জবাব শেষ হইয়াছে।

স্থানীয় বারের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য, সম্বলপুরের সামাল উকীলের বিরুদ্ধে ব্যবহারাজীবী আইন অনুসারে আনিত অভিযোগের শুনানী গত ৬ই মার্চ্চ আরম্ভ হইয়াছে।

বহু স্বেচ্ছাসেবিকা সংগৃহীত

বিক্রমপুর নারী-সত্যাগ্রহ সমিতি হইতে শ্রীযুক্তা আশালতা সেন, সরযূবালা সেন, সুনীতিবালা বসু মজুমদার এবং কামিনী বসু নানাস্থানে ভ্রমণ করতঃ বহু প্রধান গ্রামে সভায় বক্তৃতা করিতেছেন। তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত লৌহজঙ্গ, ডহরী, বালাম, হাল দিরা, কনকসার, বজ্রযোগিনী, আমতলী এবং আরও অনেক স্থানে জনসভায় বক্তৃতা করিয়াছেন এবং বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবিকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

কাশী কর্ম্মীদ্বয় মুক্ত

দেশবন্ধু পার্ক সত্যাগ্রহ সম্পর্কে কাশী টাউন কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত দুর্গাপ্রসাদ খেত্রীর প্রতি ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড, ৩ শত টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তিনমাস কারাদণ্ড ভোগের পর ফতেপুর জেল হইতে মুক্ত হইয়া তিনি কাশীতে পৌঁছিয়াছেন। পুলিশ জরিমানার টাকা পূর্ব্বেই জিনিষপত্র ক্রোকের দ্বারা আদায় করিয়া লইয়াছিল।

কাশী বাঙ্গালীটোলা কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ীও ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর গোণ্ডা জেল হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তিনি বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে পৌঁছিলে বাঙ্গালীটোলা কংগ্রেস কমিটির সভ্য ও স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

জনসভায় ভারত প্রসঙ্গের আলোচনা

ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে মিঃ বলডুইন অধুনা যে মনোভাব ধারণ করিয়াছেন তাহাতে রক্ষণশীলদের অনেক সদস্য অসন্তুষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা বলিতেছেন যে, এ সময়ে পরিষ্কার করিয়া মতামত প্রকাশ করা মিঃ বলডুইনের কর্তব্য।

শুক্রবার দিন নিউমার্কেটে মিঃ বলডুইন যে বক্তৃতা করিবেন সেই বক্তৃতায় তিনি ভারত প্রসঙ্গের আলোচনা করিবেন, এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

জেলে খাদ্য ব্যবস্থায় আপত্তি

প্রকাশ, মুন্সীগঞ্জ সাবজেলে আনিয়া রাখা স্বেচ্ছাসেবকগণ খাদ্য গ্রহণ করেন নাই, কেন না, তাঁহাদের যে প্রকার খাদ্য দেওয়া হয়, তাহা ভাল নহে।

প্রাপ্তি স্থান—গ্রন্থ বিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

২। **শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী**—এই অমূল্য ও অভূতপূর্ব্ব গ্রন্থের পরিচয় দিতে হইলে অল্প কথায় বলিতে হয় যে, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তরত্নমালার মধ্যে এই গ্রন্থখানি কৌস্তুভমণি, আর সেবাকুসুম-গুচ্ছের মধ্যে এই গ্রন্থখানি কৃষ্ণ-কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম। এই বক্তৃতাবলীর মধ্যে নিখিল বৈষ্ণব-দর্শনের সিদ্ধান্ত ও সার-নির্য্যাস, পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি, সাম্প্রদায়িক যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ, সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানের মৌলিক তথ্যরাজি, শঙ্করাদি ও ভাগবতের সম্বন্ধ, আচার্য্যগণের জীবনচরিত-শিক্ষা; চিদ্বিলাস, চিন্ময় ও অচিন্ময় বিচার, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক বিচার-সমূহ এবং সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের যাবতীয় সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী ত্রিবেণীধারার ন্যায় প্রবাহিত রহিয়াছে। বক্তৃতাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে নিম্নলিখিত বক্তৃতাবলী গুম্ফিত হইয়াছে,—

প্রথম খণ্ড—

(১) বৈষ্ণব দর্শন, (২) শ্রীগুরুতত্ত্ব, (৩) কালধর্ম্ম, (৪) শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার উদ্দেশ্য, (৫) শ্রীনন্দোৎসব, (৬) শ্রী[illegible], (৭) শ্রীমধ্বাবির্ভাব, (৮) দক্ষিণভারতে বৈষ্ণবদর্শনের স্থান, (৯) শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর, (১০) শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, (১১) শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত, (১২) বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম, (১৩) শ্রীল রসিকানন্দ প্রসঙ্গ, (১৪) শ্রীব্যাসপূজায় প্রত্যভিভাষণ (১৫) শ্রীরূপসনাতন প্রসঙ্গ, (১৬) পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, (১৭) আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, (১৮) শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, (১৯) অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম এবং (২০) পুষ্টিমার্গ।

২য় খণ্ডে—

(১) শুদ্ধা ও বিদ্ধাভক্তি, (২) আত্মার নিত্যবৃত্তি, (৩) মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা কোথায়? (৪) শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, (৫) শ্রীমৎ আচার্য্যপাদ ও মায়াবাদ, (৬) শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, (৭) শ্রীচৈতন্যের দয়া, (৮) গৌর-করুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন, (৯) ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন, (১০) শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, (১১) শ্রীক্ষেত্রধামের মহিমা, (১২) মহাপ্রসাদ, (১৩) শ্রীগোবিন্দ, (১৪) শ্রীরূপানুগ-ভজন-পথ।

এই সকল বক্তৃতা বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন বিদ্বৎসভায় শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা কথিত হইয়াছিল। শ্রুতলিখন-প্রণালী এবং সাঙ্কেতিক লিখন-প্রণালী দ্বারা যতদূর সম্ভব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিয়া এই সকল বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। অতিমর্ত্ত্য একান্ত পারমার্থিক মহাপুরুষের বাণী বঙ্গভাষায় সাঙ্কেতিক ও শ্রুতলিখন প্রণালীতে সংগ্রহ করিয়া এই সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হইল। আমরা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে অন্যাভিলাষী এবং অনৈকান্তিক মনীষী ও নায়কগণের উক্তি-সমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত দেখিতে পাইলেও একান্ত পারমার্থিকগণের পিপাসা-পরিতৃপ্তি এবং বিশ্বমানবের একান্ত মঙ্গলের জন্য এইরূপ বাণীর দুর্ভিক্ষই লক্ষ্য করি। শ্রীচৈতন্যবাণীর ভক্তিক অনুমোদনকারী পারমার্থিকগণের আগ্রহে 'শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী' খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছেন। প্রথম খণ্ড ইতঃপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছেন, দ্বিতীয় খণ্ড শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছেন। ঢাকা মনোমোহন-প্রেসের স্বত্বাধিকারী সজ্জনভূষণ শ্রীযুক্ত গিরিজা মোহন দে মহাশয় এই অমূল্য গ্রন্থ মুদ্রণের যাবতীয় ভার গ্রহণ করিয়া সমস্ত বৈষ্ণবগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থের কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট সুন্দর। ডবলক্রাউন ১৬ পেজি সাইজের ১০ ফর্ম্মায় বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড এবং ১১ ফর্ম্মায় ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীল প্রভুপাদের ত্রিবর্ণরঞ্জিত একটী আলেখ্য ও প্রকাশকের নিবেদন—শীর্ষক বিস্তৃত ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের ভিক্ষা মাত্র দশ আনা। প্রাপ্তিস্থান—ভক্তিগ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ আঃ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমায়াপুরের দ্রষ্টব্য স্থান ও তাহার বিবরণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯৮ সংখ্যার পর)

(ক) **বল্লালঢিবি**—সেনবংশীয় নৃপতিগণের রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপ অধুনা 'বল্লালঢিবি' নামে খ্যাত। এইস্থান বর্ত্তমান সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক রক্ষিত। কিছুদিন পূর্ব্বে এই ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে কতিপয় কাষ্ঠনির্ম্মিত বারকোশ ও একটী বল্মীকনষ্ট কাষ্ঠসিন্দুক আবিষ্কৃত হয়। এই কাষ্ঠসিন্দুক হইতে কয়েকখানি জীর্ণশাল, পশমী পোষাকের ছিন্নাংশ ও কতিপয় রৌপ্যমুদ্রা বহির্গত হয়।

(খ) **শ্রীধর-অঙ্গন** শ্রীধাম মায়াপুর ও গাদিগাছার মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। শ্রীধাম নবদ্বীপে কদলীকানন মধ্যে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের পরমপ্রিয় নিষ্কিঞ্চন ভক্তরাজ শ্রীধরের গৃহ ছিল। শ্রীমায়াপুরের এক প্রান্তে এবং চাঁদকাজীর সমাধির দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে শ্রীধর অঙ্গন অবস্থিত। ইহার নিকটে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। শ্রীধর দ্বাদশ গোপালের অন্যতম, ব্রজের কুসুমাসব গোপাল, বিষয়মদান্ধ ব্যক্তিগণের চক্ষে ব্যবহারিক দুঃখে প্রপীড়িত বলিয়া বিশ্বম্ভর-ভক্তগণের অসমোর্দ্ধ মহত্ত্বের সাক্ষ্যস্বরূপ শ্রীধর নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর কাজীর প্রতি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন-কালে পরিশ্রান্ত হইবার লীলা অভিনয় করিয়া ভক্তরাজ শ্রীধরের দ্বারে উপনীত হইলেন। শ্রীধরের ভাঙ্গা ঘর, চালে খড় নাই, ঘরে আসবাব পত্র কিছুই নাই। প্রভু শ্রীধরের অঙ্গনে সংকীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীধরের গৃহের ক্ষুদ্র বারান্দায় 'এক ভগ্ন লৌহপাত্র ছিল। উহার কতস্থানে যে তালি দেওয়া, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রভু তাহা দেখিতে পাইয়া হস্তে তুলিয়া লইলেন এবং তন্মধ্যস্থ জল পান করিতে লাগিলেন। শ্রীধর দূর হইতে দেখিয়া 'হায়! হায়!' করিতে লাগিলেন এবং 'মলাম মলাম' বলিয়া কাতরস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। 'প্রভু আমাকে মারিবার জন্য আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন'—এই বলিয়া শ্রীধর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু শ্রীধরের হাত ধরিয়া সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন,—"শ্রীধর, তোমার জলপান করিয়া আমার দেহ পবিত্র হইল। কৃষ্ণের চরণে অদ্য আমার ভক্তি লাভ হইল।" 'বৈষ্ণবের জলপানে বিষ্ণুভক্তি হয়'—ভক্তবৎসল প্রভু এই তথ্য জ্ঞাপন করিয়া সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে বৈষ্ণব মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ-পীঠ-সংস্থাপক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশে শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকবৃন্দ এই শ্রীধর-অঙ্গনে শ্রীগৌর-পাদপীঠ সংস্থাপন করিবার যত্ন করিতেছেন।

মাদ্রাজ-প্রসঙ্গ

মাদ্রাজের ইংরাজী দৈনিক "হিন্দু" পত্রিকায় বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখের স্তম্ভে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে :—

(১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, উত্তরগোপাল-পুরম্ মাদ্রাজ ২৮শে ফেব্রুয়ারী শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় স্থানীয় শ্রীগৌড়ীয়-মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ "শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত অধীতা কে?" এই বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা দিবেন। শ্রীযুক্ত শঙ্করনারায়ণ আয়ার তামিল ভাষায় ঐ বক্তৃতার ব্যাখ্যা করিবেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তিত হইবেন।

(২) আন্তর্জাতিক অধীতি-সঙ্ঘ—বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় মাদ্রাজ ১৭ নং অরুণাচলম ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত কিষ্ণন্ মহোদয়ের ভবনে উত্তর গোপালপুরম্ এ অবস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্বামীজী "শ্রীগৌড়ীয়মঠ, অনুভূতি ও উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। খৃষ্টান, মহম্মদীয় ও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বহু ভদ্র মহোদয়-মহোদয়া সম্মিলিত হইয়া স্বামীজীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতামুখে স্বামীজী এই তথ্য স্ফুটটি বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করেন যে, যতদিন জগৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরক্ষেত্রে বিচরণ করিবে, ততদিন পবিত্র প্রেমা ও প্রকৃত ভ্রাতৃভাব সম্ভবপর নহে এবং ভগবৎপ্রেমলাভে স্ত্রী-পুং-বিচার আদৌ প্রয়োজনীয় নহে, যেহেতু উহা যৌন-বিচারের সাধ্যাতীত।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে মহোৎসব

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী বুধবার সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীর অপ্রকট তিথির স্মরণার্থে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে একটি বিশেষ উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। ঐদিন শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীগোরবিনোদরমণজিউ কি যে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। এবিষয়ে শ্রীপাদ পরেশানুভব ব্রহ্মচারীর সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী মধুর কণ্ঠে গুরুদেব ও কয়েকটী মহাজন পদাবলী সংকীর্ত্তন করেন। তৎপরে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ভক্তিসুধাকর শ্রীপাদ নারায়ণ দাসাধিকারী এম, এ, ভাগবতরত্ন মহোদয় বৈষ্ণবের অপ্রকট তিথি আমাদের কেন পালনীয়, তৎসম্বন্ধে প্রায় দুইঘণ্টা কালব্যাপী এক গভীর গবেষণা পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলী তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে পরম প্রীত হন। অনেকে মনের আবেগে বলিয়াছিলেন যে, কটকের ভাগ্যে শ্রীভগবানের অদ্ভুত দান—এই ভক্তিসুধাকর প্রভু। যাঁহারা—ইঁহাকে এখনও তাঁহাদেরই মত একটা মনুষ্য মাত্র ভাবিতেছেন, তাঁহাদের কি দুর্দ্দৈব! জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—যাহাতে মায়া লোকে অন্ধপূর্ণ হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমন্দোদয়দয়া হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া রহিয়াছেন, সেই সকল সর্ব্বনাশীকে এই মহাপুরুষ যে অতিমর্ত্ত্য পুরুষের পাদে এমন নিষ্কপটভাবে পদাঘাত করিতে পারিয়াছেন, না জানি তাঁহার কি প্রভাব!

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৶০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৩য় সংস্করণ) ৫৲
৩। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
৪। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
৫। ভজনরহস্য ৷০
৬। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৭। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
(বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৮। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ)
(বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১০। প্রাকৃতমঞ্জুরী গুণসৌরভঃ সাত্ত্বার
(আগম) ২৲
১১। বেদান্তরত্নমালার সান্নবাদ
(রামানুজীয়) ৷০
১২। জৈবধর্ম ২৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
(চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৬। দীপ-প্রদর্শন ৶০
১৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ৷৶০
১৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
১৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২০। ভক্তিরত্নাকর
(নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
২১। গীতমালা ৵১০
২২। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৩। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
২৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা
(৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
২৫। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৬। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ৷০
২৭। শরণাগতি ৵০
২৮। গীতাবলী ৵০
২৯। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩০। সাধনকণ ৵
৩১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩২। নবদ্বীপশতক ৵
৩৩। অর্থপঞ্চক ৵৹
৩৪। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৫। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৩৬। আচনকণ ৶১০
৩৭। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৩৮। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ১
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪১। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত
(বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪৪। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৫। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৬। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵
৪৭। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ৷০
৪৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৪৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫০। সংখ্যাবাণী ৵০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫১। শ্রীকৃষ্ণ-সংস্কৃতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫২। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৫৩। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৪। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৫। গৌড়ীয় মঠস্থ পরিচয়ঃ ৵০
৫৬। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৭। নামভজন ৷০
৫৮। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৫৯। বৈষ্ণবীজম ৷০
৬০। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৬১। দি ভাগবত ৷০
৬২। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৩। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ৷০
৬৪। সাধন পথ ৷০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ৷০
৬৬। গীতাবলী ৵১
৬৭। শরণাগতি ৵০

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীগৌড়ীয়

একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্মের বহুল-প্রচারক, সজ্জনাদৃত, নিখিলের সমালোচক অকপটজ্ঞান ও অধোক্ষজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্ব-জীবের একমাত্র অহৈতুক দয়াময়, কামনোপাসক, পরমার্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমাজ, বর্ণাশ্রম, নীতি, প্রত্ন, কাব্য, শিল্প, কৃষি, একারল, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, দর্শন, ঐতিহ্য, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, দৈবরাশি প্রভৃতির নিরপেক্ষ পারদর্শক

সভাপতি—শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

অগ্রিম বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা, ভি, পিতে ৩৶০

অফিস্—১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
বাগবাজার কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত

দি হারমনিষ্ট

বা সজ্জনতোষণী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরাজী মুখপত্র
শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (মাসিক)

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্র, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি সাত্বত গ্রন্থসমূহের নিরপেক্ষ বিশদ-ব্যাখ্যাকর্ত্তা। বার্ষিক ভিক্ষা ৩৲ টাকা ভি, পি, ৩৶০ আনা

পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা—
ম্যানেজার—হারমনিষ্ট
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর, জেলা নদীয়া।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক
প্রমাণ-সম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণগ্রন্থ

রাজর্ষি রাওসাহেব
কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম, এ; প্রাজ্ঞ
(লাহোর)
মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-সম্পাদক মহাশয়ের
বিস্তৃত ভূমিকাসহ

উৎকৃষ্ট (ইং) মরোক্কো বাঁধা ১৷০; ভিঃ পিঃ তে ২৲ দুই টাকা মাত্র।
প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

টেলিগ্রাফ—"শ্রীধাম"
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৪র্থ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৫শে ফাল্গুন সোমবার ১৩৩৭, ৯ই মার্চ্চ, ১৯৩১

নানা কথা

তুরস্কে সাধারণ নির্ব্বাচন

মুস্তাফা কামাল প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, এ সময়ে তুরস্কের পার্লামেণ্ট সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচনের আয়োজন করা কর্ত্তব্য। তুরস্কের জাতীয় পরিষদ্ এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন।

মুস্তাফা কামাল পাশা সম্প্রতি তুরস্কের অধিবাসীবর্গের নিকট এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণ নানা প্রকার ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করিয়া তুরস্কের অধিবাসীদিগকে বিপথগামী করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এ সময়ে দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি যাহা যাহা করিতে মনস্থ করিয়াছেন তাহাতে দেশবাসীর কতটুকু সমর্থন আছে—তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্যই সাধারণ নির্ব্বাচনের আয়োজন করা হইয়াছে।

শ্রমিক দলে আরও

কয়েকজনের পদত্যাগ

লেডি সিনথিয়া মজলি এবং মিঃ ডব্লিউ, জে, ব্রাউন শ্রমিক দলের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়াছেন; মিঃ ব্রাউন লিখিয়াছেন, ক্রমাগত কোনও দলবিশেষের সদস্য হইয়া থাকিলে

তুরস্কে সাধারণ নির্ব্বাচন

শ্রমিকদলে আরও কয়েকজনের পদত্যাগ

স্পেশাল পুলিশ প্রত্যাহৃত

বোম্বাই মহিলাদের নামে মামলা প্রত্যাহার

গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা

মাদ্রাজে ১১৫ জন স্বেচ্ছাসেবকের মুক্তি

জিয়াগঞ্জে ভীষণ শিলাবর্ষণ

বর্ম্মী সমিতির সভাপতি সশস্ত্র ডাকাত কর্ত্তৃক আক্রান্ত

বৃটিশ নৌবিভাগের বাজেট

পটুয়াখালিতে ১৫৮ ধারার মামলা

মানসিক স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীন চিন্তার বিঘ্ন হয়।

মাদ্রাজে স্পেশাল পুলিশ

প্রত্যাহৃত

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ কর্ত্তৃক পিকেটিং সম্পর্কে সহরে মালাবার স্পেশাল পুলিশ মোতায়েন ছিল। সন্ধির ফলে তাহা সরাইয়া লওয়া হইয়াছে।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা

বোম্বাইয়ের সরকারী গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে:—১৯৩০ সালের ১৯শে আগষ্ট হইতে ১৯৩১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সংশোধিত ফৌজদারী আইন বলে যে সকল কংগ্রেস ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বলিয়া ইস্তাহার জারী হইয়াছিল, তাহা বাতিল করা হইল ১৪৪ ধারা অনুসারে সময়ে সময়ে যে সকল নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছিল, তাহাও বাতিল করিয়া উক্ত গেজেটে ঘোষণা করা হইয়াছে।

বোম্বাই মহিলাদের নামে মামলা

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রত্যাহার

ফৌজদারী সংশোধিত আইনের ১৭ ধারা অনুযায়ী অখিল ভারত স্বদেশী সভায় শ্রীমতী জিয়াবেন যোশী এবং অপর পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছিল। আপোষ হওয়া যাওয়ায় উক্ত মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। তাঁহারা বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কার্য্য বিভিন্ন নাম দিয়া পরিচালন করিতেন।

মাদ্রাজে ১১৫ জন স্বেচ্ছা-সেবকের মুক্তি

গান্ধী আরউইন সান্ধর সর্ত্ত ... যথাসম্ভব শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মাদ্রাজ গবর্ণ... চেষ্টা করিতেছেন। যে সকল ... মুক্তি পাইবার অধিকারী তা... তালিকা প্রদানের জন্য জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণকে বলা হইয়া... সপ্তাহে প্রায় ১১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হইয়াছিলেন; ৬ই মার্চ্চ ... তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়...

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, দর্শন, প্রমাণ-উপনিষদ-শ্রীগীতা-সূত্রাদি প্রস্থান চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠির কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীবাসুদেবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

( ) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ও হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রামবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ধর্ম্মাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল ধর্ম্মাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীবৈকুণ্ঠানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মী প্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিস্বামী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীশ্রীধর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌকবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগবন্ধুদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদেব কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ দাস, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরামজীবন দেবশর্ম্মা।

(২৬) শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমুরলীধরজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বহু মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ বেগ রোড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমাধবানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন।

প্রধান মায়াপুর ৮৮ শ্রীপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

টেলিগ্রাফ— নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵

বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর - ২৬শে ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৩৭, ১০ই মার্চ্চ, ১৯৩১

নানা কথা

পূর্ণ স্বরাজ সম্বন্ধে
গান্ধীজীর উত্তর

কতিপয় সংবাদপত্রসেবীর প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মাজী পুনরায় কতকগুলি গুরুতর বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন। জনৈক সংবাদপত্র প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "পূর্ণ স্বরাজের অর্থ পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন। পূর্ণ স্বরাজ বলিতে ইংলণ্ড কিম্বা অন্য যে কোন দেশের সহিত বিচ্ছেদ বুঝায় না। পরস্পরের মঙ্গলের জন্য এবং নিজ ইচ্ছামত অন্যের সহিত সম্পর্ক স্থাপন—পূর্ণ স্বরাজে শুধু ইহাই বুঝায়। ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিলেও সেই অবস্থার সহিত পূর্ণ স্বরাজের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকিবে কিন্তু সে অবস্থায় ইংলণ্ডের সহিত আমাদের যে অংশীদার সম্পর্ক হইবে তাহা সম্পূর্ণ সাম্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

আপোষ সম্পর্কে গান্ধীজী

গত ৭ই মার্চ্চ সন্ধ্যায় এক জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বলেন, করাচী কংগ্রেসে তিনি আরউইন-গান্ধী আপোষ অনুমোদিত করাইবেন। কিন্তু উহা যদি দেশবাসীর গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহা হইলে দেশবাসিগণ ওয়ার্কিং কমিটীর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে পারিবেন এবং নিজেরা কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনা করিবেন।

আপোষ সম্পর্কে গান্ধীজী
পূর্ণ স্বরাজ সম্বন্ধে গান্ধীজীর উত্তর
জনসভায় গান্ধীজীর বক্তৃতা
গান্ধী-আরউইন আপোষের ফলে কর্ম্মিগণ কারামুক্ত
আপোষ শান্তি নহে
গান্ধী-আরউইনের মীমাংসা—মিঃ জিন্নার অভিমত
লর্ড আর্ণোল্ডের পদত্যাগ
ভারতীয় রাষ্ট্রপরিষদ সম্বন্ধে আলোচনা
বে-আইনী প্রতিষ্ঠান

দিল্লীর জনসভায় গান্ধীজীর বক্তৃতা

মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা শুনিবার জন্য বহু লোক দলে দলে গান্ধী গ্রাউণ্ডে সমবেত হইয়াছিল। ডাঃ আনসারী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ সমভিব্যাহারে মহাত্মাজী অপরাহ্নে চারি ঘটিকার সময় সভাস্থলে উপনীত । মৌলানা সওকৎআলি উপস্থিত না হওয়ায় মহাত্মাজী দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন মতবিরোধ থাকিতে পারে কিন্তু তিনি যে বড় ভাই। অতঃপর তিনি হিন্দু মুসলমান একতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া বলেন, হিন্দু মুসলমান মিলন ব্যতীত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান নিরর্থক হইবে। এইজন্য তিনি সকলের, বিশেষ করিয়া মহিলাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, মহিলারা এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন—তাঁহারা তাঁহাদের বিবদমান স্বামী, পিতামাতা পুত্রগণকে বলিতে পারেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের জন্য রন্ধন করিবেন না—তাঁহাদিগকে উপবাসী থাকিতে হইবে। হিন্দুরা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়; সেই হেতু তাহাদের উপর সদয় হওয়া উচিত, কারণ দরকষাকষি বেণিয়াদের স্বভাব।

লাল ইস্তাহারসমূহ সভাস্থানে বিতরিত হইতেছিল। তাহাতে আপোষের নিন্দা করা হইয়াছিল; এবং "তরুণ ভারতের" স্বাক্ষর ছিল। মহাত্মাজী লাল ইস্তাহার সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে একটু ধৈর্য্য ধারণ করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন সন্ধির সর্ত্ত ও ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্দেশসমূহ যথারীতি পালিত হইলে তাঁহারা গাড়োয়াল সৈনিদিগকে ও ভগৎসিং প্রভৃতির প্রাণদণ্ড রহিত করিতে পারিবেন। "তরুণ ভারত" যদি হিংসার পথে স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহেন, তাহা হইলে একটি ভগৎসিং নহে, সহস্র সহস্র ভগৎসিংকে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

উপসংহারে মহাত্মাজী বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন, হিন্দু মুসলমান মিলন, খদ্দর প্রচার ও মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের জন্য আবেদন করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিক নদীয়াপ্রব

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা

গত ২১শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি প্রায় ১০॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার সপ্তত্রিংশদ্বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর বন্দনা করিয়া শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু "কবে হবে বল সেদিন আমার"—এই উদ্বোধন সঙ্গীতটী সুললিত স্বরে মৃদঙ্গ করতাল সংযোগে কীর্ত্তন করেন। অতঃপর পঞ্চতীর্থ শ্রীযুত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সুদর্শন-বাচস্পতি মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব করেন যে, ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অদ্যকার সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করুন। সভার পক্ষ হইতে বরিশাল-নিবাসী শ্রীযুত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহাশয় সর্ব্বান্তঃকরণে উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন।

অতঃপর প্রভুপাদ সভাপতির আসন গ্রহণের পূর্ব্বে দৈন্যমুখে বলেন,—শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণীসভার অধিবেশনে সভাপতি হবার যোগ্যতা আমার নাই। বিশেষতঃ ধামপ্রচারকার্য্যে কোন প্রকার যোগ্যতাই আমার নাই। সভাপতি অন্য কোন ব্যক্তি উপস্থিত নাই। কেউ একজন সভাপতি অবশ্যই হ'বেন। কাজেই "ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো" বিচারে যদি আমার উপর ঈদৃশ গুরুভার ন্যস্ত হয়, তবে "অজ্ঞো গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" বিচারে আমি আসন গ্রহণ কর্ত্তে বাধ্য হলাম। আজকার সভায় গত বৎসরের শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার বার্ষিক অধিবেশনবিবরণী পাঠ হবে। কিন্তু সভার সম্পাদক মহাশয় কোন অনিবার্য্য কারণে আজকে উপস্থিত হ'তে পারেন নাই। তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য তিনি টেলিগ্রাম দিয়ে ত্রুটী মার্জ্জনা ভিক্ষা চেয়েছেন। সুতরাং তাঁহার অনুপস্থিতিতে গত বৎসরের অধিবেশন-বিবরণীর পাঠ-কার্য্য গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সম্পাদন করুন

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে একটী মালা পরাইয়া দিলে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ . বৎসরের অধিবেশন-বিবরণী পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু সভার পক্ষ হইতে সমাগত শ্রেষ্ঠাধ্য শ্রীপাদ জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভুর এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভারতীমহারাজ ... ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কলিবৈরী বেদান্তভূষণ, শ্রীপাদ রাধাকান্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ অভয়চরণারবিন্দ দাসাধিকারী মহোদয়গণের জন্য বিরহ প্রকাশ করেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীধাম-সেবা ও শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারে বিবিধভাবে আনুকূল্য করায় সভার পক্ষ হইতে বহু ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন, উপাধি প্রদান এবং প্রতিযোগিতা পরীক্ষার পারিতোষিকাদি প্রদান করা হয়। তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর সভাপতিপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ একটী অভিভাষণ প্রদান করিলে নাম-সংকীর্ত্তনান্তে ১০॥টায় সভা ভঙ্গ হয়।

ভক্তিশাস্ত্রী ও সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য পরীক্ষা

গত শে ও ২১শে ফাল্গুন বুধবার ও বৃহস্পতিবার দিবসে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দিরে সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য ও ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা হইয়াছে। পরীক্ষার প্রশ্নাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য-পরীক্ষা

পূর্ণ সংখ্যা—১০০, কাল—১৫ দণ্ড

১। নিম্নলিখিত শব্দসমূহের অর্থ লিখুন —১৫

(ক) শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন, (খ) উজ্জ্বল রস, (গ) অচিন্ত্যভেদাভেদ, (ঘ) প্রাকৃত-সহজিক, (ঙ) কাষ্ঠনাট্যা ভক্তি।

২। নিম্নলিখিত শব্দসমূহের পরস্পর বৈশিষ্ট্য কি? ১৫

(ক) শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ, (খ) বৈকুণ্ঠ ও মায়া; (গ) স্মার্ত্ত ও পরমার্থী, (ঘ) আধ্যক্ষিকতা ও অধোক্ষজ-ভক্তি; (ঙ) কারণ, গর্ভ ও ক্ষীরোদকশায়িবিষ্ণুত্রয়।

৩। নিঃ শব্দসমূহের পরস্পর সামঞ্জস্য কি? ১৫

(ক) অজের জন্ম, খ) প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য ও মানসী সেবা; (গ, অধ্যায় ও অপ্রাকৃত; (ঘ) মুখ্য নাম ও কৃষ্ণের নাম; (ঙ) নির্জ্জন ভজন ও কীর্ত্তন

(৪) জগতের বিভিন্ন আচার্য্যগণ হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য কোথায়? ১২

(৫) নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায়? ১০

(ক) পাপনাশন, (খ) ব্রহ্মসংহিতা-সংগ্রহের স্থান, (গ) বদরিকাশ্রম, (ঘ) শুকরতল, (ঙ) সম্বল, (চ) রামানন্দ মিলনস্থল, (ছ) গোকর্ণ, (জ) পিতৃলোক, (ঝ) মাধবাদীর প্রাপা, (ঞ) কর্ম্মীর প্রাপা।

৬। বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা ও জাগতিক উন্নতির কামনা—এতদুভয়ের ভেদ কোথায়? তৃতীয় সংস্কার নামগ্রহণের আবশ্যকতা কি? বৈষ্ণবোচিত দৈন্যমুখে কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তিসূচক সংজ্ঞা গ্রহণ করা বিধেয় কি না? ১২

৭। নিম্নলিখিত ভক্তগণের পাঞ্চরাত্রিক বা ভাগবত অধিকার? ১০

(ক) রামার্চ্চনচন্দ্রিকার সংগ্রহীতা, (খ) রামানন্দ স্বামী, (গ) ছলারি নৃসিংহাচার্য্য, (ঘ) রসিকানন্দ, (ঙ) লৌকিক গোস্বামি উপাধিধারীগণ, (চ) বাসকৃষ্ণগণ, (ছ) ত্যাগি-সাধু মহাত্মগণ, (জ) বৈখানস সম্প্রদায়, (ঝ) উপবীতক বসু, (ঞ) অপ্রাকৃতরতন।

৮। বৈষ্ণবগণের পরমহংসাধিকার ও বর্ণাশ্রমাধিকারে যোগ্যতা কিরূপ? ১১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভক্তিশাস্ত্রী প্রবেশিকা-পরীক্ষা

পূর্ণ সংখ্যা—১০০, সময়—১০ দণ্ড

১। নিম্নলিখিত শব্দসমূহের অর্থ লিখুন— ২০

(ক) উদ্দীপ্ত কর্ম্ম, (খ) প্রকৃতি, (গ) উপনিষৎ, (ঘ) অন্ধ বিশ্বাস, (ঙ) মানবে দেবারোপবাদ, (চ) বর্ণাশ্রম, (ছ) চিদ্বিলাস, (জ) শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, (ঝ) সাধুসঙ্গ, (ঞ) আরোহবাদ।

২। গুরু কত প্রকার? তাঁহাদের অধিকার কি কি? আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া ও তৎসম্পাদনে কি ফলোদয় হয়? ১৭

৩। যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য কাহাকে বলে? দাদশ জন মহাজনের উদাহরণ দ্বারা যুক্তবৈরাগ্যের বিষয় বর্ণন করুন ১৬

৪। স্থান, নদী ও পাত্র নির্দ্দেশপূর্ব্বক মহাপ্রভুর ভ্রমণ বর্ণন করুন। ১৬

৫। নিম্নলিখিত ভক্তগণের বিষয় বর্ণন করুন— ১৫

(ক) ঈশান দাস, (খ) পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি, (গ) রসিকানন্দ, (ঘ) আনন্দ-তীর্থ, (ঙ) কূর্ম্মবিপ্র, (চ) অম্বরীষ, (ছ) সচ্চিদানন্দ, (জ) নরনানন্দ, (ঝ) শঙ্করারণ্য, (ঞ) ঠাকুর হরিদাস।

৬। অর্চ্চন কাহাকে বলে এবং কি প্রকারে সাধিত হয়? অর্চ্চন-বিরোধী বিচারের প্রতিপক্ষে কি কি বলিবার আছে? ১৬

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

আমরা শুনিয়া অতীব আনন্দিত হইলাম যে, বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুরে আগামী ৩রা এপ্রিল ২০শে চৈত্র শুক্রবার 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্' নামে এক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুর অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। পূতসলিলা ভাগীরথীর সুনির্ম্মল মুক্ত বায়ু মায়াপুরের উন্মুক্ত ময়দানকে সর্ব্বদা স্নিগ্ধ করিয়া রাখে, এখানকার নলকূপের বিশুদ্ধ পানীয় জল মায়াপুর ও তৎসন্নিহিত পল্লীসকলের সর্ব্বদা স্বাস্থ্যবিধান করিতেছে। সনাতন ধর্ম্মের আচারপ্রচারস্থল সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ সুবিশাল শ্রীচৈতন্যমঠের অবস্থান-হেতু এখানকার বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে নিত্য পরিপূর্ণ এবং আধুনিক জগতের কোনপ্রকার দুর্নীতি ইহাকে কলুষিত করিতে পারে নাই। অতএব এখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, কোমলমতি তরুণবয়স্ক শিক্ষার্থিগণের চরিত্রগঠন, ব্রহ্মচর্য্য সংরক্ষণ, পারমার্থিক শিক্ষা প্রভৃতি সদ্গুণবিকাশের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অনুকূল। এইরূপ স্থলে উক্ত বিদ্যালয়ের সংস্থাপন বিশেষভাবে কাম্য এবং আমরা পরমহংস শ্রীশ্রীগোস্বামী মহারাজের শুভ-সঙ্কল্প সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করিতেছি।

আমরা আরও জানিলাম যে, এই বিদ্যালয় অবৈতনিক হইবে এবং বিনাব্যয়ে ছাত্রগণের থাকিবার সংস্থান হইবে। সম্প্রতি শ্রীমায়াপুর গ্রামে বহু স্থানের বহু ভদ্রলোক আসিয়া বাস করিতেছেন। স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার জন্য শ্রীচৈতন্যমঠের সুশিক্ষিত চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানে দাতব্য চিকিৎসালয়ও অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া শুনা যায়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম্ এল্, এম্, এফ্, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Reg No C.1544

টেলিগ্রাফ—
নদীয়াপ্রকাশ

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৬০
মাসিক ১
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের জাতীয় মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদা [৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৭শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৩৭, ১১ই মার্চ্চ, ১৯৩১

মহাত্মাজীর দিল্লী ত্যাগ

গান্ধী-আরউইন আপোষে ডাঃ আন্সারীর বিবৃতি

করাচীতে কংগ্রেসের কার্য্য

দিল্লীতে মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা, বড়লাটপত্নীর চেষ্টা

১২০০০ হাজার টাকা লুট

বিভিন্ন জেল হইতে বহু রাজবন্দীর কারামুক্তি

লক্ষ্ণৌয়ে বারশত বন্দীর মুক্তি

যারবেদা জেল হইতে ১৫ শত রাজবন্দীর মুক্তি

ধবড়ীতে আনন্দ প্রকাশ

নানা কথা

মহাত্মাজীর দিল্লী ত্যাগ

৮ই মার্চ্চ সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটের সময় মহাত্মা গান্ধী বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে আমেদাবাদ মেলে দিল্লী ত্যাগ করেন। তিনি একটি ক্ষুদ্র তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় তাঁহার দলবল সহ উপবেশন করেন। মৌলানা সৌকৎআলি, ডাঃ আনসারী ও অন্যান্য স্থানীয় নেতৃগণ ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে বিদায় দেন।

প্রাতে ডাঃ আনসারীর ভবনে মহাত্মাজী মৌলানা সৌকৎআলি ও অন্যান্য মুসলমান নেতাদের সহিত হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

অপরাহ্নে মহাত্মাজী মহিলাদের এক সভায় বক্তৃতা করেন স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিলাদের প্রশংসনীয় কার্য্য সম্বন্ধেই তিনি প্রধানতঃ উল্লেখ করেন এবং তাঁহাদিগকে খদ্দর ব্যবহার করিতে বলেন।

ঐদিন প্রাতে পূর্কাবাগে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু জাতীয় পতাকা করেন এবং সমবেত জনমণ্ডলীকে পতাকার অর্থ বুঝাইয়া দেন।

গান্ধী-আরউইন আপোষে

ডাঃ আন্সারীর বিবৃতি

ডাঃ আনসারী গান্ধী-আরউইন আপোষ সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিতেছেন—কংগ্রেস "কেন" গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতার পরীক্ষা করিতে ব্রতী হইয়াছেন তৎসম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী যে স্মরণীয় বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার উপর আর কিছু বলা অসম্ভব।

"গান্ধীজী চিরদিনই পৌরুষ এবং শ্রদ্ধার মূর্ত্ত বিগ্রহ। সন্ধি দৃতরূপে তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের যে বিশ্বাস ছিল তিনি নিঃসন্দেহে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন কেন না ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সহিত গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি হইয়াছে তাহা গান্ধীজীর রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার বিষয় গৌরব ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিরূপ বিপদসঙ্কুল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তিনি সন্ধি স্থাপনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যেকেই জানে কিন্তু দিনের পর দিন গুরুতর সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চালাইতে তাঁহার যে কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তাহা কেহই সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই।"

"সহকর্ম্মীদের মতামতে তিনি যেমন কর্ণপাত করিয়াছেন, বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের কথাও তেমনি সুবিবেচনার সহিত তিনি শুনিয়াছেন; ধৈর্য্য এবং বুদ্ধিকৌশল আগাগোড়াই তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে ছিল। অনেক কাজ হইয়া থাকিলেও এখনও অনেক কাজ করা বাকি আছে। বর্ত্তমান সন্ধি আগামী বৈঠকের উপক্রমণিকা মাত্র। প্রকৃত কাজ বৈঠকেই হইবে; কিন্তু বৈঠকের কাজ সফল করিতে হইলে আমাদের সকল জাতি—হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা বৈঠকে আমরা একত্র হইয়া কোন কাজ করিতে পারিব না, কাজেই আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন জানাইতেছি তাঁহারা পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দেশমাতৃকার মঙ্গলের জন্য সদিচ্ছা ও উদারতায় প্রণোদিত হইয়া মহাত্মা গান্ধীর পতাকাতলে আসিয়া দণ্ডায়মান হউন। দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইবার শান্তিময় পথ আমরা আবিষ্কার করিয়াছি। যে পথ এই মাত্র উন্মুক্ত হইয়াছে তাহা অবলম্বন করা জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীরই কর্ত্তব্য।

বিবিধ সংবাদ

কংগ্রেস কর্মির উপর ১৪৪ ধারা

ত্রিপুরার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী মৌলবী আবদুল জলিল আখাউরায় যাইতেছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ষ্টেশনে তাঁহার উপর ১৪৪ ধারা জারি করিয়া দুই মাসের জন্য তাঁহাকে এই জিলায় বক্তৃতা করিতে নিষেধ করা হয়। মৌলবী সাহেব নোটিশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন।

বাঙ্গালার রাজবন্দী স্থানান্তরিত

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন গত ৫ই মার্চ তারিখে প্রেসিডেন্সী জেল হইতে হিজলী জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

তিনি ওরা সেপ্টেম্বর শ্যামবাজার হইতে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

বারবেলা জেলে হইতে পনর শত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি

বারবেলা জেল হইতে পনের শত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে পাঁচ শত জন রবিবার প্রাতে বোম্বাইয়ে পৌছিয়াছেন।

কংগ্রেস কর্মিদের কারামুক্তি

কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, কুঞ্জবিহারী দাস, বঙ্কিম ঘোষ, বঙ্কিম রাউথ, বীরেন্দ্র বর্মণ, ভূপাল ভদ্র, শ্যাম সাহা, উপেন্দ্র দাস, শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং প্রমীল চাটার্জ্জী, পূর্ণকাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়া গতকল্য বহরমপুর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আসিয়াছেন।

ধুবড়ীতে আনন্দ প্রকাশ

গান্ধী-আরউইনের আপোষের সংবাদ পাইয়া ধুবড়ীর জনসাধারণ আনন্দিত হইয়াছেন ব্যবসায়ীমহলে অপার আনন্দ হইয়াছে কিন্তু একদল লোক বিশেষ সুখী হইতে পারেন নাই।

সীমান্তের এই শুভ সংবাদ তড়িৎ প্রবাহের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

দিল্লীতে মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা
বড়লাটপত্নীর চেষ্টা

আগামী ১৭ই মার্চ বিকালে ৫টার সময় বড়লাট পত্নী লেডী আর উইনের সভানেত্রীত্বে ইউনিভারসিটি হলে এক সভায় দিল্লীতে একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইবে। আজ হইতে ১৭ই মার্চ্চের মধ্যে যে সকল টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা সভায় ঘোষণা করা হইবে। ভূপালের নবাব, স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও বেগম শাহ নওয়াজ সভায় বক্তৃতা করিবেন।

করাচীতে কংগ্রেসের আয়োজন

হরচাঁদ রায় বিষণদাস নগরের কার্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। প্রতিনিধিদের জন্য ৭৫০টি ঘর প্রস্তুত হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকদের পাকশালা ও বাজার হইতেছে। মণ্ডপ নির্মাণ প্রায় শেষ হইয়াছে। টেলিফোন সংযোগ করা হইয়াছে—২১শে মার্চের মধ্যে ইলেকট্রিক সংযোগ কার্য শেষ হইবে।

পোষ্টঅফিসের ১২০০০ টাকা লুঠ

গত ৬ই মার্চ রাত্রিতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। শুনা যায় পোষ্ট অফিসের কেরাণী দীনানাথ নন্দী, প্রধান পিয়ন রুসমত আলি এবং পিয়ন হরিদাস যে পোষ্ট অফিসের টাকা ট্রেজারিতে রাখিবার জন্য যখন পোষ্ট অফিস প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হয়, তখন কয়েকজন ডাকাত তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া রুসমত আলিকে গুরুতরভাবে আহত করে।

রুসমত আলির নিকট ব্যাগ ছিল, সুতরাং তাহার আঘাতই গুরুতর হইয়াছিল। ডাকাতগণ অপহৃত অর্থ লইয়া পলায়ন করে। অর্থের পরিমাণ বার হাজার টাকা হইবে।

সহরের অনেক বাড়ী খানাতল্লাস করা হয়। রাজেন ঘোষ, পুলিন পাল এবং হরেকৃষ্ণ সাহাকে সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল
গান্ধী-আরউইন সন্ধির তাৎপর্য্য

গত ৮ই মার্চ্চ প্রাতে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল মাড ভিতে এক জনসভায় সংগ্রাম-বিরতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, সংগ্রাম-বিরতিতে সংগ্রামের শেষ বুঝায় না—ইহা শুধু আপোষের একটা সুযোগ প্রদান করে সংগ্রাম-বিরতি ও সংগ্রাম—সকল সময়েই কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিবার জন্য তিনি জনসাধারণকে অনুরোধ করেন।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আকার সম্বন্ধে সর্দ্দারজী বলেন, কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে সম্মত হইয়া মিলন ও সর্ব্ববিধ প্রগতির জন্য সংযুক্ত রাষ্ট্রের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ সম্বন্ধে তিনি বলেন, এই পরিবর্ত্তনের সময়ে ঐ গুলি প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও কংগ্রেস ভারতের প্রয়োজন ও সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিবেচনা করিবেন।

উপসংহারে সর্দ্দারজী জনসাধারণকে স্মরণ রাখিতে বলেন যে, যাহা হইয়াছে তাহা যুদ্ধ-বিরতি মাত্র। ইহাতে বুঝায় না সংগ্রাম প্রত্যাহৃত করিয়া লওয়া হইয়াছে, শান্তি বা সংগ্রাম যে কোন পরিণতির জন্য তিনি স্বেচ্ছাসেবকগণকে প্রস্তুত থাকিতে বলেন।

দমদম স্পেশাল জেল হইতে ২২ জনের মুক্তিলাভ

দমদম স্পেশাল জেল হইতে ২২ জন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে উক্ত ২২ জনের প্রায় সকলেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর বিশিষ্ট কর্মী। তাঁহারা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর গৃহে একযোগে গ্রেপ্তার হইয়া এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

দমদম এডিসনাল জেল হইতে ৫০ জনের কারামুক্তি

দমদম এডিসনাল জেল হইতে ৫০ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই সঙ্গে স্বাধীনতা দিবসে আরাম-বাগে ধৃত বিচারাধীন আসামী শ্রীযুত যতীন্দ্র নাথ দত্ত হরেকৃষ্ণ মিত্র, নরেন্দ্র নাথ ঘোষ, প্রবোধচন্দ্র শেঠ, বেচারাম পাঠক, করুণা পদ দত্ত, যোগীন্দ্রনাথ মালো এবং অন্যান্যকেও মুক্তিদান করা হয়।

লক্ষ্ণৌয়ে বার শত বন্দীর মুক্তি

লক্ষ্ণৌয়ের ৩টি জেল হইতে ১৬ জন মহিলা ও ১২ শত পুরুষ মুক্তিলাভ করিয়াছেন। স্থানীয় কংগ্রেসের লোকেরা তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিয়া মোটর গাড়ী ও লরী করিয়া সহরে লইয়া যায় তথায় তাঁহাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পেশোয়ারে মুক্তি

৮ই মার্চ ১০৮ জন পেশোয়ারের বন্দী ও বাকু ২৮ জন 'গ' শ্রেণীর বন্দী মুক্তিলাভ করিয়াছেন কোহাট হইতে মুক্ত আট ব্যক্তি এখানে আসিয়াছেন।

হুগলীতে ১৬ জনের মুক্তি

৮ই মার্চ ১৪৪ ধারা অমান্যকারী ১৬ জন বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দীকে হুগলীর মহকুমা হাকিম মিঃ কে, সি, চ্যাটার্জী মুক্তিদান করিয়াছেন।

সকলের মুক্তি
মুক্তির পূর্ব্বেই আশ্রমে গমন

৮ই মার্চ্চ সকালে সবরমতী সেণ্ট্রাল জেল হইতে সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে ৪০ জন মহিলা আছেন সহরে যাইবার পূর্ব্বে সকলে মহাত্মাজীর আশ্রমে গমন করেন—তথায় তাঁহাদের থাকিবার ও আহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মাদ্রাজে মহিলা সত্যাগ্রহীদের মুক্তি

৭ই মার্চ্চ মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত সংখ্যা গেজেটে প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে সকল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করা হইল।

বিভিন্ন জেল হইতে বহু মহিলা সত্যাগ্রহী কারামুক্তি লাভ করিয়াছেন।

পাঞ্জাবে নেতাদের মুক্তি

৭ই মার্চ্চ অপরাহ্ণে গুজরাট জেল হইতে মৌলানা জাফর আলী খাঁ ডাঃ মহম্মদ আলম, ডাঃ গোপীচাঁদ মিঃ ভার্গব প্রভৃতি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

লাহোর সেণ্ট্রাল জেল হইতে পণ্ডিত কে, সান্তানম্, লালা দুনীচাঁদ এবং রায় জাদা হংসরাজ প্রভৃতি 'ক' শ্রেণীর বন্দীর মুক্তি পাইয়াছেন।

সাইকেলে এক সহস্র মাইল ভ্রমণের সঙ্কল্প

বরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্যামগোপাল রায় এবং শোভনেন্দু গোস্বামী নামে তিনজন বাঙ্গালী যুবক ৫ই মার্চ্চ সকালে ৯॥ টার সময়ে হাজারীবাগ, গয়া ও পাটনা হইয়া সাইকেলে ভাগলপুর যাত্রা করেন। তাঁহারা ভাগলপুর হইতে কলিকাতায় আসিতে মনস্থ করিয়াছেন। এতদ্বারা তাঁহাদের এক সহস্র মাইল পথ ভ্রমণ করা হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম মায়াপুর ২৭শে ফাল্গুন, বুধবার—১৩৩৭

সাধুসঙ্গ

মানুষ একাকী বাস করিতে পারে না, স্বতঃই সঙ্গপ্রার্থী, তজ্জন্য সঙ্গবিষয়ে বিশেষ বিচার করা কর্ত্তব্য। সঙ্গ হইতেই স্বভাবের গঠন হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি যাহার সঙ্গ করে, তাহার তদ্রূপ স্বভাব হইয়া উঠে। পূর্ব্বজন্মের সঙ্গরূপ কর্ম্মদ্বারা জীবের যে স্বভাব গঠিত হয়, তাহা আধুনিক জন্মের সঙ্গদ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং সঙ্গই মানব-স্বভাবের মূল।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ। যেরূপ স্ফটিক মণি যে কোন বর্ণের নিকট থাকে, তাহাতেও সেই বর্ণ প্রতিভাত হয়, সেইরূপ যে পুরুষ যাহার সঙ্গ করে, তাহাতে তদ্‌গুণ প্রতিভাত হয়। অতি সরলপ্রাণ ব্যক্তিও মূর্খ, অসাধু, তস্কর, মদ্যপানির সঙ্গক্রমে তত্তদ্দোষে দোষী হইয়া পড়ে এবং তদ্বারা পরিণামে নানাপ্রকার দুর্গতির হস্তে পতিত হয়।

অসৎসঙ্গে মানুষ অসৎ হয় এবং সৎসঙ্গে সৎ হয়। কোন পাপীর সহিত আলাপে, তাহার গাত্র সংস্পর্শে, তাহার নিঃশ্বাস-স্পর্শে, তৎসহ ভোজনে, তাহার সহিত একত্র গমনে, শয়নে, উপবেশনে তাহার পাপরাশি নিষ্পাপ ব্যক্তিতেও সঞ্চারিত হইয়া যায়। পাপের এরূপ প্রভাব। তজ্জন্যই শাস্ত্রে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের কথা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত

আবার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধুর সঙ্গক্রমে সাধুর গুণরাশি আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া যায়। তজ্জন্য শ্রীহরিনামচিন্তামণিতে সাধুসঙ্গমহিমা এইরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

বৈষ্ণব দেহেতে থাকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি।
সেই দেহ স্পর্শে অন্যে হয় কৃষ্ণভক্তি॥
বৈষ্ণব-নিকটে যদি বৈসে কতক্ষণ।
দেহ হৈতে হয় কৃষ্ণশক্তি নিঃসরণ॥
সেই শক্তি শ্রদ্ধাবান্ হৃদয়ে পশিয়া।
ভক্তির উদয় করে দেহ কাঁপাইয়া॥
যে বসিল বৈষ্ণবের নিকটে শ্রদ্ধায়।
তাহার হৃদয়ে ভক্তি হইবে উদয়॥
প্রথমে আসিবে তার মুখে কৃষ্ণনাম।
নামের প্রভাবে পাবে সর্ব্বগুণগ্রাম॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন,—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু
বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

অসৎসঙ্গ করিলে ঘোর সংসার-রূপ ফল প্রাপ্তি হয়। কে—অসৎ, কে—সৎ,—এ বিচার না করিয়াও সঙ্গফল অবশ্য লাভ হয়। আর সাধুসঙ্গে নিঃসঙ্গত্বরূপ ফলোদয় হয়।

অসৎসঙ্গের দোষ বিষয়ে আরও বহু শাস্ত্রবাক্য আছে,—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ
শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি
সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু
যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥

সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, হ্রী, শ্রী, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম, ঐশ্বর্য্যাদি সমস্তই অসৎসঙ্গে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাদৃশ অসাধু, অশান্ত, মূঢ়, খণ্ডিতাত্ম ও যোষিৎক্রীড়ামৃগদিগের সঙ্গ নিতান্ত শোচনীয় জানিয়া একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই হইবে না, যত্নপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। অনাদি-বহির্ম্মুখ আমরা যদি বদ্ধাবস্থা বিদূরিত করিয়া নিত্যমঙ্গল প্রার্থনা করি, তবে সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায়। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হঞা ভোগ বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
সেই দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কামক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়।
তাঁর উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥

চৌত্রিশ পদাবলী

(ভক্তিরত্ন শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী)

ক—কৃষ্ণচন্দ্র গোরা প্রভু স্বয়ং ভগবান্,
কৃষ্ণ নিত্যদাস জীব তাতে অবস্থান।
খ—খোল-করতাল-যোগে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন,
ভক্ত-জনগণ সদা করিয়া ভজন।
গ—গৌরহরি কৃপা করি দিল এই শিক্ষা,
গৌরগণ যাঁরা, তাঁরা মাগে এই ভিক্ষা।
ঘ—ঘন ঘন বাজে খোল শ্রীহরিকীর্ত্তনে,
ঘন ঘন 'হরি' বলে গৌরভক্তগণে।
ঙ—গোঙরি গৌরাঙ্গগুণ ভকত বিভোর,
উছলি উছলি উঠে পড়ে আঁখি লোর।
চ—চক্ষুদান দিল যেই, সেই প্রভুবর,
কৃষ্ণসেবা গৌরকৃষ্ণ তাঁহারি গোচর।
ছ—ছলনা না করে কভু গুরুদেব যিনি,
আপনি আচরি ভক্তি শিখান আপনি।
জ—জগৎ ভরিয়া তাঁর নাহিক তুলনা,
জগদ্‌বরেণ্য যিনি, তাঁর অপার করুণা।
ঝ—ঝঞ্ঝাতে টিটিয়া যায় গুরুকৃপা হ'লে,
ঝলমল ঝ'রে ঝর ঝর আঁখি পুলে।
ঞ—'ঞং' ধর্ম্মপ্রিয় গৌরপ্রেষ্ঠ জন,
ত্রিভুবন মাঝে ধন্য ভকত সজ্জন।
ট—টলে না কভু তাঁর কৃষ্ণসেবাবেশে,
কৃষ্ণনামে রত প্রভু রজনী-দিবসে।
ঠ—ঠকাতে কেহ না কভু সে প্রভু-সেবনে,
ঠাকুর চৈতন্য দেবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে।
ড—ডগমগ গৌর প্রেমে আচার্য্য ঠাকুর,
গৌরনামে ডঙ্কা দিয়া শঙ্কা কৈল দূর।
ঢ—ঢঙ্গবিপ্র ঢঙ্গ সাজি রহে দূরে দূরে,
ঢলিয়া পড়িছে তারা পড়িয়া ফাঁপরে।
ণ—স্বরূপ দেখা করি তাদেরে মোহিত।
মায়া-খানগাছে ঝুলি রাখে অবিরত।
ত—তত্ত্ব-জ্ঞান যথাক্রম লভি লাভে জীব,
তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা ছাড়ি সেবয়ে অশিব।
থ—থুৎকার করিয়া যবে বিষয়-ভোগেতে,
থাকিতে পারিব পড়ি ভকত-সঙ্গেতে।
দ—দয়া করি গুরুদেব অমায়া হইয়া,
শিখাবেন কৃষ্ণসেবা স্ব-হস্তে ধরিয়া।
ধ—ধন-জন-রূপ-গন্ধ কবে হবে তুচ্ছ,
(কবে) বৈষ্ণবের পদরজঃ মাখিব নিরত।
ন—নিত্যধন কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-চরণ সেবন,
নিত্যানন্দ-গুরু কৃপায় মিলয়ে যেমন।
প—পতিতপাবন প্রভু নিত্যানন্দ রায়,
গুরুরূপে অবতীর্ণ হন স্ব কৃপায়।
ফ—ফুকারি ফুকারি কয় গৌরহরি-নাম,
কে কোথা দেখেছ বল হেন গুণধাম।
ব—বড় বড় মহাপাপী অপরাধী যত,
বিলাইল জনে জনে প্রেম-ভক্তি কত।
ভ—ভক্তপ্রেম দেখে বাকি এই জগজন,
বৈষ্ণবনিন্দার দ্বারা সতত মগন।
ম—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-নিজ-মুখ-বাণী,
বৈষ্ণব-নিন্দকে ফেলে কুম্ভীপাকে আনি।
য—যজু-ঋক্ সামাথর্ব্ব বেদচতুষ্টয়,
ঋষ্যাদিদের প্রয়োজন-তত্ত্ব কয়।
র—রসিকাতে তিন স্বত্বে প্রতিষ্ঠিত যাঁরা,
কৃষ্ণের নৈষ্ঠিক ভক্ত গৌরানুগ তাঁরা।
ল—লইলে তাঁদের নাম শুদ্ধ পূত হয়,
কেন জনে নিন্দে যেই; সেই ভ্রান্তাশয়।
ব—স্মরিলে নিন্দক-নাম ভক্তি হয় ক্ষয়,
সহিষ্ণু নিন্দক জনে ত্যজিতে নিশ্চয়।
শ—শরণ লইলে শুদ্ধ-বৈষ্ণব চরণে,
শত শত বাধা বিঘ্ন পলায় আপনে।
ষ—ষড়্‌বেগ ষড়্‌দোষ দমন শোধনে,
ষড়্‌গুণ দিতে পারে বৈষ্ণব-চরণে।
স—সংসার যাতনা তার সদা হয় ক্ষয়,
সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব করিলে আশ্রয়।
হ—হরিকথা হরিনাম হরিসংকীর্ত্তন,
নাম বিনা কলিকালে নাহি আরাধন।
ক্ষ—ক্ষুদ্র জীব আমি অতি ক্ষীণপুণ্য, দীন,
ক্ষমা কর গুরুদেব! দাস বড় দীন॥

গুলিখোরের আড্ডা

(শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তাকর বি, এল)

পারমার্থিক পত্রিকার স্তম্ভে উপরিউক্ত অদ্ভুত শিরোনামা পারমার্থিকগণের নিকট প্রথম মুখেই অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধু-বৈষ্ণবগণ আমার ন্যায় মোহান্ধ মায়ামুগ্ধ জীবগণকে নানা কথার আলোচনামুখে প্রেয়ের মধ্য দিয়া কিরূপভাবে শ্রেয়ের পথে চালিত করিয়া থাকেন, তাহার নমুনা স্বরূপ একদিনের উপদেশ লিখার জন্য উপরিউক্ত শিরোনামায় লিখিত প্রবন্ধের অবতারণা।

সেদিন, তারিখটা ঠিক মনে নাই, সন্ধ্যার পর কলিকাতার কোন একটী উপকণ্ঠের গলি রাস্তা দিয়া একটী হরি-সভার পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলাম। হরি-সভার নিকটবর্ত্তী হইলে, সভার ভিতর হইতে বক্তার উচ্চ রব আমার কর্ণগোচর হইল,—'আগে যায়, গুলি খায়, কেউ কা'কে চেনে না।' গাঁজার ধোঁয়া লাগিলে গাঁজাখোর যেমন আস্থর হয়, গুলির আড্ডার অধিবাসী আমিও তদ্রূপ 'গুলি খায়' কথাটী শুনি মাত্রই অস্থির হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম গুলিখোরের আড্ডা বা সমাবেশ যে কোনদিন হইতে পারে না, একথাটী আর তখন আমার মাথায় প্রবেশ করিল না।

কৌতূহলী হইয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিলাম। সভাস্থল লোকে লোকারণ্য; বেদীর উপর একজন সৌম্যমূর্ত্তি ও জ্যোতিঃ-পুঞ্জ বিগ্রহ ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী মহারাজ

বাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া শাস্ত্রালোচনায় নিবিষ্টচিত্তা শ্রোতৃবর্গ একাগ্রচিত্তে তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে মুখভঙ্গীতে যেন এক অনির্ব্বচনীয় অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভূতির লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন। সভার ঐরূপ দৃশ্য দর্শন করিয়া আমিও নিজকে এককোণে বসিয়া পড়িলাম।

মহান্ত মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৮৪।১৩) 'যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে' শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, যাহারা এই স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, কলত্রাদিতে মমত্ববুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া থাকে, তাহারা গরুদিগের মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ। এই দেহাভিমানে আমরা আমাদের এই স্থূল শরীরকেই আমি, আমার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিচয়ে পরিচিত করিতেছি। তাই এই শরীরের বিনাশে বা বিচ্ছেদে মুহ্যমান হইয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকি। শ্রীভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি মায়ার দ্বারা এতই আমরা মুগ্ধ যে, শ্রীভগবান্ তাঁহার উপদেশ ও সতর্কবাণী আমাদের আদৌ উপলব্ধির বিষয় হয় না। যথা:—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

দেহাত্মবুদ্ধিরূপ মোহ ও আসক্তির হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিবার জন্য শাস্ত্রের বহু বহু উপদেশ উদ্ধার করিয়া তিনি বুঝাইতে গিয়া বলিলেন পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ। অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥ (ভাঃ ১১।১৭।৫৩) অর্থাৎ এই সংসারে পুত্র, স্ত্রী ও বন্ধুগণের সহিত সঙ্গম পান্থশালাস্থিত ব্যক্তিগণের সঙ্গমতুল্য। যেমন নিদ্রাকালে দৃষ্ট স্বপ্ন নিদ্রাবসানে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মমতাস্পদীভূত পুত্রদারাদিরও প্রতিদেহে বিনাশ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ কাহারও সম্বন্ধ স্থায়ী নহে। আর, শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—হে জীব, তোমরা অভীষ্ট-বিয়োগে মুহ্যমান হইয়া শোক করিও না। কারণ, যথা প্রযান্তি সংযান্তি স্রোতোবেগেন বালুকাঃ। সংযুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথা কালেন দেহিনঃ॥ (ভাঃ ৬।১৫।৩) অর্থাৎ স্রোতোবেগে বালুকা সকল যেমন চলিয়া যায় এবং পুনরায় সংযুক্ত হয়, তদ্রূপ কালবেগদ্বারা দেহীদিগের ও সংযোগবিয়োগ হইয়া থাকে মাত্র।

এইরূপ স্থূল শরীর লইয়া আমরা ক্রমাগত সংসারে গতায়াত করিতেছি এবং পরস্পর পরস্পরকে আত্মীয়াভিমানে তাহার সংযোগে সুখী ও বিয়োগে দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হইতেছি। কিন্তু এই শরীরের অভ্যন্তরে শরীরী বা দেহী যে কে, তাহাকে এ পর্য্যন্ত কোনদিন চিনিলাম না বা চিনিবার চেষ্টাও করিলাম না। বাহিরের খোসাটী মাত্র লইয়া মুগ্ধ হইয়া রহিলাম। তারপর স্বামীজী মহারাজ বলিতে লাগিলেন যে, জাহাজঘাটের আড্ডায় যেমন অনেক আরোহীর আসা যাওয়া করে এবং জাহাজ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, কিন্তু তাহারা সকলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পরস্পর কেহ কাহারও স্বরূপ চিনিবার জন্য ব্যস্ত হয় না বা কেহ কাহাকেও চিনে না, সেই প্রকার আমাদের এই সংসারটাও যেন একটি জাহাজের আড্ডা বিশেষ। এখানে আমরা আসা যাওয়া করিতেছি বটে, কিন্তু সংসারে মায়াদেবীর এতই মুগ্ধ ও আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছি এবং স্থূলশরীরটাকেই এত দৃঢ় আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি যে, কেহ কাহারও প্রকৃত পরিচয় বা স্বরূপ অবগত হইবার জন্য কোনদিন বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করি না। অতএব পরস্পর পরস্পরের স্বরূপ অবগত না হইয়া এই সংসারে যাতায়াত করার ফলে এই সংসারটাও যেন একটা জাহাজঘাটের আড্ডা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অতঃপর স্বামিজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।১৭।৫৩) 'ইত্থং পরিমৃশন্মুক্তো গৃহেষ্বতিথিবদ্বসন্। ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতঃ॥' এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, যে সমস্ত ব্যক্তি এই সংসারকে পান্থশালার ন্যায় বিবেচনা করিয়া অনাসক্তভাবে অতিথির ন্যায় গৃহে বাস করিতে পারেন, তাঁহাদের ন্যায় মমতা ও অহঙ্কারশূন্য ব্যক্তি কখনও এইরূপ সংসারকারাগারে আবদ্ধ হন না। কিন্তু এইরূপ আসক্তির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পরস্পরের স্বরূপ অবগত হইতে হইলে এবং নিত্যানন্দ লাভের অধিকারী হইতে হইলে, দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র শুদ্ধবৈষ্ণবের চরণে আত্মনিবেদন করা ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই। কারণ সঙ্গ হইতেই [illegible] মনোবৃত্তিসমূহ; এই শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে একমাত্র সাধু-বৈষ্ণবগণই শাস্ত্র সিদ্ধান্তরূপ অস্ত্রদ্বারা আমাদের মনের কুআসক্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া, আমাদিগকে নিত্যমঙ্গলের পথে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ, অন্য কেহ নহে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া স্বামিজী মহারাজ সেদিনকার মত তাঁহার বক্তৃতা বন্ধ করিলে আমি তাঁহার পরিচয় লইয়া সত্বর গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। পরিচয়ে জানিলাম, তিনি প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরের অন্তর্গত আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক-বর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মহামহোৎসব

শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের শাখামঠ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব বিপুল সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ সমারোহের সহিত যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীক্ষেত্রবাসী বহু বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয় উক্ত মহামহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পুরী জেলা স্কুলের মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু গগনবিহারী ঘোষ, ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ দা, বি, এন, রেলওয়ের হেড্ ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু অমৃত লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ছোট লাট্ বাহাদুরের বাইদেন্ P. W. D. ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত আরও বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল।

পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীমদ্ নবীনানন্দ ব্রহ্মচারী সুললিত কণ্ঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গবিষয়ক সংকীর্ত্তন দ্বারা সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করিয়াছিলেন। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া ও শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের সুমধুর জন্মলীলা শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, কুষ্ঠাশ্রমের কম্পাউণ্ডার শ্রীযুক্ত বাবু কানাই লাল মিত্র মহোদয়ের আন্তরিক চেষ্টায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, তাঁহার সেবাপ্রাণতা ও দীনতা প্রশংসার্হ।

মাৎসর্য্যকা কীর্ত্তি

বৈষ্ণব সংঘকু ছোড়কে নীচে আ আ গিরতে থে।
সাধু ছুট জানেসে ডরে সব মারে মারে ফিরতে থে॥ ১॥
মৈঁনে পূছা (মাৎসর্য্যনে পূছা) কেঁাহে পক্ষো তুমকো মৃত্যু কা সোচ নহী
পক্ষোনে বোলে নিজ কর্ত্তব্য পালকর মরণে মেঁ ভয় শোক নহী॥ ২॥
দলিত কুসুম সে ছব দশাকর, পূছা মৈঁনে (মাৎসর্য্য নে পূছা) করকে পায়ক্যা তুম অপনী মৃত্যু দেখকর কহতে যো কুচ সোচ বিচার।
কুসুমনে কহা মট্টী নহী উঠ বোল উঠা বস, যে তুমা সর্ব্ব মেঁ প্রাণ! কৈসা কি পূর্ণ কর্ত্তব্য পালকর মৈঁহ অনন্দ হুআ প্রমাণ॥ ৩॥
কহে আমনে থকে আনে কো ছায়া মে বিশ্রাম দিয়া।
কিন্তু ফাসী কো ফোড় উন্ হোঁনে আত্ম-নিটপ কো কাট দিয়া॥ ৪॥
মৈঁনে চন্দনে বোলা (মাৎসর্য্য নে পূছা) হে তরুবর, অব ইনহেঁ সে লেনা বিশ্রাম।
উস বোলা (তরুবর কহা) হট্ মূর্খ! মেরা হৈ ক্যা ভোর কাম॥ ৫॥
মৈঁনে নদী চীটী সে বোলা (মাৎসর্য্যনে পূছা) কেঁাও করতী আপ উদ্যোগ।
পীনেবালে সবকো আনেংগী, কহ ন পায়েগী ঐসা [illegible]॥ ৬॥
বিরহকে করণী উস বোলী (চীটীনে বোলা) কোন দেশ আয়া কহিতা।
জগ মেঁ আকর [illegible], কোন কিয়া পুরা কর্ত্তা॥ ৭॥
আপন গলা দিয়া দুর্গী মেঁ [illegible] পানী পায়া।
হৈ কর্ত্তা কুপ শিলাইঁসে উস [illegible] ছল পায়া॥ ৮॥
মৈঁনে পূছা (মাৎসর্য্যনে পূছা) তুম ঘড়, [illegible] কাহে লাভ লিয়া।
উস বোলা (ঘড়েনে বোলা) হি, মৈঁনে আপনা এক মাত্র কর্ত্তব্য কিয়া॥ ৯॥
জৈসা কর্ত্তব্য দেখ [illegible]। পাবে পূজা মুক্তকো সবসে॥ ১০॥

শ্রীভাগবত

মহামুনি নারায়ণ কৃত শ্লোকাবলীতে জীবের সর্ব্বসিদ্ধি হয়। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত আর ইতর শাস্ত্রের আবশ্যকতা নাই। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলে সদ্য সদ্যই কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন না পাইয়া ভগবান ভক্তের ভজনীয় বস্তুরূপে অবরুদ্ধ হন। যাঁহারা ভগবৎকথা শ্রবণ করেন এবং [illegible], তাঁহারাই ভগবান্কে প্রেমে বাঁধা করেন। যশোদা যেকালে কৃষ্ণকে দামদ্বারা বন্ধন করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাহাকে দামের ব্যাপকতার অভাবে বৈকুণ্ঠবস্তু কৃষ্ণ সীমাবদ্ধ হন নাই। কিন্তু যেকালে তিনি কৃষ্ণের প্রীতিসেবায় ব্যস্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়েই কৃষ্ণ তাঁহার বাৎসল্য প্রেমাধীন হন। জগতে ঔপাধিক বাক্য সমূহ শ্রবণ করিবার বিশেষ সুযোগ আছে, হরিকথার নিয়ম তদ্ভিন্ন, সেইজন্য হরিকথা-শ্রবণেচ্ছু জনগণ বিষয় কথার নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়া শাশ্বত নিত্য সনাতন বস্তুকেই চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের ভজনীয় বস্তুরূপে প্রাপ্ত হন।

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্. এম্. এফ্. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1544

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৪ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৮শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৩৭, ১২ই মার্চ্চ, ১৯৩১

লক্ষ্ণৌয়ে পণ্ডিত জহর-লালের বক্তৃতা

এলাহাবাদ হইতে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু গত ৮ই মার্চ্চ অপরাহ্নে লক্ষ্ণৌএ আগমন করিয়াছেন। ষ্টেশনে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা ও শোভাযাত্রা করিয়া আমিনুদ্দা পার্কে লইয়া যাওয়া হয়, তথায় এক বিরাট্ জনসভায় পণ্ডিতজী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় ১১০০ জন সদ্য মুক্ত রাজবন্দী উপস্থিত ছিলেন।

পণ্ডিতজী পূর্ণ একঘণ্টা সময় বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি সন্ধির তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, পূর্ণ স্বরাজ ব্যতীত দেশে কোন প্রকারেই শান্তি আসিতে পারে না—এবং সৈন্যবিভাগ, ও অর্থ বিভাগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা যখন আমরা পাইব তখনই উহা হইবে।

অতঃপর তিনি বলেন, যদি গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদান দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহা হইলে সানন্দেই তিনি তাহাতে যোগদান করিবেন কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এরূপ কোন আশাই তিনি পান নাই।

রাজবন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, সরকারের প্রত্যেক বন্দীদেরই মুক্তি দেওয়া উচিত।

পণ্ডিত জহরলালের বক্তৃতা

নদীয়া জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সভা

ফ্রান্স ও ইটালীতে নৌচুক্তি

যুগোশ্লাভিয়ায় ভূমিকম্প ২৪জন হত ৭০জন আহত

সন্ধির ফলে বন্দীদের মুক্তি

এমন কি যাহারা হিংসামূলক অপরাধে দণ্ডিত এবং বাঙ্গলার রাজবন্দী ও মিরাট মামলার বন্দীদের ও মুক্তি দেওয়া উচিত।

ভগৎসিং এবং চন্দ্রশেখর আজাদ প্রভৃতিদের সম্বন্ধে তিনি বলেন যদিও তাহাদের অবলম্বিত পথ তিনি অনুমোদন করেন না তথাপি তিনি তাহাদের বীরত্বের যথেষ্ট সম্মান করেন। তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিতে তিনি সরকারকে বলিতেছেন। কিন্তু যদি সরকার তাহা নাও করিতে পারেন তবে অন্ততঃ তাহাদের ফাঁসি না হয় তাহার চেষ্টা করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—::—

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা
সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর ২৮শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

শ্রীএকায়ন মঠ

ই, বি, রেলওয়ের বগুলা ষ্টেসন হইতে নদীয়া জেলার সদর-স্থান কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত ১২ মাইল দীর্ঘ একটী অতি প্রাচীন পাকা রাস্তা বর্ত্তমান আছে। রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন খুলিবার পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গ ও কলিকাতা হইতে স্থলপথে কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপ এবং কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা ও পূর্ব্ববঙ্গ অভিমুখে যাইতে হইলে যাত্রিগণকে এই প্রাচীন রাস্তার উপর দিয়া গমনাগমন করিতে হইত। বগুলা ষ্টেসন হইতে তিন মাইল দূরে এই প্রাচীন পথের ধারে হংসক্ষেত্র (চলিত ভাষায় হাঁসখালি) নামক একটী অতি প্রাচীন গ্রাম অবস্থিত। চূর্ণী নামক একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী হাঁসখালি গ্রামের ভিতর দিয়া প্রবাহিতা। এই চূর্ণীনদীর উত্তর তীরে একটী নীলকুঠী ছিল। কালে নীলকুঠী টোল-গৃহে পরিণত হয়। এই টোলগৃহটী বহু কুঠারী সমন্বিত সুবৃহৎ অট্টালিকা। আন্দাজ পঞ্চাশ বিঘা জমির মধ্যস্থলে টোলগৃহটী নির্ম্মিত। শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখারূপে কৃষ্ণনগরে যে একায়ন মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা বর্ত্তমানে হাঁসখালি গ্রামের টোলগৃহে [illegible] [illegible] [illegible]

মাঘী পূর্ণিমার দিবস বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজপ্রবর ও প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে হাঁসখালি গ্রামে শুভাগমন পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তনমুখে উক্ত টোলগৃহে একায়ন মঠের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। নির্ম্মলতোয়া চূর্ণী নদী দক্ষিণ দিকে অবস্থিত থাকায় একায়ন মঠের শোভা অতিশয় সমৃদ্ধ হইয়াছে। হংসক্ষেত্রে স্থিত একায়ন মঠের অতি নিকটে লোকালয় না থাকায়, নির্জ্জনতার বিমলভাব দর্শকমাত্রেরই চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ভাষার দ্বারা এই একায়ন মঠের শোভা বর্ণনযোগ্য নহে। ভক্তমাত্রেরই উচিত, মধ্যে মধ্যে হংসক্ষেত্রস্থিত শ্রীএকায়ন মঠে যাইয়া উহার শোভা সন্দর্শন করেন ও চিত্তকে সহজে ভগবদ্ভাবে বিভাবিত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন।

সাধুর লক্ষণ

আজকাল সাধু চিনিয়া উঠা ভার হইয়াছে। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে সাধুর কতকগুলি লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ কপিলদেব জননী দেবহুতির 'কে সাধু, তাহার লক্ষণ কি'—এই প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছেন,—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ
সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি
যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্
মদ্গতচেতসঃ॥
ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে॥

সেই সাধুর ভটস্থ লক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ করুন,—তাঁহারা সহিষ্ণু। দুঃখের হেতু সত্ত্বেও [illegible] সহিষ্ণু, অবিচলিত থাকেন, প্রাণিমাত্রেরই নিত্যমঙ্গলবিধাতা; তাঁহারা সর্ব্বজীবকেই অমৃত ও ব্যতিরেকভাবে ভগবানেরই সেবক বলিয়া জানেন, সুতরাং কাহাকেও শত্রু বলিয়া ভাবেন না; তাঁহারা নিত্যানন্দে মত্ত এবং শান্ত, শাস্ত্রানুবর্ত্তী এবং সুশীলতাই তাঁহাদের ভূষণস্বরূপ। অতঃপর ঐ সাধুদের স্বরূপ লক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ করুন,—তাঁহারা আমাকেই একমাত্র ভজনীয় বিষয় জানে আমাতে ঐকান্তিকী ভক্তি করিয়া থাকেন, আমার সেবানুকূল্যার্থে সমস্ত দ্রব্য পরিত্যাগ করেন—আমার জন্য স্বজন বন্ধুবান্ধবাদি সমস্ত [illegible] ত্যাগ করিয়া থাকেন; তাঁহারা মদীয়ক পবিত্র কথা শ্রবণ ও পরস্পর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; মদগতচিত্ত এই সকল সাধুগণকে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় বাধিত করিতে পারে না। হে সাধ্বি, উক্ত গুণসম্পন্ন এই সকল সাধুগণ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে আসক্তিশূন্য; তাঁহারাই অসৎসঙ্গজনিত দোষ হরণ করিতে সমর্থ; সুতরাং হে মাতঃ এই প্রকার সাধুগণের সঙ্গই আপনার প্রার্থনীয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহারই অনুধ্বনি করিয়াছেন,—

সর্ব্ব মহা-গুণগণ বৈষ্ণব শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে॥
সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্‌দরশন॥
কৃপালু, অকৃত দ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত ষড়্ গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী

উপরিউক্ত লক্ষণ ব্যতীত আমরা কেবল বেশ দেখিয়া কোন ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া স্থির করিব না। বেশ দেখিয়া যাহাকে তাহাকে সাধু বলিয়া সঙ্গ করিলে ক্রমে কপট হইয়া যাইতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যমঠ

(শ্রীপাদ নারায়ণ দাস অধিকারী এম, এ ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী লিখিত)

শ্রীধামমায়াপুর শ্রীব্রজপত্তনে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে সমগ্র জগতের ভাগ্যে শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস ঠাকুর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্য শিক্ষা প্রচারের কেন্দ্ররূপে শ্রীচৈতন্যমঠের আবাহন করিয়া জগতের সমুদয় লোককে পরমার্থ শিক্ষালাভের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের মুখপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পত্রিকা প্রত্যহ আচার্য্যের চৈতন্যবাণী বিশ্ববাসীর দ্বারে দ্বারে পরিবেশন করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠে সর্ব্ববিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও শ্রীগুরুসেবা দ্বারা বাস্তবসত্য অবগত হওয়া যায়। বাস্তবসত্য অবগত হইলে সমস্ত বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। বাস্তবসত্য যাহার অজ্ঞাত, তাহার কোন বিষয়েরই প্রকৃত জ্ঞানলাভ হওয়া সম্ভব নহে। বাস্তবসত্য জড়ীয় বিজ্ঞান কিংবা মনঃকল্পিত দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সত্য-সংজ্ঞাদি অমত্য নহে। বাস্তবসত্য অনুমানের ভিত্তি নহে।

পরমার্থ দ্বারা তথাকথিত জাগতিক অর্থ সাধিত হয় না। তথাকথিত জাগতিক অর্থই প্রকৃত অনর্থপদবাচ্য। পরমার্থের আনুকূল্যই একমাত্র প্রকৃত অর্থ। অনর্থের দ্বারা পরমার্থ সাধিত হয় না। একমাত্র পরমার্থের অনুকূল চেষ্টাই অর্থ-সংজ্ঞা দ্বারা সজ্জিত হইবার যোগ্য। সর্ব্ববিদ্যাপীঠে অর্থরূপ সাধন দ্বারা পরমার্থরূপ সাধ্য লাভ হইতে পারে।

শ্রীচৈতন্যমঠ ভোগ কিংবা ত্যাগের আলয় নহে। জাগতিক অর্থ সংগ্রহ কিংবা অনর্থ ত্যাগের অভিনয় মাত্র দ্বারা পরমার্থ সাধিত হইতে পারে না। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা তত্ত্বদর্শী শ্রীগুরুর নিকট হইতে পরমার্থের সাধন লাভ হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীবিনোদপ্রাণ জিউ ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকার নিত্য সেবা-বিরাজিত।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-প্রবর্ত্তনের মূল উৎস। তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা সম্যক্‌রূপে অবলম্বন না করিলে পরমার্থপথে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা শাস্ত্রকথা, সঙ্কীর্ণতা কিংবা মনুষ্যপূজা নহে; শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার নিত্য সেবা পুনঃ প্রকটিত করিয়াছেন, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এতদ্বারা জগতে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট স্থাপন করিয়াছেন; শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিত্যারাধিত শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সম্যক্ সেবাসদন। সর্ব্ববিদ্যাপীঠ, নদীয়াপ্রকাশ পত্র—শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর শুদ্ধ সেবার উপকরণ।

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত সংকীর্ত্তন দ্বারা শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহাই শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা; শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন কলিযুগে পরমার্থের একমাত্র সাধন পদ্ধতি। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে বেদ ও লৌকিক সাধন পদ্ধতির চরম বাস্তব পরিসমাপ্তি; ইহাই শ্রীনদীয়া-প্রকাশ পত্রের প্রচার্য্যবিষয়।

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের আদর বিগ্রহ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন। শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-প্রচারক শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীকৃষ্ণভক্তগণ জয়যুক্ত হউন; শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্ট সংস্থাপক শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী-শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সর্ব্বোপরি নিত্যকাল জয়যুক্ত হউন।

কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1544

টেলিগ্রাফ—
নবদ্বীপ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বর্ত্তমান-বার্ত্তাবহ

প্রচার—নদীয়া জেলায় এ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতি লাইন ১
প্রতি কলম ৯
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সংবাদপত্র-মূল্য অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৮০
মাসিক ১
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

খণ্ড] সম্পাদক—অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৩৭, ১৩ই মার্চ্চ, ১৯৩১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্"—

ফ্রি হাই ইংলিশ স্কুল

বড়ই আনন্দের সংবাদ এই যে, হিন্দুগণের পরম পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্র, সপ্ত-মোক্ষদায়িকা নগরীর অন্যতম শ্রীধাম-মায়াপুরে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সজ্জন সপরিকরে বাসার্থ-গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। তাঁহাদের সন্তানগণের এবং শ্রীধামের অন্তর্গত ও তৎসন্নিহিত গ্রামসমূহের বালকগণের সুশিক্ষার নিমিত্ত একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের অভাব এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতা নিবন্ধন পল্লী মাত্রেরই জনসাধারণের সন্তানগণকে শিক্ষাদানের অসামর্থ্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ আগামী ৩রা এপ্রিল হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে একটী অবৈতনিক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতেছেন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে পৃথিবীর অপরাপর দেশবাসিগণের সহিত সর্ব্বপ্রকার ভাব-বিনিময়, এবং বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত ভারতবাসিগণের ইংরেজী শিক্ষালাভের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমানে ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়ন এরূপ ব্যয়-সাপেক্ষ যে দরিদ্র, কেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ পর্য্যন্ত উহা সঙ্কুলান করিতে অসমর্থ। তাই ইচ্ছা সত্ত্বেও অধিকাংশ গৃহস্থ অর্থাভাবে তাঁহাদের পুত্রগণকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া অতিশয় দুঃখে কালাতিপাত করিতেছেন। অবৈতনিক 'ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্' যে এই শ্রেণীর গৃহস্থগণকে অভাবনীয় সুযোগ দিয়া তাঁহাদের অশেষ উপকার সাধন করিবেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এই শ্রেণীর গৃহস্থগণের কেন, সর্ব্বপ্রকার গৃহস্থগণের পক্ষেই 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্' একটী মহাদান, কারণ আজকাল প্রায় বিদ্যালয়েই ছাত্রগণের চরিত্রগঠনের কোনও প্রকার ব্যবস্থা নাই অথচ চরিত্রই পরম সম্পৎ—চরিত্রই সর্ব্বসুখের আকর; চরিত্র সংগঠিত হইলে মানব দেবত্ব লাভ করিয়া সর্ব্বপূজ্য হয় আর চরিত্রহীন মানব পশুর সমান। 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে' উচ্চ শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ-চরিত্র শিক্ষকগণ শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ছাত্রগণসমক্ষে তাঁহাদের পবিত্র চরিত্র প্রদর্শনপূর্ব্বক নানাবিধ বিষয় শিক্ষাপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চরিত্র সংগঠনে যত্নবান্ হইবেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ আবির্ভাবোৎসব, শ্রীশ্রীশ্যাম-পূজা এবং বৎসরের অন্যান্য সময় শ্রীধাম-মায়াপুরে সমাগত লক্ষ লক্ষ যাত্রী সকলেই অবগত আছেন, শ্রীধাম মায়াপুর অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান। বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত প্রান্তর, তাই স্বাস্থ্যরক্ষার্থ একান্ত প্রয়োজনীয় নির্ম্মল বায়ু সর্ব্বদাই শ্রীধামে প্রবাহিত। এতদ্ব্যতীত হিন্দু-গণের পরম পবিত্র স্বচ্ছতোয় ভাগীরথী ও সরস্বতী (খড়ে) শ্রীধামের মেখলারূপে অবস্থিত হইয়া শ্রীধামের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিতেছেন। বহু সংখ্যক নলকূপ বিশুদ্ধ পানীয় সরবরাহ করিতেছে।

বিদ্যার্থিগণ অভিভাবকগণের অনুমোদন পত্রসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন—

সেক্রেটারী—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দিল্লী রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য

কংগ্রেস ভারতের গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠাইবেন না, এই সংবাদে দিল্লীর রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। এখন জানা যাইতেছে যে, গোলটেবিল বৈঠকের পরবর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্যক্রম-সম্পর্কে সকল বন্দোবস্ত লর্ড আরউইন ঠিক করিয়াছেন এবং তাহা বর্ত্তমান ভারতসচিবের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল তথাপি সরকারীভাবে ইহা ঘোষণা না করার কারণ এই যে, কংগ্রেসনেতাদের সহিত ওয়ার্কিং কমিটির কথাবার্ত্তা হইতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত তাহাতে কোন ফল হয় নাই, কংগ্রেস ভারতের বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠাইতে অসম্মত হইয়াছেন।

মহাত্মাজীর আর দুইটী পত্র

প্রকাশ যে, মহাত্মাজী দিল্লী ত্যাগের দিন বিশেষ দূত দ্বারা বড়লাটের নিকট আর দুইখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন এবং বড়লাটের নিকট হইতে একখানি চিঠিও পাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাইকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, পত্রে লিখিত বিষয় গোপনীয় বর্ত্তমানে তাহা প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নহে।

বিবিধ সংবাদ

আমেদাবাদে মহাত্মাজী

বানর সেনা সমাবেশ পরিদর্শন

গত ১০ই মার্চ্চ প্রাতে মহাত্মা গান্ধী স্থানীয় 'বানর সেনা' সমাবেশ পরিদর্শন করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বে শত শত লোক ঘটনাস্থলে সমবেত হইয়াছিল। মহাত্মাজী 'বানর'গণকে সম্বোধন করিয়া এক বক্তৃতা করেন।

বর্ত্তমান সংগ্রামে প্রশংসনীয় কার্য্য করার জন্য মহাত্মাজী 'বানর'দিগকে অভিনন্দিত এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ কার্য্য করিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে যুবকদের বীরোচিত বহু কার্য্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি তাহাদের সম্বন্ধে সকল সময়েই উচ্চ আশা পোষণ করেন। তাঁহাদের এই সংগ্রামে আবেগ এবং এখনও তাঁহাদিগকে নিয়মানুবর্ত্তিতা ও ত্যাগ সম্বন্ধে সুশিক্ষিত হইতে হইবে।

মহাত্মাজীর বক্তৃতা সময়েও জনমণ্ডলীর মধ্যে গুনগুন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পড়িতে থাকায়, তিনি বক্তৃতা শেষ করিয়া জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে অগ্রসর হন। ইহার পর বানর সেনার পক্ষ হইতে তাঁহাকে একটী সোনার তকলী উপহার দেওয়া হয়।

অপরাহ্নে পুরুষ ও নারী স্বেচ্ছাসেবকগণের সহিত মহাত্মাজীর সাক্ষাৎ করা স্থির ছিল, কিন্তু বিষম ভিড় ও গোলমাল হওয়ায় এই কার্য্যতালিকা পরিত্যক্ত হয়। মহাত্মাজী একণে কয়রা ও সুরাট জেলার কর্মীদের সহিত আলোচনা করিতেছেন।

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ১০ই মার্চ্চ প্রাতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

ডেপুটী পুলিশ কমিশনার

মিঃ হ্যানসেনের বিলাত যাত্রা

কলিকাতা স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের ডেপুটী কমিশনার মিঃ এফ্ হ্যানসেন মঙ্গলবার ডেপুটী কমিশনার মিঃ এস এইচ, নিস্যকে কার্য্যভার প্রদান করেন। মিঃ হ্যানসেন ইংলণ্ড যাইবার জন্য সস্ত্রীক হাওড়া হইতে বোম্বাই যাত্রা করেন। বোম্বাই হইতে তাঁহারা ১৩ই মার্চ্চ "রাজপুতানা" জাহাজে ইংলণ্ড যাইবেন তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য বহু পুলিশ কর্ম্মচারী হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

যশোহরে বিরাট সভা

গান্ধি-আরউইন আপোষের বিষয় আলোচনা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত জীবন রতন ধরের সভাপতিত্বে গত শনিবার অপরাহ্নে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। যশোহর পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন চৌধুরী, উকীল চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ প্রভৃতি আপোষের সর্ত্তে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। কিন্তু কংগ্রেসের নির্দ্দেশ পালন করিয়া তাহাকে শক্তিশালী করিবার জন্য তাঁহারা সকলকে অনুরোধ করেন।

বাঙ্গলার সমস্ত রাজবন্দীকে মুক্তি দানের চেষ্টা করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে অনুরোধ করিয়া এবং দেশে প্রকৃত শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার জন্য তাহাদিগকে বিনা সর্ত্তে ছাড়িয়া দেওয়ার গবর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে জানাইয়া সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রক্ষণশীল দলের

গোলটেবিল বৈঠক বর্জ্জন

বৃটিশ পার্লামেণ্টের রক্ষণশীল দল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারতে গোলটেবিল বৈঠকের যে অধিবেশন হইবে তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে। রক্ষণশীল দলের পক্ষ হইতে এই সভায় কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে না।

৯ই মার্চ্চ কমন্স সভার গৃহে রক্ষণশীল দলের অন্তর্গত ভারত সম্পর্কিত কমিটীর অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভা শেষ হইলে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করা হয়।

সভার যে সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, গান্ধী-আরউইন সন্ধির কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়। অতঃপর কমিটী, আলোচনার সহিত মিঃ বলডুইনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রকাশ যে, গান্ধী আরউইন আলোচনা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই গত সপ্তাহে মিঃ বলডুইন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। রক্ষণশীল দলের পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট এক ডেপুটেশন প্রেরিত হইয়াছিল। ইহার সদস্যগণের সহিত আলোচনা করিয়া মিঃ বলডুইন স্থির করেন, অতঃপর ভারতবর্ষে গোলটেবিলের যে অধিবেশন হইবে সেই সভায় রক্ষণশীল দলের কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে না। এই সিদ্ধান্তই অতঃপর যথারীতি ভারত সম্পর্কিত কমিটীর সভায় সমর্থিত হইয়াছে।

রক্ষণশীল দলের সিদ্ধান্তের সংবাদ পাইয়া পার্লামেণ্টের সদস্যগণ বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। ভোটের উপর ইহার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। এমন কি রক্ষণশীল দলের যে সমস্ত সদস্য ভারত সম্পর্কিত কমিটীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রহেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তের কথা অবগত ছিলেন না।

শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ইহাতে যার পর নাই বিস্মিত হইয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, বিগত ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে মিঃ বলডুইন এক সভায় ভারতীয় নীতির কথা বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। সেই সভাতেও তিনি গোলটেবিল বর্জ্জনের কথা বলেন নাই; অথচ ইহার দুইদিন পরেই মিঃ বলডুইন তাঁহার অভিমত প্রচার করিয়াছেন।

রক্ষণশীল দলের ভারত সম্পর্কিত কমিটির সভায় প্রায় দুই ঘণ্টা কাল আলোচনা হইয়াছিল। মিঃ বলডুইন তখন উপস্থিত ছিলেন না। মিঃ চার্চ্চিল স্পষ্ট ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। লর্ড লয়েড, লর্ড বার্ণহাম প্রভৃতি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

১২ই মার্চ্চ তারিখে কমন্স সভায় আনডিফেণ্ডেড ভারত প্রসঙ্গের আলোচনার সূত্রপাত করিবেন, মিঃ চার্চ্চিল তাহাতে যোগদান করিবেন এবং সর্ব্বশেষে স্যার স্যামুয়েল হোর বক্তৃতা করিবেন।

ফরাসীগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত

জার্ম্মাণগণের আতঙ্ক

জার্ম্মাণ পার্লামেণ্টের সভায় সৈন্য বিভাগের বাজেট আলোচনার সময় দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী জেনারেল গ্রোয়েনার বলেন, বর্ত্তমানে ফরাসী সৈন্যবাহিনী সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়াছে; অন্যান্য সকল জাতির সহিত তুলনা করিলে মনে হয়, যুদ্ধের জন্য ফ্রান্সই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রস্তুত, যে কোন মুহূর্ত্তে ফরাসী সৈন্য সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে।

তিনি আরও বলেন, ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা এই যে, ইতিপূর্ব্বে যে সকল জাতি সাজে সজ্জিত পররাষ্ট্র আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারাই সামরিক বল বেশী পরিমাণে হ্রাস করিতে হইবে আমি ইহার প্রতিবাদ করি। জার্ম্মাণী এখন বহুল পরিমাণে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন; ইতঃপূর্ব্বে কখনও জার্ম্মাণী এতটা দুর্ব্বল হয় নাই। এই অবস্থায় ভার্সেলস সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে জার্ম্মাণী নিশ্চয় দাবী করিতে পারে যে এসময়ে অন্যান্য শক্তির সামরিক বলও হ্রাস করা কর্ত্তব্য।

করাচী কংগ্রেস ও গান্ধীজীর সর্ত্ত

১০ই মার্চ্চ অপরাহ্নে ফ্রী প্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন—"করাচী কংগ্রেস যদি গান্ধী-আরউইন আপোষ সমর্থন না করেন তাহা হইলে আপনার পরবর্ত্তী কার্য্য তালিকা কি হইবে? আপনি কি তাহা সত্ত্বেও গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন?"

মহাত্মাজীর উত্তর—"কংগ্রেস যদি আপোষ সমর্থিত না হয়, তাহা হইলে আমাকে গোলটেবিল বৈঠকে আহ্বান করা হইবে না। গান্ধী রূপে নহে, কংগ্রেসের লোক হিসাবেই বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।

"কংগ্রেস হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আপনি কি আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন?

"কংগ্রেসের পর আমি আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারি না। আশ্রমবাসিগণ আমাকে তাড়াইয়া দিতে পারেন, যেখানে আমার ভিক্ষা পাইব, সেইখানেই যাইব। গোলটেবিল বৈঠক যদি কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্য কোন "স্কীম" উদ্ভব করিতে পারে, তাহা হইলে আবার নিশ্চয়ই গিয়া আশ্রমে আমার আসনস্থান করিব।"

আর একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, বড়লাটের সহিত তাঁহার যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ তিনি প্রকাশ করিতে পারেন না, বড়লাট পারেন বা নাও পারেন।

কর বন্ধ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণ বলিতেছে যে, মহাত্মাজী বা সর্দ্দার বল্লভভাই কর প্রদান করিতে না বলিলে তাহারা কর দিবে না।—এই বিষয় মহাত্মা গান্ধীর গোচর করা হইলে তিনি বলেন, সর্দ্দারজীই ইহার আবশ্যকীয় কার্য্য করিবেন। তিনি স্বয়ং গ্রামসমূহের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিবেন।

সবরমতী জেল হইতে ১৭৫ জনের মুক্তি

৯ই মার্চ্চ সকাল বেলায় সবরমতী জেল হইতে ১৭৫ জন বন্দী (তন্মধ্যে ৯ জন ডিক্টেটর আছেন) মুক্তি পাইয়া গুজরাটে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবগণ ষ্টেশন প্লাটফর্ম্মে তাঁহাদিগকে সাদর সম্বর্দ্ধনা করেন। বারদোলীর কারামুক্ত বন্দীগণ গুজরাট আসিলেও জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করা হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা
সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ
দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে ফাল্গুন, শুক্রবার—১৩৩৭

সময়ের মূল্য

পল, দণ্ড, প্রহর, দিবা রাত্রি, মাস, বৎসর ক্রমে ক্রমে অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে না কেন? ইহা বেশ বুঝিতেছি, যে সময় চলিয়া যাইতেছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না, দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য সমস্তই যদি কালের হস্তে সমর্পণ করা যায়, তাহা হইলেও তার বিনিময়ে একটী পল-পরিমিত সময়ও পাওয়া যাইবে না, অনন্তকাল ধরিয়া ক্রন্দন করিলেও তাহা আর ফিরিবে না, ইহা বেশ জানি; তথাপি কি এক মোহ-মদিরা-মত্ত হইয়া চলিয়াছি যে, কি করিলে ঐ দুর্ল্লভ সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করিতে পারা যায়, তাহা বুঝিয়াও বুঝি না, জানিয়াও জানি না, দেখিয়াও দেখি না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃ-
শ্লোকবার্ত্তয়া॥

এই সূর্য্য ক্ষিতিমণ্ডলের ঊর্দ্ধে উঠিয়া ও নিম্নে গমন করিয়া মানবগণের আয়ু বৃথা বাদিত হওয়ায় তাহা যেন বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতেছেন; কিন্তু যিনি উত্তমশ্লোকের কথায় মুহূর্ত্তকালও যাপন করেন, তাঁহাদের আয়ু তিনি হরণ করেন না, কেন না সেই মুহূর্ত্তকাল পরিমাণ হরিকথাতেও সর্ব্বসিদ্ধি হয়। কোন বৃক্ষের একটী মাত্র শাখায় ফল ধরিলে যেমন লোকে বৃক্ষকে ফলবান্ হইয়াছে বলিয়া থাকে, তদ্রূপ এক মুহূর্ত্তকাল আয়ুও শ্রীহরিকথায় অতিবাহিত হইলে তদ্দ্বারাই তাঁহার সমস্ত আয়ু সফল হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে কি কৃষ্ণভক্তের হরিকথানিরত আয়ুর সমাপ্তি নাই, অর্থাৎ তাঁহাদের কি প্রাণবিয়োগ হয় না? তাঁহাদের প্রাণবিয়োগ হয় সত্য, কিন্তু তাঁহার আয়ু কৃষ্ণসংক্রান্ত হওয়ার জন্য পরবর্ত্তিকালে কৃষ্ণপার্ষদত্ব লাভ করিলে তাঁহার আয়ু অক্ষয় হইয়া থাকে। ইহাকেই কৃষ্ণভক্তের 'আয়ুহরণাভাব' বলিয়া থাকে। (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকা)।

তাহা হইলে যে আয়ু আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে বৃথা ব্যয় করিলে তাহার কোন ফলই লাভ হয় না, কিন্তু কৃষ্ণার্থে নিযুক্ত করিলেই তাহার সার্থকতা, তখন বুদ্ধিমান মাত্রেরই ঈদৃশ মূল্যবান্ সময়ের যথার্থ সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

অনাত্মজ্ঞান

"দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।"

দেহে আত্মবুদ্ধিই আমাদের প্রধান ভ্রম। আমরা যখন ভগবৎ-সান্মুখ্য বর্জ্জন করিয়া ভোগবুদ্ধি আবাহনপূর্ব্বক আমাদের তটস্থ অধিকারের অপব্যবহার ও মায়ার বশ্যতা স্বীকার করি, তখনই আমাদের আত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। তখন 'আমি কে?' তাহা ভুলিয়া অনাত্মবস্তুতে আত্মবোধ করিয়া বিবর্ত্তের আশ্রয় গ্রহণ করি। এই বিবর্ত্তের আশ্রয়েই আমাদের যাবতীয় ক্লেশ। প্রথমে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনকে আত্মবুদ্ধি করিয়া 'সমস্ত তত্ত্বই আমাদের মনোবলের আয়ত্ত' —এই অহঙ্কার আমাদের প্রবল হয়, তাহাতে আমরা আম্নায়-পারম্পর্য্যক্রমে প্রাপ্ত অধোক্ষজ জ্ঞানকে উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অক্ষজ জ্ঞানেরই অধিক সমাদর করিয়া যুক্তিবাদী হইয়া পড়ি বা আরোহপন্থী হইয়া উঠি। অধোক্ষজ-সেবা জ্ঞান অর্থাৎ অবতরণ মার্গ বা অবরোহ পন্থা আমাদিগের প্রীতিকর থাকে না, শুনিতেও আমাদের তখন রুচি হইয়া পড়ে। মনের নেতৃত্বে আমরা বিভোর হইয়া তর্ক অবলম্বন করিতে করিতে [illegible]-মুখাপেক্ষী হইয়া ভগবদ্বিমুখিতা লাভ করি বা নরক প্রাপ্ত হই। ইহা অপেক্ষা জীবের আর অধিক অমঙ্গল কি হইতে পারে? ক্রমশঃ ভগবৎ-সান্নিধ্য হইতে যত বিচ্যুত হইতে থাকি, ততই আমাদের চিত্ত চির হইতে অচির বা জড় অনুপ্রবিষ্ট হইতে থাকে। ক্রমে দেহাত্মবুদ্ধিই প্রবল হয়। তখন দেহেই আমিত্ব আরোপ করিয়া দেহ সম্পর্কেই সমস্ত আপন পর বিচার করিতে থাকি।

যাহারা আমাদের দেহের তুষ্টি সাধন করিতে পারে, তাহারাই আমাদের প্রিয়; যাহারা তাহা করে না, তাহাদিগের প্রতি আমরা উদাসীন, আর যাহারা এই দেহের কোনরূপ অসুবিধা সংঘটন করে, তাহারা আমাদের শত্রু—এই ধারণাই বলবতী হয়। তখন আমরা বিচার করি না যে এই যে দেহরূপী আমি, ইহার সারবত্তা কতটুকু, ইহার স্থায়িত্ব কতক্ষণের, ইহার পরিণাম কি, ইহার গঠনে কি? তখন এই পাঞ্চভৌতিক দেহ অনিত্য সুখের নিলয় দেখিয়া আমরা দিশেহারা হইয়া পড়ি, আমরা তাহারই সেবায় সকল সময় নিয়োগ করিয়া আমাদের নিত্যমঙ্গলের কথায় উদাসীন হইয়া যাই! এই দেহ এখন এরূপ আছে, কয়েক বৎসর মধ্যে ইহার বিকৃতি সাধিত হইবে—শিথিল চর্ম্ম, পলিত কেশ, গলিত দন্ত আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ দেহের অস্থায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেও আমরা তাহাতে কর্ণপাত করিতে প্রস্তুত হই না! প্রত্যহ শত শত ব্যক্তির দেহান্তর দেখিয়া—দেহের ভঙ্গুরত্ব সম্বন্ধে নিরন্তর প্রমাণ পাইয়াও আমরা দেহকে 'আমি' জ্ঞান করা ছাড়িতে পারি না—আমাদিগের ন্যায় গোখর বা বুদ্ধিহীন ভারবাহী পশু আর কে হইতে পারে? শ্মশানে চিতায় শত শত দেহকে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া, শৃগাল শকুনির ভক্ষ্য পরিণত জানিয়াও আমাদের কি কোনও জ্ঞানোদয় হইতেছে—আমরা কি দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়াছি? বরং দার্শনিক সাজিয়া দেহ তত্ত্বের ভাবুক হইয়া দেহকেই সকল পুরুষার্থের কেন্দ্র মানিয়া তাহারই সেবায় উত্তরোত্তর যত্নবান্ হই।

মনোরূপী সূক্ষ্ম ও বাহ্য স্থূলদেহে 'আমি' বুদ্ধি যতদিন না আমাদিগকে ত্যাগ করিবে, [illegible] না আত্মজ্ঞানী, নিরন্তর ভগবৎসেবাতৎপর সাধু মহাপুরুষের শরণাগত হইয়া আমাদের এই দুই প্রকার দেহাত্মবুদ্ধির হাত হইতে অবসর পাই, ততদিন নরকগামীই থাকিয়া যাইব, আমরা নিজেদের মঙ্গলপথে যত্ন করিতে উৎসাহবিশিষ্ট হইব না।

কাম ও প্রেম

(শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী)

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

আলোক এবং অন্ধকারে যতটা পার্থক্য, ধনী এবং দরিদ্রে যতটা পার্থক্য, আসমান ও জমীনে যতটা পার্থক্য, সাধু ও অসাধুতে যতটা পার্থক্য, কাম ও প্রেমের মধ্যে পার্থক্য ইহাদের অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। কাম—অন্ধতম, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর। কামবশে জীব জড়দেহকে কেন্দ্র করিয়া, দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া তৎসম্পর্কিত অপর বস্তুতে আত্মীয় ভাব আরোপ করে, ফলে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম হইতে বহু দূরে অপসারিত হইয়া পড়ে এবং সংসার আবর্ত্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জন্ম-মরণ-মালার হার গলদেশে পরিধান করে। পরিশেষে জীবনকে অধঃপতিত করিয়া অনন্তকাল দুঃখ ভোগ করে।

কামনারূপ পাপবীজ হৃদয়ে থাকাকাল-পর্য্যন্ত জীবের সংসারগতি হইতে পরিমুক্তি লাভ ঘটে না। কামনাদ্বারা কর্ম্ম হয়, কর্ম্ম করিলে তাহার ফল অনিবার্য্যরূপে ভোগ করিতে হয়। সুতরাং বাসনা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকা পর্য্যন্ত জীবের কর্ম্ম ত্যাগ অসম্ভব এবং কর্ম্মফলভোগের হস্ত হইতেও অব্যাহতি লাভ করা সুদূর-পরাহত।

কর্ম্ম আমাদের বন্ধনের কারণ হয় না সেইখানে, যেখানে যাবতীয় কর্ম্ম ভগবানের সেবোদ্দেশে কৃত হয়। তাঁহার সেবোদ্দেশে যে কার্য্য কৃত হয়, সেইটীকে আর 'কর্ম্ম' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয় না তখন তাহাকে 'ভক্তি' বলা হয়।

যথা—

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ
পরা ভবেৎ॥

হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, সাধুগণ তাহাকে বৈধীভক্তি বলেন। এই বৈধীভক্তি যাজন করিতে করিতে প্রেমভক্তি লাভ হয়।

কামনার পরিসমাপ্তি সেইখানে, যেখানে কামকে সমস্ত কামের আদিদেবতা কামদেবের সেবায় নিযুক্ত করা হয়। বিন্দুমাত্রও হৃদয় কামনা যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে কামদেবের সেবার বাহ্য আড়ম্বর থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে কামদেবের সেবা হয় না। কেবলমাত্র নিষ্কিঞ্চন নিষ্কপট সাধুগণই কামদেবের উপাসনা-সহায় আচরণে সমর্থ এবং শুধু তাঁহাদেরই প্রদত্ত অর্ঘ্য শ্রীভগবান্ সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বা মোক্ষাভিলাষীর প্রদত্ত অঞ্জলী শ্রীভগবানের পাদপদ্মে কোনদিনও পৌঁছায় না।

'প্রেম' কথাটি এই প্রাকৃত জগতে প্রচলিত থাকিলেও সেটী প্রাকৃত জগতের কোন বস্তুবিশেষ নহে, [illegible] অপ্রাকৃত চিন্ময়লোকে নিত্যবর্ত্তমান [illegible] চিন্ময় আস্বাদনীয় বস্তু। প্রাকৃত জড়ভোগপ্রমত্ত জীব প্রেমের পরিচয় জানে না, তাই তাহারা কামকেই প্রেম বলিয়া

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। চন্দ্রপ্রভা বটীকা—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। সুষুপ্তিসহায় বটিকা—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। মণ্ডুর বটিকা—ইহা সেবনে প্লীহা ও অদমনীয় বেদনা ও শরীর পাণ্ডু হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৶০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টি দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৩০ পৃষ্ঠা।

নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

রোজ-রঙ্গ কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক ভজনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগৌরপঞ্চতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীকণ্ঠনিঃসৃত শ্রীসিদ্ধান্তসম্মত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুগঠিত গীতাবলী তুলাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনামাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৷৷৶০ আনা, বোতল ১৷০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

বিখ্যাত

মদন মঞ্জরী

বটিকার গুণ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অকালে তরুণতা, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়্ফড়ানি, অজীর্ণ প্রভৃতি সকল প্রকার বিদোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব অকালবার্দ্ধক্য-ঘৃত"

পুরুষত্বাদি রোগে যাহাদের ক্ষয় আসিয়াছে তাহারা ব্যবহার করিয়া আরোগ্য লাভ করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"সুরতবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ শক্তি সম্বর্দ্ধন স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

বৈদ্যের আয়ুর্বেদ ঔষধালয়

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

শিরঃশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৷৷০ বার আনা, বড় ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ২ ডিবা ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনায় মহৌষধ। ডিবা ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ॥০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক কৌশলে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, অজীর্ণ, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ৩৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি. ডি, হাজরা।

কড়েপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিবিধ সংবাদ

খুলনায় ভীষণ ডাকাতী
গুলিতে নৌকার মাঝি নিহত

গত ৩রা মার্চ্চ চাপরাখালি নদীতে সন্ধ্যা ৭টার সময় একখানি নৌকায় ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। একজন মাঝিকে ডাকাতেরা খুন করিয়া ফেলিয়াছে অপর তিনজন মাঝি আহত হইয়াছে।

রামপাল থানায় দুইমাইল দূরবর্ত্তী কুমারখালি নদীতে একখানি নৌকা নোঙ্গর করিয়াছিল প্রকাশ, গত ৯ই মার্চ্চ তারিখে ৯ জন ডাকাত ঐ নৌকাখানি আক্রমণ করে। ঐ নৌকার কেহ আহত হয় নাই বা উহা হইতে কোন জিনিসও লুট হয় নাই।

গত ১০ই মার্চ্চ তারিখে আমতলা-পাছিয়াখালে রাত্র ১১টার সময় আর একটা ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা একখানি নৌকা আক্রমণ করিয়াছিল ঐ নৌকার মাঝিরা কিন্তু পাল্টা আক্রমণ করিয়া ডাকাতদলকে তাড়াইয়া দিয়াছিল।

রেঙ্গুণে ডাকাতির অভিযোগে ৪ জন বাঙ্গালী অভিযুক্ত

১৩ই মার্চ্চ অপরাহ্ণে হাইকোর্টের সেসনে আর, এন, রায়, এ, কম, দাস, জে, সি, দত্ত ও এ, কে, নাগের বিচার পুনর্ব্বিচার শেষ হইয়াছে। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ আসামী প্রাদেশিক[illegible] ত্যাগ করিয়াছে। বেঙ্গল একাডেমীর দুই হাজার টাকার একটি ব্যাগ ডাকাতি করার অভিযোগে আসামীগণ অভিযুক্ত হইয়াছেন।

জুরীগণ ৪০ মিনিট পরামর্শ করিবার পর ফিরিয়া আসিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় আসামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ও ৩৯২ ধারা অনুসারে অপরাধী বলিয়া একবাক্যে অভিমত প্রকাশ করেন। নয় জন জুরীর মধ্যে সাতজন দ্বিতীয় ও চতুর্থ আসামীকে দণ্ডবিধির ৩৯২ ধারা অনুসারে অপরাধী বলিয়া মত প্রদান করেন, তবে দ্বিতীয় আসামীর প্রতি অনুকম্পা প্রয়োগ করিবার জন্য তাঁহারা সুপারিশ করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌয়ে ব্যবস্থাপক সভা
বাজেট আলোচনা সমাপ্ত

গত ১০ই মার্চ্চ যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনা শেষ হইয়াছে। সকল সদস্য বাজেটের প্রস্তাব করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

এটোয়ায় জনতার উপর পুলিশের গুলী

এটোয়া হইতে ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী চাকুমানাংলা নামক গ্রামে পুলিশের গুলীতে ২ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ৩ জন আহত হইয়াছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পুলিশের লাঠির আক্রমণের ফলে আরও অনেকে আঘাত পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। তবে প্রকাশ, লক্ষ্ণৌ জেল হইতে মুক্ত কতিপয় রাজবন্দীর সম্বর্দ্ধনার জন্য শোভাযাত্রার ব্যবস্থা হয়, তাহাতে কোন কারণে পুলিশের সহিত জনসাধারণের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, যখন লাঠিধারীরা আক্রমণ ব্যর্থ হয় তখন পুলিশ জনতার উপর গুলী চালায় এবং ফলে উপরিউক্ত দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত আর, এস, পণ্ডিতজীকে ঘটনাস্থলে তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

পুলিশের ফাঁড়ি আক্রান্ত

এটোয়া জেলার টাপাব নামক গ্রামে পুলিশের সহিত গ্রামবাসীদের এক গুরুতর সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গত ১০ই মার্চ্চ অপরাহ্ণে একদল লোক নিকটস্থ পুলিশের ফাঁড়ি আক্রমণ করে তাহাতে পুলিশ গুলী [illegible] ফলে তিন জন ব্যক্তি মারা গিয়াছে এবং কতিপয় ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

লবণের উপর অতিরিক্ত শুল্ক

গত ১৩ই মার্চ্চ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্যর জর্জ সুষ্টার পরিষদের লবণ শিল্প কমিটীর রিপোর্টটি শ্রীযুক্ত এম চেট্টী, শ্রীযুক্ত সি, দাস, এম সি, সাহানী মিঃ জি, মর্গান, শ্রীযুক্ত আক্রেল সাহিব, মিঃ আবদুল্লা হাক, মিঃ ফিনকোট, শ্রীযুক্ত সি, সি, বিশ্বাস ও স্যর জর্জ সুষ্টার কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বিশ্বাস মিঃ মর্গান মিঃ ফিনকোট পৃথক মন্তব্য দিয়াছেন। লবণ শিল্প সম্বন্ধে টেরিফ বোর্ডের রিপোর্ট উক্ত কমিটী কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়াছিল।

সমুদ্রপথে বৃটিশ ভারতে আমদানী ভারতীয় বা বিদেশী সর্ব্ববিধ লবণের উপর প্রতি মণে সাড়ে চারি আনা হিসাবে অতিরিক্ত শুল্ক অবিলম্বে ধার্য্য করিবার জন্য রিপোর্টে প্রস্তাব করা হইয়াছে।

উহাতে আরও প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, প্রয়োজন হইলে কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিমণে আরও এক আনা পর্য্যন্ত শুল্ক বর্দ্ধিত করিতে পারিবেন। আমদানী ভারতীয় লবণের উপর প্রস্তাবিত শুল্ক পরিমাণ টাকা ভারতীয় লবণ উৎপাদনকারীরা লাভ পাইবেন, যদি তাঁহারা টেরিফ বোর্ড কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সঙ্গত মূল্যে গবর্ণমেণ্টকে চুক্তিমত লবণ সরবরাহ করিতে সম্মত হন

প্রস্তাবিত শুল্ক হইতে প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে এই টাকা উত্তর ভারতীয় লবণ খনির উন্নতি সাধন এবং বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা ও পূর্ব্বকূলের লবণ প্রাপ্তির স্থান সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও তাহার উৎকর্ষ সাধন এবং যাহাতে দর ঠিক থাকে তাহার আনুষঙ্গীয় ব্যবস্থার জন্য ব্যয় হইবে।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে সকল স্থানে লবণ পাওয়া যায়, যে সকল স্থানের লবণ নিঃশেষ হইয়া যাইবার এবং বিদেশী লবণ উৎপাদনকারীদের হাতে দর নিয়ন্ত্রণের কর্ত্তৃত্ব পুনরায় চলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে পরিণামে লবণ ব্যবসায়ীদের কষ্ট হইতে পারে সেইহেতু কমিটী অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্যের প্রস্তাব করিয়াছে।

তীর্থ যাত্রী দণ্ডিত
নেপাল হইতে অহিফেন ও গাঁজা আমদানী

শিবরাত্রির সময় যাহারা নেপালে তীর্থ করিতে গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ৩৭ জন নেপাল হইতে ইংরাজ রাজ্যের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক অহিফেন ও গাঁজা আমদানী করায় মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সকলেই দণ্ডিত হয় তাহাদের জরিমানা ও ২ সপ্তাহ হইতে ২ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইয়াছে।

বঙ্গীয় মুসলমান জাতীয় দলের জনসভা

বঙ্গীয় মুসলমান জাতীয় দলের উদ্যোগে ১৪ই মার্চ্চ অপরাহ্ণে ৪ ঘটিকার সময় একটি বড় এক জনসভা হইবার কথা ছিল। পাঞ্জাবের মৌলানা সৈয়দ মা আতাউল্লা বোখারী বক্তৃতা করিবেন স্থির ছিল।

শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু চৌধুরী হাজারিবাগ সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি

ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং উড়িষ্যার কংগ্রেসের ডিক্টেটর শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু চৌধুরী হাজারিবাগ সেণ্ট্রাল জেল হইতে কয়েকজন সহ মুক্ত হইয়াছেন।

গান্ধী-আরউইন সন্ধিতে আমেরিকাবাসীর তীব্র প্রতিবাদ

ইউনিয়ন স্কোয়ারে এক জনসভায় সহস্র সহস্র আমেরিকাবাসী সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তীব্র ভাষায় গান্ধী-আরউইন সন্ধির প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "মহাত্মা গান্ধীর কার্য্যে ভারতের স্বাধীনতার আদর্শ বিপন্ন হইয়াছে। করাচী কংগ্রেসে এই সন্ধির প্রতিবাদ করা ভারতবাসীর কর্ত্তব্য।"

জয়পুরে বড়লাট

১৩ই মার্চ্চ সকাল ৮॥০টায় বড়লাট এবং বড়লাট পত্নী জয়পুরে পৌছিয়াছেন জয়পুরের মহারাজা, রাজপুতানাস্থিত বড়লাটের প্রতিনিধি প্রধান প্রধান সর্দ্দার এবং জয়পুরের রাজকর্ম্মিগণ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

বার্দ্দোলীর পথে মহাত্মা গান্ধী

১৩ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ আগামী কল্য সকালে গান্ধীজী নবসারী পৌছিবেন। তথায় অল্পক্ষণ অবস্থান করার পর তিনি অপরাহ্ণে বার্দ্দোলি যাত্রা করিবেন। সেখানে পৌছিয়াই তিনি স্বেচ্ছাসেবক ও কর্ম্মিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

আগামী ১৫ই মার্চ্চ রবিবার সকালে তিনি এক সভায় বক্তৃতা করিয়া সুরাট অভিমুখে রওনা হইবেন। এই স্থানে অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিনিটের সময় তিনি বাসর, সেবিকা ও কর্ম্মীদের সহিত দেখা করিবেন।

ঐ দিন অপরাহ্ণে তিনি নিকটবর্ত্তী আনুপের গ্রামবাসীদের এক সভায় বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

বোম্বাইয়ে জহুরী নিহত
দুইজন আসামী দায়রা সোপর্দ্দ

স্মৌচাদ রূপমলাল নামক জনৈক জহুরী ব্যবসায়ীকে হত্যা করিবার অভিযোগে কাজি আফো রেকার এবং মুসলিমেনাও নামক দুই ব্যক্তি দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে। উভয়েই নূতন প্রণালী[illegible] বিচার দাবী করে এবং বলে যে জুরীদের অধিকাংশই যেন ভারতবাসী হয়। আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

রাজসাহী, বাগমারা নিবাসী আমী-রুদ্দিন নামক জনৈক মুসলমান যখন বাড়ী হইতে অপর একব্যক্তির সহিত আলাপরত ছিল, তখন হঠাৎ বজ্রাঘাতে তাহার মৃত্যু হয়।

... প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ ... কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা
সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ
দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—২৩৷ চৈত্র, বুধবার—১৩৩৭

আমিত্বের দ্বিবিধ

নশ্বরদেহে আত্মবুদ্ধি থাকা কালে জীব যে প্রকার অহংতা ও মমতা বুদ্ধি বিশিষ্ট হয়, তাহা জীবের বিশুদ্ধ আত্ম-স্বরূপের অনুভূতিজাত অহংতা ও মমতা বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবাপন্ন। দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট বদ্ধজীবের যে 'আমি' তাহা 'আমার আমি' আকারে জাগ্রত থাকে এবং এই 'আমার আমি'র সহিত—সম্বন্ধযুক্ত যে সমুদয় বস্তু, তাহারা মমতাস্পদ নামে খ্যাত। যে কালে কোন বদ্ধজীব বহু জন্মার্জ্জিত সুকৃতিফলে দেহে আত্ম-বুদ্ধি জাত "আমার আমি" ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক "ভগবানের আমি" অর্থাৎ "আমি ভগবদ্দাস" এবং আমার বলিতে যে সমুদয় বস্তু আছে, তাহারা সকলেই ভগবানের সেবক ও সেবার উপকরণ এবং আমার পূজ্য বস্তু—এবম্বিধ শুদ্ধ আত্মস্বরূপগত অহংতা ও মমতা ভাব অনুভব করেন, সে সময় তিনি দিব্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে, যথাহি মহাজনোক্তি—

"অহং মম-শব্দ অর্থে যাহা কিছু হয়।
অর্পিনু তোমার পদে ওহে দয়াময় ॥
আমার আমিত নাথ না রহিনু আর।
এখন হইনু আমি কেবল তোমার ॥
আমি শব্দে দেহী জীব অহংতা ছাড়িল।
ত্বদীয়াভিমান আজ হৃদয়ে পশিল ॥
আমার সর্ব্বস্ব দেহ গেহ অনুচর।
ভাই বন্ধু দারা সুত দ্রব্য দ্বার ঘর ॥
সে সব হইল তব আমি হৈনু দাস।
তোমার গৃহেতে এবে আমি করি বাস ॥
তুমি গৃহস্বামী আমি সেবক তোমার।
তোমার সুখেতে চেষ্টা প্রাণ আমার ॥"

"আমার আমি" ভাব ঘুচিয়া "ভগবানের আমি" ভাব উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানই আমার মাতা, পিতা, বন্ধু, পুত্র বা পতি'—ধারণা অনুভূত হয়। তখন "আমার আমি" বুদ্ধিজাত মাতা, পিতা বন্ধু বা পতিকে ভগবানের জন ব্যতীত নিজজন বলিয়া মনে হয় না, যথাহি মহাজনোক্তি—

"আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই।
তুমিই আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই ॥
বন্ধু দারা সুত সুতা তব দাসী দাস।
সেইত সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস ॥
ধনজন গৃহ দ্বার তোমার বলিয়া।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া ॥

প্রাকৃত পক্ষে দুষ্ট পদার্থসমূহ স্বাষ্টি নিজজন। অজ্ঞব্যক্তি সকলের হওয়ায় তাঁহারা বস্তুতে সর্ব-ভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তুতে অথবা নিজ সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক শোক ও ভয়ে অভিভূত হইয়া থাকে, যথাহি মহাজনোক্তি,—

বস্তুতঃ সকলি তব জীব কেহ নয়।
অহং মমভ্রমে ভ্রমি ভোগে শোক ভয় ॥
অহংমম অভিমান এইমাত্র ধন।
বদ্ধজীব নিজ বলি জানে মনে মন ॥
সেই অভিমানে আমি সংসারে পড়িয়া।
হাবুডুবু খাই ভবসিন্ধু সাঁতারিয়া ॥

সাধুগুরুর প্রেরণায় ভগবানের চরণে শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত ভবসিন্ধু পার হওয়া সম্ভবপর নহে। যথাহি মহাজনোক্তি—

নিবেদন করি প্রভু তোমার চরণে।
পতিত অধম আমি জানে ত্রিভুবনে ॥
আমা সম পাপী নাহি জগৎ ভিতরে।
মম সম অপরাধী নাহিক সংসারে ॥
তুমি বিনা কার আমি লইব শরণ।
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
জগৎ তোমার নাথ তুমি সর্ব্বেশ্বর।
তোমা প্রতি অপরাধ তুমি কর ক্ষয় ॥

এখানে আমরা বুঝিলাম যে "আমার আমি" ধারণাই সকল দুঃখের মূল। ভগবানের আমি—ইত্যাকার ধারণার উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। যিনি দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে ও পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার উচিৎ সদ্গুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক ভগবানের শরণাগত হইবার জন্য বিশেষভাবে যত্নশীল হওয়া। হে পাঠকগণ! আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন যে, আপনাদের আমিত্বের ধারণাতে আপনারা কিপ্রকার ভাব পোষণ করিতেছেন। যদি "ভগবানের আমি" ইত্যাকার ভাব জাগ্রত না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, আপনারা 'আমার আমি" ভাবকে জাগাইয়া রাখিয়াছেন এবং সেরূপ অবস্থায় আপনাদের উচিত অচিরে সদ্গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক "ভগবানের আমি" ভাবকে ফুটাইয়া তুলা।

নদীয়া-প্রকাশ

(শ্রীইন্দু ভূষণ দাস)

যেদিন মোরা বিরাট বিশ্বে,
আত্মস্বরূপ ভুলিয়াছিলে।
পাপের অতল সিন্ধুতলে,
স্বেচ্ছায় সবে যাই গো ডুবে ॥
দেখিয়া মোদের সে দুর্গতি
অগতির গতি শ্রীভগবান।
এই নদীয়ায় সপার্ষদে,
করলেন শুভ অভিযান ॥
আচ্ছাদিয়া অঙ্গকান্তি
হরির নামে মাতান দেশ।
উদ্ধারিয়া পাপী, তাপী,
ঘুচালে জীবের ভব ক্লেশ ॥
স্বর্গের সুখ তুচ্ছ করি সেদিন
ভিক্ষা মাগিল স্বর্গবাসী।
ব্রহ্মা, রুদ্র, মহেন্দ্রাদি দেব,
হইতে এই গৌড়বাসী ॥
শুনিয়া যাঁহার বংশীধ্বনি,
যমুনা বহিত উজান বেয়ে।
কুলু কুলু রবে ব্যাকুল হয়ে
ছুটে চলে গেছে কাঁদি কেঁদে ॥
বনমালা গলে চলনকান্তি
গোপীজনের মনোলোভ বেশ।
সেই এসেছিল এই নদীয়ায়
'গৌরাঙ্গ' নাম, গৌরতনু ॥
ভারতের এই বিপদ-দিনে
আমরাও সেই দিনের মত।
ভুলিয়া মোদের বিপদ-বন্ধু,
মরিছু চিরকালের মত ॥
গৌরগোষ্ঠী কৃপাপ্রবর
গৌর বাণী করিতে প্রকাশ।
আনিয়া বিশ্বে মোদের তরে,
প্রকাশিল এই নদীয়া-প্রকাশ ॥
কলিকোলাহলপূর্ণ বিশ্ব,
নাইগো হরিকথার লেশ।
মত্ত মোরা বিষয়-কথায়,
গ্রাম্যবার্ত্তায় মনোনিবেশ ॥
ছাড়িয়া সবে গ্রামের বার্ত্তা,
যাতে আনে সর্ব্বনাশ।
এস সবে মিলি করি গিয়া সেবা
বৈকুণ্ঠের শ্রীনদীয়া-প্রকাশ ॥
আনিয়া যে গৌরাঙ্গের দাস,
অভয় দিয়া মাভৈঃ বলে।
এ শুভক্ষণে লুটায়ে সবে
পড়িগো তাঁর চরণতলে ॥

পাবনা প্রচার-প্রসঙ্গ

পাবনা হইতে শ্রীযুত মাখনলাল বসু মহোদয় লিখিয়াছেন—

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ গত ৮ই মার্চ্চ রাত্রে পাবনা সহরে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারার্থ আগমন করিয়াছেন। সেই দিন অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় পাবনা টাউনহলে একটি বক্তৃতা সভা আহূত হয়। শ্রীযুত বাবু জাহ্নবীচরণ ভৌমিক গভর্ণমেন্ট প্লীডার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র ভূম্যধিকারী শিতলাই, শ্রীযুত প্রসন্ন-কুমার চৌধুরী অবসরপ্রাপ্ত গভর্ণমেন্ট প্লীডার, শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মজুমদার ঐ, শ্রীযুত রাধিকাচন্দ্র লাহিড়ী এম-এ বি-এল এড্‌ভোকেট, শ্রীযুত নিত্যানন্দ বসু বি এল, শ্রীযুত বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র বি-এল, শ্রীযুত কুমুদনাথ রায় বি-এল, শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র সান্যাল বি এল, শ্রীযুত যোগেন্দ্র নাথ সরকার বি-এল, শ্রীযুত মনোয়ারিলাল বসু প্রফেসার পাবনা কলেজ, শ্রীযুত মাখনলাল চক্রবর্ত্তী ঐ, ডাঃ যোগেন্দ্র-নাথ সরকার, ডাঃ কুমুদনাথ রায়, শ্রীযুত শচীন্দ্রমোহন সরকার এড্‌ভোকেট, শ্রীযুত নিত্যানন্দ সরকার মোক্তার, শ্রীযুত শশিভূষণ ভৌমিক ঐ, শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ ভৌমিক ঐ, শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ ভৌমিক বি-এল, শ্রীযুত মণিমোহন ডেপুটি কন্ট্রোলার, ডাঃ অতুলচন্দ্র রায় এল-এম.এস, শ্রীযুত ভোলানাথ বসাক মার্চেন্ট, শ্রীযুত রাধামাধব সাহা ঐ, শ্রীযুত রামদাস আগরওয়ালা ঐ, শ্রীযুত শশধরচন্দ্র দত্ত ঐ, শ্রীযুত ক্ষীরোদচন্দ্র দত্ত ঐ, জগদীশচন্দ্র গুহ এম-এ, বি-এল, শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ গুহ, শ্রীযুত ব্রজগোপাল সরকার ঐ, শ্রীযুত [illegible] লাহিড়ী, শ্রীযুত তারকচন্দ্র [illegible] এম-এ, বি-এল প্রমুখ প্রায় ৫০০ শত ভদ্র-মণ্ডলী সমাগত হইয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীচৈতন্যের দানের মহত্ত্ব ১½ ঘণ্টা ব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। কীর্ত্তনবিনোদিগণ প্রথমে কিছু কীর্ত্তন-

বিবিধ সংবাদ

শিরোজায় গান্ধীজী

মহাত্মা গান্ধী এখানে উপস্থিত হইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। সর্দার বল্লভভাই এক সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, "আপনারা আমাদের বন্ধুগণ, আপনারা এরূপ কাজ করুন যেন ভারতের ইতিহাসে আপনারা অমর হইতে পারেন।"

মহাত্মাজী বড়লাটের গমন না করা সম্পর্কে সর্দার বল্লভভাই বলেন, আরও অধিকতর আন্দোলনের কার্য্যের জন্য মহাত্মাজীকে সফর করা হইতে অবসর প্রদান করিতে হইবে। বক্তা বলেন, তিনি (বল্লভভাই) করাচী কংগ্রেসের পর বারদৌলী ও খেড়া জিলায় প্রত্যেক গ্রামে গমন করিবেন।

সংবাদদাতাদের পীড়াপীড়িতে মহাত্মা গান্ধী সভায় কয়েকটী কথা বলেন, অতঃপর তিনি বারদৌলী যাত্রা করেন।

বাঁকুড়ার নেতৃবর্গের মুক্তির পর সম্বর্দ্ধনা

জিলা বোর্ডের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত মণিভূষণ সিংহ, বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায়, জিলা কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত গোবিন্দ প্রসাদ সিংহ দমদম জেল হইতে মুক্ত হইয়াছেন। ষ্টেশনে তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল।

বাঁকুড়ায় মুক্ত নেতৃবৃন্দের সম্বর্দ্ধনা

জিলা বোর্ডের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান এবং জিলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিভূষণ সিংহ, জিলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ, বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর পূর্ব্বতন চেয়ারম্যান এবং কংগ্রেসের প্রধান কর্ম্মী শ্রীযুক্ত অমলকৃষ্ণ রায়, যুবক সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী দাস, খাতড়া থানা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোবিন্দপদ সহিস এবং কর্ম্মী দুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য দমদম স্পেশাল জেল হইতে এখানে আগমন করিলে জনসাধারণ তাহাদিগকে বিপুল অভ্যর্থনা প্রদান করেন।

নেতৃবৃন্দ ট্রেন হইতে অবতরণ করা মাত্র তাঁহাদিগকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হয়। ষ্টেশন হইতে এক মিছিল সহযোগে তাঁহাদিগকে কংগ্রেস অফিসে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য সহরের রাস্তাঘাট ও দোকানপাট সমস্তই সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

বালকগণ বন্দেমাতরম্ দ্বারা একটি সুন্দর তোরণ দ্বার নির্ম্মাণ করে। অপরাহ্ণে এক সভায় তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। গান্ধী-আরউইন আপোষের সর্ত্ত মানিয়া লইয়া একটি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

নাটোরে মিছিল ও জনসভা

মহাত্মার নির্দ্দেশে চলিতে অনুরোধ

জিলা কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে এখানে 'গান্ধী দিবস' পালিত হইয়াছে। অম্বিকা হল হইতে নর-নারীর এক মিছিল বাহির হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে এক সভা হইয়াছিল শ্রীযুক্ত দক্ষিণাকালী মজুমদার এবং আরও কয়েকজন বক্তা দেশের এই সঙ্কটকালে মহাত্মাজীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকলকে চলিতে অনুরোধ করেন।

কলিকাতায় ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস্

হলিউডের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস গত বুধবারে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

আউটরাম ঘাটে জাহাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে হইলেও তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষীর ভিড় জমিয়াছিল। তন্মধ্যে ফিল্মী জগতের সংখ্যাই বেশী।

মহাত্মার দীর্ঘজীবন কামনা

কাঁথিতে 'গান্ধীদিবস'

১২ই মার্চ্চ এখানে "গান্ধী দিবস" সমারোহে পালিত হইয়াছে। কয়েক দল যুবা জাতীয় পতাকা সহ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়াছিলেন। বৈকালে এক সভায় সমবেত হইয়া তাঁহারা মহাত্মার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছিলেন।

মহাত্মাজী কর্ত্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন

১৪ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, বারদৌলী স্বরাজ আশ্রম প্রত্যার্পণ করা হইয়াছে আগামী কল্য সকালে মহাত্মাজী তথায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবেন।

চামেলী দেবীর মৃত্যুতে

হালিডে পার্কে শোক সভা

কলিকাতায় অন্যতম মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা চামেলী দেবীর অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য শনিবার অপরাহ্ণে হালিডে পার্কে এক জনসভা হয়। শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্তা অশোকলতা দাস, কুমারী শান্তি দাস, শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা সরকার, শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী শ্রীযুক্তা সুভদ্রা দেবী, শ্রীযুক্তা রতন সেন প্রভৃতি মহিলাগণ ও বহু বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

স্বর্গীয়া চামেলী দেবীর দেশপ্রীতির-প্রশংসা ও তাঁহার মৃত্যুতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া সভায় একটী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কোদ্দার, শ্রীযুক্ত গোরারাম মাকসেরিয়া, শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম রায়, শ্রীযুক্তা সুখদা দেবী, শ্রীযুক্তা রতন সেন প্রভৃতি স্বর্গীয়া চামেলী দেবীর দেশপ্রীতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করেন।

সেনহাটি, খুলনা

আইন অমান্য সম্পর্কে খুব, সেনহাটির তিনজন বিশিষ্ট কর্ম্মী সম্প্রতি কারামুক্ত হইয়াছেন। বগুড়া কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত কিছুদিন পূর্ব্বে কারামুক্ত হইয়া বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছেন। গত সপ্তাহে কলিকাতা আইন অমান্য সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র সেন আলিপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি পাইয়া কলিকাতা [illegible] তিনি সেখানে আছেন গত ১২ই মার্চ্চ দম দম স্পেশাল হইতে খুলনা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বিজয়রাজ চট্টোপাধ্যায় মুক্তি পাইয়া সেনহাটীতে আসিলে সেনহাটির যুবক ও বালকবৃন্দ শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে লইয়া স্থানীয় [illegible] মাঠে সমবেত হন। সেখানে সেনহাটী স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার সেন মহাশয় তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া তাঁহার ত্যাগ ও কষ্টভোগের বিষয় উল্লেখ করিয়া অতি দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিজয়রাজ বাবু গ্রামবাসীকে মহাত্মা গান্ধীকে অবিচলিত ভাবে অনুসরণ করিতে এবং কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে অনুরোধ করেন।

হুগলীর কর্ম্মীর কারামুক্তি

খুটিয়া বাজারের শ্রীযুক্ত গোপেশচন্দ্র মল্লিক ১২৪(ক) ধারানুযায়ী এক মামলায় অভিযোগে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী দমদম স্পেশাল জেল হইতে তিনি সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

মেদিনীপুর কর্ম্মীদের মুক্তি

মেদিনীপুর জিলা কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস এবং সহ সম্পাদক অশোকনাথ দাস দমদম স্পেশাল জেল হইতে সম্প্রতি মুক্ত হইয়াছেন।

তাঁহারা মেদিনীপুর আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করা হয়। বালিকারা শঙ্খধ্বনি করিয়াছিল। সাহাজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করেন তারপর এক বিরাট মিছিল করিয়া তাঁহাদিগকে সহরের বিভিন্ন রাস্তায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

বন্দীর মুক্তিতে বিলম্ব

সুরাটে ঘোর অসন্তোষ

৩২ জন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি না দেওয়ায় এখানে ঘোর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। আপোষ এখানে শান্তি আনিতে পারে নাই। বন্দীদের মুক্তির বিলম্বের সংবাদ মহাত্মাজীকে পাঠান হইয়াছে তিনি সুরাটে আগমন করিলে তাঁহাকে বিশেষরূপে জানান হইবে।

রাজসাহী কর্ম্মীদের মুক্তি

কাওড়ার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ রায় পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগ করার পর ১২ই সকালে মুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। রাজসাহী জিলা কংগ্রেস কমিটীর সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ রায় কিন্তু গান্ধী-আরউইন আপোষের ফলে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

বেলিয়াঘাটার মহিলা সভা

গত রবিবার সন্ধ্যায় বেলিয়াঘাটা [illegible] নারী সত্যাগ্রহ সমিতির উদ্যোগে এক জনসভার অধিবেশন হয়। কুমারী শান্তিদাস, শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী, শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, শ্রীযুক্তা অশোকলতা দেবী, প্রভৃতি মহিলা কর্ম্মীগণ দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও মহিলাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

বাজেয়াপ্ত বাড়ী প্রত্যার্পণ

মেদিনীপুর জিলা কংগ্রেস কমিটীর বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র দেআর সমস্ত বাড়ীখানি গভর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়া নিয়াছিলেন, গান্ধী-আরউইন আপোষের ফলে উহা তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করা হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিঃ প্রেস হইতে—ডাঃ সুন্দরকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

— ২ —

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর ৭ই চৈত্র, শনিবার -১৩৩৭

শ্রীগৌরাব্দ

পৃথিবীর নানা দেশে নানা সভ্য জাতির মধ্যে কোন একটী বিশেষ ঘটনা অবলম্বন করিয়া কাল-গণনায় প্রথা চলিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্যদেশে খৃষ্ট-জন্ম-কালাবধি বর্ষ-সংখ্যা-গণনা প্রথা খৃষ্টীয় রাজ্যসমূহে প্রচলিত আছে। 'জুলিয়েন ইয়ার' প্রভৃতি আরও কতিপয় অব্দের প্রচার পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। চীনদেশে চক্রবর্ষ প্রভৃতি অব্দ প্রচলিত আছে। মুসলমান রাজ্য-সমূহে মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনা প্রস্থান ঘটনার স্মারকস্বরূপ হিজরা বর্ষ গণনা করা হয়। ভারতের প্রদেশসমূহে আরও অসংখ্য অব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

ভারতবর্ষে ন্যূনাধিক ১৫।১৬ প্রকার অব্দের প্রচলন আছে। শ্বেতবরাহ-কল্পাতীতাব্দ, মহাপ্রলয়াতীতাব্দ, কলি-গতাব্দ বা কল্যব্দ, যুধিষ্ঠিরাব্দ, শকাবনী-পহেরতীতাব্দ, সম্বৎ বা বিক্রমাব্দ, বঙ্গাব্দ, বিরয়াব্দ বা ত্রিপুরাব্দ, প্রভৃতি বর্ষ গণনা প্রবর্ত্তিত আছে। পাশ্চাত্য প্রথা অনুসারে অব্দের গণনা প্রবর্ত্তমান অপূর্ণ-বর্ষকে পূর্ণবর্ষ বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া ক্রমক্রমে একটী বর্ষ অধিক ধরিয়া লওয়া হয়, কিন্তু এরূপ প্রথা ভারতীয় অব্দ গণনা প্রণালীতে স্থান পায় নাই। যাহারা খৃষ্টীয় পন্থা অবলম্বনে বর্ষপূর্ণ না হইতেই এক বর্ষ হইয়াছে মনে করিয়া লন, তাঁহারাই ভ্রম ক্রমে একটী অধিক বর্ষের প্রক্ষেপ করেন মাত্র। যেরূপ দশটা বাজিয়া দুই সেকেণ্ড অতীত হইলে ১১টা বাজিল মনে করা অসঙ্গত, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট মুহূর্ত্তেই অর্থাৎ ১৪০৭ শকে ২৩শে ফাল্গুন তারিখে বা ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীগৌরাব্দ ১ বৎসর হইয়াছে মনে করা অসঙ্গত। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ফাল্গুনী পূর্ণিমা অতীত হইলেই শ্রীগৌরাব্দের এক বর্ষ অতীত হইয়াছে বলা সঙ্গত। তজ্জন্য প্রকটগতাব্দ-সংখ্যাকে প্রকটগতাব্দ বলিয়া ভ্রম করা গণিতশাস্ত্রসিদ্ধ নহে। দুঃখের বিষয় বর্ত্ত-মান কালে কেহ কেহ প্রকটগতাব্দকে শ্রীগৌরাব্দ বলিয়া চালাইবার উৎকট বাসনা পোষণ করেন। তাহা তাঁহাদের সনাতন-প্রথা ত্যাগ করিবার উদ্যম হইতে প্রসূত। খ্রীষ্টীয় পন্থার অনুগমনে যাঁহারা আর্য্যপথ ত্যাগ করেন অথবা ক্রমক্রমে বলপূর্ব্বক একটী অব্দ অধিক গণ করিয়া প্রকটগতাব্দের সহিত সম্মেলন প্রয়াস করেন, তাঁহাদের সহিত কোন সত্যপ্রিয় সজ্জনব্যক্তি একমত হইতে পারেন না। তাঁহারা গতাব্দ প্রচলনের পক্ষপাতী তাঁহারা কোন দিন হয়ত এক শতাব্দ ঋণ করিয়া গতাব্দে সাফল্য বিধান করিবেন।

গতাব্দকে কেহ যেন খাদশ দ্বারা গুণ করিয়া গৌর-মাস নিরূপণে ভ্রান্ত না হন, অথবা ৩৬৫।১৫।৩১।৩১।২৪ দিয়া গুণ করিয়া গৌর-সাবনসংখ্যা নির্ণয় না করিয়া ফেলেন। এরূপ সরল বিষয়েও জগতে মতদ্বৈধ উৎপন্ন হয় ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ভ্রান্ত পঞ্জিকাকারগণ এবং গৌরভক্তগণ সকলেই প্রকটগতাব্দ শুদ্ধভাবে ব্যবহার করিয়া জগতে সত্য স্থাপন করুন। নতুবা সামান্য ভ্রমে পতিত হইলে তাঁহাদিগের গণিত-শাস্ত্রে দক্ষতা প্রশ্নের বিষয় হইবে। নব্য গৌরভক্তদলে খৃষ্টীয় পন্থার অনুসরণ-আদরের হইতে পারে, কিন্তু উহা কখনই সমীচীন নহে। আমরা আশা করি প্রত্যেক সুধী গৌরভক্ত গতাব্দকে গতাব্দ মনে করিবেন না। সেইজন্যই নবদ্বীপ পঞ্জিকায় গত প্রকট পূর্ণিমার দিবস পর্য্যন্ত ৪৪৪ প্রকট গতাব্দ বলিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে; তৎপর দিবস গৌরাব্দ ৪৪৫ আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশে, পরলোকগত দীনবন্ধু সেন মহাশয় বঙ্গদেশে শ্রীগৌরাব্দ প্রচলনের সহায়তা করেন। তিনি খ্রীষ্টীয় মিশন আফিসে কর্ম্ম করিতেন বলিয়া খ্রীষ্টীয় গণনা প্রণালীতে কতিবিশিষ্ট হওয়ায় এবং ভারতীয় অব্দ-গণনা প্রণালীতে অভিজ্ঞ না থাকায় গৌরাব্দে খ্রীষ্টীয়পন্থা তৎকর্ত্তৃক প্রচারিত পঞ্জীতে প্রথমে স্থান পায়। শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকায় ও পি এম্ বাগচীর পঞ্জিকায় শুদ্ধভাবে শ্রীগৌরাব্দ লিপিবদ্ধ হই-তেছে। অপরাপর পঞ্জীর গণনা শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

হংসক্ষেত্রে হরিকথা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি মহারাজ সপার্ষদ হংস-ক্ষেত্রে পুরাতন টোলবাড়ীতে অবস্থান করিয়া অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন

রাজর্ষির পত্র

শ্রীশ্রীহরিশরণম্

৫৭৫, পদ্মপুকুর রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা

পরমপূজনীয়

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ-সম্পাদক মহাশয়
শ্রীচরণকমলেষু—

আজ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা ভূষণ প্রভুর অতি-সংক্ষিপ্ত চরিত-কথা নদীয়া প্রকাশে পাঠ করিয়া পরমানন্দিত, ধন্য, তথা কৃতার্থ হইলাম।

আমার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির অভাবেই হইবে, শ্রীযুক্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ সার্ব্বভৌমপ্রভুর চরণ-ধূলি লাভের সৌভাগ্য এই অতীব অধম ও অযোগ্য ব্যক্তির খুব কমই হইয়াছে। তথাপি দুই একবার তাঁহার চরণে প্রপন্ন হইবার সৌভাগ্যে বুঝিয়াছি, বয়সে তরুণ হইলেও ইহাঁর ন্যায় কঠোর বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি, ইহাঁর ন্যায় জ্ঞানী, ইহাঁর ন্যায় ভক্ত অধুনা জগতে দুর্লভ—অতি দুর্লভ।

শ্রীল বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। কোটি কোটি প্রণাম করিয়া আপনাকেও শত শত বার ধন্যবাদ প্রদান করি, সাধুবাদ করি যে আপনি এহেন অলোকসামান্য ব্যক্তির চরিত-কথা নদীয়া-প্রকাশে বাহির করিয়া মাদৃশ গৃহকূপবদ্ধ • • • জীবের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছেন।

আপনি ঠিকই বলিয়াছেন—সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীপরবিদ্যাভূষণ প্রভু অতিমর্ত্ত্য ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর বার্ত্তাবহ সদৃশ। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতি কঠিন, অতি গুহ্য ও রহস্যপূর্ণ Extremely subtle and difficult উপদেশ ইনি যেরূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তদ্রূপ অল্প লোকই পারিয়াছেন। সুতরাং ঈদৃশ ব্যক্তির চরিত-কথা দেশে যতই আলোচিত ও প্রচারিত হয় ততই আমাদের মঙ্গল।

ইহা অতীব সত্য যে ইহাঁদের জীবনকালে ২।৪ জন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ভিন্ন জনসাধারণ ইহাঁদিগকে চিনিতে পারেন না—appreciate করিতে সমর্থ হন না—বুঝিতে পারেন না। ইহা ত' ব্যবহারিক জগতের ইতিহাস। পাঠকমাত্রই বেশ অবগত আছেন। তা তাঁরা নাই পারুন, মহাশয়ের ন্যায় পারমার্থিক সংবাদ-পত্র-সম্পাদকের অন্যতম কর্ত্তব্যই হইতেছে এইরূপ রত্ন জগদ্বাসীর সমক্ষে বাহির করিয়া দেখান, এইরূপ ব্যক্তিদের জগদ্-বাসীদের চিনাইয়া দেওয়া ও জানাইয়া দেওয়া—বিশ্ববাসীকে ইহাঁদের সেবা করিতে বলা—ইহাঁদিগকে স্বীয় জীবনের আদর্শ করিতে আহ্বান করা। ইতি

প্রবন্ধপাঠে বিমোহিত-হৃদয়
ভবদীয় দাস, ভৃত্য ও সেবকাভিলাষী
মন্দভাগ্য—শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়

[পেচকধর্ম্মবিশিষ্ট জনগণ সর্ব্বদাই অজ্ঞানান্ধকারে থাকিতে ভাল বাসে। বাস্তব সত্যসূর্য্য শ্রীনদীয়া প্রকাশের প্রখর আলোক তাহাদের চক্ষুঃশূল উৎপাদন করে, তাই তাহারা এই সূর্য্যের উদয়ে বাধাপ্রদানের নিমিত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীনদীয়া প্রকাশ তাহাদের শত সহস্র বাধা পদদলিত করিয়া নিষ্কল সজ্জন হৃদ কোণ আলোকিত করিয়া থাকেন। সত্য সূর্য্য মৎসর-বন্য জন্তুর ভীতিপ্রদ হইলেও সজ্জনগণের কি প্রকার আনন্দপ্রদ হন তাহা রাজর্ষি নাসিরাবাদের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ ঘোষ রায় বেদান্তভূষণ এম্-এ, প্রাজ্ঞ, বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের পত্রখানা পাঠ করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সজ্জনমাত্রই ভগবজ্ জ্ঞান-ভাণ্ডারের সন্ধানের নিমিত্ত ব্যস্ত। এই জ্ঞানভাণ্ডার গোবিন্দের ঐকান্তিক ভক্তের হৃদয়ে সংরক্ষিত; সুতরাং তাঁহার হৃদয় জগৎ-সমক্ষে যতই প্রকাশিত হইবে জগদ্বাসীর ততই মঙ্গল। মাদৃশ অতি অনিপুণ হস্তে অঙ্কিত বিজ্ঞকুলবরেণ্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য শুদ্ধগৌরাঙ্গৈকগতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুর অতি অস্পষ্ট ও অতি সংক্ষিপ্ত চরিত-চিত্র দর্শনেও রাজর্ষি মহোদয়ের হৃদয়ে যে নির্ম্মল আনন্দের উদয় হইয়াছে তাহা তাঁহার মহদন্তঃকরণের পরিচয় সন্দেহ নাই।—নঃ প্রঃ সঃ]

শ্রীচৈতন্যমঠে পাঠ কীর্ত্তন

প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হইতেছে। ভক্তবৃন্দ মাত্রেরই উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

প্রশ্ন

মাননীয় শ্রীযুক্ত শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়! শ্রীচরণে ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ পূর্ব্বক নিবেদন এই যে, উড়িষ্যার কটক জেলান্তর্গত যাজপুর সঃ ডিঃ এর মধ্যে খরুয়া পুরুষোত্তমপুর নামক একটী পল্লী-গ্রামে কতকগুলি সরল স্বভাব ব্যক্তি একটী বিশেষ দিন স্থির করিয়া, উক্ত দিনে হরিনাম-সংকীর্ত্তন করিবার উদ্যোগ করিলে শাস্ত্রের বহুবিধ নাম হইতে কোন্ নামটী উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করা হইবে, এই বিষয় লইয়া নানাপ্রকার মতবিরোধ ঘটে। উক্ত গ্রামের জনৈক বিশিষ্ট ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তি "হরে কৃষ্ণ হরে রাম, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম" পদটী সংকীর্ত্তনের মূলপদরূপে গাহিতে স্থির করেন। তাহাতে উক্ত গ্রামের কতকগুলি ব্যক্তি উহা অশাস্ত্রীয় পদ জ্ঞানে নানাপ্রকার যুক্তি-তর্ক করিবার পর ইহাই স্থির হইল যে, কটকের * * * মঠের কোন ভেকধারীকে বোলাইয়া উঁহার পরামর্শমতে কার্য্য করা হইবে। শেষে উক্ত মঠ হইতে কোন একটী বাবাজী পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মতে মত দিয়া পূর্ব্বপ্রস্তাবিত "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম" পদটীকেই শাস্ত্রীয় ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কিন্তু উক্ত গ্রামের কোন সরলপ্রাণ ব্যক্তি নিরপেক্ষতা বশতঃ উহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া উহা একটী সিদ্ধান্তবিরোধ এবং রসাভাসদুষ্ট ছড়া গান বোধে আমার নিকট এই বিষয়টীর সুসিদ্ধান্ত মীমাংসা করাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

আমি জানি, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ একবার ঐগ্রামে গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত ছড়া গান যে অশাস্ত্রীয়, তাহা গ্রামবাসীকে বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল করিয়াছিলেন। কিন্তু কলির প্রভাবে একটী মিছা ভক্ত আবার গ্রামবাসীকে ঐ হলাহল প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে পত্রিকার দ্বারা এই বিষয়টীর প্রকৃত শাস্ত্রীয় মীমাংসা হইলে অনেকের মঙ্গল হয়।

শ্রীহরিজন-দাসানুদাস
শ্রীকানাইলাল মিত্র, পুরী কুটীগ্রাম

উত্তর

কলিযুগের কীর্ত্তনীয় মহামন্ত্র কি, তদ্বিষয়ে শ্রীগৌড়ীয় ও শ্রীনদীয়া প্রকাশ পত্রে বহুবার আলোচনা হইয়াছে। নবকল্পিত ছড়াগান সম্বন্ধেও শ্রীগৌড়ীয়পত্রে ৫ম বর্ষ ২০শ সংখ্যার ১০ম পৃষ্ঠায়, ৭ম বর্ষ ১১শ সংখ্যার ১০শ পৃষ্ঠায় এবং ৩২শ সংখ্যার ১৪শ পৃষ্ঠায় যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এইটুকু জানা আবশ্যক যে, কলিকালের একমাত্র তারকব্রহ্ম নাম—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

—ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদির মত। এমন কি, পত্রিকার মধ্যে পর্য্যন্ত কলিকালের তারকব্রহ্মনাম এই "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্রের কথা মুদ্রিত হইয়া হাটে, ঘাটে, মঠে প্রচারিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত অন্য নাম বা ছড়া—অশাস্ত্রীয়। তদ্দ্বারা দক্ষমূলে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু শ্রীনামের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বতন্ত্র কল্পিত নাম বা ছড়া কীর্ত্তনদ্বারা কখনই নামকীর্ত্তনের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; তাহাতে নামাক্ষর উচ্চারিত হয় মাত্র। শ্রীনাম—অপ্রাকৃত বস্তু তাহা জাগতিক শব্দমাত্র নহেন। বৈকুণ্ঠ হইতে আম্নায় পারম্পর্য্যক্রমে [illegible] হইয়া থাকেন। গুরু-পরম্পরাক্রমে তাহাই আত্ম-মঙ্গলকামী শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের নিকট আগমন করেন। শ্রীগুরুদেবসমীপে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে এই শ্রীনাম গ্রহণ করিলে শ্রীনাম-প্রভু শ্রীকৃষ্ণের কৃপা সুলভ হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রৌত-পন্থাকে অবজ্ঞা করিয়া, শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণাদির মতকে অবহেলা করিয়া, রূপানুগ বৈষ্ণবগণের প্রচারিত সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া স্বকপোল-কল্পিত মতবাদ প্রচারে কতটুকু মঙ্গল লাভ হয়, তাহা সুধীগণের বিচার্য্য।

এস্থলে শ্রীঅনন্তসংহিতার প্রমাণটী মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, কলিকালে কীর্ত্তনীয় নাম লইয়া যে দৌরাত্ম্য হইবে, এই গ্রন্থরাজ তাহার আভাস পূর্ব্বেই প্রদান করিয়া প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্-
বর্ণকানি হি।
কলৌ যুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে॥
বর্জ্জয়িত্বা তু নামৈতদ্দুর্জ্জনৈঃ পরিকল্পিতম্।
ছন্দোবদ্ধং সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং নাভ্যসেৎ পদম্॥
তারকং ব্রহ্মনামৈতদ্ব্রহ্মণা গুরুণাদিমা।
কলিসন্তরণাদ্যাসু শ্রুতিম্বধিগতং হরেঃ॥
প্রাপ্তং শ্রীব্রহ্মশিষ্যেণ শ্রীনারদেন ধীমতা।
নামৈতদুত্তমং শ্রৌতপারম্পর্য্যেণ ব্রহ্মণঃ॥
উৎসৃজ্যৈতন্মহামন্ত্রং যে ত্বন্যৎ কল্পিতং পদম্।
মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্রগুরুলঙ্ঘিনঃ॥
তত্ত্ববিরোধসংপৃক্তং তাদৃশং দৌর্জ্জনং মতম্।
সর্ব্বথা পরিহার্য্যং স্যাদাত্মহিতার্থিনা সদা॥

অর্থাৎ "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"—এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর কলিযুগে মহামন্ত্র এবং জীবতারণে অভিমত। এই নাম বর্জ্জন করিয়া দুর্জ্জন-পরিকল্পিত ছন্দোবদ্ধ, সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাসদুষ্ট পদ কদাচ অভ্যাস করিবে না। এই তারকব্রহ্ম হরিনাম আদিগুরু ব্রহ্মা কলিসন্তরণাদি শ্রুতিতে পাইয়াছেন, ব্রহ্মার নিকট হইতে শ্রৌত পরম্পরায় ব্রহ্মার শিষ্য ধীমান নারদ এই উত্তম নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মহামন্ত্র ত্যাগ করিয়া যাঁহারা অন্যান্য কল্পিত পদকে মহানাম প্রভৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারা শাস্ত্র ও গুরুলঙ্ঘনকারী। আত্ম-হিতার্থী ব্যক্তির তাদৃশ তত্ত্ববিরোধপূর্ণ দুর্জ্জন মত সর্ব্বথা পরিহার করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান। তিনি ইচ্ছা করিলে স্বয়ং কোন নাম বা মন্ত্র রচনা করিয়া প্রচার করিতে পারিতেন, কিন্তু লোকশিক্ষক আচার্য্যলীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদির অবজ্ঞা না করিয়া শ্রৌতপন্থা লঙ্ঘন না করিয়া এই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্রকেই পরম-মঙ্গলের উপায়রূপে প্রচার করিয়াছেন। ষড়্‌গোস্বামিগণও তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন এবং বর্ত্তমানেও শ্রৌত পারম্পর্য্যে আগত এই শ্রীনাম শুদ্ধভক্ত-মুখে সর্ব্বার্চ্চিত হইতেছেন।

অনাসক্ত কে?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

ঈশ্বর আত্ম-লাভ-পূর্ণ। সুতরাং তিনি আনন্দময় বস্তু। সর্ব্বশক্তিমত্তা হেতু তিনি সৃষ্ট্যাদিকার্য্য সম্পাদন করেন, কিন্তু কোন সৃষ্ট পদার্থে আসক্ত হন না। যেসকল ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুসরণ করেন ও সেবকবুদ্ধিতে তাঁহার আজ্ঞাপালনে তৎপর থাকেন, তাঁহারাও বদ্ধ হন না অর্থাৎ কার্য্য করিয়া কোন বিষয়ে আসক্ত হন না, যথাহি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোক,—

ঈহতে ভগবানীশো নহি তত্র বিসজ্জতে।
আত্মলাভেন পূর্ণার্থো নাবসীদন্তি
যেঽনু তম্॥

জীব ঈশ্বরের নিত্যদাস। দাসের কর্ত্তব্য স্বীয় প্রভুর অনুসরণ করা। যদি কেহ ঈশ্বরের অনুসরণ না করিয়া স্বাধীন ভাবে চলিতে থাকে বা কোন ইতর পদার্থের অনুসরণে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে দণ্ডদ্বারা সংশোধন করা কর্ত্তব্য জ্ঞানে ঈশ্বরের মায়ানাম্নী বহিরঙ্গা শক্তি তাহার সংশোধনকার্য্যে নিযুক্তা হয়। মায়াকর্ত্তৃক পিষ্ট জীব যখন নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া সৎসঙ্গ করিতে থাকে ও সেই সৎপ্রভাবে জানিতে পারে যে ঈশ্বরের অনুসরণ ও আজ্ঞাপালন ব্যতীত ত্রিতাপের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই এবং পরমানন্দে চিরনিমগ্ন থাকিবার ইহাই একমাত্র উপায়, তখন হইতে সে পূর্ব্ববৎ স্বাধীন বা ইতর-বস্তুর অধীনভাবে জীবন যাপন করিতে সম্মত হয় না এবং অনন্যচিত্তে ঈশ্বরের অনুসরণ ও আজ্ঞাপালনের জন্য কায়, মন ও বাক্যকে নিযুক্ত করিতে বদ্ধপরিকর হয়। স্বতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করিলে যে দুঃখের উদয় হয় এবং ঈশ্বরের অনুসরণ ও আজ্ঞা পালন করিতে থাকিলে যে পরমানন্দের উদয় হয়, তাহা "বহু দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে। সব দুঃখ গেল গুণ ও-পদ বরণে॥" এই মহাজনোক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যজন্মোৎসব

('প্রেমিক' ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

বাঙ্গালার প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-বার্ষিকী এখানে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীধাম মায়াপুরের গৌড়ীয় মঠের মাদ্রাজ শাখা মঠে এই উপলক্ষে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। স্থানীয় সরকারী উচ্চ কর্ম্মচারিগণ—মাননীয় মন্ত্রিমণ্ডলী, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, এডভোকেট জেনারেল, বিচারপতি বেঙ্কট সুব্বা রাও, ডাঃ ব্রহ্মচারী, বহু ভারতীয় ও ইউরোপীয় অধ্যাপক, ছাত্রমণ্ডলী, কতিপয় পাশ্চাত্য মহিলা এবং মাদ্রাজের ব্যবসায়ী মহলের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর শ্রেষ্ঠি মহোদয়গণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া ইহার সার্ব্বজনীনত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। স্যার শিবস্বামী আয়ার, কে, সি, আই, ই মহোদয় উৎসবের নেতৃত্ব করেন। সহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উৎসাহ দেখা গিয়াছিল সব চেয়ে বেশী। প্রাঙ্গণের মধ্যে নির্ম্মিত বিরাট মণ্ডপ ও তোরণদ্বার বিচিত্র পতাকারাজি দ্বারা সুসজ্জিত ও উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকমালাযোগে এক মনোরম দৃশ্যে পরিণত হয়েছিল। উপস্থিত দর্শনপ্রার্থী দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে প্রচুর মহাপ্রসাদ বিতরণ হয়। শ্রীযুক্ত পি, ভি, কৃষ্ণস্বামী আয়ার ও শ্রীযুক্ত স্বামী নাথ আয়ারের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক দল এই বিরাট অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা ও সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

প্রধান কার্য্যালয় নদীয়া-প্রকাশ প্রেস এবং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ ব্রজকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা
সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ
দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই চৈত্র, সোমবার—১৩৩৭

আমিই আমার প্রধান শত্রু

আমরা বর্ত্তমানবর্ষের শ্রীনদীয়া-প্রকাশের দ্বাদশ সংখ্যায় 'আমিত্বের বিবিধ পরিচয়' শীর্ষক প্রবন্ধ-পাঠে অবগত হইয়াছি, 'যে আমি' স্বীয় ভগবদ্দাস্য-পরিচয় সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া কায়-মনোবাক্যে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত, সেই আমি 'ভগবানের আমি' এবং 'যে আমি' সকলের প্রভু, সকল বিষয়ের একমাত্র ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আসন গ্রহণ করিয়া যাবতীয় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ স্বীয় প্রাণনাথের সেবায় নিযুক্ত করিবার পরিবর্ত্তে নিজে ভোগ করিতে প্রবৃত্ত, সেই 'আমি' 'আমার আমি'। এই 'আমার আমিই' আমাদের বর্ত্তমান 'আমিই আমার প্রধান শত্রু' শীর্ষক প্রবন্ধের 'আমি'।

বর্ত্তমান ভোগলোলুপ জগৎ ভোগে প্রমত্ত। তাহাদের যাবতীয় শিক্ষা, দীক্ষা,—'ভোগ'কে কেন্দ্র করিয়া। বিজ্ঞানের উন্নতি, কৃষির উন্নতি, শিল্পের উন্নতি, বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টাও ভোগের আয়তনকে বৃদ্ধি করিবার জন্য। এরোপ্লেন ও জেপেলিনের সৃষ্টির মূলীভূত কারণ ভোগবাসনা। সুতরাং যে জগতে জড়-ভোগবাসনায় এই প্রকার তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে, সেই ভোগলোলুপ জগৎ যে এই প্রবন্ধের নাম পাঠমাত্রই মস্তিষ্ক-বিকৃত-ব্যক্তির ন্যায় উচ্চ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবে না, তাহা জানিয়াও ভোগ-বাসনায় প্রমত্ত হইয়া আমি আমার কি প্রকার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছি, তাহা শ্রীগুরুকৃপালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে অবগত হইয়া আমারই ন্যায় ভোগপ্রমত্ত ব্যক্তিগণের প্রকৃত মঙ্গলের নিমিত্ত যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিতেছি।

উপরে যাহা লেখা হইল, তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, শিক্ষা, দীক্ষা, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদির ধ্বংস-সাধনই আমার উদ্দেশ্য; আমার উদ্দেশ্য তাহা নহে, কারণ, জগজ্জীবের জন্য ঐ সকলের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, সুতরাং ঐ সকলের উন্নতির চেষ্টা হওয়া আবশ্যক; তবে তাহাদের যথার্থ প্রয়োগের অভাবে জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিয়াছে; সুতরাং কি প্রকারে তাহাদের যথার্থ প্রয়োগ হওয়া উচিত, তাহাই শিক্ষণীয়। রোগের কারণ নির্ণীত হইলে ঔষধ প্রয়োগ অতি সহজেই হইতে পারে। যে কারণের নিমিত্ত আমাদের পূর্ব্বোক্ত প্রয়োগ-বিধি যথাযথ হইতেছে না, তাহা অবগত হইলে প্রয়োগের যথার্থ বিধি অতি সহজেই জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ কখনও উচ্চ স্থান হইতে ঝম্প প্রদান করিয়া, কখনও প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করিয়া, কখনও অন্ধকূপে পতিত হইয়া, কখনও বিষধর সর্পের সহিত ক্রীড়া করিতে যাইয়া, কখনও বা হিংস্র জন্তুকে আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় মৃত্যু আনয়ন করে। এই মৃত্যুর কারণ সে নিজেই। তাহার মৃত্যুর জন্য অপর কাহাকেও দোষী করা যায় না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে, এই সংসার-নাট্যশালায় পাঞ্চভৌতিক দেহধারী ব্যক্তিমাত্রেই বিকৃত মস্তিষ্ক; নতুবা নাট্য-ক্ষেত্রে নাট্যার্থে পরিহিত এই পাঞ্চভৌতিক দেহরূপ বেশকে নিজের স্বরূপ বলিয়া ভ্রান্ত কেন? ঐরূপ বিকৃত-মস্তিষ্ক আমি কখনও অসদ্‌বিদ্যা, প্রাকৃত ধন, কুল বা সম্মানের অভিমান-বৃক্ষের শাখা হইতে অপরকে আক্রমণ করিবার জন্য ঝম্প প্রদান করিয়া, কখনও সজ্জন-বিদ্বেষানলে প্রবেশ করিয়া; কখনও গৃহমেধীর ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, গৃহান্ধকূপে পতিত হইয়া, কখনও বা অসদ্‌বার্ত্তা বিষধরীর সহিত ক্রীড়ায় মত্ত হইয়া, কখনও বা মুক্তিকথা ব্যাঘ্রীকে আলিঙ্গন করিয়া আমি আমার যে প্রকার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছি—অপর কেহই তত অধিক পরিমাণে আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে না। তাই বলিতে-ছিলাম—আমিই আমার প্রধান শত্রু।

আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিষ্ঠাশা-রূপিণী চণ্ডালিনী আমার হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিয়া 'আমি সর্ব্বা-পেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান' এই মন্ত্র আমার কাণে প্রদান করিতেছে। আমিও তাহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া সর্ব্বদাই তাহার প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতেছি; ফলে কেহ আমাকে 'নির্ব্বোধ' বলিলে, এমন কি অপর কাহারও অপেক্ষা আমি কোনও অংশে হীন—এইরূপ বাক্য [illegible] কাহারো নিকট শ্রবণ করিলে আমি ক্রোধে অগ্নি-শর্ম্মা হই। আমি মানুষ বলিয়া অহঙ্কার করি, তাই বর্ত্তমান সভ্যতালোকিত বিদ্যা-বুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া কখনও পতঙ্গের ন্যায় রূপের পশ্চাৎ প্রধাবিত হইয়া, কখনও মৎস্যের ন্যায় চারের গন্ধে লুব্ধ হইয়া, কখনও ভৃঙ্গের ন্যায় মধুপানে মাতিয়া, কখনও কুরঙ্গের ন্যায় শ্রুতিসুখকর সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া, কখনও বা মাতঙ্গের ন্যায় স্পর্শসুখে মুগ্ধ হইয়া সদসদ্বিবেক-বুদ্ধির বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিয়া আমার যে অনিষ্ট সাধন করিতেছি, অপর কেহ আমার এরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না।

আমার ঐ দুর্দ্দশা দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ [illegible] নিযুক্ত সার্ব্বকালীন পরদুঃখদুঃখী নিত্যানন্দ-সেবক বৈষ্ণবগণ [illegible] আদেশে নিত্যমঙ্গল প্রদানের নিমিত্ত আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক আমার বিকৃত [illegible] দূর করাইবার নিমিত্ত কত যত্ন করিতেছেন। আমার মস্তকে তাঁহাদের সুশীতল হস্ত প্রদান করিয়াছেন, [illegible] কর্ণে হরি-রস-সুধা [illegible] দৃষ্টির সম্মুখে শ্রীহরির অলোক সামান্য রূপমাধুরী স্থাপনে [illegible] করিতেছেন, [illegible] অন্তরে [illegible] করাইতেছেন, চিন্ময় চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য-পেয় চতুর্ব্বিধ অপূর্ব্ব আস্বাদ-যুক্ত মহাপ্রসাদ প্রদান করাইতেছেন এবং আমাকে স্পষ্ট করিয়া শিক্ষা দিতেছেন—

তোমার কনক [illegible] কনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম [illegible] নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

হে বুদ্ধিমান্ মানব, কনক-কামিনী তোমার ভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট হয় নাই, উহাদের মালিক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। সুতরাং উহাদিগকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিয়া জীবন সার্থক কর। তোমার শিক্ষালব্ধ জ্ঞান, তোমার কৃষিজাত দ্রব্য, তোমার শিল্পজাত সামগ্রী, তোমার বাণিজ্যলব্ধ অর্থ, তোমার বিজ্ঞান লব্ধ যাবতীয় জিনিষ ভগবানের সেবায় নিযুক্ত কর এবং সেবা করিবার নিমিত্ত দেহ ধারণের জন্য যে জিনিষটুকুর প্রয়োজন, তাহা ভগবৎপ্রসাদ-রূপে গ্রহণ কর, তদতিরিক্ত জিনিষ গ্রহণ করিলে তুমি চোর। ভগবানের সেবা না করিলে তুমি কীটের কীট অপেক্ষাও হীন। হে বিজ্ঞ মানব, ভগবানের সেবা কর, বিশ্বের যাবতীয় প্রাণীকে বিশ্বপতির সেবক-রূপে দর্শন করিতে শিখ, তাহা হইলে দেখিবে, সকলেই তোমার আত্মীয়, সকলেই তোমার পরমাত্মীয়। বিশ্বের যাবতীয় প্রাণীকে আত্মীয়রূপে দেখিবার সৌভাগ্য পাইলে তুমি আর তাহাদের দুঃখে সুখী, সুখে দুঃখী হইবে না—তখন মৎসরতা তোমাকে চিরতরে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে; তখন তাহাদের দুঃখে তোমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে, তাহাদের সুখে, তাহাদের উন্নতিতে তোমার হৃদয় নাচিয়া উঠিবে, তখন বিশ্বে প্রেমানন্দের লহরী খেলিবে, তখন বিশ্ব সর্ব্বসুখের আকর হইবে।

শরণাগত কি দুর্ব্বল?

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল)

মানুষের বিচার দুই প্রকার। প্রাকৃত ভূমিকায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রাকৃত অস্মিতা লইয়া আমাদের যে বিচার, তাহা [illegible] অপ্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে কোন প্রকার বিচার যদি আমরা করিতে যাই, তাহা হইলে ভ্রম, প্রমাদাদি নানাপ্রকার দোষ আসিয়া আমাদিগের সে বিচারের অসম্পূর্ণতা আনিয়া দিবে, আমরা প্রকৃত সত্যে উপনীত হইতে পারিব না।

আমরা দেবীধামের অধিবাসী। যেরূপ জড় বা প্রাকৃত চিন্তাস্রোতের মধ্যে আমরা লালিত, পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি এবং তদ্দ্বারা যতদূর প্রাকৃত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে বাহ্য বিচারের বাহ্য জগতে আমরা দেখিতে পাই যে, শরণাগত জনগণ নিতান্তই দুর্ব্বল; কারণ যাহারা অল্প শক্তি বা অল্প বুদ্ধি-বিশিষ্ট, তাহারাই অপেক্ষাকৃত শক্তি বা বুদ্ধি বিশিষ্ট প্রাণীগণের নিকট শরণাগত হইতে বাধ্য হয় এবং তদ্দ্বারা তাহাদের দুর্ব্বলতাই প্রকাশ করিয়া থাকে। মনুষ্য-গণের মধ্যেও এই নিয়মের [illegible] হয় না। প্রজা রাজার নিকট, [illegible], নির্ধন ধনীর, মূর্খ বিদ্বানের, [illegible] ক্রেতার নিকট শরণাগত, [illegible] ব্যক্তিগণ [illegible] নিকট দুর্ব্বল।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ ১০।১ নং ... হইতে—ডাঃ ... বিদ্যাভূষণ এম্, এস্, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সুভাষচন্দ্র ও সন্ধি প্রস্তাব

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাত্মা গান্ধীর সহিত দিল্লী পৌঁছিবার পর ফ্রী প্রেসের প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিয়াছেন—

'মহাত্মাজীর সহিত বোম্বাইয়ে এবং বোম্বাই হইতে দিল্লীতে আসার কালে আমার অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইয়াছে। কলিকাতায় না পৌঁছান পর্য্যন্ত আমি বলিতে পারি না আপোষ সম্পর্কে কি করিব। তবে সর্ব্বসাধারণকে আর বাঙ্গলার পক্ষ হইতে একটিমাত্র প্রধান অভিযোগের কথা জানাইতে চাহি।

বাঙ্গলায় আটশত রাজনৈতিক বন্দী

আপোষে সরকারপক্ষ কংগ্রেস দলকে যে করুণা দেখাইয়াছেন তাহাতে বাঙ্গলার পক্ষে রাজনৈতিক কোন লাভ হয় নাই—এখনও প্রায় ৮ শত রাজবন্দী নিগৃহীত হইতেছেন; ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি বা কোন হীন উদ্দেশ্য নিয়া তাঁহারা আত্মত্যাগ করেন নাই, দেশের মুক্তির জন্যই তাঁহারা নিপীড়ন সহ্য করিতেছেন। দেশের মুক্তির জন্য তাঁহাদের অনুসৃত উপায় অনেকের মনঃপূত না হইলেও বাঙ্গলায় বহুলোক আছেন যাঁহারা তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত এবং তাঁহাদের স্বার্থত্যাগে সহানুভূতিসম্পন্ন; কাজেই সকল শ্রেণীর রাজবন্দীর মুক্তি না হইলে বাঙ্গলার জনসাধারণ আপোষের সঙ্গে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। অবিলম্বে না হোক, গোলটেবিল বৈঠকের পূর্ব্বে সকল রাজবন্দীর মুক্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের অভিযোগ

এ অভিযোগ কেবল যে বাঙ্গলারই তাহা নয়; আরও অনেক প্রদেশ আছে যথা পাঞ্জাব এবং যুক্ত প্রদেশ.— এই দুইটী স্থানেও সরকারী করুণার পক্ষপাতিত্ব করা হইয়াছে। সাধারণের মনে অসন্তোষ ও বিরক্তি জমা হইয়া উঠিতেছে আরও এক কারণে যে, অনেক প্রাদেশিক সরকার গান্ধী-আরউইন আপোষের মর্ম্ম মানিয়া রাজবন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করিতেছেন না; ফলে, আইন অমান্যকারী বা রাজদ্রোহীদের অনেকেই এখনও জেলে রহিয়াছেন। আপোষের পরও কেবল অভিযোগে বন্দী করা হইয়াছে। বাঙ্গলার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে সতীন সেন প্রভৃতি অনেককে এখনও মুক্তি দেওয়া হয় নাই। মধ্য প্রদেশে নাগপুরের মিঃ আভারী এবং বেতুল ও মণ্ডলা জিলার ৩ জন সত্যাগ্রহীদিগকে মুক্ত করা হয় নাই। রাজদ্রোহে অপরাধীদের মধ্যে বোম্বাইয়ে রাজা এবং জানি, শোলাপুর এবং চাটনাদের বন্দিগণ এখনও জেলে। পঞ্জাবে বন্দীর সংখ্যা অনেক এবং যুক্তপ্রদেশের কাকোরী ষড়যন্ত্রীদের কথা আমরা ভুলিতে পারি না

আপোষের সর্ত্ত যাহাই থাকুক না কেন, গোলটেবিল বৈঠকের পূর্ব্বে দেশে যাহাতে উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় তজ্জন্য আমি আশা করি, কি শ্রমিক কি রাজনৈতিক সর্ব্বপ্রকার বন্দীর মুক্তিদানের উপায় গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিবেন।

ভারত গবর্ণমেণ্ট ও লর্ড স্যাঙ্কি

বিগত ১৮ই মার্চ্চ তারিখে লর্ড সভায় ডিউক অব মার্লবরো 'গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে ভারতে শান্তি ও সমৃদ্ধির আশা আছে কি না এবং সেই চুক্তি সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না?'—প্রশ্নের জবাবে লর্ড স্যাঙ্কি বলেন যে, ডিউক মহোদয় ছয়মাস পূর্ব্বে যখন প্রথম তাঁহার প্রস্তাবের নোটিশ দেন তৎপর হইতে এই সময়ের মধ্যে ভারতের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়াছে। গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন বেশ সুফল প্রদান করিয়াছে ও উহাদ্বারা ভারতে বৃটেনের অবস্থার উন্নতি হওয়া সম্ভবপর। সংযুক্ত রাষ্ট্র-নির্দ্ধারণ কমিটির রিপোর্টে যে সমস্ত প্রস্তাব আছে সেই গুলিকে এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে:—

"উপযুক্ত রক্ষামূলক ব্যবস্থার সহিত ভারতকে দায়িত্ব অর্পণ। এই সমস্ত রক্ষামূলক ব্যবস্থা ভারত ও বৃটেন, উভয়ের পক্ষেই হিতকারী।"

রাষ্ট্র কমিটির রিপোর্টে যে সমস্ত রক্ষামূলক ব্যবস্থার কথা আছে সেইগুলি অপরিহার্য্য এবং যদি এইগুলি সন্তোষজনক হয়, তবে অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থার জন্য ভারতীয় লোকদিগের মতামত জিজ্ঞাসা করাই ভাল। লর্ড স্যাঙ্কির মতে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ এবং সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানজনক পন্থা হইতেছে অগ্রসর হওয়া এবং ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র অর্পণ করা। ফলে সমস্ত বিষয়কে এমন পাকা ও নিরাপদ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবে যে, শান্তি, সুখ, সভ্যতা এবং সাধারণতন্ত্রতা বৃটেনে যেমন প্রসার লাভ করিয়াছে, ভারতবর্ষেও তেমনিই প্রসার লাভ করিবে।

লর্ড স্যাঙ্কি তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারে বলেন, "আমরা ভারতবর্ষে কখনও রাজ্য জয় করিতে যাই নাই। আমাদের জাতির রক্তগত যে বাণিজ্য-প্রতিভা আছে, সেই প্রতিভার বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা তথায় গিয়াছিলাম; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমরা একটী সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলাম। জ্ঞাতসারেই হউক, কিম্বা অজ্ঞাতসারেই হউক, আমরা সেই সাম্রাজ্যে পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রবাহিত করিয়াছি। আমরা বারবার তাঁহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি এবং বারবার আশা দিয়াছি। আমাদের সেই বাণিজ্য-প্রতিভা যাহাতে সফল হয়, আমরা তাহা চাই বটে, কিন্তু তদপেক্ষাও আমরা আর একটী জিনিষ বেশী কামনা করি; সেটি হইতেছে আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক বুদ্ধির সাফল্য, সুতরাং আমাদের উচিত ভারতকে যুক্ত রাষ্ট্রশাসনতন্ত্র অর্পণ করা।"

দিল্লী আপোষের প্রতিবাদ

অমৃতসরের নবগঠিত যুব-সমিতি গত ২০শে মার্চ্চ গান্ধী আরউইন আপোষের প্রতিবাদে কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণের পতাকাসমূহ লইয়া এক শোভাযাত্রা বাহির করেন এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বন্দী ও অনুরূপ বন্দীদের মুক্তির দাবী করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

লর্ড বার্নহামের উক্তি

লর্ড বার্নহাম বলেন, দিল্লীর চুক্তিকে অরাজকতা ও কুচক্রীর জয় হইয়াছে বলিতে হইবে।

সভায় গৃহীত প্রস্তাব

সভার এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, সম্রাটের প্রতিনিধি-রূপে শাসন কার্য্য পরিচালনের জন্য ভারতবর্ষে একটি সুসংবদ্ধ এবং নিরপেক্ষ গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন। মুষ্টিমেয় লোককে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যদি সমস্ত রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ অধিকতর দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করেন তাহা হইলে ভারতের দেশরক্ষার ব্যবস্থা, সংখ্যায় লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ এবং বৃটিশের বিপুল স্বার্থ বিপন্ন হইবে।

প্রতিবাদে আপত্তি

লণ্ডনস্থিত ভারতীয় বণিক সমিতির সভাপতি মিঃ ডি, এন, [illegible] প্রতিবাদ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে বক্তৃতা করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। অধিকন্তু তাঁহাকে জানান হইয়াছিল যে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সুযোগও তাঁহাকেও দেওয়া হইবে না।

লণ্ডনে সভা

মিঃ চার্চ্চিলের আশঙ্কা

গত ১৯শে মার্চ্চ ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার সোসাইটীর উদ্যোগে লণ্ডনের আলবার্ট হলে এক সভায় বহুসংখ্যক ভারতবাসী উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষের কর্ত্তৃপক্ষ দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিতেছেন, এই মর্ম্মে মিঃ চার্চ্চিল এক তেজস্বিনী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, রক্ষণশীল দলকে ভুলাইয়া ভারতে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল, অতঃপর সেই মতলব ব্যর্থ হইয়াছে। এখন সমাজতন্ত্রবাদী দল আবার নূতন করিয়া এক চাল চালিবার আয়োজন করিতেছেন। মিঃ গান্ধী লণ্ডনে আসিতেছেন কেন? বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ার বিশিষ্ট উপায় নির্দ্ধারণের জন্যই তিনি এখানে আসিতেছেন। কিন্তু এবার অত সহজে কাজ হইবে না, রক্ষণশীল দলও প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন।

তদন্ত

সপারিষদ ভারতের বড়লাট ১৯২০ সনের সংশোধিত দেশীয় ষ্টীম নৌকা (মোটর বোট) আইনের বিধানানুসারে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানের যাত্রীর ভাড়া ও মালের মাশুল নির্দ্ধারিত করিতে পারেন। ১৯৩১ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে উক্ত আইন ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গে সিরাজদিখা, তালতলা ও ঢাকার মধ্যে "পাইওনিয়ার মোটর বোট কোম্পানীর ষ্টীম নৌকা চলাচল করে। সম্প্রতি উক্ত কোম্পানী এই মর্ম্মে একটা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন যে, আই, জি, এন, রেলওয়ে কোম্পানী ও আর, এস, এন, কোম্পানী ঐ সকল স্থানের মধ্যে যাত্রীদিগের ভাড়া এরূপ হ্রাস করিয়াছেন যে, কোনও দেশীয় কোম্পানীর পক্ষে কার্য্য পরিচালন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমানে উপরোক্ত আইনের ৩৩ (ক) ধারানুযায়ী ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ এই অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্তের ভার একটি কমিটির হস্তে প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা
সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ
দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর ১০ই চৈত্র, মঙ্গলবার—১৩৩৭

ভজন

জীবমাত্রেই ভজন না করিয়া থাকিতে পারে না। 'ভজন'—জীবের স্বভাব। দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, প্রভৃতি সকলেই কোন না কোন বস্তুর ভজন করে। তবে তাহার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

ভজন দ্বিবিধ—সৎ ও অসৎ। সদ্‌বস্তুর ভজনকে সৎ ও অসদ্বস্তুর ভজনকে অসৎ বলা যায়। অসদ্বস্তুর ভজন অনিত্য, দুঃখপ্রদ ও নিষ্ফল। যেমন আমি একটী গোলাপবৃক্ষের সেবা করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহাতে প্রত্যহ জল সেচন করি এবং তাহার সংরক্ষণ করি। যাহাতে তাহার কোনরূপ ক্ষতি না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা চেষ্টাযুক্ত থাকি। কিন্তু অকস্মাৎ তাহা কোন প্রাণীদ্বারা ভক্ষিত হইলে অথবা শুষ্ক হইয়া গেলে আমার ভজনও শেষ হইয়া গেল এবং যে কায়ক্লেশ স্বীকার করিলাম, তাহাও ক্লেশমাত্রই সার হইল। শুধু তাহাই নহে, তজ্জন্য আমার যে সময়টুকু অতিবাহিত হইয়া গেল, তাহাও বৃথা গেল।

জগতের প্রতি বস্তুই এইরূপ গমনশীল। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকলই অনিত্য। সুতরাং এসকলের সেবাও অনিত্য, দুঃখপ্রদ ও নিষ্ফল।

আমরা কামদ্বারা অপহৃত-জ্ঞান ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কাম্যফলদাতা দেবতাগণের যে ভজন করি, তাহাও অসৎ বা অনিত্য; যথা গীতায়—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥

• • •

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।

ভোগী জীব অনিত্য জগতে অনিত্য দেহবিশিষ্ট ও নিত্য ভোগকামনার বশবর্ত্তী হইয়া ধন, জন, মান, আরোগ্য, শত্রুবিনাশ প্রভৃতি কামনা পূর্ব্বক নিজ নিজ রাজসিক তামসিক প্রকৃতিবশে শীঘ্র ফলপ্রদাতা গণেশ, সূর্য্যাদি দেবতাগণের উপাসনা করে। তাহারা তত্তদ্বস্তু লাভ করিয়াও অবশেষে দুঃখই লাভ করে। যেহেতু, ধন কামনা করিয়া ধনপ্রদাতা দেবতার ভজনদ্বারা কিছু ধন লাভ হইল, ধন-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ধন-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইল, দেবতার ভজনও নিবৃত্ত হইল, কিন্তু অতি কষ্টে প্রাপ্ত-ধনরাশি দস্যুতস্করে অপহরণ করিয়া লওয়ায় অতটুকু পরিশ্রম কালেকালেই বিফল হইল এবং পরিণামে দুঃখই আনয়ন করিল।

নিত্যবস্তুর ভজন এরূপ নহে। নিত্যবস্তুর ভজন নিত্য, ফলও নিত্য; পরন্তু তাহা দুঃখপ্রদ নহে। শ্রীভগবানই একমাত্র নিত্যবস্তু। তাঁহার ভজনও নিত্য। যাঁহারা শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহাদের সেবাচেষ্টাও নিষ্ফল হয় না অথবা কোনদিন তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে হয় না বা দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। নিত্য জীব নিত্য দেহে নিত্যকাল নিত্যানন্দে বিভোর থাকিয়া নিত্যসেব্য শ্রীভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকেন।

কোনরূপ কামনা করিয়াও নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের সেবা করিলে তাহা অনুবর্ত্তন হয় না অর্থাৎ কোন কামনা পূর্ব্বক অন্য দেবভজনের ন্যায় ভগবদ্ভজন এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে। যেহেতু জীব কোন দুর্ব্বিপাকে অনিত্য ফল কামনা করিয়া শ্রীভগবানের উপাসনা করিলে তাহার তাদৃশ ফলপ্রাপ্তিতেই ভজনের অবসান হয় না অথবা তুচ্ছ অনিত্য ফল লাভ হয় না। যথা—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাম্
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥

কৃষ্ণ প্রার্থিত হইলেই প্রার্থী ব্যক্তিগণের প্রার্থনা পূরণ করেন সত্য, কিন্তু যে অনর্থ হইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, সেই অর্থ দেন না। অন্যকাম হইয়া যাঁহারা কেবল তাঁহার পাদপদ্ম প্রাপ্তির ইচ্ছা না করিয়াও তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ংই অন্য কামনা-শান্তিকারী নিজ পাদপদ্ম প্রদান করিয়া থাকেন।

অজ্ঞ-জ্ঞান-বিশিষ্ট অনিত্য ভোগী জীব এই ভগবদ্ভজনের পক্ষপাতী নহে। তাহারা মনে করে যে, এই মায়িক জগতে অনিত্য বস্তুর সেবা করিয়া দুঃখ ভোগই বরণ করিব, কিন্তু কখনই ভগবৎসেবক হইব না। আমি 'দাস' নহি কিন্তু আমি 'প্রভু'। এই মূর্খগণকে শিক্ষার নিমিত্ত শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিতেছেন,—

অন্য করি না মানিহ দাস হেন নাম।
অন্য ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান॥
আগে হয় মুক্তি তবে সর্ব বন্ধ নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥
এই ব্যাখ্যা করে ভাগবতের সমাজে।
মুক্ত সব লীলা তনু করি কৃষ্ণ ভজে॥
কৃষ্ণের সেবক সব কৃষ্ণশক্তি ধরে।

বিজ্ঞপ্তি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ।

অভাব-পীড়নে পীড়িত যে আমি,
সকাতরে তাহা জানাই ওহে স্বামি!
তাই তব পদে বার বার নমি,
মাগি, যাহা মনে হয় অভিলাষ।

বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি ভগবান্
মোর বাঞ্ছা জানি' হে দয়াবান্
বাঞ্ছাপূর্ণ জানি' হই' আগুয়ান্
দাও মোরে তাহা, যাহা মোর আশ॥

কিন্তু প্রভো! দেখি বিচার করিয়া।
পাইয়াছি যাহা করুণা লভিয়া
লও তুমি পুনঃ কর্ষণ করিয়া,
জানাতে তোমার করুণা রতনে।

অভাবের পাছে আছে যে অভাব,
অভাবের বশে না জানি সে ভাব,
ভাবগ্রাহী তুমি দিলে মোরে ভাব,
ভাবের অভাব বুঝাও যতনে॥

পুনঃ পুনঃ যাতে প্রার্থনা উদয়,
আকুলিত করে জীবের হৃদয়,
কেন সে অর্থ ওহে কৃপাময়,
না দেহ জীবেরে ওহে জীবস্বামি!

ক্ষুদ্র জীব মুই অতি পতিত,
তব লীলা মোর জ্ঞানের অতীত,
কিন্তু যদি কৃপা করহ ত্বরিত!
ত্বরিতে বুঝিতে পারি প্রভো! আমি॥

জ্ঞান অভিলাষে প্রমত্ত হইয়া,
তব পাশে দেহ যাইতে চাহিয়া,
ওহে বিভুবর, সমূর্ণ হইয়া,
তাহার মূর্খতা জানাও তাহারে॥

তব পদযুগ মদনমোহন।
নাশে জীবচিত্ত-বাসনা-মদন,
বাসনা বিনাশে আরাধ্য স্থাপন,
করি তাঁর চিত্তে সতত বিহারে॥

কি আর চাহিব ওহে দয়াময়,
না চাহিতে তুমি হইয়া সদয়,
কত না দিয়াছ করুণাহৃদয়;
লইতে আমারে তব নিজ পাশ।

মানব জনম, জগতের সার,
তব কৃপাবলে পেয়েছি এবার,
যে জনম লভি' অনন্ত মায়ার,
অনায়াসে জীব মুক্ত হয় পাশ॥

ইতর যোনিতে যাই যবে আমি,
ভ্রম জ্ঞান নাশি' হয়ে সুখকামী,
ইন্দ্রিয় সেবনে সবকাল ভ্রমি,
ভ্রমেও করি না তোমার সেবন।

দেবরূপে যদি অমর নিবাসে,
বসি কোনকালে নিজ পুণ্যবশে,
অমনি মজিয়া যাই জড়রসে,
রসময় তোমার না সেবি চরণ॥

দেবতাবাঞ্ছিত এজনম হয়,
সংসার তারিতে তরণী করয়,
গুরু কর্ণধাররূপে নিরন্তর,
তোমার করুণা, পতিতপাবন॥

দুর্লভ রতনে পেয়ে অযতনে,
সুযোগ পেয়েছি তোমার ভজনে,
কি কাজ আমার অপর সাধনে,
তুমি প্রভো মোর সাধন-সাধন॥

যেথা কর্ম্মবশে প্রাপ্য মোর যাহা,
সুখ আর দুঃখ লভিব যে তাহা,
কিন্তু তোমা ছাড়ি না রহিব কোথা,
তুমি যে আমার নিত্য প্রয়োজন॥

কত কৃপা প্রভো করিয়াছ তুমি,
করুণার জলে সদা বাদ্য আমি,
সেই কৃপা যেন দিবা যামী যাচি,
সতত যাচ্ঞা করি আকিঞ্চন॥

ভগবানের মায়া কি?

নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীঅন্তরীক্ষ নিমিরাজকে বলিলেন, হে মহারাজ! তুমি সমুদ্রের কারণ জানিয়া পুরুষ যে অতিশয় বিস্তার [illegible] বিচিত্র প্রকার [illegible] লোকের নিমিত্ত এই [illegible] উচ্চ [illegible] পঞ্চভূত কীটাদি সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভগবানের সেই শক্তিকে মায়া বলা যায়।

কলিকাতার হরতাল, মিছিল ও সভা

সর্দ্দার ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসীতে কলিকাতার অধিবাসীবৃন্দ বিস্মিত হইয়াছেন। গান্ধী-আরউইন সন্ধির ফলে ইহাদের মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্ত্তে অপর কোন দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে, এরূপ একটা ধারণা অনেকেরই মনে হইয়াছিল। ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসীর সংবাদ পাইয়া সকলেই দুঃখিত হন। সমগ্র সহরের বুকে একটা বিষাদের ভাব দেখা দেয়। দোকান পাট বন্ধ হইয়া যায় এবং সমগ্র কলিকাতায় হরতাল প্রতিপালিত হয়।

বড়বাজারে কোন কাজ কর্ম্ম হয় নাই, সমস্ত দোকান পাট বন্ধ হইয়াছিল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে সশস্ত্র পুলিশ এবং সাঁজোয়া গাড়ী টহল দিয়া ফিরিতেছিল। উত্তর দক্ষিণ এবং মধ্য কলিকাতায় শান্তিপূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হইয়াছে।

সকাল বেলায় কৃষ্ণ পতাকা হস্তে কয়েকটী মিছিল বাহির হইয়া সহরের বড় বড় রাস্তায় পরিভ্রমণ করিয়াছিল।

বিকাল বেলায় দুইটি সভা হইয়াছিল। কৃষ্ণ পতাকা লইয়া বহু সংখ্যক মহিলা এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় যথেষ্ট জন-সমাগম হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়া বক্তার পর বক্তা এই সমস্ত সভায় বক্তৃতা করেন। অতঃপর ভগৎ সিং প্রভৃতির স্বদেশ প্রেমের প্রশংসা করিয়া এবং সরকারী কার্য্যের নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভায় করাচী কংগ্রেসে যোগদান করা উচিত নয় এবং মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত এরূপ কথা লিখিত ইস্তাহার বিলি হইয়া ছিল।

হাওড়ায়ও দোকান পাট বন্ধ হইয়াছিল। মিউনিসিপালিটীর কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের আফিস বন্ধ রাখিয়াছিলেন।

অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মাণীর মধ্যে বাণিজ্য সন্ধি

জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র সচিব ২৩শে মার্চ্চ বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইটালীর রাজদূতকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট তিনি বলেন যে অষ্ট্রিয়ার সহিত জার্ম্মাণীর যে সন্ধি হইয়াছে তাহাতে আন্তর্জ্জাতিক আইন লঙ্ঘন করা হয় নাই।

জার্ম্মাণীর সংবাদপত্র গুলি গবর্ণমেণ্টের অভিমত সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

কাণপুরে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং

যে সকল দোকানে বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে, সেই সকল দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চলিয়াছে।

হাওড়া ষ্টেশনে দুর্ঘটনা

গত মঙ্গলবার প্রাতে প্রায় সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় হাওড়া ষ্টেশনে এক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ১৭ নং ডাউন নাগপুর এক্সপ্রেস খানি ৭নং প্লাটফরমের "উড্ বাফারের" সহিত ধাক্কা লাগায় বাফার চুরমার হইয়া যায় এবং কয়েকটি কামরার কাচের জানালাও ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার ফলে ১০।১২ জন আরোহী আহত হন; তন্মধ্যে একজন ডাক্তার ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশ আহতদের মধ্যে পাঁচজনকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই এসম্বন্ধে তদন্ত করিবেন। হাওড়ার ইনস্পেক্টার কাদেম আলি এই পুলিশ তদন্ত করিতেছেন।

শতদ্রু তীরে মৃতদেহ ভস্মীভূত

লাহোর হইতে সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশিত হয় যে, ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং শুকদেবের সন্ধ্যা সাতটার সময় ফাঁসি দেওয়ার পর শতদ্রু তীরে বহিয়া নিয়া শিখ ও হিন্দু ধর্ম্ম অনুযায়ী দাহ করা হয়। ভস্মাবশেষ উক্ত নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়।

চিতাভস্ম লইয়া মিছিল

২৪শে মার্চ্চ সন্ধ্যার ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের চিতাভস্ম লাহোরে আনীত হয়। এবং মিছিল করিয়া রাবি নদীতে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।

বাঙ্গালার প্রতিনিধিগণের করাচী যাত্রা

হাওড়া ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা

শ্রীযুত বসন্তকুমার মজুমদার, শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার, আসরাফউদ্দিন চৌধুরী, কানাইলাল নিয়োগী, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস, হেমচন্দ্র ঘোষ, নির্ম্মল চন্দ্র দাশগুপ্ত, যশোদানন্দন গোস্বামী, হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিজয়কুমার ভাদুড়ী, পুরুষোত্তম রায়, কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত, অরুণ মজুমদার, বিমল প্রতিভা দেবী, ডাঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারী শান্তি দাস, জ্যোৎস্না মিত্র প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণে তুফান মেলে করাচী যাত্রা করিয়াছেন। উক্ত মেলে বিভিন্ন জিলার আরও প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধি গিয়াছেন। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব হাওড়া ষ্টেশনে বিপুল বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে বিদায় সম্বর্দ্ধনা দান করেন।

ভারতে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রকল প্রতিষ্ঠা

বিলাতের "ডেলী ডেসপ্যাচ" নামক পত্রিকায় প্রকাশ যে, ল্যাঙ্কাশায়ারের কতিপয় প্রতিপত্তিশালী ভদ্রলোক, যাঁহাদের তথাকার বস্ত্র কলের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে শীঘ্রই ভারতে আসিয়া খুব প্রকাণ্ড একটি কাপড় ও সূতা প্রস্তুতের কল স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ কয়েক জন বিশেষজ্ঞ শীঘ্র ভারতের দিকে রওনা হইতেছেন এবং কোন্ স্থানে কল স্থাপনের সর্ব্বাধিক সুবিধা পাওয়া যাইবে তাহার তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিলেই অচিরে কল স্থাপনের ব্যবস্থা হইবে।

ভারতবর্ষে দিন দিন নূতন নূতন কাপড় ও সূতার কল এবং বিদেশী বস্ত্রের উপর শুল্ক বৃদ্ধি হওয়ার বিলাতী বস্ত্রের আমদানী দিন দিন হ্রাস হওয়াই এই নূতন পন্থা অবলম্বনের একমাত্র কারণ।

ভবানন্দের মস্তিষ্ক বিকৃতি

শিবপুর বোমার মামলার আসামী ভবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সেণ্ট্রাল জেলে কিছু দিন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ভুগিতেছিলেন। ইহাতে তাহার মস্তিষ্ক একটু বিকৃত হয়। এই অবস্থায় তিনি তাঁহার এক আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনিতে পান তাঁহার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক এই শোকাবহ সংবাদ সহ্য করিতে পারে নাই। শুনিতে পাওয়া যায় তিনি নাকি বদ্ধ পাগল হইয়া গিয়াছেন।

পৃথিবী ভ্রমণকারিণী

এ পর্য্যন্ত ৬০,০০০ হাজার মাইল

টরেণ্টো হইতে মিস এ, ওয়াকার বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান সহর সমূহ দর্শন করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন। কলম্বো হইতে তিনি মাদ্রাজে আগমন করিয়াছেন। প্রায় ২॥০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভ্রমণে বহির্গত হইয়া এপর্য্যন্ত তিনি ৬০,০০০ হাজার মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন এবং অধিকাংশ পথই পদব্রজে অতিক্রম করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে তিনি সম্ভবতঃ ইজিপ্ট অভিমুখে রওনা হইবেন এবং আরও দুই বৎসর মধ্যেই তিনি তাঁহার ভ্রমণ শেষ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ট্রেণ

সম্প্রতি "রয়াল স্কট" নামক এক্সপ্রেস ট্রেণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ট্রেণ। ১৯২৮ সালে না থামিয়া এক সঙ্গে ৪০০ মাইল অতিক্রম করিয়া এই ট্রেণ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই ট্রেণ ঘণ্টায় ৯০ মাইল পর্য্যন্ত চলে।

দুর্ঘটনার সময় "রয়াল স্কট" ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে অগ্রসর হইতেছিল এমন সময় অকস্মাৎ দুর্ঘটনা ঘটে। আরোহীরা লাইনচ্যুত কামরার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া চীৎকার আরম্ভ করেন।

উদ্ধার কার্য্যের জন্য তাড়াতাড়ি বন্দোবস্ত করা হয়।

স্পেনে গণতান্ত্রিক নেতাদের বিচার

১২ জনের কারাদণ্ড

বিগত ডিসেম্বর মাসে স্পেন দেশে বিপ্লব ঘটাইবার জন্য যে ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছিল তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন বলিয়া ১২ জন বিশিষ্ট গণতান্ত্রিক নেতা অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। সামরিক আদালতে ইহাদের বিচার হইয়া গিয়াছে প্রত্যেক আসামীর প্রতি ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ভারতের লোক সংখ্যা

সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ—১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ২৬শে ফেব্রুয়ারীর লোক গণনায় ভারতের লোক সংখ্যা (বৃটিশ ভারত ও সামন্ত রাজ্য সমূহ) মোট ৩৫ কোটি ১৫ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের গণনায় উহা ৩১ কোটি ৯১ লক্ষ পরিমিত হইয়াছিল।

সকল প্রদেশেই লোক সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা কম বাড়িয়াছে বেলুচিস্থানে আর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বাড়িয়াছে দিল্লী প্রদেশে। স্বাধীনরাজ্য সমূহেরও সর্ব্বত্রই লোক সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের লোক গণনা হইতে সমগ্র ভারতে শতকরা ১০.৬ জন লোক বাড়িয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা
সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ
দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর ১৩ই চৈত্র, শুক্রবার—১৩৩৭

শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা

সপ্তত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশন

বর্ত্তমান ষষ্ঠ বর্ষের নদীয়া-প্রকাশের ৫ম সংখ্যায় ৪৪৫ গৌরাব্দের বর্ষারম্ভ দিবস অর্থাৎ ১লা বিষ্ণু তারিখে শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-স্থান শ্রীধাম মায়াপুর মহাযোগপীঠের সুবৃহৎ নাট্যমন্দিরে আহূত অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার সপ্তত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সুধী পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির নিমিত্ত আমরা উক্ত সভার বিস্তৃত বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি।

সভাপতি নির্ব্বাচন

পণ্ডিতবর কবিরাজ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দর্শনবাচস্পতি কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শন-তীর্থ মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, পরম ভক্তিভাজন পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অদ্যকার সভায় সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিয়া আমাদিগের সকলের অভিলাষ পূর্ণ করুন। বরিশালের সুনামধন্য পরমভাগবত রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহাশয় পণ্ডিত দর্শনবাচস্পতি মহাশয়ের এই প্রস্তাব সমর্থনার্থ সভায় দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,—আমি পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিবার পূর্ব্বে একটুকু সময় গ্রহণ করিতে চাই। আমি আমার জীবনের একটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব-সমর্থনকারী হিসাবে আমার পরিচয় শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট জ্ঞাপন করিতেছি। আমি অতি অল্প বয়সে কোন চাকরীতে প্রবেশ করি, সেই চাকরী-সূত্রে কোন কার্য্যোপলক্ষে নৌকা করিয়া একস্থানে যাই। অনেক বর্ষীয়সী মহিলা স্নেহপরবশা হইয়া আমার প্রতি নিজ পুত্রাপেক্ষাও অধিক স্নেহ প্রদর্শন করিতে করিতে আলাপ করিতে থাকেন, এমন সময় একটী লোক আসিয়া আমাকে 'দারোগা বাবু, সেলাম'—এই কথাটী বলিবামাত্র 'বাবা গো!' চীৎকার করিয়া স্ত্রীলোকটী প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া যান। এইরূপ প্রবৃত্তির কার্য্যে দুর্ব্বলা অভিনিবিষ্ট ব্যক্তি, বিশেষতঃ পরছিদ্র-দর্শনে সুতীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরও যিনি অকৃত্রিমভাবে অর্থাৎ কোন প্রকার যুক্তি বা অবান্তর কোন চেষ্টা না দেখাইয়া হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারেন, সেইরূপ মহাপুরুষ ব্যতীত অন্য কোন যোগ্যতম ব্যক্তি এইরূপ বিদ্বৎসভায় সভাপতি হইবার উপযুক্ত আছেন কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ। আমি তাঁহার দীক্ষিত শিষ্য নহি, আমি নিরপেক্ষ বিচারে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু অপেক্ষা অন্য কোন যোগ্যতম পুরুষ না দেখিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভার এই অধিবেশনে তাঁহার সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিবার প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

সভাপতির আসন গ্রহণ মুখে শ্রীল প্রভুপাদের দৈন্যোক্তি

সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার মুখে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেন,—শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হওয়ার যোগ্যতা আমার নাই। বিশেষতঃ নামপ্রচারকার্য্যে আমি কোন সেবাই ক'রে উঠ্তে পারি নাই, আর কোন প্রকার যোগ্যতাও আমার নাই। তথাপি শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সভাপতি উপস্থিত না থাকায় অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন কর্তে হবে—এই বিচারে যদি 'ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো' ব'লে আমাকে নির্ব্বাচিত করা হয়, তা' হ'লে 'আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া' মনে ক'রে আপনাদের প্রদত্ত পদ গ্রহণ কর্‌তে বাধ্য হ'লাম।

উদ্বোধন-সঙ্গীত

সভাপতি নির্ব্বাচনের পর সভাপতিপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ, মহোদয় 'ক'বে হ'বে বল সে-দিন আমার'—এই উদ্বোধন সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করেন।

রাজর্ষির তড়িদ্বার্ত্তা

তৎপরে সভাপতি প্রভুপাদ বলেন,—কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে শ্রীধামপ্রচারিণীসভার সাধারণ সভার সম্পাদক রাজর্ষি রাজাসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় বেদান্তভূষণ এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয় অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় একটী তড়িদ্বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন-

Tribeni 5-3-31

11-10 A.M.

Shrila Bhakti Siddhanta Saraswati
Goswami Maharaj

Mayapur Navadwip

Extremely regret inability to attend meeting tender apologies and pronams to Your Holiness.

Saradindu

ঐ অনুবাদ

ত্রিবেণী, ৫ই মার্চ্চ ১৯৩১,
বেলা ১১টা ১০ মিঃ

শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজ
শ্রীমায়াপুর, নবদ্বীপ

সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ এবং [illegible] ভিক্ষা করিতেছি। পাবনবিগ্রহ প্রভুপাদ, আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

শরদিন্দু

গত বৎসরের বার্ষিক বিবরণীপাঠ

প্রভুপাদ বলেন,—শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত না থাকায় 'গৌড়ীয়ে'র সম্পাদক শ্রীমান্ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বিগত বৎসরের অধিবেশন বিবরণী পাঠ করুন। প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু গত বৎসরের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। (ক্রমশঃ)

ভাগবত-ধর্ম্ম

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিসুধাকর)

সমগ্র অপৌরুষেয় বেদের সারাংশগুলিকে চয়ন করিয়া ভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীল ব্যাসদেব সূত্রাকারে বেদান্ত দর্শন নামক নিজ রচিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনে লিখিত সূত্রগুলির বিশুদ্ধ-চিদ্-বৃত্তিগম্য অর্থকে পরিস্ফুট করিবার জন্য শ্রীল ব্যাসদেব পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবত নামক পুরাণার্ক প্রকাশ করেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতে যে প্রকার শুদ্ধভক্তির কথা সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত আছে, তাহা শ্রীল ব্যাসদেব রচিত অন্যান্য পুরাণগুলিতে সুষ্ঠুভাবে বিবৃত হয় নাই। সুতরাং সমগ্র অপৌরুষেয় বেদ-প্রতিপাদ্য বিশুদ্ধচিদ্বৃত্তিগম্য শুদ্ধভগবদ্ভক্তির কথা অতি সুস্পষ্টভাবে একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত নামক অমল পুরাণেই ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীল ব্যাসদেব কলিযুগের প্রারম্ভে ভারতভূমিতে প্রকট ছিলেন। কলিযুগের উৎপত্তি পাঁচ হাজার বৎসরের কিছু পূর্ব্বে ঘটিয়াছে। সুতরাং শ্রীল ব্যাসদেব-লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত নামক গ্রন্থরাজ প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রকট লাভ করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে। যীশুখৃষ্ট প্রায় দুই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পেয়গম্বর মহম্মদ সাহেব যীশুখৃষ্টের প্রায় সমসাময়িক লোক। যেহেতু এই দুইজন শ্রীল ব্যাসদেবের অনেক পরে জন্ম গ্রহণ করেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রচারিত ধর্ম্মকে 'নবীন মত' বলিলে দোষ স্পর্শ করে না। শ্রীল ব্যাসদেব-বর্ণিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের সহিত যীশুখৃষ্ট ও মহম্মদ কর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্মের যে যে স্থানে অনৈক্য দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয় সিদ্ধান্তকে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের বাধকজ্ঞানে পরিহার করা নিতান্ত প্রয়োজন। অকরণে শুদ্ধভক্তি হানি হইবে।

শূন্যবাদের প্রবর্ত্তক শ্রীশাক্যসিংহ যীশুখৃষ্টের কিছু পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মায়াবাদের প্রবর্ত্তক শ্রীশঙ্করাচার্য্য যিশুখৃষ্টের প্রায় ৮০০ বৎসর পরে জন্ম গ্রহণ করেন। অতএব এই দুইজনের দ্বারা প্রচারিত ধর্ম্মগুলিও নবীন এবং শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের হানিকারক বলিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক আদৃত হইবার অযোগ্য।

ভক্তকুলচূড়ামণি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—"মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।" অতএব বুঝা যাইতেছে যে, মহাজনের পথই গ্রহণযোগ্য। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথাই অতি প্রাচীন অর্থাৎ সনাতন ও প্রামাণিক বলিয়া তাঁহাকেই মহাজন অনুমোদিত [illegible] বলিয়া বুঝা সমীচীন। এই মহাজন [illegible] ভাগবতধর্ম্ম ব্যতীত যীশু, মহম্মদ সাহেব, শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্য্য বা পরবর্ত্তী কালে উক্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত ধর্ম্মকে উপধর্ম্ম জ্ঞানে বর্জ্জন করা শ্রেয়োকামীর

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শহরে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ

২৫শে মার্চ্চ সন্ধ্যাকালে কাণপুরের অবস্থা আরও গুরুতর হইয়া উঠে। মন্দির মসজিদ এবং দোকানপাট লুট করা হইয়াছে।

শহরে ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে এবং পুলিশ ও সৈন্য সশস্ত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

হাসপাতালের বিবরণীতে জানা যায় ৫০ জনের অধিক আহত হইয়াছে এবং ১৯ জন নিহত হইয়াছে আহত অবস্থায় আরও কয়েকজন রাস্তায় পড়িয়া আছে সেবা সমিতি এবং পুলিশ তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে।

প্রকাশ, সমস্যা সমাধান নিমিত্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট নেতাগণকে সমবেত হইতে আহ্বান করিয়াছেন।

সমস্ত সহর পরিত্যক্ত। ষ্টেশনে নূতন কোন যাত্রীর নামিবার উপায় নাই। মিল অফিস এবং ব্যবসায় সকল সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অধিবেশন

বিগত মঙ্গলবার দিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মিঃ পি, এন, গুহ প্রস্তাব করেন যে, মণ-প্রতি সাড়ে চারি আনা হারে লবণ শুল্ক বৃদ্ধির জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট যে বিল উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গলার দরিদ্র অধিবাসীদের প্রতি অবিচার করা হইবে অতএব এই সভা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন যে, কর্ত্তৃপক্ষ যেন অবিলম্বে ভারত গবর্ণমেণ্টকে এই লবণ শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন।

আলোচনার পর এই প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সদস্যগণ নিরপেক্ষ ছিলেন, তাঁহারা কোন পক্ষে ভোট দেন নাই।

সরকারী সদস্য মিঃ মার বলেন যে, এই প্রস্তাবের বিবরণ তিনি তার-যোগে বড়লাটের নিকট প্রেরণ করিবেন।

পুলিশের বরাদ্দ

মিঃ গ্রেটিন প্রস্তাব করেন যে, পুলিশের জন্য ১,৯৯,৮৮,০০০ টাকার যে বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা মঞ্জুর করা হউক।

এই বরাদ্দ না-মঞ্জুর করিবার জন্য এবং হ্রাস করিবার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব করা হয়। এগুলির আলোচনা শেষ না হইতেই সভার অধিবেশন স্থগিত থাকে।

জেলের বরাদ্দ হ্রাস

মিঃ [illegible] প্রস্তাব করেন যে জেলের এবং কয়েদী উপনিবেশের বরাদ্দ ৪১,৯০,০০০ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা কমাইয়া দেওয়া হউক। আলোচনায় এই প্রস্তাবটী গৃহীত হয়। অতঃপর এই বিষয়ে ৩৬,৯০,০০০ টাকা বরাদ্দ মঞ্জুরীর প্রস্তাব পাশ হয়।

ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটির সভা স্থগিত

নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটীর অধিবেশন হইতেছে। ভগৎ সিং প্রভৃতির প্রাণদণ্ডের প্রতিবাদ কল্পে ২৪শে মার্চ্চ কমিটির ভারতীয় সদস্যগণ উপস্থিত হন নাই। ফলে কমিটীর কার্য্য মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

উদারনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত

বর্ত্তমান শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের সহিত চুক্তিবদ্ধ হওয়া উদারনৈতিক দলের কর্ত্তব্য কিনা, এই বিষয়ে মীমাংসা করিবার জন্য উদারনৈতিক দলের এক সভা হইয়াছিল। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া এই সভার তর্ক বিতর্ক চলে অতঃপর স্থির হয় যে, শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন চুক্তি হইবে না, তবে কয়েকটি সর্ত্তে উদারনৈতিক দল বর্ত্তমান শ্রমিক গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিবেন।

এই সর্ত্তগুলি এখনও গোপন রাখা হইয়াছে। শীঘ্রই মিঃ লয়েড জর্জ্জ উদারনৈতিক মতবাদীদের আর এক সভায় তাহা প্রকাশ করিবেন।

করাচী কংগ্রেসের সভাপতি

প্রকাশ করাচী কংগ্রেসের সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্যার [illegible], স্যার আ. রহিম, স্যার কোরায়েস প্রভৃতি কতিপয় মুসলিম নেতাকে করাচী কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে পূর্ণ হরতাল মিছিলের উপর লাঠি চালনা

ভগৎসিং ও তাঁহার সঙ্গীগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ২৫শে মার্চ্চ সহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। বিষাদপূর্ণ সহরের সকল স্থান হইতে "ভগৎসিং", ইনকুইলাব জিন্দাবাদ শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুলিশ দলকে রাস্তায় পাহারা দিতে দেখা যায় এবং বড় পুলিশ বাহিনী বাবু গেনু রোডের নিকট কলবাদেবীতে মোতায়েন রাখা হয়। সমস্ত স্কুল বন্ধ ছিল। প্রাতে শ্রমিক অঞ্চলে এক মিছিল বাহির হইয়াছিল। উক্ত মিছিল শেষে এক সভায় গিয়া শেষ হয়।

পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং লাঠি চালনার সময় আঘাত প্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

সহরে আরও কয়েকটি মিছিল বাহির হইয়াছিল গির্গাঁওয়ে মিছিলের উপর লাঠি চলে। ফলে দুইজন আহত হয় তাহাদিগকে কংগ্রেস হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে।

সন্ধ্যার কয়েকটি মিছিল ও জনসভার ব্যবস্থা হয়।

মহাত্মাজীর অবস্থা সম্পর্কে অভিমত

করাচী কংগ্রেস মহলে সাধারণ অভিমত এই যে, ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসির ফলে মহাত্মাজীর পক্ষের যুক্তি শক্তি নিদ্দিষ্টরূপে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

ভক্ত বালকের প্রয়াণ

শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ নিজস্ব সংবাদদাতা [illegible] লিখিয়াছেন যে, বৃন্দাবনের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বলহরি দাস মহাশয়ের স্নেহের পুত্র শ্রীমান্ প্রেমানন্দ দাস বেরি-বেরি রোগাক্রান্ত হইয়া গত ৮ই চৈত্র সোমবার রাত্রি ৮-৩০ মিনিটের সময় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীধাম-রজঃ লাভ করিয়াছেন। প্রেমানন্দ বাল্যের প্রথম অবস্থা হইতেই অন্যান্য বালকদের ন্যায় বৃথা খেলাধূলায় সময় অতিবাহিত না করিয়া শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাই পরম করুণাময় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমান্ প্রেমানন্দকে স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি বলহরি বাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহাদের এই সুযোগ্য পুত্রের নির্ব্বাণে শোক-প্রকাশের পরিবর্ত্তে পুত্রকে ভক্তবোধে তাহার কৃষ্ণাসক্তি স্মরণ করিয়া চিত্তস্থির করিবেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আমাদের প্রার্থনা, তিনি বলহরি বাবু এবং আত্মীয়স্বজন সকলের মনে বোধবৃত্তি উদয় করাইয়া চিত্তে শান্তি প্রদান করুন।

সহর বৃন্দাবনে বেরি বেরি

সহর বৃন্দাবনে আজ কাল বেরিবেরির আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। তথায় খুব গরম পড়িয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ষ্টেশনে ষ্টেশনে বিপুল সম্বর্দ্ধনা

মহাত্মাজীর দিল্লী হইতে করাচী যাত্রা কালে পথে বাহাদুরগড়ে, সমিয়া, রোটক, জিন্দ, ভাটিণ্ডা প্রভৃতি ষ্টেশনে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা হয়। রোটক [illegible] ভাটিণ্ডায় দুই সহস্রাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। সকল ষ্টেশনেই ভগৎ সিং ও তাঁহার সঙ্গীদের প্রাণদণ্ডের সংবাদ উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে অত্যন্ত মর্ম্মাহত করিয়া তুলিয়াছিল। দিল্লী নওজোয়ান সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত চমনলাল প্রত্যেক ষ্টেশনেই জনতাকে শোকযাত্রা গঠন করিতে এবং শান্তিপূর্ণ হরতাল পালন করিতে অনুরোধ করিয়া বক্তৃতা দেন। সকলেরই ক্ষোভের ভাব প্রকাশ পাইতেছিল।

ভাটিণ্ডা ষ্টেশনে, ট্রেণেই মহাত্মাজী প্রাতঃকালীন উপাসনা করেন। [illegible] শত লোক তাহাতে যোগদান করে।

মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির করাচী যাত্রা

গান্ধীজী, পণ্ডিত জহরলাল, পণ্ডিত মালব্য, ডাঃ আনসারী এবং অন্যান্য যাঁহারা গত ২৩শে মার্চ্চ রাত্রে করাচী যাত্রা করেন, তাঁহারা রেল ষ্টেশনে ভগৎসিং প্রভৃতির প্রাণদণ্ডের কথা শ্রবণ করেন। সকলেই বিশেষতঃ মহাত্মাজী, ইহাতে মুহ্যমান হইয়া পড়েন বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়। মহাত্মাজী এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, সকল মিছিল প্রভৃতিই যেন নীরবে সম্পন্ন হয় এবং সভায় কোন বক্তৃতা না দিয়া একটী মাত্র প্রস্তাব গৃহীত হয়।

লক্ষ্ণৌয়ে

ভগৎসিং ও তাঁহার সঙ্গীদের প্রাণদণ্ডের সংবাদ ২৪শে মার্চ্চ প্রত্যুষে এখানে জানা যায় এবং সহরের সর্ব্বত্রই চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় এবং সকল লোকই এই সংবাদে শোকাহত হইয়া পড়ে। সহরে পূর্ণ হরতাল অনুষ্ঠিত হইতেছে।

বাবু মোহনলাল সাক্সেনা এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের করাচী রওনা হওয়ার কথা ছিল তাঁহারা শোক সূচক মিছিল ও শোক সভায় যোগদান করার জন্য যাত্রা স্থগিত রাখিয়াছেন।

কানপুরে

ভগৎসিং প্রভৃতির [illegible] প্রাণদণ্ড রহিতের জন্য [illegible] করার জন্য সরকারের নিকট [illegible] সহরে পূর্ণ হরতাল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গাড়ী ঘোড়া, [illegible] ট্রামগাড়ী পর্য্যন্ত এক প্রকার অচল হইয়া গিয়াছিল অপরাহ্ণে একটী মিছিল সহর প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সমবেত হয়। সেখানে সভায় এই মর্ম্মে [illegible] গৃহীত হয় [illegible] এই কার্য্য [illegible] সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইবে [illegible]

সম্প্রদায়ের ন্যায় লেখাপড়া বা ভাষাবিজ্ঞান লাভ না করিলেও প্রকৃত ভগবদ্‌বিজ্ঞান বা গুরুদেবা বিজ্ঞান তিনিই লাভ করিয়াছিলেন। আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের কেহ কেহ মনে করেন যে, যিনি নানা উপায়ে ব্যবসায়াদি দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া জীবন-সমাপ্তির মুহূর্ত পূর্ব্বে ভগবন্মন্দির নির্ম্মাণাদি-কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিয়া গেলেন, তাঁহার পক্ষে সত্য সত্য বৈকুণ্ঠলাভ অতিরঞ্জিত ব্যাপার মাত্র। সম্ভোগবাদী আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের মুখে এরূপ ভগবৎসেবাবিমুখিনী উক্তি শোভা পাইলেও আমরা সারদেশিক নিরপেক্ষ বিচারে অন্যরূপ দেখিতে পাই। সুদৃঢ় সুবৈজ্ঞানিক চেতন দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে যাঁহারা বাস্তব দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারা ঐরূপ একদেশী বিচার করেন না। গতকল্য শ্রীল প্রভুপাদের চিদ্‌বৈজ্ঞানিক বিচার মধ্যে আমরা শুনিতে পাইয়াছি যে, আমাদের কোন বৃত্তিই নিন্দনীয় নহে; কিন্তু বৃত্তির পরাক্ ও প্রত্যক্ উন্মুখতাই বিচার্য্য। যে বৃত্তি পরাক্ উন্মুখতায় নিন্দনীয়, তাহাই আবার প্রত্যক্ উন্মুখতায় পরম বরণীয়। যে বিদ্যুৎ এক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর সমস্ত শোভা-সৌন্দর্য্য এবং শ্রেষ্ঠ অবদানসমূহকে ভস্মীভূত করিয়া দিতে পারে, সেই বিদ্যুৎই আবার জগতের মহোপকার সাধন করিতে পারে; সুতরাং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের পার্থিব জীবন সন্ধ্যায় যে প্রবৃত্তি লক্ষিত হইয়াছিল, সেই প্রবৃত্তি প্রত্যক প্রগতিতে পূর্ণপ্রগ্রহ-বৃত্তি লাভ করায় তাঁহার সমগ্র জীবনের যাবতীয় পরিশ্রম, প্রযত্ন—সকলই সেই মূল সেবাকেন্দ্রে সমুপস্থিত হইয়াছে—সেবা-উদ্দেশ্যকে প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সারাজীবনের অর্থ চেষ্টা, নীতি, অনীতি—সকলই পরমার্থ-চেষ্টা বা ভক্তিনীতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের নিষ্কপট বিরহানুভূতি তখনই হইবে—যখন আমরা তাঁহার সেই আদর্শের অনুসরণ করিয়া আমাদের যাবতীয় চেষ্টাকে চরম সেবাকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন ইট, পাটকেল বা মার্ব্বেল পাথরের মন্দির মাত্র করেন নাই, তিনি বাগবাজারে শ্রীচৈতন্য বাণীর চেতনময় সঙ্কীর্ত্তন মহামন্দির নির্ম্মাণ করিয়া একাধারে অর্চ্চনের আদর্শ এবং সমর্চ্চন-ফলে সঙ্কীর্ত্তনের আবিষ্কার প্রণালী প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি গৃহমেধী হইতে কিরূপে সম্পূর্ণ অনাসক্ত থাকিয়া মায়াপুরে মহা সমাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা তাঁহার প্রয়াণের পূর্ব্বে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং গুরুপাদপদ্মের শ্রেষ্ঠজনের পাদপদ্ম দর্শনের জন্য অত্যন্ত আকুতির মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারি। তাঁহার নির্য্যাণের অব্যবহিত পূর্ব্বেও তিনি দৈহিক পরিজনাদির দর্শনের কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ না করিয়া সপার্ষদ গুরুপাদপদ্মকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অসমাপ্ত সেবা কার্য্য যাহাতে পরিসমাপ্ত হয়, তজ্জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী, পরিবারবর্গ ও লৌকিক আত্মীয়স্বজন যাহাতে মঙ্গলের পথে চলিতে পারেন, সেরূপ হরিসেবাময় জীবনলীলা নিজের জীবনে যাপন করিয়া তাঁহার সেবাদর্শ মূলধনরূপে রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ভগবৎসেবায় এতদূর আত্মদান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নির্য্যাণের পর তাঁহার বিরহানুভূতি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে পর্য্যন্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। গুরুপাদপদ্মের সেবক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং ভগবদ্‌ভক্ত গৃহস্থগণ তাঁহার দেহ স্কন্ধে বহন করিয়া সঙ্কীর্ত্তনমুখে তাঁহার ভগবৎসেবাময় দেহের অনুগমন পূর্ব্বক [illegible] [illegible] বন্ধুহীন [illegible]—এরূপ আত্মানুভূতিতে [illegible] [illegible] [illegible]; সুতরাং [illegible] [illegible] বিরহবেদন প্রকাশ করিবার ভাষা [illegible] খুঁজিয়া পাইবে না। আত্মজগতে বিপ্রলম্ভাভিষিক্ত [illegible] কুসুমগুলি সেই বিরহের আরতির কথঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিতে পারে। শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধু সপার্ষদ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন—প্রতিষ্ঠাকে নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মে স্বয়ম্বরা লাভ করাইয়া প্রতিষ্ঠার প্রকৃত পাতিব্রত্য সংরক্ষণ করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই বিধাতা জগবন্ধুর জন্য প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি রচনা করিয়াছিলেন,—

প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে, তা'র হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥

সম্ভোগবাদী—শৌকরীবিষ্ঠা জড়প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক আর নির্ভোগবাদী শৌকরী বিষ্ঠার প্রতি অত্যন্ত আসক্তিবশতঃ কোন প্রদর্শন করিয়াও সম্ভোগবাদীর পরিচয়প্রদানকারী; কিন্তু বিপ্রলম্ভমূর্ত্তির সেবকগণ কৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠায় অতৃপ্তকামী। আমাদিগের প্রকৃত বিরহ, দৈন্য, 'তৃণাদপি সুনীচতা' হরিকীর্ত্তন সেই দিনই হইবে—যেদিন আমরা কাষ্ঠকাটির কীর্ত্তনকারী হইয়া জগতে বিচরণ করিতে পারিব।

গত বর্ষে নির্য্যাণ-প্রাপ্ত ভক্তগণ

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ পরলোকগত কলিবৈরী বেদান্তভূষণ মহোদয়ের নামোল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইনি 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার' সঙ্কলন-কালে অনেক সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত, 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ' প্রভৃতির সঙ্কলন ও সম্পাদকীয়তায় অনেক সেবা করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী শ্রীত্রৈলোক্যনাথের প্রয়াণের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইয়া পড়েন এবং নীরব অশ্রু অভিষেকের মধ্যে অনেক কথা ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাকান্ত চাপাহাটী শ্রীশ্রীগৌরগদাধর-মন্দিরের নিষ্কপট সেবা করিয়া ব্রহ্মচারীর আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীধামরজো লাভ করিয়াছেন। শ্রীপাদ অভয়চরণারবিন্দ দাসাধিকারী শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের সেবা করিতে করিতে শ্রীধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধামপ্রাপ্ত কৃষ্ণকান্তি বাবাজী গোদ্রুম স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জের রক্ষক ছিলেন। তিনিও বিগত বর্ষে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ মেদিনীপুর [illegible] [illegible] প্রচার করিতেছেন। গত [illegible] চৈত্র মঙ্গলবার তিনি [illegible] 'ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি ভক্তির স্বরূপ বর্ণনা করিয়া ভক্তিই যে আত্মার সহজ ধর্ম্ম, তাহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে স্থাপন করেন। পরে ভক্তি-জন্মমূল সাধু বা গুরুর লক্ষণের কথা অতিপ্রাঞ্জল ভাষায় এমন সুযুক্তিদ্বারা বুঝাইয়াছিলেন যে, উপস্থিত আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সাধু গুরু-নামধারী সাধু গুরুব্রুবগণের এবং লোকপ্রতারক গুরু-ব্যবসায়িগণের প্রতারণা ও কপটতা সহজেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

মায়াবদ্ধ জীব সহজেই ভোগোন্মত্ত। তাহাদিগকে ভোগের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে গেলেই তাহারা সে কথা শ্রবণে অনিচ্ছুক। এমন কি তথাকথিত ভোগিকুলের শরণাগত ত্যাগে সুখ-ভোগের ফল্গুনদীর কথা বুঝাইয়া দিলেও তাহারা সন্তুষ্ট নহে। সুতরাং ধর্ম্মের নামে যথেচ্ছা ভোগের অনুমতিপ্রদাতা কপট ভোগী গুরু বা আপাততঃ ত্যাগের আবরণে প্রচ্ছন্ন ভোগের প্রচারক ত্যাগী গুরুর উপদেশ তাহাদিগের বড়ই আদরণীয় বিষয়। কিন্তু ভোগ-ত্যাগে পরম উদাসীন সহজ বৈরাগ্যবান্ আচার্য্য-শিরোমণিই নিত্য কৃষ্ণদাস জীবগণের একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা। তিনি লোক-বঞ্চক নহেন, পরন্তু লোকরক্ষক লোকনাথ। তিনি ক্ষুদ্র জড়ীয় স্বার্থপর নহেন, কিন্তু নিঃস্বার্থপরকুলের শ্রেষ্ঠ পরার্থপরবর এবং একমাত্র স্বার্থগতি শ্রীবিষ্ণু-সেবায় মূর্ত্ত বিগ্রহ।

শ্রীগুরুদেব কোন একটী বিশিষ্ট কুলে আবদ্ধ নহেন। তিনি কুল-বংশে আবদ্ধ বুদ্ধি দেহে আত্মাভিমানিগণের জড়াভিমান ধ্বংসকারক এবং চিদনুভূতি-প্রদায়ক। তিনি কামক্রোধপরায়ণ লঘুকুলকে অপ্রাকৃত কামদেবের সেবায় নিযুক্ত করিয়া তাঁহার নিজ স্বরূপ গুরুত্বের উপলব্ধিপ্রদাতা। শ্রীভগবানই আচার্য্যরূপে ভাগ্যবান্ জনসমূহের নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন। জীব নিষ্কপট শরণাগতির দ্বারাই সেই গুরুকৃপা লাভ করিতে সমর্থ হন।

বর্তমান সমস্যায় সমস্যাচ্ছন্ন যুগে সমস্যারূপে মহাসাগরে পতিত বিশ্বমানব যদি শ্রুতিসীমান্তিত সমস্যানাশক "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্‌" মন্ত্রটী কণ্ঠে ধারণ করিতে পারেন তাহা হইলে সেই কণ্ঠে শ্রীচৈতন্য-বাণী অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের সঙ্কীর্ত্তনীয়া করিয়া চতুর্ব্বর্গ-তুচ্ছকারী প্রেমের অধিকারী করেন।

প্রচারকার্য্যে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ,
চিঙ্গুলিয়া, মেদিনীপুর

আগামী ২০শে চৈত্র ৩রা এপ্রিল শুক্রবার হইতে ২২শে চৈত্র ৫ই এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়কাল চিঙ্গুলিয়া শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রভুর পঞ্চম বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ২২শে চৈত্র ৫ই এপ্রিল রবিবার দিবস সাধারণ মহামহোৎসব হইবে।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজদ্বয় উৎসব উপলক্ষে শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে শুভাগমন পূর্ব্বক বক্তৃতাদি করিবেন।

সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত
„ শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য

গৌড়ীয় মঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)	২১৷৵০
	ঐ (দশম স্কন্ধ)	১২৲
২।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲
৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
৫।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ)	২৲
৬।	বৈষ্ণবধর্ম	
৭।	বৃক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (যন্ত্রস্থ)	
৮।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
৯।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১০।	চিত্রে নবদ্বীপ	১৷০
১১।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা)	১৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
১৩।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	
১৪।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸০
১৫।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
১৬।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
১৭।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৸০
১৮।	ভজনরহস্য	৷০
১৯।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	৷০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷০
২১।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	৷০
২২।	শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ	৷০
২৩।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	৷০
২৪।	ব্রহ্মসংহিতা	৷০
২৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
২৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
২৭।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	।৵০
২৮।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	।০
২৯।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৩০।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ)	।০
৩১	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩২	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	।০
৩৩	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৩৪	ঐ প্রমাণখণ্ড	৶০
	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶০

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

	(ক) প্রথম খণ্ড	৸০
	(খ) দ্বিতীয় খণ্ড	১৲
	(গ) দুই খণ্ড একত্রে	১৷০
৩৬।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)	৵০
৩৭।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৩৮।	দীপ-দিগ্দর্শন	৵০
৩৯।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৪০।	গীতমালা	৴১০
৪১।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৪২।	নবদ্বীপশতক	/০
৪৩।	সদাচারস্মৃতিঃ	/০
৪৪।	সাধনকণ	/০
৪৫।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	/০
৪৬।	শরণাগতি	/০
৪৭।	গীতাবলী	
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	৴
৪৯।	সাংখ্যবাণী	/০
৫০।	অথপঞ্চক	/০
	শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী	/০
৫১।	অর্চ্চনকণ	৴১০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫২।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	৷০
৫৩।	সটীক শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৪।	তত্ত্ব-সূত্রম্	।০
৫৫।	সারাংশবর্ণনম্	৶০
৫৬।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৫৭।	গৌড়ীয় মঠস্থ পরিচয়ঃ	/০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৮।	নামভজন	।০
৫৯।	লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৬০।	বেদান্তম্	।০
৬১।	দি ভাগবত	।০
৬২।	রেশানেল অব্ প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন	
৬৩।	গোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	/০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৪।	শ্রীহরিনাম চিন্তামণি	৷০
৬৫।	কল্যাণ কল্পতরু	৷০
৬৬।	সাধন পথ	।০
৬৭।	গীতাবলী	৴১০
৬৮।	শরণাগতি	/০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

স্বর্ণসুযোগ! স্বর্ণসুযোগ!! স্বর্ণসুযোগ!!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকান্তিনন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণকর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনাম ভজন, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আগামী ৩রা এপ্রিল (১৯৩১) তারিখ হইতে

শ্রীধাম মায়াপুরে

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইতেছে

বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রের খোরাকী বাবদ মাত্র ছয় টাকা মাসিক ব্যয় হইবে।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। ছাত্রগণ অভিভাবকের পত্রসহ সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস এণ্ড ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দুইজন গান্ধীর সমাবেশ
কংগ্রেস শিবিরে চাঞ্চল্য

করাচী কংগ্রেস শিবিরে এখন দুইজন গান্ধীর সমাবেশ হইয়াছেন। একজন ক্ষুদ্রকায়; কিন্তু অপর ব্যক্তি দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এবং সৈনিকের মত অবয়ব বিশিষ্ট। এই শেষোক্ত গান্ধীর নাম—সীমান্ত প্রদেশের গান্ধী। উঁহার প্রকৃত নাম আব্দুল গফুর খাঁ।

উঁহার সঙ্গে শতাধিক লালকুর্ত্তা পরিহিত পেশোয়ারী স্বেচ্ছাসেবক আসিয়াছে। অকস্মাৎ ইঁহারা কংগ্রেস নগরীর প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হওয়ায় কেহ কেহ মনে করেন যে, লালকুর্ত্তার দল কংগ্রেস শিবির আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। ইহাতে একটা চাঞ্চল্যের ভাব দেখা দেয় কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকেরা বাঁশী বাজাইয়া সকলকে সতর্ক করে।

অতঃপর জানা যায় যে ইঁহারা লালকুর্ত্তা পরিহিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা গান্ধীর বিরোধী নহে, সীমান্ত প্রদেশ হইতে আগত স্বেচ্ছাসেবক মাত্র ইঁহাদের নাম—"খোদাই খেদমতগার।"

পরিচয় পাওয়ার পর আবদুল গফুর খাঁর সঙ্গে ইঁহাদিগকে কংগ্রেস শিবিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়।

করাচীতে আসিয়া আবদুল গফুর খাঁ, মিঞা আহম্মদ সাহ এবং আবদুল আকবর খাঁ এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে,—"লালকুর্ত্তা পরিহিত সীমান্তবাসী স্বেচ্ছাসেবকেরা মহাত্মা গান্ধীকে আক্রমণ করিয়াছিল, এই সংবাদ সম্পূর্ণ অমূলক। আমরাই এই স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করিয়াছি। ইঁহাদের আসল নাম খোদাই খেদমতগার ইঁহারা প্রকৃতপক্ষে লালকুর্ত্তার দলের লোক নহে নও-যোয়ান ভারত সভার কতিপয় সদস্য মহাত্মা গান্ধীকে কালো ফুলের মালা দিয়া কিরূপ অভ্যর্থনা করিয়াছে,—ইহার সহিত খোদাই খেদমতগারগণের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা কংগ্রেসের নীতির সমর্থন এবং মহাত্মা গান্ধীর অনুবর্ত্তী।"

কালীঘাটের মন্দিরে চোর

কৃষ্ণ স্বর্ণকার কালীঘাটের মন্দিরের প্রাঙ্গণে এক বৃদ্ধার নাতনীর হাত হইতে একগাছি সোনার বালা ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছিল; কিন্তু বৃদ্ধার চীৎকারে সকলে তাহাকে ধরিয়া ফেলে। আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট, কৃষ্ণের প্রতি ৮ মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

নোয়াখালীর মুসলমানগণের জাতীয়তার কার্য্যে যোগদান

সম্প্রতি বসিরহাট থানার অধীন থানারহাটে হাজি ডোয়ার বক্সের উদ্যোগে এক সভা হইয়াছিল। ৫ হাজারের অধিক লোক এই সভাতে যোগদান করিয়াছিল এবং ইহার অধিকাংশই মুসলমান। মৌলানা মনোহর আলী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৌলানা সাহেব, ফেণী জমায়েৎ-উল-উলেমার সভাপতি মৌলবী ইব্রাহিম, কংগ্রেস কর্ম্মী মৌলবী আবদুল রসুল, ক্ষীতিশচন্দ্র রায় চৌধুরী, জিতেন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কয়েকজন লোকবী সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। মৌলানাগণ বক্তৃতায় বলেন যে, মুসলমানদিগের উচিত কংগ্রেসের কার্য্যে যোগদান করা। একটি স্থায়ী কংগ্রেস সমিতি গঠিত হইয়াছে ও গঠনমূলক কার্য্য করা স্থির হইয়াছে।

দিনাজপুরে ডাক চুরি
পোষ্টাল রাণার আক্রান্ত

দিনাজপুর হেড্ পোষ্টাফিস হইতে যে রাণার দিনাজপুর রাজবাটী পোষ্টাফিসে ডাক লইয়া যায়, বেলা প্রায় ৯টার সময় সহরের বড়বন্দর অঞ্চলে গুণীপাড়া পুলের নিকট ছদ্মবেশী ২ জন অজ্ঞাত লোক তাহাকে আক্রমণ করে। তন্মধ্যে ১ জন রাণারকে ছোরা লইয়া আক্রমণ করিলে অপর ব্যক্তি মেল ব্যাগ লইয়া যায় পরে উভয়েই নিকটবর্ত্তী জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করে। রাণার তাহাদের নিকট হইতে ছোরা খানা কাড়িয়া লয় তাহাতে তাহার দেহে কিঞ্চিৎ ক্ষত হয়। অতঃপর সেই ব্যাগ জঙ্গলের ভিতর পাওয়া যায়। কিন্তু নগদ ২ শত টাকা ও কতকগুলি রেজেষ্টারী চিঠি পাওয়া যায় নাই। তাহারা একটি ইনসিওর করা পার্শ্বেলও ফেলিয়া যায়। দুর্বৃত্তেরা এখনও পলাতক।

চট্টগ্রামে ভীষণ ডাকাতি
গৃহবাসী লুণ্ঠিত ও প্রহৃত

সৈরিলা গ্রামের বিখ্যাত মহাজন পরলোকগত শরৎচন্দ্র শর্ম্মার গৃহে একটা ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। রাত্রি দ্বিপ্রহরে বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রে সজ্জিত শতাধিক ডাকাত উক্ত গৃহ লুণ্ঠন করিতে থাকে এবং রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য করে। তাহারা সিন্দুকের চাবির জন্য গৃহস্থদের মারপিট এবং যেখানে টাকা লুকান আছে সেই স্থান দেখাইতে বাধ্য করে। ডাকাতদের মধ্যে একজন গ্রামবাসীদের ভয় দেখাইয়া হটাইয়া দিবার জন্য রাস্তায় পাহারায় নিযুক্ত থাকে। তাহারা নগদ ৫ হাজার টাকা ও সেই পরিমাণ টাকার অলঙ্কারাদি লইয়া পলায়ন করে।

অনেকগুলি মিলিটারি পুলিশ ঘটনাস্থলে রওনা হইয়াছে।

বালিকা হরণের মামলা

কালীপ্রসাদ সা'র স্ত্রী ধনেশ্বর নাম্নী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকাকে তাহার স্বামীর ইন্টালীস্থিত বাড়ী হইতে গহনাসহ ফুসলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া যাওয়ার অভিযোগে ২ জন স্ত্রীলোক শিয়ালদহ পুলিশ আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। মামলা মুলতুবী আছে।

ফেডারেশন কমিটিতে মহিলা
পার্লামেণ্ট প্রশ্ন

রয়টারের সংবাদে প্রকাশ কমন্স সভায় মিস রেথ বোনাস জিজ্ঞাসা করেন যে, আগামী গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় মহিলাদের পক্ষ হইতে কোন প্রতিনিধি ডাকা হইবে কিনা উত্তরে ভারত সচিব বলেন যে, ভবিষ্যতে ভারত হইতে কাহাকে কাহাকে প্রতিনিধি করা হইবে, তদ্বিষয়ে তিনি বড়লাটের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন।

মিঃ বেন আরও জানান যে, ভারত সরকার বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন বাতিল করিতে মনস্থ করিয়াছেন, এরূপ কোন সংবাদ তিনি জানেন না।

---

১৭ বার দণ্ডিত

সেখ কোরবান নামক একজন পুরাতন পাপী শিয়ালদহ ষ্টেশনে জনৈক যাত্রীর মানিব্যাগ চুরি করার অভিযোগে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৭৫৲ টাকা জরিমানা অনাদায় ৬ মাস কারাদণ্ডে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়াছে।

কানপুরের ব্যাপারে মহাত্মাজী

কানপুরের অবস্থার কথা মহাত্মা গান্ধীকে জানাইলে মহাত্মা অতিমাত্রায় ব্যথিত হন এবং বলেন,—

"এই সজ্ঘর্ষের যথোচিত নিন্দাবাদ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অবশ্যই এই দাঙ্গার কারণ সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন, বিভিন্ন সূত্র হইতে যে খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে বোঝা যায় কিরূপ সামান্য কারণেই মানুষ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়ে। আমি আশা করি এই বিষকে লোকের মনের মধ্যে বেশী সময় থাকিতে দেওয়া হইবে না,—জনসাধারণ শান্তভাব ধারণ করিবে এবং সৌহার্দ্দ বন্ধন ছিন্ন হইতে দিবে না। যাঁহারা দেশের স্বাধীনতার গতি ত্বরান্বিত করিতে চাহেন, তাহাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এই ধরণের সজ্ঘর্ষের ফলে চরম লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হওয়া কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে।"

কাইমাজ মেম্বরের বিবৃতি

যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভার কাইমাজ মেম্বর কানপুর দাঙ্গা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক বিবৃতি দান করেন। তিনি বলেন,—গত ২৩শে সোমবার সমস্ত দিন ধরিয়া দাঙ্গা চলিয়াছে, লক্ষ্ণৌ হইতে ইষ্ট ইয়র্কসায়ার বাহিনীর দুইটী দল স্থানীয় সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধিকল্পে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সহরের কেন্দ্রস্থলে বর্ত্তমানে কোন গোলযোগ নাই, কিন্তু বাহিরের মহল্লাগুলিতে এখনও গোলযোগ চলিতেছে রাত্রে সহরের কেন্দ্রস্থলে শক্তিশালী গাইল্যাণ্ডার ও ইষ্ট ইয়র্কসায়ার বাহিনী নিয়োগ করা হয়। বৈকাল বেলা পর্য্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৪৯ ও আহতের সংখ্যা ২১৫ ছিল শেষ খবর সরকার পান নাই। এলাহাবাদ বিভাগের কমিশনার, ডেপুটি পুলিশ ইন্স্পেক্টর জেনারেল প্রভৃতি কানপুর চলিয়া গিয়াছেন। অবস্থা এখন অনেকটা শান্ত।

সভা স্থগিতের প্রস্তাব

হোম মেম্বরের বিবৃতির পরই শাফিজ হেদায়েৎ হসেন এই মর্ম্মে সভা স্থগিতের জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চান যে, সরকার কানপুরে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে পারেন নাই।

কাইমাজ মেম্বর প্রস্তাবটির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, কানপুরে প্রবল বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশ সত্বর উহা নির্ব্বাপিত করিবার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন প্রত্যেক সরকারী কর্ম্মচারী শান্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন। অধিকাংশ সদস্যের মতে প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ায় প্রেসিডেন্ট সভা স্থগিতের প্রস্তাবটী গ্রহণ করেন ও ৪টার পর এবিষয়ে আলোচনা হইবে এরূপ নির্দ্দেশ দেন। সকলেই বলাবলি করিতেছিলেন যে, কানপুরের পুলিশের ব্যবস্থা সন্তোষজনক হয় নাই।

পুলিশ জমাদারের পদত্যাগ

ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসির প্রতিবাদে মাদ্রাজে অবস্থিত মালাবার স্পেশাল পুলিশ বাহিনীর জমাদার কুমারমেনন পদত্যাগ করিয়াছেন।

হংসক্ষেত্র

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত ২০শে ফাল্গুন শনিবার তারিখে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ভজনপ্রয়াসী জনগণের ভজনোন্নতির জন্য একটী অতিশয় মনোরম ও শান্তিময় ভজন-স্থান প্রকট করিয়াছেন। সেই স্থানটীর নাম—হংসক্ষেত্র গোবিন্দপুর, প্রাকৃত লোকে চলিত ভাষায় ইহাকে হাঁসখালি বলিয়া থাকেন।

স্থানটীর প্রাকৃতিক শোভা

প্রায় ছাপ্পান্ন বিঘা জমির মধ্যে একটী সুবৃহৎ অট্টালিকা অবস্থিত। তাহার চতুর্দ্দিকে শত সহস্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাপ্রকার দিব্য পত্র, পুষ্প ও ফলবিশিষ্ট বৃক্ষ, লতা, তৃণরাজি অপূর্ব্বশোভা বিস্তার করিতেছেন, আবার মৃদুমন্দ-সমীরণের সংস্পর্শে তাহারা যেন কি এক আনন্দে মত্ত হইয়া নাচিয়া উঠিতেছে। সেই বৃক্ষাদির শাখা-প্রশাখা এবং বৃক্ষলতায় মিলিত হইয়া যে অপূর্ব্ব কুঞ্জ রচিত হইয়াছে, তাহাতে বিহঙ্গকুল আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোন এক অসমোর্দ্ধপুরুষের গুণ গান করিতেছে। আবার তাহার দক্ষিণদিকে অতিশয় স্বচ্ছসলিলা চূর্ণীনদী ধীর মন্থর বেগে প্রবাহিতা। কি এক মহান্ উদ্দেশ্যে যে ঐ নদীটী প্রবাহিতা, তাহা মাদৃশ জীবের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।

সুন্দর শোভাবিশিষ্ট ভবনটীর প্রায় চতুর্দ্দিকে এবং উচ্চতটভূমির উপরে গো, গোবৎসসমূহ বিচরণ করায় এবং নাতিউচ্চ তটভূমি দ্বারা বেষ্টিত থাকায় দর্শকগণের বিশেষতঃ ভজনানন্দিজনের যে অপ্রাকৃতভাবের উদ্দীপনা হয়, তাহা মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তি বর্ণন করিতে অক্ষম।

অহঙ্কারে মত্ত ব্যক্তি উক্ত স্থানের স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন না।

মাদৃশ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী প্রভৃতি অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া পড়ে। কখনও মনে করে,—আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি। কখনও ভাবে, আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, কখনও নিজেকে ধনী বা দরিদ্র অভিমান করিয়া সুখ বা দুঃখ প্রকাশ করে; আবার কোন কোন সময় আমি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ভাবিয়া ধরাকে সরার মত দেখি বা পণ্ডিত হইতে না পারায় নিজেকে অধন্য মনে করি; আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্যদেহের অনিত্যরূপগৌরবে প্রমত্ত হই। তাই আমরা অশোক-অভয়ামৃত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা
সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ
দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর ১৬ই চৈত্র, সোমবার—১৩৩৭

কোটিচন্দ্রসুশীতল নিত্যানন্দের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিত্যধামের স্বরূপ দর্শন করি না, চিন্তামণি কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহ পূর্ণ শুদ্ধ নিত্যমুক্ত নামী হইতে অভিন্ন শ্রীনামের নিত্য কীর্ত্তন করি না, বংশীগানামৃতধাম ও লাবণ্যামৃত জন্মস্থান শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র নিত্যকাল দর্শন করি না এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও লীলার স্ফূর্ত্তি হয় না, শ্রীনামসেবা, শ্রীধামসেবা ও কৃষ্ণকামসেবাই যে আমাদের আত্মার নিত্য বৃত্তি, তাহা আমরা জড় অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বুঝিতে পারি না।

অহঙ্কারোন্মত্ত ব্যক্তির জড় অভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্য চূর্ণীনদী প্রবাহিতা

আমরা যতক্ষণ এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ জেলখানায় আবদ্ধ থা[illegible] ও [illegible] অহঙ্কারে প্রমত্ত থাকি, ততক্ষণ এই চূর্ণী নদীর স্বরূপ দর্শন করিতে পারি না বা ইহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারি না; বরং মনে করি, এই নদীটী আমাদের ভোগের বস্তু—ভোগের ইন্ধন যোগাইবার জন্য প্রবাহিতা; লোকচক্ষুতে গঙ্গা নদী বিচারে ইহাতে স্নান করিয়া স্নান করা হইল মনে করি—ইহাতে [illegible] করিয়া জড়দেহের তৃপ্তি বিধানই চরমফল মনে করি, এই প্রকারে আমরা চূর্ণী নদীতে স্নানের অভিনয় করিয়াও মুখ্য ফল লাভে বঞ্চিত হই। আমাদের এই দুর্ভাগ্য দূর করিবার জন্য শ্রীগুরুদেব ও তদনুগ বৈষ্ণবগণ এই চূর্ণী নদীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—বিরজার এক অংশ চূর্ণীনদীরূপে হংসক্ষেত্রের নিকট নিত্য প্রবাহিতা। সুতরাং ইহা অভিন্ন বিরজারূপে ব্রহ্মাণ্ডের অপরপারে অবস্থিত এবং এখানে ব্রহ্মাণ্ডের মত মিশ্র সত্ত্ব, রজ ও তম—এই ত্রিগুণের অবস্থান নাই—ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় এই অপ্রাকৃত সলিল প্রবাহিতা; তাই ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ যখন সাধুর মুখে এই চূর্ণী নদীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে মুখ্যফল লাভের আশায় সাধুর আনুগত্যে ইহাতে স্নান করেন, তখন তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার জড় অভিমান চূর্ণী নদীর অপ্রাকৃত স্রোতে চূর্ণ বিচূর্ণ বা সম্যক্‌রূপে ধৌত হইয়া যায়, তখন তাঁহারা সাধু গুরুর কৃপায় চূর্ণী বা বিরজা পার হইয়া হংসক্ষেত্রে স্থিত শ্রীএকায়ন মঠে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অবস্থান পূর্ব্বক ভজনানন্দে নিমগ্ন হন।

হংসক্ষেত্রে স্থিত মঠের নাম শ্রীএকায়নমঠ হইল কেন?

সাত্বতগণ কুটীচক ও বহূদক বা [illegible] শাখার অবস্থা অতিক্রম করিয়া [illegible] রূপসেবৈকান্তিকতারূপ একায়ন [illegible] আশ্রয় পূর্ব্বক পারমহংস্যাবস্থা লাভ করেন, হংসগণের বাসস্থান বলিয়া [illegible] স্থানের নাম হংসক্ষেত্র এবং হংসগণ [illegible] যে একায়নপন্থা আশ্রয় করেন [illegible] এই স্থানের নাম শ্রীএকায়নমঠ। [illegible] স্থানটী বৈষ্ণবপরমহংসের [illegible] সর্ব্বক্ষণ মুখরিত ও হরিকথার উদ্দীপক স্থান। এই স্থানের [illegible] দর্শনে ভজনানন্দিগণের বৃন্দাবন স্ফূর্ত্তি হয় বা [illegible] বৃন্দাবনরূপে দর্শন করেন, এই চূর্ণীনদীকে তাঁহারা যমুনারূপে দর্শন করেন [illegible] পার্শ্বস্থ উচ্চ ভূমিকে [illegible] দর্শন করেন। তাই বলি [illegible] ভ্রাতৃবৃন্দ, আসুন! আসুন!! আসুন!!! আমরা সকলে মিলিয়া [illegible] আনুগত্যে এই চূর্ণী নদীতে স্নান করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত হই এবং [illegible] নয়নে এই স্থানের অপ্রাকৃত শোভা দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করি।

শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা

আচার্য্যত্রিক প্রভু

অতঃপর নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়সেবাম্বুচাতৃগণকে তাঁহাদের বিভিন্ন সেবার বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভাপতি প্রভুপাদের আদেশানুসারে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সেবাচেষ্টার সামান্য দিগ্দর্শন করিয়া বলেন যে, বিগত বর্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ ও সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাদি-মুখে মঠ-প্রবেশ, শ্রীগৌড়ীয়মঠে অভূতপূর্ব্ব পারমার্থিক প্রদর্শনী এবং বিশ্ববৈষ্ণব পারমার্থিক সম্মেলন হইয়াছিল, তন্মূলে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন প্রভুর গুরুসেবৈকপ্রাণতা কেন্দ্ররূপে নিহিত রহিয়াছে। তাঁহারই অসামান্য সেবোদ্যম, অদ্বিতীয় গুরুপাদপদ্ম সেবা নিষ্ঠা এবং গুরুমনোঽভীষ্টপ্রচারার্থ অখিল চেষ্টাফলে বিগত বর্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সঙ্কীর্ত্তন বিজয় বৈজয়ন্তী সুষ্ঠুরূপে বিশ্বের সত্যানুসন্ধিৎসুমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ এবং ব্যতিরেকভাবে তৎপ্রতিকূলাচরণকারিগণের মৎসরতার মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-সাফল্য ও পরিপুষ্টি প্রমাণিত করিয়াছে। কি শ্রেষ্ঠাগ্র্য জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরাদি-নির্ম্মাণ, কি [illegible]-নাটোরের শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্তিবিজয় শ্রীযুক্ত [illegible] রায় মহোদয়ের 'ভক্তিবিজয়ভবন' নির্ম্মাণ এবং বৈদ্যুতিক আলোকমালা সংযোজনাদি কার্য্য, কি অন্যান্য ভক্তগণকে গুরুসেবায় নিয়োজনাদি ব্যাপার—সর্ব্ববিষয়েই আচার্য্যত্রিক প্রভুর প্রযোজক কর্তৃত্ব নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং আমরা যেন নিষ্কপট, নির্ম্মৎসর হইয়া সেই গুরুমনোঽভীষ্টসেবকের প্রাণ [illegible] অনুমোদন করিতে পারি।

শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বনমহারাজ

অতঃপর শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার [illegible] সম্পাদক—গৌড়ীয় সম্পাদকগণের সম্পাদক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের বিগত বর্ষে বিভিন্ন দেশীয় [illegible] সম্প্রদায় ও রাজপ্রতিনিধি [illegible] মধ্যে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের কথা কীর্ত্তন করিবার [illegible] হইতে প্রেরিত একটা [illegible] করেন। এই [illegible] বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বেই শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ বিগত [illegible] প্রদেশে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল [illegible] সরস্বতী গোস্বামী [illegible] পরিপুষ্টবর্গ [illegible] কেমন [illegible] করিয়াছেন। [illegible] মান্দ্রাজের [illegible] গভর্ণর His Excellency Lieutenant Colonel the Right

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১।৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
২। ভাষ্যর-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (তৃর্থ সংস্করণ) ৫৲
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্‌ দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ২৲
৬। জৈবধর্ম্ম ২৲
৭। যুক্তিমল্লিকা ভগবৎগৌরবঃ সানুবাদ ([illegible]) ২৲
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১০। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
১৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
১৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৬। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
১৮। ভজনরহস্য ॥০
১৯। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
২১। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
২২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ ॥০
২৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
২৪। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
২৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
২৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
২৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
২৯। অমৃতকারিণী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৩০। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং [illegible]তি ও অনুবাদ সহ) ।০
৩১। শ্রীনবদ্বীপ[illegible] ।০
৩২। শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-[illegible] ।০
৩৩। শ্রীবৃন্দাব[illegible] ৶০
৩৪। ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
৩৫। নবদ্বীপধা[illegible]ভাষা ৶০

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

(ক) প্রথম খণ্ড ৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড ১৲
(গ) দুই খণ্ড একত্রে ১॥০
৩৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ) ৶০
৩৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৩৮। দীপ-নির্দ্দ্বন্দ্বম ৶০
৩৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
৪০। গীতমালা ৴১০
৪১। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪২। নবদ্বীপশতক ৴০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৪। সাধনকণ ৴০
৪৫। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪৬। শরণাগতি ৴০
৪৭। গীতাবলী ৴০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। সাংখ্যবাণী ৴০
৫০। অধপক্ক ৴০
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ৴০
৫১। অর্চ্চনকণ ৴১০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্‌ ।০
৫৪। তত্ত্ব-সূত্রম্‌ ।০
৫৫। সারাংশবর্ণনম ৶০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৶০
৫৭। গৌড়ীয় মঠস্থ পরিচয়ঃ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। নামভজন ।০
৫৯। লাইফ্‌ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬০। বৈষ্ণবীজম্‌ ।০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। ইরোটিক্‌ প্রিন্সিপ্‌ল্‌ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্‌ ডিভোসন
৬৩। রোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ হজ্‌ ডুইং ৴০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৪। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু
৬৬। সাধন পথ
৬৭। গীতাবলী
৬৮। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

Reg No C.1544

অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের [illegible] বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [illegible] ২৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই চৈত্র মঙ্গলবার ১৩৩৭, ৩১শে মার্চ, ১৯৩১

নানা কথা

বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে গ্রেপ্তার
৩ হাজার টাকা জামিনে মুক্তি

কৃষ্ণনগরের উকিল শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার মুখার্জ্জীর পুত্র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মুখার্জ্জী গত ২৩শে মার্চ্চ সন্ধ্যাকালে তিন হাজার টাকা জামিনে মুক্ত হইয়াছেন। সনৎ বাবু ভূতপূর্ব রাজবন্দী, বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে তাঁহার বাড়ীতে খানাতল্লাসী হইয়াছিল এবং গত ২৪শে তারিখে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

কাণপুরে দুই শত গৃহ ভস্মীভূত

এক সংবাদে প্রকাশ যে কাণপুরের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং যেখানে সেখানে [illegible] সংখ্যা কমিয়াছে, গৃহে অগ্নিসংযোগ, ও লুঠ তরাজ এখনও চলিতেছে। কয়েকজন হিন্দু স্বর্ণকারের দোকান পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। শেষ খবরে প্রকাশ [illegible] জন নিহত ও [illegible] লোক আহত হইয়াছে। দুই শতের অধিক বাটী পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। অবস্থা অনেকটা শান্ত হইলেও বিরোধ এখনও চলিতেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে অবিশ্বাস করিতেছে।

[illegible] হাজার লোক সহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। [illegible] অধিক লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী মহাশয়ের মৃতদেহ এখনও পাওয়া যায় নাই।

কৃষ্ণনগরে বোমার জের

ভগৎ সিংএর স্মৃতিপূজা—৫০ হাজার টাকার হল নির্ম্মাণ

হত ইন্সপেক্টরের অবস্থা

কাণপুর দাঙ্গায় মহাত্মাগান্ধীর অভিমত

ওয়ার্কিং কমিটির আলোচনা

সর্দ্দার প্যাটেলের নূতন সভাপতির আসন গ্রহণ

যুক্তরাষ্ট্রে জনসভার সিদ্ধান্ত

করাচী কংগ্রেস মাঠে সভা—বৃদ্ধ ডাক্তারের মৃত্যু

২০০ শত গৃহ ভস্মীভূত

এলাহাবাদে ১৪৪ ধারা জারী

ভগৎ সিংএর স্মৃতিপূজা
৫০ হাজার টাকার হল নির্ম্মাণ

ভগৎ সিংএর স্মৃতি রক্ষার্থ লাহোর ছাত্র সমিতি উদ্যোগী হইয়াছেন। ৫০ হাজার টাকায় ভগৎ সিংএর নামে একটা হল নির্ম্মাণ করা হইবে। ঐ টাকার জন্য ছাত্র সমিতি সাধারণের কাছে আবেদন করিয়াছেন।

ডাঃ আলম, গোপীচাঁদ এবং আরও কয়েকজনকে লইয়া একটী অর্থ বোর্ড গঠন করা হইবে।

আহত ইন্স্পেক্টরের অবস্থা

এ্যাসিষ্টাণ্ট পুলিশ ইন্সপেক্টর শশ্ভূ ভট্টাচার্য্য, যিনি গুলিবিদ্ধ হইয়া এক্ষণে হাসপাতালে আছেন, তাঁহার দেহ হইতে এখনও গুলিটি বাহির করা হয় নাই। প্রকাশ যে, গুলিটি তাঁহার ফুসফুসে লাগিয়াছে, তাঁহার গাত্রোত্তাপ ৯৯ ডিগ্রি এবং তাঁহার শারীরিক অবস্থার আর একটু উন্নতি হইলেই, তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করা হইবে। আততায়ীদের এখনও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

কাণপুর দাঙ্গায়
মহাত্মা গান্ধীর অভিমত

কাণপুরের অবস্থার কথা মহাত্মা গান্ধীকে জানাইলে মহাত্মা অতিমাত্রায় ব্যথিত হন এবং বলেন,—

"এই সংঘর্ষের যথোচিত নিন্দাবাক্য করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী অবশ্যই এই দাঙ্গার কারণ সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন। বিভিন্ন সূত্র হইতে যে খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বোঝা যায় কিরূপ সামান্য কারণেই মানুষ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়ে। আমি আশা করি এই বিষয় লোকের মনের মধ্যে বেশী সময় থাকিতে দেওয়া হইবে না—জনসাধারণ শান্তভাব ধারণ করিবে এবং সৌহার্দ্দ্য বন্ধন ছিন্ন হইতে দিবে না। যাঁহারা দেশের স্বাধীনতার গতি বাড়াইতে চাহেন, তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এই ধরণের সংঘর্ষের ফলে চরম লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হওয়া কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে।"

কাণপুরের দাঙ্গা সম্পর্কে কলিকাতায় যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কাণপুরে মোট ১১৫ জন লোক নিহত ও পাঁচ শত লোক আহত হইয়াছে। অনেক মৃতদেহ রাস্তায় পড়িয়া আছে। সহরে অনেক বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সরকার পক্ষ হইতে যে ৮০টি মৃতদেহ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহারা ৪৮ জন মুসলমান ও ৩২ জন হিন্দু সহরের মধ্যভাগে আর দাঙ্গা নাই। সহরের বাহিরে বিক্ষিপ্ত ভাবে দাঙ্গা চলিতেছে। সহস্র সহস্র লোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া সহর হইতে চলিয়া গিয়াছে।

ট্রেণের সময়ের গোলমাল

কিছুদিন পূর্ব্বে কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপ যাইতে হইলে ই, বি, রেলের "বগুলা" ষ্টেসনে উঠিতে ও নামিতে হইত; তখন জিলাবোর্ডের কল্যাণে বগুলা ষ্টেসন হইতে কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপ যাইবার রাস্তাগুলিতে অনেক গাড়ী যাতায়াত করিত। রাণাঘাট মুর্শিদাবাদ লাইনে কৃষ্ণনগরে রেলওয়ে ষ্টেসন হওয়ায় ঐ লাইন দিয়া পূর্ব্ববঙ্গের যাত্রিগণ রাণাঘাট ষ্টেসন পর্য্যন্ত আসিতে বাধ্য হন। তজ্জন্য বগুলা ষ্টেসনের মহিমা রাণাঘাট জংসন ষ্টেশনে গ্রাস করিয়াছে।

বগুলা ষ্টেসন হইতে বেলা ১২টা ৪২ মিঃ এর পরে রাত্রি ৯টা ২৭ মিঃ মধ্যে কোন গাড়ীই কলিকাতায় আসে না। আবার কলিকাতা হইতে সূর্য্যোদয়ের পরে বেলা ২টা ১০ মিঃ পূর্ব্বে কোন গাড়ীই বগুলা পৌঁছে না। এই ৯ ঘণ্টা কালে করিয়া ঢুকিবারে বগুলা ষ্টেসন হইতে আসিতে ও তথায় যাইতে গাড়ী না থাকায় আরোহিগণের নিদারুণ অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। নদীয়া জেলা বোর্ড ও বগুলা হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার পথটাকে মেরামত না করায় উহাও পরিত্যক্ত বিজন মরুভিতে পরিণত হইয়াছে। বহুদিন পরে এই পথটীর সংস্কার আরম্ভ হইলেও কার্য্য গতিকে উহা সঙ্কীর্ণ করা হইতেছে। ঐ পথে যান বাহনের চলাচল সংস্কারাভাবে এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। আমরা আশা করি কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে অনুগ্রহ করিয়া সংস্কার কার্য্য সত্বরে সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করিবেন। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণ ৮ ঘণ্টাকাল কলিকাতার যাত্রীগণকে শিয়ালদহে বসাইয়া রাখিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে চট্টগ্রাম মেলের যাইবার ও আসিবার উভয় সময়ে একমিনিট কাল করিয়া থামাইবার ব্যবস্থা করিলে বগুলা যাত্রিগণের ধন্যবাদের পাত্র হইতে পারেন। ৮ ঘণ্টার মধ্যে বগুলা ষ্টেশনে কোন ট্রেণ পাওয়া যাইবে না এরূপ ব্যবস্থা সমীচীন নহে। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণ বলিতে পারেন যে বগুলায় চট্টগ্রাম মেলের প্রতিযোগ না করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের যাত্রিগণকে রাণাঘাট হইয়া কৃষ্ণনগরের পথে লইয়া তাহাদের নিকট হইতে অধিক ভাড়া পান, কিন্তু কলিকাতা হইতে যাইবার কালে বগুলা যাত্রীর নিকট হইতে সেরূপ আদায় হয় না—একথাও বিবেচনা করিতে পারেন।

করাচী ওয়ার্কিং কমিটীতে আলোচনা

২৮শে মার্চ্চ প্রাতে সর্দ্দার প্যাটেলের সভাপতিত্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভা হইয়াছিল। কাণপুরের গোলমাল সম্পর্কে এই সভায় আলোচনা করা হয়। গোলযোগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া এবং পণ্ডিত গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর বীরোচিত মৃত্যুতে গৌরব উপলব্ধি করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তদন্ত করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে:—বাবু ভগবান দাস (সভাপতি) শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন, মিঃ টি, এ, সেরোয়ানি, লক্ষ্ণৌয়ের খাঁজা আফ্‌জল মুল্‌ক এবং পণ্ডিত সুন্দর লালজি।

অতঃপর রাজবন্দীর মুক্তি বিষয়ক প্রস্তাবটির পুনর্ব্বার নূতনভাবে রচনা করা হয় বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের নাম এই প্রস্তাবের সহিত এক তালিকায় জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

অন্যান্য রাজনৈতিক মামলার আসামীগণের মুক্তির জন্য ও এই প্রস্তাবে দাবী করা হইয়াছে।

পরিশেষে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সমর্থনের প্রস্তাব আলোচিত হয়। বহু সংখ্যক সংশোধন প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছিল। আলোচনার পর মোটামুটী একটী খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাহাই বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির নিকট উপস্থিত করা হইবে।

সর্দ্দার প্যাটেলের নূতন সভাপতির আসনগ্রহণ

গত শুক্রবার অপরাহ্নে করাচীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতির আসন গ্রহণ কালে সর্দ্দারজী বলেন—আমার অনেক অসুবিধা আছে। পণ্ডিতজীর পরিবার রাজনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিত কিন্তু তিনি একজন কৃষক মাত্র—তাঁহার কোনরূপ রাজনৈতিক জ্ঞান নাই যাহাতে তিনি সভাপতির কার্য্য ভাল করিয়া করিতে পারেন, সে জন্য প্রতিনিধিদের সহযোগ প্রার্থনা করেন।

তিনি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও মৌলানা মহম্মদ আলীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন ও বলেন—মৌলানা সাহেব এ সময়ে জীবিত থাকিলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান অনেক সহজ হইত। লাহোরের ফাঁসীতে যুবকগণ অশান্ত হইয়াছেন বটে, তবে তিনি সকলকে তাঁহার সহিত সংযোগ ও তাঁহাকে সাহায্য দান করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে জনসভায় সিদ্ধান্ত

গান্ধী-আরউইন চুক্তিনামা লইয়া লীগ এগেনষ্ট ইম্পিরিয়ালিজমের (সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংঘের) কার্য্যকরী সভা উদ্বেগের মধ্যে পড়িয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের বিশ্বাস যে ভারতীয় কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন এবং ভারতের জনসাধারণের ক্ষতি সাধন করিয়াছেন।

প্রকাশ, যে উক্ত লীগের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির তালিকা হইতে কংগ্রেসের নাম কাটিয়া দিবার এবং উহার কার্য্যকরী সমিতি হইতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে অপসারিত করার উদ্যোগ চলিতেছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ডিট্রয়েটের "ভারতবর্ষীয় স্বাধীনতার কেন্দ্রীয় সমিতি"র অধিবেশে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে লাহোর কংগ্রেসে গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের প্রতি তাঁহারা সম্পূর্ণ একমত। তাঁহারা গোলটেবিল বৈঠকের ফলাফলের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসকে সংগ্রাম করিতে অনুরোধ করেন।

করাচী কংগ্রেস মাঠে সভা
জনতার চাপে বৃদ্ধ ডাক্তারের মৃত্যু

কংগ্রেসের মাঠে যে সভায় মহাত্মা গান্ধী এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভিড়ের চাপে সিন্ধু হায়দ্রাবাদ নিবাসী অবসর প্রাপ্ত ডাক্তার চেৎরাম কিষণদাস দম বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশু স্থির হইয়া মহাত্মাজীর বক্তৃতা শুনিয়াছিল, কিন্তু শেষে বাহিরে যাইবার সময় তাড়াতাড়িতে ও ভিড়ে কয়েকজন লোক আহত হয়। প্রায় ১২টি শিশুকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই—তন্মধ্যে একটির বয়স ছয় মাসেরও কম।

এলাহাবাদে ১৪৪ ধারা জারী

কাণপুরের দাঙ্গা সম্পর্কে এলাহাবাদে ভীষণ ত্রাসের সঞ্চার হওয়ায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করেন। তাহার ফলে দুই মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে। ইহার দ্বারা এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকার মধ্যে লাঠি আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোন অস্ত্র বা জনসাধারণের বাহির হওয়া নিষিদ্ধ হয় ... ছই জন সাব ইন্সপেক্টার ... কনষ্টেবল ... দিয়েছে।

ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাব

দিল্লী আপোষ অনুমোদন, স্বাধীনতার লক্ষ্য পুনঃ সমর্থন, সৈন্য বিভাগ, বৈদেশিক সম্পর্ক ও আর্থিক নীতির উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বের দাবী, মহাত্মা গান্ধীর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন এবং তাঁহাকে গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতা নিয়োগ করিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি এবং লাহোর ফাঁসীর ফলে সঞ্জাত বিক্ষুব্ধ মনোভাব শান্ত করিবার জন্য আইন অমান্য আন্দোলনের পূর্ব্বের বা পরের কারাদণ্ডিত অহিংসা ও হিংসামূলক সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী করিয়া আর একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

আর একটি প্রস্তাবে ব্রহ্মদেশকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পৃথক-করণ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ বাসীদের অভিমত নির্দ্ধারণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

আর একটি প্রস্তাবে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মৌলানা মহম্মদ আলি ও অন্যান্য অজ্ঞাত, কংগ্রেস কর্ম্মিদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

এই প্রস্তাবগুলি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীতে বিবেচনার্থ উপস্থাপিত হইবে।

স্বাধীন ত্রিপুরায় ভীষণ ডাকাতি
একজন লোক আহত

স্বাধীন ত্রিপুরার অন্তর্গত ... শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষ মহাশয়ের আড়ৎদারী দোকানে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। দোকানে যা কিছু ছিল ডাকাতগণ সমস্ত লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং একজন কর্ম্মচারীকে সাংঘাতিক আহত করিয়াছে। ডাকাতগণ এখনও ধৃত হয় নাই। সামচিতা, সোনামুড়া এবং আগরতলা অঞ্চলায় এরূপ ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

অত্যাপাস্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা
সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ
দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর ১৭ই চৈত্র, মঙ্গলবার ১৩৩৭

নিম্বরক্ষে নৈশ পুষ্প

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের নাম বিশ্বের সুসভ্য সজ্জনমণ্ডলীর নিকট সুবিদিত। এই শ্রীচৈতন্যমঠে এক প্রান্তে 'শ্রীরাধাকুণ্ড' নামক একটী সুদৃশ্য পুষ্করিণী আছে। বস্তুতঃ পক্ষে পুষ্করিণীটী বল্লাল-দীর্ঘিকার একাংশে অবস্থিত। একদা ঋতুরাজ বসন্তের সুস্নিগ্ধ আরামপ্রদ প্রভাতে এই জলাশয়ের সুরম্য বাঁধান-ঘাটে বসিয়া জনৈক বন্ধুর সহিত বিবিধ প্রসঙ্গে আলাপ করিতেছিলাম। কথোপ-কথনের গতি কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে আমাদের উভয়েরই দৃষ্টি ঘাটের শীর্ষদেশে অবস্থিত নিম্ববৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট একটী সুমধুরকণ্ঠ কোকিলের সুধাবর্ষী কুহু-কাকলী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইল। আমরা গভীর মনোযোগের সহিত ধামেশ্বরের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনকারী মহাভাগ্যবান পিক-রাজের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছি, এমন সময় একটী চারি বৎসর বয়স্ক বালক আমার বস্ত্র আকর্ষণপূর্ব্বক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁ দাদা ঐ গাছের দিকে চাহিয়া আছেন কেন?' আমি তখন তাহাকে কোকিলের সুমধুর কণ্ঠধ্বনি-শ্রবণের কথা বলিলে সে আমার নিকট বৃক্ষটীর নাম জিজ্ঞাসা করিল। তাহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে সে বাল-সুলভ-চপলতার বশবর্ত্তী হইয়া পুনরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—'হাঁ দাদা, ঐ গাছে সে রাত্রিতে যে সুন্দর ফুলগুলি দেখিয়াছিলাম, ঐ ফুলগুলি কোথায়?' আমি তাহার কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'ও কিরে, রাত্রিকালে কি ফুল দেখেছিস্?' সে তখন নিতান্ত বিজ্ঞের ন্যায় বলিল—তা যদি বল্‌তে [illegible]পনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব কেন? আমি যখন ফুলগুলি দেখেছিলাম, তখন ডাক্তার বাবুও নিকটে ছিলেন। ফুলগুলি একবার দেখা যায়, আবার শীঘ্রই কোথায় পালায়, আবার এসে উপস্থিত হয়। ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেম, তিনি শুধু হাস্‌লেন, কোনও কথার উত্তর দিলেন না, আপনিও বুঝি আমাকে ঐ [illegible]র কথা ব'লবেন না ব'লে ঐ প্রকার কথা বল্‌ছেন।' আমি তখন ডাক্তার বাবুর নিকট বালকের ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—'রাত্রিকালে কতকগুলি জোনাকী পোকা গাছের পাতার চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদের আলোক দেখিয়া সুধীর ফুল মনে করিয়াছিল।' বালক সুধীরকে এই প্রকার কথা বলিলে সে বিশ্বাস করিল না, বলিল—পোকা বুঝি ফুলের ন্যায় দেখায়?

এই বালকের ন্যায় অনেক বিদ্যাভিমানী অজ্ঞ ব্যক্তি অজ্ঞান-তিমির নিশায় অক্ষজ-জ্ঞান নিম্ববৃক্ষের বিভিন্ন শাখায় চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমান মোহ-খদ্যোতিকার আপাত মনোমোহকর ক্ষণস্থায়ী পরিবর্ত্তনশীল সৌন্দর্য্যকে বাস্তব-জ্ঞান-বৃক্ষের প্রস্ফুটিত মুকুল মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়। বাস্তবসত্য স্বয়ং আসিয়াও যদি তাহাদিগের নিকট অঙ্গুলি-নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহাদের ভ্রান্তি দেখাইয়া দেন, তাহারা এমনই দুর্ভাগা যে কিছুতেই তাহা স্বীকার করিবে না, বলিবে আমি যে অবিদ্যাসুন্দরীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সারা জীবন অতিবাহিত করিলাম, আপনি বলিতেছেন, তাহা বাস্তবসত্য নহে, আপনি যাহাই বলুন, আমি কিছুতেই একথা স্বীকার করিব না। মোহ-খদ্যোত কি কখনও বাস্তবসত্য-পুষ্পের ন্যায় প্রতীয়মান হয়?

আত্মস্থ হইয়া চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, জগতে উপরিউক্ত উদাহরণের অভাব নাই। সম্প্রতি রাম হরি ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ব্যক্তি 'বালো শ্রীকৃষ্ণ' নামক একটী ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়া বিজ্ঞগণের নিকট ঐ প্রকার একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। শর্করা-বহনকারী গর্দ্দভ যেমন শর্করার স্বাদ-গ্রহণে অসমর্থ, তদ্রূপ পণ্ডাহীন অনেক পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি অনেক শাস্ত্রের ভার শিরে বহন করেন বটে, কিন্তু শাস্ত্রোদধিস্থ সুমধুর শর্করাস্বাদন তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, শুধু গ্রন্থের পাতা উল্টানই সার হয়; কারণ জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—এই চতুর্ব্বিধ অভিমানের কোনও একটীতে গর্ব্বিত হইয়া তাঁহারা সদ্‌গুরুর আনুগত্য স্বীকার করে না, অথচ সদ্‌গুরু ব্যতীত অপর কেহই শাস্ত্র মর্ম্ম-শর্করার স্থালীর মুখ উন্মোচন করিতে সমর্থ নহে! সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ আমরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গ্রন্থাবলির আলোচনা শ্রীনদীয়া-প্রকাশে ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। আজ তাঁহার লেখনীপ্রসূত একটী মাত্র বিষয়ের আলোচনা করিতেছি।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার ভূমিকার উপসংহারে লিখিয়াছেন—বৈষ্ণবকবিগণ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে কলঙ্ককালিমা লেপন করিয়াছেন এবং তিনি তাহা উঠাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই কথায় তিনি নিজে যে অবৈষ্ণব, তাহা নিজেই প্রতিপন্ন করিলেন। এখন আমরা বৈষ্ণব শব্দের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব, তাহা হইলে আমরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্বরূপ এবং তাঁহার শাস্ত্রালোচনার যোগ্যতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। 'বিষ্ণু' শব্দে 'ষ্ণ' প্রত্যয়-যুক্ত হইয়া 'বৈষ্ণব' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনিই বিষ্ণু এবং যাঁহারা সর্ব্বত্র বিষ্ণুর অধিষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুর সেবা করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব। বিষ্ণুদর্শন একমাত্র বৈষ্ণবেরই সম্ভব, অবৈষ্ণব কখনও তাঁহার দর্শন লাভে সমর্থ নহে এবং একমাত্র বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিতেই বিষ্ণুদর্শনের যোগ্যতা হয়, অন্য কোনও প্রকারে হয় না, সুতরাং বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি বৈষ্ণবের আছে—অবৈষ্ণবের তাহা নাই। যাহার বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি নাই, তিনি কখনও অপৌরুষেয় বেদ-প্রতিপাদ্য বিষয় অবগত হইতে পারেন না। সুতরাং এহেন ব্যক্তির পক্ষে সাত্বত-শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধের চেষ্টা বাল-ভাষণের ন্যায় হাস্যোদ্দীপক মাত্র।

অজ ভগবান বদ্ধজীবের মঙ্গলার্থ স্বেচ্ছায় ভৌম-জন্ম-লীলাদির অভিনয় করেন, কিন্তু অক্ষজবাদীর আরোহ-চেষ্টায় তাহা বোধগম্য না হওয়ায় অজ্ঞতা-বশতঃ ভগবানকে তাহারই ন্যায় একজন জন্ম মরণ-মালা-পরিহিত জীব বলিয়া ভ্রান্ত হন। কোন জন্মে তাঁহার ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি হইলে শুদ্ধ বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় দেখিতে পাইবেন যে, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীবগণকে তাঁহার যশোদানন্দনত্বে ও শ্যামসুন্দরত্বে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহার সুশীতল-পাদপদ্মপ্রান্তে স্থান প্রদানপূর্ব্বক তাহাদিগকে সর্ব্বদাই স্বীয় অঙ্গসঙ্গ-সেবামৃতে স্নান করাইতেছেন। এই প্রকারে স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া এবং অপ্রাকৃত দিব্য-দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাদি সন্দর্শন করিয়া চিৎসমাধিলব্ধ করুণার্দ্রচিত্ত বৈষ্ণবগণ মাদৃশ বদ্ধজীবের উদ্ধারার্থ তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থসমূহে লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, একমাত্র বৈষ্ণবগণই জগদ্‌বাসীকে শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত প্রদানে সমর্থ, অবৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র লিখিতে যাইয়া তাঁহার অঙ্গে শেল বিদ্ধ করে, ফলে অনন্তকাল রৌরবে থাকিবার সুবিধা হয় মাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার অধিবেশন-বিবরণী

[৪]

শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্তিবিজয়

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়ের বিগত বর্ষে শ্রীগুরু-গৌড়ীয়-গৌরপ্রিয় সেবানুষ্ঠানের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন,—শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় মহোদয় গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে "ভক্তিবিজয়-ভবন" নির্ম্মাণ ও বৈদ্যুতিক আলোকে শ্রীচৈতন্যমঠ উদ্ভাসিত করিয়া ভক্তির বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন-পূর্ব্বক ভক্তিবিজয় সখীচরণ বা গুরুচরণ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। জগতে যিনি যত দানই করুন, যত মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হউক, যত ঐশ্বর্য্যই প্রকাশিত হউক না কেন, একমাত্র আলোকের অভাবে সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়। ভক্তিবিজয় মহোদয় শ্রীচৈতন্যমঠে সেই আলোকমালা প্রদান করিয়া গুরু গৌড়ীয়-গৌরসুন্দরের সকল ঐশ্বর্য্যকে জগতের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীগুরু-গৌড়ীয়-গৌরাঙ্গের পরম প্রিয় স্থান; তিনি সেই স্থানে শ্রীগুরুদেবের সঙ্কীর্ত্তনস্থলী নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবা করিয়াছেন

শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন ভক্তিভূষণ

ঢাকা মনোমোহন প্রেসের সত্বাধি-কারী শ্রীযুক্ত বিরাজ মোহন দে ভক্তিভূষণ মহোদয় প্রতি বৎসরই তাঁহার মুদ্রাযন্ত্র এবং নিজ পরিশ্রমের দ্বারা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের একান্ত মনোভীষ্ট ভক্তিগ্রন্থ প্রচার সাধন করিতে বিন্দুমাত্রও কৃপণতা প্রকাশ করেন না। 'মণিমঞ্জরী', 'ভজন-রহস্য', 'ব্রহ্মসংহিতা', 'শ্রীহরিভক্তিকল্প-

পত্রিকা এবং গত শ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবাদে শ্রীধাম-প্রচারে বক্তৃতা-বলী, প্রবন্ধ ও বিভিন্ন গ্রন্থ, এবং প্রচারকদের প্রবাসরিক্ত আলেখ্য এবং বিভিন্ন প্রকার ক্যালেণ্ডার প্রভৃতি মুদ্রাঙ্কিত করিয়া ভক্তিভূষণ মহাশয় বৈষ্ণব-জগতের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের বিভিন্ন প্রকার সেবা, ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বৈদ্যুতিক আলোক-প্রদান এবং ঢাকা কমলাপুর শ্রীগোপাল-জীউর নূতন সুরম্য মন্দির-নির্ম্মাণ ও মহামহোৎসব প্রভৃতি স্ব-ব্যয়ে সম্পাদন করিয়া গুরু-গৌড়ীয়গণের প্রিয়ভাজন হইয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি শ্রীধাম মায়া-পুরে একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া শ্রীধামসেবার প্রতিও মনো-নিবেশ করিয়াছেন। তাঁহার এই সকল ভক্ত্যনুকূল গৌরপ্রেমকার্য্যানুষ্ঠানের জন্য শ্রীনামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে অশেষ ধন্য-বাদ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীপাদ ভক্তিরঞ্জনের সহধর্ম্মিণীদ্বয়

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সহ-ধর্ম্মিণী-দ্বয়ের গৌরপ্রিয়সেবা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলেন যে, যিনি পতির সহিত ধর্ম্মাচরণ করেন বা পতির অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের সাহায্যকারিণী হন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মিণী। ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী-দ্বয় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ সেবায়, শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বিপুল সৌধ-মন্দির-নির্ম্মাণে শ্রেষ্ঠ্যার্য্য মহোদয়কে প্রেরণা ও সহায়তা না করিলে অত অল্প সময়ে এরূপ বিপুল কার্য্য সমাধা হইত কি না, সন্দেহ। তাঁহাদের আন্তরিক অভিলাষ, প্রযত্ন, প্রেরণা ও সেবাবুদ্ধি-ফলেই এরূপ বিপুল সেবা জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা সত্য সত্যই সহধর্ম্মিণীর আদর্শ এবং সরস্বতী ও লক্ষ্মীর ন্যায় জগতে হরিভক্তিবিদ্যা ও হরিভক্তি-ঐশ্বর্য্য-প্রকাশের সহায়কারিণী। শ্রীনাম প্রচারিণী সভা এইজন্য তাঁহাদিগকে ধন্য-বাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

পরমায়ুর সার্থকতা

(শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব-এম)

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥

প্রাণী-সকল প্রত্যহই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, কিন্তু যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহারাই স্থিরত্ব আশা করিয়া বসিয়া আছে অর্থাৎ তাহারা মনে করিতেছে যে, তাহাদিগকে মরিতে হইবে না। ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি আছে!

আমাদের আয়ুষ্কাল অত্যল্প হইয়াও আবার অধ্রুব অর্থাৎ এই আছে এই নাই। কবিচন্দ্র জীবের আয়ুষ্কাল নির্ণয়ে বলিয়াছেন,—'অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবম্।' অর্থাৎ আজই হউক বা শতবর্ষ পরেই হউক প্রাণি-দিগের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যেরূপভাবে হেলায় আমাদের পরমায়ু অতিবাহিত হইতেছে, এবং যেরূপ কার্য্যাবলীতে আমরা ঐ পরমায়ু ব্যয়িত করিতেছি, তদ্দ্বারা পরমায়ুর অল্পত্বসম্বন্ধে আমা-দের কোন জ্ঞান আছে বলিয়া মনে হয় না। বরং আমাদের ধারণা—যেন অনন্তকাল পরমায়ু আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে, আমরা ইচ্ছামত উহার ব্যবহার করিতে থাকিব।

আমরা জীবনের প্রত্যেক অবস্থাতেই পরবর্ত্তী অবস্থাগুলি ভোগের জন্য লালায়িত, বর্ত্তমান অবস্থায় আদৌ সন্তুষ্ট নহি। বালক যৌবনের জন্য, যুবক প্রৌঢ়ত্ব লাভ করিয়া কর্ম্মরাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য, আবার প্রৌঢ় ব্যক্তি শীঘ্র শীঘ্র প্রবীণতা লাভ করিয়া কর্ম্মজগৎ হইতে অবসর লাভপূর্ব্বক আরাম-উপভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত। আশা-মরীচিকা ক্রমাগতই যেন ভ্রান্ত করিয়া আমাদিগকে কোন অজানা পথে লইয়া যাইতেছে।

কর্ম্মরাজ্যে, প্রবেশ করিয়া কেহ কর্ম্মবীর, কেহ জ্ঞানী, কেহ সাহিত্যিক, কেহ কবি, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ বাগ্মী, কেহ রাজনীতিবিশারদ, কেহ বা ব্যবহারনীতিবিশারদ হইয়া প্রত্যেকেই স্ব স্ব পরিস্থিত অবস্থায় এই মায়াময় সংসারে অভিনিবিষ্ট হইয়া আত্মেন্দ্রিয় তর্পণে ব্যস্ত। আমরা এখানকার জাগতিক বিষয় লইয়া এতই ব্যস্ত যে, এই ভব-সমুদ্র কি করিয়া পার হইব বা ভবিষ্যতে ইহার পরপারে আমাদিগকে কোথায় যাইতে হইবে, তাহা চিন্তা করিবার আদৌ অবসর নাই।

এখানে আমরা এতই উন্মত্ত যে, এই প্রকৃতির অতীত কোন রাজ্যের সংবাদ রাখিবার আবশ্যকতা বোধ করি না। আমা-দের সমুদয় ইন্দ্রিয়চেষ্টা দেহাত্মবুদ্ধিতেই পর্য্যবসিত এবং সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি এই সংসার-কারাগারের রক্ষয়িত্রী দেবীর নিগড়শৃঙ্খলাবদ্ধ। সুতরাং আমরা আমাদের পরম কল্যাণ বিষয়ে অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত অধোক্ষজ দিব্য বৈকুণ্ঠ জ্ঞান বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া আজ যে সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি, তাহা যে আবার ভবিষ্যতে লাভ হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই শাস্ত্র বলেন—এই নরতনুই হরিভজনের মূল। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় ভোগ ত' সর্ব্বজন্মেই পশুপক্ষীর এবং ইচ্ছা করিলেই উহা সব জন্মেই ঘটিতে পারে। কিন্তু চরম কল্যাণ সাধনোপযোগী এই সুদুর্লভ মনুষ্যজীবনের পরমায়ু পরমার্থানুশীলনে নিযুক্ত না করিয়া জড় বিষয় ভোগমানসে নিযুক্ত রাখিলে উদ-পেশা এবং উপস্থের বিষয় কি হইতে পারে?

পশুদিগের ন্যায় আমরাও যদি কেবল মাত্র আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতি কার্য্যে পরমায়ু ব্যয়িত করিতে থাকি, তাহা হইলে মনুষ্যজীবনে আমাদের পরমায়ু বৃথায় অতিবাহিত হইল। ঐরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারে পরমায়ু ব্যয় না করিয়া আমরা যে পরিমাণে উহা ভাগবতধর্ম্মানুশীলনে ব্যয় করিতে সমর্থ, সেই পরিমাণেই আমাদের পরমায়ুর সদ্ব্যয় হইল বুঝিতে হইবে। হরি-ভজনের পরিমাণ দ্বারাই আমাদের পরমায়ু নির্ণীত হইবে, কেবলমাত্র পৃথিবীতে বিচরণকাল নির্ণয়দ্বারা নহে। আমরা আমাদের মূল্যবান পরমায়ু কিরূপভাবে অযথা ব্যয় করিতেছি, তাহা শ্রীমদ্ভা-গবতে এইরূপ বর্ণিত আছে যথা:—

'নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥'

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এই শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

"ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে।"

আমরা অধিক পরমায়ু চাই বটে, কিন্তু উহার সদ্ব্যবহার আদৌ জানি না। পরমায়ু পরমার্থসাধনেই সংরক্ষণীয় এবং পরমার্থের সেবাতেই উহার সম্পূর্ণ সার্থকতা। যে পরমায়ু লাভ করিয়া জীব উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের গুণানুকীর্ত্তন করে বা যাহার সাহায্যে শ্রীভগবানের সেবা কার্য্য সম্পন্ন হয়, কেবলমাত্র সেই-রূপ পরমায়ুর সার্থকতা জানাইয়া দিবার জন্য পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত বিষয় ভোগ প্রসঙ্গে আমাদিগকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন:—

'আয়ুর্হরতি বৈ পুংসাং উদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া॥
তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে
হরিরীশ্বরঃ॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ৯ই চৈত্র সোমবার শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার শীতলদা গ্রামে "গৃহস্থের ধর্ম্ম" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। 'গৃহস্থ' শব্দের অর্থ বলিতে যাইয়া স্বামিজী বলেন যে, উপযুক্ত কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া যিনি স্বধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া গৃহে বাস করেন, তিনিই গৃহস্থ। আর দেহরূপ গৃহে অবস্থিত আত্মাও গৃহস্থ। এই দেহস্থিত আত্মাকে অবগত হওয়া অথবা সস্ত্রীক গৃহে বসবাসকারী গৃহস্থের আত্মজ্ঞানলাভই গৃহস্থের প্রকৃত ধর্ম্ম।

গৃহ-ধর্ম্মপালনকারী যদি গার্হস্থ্যধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া অসংযত ব্যক্তিগণের সংযম-শিক্ষাস্থলী গৃহে সংযতাত্মা না হইয়া উত্তরোত্তর অসংযমের পথে প্রধাবিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে যেমন 'গৃহব্রত' বলা যায়, তেমনি বদ্ধজীবের মুক্তির কারণ স্বরূপ মানবদেহে অবস্থান করিয়া যে জীব দেহ-গেহে বিষয়ভোগে রত হইয়া পড়ে, সেও 'গৃহব্রত'।

ভগবদুপাসনা বা সেবাই জৈবধর্ম্ম। সেই জীব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণের যে কোন বর্ণে অথবা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস চারি আশ্রমের যে কোন আশ্রমে অবস্থিত হউন না কেন, সেই ভগবদুপাসনাই তাঁহার ধর্ম্ম। বর্ণী এবং আশ্রমিদিগের পক্ষে যে যে পৃথক ধর্ম্মের কথা বেদাদি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, সেগুলি পরম ধর্ম্মের অনুকূলে অনুষ্ঠিত হওয়াই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। যেখানে ইহার অপ-ব্যবহার বা উদ্দেশ্য অবগতির অন্তরায় উপস্থিত হয়, সেখানে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন 'শ্রম'ফল মাত্র প্রদান করে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-
কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি
কেবলম্॥

প্রচারকার্য্যে শ্রীযুক্ত ভাগবতদাসের আন্তরিক যত্ন ও সেবাচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়।

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম আদর্শ প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীযোগপীঠের প্রকট উৎসবান্তে ২৪পরগণা জেলার অন্তর্গত ধান্যঘাটা গ্রামে গত ১৭ই মার্চ্চ শ্রীপাদ গোপালদাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে এবং ১৮ই মার্চ্চ রাজা হৃষীকেশ লাহা মহোদয়ের কাছারীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং সঙ্কীর্ত্তন করেন। স্বামিজীর পাঠ ও কীর্ত্তনে শ্রোতৃমণ্ডলী একটা নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া অতিশয় লাভ-বান্ হইয়াছিলেন। তিনি শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারার্থ গত ১৯শে মার্চ্চ মনিরবাজারে শুভ বিজয় করিয়াছেন।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

[illegible]ক্ষরে প্রকাশিত

শ্রী[illegible]গবতম্,—সমগ্র   ৪০৲
ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)   ২১৷৵০
ঐ (দশম স্কন্ধ)   ১২৲
ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ)
৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)   ২৲
৫। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ)   ২৲
৬। জৈবধর্ম   ২৲
৭। ব্রহ্মসূত্রার্থ গৌরকৃষ্ণ সানুবাদ (মাধ্ব)
৮। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার   ২৲
৯। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)   ২৲
১০। চিত্রে নবদ্বীপ   ১৷০
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা)   ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)   ১৲
ঐ (আবাঁধা)   ৸০
১৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)   ১৲
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি   ৸০
১৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা   ৸০
১৬। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ   ৸০
১৭। প্রেমাবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)   ৸০
১৮। ভজনরহস্য   ৷০
১৯। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য   ৷৷০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)   ৷৷০
২১। মাধুকরমালা (বাঁধা)   ৷৷০
২২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ   ৷৷০
২৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)   ৷৷০
৪। ব্রহ্মসংহিতা   ৷৷০
। গৌড়ীয়-গৌরব   ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য   ৷৵০
৭। সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)   ৷৵০
৮। মণিমঞ্জরী সানুবাদ   ৷০
৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী   ৷০
৩০। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ)   ৷০
৩১। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ   ৷০
৩২। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ   ৷০
৩৩। শ্রীভুবনেশ্বর   ৴০
৩৪। ঐ প্রমাণখণ্ড   ৴০
। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য   ৴০

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

(ক) প্রথম খণ্ড   ৸০
(খ) দ্বিতীয় খণ্ড   ১৲
(গ) দুই খণ্ড একত্রে   ১৷৷০
৩৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)   ৵০
৩৭। সিদ্ধান্তদর্পণ   ৵০
৩৮। দীপ-দিগ্দর্শন   ৵০
৩৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)   ৵
৪০। গীতমালা   ৴১
৪১। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)   ৴১০
৪২। নবদ্বীপশতক
৪৩। সদাচারস্মৃতি
৪৪। সাধনকণ
৪৫। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৬। শরণাগতি
৪৭। গীতাবলী
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?
৪৯। সাংখ্যবাণী   ৴০
৫০। অর্থপঞ্চক   ৴০
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী   ৴০
৫১। অর্চ্চনকণ   ৴০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দশবিষয়ঃ   ৷৷০
৫৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্   ৷০
৫৪। তত্ত্ব-সূত্রম্   ৷০
৫৫। সারাংশবর্ণনম্   ৴০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্   ৵০
৫৭। গৌড়ীয় মঠের পরিচয়ঃ   ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। নামভজন   ৷০
৫৯। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু   ৷০
৬০। বেদান্তম্   ৷০
৬১। দি ভাগবত   ৷০
৬২। রয়োটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন   ৷০
৬৩। রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ডজ্ ড়ুইং   ৴০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৪। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি   ৷৷০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু   ৷৷০
৬৬। সাধন পথ   ৷০
৬৭। গীতাবলী   ৴১
৬৮। শরণাগতি   ৴০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

স্ববর্ণসুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রী প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ-কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয়খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আগামী ৩রা এপ্রিল (১৯৩১) তারিখ হইতে

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইতেছে

বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রের খোরাকী বাবদ মাত্র ছয় টাকা মাসিক ব্যয় হইবে।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। ছাত্রগণ অভিভাবকের পত্রসহ সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
একবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের একমাত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [২৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই চৈত্র বুধবার ১৩৩৭, ১লা এপ্রিল. ১৯৩১

কৃষ্ণনগরে খানাতল্লাস

উন্মুক্ত আকাশতলে করাচী কংগ্রেসের অধিবেশন

কুষ্ঠিয়ায় ভীষণ ডাকাতি

সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অভিভাষণ

সীমান্তে এখনও গোলাবর্ষণ

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের পতাকা উত্তোলন

লর্ড আরউইনের বিদায়

গান্ধীজীর প্রস্তাবে বড়লাটের অসম্মতি

কুষ্ঠিয়া ষ্টেশনে দাঙ্গা

করাচীতে সুভাষচন্দ্র বিরোধ মিটাইবার জন্য উৎসুক

নানা কথা

উন্মুক্ত আকাশতলে করাচী কংগ্রেসের অধিবেশন

উন্মুক্ত আকাশতলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারতের সকল স্থান হইতে প্রায় বাট হাজার দর্শক ও প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন। সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়।

ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই লোক সকল দলে দলে সভাস্থলে আগমন করিতে থাকে।

বিভিন্ন স্থানে "লাউড স্পীকার" স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে সকলেই সভার কার্য্য অনুসরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কংগ্রেস মঞ্চে সভাপতির আগমন

ঠিক ছয় ঘটিকার সময় "বন্দেমাতরম্" "মহাত্মা গান্ধী কি জয়" ধ্বনির মধ্যে সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে সভাস্থলে লইয়া আসা হয়। সভাপতির মিছিলের পুরোভাগে স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং তাহার পর নেতৃগণ দুই একজন করিয়া আগমন করেন। প্রথমে আসেন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত শাস্ত্রমূর্ত্তি, তাঁহাদের পর শ্রীযুক্ত প্রকাশম্, ডাঃ কিচলু, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি ডাঃ সত্যপাল, শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ডাঃ আনসারী পণ্ডিত জহর লাল নেহেরু, স্বামী গোবিন্দানন্দ প্রভৃতি আগমন করেন।

বিভিন্ন প্রস্তাব

অভিভাষণ পঠিত হইবার পর সভাপতি মহাশয় তিনটী প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। প্রথম প্রস্তাবে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মৌলানা মহম্মদ আলী ও অন্যান্য দেশ-প্রেমিকগণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি কাণপুর দাঙ্গা এবং তৃতীয় প্রস্তাবটী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে। এই প্রস্তাবগুলি বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে গৃহীত হইয়াছিল।

ভগৎ সিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

উপর্য্যুক্ত প্রস্তাব তিনটী গৃহীত হইবার পর পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ভগৎ সিং ও তাঁহার সাথীদ্বয়ের ফাঁসী সংক্রান্ত প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রস্তাবটির সমর্থন করিতে উঠিয়া এরূপ আবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা করেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলী অশ্রুসিক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অভিভাষণ

করাচীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাঁহার অভিভাষণে—

প্রথমেই পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মৌলানা মহম্মদ আলি, ভগৎসিং প্রভৃতির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। তৎপরে তিনি বলেন—"জগতের নিকট ভারতবর্ষ অহিংসার শক্তি প্রমাণ করিয়াছে।" তিনি আর্বউইন-গান্ধী চুক্তি স্বীকার করেন, গান্ধী আরউইন সন্ধি সমর্থন করেন, সত্যাগ্রহে বিশ্বাস প্রকাশ করেন এবং বলেন—

"যদি গোলটেবিল বৈঠকের চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে পূর্ণ স্বরাজের জন্য জাতি আবার আন্দোলন আরম্ভ করিবে।

তিনি সরকারী অর্থবিভাগ, সৈন্য বিভাগ ও পররাষ্ট্র বিভাগে ভারতীয় কর্তৃত্ব দাবী করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যের প্রজাদিগকে প্রাথমিক অধিকার দিয়া তিনি সামন্ত-রাজগণকে ভারতীয়গণের সহিত সংযোগ করিতে বলিয়াছেন।

ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র করা ব্যাপারে ব্রহ্মবাসীদের অভিমত জানিয়া তিনি ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতে বলিয়াছেন।

তিনি বলেন—"যে কোন প্রকারে হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। জাতিকে সন্ধির সর্ত্ত মানিয়া চলিয়া বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন, চরকা প্রচলন ও শান্তিপূর্ণ পিকেটিং দ্বারা সংগ্রাম চালাইতে হইবে।"

সর্ব্বশেষে তিনি বলেন—"যতক্ষণ পর্য্যন্ত জমীদার, রাজা ও মহারাজা কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করিবেন, ততক্ষণ আমি তাঁহাদের স্বার্থের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিব। যাহাতে পদদলিতগণ তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উন্নত হয়, সে বিষয়ে সাহায্য করাই আমার একমাত্র কার্য্য।"

কৃষ্ণনগরে বোমা

ইম্পিরিয়াল ম্যাডিকেল হলে খানাতল্লাস

কৃষ্ণনগরে বোমা বিস্ফোরণ রহস্যের তদন্ত করিতে গোয়েন্দা পুলিশ ইম্পিরিয়্যাল্ মেডিকেল হলে গত ২৯শে মার্চ্চ প্রায় ৫ ঘণ্টা ধরিয়া খানাতল্লাস করিয়াছিল।

কুষ্টিয়ায় ভীষণ ডাকাতি

১২ শত টাকা অপহৃত

কুষ্টিয়া মহকুমার ভেড়ামারা থানার জানাহদহ গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ সাহার বাটীতে গত ২৫শে মার্চ্চ মধ্য রাত্রে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। একদল ডাকাত (সংখ্যায় প্রায় ২০ জন) ছোরা, লাঠী ইলেক্ট্রিক টর্চ্চ প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া আসিয়া নগদ ও অলঙ্কারে ১৫ শত টাকা লইয়া গিয়াছে ডাকাতেরা গৃহস্থগণকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া গিয়াছে।

কুষ্টিয়া ষ্টেশনে দাঙ্গা

কুষ্টিয়া ষ্টেশনের দাঙ্গা সম্পর্কে স্থানীয় কয়েকজন কর্ম্মী এবং বাহিরের কয়েকটি লোক অভিযুক্ত হইয়াছে গান্ধী আরউইন আপোষ অনুযায়ী তাঁহাদের মামলা প্রত্যাহার করা হইবে কি না তৎসম্বন্ধে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অভিমত প্রার্থনা করা হইয়াছিল, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছেন মামলা চালাবে।

মেয়রের উপর মারপিটের জের

গত ২৬শে মার্চ্চ স্বাধীনতা দিবসে মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও অপর ব্যক্তিগণের উপর পুলিশের মারপিটের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে, পাটনা হইতে মিঃ সৈয়দ হাসান ইমাম কর্ত্তৃক গত ২৫শে মার্চ্চ শনিবার টাউন হলে তাহার প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

সর্দ্দার বল্লভভাইয়ের পতাকা উত্তোলন

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল কংগ্রেস নগরে আজাদ ময়দানে বিশ সহস্রাধিক নরনারীর সমক্ষে ২৯শে মার্চ্চ প্রাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তিনি বলেন "অদ্য যে পতাকাকে আমরা সশ্রদ্ধ অভিবাদন করিতেছি তাহার সম্মান রক্ষা করিবার মত অটুট শক্তি ও অদম্য সঙ্কল্প ঈশ্বর আমাদিগকে দিন। আমাদের পতাকা চিরদিন উচ্চে উড়ুক"। সকল দলের স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকাদের বিচিত্র পোষাকের সমাবেশে দৃশ্য অতি মনোরম হইয়াছিল।

ডাকাত কর্ত্তৃক দুইজন নিহত ও দুইজন আহত

প্রকাশ, চাপরাগে মানঝীথানার অধীন মহম্মদপুর গ্রামের এক মুসলমানের বাড়ীতে সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়া একদল ডাকাত ঢুকিয়াছিল। সংখ্যায় তাহারা ছিল প্রায় ২৫ জন।

রবিবার রাত্রিতে ঐ ঘটনা হয়। বাড়ীর লোকেরা চীৎকার করিয়া উঠিতে ডাকাতেরা ভীষণ অত্যাচার শুরু করে বাড়ীর লোক গুরুতররূপে জখম হয়। দুইজন অবিলম্বে মারা গিয়াছে। একজনের অবস্থা সঙ্গীন, মারপিঠ, খুন, জখমের পর তাহারা কয়েক শত টাকা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

ঐ গ্রামেরই মহাবীর সাহা নামক অপর একটী লোকের বাড়ীতেও গত মঙ্গলবার রাত্রিতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে এক বাড়ীতে ডাকাতেরা প্রায় ১ হাজার টাকা লুঠ করিয়া নিয়া গিয়াছে।

করাচীতে সুভাষচন্দ্র বসু বিরোধ মিটাইবার জন্য উৎসুক

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এখানে আসিয়া পৌছিলে করাচী মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জামসেদ মেটা, কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার চৈথরাম, নওজোয়ান ভারত সভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বামী গোবিন্দানন্দ সেক্রেটারী, মিঃ মোবারক আলি, ডাক্তার আলম প্রফেসার আবদুল বারি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। লাহোরে ফাঁসির ফলে কোনরূপ মিছিল করা হয় নাই।

লাহোর হইতে করাচীর পথে সকল ষ্টেশনে সুভাষ বাবুকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে কতকগুলি ষ্টেশনে খুব ভিড় হওয়ায় সুভাষ বাবুকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছে সুভাষ বাবু বলিয়াছেন—"সর্দ্দার ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসির ফলে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে যাঁহারা এই তিনের জীবন দান করিলেন না তাঁহারা যে স্বেচ্ছায় সকল অধিকার দান করিবেন তাহা স্বপ্নের অতীত। দিন দিন আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, অবিলম্বে আমাদিগকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইবে।

সুভাষবাবু বলিয়াছেন—"আমি সর্ব্বপ্রথমে কংগ্রেসের দুই দলে মিটমাটের চেষ্টা করিব—একদল দিল্লীর সন্ধির সমর্থনকারী আর অপর দল চরমপন্থী; ঐ চেষ্টায় সাফল্যলাভ করিব কি না, তাহা এখন বলা কঠিন।"

কাণপুরের দাঙ্গায় "প্রতাপ" সম্পাদক হত

সংবাদে প্রকাশ যে কাণপুরের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে; মনে হয় শীঘ্রই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আরও প্রকাশ, 'প্রতাপ' সংবাদপত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী জনতাকে শান্ত করিতে গিয়াছিলেন, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা হইতে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

'লীডারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন—সকল মৃতদেহ হাসপাতালে আসে নাই নিহতের সংখ্যা ১৫০ হইবে।

প্রকাশ "প্রতাপ" পত্রের সম্পাদক পণ্ডিত গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী কাণপুরে দাঙ্গার উত্তেজিত জনতা শান্ত করিতে গিয়া নিহত হইয়াছেন এবং তাঁহার মৃতদেহ একটী জলন্ত গৃহে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

লর্ড-আরউইনের বিদায় গ্রহণ

বড়লাট লর্ড আরউইন ব্যবস্থাপরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের সংযুক্ত অধিবেশনে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রায় ২ শত সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ব্যবস্থাপরিষদের দর্শকের গ্যালারী পূর্ণ ছিল।

বড়লাট মাত্র ১০ মিনিট বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলেন রাজস্ব বিল সম্বন্ধে শেষ ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে তিনি উভয় পরিষদের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিবেন যে সকল সদস্য পরিষদের সদস্য থাকিয়া সাধারণের গালাগালি সত্ত্বেও কাজ করিয়াছেন, বড়লাট তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইয়াছেন।

তাহার পর তিনি প্রত্যেক সদস্যের সহিত করমর্দ্দন করিয়া প্রত্যেকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

যাইবার পূর্ব্বে বড়লাট বলেন—৫ বৎসরের লাটগীরি তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঘটনা হইয়া চিরদিন মনে থাকিবে। যতদিন পরিষদদ্বয় থাকে, ততদিন সদস্যগণের এক মহান কর্ত্তব্য রহিবে—নির্ব্বাচন কেন্দ্রে যাইয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচকদিগকে রাজনীতিক শিক্ষা দিতে হইবে তিনি সকলের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করিয়া বিদায় লইয়াছেন।

মহাত্মার প্রস্তাবে বড়লাটের অসম্মতি

প্রকাশ যে, মহাত্মা গান্ধী করাচী কংগ্রেসের পর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ভ্রমণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বড়লাটের নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলেন, বড়লাট কিন্তু তাহাতে সম্মত হন নাই।

আবার স্পেনে ডিক্টেটর

স্পেনে আবার রাজনৈতিক হাঙ্গামার সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। মাদ্রিদের রাস্তাঘাটে আবার সশস্ত্র সৈনিকদের পাহারা বসিয়াছে আবার সৈন্যদলের কর্ত্তৃত্বের গুজব শোনা যাইতেছে।

স্পেনীয় মুদ্রা পেসেতার মূল্য স্থির রাখিবার জন্য অর্থসচিব আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের ব্যাঙ্ক হইতে এক কোটি বিশলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ধার লইয়াছেন, ইহাই হাঙ্গামার সূত্রপাতের আপাত কারণ বলিয়া মনে হয়।

এই সম্পর্কে গণতান্ত্রিক নেতা সিনর ল্যারেক্স ও সিনর সার্গামিস সরকারের তীব্র প্রতিবাদ করিবেন বলিয়া শুনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিগত কোর্ট মার্শালের সভাপতি বৃদ্ধ জেনারেল বাগুয়েটু একটী বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, স্পেন পুনর্ব্বার অপর একজন ডিরেক্টরের প্রভুত্ব সহিবে না এই বিবৃতির অর্থ ক, তাহা লইয়া সর্ব্বত্র আলোচনা হইতেছে।

সীমান্তে এখনও গোলাবর্ষণ

সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি আমালাল বাদশা এবং সহ সভাপতি আলিগুল খাঁকে আমন্ত্রণ করিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী তাঁহাদের সহিত সীমান্তের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

প্রকাশ, সীমান্তের এই দুইজন প্রতিনিধি বলেন, যে, সীমান্তে বিশেষ করিয়া আফ্রিদিদিগের অঞ্চলে অবস্থা খুবই খারাপ, কেন না—সরকারী নীতির পরিবর্ত্তন এখনও ঐ অঞ্চলে হয় নাই—মাঝে মাঝে এখনও গোলাগুলী বর্ষণ হয়। সীমান্তে শান্তি স্থাপনের এখন কংগ্রেসের কর্ত্তব্য। কংগ্রেসের উচিত ভারত গবর্ণমেণ্টকে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে বলা।
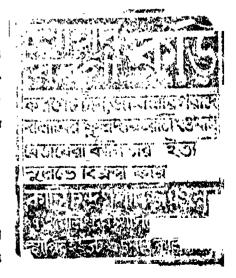
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা
সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ
দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই চৈত্র, বুধবার ১৩৩৭

নবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার

অধিবেশন-বিবরণী

[৫]

শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী

অতঃপর শ্রীধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর এম, এ, মহাশয়ের গৌরপ্রিয় সেবানুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ভক্তিসুধাকর প্রভু সুসভ্য ও সুশিক্ষিত বিশ্বের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চেতনময়ী বাণী 'প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা'—এই চতুর্ব্বিধভাবে প্রচার করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট—"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র। জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥"—এই উক্তির মর্য্যাদা স্থাপন করিতেছেন। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান ও প্রবীণ ইতিহাস পরীক্ষক হইয়াও—উচ্চ ব্রাহ্মণ-কুলে আবির্ভূত হইয়াও অর্থাৎ জন্ম-ঐশ্বর্য্য শ্রুত সম্পদের অধিকারী হইয়াও ভক্তিশ্রী বা রূপানুগ সম্পদের জন্য যে আন্তরিক আর্ত্তি ও নিষ্কপট লৌল্যযুক্ত হইয়াছেন এবং প্রকৃত বৈষ্ণবোচিত দৈন্য ও ভগবন্নির্ভরতার আদর্শ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা ব্যক্ত করিবার মত ভাষা আমার নাই। শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত 'সজ্জনতোষণী' বা 'হারমনিষ্ট' নামক ইংরাজী মাসিক পত্রের সেবা তিনি প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও লেখনী দ্বারা সম্পাদন করিয়া বিশ্বে প্রকৃত গুরু-গৌরাঙ্গ-মনোভীষ্ট প্রচার করিতেছেন। একদিকে যেমন গৌড়ীয়ের লেখনীতে প্রভুপাদের চেতনময়ী বাণী-সমূহ সংরক্ষিত হইয়া ভারতে প্রচারিত হইতেছে, অপরদিকে তেমনি 'হারমনিষ্ট' পত্রের সাহায্যে প্রভুপাদের বাণী ভারত ও ভারতের অতীত স্থানসমূহে বিঘোষিত হইতেছে। সে-দিনও শ্রীব্যাস-পূজায় ভক্তিসুধাকর প্রভুর অকৃত্রিম অর্ঘ্য শ্রীল প্রভুপাদের যথেষ্ট প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাগতির গীতিগুলি ভক্তিসুধাকর প্রভু ইংরাজী ভাষায় অনূদিত করিয়া বিশ্বে এক অমূল্য অনুদ্‌ঘাটিত রত্ন-সম্পুট উদ্‌ঘাটিত করিতেছেন। আমরা শুনিয়া আরও আনন্দিত হইলাম যে, শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী—যাহা 'গৌড়ীয়'-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহা বর্ত্তমানে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতেছে, ভক্তিসুধাকর প্রভু সেই সকল অমূল্য সম্পৎ ইংরাজী ভাষায় অনূদিত করিয়া সমগ্র শিক্ষিত বিশ্বে বিতরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু অশেষ ধন্যবাদ আকর্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী

অনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, বি, এল মহাশয়ের নামোল্লেখ করিয়া বলেন যে, অধ্যাপক যদুবর প্রভু বাণীপীঠের প্রকৃত সেবকসূত্রে গত সরস্বতী-পূজার সময় প্রাকৃত-বাণী পূজকগণের বিপুল চেষ্টার মধ্যে প্রকৃত বাণীপূজা বা শ্রীচৈতন্যবাণী-পূজার প্রচার করিয়াছেন। তিনি আনন্দমোহন কলেজের ছাত্রমণ্ডলীর সরস্বতী-পূজার আয়োজনের মধ্যে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-পূজার প্রচেষ্টাকে প্রবল করিবার জন্য শ্রীগুরুদেবের কৃপা-সম্বর্দ্ধিত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে শ্রীচৈতন্যবাণী-পূজার পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া কীর্ত্তন-মুখে যথার্থ বাণীপূজা সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার সেই বাণীপূজার প্রণালীতে বহু সত্যানুসন্ধিৎসু কলেজের অধ্যাপক-মণ্ডলী ও ছাত্রসঙ্ঘ আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ আমরা সেই আনন্দমোহন কলেজের প্রকৃতিবিজ্ঞান-শাস্ত্রের একজন প্রবীণ অধ্যাপক মহোদয়কে গুরু-পাদপদ্মে দীক্ষিত এবং বৈষ্ণববেষে এই সভামধ্যে উপবিষ্ট দেখিতে পাইতেছি। শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় তাঁহার কলেজের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে প্রতি রবিবারে নিয়মিতভাবে ভাগবত ও ভক্তি-সিদ্ধান্তের আলোচনা, অধ্যাপনা এবং গৌর-বিহিত সঙ্কীর্ত্তন প্রচারের জন্য একটী স্থায়ী আলোচনা-কেন্দ্র উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রুত ভক্তিসিদ্ধান্ত-সমূহ ভাগবত-ব্যাখ্যামুখে কীর্ত্তন করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু ছাত্র ও অধ্যাপকগণের হৃৎকর্ণরসায়ন মহৌষধি বিতরণ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের প্রকট-পুণ্যক্ষেত্র ময়মনসিংহ জেলার সদর ময়মনসিংহ সহরে শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, বি, এল মহাশয়ের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্বিষয়ে শ্রীপাদ মনোভিরাম দাস-অধিকারী ও শ্রীপাদ উরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি গুরুসেবকগণের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারে ঐকান্তিক উৎসাহ, প্রযত্ন, উদ্যম ও আনুকূল্যতা আদর্শস্থানীয়। শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে সত্যসত্যই তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

শ্রীধাম-বাস

(অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল, এম-এ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর)

আমি আমার সেবা অভিজ্ঞতা হইতে শ্রীধামবাস সম্বন্ধে দুইচারিটি কথা সর্ব্ব সাধারণকে জানাইতে ইচ্ছা করি।

নবদ্বীপে বাস না করিলে হরিভজন হয় না, ইহার অর্থ অনেকে বুঝিতে পারেন না। নবদ্বীপ নামক সহরে বাসের নাম কি নবদ্বীপ বাস? গৃহে থাকিয়াও নবদ্বীপ ধামে বাস করিতে পারা যায়। আবার নবদ্বীপ সহরে বাস করিয়াও গৃহে বাস মাত্র লাভ হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে নবদ্বীপ-ধাম সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলাও সঙ্গত মনে করি। যাঁহারা নদীয়া-প্রকাশ-সেবিত শ্রীধাম মায়াপুরকে শ্রীচৈতন্যদেবের স্বীয় ধাম বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহারা কোন চক্ষে শ্রীধামকে একটি জাগতিক গ্রাম কিংবা সহর মনে করেন। আবার যাঁহারা শ্রীধাম মায়াপুরে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া ধামবাসের অভিপ্রায় করিতেছেন, তাঁহারাও ধামবাসের প্রকৃত অর্থ নদীয়া-প্রকাশের নিকট হইতেই জানিতে পারিয়াছেন সন্দেহ নাই।

নবদ্বীপধামকে কাণা (?) করিবার জন্য মায়াপুর ধাম খাড়া করা হইয়াছে, যাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস, তাঁহারা ধাম অর্থে যাহা বুঝেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে ধাম নহে। যে নবদ্বীপ কাণা হইবার যোগ্য, তাহা নবদ্বীপ ধাম নহে। নবদ্বীপধাম কখনও কাণা হইতে পারে না। সুতরাং এরূপ যুক্তি অত্যন্ত চুকলা সন্দেহ নাই এবং ধামতত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক।

ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক কিংবা ভৌগোলিক গবেষণা দ্বারা শ্রীধামের সন্ধান পাওয়া যায় না। শ্রীধামের সহিত জগতের কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রীধাম জগতের অতীত রাজ্যের বস্তু। শ্রীধামের স্বরূপ অবগত হইলে শ্রীধাম সম্বন্ধে জাগতিক বুদ্ধি থাকে না। তখনই ধামবাস, ধামসেবা সম্ভব হয়।

আমি তো গৃহে বসিয়াই নিরন্তর ধাম-সেবা করিতেছি। ইহা অবশ্য নদীয়া-প্রকাশেরই কৃপা। নদীয়া-প্রকাশ প্রত্যহই আমার নিকটে ধামের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। আমি নদীয়া-প্রকাশের বিবরণ পাঠ করিয়া ধামসেবা অনুষ্ঠান করি। ভাগ্যে আমার সহর নবদ্বীপে কোন ঘর বাড়ী, জমী জায়গা নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে হয়তো সেই সঙ্কীর্ণ অপস্বার্থ দ্বারা ভ্রান্ত হইয়া নদীয়া-প্রকাশকে মৎসর বলিয়া মনে করিতাম এবং নদীয়া-প্রকাশের সেব্য শ্রীধাম মায়াপুরকে একটি গণ্ডগ্রাম মাত্র বিবেচনা করিতাম।

গৃহে থাকিয়া যেমন হরিভজন হয়, সেইরূপ ধামবাসও হয়। আবার নবদ্বীপ সহরে বাস করিয়াও ধামবাস না হইতে পারে।

শ্রীধামবাস লাভ করিতে হইলে তদ্বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা হওয়া আবশ্যক। ধামের সংবাদ সাধুদিগের নিকট পাওয়া যায়। নদীয়া-প্রকাশ সাধুদিগের কথা প্রত্যহ প্রত্যেকের গৃহে পৌঁছাইয়া দিতেছেন। সুতরাং এখনও যদি বলি যে, ধামের সংবাদ জানি না, তাহা হইলে কপটতা হয়।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ধামবাস সম্বন্ধে সব কথা পরিষ্কাররূপে বলা যায় না। সাধুগণ সর্ব্বক্ষণ ধামবাসী। সাধুগণ যেখানে থাকেন তাহাই প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ধাম। সেবাদ্বারা সাধুসঙ্গ হয়। সাধুদিগের নিকট জাগতিক বুদ্ধিতে বাস করিলে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধুদিগের কথা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণই প্রকৃত সাধুসঙ্গ। সাধুদিগের কথা অশ্রদ্ধ লোক শুনিতে পায় না। মৎসর লোক নদীয়া-প্রকাশকেও মৎসর বিবেচনা করে। তাহারা নদীয়া প্রকাশের কথা বাস্তবিক কখনও শুনিতে পায় না। সাধু-

গণই একমাত্র নির্ম্মৎসর। সাধুদিগের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় না হইলে তাঁহাদের কথার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারা যায় না।

সর্ব্বাগ্রে সশ্রদ্ধ হইয়া সাধুদিগের প্রত্যেক কথা মনোযোগের সহিত শুনিতে হয়। মনোযোগের সহিত শুনিলে ধামবাস কাহাকে বলে, ক্রমে বুঝিতে পারা যায়। যে যে পরিমাণে বুঝিতে পারে, তাহার সেই পরিমাণে ধামবাসের আকাঙ্ক্ষা হয়; তখন ধামসেবা লাভ হয়। ধামসেবাই ধামবাস। ইহার জন্য গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন হয় না।

শ্রদ্ধার সহিত সাধুদিগের আনুগত্যে শ্রীধাম দর্শন ও শ্রীধামে বাস করিতে হয়। সাধুদিগের প্রতি শ্রদ্ধা না হইলে শ্রীধামের দর্শন হয় না, শ্রীধামে বাসও হয় না। সাধুদিগের সেবার নাম শ্রীধামবাস। সাধুগণ যদি শ্রীধাম-মায়াপুরে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে বলেন, তাহা হইলে ভগবৎ সেবার জন্যই সেখানে বাস করিতে বলেন। সাধুগণই আবার ভগবৎসেবা প্রদানের একমাত্র এবং নিত্য মালিক। সুতরাং শ্রীধাম মায়াপুরে গৃহ করিয়াও সর্ব্বতোভাবে সাধুদিগের অনুগত হইয়া না চলিলে শ্রীধাম দর্শন কিংবা শ্রীধামবাস কোন মতেই সম্ভব হয় না।

আমি শুনিতেছি শ্রীধাম-মায়াপুরে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া ধামবাস করিবার অভিপ্রায় করিতেছেন। প্রকৃত ধামবাসের ইচ্ছা যাঁহাদের উদয় হইয়াছে, তাঁহারাই ধন্য। তাঁহাদের চরণ আশ্রয় করিলে আমাদেরও শ্রীধাম-দর্শন ও শ্রীধামবাস সম্ভব। নদীয়া প্রকাশের ধামে বাস করিবার নিকপট আকাঙ্ক্ষা কবে উদয় হইয়া আমাকে ধামসেবার সৌভাগ্য প্রদান করিবে?

[অহিং]সা-ধর্ম্ম

(শ্রীকিশোর মোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল

[মু]ক্তাবস্থায় জীব শুদ্ধসত্ত্বময়। কিন্তু অনর্থযুক্ত বহির্ম্মুখ ও মায়াবদ্ধাবস্থায় তাহার শুদ্ধসত্ত্ব ধর্ম্মটী গুণীভূত হইয়া থাকে। সেই সত্ত্বসংশুদ্ধিই জীবের পক্ষে অভয় এবং তদুদ্দেশে শাস্ত্র যে সকল কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই দৈবী-সম্পৎ এবং যে সকল কার্য্য ঐ প্রকার সত্ত্বসংশুদ্ধির বিঘ্নকারক, তাহারাই আসুরী-সম্পৎ নামে অভিহিত হইয়াছে। দৈবী-সম্পৎ আশ্রয়ে জীবের নিঃশ্রেয়স লাভ ঘটে এবং আসুরীসম্পৎ সেই জীবের বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে।

বেদবহুমাননকারী ব্যক্তিগণ 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি'—এই বেদবাক্যে শ্রদ্ধাবান। আবার অন্যদিকে যাঁহারা বেদ মানেন না, যথা বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নিরীশ্বর নৈতিকগণও 'অহিংসা পরমো ধর্ম্ম' রূপ নীতির আদর করিয়া থাকেন। মনুসংহিতাদি স্মৃতি শাস্ত্রেও 'প্রবৃত্তিমূলা হিংসাবিধি ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তি সাধনই শ্রেয়ঃ'—ইহাই ঘোষণা করিয়াছেন।

স্মার্ত্ত বা প্রাকৃত বিচারে যে অহিংসা ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কেবল পশুহিংসাই নিষিদ্ধ হইয়াছে, এইরূপই আমরা বুঝিয়া থাকি। বেদে যে কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞাদিতে পশুবধের ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা কেবল রাজস ও তামস প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রবৃত্তি খর্ব্ব করিবার জন্য শাস্ত্রের কৌশলজাল মাত্র; কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টার মত।

অকৃষ্ণ বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ 'অহিংসা ধর্ম্ম' পালনের দ্বারা তাঁহাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরকে কিছু সুবিধা করিয়া লইবার জন্য যান। ইহাতে তাঁহাদের আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাই ফুটিয়া উঠিয়া তদ্দ্বারা কামদেবের সেবা না করায় জীবের কোন নিত্যমঙ্গল সাধিত হয় না। অকৃষ্ণবাদিগণ ইহাপেক্ষা আর কোন উচ্চতর ধারণা করিতে সমর্থ হয় না।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যানুগত নিষ্কিঞ্চন ভাগবতগণের বিচার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তাঁহারা নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কোন ধর্ম্মের অনুশীলন করেন না। ভগবানের নিত্য উপাসক বলিয়া তাঁহাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানই ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত। ভগবানের প্রীতি-তাৎপর্য্যের যাহা অনুকূল, তাহাই তাঁহারা স্বীকার করেন এবং যাহা তদ্বিপরীত অর্থাৎ প্রতিকূল, তাহা পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা নিরস্ত-কুহক আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা জানেন,—যেখানে নিজের সুবিধাসুবিধা বিচার অর্থাৎ ভদ্রাভদ্র বিচার, সেইখানেই মনোধর্ম্ম এবং যেখানে মনোধর্ম্ম, সেখানে ভগবৎপ্রীতির অভাব।

শ্রীচৈতন্যদেব যে অহিংসা-ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, তাহা বুদ্ধদেব ও অন্যান্য নিরীশ্বর নৈতিকগণের প্রচারিত অহিংসা-ধর্ম্মের মত অতটুকু ক্ষুদ্র বা সীমাবদ্ধ নয়; তিনি জীবকে কিরূপ হিংসা-ধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিয়াছেন? অন্যান্য প্রচারকগণ কোন দিনই শ্রীচৈতন্যদেবের মত জীবের আত্মবৃত্তিকে হিংসা-ধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিবার জন্য অহিংসা-ধর্ম্মের প্রচার করেন নাই।

[ভ]ক্তি-বিরোধী কর্ম্ম। ভক্তিলতার উপশাখার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল রোগ জন্মে, ইহা তাহার অন্যতম; তাই অহিংসা ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে উপশাখাগুলিই অত্যন্ত বাড়িতে থাকিবে এবং মূল ভক্তিলতা শুষ্ক হইয়া বাড়িতে পারিবে না। তাহাতে জীবের পরম পুরুষার্থ প্রেমফল লাভ ঘটিবে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তিতে ইহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়:—

"কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা। ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥ নিষিদ্ধাচার কুটীনাটী জীব হিংসন।"

শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়দয়া কেবল মাত্র বাহ্য জগতের চিন্তাস্রোত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নহে। পরমাত্মার সহিত যোগ হইতে, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া আত্মহত্যারূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইতে, নির্ব্বিশেষ ও পরমাত্মানুশীলন হইতে জীবকে পরিত্রাণ ও রক্ষা করিয়া যিনি তাহাকে ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ অনর্পিতচর প্রেমধনে ধনী করিতে পারেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেবের অহিংসা ধর্ম্ম কত বড় এবং সেই দাতা বা কত বড় মহাবদান্য!

নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণই একমাত্র অহিংসা ধর্ম্মের একনিষ্ঠ সেবক। তাঁহারা কাহাকেও অনাদর, অসম্মান বা কাহারও প্রতি হিংসা করেন না। এমন কি তাঁহারা 'প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে'—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অহিংসা ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন।

যাঁহাদের বৈষ্ণবতার উপলব্ধি হয় নাই, তাঁহারা যতই নৈতিক চরিত্রবান, পরোপকারী, ধার্ম্মিক, সাত্ত্বিকপ্রকৃতি ও মহৎ প্রভৃতি নামে জগতে পরিচিত হউন না কেন, তাঁহারা প্রতিমুহূর্ত্তে বহু বহু জীবের হিংসা করিতেছেন এবং নিজেকে নিজে হিংসা করিতেছেন। এইখানেই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত অহিংসা ধর্ম্ম অন্যান্য প্রকার অহিংসা ধর্ম্ম হইতে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে।

পদার্থতত্ত্ব

(শ্রীপাদ রা[ম]চরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী

'পদার্থ' শব্দের অর্থ—বস্তু। এই জগতে তিনটী বস্তুর কথা জানা যায়। সেই বস্তু তিনটীর নাম ঈশ্বর, চেতন ও জড়। ঈশ্বর সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের স্রষ্টা। তাঁহার জড় অর্থাৎ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গোচরীভূত হওয়ার যোগ্য কোন দেহ নাই বলিয়া আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তিনি পূর্ণ স্বরূপ ও বিশুদ্ধ চেতন বস্তু। তিনি আমাদের সৃষ্টি-কর্ত্তা, পালন-কর্ত্তা ও নিয়ন্তা। তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের কল্যাণ হয় ও তাঁহার ইচ্ছায় আমাদের সর্ব্বনাশ হয়। তিনি সমস্ত রাজ্যের, সমস্ত রাজার রাজা। তাঁহারই ইচ্ছায় সমস্ত জগতের যাবতীয় কার্য্য চলিতেছে। তিনি ভগবৎস্বরূপে নিত্য কাল বৈকুণ্ঠে রাজত্ব করিতেছেন। ঈশ্বর বিশুদ্ধ চেতন বস্তু, তাঁহার শুদ্ধ চেতনময় স্বরূপ ব্যতীত অন্য স্বরূপ নাই।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, প্রভৃতি—চেতনবস্তু, যেহেতু ইহাদের ইচ্ছাশক্তি আছে, বিচারশক্তি আছে। তন্মধ্যে মনুষ্য জাতির বিচারশক্তিই অত্যধিক, অপরাপর চেতন পদার্থের অপেক্ষাকৃত কম। আমরা চেতন পদার্থ হইলেও জড়শরীরবিশিষ্ট অর্থাৎ ক্ষিত্যপ-তেজ-মরুদ্ব্যোমাত্মক একটী জড় আবরণের দ্বারা আবৃত-চেতন। আমাদের চেতনময় স্বরূপটী জড়ময় স্বরূপের মধ্যে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই নিমিত্ত আমাদের জড়েন্দ্রিয় চক্ষু-কর্ণাদি দ্বারা আমাদের স্বীয় চেতনময় স্বরূপটীও গোচরীভূত করিতে পারিতেছি না। একমাত্র অজ্ঞান অবিদ্যা তিমিরান্ধকার বিনাশে সমর্থ সাধু গুরু-প্রসাদে দিব্যজ্ঞান লোচন প্রাপ্ত হইলে আত্মস্বরূপ ও ভগবৎস্বরূপ দেখিতে পাই।

মৃত্তিকা, জল, প্রস্তর, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, গৃহ বন, ফসল, বস্ত্র, দেহ প্রভৃতি ইচ্ছাশক্তিরহিত বস্তুর নাম জড়। জড় বস্তু মাত্রেরই স্থূল একটী আকার আছে, যাহা ইন্দ্রিয়বোধগম্য।

যাঁহাদের জ্ঞানময় চক্ষু মুদ্রিত আছে, তাঁহারা জড়ে আসক্ত। তাঁহারা জড়াতীত কোন চেতন বা ঈশ্বর আছেন সে বিষয়ে সন্দিহান থাকিয়া ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না। জন্মান্ধ লোকেরা যেমন সূর্য্য চন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চান না, সেই প্রকার নাস্তিকগণ চেতন বা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। সবই প্রাকৃতিক নিয়মের বাধ্য, প্রকৃতিই সকলের নিয়ন্তা;—জড়বাদী নাস্তিক সম্প্রদায় ইহাই বিচার করেন। বস্তু বা পদার্থতত্ত্বজ্ঞান না থাকায় আত্মাকে [ই]হাও অবস্তুতে বস্তু বুদ্ধি করা হয় [দরুণ] অপরাধ থাকিতে হয়। চিদনুশীলনকারী একমাত্র শ্রীগুরুদেবই পদার্থতত্ত্ব[ব]েত্তা।

শ্রীরামজন্মোৎসব

গত ২৪ বিষ্ণু, ১৪ই চৈত্র শনিবার চম্পকহট্ট শ্রীগৌরগদাধর মঠে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোপলক্ষে শ্রীরামচন্দ্রের চরিতামৃতাস্বাদন, নামসঙ্কীর্ত্তন ও সমাগত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
- ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ) ২১৷৵০
- ঐ (দশম স্কন্ধ) ১২৲
- অনুভাষ্য-সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
- শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৲
- গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
- গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকা-সহ) ২৲
- জৈবধর্ম্ম ২৲
- ব্রাহ্মমাহ্নিক শুদ্ধসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
- গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
- শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
- চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
- শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা) ১৲
- শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা
- ঐ (আবাঁধা)
- বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ১৲
- শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৸০
- নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
- প্রেমবিবর্ত্ত ৸
- প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৸
- ভজনরহস্য ৷
- গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
- গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
- সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
- শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ ॥০
- বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
- ব্রহ্মসংহিতা
- গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
- গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
- সাধনপথ (৩য় সংস্করণ) ।৵০
- মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
- তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
- ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ) ।০
- শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
- শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
- শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
- ঐ প্রমাণখণ্ড ৶০
- নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

- (ক) প্রথম খণ্ড ৸০
- (খ) দ্বিতীয় খণ্ড ১৲
- (গ) দুই খণ্ড একত্রে ১৷০

৩৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)
৩৭। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৩৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
৩৯। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
৪০। গীতমালা ৷১০
৪১। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৷১০
৪২। নবদ্বীপশতক ৷
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৷০
৪৪। সাধনকণ ৷০
৪৫। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৷০
৪৬। শরণাগতি ৷০
৪৭। গীতাবলী ৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৷০
৪৯। সাংখ্যবাণী ৷০
৫০। অর্থপঞ্চক ৷০
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ৷০
৫১। অর্চ্চনকণ ৷১০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

৫২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৩। সটীক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৪। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৫। সারাংশবর্ণনম্ ৶০
৫৬। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয় মতস্থ পরিচয়ঃ ৷০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। নামভজন ।০
৫৯। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬০। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬১। দি ভাগবত ।০
৬২। রেরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন
৬৩। রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ হ্যাজ্ ডান্ ৷০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৪। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি ॥০
৬৫। কল্যাণ কল্পতরু ॥০
৬৬। সাধন পথ ।০
৬৭। গীতাবলী ৷১
৬৮। শরণাগতি ৷০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ।। সুবর্ণ সুযোগ।।

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ-কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায় বৈভব-বিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত্র-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আগামী ৩রা এপ্রিল (১৯৩১) তারিখ হইতে

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইতেছে

বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রের খোরাকী বাবদ মাত্র ছয় টাকা মাসিক ব্যয় হইবে।

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। ছাত্রগণ অভিভাবকের পত্রসহ সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস এণ্ড ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৮৭৬ সালের বেঙ্গল কাউন্সিলের ৯ আইনের ১০ (এ) ধারা অনুসারে পাওনাদারগণের প্রতি

নোটিশ

যেহেতু বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সংশোধিত ১৮৭৬ সালের বেঙ্গল কাউন্সিলের ৯ আইন কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্ এক্টের ৭ ও ৩৫ ধারা অনুসারে কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্ নদীয়া কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বদ্রীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়ার সম্পত্তি রক্ষার ভারগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব এতদ্দ্বারা উক্ত কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্ আইনের ১০ (এ) ধারার বিধানমত উক্ত শ্রীযুক্ত বদ্রীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়ার কিম্বা তাঁহার স্থাবর সম্পত্তির সমস্ত পাওনাদারগণকে অবগত করা যায় যে তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত দাবীর লিখিত বর্ণনা এই নোটীশ প্রচারের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নদীয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট তাঁহার কৃষ্ণনগর কালেক্টরী আফিসে দাখিল করিবেন।

এতদ্দ্বারা পাওনাদারগণকে আরও সতর্ক করা যায় যে তাঁহাদের লিখিত দাবী সকল এই নোটীশ অনুযায়ী দাখিল না হইলে, তাঁহাদের পাওনার সুদের দাবি রহিত হইবে।

স্বাঃ টি, এন, গুপ্ত
for কালেক্টর, নদীয়া
কৃষ্ণনগর
২৬শে মার্চ ১৯৩১।

গান্ধী-চুক্তিতে বিলাতি মহলে আশঙ্কা

বৃটিশ সংবাদপত্রের করাচীস্থ প্রতিনিধির সংবাদে প্রকাশ যে, লাহোরের প্রাণদণ্ডের ফলে কংগ্রেস মহলে ভীষণ বিক্ষোভ ও মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহার ফলাফল লইয়া বহু আলোচনা চলিতেছে।

"টাইমস" পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা তার করিয়াছেন—"সকল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিই নিঃসংশয়ে গান্ধীকে সমর্থন করিতেছেন। মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু ও পণ্ডিত জহরলালের সম্ভাবিত বিরোধ ছাড়া সকল প্রধান নেতাই মহাত্মার দিকে" তিনি আরও বলেন,—"মুসলমান দলের নিকট হইতে আরও বেশী বিরোধ আসিবে। মিঃ বসুর মত দুই একজন নেতা মহাত্মার নেতৃত্ব অস্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। দিল্লীর কথাবার্ত্তার পরে ফিরিয়া আসিবার পর হইতে তাঁহার জনসাধারণের অধিনায়কত্ব একটু সমস্যাজনক হইয়া উঠিয়াছে। লাহোরের প্রাণদণ্ডের ফল সত্ত্বেও করাচী কংগ্রেসে সন্ধিসর্ত্ত গৃহীত হইবে না—এ আশঙ্কা বেশ দৃঢ় হইয়াছে; যদি অল্পসংখ্যক লোকও দৃঢ়ভাবে ইহার বিরোধ করে, তাহাতেও উদ্বেগের বিশেষ কারণ আছে।

লণ্ডনের ভারতীয় মহলে মিঃ সুভাষ বসুকে মিঃ গান্ধীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য সমর্থন করা হইতেছে—যাহাতে মিঃ গান্ধী ভবিষ্যতে চুক্তি করিবার সময়ে অবহিত থাকেন।

লিবারেল দলে দলাদলির দরুণ সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থা পূর্ব্ববৎ অনিশ্চিত ও গোলমেলে ভাবে রহিয়াছে। স্যর জন সাইমন্ লয়েড জর্জের দল হইতে একেবারে সরিয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ইহা সাধিত হইলে গবর্ণমেণ্ট লিবারেল দলের সাহায্যের উপরে নির্ভর করিতে পারিবেন। ভারতবর্ষের সম্পর্কে স্যর অসোয়াল্ড মোজলীর দল গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিবেন স্থির করিয়াছেন।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে রাজস্ব বিল

২৮শে মার্চ ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে বড়লাটের এক পত্র পঠিত হয়। তাহাতে বড়লাট জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা রাজস্ব বিল পাশ করিতে অসম্মত হইয়াছেন, ইহার ফলে বড়লাট তাহা "সার্টিফাই" করিয়াছেন। বড়লাট মনে করেন যে, তাহার অভিপ্রেত আকারে রাজস্ব বিলটি পাশ করাইয়া লওয়া একান্ত প্রয়োজন। বড়লাট আশা করেন যে, রাষ্ট্রীয় পরিষদ তাঁহার অনুরোধে বিলটি পাশ করিবেন।

রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী স্যর আর্থার ম্যাক্‌ওয়াটার বলেন—৩০শে মার্চ সন্ধ্যার পূর্ব্বে এই বিল পাশ করিতে হইবে। তাহা না হইলে এই মাসে গবর্ণমেণ্ট যে রাজস্ব আদায় করিয়াছেন তাহার সমস্ত অর্থ ফিরাইয়া দিতে হইবে।

আলোচনার পর সভাপতি নির্দ্দেশ দেন যে, আগামী সোমবার এই বিলের আলোচনা হইবে।

সাম্প্রদায়িক বিরোধে নেতৃবর্গের ইস্তাহার

পণ্ডিত মালব্য, ডাঃ আনসারী, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, মিঃ শেরওয়ানী মৌলানা কিফায়তুল্লা, সর্দ্দার মঙ্গল সিং মৌলবী আব্দুল ওয়াদী এবং [illegible] সহিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ১৯ জন সদস্য দেশবাসীর কাছে এক ইস্তাহার পেশ করিয়াছেন। তাহাতে বলিয়াছেন যে, কাণপুরের দাঙ্গায় পণ্ডিত গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থীর প্রাণনাশ অতীব শোচনীয়। মহানচেতা কর্ম্মীদের মধ্যে তিনি অগ্রতম। যাহাদের জীবন বিপন্ন হইয়াছিল তিনি তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছিলেন।

শান্তিপ্রিয় সকলেরই কাছে আমাদের এই অনুরোধ যে তাঁহারা যেন অবিশ্বাস ও সন্দেহ দূর করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি সাধন করেন। বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে আমাদের অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হয়।

জাতির এই সঙ্কটকালে তুচ্ছ বিবাদকে বড় করিয়া সাম্প্রদায়িক গোল পাকাইবার কোনই প্রয়োজন নাই, এইরূপ দাঙ্গার কালে প্রত্যেক হিন্দুর উচিত তাহার বিপন্ন মুসলমান ভাইকে উদ্ধার করা এবং প্রত্যেক মুসলমানেরও উচিত তাহার হিন্দু ভাইকে রক্ষা করা। এইরূপে পরস্পরকে সাহায্যের দ্বারাই একতার ভিত্তি স্থাপিত হইবে।

নূতন ওয়ার্কিং কমিটীকর্ত্তৃক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন

গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কে কে প্রতিনিধিস্বরূপে যোগদান করিবেন, তাহা নূতন ওয়ার্কিং কমিটী কর্ত্তৃক সিদ্ধান্ত হইবে। ৩১শে মার্চ নূতন ওয়ার্কিং কমিটী হইবে।

বাহিরে থাকিয়া শক্তি সংগঠন

প্রকাশ, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি খুব সম্ভব স্বাস্থ্য লাভের উদ্দেশ্যে তিন মাসের জন্য সিংহলে যাইবেন। তিনি নিম্নলিখিতরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন—তিনি মহাত্মা গান্ধীর কার্য্যে বাধা দিবেন না বটে, তবে বাহিরে থাকিয়া শক্তি সংগঠন করিবেন। প্রকাশ, পণ্ডিত জহরলাল স্বাস্থ্যের জন্য ২।৩ মাস সিংহলে অতিবাহিত করিবেন।

ব্রহ্ম বিচ্ছেদ সংক্রান্ত প্রস্তাব

তাহার পর শ্রীযুক্ত গোং সাংজী যখন ব্রহ্ম বিচ্ছেদ সংক্রান্ত প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করিতে উঠেন, তখন তিনি বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করেন। তিনি বলেন, ব্রহ্মের শতকরা ৯০ জন অধিবাসী ভারতবর্ষের সহিত নহে—ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে চাহে। বক্তৃতার সময় প্রায়ই উল্লাসধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রস্তাবটির সমর্থন করিবার পর একজন ব্রহ্মদেশীয় ফুঙ্গী প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বক্তৃতা পরে ইংরাজী অনুবাদ করা হয়। প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বরিশালে ডাকাতের উপদ্রব

বরিশাল জিলার নানাস্থান হইতে প্রায়ই চুরি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। গত মঙ্গলবার রাত্রি ২॥০ টার সময় ৩০ জন ডাকাত সাংঘাতিক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া বাবুগঞ্জ থানার অধীন রহমতপুরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে ঢুকিয়া তাঁহার পুত্র, পুত্রবধূকে বাঁধিয়া ফেলে এবং তাঁহার স্ত্রীর হাতে অস্ত্রাঘাত করে; তারপর তাহারা সিন্দুক এবং বাক্স খুলিয়া নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ১ হাজার টাকা লইয়া সরিয়া পড়ে।

স্থানীয় একজন মুসলমানকে এ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আরও তদন্ত চলিতেছে। সতীশ বাবু বরিশালের শ্রীচৈতন্য স্কুলের শিক্ষক।

গত শুক্রবারে রাত্রিতে আর একটি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। এই ডাকাতি হইয়াছে ঝালকাঠি থানার অধীন বিনয়কাঠিতে শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষের বাড়ীতে। কামিনী বাবু কলিকাতা ত্রিপুরা কলেজিয়েট স্কুলের হেড মাষ্টার। সশস্ত্র ১৫ জন ডাকাত তাঁহার বাড়ী হইতে নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ২ হাজার টাকা লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর অবস্থা

গবর্ণমেণ্টের মুখপত্র "ডিবার্গার" পত্রিকায় প্রকাশ যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান চুক্তি সংশোধন করিবার জন্য অক্টোবর মাসে প্রিটোরিয়া নগরে ঐ দুই সরকারের পরামর্শ সভা বসিবে। কে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি হইবেন তাহা এখনও জানা যায় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

সজ্জন

অধিবেশন-বিবরণী

[৬]

শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সেবা-চেষ্টা কীর্ত্তনমুখে বলেন যে, শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী অতীব বাল্যকাল হইতে শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট পরিপূরণ-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া প্রভুপাদের যথেষ্ট স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছেন। গৌড়ীয়-মঠের প্রবেশ-মহামহোৎসবকালে তিনি উৎকৃষ্ট রথ নির্ম্মাণ-নৈপুণ্য-প্রদর্শন এবং শ্রীআলালনাথ-মন্দির-সংস্কার-সেবায় বিশেষ সেবোত্থম ও কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীপাদ রাসবিহারী দাসাধিকারী

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাসাধিকারী মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন রাসস্থলী শ্রীবাসঅঙ্গনে একটী সুন্দর ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া গৌরসংকীর্ত্তন রাসে প্রবেশকামী ব্যক্তিগণের সেবা এবং গুরু-গৌরাঙ্গ মনোভীষ্ট প্রচার পূর্ব্বক 'শ্রীরাস-বিহারী দাসাধিকারী' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। এজন্য শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ আসামদেশীয় ভক্তাগ্রণী পণ্ডিতবর্য্য শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী বি, এজি, বি, টি মহোদয়ের গৌরপ্রিয়-সেবানুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীপাদ নিমানন্দ প্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কৃপাশক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া নির্ভীক নিরপেক্ষ হৃদয়ে মায়াবাদাদি-দুর্গন্ধ-দূষিত মতবাদের মধ্যে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহার গুরুসেবা-নিষ্ঠার ফলে আসামদেশীয় বহু সত্যানুসন্ধিৎসু সরল ব্যক্তি তাঁহাদের পূর্ব্ব-ইতিহাস-সমূহ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া গুরুপাদপদ্মের সেবা ও শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতা হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আসামদেশীয় ভক্তগণের সরলতা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের অতীব প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে। এ বিষয়ে শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি আসাম বৈষ্ণব-সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে আসামীদের সত্যানুসন্ধিৎসু জনসাধারণ কর্ত্তৃক সভাপতির পদে বৃত হইলে শ্রীগুরু-পাদপদ্মকেই সভাপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গুরুপাদপদ্ম-কৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর অনুকীর্ত্তন পূর্ব্বক আসামদেশীয় সত্যানুসন্ধিৎসুগণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এজন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী

অতঃপর শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীযুক্ত জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি, এ মহাশয়ের নামোল্লেখ করিয়া বলেন—আপনারা যে গৌড়ীয় মঠের বিপুল সৌধ ও মন্দির দর্শন করিতেছেন, সেই মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্যের নানাপ্রকার বন্দোবস্ত এবং স্থপতিবিদ্যাবিদ্‌গণের সাহায্যে মন্দিরের নির্ম্মাণ-সংক্রান্ত বিবিধ কার্য, মন্দিরের মাল-মসলা ও ভূমি সংগ্রহাদি ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা নানাভাবে সেবাব্রতী শ্রীল জগবন্ধু ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ-রক্ষকের সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিভিন্ন সাধারণ সংবাদপত্রে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-বার্ত্তা-সমূহ প্রকাশিত করিয়া সর্ব্বসাধারণকে গৌড়ীয়মঠের বেদী-মূলে আনিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীধাম-মায়াপুর-প্রদর্শনীর সময় তিনি প্রদর্শনীর বিভিন্ন ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গৌড়ীয়মঠরক্ষকের সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনীর সময়ও তিনি বিভিন্নভাবে সেবা করিয়াছেন। বঙ্গের বিভাগীয় মহামান্য কমিশনার বাহাদুর এবং মাননীয় শ্রীযুত যতীন্দ্র নাথ বসু মহাশয় প্রভৃতির শ্রীধাম-মায়াপুরে অভ্যর্থনাদি-কার্য্যেও তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির প্রধান সভ্যগণের অন্যতমরূপে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীধামে যাত্রিগণের সুবিধার জন্য যাহাতে রাস্তা, ঘাট ও রেলপথাদির বিস্তৃতি হয়, তজ্জন্যও তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এই সকল কার্য্যের জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

অর্থ ও পরমার্থ

(শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, বি-এল,)

মানবগণের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে যে চতুর্ব্বর্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, 'অর্থ' জিনিসটী তাহাদের অন্যতম। ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারগণ জীবের মঙ্গলের জন্য 'ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ'রূপ চতুর্ব্বর্গের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মানব-জীবনে সাধারণতঃ আমরা অন্য ত্রিবর্গকে উপেক্ষা করিয়া প্রায় 'অর্থ' জিনিসটীকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

শাস্ত্রকারগণ যে ভাবে এই চারিটী জিনিসের ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে 'অর্থ' জিনিসটী ২য় স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং ধর্ম্মকে ১ম স্থান দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ না হইলে আমরা অর্থকেই সর্ব্ব প্রধান বস্তু বলিয়া মনে করিতাম এবং অধর্ম্মের দ্বারাও অর্থ উপার্জ্জন করিতে দ্বিধা বোধ করিতাম না। কিন্তু প্রথমেই 'ধর্ম্মের' স্থান উল্লেখ করায় সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্ম চর্য্যারই আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

এই প্রকার ধর্ম্মাচরণের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক যদি আমরা নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তি করিতে থাকি, তাহা হইলে পুণ্যের ফলে আমাদের উদ্ধতর লোকে বসবাসের দ্বারা সাময়িক কিছু সুখ সুবিধা ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা কি আমাদের নিত্য মঙ্গল লাভ হইতে পারে? গীতা বলেন,—'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন' অর্থাৎ ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক হইতে সমস্ত লোকই অনিত্য এবং সেই সেই লোকগত জীবের পুনর্জ্জন্ম সম্ভব। যদি তাহাই হয়, তবে অর্থভোগের দ্বারা এই ত্রিতাপক্লিষ্ট জন্ম-মরণমালা বরণ করিয়া লাভ কি হইল? মাধবের সেবায় না লাগাইয়া যদি এই অর্থ আমাদের নিজেদের ভোগে লাগাই, তাহা হইলে ঐরূপ দুর্দ্দশা আমাদের অনিবার্য্য।

সাত্বত শাস্ত্র কিন্তু উপরোক্তরূপ প্রকার চতুর্ব্বর্গকে তিরস্কার করিয়া আর একটা পঞ্চম পুরুষার্থের কথা বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে যে চতুর্ব্বর্গের কথার উল্লেখ আছে, তাহা কৈতবময়; কিন্তু প্রোজ্ঝিতকৈতব শ্রীমদ্ভাগবতেই পঞ্চম পুরুষার্থ বা পরমার্থের কথা বর্ণিত আছে, যাহা প্রাপ্ত হইলে জীব সমুদয় অভাব-নির্ম্মুক্ত হইয়া চরম কল্যাণ লাভ করিতে পারে এবং গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি 'যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে'—এই উক্তি অনুযায়ী জীবকে আর সংসারচক্রে ভ্রাম্যমাণ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না।

অর্থ ও পরমার্থ দুইটা জিনিস পরস্পর বিপরীত। অর্থ জিনিষটা প্রাকৃত রাজ্যে অর্থাৎ জীবের প্রাকৃত দেহ ও মনকে আশ্রয় করিয়াই সীমাবদ্ধ। কিন্তু পরমার্থ জিনিষটা এই রাজ্য অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত অপ্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত। অর্থরাজ্যে হিংসা, বিবাদ, সঙ্কীর্ণতা, কামাদি রিপুর বশবর্ত্তিতা প্রভৃতি অনেক দুষ্কর্ম্মের অবস্থান আছে। কিন্তু পরমার্থ রাজ্যে সেরূপ অভাব, অভিযোগ, ক্ষোভ বা মৎসরতা নাই। আধ্যাত্মিক বিচারে আমরা অর্থ, কাম ও মুক্তিকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া থাকি, কিন্তু পরমার্থ বিচার যত প্রবল হইতে থাকিবে, অর্থপ্রাপ্তি লালসা ততই ক্ষীণ হইতে থাকিবে।

অর্থরাজ্যে আমাদের অভাব কোন দিনই পূর্ণ হইবে না, কারণ কামকামিগণের অভাব অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় কোনদিনই শমতা প্রাপ্ত না হইয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। একমাত্র পরমার্থলাভই আমাদিগকে এই বর্দ্ধমান অভাবের রাজ্য হইতে পরিপূর্ণতাম স্বভাবের রাজ্যে লইয়া গিয়া সমুদয় অভাব হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ।

অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীগৌরহরি জীবের চরম কল্যাণপ্রদ এই পরমার্থ প্রচারের জন্যই এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই মতটী উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—'শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্'—অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতই নির্ম্মল শব্দপ্রমাণ এবং কৃষ্ণপ্রেমই জীবের পরম পুরুষার্থ। এইভাবে পরমার্থই জীবকে চরম কল্যাণরূপ নিত্যমঙ্গল দান করিতে পারে এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে জীবের আর অন্য কোন প্রকার অর্থের প্রয়োজন

থাকে না। একমাত্র ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তগণই এই পরমার্থের অধিকারী, কারণ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। তাঁহারাই অন্য সর্ব্ববিধ অর্থকে থুৎকার এবং পঞ্চবিধ মুক্তিকে পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

বিজ্ঞপ্তি

বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥

হে সনাতন প্রভো, হে গুরুদেব, আমি বিষয়ের নানা রঞ্জিত প্রলোভনে সর্ব্বদা মুগ্ধ হইয়া তোমার প্রেমময় মহিমা কীর্ত্তনাস্বাদনে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছি, বিষয়ের জড় রসলহরীতে উন্মত্ত হইয়া তোমাতে একেবারে অন্ধ হইয়া আছি। তুমি দয়াল প্রভু, তুমি আমার নিত্য মঙ্গলকামী প্রভু, তাই অতি অনুগ্রহকারে এই হতভাগ্যের অহৈতুক মঙ্গল উদয়ের জন্য বৈরাগ্যযুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণকাঙ্ক্ষ-সেবাময় ভক্তিরস পান করাইবার কতই না চেষ্টা করিতেছ। কিন্তু হায়, আমি এমনই দুর্ভাগা তোমার সুধামৃত-দ্রবসংযুত ভাগবতকথায় রুচিবিশিষ্ট হইতেছি না। সেই পরমার্থ চেষ্টার আমার প্রবৃত্তিকে প্রত্যক প্রগতিতে পূর্ণ প্রগ্রহ বৃত্তিতে জাগাইতেছি না; পরন্তু তুমি যে এত যত্ন করিতেছ, তাহারই দক্ষিণাস্বরূপ মুহুর্মুহুঃ নানাভাবে কায়-মনোবাক্যে উদ্বেগ দান করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতে সর্ব্বদা প্রচেষ্ট আছি। হে গুরুদেব, আমার নির্ব্বুদ্ধিতার কি শাস্তি আছে জানি না। কৃপা দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া আমার অশেষ মঙ্গল সাধন করুন। আমি জানি, পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিই বারিধিপানে ধাবিত হয়; সন্তপ্ত ব্যক্তিই অপর নিজ-জনের নিকট নিজ দুঃখের কাহিনী গাহিয়া সান্ত্বনা লাভ করে; কিন্তু তুমি এমনই কৃপাময় প্রভু, পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক জানিয়া স্বয়ং পারাবারশূন্য গম্ভীর বারিধি হইয়াও অত্যন্ত দয়াপরবশ হইয়া প্রেমবারি দান করিয়া মৃতসঞ্জীবনের চেষ্টা করিতেছ। আমায় অশেষ ভোগ-যন্ত্রণায় ক্লিষ্টহৃদয়, সন্তপ্ত জানিয়া তুমি নিজ হইতেও নিজ জন বলিয়া স্বয়ং শান্তি-বারি সিঞ্চনে অশেষ জ্বালা-যন্ত্রণা নিবৃত্ত করিয়া সান্ত্বনা দিতেছ। হে গুরুদেব, তোমার মহাবদান্যবরতায় চির ঋণী হইয়াও কেবল কৃতঘ্নতায়ই ব্যস্ত আছি; আমার পাষণ্ডতার শাস্তি বিধান কি করিয়া হইবে জানি না। হে গুরুদেব, তোমার শরণাগত হইয়া একান্ত আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। তুমি শরণাগতপালক, শরণাগতের রক্ষা বিধান কর; অনন্ত-কোটী জিহ্বা দানে তোমার অপার মহিমা কীর্ত্তনের প্রবৃত্তি জাগাইয়া দাও। এই বিশ্ব চরাচরের মাঝে মায়াপিশাচী-গ্রস্ত হইয়া একাকী নানা প্রলোভনের মধ্যে অন্ধভাবে কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় বাত্যাবিতাড়িত হইয়া উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ভ্রাম্যমান আছি। এহেন দুঃসময়ে প্রবল বাত্যা স্তব্ধ করিয়া দিয়া জ্ঞানালোকের দীপ জ্বালিয়া, তুমি বিনা আর কে দিগ্‌দরশন করাইয়া দিতে সমর্থ, জানি না। তুমি অতিমর্ত্ত্য পুরুষ হইয়াও সেবার মূর্ত্তবিগ্রহ ধারণ করিয়া শিক্ষা দীক্ষা দিতেছ, আমি অন্ধ, অতি পামর কঠোর মতি; কৃপা করিয়া চক্ষুদান কর, তোমার অনমোদ্ধরূপমাধুরী দর্শন করিয়া সার্থক হই, হৃদয় নির্ম্মল হইয়া একমাত্র তোমায় বসতিস্থল হউক, তোমার চরণাম্বুজে আমার মতি স্থির হউক, তুমি মুকুন্দ প্রেষ্ঠ, তুমি গৌরপ্রেষ্ঠ, তুমিই ব্রজধরাধামে অবস্থান করিয়া ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা বিস্তার করিতেছ। হায়, হায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার কৃপায় গৌর-প্রেমার্ণবে মগ্ন হইয়েছে, কেবল আমিই বঞ্চিত হইলাম; মগ্ন হওয়া দূরে থাকুক, এমন কি স্পর্শ মাত্রও লাভ ঘটিল না। হে গুরুদেব, নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ইহাই প্রার্থনা করি, এই অধম জনের কেশ ধরিয়া তোমার পাদপদ্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয়দানে কৃতার্থ কর।

কৃপাভিক্ষু
শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী

শিক্ষা

(ভক্তিরত্ন শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী)

শিক্ষা দ্বিবিধ; সুশিক্ষা ও কুশিক্ষা। যে শিক্ষায় আত্মোন্নতি ও পরোন্নতি সাধিত হয়, সেই শিক্ষাই সুশিক্ষা; তদ্ব্যতীত যে শিক্ষায় পরহিংসা ও আত্মহিংসা সাধনের উপায় উদ্ভাবিত হয়, সেই শিক্ষাকে কুশিক্ষা বলা যায়।

সুশিক্ষা লাভ করিতে হইলে বহু অধ্যবসায় ও আদর্শ সৎশিক্ষকের নিতান্ত প্রয়োজন। কুশিক্ষা লাভ অনায়াসেই হয়। কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা কুরুচি ও কুশিক্ষায় পরিপূর্ণ; আমরা মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই ইন্দ্রিয়-ভোগাগমের সঙ্গে সঙ্গে, স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গেই কুশিক্ষাগুলি হৃদয়ের অন্তঃস্থলে শীলাঙ্কের ন্যায় চিহ্নিত করিতে থাকি। এমন কি, শিশুকালের স্মৃতি ও অভ্যাস মরণকাল পর্য্যন্ত বহু চেষ্টা সত্বেও দূরীভূত করা যায় না।

অধুনা সৎশিক্ষকের অত্যন্ত অভাব দেখা যাইতেছে। সৎশিক্ষকের কাচে অনেকেই অভিনয় করিবার জন্য কার্য্য-মঞ্চে অবতরণ করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আচারবিহীন আচার্য্যত্বে কতটুকু কৃত-কার্য্য হইতে পারিতেছেন এবং দেশ ও সমাজের কুসংস্কার কতটুকু অপনোদন করিতে পারিতেছেন, সে সম্বন্ধে সুসারগ্রাহী হওয়া কর্ত্তব্য গবেষণাকারী মাত্রেই ইহার প্রমাণ হাতে হাতে পাইবেন।

দেশ ও সমাজকে এই প্রকারে ধ্বংসের পথে প্রধাবিত হইতে দেখিয়া কতিপয় দেশ ও সমাজের পরম হিতৈষী পারমার্থিক সজ্জন ব্যক্তি আজ অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদেশক্রমে শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে মহান্ আদর্শ শিক্ষক-মণ্ডলী দ্বারা সম্প্রতি একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে যে সকল অধ্যাপক অধ্যাপনা করিবেন, তাঁহারা শুধু বালকের আদর্শ নহেন, পৃথিবীর আবাল বৃদ্ধ সকলেরই আদর্শ। যাঁহারা এই আদর্শ শিক্ষকের নিয়মে নিয়মিত হইয়া স্বজীবন গঠন করিতে সুযোগ পাইবেন, তাঁহারা যে বাস্তব শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এক একটী দেশোজ্জ্বলকারী রত্নস্বরূপ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কোন গ্রামে বা দেশে যদি দুই একটী করিয়া আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি গড়িয়া উঠেন, তাহা হইলেই সেই আদর্শে অনেক চরিত্র গঠিত হইবে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ১০ই ও ১১ই চৈত্র মেদিনীপুর জেলার রায়চক্ গ্রামে "যুগধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। চতুষ্পার্শ্বস্থিত দূরগ্রামের বহুলোক এই সভায় উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মকথা শুনিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

বিবদমান বা কলিযুগে বদ্ধজীব স্বীয় স্বীয় বদ্ধানুভূতিতে যুগধর্ম্মের বক্তা বা প্রচারকের আসন গ্রহণ করিয়া মনঃকল্পিত ধর্ম্মকে যুগোচিত ধর্ম্ম বলিতেছেন। কিন্তু সকলেই বদ্ধ বিচারে পরাঙ্মুখ হইয়া অনিত্য দেহ এবং মনকে আত্মা-জ্ঞানে অনাত্মার ধর্ম্মই প্রচার করিতেছেন। পরিদৃশ্যমান জগৎ পরাৎপর ভগবানের সেবাবিমুখ জীবকুলের সংশোধনক্ষেত্র কিন্তু এখানে মোহিনীমায়ায় মুগ্ধ হইয়া সদোষ জীববৃন্দ সংশোধনের পরিবর্ত্তে ভোগী হইয়া দোষবৃদ্ধিই করিতেছেন।

পরম করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কলিজীবকে কলিমল হইতে উদ্ধার করিয়া আত্মস্বরূপের বিজ্ঞানানুভূতির সহজ উপায় আচরণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। জীব যদি সেই কীর্ত্তনময়ী ভগবৎসেবার পথটি পথপ্রদর্শক সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ে নিষ্কপটে আশ্রয় করিতে পারে, তবে তাহার সকল অসুবিধা বিদূরিত হইয়া অতিগোপ্যা ভক্তি লাভ হয়

অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মের দ্বারা অনাবৃত উত্তমাভক্তিই যুগধর্ম্ম। তবে অন্যান্য যুগের ন্যায় এই ভক্তি বাহ্যতঃ ধ্যানপরা, যজ্ঞপরা এবং অর্চ্চনপরা না দেখা গেলেও সেই কীর্ত্তনময়ী ভক্তি মহা-ধ্যানপরা, মহা-যজ্ঞপরা এবং মহার্চ্চনপরা।

স্বামিজী শাস্ত্র যুক্তিপূর্ণ সরল বাক্যে ধর্ম্মতত্বটী বিশেষভাবে বুঝাইয়া সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গত ২রা চৈত্র শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে তাঁহার সদলবলসহ ২৪ পরগণার অন্তর্গত শাঁখারীটোলাগ্রামে পরম ভাগবত শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে পদার্পণ করেন, এবং তদীয় ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ধ্রুবচরিত্র পাঠ করেন। স্বামিজীর শ্রীমুখবিগলিত হৃদয়গ্রাহী পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেই মুগ্ধ হন এবং প্রকাশ করে যে, এইরূপ পাঠ ও ব্যাখ্যা আমরা আর কখনও শুনি নাই। আশা করি, স্বামিজী কৃপা করিয়া মধ্যে মধ্যে এতদঞ্চলে শুভাগমন করিয়া পাঠ কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করাইলে কৃতকৃতার্থ হইব।

তৎপরদিবস শ্রীযুক্ত রাজা হৃষিকেশ লাহার দাঁতখাটা কাছারির নায়েব শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহক্রমে স্বামিজী কাছারিতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ করেন। প্রহ্লাদ দৈত্য-বালকদিগকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা স্বামিজী সরল ও সহজভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। নায়েব মহাশয়ের শুদ্ধভক্তি প্রচারে আন্তরিক উৎসাহ ও সরল ব্যবহারে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি।

হরিজনকিঙ্কর
শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র দাস

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা।
সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ
দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে চৈত্র, শুক্রবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ১৮ই চৈত্র ১লা এপ্রিল বুধবার কংসক্ষেত্র হইতে শ্রীধাম মায়াপুর চৈতন্য মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন। বহু শুদ্ধাবৃত্ত ব্যক্তি শ্রীল গোস্বামী মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।

চিকাকোলের এসিষ্টান্ট্ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত শরৎচন্দ্র পাঢ় বি-এ বি-ই মহাশয় কটকের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট্ ও পূর্ত্তবিভাগে বহুদিন দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন। কূর্ম্মাচলে শ্রীমহাপ্রভুর পাদপীঠ স্থাপন ও সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশে শ্রীযুত পাঢ় মহাশয় বিশেষ যত্ন করিয়া আসিতেছেন। আমরা তাঁহার কটকে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার রূপে নিয়োগ-প্রাপ্তি ও আগমন সংবাদে অধিকতর আনন্দিত হইলাম। তিনি পরম ভাগবত ও সদাচারসম্পন্ন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ। তেলেগু, তামিল, উৎকল, বঙ্গভাষা ও ইংরেজী ভাষায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে।

—

"দৈনিক বসুমতী" (১০ই চৈত্র ১৩৩৭) তাঁহার সম্পাদকীয় সংবাদ স্তম্ভে শ্রীধাম-মায়াপুরের মহোৎসবের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রকাশ করিয়াছেন,—

মায়াপুরে মহোৎসব

শ্রীধাম নবদ্বীপের পরপারস্থিত মায়াপুর চৈতন্যমঠে দোলপূর্ণিমার উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীদেবের মুখদর্শনে অতি দূর দেশ হইতে অনেকে মায়াপুর ধাম গমন করিয়াছিলেন। সমবেত ব্যক্তিগণের জন্য ব্যবস্থাও সুন্দর হইয়াছিল। বৃহৎ বৃহৎ ধর্ম্মশালায় বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। স্ত্রীলোকদিগের জন্য ব্যবস্থা বেশ সুন্দর হইয়াছিল, স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের কোনও সম্পর্ক ছিল না। শ্রীমৎ কীর্ত্তনানন্দ প্রভুর যত্নে ও চেষ্টায় কোন যাত্রীরই কোন কষ্ট হয় নাই। প্রত্যহ সঙ্কীর্ত্তন, আরতি, প্রসাদ বিতরণ নিয়মিতভাবে হইত। হাজার হাজার যাত্রী এই প্রসাদ প্রাপ্ত হইতেন। ভারতী মহারাজ, সাগর মহারাজ, অরণ্য মহারাজ, কীর্ত্তনানন্দ প্রভু প্রভৃতি এই প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করিতেন। এখানে ঘরভাড়া দিতে হয় না, ভেটের ব্যবস্থা নাই; পাণ্ডাদেরও উৎপীড়ন নাই। চৈতন্যমঠের পরিক্রমণের কথাও উল্লেখ-যোগ্য। নয় দিনকাল সমারোহে শোভাযাত্রা ও কীর্ত্তন-সমভিব্যাহারে বহু হাজার যাত্রীকে নানাপ্রকার রাস্তা দিয়া পরিচালন করা সহজসাধ্য নহে। পথশ্রান্ত যাত্রীর জলযোগের সুব্যবস্থাও ছিল। কীর্ত্তনানন্দ প্রভু ও রাধারমণ প্রভুই এই পরিক্রমণের প্রধান উদ্যোগী। দোলের পরদিন এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীদেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিনামসঙ্কীর্ত্তন, উপাধি বিতরণ প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান এই সভায় হইয়াছিল। অনেক দেবমঠের অনেক নিন্দাবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মায়াপুর মঠের কার্য্যাবলী প্রশংসা যোগ্য।

— —

গত ৮ই চৈত্র রবিবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত কলিকাতা ডেলার অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য মহাশয়ের ভবনে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমণ্ডিত এক বিরাট্ সভামধ্যে সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র 'গৌড়ীয়ে'র সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহোদয় "বৈষ্ণবধর্ম্ম নামে প্রচলিত মত সমূহের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের পার্থক্য কোথায়" এই বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রেমোজ্জ্বল চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহাশয় মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার

অধিবেশন-বিবরণী

[৭]

শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠের রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীচৈতন্যমঠ—আকর-মঠরাজ। শুদ্ধগৌরাঙ্গ-সেবায় বিশ্রম্ভতা প্রদর্শন-ফলে শ্রীপাদ নরহরিপ্রভু সেই আকরমঠের রক্ষকের পদে শ্রীগুরুদেবের দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অনলস ও অক্লান্ত হইয়া অনুক্ষণ গুরুগৌরাঙ্গ সেবা করিতেছেন—বিনয়, নম্র-ব্যবহার, বৈষ্ণবোচিত দৈন্য ও তিতিক্ষা-দ্বারা সকলের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ মহানন্দজী শ্রীভাগবত আসন ও শ্রীএকায়ন মঠের স্থির ও বিশ্রম্ভ সেবা করিয়াছেন এবং করিতেছেন ও নানাভাবে শ্রীধাম-মায়াপুর ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট-প্রচারের উৎকর্ষের জন্য দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দজী

ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দজী তাঁহার স্বীয় শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক অপ্রাকৃত প্রভুর অনুগামী। শ্রীধাম-মায়াপুরে যে কীর্ত্তন-সৌধ, শ্রীকুঞ্জবিহারী এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ধাম প্রভৃতি দর্শনীয় করিতেছেন, ইহা ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দজীর সেবা চেষ্টারই নিদর্শন স্বরূপ। শ্রীগৌড়ীয় মঠের পল্লী সেবায় এবং গৌড়ীয়মঠ-রক্ষককে সর্ব্বভাবে সাহায্য-করণে ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দজী মঠরক্ষকপ্রভুর দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ।

ব্রহ্মচারী শ্রীহয়গ্রীবজী

ব্রহ্মচারী শ্রীহয়গ্রীবজী দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোভীষ্ট প্রচারে বিশেষ উৎসাহ ও বিশ্রম্ভ সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী

ব্রহ্মচারী শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রীজী অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে শ্রীধাম-পরিক্রমার জন্য আনুকূল্য সংগ্রহ এবং শ্রীধাম-পরিক্রমাকালে যাত্রিগণের শয্যা-যান-বাহনাদির সংরক্ষণ ও বন্দোবস্ত প্রভৃতি কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও আদর্শ সেবা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহনজী

ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন শুদ্ধ গৌড়ীয়-গৌরাঙ্গের যানাদি পরিচালনে বিশেষ কৃতিত্ব ও সেবা চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবকগণ

ব্রহ্মচারী শ্রীনরসিংহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাগানাদি রচনায়, ব্রহ্মচারী শ্রীমদনগোপাল ভাণ্ডার রক্ষণে বিশেষ কৃতিত্ব ও পরিশ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ দাস বনচারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য ভোগের শাক-শব্জী এবং শ্রী সেবোপযোগী নানাপ্রকার কৃষি সামগ্রী উৎপাদনে যে অক্লান্ত সেবা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই আদর্শ স্থানীয়।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার দ্রব্যাদি আনয়ন এবং শ্রীধাম পরিক্রমাকালে বাজার হইতে মহোৎসবাদির বিভিন্ন প্রকার সম্ভার-সংগ্রহাদি-কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভা এই সকল সেবক সেবককে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল

কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল বি, এ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবকালে এবং শ্রীধাম-মায়াপুরে কামিনী বাহাদুরের আগমনকালে মোটর যানাদি প্রদানের দ্বারা বিশেষ সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা এই জন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

মিত্র ভ্রাতৃদ্বয়

কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্র বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত প্রমথ বিহারী মিত্র নামক শ্রীগৌরগতপ্রাণ ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে একটি গৃহ দান করিয়াছেন। ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীধামের সেবার নিমিত্ত তাঁহাদের শ্রী পিতার নামানুসারে পরলোকগত পিতার ভক্তিমান্ মহাশয়ের নামে অদ্ভুতপূর্ব্ব পিতৃভক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে চৈত্র, সোমবার—১৩৩৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৩রা এপ্রিল ২০শে চৈত্র শুক্রবার বিদ্বৎ শ্রীধাম মায়াপুরে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশত-শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক ঠাকুর 'ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট' উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে বর্ত্তমান স্কুলগৃহরূপে নির্ব্বাচিত স্থানে গমন করেন। স্থানীয় হিন্দু মুসলমানগণ এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

সর্ব্ব প্রথমে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বন্দন পূর্ব্বক শ্রীযুত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি,এল, মহোদয় "মনরে কেন কর বিদ্যার গৌরব" এই গীতিটী সুর-তালযোগে গান করেন। অতঃপর গৌড়ীয়সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রস্তাব করেন যে, ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অদ্যকার সভার সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিয়া আমাদের অনুগৃহীত করুন। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে সভাপতি-প্রবর শ্রীল প্রভুপাদ দণ্ডায়মান হইয়া শিক্ষাবিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তন্মধ্যে তিনি শ্রুতি-স্মৃতির শ্লোকোদ্ধার করিয়া পরবিদ্যা ও অপরবিদ্যার পার্থক্য এবং জগতে বর্ত্তমানে কোন্ বিদ্যার আবশ্যকতা, তদ্বিষয় সুষ্ঠুরূপে বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতার সারাংশ সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসঠাকুরের অনুজ্ঞাক্রমে শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি-এল মহাশয় ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য কি, তদ্বিষয়ে সরলভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন।

তৎপরে রাণাঘাটের হেড মাষ্টার শ্রীযুত বিপিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির অনুরোধক্রমে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, আমি শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন করবার একটা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এখানে এসেছিলাম, কিছু বলবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসি নাই। তবে আপনার (সভাপতি প্রভুপাদকে লক্ষ্য করিয়া) আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে কিছু বলবার চেষ্টা করব।" এই বলিয়া তিনি প্রভুপাদের বক্তৃতার তাৎপর্য্যানুসারে বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর অনুমোদন করেন।

অতঃপর আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয় বর্ত্তমানে ম্যানেজিং কমিটির মেম্বরগণের নাম প্রস্তাব করেন। তাহা এই,—

(১) পরমহংস স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী (সভাপতি) (২) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ—স্থায়ী প্রধান শিক্ষক (৩) বাবু শৌরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় জমিদার, (৪) বাবু জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এস, সি (বেলপুকুর),(৫) বাবু কালীপদ রায় বল্লালদীঘি (৬) আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, (৭) শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, (৮) শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, (৯) মিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী, (১০) বাবু যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি. এ, (১১) মিঃ রবীন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ. বি, এল, (১২) শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এ, (১৩) অধ্যাপক শ্রীযুত নিশিকান্ত সান্যাল এম্, এ, র‍্যাভেন্স কলেজ কটক (১৪) অধ্যাপক শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্,-এ, বি, এল্ আনন্দমোহন কলেজ ময়মনসিংহ (১৫) অধ্যাপক শ্রীযুত হরিপদ মণ্ডল বি, এস. সি. আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ, (১৬) শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর দাস বি-এ, হেড মাষ্টার শান্তিপুর, (১৭) পণ্ডিত শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর শ্রীযুত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি,এ মহাশয় স্কুলের শিক্ষকগণের নাম-তালিকা প্রস্তাব করিলে শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ তাহা সমর্থন করায় তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভাপতি শ্রীমৎ প্রভুপাদ তাঁহার প্রারম্ভিক বক্তৃতার উপসংহারে আরও কিছু অভিভাষণ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়। অতঃপর সমাগত জনগণ ভগবৎপ্রসাদ সম্মান করেন।

সভায় উপস্থিত বহু লোকের মধ্যে নিম্নলিখিতজনগণের নাম উল্লেখযোগ্য,—

কলিকাতা হইতে আগত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ আচার্য্যত্রিক গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পর-বিদ্যাবিনোদ বি, এ, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি, এ, শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্, এ, বি-এল, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীপাদ যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র দে (ঢাকা), চম্পকহট্ট শ্রীগৌরগদাধর মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, মোদ-দ্রুম ছত্র হইতে শ্রীপাদ বঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, দিল্লী হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, খুলনা হইতে শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ, শ্রীযুত অমিয় পালচৌধুরী জমিদার, শ্রীযুত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার পালচৌধুরী এবং চেয়ারম্যান চাকদা, শ্রীযুত সদানন্দ ভট্টাচার্য্য চেয়ারম্যান নবদ্বীপ মিউনিসি-প্যালিটী, শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নায়েব রসড়া এষ্টেট, শ্রীযুত লক্ষ্মণচন্দ্র রায় ল্যাণ্ডলর্ড বামনপুকুর, শ্রীযুত বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এস্সি, বি-টি, হেডমাষ্টার রাণাঘাট হাই স্কুল, মুন্সী নাজিবুদ্দিন সেখ একাউণ্ট্যাণ্ট, পালচৌধুরী এষ্টেট, মহেশগঞ্জ, ডাঃ আবদুল রহিম (হোমিও) বামুন-পুকুর, শ্রীযুত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, সরডাঙ্গা, শ্রীযুত ফটিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সরডাঙ্গা, মুন্সী তাইজুদ্দিন সরকার, চৌধুরী সাহেব লোকমান মণ্ডল, মুন্সী নিজামুদ্দি মণ্ডল, শ্রীযুত কালীপদ রায় এস্, ডি, ও পেস্কার, কৃষ্ণনগর, রামপদ বিশ্বাস নিদয়া, হোসেন দফাদার, বামুন-পুকুর-নিবাসী শ্রীযুত মাখনচন্দ্র নাথ, পঞ্চানন মোদক, ডাঃ পশুপতি পাল, শ্রীযুত জীবনহরি চক্রবর্ত্তী, মুরারীমোহন প্রামাণিক, প্রভৃতি ; কলিকাতার সম্ভ্রান্ত মাড়োয়ারীগণ—বাবু রামপ্রতাপ, লালকিষেণ, শিবরাম ও বিশ্বম্ভরলাল, রাণাঘাটের শ্রীযুত ভুজেন্দ্র-নাথ মল্লিক, বাবু মণীন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা। ইত্যাদি বহু ব্যক্তি।

চৈতন্যদেব ও তদীয় অনুচরবর্গ

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভুর বক্তৃতার চুম্বক

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

সমবেত বৈষ্ণবমণ্ডলি, সর্ব্বাগ্রে আপনাদের কৃপা, আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি, আপনারা কৃপা করুন যাতে শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার অনুচরবর্গের অপ্রাকৃত চরিত্র বর্ণন করতে পারি। আমরা গত দুই সপ্তাহে শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর অনুচরবর্গ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন করেছি, আজ শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর অনুচরবর্গের শিক্ষা আলোচনার তৃতীয় অভিভাষণ। শ্রীচৈতন্য ও তাঁর অনুচরবর্গের বৈশিষ্ট্য আমরা যতটুকু আলোচনা করেছি, তা'তে বুঝ্‌তে পেরেছি, নামভজনের প্রণালী তাঁরা সর্ব্বতোভাবে যেরূপে গ্রহণ ক'রেছেন, সেইরূপভাবে শিক্ষা ও দীক্ষা আমরা কোন প্রকার মতবাদে দেখ্‌তে পাই না। যাঁরা সনাতনপন্থা স্বীকার করেন, তাঁরা শব্দ প্রণালীর একটা আবশ্যকতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। আমাদের পূজা-প্রণালী, সাধন প্রভৃতি যাবতীয় পদ্ধতির মধ্যে শব্দের প্রয়োগ আমরা দেখ্‌তে পাই। শব্দ ব্যতীত কোন প্রকারে ভগবদারাধন হয় না। অর্চ্চনে যে মন্ত্র-স্তবাদি দেখ্‌তে পাই, সেখানেও ঐ শব্দের প্রয়োগ। আবার যজ্ঞে কর্ম্মের ঘটা থাকা সত্ত্বে সেখানেও দেবতার আবাহন, পূজা, স্তবাদি ঐ শব্দের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁর অনুচরবর্গের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁদের এই শব্দ—নাম এত শক্তিশালী, যাতে আর কোন প্রকার ক্রিয়ার অপেক্ষা করে না। নামভজনকারীর অন্য প্রকার ক্রিয়াদির অপেক্ষা নাই। নামভজন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। অনেকে মনে করেন যে, নাম-ভজন করতে গেলে জগতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখা যায় না। তাঁরা ধারণা করেন যে, একান্তভাবে যাঁরা নামাশ্রয় করেন, তাঁরা জগতের বিবিধ অনুষ্ঠানে কিরূপে যোগদান করবেন? কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁর অনুচরবর্গের মধ্যে উহার সমাধান রয়েছে। মহাপ্রভু ব'লেছেন—নাম-ভজনের সার্থকতা সেদিন হবে, যেদিন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি যাবতীয় ইন্দ্রিয় চাহিবে কিরূপে নাম-কীর্ত্তন করতে পারি? নামভজনের চরমোৎকর্ষ আমরা

দেখ্‌তে পাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদগণের আচরণে। মহাপ্রভুর পার্ষদবর্গ জগতের সমস্ত লোকের সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জন ক'রে নির্জ্জন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ নাই। তাঁরা জগতের যাবতীয় দ্রব্যের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা ক'রেছিলেন। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বলেছেন,—"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।" আমরা জীবন্মুক্ত তাঁকে বলব—যিনি নামেতে সিদ্ধি লাভ ক'রেছেন, যিনি নামাভাস কর্‌তে পেরেছেন। এরূপ জীবন্মুক্ত যাঁরা, তাঁরা কর্ম্মের দ্বারা, মনের দ্বারা এবং বাক্যের দ্বারা যাবতীয় চেষ্টাকে হরির সেবায় নিযুক্ত করেন। তাঁরা নিখিল অবস্থাতে দেহ-মনের ও বাক্যের ক্রিয়াকে হরির দাস্যে নিযুক্ত ক'রেছেন। তাঁরা দেহের দ্বারা যাহা কিছু কর্‌ছেন, তাহা নামপ্রভুর সেবার জন্য—তাঁরা বেঁচে আছেন নাম প্রচারের জন্য। তাঁরা নামসেবাকে সম্রাজ্ঞী ক'রেছেন এবং সেই সম্রাজ্ঞীর সেবার জন্য তাঁরা সকল কাজ করেছেন। তাঁরা জগতের সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে গিরিগুহা আশ্রয় করেন নাই, তাঁরা জগতের সকল ক্রিয়া, সকল চেষ্টা যাতে নামের সেবায় নিযুক্ত হয়, তার জন্য অলৌকিক চেষ্টা করেছেন। এই ভূতাকাশ আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি, তাঁরা এই ভূতাকাশের ভিতরে বৈকুণ্ঠাকাশ প্রকাশিত করেছেন।

যখন আমরা কোন ঘটনা চিন্তা-ভাবনা বা ধ্যান করি, তাহা ঐ শব্দেরই একটা প্রতীক ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রকার বিশ্বের মধ্যে যাঁর যা কিছু চেষ্টা, সাধনা, বৈশিষ্ট্য, সব নামময় হউক, ইহাই ছিল তাঁহাদের ব্রত। তাঁরা সকল বিশ্বকে নামময় করে ভূলোকে গোলোক অবতরণ করিয়ে দেন।

জগতে অনেক প্রকার ধর্ম্ম, মতবাদ রয়েছে, তাতে ক'রে আমাদের একটা আংশিক ও তাৎকালিক মঙ্গল হয়; কিন্তু শব্দরূপী নামপ্রভুর সেবায় জীবের পূর্ণ আত্যন্তিক ও সার্ব্বকালিক মঙ্গল সাধন হয়। শব্দের ক্রিয়া সোজা নয়। উহা সব চেয়ে বড় জিনিষ। এই শব্দ যার মধ্যে নাই, তাকে আমরা চেতনহীন বলি, মৃত বলি। বাঙ্গালাদেশে ও অন্যান্য দেশেও পাশ্চাত্যবাসিগণ শব্দের অনাদিত্ব স্বীকার ক'রেছেন। যে জগৎ শব্দময়, যে শব্দ বিশ্বকে আক্রমণ করে রেখেছে, সেখানে অন্যান্য সাধনার দ্বারা কিছু সাময়িক মঙ্গল সাধন হ'তে পারে, কিন্তু শুদ্ধ শব্দ দিয়ে যদি বিশ্বকে প্রেমবন্যায় প্লাবিত করতে চাও, যদি বিশ্বের সার্ব্বকালিক ও আত্যন্তিক মঙ্গল সাধন করতে চাও, তা হলে নামপ্রভুর বিচার করতে হবে—শব্দে বিশ্ব প্লাবিত কর্‌তে হবে—একান্তভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নামপ্রভুর সেবা কর্‌তে হবে। এই জন্য মহাপ্রভু ও তাঁর অনুচরবর্গ এই জগতে নামপ্রভুর স্বরূপ জানিয়ে দিয়েছিলেন। গোলোক এখানে অবতরণ করাতে হবে, এখানে কেবল আবরণটা খুলে দিলেই গোলোক অবতরণ হবে। তখন কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা যাবতীয় ইন্দ্রিয় সেই গোলোকের মালিক অভিন্ন শ্রী নামপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গ

(জিলাতিবাসী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ লিখিত।)

সংসারে আসিয়া,　　বিবশ হইয়া,
　　বিষয়-আকর্ষণ আশে।
বিবিধ ভাবেতে,　　কামনা সহিতে,
　　জীব বিহরেন দেশে॥
বিষয় স্বভাব,　　দেয় ভোক্তৃভাব,
　　নিজে ভোগরূপ ধরি।
বিষয়ীরে শেষে　　অশান্তি আবেশে
　　রাখে মোহবদ্ধ করি।
মধুপাত্র যেন,　　মক্ষিকার গণ,
　　মধুপানে ধেয়ে যায়।
মধু পান করি,　　মধু মাঝে মরি,
　　সুখ আশে দুঃখ পায়॥
আসক্তি প্রাপ্তি,　　করি মত্ত অতি,
　　অস্থির অমর পদ।
জরা-মৃত্যুহীন,　　মায়াবদ্ধ দীন,
　　অস্মি বলে দেয় ক্লেশ॥
হেন যে আসক্তি,　　নিত্য আত্মবৃত্তি,
　　চেতন ধরম হয়।
অনিত্যে প্রয়োগ,　　দেয় ভবরোগ,
　　নিত্যে হ'লে সুখোদয়॥
অনিত্য জগতে,　　প্রকৃতি হইতে
　　পুরুষ ঈক্ষণ-বলে।
গুণত্রয় মন,　　যত দ্রব্য হয়,
　　নহে চিরস্থায়ী চলে॥
গুণময় ধামে,　　প্রকৃতি প্রধানে,
　　গুণাতীত আত্ম-অঙ্গে।
গুণপাশে বাঁধে,　　নিজ কাজ সাধে,
　　নাচে শোক-ভয়ে মজে॥
বিশ্বে বিশ্বনাথ,　　নিজ ভক্ত সাথ,
　　অরূপ বিশ্বমাঝে।
সম্বন্ধ হেতু,　　সুমঙ্গল-সেতু,
　　সদা নিত্যরূপে রাজে॥
হেন সঙ্গ বরি,　　মায়া জয় করি,
　　মায়াবিষ্ট জীব যত।
অশোক অভয়,　　অমৃত আলয়,
　　প্রভুসেবা হয় ব্রত॥
প্রতিগ্রহ, দান,　　গুহ্যকথা গান,
　　ভোজন, ভুঞ্জান আর।
সঙ্গের লক্ষণ,　　শাস্ত্রের ব্যাখ্যান,
　　ইহা বই নাহি আর॥
যদি হেন সঙ্গ,　　ভোগসুখে রঙ্গ,
　　অসাধু জনের সঙ্গ।
করে কোন জন,　　দুর্গতিভাজন,
　　অচিরে অসাধু দেহ॥
পুনঃ যদি সেই,　　সাধুসঙ্গে যাই,
　　অসতে আসক্তি ছাড়ি।
সতে প্রীতি করে,　　উপদেশ শিরে,
　　ধরে সাধু-পায়ে পড়ি॥
সতের প্রসঙ্গে,　　কৃষ্ণকথা রঙ্গে,
　　কৃষ্ণনামে শ্রদ্ধা হয়।
বীর্য্যবতী কথা,　　কর্ণে পানপ্রথা,
　　হৃদয় সরল রয়॥
শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয়ে,　　রতির উদয়ে,
　　নিরয়ে রতি আসে।
ভক্ত সমাজে,　　ভক্তিসিদ্ধি লাভে,
　　সকল অনর্থ নাশে॥
হরিনাম　　,　　মত্ত ভক্ত সনে,
　　কাল [illegible] বড়।
অসৎপ্রসঙ্গ,　　দাও ছাড় সঙ্গ,
　　সব [illegible] পড়॥

— —

সুপুত্র

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী লিখিত)

যদি সাধারণ লোক পিতামাতার সেবা পরিত্যাগ করিয়া দারাসক্ত হয় কিম্বা নিজের মেয়েলী প্রবৃত্তিবিশিষ্ট অপক্কবুদ্ধি বিবাহিতা পত্নীর অধীন হইয়া সংসারিক কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হয়, তবে সমাজে কি প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। পিতৃভক্তি, স্বজন-পালন ইত্যাদি নৈতিক কার্য্যগুলি যদি সামাজিক মানবগণ প্রতিপালন না করিয়া অবৈধাচরণরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেন, তবে জগৎ তাৎকালিক ভাবে শান্তিনিকেতন না হইয়া ভীতিরই লীলাভূমি হইয়া থাকে। অতএব অসুর-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট জনগণকে নৈতিক নিয়ম-শৃঙ্খলদ্বারা আবদ্ধ করিতে না পারিলে মানব সমাজে ভয়ঙ্কর অনাচারের উদ্ভব হয়, এইজন্য নৈমিত্তিক নীতিশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃঢ় অনুশাসন-বাক্যসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সকল বিধি নৈমিত্তিক ধর্ম্মযাজী ব্যক্তিগণের অবশ্য প্রতিপাল্য, এতদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কর্ম্মজীবনে অবস্থিতিকালে পিতৃমাতৃসেবা ও স্বদেশ-সেবা আমাদের কর্ত্তব্য হইলেও ঐ সকল কর্ম্ম মনুষ্য জীবনের চরম প্রয়োজন লাভের উপায় নহে। মানবের প্রকৃত হিতকামী সাত্বত-শাস্ত্রসমূহ ও করুণায় মূর্ত্তবিগ্রহ হরিজন সাধুগণ বলিতেছেন,—সর্ব্বজনক শ্রীহরির ভক্তিমান্ সুপুত্র হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সমুদয় চেষ্টাদ্বারা পরম পিতার সেবা করাই প্রতি জীবনের চরম সার্থকতা। যদি কেহ সর্ব্বপিতা পরমেশ্বরের সেবায় আগ্রহ না করিয়া শুধু শুক্র শোণিত জাত জড়দেহসম্পর্কিত জনকজননীর সুখবিধানে জীবন নিযুক্ত করেন, তবে তিনিও জনক-জননীর প্রকৃত 'সুপুত্র' নামবাচ্য নহেন। জড়দেহ জনকের আজীবন সেবা ভক্তি করিয়া যদি শ্রীহরির পাদপদ্মপূজায় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট না হই, তবে আমরা প্রচ্ছন্নভাবে পরস্পরের শত্রুতা সাধন করি মাত্র। ভাগ্যবান্ জনকজননীর হরিভক্ত পুত্রই যথার্থ সুপুত্র। হরিভক্ত তনয় হরিভজনদ্বারা পিতৃপুরুষের প্রতি যে প্রকার তর্পণ নিবেদন করেন, সহস্রবার গয়ায় পিণ্ড দান করিলেও পিতৃভক্ত পুত্রদ্বারা তাহার কোটি অংশের একাংশের তর্পণও সম্ভব নহে। মহাভাগ্যবতী শ্রীশচীমাতার স্নেহের দুলাল, যথার্থ সুপুত্রের লীলাভিনয়কারী অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি জগজ্জীবকে শিক্ষাদানার্থে শ্রীশচীমাতাকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে আমাদের ভ্রম দূরীকৃত হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যদেব সমগ্র অচৈতন্য বিশ্বে পরিপূর্ণ চেতনবাণী পরিবেশন করিয়া বলিয়াছেন,—

"তোমার সেবার উপর আনে রজত কাঞ্চন।
আমি আনি দেশ মাতঃ কৃষ্ণ প্রেমধন॥"

যে কোনও কুলে অথবা যে কোনও দেশে বৈষ্ণব আবির্ভূত হউন না কেন, শুধু সেই দেশ কিম্বা বংশ যে উদ্ধার হয়, তাহা নহে, সমগ্র পৃথিবী, এমনকি স্বর্গবাসী অমরগণ পর্য্যন্ত শ্রীগোবিন্দ-প্রিয় বৈষ্ণবের আবির্ভাবে কৃতার্থ হইয়া থাকেন; শাস্ত্র তারস্বরে ইহা কীর্ত্তন করিতেছেন,—

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং
যেষাং কুলে বৈষ্ণবনামধেয়ম্॥"

অর্থাৎ যে কুলে বৈষ্ণব প্রকাশিত হন, সে কুল পবিত্র, তাঁহার জননী কৃতার্থা এবং বসুন্ধরা ধন্য হন, আর তাঁহার পিতৃপুরুষগণ তাঁহাদের বংশে একজন বিষ্ণুভক্ত আবির্ভূত হইয়াছেন দেখিয়া স্বর্গে পরমানন্দে নৃত্য করিতে থাকেন।　　(ক্রমশঃ)

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

"শ্রীধাম"
টেলি— নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৩০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে চৈত্র বুধবার ১৩৩৭, ৮ই এপ্রিল, ১৯৩১

নানা কথা

নবদ্বীপ সংবাদ
পিকেটিং

প্রকাশ, গত ১৬ই চৈত্র হইতে নবদ্বীপ আবগারী দোকানে শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী দেবী, হেমন্তকুমারী দেবী, বীণাপাণি দাসী ও সাবিত্রী দাসী প্রমুখা ৮জন মহিলাগণ শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করিতেছেন। নবদ্বীপে ভদ্রমহিলাগণের প্রকাশ্য ভাবে কংগ্রেসের এই প্রথম পিকেটিং। পূর্ব্বে উঁহারা কংগ্রেসের অন্যান্য কার্য্যও প্রশংসনীয়ভাবে করিয়াছেন।

কালীগঞ্জ সংবাদ
শোক-সভা

গত ১লা এপ্রিল সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত উমাপদ সান্যালের সভাপতিত্বে কালীগঞ্জের বারোয়ারীতলায় ভগৎসিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসী দেওয়ায় এক শোক-সভা হইয়াছিল।

সরকারের উক্ত কার্য্যের নিন্দা করিয়া একটা প্রস্তাব এবং দীনেশ গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রাণদণ্ড মকুব করিবার দাবী জানাইয়া আর একটী প্রস্তাব সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

পশ্চিম নদীয়ার বিশাত নেতা মৌঃ ফজলুল রহমান বি, এ, ও শ্রীযুক্ত বিমল বাবু ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। সভায় প্রায় সহস্রাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন বলিয়া প্রকাশ।

ডাকাতি

প্রকাশ, কালীগঞ্জ আমাটোলা গ্রামে একটী মুসলমানের বাড়ীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, এই থানার অধীনে প্রায় প্রতি মাসেই ডাকাতি হইতেছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এপর্য্যন্ত কোন ডাকাতই ধরা পড়ে নাই।

নবদ্বীপ সংবাদ
আর্থিক দুরবস্থায় গ্রামবাসীর অভিযোগ
কালীগঞ্জ সংবাদ
উপাসনা সভায় গুলী বর্ষণ দুইজনের শোচনীয় মৃত্যু
কুষ্টিয়া সংবাদ

*

জলকষ্ট

প্রকাশ, কালীগঞ্জ ইউনিয়নে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব মোচনের জন্য সরকার, জেলা বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের নিকট বহু প্রকারে বহু আবেদন নিবেদন করিয়া কোন ফলই হয় নাই। কর্তৃপক্ষ কি এবিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যুক্তি-সঙ্গত মনে করেন না?

কুষ্টিয়া সংবাদ
মোকদ্দমা প্রত্যাহার

কুষ্টিয়া কংগ্রেসের কতিপয় স্বেচ্ছাসেবকের বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধির আইনের ১০৭ এবং ৩২৩ ধারায় যে মোকদ্দমা দুইমাস ধরিয়া চলিতেছিল গত ৩১শে মার্চ্চ বাঙ্গালা সরকার তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন।

আর্থিক দুরবস্থায় গ্রামবাসীর অভিযোগ

প্রায় দুইশত গ্রামবাসী মিলিয়া মহকুমা হাকিমের বাঙ্গালায় গিয়া বলে যে, তাহাদের আর্থিক দুরবস্থার প্রতিকার অবশ্যই করিতে হইবে। মহকুমা হাকিম তাহাদিগকে আশ্বাস দেন যে, যথাসত্বর শীঘ্র তিনি তাহাদের বিষয় বিবেচনা করিবেন।

মূল্য বৃদ্ধি

বাজারে চাউলের মূল্য হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ লোক বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মুসলমান নেতাদের সহিত বড়লাটের বৈঠক

গত ৪ঠা এপ্রিল অপরাহ্ন বড়লাট স্যার মহম্মদ শফি, স্যার মহম্মদ ইকবাল, মিঃ জিন্না, [illegible], এম, এল, এ, মালিক ফিরোজ খান নুন, সিন্ধুদেশের স্যার এম, এন, ভুট্টো, নিজামের রাজা, হাফিজ হেদায়েৎ হুসেন, ডাঃ শাফাৎ আহম্মদ খান, পাঞ্জাব কাউন্সিলের সদস্য মিঃ আবেদ উল্লাহ প্রভৃতি দিল্লীতে অবস্থিত মুসলমান নেতৃবৃন্দকে এক বেসরকারী বৈঠকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

প্রকাশ, বৈঠক প্রায় দেড়ঘণ্টা পর্যন্ত চলিয়াছিল। আলোচনায় কি হইয়াছে, সে সংবাদ জানা যায় নাই, কিন্তু রাজনৈতিক মহলে এই গুজব যে, যাঁহারা বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সত্বর সমাধানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একমত। কারণ দেশের অগ্রগতি ইহার দ্বারা পিছাইয়া দেওয়া তাঁহারা মোটেই উচিত মনে করেন না। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, ভারতবর্ষে শীঘ্র হিন্দু মুসলমান সমস্যার মীমাংসা হইবে। যদি ভারতবর্ষে ইহা সম্ভব হইতে না পারে, তবে লণ্ডনে ইহার সমাধান করিতে হইবে।

কংগ্রেস মহলে আলোচনায় প্রকাশ যে, যদি মহাত্মা গান্ধী সমস্ত মুসলমান সমাজের সম্মিলিত দাবী কি তাহা নির্ণয় করিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে বিলাতে গিয়া সেখানে ইহার মীমাংসা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করা হইবে। কংগ্রেস মহলে প্রকাশ, যুক্ত নির্বাচন ও পৃথক নির্বাচন বিষয় লইয়াই মুসলিমদিগের মধ্যে অনৈক্য।

৫০০০ মাইল মরুভূমি অতিক্রম

মধ্য এশিয়ার পাঁচ হাজার মাইল মরুভূমি অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে ৪০ জন ফরাসী এবং একজন মার্কিণ অধিবাসী মোটরে চড়িয়া যাত্রা করিয়াছেন। এই অভিযানকারীর দল বাগদাদ, তিহরাণ এবং পামীর মালভূমি অতিক্রম করিয়া পিকিন পর্য্যন্ত পৌঁছিতে ইচ্ছা করেন।

ইঁহাদের সঙ্গে সিনেমার যন্ত্র ফটো তুলিবার যন্ত্র এবং বাসস্থানের সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি রহিয়াছে।

বণিকসমিতির বার্ষিক অধিবেশন

করাচী বণিক সমিতির সভাপতি মিঃ এইচ, পি, কুপার সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে তাঁহার [illegible]তায় গত বৎসরের ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসরে আমদানি মালের মূল্য অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা প্রায় সাড়ে [illegible] কোটি টাকা কম হইয়াছে। নানা দ্রব্যের মধ্যে প্রধানতঃ চিনি ও কাপড় এবং তাহার পরে ধাতু ও গমের আমদানি ঘাটতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি আরও বলেন—"করাচীর এই ঘাটতির আমদানির কত অংশ জগতের ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা অবস্থার ফলে এবং কত অংশ জাতীয় আইন অমান্য আন্দোলনের ফল তাহা যথাযথভাবে বলা কঠিন, তবে, কাপড়ের আমদানি যে বিলাতি বস্ত্র বর্জ্জন আন্দোলনের ফলেই কমিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

লর্ড আরউইনের দূরদর্শিতা

করাচী কংগ্রেসে দিল্লীর চুক্তি সমর্থন সম্পর্কে "টাইমস" পত্রিকার সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, গান্ধী আরউইন চুক্তির সমর্থন দেখিয়া লর্ড আরউইনের দূরদর্শিতা বেশ বুঝা যায়।

নিখিল ভারত মেডিক্যাল কনফারেন্স
পুণায় অধিবেশন

আগামী ২৫শে, ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে এপ্রিল এবার পুনায় যে নিখিল ভারত মেডিক্যাল কনফারেন্স বসিবে, তাহার উদ্যোগ আয়োজন জোরের সহিত চলিতেছে। বিজ্ঞানবিভাগে দেশের কয়েকজন খ্যাতনামা ডাক্তারের সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের কাগজ দাখিল করিবেন। সেই সমস্ত কাগজ কনফারেন্সের প্রথম দুই দিনের অধিবেশনে পঠিত ও আলোচিত হইবে।

বিস্তারিত কার্য্য সূচী ও নিমন্ত্রণপত্র সমস্ত ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট পাঠান হইয়াছে।

মহিলাদের পিকেটিং
বিদেশী কাপড় সম্পূর্ণ বন্ধ

ডাঃ [illegible] নৈতালের আয়ারল্যাণ্ডী শ্রীমতী রোসালিন্ড [illegible] এবং আরও কতিপয় মহিলা সমগ্র টাউন বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করিতেছেন। খুব শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং চালান হইতেছে। ফলে ব্যবসায়িগণ কোন কাপড়ই বিক্রয় করিতে পারিতেছেন না।

মদ ও গাঁজার দোকানে পিকেটিং

ঐস্থানীয় কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং পরিচালিত হইতেছে স্বেচ্ছাসেবকগণ ঠিক মহাত্মাজীর নির্দ্দিষ্ট পন্থায় মদ ও গাঁজার দোকানে পিকেটিং করিতেছে।

ডাক হরকরার তাকলুট

গত ২৪শে মার্চ প্রকাশ্য দিবালোকে এক ডাক হরকরার নিকট হইতে ডাক লুট হইয়া গিয়াছে। ডাক হরকরা [illegible] হইতে [illegible] পোষ্টঅফিসে যাইতেছিল। তাহার ব্যাগে ২ শত টাকা ছিল। মহারাজার তহশীলদারের পুত্র শ্যামান গোপীকান্ত চাটার্জীকে ঐ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ডাক হরকরা নাকি গোপীকান্তের নাম করিয়াছিল। আসামীকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

নিখিল বঙ্গীয় মহিলা কংগ্রেস অধিবেশন

এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কলিকাতার টাউনহলে নিখিল বঙ্গীয় মহিলা কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। রাজনৈতিক অবস্থা নারী সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কীয় দেশের নারীদের সম্বন্ধে উক্ত কংগ্রেসে আলোচনা ও ভবিষ্যৎ কার্য্যপন্থা নির্দ্ধারণ করা হইবে।

মোটর চাপায় স্ত্রীলোকের মৃত্যু

হুগলী চাঁর [illegible] এক বাঙ্গালীর বাঙ্গালী মোটর চালক গত রবিবার গাড়ী লইয়া গিয়া শ্যামপুকুরে [illegible] স্ট্রীটে রাখিয়াছিল। তাহার অনুপস্থিতিতে অপর একজন বাঙ্গালী চালক গাড়ীখানি নিয়া যায় এবং অসতর্কভাবে গাড়ী চালাইয়া রাজা নবকিষেণ স্ট্রীটে একটি স্ত্রীলোক ও ৪টি লোককে চাপা দেয়। স্ত্রীলোকটি মারা গিয়াছে। এই ৪টি লোককে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই চালককে পুলিশ চুরি এবং অসতর্কভাবে মোটর চালনার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছে।

নেতৃবৃন্দের কাণপুর যাত্রা

বল্লভভাই প্যাটেল, শেঠ যমুনালাল বাজাজ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং মহাত্মাজীর পুত্র শ্রীদেবীদাস গান্ধী কাণপুরের দাঙ্গা সম্পর্কে ৫ই এপ্রিল রাত্রে তথায় যাত্রা করিয়াছেন।

উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শেঠ যমুনালাল বাজাজ, শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধী, [illegible] আসফআলী, পণ্ডিত সুন্দরলাল এবং বাবু পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন গত ৬ই এপ্রিল কাণপুরে পৌঁছিয়াছেন। কাণপুর ঐক্য বোর্ডের সম্পাদক, এডভোকেট [illegible] স্বরূপ, এডভোকেট নারায়ণ প্রসাদ নিগম, অধ্যাপক খাজা আবদুল ওয়াহেদ এবং অন্যান্য হিন্দু ও মুসলমান নেতা তাঁহাদিগকে উপদ্রুত অঞ্চলে লইয়া যান। তথা হইতে ফিরিয়া তাঁহারা দোকানগুলি এখন খোলা সঙ্গত কিনা তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রকাশ, তাঁহারা ব্যবসায়ীদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন, তাঁহারা (ব্যবসায়ীরা) যেন তাঁহাদের ধন-সম্পদ রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য অপেক্ষা পরস্পর সদিচ্ছা এবং বিশ্বাসের উপরই অধিক নির্ভর করেন। তাঁহাদের মতে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই পরস্পরকে রক্ষার জন্য এবং নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের উপর যাহাতে অত্যাচার অনাচার না করে তজ্জন্য পরস্পর সহযোগিতা করা উচিত।

এই তার পাঠাইবার সময় মৌলবী হাফিজ মহম্মদ সিদ্দিকের আমন্ত্রণে নেতৃবৃন্দ তাঁহার গৃহে গমন করিয়াছেন।

উক্ত তারিখে অপরাহ্ণে সর্দ্দার প্যাটেল এবং মৌলানা আজাদ সরাপ্রসাদ লাইব্রেরী ভবনে হিন্দু মুসলমান ঐক্য সম্বন্ধে ঐক্য বোর্ডের সদস্যগণের নিকট বক্তৃতা দিয়াছেন।

ভারত সম্রাট অসুস্থ

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জের সর্দ্দি হইয়াছে তবে এখনও শয্যাশায়ী হন নাই। যাহাতে রোগ বৃদ্ধি না হয় তজ্জন্য আপাততঃ তাঁহাকে উইণ্ডসর প্রাসাদের ভিতরে থাকিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। গত ৫ই এপ্রিল তিনি উপাসনায় যোগদান করিতে পারেন নাই তবে প্রাসাদ-সম্পর্কিত কয়েকটি জরুরী কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

চন্দননগর মিউনিসিপ্যালিটীর সুবিবেচনা

চন্দননগর নিবাসী যে সকল শ্রমিক বেকার হইয়াছে তাহাদের সাহায্যার্থ চন্দননগর মিউনিসিপালিটী একটী বিশেষ সভায় ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উক্ত মিউনিসিপালিটী পণ্ডিচেরীর গবর্ণর ও ষ্টেট সাহায্য সমিতিকে যথাক্রমে ২০০০৲ হাজার ও ১০০০৲ হাজার টাকা শ্রমিকগণকে সাহায্যার্থ দান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার—১৩৩৭

বক্তৃতার চুম্বক

(১)

বিষয়—'জনমত ও পরমার্থ'

বক্তা—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দির

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥
আনন্দলীলাময়বিগ্রহায়
হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায়
চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥

সমবেত সুধী এবং বৈষ্ণবমণ্ডলি, আজকে আমাদের বক্তব্য বিষয় বিজ্ঞাপিত হ'য়েছে—"জনমত ও পরমার্থ।" বিষয়টী বড়ই গুরুতর এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত আলোচ্য। এই গুরুত্ব বিষয় আলোচনায় আমাদের ব্যক্তিগত মত বা সিদ্ধান্ত বিচার না ক'রে যদি আমরা শ্রৌতপথ অনুসরণ করি অর্থাৎ সনাতন শাস্ত্র, আমাদের পরম পূজনীয় গুরুবর্গ, মহাজনবর্গ, ঋষিগণ, লোকোত্তর মহাপুরুষগণ যেভাবে এই সমস্যার সমাধান ক'রেছেন, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে যদি আমাদের বক্তব্য বিষয় বর্ণন করি, তা' হ'লে উহা সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শিত হ'তে পারে, কিন্তু যদি উহার ব্যতিক্রম হয়—সাত্বত শাস্ত্র ও অতিমর্ত্ত্য মহাজনগণের পদানুসরণ ক'রে বক্তব্য বিষয় বর্ণন করবার সুমতি যদি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না হয়, ত' হ'লে আমাদের বক্তব্য গুরুতর বিষয়টীর আলোচনা সুষ্ঠু হ'বে না। অতএব এবিষয় সম্বন্ধে কিছু বল্‌বার পূর্ব্বে আমি মহাজনগণের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।

এই যে 'জনমত ও পরমার্থ',—ইহা বর্ত্তমানে একটা ভাব্‌বার বিষয়। আমাদের চিন্তাস্রোত বর্ত্তমানে যেপ্রকার চল্‌ছে, তা'তে গণবাদ বা জনমতেরই প্রাধান্য ও প্রাবল্য লক্ষিত হয়। ইহার একটী বিশেষ কারণও আছে,—আমরা সমাজে বাস করি, সামাজিকতা আমাদের একটী প্রধান ধর্ম্ম, দশটা লোককে ছেড়ে দিয়ে আমাদের ব্যক্তিত্ব রক্ষা হয় না। যদি সমাজের কোন লোককে আমরা শাসন করতে যাই, তা' হ'লে তা'কে এক ঘরে ক'রে রাখি। ইহাতে যিনি শাস্তি পান, তিনিও মনে করেন, দশটা লোকের সঙ্গে মিশতে না পেয়ে তিনি কঠোর শাস্তি পেলেন অর্থাৎ বহুলোকের এমন একটা শক্তি,এমন একটা বিশিষ্টতা আছে, যা' হ'তে কাহাকেও বিচ্যুত কর্‌লে তা'কে নির্য্যাতিত করা যায়, তা'কে আত্মগ্লানি এনে দেওয়া যায়। এবিষয়ে সমাজের—জন-শক্তির বিশেষ প্রাধান্য আছে।

'অর্থ' শব্দে প্রয়োজন। আমরা যে কিছু করছি, চাকরী করছি, ব্যবসা করছি, সামাজিকতা করছি, সেসকল অর্থ। এটা এজগতের বড় ফল—পুরুষার্থ—পুরুষের প্রয়োজন। ইহা দ্বারা আমাদের অশান্তির লাঘবতা সাময়িকভাবে করতে পারি এবং অন্যান্য প্রয়োজনও ইহাতে সাধিত হয়। কিন্তু যেখানে 'পরমার্থ' অর্থাৎ পরম প্রয়োজন, সেখানে এই জগতের নিয়ম, সামাজিকতা, বৈশিষ্ট্য ক্রিয়াবান হ'তে পারে না। এই পরমার্থ-রাজ্যে জনমতের কত আধিপত্য থাকতে পারে, দেখা যাক্। গীতা কিম্বা সনাতন শাস্ত্র যখন আমরা আলোচনা করি, তখন দেখ্‌তে পাই—আমাদের মনঃকল্পিত ধারণার বিপরীত ইঙ্গিত শাস্ত্রে র'য়েছে। যেমন গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি
সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো
মুনেঃ॥

—সকল প্রাণিগণের পক্ষে যা' নিশা—সেখানে সকল প্রাণী ঘুমিয়ে র'য়েছে, সেখানে সংযমী জাগরূক রয়েছেন, আর যেখানে প্রাণিজগৎ জেগে রয়েছে,সেখানে স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি নিদ্রিত আছেন, তাঁ'র সেখানে কোন ক্রিয়া নাই। অর্থাৎ আত্মপ্রবণা ও বিষয়প্রবণা ভেদে বুদ্ধি দু'প্রকার। আত্মপ্রবণবুদ্ধি সর্ব্বভূতের—জড়মুগ্ধ সাধারণ জীবের পক্ষে রাত্রিবিশেষ; বিষয়প্রবণবুদ্ধি জীবসকল ঐ রাত্রিতে নিদ্রিত থাকায় আত্মজ্ঞান লাভ কর্‌তে পারে না। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ সেই রাত্রিতে জাগরূক থেকে আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। জড়মুগ্ধ জীব বিষয়প্রবণবুদ্ধিতে জাগ্রত থেকে তন্নিষ্ঠ-বিষয় শোক-মোহাদি অনুভব করে, কিন্তু উহাই স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির সম্বন্ধে রাত্রিবিশেষ। তিনি তা'তে সংসারী লোকের সুখদুঃখ প্রদ প্রারব্ধাদি বিষয়সকল উদাসীনভাবে ও যথোচিত নির্লিপ্তভাবে স্বীকার করেন।

ভগবান গীতায় আরও বলছেন,—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি
তত্ত্বতঃ॥

অর্থাৎ সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেউ কেউ কল্যাণ-সিদ্ধির জন্য যত্ন করে, আবার এরূপ সহস্র সহস্র সিদ্ধগণের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) তত্ত্বতঃ অবগত হন। কাজেই দেখুন, জনসমষ্টির ভিতরে কেউ কেউ ভগবানকে ভজন করেন, আবার যাঁরা ভজন করেন, তাঁদের মধ্যেও তাঁকে (ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে) পান, এমন লোক অতি বিরল।

বর্ত্তমানে আমরা জনসমষ্টিরই প্রাধান্য লক্ষ্য করছি। লোকসংখ্যার আধিক্য দেখাতে, যেমন ভোটিংয়ে হ'য়েছে—বহু লোক যখন কোন রাষ্ট্র বা সামাজিক নীতির সমর্থন করেন, সেটিকে আমরাও নির্বিচারে স্বীকার করছি, সমষ্টির [illegible] 'তে অনুমোদন নাই, আমরাও স্বীকার কর্‌তে প্রস্তুত হচ্ছি না। আমরা গীতায় ভগবানের শ্রীমুখের দেখতে পাই, সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কেউ কেউ ভগবানকে পা'বার জন্য যত্ন কর্‌ছেন। কিন্তু এরূপ সহস্র সহস্র বহির্ম্মুখ ব্যক্তি যেখানে কোন 'ধর্ম্ম' প্রতিপাদন কর্‌ছেন, সেটীকেই যদি আমরা 'ধর্ম্ম' ব'লে গ্রহণ করি, তা' হ'লে গীতার বাণী অনুসারে তদ্দ্বারা আমাদের মঙ্গল লাভ হয় কি? কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য ক'রে আমাদিগকে জানাচ্ছেন,—'ওহে ভ্রান্ত মানব, তোমরা যে বহুলোকের ভোট নিয়ে ধর্ম্ম ঠিক কর্‌বে মনে ক'রেছ, তাদের মধ্যে ত কেউ কেউ মাত্র আমাকে উপাসনা করেন, তা' হ'লে এরূপ জনসমষ্টি কিরূপে ধর্ম্ম নিরূপণ কর্‌বে? তোমরা যদি সেই সমস্ত লোকগণের ভোট লও, তা' হ'লে কি মঙ্গল লাভ কর্‌তে পারবে?' সুতরাং গীতার বাণী নিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার কর্‌লে আমরা দেখ্‌তে পাই,—বহির্ম্মুখ জনগণের ভোট নিয়ে ধর্ম্ম নিরূপিত হয় না। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে যমরাজ বলছেন যে, পরমার্থ কখনও সংখ্যাধিক্যের মত নিয়ে ঠিক হ'তে পারে না।

এই জগতে আমরা যত জন এসেছি, সকলেই অপরাধী। আমাদের স্বরূপের বৃত্তি যে নিত্য কৃষ্ণদাস্য, তা' বিস্মৃত হ'য়ে গিয়েছি ব'লে আমরা এই দেবীধামরূপ কারাগারে আবদ্ধ হ'য়ে অহর্নিশ মায়া দেবীর শাস্তিভোগী থাকি। রাজা হ'তে কুটীরবাসী পর্য্যন্ত কেউ এ' নিয়ম অতিক্রম কর্‌তে পারছে না। এই ভবকারারক্ষী শ্রীদুর্গাদেবী বা মহামায়া আমাদিগকে পরমার্থের দিকে উন্মুখ করিয়ে আমাদের স্বরূপের বৈভবে—স্বদেশে (গোলোকে) নিয়ে যাবার জন্য শাস্তি দিচ্ছেন। আমরা চিরদিনকে চিন্তে পারি নাই, কাজেই তিনি ছায়াশক্তি মহামায়া বা দুর্গাদেবীরূপে আমাদিগকে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ যন্ত্রণা প্রদান-পূর্ব্বক নিষ্কপট কৃপা করবার বিধান কর্‌ছেন। যদি মুক্ত রাজ্যের—চিৎজগতের খবর সম্বন্ধে এরূপ কারাগারস্থিত নির্ব্বোধ জনসমষ্টির নিকট হ'তে ভোট নিয়ে কোন স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তা' হ'লে তদ্দ্বারা জীবের কতদূর আত্যন্তিক মঙ্গল বা পরমার্থ লাভ হ'তে পারে, তাহাকে নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসুগণ [illegible] একবারও কি একটুকু স্থিরচিত্তে চিন্তা ক'রে দেখ্‌বেন না?

নিবেদন

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

[illegible] বৈষ্ণব ঠাকুর!
(তব) রাতুল চরণ-তলে।
এসেছে পামর তাপিত পরাণে
বেদনা জানাবে ব'লে॥
তোমার মতন দয়াল ঠাকুর
ত্রৈলোক্য ভুবনে নাহি।
এহেন পতিত নাহি মম সম
অধম জনের মাঝি॥
ভবপারাবার মাঝে দহিছে দহিছে
না দেখি কাহারে কেহ।
কৃপাবারি আনো অন্তর মাঝে
জুড়াও অশেষ দেহ॥
কতই প্রকার [illegible] মূর্ত্তি
ধরেছে কলি [illegible]।
মরুভূমি মাঝে মরীচিকাসম
মায়া ছলে ছলনায়॥

আলোকের আশে আলেয়ার পানে
ধাইনু অনেক কাল।
আলেয়া ভুলায় আলোকের বেশে
আলোকের আশা—ভুল॥
দিবসের শেষে রাতের আঁধারে
কালের সাগরে ধায়।
পল পল করি' ফুরাইছে দিন
মাসে মাসে বর্ষ যায়॥
কামনা-দানবী বিক্রমের ভ'রে
হৃদয়ে বেঁধেছে বাসা।
(আমি) সতত ব্যাকুল তার সেবা-তরে
তবু তো পুরে না আশা॥
জড়সুখ আশে আকুল পিয়াসে
ভ্রমিনু উন্মাদ সম।
সুধাভ্রমে প্রভো, বিষ পান করি'
এবে প্রাণ যায় মম॥
'ভোগে ইষ্ট নাই ত্যাগে ভবে গতি'
কপট বৈরাগী কহে।
শ্রীহরিসেবার উপচার-ভার
ত্যেয়াগিনু তারি মোহে॥
সেবার সদন নিখিল জগৎ
শ্রীকৃষ্ণ স্বরাট্ পতি।
না বুঝিনু তাহা করম বিপাকে
এমত বিষয়-মতি॥
হীনতা আমার নাহি তিয়া মাঝে
অভিমানে উচ্চশির।
কবে বা এশির লুটায়ে পড়িবে
পদরজে বৈষ্ণবের॥
তুমি ত দয়াল অগতির গতি
পতিত জনের স্বামী।
অভাজন বলি' ত্যজিয়াছে সবে
এখন ভরসা তুমি॥
আমার বলিয়া সেবিনু যাদের
তারা ত করে না দয়া।
দয়া বেশ ধরি' মুহুর্মুহু মোরে
বঞ্চিত করিছে মায়া॥
মম কর্ম্মফল ভ্রুকুটি দেখায়
প্রাণেতে মরণ-ভয়।
ওহে শক্তীশ্বর! মৃত্যুভয়হারী
দাও দীনে পদাশ্রয়॥
কৃপাসাগর দানে এ অধম জনে
দেহ' নিষ্কপট রতি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
মাগি ও' চরণ স্মৃতি॥

নবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার

অধিবেশন-বিবরণী

(১১)

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ

কলিকাতা বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট নিবাসী হরিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার বা সত্যের প্রতি যেরূপ নিরপেক্ষ প্রীতি প্রদর্শন করিতেছেন নানাভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের সহায়তা করিয়া নিজ মহদন্তঃকরণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ রায়

নাকাশীপাড়ার জমীদার শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ রায় মহাশয় শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ পরিক্রমায় তাঁহার হস্তী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়বিগ্রহ বহনার্থ প্রদান করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

মাদ্রাজে আনুকূল্যকারিগণ

মাদ্রাজের মহামান্য রাজশ্রী রামস্বামী পি, এস, শঙ্করনারায়ণ আয়ার অবসর বি, এ, বি, এল মহোদয় তামিল ভাষায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গের ইংরেজী বক্তৃতাসমূহ অনুবাদ করিয়া মদ্রদেশবাসী সজ্জনগণে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার, তামিল ভাষায় শরণাগতির গীতির পদ্যানুবাদ এবং প্রচার কার্য্যে বিবিধভাবে সেবা-প্রবৃত্ত হোইয়াছেন। মহামান্য রাজশ্রী পি, কৃষ্ণস্বামী আয়ার অবসর বি, এ, মহামান্য রাজশ্রী স্বামীনাথ আয়ার অবসর মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে বিভিন্নভাবে সেবা করিয়া মহাপ্রভুর বিশেষ প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁহাদের জানিতে পারা গিয়াছে যে, গৌরজন্মোৎসবের দিন তাঁহারা অসামান্য সেবার আদর্শ দেখাইয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী-সভা এজন্য তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র পাঢ়ি

মিঃ হরিশ্চন্দ্র পাঢ়ি ইঞ্জিনীয়ার পি, ডব্লিউ, ডি কটকে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপনকালে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করায় শ্রীধাম প্রচারিণী সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত নফর চন্দ্র পাল

স্বনামধন্য ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত নফর চন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবমন্দিরে প্রবেশোৎসবকালে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রার জন্য বিভিন্ন মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ এবং নানাভাবে শ্রীধামপ্রচারিণীসভার সেবা করায় শ্রীধাম-প্রচারিণীসভা ভক্তিভূষণ মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

রায় নগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি বাহাদুর

নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় নগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী বাহাদুর শ্রীধামে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের একটী রাস্তার জন্য যত্ন করায় শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ১৫ই চৈত্র (১৩৩১) ২৯শে মার্চ্চ রবিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে হুগলী জেলার অন্তর্গত রাজবলহাট গ্রামে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী প্রচারার্থে আগমন করেন। উক্ত গ্রাম-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে স্বামিজী মহারাজ সপার্ষদে তাঁহার ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সন্ধ্যার পর তাঁহার সুবিস্তৃত নাট্যমন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীরূপ-সনাতনের মহাপ্রভু-পাদপদ্মে মিলন লীলা পাঠ করেন, পাঠের আদি ও অন্তে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের কীর্ত্তন হইয়াছিল। গ্রামবাসী বহু সজ্জন ও ভদ্রমহিলা স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন। রাজবলহাট গ্রামটী বহু প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু। এস্থানে ব্রাহ্মণাদি সর্ব্বপ্রকার জাতির বাস আছে। এক হাজার এক বর্ণের সহস্র সহস্র লোক বাস করেন। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাজবল্লভী দেবীর মন্দির গ্রামের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত আছে। অন্নদামঙ্গল প্রণেতা কবিবর ভারত চন্দ্র রায় গুণাকরের পূর্ব্ব-পুরুষ স্বাধীন রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ রায় ঐ দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। দেবীর নামেই রাজবল্লভহাট বা রাজবলহাট গ্রামের নাম হইয়াছে। হাওড়া চাঁপাডাঙ্গা লাইট রেলওয়ের ডোং-আটপুর ষ্টেসনে নামিয়া ৩ মাইল পশ্চিমে আসিলেই ঐ গ্রামে উপনীত হওয়া যায়। আটপুর শ্রীগৌড়মণ্ডলের অন্তর্গত শ্রীপরমেশ্বরী প্রভুর শ্রীপাট। গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে গৌড়মণ্ডল পরিক্রমার সময় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রায় শতসংখ্যক ভক্ত-সমভিব্যাহারে ঐ গৌরপদাঙ্কিত স্থানে শুভবিজয় করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। সুতরাং রাজবলহাট গ্রামে শ্রীশ্রীগৌরনিজজনের আবির্ভাব-হেতু পরম সৌভাগ্য-ভরান্বিত।

পরদিবস অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যমঠের ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ ভক্তগণ এক বিরাট নগরকীর্ত্তন শোভাযাত্রা করিয়া গ্রামবাসীর দ্বারে দ্বারে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের কীর্ত্তিত শ্রীশ্রীমহামন্ত্র নাম প্রচার করেন। গ্রামবাসী বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই বিচিত্র পতাকাহস্তে যেরূপ মহোল্লাসে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে স্বামিজী মহারাজের পশ্চাদনুসরণ করিতেছিলেন, তাহা দেখিলে বড়ই আনন্দের উদয় হয়। সন্ধ্যায় অব্যবহিত পরেই সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবুর ঠাকুরবাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে নিবারণ বাবু কীর্ত্তনকারী গ্রামবাসিগণকে মিষ্টান্ন প্রসাদাদি বিতরণ করেন। সন্ধ্যার পর পুনরায় যথারীতি গুর্ব্বষ্টক ও অন্যান্য কীর্ত্তন হইবার পর স্বামিজী মহারাজের আদেশে প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিচয় প্রদান করেন। অতঃপর স্বামিজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে হিরণ্যকশিপুর (কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার) আনুগত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তরাজ শ্রীমৎ প্রহ্লাদ মহারাজের আনুগত্যে সকলেরই বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য—এই সকল বিষয় সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তন করেন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ৩ ঘন্টা কাল পাঠ শ্রবণ করিয়াছেন। পাঠের পর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হয়। সকলেই বলিয়াছেন,—এইরূপ পাঠকীর্ত্তন আমরা ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও শ্রবণ করি নাই। আশা করি, গৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দ আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে এইরূপ পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণের সুযোগ দিয়া কৃতার্থ করিবেন।

নিবেদক হরিজনকিঙ্কর
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দাস
সাং রাজবল হাট

---

(২)

গত ২৮।৩।৩১ তারিখে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বড়া মোহনপুর-নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত অদ্বৈত প্রসাদ দে মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার জমিদারীতে পদার্পণ করিয়া কয়েকদিন যাবৎ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠাদি দ্বারা বহু শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

অদ্বৈত বাবু ও তাঁহার উপযুক্তা সহধর্ম্মিণীর সেবাপ্রবৃত্তির ফলে অনেক লোক হরিকথা শুনিবার ও বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবার আনুকূল্য করিবার সুযোগ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে ও তাঁহার নিজ জনগণের প্রতি ইঁহাদের যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এইরূপ, আদর্শ গৃহস্থ ভক্ত ভারতের প্রত্যেক ঘরে ঘরে হউক, ইহাই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কর্ম্ম-সুখ ও সেবা-সুখ

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তি-গুণাকর)

ভগবদ্বিমুখ অবস্থায় জীব নিজ বাহ্য দেহ ও মনের সুখ সাধনের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকে। বাহ্যদেহ ও মন উভয়ই নশ্বর এবং যে সমুদয় বাহ্য বস্তুর দ্বারা দেহ ও মনের সুখ সাধিত হয়, তাহারাও ধ্বংসশীল। সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল দেহ ও মন নশ্বর পদার্থ-সাহায্যে নিত্যকালব্যাপী আনন্দ লাভের সুযোগ পাইতে পারে না। নশ্বর পদার্থ দ্বারা নশ্বর দেহ ও মন দুঃখমিশ্র আনন্দ লাভ করে।

নশ্বর পদার্থগুলি খণ্ড খণ্ড আকারে পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং তাহারা অখণ্ড বা পূর্ণ তত্ত্বের ন্যায় অমিত [illegible] নহে। যেহেতু তাহারা খণ্ড বা অপূর্ণ বস্তু, তজ্জন্য তাহাদিগকে অল্পশক্তিযুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং তাহা পূর্ণতত্ত্বসম্পন্ন তত্ত্বের ন্যায় ঘনসুখদানে সমর্থ হইতে পারে না। কাজেই নশ্বর পদার্থ দ্বারা নশ্বর দেহ ও মন ঘন [illegible] পরিবর্ত্তে তুচ্ছ সুখ লাভের সুযোগ পাইয়া থাকে।

অনিত্য বস্তু দ্বারা যে অল্পকাল স্থায়ী সুখ লাভ করা যায়, তাহা বহু আয়াস সাধ্য। বহু পরিশ্রমের পর যে ক্ষণস্থায়ী সুখ লাভ করা যায়, পরিশ্রমের তুলনায় তাহা নগণ্য। আবার দেখা যায়, বহু পরিশ্রমের পর অনেক সময় জীব সেই নগণ্য সুখটুকুও লাভ করিতে পারেনা এবং যদি কোনরূপে লাভ করে, অবিলম্বে তাহা বিলুপ্ত হইয়া জীবকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী দুঃখ-সাগরে ফেলিয়া দেয়। কাজেই বুঝা যাইতেছে যে, নশ্বর বস্তুর সংস্পর্শে ক্ষণস্থায়ী সুখের অবসানে যখন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী দুঃখ আসিয়া জীবের হৃদয়কে ছাইয়া ফেলে, তখন উহা দুঃখেরই জনক।

এক্ষণে আমরা বুঝিলাম যে, বাহ্য দেহ ও মনের লভ্য সুখ—ক্ষণিক এবং দুঃখের জনক। যে সমুদয় ভগবদ্বিমুখ জীব এই প্রকার হেয় সুখের বাসনা হৃদয়ে পোষণ করে, তাহারা যে মন্দবুদ্ধিবিশিষ্ট তাহা শাস্ত্র ও সুধীগণ স্পষ্টরূপে ঘোষণা করিতেছেন। এই মন্দমতি জীব সমূহকে নিত্যকাল-ব্যাপী সেবানন্দরস পান করাইবার জন্য শাস্ত্র ও সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে, জীবগণের একমাত্র সেব্যবস্তু শ্রীভগবান এবং তাঁহার সেবা আত্মারামগণেরও ঘন নিত্যানন্দপ্রদ। ভগবৎসেবাকালে যে দুঃখ ও ক্লেশের আভাস উপস্থিত হয়, তাহা দেহ ও মনের সুখের আশায় ধাবমান ব্যক্তিগণ লভ্য প্রকৃত দুঃখ ও ক্লেশের ন্যায় হেয় ও তীব্র যাতনাপ্রদ ব্যাপার নহে। উহা পরমানন্দেরই আকারভেদ এবং অবিদ্যাজনিত দুঃখের নাশক যথাহি মহাজনবাক্য,—"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেও ত পরম সুখ। সেবা সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥"

ভগবৎসেবা [illegible] অন্য আমাদের সাধ্য [illegible] ও দুঃখ [illegible] বিমল নিত্যানন্দ [illegible] সমর্থ হয় [illegible] কর্ম্মের জন্য [illegible] এবং সুখ-দুঃখ-জনক বা কখনও [illegible] হয় না, [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] ৯৭ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"[illegible] দেখিবার [illegible] [illegible] ভুমি [illegible]"

[illegible]

[illegible] (অবাং [illegible] [illegible]) [illegible] [illegible]

যোগেন্দ্র বিরহে

[illegible]

[illegible]

[illegible] কুসুম [illegible]

শ্রীশ্রীগু [illegible]

[illegible]

[illegible] সময় [illegible]

[illegible] প্রপঞ্চ [illegible] করিয়াছেন। [illegible] এক দুষ্কৃত্যোচিত আমার প্রাণের কোনও এক পল্লীবালিকার জন্ম গ্রহণ করিয়া কুসুমটী প্রাণের আরাধ্যদেবতা শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মে আত্মোৎসর্গ দ্বারা কিরূপে প্রপঞ্চ জয় করিতে হয়, তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রপঞ্চে অবস্থিতিকালে এই সেবাবিগ্রহ 'শ্রীযোগেন্দ্র দাস' নামে সজ্জনবৃন্দের নিকট পরিচিত ছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ আমার প্রাকৃত দর্শনের অন্তরালে গিয়াছেন, কিন্তু তিনি এমনই কৃপালু যে, আমার উদ্ধারের নিমিত্ত আমার সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার সেবা-গঠিত মূর্ত্ত আদর্শটী। এই আদর্শ আমাকে সর্ব্বদাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে, ওহে, সুকৃতিবান! কোটি কোটি জন্মের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিফলে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের মূর্ত্ত বিগ্রহ করুণাবতার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রয়ের সুযোগ পাইয়াছ, আর এক মুহূর্ত্তও হেলায় হারাইও না। তুমি যে সঙ্কল্প-বিকল্প-দ্বন্দ্বময়সংযুক্ত মনোরথে অধিরূঢ় হইয়া ভাবিতেছ, অনুস্বার বিসর্গের জ্ঞান না থাকিলে শাস্ত্রমর্ম্ম অবগত হওয়া যায় না, সুতরাং হরিভজন হয় না তাহা মিথ্যা। অনুস্বার বিসর্গের জ্ঞান থাকিলেও শাস্ত্রমর্ম্ম জানা যায় না, পরন্তু ঐ জ্ঞান অহঙ্কারের সৃষ্টি করিয়া ভজনের বাধা জন্মায়। 'সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ' আচার্য্যপাদপদ্ম আশ্রয় কর, আচার্য্যের উপদেশানুসারে সেবাকার্য্য সম্পাদন কর, দেখিতে পাইবে, তোমার চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইয়াছে এবং নিখিল শাস্ত্রমর্ম্ম তাহাতে কি অপূর্ব্ব শোভাবিশিষ্ট হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই হৃদয়ে অপ্রাকৃত দেহে বাবাগোবিন্দের সেবা হইতেছে। আমি যে মনে কর, [illegible] বাহিরের দেহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ বলিয়া ভগবৎসেবা-বহির্ম্মুখ থাকা ব্যতীত তোমার [illegible] নাই, তাহা ভ্রম। হৃদয়ে সেবার আ[illegible] [illegible] প্রবলবেগে ছুটাইয়া দাও; [illegible] মঙ্গলপ্রার্থনাদি করিয়া তোমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] কার্য্যে [illegible]।

ভজন-কাল

([illegible])

প্রহ্লাদ মহারাজ [illegible] বাল্যকালে [illegible] অবস্থান [illegible] বুঝিয়া তিনি বালকগণকে [illegible] উপদেশ করিয়াছিলেন। বালকগণ বলিয়াছিল যে, আমাদের এখন অল্প- [illegible] বহুত আসিয়া পাই নাই, যৌবন বয়সে বিবাহাদি করিয়া সংসার সুখ ভোগ করি, তারপর বৃদ্ধ বয়সে ভজন সাধনের কথা শুনিব। এখন আমাদের এই বয়সের কর্ত্তব্য কি বলুন? তাহাতে প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছিলেন :—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্
ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥

শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বভূতের আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃদ। এই মনুষ্যজন্মে শ্রীবিষ্ণুর পাদসেবনই কর্ত্তব্য; বিবেকী পুরুষ সংসার-দুঃখ হইতে ভীত না হইয়া এবং ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য প্রয়াস না করিয়া শৈশব হইতেই ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। মনুষ্য জন্ম অতি দুর্লভ, তাহাতে আবার অনিত্য অর্থাৎ প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে, তথাপি অর্থদ অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী হইলেও ক্ষণকাল মাত্র ভক্তির অনুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। সেইজন্য যে পর্য্যন্ত এই পরিপুষ্ট মানব-শরীরটী বিপন্ন বা অসমর্থ না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ক্ষেম লাভের জন্য যত্ন করিবেন।

যাহারা কৌমার কাল হইতে গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে নাই বা ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করে নাই, তাহারা ভোগবিলাসে লালিত পালিত হওয়ায় সংযম শিক্ষার অভাবে অজিতেন্দ্রিয় হইয়া দুঃখজনক কামে ও বলবান্ মোহে গৃহাসক্ত থাকিয়া কর্ত্তব্যানুসন্ধান-শূন্যাবস্থায় নিজের প্রিয়তম প্রাণকেও বিপন্ন করিয়া অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত যত্ন করে। কুটুম্বাদিতে অতীব আসক্তচিত্ত ব্যক্তি তাহাদের ভরণপোষণে যে নিজ আয়ুঃ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, তাহা জানিতে পারে না। আর ভগবদারাধনারূপ পরমার্থ নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাও অবগত নহে। সেই গৃহাসক্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা তাপত্রয়ে ক্লিষ্ট হইয়াও পূর্ণকাম না হইয়া শিশ্নোদরজনিত সুখকেই অতীব বহু বলিয়া জ্ঞান করে ও মোহে অভিভূত হয়। 'ইহা আমার', 'ইহা অন্যের'—এইরূপ ভিন্নভাব পোষণ করিয়া [illegible] ব্যক্তিও কুটুম্বাদিতে আসক্তিনিবন্ধন আত্মবিষয়ক পরামর্শ লইতে সমর্থ হন না। কোন দেশে বা কোন কালে সেই বিমূঢ় অনাত্মীয় ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তি নিজেকে মুক্ত করিতে পারে না।

সর্ব্বভূতের আত্মা ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনায় বিলম্ব বা অল্পকালাদি কিছুরই অপেক্ষা নাই, সেই অচ্যুতকে প্রসন্ন করার বহু আয়াসের আবশ্যক হয় না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সকল লোভী জীবের মঙ্গল-লাভের উপায় স্বরূপ কল্যাণকল্পতরুতে গান গাহিয়াছেন-

জীবন সমাপ্তিকালে করিব ভজন
এবে করি-গৃহসুখ।
কখন একথা নাহি বলে বিজ্ঞজন।
এদেহ পতনোন্মুখ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ।
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই॥
যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ।
জীবনের ঠিক নাই॥
সংসার নির্ব্বাহ করি যাব আমি বৃন্দাবন।
ঋণত্রয় শুধিবারে করিতেছি সুযতন।
এ আশায় নাহি প্রয়োজন॥
এমন দুরাশাবশে যাবে প্রাণ অবশেষে
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন॥
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও
গৃহে থাক বনে থাক ইথে তর্ক অকারণ॥

শ্রীধামে প্রচার

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ অবিদ্যা-পীড়িত জীবের অবিদ্যা-ব্যাধি বিদূরিত করণার্থ শ্রীভাগবতকথা-রূপ মহৌষধি বিতরণ করিতেছেন। আত্মমঙ্গল কামী মাত্রেরই শ্রদ্ধামূল্যে তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ভবনে ছয়দিন অবস্থান করেন। তৎপরে মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গ তাঁহার গৃহে অবস্থান করিয়া ছায়াচিত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং বৈষ্ণবগণের প্রসাদাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এই জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

ডাঃ ইউ রামরাও

প্রতিপত্তিশালী মাধ্বব্রাহ্মণ ও ভূম্যধিকারী ডাঃ ইউ রামরাও শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা দাক্ষিণাত্যে একটী কীর্ত্তন-মন্দির উদ্ঘাটন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রভুপাদের অনুপস্থিতিতে প্রভুপাদের প্রতিনিধি স্বরূপে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের দ্বারা ডাঃ রামরাও উক্ত সঙ্কীর্ত্তন মন্দিরের উদ্ঘাটন করান। ডাঃ মহোদয়ের ম্যানেজার মিঃ রাঘবেন্দ্রাও একজন বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী মাধ্ব ব্রাহ্মণ। তিনিও প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত অভ্যর্থনা এবং মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গের প্রচারের সহায়তা করায় শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

মহীশূরের মহারাণী মহোদয়া

মহীশূরের মহারাণী মহোদয়া মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গকে মনদেশে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কথা প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

লেঃ এস সি চৌধুরী

কলিকাতার লেফ টেনান্ট এস, সি, চৌধুরী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে নানাভাবে সহায়তা করায় শ্রীধামপ্রচারিণী সভা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীযুত রাধেলাল গোস্বামী

শ্রীধাম বৃন্দাবনের গোপালভট্ট-পরিবারে মাননীয় শ্রীযুক্ত রাধেলাল গোস্বামী মহোদয় একজন বিশেষ সত্যপ্রিয়, সরল, অমায়িক, সজ্জন ও স্নিগ্ধ। তিনি গৌড়ীয় মঠে কয়েকবার শুভাগমন [illegible] গৌড়ীয়মঠের প্রচারের [illegible] প্রদর্শন [illegible] মঠবাসিগণের পরিচয় [illegible] শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

কতিপয় ব্যবসায়ী

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রামদেও চোখানি, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রামেশ্বর [illegible], শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দাস [illegible], শ্রীযুত ফুলচাঁদ টিকমণি ও শ্রীযুক্ত বিহারী লাল ডালমিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর ও গৌড়ীয় মঠের প্রচারে এবং সাধু-বৈষ্ণব-সেবায় আনুকূল্য করায় শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীবালকিষণ দাস ক্ষেমকা

শ্রীযুক্ত বালকিষণ দাস ক্ষেমকা মহাশয় মাড়োয়ারি-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন বিশেষ শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সত্যবাণী ও আদর্শ সেবা [illegible] মাড়োয়ারি-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত [illegible] এবং হিন্দি সাহিত্যের [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্তবিষয়ক [illegible] প্রকাশিত হয়, [illegible] নিযুক্ত আছেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভা [illegible] তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত শচীকান্ত ঘোষ

[illegible] শ্রীযুক্ত শচীকান্ত [illegible]

[illegible] ছেন। শ্রীধামে তাঁহার 'শচীকান্তভবন' নামে একটী [illegible] নির্ম্মিত হয়, [illegible] অভাব নাই। [illegible] তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

রায় সাহেব বাবু হরকুমারী

[illegible] প্রভৃতি [illegible] শ্রীধামপ্রচারিণীসভা [illegible] তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

এমার মঠের মহান্ত মহারাজ

পুরী এমার মঠের মহান্ত মহারাজ মাননীয় শ্রীযুক্ত [illegible] রামানুজ দাস শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ কর্ত্তৃক আলালনাথ মন্দির সংস্কার-কার্য্যে আলালনাথের [illegible] এবং উত্তরপার্শ্বস্থ মঠের মহান্ত মহারাজ মাননীয় শ্রীযুক্ত গোবিন্দ রামানুজ দাস আলালনাথের উত্তরপার্শ্বে প্রাকার-নির্ম্মাণের ব্যয় ৮ বৎসর [illegible] এবং নানাবিধভাবে শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীচৈতন্য মঠের প্রচারে সহানুভূতি প্রকাশ করায় শ্রীধামপ্রচারিণীসভা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীযুত মনোমোহন সান্ন্যাল

এলাহাবাদের অবসরপ্রাপ্ত জজ শ্রীযুক্ত মনোমোহন সান্ন্যাল মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের প্রয়াগে শুভবিজয়কালে সপার্ষদ প্রভুপাদের অবস্থানার্থ নিজ ভবনে স্থান প্রদান করায় শ্রীধাম প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে তিনি ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি

এলাহাবাদ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণে বিশেষ অনুরাগ এবং এলাহাবাদের প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে যাহাতে শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারিত শ্রীচৈতন্যবাণী সরলভাবে বিস্তারিত হয়, তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদেরই কৃপা সংরক্ষিত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহাশয়ের দ্বারা বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা এবং স্বয়ং তাঁহার সভাপতিত্বের পদ গ্রহণ-পূর্ব্বক নিজ দৈন্য ও হরিকথা-শ্রবণে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া [illegible] শ্রীধাম প্রচারিণীসভা এইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

আসতে একা, যেতে শুধু একা

[illegible] কথা আছে,—আসতে [illegible] কেবল মাত্র পথের [illegible] বাস্তবিকই মনুষ্য [illegible] মাতৃগর্ভে আগমনকালে [illegible] কাহারও না, একাকীই আসিতে হয়, [illegible] হয়, তখনও একাকীই কেহ তাহার সঙ্গে যায় না।

[illegible] এই জগতে কিছুদিন কর্ম্মফল ভোগ [illegible] হয়, কিন্তু [illegible] সংসারে অবস্থান করে, [illegible] বহু লোকের সঙ্গে [illegible] হয়, অনেকে তাহার [illegible] থাকে। তাহার স্বার্থের [illegible] প্রদানকারী আত্মীয়, আর তদ্বিপরীতগামী ব্যক্তিগণ—শত্রু। [illegible] কিবা শত্রু, কিবা মিত্র কেহই আর শত্রুতা বা মিত্রতা দেখায় না, তখন জীব কর্ম্ম সাঙ্গ করিয়া চলিয়া যায়। [illegible] সঙ্গে যে সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, [illegible] অতি অল্পকালের নিমিত্ত। যেমন, কোন ব্যক্তি পরিভ্রমণ করিতে করিতে পথে অনেক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল, সকলেই আপন আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেল; কেহ কাহারও জন্য চিন্তাও করিল না, তদ্রূপ এই সংসারে জীবগণের আত্মীয়তা বা শত্রুতা। কিন্তু আমরা চক্রবৎ ঘুরিতে ঘুরিতে এই শিক্ষাপূর্ণ বচনটী ভুলিয়া যাই। যাহাদের সঙ্গে দুদিনের জন্য দেখা হইয়াছে, তাহাদিগকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিয়া নিজেকে তাহাদের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী মনে করি এবং এইরূপে অমূল্য জীবনের মুহূর্ত্তগুলি তাহাদের চিন্তায়ই অতিবাহিত হয়। কিন্তু যখন যমরাজের নিকট নীত হইয়া স্ব-স্ব-কর্ম্মফল ভোগ করি এবং পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করি, তখনই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের এই বাণীটী স্মৃতিপথে উদিত হয়,—

যে পুত্র করিলাম পোষণ অশেষ বিশেষে।
কোথা বা সে সব গেল মোর নিজ কর্ম্মে॥

চিনিতে পার ?

যাঁহারা গ্রীক কবি হোমারের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ইউলিসেস দীর্ঘ প্রবাসের পর যখন তাঁহার পুত্র টেলিমেকাসের দেখা পাইলেন, তখন পুত্র পিতাকে চিনিতে পারিল না। পুত্র প্রথমতঃ পিতাকে একজন ভিক্ষুক মনে করিল, পরে তাঁহাকে বীরপুরুষ মনে করিল এবং অবশেষে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া সাব্যস্ত করিল।

এই সম্পর্কে একজন আমেরিকান লেখক বলেন যে, দেবতাগণ সকলের নিকট স্বরূপ প্রকাশ করেন না, দেবতা দেবতা দেখিতে পান এবং মানুষই মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়।

মানুষ এবং দেবতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিবার ক্ষমতা অত্যন্ত দুর্লভ এবং [illegible]। দেবতা এবং মানুষের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাই এই ক্ষমতা প্রদান করে।

আমরা এস্থলে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, পাঠক নিজ চিন্তাশক্তি দ্বারা এ বিষয় অনুধাবন করিবেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, 'কে আর কৃষ্ণনাম শুনাইবে?'—এই ভাবিয়া ভক্তগণ যখন শোকমগ্ন, তখন অদ্বৈতপ্রভু তাঁহাদিগকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন,—"তোমরা এইখানেই কৃষ্ণদর্শন পাইবে, তোমাদিগকে লইয়াই কৃষ্ণ লীলা করিবেন; তোমাদের দাসানুদাসগণও শুক এবং প্রহ্লাদ অপেক্ষা কৃষ্ণের নিজজন।"

অদ্বৈত প্রভুর এই বাক্যে ভক্তগণ মনে বল পাইয়া পরম আনন্দে 'হরি হরি' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শিশুসঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি হরিধ্বনি শুনিয়া সেই বাড়ীর ভিতর যাইলেন। ভক্তগণ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তুমি এখানে এলে কেন?"

মহাপ্রভু বলিলেন, "তোমরা আমাকে কেন ডাকিলে?" এই কথা বলিয়াই তিনি শিশুদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে ছুটিলেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কুঞ্জকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। চন্দ্রপ্রভা বটীকা—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। সুষুপ্তিসহায় বটিকা—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। মণ্ডুর বটিকা—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুসঙ্গিক নেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিহার ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নব দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর রূপে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা ।০

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-রং কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীপাটপত্তন, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীকণ্ঠনিঃসৃত সুসিদ্ধান্তসম্মত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী সুলাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা ।০ চারি আনামাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেতালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

১। শূলামৃত

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক।

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক।

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ॥০ আনা। মাশুল পৃথক।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ॥০ আনা। মাশুল পৃথক।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা মাদকাদি অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, হৃদরোগ, স্নায়ু-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ২৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

মদন মঞ্জরী

যকৃতের দোষ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণ, অম্লরোগ, বুক জ্বালা, অগ্নিমান্দ্য, পেট ফাঁপা, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুংসকারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বপ্নবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আত্মারামপ্রসাদ, কেশবজী

৩১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এম্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৭৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:*:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর ২রা বৈশাখ, বুধবার—১৩৫৮

সময়ের সার্থকতা

অতি শৈশবকালে প্রথম যেদিন শিক্ষক মহাশয় সময়ের ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছিলেন, তখন "সময় অমূল্যধন" কথাটির অর্থ বুঝিতে পারি নাই। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়াছিলাম, সময়ই সাংসারিক উন্নতির সোপান। জীবনের লক্ষ্যসাধনে সুযোগের সুবর্ণধারা ঢালিয়া, সময় অতি দ্রুতবেগে কোন অজানা দেশে চলিয়া যায়, অনেক সাধ্য সাধনায়ও তাহার পুনরাগমন হয় না। সেইজন্যই আথিক উন্নতিকামী আধুনিক জগতের মনীষি-বৃন্দের উপদেশ— পলায়নপর সময়কে অর্থের স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখ। অর্থাৎ সময়ের সদ্ব্যবহার (?) দ্বারা ভোগ পরিপূরক ধনের অধিকারী হও। অর্থই জীবনের চরম প্রয়োজন, অতএব সময়কে অভ্যুদয়-লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়-জ্ঞানে তাহার অস্তিত্বকে অর্থে পরিণত কর। অর্থনীতিজ্ঞগণ বলেন, যে জাতি বা দেশ যত অল্পসময়ে অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন, সেই জাতি বা দেশ তত উন্নতি ও সভ্যতার অধিকারী।

আথিক জগতের প্রয়োজন নির্বাহের জন্য ধনসংগ্রহ অবশ্য করণীয় কর্ম্ম সন্দেহ নাই। কিন্তু সমসাময়িক পৃথিবীর অপরিণামদর্শী অর্থনীতিজ্ঞগণের অর্থনীতির সহিত যদি আমরা গৌরপ্রেষ্ঠ আচার্য্যপ্রবরের শ্রীমুখবিগলিত, অমূল্য-ধনপ্রদ পরমার্থনীতির তুলনামূলক আলোচনা করি, তবে দেখিতে পাইব যে, প্রত্যেক জীবের অনর্থপ্রদ প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে নিত্যধন-প্রাপ্তির নিগূঢ় সাধকতায় নিয়োজিত করাই তাঁহার অপূর্ব্ব অর্থনীতির উদ্দেশ্য। কারণ প্রাণঢালা পরিশ্রমলব্ধ, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ধনরাশিও মানবকে নিরুদ্বেগে রাখিতে বা শান্তি প্রদান করিতে বা মৃত্যুভীতি হইতে ত্রাণ করিতে পারে না। পরন্তু উহাতে অশান্তির মাত্রা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ধনবান্ রথস্ চাইল্ডের জীবনান্তের করুণ-কাহিনী আমাদের প্রত্যেকেরই আলোচ্য বিষয়।

সমুপেক্ষ মৃত্যুর করাল কবল হইতে যদি উদ্ধারই না পাওয়া গেল, তবে আর সময়ের পরিণতিস্বরূপ—স্বর্ণ খনিই বা আমাদের কোন উপকারে লাগিবে? আমরা যে সময়রূপী অমূল্য মানব জীবন লাভ করিয়াছি তাহা কি শুধু ভোগাম্বেষণের দ্বারা অকল্যাণের চরম ব্যর্থতাই বরণ করিবে?—না প্রতিটি মুহূর্ত্ত রূপী নশ্বর জীবন আমাদের অনন্ত জীবন লাভের বন্ধুতাচরণ করিবে? তাই বিশ্ববাসী সকলকেই সময়রূপী চঞ্চল শুভ-সুযোগ-প্রবাহকে পরমার্থের পরম-পূর্ণতায় পরিণত করিবার জন্য পরমার্থবিদ্ বৈষ্ণবাচার্য্য প্রবর গাহিয়াছেন—

"প্রেমা পুমর্থো মহান্"

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

যে জীবনশ্বর সম্পদ মৃত্যু ত্বরে অপহরণ করিতে পারে না, জীবনান্তেও যে অনন্ত রত্নরাশির সঙ্গ সৌভাগ্য বঞ্চিত হইতে হয় না, অনিত্য মানবদেহ লাভ করিয়া যদি কেহ সেই প্রকার বৈকুণ্ঠধনের অধিকারী হইতে চায় তবে তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে পরমার্থপ্রদাতা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। "সময়ই পরমার্থ" নীতির একমাত্র প্রচারক শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশবাণী যদি আমরা শিরে ধারণ করিতে পারি তবে বুঝিব, তুচ্ছ অথচ আপাত মনোরম বিষয় সন্ধানে যে অমূল্য সময় চলিয়া যাইতেছে তাহাই আমাদের পরম প্রয়োজন-স্বরূপ শ্রীগৌরকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবা প্রাপ্তির শুভ সঞ্জীবনী।

তখন আর বৃথা বিষয়কোলাহলে কর্ণ দিয়া অযথা সময় নষ্ট করিতে প্রবৃত্তি হইবে না। চক্ষুকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুসন্ধানে চালনা করিতে অরুচি জন্মিবে। নাসা আর কৃষ্ণ পাদারবিন্দের মকরন্দ ভিন্ন অপর সুরভির আকাঙ্ক্ষা করিবে না। জিহ্বা বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট মহামহাপ্রসাদ ব্যতীত ইতর বস্তুর আস্বাদনে ব্যস্ত হইয়া সময়ের অপব্যবহার করিবে না—স্পর্শেন্দ্রিয় নিষ্কিঞ্চন কৃষ্ণৈকশরণ সাধুগণের শ্রীচরণরেণু ভিন্ন অপর স্পর্শের কামনা করিবে না। সমস্ত কৃষ্ণেতর-বিষয়-লোলুপ চিত্তবৃত্তিকে হরি-বিষয়-সম্বন্ধে [illegible] করিয়া নিরন্তর শ্রীমুকুন্দসেবায় নিযুক্ত থাকা শুধু জীবিত কালের নহে পরন্তু জীবিতোত্তর কালেরও চরম সার্থকতা।

"অনাসক্তি-বর্জ্জিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।"
"শ্রীহরিসেবায় [illegible] অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥"

—কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বিজ্ঞান-প্রদাতা আচার্য্যদেবের এই নিখিল সিদ্ধান্ত [illegible] পরম চমৎকারিতার মধ্য [illegible] কৃষ্ণ বা ভোগ [illegible] বোধগম্য হয় না [illegible] নিখিল বিষয়ের একমাত্র ভোক্তা [illegible] সেবা সৌন্দর্য্য-সম্পদের ঐকান্তিক ভক্তের প্রত্যেক [illegible] প্রতিটি পল [illegible] সম্বন্ধীয় হইয়া অবাধে [illegible] করে তাহা [illegible] পারেন না। কৃষ্ণভোগ [illegible] ভোগবুদ্ধি পরায়ণ আমরা [illegible] বশবর্ত্তী হইয়া অনেক [illegible] ভক্তগণও ত আমাদেরই [illegible] প্রবৃত্ত। [illegible] সময়ের যথার্থ সদ্ব্যবহার না হইলে [illegible] হয় কি প্রকারে! [illegible] দৃষ্টি লাভ করিতে পারিলে আমরা আচার্য্যপ্রবরের পূর্ব্বোক্ত উপদেশদ্বয়ের এই শ্লোকদ্বয়ের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুঝিতে পারিব যে, একমাত্র ভগবৎসেবা নিবেদিত [illegible] সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, অন্যে [illegible] অপরের সদ্ব্যবহার (?) [illegible] অন্যাভিলাষী কপট উহার [illegible]

শ্রীচৈতন্যমঠে ভাগবত বিদ্যা

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] প্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ অপরাহ্নে নিয়মিত-ভাবে শ্রীচৈতন্যমঠে ভাগবত বক্তৃতা শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। শুদ্ধভক্তগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীহরিনাম-বন্দনা

(শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবী)

(২)

ভাগবত শাস্ত্রে জানি নাম মহিমার ধ্বনি
তুলনায় মানি পরাজয়।
শুভ কর্ম্ম তুলনায় মহা অপরাধ হয়
সাধু শাস্ত্র ফুকারিয়া কয়॥
নাম মধ্যে পাপবুদ্ধি সেই এক হতবুদ্ধি
সেই জন নাম কভু নয়।
[illegible] নাম অপরাধ যে কারণে ভক্তিবাধ
শুদ্ধভক্তি না হয় উদয়॥
যে [illegible] রাম যে কারণে রাম নাম
[illegible]
[illegible]॥
[illegible] না জানিয়া প্রেমধন
[illegible]
পাপ ভয় দূর হৈল [illegible] পারে চলি গেল
পাপমুক্ত হৈল সে কারণ॥
কৃষ্ণনাম গুণ-চয় ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নয়
ভাগবত শাস্ত্রে হেন কয়।
[illegible] পুলকিত করে
কভু না ছাড়িতে পারে তায়॥
(ক্রমশঃ)
[illegible] মোর মোহ-পাশ
[illegible]
[illegible] জীবন আনন্দময়
[illegible]
অনাদি কাল [illegible] এ ভব কোটি
[illegible] নিরন্তর।
[illegible] নাহি পাই
[illegible] অপার॥

[illegible] হরিনাম [illegible]
[illegible]
[illegible] শুদ্ধ ভাগবতগণ
[illegible]
[illegible] নাম [illegible] ধাম
[illegible]
[illegible] নাহি তায়
হবে কৃষ্ণ [illegible]॥
[illegible] অনুগণ
[illegible]
নামাশ্রয় [illegible] ভক্তি'
[illegible]॥
[illegible] উক্তি
[illegible]
সদা নাম [illegible]
[illegible]
[illegible] অঙ্গীকার
[illegible]
[illegible]
[illegible] কয়॥

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস এণ্ড ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম বিরোধ করয়ে নির্ব্বোধ
দুর্গাতত্ত্ব নাহি জানে।
ধামের স্বরূপ অতি অপরূপ
পাষণ্ড নাহিক মানে॥
সর্ব্ব সুখপ্রদ সুমঙ্গলপ্রদ
গৌরশক্তি সেবাধন।
শ্রীধামের সেবা দিতে পারে কেবা
বিনা গৌর-নিজজন?
অবিধি-সেবায় শক্তি নাহি তায়
গৌরসেবা নাহি স্ফুরে।
শ্রীগুরুকৃপায় তত্ত্ব লভ্য হয়,
গৌরশক্তি জানি তাঁরে॥
ধাম সেবাধন করেন অর্পণ
শ্রীগুরু করুণা করি'।
শ্রীধামে সতত গৌর-বিরাজিত
অন্য মত নাহি ধরি॥
ধামের সহিত গৌরাঙ্গের যত
শক্তিগণে সেবি সুখে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ অন্তরঙ্গ সেবন
ইষ্ট লাভ অনায়াসে॥
ধাম-সেবা রীতি পরিক্রমা বিধি
বাঞ্ছা নাহিক মোর।
গুরু কৃপা-করি আপনি আচরি
সেবাদান-লীলাপর॥

জ্যামিতিতে পরমার্থ-রাজ্যের দিগ্‌দর্শন

বাল্যকালে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে সকলেই জ্যামিতির আলোচনা কিছু কিছু করিয়া থাকেন। জ্যামিতিতে বৃত্ত, কেন্দ্র, ব্যাসার্দ্ধ ও পরিধি প্রভৃতির পরিচয় সকলেই অবগত আছেন। বৃত্তের ঠিক মধ্যবর্ত্তী কোন একটী বিন্দু হইতে পরিধি পর্য্যন্ত যে সমস্ত সরল রেখা বা ব্যাসার্দ্ধ টানা যায় তাহারা যদি পরস্পর সমান হয়, তবে ঐ মধ্যবর্ত্তী বিন্দুটিকে বৃত্তের কেন্দ্র বলা হয়। ঐ বিন্দু কিন্তু একটু স্থানচ্যুত হইলেই সমস্ত গোলমাল বাধিয়া যায়। ব্যাসার্দ্ধগুলি (অবশ্য তখন ঐ সরল রেখাগুলিকে আর ঠিক ব্যাসার্দ্ধ বলা যায় না) আর পরস্পর সমান হয় না এবং ঐ বিন্দুকে আর বৃত্তের কেন্দ্র বলা হয় না।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন জড় বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে থাকি, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, জ্যামিতির এই সমস্ত বিষয়গুলি জড়বিজ্ঞানের রাজ্যে কত অত্যাশ্চর্য্য অভিনব কৌশল উদ্ঘাটিত করিয়া সাধারণ মানবগণের নিকট কি অপূর্ব্ব চমৎকারিতা আনয়নপূর্ব্বক তাহাদিগকে দিন দিন স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে। এই জ্যামিতির আলোচনামুখে বৈজ্ঞানিক গবেষণাফলে জগতে নূতন নূতন ভোগোপকরণ আবিষ্কৃত হইয়া আমাদের ভোগানলে ইন্ধন যোগাইবার জন্য যে কত সহায়তা করিয়া দিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরাও সেই আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণরূপ রাজকীয় পথে সাধুসঙ্গের অভাবে অপ্রতিহত গতিতে ধাবিত হইয়া অবশেষে অনন্ত নরকগর্ত্তে গিয়া পতিত হইতেছি।

বহু বহু জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে যদি কোনদিন বাঙ্গালার আদি কবি ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচরণে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহার কথিত,—

"পড়ে কেনে লোক কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
তা' যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়॥"

—এই শিক্ষার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারি, তবেই আমাদের জ্যামিতি পাঠ সার্থক হইবে।

সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূল কেন্দ্রস্থলে জীবের একমাত্র স্বার্থগতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অবস্থান। তিনি—অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকল কারণের কারণ। সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তাই আমাদের আদিগুরু পদ্মযোনি পরমেশ্বরের বিষয় জানাইয়াছেন,—'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্ব কারণকারণম্॥'

যখন আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তি প্রত্যক্ প্রবৃত্তিতে পূর্ণ প্রসার-স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া সমগ্র জীবনের যাবতীয় পরিশ্রম, প্রযত্ন, আয়োজন সকলই সেই মূল সেবাকেন্দ্রে সমুপস্থিত হইয়া সেবা উদ্দেশ্যকে প্রাপ্ত হয়, তখনই আমাদের বিদ্যা, অর্থচেষ্টা, নীতি, অনীতি—সকলই পরমার্থ অর্থাৎ ভক্তি-নীতিতে পর্য্যবসিত হয়। এরূপ অবস্থায় আর আমাদের হৃদয়ে পরস্পর ভেদ, কলহ, ঈর্ষা, দ্বেষ, মৎসরতা প্রভৃতি কিছুই স্থান পায় না। বৃত্তের কেন্দ্র ঠিক থাকিলে যেমন ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে কোন অসমানতা বা অসামঞ্জস্য ঘটে না, সেইরূপ সংসারে যদি আমরা আমাদের একমাত্র স্বার্থগতি শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া অর্থাৎ একমাত্র তাঁহাকেই মূল সেবাকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া কার্য্য করিতে থাকি, তাহা হইলে আমাদের মধ্যেও কোন অসুবিধা ঘটে না। প্রত্যেক জীবের চেষ্টা সেই একমাত্র সেবাকেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইলে আর কোথাও বিরোধ লক্ষিত হয় না, কারণ সকলেরই স্বার্থগতি শ্রীকৃষ্ণ হওয়ায় পরস্পরের স্বার্থের মধ্যে কোথাও অসমানতা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না।

কিন্তু আমরা যখন ঐ মূল কেন্দ্রস্থিত পরম পুরুষের প্রীতিবাঞ্ছার জন্য ধাবিত না হইয়া, কেন্দ্রভ্রষ্ট হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-চেষ্টার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণের ভজনে ব্যাপৃত হই এবং কৃষ্ণেতর স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল লাভের জন্য উঁহাদিগের নিকট প্রার্থী হই, তখনই আমাদের চেষ্টাসমূহ, কেন্দ্রচ্যুত বিন্দু হইতে পরিধি পর্য্যন্ত যাবতীয় সরলরেখার ন্যায় অসমান হইয়া আমাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধের সৃষ্টি করিয়া সংসারে দাবানলের আবাহন করিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত আমরা ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী ও অন্যাভিলাষী হইয়া ঘোর অশান্তিসাগরে নিমজ্জিত হই এবং মূল সেবাকেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে লভ্য, শোক, মোহ ও ভয়নাশক প্রেমামৃত হইতে বঞ্চিত হইয়া যাই।

বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধগুলিকে সমান রাখিতে হইলে যেমন বৃত্তকেন্দ্রটী ঠিক মত নিরূপিত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ অসুবিধায় পড়িতে হয়, সেইরূপ পরমার্থরাজ্যে অগ্রসর হইতে হইলেও প্রথমেই সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় হইয়া তৎপ্রদর্শিত চরম সেবাকেন্দ্র ঠিক করিয়া জানিয়া লওয়া আবশ্যক। কারণ মূল সেবাকেন্দ্র স্থির না হইলে সংসারে পরস্পর অসমান স্বার্থের মূলে নানাবিধ বিরোধ উপস্থিত করিয়া অশান্তির অনল প্রজ্বলিত করিয়া দিবে এবং আমরাও অন্যাভিলাষিতার বশবর্ত্তী হইয়া ভোগৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা প্রভৃতি নানাবিধ এষণার দ্বারা চালিত হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ কাম চরিতার্থ করিতে করিতে জন্ম-মরণমালা গলদেশে ধারণ করিয়া ত্রিতাপানলে দগ্ধীভূত হইতে থাকিব এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা পরিপূর্ণরূপ পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম লাভ কোন দিনই আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে না।

শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠানে আনুকূল্য

হুগলী জেলান্তর্গত রাজবলহাট-নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দাস বৈষ্ণবে স্বভাবতঃই শ্রদ্ধাবান্। তিনি সত্যপ্রবণে, বিশেষতঃ হরিকথায় অনুরাগী। তাঁহার সরলতা, স্বভাবসুলভ সেবাময়ী চিত্তবৃত্তি এবং হরিকথা-প্রচারে উৎসাহ বিশেষ প্রশংসার্হ। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী-দাস মহাশয় শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় শ্রদ্ধাবান্ বলিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তিপ্রকাশের জন্য ২৫০৲ টাকা আনুকূল্য করিয়াছেন। আমরা আশা করি, তাঁহার ন্যায় শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির সেবাবৃত্তি আরও উত্তরোত্তর প্রকাশিত হইবে।

রাজবলহাট-নিবাসী স্বধামগত ভূষণচন্দ্র ভড় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র ভড় ও শ্রীযুক্ত জহরলাল ভড় মহাশয় গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরে ধর্ম্মশালার সংলগ্ন একটী কুটীর-নির্ম্মাণের আনুকূল্যের জন্য ৫০০৲ টাকা দান করিতেছেন। তাঁহাদের আনুকূল্যে নির্ম্মিত এই কুটীরটী তাঁহাদের পুণ্যশীলা স্বধামগতা মাতৃদেবী বামদেন্দু দাসী মহোদয়ার নামে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-স্থাপনের আনুকূল্য বাবৎ আরও ২৫০৲ টাকা প্রদান করিয়েছেন। সেই শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ তাঁহাদের স্বধামগত পিতৃদেব ভূষণচন্দ্র ভড় মহাশয়ের স্মৃত্যর্থ প্রদত্ত হইবে। স্বধামগত মাতা ও পিতার প্রকৃত শ্রদ্ধাবান্ এই সুযোগ্য পুত্রদ্বয় শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠানের সহিত মাতৃপিতৃ-স্মৃতির শ্রাদ্ধ বিধান করিয়া পুত্রের আদর্শ স্থাপন করিলেন। তাঁহারা উভয়েই সত্যাশ্রু ভিক্ষু, সাধুপ্রকৃতি, বদান্য ও সরল। আমরা আশা করি, তাঁহাদের সেবা বৃত্তি আরও উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধ হইতে থাকিবে।

শ্রীপুরুষোত্তম উৎসব

আগামী ৮ই বৈশাখ ১৩৩৮ সাল, ২১শে এপ্রিল (১৯৩১) মঙ্গলবার অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের (শ্রীশ্রীল রাধামদনমোহন ও শ্রীশ্রীমায়াপুর-চন্দ্রের) শ্রীচন্দন যাত্রা হইতে ৯ই শ্রাবণ, ২৫শে জুলাই শনিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ৩০শে আষাঢ় ১৫ই জুলাই বুধবার নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সপ্তম বার্ষিক বিরহমহোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবত-ধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। **সাত্বত-শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যে, পুরুষোত্তম মঠ হইতেই সমগ্র বিশ্বে সর্ব্ব-সাত্বত-ধর্ম্ম-সমন্বয়কারিণী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইবে। অনবসরকালে ব্রহ্মগিরি আলালনাথ, শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরাঙ্গভবনে, শুদ্ধ ভক্তির অনুষ্ঠানমুখে মহামহোৎসব হইবে।**

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সেবকগণ সকলকে এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা ছাপ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটীকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নূতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মণ্ডুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও তদনুসঙ্গিক দেবা ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য প্রমাণ খণ্ড ভিক্ষা ৵০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিলাস ও লীলাভূমি নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত। এই নয় দ্বীপের প্রাচীন বিবরণ—প্রত্যেক দ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা—প্রত্যেক দ্বীপের পরিচয়, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য—ধামাপরাধ কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে মনোহর ছন্দে বর্ণিত। পকেট সাইজ প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা।

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ভিক্ষা।০

উজ্জ্বল ব্রোঞ্জ-ব্লু কালীতে উত্তম কাগজে ছাপা—শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শনে ভাবুক দর্শনকারীর কি প্রকার ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত। অতি চমৎকার।

সাধককণ্ঠমণি—শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগৌরারতি, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীকণ্ঠনিঃসৃত ভক্তিতত্ত্বসম্মত প্রার্থনা, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা প্রভৃতির সুললিত গীতাবলী সুন্দরাকারে পকেট সাইজে মুদ্রিত ২য় সংস্করণ ভিক্ষা।০ চারি আনা মাত্র।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সকলদেশের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ৸৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধাতু ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অত্যাচারে অজীর্ণতা, অম্লশূল, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সর্ব্বজ্বরারি ঘৃত"

পুরাতনাদি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"কুসুমবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সতেজশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আত্মারাম কাঞ্জী, কোম্পানী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

শিরঃশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ॥০ আনা। মাশুল পৃথক।

৫। **বাতলীন**

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷৷০ আনা। মাশুল পৃথক।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলীসংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটার সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ৫।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মুসলমান সমস্যার সমাধান হউক আর না হউক, লর্ড আরউইন মহাত্মা গান্ধীকে গোলটেবিল বৈঠকে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলেন। মহাত্মাজী বোধ হয় এরূপ বলিয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না করিয়া গোলটেবিল বৈঠকে যাওয়া বৃথা। মহাত্মাজীর লর্ড আরউইনকে বুঝাইয়াছেন, স্থানীয় সরকার কি ভাবে চুক্তির সর্ত্তের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করিতেছেন না। লর্ড আরউইন নাকি মহাত্মাজীকে বলিয়াছেন, চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে যাহাতে কাজ করা হয়, সে জন্য তিনি তাঁহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। যাহাতে উহা কার্য্যে পরিণত করা হয়, তিনি সেরূপ আদেশ দিয়া যাইবেন।

বিদায়গ্রহণের সময় লর্ড আরউইন গান্ধীজীকে পুনরায় অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন গোলটেবিল বৈঠকে যান। মহাত্মাজী বলেন, তিনি হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান করিয়া উঠিতে না পারিলে বৈঠকে যাইতে পারিবেন না। লর্ড আরউইন গান্ধীকে এই বিষয়ে আরও চিন্তা করিতে এবং যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিতে বলেন।

শ্রীযুত শাস্ত্রীর বিলাত যাত্রা

গত ১৮ই এপ্রিল যাঁহারা লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন, তন্মধ্যে মাননীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী অন্যতম। পূর্ব আফ্রিকা সমস্যার জয়েণ্ট পার্লামেণ্ট কমিটিতে সাক্ষ্যদান করিবার জন্য ভারত সরকার তাঁহাকে বিলাত পাঠাইতেছেন। শ্রীযুত শাস্ত্রীর স্বাস্থ্য খারাপ হইলেও তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুত শাস্ত্রী পূর্ব আফ্রিকা সমস্যার সম্বন্ধে স্যার ফজলী হোসেন ও শ্রীযুত জি, এস, বাজপেয়ীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন।

পাবনার দুর্ঘটনা

গত মঙ্গলবার হঠাৎ আকাশিয়া ও বেড়া নামক স্থানে ভীষণ ঝড় ও জলপাত হইয়া গিয়াছে।

পাটের ব্যবসায়ী "র‍্যালি ব্রাদার্স এণ্ড কোং" এর আকাশিয়া শাখার ম্যানেজার মিঃ ই, এম, [illegible] একখানা ক্ষুদ্র নৌকায় করিয়া ঝড়ের সময় নদী পার হইতেছিলেন। ঝড়ে নৌকা উল্টাইয়া যায় ও মিঃ [illegible] নিখোঁজ হন। পরে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া যায়।

জনৈক মুসলমান শ্রমিকের ছুরিকাঘাতে মারা গিয়াছে।

বরিশালে গ্রেপ্তার

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে অন্তরীণ বন্দী শ্রীযুত শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা শ্রীযুত কালীনিবাস ভট্টাচার্য্যকে বরিশাল ষ্টীমার ষ্টেশনে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৫৪ ধারা মতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আসামীদের সহিত সাক্ষাৎ

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এবং ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত (কলিকাতা) শনিবার দিবস মীরাট মামলার আসামীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

তিনটী সন্তান প্রসব

শিলচরে ১৫ই এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, দুধপাতিল কণ্ট্রাক্টার নসীব আলীর পত্নী এক সাথে তিনটি সন্তান প্রসব করিয়াছে। প্রসূতি ও শিশুগণ ভালই আছে।

বকর ঈদ কালে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাবের ব্যবস্থা

আগামী বকর ঈদের সময় কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব রক্ষার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর আহ্বানে বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির আফিসে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের এক বৈঠক বসে।

প্রথমেই শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসু সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া বলেন, দেশের কোনও কোনও অংশে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য আত্মপ্রকাশ করায় কলিকাতার সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব অব্যাহত রাখিবার উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যদি তাহারা পূর্ব্বাহ্নেই উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, তবে আগামী বকর ঈদ সময়ে কোনও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটিতে পারিবে না। তজ্জন্য প্রতি মহল্লার প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা কমিটী গঠিত করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা মিথ্যা গুজবের প্রতিবাদ দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে সাম্প্রদায়িক সন্দেহ দূরীভূত করিয়া মিলন অক্ষুন্ন রাখিবার চেষ্টা করিবেন। তজ্জন্য সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতা লাভ করিতে হইবে।

উক্তরূপ আলোচনার পরে এক কেন্দ্রীয় একতা বোর্ড গঠিত হয়। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু উহার সভাপতি এবং মৌলানা আবদুল রৌফ, ডাক্তার [illegible] সিং, মিঃ এইচ, এস, সুরাবর্দ্দি, বাবা গুরুদিৎ সিং, ডেপুটী মেয়র মৌলবী আবদুল রেজ্জাক সহকারী সভাপতি এবং মৌলবী আবদুল জব্বার, শ্রীযুত পুরুষোত্তম রায় ও শ্রীযুত লালমোহন ঘোষ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

প্রেস কমিটী, প্রচার কমিটী, জনমত গঠন কমিটী প্রভৃতি সাব কমিটী গঠিত হইয়াছে।

করাচীতে জীবন্ত সমাধি

প্রকাশ, করাচী ম্যাকলয়েড রোডের একটী কারখানায় ইলেক্ট্রিক যন্ত্রাদি স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে একটী সুগভীর ভূমি খনন করা হইয়াছিল। খাতের মধ্যে ভূমিতল হইতে জল আসিয়া সঞ্চিত হওয়ায় উহার পাড় ধ্বসিয়া যায়। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে ৪ জন শ্রমিক ভূগর্ভে প্রোথিত হয়। তৎপরে মৃত্তিকাস্তূপ সরান হইলে দেখা যায় যে, একজনকে হাসপাতালে নেওয়ার সময় পথেই তাহার মৃত্যু ঘটে। বাকী ২ জন আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছে।

সেকেন্দ্রাবাদে পিকেটিংয়ে গ্রেপ্তার

গত ১১ই এপ্রিল রাত্রে সেকেন্দ্রাবাদে মদের দোকানের সম্মুখ হইতে ১৩জন পিকেটারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইজন ছাত্র। একজনকে জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট পুলিশ হাজতে আছে।

বরিশালে শান্তিবোর্ড

প্রকাশ, বরিশাল ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস্ ফেডারেশন হলে মৌলবী আবদুল খোরাসানের সভাপতিত্বে বরিশাল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী শান্তি সমিতি গঠিত হইয়াছে। কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটিলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনা করা, স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং গোলমাল বাধাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সাম্প্রদায়িক গোলযোগ বাধাইবার উদ্দেশ্যে রটানো মিথ্যা, ভিত্তিহীন গুজবের প্রচার বন্ধ করাই ইহার উদ্দেশ্য।

পেশোয়ারে এক রাত্রিতে তিন বাড়ী ডাকাতি

গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে পেশোয়ারের উপকণ্ঠে [illegible] নামক গ্রামে ৩ বাড়ীতে সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

৮ জন ডাকাত রাইফেল ও ছোরা লইয়া জনৈক কাদের খাঁর বাড়ীতে পড়ে এবং কিছু নগদ লুণ্ঠন করে। অতঃপর এই দল কাদেরের ভ্রাতার বাড়ীতে যাইয়া তথা হইতে প্রায় এক হাজার টাকার জিনিষ লইয়া সরিয়া পড়ে।

আর এক দল ডাকাত ঐ গ্রামের আর একটী বাড়ীতে ডাকাতি করে। ইহারাও অনেক জিনিষ পত্র লইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ভাওয়াল ষ্টেটের মামলা

ভাওয়াল ষ্টেটের কতিপয় প্রজা উক্ত ষ্টেটের বিরুদ্ধে ঢাকার সেণ্ট্রাল মুন্সেফের আদালতে কতকগুলি মামলা দায়ের করিয়াছিল। মুন্সেফ সমস্ত মামলা ডিস্‌মিস্ করায় তাহারা ঢাকার জেলাজজের আদালতে আপীল করে। কিন্তু জিলাজজ বাহাদুরও সমস্ত মামলা খরচা সহ ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন।

টাঙ্গাইলবাসী মুসলমানের দান

ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইলের অন্তর্গত দোহাটি গ্রামের মিঃ আকরাম খাঁ স্বগ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য পাঁচ হাজার টাকা এবং টাঙ্গাইলের গোরস্থানের উন্নতির জন্য পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি কোলাটিতে ছিলেন। সেই সময় তিনি স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে কাপড়ে ও নগদে ২,০০০৲ টাকা বিতরণ করিয়াছেন।

বক্তৃতার রিপোর্টের প্রতিবাদ

গত সপ্তাহে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ব্রোচ জেলায় যে সব বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছিল। সর্দ্দারজী উক্ত বিবরণের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কাগজে বাহির হইয়াছিল, সর্দ্দারজী অধিবাসীদিগকে বলিয়াছেন, "তোমরা যুদ্ধের জন্য অথবা বিদেশ যাইবার জন্য প্রস্তুত হও"—কেননা ভবিষ্যতে এমন এক ভীষণ সংগ্রাম হইবে যাহা ইতিহাসে কোন দিন কেহ দেখে নাই। সর্দ্দার প্যাটেল বলিয়াছেন, তিনি এইরূপ কোন কথা বলেন নাই। কেননা, এরূপ বলার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই।

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গলায় প্রকাশিত

নং	গ্রন্থ	ভিক্ষা
১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	ঐ (১ম—৯ম স্কন্ধ)	২১৸৴০
	ঐ (দশম স্কন্ধ)	১২৲
২।	ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৫৲
৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত (বিবৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ)	৫৲
৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
৫।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা-সহ)	২৲
৬।	জৈবধর্ম্ম	২৲
৭।	শ্রীকৃষ্ণবিজয় গুণরাজখান সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
৮।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
৯।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১০।	চিত্রে নবদ্বীপ	৷৷০
১১।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপ শতকম্ (বাঁধা)	১
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
১৩।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	১,
১৪।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৸০
১৫।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
১৬।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
১৭।	প্রেমামৃত (তৃতীয় সংস্করণ)	৸০
১৮।	ভজনরহস্য	৷০
১৯।	ঈশ্বর কেবল সাধ্য-ভাষ্য	৷০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷০
২১।	সাধকতত্ত্বমালা (বাঁধা)	৷০
২২।	শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা সানুবাদ	৷০
২৩।	বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (রামানুজীয়)	৷০
২৪।	ব্রহ্মসংহিতা	৷০
২৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	৷৴০
২৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	৵০
২৭।	সাধনপথ (৩য় সংস্করণ)	৷৴০
২৮।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	৷০
২৯।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	৷০
৩০।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদ সহ)	৷০
৩১।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷০
৩২।	শ্রীগৌরপার্ষদ পরিক্রমা দর্পণ	৷০
৩৩।	শ্রীকৃষ্ণমেধম্	৴০
৩৪।	ঐ প্রমাণখণ্ড	৴০
৩৫।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৴০
৩৬।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী (ক) প্রথম খণ্ড	৸০
	(খ) দ্বিতীয় খণ্ড	১৲
	(গ) দুই খণ্ড একত্রে	১৷৷০
৩৭।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৪ গৌরাব্দ)	৵০
৩৮।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৩৯।	দীপ-নিদর্শন	৶০
৪০	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৪১।	গীতমালা	৴১০
৪২।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৪৩।	নবদ্বীপশতক	৴
৪৪।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৪৫।	সাধনকণ	৴.
৪৬।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৪৭।	শরণাগতি	৴০
৪৮।	গীতাবলী	৴০
৪৯।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	
৫০।	সংখ্যাগণী	৴০
৫১।	অর্থপঞ্চক	৴০
৫২।	শ্রীভক্তিরহস্যগণী	৴০
৫৩।	অর্চনকণ	৴১০

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

নং	গ্রন্থ	ভিক্ষা
৫৪।	সিদ্ধ শুদ্ধ-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	৷০
৫৫।	সটীক শিক্ষাষ্টকম্	৷০
৫৬।	তত্ত্ব-সূত্রম্	৷০
৫৭।	সারার্থদর্শনম্	৵০
৫৮।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৫৯।	গৌড়ীয় মঠের পরিচয়ঃ	৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

নং	গ্রন্থ	ভিক্ষা
৬০।	নামভজন	৷০
৬১।	লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	৷০
৬২।	বৈষ্ণবীজম	৷০
৬৩।	দি ভাগবত	৷০
৬৪।	ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল অ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোশন	
৬৫।	শোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

নং	গ্রন্থ	ভিক্ষা
৬৬।	শ্রীহরিনাম চিন্তামণি	৷০
৬৭।	কল্যাণ কল্পতরু	৷০
৬৮।	সাধন পথ	৷০
৬৯।	গীতাবলী	.১
৭০।	শরণাগতি	৴.

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণসুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!

গ্রন্থাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দ-দায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সেবাকুসুমগুচ্ছের কৃষ্ণ কর্ণ-বিভূষণ কদম্বকুসুম—সম্প্রদায়-বৈভব-সিদ্ধান্তাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবন চরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-চিন্মাত্রাচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণাগার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথমখণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমন্মধ্বাবির্ভাব, শ্রীসার্বভৌম, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ, পুষ্টিমার্গ প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয়খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থবিভাগ—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৪নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য বিভিন্ন বিভাগের উপর ভার দেওয়া হইবে। তাহারা ৩ শে মে তারিখের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করিবেন।

ভারতের জাতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনের বন্দোবস্ত করা হইবে। সমস্ত অধিবাসীকে ভোট প্রদানের অধিকার দেওয়া হইবে।

গবর্ণর নিয়োগে আপত্তি

শ্রমিকদল এবং গণতান্ত্রিক দলের মধ্যে মতান্তর দেখা যাইতেছে। গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত নূতন গবর্ণর নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি শ্রমিকদল সন্তুষ্ট নহেন। শ্রমিক দলের জাতীয় সমিতি স্বাধীনভাবে বসিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

পুরাতন পাপীর বিচার

ভূতপূর্ব্ব শাসন মন্ত্রী জেনারেল বেরেঙ্গার পলায়ন করেন নাই, পরিশেষে তিনি আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। ইহার ফলে পুরাতন পাপীদের বিচারের সুবিধা হইয়াছে। নূতন গবর্ণমেণ্ট এখন পুরাতন অপরাধীদের সন্ধানে আছেন।

বাস্ক মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষীয় এবং সৈন্য ও পুলিশের সাহায্যে একটি গোলমাল নিবৃত্ত হইয়াছে। স্থানীয় জাতীয় দলের লোকেরা তথায় একটি স্বতন্ত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই উদ্যম পণ্ড করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ক্যাটালোনিয়ায় গোলযোগ

কিন্তু ক্যাটালোনিয়ায় নূতন গোলযোগ দেখা দিয়াছে। তথাকার অধিবাসীরা একটি স্বতন্ত্র গণতন্ত্র ঘোষণা করিয়াছে, স্বতন্ত্র পতাকা উড়াইতেছে, স্বতন্ত্র জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছে এবং মাদ্রিদে তাহাদের পক্ষ হইতে কাজ করিবার জন্য একজন সমস্ত-প্রাপ্ত দূত মনোনীত করিয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব স্পেনরাজের নূতন নাম গ্রহণ

রাজা আলফান্সো এখন সপরিবারে প্যারিসের এক হোটেলে বাস করিতেছেন। তথায় অনেক দর্শক এবং সাংবাদিকের ভিড় হইতেছে। রাজা স্বয়ং কাহারও সহিত দেখা করেন না। তাঁহার পক্ষ হইতে মিঃরেরার ডিউক বলেন,— আলফান্সো স্থির করিয়াছেন যে, রাজার গৌরব ও মর্য্যাদা তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবেন। অতঃপর তিনি ডিউক অব টোলিডো নাম গ্রহণ করিবেন।

তবে তিনি কোথায় গিয়া স্থায়িভাবে বাস করিবেন, তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। ইংলণ্ড কিম্বা দক্ষিণ ফ্রান্সে বাস করার সম্ভাবনাই অধিক।

ক্যান্সার রোগের নবাবিষ্কৃত ঔষধ

লণ্ডন হাসপাতালের ডাঃ টমাস ল্যাম্‌সডেন ক্যান্সার রোগের একটি অব্যর্থ সিরাম আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সিরাম শরীরের অন্য টিসু নষ্ট না করিয়া সমূলে ক্যান্সার টিসু নষ্ট করে। আমেরিকার ক্যান্সার সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রে ডাঃ ল্যামসডেন লিখিয়াছেন যে, পশুর দেহ হইতে সিরাম লইয়া তাহা দ্বারা তিনি কাচের ডিস্‌এর উপরের কৃত্রিম ক্যান্সার সমূলে নষ্ট করিতে পারিয়াছেন। ডাঃ টমাস ল্যাম্‌সডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া অভিজ্ঞতার সহিত চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন, কিন্তু তথাকার উপার্জ্জন ছাড়িয়া তিনি লিষ্টার ইনষ্টিটিউটে যোগদান করেন এবং ক্যান্সার রোগের সিরাম আবিষ্কারের জন্য গবেষণা করিতে থাকেন। বর্ত্তমানে তিনি লণ্ডন হাসপাতালের ক্যান্সার রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে কাজ করিতেছেন।

কাপড় আমদানি হ্রাস

গত মার্চ্চ মাসে কাপড় আমদানীর পরিমাণ কমিয়াছে। ৮ কোটি ২০ লক্ষ গজ কাপড়ের স্থলে ২ কোটি গজ মাত্র কাপড়ের আমদানী হইয়াছে। মূল্য হ্রাসের পরিমাণ ১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার স্থলে মাত্র ৩৫ লক্ষ টাকা।

সেয়ার মার্কেটের সাপ্তাহিক নিকাশ

গত সপ্তাহে বাজার অত্যন্ত নির্জ্জীব ছিল।

পাটকলের সেয়ারের দর খুব পড়িয়া গিয়াছিল। আগামী সপ্তাহে বাজারের অবস্থা আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। ক্লাইভ ৬০৲ দাঁড়াইয়াছে। কাঁকিনাড়ার দর ৫২৲৫০ পৌঁছিয়াছে। কামারহাটির দর ৪৬৯৲ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। অন্যান্য সকল সেয়ার দরে নামিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কয়লার খনির সেয়ারের কাজ খুব সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল। অন্যান্য বেঙ্গল, বারাকর, ও দেশিয়ার দর যথাক্রমে ৫৮৵৹, ৩৬৯৲, ১৪৵৹, ও ১৫০৲ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। সাউথ করাণপুরার চাহিদা বেশ ছিল ও দর ৬৵৹ পর্য্যন্ত হইয়াছিল, মঙ্গলপুর ৭৷৹ পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছিল।

চা বাগানের সেয়ারের চাহিদা বেশী নাই। ক্রেতা অপেক্ষা বিক্রেতার সংখ্যা বেশী ছিল। যথার্থ কাজ খুব কমই হইয়াছিল। বিশেষ কিছুই উল্লেখযোগ্য নাই।

কোম্পানীর কাগজের দর প্রায় স্থিরভাবে ছিল। কেবল ৩৷৹ সুদের কাগজ নামিতে শুরু করিয়াছে।

বিবিধ কোম্পানীর সেয়ারের কাজ বেশী হয় নাই। ইহাদের মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর ১০৩৮৲ পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

ইলেকট্রিক সেয়ারের বেশ চাহিদা ছিল। ঢাকা ইলেকট্রিক ও ইউ, পি, ইলেকট্রিক সেয়ারের দর বেশ তেজী। তিনি সেয়ারের কিছু কাজ হইয়াছিল। হুগলী ফ্লাওয়ারের কাজ ১৭৲ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। বেঙ্গল কেমিক্যালের কাজ ২০৭৷৹ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। গ্যাঞ্জেস্ রোপের দর ৩৪৫৲ পর্য্যন্ত হইয়াছিল ইণ্ডিয়ান আয়রন ও ষ্টিলের দর ৫৲ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান টিউ প্রোডাক্টসের দর ১৪০ পর্য্যন্ত হইয়াছিল সকল সেয়ারের দর প্রায় একভাবে ছিল।

ফরিদপুর বিবিধ সংবাদ

জিলা কনফারেন্স

জিলা কনফারেন্সের ৩য় অধিবেশন যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেজন্য অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি খুবই চেষ্টা করিতেছেন।

বিচারে মুক্তি

গত ১৯৩০ সালের জুন মাসের প্রথম ভাগে গাঁজা কাড়িয়া লওয়া অভিযোগে ফরিদপুরের কয়েকজন কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ারের বিরুদ্ধে সদর সাবডিভিসনাল অফিসারের আদালতে এক মোকদ্দমা রুজু হইয়া ফরিদপুরের অষ্টম ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌঃ গোলাম কবিরের আদালতে ঐ মোকদ্দমার বিচার হয়। মোকদ্দমায় বাদী অমূল্যচন্দ্র সূত্রধর বিভিন্ন আদালতে বিভিন্নরূপ উক্তি করিয়াছে বলিয়া সরকার পক্ষ উক্ত অমূল্য সূত্রধরের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অভিযোগে দণ্ডবিধি আইনের ১৯৩ ধারা মতে মোকদ্দমা দায়ের করেন। আসামী পক্ষের দরখাস্ত মত ঐ মামলা বিচারের জন্য রাজবাড়ী সাবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে প্রেরিত হয়। ফরিদপুরের বিখ্যাত উকিল শ্রীযুত অঘোরনাথ রায় এবং আরও একজন উকিল ও মোক্তার আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। গত ১৩৷৩৷৩১ তারিখে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপদেশক্রমে রাজবাড়ীর সাব ডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত মোকদ্দমা পরোক্ষভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় আসামীকে খালাস দিয়াছেন।

চিত্রগুপ্তের নিকাশ

কলেরা খাতে

প্রাদেশিক স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১১ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে বাঙ্গলার নিম্নলিখিত নয়টি জেলায় কলেরাগে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

	পূর্ব্ব সপ্তাহে	আলোচ্য সপ্তাহে
বৰ্দ্ধমান	৬৭	৮৭
হুগলী	৫০	৫৬
২৪ পরগণা	৩৭	৪৯
খুলনা	২৫	৩০
রাজসাহী	৫	২১
পাবনা	১১২	১১৫
মৈমনসিং	৩৭	৫৯
ত্রিপুরা	৩১	৪৭
নোয়াখালী	৯	১৬
মুর্শিদাবাদ	৫	৫

নিম্নলিখিত জেলাসমূহে মৃত্যু সংখ্যা কমিয়াছে।

নদীয়া	৫৬	২৩
বাঁকুড়া	১২	৮
মেদিনীপুর	৮৯	৪০
হাওড়া	৩১	২০
কলিকাতা	৭০	৫৫
যশোহর	১১০	৪৩
ঢাকা	১১০	১০৩
ফরিদপুর	৬৯	২৪
বাখরগঞ্জ	৫০	৩০
চট্টগ্রাম	৫৬	৩১

বসন্ত খাতে

বসন্তে নিম্নলিখিত জেলা সমূহে কতজন মারা গিয়াছে তাহার হিসাব :—

কলিকাতা—১৮, হাওড়া ৩৯, বৰ্দ্ধমান —১৫, বাঁকুড়া—১১, হুগলী এবং রঙ্গপুর —৯, ২৪ পরগণা—৮, মেদিনীপুর এবং মৈমনসিংহে ৭ জন করিয়া, কুচবিহার, ঢাকা এবং নোয়াখালীতে ২জন করিয়া। নদীয়া, রাজসাহী এবং মালদহে ১ জন করিয়া।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ও প্লেগ

কলিকাতায় আলোচ্য সপ্তাহে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ৮ জন এবং প্লেগে ১ জন মারা গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর- ৯ই বৈশাখ বুধবার- ১৩৩৮

ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট উদ্ঘাটনে

প্রভুপাদের বক্তৃতা

(১)

গত ২০শে চৈত্র (১৩৩৭), ৩রা এপ্রিল (১৯৩১) শুক্রবার গুড্ ফ্রাইডে দিবস অপরাহ্ণে গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠের সংলগ্ন শ্রীগৌরকুণ্ডের তটস্থিত ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালায় "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইনষ্টিটিউট্"এর দ্বার উদ্ঘাটন উপলক্ষে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ ইতঃপূর্ব্বেই অবগত আছেন।

সভাপতি শ্রী প্রভুপাদ সভাপতির আসন হইতে যে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহারই চুম্বক প্রকাশিত হইল,—

সভাপতি প্রভুপাদের অভিভাষণ

আমরা যে কার্য্যের জন্য অদ্য এখানে সমবেত হ'য়েছি, সে কার্য্যটী হচ্ছে—একটী প্রারম্ভিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান উদ্মোচন। শিক্ষা—দুইপ্রকার। একপ্রকার শিক্ষা-দ্বারা জগতের কার্য্য সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হ'বার সুযোগ উপস্থিত হয়; অপর-পক্ষে প্রকৃত শিক্ষা বা পরা শিক্ষা—যা' কেবল-মাত্র জগতের কার্য্যে আবদ্ধ নহে, তদ্দ্বারা ভগবদ্বস্তুকে জানা যায়।

—

মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন,—বিদ্যা দুই প্রকার; একপ্রকার—ঋক্, সাম যজুঃ, অথর্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্তি, ছন্দঃ, জ্যোতিষ ইত্যাদি। যে-সকল বিদ্যার দ্বারা বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হ'য়ে কার্য্য ক'র্বার সুবিধা হয়, আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় ইহাকেই 'বিদ্যা' নামে অভিহিত ক'রে থাকেন। কিন্তু শ্রুতির বাণীতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

—

অপরা বিদ্যা কিছু সময়ের জন্য কাজে লাগে; কিন্তু তা'তে স্থায়িভাবে কার্য্যের সম্ভাবনা নাই। মরণের পরে দূরে থাকুক, এই জীবিতকালেই ইন্দ্রিয়ের অভিঘাত অর্থাৎ অকর্ম্মণ্যতা হ'লে পূর্ব্বার্জ্জিত অপরা বিদ্যার নিপুণতা অনেক সময়ই নিরর্থক হ'য়ে পড়ে। একত্র অপরা ও পরার সহিত "সমন্বয়" [illegible] এই দু'টী শব্দ ব্যবহৃত হয়। আপাত কার্য্যসিদ্ধির জন্য সকলস্থানে অধিকার-লাভ আবশ্যক। ঐসকল শব্দ দ্বারাই পরস্পর ভাবের বিনিময় ও অভিব্যক্তি হয়—সভ্যতা ও সামাজিকতার প্রবেশ লাভ ঘটে। এইটুকুই মাত্র যাঁ'দের প্রার্থনীয়, তাঁ'রা অপরা বিদ্যার লাভকেই তাঁ'দের সাধ্য মনে করেন। কিন্তু মানুষের খুব দূরদর্শিতা আবশ্যক। বহুদিন পরে যে অমঙ্গল উপস্থিত হ'বে—ভবিষ্যতে যে সকল অসুবিধা উপস্থিত হ'তে পারে, তজ্জন্য দূরদর্শিতা হওয়া আবশ্যক। যাঁ'রা সেরূপ সুদূরদর্শী ন'ন, সেরূপ অভিজ্ঞতা-বাদীদের মতে কেবল ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতির প্রয়োগে সাধারণ বিদ্যা আবশ্যক কিন্তু উহাই নিত্যোদ্দেশে ভিন্ন ফল বা অভাবরহিত চিন্ময় রাজ্যের উপযোগী।

—

সভ্যসমাজ সভ্যতার ক্রমিক উন্নতি-ক্রমে যে-সকল তত্ত্ব-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ ক'রেছেন, তাঁ'দের সেইসকল কথা শ্রবণ ক'র্তে পার্‌লে অর্থাৎ সভ্যতার ইতিহাস—সভ্যতার ঘাত-প্রতিঘাত—সভ্যতার সংঘর্ষে নানাপ্রকার সমস্যার সাময়িক সমাধান প্রভৃতি নিয়ে যে সকল ব্যক্তি পারদর্শিতা লাভ ক'রেছেন, তাঁদের মুখে যে সকল কথা শ্রবণ ক'রে আমরা অনায়াসে সুদূর অতীত কালের সভ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিদ্যাবত্তা প্রভৃতিকে আমাদের বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার দ্বারে অতিথিরূপে বরণ ক'র্তে পারি। যিনি ঐ সকল অভিজ্ঞতার কথা বলেন, তিনি শিক্ষক বা কীর্ত্তনকারী, আর যিনি অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তিনি শিক্ষার্থী বা শ্রবণকারী। এইরূপ অভিজ্ঞতার কীর্ত্তন-শ্রবণ-প্রণালীর মধ্য দিয়ে জাগতিক শিক্ষাস্রোত দিন দিন উন্নতির পথে প্রবাহিত হচ্ছে, আমরা মনে করি। ইহাতে উদাসীন হ'লে সমাজের শুভানুধ্যায়িগণ আমাদিগকে অলস ও জগতের অমঙ্গলকামী ব'লে মনে করেন; কিন্তু আমাদের এরূপ শিক্ষাধারা, এরূপ অভিজ্ঞানের কীর্ত্তন শ্রবণ প্রণালী এবং অভিজ্ঞতা-বিদ্যাচুক্তে অভিযোগই কি চরম কথা? অনিত্য শিক্ষা ও নিত্যশিক্ষা বিবেক কি সুদূরদর্শী মানব বিচারের বিষয় হ'বে না? কেবল অল্পকালের অভিজ্ঞানে সাময়িক শিক্ষায় শিক্ষিত হ'ব তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধি লাভ ক'রব—এরূপ বিচারে আবদ্ধ থাকাই কি মানবের দূরদর্শিতা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক? মনুষ্যজাতি যার জন্য খুব ব্যস্ত, সেই বিদ্যা, আমাদের কোন একটী ইন্দ্রিয় পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হ'লেই, নিষ্ফলিত হ'য়ে পড়ে। এজন্য উপনিষৎ ব'লেছেন,—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"।

—

'নেতি' বাক্যের তাৎপর্য্য

শ্রুতি ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত বিবিধ রূপের বর্ণন করিয়াছেন, যথা—"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে, মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ, স্থিতঞ্চ যচ্চ, সচ্চ ত্যচ্চ" অর্থাৎ—ব্রহ্মের দুইটী রূপ আছে—একটী মূর্ত্ত, অপরটি অমূর্ত্ত (সূক্ষ্ম), একটী পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনশীল, অপরটি পুনঃ অপরিবর্ত্তনশীল; একটী স্থিতিশীল—স্থির—দৃষ্টিগোচর যোগ্য, অপরটী যৎ—গতিশীল—ব্যাপ্তি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট); একটী সৎ (বিশেষ বস্তুরূপে অবস্থিত, এইরূপ বোধের যোগ্য), অপরটি (অনির্দ্দেশ্য- প্রত্যক্ষের অযোগ্য)।

বস্তুতঃ—পৃথিবী, অপ্ ও তেজঃ এই স্থূল ভূতত্রয়ের অস্তিত্ব স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হয়। আকাশ অতি সূক্ষ্ম নিরবয়ব সর্ব্বব্যাপী বস্তু। ইহাকে কোন বিশেষ বস্তুরূপে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অনুভব করা যায় না। বায়ুও সূক্ষ্মত্বহেতু কোন প্রকার অবয়ব-বিশিষ্টরূপে অনুভবের বিষয় হয় না। সুতরাং প্রথমেই পৃথিব্যাদি তিনটী স্থূল ভূতকেই ব্রহ্মের স্থিতিশীল মূর্ত্তরূপ এবং বায়ু ও আকাশকে তাঁহার গতিশীল অমূর্ত্তরূপ বলিয়া শ্রুতি বর্ণন করিয়াছেন। এই উভয়ই দক্ষিণ অক্ষিস্থ দ্রষ্টা পুরুষের দৃশ্যস্থানীয়, ঐ পুরুষের দর্শনের বিষয়-রূপেই ইহাদের অস্তিত্ব নিরূপিত হয়, অতএব ঐ পুরুষকেই ইহাদের 'রস' অর্থাৎ মূল অবস্থিতির হেতু বলিয়া শ্রুতি উপদেশ করিলেন। শ্রুতির এই সকল বাক্যের অর্থবিষয়ে মায়াবাদী সম্প্রদায়ের সহিত আমাদের কোন মতবিরোধ নাই।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের তৃতীয় ব্রাহ্মণের শেষ ষষ্ঠ বাক্যের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে যে "ঐ পুরুষের রূপ হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র সদৃশ পীত বর্ণ; যে ব্যক্তি ইহাঁকে জানেন, তাঁহারও একত্ররাশীকৃত বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল শ্রী হইয়া থাকে। কিন্তু এইটীও ভোগপ্রদ; ইহা সর্ব্বসন্তাপহারক মোক্ষ-প্রদ নহে; মোক্ষের জন্যই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উদয়—অতএব শ্রুতি ব্রহ্মের মোক্ষপ্রদ রূপের বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন;—অথাতো আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ—পরমস্থাথ নামধেয়ং; সত্যস্য সত্যমিতি। প্রাণা বৈ সত্যং; তেষামেষ সত্যম্।" ৬॥

ইহার অর্থ এই যে:—"অতঃ" (=অতএব মূর্ত্তামূর্ত্ত এবং তৎসারভূত পুরুষ স্বরূপের জ্ঞানও ভোগপ্রদ মাত্র হওয়াতে অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ না হওয়া হেতু), "অথ" (=অতঃপর, ব্রহ্মের পূর্ব্বোল্লিখিত রূপসকলের বর্ণনার পর, এইরূপ) "নেতি নেতি" (=ইহা—অর্থাৎ এই পর্য্যন্ত যে সমস্ত রূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা মাত্র নহে, ইহা (মাত্র) নহে; "ইতি আদেশঃ" ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশক প্রসিদ্ধ বাক্য)। এই "নেতি নেতি" বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, "নহি এতস্মাৎ অন্যৎ পরম্ অস্তি, ইতি ন" (=এতাবৎ ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত যে সমস্ত রূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পর; তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ (এতস্মাৎ পরং) ব্রহ্মের অন্য কোন রূপ নাই (অন্যৎ ন অস্তি), এমন নহে ইতি ন) অর্থাৎ বর্ণিত সকল রূপ হইতে অন্য যে একটি শ্রেষ্ঠ রূপ আছে, সেইটিই ব্রহ্মের স্বরূপনির্দ্দেশক শেষরূপ। "অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যম্" অতএব ইহাই (পূর্ব্বপাদে বর্ণিত) সত্যের সত্য নাম ধারণ করিয়াছে। "প্রাণা বৈ সত্যম্" (=প্রাণসকলও সত্য-নামে আখ্যাত; কিন্তু) "তেষামেষঃ সত্যং" (=কিন্তু ইহাদেরও সত্য; সারবস্তু) এই সর্ব্বশেষ বর্ণিত রূপ, ইহা সত্যের সত্য।)

উল্লিখিত বাক্য বিশ্লেষণ দ্বারা ব্যাখ্যাত বাক্যের সার এই যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুইটি এবং তৎসারভূত পুরুষও ব্রহ্মেরই রূপ কিন্তু তদতিরিক্ত "সত্যের সত্য" নামে তাঁহার অন্য শ্রেষ্ঠরূপও আছে; অর্থাৎ ব্রহ্ম অংশরূপী হইয়াও অতীত রূপেও পূর্ণ বর্ত্তমান আছেন, সুতরাং জগৎকে তাঁহার এক অংশ মাত্র বলিয়া বর্ণনা করাই যে এই শ্রুতির উদ্দেশ্য, তদ্বিষয়ে

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

---

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা আরোগ্য হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া ধন্য হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটিকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নুতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মধুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও আনুষঙ্গিক জ্বর ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৫০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

৫। **বাতলোশন**

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷০ আনা। মাশুল পৃথক্।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী
পোঃ ওয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ফোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

স্নায়ুর দৌর্ব্বল্য ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অকালে বার্দ্ধক্য, অবসাদ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অজীর্ণ প্রভৃতি অতি সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব অক্কাশ্মরি মৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে ব্যবহারে স্থায়ী আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"কুসুমবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যস্তম্ভন করত সত্তোষপ্রদ স্থায়ী ও পুষ্টি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

বৈদ্য আয়ুর্ব্বেদ ভাণ্ডার, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এম্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, হাঁপানি, প্যারালাইসিস পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রায় বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা অস্তান্ত বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—
ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম, এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—১০ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার—১৩৩৮

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৪ঠা বৈশাখ (১৩৩৮) শুক্রবার অপরাহ্নে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক-আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে শুভাগমন করেন। তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন—শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পর-বিদ্যাভূষণ, ভক্তিসুধাকর শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী।

———

গত ৬ই বৈশাখ (১৩৩৮) রবিবার অপরাহ্নে বীরভূম জেলার রামপুরহাটের নিকট কোনও পল্লীর অধিবাসী শ্রীযুত বিশ্বেশ্বরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও বিষ্ণুপাদ গোস্বামী মহারাজের নিকট শুশ্রূষু হইয়া আগমন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে ত্রিতাপ হইতে অব্যাহতিলাভের উপায় সম্বন্ধে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। আমরা তাহার চুম্বক সময়ান্তরে প্রকাশ করিব।

———

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটে" ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

ছাত্র সংখ্যা ১৫০ জন হইয়াছে।

গত ৫ই বৈশাখ (১৩৩৮), ১৮ এপ্রিল (১৯৩১) শনিবার দিবস কটকের র‍্যাভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ অধ্যাপক এবং পাটনা ইউনিভারসিটির ইতিহাসের সম্মানপ্রদান পরীক্ষক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ মহোদয় "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্তব্য বঙ্গানুবাদসহ নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

মন্তব্য

I visited the school this morning. The number of students are increasing fast. The average attendance even in the infant classes is very satisfactory. All this shows that there is a wide demand for instruction on a truly religious basis. Several of the teachers belong to the mission. But all of them appear to be fully convinced of the value of the religious basis. This, in my opinion, makes their work full of a healthy, living interest which is shared by their students. This is bound to produce real and enduring efficiency also in the mechanical portion of the work. I have personally a profound regard for the Head Master and I believe his great personality will prove a source of inspiration to teachers and students alike in the building up of the lofty tradition that is the heart's desire of the revered President of the Institution. I suggest that the speech of His Divine Grace at the opening of the Institution may be set up at a prominent place of the Buildings to be got up by heart by every real well-wisher of the cause of true education.

Sd./—Nisikanta Sanyal
Professor, Ravenshaw College,

বঙ্গানুবাদ

আমি অদ্য প্রাতে (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট নামক) বিদ্যালয় পরিদর্শন করিলাম। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। উপস্থিতির গড় শিশুশ্রেণীতেও অতি সন্তোষজনক। ইহাতে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের উপর ভিত্তি-স্থাপন-দ্বারা শিক্ষাদানের বিস্তৃত প্রয়োজনীয়তাই দৃষ্ট হইতেছে। শিক্ষকগণের মধ্যে কয়েকজন (গৌড়ীয় বৈষ্ণব) সম্প্রদায়েরই লোক। কিন্তু তাঁহারা (শিক্ষকগণ) সকলেই ধর্ম্ম-ভিত্তিমূলে স্থাপিত শিক্ষা-বিধানের উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থাবান। আমার মতে তাঁহাদের এই প্রকার শিক্ষা প্রদানকার্য্য ছাত্রগণকে প্রকৃত স্বাস্থ্য এবং জীবনীশক্তি প্রদান করিবে [illegible] ভাগেও এইরূপ শিক্ষাপ্রদান অবশ্য প্রকৃত স্থায়ী ফল প্রসব করিবে। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের প্রতি আমার ব্যক্তিগত-ভাবে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে এবং আমি বিশ্বাস করি, তাঁহার ন্যায় মহদ্-ব্যক্তির সঙ্গপ্রভাবে শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দ সকলেই বিদ্যালয়ের সভাপতি মহোদয়ের চিরমনোভীষ্ট প্রচারের সহায়তাকল্পে সুষ্ঠুভাবে প্রণোদিত হইবেন। আমি প্রস্তাব করি যে, উদ্বোধন দিবসে সভাপতি মহোদয়ের শিক্ষাসংক্রান্ত চেতনবাণীসমূহ (সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে) বিদ্যালয়ের এরূপ কোনও বিশিষ্ট স্থানে সংলগ্ন থাকুক; তাহা হইলে বাস্তবশিক্ষার প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষিগণ (সম্যক্ আলোচনা-দ্বারা) উহা কণ্ঠস্থ করিবার সুযোগ পাইবেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট উদ্ঘাটনে

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

(১)

কালের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে লক্ষিত হয় যে, পরবিদ্যার প্রতি উদাসীন্যে পার-দর্শিতা লাভই যেন বিদ্যার সার্থকতা। এরূপ বিচার আংশিক মাত্র। বিদ্যাপ্রদানে অনুপযুক্ততা হ'তেই এরূপ আধ্যাত্মিকতা অনেক পূর্ব্বেই [illegible] হ'য়েছে।

১৩১১ সালে যখন আমি এখানে প্রথমে এসে বাস কর্ত্তে আরম্ভ করি, তখন স্থানীয় লোকের শিক্ষার জন্য যত্ন ক'রেছিলাম; পরা শিক্ষার কথা দূরে থাকুক, প্রাথমিকী শিক্ষা আধ্যাত্মিকা শিক্ষার বিষয়েও এ'প্রদেশের লোকের আগ্রহ এত কম দেখ্তে পেয়েছিলাম যে, আমাকে সেরূপ যত্ন হ'তে ক্ষান্ত হ'তে হ'য়েছিল। পরা বিদ্যার আলোচনার জন্য বহু বৎসর পূর্ব্বে যত্ন ক'রেছিলাম—প্রাচীন পারমার্থিক গ্রন্থ এবং পারমার্থিক শাস্ত্র, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতির নিরপেক্ষ তুলনামূলক আলোচনার জন্য একটী প্রকৃত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হোক, এজন্য যত্ন ক'রেছিলাম; কিন্তু [illegible] সংস্কৃত ব্যাকরণের কয়েকটী সূত্র কণ্ঠস্থ-করণ কিম্বা দু'একখানা প্রাকৃত কাব্যগ্রন্থে অধিকার লাভই অধিকতর আগ্রহের বস্তু অথবা স্মার্ত্ততীর্থ প্রভৃতি উপাধিলাভই তাঁদের আশার শেষসীমা বা পরমপুরুষার্থ রূপে বিচার দেখ্তে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি যে উদ্দেশ্য ও অভিলাষের বশবর্ত্তী হ'য়ে এরূপ প্রবৃত্ত হ'য়েছিলাম, আমি যা' ইচ্ছা ক'রেছিলাম, সে ফল লাভ হয় নাই। অধিক কি, অনেকেই সেই উদ্দেশ্যের তাৎপর্য্যটীও গ্রহণ করবার মত যোগ্যতা লাভ করেন নাই। দেশের অবস্থা এরূপ!

মার্কিণ দেশে, য়ুরোপের নানাস্থানে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু শিক্ষা-মন্দির রচিত হ'য়েছে ও হচ্ছে; কিন্তু এসকল শিক্ষা মন্দিরের ভাবা-বিজ্ঞানে উন্নত হ'য়ে কি তাৎপর্য্য লাভ করা যায়, তা'তে আমরা অনেকেই উদাসীন। কিছু-কালের জন্য দরকার প'ড়েছে যে শিক্ষার, সাময়িক কাজ মাত্র চ'লে যে'তে পারে যে শিক্ষায়, এরূপ শিক্ষার আলোচনায়ই আমরা মস্তক আলোড়ন ক'রে থাকি। শুধু কার্য্যের প্রয়োজন-সাধিকা শিক্ষার আলোচনা না কর্‌লেও চল্‌বে—এরূপ একটা সংক্রামক আলস্য আমাদের সকলকে গ্রাস ক'রেছে। কিন্তু ইহা দেশহিতৈষিতা ও পরহিতচিন্তার অভাবজ্ঞাপক।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে মেদিনীপুর সহরে গি'য়েছিলাম, সেখানকার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন আমাদের কথায় অপরিচিত জনৈক, কথার আলোচনা হ'লে সাধারণের হরি-কথা শুন্‌বার অধিক সুযোগ হ'বে বিচার ক'রে আমরা স্থানীয় স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট হ'তে স্কুলগৃহে স্থান ভিক্ষা ক'রে-ছিলাম। কিন্তু ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের [illegible] মহোদয়ের অভিমত অনুসারে ধর্ম্মবিষয়সমূহে মতভেদ থাকায় তন্মধ্যে বিরোধ উৎপত্তি লাভ কর্‌বে ব'লে বালক-দিগের যা'তে কোনপ্রকার ধর্ম্মবিষয়িণী শিক্ষা ও ধর্ম্মনীতির সহিত সংযোগ না থাকে, তজ্জন্য স্কুলে ধর্ম্মের আলোচনা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ ছিল। কাজেই আমরা আর সেখানে ধর্ম্মের কথা বল্‌বারও স্থান প্রাপ্ত হই নাই। অবশ্য যাঁ'রা অভিজ্ঞতাবাদের ভূমিকায় আরোহণ ক'রে ঐরূপ বিচার করেন, তাঁদের সেরূপ বিচারের অধিকার থাক্‌তে পারে। 'ধর্ম্মে মতভেদ আছে ব'লে কোন ধর্ম্ম আলোচিত হ'বে না', এরূপ বিচারস্রোতে তাঁ'রা গা' ভাসিয়ে দিতে পারেন। তবে এখানে সুরেন্দ্রবাবু বলেন,—মানুষ জোনাকী দেখে ঠকেছেন ব'লে [illegible] কখনও আর অন্যের অন্বেষণ করেন না'—জোনাকী পোকা [illegible] পাওয়া যায় ব'লে যেখানে আলোক আছে, কোথাও আগুন নেই' ব'লে স্থির সিদ্ধান্ত করা অত্যন্ত স্থূল ও অতিসাহসিক বিচার।

প্রহেলিকার মীমাংসা

(শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি, এল)

সেদিন কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ষ্টীমারে বাড়ী ফিরিতেছিলাম, আমার হাতে একখানি গৌড়ীয় পত্রিকা দেখিতে পাইয়া আমাকে গৌড়ীয়মঠ সংক্রান্ত লোক বিবেচনায়, ষ্টীমারস্থিত কোন একটী শিক্ষিত ভদ্রলোক আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—'দেখুন, গৌড়ীয়মঠের বিচারটা ঠিক বুঝা যায় না।' আমি বলিলাম,—মশায়, 'ব্যাপারটা কি হয়েছে?' ভদ্রলোকটী বলিলেন,—'দেখুন, আমি গৌড়ীয়মঠের মূল পুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শরণাগতি' খানি দুই একবার পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার বিচারের সহিত বর্ত্তমান আচার্য্যবরের বিচারের সামঞ্জস্য দেখিতে পাই না। অথচ গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান সাধুগণ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদাঙ্কানুসরণকারী বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন।'

আমি বলিলাম,—'ব্যাপারখানা কি, একটু পরিষ্কার করিয়া না বলিলে ত' বুঝিতে পারিতেছি না।' তাহাতে ভদ্রলোকটী বলিলেন,—'দেখুন, সেদিন একটা বিজ্ঞাপনে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্' নামে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ বৈষ্ণবগণের পরম তীর্থস্থান এবং পরবিদ্যার পীঠস্থলী। যিনি 'জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা। মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা॥'—এইরূপ গীতি কীর্ত্তন পূর্ব্বক জড়বিদ্যার অকিঞ্চিৎকরত্ব এবং উহাকে জীবের বন্ধনের কারণস্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিলেন, আজ কিনা তাঁহারই অনুগমনকারী দাসানুদাসগণ, সেই পরবিদ্যার পীঠস্থলীতে তাঁহারই (ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের) নামে একটী জড়া বা অপরা বিদ্যার কেন্দ্রস্থল স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ' প্রহেলিকা ত' বুঝিতে পারিলাম না।'

অবস্থা বুঝিয়া মনে মনে ভাবিলাম, ভদ্রলোকটীর সন্দেহ নিরসন হওয়া আবশ্যক, নচেৎ তাঁহার ন্যায় মনশীল আরও অনেকেরই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতি অনর্থক অনাস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে। তদুত্তরে তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহারই কতকাংশ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিলাম।

শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ সাক্ষাৎ চিন্ময় ধাম, বৈকুণ্ঠ হইতে কোন অংশে ভেদ নাই। এই চিন্ময় বৈকুণ্ঠ ধাম জীবের নিত্যমঙ্গলের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অচিৎ রাজ্যের কোন প্রকার হেয়তা বা অবরতা এখানে স্থান পায় নাই। শুরুপাদপদ্মের কৃপায় জীবের সৌভাগ্যোদয় হইলে জীব এই চিন্ময় ধামের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, নচেৎ অজ্ঞানান্ধ চক্ষুর সাহায্যে কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের বুদ্ধি লইয়া কেবল মাত্র ইট, মাটী, গাছ, পাথর ছাড়া তাহার আর কিছুই দর্শন হয় না। মূর্খের নিকট যেমন পুস্তকের লিখিত অক্ষরগুলির স্বরূপ উপলব্ধ হয় না, সেইরূপ জীবের চিন্ময় চক্ষু উন্মীলিত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীধামের স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। অতএব শ্রীধাম মায়াপুর কখনও কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের বিচার ভূমিকা হইতে পারে না।

দেশে অন্যান্য স্থানে বহু বহু উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও শ্রীধামে আবার ঐরূপ একটী বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা আমাদের সহজে বোধগম্য হয় না। দেশের যে প্রকার আবহাওয়ায় আমাদের সন্তানসন্ততিগণ লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্বিমুখতাময়। বাল্যকালের শিক্ষা ও সংস্কার ভবিষ্যৎ জীবনে দূরীভূত করা বড়ই কঠিন। সারাজীবনব্যাপী আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তিরূপ ভোগই আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত বস্তু। এইরূপ চিন্তাস্রোত আমাদের প্রত্যেকের জীবনে প্রবাহিত, কি একারে ভাল করিয়া ভোগ করিয়া জীবন যাপন করিতে পারিব, ইহাই আমাদের শিক্ষার মূল মন্ত্র। ইহা ছাড়া মনুষ্যজীবনে আর কোন কর্ত্তব্য আছে বলিয়া বর্ত্তমান শিক্ষায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বর্ত্তমান শিক্ষার অভ্যন্তরে নিহিত এই ভগবদ্বিমুখতারূপ চিন্তাস্রোতকে স্তব্ধ করিয়া আমাদিগকে গৃহের দিকে লইয়া গিয়া পরশান্তির আশ্রয়স্থল কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীশ্রীমন্ নিত্যানন্দের পাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অবতারে যেমন প্রেমবন্যা উদ্বেলিত হইয়া স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা প্রভৃতি সকলকেই ডুবাইয়া দিয়াছিল, এবার আবার তাঁহারই অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহারই ইচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত জীবকে বেদ-কল্পতরুর প্রপক্ক ফল যে প্রেমামৃত, তাহা আস্বাদন করাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতেছেন।

অন্যাভিলাষী ও আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের সুকুমারমতি বালক ও যুবকগণ যাহাতে এই সম্ভোগৈকবাদসর্ব্বস্ব মনোভাবের যুগে বহির্ম্মুখতা স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে নিরয়-পথের যাত্রী না হইতে পারে, ভোগ-বিলাসিতার সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিয়া পারমার্থিক পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং মানবজীবনকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থা করিবার জন্য বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীধাম মায়াপুরের ন্যায় দৈহিক ও আত্মিক স্বাস্থ্যকর স্থানে এইরূপ একটী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন।

হরিসেবাই যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহারা প্রত্যেক বস্তুকে হরিসেবার অনুকূল করিয়া লইতে পারেন। তাই শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভায় সভাপতিরূপে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ 'কৃষ্ণভক্তির অনুকূল করহ স্বীকার' এই বাণীর সার্থকতা সম্পাদনের জন্য এই অপরবিদ্যালয়স্থাপনের দ্বারাও জীবের সেবোন্মুখিনী বৃত্তিকে জাগরিত করিয়া তাহাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় আছেন। রোগী ত' তিক্ত ঔষধ খাইতেই চাহিবে না, কিন্তু মঙ্গলময় ত' ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি শর্করার আচ্ছাদনেও তিক্ত ঔষধ রোগীর গলাধঃকরণ করাইবেন। সেই প্রকার অমন্দোদয়-দয়াবারিধি শ্রীল প্রভুপাদ ভব-ব্যাধিগ্রস্ত কোমলমতি বালক ও যুবকগণকে এবং প্রকারান্তরে তাহাদিগের অভিভাবকগণকে পর্য্যন্ত শ্রীধামসেবা, শ্রীনামসেবা ও শ্রীকামদেবের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য এই কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছেন।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার মুখ্য উদ্দেশ্য (শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায়) 'ভগবানের প্রকট চিন্ময়ভূমি অবিমিশ্র চেতনবৃত্তিতে উদ্ভাসিত করা'; এবং 'অপরাবিদ্যার প্রবন্ধনাদি ধামপ্রচারিণী সভার গৌণ বা অবান্তর উদ্দেশ্য মাত্র।' আধ্যক্ষিক জ্ঞানে যে বিদ্যা 'অপরা' বলিয়া বিচারিত, সেই বস্তু যদি ভগবৎসেবার সাধক বা অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাহাও তখন তাহার প্রাকৃতত্ব হারাইয়া অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে। যেমন প্রাকৃত ফলমূল বা অন্নপানাদি যখন শ্রীভগবানের উচ্ছিষ্ট হয়, তখন তাহারাও চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়া মহাপ্রসাদ-নামে আখ্যাত হয়।

জীবের রুচি অনুযায়ী অপরা বিদ্যাই তাহাদিগের প্রেয়ঃ বস্তু। তাই শ্রীল প্রভুপাদ এই জড়বিদ্যারূপ প্রেয়র স্তর আকর্ষণে পরবিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ নামনির্ব্বাপক শ্রীধামে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে আকৃষ্ট করিবার জন্য এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছেন। 'এক কার্য্যে করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত'—বর্ত্তমান যুগাচার্য্যের কার্য্যাবলীতেও এই বাক্যের প্রত্যবায় দেখা যায় না।

সুস্থদর্শিগণ শ্রীল প্রভুপাদের এই বিচারধারা ধরিতে পারিবেন; কিন্তু স্থূলদর্শী, গোখর বুদ্ধি কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের বাক্যে ও শ্রীল প্রভুপাদের কার্য্যাবলীতে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া না পাইয়া প্রহেলিকা দর্শনপূর্ব্বক সম্যক্রূপে বঞ্চিত হইবেন। বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত বৈষ্ণবের কার্য্যাবলী আদৌ বোধগম্য হয় না। তাই কোন মহাজন বলিয়াছেন, 'বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।'

শ্রীগুরু-বন্দনা

(৪)

মঠাদি স্থাপিলে, (ভক্তি)কেন্দ্র বসাইলে
মরতে অমর-ভূমি।
কুঠা করি' দূর বৈকুণ্ঠ ঠাকুর
সেবা প্রচারিলে তুমি।
শ্রীচরণ বন্দি আমি॥
জীবন ধারণ প্রধান কারণ
শ্রীকৃষ্ণসেবন-কামি।
তুমি কৃপা করে জানালে সংসারে
কৃষ্ণই জীবের স্বামী।
জয় জয় প্রভু তুমি॥
(সর্ব্ব) তীর্থ সুভ্রমণ মহিমা কীর্ত্তন
অতীর্থকে তীর্থভূমি
পরিব্রজ্যা লৈয়া চৌদিক ভ্রমিয়া
স্বয়ং তীর্থপাদ তুমি॥
নতশিরে বন্দি আমি॥
(তোমার) অপ্রাকৃত বিদ্যা নাশয়ে অবিদ্যা
(সাক্ষাৎ) সরস্বতী নামী তুমি।
হইয়া বিজয় 'সর্ব্ব দিগ্ জয়
তুমি দিগ্বিজয়ী নামী॥
পুনঃ পুনঃ বন্দি আমি॥
নতশিরে বন্দ্য শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত
শ্রীসরস্বতী গোস্বামী।
(তোমার) সকল সুশিক্ষা, নাম-মন্ত্র-দীক্ষা
জগতে অতুল তুমি॥
জয় জয় নমি আমি॥

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীহরিকথা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যবাণী শিক্ষাপ্রদান করিতেছেন। আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

করিয়া পরমেশ্বরকে "দয়াময়" "করুণানিলয়" ইত্যাদি সম্বোধনে সম্বোধিত করিয়া ভগবানের প্রতি কর্তব্যপালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছি, এইরূপ মনে করিয়া তৃপ্তি পাই।

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিকামী, দেহাত্মবুদ্ধিপ্রণোদিত আমরা নিখিলবিশ্বের যাবতীয় সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য-প্রাচুর্য্যের ভোক্তা সাজিয়া, সমুদয় বিষয়ের প্রভু হইতে যাইয়া আপনিই আপনার ধ্বংসের আবাহন করি। হায়! প্রকৃতি-সুন্দরীর প্রভু হইতে যাইয়া তাহার পদে চিরতরে দাসখত লিখিয়া দিই। তাই, শরতের মেঘমুক্ত স্বচ্ছ নীলাকাশ, বসন্তের সুগন্ধ মলয়ানিল, বরষার নব নীরদমালা, উষারাণীর কনকচ্ছটা, বনানীর নীরবতা, আমাদের লালসালোলুপ নয়ন-মনের উপর মোহজাল বিস্তার করিয়া, উল্লাসভরে বিক্রমময়ী জড়াকর্ষণের জয়গীতি গান করে। সুপ্তচেতন আমাদের সমগ্র ইন্দ্রিয়গুলি যেন কৃষ্ণভোগ্য জগৎকে ভোগ করিবার জন্য ভীষণ অভিযান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এ ভোগযাত্রার চালক ঐ অনাত্মজ্ঞান-পীড়িত, অহঙ্কারবিমূঢ় মন। জড়ীয় জ্ঞানের গরিমামণ্ডিত আধ্যক্ষিকগণের চিত্তবৃত্তি আজ মানব ভোগ্য বিশ্বের উপর তাহার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী। তাহার দৃষ্টি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ধরণীর প্রাচুর্য্যপূর্ণ সম্ভার-সমূহকে পরমদেবতা বিষ্ণুর সেবোপকরণরূপে দর্শন না করিয়া আত্মভোগবুদ্ধিতে গ্রহণ করে। আধুনিক ভোগময়ী জগতের ভাষাবিজ্ঞান তাহাদের অভিধানে 'সেব্য-সেবক', বিষ্ণু বৈষ্ণব এই পরম প্রয়োজনীয় তত্ত্বটীর কোনও আবশ্যকতা স্বীকার করে না।

কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিসম্পন্ন সভ্যতাভিমানী জগতের চিন্তাধারা আজ তাহার বাহ্য চাকচিক্যের আবরণে আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া অতি দূষিত, ঘৃণ্য প্রবৃত্তির অগ্নি আমাদের চিত্তে প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছে। যদিও সভ্যতালোকে আলোকিত হইয়া আমরা দেহমনোধর্ম্মের প্রীতিপ্রদ বহু উপকরণ প্রাপ্ত হইতেছি, তথাপি সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, আধুনিক ভাব-ধারা অধোক্ষজ বিষ্ণুর সেবা ভাব-বিবর্জ্জিত। তাহার চিত্র, শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, রুচি, নীতি, শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম্ম কর্ম্ম, তাহার গীতি স্তুতি, পূজা বন্দনা সমুদয়ই ভগবদ্‌ভোগ্য বিষয়সমূহকে ভোগ করিতে চায়। তাহার বিশ্বাস—পরমশক্তিমত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকেও অকৃতজ্ঞানের ভোগদণ্ডে নামিয়া লইতে পারা যায়। ভোগপ্রদানে অক্ষম বার্দ্ধক্যপীড়িত জনকজননীকে বিদায় দেওয়ার মতই সন্ধ্যজনক শ্রীরাধাগোবিন্দের সমগ্র সম্পত্তি আত্মভোগার্থে 'আত্মসাৎ' করিয়া জীবনাস্তের পূর্ব্বে হইতে তাঁহার নাম খারিজ করিয়া দেওয়া হয়। যাহারা ধর্ম্মধ্বজী, তাহারা ভগবদ্ভজনের আবরণে নিজ ভয়াবহ ভোগলোলুপ স্বরূপটি আবৃত করিয়া জগতে ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইতে চাহে। তাহারা মনে করে, চতুরতার আশ্রয়ে সরল লোকের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া অপ্রাকৃত বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারা যাইবে। এ'প্রকার অপস্বার্থান্ধ ভক্তবেষিগণের শ্রীহরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, অর্চ্চন ইত্যাদি সাধনভক্তির অনুশীলনের অভিনয়সমূহও জন্যে ভোগবুদ্ধিসম্ভূত। তাহাদের শ্রীকৃষ্ণধাম-সেবার ও শ্রীনামসেবার অভিনয় এবং শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গমনোভীষ্ট-পালনরূপ কামসেবার অভিনয়, মূর্খ লোকের দৃষ্টিতে কৃষ্ণসেবার ন্যায় দৃষ্ট হইলেও দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাজনগণের দর্শনে তাহা ধরা পড়িয়া যায়। শুধু বর্ত্তমান জগতের বহির্ম্মুখতাদুষ্ট বিচারপ্রণালী নহে, পরন্তু সর্ব্বযুগের অজ্ঞানতাপ্রসূত ভোগপ্রবৃত্তির প্রতিকূলে একমাত্র ভোক্তা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বময়ত্ব ঘোষণা করিয়া ঈশোপনিষৎ বলিতেছে,—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

ভগবৎকৃপায় এই শ্রুতিমন্ত্রের অপূর্ব্ব দ্যুতি যখন আমাদের অন্ধকার অন্তরগুহা উদ্ভাসিত করিবে তখনই আমরা জানিব—পৃথিবীতে যত কিছু বস্তু বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয় পদার্থই বিভুচৈতন্য জগদীশ্বরের চৈতন্য ও সত্তাদ্বারা ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। তখন বিশ্বপতির সৃষ্ট বিশ্বকে ভোগায়তনরূপে দর্শন করার পরিবর্ত্তে সেবায়তনরূপে দর্শন হইবে এবং যুক্তবৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া যথাযোগ্য পরিমাণে ভগবদুচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ গ্রহণ করা ব্যতীত রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধাত্মক বিষয় ভোগে রুচি হইবে না।

পৃথিবীর চেতনাচেতন সমগ্র দ্রব্য ভগবচ্ছক্তি-সম্বন্ধে সুসম্বন্ধান্বিত—এই প্রকার বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মিলে আর ভগবচ্ছক্তি সম্বন্ধে কুতর্কপরায়ণ মায়াবাদী ত্যাগীর বিচারোত্থিত 'ব্রহ্মসত্য জগৎ-মিথ্যা'-রূপ অসদ্বাণী আমাদের ভ্রম উৎপাদন করাইয়া মানব সেবা-সম্বন্ধীয় নিষ্ফল ত্যাগে প্ররোচিত করিতে অসমর্থ হইবে।

শ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠ মহাভাগবতগণের চিদালোকে বিভাবিত অপ্রাকৃতদৃষ্টি অপ্রাকৃত বিশ্বকেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের বিলাসস্থলী শ্রীধামরূপে দর্শন করে। যথা—

যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"
"সর্ব্বত্র কৃষ্ণের মূর্ত্তি করে ঝলমল।
সে দেখিতে পায়, যার আঁখি নিরমল॥"

শত্রুর সঙ্গে বাস

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, বি-এল)

অনাদিকর্ম্মফলে জীব যেদিন তাহার স্বরূপবিস্মৃত হইয়া স্বয়ং প্রভু সাজিয়া মোহিনী মায়ার রচিত সাজান সংসার ভোগ করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছে, সেইদিন হইতেই তাহাকে এই ভবকারাগারের ত্রিতাপরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। এই সংসারে ভোগের উপযোগী স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীররূপ দুইটী উপাধিও জীবের ভূষণ হইয়াছে। জীব মায়াকে ভোগ করিতে গিয়া, মায়ার দাসত্ব করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং মায়িক সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছে।

ত্রিগুণাক্রান্ত জীব এই সংসার-সমুদ্রে নক্র, কুম্ভীর সদৃশ কাম ক্রোধাদি ষড়্‌রিপুর তাড়নে এবং আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিতাপের দ্বারা জর্জ্জরীভূত হইয়া ক্রমাগত জন্ম জন্মান্তরে অশেষবিধ দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইতেছে। মায়াগ্রস্ত জীবের দুর্দ্দশার একটী চিত্র শ্রীগৌর-পার্ষদপ্রবর শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর ভাষায় বর্ণিত হইল,—'কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হঞা ভোগ-বাঞ্ছা করে। নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥ পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়। মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥ আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে। মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥ কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র। কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥ কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু। কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥'

প্রাক্তন কর্ম্মফলে জীবের এইরূপ অবস্থা যখন অবশ্যম্ভাবী এবং জড়োপাধি-বিমণ্ডিত অবস্থায় জীবকে যখন কাম-ক্রোধাদি শত্রুগণের সহিত বসবাস করিতেই হইবে, তখন উহাদের সহিত নিরাপদে ও নির্ব্বিবাদে বাসের একটা উপায় উদ্ভাবন করা বুদ্ধিমন্তগণের অবশ্য কর্তব্য বিষয়। সাপের সঙ্গে এক ঘরে বাস করিতে হইলে সাপও থাকে মানুষও বাস করিতে পারে, এমন কি বন্দোবস্ত হইতে পারে না? সাপুড়িয়ার সাহায্যে সাপের বিষদাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে পারিলে আর মানুষের প্রাণনাশের ভয় থাকে না; তখন অনেকটা নিরাপদ হয়।

শত্রুরূপী কাম-ক্রোধাদি ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক যে আমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া নিপীড়িত হইয়া দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইতেছি, তাহার একমাত্র উপায় হইতেছে, ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সদ্‌গুরু-সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করা এবং উহাদের বিষদাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া। সদ্‌গুরুপাদপদ্মে শরণাগতির ফলে জীবগণ জানিতে পারে যে, যে সমস্ত রিপুগণ তাহাদের অনিষ্ট সাধন করিতেছে, সেই সমুদয় শত্রুগণের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া যার যে বৃত্তিদ্বারা তাহারা অনিষ্ট করিতেছে, সেই বৃত্তিগুলির গতি ফিরাইয়া দিতে পারিলেই আর কোন ভয়ের কারণ ঘটে না। এই বৃত্তির গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়ার নামই সাপের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া।

যেমন 'ক্রোধ' মানুষের একটী পরম শত্রু। কামের অতৃপ্তিতেই ক্রোধের উৎপত্তি। এই ক্রোধ প্রবল হইলে মোহ প্রাপ্ত হয় এবং এবং পর পর অবস্থায় তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে। তাই গীতা বলিয়াছেন,—'ক্রোধাদ্‌ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥'

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা হইতেই কামের উৎপত্তি। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা হইতে উৎপন্ন যে কাম, তাহারই অতৃপ্তিতে ক্রোধের জন্ম; সেই ক্রোধের দ্বারাই জীবের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে ক্রোধের মূলে সেইরূপ কোন প্রকার আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা নাই, সেখানে ক্রোধের দ্বারা কোন অনিষ্ট না হইয়া বরং উপকারই সাধিত হয়।

যেদিন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা আমাদের মস্তকে বর্ষিত হইবে, সেই শুভদিনেই আমরা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নিম্নলিখিত পতিতোদ্ধারিণী বাণীগুলির যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইব এবং কাম, ক্রোধাদি প্রবল শত্রুগণের সঙ্গে একঘরে নিরাপদে বাস করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিব। ঠাকুর মহাশয়ের বাণী যথা :—

'কাম' কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণে 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষী-জনে
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ-বিনে 'মদ' কৃষ্ণ-গুণ-গানে
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

* * * * *

কিবা বা করিতে পারে কাম ক্রোধ সাধকেরে
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ॥

চৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

[illegible] প্রকাশিত

দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

— ১০ঃ —

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর, শনিবার ১৩ই বৈশাখ ১৩৩৮

লাটসমীপে

দার্জ্জিলিং হইতে নিজস্ব সংবাদদাতার তারের সংবাদে প্রকাশ,—বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক এবং 'গৌড়ীয়' পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকসঙ্ঘের সঙ্ঘপতি শ্রীমদ্ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী প্রভু গত ২১শে এপ্রিল অপরাহ্নে দার্জ্জিলিংয়ে বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার গলদেশে প্রসাদী মালা পরাইয়া দেন এবং তৎপরে গবর্ণর বাহাদুরের নিকট ৪০ মিনিট কাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। লাটসাহেব অতিশয় আগ্রহের সহিত ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং সর্ব্ব-প্রকারে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হন। তিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-প্রদত্ত কতিপয় ভক্তিগ্রন্থ উপহার সাদরে গ্রহণ করেন।

মাদ্রাজের সংবাদ

গত ২১ এপ্রিল (১৯৩১) তারিখের নিজস্ব সংবাদদাতার তারে প্রকাশ—

রিয়ার ডন রোড ডেপাটি মাদ্রাজের দেওয়ান বাহাদুর এম বালসুন্দরম্ নাইডু এবং পুনা বৃন্দাবন হাউসের কর্ম্মীদাস ক্যালজি মন পাউ বিদা চেটী মহোদয়দ্বয় মাদ্রাজে শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভূমি ক্রয় করিবার জন্য যথাক্রমে ৮০০, ও ৭০০, টাকা আনুকূল্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহাদের এই সাধুপ্রস্তাবে তাঁহারা সজ্জনমাত্রেরই প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে

শ্রীচন্দনযাত্রা মহোৎসব

গত ৮ই বৈশাখ মঙ্গলবার পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ মাধবজিউর চন্দনযাত্রা-উৎসব অতীব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। বহু [illegible] ভক্তমহোদয় ও ভদ্রমহিলা সন্ধ্যারাত্রিকের পর পাঠ-কীর্ত্তনাদি শ্রবণান্তর বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। কটক হইতে ১০।১২ জন ভক্ত এবং আলালনাথ হইতে ৩।৪ জন ভক্ত শুভাগমন করিয়া এই মহোৎসবে যোগদান করায় সমাগত ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই মহোৎসবে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত সচ্চরণ দত্ত মহাশয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

জগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা

গত ৮ই বৈশাখ মঙ্গলবার হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। এই পর্ব্বের সময় অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হইতে আরম্ভ হইয়া ২১ দিন কাল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রত্যহ বেলা ৬টার সময় শ্রীমন্দির হইতে প্রায় একমাইল দূরবর্ত্তী চন্দনপুকুরে (নরেন্দ্র সরোবরে) শুভবিজয় করেন। [illegible] ভোগ গ্রহণ করিতে করিতে প্রায় ৭টার সময় চন্দন-পুষ্করিণীর তটে পৌঁছিয়া সুসজ্জিত নৌকায় আরোহণ করেন। নৌকাতে দেবদাসীগণ নানারূপ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্যগীতাদির দ্বারা শ্রীজগন্নাথদেবের ও [illegible] প্রভুর সেবা করেন। প্রায় ১ ঘণ্টা কাল নৌকা-বিহার করিয়া সরোবর মধ্যস্থিত শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় করেন এবং তথায় সুগন্ধি চন্দন শ্রীঅঙ্গে মাখিয়া স্নান সম্পন্নান্তর সুগন্ধি আতরাদি এবং পুষ্পাদি দ্বারা বেশ রচিত হইলে পর নানারূপ মিষ্টান্ন পিঠাপানা ভোগ গ্রহণ করিয়া তথায় আরাত্রিকের পর রাত্রি প্রায় ১০টার সময় শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্ উদ্ঘাটনে

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

যদি সত্য সত্য কেউ শিক্ষা লাভ ক'রতে পারেন, তা হ'লে তাঁর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় যে, অপরকেও [illegible] ঐরূপভাবে শিক্ষিত হোক। [illegible] একটা মাতৃ-প্রীতি স্বতঃই [illegible] শিক্ষক [illegible]। যদি এরূপ সম্বন্ধ থাকে তা' হ'লে তাঁদের মধ্যে আরও নীতি-বিজ্ঞান ও [illegible] পুষ্ট হ'তে থাকে। কিন্তু এই ব'লে বলছি না যে, নীতি ও ধর্ম্ম নিয়ে পরস্পর ঝগড়া আরম্ভ হোক।

অধিকাংশ স্থলেই দেখতে পাওয়া যায়—অনেকে বড় বড় University degree holder—খুব ভাল লেখাপড়া শিখেছেন, কিন্তু 'শিক্ষিত' ব'লে যে সকল বিষয় জানা উচিত, তাতে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। যেমন তেমন ক'রে নিজের অপস্বার্থ সাধন ক'রে নেন, ইহাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রতি [illegible] ভাব দূর হবে যাতে অন্য ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ গোড়া থেকে বালকদের কমনীয় [illegible] হ'তে থাকে, তজ্জন্য সামাজিকগণের বিশেষ দায়িত্ব বোধ থাকা উচিত। নাস্তিক্যে অবহেলা করার জন্য যে কুশিক্ষা—যেমন ক'রে হোক, যোগাড় ক'রে খাব, দাব, থাক্‌ব'—এই যে কুশিক্ষা, তা' হ'তে সমাজকে রক্ষা কর্‌বার জন্য একটী বিদ্যালয় উদ্বোধন কর্‌বার আবশ্যক হয়েছে। যাতে নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ের আলোচনা কর্‌বার যোগ্যতা আসে, যাতে Comparative study of religion প্রভৃতি নিরপেক্ষভাবে সাধিত হয়, এজন্য শিশুকাল হ'তেই প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারণ শিক্ষার সহিত পারমার্থিক শিক্ষার একটী বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা আছে।

আপাত মঙ্গল-চেষ্টা মনে করে,—এখন যেমন তেমন ক'রে যথেচ্ছাচারিতা করা যাক, মরণের পরে যখন সবই নিয়ে যা'বে, তখন আপাত সুখটুকু হ'তে বঞ্চিত হই কেন? 'পরজগতের কথা বিচার করা মূর্খতা ও সময়ের অপব্যবহার মাত্র'—এরূপ বিচার পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফল থেকে ভারতেও আধুনিক-কালে আমদানী হ'য়েছে। আবার কেউ কেউ 'আইন বাঁচিয়ে কার্য্য' কর্‌বার কৌশল-শিক্ষার ছায়াবলম্বনে যে-সকল কার্য্য দৈহিক সুখের বাধক হ'তে পারে, সেরূপ কার্য্য হ'তে বিরতিকেই 'নীতি' বলে বিচার করেন। কিন্তু 'আইন বাঁচিয়ে কার্য্য করা' ব্যাপারটায় সরলতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এরূপ সরলতার অভাব বিদেশীয় বা ভারতীয় উন্নত জীবনে অভিলাষ করা উচিত নয়। পরমার্থ-নীতিতে এরূপ সরলতার অভাব বিন্দুমাত্রও নাই। এই ভারতে নৈতিক ও পারমার্থিকতায় রুচি উৎপাদন কর্‌বার চেষ্টারও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছে। আসমুদ্রহিমাচল, অন্য দিকে আসাম, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে দ্বারকা, বোম্বাই, গোয়া ভ্রমণ কর্‌লাম, সর্ব্বত্রই নৈতিক ও পারমার্থিক [illegible] প্রচুর অভাব লক্ষ্য ক'রেছি। লোকে শিল্পবিদ্যা, কল-কৌশল অনেকই আয়ত্ত কর্‌ছেন, কিন্তু [illegible] বিষয়ের প্রতি সকলেই উদাসীন। নারদপঞ্চরাত্রে [illegible]—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

[illegible] বা শিক্ষাবিষয়ক সাধন যদি নিত্য ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্যে নিয়োজিত হয়, তবে [illegible] —ইহা জানি না ব'লেই আমরা [illegible] পূরক, কুম্ভক আরম্ভ করি। যখন [illegible] তখন লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। [illegible] বহুলোকের তপস্যা নষ্ট হয়ে গেছে, [illegible] উদাহরণই তার সাক্ষ্য। [illegible] তপস্বী পতিত হ'য়ে গেছেন। [illegible] তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে [illegible] ধার্ম্মিক নামধারী লোকমাত্রেই [illegible] অভাব নাই, কত কত বই লেখা হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু আমাদের মূল কথাটাই চাপা পড়ে গেছে। মূল কথাটী হচ্ছে এই,—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্"।

ভিতরে বাহিরে যদি হরিসেবাময়ী বুদ্ধি না থাকে, তা' হ'লে তপস্যা ক'রে কি হবে? Different schools of thoughts হ'য়ে উঠেছে। যদি শিক্ষার প্রারম্ভ থেকে একটা নিরপেক্ষ comparative study থাকে, তা' হ'লে জেনে [illegible] কোন্ বিষয়ে প্রকৃত মঙ্গল আর কোন্ [illegible] অমঙ্গল হবে। এরূপ Comparative study সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে পাশাপাশি হওয়া উচিত, নতুবা খুব বড় বড় University degree holder এবং সাধারণ শিক্ষার শীর্ষস্থানের অধিকারী, বহু ভাষাবিৎ, কলাবিৎ হ'য়েও যখন দেখা যাচ্ছে যে, তাঁরা অশিক্ষিত অপেক্ষাও কোটিগুণে অধিক কাম-ক্রোধাদির দাস হ'য়ে বিপথে পতিত হ'য়ে যাচ্ছেন, তখন সেরূপ শিক্ষার কাছে [illegible] উপকার ত দূরের কথা, বর্ত্তমান সমাজের সমূহ [illegible] অপকারী।

কুশিক্ষা, বিকৃত শিক্ষা ও অশিক্ষার জন্য জগতে [illegible]

সমাজে নানাপ্রকার অনর্থ এসে উপস্থিত হ'য়েছে। দাক্ষিণাত্যে পঞ্চম শ্রেণীর জাতি পেরিয়াকে রাস্তা দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে যেতে হয় যে, 'আমি যাচ্ছি।' এদের চেঁচান শুনে যদি এতদূর থেকে উচ্চশ্রেণীর জাতি সাবধান না হন এবং নিম্নশ্রেণীর জাতি এরূপ না চেঁচিয়ে যান, তাহলে তাঁদিকে আদালতের বিচারের অধীন হতে হয়। ইহা দেখে ঐরূপ পঞ্চম শ্রেণীর জাতি প্রভৃতি বিচার ক'রে নিয়েছে যে, যখন হিন্দুদের মধ্যে এতদূর নিরপেক্ষতার অভাব, তখন আমরা 'হিন্দু' ব'লেই পরিচয় দেব না। তাই তারা অন্য মতে প্রবিষ্ট হ'য়ে পড়্‌ছে। শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি আবার অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হ'য়ে মনে কর্‌ছেন, ইহাদিগকে কিছুটা সুবিধা দেওয়া হোক। কেউ আবার বল্‌ছেন, তাদিগকে দাবিয়ে রেখে, আমাদেরই প্রাধান্য বজায় রাখ্‌বার জন্য জোর অভিযান হোক। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার হ'লে ঐরূপ কৃত্রিম সাময়িক অধিকার প্রদান বা সম্প্রদায়-বিশেষের কৃত্রিম প্রাধান্য কতদিন থাকবে? একারণে সম্প্রতি একটী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা বিষয়ে আমাদের প্রয়াসের প্রয়োজন হ'চ্ছে। এইরূপ প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধ হ'লে শুধু বাঙ্গালা বা ভারতবর্ষেই আবদ্ধ থাক্‌বে না, ক্রমে ভারতবর্ষের অতীত সকল দেশের অধিবাসী, African, American, European, Asiatic সকল ভ্রাতৃবৃন্দ— পৃথিবীর সকলের প্রতি প্রকৃত মঙ্গলচিন্তার কর্‌বার জন্য পরস্পর সহানুভূতি করতে পার্‌বেন। সকল দেশের লোক, সকল দেশের বালক পারমার্থিক বিদ্যালয়ে পরমার্থনীতি শিক্ষা ক'রে সমাজ ও দেশের প্রকৃত মঙ্গল করতে পার্‌বেন। জগতে আবার প্রকৃত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম—শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হবে। 'কল্পিত ও বিকৃত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম' যে শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নয়,—ইহা লোকে পারমার্থিক-শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই বুঝতে পার্‌বেন।

শ্রীযুত বিড়্‌লা-নামক একজন সম্পত্তিশালী ও প্রতিভা-শালী বৈশ্য আছেন, তিনি পণ্ডিত শ্রীযুত মদনমোহন মালব্য মহাশয়ের নিকট হ'তে শিক্ষা লাভ ক'রেছেন এবং অর্থাদি দ্বারা শিক্ষাবিস্তারেরও যথেষ্ট যত্ন ক'রেছেন। স্থানে স্থানে তাঁদের কথার আদরও হচ্ছে; কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, আচারবান্ শিক্ষক না হলে আচারের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। যাঁরা আচার-প্রচারময়ী পরমার্থ-শিক্ষা লাভ কর্‌ছেন, যতদিন পর্য্যন্ত না জগৎ তাঁদের শিক্ষায় সুফল লাভ কর্‌ছেন, ততদিন পূর্ব্ব কুশিক্ষায় কুফল ভোগ কর্‌তেই হ'বে। সকল সম্প্রদায়—সকল শিক্ষক যে সকল শিক্ষার কথা ব'লেছেন, তা নূনাধিক পরম শিক্ষা নয়, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর 'শিক্ষাষ্টকে' পরম শিক্ষার কথা বলেছেন। এই শিক্ষা সরস্বতীপতি শ্রীগৌরসুন্দর জগৎকে জানিয়েছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই শিক্ষাবিস্তারের জন্য আধুনিক শিক্ষিত যুগে বিশেষ চেষ্টা ক'রেছিলেন এবং সেই পরম শিক্ষা-বিস্তারে তাঁর আত্যন্তিক হার্দ্দ অভিলাষ ছিল। তাঁর এই অভিলাষ যাতে পূর্ণ হয়, জগতে কল্যাণ-কল্পতরুর সুশীতল ছায়া ও ফল বিস্তারিত হয়, তজ্জন্য আমরা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নামে একটী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়—যাতে পারমার্থিক শিক্ষাকে মুখ্য উদ্দেশ্য ক'রে তৎসঙ্গে সঙ্গে তারই আনুকূল্যকারিণী দাসীসূত্রে সাধারণ অঙ্ক-শাস্ত্র-শিক্ষাও নিয়োজিত হতে পারে, এরূপ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হয়ে একটী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন কর্‌বার সঙ্কল্প করেছি।

শব্দ-রহস্য

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

শৈশবকালে আমাদিগের আত্মীয় ও শিক্ষকগণ বাবা, মা, ভাই, ভগিনী, শত্রু, মিত্র, ঘর, দুয়ার, নদী, পর্ব্বত, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্ন, বস্ত্র, ভোগ্য, ত্যাজ্য, পূজ্য, পূজক, বর্ণ, আশ্রম ইত্যাদি বহু প্রকার শব্দ পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে শুনাইয়াছেন এবং যেসমুদয় বস্তুর প্রতি ঐ সকল শব্দ প্রযুজ্য, বার বার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাহাও আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। অতএব পার্থিব বস্তু সম্বন্ধে আমরা বর্ত্তমানে যে প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহার মূলীভূত কারণ যে আমাদিগের আত্মীয় ও শিক্ষকগণের শব্দপ্রয়োগাত্মক চেষ্টা, ইহা সুস্পষ্ট।

আমাদিগের আত্মীয় ও শিক্ষকগণ-মুখনিঃসৃত শব্দ শ্রবণের পূর্ব্বেও আমরা বস্তু দর্শন করিয়াছিলাম, কিন্তু শব্দজ্ঞানাভাবে আমরা বস্তুজ্ঞান-লাভে সমর্থ হই নাই। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাদিগের আত্মীয় ও শিক্ষকগণের মুখনিঃসৃত শব্দশ্রবণের পর অভিজ্ঞতা লাভ হয় বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই যে, তাহাদিগের শব্দপ্রয়োগাত্মক চেষ্টাই উহার মূল কারণ।

যদি ভোগপরায়ণ বা ত্যাগী আত্মীয় বা শিক্ষকের নিকট হইতে শব্দের প্রয়োগ-বিধি ও শব্দার্থ জ্ঞানলাভের জন্য যত্ন করি, তাহা হইলে আমরা শব্দের অক্ষরূঢ়ি বৃত্তিজাত অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ প্রাপ্ত হই। শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিজাত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে শাস্ত্রজ্ঞ ও ভগবন্নিষ্ঠ সদ্‌গুরুর চরণ আশ্রয় করা আবশ্যক, নতুবা সম্ভবপর নহে।

শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিসাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে ভগবানই একমাত্র সেব্যবস্তু এবং তদিতর বস্তুমাত্রই তাঁহার সেবক, কিম্বা তাঁহার সেবার উপকরণ। সুতরাং শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িজাত অভিজ্ঞতা যাঁহার লাভ হয়, তিনি শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তিজাত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় স্বসুখান্বেষণ রত থাকিতে পারেন না। ভগবান্ ও তদীয়গণের সুখেই যথার্থ সুখী হওয়া যায় বলিয়া তিনি ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। তিনি নিত্যকাল পরমোজ্জ্বল সেবানন্দরস আস্বাদনের সুযোগ লাভ করেন। ত্রিতাপ আর ক্ষণকালের জন্যও তাঁহাকে ক্লেশ প্রদান করিতে পারে না। মনুষ্যজীবনের ইহাই সর্ব্বোচ্চ ভূমিকা। যাহার এইরূপ অবস্থা লাভ হয়, মাত্র তিনিই সৌভাগ্যশালী ও কৃতকৃতার্থ হন, অন্যে নহে।

একটী "স্ক্রু"কে একভাবে ঘুরাইলে উহা কঠিনভাবে কাষ্ঠে সংলগ্ন হয় এবং অন্যভাবে ঘুরাইলে উহা কাষ্ঠের সহ সংলগ্নভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাষ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই "স্ক্রু"র গতির ন্যায় শব্দের গতি দ্বিবিধ। শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তির চালন-প্রভাবে জীব ভোগ বা ত্যাগবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া ত্রিতাপে ক্লিষ্ট ও বারংবার উচ্চাবচকুলেজন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তির চালন হইতে থাকিলে জীব সেবাবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ভগবদ্ভক্তিপথে রুচিবিশিষ্ট হয় ও ভগবদ্ভক্তির যাজনপ্রভাবে দুর্ব্বার সংসার পথ অতিক্রমপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠগমন ও বিমল নিত্যানন্দ-লাভের সুযোগ লাভ করিতে পারে। তাই জনৈক হিন্দি ভাষাভিজ্ঞ তারস্বরে গাহিয়াছেন, যথা—

"শব্দহি যে তালা, শব্দহি যে কুঞ্জি
"শব্দে শব্দে হোত উজিয়ারি।

অর্থাৎ শব্দেতে তালা বা দ্বার রুদ্ধ করিবার যন্ত্র এবং চাবি বা তালা খুলিবার যন্ত্র উভয়ই আছে। যদি শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তির ব্যবহার হয়, তাহা হইলে অন্ধকার ঘুচিয়া গিয়া জীবের হৃদয়ে দিব্য জ্ঞানালোকের উদয় হইতে পারে।

সহজ ভজন

(শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী)

(১)

শ্রীহরি সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ, অন্তর্য্যামী, ঈশ্বর ও সকলের প্রিয়। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল এই সংসারচক্র নষ্ট হয়। সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ে ভজন করিতে করিতে সকল বন্ধন মুক্ত হয়। ভগবানের লীলাদি ধ্যান করায় মন ও শরীর অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময়তা প্রাপ্ত হয়। সেই সময় অতিশয় ভক্তিহেতু অবিদ্যা প্রভৃতি অজ্ঞান ও বাসনাসমূহ নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া যায় এবং প্রেমসেবা সুখ রূপ মোক্ষ লাভ হয়।

আর্ত্তবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, আমাদের নীচকুলে জন্ম, বেদমার্গে অধিকার নাই ভগবদ্ভক্তিতে অনধিকারী, সুতরাং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যথাযথ পালন করিয়া যাই। যদি পরজন্মে উচ্চ জাতিতে জন্ম হয়, তখন ভক্তি লাভ করিয়া হরিসেবা দ্বারা সংসার জয়ের আশা করিতে পারি। এবং যথাসাধ্য দান, ব্রত, তপস্যা, শৌচ প্রভৃতি নিয়মসেবা দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিলে পরকালে বিজত্ব, শান্তি বা দেবত্ব লাভ করিলে ভগবান্ সন্তুষ্ট হইবেন। এই ধারণা ভুল। শাস্ত্র বলেন—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥
নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ঐরূপ অসুরবুদ্ধিবিশিষ্ট বালকগণকে কহিয়াছিলেন,—

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥

হে অসুরনন্দনগণ, ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদাচার এবং বহুজ্ঞতা কিছুই ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের প্রীতি উৎপাদনের যোগ্য নহে। দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ ও ব্রত এই সমস্তও ভগবানের প্রীতির কারণ নহে। কেবলমাত্র নির্ম্মল ভক্তি দ্বারাই ভগবান্ শ্রীহরি প্রীত হন। ভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্তই অকিঞ্চিৎকর।

দৈতেয়া যক্ষ-রক্ষাংসি স্ত্রিয়ঃ শূদ্রা ব্রজৌকসঃ।
খগা মৃগাঃ পাপজীবাঃ সন্তি হ্যচ্যুততাং গতাঃ॥

হে দৈত্যগণ, যক্ষ, রাক্ষস, স্ত্রী, শূদ্র, গোপ, পশু ও পক্ষীজাতীয় প্রাণিগণের এবং পাপজীবগণেরও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযোগপ্রভাবে অচ্যুত ও অচ্যুতাত্মতা প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

---

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত কয়েকটী মহৌষধ—

ব্যবহারকারীরা গুণে মুগ্ধ হইয়া যে সমস্ত প্রশংসা পত্র দান করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। আপনিও ব্যবহার করিয়া মুগ্ধ হউন।

১। **চন্দ্রপ্রভা বটীকা**—ইহার নামটীও যেমন কাজও সেই রকম। ইহা নুতন ও পুরাতন মেহ, মূত্রকৃচ্ছ, অর্শ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলোকদিগের সূতিকা ব্যারাম, শ্বেত এবং রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ।

২। **সুষুপ্তিসহায় বটিকা**—মাদকদ্রব্যবিহীন অত্যুৎকৃষ্ট নিদ্রাবিধায়ক ঔষধ। যে কোন দৈহিক ও মানসিক পীড়াবশতঃ অনিদ্রারোগে এই ঔষধ ব্যবহারে গাঢ় নিদ্রা হইবে।

৩। **মণ্ডুর বটিকা**—ইহা সেবনে প্লীহা ও অগ্নিমান্দ্য রোগ ও শরীর পাণ্ডুর হইয়া যাওয়া ইত্যাদি বিদূরিত হইয়া রক্ত পরিষ্কার ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেক ঔষধের মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১। **শূলামৃত**

পিত্তশূলের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৸০ বার আনা, বড় ১।০ আনা। মাশুল পৃথক।

২। **শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই**

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১।০ আনা। মাশুল পৃথক

৩। **সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী**

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১।০ আনা। মাশুল পৃথক।

৪। **কোষ্ঠ-বান্ধব পীল**

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ।০ আনা। মাশুল পৃথক।

৫। **বাতলিন**

বাতরোগের যন্ত্রণাহারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৸০ আনা। মাশুল পৃথক।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবোরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত। বৈদ্যুতিক কৌশলে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে। বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

১৩০নং নবাবপুর, ঢাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,

কলিকাতা

মর মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি সত্য মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, শুক্র তারল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, উপদংশ, পারদ দোষজনিত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে। যাহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৸০ টাকা মাত্র।

সোল এজেন্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

কাশীপুর, গার্ডেন-রিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সেবনীয়

মদন মঞ্জরী

বটিকার ধাতু ও বায়ুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অকালে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, বাধাদোষ, বুক ধড় ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব অশ্বগন্ধাদি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"কুসুমবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ ক্ষমতা সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

৭ ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

টেলি— শ্রীধাম”
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৪৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৪ই বৈশাখ সোমবার ১৩৩৮, ২৭শে এপ্রিল, ১৯৩১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর, সোমবার ১৪ই বৈশাখ, ১৩৩৮

"নূতন কিছু কর"

পরিবর্ত্তনশীল জগতে সকলেই পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী। "পুরাণ ভাল লাগে না, নূতন কিছু কর"—ইহাই যেন সকলের মজ্জাগত সংস্কার। তাই আচারে বিহারে, আচারে বিচারে, শয়নে ভোজনে, এমন কি ধর্ম্মে কর্ম্মে পর্য্যন্ত নূতন হাওয়া প্রবাহিত করিতে সকলেই চেষ্টিত।

আজকাল নব্য সম্প্রদায়ে আর পুরাতন জিনিষের আদর নাই। অনাদিকাল হইতে যে আচার ব্যবহার পালন করিয়া আচার্য্যগণ ঐহিক ও পারমার্থিক জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর আজকাল কেহ গ্রাহ্য করেন না। মানুষের সুখ-শান্তিও কাজেকাজেই এজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। লোকে সর্ব্বদাই বিবিধ অভাব-অসুবিধায়, দুঃখ-দৈন্যে প্রপীড়িত, কিন্তু রোগের মূল কারণ অনুসন্ধান না করিয়া সকলেই তাহার সাময়িক প্রতিকারে ব্যস্ত।

ধর্ম্ম-জগতেও এই সংক্রামক ব্যাধি প্রবেশ লাভের চেষ্টা করিতেছে। যাহা সনাতন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাহা আর আজকালের লোকে প্রায়ই গ্রহণ বা অনুষ্ঠান করে না। চুল ছাঁটা, কাপড় পরা, খাওয়া-দাওয়ার ধরণ যেমন আজকাল নিত্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ধর্ম্মালোচনায় প্রকারও তদ্রূপ পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য—ইহাই নব্য-সম্প্রদায়ের ধারণা। কাজেই শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্রের বা মহাজনের কথায় লোকের আস্থা কমিয়া গিয়াছে। নব্য অবতার, নব্য ধর্ম্ম-প্রচারক, শ্রৌতপথ ছাড়িয়া ভজনের নব্য-পথাবিষ্কারাদি দ্বারা ধর্ম্মজগতে নব নব ভাবে গড়িয়া উঠিতেছেন। কিন্তু তাহাতে বাস্তবিক পক্ষে লাভবান কতটুকু হইতেছেন, তাহা কেহই বিচার করেন না।

'গীতা' একটী পুরাতন শাস্ত্র, তাহা স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বলিয়া জগতে একেবারে উপেক্ষণীয় হয় নাই; কিন্তু তাহার পুরাতন অর্থগুলি পরিবর্ত্তন বা পরিত্যাগ করিয়া নূতন অর্থ, নূতন টীকা রচনা করিয়া তাহার মধ্যেও নূতন মত প্রচার করা হইতেছে।

নূতনের পিপাসা আমাদের এত বেশী যে, কেহ কেহ নূতন কিছু করিতে না পারিয়া পুরাতনগুলিকে মাজিয়া একটুকু নূতনের রং ফলাইয়া তাহাই বাজারে চালাইয়া দিতেছে। তাহা নকল হইলেও গ্রহণ করিবে, কিন্তু আসলটুকু পুরাতন বলিয়া তাহার আদর কেহই করিবে না।

নূতন বস্তুর আদর বেশী। নূতন কাপড়, নূতন ছাতা ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুগুলিও নূতন অবস্থায় বড় আদরের থাকে। এরূপ নূতনের হাওয়া, নূতনের ভাবে অনুপ্রাণিত জগৎ ধর্ম্মজগতের নূতন ভাবেও প্রমত্ত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? 'বিশ্ব বিমোহিনী মায়াও সুযোগ বুঝিয়া নূতনের এমন মনোহারী দোকান খুলিয়াছে যে, নূতন-পিপাসু সকলেই নূতনের সন্ধান করিতে করিতে মায়ার কুহকে ভুলিয়া যাইতেছে।

শ্রীমহামন্ত্র তারকব্রহ্ম নাম কলিজীবতারণের জন্য অনাদি কাল হইতে প্রচলিত। নূতনের হাওয়া তাহাও যেন উড়াইয়া দিতে উদ্যত। মহামন্ত্রকে বাদ দিয়া অথবা কাটিয়া ছাঁটিয়া নূতন করিয়া ধর্ম্মজগতে চালাইতে পারিলে যেন একটু বেশী বাহাদুরী করিতে পারা যায় অথবা বেশী সম্মান পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ পুরাতন অর্থাৎ পুরাণ পুরুষ; শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণাদি সবই পুরাতন। জীবও পুরাতন। কিন্তু পুরাতন হইয়া নূতনের দলে মিশিতে গেলে—নূতন হাওয়া লাগাইতে গেলে, পুরাতন ব্যবহারে অভ্যস্ত জীবের নানা অসুবিধা আসিয়া উপস্থিত হইবে, অর্থাৎ অনাদি-কাল-প্রচলিত পন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদির মতবাদ অগ্রাহ্য করিয়া, শ্রৌতপথ অবলম্বন না করিয়া নূতন নূতন ধর্ম্ম মতগুলির আদর করিলে "পতন্ত্য নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ" অবস্থাকে বরণ করিতে হইবে।

সহজ ভজন

(২)

কেহ বলেন যে, আমার যদি অর্থ থাকিত হইলে বড় করিয়া দেবমন্দির করিতাম, নানা উ ভোগের বন্দোবস্ত করিতাম, বহু উৎসবাদির আ করিতাম আমার কি আছে? খাবার জোটে না, ক'রেই বা ভগবানের সেবা করা যা'বে? তদু শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ব'লেছেন—

ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ।
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ॥

হে অসুরগণ, সেই অচ্যুতকে প্রসন্ন করা বহু আয়াস কার্য্য নহে, তাঁহার সেবার জন্য মন্দির নির্ম্মাণের অপেক্ষা থাকিতে হইবে না। ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বভূতের আত্মা তিনি সকলের হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত। ভক্তগণ ভগবানের শ্রীমন্দির,—

ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব-পরাণ॥

তুলসীদল ও গণ্ডূষমাত্র জল তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক অর্পণ করিলে ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নিকট বিক্রীত হ'ন।

কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ করে তারে পার॥

কিন্তু সামর্থ্য থাকিতে লোকোপচারে পূজা করা বিত্তশাঠ্যরূপ একটা অপরাধ হয়। যিনি শ্রীহরির গুণ কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ স্বয়ং, অচিরকাল মধ্যেই সেই ভক্ত-হৃদয়ে আসিয়া উদিত হ'ন।

আগামী পরশ্ব ২৭ মধুসূদন, ১৬ই বৈশাখ ২৯শে এপ্রিল বুধবার শ্রীরুক্মিণী দ্বাদশী ব্রত উপবাস।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলাম-ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

প্রথম মুন্সেফি আদালত

নীলামের দিন ৮ই মে ১৯৩১

(১)

১১৩৬ দেঃ জারি ৩১ দাবি ৫৯৩।৶০

ডিঃ চন্দ্রকান্ত প্রামাণিক সাং রাণাবন্দ

দেঃ মেরাজ মণ্ডল দিং সাং ফুলকলমী পোঃ বাজালবি

থানা চাপড়ার সামীল ফুলকলমী গ্রামে জয়দুর্গা দাসী ও রাখালদাস সিংহ দিং সেরেস্তার সেঃ ১১৪ খতিয়ানের ৪-৭৬ শঃ জমি ২৩৬/১৮॥ রায়তী মোকররী জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(২)

১১৩৭ দেঃ জারি ৩১ দাবি ৫৮১।৵৬

ডিঃ মহেন্দ্রনাথ প্রামাণিক সাং পিপড়াগাছি

দেঃ দিলমহম্মদ বিশ্বাস দিং সাং এলাঙ্গি পোঃ বাজালবি

থানা চাপড়ার সামীল এলাঙ্গি গ্রামে শিবনারায়ণ ঘোষ দিং সেরেস্তায় সেঃ ২২ খতিয়ানের ৬-১৪ শতক জমী ১৫৲ রায়তী স্থিতিবান্ জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ১৫০৲

(৩)

১২৭৮ দেঃ জারি ৩১ দাবি ৩৭২।৶৩

ডিঃ সুধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী সাং গোয়াড়ী

দেঃ আসালউদ্দিন সেখ দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর সামীল গোয়াড়ী গ্রামে অনুকূল প্রামাণিক দিং সেরেস্তায় /২ কাঠা জমী ১৲ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে ঐ মালিকের অধীনে /২ জমী ৩৲ জমা, দেঃ ষোল আনা রকম অংশ মূল্য আঃ ৪০৲

(৪)

১২৯৭ দেঃ জারি ৩০ দাবি ৩৩৯৸৶

ডিঃ বিহারীলাল দত্ত দিং সাং সড়ক

দেঃ নলিনীমোহন সরকার দিং সাং সড়ক পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী অধীন বহিরগাছি গ্রামে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দিং সেরেস্তার সেঃ ১৭৭ খতিয়ানের -২৯ শতক জমী ৫৵০ রায়তি স্থিতিবান্ জমা মায় আম বাগান সহ মূল্য আঃ ১০০৲

(৫)

১১৫৮ দেঃ জারি ৩১ দাবি ১৫৭॥৩

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ভাদুড়ী দিং সাং

দেঃ সুশান্ত পাল দিং সাং বৃত্তিহুদা পোঃ বাজালবি

থানা চাপড়ার সামীল ঝাউরা গ্রামে রাসমোহিনী দাসী দিং সেরেস্তার সেঃ ৪০৬ খতিয়ানের অধীন ৪০৭—৪২৩, ৪২৫—৪৩১ খতিয়ানের ৪১-৮৭ শতক জমী ৮৯৵৫ঃ জমা উক্ত জমার ॥/৩ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(৬)

১১৫৫ দেঃ জারি ৩১ দাবি ২৫২৸/০

ডিঃ মহিরদ্দিন মণ্ডল সাং বড়-চুনড়িয়া

দেঃ এরফান মণ্ডল সাং হুদা হরিণ-ডাঙ্গা পোঃ হাসখালি

থানা হাসখালীর সামীল হুদা হরিণডাঙ্গা গ্রামে উপেন্দ্রনাথ ঘোষ সেরেস্তায় ৯২।৭ জমার মধ্যে দেঃ ২৭।৵৩। টাকার জমী ৪১।২ কাঠা মায় আকর আওলাত মূল্য ৭০৲

২। ঐ থানার অধীন ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় ১/২॥ জমী ৪/২॥ জমা দেঃ অংশে ১৵১৫ জমা ; উক্ত জমার জমি ও আকর আওলাত সহ মূল্য ১০৲

(৭)

২১২৩ দেঃ জারি ৩০ দাবি ৯১৭।০

ডিঃ বিধুভূষণ দত্ত সাং দেবগ্রাম

দেঃ অনুকূলচন্দ্র পালিত দিং সাং দেবগ্রাম পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জের সামীল দেবগ্রাম গ্রামে নদীয়া কালেক্টরীর ১৯১১নং লাথরাজ মহালের সেঃ ৬৩২।৬২৬ খতিয়ানের ২॥০ বিঘা জমী মায় তদুপরি আকর আওলাত মূল্য আঃ ৯২৲

২। ঐ থানার অধীন ঐ গ্রামে অনাথ নাথ মুখোপাধ্যায় দিং সেরেস্তায় সেঃ ১৯৬ খতিয়ানের -৬৪ শতক জমী ৪॥১০দ রায়তী মোকররী জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ১২৲

৩। ঐ থানার অধীন ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় সেঃ ১৯৭ খতিয়ানের -৬৭ শতক জমি প্রতি বিঘা ॥/ ২॥ হারে কর দিতে হয়। মূল্য আঃ ১৫৲

৪। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় সেঃ ১২৫২ খতিয়ানের -৬২ শঃ জমী প্রতি বিঘা ॥/১২॥ হারে মূল্য আঃ ১২৲

৫। ঐ থানার অধীন ঐ গ্রামে ১৯১২ নং লাথরাজ অধীন সেঃ ৬৩২ খতি-য়ানের ৩-০১ শতক জমী মূল্য আঃ ৮০৲

(৮)

১২৭২ দেঃ জারি ৩১ দাবি ৬৬৭৸/১৫

ডিঃ হেমাঙ্গিনী দেবী সাং গোয়াড়ী

দেঃ মাখন ঘোষ দিং সাং বিজুনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর অধীন রুইপুকুর গ্রামে শিবকুমারী দেবী অধীন সেঃ ৮৯২ খতিয়ানের ১-৫২ শতক জমী ৯৸/০ রায়তী স্থিতিবান্ জমা মূল্য আঃ ২৬৲

(৯)

৯৫ দেঃ জারি ৩১ দাবি ৩৭।/৯

ডিঃ বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী

দেঃ শরৎসুন্দরী দেবী সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগরের অধীন কৃষ্ণনগর মৌজায় নদীয়া মহারাজ সরকারে সেঃ ৫৫৯৩।১ ও ৫৫৯৩।৩ খতিয়ানে ৪-৭১ শতক জমি ৬৵২ জমা।

(১০)

২৮১ দেঃ জারি ৩১ দাবি ১০৫৯॥৵০

ডিঃ মতি সেখ দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ দিলমহম্মদ সেখ দিং সাং গোয়াড়ী কাঠুরিয়াপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর অধীন গোয়াড়ী কাঠুরিয়াপাড়া গ্রামে কলিকাতা সাকিনের যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেরেস্তায় ।০ কাঠা জমী ১॥৵০ জমা মায় ঘর দরজা, জানালা ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ৫০০৲

(১১)

৩৯৫ দেঃ জারি ৩১ দাবি ১৭৫৪॥৵০

ডিঃ রাধিকানাথ বিশ্বাস সাং কোলা

দেঃ প্রভাবচন্দ্র বিশ্বাস সাং ভবানীপুর পোঃ মেহেরপুর

থানা তিহট্ট সামীল লাট চাঁদেরঘাট মধ্যে ও কমলাপুর গ্রামে রাজকুমারী ও প্রোমনলিনী দিং ০৮ পাই পত্তনী অধীনে ২৭।॥৵৮ জমা দিতে হয়। উক্ত জমা মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ৫০০৲

(১২)

১১৪৪ দেঃ জারি ৩১ দাবি ৬১৩।০৩

ডিঃ গৌরীলাল ঠাকুর মোং গোয়াড়ী

দেঃ বিজনবালা দাসী দিং সাং গাজনা পোঃ হাসখালি

থানা হাসখালীর অধীন গাজনা গ্রামে ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সেরেস্তার সেঃ ১৬৯।৩৯ খতিয়ানে ও অধীন ১৭০।১৮১। ২৪৭।৬৪ খতিয়ানে ১৯-০৮ শতক জমী ও বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া দুই মালিককে মোট ৭১॥০॥ জমা দিতে হয়। দেঃ নিজাংশ ৫৪৬৪॥ কাঠা জমী বিক্রয় হইবে। মূল্য আঃ ৪০৲

(১৩)

১১২৪ দেঃ জারী ৩১ দাবি ৩৪৭।৶৯

ডিঃ আবদুল রহমান বিশ্বাস সাং ভৈরবচন্দ্রপুর

দেঃ সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং বেতনা পোঃ হাসখালি

থানা হাসখালির সামিল বেতনা গ্রামে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দিং সেরেস্তায় সেঃ ১১০৫ খতিয়ানের ৪৭-৯৫ শতক জমী ১৯৬০ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী পত্তনী জমার অন্তর্গত ৪০॥০। জমীর হারাহারী মতে ৫৬৵০ জমা দিতে হয়। মূল্য আঃ ২০০৲

(১৪)

৩৯৬ দেঃ জারি ৩১ দাবি ৫৩২॥৵৯

ডিঃ সীতানাথ গড়াই সাং সোণডাঙ্গা

দেঃ পাচু মিদ্দে দিং সাং সোণাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতয়ালী অধীন সোণ-ডাঙ্গা গ্রামে মহম্মদ খালুম হক দিং সেরেস্তায় সেঃ ১২৪০ খতিয়ানের ১-৪২ শঃ জমী ৩৲ কায়েমী মোকররী জমা মূল্য আঃ ৭৫৲

২। ঐ থানার অধীন ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তায় সেঃ ২৭৮ খতিয়ানের ২-৩৮ শঃ জমী ৫॥০ কায়েমী জমা মূল্য আঃ ১২৫৲

(১৫)

১৭১ দেঃ জারি ৩১ দাবি ১৩০৯।/০

ডিঃ কৃষ্ণবিহারী বিশ্বাস দিং সাং শিবপুর

দেঃ পাচুগোপাল ঘোষ চৌধুরী সাং বাণিয়া পোঃ তেহট্ট

থানা তিহট্টের এলেকাধীন বাণিয়া গ্রামের ১৫ গণ্ডা ৬ দ্বীপ ॥ দ্বীপের কড়া = দুই দ্বিপের ক্রান্তি অংশ মত রাজস্ব নদীয়া কালেক্টরীতে দিতে হয়।

(১৬)

৩৫৫ দেঃ জারি ৩১ দাবি ৯৮২৸/৫

ডিঃ চম্পকলতা দাসী সাং নবদ্বীপ

দেঃ কাশীদাস বৈরাগ্য সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের অধীন বাদড়াপাড়া গ্রামে ১০ কাঠা জমী মায় তদুপরিস্থ ৪ কুটারী পাকা কোঠা মায় জানালা, কুয়া, পায়খানা সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য ৫০০৲

(৭)

২৩৪৬ দেঃ জারি ৩০ দাবি ১২১।৵৯

ডিঃ রাজা হৃষীকেশ লাহা মোং গোয়াড়ী

দেঃ সরোজিনী দেবী সাং পালপাড়া পোঃ চাকদহ

থানা চাকদহ সামীল পালপাড়া গ্রামে সেঃ ৮৭ খতিয়ানের ২-৮ শতক নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি ও দোতালা পাকা ইমারত আদি মূল্য আঃ ১০০৲

(১৮)

১০৯৩ মণিজারি ৩১ দাবি ২২৬॥/০

ডিঃ খতিব মণ্ডল সাং ভাতছালা

দেঃ ভূপতি মণ্ডল সাং ভাতছালা পোঃ হাটচাপড়া

থানা চাপড়াস সামিল ভাতছালা গ্রামে সরোজরঞ্জন সিংহ দিং অধীন সেঃ ২৯৪ খতিয়ান ও অধীন ২৯৫।২৯৬।২৯৮।২৯৯— ৩০১, ৩০২ খতিয়ানের ১৮-২২ শতক জমি ২০।৭ রায়তী স্থিতিবান্ জমা দেঃ ।০ আনা রকম মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানার সামিল ঐ গ্রামে জয়-দুর্গা দাসী দিং সেরেস্তাব ২৯১ খতিয়ানের ১-৭১ শতক জমী ১॥৮ মকররী জমা দেঃ ।০ রকম অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

(১৯)

১১০৩ মণিজারি ৩১ দাবি ৩৭।৹

ডিঃ প্রকাশচন্দ্র সিংহ সাং পীরপুরকুল্লা

দেঃ এমান সেখ মিস্ত্রী দিং সাং কুলকলমী পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামীল কুলকলমী গ্রামে জয়দুর্গা দাসী দিং অধীন ১৮ খতিয়ানের ·৫০ শতক জমী ৫।৴৹ জমা দেঃ ষোল আনা রকম অংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানার অধীন ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীনে ১২৩ খতিয়ানের ·৫৩ ... জমী প্রতি বিঘা ১।৴৹ ... জন্য বিনা ... বন্ধ হইয়াছে। ... হিসাবে; মূল্য ২৲

(২০)

২৭ মণিজারি ৩১ দাবি ৯০৩৬৶৩

১৯০।৩১

ডিঃ গোমানিনী বিশ্বাস সাং ডুমুরিয়া

দেঃ ময়ুলদ্দি মণ্ডল দিং সাং ভগবানপুর পোঃ আসাননগর

থানা কৃষ্ণগঞ্জের সামীল ভগবানপুর গ্রামে জয়দুর্গা দাসী দিং অধীন ২৯৭ ও অধীন খতিয়ানের মোট ৭১·৯২ শঃ জমী ৮২।৶৹ মধ্যস্বত্ব জমা মধ্যে দেঃ ,১০।৷১= ক্রান্তি রকম মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানার সামীল ঐ গ্রামে ঐ ৯১—৯৩ খতিয়ানের ৩০·০১ শতক জমী ৩৮৶৯ জমা মধ্যে দেঃ ৴১১৯৶৹ রকম বিক্রয় হইবে। মূল্য আঃ ২৫৲

(২১)

১১০০ মণিজারি ৩১ দাবি ৫১৭৷৷৶৹

ডিঃ ঐ

দেঃ আছারণ বিবি সাং ডুমরিয়া পোঃ আসাননগর

থানা চাপড়ার সামীল ডুমরিয়া গ্রামে তারাপদ সরকার অধীন ৫৫।৫৬,৫৭ খতিয়ানের ও ১০০।১৯০ খতিয়ানের ১৬·৪০ শঃ জমি ৫০৶৬ রায়তী জমা মধ্যে দেঃ ৷৹ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানার সামীল ঐ গ্রামে ঐ মালিক সরকারে ১৬১।১৭১·৫১১, ২৪৬, ২৪৭—২৬৭ খতিয়ানের ২২·৭৮ শতক জমী ৪২।৷৬ রায়তী জমা দেঃ ৷৹ অংশ মূল্য ৫০৲

৩। ঐ থানার সামীল ঐ গ্রামে ঐ মালিকের অধীন ৪১ খতিয়ানের ও কাকুরহুদার ৮ খতিয়ানের ৬·৩৫ শতক জমী ৯।৬ রায়তী জমা মূল্য আঃ ২৫৲

৪। ঐ থানার সামীল ঐ গ্রামে ঐ সরকারে ২৯ খতিয়ানের ৭·৮৫ শতক জমী ১৭৷৶৹ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২২)

১০৯৯ মণিজারি ৩১ দাবি ৫৬৭৷৶৯

ডিঃ পদ্ম সেখ সাং ধাপারিয়া

দেঃ জলধরণী দাসী সাং ধাপারিয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার অধীন ধাপারিয়া মৌজার কালীমতি দাসী দিং সেরেস্তায় ৪৮৮ খতিয়ানের ৩৫·৮৭ শতক জমী ৫৭।৶৮ রায়তী মোকররী জমা দেঃ ৷৹ আনা অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(২৩)

১১০২ মণিজারি ৩১ দাবি ৩২৯৶৩

ডিঃ নন্দগোপাল দে সাং জয়নগর

দেঃ হেমু মল্লিক সাং হরনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার সামীল হরনগর মৌজার বিক্রতিভূষণ ... ... প্রকাশ কমি ... লচৌধুরী দিং অধীনে ২৮৩ খতিয়ানের ·৫২ শতক জমী ১৴৹ নিরিখে জমা দিতে হয়। মূল্য আঃ ১৫৲

(২৪)

১০৮০ মণিজারি ৩১ দাবি ১·৭।৷৶৹

ডিঃ দেবরাণী দাসী সাং বড়আন্দুলিয়া

দেঃ ভূষণ মণ্ডল দিং সাং বড়আন্দুলিয়া পোঃ ঐ

থানা চাপড়ার সামীল বড়আন্দুলিয়া গ্রামে নফরচন্দ্র পালচৌধুরী অধীনে ৩১৫ খতিয়ানের উটবন্দী জমী মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ জমিদার অধীন ৫৬৭ খতিয়ানের ২·৪৩ শতক জমী দেঃ ষোল আনা রকম মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ মালিকের অধীনে ৩১৫ খতিয়ানের ৬·৫৮ শতক জমী ২১৴২। জমা দেঃ ষোল আনা রকম অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(২৫)

১১০১ মণিজারি ৩১ দাবি ৬৪৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ তুলু বিবি সাং ও পোঃ বড়আন্দুলিয়া

থানা চাপড়ার সামীল আন্দুলগ্রামে নফরচন্দ্র পালচৌধুরী অধীন ৩১ খতিয়ানের ·৭৬ শতক জোত জমী দেঃ একতৃতীয়াংশ মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দিং সেরেস্তায় ·২৪ খতিয়ানের ১·৮৮ শতক জমী উটবন্দী জোত দেঃ একতৃতীয়াংশ মূল্য আঃ ১০৲

(২৬)

১০৯০ মণিজারি ৩১ দাবি ২৫৷৷৶৹

ডিঃ মুকুন্দমুরারী অধিকারী সাং চাপড়া

দেঃ রামচন্দ্র গড়াই সাং ও পোঃ চাপড়া

থানা চাপড়ার সামীল চাপড়া গ্রামে জয়দুর্গা দাসী দিং সেরেস্তায় ২৫৬ খতিয়ানের ৪·৮৮ শতক জমী ৭৮৪ রায়তী মকররী জমা মূল্য আঃ ১৫০৲

(২৭)

৪১০ মণিজারি ৩১ দাবি ৪৬৬৶৫

ডিঃ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাণিকডিহি

দেঃ ব্রজেন্দ্র নাথ রায় দিং সাং মাণিকডিহি পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের অধীন মাণিকডিহি গ্রামে শিবদাস মুখোপাধ্যায় দিং সেরেস্তায় ৩৪৯ খতিয়ানের ·৭৯ শতক জমী ২৷৩ জমা আম কাটালের চারাসহ মূল্য আঃ ১২৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে৫৮৫ খতিয়ানের ·৩৪ শতক ব্রহ্মোত্তর জমী মায় খড়ুয়াঘর সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য ১৫৲

(২৮)

১১১৮ মণিজারি ৩১ দাবি ১০২৬৶৬

ডিঃ কৃষ্ণপদ বল সাং বেথুয়াডহরী

দেঃ তোমেজ মণ্ডল দিং সাং ধাপাড়ে পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার সামীল ধাপাড়ে গ্রামে কালীমতি দাসী দিং অধীনে ১৮৪ খতিয়ানের ৫·৬১ শতক জমী ১০।৴৫ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২৯)

৩০১ মণিজারি ৩১ দাবি ৩৬৷৹

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ প্রফুল্লকুমার রায় দিং সাং মণিপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর সামীল মণিপোতা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩ খতিয়ানের ১৬·৯৮ শতক জমী ৭৩৶৩ জমা দেঃ ৮৹ আনা রকম মূল্য আঃ ৫০

(৩০)

১৪৮ মণিজারি ৩১ ৪৩৬৶৯

ডিঃ শিবহরি ভট্টাচার্য্য সাং বেলপুকুর

দেঃ ভূপতিভূষণ মিশ্র সাং পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতয়ালীর সামীল বেলপুকুর গ্রামে রাজকুমারী প্রফুল্লনন্দিনী দাসী দিং অধীনে ৩৮৩ খতিয়ানে ৮৪ শতক জমী ১৫৹ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য ১০৲

(৩১)

২৭৮ মণিজারি ৩১ দাবি ২০৩।৶৯

ডিঃ শুকদেব দাস বৈরাগ্য সাং সেকুয়া

দেঃ কৃষ্ণদাস বিশ্বাস সাং সেকুয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সামীল সেকুয়া গ্রামে নৃসিংহ পালচৌধুরী দিং সেরেস্তায় ৫৩ খতিয়ানের ৩·০৭ শতক জমী ১০৶৩ রায়তি জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩২)

২৭৯ মণিজারি ৩১ দাবি ১৪৪ ৴৯

ডিঃ হোসেন দফাদার সাং হাজরাপোতা

দেঃ রণজিৎ সেখ সাং হাজরাপোতা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সামীল হাজরাপোতা গ্রামে নৃসিংহ পালচৌধুরী অধীন ২০৬ খতিয়ানের ১·৮৫ শতক জমী ৪৬/২ জমা দেঃ ।৶৹৩—অংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ সরকারে ২১২ খতিয়ানের ৩·৪৮ শতক জমী ৪৬/২ মোকররী জমা দেঃ ৷৹ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ সরকারে ২০৫ খতিয়ানের ·৭৬ শতক জমী ৩৶৫ জমা দেঃ ৷৹ আনা অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(৩৩)

১৮১ মণিজারি ৩০ দাবি ৯·১৶৩

ডিঃ বিধুমুখী দাসী সাং ভবানীপুর

দেঃ গিরিবালা দাসী দিং সাং ভবানীপুর পোঃ মেহেরপুর

থানা মেহেরপুরের সামীল বিশ্বনাথপুর গ্রামের নগেন্দ্রবালা গুপ্তা সেরেস্তায় ৫৭ খতিয়ান ও বিশ্বপুরের ২৬৩ খতিয়ানের ও ভবানন্দপুরের ৬৬৫ ও ভবানীপুরের ২৫২ খতিয়ানের ২৭০০৶৮ পত্তনী জমা দেঃ ।৹ আনা অংশ মূল্য আঃ ১৫০০৲

(৩৪)

২৮ মণিজারি ৩১ দাবি ৬২ ৷৶৹

ডিঃ কালীদাস মুহুরী সাং বেলপুকুর

দেঃ নগেন্দ্র নাথ নাথ সাং পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতয়ালীর সামীল বেলপুকুর গ্রামে ৭৭৫ খতিয়ানের ·২৯ শতক জমী ১৬৹ কায়েমী জমা দেঃ ৷৹ আনা অংশ আম কাঠাল ঘর ১খান মায় সাজ সরঞ্জাম মূল্য আঃ ২০৲

(৩৫)

১৪ মণিজারি ৩১ দাবি ১৪২৬৶৯

ডিঃ ত্রৈলোক্যনাথ কর্ম্মকার সাং কালীগঞ্জ

দেঃ হাজারী বিবি সাং ধুবী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর সামীল সোন্দা গ্রামে রুপাঙ্গিনী দেবীর সরকারে ৫০৩ খতিয়ানের ·৫১ শতক জমী ১৴৹ জমা দেঃ ষোল আনা রকম অংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ সরকারে ৫০৫ খতিয়ানের ·৩৭ শতক জমী ।৹ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(৩৬)

৪২০ মণিজারি ৩০ দাবি ২১৩৷৩

ডিঃ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য সাং বেলপুকুর

দেঃ রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাং ও পোঃ বেলপুকুর

থানা কোতয়ালীর সামীল বেলপুকুর গ্রামে ১০৫২ খতিয়ানের ·১০ শতক লাখরাজ জমী মায় দোতালা পাকা ঘর ১০ কুঠারী বারান্দা, রোয়াক ইত্যাদি সাজ সরঞ্জামের একপঞ্চমাংশ মূল্য আঃ ৩৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে মনসিংহ ভট্টাচার্য্য দিং অধীন ৯২১।৯২৫ খতিয়ানের ৬৷৹ মকররী জমা দেঃ এক পঞ্চমাংশ মূল্য আঃ ১০৲

(৩৭)

৪২৬ মণিজারি ৩০ দাবি ২৮৬৯

ডিঃ ত্রৈলোক্যনাথ কর্ম্মকার সাং কালীগঞ্জ

দেঃ নাটু সেখ সাং সোনদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর সামীল গোপদহ গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩৫৯ খতিয়ানের •৩৬ শতক জমী ২৲ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩৮)

৪২৭ মনিজারি ৩১ দাবি ১৬৮/৬

ডিঃ কালীদাস মুখোপাধ্যায় দিং সাং নবদ্বীপ

দেঃ সুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য পোঃ ও গ্রাম নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ সামিল নিজ নবদ্বীপ মধ্যে ৩৯৯৮ খতিয়ানের ৭৯ শতক ব্রহ্মত্তর জমি পাকা দালানবাটী ইত্যাদি দেঃ ।০ আনা অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৯)

২৫২৭ মনিজারী ৩০ দাবি ২৪৬৶৩

ডিঃ ভট্টাচার্য্য, নন্দী এণ্ড কোং ঝরিয়া, মানভূম

দেঃ মানিক লাল প্রামানিক দিং সাং ঘূর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির ১নং ওয়ার্ডস্থিত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেরেস্তার ১৭১৭ খতিয়ানের -১০শতক জমি ৭৲ জমা দেঃ একতৃতীয়াংশ মায় দালান বাড়ী ইত্যাদি সাজ সরঞ্জাম মূল্য ২০০৲

(৪০)

২৬১ মনিজারি ৩১ দাবি ২২৯।৶

ডিঃ বিনোদ মণ্ডল দিং সাং নয়াপাড়া

দেঃ বাঞ্ছারাম বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং রূপদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালির সামিল চুয়াখালি গ্রামে ৭০।৭১।৭৪ খতিয়ানের ৬-৮৯ শতক ব্রহ্মত্তর জমি দেঃ ।০ আনা অংশ মূল্য আঃ ২০০৲

(৪১)

১০৯০ মনিজারি ৩১ দাবি ৮৮৬

ডিঃ নরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস সাং বহিরগাছি

দেঃ ইয়াকুব মণ্ডল সাং এলাঙ্গি পোঃ বাজালঙ্গি

থানা চাপড়ার সামিল এলাঙ্গিগ্রামে হৈমবতী দেবীর অধিন ৭৮।৭৯ খতিয়ানের ২-৯০ শতক জমি ৫৮৶৫ রায়তী জমা দেঃ ।০ আনা অংশ মূল্য আঃ ২১৲

(৪২)

৪১১ মনিজারি ৩১ দাবি ৫৭১৮৶৬

ডিঃ অম্বনী কৃষ্ণ দাস সাং নবদ্বীপ

দেঃ হরিকিশোর সাহা সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ সামিল নিজ নবদ্বীপ গ্রামে /২।। কাঠা জমি মায় পাকা কোঠাঘর ১টী সিড়ি টিনের চাল কুয়া পায়খানা ইত্যাদি মূল্য আঃ ৩০০৲

(৪৩)

৬৫১ মনিজারি ৩১ দাবি ১১০৮৲৯

ডিঃ ফকির চন্দ্র দে মোঃ ৮৯।১নং মনোহর দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেঃ সত্য গোপাল রায় দিং সাং দিগম্বরপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

থানা কৃষ্ণগঞ্জ অধীন দিগম্বরপুর গ্রামে যদুনাথ চক্রবর্ত্তী অধীন দিগম্বরপুরের ৬১৪ খতিয়ান ২১ ৪১ শতক ও প্রতাপপুর মৌজায় ৬২৩ খতিয়ান ৯৬-৯৮ শতক জমি ৮৯/০ মধ্য স্বত্ব মোকররী পত্তনী জমা দেঃ ।।০ আনা অংশে ৪৪।।৬ জমামূল্য ৫০৲

২। ঐ থানার ঐ ঐ মৌজায় ললিত মোহন রায় অধিন দিগম্বরপুরের ৬ ৬ খতিয়ান প্রতাপপুরের ৫১৬ খতিয়ান ও নলুয়ার সামিল ৩৩৬ খতিয়ান মোট ১১৪-৬১ শতক জমি ৭৫৶ জমা দেঃ ।।০ আনা অংশে ৩৭।।৶৬ জমা দিতে মূল্য আঃ ৫০৲

৩। থানা হাঁসখালির সামিল উদয়পুর মৌজায় ১৮ খতিয়ান দিগম্বরপুর মৌজায় ৪৬ খতিয়ান ২১৯/০ পত্তনী জমা তাহাতে দেঃ ।।০ আনা অংশে ১০৯।।৶৬ জমা উক্ত জমা মূল্য ৫০৲

(৪৪)

১৫৮০ খাংজারি ৩০ দাবি ২৫।৶

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল সাং গোবিন্দপুর

দেঃ নজির আলি বিশ্বাস সাং চাটগোবিন্দপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ সামিল গোবিন্দপুর গ্রামে ৪৫৩ খতিয়ানের ২-৫৪ শতক জমি ১৮৮/০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৪৫)

১৫৯৯ খাংজারি ৩০ দাবি ২৫।৶৩

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী দিং সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ আনারদ্দি সেখ সাং কৃষ্ণনগর কুরচিপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালির অধিন কৃষ্ণনগর গ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার সরকারে ২১৭২ খতিয়ানের ১৭ শতক জমি ।৶৩ জমা মূল্য ৫৲

(৪৬)

১৭১৯ খাংজারি ৩০ দাবি ৩৬৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নারায়ণ বাগ দিং সাং ডহরবোয়ালিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল বোয়ালিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১০৮ খতিয়ানের ১৪-০৯ শতক জমি ২৫৲ জমা দেঃ ।।০ আনা অংশে মূল্য আঃ ২০৲

(৪৭)

১৯৯৭ খাংজারি ৩০ দাবি ৫০৲৬

ডিঃ সরোজ রঞ্জন সিংহ দিং সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল হাসাডাঙ্গা গ্রামে জয়দুর্গা দাসীর অধিন ১৯৬ খতিয়ানের ২-৯৭ শতক জমি ওটবন্দি জমা দেঃ ষোল আনা রকমে মূল্য আঃ ১০৲

(৪৮)

১৫৭৭ খাং জারি ৩০ দাবী ১০২৶০

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী দিং সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ ভাদু ঘোষ দিং দেওয়ানগঞ্জ বাবলাড়ী পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের সামিল দেওয়ানগঞ্জ বাবলাড়ী গ্রামে ১৩০।১৩৭ খতিয়ানের ১-৬৮ শতক জমি ৩৸/১০ মোকররী জমা।

২। ঐ মৌজায় ১৬৫ খতিয়ানভুক্ত ও ৩—৭ খতিয়ানে ২ ০২ শতক জমি।

(৪৯)

১৯৯৮ খাং জারি ৩০ দাবি ৫৬৮৶

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কৃষ্ণনগর কাঠালপোতা

দেঃ ফটিক বিশ্বাস দিং সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর সামিল হাসাডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার দিং সেরেস্তায় ১৬৪—১৬৬ খতিয়ানের ১২ ০৬ শতক জমি জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫০)

২১২২ খাং জারি ৩০ দাবি ১০১।৴

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ লোকনাথ মণ্ডল দিং সাং মহেশগঞ্জ পোঃ ঐ

থানা কোতোয়ালির সামিল মাবিয়াবনগ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার দিং অধীনে ১৪৫ ,৫৩ খতিয়ানের ১০-৫৭ শতক জমি ওটবন্দি জোত জমা মূল্য ২০৲

(৫১)

২১৩১ খাং জারি ৩০ দাবি ২৪।৯

ডিঃ ঐ

দেঃ গোকুল ঘোষ দিং সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালির সামিল হাসাডাঙ্গা গ্রামে রাখালদাস সিংহ দিং অধীনে ৮৭ খতিয়ানের ১০-৫৪ শতক জমি ১৮৶৬ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৫২)

২১৫৯ খাংজারি ৩০ দাবি ২৬৮৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ জানকী সরদার দিং সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল হাসাডাঙ্গা মধ্যে রাখাল দাস সিংহ দিং সেরেস্তায় ১১৫ খতিয়ানের ২-০৮ শঃ জমি ওটবন্দি জোত জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫৩)

২১৯১ খাংজারি ৩০ দাবি ২৮৭।।৶৩

ডিঃ হীরা চন্দ্র নন্দী সাং কাশিমবাজার

দেঃ গৌরেন্দ্র নাথ খাঁ দিং সাং বীরনগর পোঃ বীরনগর

থানা কোতয়ালি সামিল বেড় হরিনাথ গঞ্জ গ্রামে ১৫৩৮ খতিয়ানের ২-৩০ শতক জমি ৫৮।৶৫ মায় পাকা ইমারৎ আদি সরঞ্জাম সহ মূল্য ২৫০৲

(৫৪)

২২৯৬ খাংজারি ৩০ দাবি ১৬৪৸৶০

ডিঃ খন্দকার রেজাউল হক গোম বামনপুকুর

দেঃ ইচ্ছামতি বিবি দিং সাং মোল্লাপাড়া পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপের অন্তর্গত মোল্লাপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১২৫ খতিয়ানের ও ১২৬—১২৮ খতিয়ানের ৮-৭৬ শঃ জমি ৬ রায়তী মোকররী জমা মূল্য ১০০

২। ঐ থানার সামিল রাজাপুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২১১ খতিয়ানের ১ ৩৪ শতক জমি ৪।।০ রায়তি জমা মূল্য ২৫৲

৩। ঐ থানার সামিল খালিশাউড়ি গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫ খতিয়ানের ১-৪২ শতক জমি ৮৲ রায়তী জমা মূল্য ৫৲

৪। ঐ থানার সামিল বামনপুকুর গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ২১৪ খতিয়ানের ২ ৪৬ শতক জমি ১,৬ রায়তী মোকররী জমা মূল্য আঃ ১৲

৫। ঐ থানার সামিল ঐ গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫৩০ খতিয়ানের -৫৯ শতক জমি ৮০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

৬। ঐ থানার সামিল সরডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৯৮ খতিয়ানের -৫০ শতক জমি ৮০ আনা জমা মূল্য আঃ ১৲

(৫৫)

২৩৩৩ খাংজারি ৩০ দাবি ৪১৮৶৩

ডিঃ জয়দুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ অমূল্য ঘোষ দিং সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ মহেশগঞ্জ

থানা কোতয়ালির সামিল হাসাডাঙ্গা মধ্যে রাখাল দাস সিংহ দিং অধিনে ২০৫ খতিয়ানে ৭-৪১ শতক জমি ১ ।।৶৫ জমা দেঃ ষোল আনা অংশ মূল্য ১০৲

(৫৬)

২৩০৭ খাংজারি ৩০ দাবি ৫৩।০

ডিঃ ঐ

দেঃ মহিউদ্দিন মণ্ডল সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল মাবিয়াবনগ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার ও সতীশচন্দ্র সিংহ রায় দিং অধিনে ২৮ খতিয়ানের ওটবন্দি জোত দেঃ ।/৬== অংশ মূল্য ১০৲

(৫৭)

২৩০৮ খাংজারি ৩০ দাবী ৫৩।০

ডিঃ ঐ

দেঃ আমেদদ্দিন মণ্ডল দিং সাং সাহেবনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি অধিন মাবিয়া বনগ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার দিং অধিনে ২৮ খতিয়ানের ৮ ০১ শতক জমি ওটবন্দি জোত দেঃ ।।৶২০।—অংশ মূল্য আঃ ২০৲

(৫৮)

২৫ খাং জারি ৩১ দাবি ১৪৸/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ অটল ঘোষ দপ্তরী সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল হাসাডাঙ্গা গ্রামে রাখাল দাস সিংহ দিং অধিন ৪১ খতিয়ানের ৭-৪৭ শতক জমি ওটবন্দি জোত মূল্য ১০৲

(৫৯)

৫৫ খাং জারি ৩১ দাবি ৩৬৵

ডিঃ ঐ

দেঃ পরম ঘোষ সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালির সামিল হাসাডাঙ্গা মধ্যে রাখালদাস সিংহ দিং অধীন ১৭৭ খতিয়ানের ৫ ৭৭ শতক জমি ওটবন্দি জোত মূল্য আঃ ১০

(৬০)

৫৭ খাং জারি ৩১ দাবি ১৩৸৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ অটল ঘোষ সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালির সামিল মাদিয়া বনগ্রাম মধ্যে ডিক্রীদার দিং অধিন ১৩ খতিয়ানের ৩-৩৪ শতক জমি ১২৸৵৩ জমা, মূল্য ১৫৲

(৬১)

৬৮ খাং জারি ৩১ দাবি ৬১।৵৯

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ অবিনাশ চন্দ্র মোদক দিং সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালির সামিল হাসাডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৪৫ খতিয়ানের ৪-৮২ শতক জমি উটবন্দি জোত মূল্য ১০৲

(৬২)

১১৮ খাং জারি ৩১ দাবি ৮২৵০

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র নন্দী সাং কাশীমবাজার

দেঃ মতিলাল নাথ সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালির সামিল সোনডাঙ্গা মৌজায় ডিক্রীদার অধিন ৭৬১ খতিয়ানের অধীন ১১৵১ রায়তি স্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৬৩)

১১৯ খাং জারি ৩১ দাবি ৫৩৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ রাজু বিশ্বাস সাং গোয়ালদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল সোনাডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধিনে ৫১৭ খতিয়ানের ৭।০ জমায় ২ বি মূল্য আঃ ৪০৲

(৬৪)

১২০ খাং জারি ৩১ দাবি ১৬৸৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নির্ম্মলা দাসী সাং তাতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল তাতলা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫০২ খতিয়ানের -০৮ শতক জমি ২৸৵০ জমা মূল্য ৫৲

(৬৫)

১২১ খাং জারি ৩১ দাবি ২১।৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ গোকুল গোপ দিং সাং গঙ্গেরডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপের সামিল গঙ্গেরডাঙ্গা গ্রামে ৩৩১ খতিয়ানের ১-৩২ শতক জমি ১৸৵৬ জমা মূল্য ৫৲

(৬৬)

১২২ খাং জারি ৩১ দাবি ২৪৸০

ডিঃ গোরীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ অতুলনাথ দোবে সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল কৃষ্ণনগর গোট্টাপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৩৯৮৭ খতিয়ানের-.০ শতক জমি ইজারি সাক বসতবাস মূল্য ১৫৲

(৬৭)

১২৩ খাং জারি ৩১ দাবি ৪৸৶

ডিঃ গয়ারাম গড়াই সাং হাট অমরাও

দেঃ বামন দাস সরদার সাং বিষ্ণুপুর পোঃ জোয়ানিয়া ভালুকা

থানা কোতয়ালি অধিন বিষ্ণুপুর মৌজায় ডিক্রীদার অধিনে ২৭১ খতিয়ানের -২৪ শতক জমি ৴৵১০ জমা মূল্য ৪

(৬৮)

১৪২ খাং জারি ৩১ দাবি ১৩৵৶৯

ডিঃ নসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকতান্তিপাড়া

দেঃ ঠাণ্ডা মণ্ডল নালা দিং সাং সোনাতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালির সামিল সোনাতলা গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫০৫ খতিয়ানের ১২-৬৫ শতক জমি ২৫।৯ জমা ও ৯০২ খতিয়ানে -৬২ শতক জমি ১,১ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৬৯)

১৪৩ খাং জারি ৩১ দাবী ২৮৸৵৯

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র নন্দী সাং কাশীমবাজার

দেঃ রহমান সেখ দিং সাং গঙ্গেরডাঙ্গা পোঃ শ্রীমায়াপুর

থানা নবদ্বীপের সামিল গঙ্গের ডাঙ্গা গ্রামে ৪৭৬ খতিয়ানের -৪৯ শতক জমি ২৸৵৯ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৭০)

১৫৬ খাংজারি ৩১ দাবি ২১৸৯

ডিঃ রামরেণু বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাটিয়ারী

দেঃ ফটিক সেখ দিং সাং মাটিয়ারী পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সামিল মাটিয়ারী মৌজায় ডিক্রীদার সরকারে ৭৪ খতিয়ানের ১-৯৯ শতক জমি ৪৸৶৯ রায়তীস্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ১২৲

(৭১)

১৫৮ খাং জারি ৩১ দাবি ২২৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জের সামিল মাটিয়ারী মৌজায় ডিক্রীদার অধিনে ৭৬ খতিয়ানের ১-১০ শতক জমি প্রতিবিঘা ১।৵১০ হিসাবে দিতে হয়। মূল্য আঃ ১০৲

(৭২)

১৯০ খাং জারি ৩১ দাবি ৯৭৸৶৬

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী সাং পোড়াগাছা

দেঃ যদু রাজবংশী সাং মাধবপুর পোঃ কাটচাপড়া

থানা কৃষ্ণনগরের এলেকাধিন মলদহ গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৫৬০ খতিয়ানের ৪-৮৯ শতক জমি ১৫।৯ রায়তীস্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৭৩)

১৯১ খাংজারি ৩১ দাবি ৬২৸০

ডিঃ হরিপদ মুখোপাধ্যায় সাং কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক

দেঃ ফকির সেখ সাং গদখালি পোঃ নবদ্বী

থানা নবদ্বীপের সামিল গদখালি মধ্যে ৭৫ খতিয়ানের ২-৩৭ শতক জমি ১০৸০ রায়তী জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৭৪)

১৯৯ খাংজারি ৩১ দাবি ৯২৶০

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ বসন্তকুমারী দেবী সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালির সামিল কৃষ্ণনগর মধ্যে ২৫৬২ খতিয়ানের ৩-০৩ শতক জমি ১৩৶৬ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৭৫)

২৭৪ খাং জারি ৩১ দাবি ১৮৩৸৵৯

ডিঃ জিতেন্দ্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ বেছের সেখ সর্দ্দার দিং সাং সিংহাটী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালির সামিল সিংহাটী গ্রামে ডিক্রীদার দিং সেরেস্তায় ১৬৫। ১৬২।১১৯ খতিয়ানের ১০-৯৯ শতক জমি ৩৩।১৬ শতক জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৭৬)

২৮৭ খাং জারি ৩১ দাবি ২০।৯

ডিঃ অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য সাং আমঘাটা

দেঃ রহিমান সর্দ্দার সাং স্বর্ণবিহার পোঃ মহেশগঞ্জ

থানা কোতোয়ালির সামিল স্বর্ণবিহার গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ১২২০— ১২২৪ ও ১৪৫৫ খতিয়ানের ৩-৫৭ শতক জমি ৫৸৵০ জমা মূল্য ১০৲

(৭৭)

২৮৮ খাং জারি ৩১ দাবি ১৩৸৵৩

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বেতালমারি

দেঃ অবিনাশ চন্দ্র মল্লিক দিং সাং হাসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালির সামিল হাসাডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৬ খতিয়ানের ৪৸৶৯ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৭৮)

৩০৮ খাংজারি ৩১ দাবি ৭৯৶৩

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং পোড়াগাছা

দেঃ কাঙ্গালী মণ্ডল দিং সাং খাঁপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালির অধীন খাঁপুর মৌজায় ডিক্রীদার সেরেস্তায় ১৪৪ খতিয়ানের ৭-২৭ শতক জমি ১১৶৩ জমা মূল্য ২০৲

(৭৯)

৩২৪ খাংজারি ৩১ দাবি ৬৬৸০

ডিঃ সরোজরঞ্জন পাল চৌধুরী সাং হাতিশালা

দেঃ পাটকড়ি মণ্ডল দিং সাং হাজরাপোতা পোঃ কালিগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সামিল হাজরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধিনে ১৮১ খতিয়ানের ২০-৭৪ শতক জমি ৩৮।৵৯ জমা মূল্য ২৫৲

(৮০)

৩২৫ খাংজারি ৩১ দাবি ৩৭৶৩

ডিঃ ঐ দেঃ ঐ

থানা কালীগঞ্জের সামিল হাজরাপোতা গ্রামে ১৮৩ খতিয়ানের ৮-৭৭ শতক জমি ২০৸৯ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৮১)

৩২৬ খাংজারি ৩১ দাবি ১৫৪০।৵৯

ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিমিটেড সাং আমঝুপি

দেঃ বসন্তকুমার রায় সাং চণ্ডীপুর পোঃ সোনাডাঙ্গা

থানা মেহেরপুর মধ্যে ডিক্রীদার অধিনে ৫ বৎসর মেয়াদী ১১৫০৲ ইজারা জলকর জমা মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানার অধিনে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ৭ বৎসর মেয়াদী দাখিলায় ৬৭২৲ জলকর জমা জলক

আঃ ১০০৲

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম-মায়াপুর, ২৬শে মধুসূদন ৪৪৫

সাময়িক প্রসঙ্গ

কালের কুটিলা গতির প্রভাবে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-সঙ্গোপনের পর প্রায় তিন শতাব্দি-কাল তদীয় আবির্ভাবভূমি সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয় সুপ্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরের সন্ধান অনেকের নিকট অপরিজ্ঞাত থাকিলেও শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছায় তাঁহার নিজজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রমুখ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণের ঐকান্তিকী চেষ্টার ফলে আজ শ্রীধামের শ্রীমূর্ত্তি শুধু বঙ্গবাসীর নহে, শুধু ভারতবাসীর নহে পরন্তু জগতের সর্ব্বত্র সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে প্রত্যহ অসংখ্য যাত্রী শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রই অবগত আছেন, মহাপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব সময় প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র যাত্রী শ্রীধাম-পরিক্রমা করিয়া থাকেন। প্রায় দুইবৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার ওহিও-ইউনিভারসিটীর সুযোগ্য অধ্যাপক মার্শাল সাহেব এবং অধ্যাপক নিক্‌সন্ দর্শনার্থী হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়াছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার সাহেবও শ্রীধাম দর্শন করিয়া গিয়াছেন। আমরা শুনিতে পাইলাম, বঙ্গের মহামান্য গভর্ণরবাহাদুরও আগামী বর্ষায় কৃষ্ণনগর পরিদর্শনের সময় শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে আগমন করিবেন। যে স্থানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং ভারতেতর প্রদেশ হইতেও এই প্রকার বহু সম্ভ্রান্ত যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে তথায় সুগম রাস্তার ব্যবস্থা করা জেলা বোর্ডের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। শ্রীধাম মায়াপুর-ধুবুলিয়া রোড নামক জেলা বোর্ডের যে রাস্তাটী আছে তাহা সামান্য বর্ষা হইলেই এরূপ কর্দ্দমাক্ত হয় যে, তাহাতে পথ চলা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। আমরা আজ ৪।৫ বৎসর যাবত শুনিয়া আসিতেছি যে, জিলা বোর্ড এই পথটীর সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। যাত্রিগণের সমাগমের অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের কর্ত্তৃপক্ষ অতি সত্বর রাস্তাটীর সংস্কারকার্য্যের জন্য জিলা বোর্ডকে কিছু অর্থ সাহায্যও করিয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের এই প্রকার ঔদাসীন্যের কারণ কি? গত বার কমিশনার সাহেবের আগমন করিবার পূর্ব্বে অসংস্কৃত রাস্তাটী সুগম করিবার জন্য জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষ কোনও প্রকার ব্যবস্থা করেন নাই। উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের মঠরক্ষক অতি কষ্টে রাস্তাটী মোটর-যাতায়াতের উপযোগী করেন। আমরা আশা করি, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড অতি সত্বর এই রাস্তাটীর সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ করিয়া যাহাতে গভর্ণর বাহাদুরের আগমনের পূর্ব্বেই উক্ত কার্য্য শেষ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে কোনও প্রকার ত্রুটি করিবেন না।

গত পরশ্বঃ ২৪শে মধুসূদন ১০ই বৈশাখ ২৩শে এপ্রিল রবিবার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে এবং তদীয় অপরাপর শাখামঠসমূহে শ্রীসীতাবির্ভাব ও শ্রীজাহ্নবাদেবীর আবির্ভাবোৎসব অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ইচ্ছায় এই উৎসবদ্বয় হংসক্ষেত্রে শ্রীএকায়নমঠে বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে তথায় কলিকাতা, শ্রীধাম মায়াপুর এবং আরও অনেক স্থানের ভক্তমণ্ডলী শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে শুদ্ধভক্তিবিহিত সঙ্কীর্ত্তনাদিদ্বারা চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়াছিলেন। সুকৃতিসম্পন্ন স্থানীয় অধিবাসিগণ উৎসবে যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সকলকেই আকণ্ঠ পূরিয়া বিতরণ করা হইয়াছে। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় ভক্তিবিলাস মহোদয় এই উৎসবের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সঙ্কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষের দিনে এই প্রকার মহোৎসব যে সর্ব্বসাধারণের হৃদয় হইতে জাড্য দূর করিয়া চৈতন্যোদয় করিবে তথা বলাই বাহুল্য। শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস মহোদয় তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থ হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়া জগদ্বাসীর সম্মুখে অর্থের সদ্ব্যবহারের প্রকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শন করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি সজ্জনমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

পারমার্থিক ভারত জগতের গুরু। সুতরাং পরমার্থের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে জগদ্বাসী সকলেই ভারতের নিকট অবনতমস্তক। কোনও সময় ভারত কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, আয়ুর্ব্বিদ্যা প্রভৃতিতেও জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল কিন্তু কালের প্রভাবে ঐ সকলের অবনতি ঘটিলেও ভারতের পরমার্থ সম্পদ্ কেহ কোনও সময় নষ্ট করিতে পারে নাই এবং কখনও পারিবে না। সুতরাং যাঁহারা নিজদিগকে ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় দেন এবং ভারতের উজ্জ্বল্য বিধানই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য—নিজদিগকে পরমার্থশিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং নিজদিগের আদর্শ জীবনদ্বারা জগদ্বাসীর মঙ্গলবিধান করা।

আর্য্যভারতের গবেষণাগার সংস্কৃত সাহিত্যে সংরক্ষিত। নিত্যানন্দসাগরে নিমজ্জমান ভগবৎসেবৈকনিষ্ঠ আর্য্য ঋষিগণ জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহাদের সাধনার প্রণালী এবং সাধনালব্ধ বিষয়সমূহ সংস্কৃত সাহিত্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং ঐ সকল অমূল্য রত্নের সন্ধানের নিমিত্ত প্রত্যেকের সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। অক্ষজ জ্ঞানে বেদাদির প্রকৃত ফল পাইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও সংস্কৃত বিদ্যা সদ্‌গুরুর আনুগত্যে ভজনপরায়ণ ব্যক্তিগণকে সহায়তা করিতে পারে। শুনা যাইতেছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নূতন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত পাঠের বাধ্যতামূলক নিয়মটী প্রবেশিকা পরীক্ষার তালিকা হইতে উঠাইয়া উহা শুধু স্বেচ্ছায় পাঠার্থিগণের নিমিত্ত রাখিতেছেন। সাধারণতঃ বালকগণ 'শব্দরূপ' ও 'ধাতুরূপে'র অধ্যায় দেখিয়াই সংস্কৃত বাদ দিবার পক্ষপাতী; সুতরাং বাধ্যতামূলক না হইলে অধিকাংশ ছাত্রই যে উহা বাদ দিবে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বালকসুলভচপলতার বশবর্ত্তী হইয়া বাল্যকালে উহা বাদ দিলেও ভবিষ্যতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করিয়া অনেকেই দুঃখিত হইবেন। সুতরাং সংস্কৃতপাঠ বাধ্যতামূলক থাকাই বাঞ্ছনীয়।

সৌভাগ্য

প্রয়াগে শ্রীগৌরহরি শ্রীরূপগোস্বামীকে ভক্তিধর্ম্মবিষয়ে অলৌকিক শক্তি সঞ্চার করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি যে, ভাগ্যবান্ জীবই ভগবৎকৃপা ও ভগবজ্জন কৃপা হইতে ভক্তিলতার বীজ 'শ্রদ্ধা' লাভ করেন। যিনি শ্রদ্ধা লাভ করেন, তিনিই সৌভাগ্যবান্। শ্রদ্ধাবৃত্তির ফলকরূপে আমরা সৌভাগ্যকে দর্শন করি। ভক্তিলতার বীজ হইতে জীবাত্মার শুদ্ধবৃত্তি ভক্তিলতা গোলোক পর্য্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হইয়া ভজনীয় বস্তুকে সেব্যরূপে নিজ বৃত্তি প্রদর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করে।

'শ্রদ্ধা' শব্দে সুদৃঢ় বিশ্বাসকেই লক্ষ্য করে। সুদৃঢ় বিশ্বাস ও অন্ধ বিশ্বাস—পরস্পর বিপরীত-ধর্ম্মবিশিষ্ট। অক্ষজ জ্ঞানহারা পরোক্ষ বা অপরোক্ষ বস্তুতে আস্থা স্থাপনকেই 'অন্ধ বিশ্বাস' বলে। অধোক্ষজ বস্তুর নিত্যসিদ্ধি ও অবিসংবাদিত চিদানন্দ কখনই অন্ধবিশ্বাসের লক্ষীভূত বস্তু নহে। ভাগ্যহীন জনগণই অক্ষজ জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া ভজনীয় বস্তুর প্রপন্নবৃত্তিকে অন্ধবিশ্বাসরূপে ভ্রান্ত ধারণা করিয়া শ্রদ্ধাহীন হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রদ্ধা অজ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাসমাত্র নহে। শ্রদ্ধার পাত্ররূপে শ্রদ্ধার পরিণামে যে সাধুর সঙ্গ হয়, তিনি অধোক্ষজসেবাপর জ্ঞানবিশিষ্ট। সুতরাং ইন্দ্রিয়সাধ্য দৃশ্য জগতের জ্ঞান-গৃহে আবদ্ধ নহেন। সত্যজ্ঞান যাঁহার হৃৎপটে উদিত হওয়ায় অনর্থময় দৃশ্য জগৎকেই যিনি একমাত্র অবলম্বন মনে করেন না, তাদৃশ সাধুতে বা সিদ্ধান্তে সাধকের প্রপত্তিই 'শ্রদ্ধা' নাম্নী বৃত্তি।

শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই ভক্তির অধিকারী। অশ্রদ্দধানের অলৌকিক ভূমিকায় তিনটী পথ দেখা যায়। অক্ষজ-জ্ঞানচালিত হইয়া ঐ পথ তিনটীতে ভ্রমণ করিতে গেলে ভক্তি পথের সন্ধান পাওয়া যায় না। অক্ষজ জ্ঞান প্রাকৃত দৃশ্য জগৎকে জ্ঞেয় বলিয়া মীমাংসা করায় অন্ধ বিশ্বাস ব্যতীত তাঁহার অন্য গতি নাই। অন্ধ দৃশ্যজগৎ দর্শন করিতে অসমর্থ। তাহার কেবল চেষ্টাই দৃশ্য জগৎকে দর্শন, সুতরাং অন্ধ বিশ্বাস অসিদ্ধ। আরোহ পথে এক অন্ধ অক্ষজজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া অপর অন্ধকে নিজের অনভিজ্ঞতা গোপন করিয়া নিজেকে পথপ্রদর্শক বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় এবং অন্ধবিশ্বাসী তাঁহার অনুগমন করায়, ওতপ্রোতভাবে দৃশ্য জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া কেহ বা 'ব্রহ্ম' শব্দে পরিচ্ছিন্ন দৃশ্য, কেহ বা 'মায়া'শব্দে দৃশ্য জগতের মূল কারণকে সংস্থাপিত করেন। উভয়েই বাস্তব বস্তু-জ্ঞানে অজ্ঞানী হইয়া অভক্তির পথকেই নিজ নিজ ভ্রমণমার্গ জ্ঞান করেন। অন্যাভিলাষিতা, নিজের উপাধি দ্বারা ঐহিক পারলৌকিক অনিত্য ভোগ অথবা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকেই নিঃশ্রেয়স বলিয়া স্থাপন করেন। অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা অদৃষ্ট বস্তুকে লাভ করিবার উদ্ভাবনী শক্তি গুরু ও শিষ্যকে অভক্ত-সজ্জায় অজ্ঞানকূপে পাতিত করে। এজন্য ভক্তিমানই সৌভাগ্যবান, অভক্ত অন্ধ বিশ্বাসকারী।

জ্ঞানরাজ্যে নির্ভেদ ব্রহ্মাভিন্ন গুরু-পরিচয়াকাঙ্ক্ষ মুক্তাভিমান করিলে তাঁহার বিচারে জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞেতার একত্বপ্রযুক্ত উপদেশযোগ্য বস্তন্তরাভাব। আবার অসিদ্ধ অবস্থায় অজ্ঞানবশে তাঁহার গুর্ব্বভিমান্ সুতরাং এক অন্ধ অপর অন্ধকে সাধন-রাজ্যেই সিদ্ধি-প্রাপ্তির নৈষ্ফল্য প্রদর্শন করে। সেজন্য তাঁহারা ভক্তিহীন ও মন্দভাগ্য।

ভাগ্যবান্ জীব ভগবান্ ও গুরুদেবের প্রসাদ লাভ করেন। সেই প্রসাদ হইতেই তাঁহার ভক্তি-সোপানের প্রথম স্তর শ্রদ্ধা-বৃত্তির প্রাকট্য। জীবের সৌভাগ্য দুই প্রকারে উদিত হয়। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ভেদে যে সুকৃতির উদয় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই সাধুগণও বলিয়া থাকেন। জাতিস্মর দেবর্ষি তাঁহার প্রাক্তন সুকৃতির কথা বলিয়াছেন, আমরা তাঁহার উক্তি হইতে জানিতে পারি যে, আমাদেরও অদৃষ্ট-সুকৃতি ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণকালে লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। দৃষ্ট সুকৃতি হিসাবে আমরা নিজরুচি দ্বারা সাধু ও শাস্ত্রের উপদেশ লাভ করি। সঙ্গ-প্রভাবে শ্রবণ জন্যে আমাদের দৃষ্ট সৌভাগ্য উদিত হয়। সৌভাগ্যোদয়ে আমাদের নিজের আন্ত অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে নিত্য উপলব্ধিজনিত পূর্ব্বপরিচিত নিত্যানন্দময় সাধু ও শাস্ত্রের সান্নিধ্য লাভ করি। তাহাতে আমাদের দর্শনাভাবের কোনও অন্ধ বিশ্বাস করিতে হয় না। দৃশ্য জগতের প্রত্যক্ষীভূত ভোগময়ী উপলব্ধিই আমাদের নিত্যোপলব্ধির বাধক হইয়া নশ্বর বস্তুতেই অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করায়। ভক্তির প্রথম অবস্থায় সাধন-রাজ্যের শ্রদ্ধা সুকৃতিজন্য। চরমে নিত্যাই সৌভাগ্য।

শান্তি কোথায় ?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি, এল)

প্রারব্ধবশে এই কর্ম্মময় জগতে যখন আসিয়াছি, তখন মায়িক সত্ত্বরজস্তমোরূপ ত্রিগুণের বশীভূত হইয়া কর্ম্ম করিতেই হইবে, অব্যাহতি নাই। যৌবনের প্রাক্কালে একদিন এইরূপ কর্ম্মের তাড়নে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বাহির হইয়াছি। বৈশাখ মাস, রৌদ্র খাঁ খাঁ করিতেছে, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে সারা ধরিত্রী যেন [illegible] ধারণ করিয়াছে। একটী দীর্ঘ মুক্ত মাঠের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছি। কোথাও একটু বিশ্রামস্থান নয়নগোচর হয় না।

কিয়দ্দুর হাঁটিবার পর প্রখর রৌদ্রতাপে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলাম। শরীর অবসন্ন হইল, চক্ষুর্দ্বয় রক্তিম হইল, প্রাণ আন্‌চান্ করিতে লাগিল। একটু শীতল ছায়ার অনুসন্ধানে উদগ্রীব হইলাম। কিন্তু সেরূপ ছায়া কোথাও মিলিল না। মনের ভিতর অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছি, এমন সময় আকাশে হঠাৎ একখণ্ড কাল মেঘ দেখা দিল। সেই মেঘখানি ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ঠিক আমার মস্তকোপরি আসিয়া পৌঁছিয়ে মার্ত্তণ্ডদেব কিঞ্চিৎ আচ্ছাদিত হওয়ায় নিম্নে ছায়া পতিত হইল। আমিও কাতর প্রাণে সেই ছায়ার তলিতে যেয়ে শান্তিলাভ করিবার জন্য আশ্রয় লইলাম।

হায়! হায়! মূর্খ আমি, বুঝিলাম না যে এরূপ চঞ্চল বস্তুর আশ্রয়ে শান্তিলাভের চেষ্টা কেবলই বিড়ম্বনা ও ভাবী ক্লেশেরই পূর্ব্বসূচনা মাত্র। মেঘখানি যেমন সরিয়া যাইতে লাগিল, আমিও ছায়ার আশায় ছুটাছুটী করিতে লাগিলাম। পরিশেষে শ্রান্ত হইয়া হতাশ হইয়া পড়িলাম। আমার যখন এইরূপ অবস্থা, তখন কিছু দূরে দেখিলাম একজন জ্যোতির্ম্ময় সাধুপুরুষ আমার দিকে আসিতেছেন। নিকটবর্ত্তী হইলে, দেখিলাম তিনি একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। সুদীর্ঘ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ শরীর, ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, অঙ্গে তিলক, হস্তে তুলসী মালিকায় শ্রীনাম জপে নিরত।

তাঁহার কি অত্যদ্ভুত শক্তি, দর্শনমাত্রই মস্তক স্বতঃই তাঁহার শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে শ্রান্ত ও ক্লান্ত পথিক, তুমি এই রৌদ্রে মাঠে ছুটাছুটী করিতেছ কেন?' আমি বলিলাম, প্রভো এই ছায়ার একটু শান্তি লাভের আশায়।' তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া নিকটবর্ত্তী একটী বৃক্ষতল দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'এইখানে বিশ্রাম লাভ কর, শান্তি পাইবে। আবার সময়ে দেখা হইবে।' এই মাত্র বলিয়া তিনি ক্ষণপরে অন্তর্হিত হইলেন।

তার পর বহুকাল অতীতের গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে, আমারও যৌবন [illegible] শেষ হইয়া আসিল। [illegible] প্রলোভনের ইঙ্গিতও [illegible] যে [illegible] আমা[illegible] করিয়াছিলাম, তাহা [illegible] যে [illegible] সাধন করিয়াছিলাম, সংসার ছায়ার শীতলতা লাভ করিবার আশায় [illegible] যে [illegible] অর্জন করিলাম এবং তাহার ফলে ইহকাল পরকাল দুই কালই নষ্ট করিলাম, যে [illegible] আমা [illegible] পশ্চাৎ [illegible] হইয়া, [illegible] অগ্রে অগ্রে [illegible], [illegible] নিবৃত্তি হইল না এবং আমারও [illegible] না—শান্তিও সুদূরপরাহত হইল।

তখনই [illegible] শ্রীভগবানের [illegible]। তখন না [illegible] কথা কেবলই স্মরণ [illegible] না। তাই ত্রিতাপ সংসারানলে ঘোরতর দুঃখে নিমজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও সর্ব্বার্থদর্শনের [illegible] সঙ্গের [illegible] জাগিয়া উঠিল। কারণ—'সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।' নিষ্কপট শুদ্ধভক্তগণই আমাদের হৃদয়ের [illegible] দূর করিয়া প্রকৃত শান্তি প্রদান করিতে সমর্থ। পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তধাম শ্রীমায়াপুরের কথা শুনিয়াছিলাম। তাই তথায় শ্রীরূপ সাধুসঙ্গের আশায় শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করিলাম।

শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন প্রভৃতি দর্শন পূর্ব্বক ঘুরিতে ঘুরিতে শ্রীচৈতন্যমঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, সেখানে অত্যন্ত নয়নমনোভিরাম শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও প্রসাদান্ন গ্রহণের আশায় দাঁড়াইয়াছি, এমন সময় হঠাৎ সেই পূর্ব্বপরিচিত সন্ন্যাসী মহারাজের দর্শন পাইলাম। দর্শন-মাত্রেই হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আমিও তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ করিলাম। অন্তর্যামী বৈষ্ণবঠাকুর আমার অন্তর বুঝিয়া বলিতে লাগিলেন, 'তোমার এখানে আগমনের কারণ আমি বুঝিতে পারিয়াছি। সেই মাঠে যখন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন তোমাকে কোন কথা বলি নাই, তখন সময় হয় নাই। তুমি চঞ্চল ও গমনশীল মেঘের ছায়ায় শান্তির শীতলতা লাভের জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতেছিলে; তাই কেবলমাত্র ইঙ্গিতে বৃক্ষতল দেখাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। তখন তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে পার নাই

এতকাল সংসারে—মেঘের ছায়ার ন্যায় গমনশীল, অনিত্য ও চঞ্চল বস্তুর, আশ্রয়ে শান্তিলাভের আশায় সারা জীবন অতিবাহিত করিয়া বুঝিতে পারিয়াছ যে, তথায় শান্তি আদৌ নাই, অধিকন্তু উদ্বেগ ও অধিকতর ক্লেশ বর্ত্তমান। যদি প্রকৃত নিত্য শান্তি চাও, তবে প্রেমকল্পতরু নিত্যানন্দ অভিন্ন নিত্যানন্দবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ কর। বর্ত্তমান যুগে যুগাবতার পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ জীবকুলকে শাশ্বত শান্তির সুশীতল ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধারের জন্য এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে এই শ্রীচৈতন্যমঠেই অবস্থিতি করিতেছেন। তুমি যাও, সত্বর তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণে দৃঢ়ভাবে শরণ গ্রহণ কর। তবেই তুমি নিত্য শান্তির অধিকারী হইবে।' সন্ন্যাসী মহারাজ এই বলিয়া নিম্নলিখিত মহাজন পদাবলীটী গান করিতে করিতে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

"নিতাই-পদ-কমল, কোটি-চন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনা ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাই পায়॥"

ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীগুরু-বন্দনা

(শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবী)

(৫)

শ্রীনাম-সেবার অপূর্ব্ব সম্ভার
জগতে দেখালে স্বামি।
নিত্য ভক্তগণে মহা সঙ্কীর্ত্তনে
নাচিলে শ্রীগৌরভূমি॥
নামে' পরিক্রমা প্রচার ছিল না
জীবের মঙ্গলকামী।
প্রভু মহারাজ সভক্ত সমাজ
প্রচারিলে মাত্র তুমি॥
গুরু, শ্রীচরণ বন্দি আমি॥
আউল বাউল যত ত্রয়োদশ মত
মিছা ভক্তি অভিমানী।
তাহা দেখাইলে প্রদর্শনী খুলে'
শ্রীমায়াপুরেতে তুমি॥
পুনঃ পুনঃ নমি আমি॥
জানিল সকল ভক্তির কঙ্কাল
নহে ত ভকতি-কামী।
ধর্ম্ম-বেশ-ধারী অধর্ম্ম আচরি'
ধূর্ত্ত বহু নারী কামী॥
প্রভো! একমাত্র বন্দ্য তুমি॥
মথুরা, গোলোক জন, তপ লোক
কত আরো লোক ভূমি।
অতল, বিতল আর রসাতল
সব দেখাইলে তুমি॥
জয় প্রভো নমি নমি॥
ভক্তিলতা ধরি' সিঞ্চনাদি করি'
হ'য়ে তব পদসেবাকামী।
বিরজা ভেদিয়া ব্রহ্মলোক দিয়া
হয়ত বৈকুণ্ঠগামী॥
জয় জয় প্রভো তুমি॥
(ভক্তিলতা) বৈকুণ্ঠ হইতে যায় গোলোকেতে
(তথা) কৃষ্ণকল্পতরু স্বামী।
তার ছায়া পায় প্রেম ফল খায়
এসব দেখালে তুমি॥
শ্রীচরণ বন্দি আমি॥

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। বৈদিক গোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাবে মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ অংশের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটীভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত আলোচনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখা পড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অন্তর্নিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৪র্থ সংস্করণ, ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সায়র ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রামাণ্যবর্ণনা সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়প্রসূত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শপর্য্যন্ত দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সদ্‌যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, লালসাময় গীত, শ্রীনামষট্ক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণগুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার [illegible]

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

শ্রী চীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সর্ব্বস্বিনী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠ-সভাগৃহে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হার্ম্মনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রামবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ্মলোচন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীলোকানন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চ-তত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোক-নাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীনন্দদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীরাধাদাস অধিকারী, দেবপূজা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কুঞ্জবিহারী এল, এম, এফ।

শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

১০ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

এলাহাবাদ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীশ্যামাবিহারী ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চকিলা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীজগবন্ধুদাসজী। ব্রহ্মচারী শরণানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমাধি, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমা-নন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দীমানিক।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহা-প্রভুর [illegible]। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমন-জীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

২৫ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঢুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ড, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমা-নাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবগিরি।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রাধেশ সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়, বাবড়া

এখানে বহু কুরুমূর্ত্তি শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ বেগ কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ
তোষণ—
অবধারিত

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৪॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সংস্কৃত শিক্ষা-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৪৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ১৬ই বৈশাখ বুধবার ১৩৩৮, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৩১

নানা কথা

বার্দ্দৌলীতে গান্ধীজী

গত ২৬শে এপ্রিল অপরাহ্নে মহাত্মা গান্ধী বার্দ্দৌলী তালুকের কৃষকদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সব কৃষকদের জমি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে এবং তৃতীয় পক্ষকে বিক্রয় করা হয় নাই।

ভাসোন মহলের কৃষকগণ অভিযোগ করেন যে, তাহাদিগকে জমিতে কাজ করিতে দেওয়া হইতেছে না। মহাত্মাজী তাহাদের অভিযোগ লিখিয়া ল'ন এবং এই বিষয়ে আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

লর্ড আরউইনের অভিনন্দন

লীডস্ সহরের মেয়র সম্প্রতি এক তার করিয়া লর্ড আরউইনকে জানাইয়াছেন, ৭ই মে তারিখে লীডসের টাউন হলে তাঁহাকে একখানি মানপত্র প্রদানের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

দিল্লীতে ডাক্তারের গৃহে ডাকাতি

দিল্লীর খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার বি, সি, সেনের বাড়ীতে গত ২৫শে রাত্রিতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতরা জানালার শিক কাটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং প্রত্যেক দ্রব্য অনুসন্ধান করিয়া মাত্র ২ শত টাকার নোট লইয়া গিয়াছে। অলঙ্কার প্রভৃতি অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য আলমারী যে স্থানে লুক্কায়িত ছিল, ডাকাতরা তাহার সন্ধান পায় নাই।

বার্দ্দৌলীতে গান্ধীজী

লর্ড আর উইনের অভিনন্দন

সরকারের কাজের প্রতিবাদ

প্রিভি কাউন্সিলে দীনেশ গুপ্তের আপীল

বোম্বাইয়ে শান্তির আশা

শ্রীযুত সেনগুপ্তের উপদেশ

বিলাতে বর্ণ সমস্যা

দিল্লীতে ডাক্তারের গৃহে ডাকাতি

প্রিভিকাউন্সিলে দীনেশ গুপ্তের আপীল

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট দীনেশ গুপ্তের উকীল শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য মুখার্জ্জীকে জানাইয়াছেন যে, প্রিভি কাউন্সিলে আপীল সম্পর্কে বিশেষ আবেদন দাখিল করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট খরচা ২৭শে এপ্রিলের মধ্যে লণ্ডনের সলিসিটারদের নিকট জমা দিতে হইবে অন্যথায় ফাঁসি আর স্থগিত রাখা হইবে না। শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য মুখার্জ্জী তদনুসারে ২৪শে এপ্রিল ব্যাঙ্কার মেসার্স গ্রিণ্ডলে এণ্ড কোম্পানীর নিকট ৫০ পাউণ্ড জমা দিয়াছেন। উক্ত কোম্পানী ঐদিনই বিমান ডাকে লণ্ডনের সলিসিটার্স মেসার্স টি, এল, উইলসন এণ্ড কোম্পানীকে দিবার জন্য তাহাদের লণ্ডন আফিসে পাঠাইয়া দিয়াছে।

বোম্বাইয়ে শান্তির আশা

বকরঈদ অনুষ্ঠানের সময় যাহাতে শান্তি বজায় থাকে, তজ্জন্য শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সহরের বিশিষ্ট মুসলমান ও হিন্দু নেতাদের সহিত পরামর্শ করেন। সর্দ্দার সমিস্থল এবং ভূতপূর্ব্ব মেয়র হুসেন ভাই লালজী তাঁহাকে আশ্বাস দেন যে, জন সাধারণের মন হইতে সন্দেহ দূর ও শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য সকল প্রকারে চেষ্টা করা হইবে।

মুসলমানগণ যাহাতে সম্পূর্ণ ধর্ম্মসঙ্গত-ভাবে উৎসব পালন করেন, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মনস্তাপ সৃষ্টি হইবার মত কোন কাজ যাহাতে না হয়, তজ্জন্য মুসলমান নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরযুক্ত বহু পুস্তিকা এবং বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। মুসলমান পাড়াগুলি বিভিন্ন মণ্ডলায় বিভক্ত হইবে এবং প্রত্যেক মণ্ডলা একজন করিয়া বিশিষ্ট মুসলমান নেতার হস্তে অর্পিত হইবে।

বোম্বাই কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত কে, এফ, নরীম্যান জানাইয়াছেন যে, কংগ্রেসের সমস্ত শক্তি শান্তি রক্ষার জন্য নিয়োজিত হইবে। হিন্দু নেতাগণও এই ব্যাপারে যোগদান করিতে প্রস্তুত, তাঁহারাও বকরঈদের পূর্ব্বে মুসলমানদের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া একটি স্বতন্ত্র ইস্তাহার বাহির করিবেন।

পরামর্শ শেষ করিয়া শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বলেন—"সহযোগ, সুখ্যা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংযোগতা হইতে বোম্বাই কদাচিৎ ভ্রষ্ট হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, জাতীয় যুদ্ধের এই সঙ্কটক্ষণে সাম্প্রদায়িক একতা বজায় রাখিয়া বোম্বাই তাহার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবে।"

গান্ধীজী ও স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারী

বাঙ্গালোরের এক সংবাদে প্রকাশ, মহাত্মাজী স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারীকে জানাইয়াছেন যে, বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে না এবং স্থগিতিকৃত পুলিশও সরাইয়া লওয়া হইতেছে না—এমতাবস্থায় তিনি বিচ্ছিন্ন প্রদেশ ভ্রমণে যাইতে পারেন না। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, গুজরাটে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে যাহারা কর্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা পদত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে আপোষের সর্তানুযায়ী পুনরায় কার্য্যে বহাল করা হয় নাই বা কৃষকদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফেরৎ দেওয়া হয় নাই।

স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারী বড়লাটের কংগ্রেসের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন কংগ্রেসের লোকেরাই সর্ত্ত মুতাবিক কাজ করিতেছেন না।

মহাত্মাজী ও সর্দ্দার বল্লভভাই

গভর্ণমেণ্ট শান্তি-সর্ত্ত মানিয়া চলিতেছেন কিনা, না চলিয়া থাকিলে আইন অমান্য আন্দোলন আবার শুরু করা প্রয়োজন কিনা তদ্বিষয়ে মহাত্মা এবং সর্দ্দার বল্লভভাই বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিতেছেন। শীঘ্রই এতদ্বিষয়ে তাঁহারা একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিবেন।

শ্রীযুত সেনগুপ্তের উপদেশ

গত ২৫শে এপ্রিল শ্রীযুত যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত কলিকাতা যাত্রার পূর্ব্বে ময়মনসিংহের ছাত্রসমাজের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত আবেদন প্রচার করিয়াছেন :—

"ময়মনসিংহের ছাত্র সমাজের যুবক বন্ধুগণের প্রতি আমার একটি আন্তরিক আবেদন আছে। আপনারা ময়মনসিংহে যে জিলা ছাত্র-সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন, কতকগুলি ব্রাহ্মণ চালিত ব্যক্তি বেআইনীয় ও মর্য্যাদাহীন ভাবে উহাতে বাধা দিয়াছে। স্বভাবতঃ ইহা আপনাদের মনে ক্ষোভ ও অভক্তির ভাব জাগাইয়া তুলিতে পারে; কিন্তু এই প্রকার উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া দেশের বৃহত্তর স্বার্থ বিস্মৃত হইলে চলিবে না। আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক আবেদন এই যে, আপনারা যেন এই প্রকার অচিরস্থায়ী চাঞ্চল্যে অভিভূত না হ'ন। ভবিষ্যতে যে সম্মেলন হইবে, কোন প্রকারে তাহার বিরোধিতা করিয়া আপনারা যেন ময়মনসিংহের ছাত্র সমাজের নাম কলঙ্কিত না করেন। আপনারা সকলেই স্মরণ রাখিবেন যে, বাধাপ্রদানকারীদের অপেক্ষা আপনারা দল হিসাবে এবং আদর্শ বহুগুণে বড়।"

কলিকাতা যাত্রা

শ্রীযুত সেনগুপ্ত নেত্রকোণা গমন বাতিল করিয়া গত ২৫শে এপ্রিল অপরাহ্ণে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন। বহু ব্যক্তি তাঁহাকে বিদায় জ্ঞাপনের জন্য ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। সকলেই গত ২৪শে তারিখের ব্যাপারের নিন্দা করিতেছিলেন।

প্রতিনিধিগণের সভা

ছাত্র-সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সমস্ত প্রতিনিধিগণের এক সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সমিতি ও ময়মনসিংহ জিলা কংগ্রেস কমিটির বারোক জন সদস্য শ্রীযুত সেনগুপ্তের প্রতি যে অভদ্র ব্যবহার করিয়াছে, এই সভা তীব্র কণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিতেছে।

স্বদেশী শ্রমশিল্প প্রদর্শনী

গত শনিবার বৈকালে কলিকাতা টাউন হলে শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা সরকার স্বদেশী শ্রমশিল্প প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। নিখিল বঙ্গ মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে এই প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ভদ্র মহিলা প্রদর্শনী কক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা নির্ম্মলা দেবী চৌধুরাণী, প্রেমলতা দেবী, মোহিনী দেবী প্রভৃতি মহিলাগণও এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

স্পেনরাজের সম্বর্দ্ধনা

গত ২৪শে এপ্রিল রাজা পঞ্চম জর্জ উইণ্ডসর কাসেলে নির্ব্বাসনপ্রাপ্ত স্পেনরাজ আলফান্সোকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

সরকারের কাজের প্রতিবাদ

গত ১১ই ফেব্রুয়ারীর কলিকাতা গেজেটে এই মর্ম্মে এক সংবাদ বাহির হইয়াছে—অতঃপর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কম্পাউণ্ডারদিগের নাম রেজেষ্টারী করিতে হইবে। এই জন্য তাহাদিগের প্রত্যেককে ৫৲ টাকা ফি দিতে হইবে। সম্প্রতি নিখিল বঙ্গীয় কম্পাউণ্ডার এসোসিয়েশনের কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশনে এই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সভায় আলোচনার পর সরকারের কাজের প্রতিবাদ করিয়া এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, কম্পাউণ্ডারেরা সাধারণতঃ অতি অল্প বেতন পা'ন; তাহা ছাড়া অনেকে পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ কম্পাউণ্ডারদিগের দ্বারাই কাজ করাইয়া লওয়ায় পাশ করা কম্পাউণ্ডারদিগের অনেককে বৎসরের অধিকাংশ সময় বেকার অবস্থায়ই বসিয়া থাকিতে হয়। সুতরাং সরকারকে অনুরোধ করা যাইতেছে, তাঁহারা যে নাম রেজেষ্টারী করিবার জন্য প্রত্যেক কম্পাউণ্ডারের নিকট হইতে ৫৲ টাকা ফি দাবী করিয়াছেন, তাহা যেন তাঁহারা অবিলম্বে পরিত্যাগ করেন। আর এই সংকল্প সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করা যদি তাঁহাদিগের পক্ষে একান্ত অসম্ভব হয়—তাহা হইলে তাঁহারা যেন অন্ততঃ সেই ফি ৫৲ টাকার স্থলে ১৲ টাকা ধার্য্য করেন।

রক্ষণশীল দল ও ভারত

গত ২৫শে এপ্রিল ওয়াশিংটনে রক্ষণশীল দলের সভায় মিষ্টার উইণ্টারটন বলিয়াছেন—ভারতের শাসন সংক্রান্ত আলোচনা কোন সময় হইবে তাহা অবগত হইবার জন্য রক্ষণশীল দল পার্লামেণ্টে প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন। রক্ষণশীল দলের ইচ্ছা, ভারতের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্পর্কিত সংকল্প তাঁহারা পরিত্যাগ করিবেন না। তাই বলিয়া তাঁহারা ভারতের শাসনপদ্ধতির সমালোচনা করিতে না প্রয়োজন হইলে উহার প্রতিবাদ করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

বিলাতে বর্ণ সমস্যা

বিলাতে শ্বেতবর্ণের এবং অশ্বেতবর্ণের জাতির মধ্যে সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য একটি মিশ্র সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠাকল্পে স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ডের সভাপতিত্বে সে দিবস একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মিষ্টার চার্লস্ রবার্টস্ এম, পি, বলিয়াছিলেন, অশ্বেতবর্ণের মধ্যে আত্মীয়তার প্রবাহ বন্ধ করা এখন অসম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের জাতির মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিতে সহযোগিতার অনুসরণ এবং স্বর্ণ পরস্পরে বন্ধন করিতে হইবে।

বিমান ডাক

"সাদার্ণ সান" নামক বিমান অষ্ট্রেলিয়া এবং ইংলণ্ডের মধ্যে যাতায়াত করে। বিমানখানি ৪৬৭ পাউণ্ড ওজনের ডাক লইয়া গত ২৪শে এপ্রিল ব্রিসবেন যাত্রা করিয়াছে। ব্রিসবেনে ডাক নামিলে কুইন্সল্যাণ্ড বিমান ডাকে উহা পোর্ট ডারউইনে যাইবে।

বিমানে পোড়ের বিপদ

পেশোয়ারের ২৬শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, গত ২৫শে একখানি রাজকীয় বিমান আকাশ হইতে ভূপৃষ্ঠ পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছিল। খাজুরী প্রান্তরের উপরে আসিলে ঐ বিমান হঠাৎ বাত্যাতাড়িত হইয়া ভূপতিত হয়। এই বিমানের ২ জন আরোহীই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

রাজা আমানুল্লা

আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব রাজা আমানুল্লা মক্কায় তীর্থ করিতে বাহির হইয়াছেন। সাধারণ লোকের বেশে ভ্রমণ করিতেছেন। তীর্থ দর্শন শেষ করিয়া ভূতপূর্ব্ব রাজা ইটালী ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

প্রবল শিলাবৃষ্টি

পার্ব্বতীপুর ও নবাবগঞ্জ থানার মধ্যে ভীষণ শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শিলাখণ্ডগুলির ওজন অর্দ্ধ সের হইতে ২ সের পর্য্যন্ত ছিল। এবং এত প্রবলবেগে পতিত হয় যে, কোন কোন বাড়ীর করগেটের ছাদ ভেদ করিয়া সেগুলি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

রুষিয়ার পণ্যের বৃদ্ধি

বৃটীশ চেম্বার অব কমার্শের এসোসিয়েশন সভায় সমগ্র পৃথিবীতে ব্যবসায় বাণিজ্যের হ্রাস সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। সোভিয়েটদিগের পঞ্চবৎসর ব্যাপী সংকল্প পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচিত হইয়াছিল। রুষিয়ার পণ্য বৃটেনে চালাইবার যে ফল ফলিয়াছে, তাহা বিশিষ্টরূপে পর্য্যালোচনা করিবার জন্য এসোসিয়েশনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকে অনুরোধ করা হইবে, সাব্যস্ত হইয়াছে। রুষিয়ার পণ্যের আমদানি বাড়িয়াছে; সুতরাং সোভিয়েটদিগের পঞ্চবর্ষ ব্যাপী সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। এই সকল রুষিয়ার পণ্য প্রস্তুত ব্যয় অপেক্ষা অনেক অধিক দামে বিক্রীত হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম-মায়াপুর, ২৭শে মধুসূদন ৪৪[illegible]

সাময়িক সন্দেশ

নদীয়াজেলার হাঁসখালীর অধিবাসিগণের পরম সৌভাগ্য-ক্রমে শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত সোমবার হইতে সপ্তাহাধিককাল হংসক্ষেত্রস্থ শ্রীএকায়ন মঠে অবস্থান করিয়া তত্রস্থ শুদ্ধধী জনসাধারণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। মহামায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার নিমিত্তই যে জীব আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই তাপত্রয়ে সর্ব্বদা জর্জ্জরিত হইতেছেন এবং তন্নিমিত্তই যে চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দুষ্ট জনগণের ক্লেশের মাত্রা সহস্রগুণে বৃদ্ধি করিতেছে এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই যে ঐ তাপাগ্নি সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত করিয়া জগদ্বাসিগণকে পরশান্তি-সুধাসমুদ্রে নিমজ্জিত করিতে পারে তাহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পরমার্থ-বিজ্ঞানবলে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বড়ই আনন্দের সংবাদ এই যে আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকবর্গের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমার্থ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। তাই প্রচারকগণ পাঠ, বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা ভগবৎকথা প্রচারার্থ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আহূত হইতেছেন। শুধু ভারতের নহে ভারতের বাহিরে পাশ্চাত্য দেশসমূহের কয়েক স্থান হইতেও আত্মধর্ম্ম প্রচারার্থ ত্রিদণ্ডিপাদগণের সাদর আহ্বান আসিতেছে। সুতরাং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।" বাণী যে অদূরভবিষ্যতে সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইতে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

'দি দার্জ্জিলিং টাইমস্' নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী পত্রিকার ২৭শে এপ্রিলের সংখ্যায় বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার দার্জ্জিলিংয়ে প্রচারের নিম্নলিখিত সংবাদদ্বয় প্রকাশিত হইয়াছে—

(১)

PANDIT SREEJUT ATUL CHANDRA BANERJEE, Bhaktisastry, Secretary, Sree Vishwa Vaishnav Raj Sabha and President, Editorial Board, Gaudiya Math, Calcutta, had the honour of an interview with His Excellency the Governor of Bengal on the 21st instant. His Excellency was pleased to give a very warm and friendly reception to the Pandit, who garlanded His Excellency with some sacred flowers and explained the devotional activities of Sree Vishwa Vaishnav Raj Sabha, which owes its origin to Sree Chaitanya Mahaprabhoo and is now being conducted and presided over by His Divine Grace Paramahansa Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj of Sree Chaitanya Math, Sreedham Mayapur (Nadia). His Excellency was pleased to accept some devotional literature in different languages, which were presented by Paramahansa Maharaj, and expressed his willingness to visit both the Gaudiya Math, Calcutta, and Sree Chaitanya Math, Sreedham Mayapur, on his return to Calcutta. His Excellency graciously listened to the religious discourses held by the Pandit and assured him of his sympathy for the mission, which is purely a religious one.

অনুবাদ—বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সেক্রেটারী এবং কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের গৌড়ীয় পত্রিকার সম্পাদকসঙ্ঘের সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিশাস্ত্রী (ভক্তিসারঙ্গ) মহোদয় গত ২১শে এপ্রিল বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর (দি অনারেবল সার্ ষ্টানলি জ্যাকসন্) মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে গভর্ণর বাহাদুর আনন্দের সহিত পণ্ডিতজীকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। পণ্ডিতজী তখন গভর্ণর বাহাদুরের গলদেশে পবিত্র পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিয়া শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সংস্থাপিত এবং বর্ত্তমানকালে নদীয়া জেলার শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের পরিচালনাধীন শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার শুদ্ধভক্তি-প্রচারবিবরণসমূহ কীর্ত্তন করেন। গভর্ণর বাহাদুর পরমহংস মহারাজের প্রদত্ত বিভিন্ন ভাষায় রচিত কয়েকখানা ভক্তিগ্রন্থ উপহার-স্বরূপ সাদরে গ্রহণ এবং কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে শ্রীগৌড়ীয় মঠ এবং শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। গভর্ণর বাহাদুর পণ্ডিতজীর ধর্ম্মোপদেশসমূহ মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত মিশনের (বিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার) প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

(২)

HIS HOLINESS SREEMAD BHAKTI VIVEK Bharati Maharaj, a learned disciple of His Divine Grace Paramahansa Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj of Gaudiya math, Calcutta, delivered a very interesting lecture on Sanatan Dharma at the local N. N. H. P. Hall on the 19th instant, when a large number of gentlemen attended. The lecture was preceded and followed by melodious Sankirtan. The Svami has been explaining the injunctions of the scriptures in the Bengal Boarding and will deliver a series of lectures on the Universal Religion of Divine Love in different places of the district.

অনুবাদ—কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সুশিক্ষিত শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ১৯শে এপ্রিল স্থানীয় (দার্জ্জিলিংয়ের) এন্, এন্, এইচ্, পি হলে বহু শিক্ষিত লোকের নিকট সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী অতীব চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। স্বামীজী বেঙ্গল বোর্ডিংয়ে শাস্ত্রের উপদেশবাণীসমূহ ব্যাখ্যা করিতেছেন। তিনি এই (দার্জ্জিলিং) জিলার বিভিন্নস্থানে ভগবৎপ্রেমের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

'জনমত ও পরমার্থ'

[কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর বক্তৃতার চুম্বক]

[২]

এই দেবীধামবাসী আমরা সকলেই রোগী—কৃষ্ণকে ভুলে' যাওয়ায় অনাদিবহির্ম্মুখতারোগে আমরা সকলেই আক্রান্ত। এমতাবস্থায় ভগবদভিন্নবিগ্রহ সদ্গুরু বা সাধুবৈদ্যের অধীনে থেকে চিকিৎসিত হওয়া ব্যতীত আমাদের এই দুরারোগ্য ভবব্যাধির উপশম সম্পূর্ণ অসম্ভব। রোগী কখনও নিজে নিজে চিকিৎসিত হ'তে পারে না। ডাক্তার রোগীর পরামর্শ নিয়ে কখনও তা'র ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করেন না। তবে যে রোগীকে ডাক্তার কখনও কখনও জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি খেতে চাও, তোমার কি ভাল লাগে ?' এরূপ প্রশ্নকরার উদ্দেশ্য থাকে ঠিক পথ্য দিয়া রোগীকে ভাল করবেন। এই দেবীধামের কর্ত্রী দুর্গাদেবী আমাদের রুচি অনুযায়ী আমাদিগকে যে ধন, যশঃ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি প্রদান ক'রে থাকেন, তাঁ'রও উদ্দেশ্য—এই সমস্ত অনিত্য হেয় বস্তু যে আমাদের উৎকট ভবব্যাধির পক্ষে কুপথ্য-স্বরূপ, তা' আমাদিগকে বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়ে পরিণামে সংশোধিত করবেন।

আমরা ভবরোগিগণ মিলে যদি আমাদের রোগ দূর করবার ঔষধ বা পথ্যের ব্যবস্থা করি, তা'হলে আমাদের রোগ কখনও সারতে পারে না অর্থাৎ অনাদিকাল থেকে যে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-স্বভাব আমাদের অস্থিমজ্জাগত হ'য়ে আছে, এই বিমুখতা স্বভাবকে কৃষ্ণোন্মুখ স্বভাবে পরিণত করতে হ'লে বিমুখস্বভাববিশিষ্ট জীব আমাদের ব্যবস্থা দ্বারা কখনও সফলকাম হ'বে না; বৈকুণ্ঠদূত সদ্গুরু বৈষ্ণবের ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ পথ্যাদি ব্যবহার করলেই আমাদের স্বাস্থ্যলাভ হ'বে—আমরা পরম প্রয়োজনের অধিকারী হ'ব।

এই ভবরোগিগণের মধ্যে কেহ যদি সত্য সত্যই স্বাস্থ্যবান্ হ'তে চান—একমাত্র আত্মমঙ্গল লাভের জন্য নিষ্কপট আকাঙ্ক্ষা ক'রে থাকেন, তা' হ'লে যিনি আত্মধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ—সর্ব্বজ্ঞ, তাঁ'র নিকট হ'তে ব্যবস্থা নিয়ে সাধন ভজন করতে হ'বে, অজ্ঞের নিকট হ'তে নয়। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত ৬।৩।১৯ বলছেন,—

ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং
ন বৈ বিদুঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ॥

অর্থাৎ সনাতন আত্মধর্ম্ম বা সত্য-ধর্ম্মটী সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীত, ভৃগু প্রভৃতি সত্ত্বগুণ প্রধান ঋষিগণও উহা নিশ্চিত-রূপে জানেন না, দেবতাগণও জানেন না, প্রধান প্রধান সিদ্ধগণ, অসুরগণ ও মনুষ্যগণ কেহই জানেন না; বিদ্যাধর ও চারণদিগের কথা আর কি বলিব? যাঁ'রা নিজে জানেন না, তাঁ'দের নিকট হ'তে এই ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করা কি যায় ?—যাঁ'রা এই ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ?—এই ধর্ম্ম বিষয় জ্ঞাত হ'লে জীবের কি লাভ হ'বে, তদ্বিষয়ের স্পষ্ট মীমাংসা অমল-পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত র'য়েছে,—

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥

যমরাজ তাঁ'র দূতগণকে বল্ছেন,—হে দূতগণ স্বয়ম্ভূ, নারদ, শম্ভু, কুমার (সনক-সনাতন সনৎকুমার), দেবহুতি-নন্দন কপিল, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব এবং আমি (যম),—আমরা এই দ্বাদশজন মাত্র ভাগবতধর্ম্মতত্ত্ব বিদিত আছি। এই ধর্ম্ম অতিশয় নির্ম্মল, গুহ্য ও দুর্ব্বোধ; ইহা জ্ঞাত হ'লে জীবের ভগবানের পরম-পদ-প্রাপ্তিরূপ মুক্তি লাভ হ'য়ে থাকে। এই কয়েকজন ভগবানের চিহ্নিত; এঁরাই 'মহাজন' নামে পরিচিত; আর এঁ'দের অনুগত যাঁরা, তাঁ'রাও মহাজন—তাঁ'রাও ভাগবতধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ। উপরি উক্ত দ্বাদশ জন মহাজন এবং এঁদের অনুগত জনগণই সনাতনধর্ম্মবক্তা—এঁরাই ভগবানের নিকট হ'তে চাপরাস্ প্রাপ্ত হ'য়েছেন। এই দ্বাদশজন মহাজন এবং তাঁ'দের অনুগত জনগণ ব্যতীত অপরাপর ব্যক্তিগণ জগতে 'মহাজন' নামে প্রচারিত থাক্‌লেও প্রকৃতপক্ষ তাঁ'রা মহাজন ন'ন, অভিন্ন ভগবদ্ বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত তাঁ'দের সম্বন্ধে কি ব'ল্‌ছেন, শুনুন,—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥

(আত্মধর্ম্ম বা নামসঙ্কীর্ত্তনাদিদ্বারাই যদি মুক্তি সুলভ হয়, তবে বিদ্বদ্গণ কর্ম্মযোগাদির উপদেশ করেন কেন? তদুত্তরে বল্‌ছেন,—) ভাগবতধর্ম্মবক্তা পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ মহাজন ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের মতি প্রায়ই দৈবী-মায়ায় অতিশয় বিমোহিত হওয়ায় তাঁরা এই নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ পরমভাগবতধর্ম্ম জানতে পারেন নাই। তাঁদের চিত্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই ত্রয়ীর অর্থবাদাদিদ্বারা মনোহরবাক্যেই জড়ীভূত ছিল; তাই তাঁ'রা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি দ্বারা বিস্তৃত, বহু কষ্টসাধ্য, দর্শপৌর্ণমাসী প্রভৃতি তুচ্ছ অনিত্যফলপ্রদ কর্ম্মযজ্ঞেই প্রবৃত্ত হ'য়েছেন এবং সুখসাধ্য অথচ চতুর্ব্বর্গাধিকারী পরমার্থফলপ্রদ নামকীর্ত্তনাদিতে রত হ'ন নাই।

অনেকে বলেন,—এই ধর্ম্ম ত' সাড়েচারিশত বা পাঁচশত বৎসর যাবৎ প্রচলিত হ'য়েছে, সুতরাং উহাকে আত্মধর্ম্ম বা নিত্যধর্ম্ম বলা যায় কিরূপে? কিন্তু আপনারা নিরপেক্ষভাবে স্থিরচিত্তে বিচার ক'রে দেখুন,—ধর্ম্ম অর্থ কি? যা বস্তুকে ধরে রাখে, তা'ই ধর্ম্ম; যেমন জল একটী বস্তু, ইহাকে তরলতা ধরে রেখেছে। এ'স্থলে আপনারা বলতে পারেন, ইহা ত কঠিন হয়। কিন্তু জলের এই কাঠিন্য কতক্ষণ থাকে, তা'ও বোধ হয় আপনারা লক্ষ্য করেছেন। আমরা দেখ্‌তে পাই, কিছুক্ষণ পরেই শিলা বা বরফ গলে গিয়ে তরল হয়ে পড়েছে; কারণ তরল হ'য়ে থাকা তা'র ধর্ম্ম। জলের কাঠিন্য ধর্ম্মটা অনিত্য নৈমিত্তিক; অত্যধিক শীত লাগলে জল জমে কঠিন হয়ে পড়ে, সুতরাং জলের কাঠিন্য ধর্ম্মটা লাভ করার নিমিত্ত, হেতু বা কারণ—অত্যধিক শীত। এই অত্যধিক শীতটা অপসারিত হ'লেই উহা আবার স্বরূপপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ উহার নিত্য স্বভাব তরলতা ধারণ করে। আবার অত্যধিক উত্তাপ পেলে জল বাষ্প হ'য়ে পড়ে, এই বাষ্পাকার ধারণ ধর্ম্মটাও জলের অনিত্য—নৈমিত্তিকধর্ম্ম; অত্যধিক উত্তাপই বাষ্পের নিমিত্ত বা হেতু। এই বাষ্পে একটুকু ঠাণ্ডা বাতাস লাগলেই পুনরায় উহা নিত্যধর্ম্ম তারল্য প্রাপ্ত হয়।

এ'রূপ যে ধর্ম্ম আমাদিগকে নিত্যকাল ধরে রাখে, তা'র নাম পরমার্থ—আত্মার নিত্যবৃত্তি। এই ধর্ম্মের কথা বল্‌তে গিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বল্‌ছেন,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি ॥

অর্থাৎ তাঁকে বলা যায় পরধর্ম্ম—যেটী সরল, জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, যা' অপ্রতিহতা, অহৈতুকী, তা'তে হেতু কিছু নাই। আমি অমুক্ত, মুক্তি পাবার জন্য ধর্ম্ম কর্‌ছি—এ'টা মুক্তিরূপ হেতুমূলক। আমি পিতৃপুরুষের পূজা কর্‌ছি তাঁদের তৃপ্তির জন্য, এ'টাতে তৃপ্তিরূপ হেতু রয়েছে। পরমাত্মার প্রতি যে আমাদের আকর্ষণ—এ'টা স্বাভাবিক। বড় বস্তুর প্রতি ছোট বস্তুর আকৃষ্টি স্বভাবিক। পরম পুরুষ কৃষ্ণে আকৃষ্ট থাকবার নাম—ভক্তি; কাজেই উহা সার্ব্বকালিক। "চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভক্তিপ্রচার হ'য়েছিল—এ'টা ধ্রুব-প্রহ্লাদাদির সময়ের ধর্ম্ম হ'তে পারে এখন সে'টা চল্‌বে না, এখন গায়ের জোর চাই।" বর্ত্তমানে আমরা অনেকেই এরূপ ব'লে থাকি, আমরা বিচার ক'রে দেখি না যে, এই গায়ের জোরের আবশ্যকতা সব সময় থাকবে না। কিন্তু ভক্তি চারিহাজার বৎসর পূর্ব্বে কেন, উহা সৃষ্টির সময় হ'তে আরম্ভ ক'রে আজ পর্য্যন্ত আছে এবং অনন্ত ভবিষ্যৎকালেও থাক্‌বে, কারণ উহা যে জীবের নিত্য স্বভাব। এই নিত্যধর্ম্মটীর কথা পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ মহাজন জানেন, আর যাঁরা জগতে ভক্তির কথা প্রচার করেন, তাঁরা এই দ্বাদশ জন মহাজনের অনুগত হ'য়ে তাঁ'দেরই কথা কীর্ত্তন করে থাকেন।

দেহসুখ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ বঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী)

এই সংসারে সকলেই সুখ-প্রাপ্তির চেষ্টা করে, কেহই দুঃখ চাহে না। কিন্তু দুঃখ না চাহিলেও পূর্ব্ব কর্ম্মফলে সুখ বা দুঃখ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়। অভাব মোচনের জন্য বা সুখের উপকরণ সংগ্রহের জন্য যে নানাবিধ চেষ্টা করা হয়, তাহাতেও সর্ব্বদা দুঃখ ভোগ করিতে হয়। পরে সুখ ভোগ করিব—এই আশায় ধন সংগ্রহের চেষ্টা; রৌদ্র, বৃষ্টি, হিম হইতে নিরাপদে থাকিবার জন্য গৃহ আবশ্যক, সংসার করিতে বিবাহ করা আবশ্যক। অসহায় অবস্থায় উপার্জ্জন করিয়া পালন করিবে অথবা পরকালে পিণ্ড দিয়া উদ্ধার করিবে, এই জন্য পুত্র আবশ্যক; পত্র পুষ্প ফল-শস্যাদির জন্য ভূমির আবশ্যক; ঐশ্বর্য্য সংরক্ষণের নিমিত্ত ধনাগার আবশ্যক, আবার চোর দস্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত প্রহরী আবশ্যক; কিন্তু ঐ সমস্ত বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ঐ সকল লইয়া সর্ব্বদা উদ্বেগ পাইতে হয়। আরও অধিক লাভের কামনা উত্তেজিত করে, অপ্রাপ্তিতে ক্রোধ জন্মায়। লব্ধ বস্তু মোহে জড়িত করে। এই প্রকারে সুখলাভের পরিবর্ত্তে উত্তরোত্তর দুঃখই বৃদ্ধি পায়।

"সর্ব্বেঽর্থকামাঃ ক্ষণভঙ্গুরায়ুষঃ
কুর্ব্বন্তি মর্ত্ত্যস্য কিয়ৎ প্রিয়ং চলাঃ।
(ভা ৭।৭।৩৯)

সুতরাং ঐ সকল ক্ষণস্থায়ী বস্তু মানবের আয়ুষ্কর ভিন্ন কি প্রিয়-কার্য্য করিতে পারে?

লৌকিক ও বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যে যজ্ঞাদি কার্য্য তাহার ফল স্বরূপ যে স্বর্গাদি লাভ তাহাও অনিত্য। যে দেহের জন্য লোক ভোগকামনা করে সেই বড়্‌বিকার-যুক্ত দেহ যখন ক্ষণভঙ্গুর পরনিগ্রহ-যোগ্য জরা ব্যাধির মন্দির, কুক্কুর-শৃগালের ভক্ষ্য তখন এই নশ্বর দেহ লইয়া কি সুখ-ভোগের আশা করা যাইতে পারে? যে দেহের এই অবস্থা তখন সেই দেহ হইতে ভিন্ন পুত্র, ভার্য্যা, গৃহ, ধন, জন, রাজ্য কোষ, হস্তী, অমাত্য, ভৃত্য ও আপ্ত প্রভৃতি মমতাস্পদ বিষয় গুলিও নশ্বর বস্তুতঃ অনর্থ। সুতরাং অনর্থ হইলেও আপাতঃ দৃষ্টিতে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। ঐসকল তুচ্ছ বিষয়ের দ্বারা নিত্যানন্দ রস-সমুদ্র আত্মার কি প্রয়োজন সাধিত হইবে?

ধর্ম্ম অর্থ কাম সকলই সেই ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্মে অপাশ্রিত। তাঁহার ভক্তগণের পদাঙ্কসরণে কোন প্রকার কামনা না করিয়া সেই নিরপেক্ষ ঈশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিলে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। যথা—

তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্ম্মাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ।
ভজতানীহয়াত্মানমনীহং হরিমীশ্বরম্ ॥ (ভাঃ ৭।৭।৪৮)
অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান।
ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥
অজাগল স্তন প্রায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন ॥

গুরু-বন্দনা

(শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবী)

(৬)

তব ভক্ত যত কে বর্ণিবে কত
ব্রহ্মচারী জ্ঞানী নামী।
সর্ব্ব করি নাশ ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস
দিয়াছ গো প্রভো তুমি।
পুনঃ পুনঃ বন্দি আমি ॥
কত বা গৃহস্থ আর বানপ্রস্থ
সকলের তুমি স্বামী।
মায়া করি ত্যাগ সব মহাভাগ
করিয়াছ প্রভু তুমি ॥
(সেই) ভাগবতগণ করয় কীর্ত্তন
তুমি ভ্রমিয়া ভারত।
জাগ জীবগণ হও সচেতন
ভজহ আপন স্বামী ॥
জয় জয় প্রভু তুমি ॥
জীব দ্বারে দ্বারে সুভক্তি প্রচারে
তোমার আদেশে আমি।
শ্রীনাম কীর্ত্তন সাধন প্রধান
চব্বিশ বিদায় নামী ॥
জয় জয় প্রভু তুমি ॥
শ্রীগৌরমণ্ডল অতি সুনির্ম্মল
হয় চিন্তামণি ভূমি।
সেই ব্রজ ভূমি ভক্ত সঙ্গ ভ্রমি
পরিক্রমা কৈলে তুমি।
মস্তকোপরে নমি নমি ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বি অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৴০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৸০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৸০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী,বিষয়-সূচী,গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৸০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধামমাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ।।০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট গোস্বামি শাস্ত্র-মতানুসারে এই গ্রন্থটি ভূষিত হইয়াছেন। আভাস, বিষয়সূচী, বর্ণানুক্রমিক ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলায় বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের মীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পারমার্থিক হৃদয়গ্রাহী বিবরণ ও গ্রন্থকর্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আকারে পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনবাক্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধ শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর স্তবসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত অনুরূপ গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচার। বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্মতত্ত্ব। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রেম প্রচারের বর্ণিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা। (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশে পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে নানাবিধ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়সম্ভারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৴০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত, পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে, ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক

শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাস অজ্ঞাত স্থানে নীত

জেলা ছাত্র সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস নেত্রকোণা আসিবার সময় পথিমধ্যে বাউসী নামক ষ্টেশনে কয়েকজন যুবক কর্ত্তৃক নামিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এই সমস্ত যুবক বিরুদ্ধ দলের বলিয়া মনে হয়।

প্রকাশ, ট্রেণখানি বাউসী ষ্টেশনে পৌছিলে বহুসংখ্যক যুবক পুষ্পমালা লইয়া জাতীয় ধ্বনি করিতে করিতে শ্রীযুক্ত দাসের কামরার চারিদিকে সমবেত হয়, যেন তাহারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছে। তাহার পর কয়েকজন যুবক তাঁহার কামরায় লাফাইয়া উঠিয়া স্থানীয় যুবক সমিতির পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্র গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে ট্রেণ হইতে নামিতে সম্মত করে।

শ্রীযুক্ত দাস ট্রেণ হইতে নামিবামাত্র বহু সংখ্যক যুবক তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলে। তাহাদের মধ্যে অনেকের নিকট লাঠি এবং ছোরা ছিল। শ্রীযুক্ত দাস ব্যাপার কি ভাল রূপে বুঝিতে না বুঝিতে তাঁহাকে প্লাটফরম হইতে বলপূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া গিয়া একটি গাড়ীতে চড়াইয়া এক অজ্ঞাত-স্থানে লইয়া যাওয়া হয়।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য প্রতিনিধিগণসহ গত ২৭শে এপ্রিল নেত্রকোণা যাত্রা করিয়াছেন।

মৈমনসিংহে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস

জেলা ছাত্র সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস গত ২৮শে এপ্রিল প্রাতে মৈমনসিংহে পৌছিয়া নিম্নলিখিত রূপ এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন,—

"অদ্য নেত্রকোণায় মৈমনসিংহ জেলা ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য আমি কলিকাতা হইতে তথায় যাইতেছিলাম। মৈমনসিংহ হইতে ৪০ মাইল দূরে বাউসী নামক ষ্টেশনে পৌছিলে, আমি লোক সকলকে "পূর্ণ দাস কি জয়" শব্দে চীৎকার করিতে শুনি। চারিজন যুবক আমার কামরায় প্রবেশ করে এবং তাহারা তাহাদের অভিযোগ শ্রবণ করিবার জন্য জোড়হস্তে আমাকে প্লাটফরমে নামিতে অনুরোধ করে। আমি সরল বিশ্বাসে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলে আমাকে প্রায় বিশ জন যুবক ঘিরিয়া ফেলে। আমি নামিবামাত্রই ট্রেণ ছাড়িয়া দেয় এবং যুবকদের বাধা প্রদানের ফলে আমি আর ট্রেণে উঠিতে পারি না। তাহারা আমাকে বলিল যে, যাহাতে আমি নেত্রকোণা সম্মেলনে যোগদান করিতে না পারি, সেই জন্যই তাহারা এইরূপ করিয়াছে।

চট্টগ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা

সুনিল দত্ত, প্রমোদ বিশ্বাস, পরিমল সেন, সুরেশ চৌধুরী, সুধাংশু বোস, সুধীর চাটার্জ্জী, বিজেন্দ্র নন্দী, শম্ভু দত্ত, বনপ্রিয় ভট্টাচার্য্য, হৃদয় চৌধুরী, নিকুঞ্জ দে, বটুকী মজুমদার ও অরুণ মজুমদার সংশোধিত ফৌজদারি আইন অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাহাদিগকে গত ২৬শে এপ্রিল প্রেসিডেন্সী জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে।

চট্টগ্রামের অবস্থা অনেকটা সহজ হইয়াছে, কারণ কমিশনারের বাংলোয় অনুষ্ঠিত বৈঠকে যে সকল প্রস্তাব হইয়াছিল কর্ত্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং জনসাধারণকে আলো লইয়া রাত্রি ১০টার পর বাহির হইতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে ও সারিবন্দীন পুলিশ কর্ম্মচারীগণ এক্ষণে মিলিটারী পিকেটের সহিত থাকিতেছেন।

রাস্তার লোকসকলকে এখনও খানাতল্লাস করা হইতেছে। রাস্তা এখনও কাঠের তক্তা দিয়া ঘেরা রহিয়াছে এবং কাঁটাতারের বেড়া আছে। উপরিস্থিত বিল্ডিং সমূহের পল্টনে বুলিক রামানের বিল্ডিংয়ের ছাদের উপর ও অন্যান্য স্থানে এখনও ভীষণদর্শন কলের কামান সমূহ দেখা যাইতেছে। ট্রাইবুনালের কমিশনারগণ যাহাতে বিপদে না পড়েন, তজ্জন্য তাঁহাদের মোটরের অগ্রভাগে ও পশ্চাতে সাজোয়া গাড়ী যাইতেছে। বিচারকদের পিছনে দুইজন সশস্ত্র প্রহরী রাখা হইতেছে।

চট্টগ্রাম জেল রাত্রি সাড়ে ৯টার চাড়িত এক্ষণে উহার সময় পরিবর্ত্তিত করিয়া সন্ধ্যা ৭টা হইয়াছে। রেলওয়ে লাইনের ধারে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন রাখা হইয়াছে।

ক্যাটালোনীয়ার দাবী

মাদ্রিদের ২৬শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, কর্ণেল মেসিয়া এখন স্পেনের সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ ক্যাটালোনিয়ার নূতন গণতন্ত্রের সভাপতি হইয়াছেন। বার্সিলোনায় সম্প্রতি এক বিরাট জনসভা হইয়াছিল। এই সভায় কর্ণেল মেসিয়া সাধিক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "স্পেনের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে আপাততঃ ক্যাটালোনিয়ার পক্ষ হইতে আমরা সম্পূর্ণ আত্মকর্ত্তৃত্বের অধিকার কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করিয়াছি। তথাপি একথা মনে রাখিতে হইবে, সর্ব্বসাধারণের ভোট দ্বারা ক্যাটালোনীয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। স্পেনীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট যথারীতি এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হইবে। তখন যদি আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয় তাহা হইলে আমরা আমাদের আদর্শের সম্মান রক্ষার জন্য জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিব।"

ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রীর আত্মসমর্পণ

স্পেনের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী জেনারেল বেরেঙ্গার নূতন গবর্ণমেণ্টের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, এই সংবাদ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি এক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া জানাইয়াছেন, অতঃপর তিনি সর্ব্বপ্রকারে নূতন গণতন্ত্র গবর্ণমেণ্টের সমর্থন করিবেন।

মিশরে সাধারণ নির্ব্বাচন

মিশরের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী সিদ্কী পাশা যেভাবে শাসনতন্ত্র পরিচালনা করিতেছেন, তাহাতে মিশরের অধিবাসীরা সুখী হইতে পারেন নাই। ফলে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত পরিপুষ্ট হইতেছে। তিনি সাধারণ নির্ব্বাচনের আয়োজন করিয়াছেন, এই নির্ব্বাচন বয়কট করিবার জন্য মিশরের জাতীয় দল এবং উদার-নৈতিক দল এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন।

নিম্নে ঐ চুক্তির প্রধান প্রধান সর্ত্তগুলির কথা উল্লিখিত হইল :—

(১) ইঙ্গ-মিশর সমস্যার একটা সম্মানজনক সমাধান হওয়া দরকার এ সম্বন্ধে উভয় দলই একমত।

(২) সিদ্কী পাশা গ্রেটবৃটেনের সঙ্গে কোনরূপ সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ হইলে তাহা উভয় দল কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইবে।

(৩) ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মিশরে যে শাসন তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার পুনঃপ্রবর্ত্তনে উভয় দলই পরস্পরকে সহায়তা করিবেন।

(৪) সিদ্কী পাশা যে শাসনতন্ত্র মিশরের ঘাড়ে চাপাইতে চাহিতেছেন, উভয় দলই সম্মিলিতভাবে তাহার বিরুদ্ধতা করিবে।

(৫) সিদ্কী পাশার তত্ত্বাবধানে পার্লামেণ্টের ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় যে নির্ব্বাচন আসন্ন-প্রায় উভয় দলই তাহা একযোগে বয়কট করিবে, প্রত্যেক মিশরবাসীরই তাহা বর্জ্জন করা উচিত।

(৬) ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের শাসন-তন্ত্র মিশরে প্রতিষ্ঠিত করার পর উভয় দলই ১৯২৪ সালের নির্ব্বাচন আইন সম্মিলিতভাবে সংশোধন করিবেন।

(৭) একটি জাতীয় কংগ্রেস আহ্বান করিয়া তাহার দ্বারা এই চুক্তি গ্রহণ করাইয়া লইতে হইবে এবং মিশরের সর্ব্বত্র ইহা প্রচারের জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

মেডিকেলস্কুলের ছাত্র বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স কবলে

গত ২৪শে এপ্রিল সকাল বেলা বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী মেডিকেল স্কুলের ছাত্র করুণামোহন রায়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি নেত্রকোণা ছাত্র সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

মিঃ ইয়াকুব হোসেনের বিবৃতি

নিখিল ভারত জাতীয়তাবাদী মুসলিম সম্মেলনের কাজ সমাপ্ত করিয়া মৌলবী ইয়াকুব হোসেন এম-এল-সি লক্ষ্ণৌ হইতে মাদ্রাজ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সম্মেলনের সাফল্য সম্বন্ধে তিনি এক বিবৃতিতে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন :—

'এই সম্মেলনে আমার চক্ষু খুলিয়াছে। যদিও আমি বরাবর বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি যে, সমস্ত প্রদেশেই পুরা দস্তুর কয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান আছেন; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা এত বেশী তাহা আমি কখনই আশা করি নাই। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মস্তিষ্ক যে কিরূপ তীক্ষ্ণ তাহার প্রচুর প্রমাণ সম্মিলনীতে পাওয়া গিয়াছে। কাণপুর ও অন্যান্য স্থানের দুর্ঘটনার কালেও তাঁহাদের মত বিশ্বাস একটুকুও বিচলিত হয় নাই। জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনা বন্ধ করিবার একমাত্র পন্থা হইল হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তার ভাব দৃঢ় করা এবং যে সমস্ত কারণে এই দুই সম্প্রদায় রাজনীতি ক্ষেত্রে পৃথক হইয়া থাকে সেই সব কারণ দূর করা।

'আমি নিশ্চিত বিশ্বাস করি যে, লক্ষ্ণৌ সম্মিলনীতে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে গোলটেবিল বৈঠকের বিভিন্ন প্রতিনিধিবর্গ বিশেষতঃ বৃটিশ প্রতিনিধিগণ প্রভাবান্বিত হইবেন এবং দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের মুসলমান প্রতিনিধিদের প্রভাব কমিয়া যাইবে। জাতীয় কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠকে যোগ না দেওয়ার জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ বাধ্য হইয়া এতদিন নীরব ছিলেন। অন্যথা পূর্ব্বোক্ত মুসলমানগণ সুবিধা [illegible] হইলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীমায়াপুর, ২৮শে মধুসূদন ৪৪৫

সাময়িক সন্দেশ

আসক্তি মানবকে নিরয়ে নিক্ষেপ করিতে পারে, আবার আসক্তিই তাহাকে বিরজা পার করাইয়া গোলোকবৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় সংস্থাপিত করিতে পারে; জড়বিষয়ে আসক্তি দুঃখদায়িনী, পরবিষয়ে আসক্তি পরশান্তিপ্রদা। একটী মহামায়া অপরটী যোগমায়া।

ইংলণ্ডে বিগত ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের একটী আইন আছে যে, রবিবার কেহ কোনও প্রকার বিষয়কর্ম্ম অথবা আমোদ প্রমোদ করিতে পারিবে না, ঐ দিবস 'সাবাথ' অর্থাৎ ঈশ্বরের দিন নামে অভিহিত হইবে এবং ঐ দিবস সকলকেই গির্জ্জায় যোগদান করিতে হইবে। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রায় অধিবাসীই এখন জড়বিষয়কর্ম্ম ও আমোদ প্রমোদে এরূপ আসক্ত যে, সপ্তাহে একদিন ঐসকল বন্ধ করিয়া ভগবানের উপাসনা করিবেন—এরূপ ধৈর্য্যও তাঁহারা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাই তাঁহারা পার্লামেণ্টে এরূপ একটী আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়াছেন যে, রবিবারও সিনেমা প্রভৃতি খোলা রাখিতে হইবে। পার্লামেণ্টে ঐ পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় দফা পর্য্যন্ত সমর্থিত হইয়াছে, তৃতীয় অধিবেশনে সমর্থিত হইলেই উহা আইনে পরিণত হইবে। এই উদাহরণটী

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

শ্লোকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বটে। যাঁহারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিয়া পশ্চাৎ ভগবদুপাসনা করিবার পক্ষপাতী তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত বিষয়টী একটু চিন্তা করিবার বিষয় নহে কি?

যাহারা সর্ব্বদা বাহ্যজগতের অনুশীলনে ব্যস্ত তাহাদের মন চঞ্চল; এই চঞ্চল মন বহির্বিষয় ভোগে রত। কিন্তু ভগবৎকথায় নিযুক্ত দেহেন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি শান্ত থাকে। শ্রৌতপথ ও গুরুবাক্য প্রবল থাকা কালে [illegible] চিত্তচাঞ্চল্য ও ইন্দ্রিয়বিকার ঘটে না।

হরিভজন দেশ কাল-পাত্রের উপর নির্ভর করে না। যিনি ভগবদ্ভজনে দৃঢ়চিত্ত হইয়া শ্রীহরির অভয় পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেন শ্রীহরি তাঁহার ভজনের যাবতীয় অন্তরায় হরণ করিয়া থাকেন সুতরাং সাধক হৃদয়ে এমন বল পান যে, জগতের যাবতীয় কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা অনায়াসে পদদলিত করিয়া তিনি প্রেমানন্দে স্বীয় আরাধ্যদেবতার উপাসনায় নিমগ্ন থাকেন। ঠাকুর (ব্রহ্ম) হরিদাস মুসলমান রাজার রাজত্বকালে মুসলমান বংশে আবির্ভূত হইয়া এবং 'হরিনাম' করার নিমিত্ত কাজির দ্বারা নানা প্রকারে নিগৃহীত হইয়া ও

"খণ্ড খণ্ড হ'য়ে যদি যায় দেহ প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥"

—এই দৃঢ়োক্তি কার্য্যে পরিণত করিয়া আমাদিগকে তাহা সুষ্ঠুরূপে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

দার্জ্জিলিং হইতে প্রেরিত নিজস্ব সংবাদদাতার ২৭শে তারিখের তারের সংবাদে প্রকাশ, দার্জ্জিলিংয়ের নৃপেন্দ্রনারায়ণ হিন্দু পাব্লিক হলের মন্ত্রী লেফ্টেনাণ্ট বিজনপ্রসাদ সিংহ রায় মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২৬শে এপ্রিল একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি মন্ত্রী মহোদয় সভায় বক্তা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের পরিচয় প্রদান করিলে পর স্বামীজী সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীর সুদীর্ঘ কলেবর, সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞান এবং ভক্তিরাজ্যের তেজস্বী বাণী সমূহে সকলে মুগ্ধ হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলী পারমার্থিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। মন্ত্রী মহোদয়ের হরিভক্তিপ্রচারে আগ্রহ বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয়।

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজের ২৩শে এপ্রিল তারিখের পত্রে প্রকাশ, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির [illegible] শ্রীশ্রীনারায়ণের স্থান তিরুপতি নামক [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটী মহতী সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন [illegible] সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণাপূর্ণ একটী [illegible] বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীর বক্তৃতা [illegible] [illegible]

[illegible] সম্মান [illegible] সকলেই [illegible] সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। আমরা [illegible] [illegible] আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সম্বিৎ আত্মার স্বরূপ না শক্তি?

মায়াবাদি-সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন, দেহাদিতে আত্ম শব্দ এবং প্রত্যয় গৌণ নহে। সাদৃশ্য বস্তু অবলম্বন করিয়াই গৌণ বৃত্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। "সিংহো দেবদত্তঃ" অর্থাৎ দেবদত্ত সিংহের তুল্য। এই স্থানে সিংহ শৌর্য্যাদিগুণ বিশেষ যুক্ত বলিয়া, সেই সকল গুণ দেবদত্তে উপচারিত করিয়া "সিংহো দেবদত্তঃ" এইরূপ বাক্য গঠিত হয়। কিন্তু আত্মবিশেষ রহিত দেহাদিতে আত্ম শব্দের প্রয়োগ ও প্রত্যয় ভ্রান্তি বশতঃই হইয়া থাকে।

নির্বিশেষবাদীর এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে ভাগবত সম্প্রদায় বলেন যে, নির্বিকল্প প্রত্যয়েও ত' ভ্রমের অভাব, সুতরাং ভ্রান্তিটা সবিশেষেই প্রবর্ত্তিত হয়। শুক্তিতে যে রজত ভ্রম জন্মে, তাহার কারণ এই যে, উভয়েই শুক্লাদি সমান গুণ বর্ত্তমান। 'নীল আকাশ' এইরূপ বাক্য প্রয়োগে সূর্য্যাদির অংশও আকাশ বলিয়া প্রতীত হয়। ইহাতে হেতু এই যে, সূর্য্যাদির কিরণমালা আকাশের প্রত্যক্ষের কোন প্রতিরোধ করে না এবং উহারা সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত আকাশের সমানাকার বিশিষ্ট বলিয়াই, সূর্য্যাদির অংশ আকাশ হইতে ভিন্ন হইলেও উহাদিগকে আকাশ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। আকাশের নীলাদি প্রতিভাসও আকাশ বলিয়াই আরোপিত হয়। ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভ্রান্তি জ্ঞানটি সবিশেষ বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে জীবে ও দেহে যে ভ্রান্তি জন্মে, তাহার হেতু এই যে, উভয়ের একটী সমান বিশেষণ আছে, সেই বিশেষণটী—'সৎ' অর্থাৎ সত্তা—সুতরাং আত্মা কেবল জ্ঞান মাত্র নহেন—উহাও বিশেষণ-যুক্ত; আত্মা মাত্র বিশেষ্য পদার্থ নহেন—পরন্তু বিশেষণে বিশিষ্ট বিশেষ্য পদার্থ। আত্মা জ্ঞানী।

আরও এক কথা—উপলব্ধিকেই অনুভূতি বলা হয়—আচ্ছা এই অনুভূতির স্বরূপ কি? অনুভূতির বর্ত্তমান দশায় অর্থাৎ যখন অনুভূতির কার্য্য হইতে থাকে, তখন উহা নিজের সত্তা মাত্র দ্বারা নিজের আশ্রয় স্বরূপ আত্মার নিকট প্রকাশমান হয় অর্থাৎ সেই অবস্থায় আত্মা স্বীয় অনুভূতিদ্বারা কেবল মাত্র নিজেকেই জানেন। পাশ্চাত্য দর্শনে এই অবস্থাকে Self-consciousness বা Internal perception বলে।

অনুভূতির আর একটী অবস্থায় আত্মা ব্যতীত নিখিল পদার্থের অনুভব হয়, পাশ্চাত্য দর্শনে এই অবস্থাকে External perception বলে। মায়াবাদীগণ অনুভূতিকে বিশ্বাস [illegible], তখন এই উভয় অবস্থায় কোন একপ্রকার [illegible] স্বীকার করিলেই আর আত্মাকে 'জ্ঞান মাত্র' বলিতে পারেন না। অনুভূতি স্বীকার করিলেই শক্তি স্বীকার করিতে হয়, কারণ, অনুভূতি ব্যাপারটাই শক্তির পরিচায়ক।

অতএব শ্রীরামানুজ বলেন, যে অনুভূতিদ্বারা জানদ্বারা আত্মার স্বপ্রতীতি হয় অথবা যে অনুভূতিরূপ জ্ঞানদ্বারা আত্মা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতির জ্ঞান লাভ করেন, সেই অনুভূতি আত্মার শক্তি বিশেষ।

মায়াবাদী সম্প্রদায় যে কেবল তন্মাত্র গ্রহণ করিয়া নির্বিশেষবাদের সমর্থন করিতে চাহেন, তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে যে দুই প্রকার অনুভূতির কথা বলা হইয়াছে, উক্ত দুই প্রকারের যে প্রকারের অনুভূতিই অঙ্গীকৃত হউক না কেন, তাহাতে তন্মাত্রত্ব গৃহীত হয় না; পরন্তু শক্তিমত্তাই আপাদিত হয়। অর্থাৎ অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইলেই উপলভ্য বস্তুর শক্তি বা 'বিশেষত্ব' অনুভূতি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মূর্চ্ছা ও নিদ্রা প্রভৃতি হইতে জাগরণকালে লোকে বলিয়া থাকে, আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম বা আমার মূর্চ্ছা হইয়াছিল। এই প্রকার অনুভূতিতে আত্মার শক্তিমত্তাই সপ্রমাণ হয়।

মায়াবাদি সম্প্রদায় ইহাতেও আপত্তি উত্থাপনপূর্ব্বক বলেন যে, এই জ্ঞানস্বরূপ অনুভূতির দর্শন যোগ্য কোন ধর্ম্ম নাই। যদি বল, নিত্যত্ব ও দৃষ্টত্ব প্রভৃতি ভাবগুলিই তাহার দৃশ্য, তাহাও বলিতে পার না; কারণ উহারা দৃষ্ট হইলে জ্ঞানের ধর্ম্ম হইতে পারে না। এই উত্তর যুক্তিই একান্ত প্রমাণ-যোগ্য নহে। অনুভূতির নিত্যত্ব ও স্বয়ং প্রকাশত্বাদি গুণ-প্রমাণ-সিদ্ধ। অনুভূতির স্বভাব এই যে,

উহা রূপ, রস, গন্ধাদির জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান জন্মায়, ইহা হইতেই সম্বিদেরও স্বয়ং প্রকাশতা সমর্থিত হয়

অতঃপর আমাদের আরও জিজ্ঞাস্য এই যে, সম্বিৎ প্রমাণ সাধ্য কি না? যদি প্রমাণ-সাধ্য হয় তা' হইলে উহা নিশ্চিতই ধর্ম্মবিশিষ্ট। আর যদি প্রমাণ সাধ্য না হয়, তাহা হইলে উহাকে খ-পুষ্পাদিবৎ তুচ্ছ বলিতে হয়। আর যদি বলা হয়, সম্বিৎ নিজেই প্রমাণ (স্বয়ংসিদ্ধ), তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, উহা (ঐ প্রমাণ) কাহার এবং কোন্ বিষয় সম্বন্ধীয়, যদি উহা কাহারো প্রমাণ না হয়, এবং কোন বিষয় সম্বন্ধীয় না হয় তাহা হইলে উহাকে প্রমাণই বলা যাইবে না, কারণ সিদ্ধি বা প্রমাণ ব্যাপারটাই পিতা-পুত্র-সম্বন্ধ ন্যায় অর্থাৎ পুত্র বলিলেই যেমন কাহারো পুত্র এবং কাহারও সম্বন্ধে পুত্র অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতে হয়, সিদ্ধি বা প্রমাণ সম্বন্ধেও তদ্রূপ সাপেক্ষত্বের প্রয়োজন।

যদি সম্বিৎকে আত্মার প্রমাণ বলা হয়, তাহাতেও আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, এই আত্মা কে? যদি বল, সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞানই আত্মা, তাহা হইলে সম্বিৎ ও সিদ্ধি (প্রমাণ)। এই উভয়ের ভেদ নিবন্ধন সম্বিৎ আত্মার শক্তি রূপেই লক্ষিত হয়, উহাকে আত্মার স্বরূপ বলা যায় না। তাহা হইলেই জ্ঞান মাত্র স্বরূপেও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞাতৃত্ব—নিত্যত্বাদি ধর্ম্মবত্তা আসিয়া পড়ে। বেদান্তদর্শনের "পরাভিধানাৎ" [৩।২।৪] সূত্রের শঙ্কর ভাষ্যেরও জ্ঞান মাত্র স্বরূপ জীবেরও শক্তিমত্তা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। জ্ঞানের স্বয়ং প্রকাশতা যখন সপ্রমাণ হইল, তখন চৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মা কেবল জ্ঞান মাত্র নহেন, পরন্তু জ্ঞাতৃত্বাদি গুণ বা ধর্ম্ম বিশিষ্ট—সুতরাং সম্বিৎ কখনই আত্মার স্বরূপ নহে, পরন্তু আত্মার গুণ। অচেতন জড়াত্মার জাড্যত্ব ও নিত্যত্বাদি ধর্ম্ম সিদ্ধ হওয়ায় বিভুচেতন পরমাত্মারও যে জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট তাহা বলাই বাহুল্য। মায়াবাদি সম্প্রদায় আত্মাকে জ্ঞান মাত্র বলিয়া নির্ব্বিশেষবাদ স্থাপনের যে দুঃস্বপ্ন দেখিতে-ছিলেন, আশা করি অতঃপর ভাগবত সম্প্রদায়ের শ্রৌত-বিচারপুষ্ট চেতনবাণী শ্রবণে তাঁহাদের সেই দুঃস্বপ্নপূর্ণ তন্দ্রা ভঙ্গ হইবে।

বঞ্চিত কেন ?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ সুদর্শনসনাতনদাস, ভক্তিশাস্ত্রী)

আজ আমি বঞ্চিত। নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছি। তাই স্বখাত-সলিলে ডুবিতে বসিয়াছি। খাত যখন খনন করিতেছিলাম তখন জানিতে পারি নাই—বুঝিতে পারি নাই—আমার মরণের পথ পরিষ্কার করিতেছি। বুঝিয়াছি অবশেষে সান্ধ্যজীবনে, মৃত্যুগহ্বরের কণ্টক-কঠিন-স্পর্শে। স্বহস্তসজ্জিত শ্মশান-চিতা প্রজ্জ্বলিত। অসহ্য জ্বলনে জ্বলিতেছি—পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতেছি কিন্তু পরিত্রাণের উপায় ত' দেখি না!

অমৃতের সন্তান আমি! অমৃতময় আমার গতিস্থিতি। সেব্যের প্রতি সেবকের অনুরক্তি—সেবাপ্রীতিই সেই অমৃতের অভিব্যক্তি। আমার দুর্ম্মতি ঘটিল—অমৃতে অরুচি জন্মিল—সেব্যের স্বর্ণ-সিংহাসনে প্রভুত্ব হইলাম। প্রভুত্বের অভিমানে আত্মহারা আমি ভোগের পথে ছুটিলাম। সেবক আজ প্রভু সাজিলাম। তাই আমি মায়াজালে নিপতিত—অমৃতধাম হইতে প্রত্যাখ্যাত—ভগবানের কারুণ্যাশ্রয় হইতে বঞ্চিত। স্বকীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের বিষময় ফল, আমার নরক-নিয়তি—এই মায়াবদ্ধ জীবন গতি।

সত্তা আমার চেতনময়—সত্য। কিন্তু সেই সত্তা আজ প্রাকৃত বিক্রমে বিপর্য্যস্ত, অচেতনের অন্ধকারসমাবৃত, জীবন আমার ত্রিতাপবিষে জর্জ্জরিত। তাই আকাঙ্ক্ষা হয় অমৃতের আস্বাদনে—মুক্তির সন্ধানে; সাধ হয় সেই সচ্চিদানন্দময় সেব্যবস্তুর আশ্রয় গ্রহণে। কিন্তু বর্ত্তমান বদ্ধজীবনের বিভ্রান্ত প্রয়াণে আমার নিরপেক্ষ স্বতন্ত্রতার অভাব। প্রাকৃত বিদ্যাপ্রাচুর্য্য ও বুদ্ধি প্রাখর্য্য প্রভৃতির সীমাতীত অপারত তত্ত্ব সন্ধানে অনিপুণ। তাই নিজশক্তি-বলে সেই মহাকল্যাণকল্পতরুর শ্রীপাদপদ্মের সন্ধান লাভে আজ আমি অযোগ্য ও অসমর্থ।

ভগবান্ করুণানিধান—জীবের দুঃখে বিগলিতপ্রাণ তাঁহার কারুণ্য-প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়, বিশ্ব জগৎ প্রেম-বন্যায় প্লাবিত হইয়া উঠে, ভগবান্ স্বীয় সন্ধিনী-বৃত্তির বিকাশ করেন, আশ্রয়রূপে প্রকটিত হ'ন প্রপঞ্চে। শাস্ত্রাচার্য্যের আবির্ভাবের অভিপ্রায়—জগজ্জীবকে স্বীয় সন্ধান প্রদান—অণুশক্তি বদ্ধজীবের অনধিগম্য সেই একান্তশরণের পথের প্রদান। মায়ামুগ্ধ কামবদ্ধকে মুক্তির সন্ধান দেওয়া, ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করিয়া তোলা। স্বভাবভ্রষ্ট মানবের স্বরূপে স্বধর্ম্মে, স্বভাবে পুনঃস্থাপন—সেবককে সেব্যের সেবাধিকার প্রদান। ইহাই শ্রীগুরুর প্রাকট্যলীলা।

দয়াময় অবতীর্ণ হইলেন। নবদ্বীপে আজ কারুণ্য অমৃত সঞ্জীবনী প্রবাহ—পরাজ্যোতিঃবিবর্ত্তনে প্রভাসিত সমগ্র বিশ্ব সংসার। ভক্তাশ্রুবিস্ফুরিত-নয়ন-সমক্ষে প্রকটিত হইলেন নিত্য সত্য সনাতনের যুগাবতার—নবযুগাচার্য্যের অভিনব লীলা মাধুর্য্য। ভক্ত হৃদয়ে আজ প্রেমানন্দের বিপুল সমারোহ। আবার ভাগবত কৃপাকণিকাসিক্ত স্নিগ্ধ সুশীতল সমীরণস্পর্শে সংসারদাবানল সন্তপ্ত সত্যানুসন্ধিৎসুর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল।

সেই মহাকল্যাণকল্পতরুর অপারকরুণাময় পরিচয় পরিস্ফুট হইল অকপট শরণাগতের হৃদয় কুটীরে। আচার্য্য গাহিলেন "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া। দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি" সত্যানুসন্ধিৎসুর জীবনতন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। সত্যের আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হইল। শ্রদ্ধায় অবনত আজ অহঙ্কারোন্মত্ত, দর্পদম্ভোদ্ধত শির—শরণাগত আত্মনিবেদন করিল শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে।

আর বঞ্চিত হইলাম আমি ও আমার মত হতভাগ্য যাহারা প্রাকৃত বিদ্যাবুদ্ধিদীপ্ত—অনিত্য জাতিকুল-গরিমা-গর্ব্বিত ও সর্ব্বাভিমানী। নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধান-প্রচেষ্টা আমার নাই। তাই দেখিলাম আচার্য্যদেব আমারই মত জড়দেহধারী—জড়বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাকৃত পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা-বিশিষ্ট মানববিশেষ মাত্র। হৃদয় আমার কপটতাময়—তাই সংশয়ের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। রুদ্ধ প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে আলোক বিস্তার হইল না। ভাগবত কারুণ্য প্রবাহ নিখিল বিশ্ব ভাসাইল—আমিই বঞ্চিত রহিলাম। পুঞ্জীকৃত কপটতার আবর্জ্জনা স্তূপের মাঝে পড়িয়া রহিলাম। শ্রীগুরু-তত্ত্বে অবজ্ঞা দর্শন করিয়া, স্বয়ং গুরু সাজিয়া আত্ম-প্রবঞ্চিত হইলাম।

অনন্যভক্তি

কৃষ্ণেতর অভিলাষ এবং জ্ঞান-কর্ম্ম-চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক যে ভজন-চেষ্টা, তাহাকে 'অনন্যভক্তি' বলে। এস্থলে অনেকে বিতর্ক করেন যে, বৈষ্ণবদের সবটাই গোঁড়ামি। কর্ম্ম না করিয়া কি মানুষ এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে? আর জ্ঞান না হইলে কোন্ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে?

এই বিতর্কের সদুত্তর শ্রীমদ্ ভাগবত (১।৫।৩৫-৩৬ শ্লোকদ্বয়ে) প্রদান করিতেছেন,—

> যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
> জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥
> কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াসকৃৎ।
> গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ॥

শ্রীভগবানের সন্তোষের নিমিত্ত যে যে কর্ম্ম এই সংসারে অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তিযুক্ত যে ভাগবত জ্ঞান, সেই জ্ঞান নিশ্চয়ই ভগবৎসন্তোষজনক কর্ম্মের অব্যভিচারী ফল। যে কালে জীবগণ ভগবৎশিক্ষানুসারে কর্ম্মসমূহ করিতে উদ্যত হ'ন, সেই কালে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণের গুণনামাদি কীর্ত্তন ও চিন্তা করেন।

তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্ম যে ত্যাগ করিবার কথা হইতেছে, তাহা এবং ভগবৎকর্ম্ম এতদুভয়ের পার্থক্য বিশেষভাবে বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। যে কর্ম্ম আত্মেন্দ্রিয়তোষণার্থ কৃত হয় তাহাই ত্যাজ্য; কিন্তু যাহা ভগবৎপরিতোষণার্থ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই বরণীয়। যেমন, ধান্যাদি বীজ মৃত্তিকাতে বপন করিলে তাহাতে অঙ্কুর জন্মিয়া ক্রমে বৃক্ষে পরিণত হয়, কিন্তু সে বীজ ভর্জ্জিত অথবা সিদ্ধ করিয়া মৃত্তিকায় বপন করা যায়, তাহাতে আর অঙ্কুরোদ্গম-শক্তি থাকে না, কিম্বা—যে যে দ্রব্য ভোজন করিলে প্রাণিগণের রোগ জন্মে, সেই সেই রোগোৎপাদক দ্রব্য সেবন করিলে কখনও রোগের উপশম হইতে পারে না, কিন্তু যদি সেই সেই দ্রব্যই অন্যদ্রব্য বা ঔষধের সহিত রসায়ন যোগে সেবিত হয়, তাহা হইলে তৎসেবনফলেই সেই রোগ নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ যে কর্ম্ম অনুষ্ঠানে জীবের সংসার-জনক হইয়া থাকে তাহা যদি রসায়ন হয় অর্থাৎ রসবস্তু শ্রীকৃষ্ণকে (অয়ন অর্থাৎ) আশ্রয় করে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণার্থে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারাই সংসার বিনাশ ঘটিয়া থাকে। নারদ পঞ্চরাত্রেও দৃষ্ট হয়,—

> লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
> হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

মানবগণ লৌকিক ও বৈদিক যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, ভক্ত্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ সেই সমস্ত ক্রিয়া যাহাতে হরিসেবার অনুকূল হয়, তদ্রূপ করিবেন। তাহা হইলে উহা আর কর্ম্ম বলিয়া আখ্যাত হইবে না, তাহাই তখন ভক্তি।

জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানজ কর্ম্ম নাশ হয় এবং সেই জ্ঞান ভক্তিযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে কর্ম্মদ্বারা কিরূপে কর্ম্মনাশ হয়? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ভগবৎপরিতোষণ-ক্রিয়াদি কর্ম্ম নহে, উহা ভক্তি। (—স্বামিটীকা)

এরূপে ভগবৎশিক্ষানুসারে গীতোক্ত "যৎ করোষি যদশ্নাসি" শ্লোকানুযায়ী) ভক্তিমিশ্র কর্ম্মদ্বারা যে জ্ঞানের উদয় করাইবে তাহাই ভাগবতজ্ঞান, শুষ্কজ্ঞান নহে। সেই জ্ঞান ভক্তিরই অনুকূল এবং তাহাও পরিত্যাজ্য নহে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পরিপাটীর সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ৪৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীগঙ্গাবির্ভাব, শ্রীবাহ্নভাষাবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত।   ক্ষা মাত্র ৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মহাদেবের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিদেশে ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্গুরুদেবের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ ভজনপথ, শ্রীমতী দেবহূতনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌড়ীয়কণ্ঠ ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুনিস্যন্দী-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে   ১৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেবের সংস্কৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল ভাষা ও বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অ সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, অবাঁধা ১৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ   এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমগ্র গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভগবত্তত্ত্ব—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—নাম—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—নামভক্তি—নামধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশাক্ত—   —প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে রোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমা—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নামমাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৵০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা পুরাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্বাদের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তথায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সর্ব্বস্বজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত বনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি., ৩১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সম্মেলনে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও সদ্গ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্র দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীঅধোক্ষজের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীনন্দদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবস্বপা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিভূষণ [illegible], ব্রহ্মচারী [illegible] বি-এ, এম, এস।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল দ্বিজবাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, মামগাছি, বর্দ্ধমান।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

চৌধুরীপাড়া, ঘোষপাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা।

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি, ঢাকা।

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা।

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাতাসন, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—[illegible]

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবহরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ রেগ স্কোয়ার নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কুঞ্জকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম-মায়াপুর, ২৯শে মধুসূদন ৪৪০

যুক্তবৈরাগ্য

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বরের সেবার নাম ভক্তি। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বীয় দেহমনের অভিপ্রেত বিষয়ের অনুশীলনের নাম অ-ভক্তি, ভোগ কিংবা ইন্দ্রিয়পরায়ণতা।

ইন্দ্রিয়ের যথাযথ পরিচালনাদ্বারা প্রয়োজন লাভের সহায়তা হয়। সুতরাং প্রথমেই লক্ষ্য স্থির হওয়া আবশ্যক। লক্ষ্য দুইএর একটি মাত্র হওয়া সম্ভব, (১) ইন্দ্রিয়াধীশ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবা কিংবা (২) ঔপাধিক জড়দেহ ও জড়মনের প্রীতি বিধানের চেষ্টা। এই উভয় লক্ষ্য পরস্পর-বিরোধী এবং যুগপৎ উভয়ের অনুশীলন সম্ভব নহে। জড়ের অনুশীলনকে তত্ত্বজ্ঞ অ-ভক্তি সংজ্ঞা প্রদত্ত করেন।

জড়ের অনুশীলন অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে সম্পাদিত হইতে পারে। জড়ের অন্বয় অনুশীলনের নাম ভোগ। জড়ের ব্যতিরেক অনুশীলনের নাম ত্যাগ। ত্যাগের অপর নাম ফল্গু বৈরাগ্য। জড়ভোগ ত্যাগের দ্বারা স্বাভাবিক উপাদেয় স্থায়ী বৈরাগ্য লাভ হয় না। যে অকিঞ্চিৎ ক্ষণস্থায়ী, কষ্টকর, কেহ মর্কট-বৈরাগ্যের আড়ম্বর জড়ত্যাগিগণের দ্বারা প্রদর্শিত হয়, উহা অতিরিক্ত ভোগানুশীলনেরই অংশস্থানী কুফল এবং আত্মবিনাশকারী বুভুক্ষাসম্ভূত। ফল্গু বৈরাগ্য আত্ম মঙ্গলেচ্ছুর পক্ষে সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সহিত ফল্গু বৈরাগ্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। জড়দেহমনের তৃপ্তিসাধনের জন্য জড় উপাদানের আবশ্যক হয়। দেহমনের সহিত জড়জগতের সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। ভোগোন্মুখ ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ চেষ্টা নিতান্ত আবশ্যক, যেহেতু এতদ্দ্বারা সুষ্ঠুরূপে ভোগ সাধন সম্ভব হয়। ত্যাগোন্মুখ ব্যক্তির পক্ষেও এইরূপ চেষ্টা অনিবার্য্য, যেহেতু ভোগের হেয়ত্ব এবং নশ্বরত্ব নিরূপিত না হইলে ত্যাগের হেতু এবং উপপত্তি সম্যক্ নির্দ্ধারিত হয় না।

যাঁহারা জড়দেহকে আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন তাঁহারা ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে ভোগের সুষ্ঠুতা সম্পাদনে চেষ্টান্বিত। যাঁহারা জড়াসক্তমনকে আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা মনের সুখ ও তৃপ্তি-বিধানের জন্য স্থূল জড়ীয় ভোগের অনাবশ্যকীয়তা লক্ষ্য করিতে সমর্থ হ'ন। তখন তাঁহাদের স্থূলভোগত্যাগ-বাসনা প্রবলা হয় এবং দৈহিক বৈরাগ্য তাঁহাদের নিকট আবশ্যকীয় এবং মঙ্গলজনক বলিয়া বোধ হয়। এরূপ অবস্থায় ত্যাগী সম্প্রদায় মনের দ্বারা সূক্ষ্ম ভোগ-সংগ্রহের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে ব্যস্ত হ'ন। এরূপ চেষ্টার ফলে জড়নির্ব্বিশেষ অবস্থাকে ক্রমে চরম বলিয়া লক্ষিত হয়। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা স্থূল সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ের সর্ব্ববিধ চেষ্টা নিরোধপূর্ব্বক প্রকৃতি কিংবা ব্রহ্মে আত্মলয় কামনাপর হ'ন।

স্থূলজড়বিজ্ঞান এবং সূক্ষ্মজড় অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। ভোগসাধন কিংবা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-প্রকৃতিলয়-সাধন ইহাদের চরম লক্ষ্য। এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উভয়বিধজ্ঞানের পরস্পর সাহায্য আবশ্যক। এই উভয়বিধজ্ঞানই ইন্দ্রিয়াভিজ্ঞানসাহায্যে মনঃকর্ত্তৃক কল্পিত। ইহারা ইন্দ্রিয়ের সংগৃহীত উপাদানের প্রতি মনের সংকল্প ও বিকল্প বৃত্তির পরিচালনা হইতে জাত। মন স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয়বিধ জড়ীয় উপাদানের উপর সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ। জড়ীয় উপাদানের অভাবে মনের ক্রিয়া সম্ভব হয় না। মনঃপ্রসূত জ্ঞানকে কল্পিত বলা হয়, কারণ বাস্তব বস্তুর প্রতি স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম উপাধির গতি সম্ভব নহে। বাস্তব বস্তুর প্রতীতি জড়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ নিত্য অগোচর ব্যাপার। যাঁহারা স্থূল এবং সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ের দ্বারা স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড়ীয় সত্তার প্রীতিসাধন করেন, তাঁহারা বাস্তব বস্তুর অনুশীলন অপ্রয়োজনীয় এবং অসম্ভব বিচার করিয়াই ঐরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত অনিত্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হ'ন।

ভোগ কিংবা ত্যাগ পর্য্যায়ে যে সমুদয় মনঃকল্পিত সিদ্ধান্ত উদিত হয় তাহাদিগের সমষ্টিকে অবিদ্যা, কিংবা অপরাবিদ্যা সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। তাহাদের দ্বারা কখনই বাস্তব বস্তুর অনুশীলন উদ্দিষ্ট কিংবা সম্ভব হইতে পারে না।

যাঁহারা বাস্তব বস্তুর অনুশীলন আবশ্যক বিচার করেন, তাঁহারা অবিদ্যা সংগ্রহের চেষ্টায় লক্ষ্য কিঞ্চিন্মাত্রও করেন না। তাঁহাদের তখন প্রশ্ন হয় যে, বর্ত্তমান দেহমনের দ্বারা অতীত বাস্তব বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে কি না। যে বিদ্যা এই সম্বন্ধকে লক্ষ্য করে তাহার নাম পরাবিদ্যা।

পরবিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, আমাদের বর্ত্তমান দেহ, মন এবং যাবতীয় প্রাকৃতিক উপাদানের দ্বারা বাস্তব বস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া জীবনধারণ করিতে পারা যায়, ভোগ কিংবা ত্যাগ আমাদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী এবং আদৌ প্রয়োজনীয় নহে। বাস্তববস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া জীবন ধারণের নাম সেবা কিংবা ভক্তি। সেবা-দ্বারা বাস্তব বস্তুর প্রতি প্রেমাদয় হয়। উহাই মুক্ত আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। উহাই একমাত্র প্রয়োজনীয়।

সেবা কিংবা ভক্তি বাস্তব-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবাত্মার সেব্য-সেবক সম্বন্ধকে লক্ষ্য করে। জীব যখন আপনাকে দেহ কিংবা মন বলিয়া ধারণা করে, তখন ভোগ কিংবা ত্যাগ তাহার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। জীব যখন নিজেকে আত্মা বলিয়া জানিতে পারে, তখন তাহার জড়ের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন অস্বাভাবিক এবং হেয় বলিয়া উপলব্ধি হয়। উদ্বুদ্ধ জীব জড়ভোগ কিংবা জড়ত্যাগ এই উভয়বিধ ব্যাপার হইতে স্বতঃই নিবৃত্ত হয়। জড়ানুশীলন নিবৃত্তি স্বরূপোপলব্ধির আনুষঙ্গিক এবং গৌণ ফল মাত্র। বাস্তব বস্তুর অনুশীলন মুখ্য ফল। উদ্বুদ্ধ আত্মা বর্ত্তমান দেহ ও মনকে ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর বিষ্ণুবস্তুর সেবায় নিযুক্ত করিতে সমর্থ হ'ন। জড়দেহ ও মনের দ্বারা সাক্ষাৎ চিদনুশীলন হয় না। কিন্তু 'চিদনুশীলন, আত্মার প্রয়োজনীয়'—ইহা কিঞ্চিন্মাত্রও উপলব্ধ হইলে দেহ ও মনের চেষ্টা ক্রমশঃ চিদনুশীলনের অনুকূল হইয়া পড়ে। এইরূপ অনুকূল চেষ্টা ভোগ কিংবা ত্যাগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, যদিও ইহার সহিত তাহাদের বাহ্য সাদৃশ্য থাকা অনিবার্য্য। কিন্তু এই পার্থক্যও কেবল উদ্বুদ্ধ আত্মারই উপলব্ধির বিষয় হয়। অ-বিদ্যাগ্রস্ত আত্মা দেহমনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবার তাৎপর্য্য আদৌ বুঝিতে পারে না। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব উদ্বুদ্ধ জীবাত্মার সেবার অনুকূল চেষ্টা ভোগ কিংবা ত্যাগের সহিত সম জ্ঞান করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হয় এবং নিজের অনধিকার বুঝিতে না পারিয়া স্বীয় মৎসরতা-দর্পবশতঃ নির্ম্মৎসর বৈষ্ণব-দাসগণের নির্ম্মল আচরণে দোষ কল্পনা করিয়া ভীষণ অপরাধ সঞ্চয় করে।

দিব্য দৃষ্টিলাভের উপায়

শুক পাখীর ন্যায় আমরা অনেকেই অনেক শ্লোক কণ্ঠস্থ করি কিন্তু শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য অতি অল্প সংখ্যক লোকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। কেহ বা পঞ্চমবর্ষীয় বালকের না বুঝিয়া 'জল অর্থ সলিল' কণ্ঠস্থ করিবার ন্যায় গ্রন্থোক্ত শ্লোকাদি মুখস্থ করিয়া থাকি, কিন্তু ঐ অর্থ ঠিক ঠিক বুঝিয়া তদনুসারে যে কার্য্য করিতে হইবে তদ্বিষয়ে আদৌ লক্ষ্য করি না। ইহাতে ভজনরাজ্যে অনভিজ্ঞ জনগণের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু আত্ম-মঙ্গল লাভ হয় না। মায়া-পিঞ্জর হইতে মুক্তি লাভ করিয়া উন্মুক্ত অধোক্ষজ-সেবা-গগনে বিচরণ করা যায় না, অথবা অজ্ঞান গর্ত্ত হইতে পরিত্রাণলাভের কোনও উপায় নাই।

> "ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
> চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

শ্লোক উচ্চারণপূর্ব্বক আমরা শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া থাকি। কিন্তু এই শ্লোকের 'অজ্ঞান' শব্দটীর প্রকৃত স্বরূপ আমরা অনেকেই অবগত নহি। 'অজ্ঞান' শব্দে (১) স্বরূপের অজ্ঞানতা বা অবিদ্যা (২) জড়দেহে আত্ম-বুদ্ধি বা বিপর্য্যাস (৩) জড়ভোগাভিমান বা ভেদজ্ঞান (৪) বিষয়াভিনিবেশ বা ভয় (৫) বিষয়গ্রহণ বা শোকমোহগ্রস্তত্ব এই পঞ্চবিধ ক্লেশকে এবং তত্ত্ব ধর্ম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষ বাঞ্ছারূপ কৈতবকে লক্ষ্য করে। এই পঞ্চবিধ অজ্ঞানের মূল স্বরূপের অজ্ঞতা বা স্বরূপ-ভ্রম; অপর চারিটী এহা হইতে উদিত হইয়া থাকে।

স্বরূপভ্রম ৪ প্রকার—(১) স্বস্বরূপভ্রম (২) পরস্বরূপভ্রম (৩) সাধ্যসাধনস্বরূপভ্রম, (৪) বিরোধিস্বরূপভ্রম। এই সকল কুজ্ঝটিকা দুর্ভাগা জীবের দৃষ্টিকে আবৃত করিয়া রাখে কিন্তু নাম সূর্য্যের উদয়ে তাহারা দূরে পলায়ন করে।

অনর্থ চারি প্রকার; তন্মধ্যে স্বস্বরূপভ্রমই প্রধান অনর্থ, তাহার ফলে অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য এবং অপরাধ নামক অপর অনর্থত্রয়ের উৎপত্তি। এই অনর্থচতুষ্টয় নাম-সুধালোকদর্শনে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। সদ্গুরু-নির্দ্দিষ্ট সেবা-বায়ুতে তাহারা বিদূরিত হয়, তখন স্বপ্রকাশ নাম-সূর্য্য জীবহৃদয়ে সুষ্ঠুরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

'আমি কে?' এই জ্ঞানটী সুষ্ঠুরূপে না হওয়া পর্য্যন্ত স্বস্বরূপভ্রম, বিষ্ণু ও বৈষ্ণব কি বস্তু তাহা না জানা পর্য্যন্ত পরস্বরূপভ্রম, যাঁহাকে ভজন করিতে হইবে এবং যে প্রণালীতে ভজন করিতে হইবে তাহা না জানিতে পারিলে সাধ্যসাধন-স্বরূপভ্রম এবং ভজনের প্রতিকূল বিষয় কি তাহা অজ্ঞাত থাকিলে বিরোধিস্বরূপ-ভ্রম থাকিবেই। শ্রীগুরুদেবের চরণে প্রণত হইয়া পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহকারে ঐসকল

না জানিতে পারিলে মৌখিক কোটি কোটি বার 'ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য' শ্লোক উচ্চারণ করিলেও ভজনরাজ্যে প্রবেশ লাভ সম্ভব হইবে না।

যে সকল বিষয়ের নিত্যত্ব নাই তাহারাই অসৎ। বদ্ধজীব সৎ-অসৎ-বিচারে ভ্রান্ত। তাই তাহারা অসৎকে 'সৎ' জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মলাভার্থ পুত্রৈষণা, অর্থলাভার্থ বিত্তৈষণা, কামলাভার্থ ইহজগতের সুখৈষণা এবং মোক্ষলাভার্থ অমুত্রৈষণা করিয়া থাকেন। এই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদির বাঞ্ছা কৈতব নামে অভিহিত। তন্মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছাই প্রধান কৈতব। এই কৈতব-চতুষ্টয় অসত্তৃষ্ণা হইতে জাত। হৃদয়দৌর্ব্বল্য হইতে নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীবহিংসা ও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির উদয় হয়, ফলে বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবা অপেক্ষা মায়ার সেবায় মন প্রধাবিত হইয়া থাকে।

জড়নীতিশাস্ত্রের উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিলে পাপ হয় কিন্তু পরমার্থশিক্ষক গ্রন্থ ভাগবত ও ভক্ত ভাগবতের আদেশ অমান্য করিলে অপরাধের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অপরাধ প্রধানতঃ ৪ প্রকার—(১) নামাপরাধ (২) নামীর চরণে অপরাধ, (৩) বৈষ্ণবাপরাধ ও (৪) সেবাপরাধ।

আমরা অতি সংক্ষেপে অজ্ঞানের দিগ্‌দর্শন করিলাম। শ্রীগুরুদেবের চরণে সর্ব্বপ্রকারে প্রপত্তি স্বীকার করিলে তিনি শিষ্যের ঐসকল অজ্ঞান বিদূরিত করিয়া দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেন।

ইহ জগতে আমরা দেখিতে পাই, কোনও ব্যক্তির চক্ষুতে ছানি পড়িলে সে অন্ধ হয়, জগতের যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তৎকালে সে তাহা দেখিতে পায় না, তাহার নিকট সবই অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়। রোগী যদি তাহার ছানি দূর করিবার জন্য ঠিক ঠিক ভাবে ছানি অস্ত্রোপচার ও তৎপর ঠিক ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারে এরূপ সুবিজ্ঞ চক্ষুচিকিৎসকের নিকট যায়, তাহা হইলে তিনি তাহাকে ভাল করিতে পারেন কিন্তু হাতুড়ে ডাক্তারের নিকট গেলে সে আমলকী পাতার রস চক্ষুতে দিতে পারে বটে কিন্তু তাহাতে চক্ষুর ছানি কাটিবে না, অন্ধত্ব ঘুচিবে না; আর যদি সে ঐরূপ নির্ব্বোধের নিকট যায়, যে কিছুই জানে না অথচ বাহাদুরী দেখাইবার জন্য চক্ষুতে এরূপ একটি বিষ ঢালিয়া দেয়, যাহাতে চক্ষু ভাল হওয়া ত' দূরের কথা, রোগীর প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য।

জীব মায়াবদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৃষ্টিতে অজ্ঞান ছানি পতিত হওয়ায় সে অন্ধত্ব লাভ করার দরুণ পরমার্থ জগতের কিছুই দেখিতে পায় না। পরমার্থ জগৎ তৎকালে তাহার নিকট সম্পূর্ণ অন্ধকারময়। এ'রূপ অবস্থায় যদি এই বদ্ধজীব আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায়ের নিকট গমন করে তাহা হইলে তাহার কোনও প্রকার মঙ্গল হইবে না, কারণ উঁহারা নিজদিগকে পরমার্থজগতের চিকিৎসক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেও নিজেরাই অন্ধ সুতরাং উঁহাদের মনঃকল্পিত কথায় অজ্ঞান-ছানি বিদূরিত হইবে না; যদি সে নিরেট মূর্খ মায়াবাদীর নিকট গমন করে তাহা হইলে সে তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু যদি সে সৌভাগ্যক্রমে দিব্যচক্ষুষ্মান সদ্‌গুরু-বৈদ্যরাজের শ্রীচরণাশ্রয় করিতে পারে, তাহা হইলে তিনি সাত্বত-শাস্ত্রবাণী-শলাকাদ্বারা তাহার ছানিটী কাটিয়া উহাতে অধোক্ষজসেবামৃত অঞ্জন প্রয়োগ করিবেন, ফলে তাহার ভগবজ্‌জ্ঞান স্ফূর্ত্তিরূপ দিব্যদৃষ্টি লাভ হইবে, তখন সে দেখিতে পাইবে:—

'সর্ব্বত্র কৃষ্ণের রূপ করে ঝলমল।'

তখন জগতের যাবতীয় জিনিষ বিষ্ণুসম্বন্ধীয়রূপে দর্শনের সৌভাগ্য পাইবে সুতরাং সকল জিনিষদ্বারা ভগবানের সেবা করিবে।

বস্তুতঃপক্ষে সন্ধিনী-শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেব আমাদিগের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিচক্ষু উন্মোচনপূর্ব্বক 'হ্লাদিনী' ও 'সম্বিৎ' শক্তিদ্বারা আশ্লিষ্ট সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবা-সন্ধান প্রদান করেন।

কৃষ্ণানুসন্ধান

(পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

জীবের স্বভাবে আনন্দ অনুসন্ধানকারিণী একটী বৃত্তি বর্ত্তমান। জীব যখন কৃষ্ণ বৈমুখ্যবশতঃ মায়িকজগতে প্রাকৃত গুণ নিগড়ে আবদ্ধ হ'ন, তখন তাঁহার আনন্দানুসন্ধানকারী বৃত্তিটী বিকৃতভাবে পার্থিব বস্তুসমূহের প্রতি ধাবিত হয়। অবিকৃত কৃষ্ণসেবাময়ী আনন্দস্বরূপিণী বৃত্তিটীকে হারাইয়া কৃষ্ণসেবা বিমুখিনী বহির্ম্মুখ বৃত্তিটীর আশ্রয় লইয়া ভোগময়ী ধারণায় বিকৃত আনন্দের অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়। ইহজগতের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ বিষয়াদিকে নিজ-ভোগ্য জ্ঞান করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারে জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ পার্থিব বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকে। জাগতিক বস্তুমাত্রই অনিত্য। অনিত্য বস্তু কখনই আনন্দ প্রদান করিতে পারে না। অনিত্য বস্তুর তিনটী অবস্থা—পূর্ব্বে ছিল না, বর্ত্তমানে আছে, ভবিষ্যতে থাকিবে না। এই প্রকার ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুই অনিত্য। এই অবস্থাত্রয়ের কথা সুষ্ঠুরূপে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায়, বস্তুর অভাবকালে অভাবজনিত দুঃখ, বর্ত্তমানকালে বস্তু নষ্ট হইয়া যাওয়ার যোগ্য বলিয়া ভয় এবং নষ্ট হইয়া গেলে শোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে সুতরাং অনিত্য বস্তু দুঃখ, ভয় এবং শোকই প্রদান করিয়া থাকে। এই প্রকার অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্তিই জীবের বন্ধনের এবং নানাপ্রকার দুঃখাদি প্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে। ইহজগতের স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, ধন, বিদ্যা, কুলাদি সকলই অনিত্য সুতরাং ইহারা কেহই জীবকে প্রকৃত আনন্দ প্রদান করিতে পারে না। অজ্ঞানাবৃত জীব তাহা বুঝিতে না পারিয়া জাগতিক অনিত্য বিষয় ভোগে শান্তিপ্রাপ্তির আশায় বহু প্রকার প্রয়াসযুক্ত হয়। সেই প্রকার ভোগপ্রয়াসমূলে জীব বহুপ্রকার বস্তুর অনুসন্ধান করিয়া থাকে কিন্তু জাগতিক বস্তু অনুসন্ধান করিয়া বহুকষ্টে লাভ করিলেও পুনরায় হারাইতে হয়। সেইপ্রকার অনুসন্ধানে জীবের প্রকৃত মঙ্গল বা শান্তি নাই। বদ্ধজীবগণ নানাপ্রকার অভাবে অভাবগ্রস্ত। কোন একটী অভাব দূরীকরণের জন্য কোন বস্তুর অনুসন্ধান করিয়া থাকে। বহুকষ্টে সংগৃহীত সেই বস্তুটী ক্ষণিকের জন্য অভাবের নিবৃত্তি করিয়া পুনরায় তাহার বিনাশকালে অভাব আনয়ন করে। দ্বিতীয়তঃ কোন একটী বস্তুর সংগ্রহ হইলে সেই বস্তুর অভাবজনিত দুঃখ সাময়িক নিবৃত্তি হইলেও সহস্র সহস্র অন্য অভাব জীবকে আক্রমণ করে। এইজন্য জাগতিক বস্তুর অনুসন্ধান করিতে গিয়া জীব প্রকৃত সুখ বা আনন্দ পায় না। জীবের প্রকৃত মঙ্গল বা আনন্দের সন্ধান তাহারা জানেনা বলিয়া ত্রিবিধ তাপেতে সর্ব্বদা ক্লিষ্ট হয়।

পরমদয়াল পতিতপাবন জীবৈকবন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবের প্রকৃত মঙ্গলের বার্ত্তা জানাইবার জন্য স্বয়ং সপার্ষদে ভূলোকে অবতীর্ণ হ'ন। যতক্ষণ জীবের কর্ণকুহরে শ্রীচৈতন্যের মঙ্গলময়ী বাণী প্রবিষ্ট না হয় ততক্ষণ জীব অমঙ্গলকেই মঙ্গল বলিয়া বরণ করে। শ্রীচৈতন্য কৃপাকণ লব্ধ-জনগণ প্রকৃত মঙ্গলের অনুসন্ধান পাইয়া জগজ্জীবকে তাঁহার সন্ধান প্রদানের জন্য শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করেন। যাঁহারা ভাগ্যবান্ তাঁহারাই শ্রীচৈতন্যচরণানুগজনগণের শ্রীমুখ-বিগলিত শুদ্ধ কীর্ত্তনশ্রবণে অমঙ্গলরাশিকে বিনাশ করিয়া প্রকৃত মঙ্গলের পথে চলিতে থাকেন। ভাগ্যহীন জনগণ নিজ কর্ম্মদোষে অমৃতকে বিষ বলিয়া মনে করে, শ্রীচৈতন্য-বাণীতে পরিতৃপ্ত না হইয়া অচৈতন্য জগতের বাণীবিলাসে প্রমত্ত হয় এবং জীব মঙ্গলপ্রদ হরিকথামৃত পরিত্যাগ করিয়া বিষয় বিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে; তাহাতে আত্মমঙ্গল না হইয়া আত্মবিনাশই ঘটে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবদুঃখে দুঃখী হইয়া জীবকে প্রকৃত শান্তির রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য মঙ্গলের সহজ রাজবর্ত্ম পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই অভূতপূর্ব্ব-আশিষের বার্ত্তা জীবের দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীগুরুপাদপদ্ম সমগ্র চেষ্টিত। শ্রীচৈতন্যের উপদেশরত্নরাজির সার কৌস্তুভ মহানিধিরূপে যে উপদেশটী বর্ত্তমান সেটী আর কিছুই নহে, কেবল কৃষ্ণানুসন্ধান। জগতের মানবগণ অন্য আমরণ বহু অনুসন্ধান করিয়াও শান্তির সন্ধান পান না। তাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু মনুষ্যজাতিকে অন্যান্য অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া কেবল কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন। জগদ্বাসী এই উপদেশের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাহারা পরমমঙ্গলযুক্ত হইবেন।

"শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয় দয়ার কথা বিচার করিলে জীবজগৎ তাঁহার উপদেশের অপূর্ব্ব চমৎকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তিনি জীবকুলকে কৃষ্ণানুসন্ধানের উপদেশ করিয়া জীবগণের প্রতি যে কি প্রকার দয়া বিস্তার করিয়াছেন তাহা শ্রীচৈতন্যকিঙ্কর ব্যতীত মায়ার দাসগণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

কৃষ্ণ পরিপূর্ণ চেতনবস্তু। তাঁহার লাভে জীবের পরিপূর্ণ চিদ্বৈভব লাভ [illegible] চিদ্বৈভবের বিকৃত প্রতিফলনই এই জড়বৈভব। জড়বৈভবে বিমুগ্ধ জীবগণ চিদ্বৈভবের পরম উপাদেয়ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিলেও শ্রীচৈতন্যানুগগণের কৃপাবারিতে অভিষিক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে নশ্বর জড়বৈভবের হেয়ত্ব বুঝিতে পারেন এবং কৃষ্ণপাদপদ্মের অনন্ত চিদ্বৈভবে আকৃষ্ট হ'ন। তাঁহার এই আরষ্টি কৃষ্ণসেবাপ্রাণতার পরিপূর্ণাবস্থায় ঐশ্বর্য্যশিথিল কৃষ্ণপ্রেমারুষ্টিকে তুচ্ছীকৃত করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন। তখন জীবগণ কৃষ্ণসেবারসে পরিতৃপ্ত হইয়া পরমশান্তিময় কৃষ্ণলোকে কৃষ্ণসেবারসে নিমগ্ন হ'ন।

কৃষ্ণসেবায় জীবের বিমল আনন্দ। অখণ্ড বিমলানন্দই প্রেম। সেই প্রেমাই জীবের একমাত্র পরম প্রয়োজন। জীবগণ সেই পরমার্থ ভুলিয়া অনর্থের আশ্রয়ে অনাদিকাল হইতে নানাবিধ দুঃখ ভোগ করেন। মায়ার অধীনে মায়ার রাজ্যে বাস করিয়া মায়িক বস্তুর অনুসন্ধানে প্রমত্ত মায়িক জীবগণ কোন দিনই শান্তি পাইবেন না। জীবগণ বস্তুতঃ

শ্রীসজ্জনতোষণী

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাপ্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরকো বাঁধাই মূল্য ১॥৹, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশাবলী, ভাজনপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দেশ ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, টীকা, সূত্রের প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত অনুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵৹ আনা।

সাধন-কণা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵৹ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম প্রণীত প্রেমভক্তিবিষয়ক পদের পুস্তক। ভিক্ষা ৹ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য কৃত [illegible] তত্ত্বজ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵৹ আনা।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারাবলী, অনুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণপণ্ডিতাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল সিদ্ধান্তসমূহ। মাধ্ববাদ ভিক্ষা।৹ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের [illegible] সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমদ্ বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে অনুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শশতক দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে শাস্ত্র যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়সহারে কিরূপ সুন্দরভাবে কেবলাদ্বৈতনির্ব্বিশেষবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সাহুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৸৹ আনা, আবাধাই ।৵৹ আনা মাত্র।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুই অজানা থাকে না [illegible] পরম সুন্দর পারমার্থিক এই-রূপ সরল ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই [illegible] এই গ্রন্থের উদ্ধৃত হইয়াছে। [illegible] ইংরাজি দ্বারা [illegible] সম্পাদিত করা হইয়াছে। [illegible] উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ [illegible] টাকা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] শ্রীল [illegible] প্রভু [illegible] এই পুস্তকে [illegible] ও [illegible] প্রণালী [illegible] [illegible] ও [illegible] সম্বলিত সহ চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵৹ দশ আনা মাত্র।

তত্ত্বসূত্র

[illegible] দিন; [illegible] কেহ বুঝিতে পারিবেন না। [illegible] ভিক্ষা ৷৹।

হরিনামচিন্তামণি

[illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, [illegible] [illegible] এই [illegible] অতি সরল পয়ারে [illegible] পরিশিষ্ট [illegible] মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] ভিক্ষা ৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুররচিত। [illegible] বিশ্বাসী ও আনন্দের [illegible] উপদেশাবলীপূর্ণ [illegible] গ্রন্থ। [illegible] এই ভজনানন্দের [illegible] দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভজনানন্দ লাভ করিতে সুবিধা পাইবেন। ৭ম সংস্করণ, ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible]। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, [illegible] ও বিবিধ লালসা বিষয়ক স্তুতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর-ভক্তিবিনোদ [illegible] ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবাদির সব [illegible] একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্প-কল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত [illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা।৹ আনা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠস্থিত তুলসীমালার ন্যায় সর্ব্বক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵৹, বাঁধাই ॥৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুষ্ঠাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵৹ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৹ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুর গৌড়ীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্. এম্. ...

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible] অগ্রিম দেয়। বার্ষিক ৬৲ ষাণ্মাসিক ৫৲ ত্রৈমাসিক ২৸০ মাসিক ১৲ নগদ প্রতি সংখ্যা ৵.

ভারতের সর্ব্বত্র [illegible]-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযুক্ত [illegible]তীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ১৯শে বৈশাখ শনিবার ১৩৩৮, ২রা মে ১৯৩১

পার্লামেণ্টে গান্ধীপ্রসঙ্গ

বিভিন্ন স্থানে বকর ইদ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত

সর্দ্দা আইনে গান্ধীজী

চট্টগ্রামে সর্ব্বত্রই সতর্কতার ব্যবস্থা

বড়লাটের নিকট তার

ফরিদপুরে দলাদলির অবসান

গাড়োয়ান ধর্ম্মঘট

নানা

পার্লামেণ্টে গান্ধী-প্রসঙ্গ

পার্লামেণ্ট মহাসভায় মিঃ কারল ল্যাবসন ভারত সচিবের নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য সরকার কি মহাত্মা গান্ধীকে আমন্ত্রণ করিবেন?

মিঃ ওয়েজ উড বেন উত্তরে বলেন যে, সরকার হইতে পূর্ব্বেই এই মর্ম্মে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হইয়াছে যে, আগামী বৈঠকের আলোচনায় কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা যোগদান করিবেন।

অতঃপর মিঃ লকার ল্যাম্পসন জিজ্ঞাসা করেন "বর্ত্তমান অবস্থায় মহাত্মা গান্ধীর বিলাতে আগমন করা কি ভাল হইবে?"

মিঃ বেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে উদ্যত হইলে বক্তা কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হন।

সর্দ্দা আইনে মহাত্মাজী

যে সব ব্যবহারজীবী আদালত বর্জ্জন করেন নাই, [illegible] তাঁহাদিগকে তাহা [illegible] না করিলেও এইরূপ অনুরোধ [illegible] হন যে, সাধারণে যাহাতে সর্দ্দা [illegible] মানিয়া চলে, তাঁহারা [illegible] ব্যবহারজীবীর কার্য্যে [illegible] দেখিবে

[illegible]

[illegible] ব্যবস্থা

[illegible] যে ১৪৪ ধারা জারি হইয়াছে [illegible] স্থানে যে সামরিক

ফৌজ বসিয়াছে তাহার কারণ এই যে, সরকার কোন গোপন সংবাদ পাইয়াছেন। জনসাধারণ সে সংবাদের মর্ম্ম এখনও অবগত হইতে পারে নাই। তবে সরকার নাকি প্রকাশ করিয়াছেন যে অবস্থা অনেক ভাল হইয়া উঠিয়াছে এবং কোথাও কোন প্রকার গতিবিধির সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

যে ১৩ জন যুবককে অভিন্যান্স বলে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে কলিকাতায় প্রেরণ করা হইয়াছে। ২৮শে এপ্রিল নাকি আরও ২ জন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সন্ধ্যা আইন এখনও সহরে বলবৎ রহিয়াছে। পথিকদিগের দেহ আর তল্লাস করা হইতেছে না।

স্পেশ্যাল ট্রাইবুনাল আদালতে পাহারার বন্দোবস্ত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখা গিয়াছে।

বড় লাটের নিকট তার

চট্টগ্রাম সমিতির সভাপতি বাঙ্গালার লাটের নিকট এক তার করিয়াছেন। তারে এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কড়াকড়ি নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সৈন্যরা যাহাকে তাহাকে আক্রমণ করিতেছে ও লোকের দেহ তল্লাস করিতেছে। এই সকলের কারণ যে কি তাহা কেহ জানিতে পারিতেছে না।

ফরিদপুরে দলাদলির অবসান

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, ফরিদপুরের শ্রীযুত প্রমথনাথ গুহ, বিজয়চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নিবারণচন্দ্র পাল ও দেবেন্দ্রচন্দ্র রায় ঘটক চৌধুরীর নিকট হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাইয়াছেন যে, তাঁহারা গত ২০শে এপ্রিল তারিখের মীমাংসা অনুযায়ী ফরিদপুরের বর্ত্তমান জিলা কংগ্রেস কমিটীর গঠন সম্পর্কে সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিতেছেন।

গাড়োয়ানদের ধর্ম্মঘট

বর্দ্ধমান ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানরা গত ২৬শে এপ্রিল হইতে ধর্ম্মঘট করিয়াছে। মিউনিসিপালিটী তাহাদের নিকট যে অতিরিক্ত পরিমাণ টেক্স লইতেছেন, তাহারই প্রতিবাদে তাহারা এই পথ গ্রহণ করিয়াছে। প্রকাশ ভাড়াটে মোটর ও বাসের নিকট হইতে ঐ ট্যাক্স লওয়া হয় না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

ধাম-মায়াপুর, ৩০শে মধুসূদন ৪৪৫

শ্রীনৃসিংহাবির্ভাব

—:*:—

শ্রীনৃসিংহস্তব

"বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যান্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥"

যিনি—জীবজগতের মঙ্গলসাধনার্থ প্রাকৃত সত্ত্বাদিগুণত্রয় হইতে জাত রাগদ্বেষাদির দাস হিরণ্যকশিপু ভোগলোলুপ হিরণ্যকশিপুর ধ্বংস সাধন করিয়া সেবাসুখময় প্রেমরূপে আহ্লাদপ্রদানকারী প্রহ্লাদকে রক্ষা করেন সেই সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ ও সমভাবে সকলের রক্ষাকর্ত্তা শ্রীনৃসিংহদেব জয়যুক্ত হউন। তাঁহারই অনুগ্রহে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠের শ্রীনৃসিংহমন্দিরে বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যাপর শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্রসমূহে গত কল্য নৃসিংহচতুর্দ্দশী দিবস শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব উৎসব অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ হইতে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবের কারণ পাঠ এবং শ্রীনৃসিংহদেবের যথারীতি ভোগরাগাদি সম্পন্ন হইবার পর সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

ভগবানের কৃপাময়ত্ব ও ভক্তপক্ষপাতিত্ব

ভগবান্ এমনই কৃপাময় যে অনুকূলভাবে ভগবদ্ভজনের ত' কথাই নাই, যেযাদি প্রতিকূলভাবেও তদ্ধ্যানরত এবং তাঁহাতে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন। আবার তিনি স্বতন্ত্র হইলেও তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তগণের নিকট প্রেমে এরূপভাবে বাঁধা যে, কোনও ব্যক্তি ভক্তগণে অপরাধ করিলে তিনি কিছুতেই তাহা সহ্য করেন না, ভক্তদ্বেষী তাঁহার (ভগবানের) স্তব করিলেও তিনি তাহাকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

প্রতিকূলভাবে ভজনে সাযুজ্য-মুক্তি

ভগবানের বৈকুণ্ঠস্থিত জয়-বিজয় নামক দ্বারপালদ্বয় ভক্তাপরাধে স্থানচ্যুত হইয়া সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, ত্রেতাযুগে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং দ্বাপরযুগে শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জন্মত্রয়ে শ্রীভগবানের বৈরভাব পোষণ করিলেও, তদ্দ্বারাই সতত তচ্চিন্তারত থাকিয়া তাঁহাদ্বারাই নিহত হইয়া শেষে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন।

হিরণ্যকশিপুর জন্মের কারণ

একদা ব্রহ্ম-তনয় সনকাদি মহর্ষিগণ ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে বিষ্ণুলোকে উপস্থিত হ'ন। সেই ঋষিগণ মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণেরও অগ্রজ হইলেও তাঁহারা উলঙ্গ এবং দেখিতে যেন পাঁচ ছয় বৎসরের বালকের ন্যায় ছিলেন। তাই তাঁহারা বৈকুণ্ঠদ্বারে উপস্থিত হইলে দ্বারপাল জয় ও বিজয় তাঁহাদিগকে বালক মনে করিয়া তাঁহাদের বৈকুণ্ঠ-প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিলেন। ভগবদ্দর্শনার্থী ঋষিগণ ইহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন,—'অরে মূর্খদ্বয়, তোরা দুইজন ভগবান্ মধুসূদনের পাদমূলে বাস করিবার যোগ্য নহিস্; তোরা শীঘ্র এস্থান হইতে পাপিষ্ঠা আসুরী যোনিতে জন্ম গ্রহণ কর্।' এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া জয় ও বিজয় দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানের সমকক্ষ যোদ্ধা না থাকায় জয় বিজয় বৈকুণ্ঠের দ্বারী হইয়াও বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণের যুদ্ধ-পিপাসা-পূর্ত্তির কামনায় ব্যতিরেকভাবে তাঁহার সেবার নিমিত্তই প্রতিপক্ষভাবে জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু জ্যেষ্ঠ এবং হিরণ্যাক্ষ কনিষ্ঠ। পৃথিবীতে উঁহারা দৈত্য ও দানবগণদ্বারা পূজিত হইতেন।

শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবের কারণ

ভবব্যাধিহারী ভগবান্ শ্রীহরি যখন পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করিতেছিলেন সেই সময় প্রতিকূল আচরণ করায় তিনি বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। ইহাতে শোকসন্তপ্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া হিরণ্যকশিপু শ্রীহরির শত্রুভাচরণে বদ্ধপরিকর হইল, কিন্তু তাঁহার সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করার ক্ষমতার অভাব লক্ষ্য করিয়া হিরণ্যকশিপু অজেয়, অজর, অমর এবং প্রতিপক্ষহীন অদ্বিতীয় অধিপতি হইবার বাসনায় মন্দারপর্ব্বতের গুহামধ্যে অতিশয় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল। তাঁহার তপঃপ্রভাবে সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অবনতমস্তকে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণামপূর্ব্বক নানাতত্ত্বপূর্ণবাক্যে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা কমলাসন ব্রহ্মার স্তব ও তৎপর এই প্রার্থনা করিলেন যে, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতে সৃষ্ট কোন প্রাণী হইতে, আবৃত বা অনাবৃত কোন স্থানে, দিবসে বা রাত্রিতে, ব্রহ্মার সৃষ্ট ভিন্ন অন্য প্রাণী হইতে, কোনও অস্ত্রে, ভূমণ্ডলে বা নভোমণ্ডলে, নর বা পশু, চেতন বা অচেতন সুর, অসুর, মহাসর্প হইতে যেন তাহার মৃত্যু না হয় এবং সে যেন যুদ্ধে তাঁর সমান প্রতিদ্বন্দ্বী রহিতে পারে এবং সকল প্রাণী ও লোকপালগণের উপর আধিপত্যাদি এবং অণিমাদি ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে পারে। ব্রহ্মাও 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

হিরণ্যকশিপু ঐ বর প্রাপ্ত হইয়া স্বর্ণকান্তি শরীর ধারণ করিল এবং ভ্রাতৃবধ স্মরণ করিয়া ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি দ্বেষ করিতে আরম্ভ করিল। তৎপরে সে দশদিক, ত্রিলোক তথা দেবসুরাদি ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় প্রাণিজাতির অধিপতিগণকে স্ববশে আনয়ন করিয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে লোকপালগণের স্ব স্ব স্থান অধিকারপূর্ব্বক মহেন্দ্রভবনে স্বীয় আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া তথায় বিহার করিতে লাগিল এবং নানা ভোগবিলাসে মত্ত হইল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ব্যতীত সমস্ত লোকপালই তাহার সেবায় সর্ব্বক্ষণ শশব্যস্ত হইলেন। দৈত্যরাজ একাধারে সমস্ত লোকপালের পৃথক্ গুণ ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদের ভোগ্য যাবতীয় বিষয় স্বয়ং ভোগ করিয়াও আপনাকে পরিতৃপ্ত বোধ করিত না, সর্ব্বদা ঐশ্বর্য্যমদমত্ত ও গর্ব্বিত থাকায় শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনজন্য ব্রাহ্মণগণ তাহাকে অভিসম্পাত করিতেন। পরিশেষে দৈত্যদের অত্যাচারে নিতান্ত উৎপীড়িত দেবগণ ভগবান্ অচ্যুতের শরণাপন্ন হইয়া সংযতচিত্তে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে শ্রীভগবান্ দৈববাণীদ্বারা দেবগণকে অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন,—দৈত্যভয় শীঘ্রই নিরাকৃত হইবে। দেবতা, বেদ, গো, বিপ্র, সাধু, ধর্ম্ম এবং ভগবদ্বিদ্বেষকারীর আশু বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

প্রহ্লাদ-চরিত্র

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুবৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষাচরণ করিলেও তাহার পুত্রচতুষ্টয়ের অন্যতম প্রহ্লাদ ব্রহ্মণ্যগুণসম্পন্ন, সচ্চরিত্র, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় এবং একান্ত হরিভক্ত বলিয়া প্রাণিমাত্রেরই সুহৃত্তম। তিনি মাননীয় ব্যক্তিগণের প্রতি ভৃত্যবৎ প্রণত; দীনজনের প্রতি পিতার ন্যায় বাৎসল্যযুক্ত, শিক্ষা-দীক্ষাদাতা গুরু ও সতীর্থ গুরুজনকে প্রভু জ্ঞান করিতেন। তিনি বিদ্যা, অর্থ, রূপ ও অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট হইয়াও অহঙ্কারবর্জ্জিত ছিলেন।

প্রহ্লাদ শৈশবের ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে তন্ময় হইয়া জড়বৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেন; তাঁহার মন কৃষ্ণগ্রহগ্রস্ত হওয়ায় জগৎ যে এইরূপ বৃত্তান্তে পরিপূর্ণ তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি সর্ব্বদা ভগবানে মনোনিবিষ্ট থাকিতেন বলিয়া জাগতিক উপবেশন, পর্য্যটন, ভোজন, পান, শয়ন, কথোপকথন প্রভৃতি প্রাকৃত ভোগবিষয়ের উপলব্ধি করিতেন না।

প্রহ্লাদ কৃষ্ণপ্রেম-তাদাত্ম্যবিলসিতচিত্তে কখনও রোদন, কখনও হাস্য, কখনও আহ্লাদ এবং কোন সময়ে বা গান করিতেন। কখনও ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া উৎকণ্ঠাবশে শব্দ করিতেন, কখনও আনন্দাতিশয্যে বিলজ্জ হইয়া নৃত্য করিতেন, কোনও সময় ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া তন্ময়তা লাভে বিভোর হইয়া তাঁহার লীলা অনুসরণ করিতেন। কখনও ভগবৎপাণি স্পর্শেও আনন্দময় হইয়া পুলকিত এবং স্থিরপ্রেমজন্য অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে অশ্রুসিক্ত হইয়া নিস্তব্ধ থাকিতেন। তিনি অকিঞ্চন ভগবদ্ভক্তসঙ্গ-প্রভাবে উত্তমঃশ্লোক ভগবানের পাদপদ্মসেবায় সর্ব্বদা পরমানন্দিত হইয়া দুঃসঙ্গক্লিষ্ট দীনজনেরও মনে ভগবদ্[illegible]ভক্তি বিধান করিতেন।

নৃসিংহদেবের আবির্ভাব ও হিরণ্যকশিপুর নিধন

হিরণ্যকশিপু পুত্রের হরিভক্তি লক্ষ্য করিয়া নানা উপায়ে তাহাকে হরিভক্তি হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই সফলকাম না হওয়ায় মহাপাপাত্মা মহাভাগবত প্রহ্লাদের তিরস্কারণ, এমন কি তাহার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইল। প্রহ্লাদ তখন ক্রোধান্ধলোচন হিরণ্যকশিপুর চরণে পতিত হইয়া কুপিত পিতার ক্রোধশান্তির নিমিত্ত বিবিধ অনুনয় বিনয় করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। পক্ষান্তরে দৈত্যরাজ বিবিধ অহঙ্কারবিজৃম্ভিত বাক্যে ভগবান্ হইতেও স্বীয় শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে থাকিলে এবং প্রহ্লাদের হরিভক্তি ত্যাগ না করায় নিরাকাঙ্ক্ষা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রহ্লাদ [illegible] সর্ব্বত্রই সর্ব্বপ্রভুত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব এবং নিখিল জীবের [illegible] জ্ঞাপন করিলে দৈত্যরাজকে আসুরস্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিত্তিচিত্ত হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শনসম্পন্ন হইবার অনুরোধ করিলেন। দৈত্যবর তাহাতে অত্যন্ত [illegible] কুপিত হইয়া প্রহ্লাদকে নিকটস্থ স্তম্ভ মধ্যেই শ্রীহরি আছেন কিনা প্রশ্ন করিলে প্রহ্লাদও সেই স্তম্ভমধ্যে [illegible] স্বীকার করিলেন। হিরণ্যকশিপু বালকের [illegible] তাচ্ছিল্য-ভরেই সেই স্তম্ভোপরি [illegible] মুষ্ট্যাঘাত করিল। মুষ্ট্যাঘাত করিবামাত্রই স্তম্ভ হইতে এক ভয়ঙ্কর শব্দ নির্গত হইল। দৈত্যরাজ প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইল না। পরে ভক্তবৎসল সর্ব্বব্যাপক ভগবান্ ভক্তবাক্যের

সত্যরক্ষণার্থই এক দৈত্যঘাতক অতি ভয়ঙ্কর অত্যদ্ভুত নৃসিংহ-মূর্তিধারণ করিয়া সেই স্তম্ভ হইতে নির্গত হইলেন, হিরণ্যকশিপু ঐ অপূর্ব্ব মূর্তিকেই তাহার 'মৃত্যুকারণ' বলিয়া বুঝিতে পারিয়াও গদা গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং ভগবানের শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিতে লাগিল। তখন শ্রীভগবান্ নরসিংহদেব সেই অসুরের সহিত কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধক্রীড়া সম্পাদন পূর্ব্বক দিবা ও রাত্রির সন্ধিস্থলে অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে তাহাকে স্বীয় জঙ্ঘোপরি নিপাতিত করিয়া নখরদ্বারা তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সহস্র সহস্র দৈত্যকেও নখরাঘাতে নিহত করিলেন। অতঃপর আর প্রতিযোদ্ধা না থাকিলেও ভগবান্ নৃকেশরী অতিশয় ক্রোধোদ্দীপ্তবদনে সেই সভাস্থিত-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সমগ্রবিশ্ব দৈত্যপীড়ন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল। ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, নাগকুল, মনুগণ, প্রজাপতি, গন্ধর্ব্ব, চারণ, যক্ষ, কিম্পুরুষ, বৈতালিক, কিন্নর প্রভৃতি বিষ্ণুপার্ষদগণ সকলেই অনতিদূরে স্থিত হইয়া সেই সিংহাসনাধ্যাসীন তীব্রতেজঃ-সমন্বিত নৃকেশরীর স্তব করিতে লাগিলেন

একায়ন ও বহ্বয়ন

(অধ্যাপক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী)

"নানা মুনির নানা মত" সুতরাং আমি কাহার মত অনুসারে চলিব? আপনি এই কথা বলেন, আমার গুরু অরূরূপ বলেন, কাহার কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিব? আপনার মতের সহিত যদিও আমার মতের মিল নাই তবুও আপনার মত ভুল এরূপ কথা আমি বলি না, কারণ বিভিন্ন উপায়ে সত্যে পৌছান যায়। সুতরাং যে সমুদয় মত আমি গ্রহণ করিতে অসমর্থ সেগুলি ভ্রান্ত—ইহাও আমি বলিতে প্রস্তুত নহি। কালী, দুর্গা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, আল্লা, গড্, এর উপাসনা পদ্ধতি এবং লক্ষ্য বিভিন্ন হইলেও প্রত্যেক উপাসনাই সত্যে উপনীত হইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ, উহাদের কোন পদ্ধতিকেই ভ্রান্ত বলা সঙ্গত নহে। যাঁহারা প্রকৃত সত্যের (?) সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহাদের সর্ব্বত্র সম-দর্শন (?); তাঁহারা কোন মতকেই ভ্রান্ত (?) বলেন না; তাঁহারা সকল মতই সত্য (?) বলিয়া বুঝিতে পারেন। যাঁহারা সত্যের সন্ধান পা'ন নাই, তাঁহারাই মতবৈষম্য সহ্য করিতে অসমর্থ। তাঁহারাই গোঁড়া, অনুদার এবং অসহিষ্ণু।'—বহ্বায়নবাদিগণ এইরূপ ধারণাসমূহ পোষণ করিয়া একায়নপন্থিদিগের সহিত নিজেদের পার্থক্য স্থাপন করেন।

একায়নপন্থিগণ বলেন যে, মনোধর্ম্মিগণের মতবৈষম্য অবশ্যম্ভাবী এবং তাঁহাদের কোন মতই সত্য নহে এবং সত্য নির্দ্ধারণের অনুকূলও নহে। একায়নপন্থিগণ বলেন যে, মনঃ-কল্পিত 'মত' মাত্রই ভ্রান্ত হইতে বাধ্য। মনের চেষ্টা দ্বারা আরোহপথে কখনও সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে না। বহু আরোহপথের একটিও সত্যাভিমুখী নহে। আরোহপন্থারেরই গতি অসত্যের অভিমুখে। কেবলমাত্র আত্মার পক্ষেই সত্যদর্শন সম্ভব। আত্মা ও মন এক নহে। মন অনিত্য এবং ভ্রান্ত। আত্মা নিত্য এবং ভ্রম-প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয় হইতে নিত্য মুক্ত বিশুদ্ধ অণুচৈতন্য বস্তু। মন শুদ্ধচেতনের বিকৃত প্রতিফলন। মনোধর্ম্মিগণের শুদ্ধচেতন সুপ্ত। সুপ্তি চেতনের অস্বাভাবিক অবস্থা। জাগ্রত অবস্থা চেতনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুতরাং মনোধর্ম্ম চেতনের ধর্ম্মের বিকৃত প্রতিফলিত অবস্থার অনুরূপ। চেতনের ধর্ম্মের বস্তুতঃ বিকৃতি হয় না। উপাধিদ্বারা চেতনের তথাকথিত সুপ্তাবস্থা সিদ্ধ হয়। দোষচতুষ্টয় উপাধির ধর্ম্ম, বস্তুর ধর্ম্ম নহে। অণুচেতনের পক্ষে স্বাধীনতার অপব্যবহার সম্ভব। অণুচেতন সত্যের সেবা হইতে বিমুখ হইবামাত্র সে উপাধিদ্বারা অসত্য দর্শনের অধীন হয়। উপাধিদ্বয়ের দ্বারা সত্যবিমুখ অণুচেতনের জগতে অবস্থান অচিন্ত্যরূপে সাধিত হয়। বদ্ধাবস্থা আত্মার পক্ষে স্বপ্নদর্শনের ন্যায় অবস্থা। উহা আত্মার পক্ষে বাস্তব নহে, ঔপাধিক। কিন্তু উহা মিথ্যা নহে; উহা অস্বাভাবিক। স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থা এক নহে। কিন্তু স্বপ্নাবস্থা জাগ্রত অবস্থা হইতে পৃথক্ এবং জাগ্রত অবস্থার তুলনায় অবাস্তব হইয়াও মিথ্যা নহে।

একায়নপন্থিগণ বলেন যে, বাস্তব বস্তু অখণ্ড। বাস্তবরাজ্যে খণ্ডিত জ্ঞান, খণ্ডিত সত্তা কিংবা খণ্ডিত আনন্দের অবস্থান অসম্ভব। সেখানে অনন্ত বৈশিষ্ট্য ও অনন্ত বৈচিত্র্যের সহিত পূর্ণ একত্বের নিত্য অবিরোধ অবস্থিতি। ইহা ঔপাধিক মনের সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় ব্যাপার। চেতন স্বপ্রকাশ বস্তু। উহার 'আবিষ্কার'-চেষ্টা অপ্রয়োজনীয়। চেতনের ভূমিকায় অবস্থিত না হইলে অচেতনের ভূমিকা হইতে চেতনের স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। চেতনের ভূমিকায় অবস্থিত হইলে বিনা চেষ্টায় অদ্বয়জ্ঞানবস্তুর সাক্ষাৎ লাভ হয়। অবিদ্যাজনিত উপাধিমুক্ত হইলে চেতনের ভূমিকায় অবস্থিতি সিদ্ধ হয়। যে উপায়ের দ্বারা চৈতন্য সম্পাদিত হয় তাহাও চৈতন্যবস্তু। চৈতন্যসম্পাদনের উপায় উপেয় হইতে পৃথক্ নহে। বিভিন্ন মত কিংবা বিভিন্ন উপায় অচেতন প্রাপ্ত প্রতীতি মাত্র। বিশুদ্ধ চেতনে অচেতনের বিভিন্নতা আদৌ সম্ভব নহে। বহ্বায়নপন্থী মনোধর্ম্মিগণ উপেয় এক বলিয়া স্বীকার করেন। একায়নপন্থী আত্মধর্ম্মিগণ উপায় এবং উপেয় উভয়কে এক বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু উভয়ের পরস্পরের এক এর অর্থও এক নহে। মনোধর্ম্মিগণের একত্ব বৈচিত্র্যের বিনাশকারী, বৈশিষ্ট্য ও মনোধর্ম্মিগণের একত্বের বিনাশকারী। আত্মধর্ম্মীদিগের একত্ব এবং বহুত্ব অচিন্ত্যরূপে পরস্পরের পুষ্টিসম্পাদনকারী। উপায় বহু হইলে উপেয় কিছুতেই এক হইতে পারে না। বহু পথ দিয়া একই গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারা যায়—এরূপ যুক্তি বস্তুতঃ ভ্রান্তিমূলক। বহু পথের দ্বারা কোন স্থানেই উপস্থিত হওয়া যায় না। বহু জাগতিক পথের সম্মিলন বিন্দু বলিয়া জড়বৈজ্ঞানিকগণকর্ত্তৃক কল্পিত হয়। উহার বাস্তব অবস্থান জাগতিক বিচারেও অসম্ভব। একায়নপন্থিগণ শ্রৌতপন্থী। বদ্ধজীব ঔপাধিক চেষ্টা-দ্বারা চেতনের ভূমিকায় উন্নীত হইতে পারে না। চেতনের ভূমিকা চেতন বস্তু; চেতন ভূমিকা অহৈতুকী কৃপাপূর্ব্বক বদ্ধজীবের সেবোন্মুখ শুদ্ধসত্ত্বে অবতরণ করেন। তদ্দ্বারা চেতনের উদ্বোধন সাধিত হয়। ইহাই পারমার্থিক অবরোহ পদ্ধতি। চেতনের আশ্রয়ে চেতনের বিলাস উপলব্ধি হয়। ইহাই একমাত্র পন্থা কিংবা একায়ন।

মনের কার্য্য

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতি মহারাজ)

কৃষ্ণমায়া বদ্ধজীবগণকে কৃপাপূর্ব্বক স্থূলসূক্ষ্মদেহদ্বয় প্রদান করেন; তাহার মধ্যে স্থূলদেহে দশটী ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্মদেহে একটী ইন্দ্রিয়—সর্ব্বসমেত একাদশটী ইন্দ্রিয় আমরা লাভ করিয়াছি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ—এই দশটী জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন উভয়েন্দ্রিয়। মনই ইন্দ্রিয়গণের রাজা, তাহার স্বেচ্ছাক্রমে এবং বুদ্ধির মন্ত্রীত্বে ইন্দ্রিয়গণ যথারীতি কার্য্য করিয়া মনের সন্তোষ বিধান করে। কিন্তু মন এমনি উচ্ছৃঙ্খল ও অসন্তুষ্ট যে, কোনদিনই সে শান্তিলাভ করিতে পারে না; সর্ব্বদাই চঞ্চল। আজ অমুক দেশে গমন করিব, কল্য অমুক বিষয় ভোগ করিব, তৎপরদিবস অঙ্গনাসঙ্গে দিব্য উপবনে বিহার করিব, অন্যদিন অমুক রাজার রাজ্য অপহরণ করিব—ইত্যাদি প্রকার অভিলাষ-প্রাসাদে আরোহণ করিতে সর্ব্বদাই সমুৎসুক, এইরূপে তাহার সেবা করিতে করিতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও মন কিন্তু তাহাদিগকে কোন দিন বিশ্রাম দিতে ইচ্ছা করে না। ইন্দ্রিয়গণও মনের এত বশীভূত যে, প্রাণান্ত হইলেও তাহার আজ্ঞা পালনে সর্ব্বদাই যত্নশীল।

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন,—জীবদেহ একটী রথবিশেষ, দেহী জীব—তাহার রথী; বুদ্ধি—রথের সারথী, মন—তাহার লাগাম, এবং ইন্দ্রিয়গণ—অশ্বস্বরূপ, তাহারা বিষয়দিকে গমন করিতেছে। আত্মা ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত দেহ প্রাপ্ত হইয়া বিষয় সকল ভোগ করিতেছে।

বিশুদ্ধ আত্মার কোনরূপ অসদ্ অভিলাষ থাকিতে পারে না; কিন্তু পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তির যেরূপ মতিচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ মায়াপিশাচীর দ্বারা আক্রান্ত বদ্ধজীবের জড়বিষয়-সকল ভোগ করিবার জন্য কি উদিত হইয়াছে।

মনই আত্মার প্রতিনিধি। মনের নিয়মকত্বে আত্মা সকল কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে তজ্জন্যই শ্রীভগবান কপিলদেব বলিয়াছেন,—"চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্। গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে॥" চিত্তই জীবাত্মার বন্ধন ও মুক্তির কারণ। যেমন রাজা তাঁহার বিশ্বস্ত মন্ত্রীর উপর নিখিল কার্য্য পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং সুখস্বচ্ছন্দে বিষয় সমূহ ভোগ করিতে থাকেন, কিন্তু মন্ত্রী যদি কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তাহা হইলে রাজার প্রাণসঙ্কট হইয়া যায়, তদ্রূপ আত্মার প্রধান প্রতিনিধি চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলে আত্মার বন্ধন উপস্থিত হয়, আর পরমপুরুষ শ্রীভগবানে আসক্ত হইলেই আত্মার বন্ধনমুক্তি লাভ ঘটে।

'আশা' নাম্নী নদীতে মনোরথ জল প্রবাহিত। তাহাতে লোভাকুল তৃষ্ণা তরঙ্গসমূহ বিদ্যমান। রাগ গ্রাহরূপে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। মোহরূপ অতি গহন আবর্ত্ত ঐ নদীতে অবস্থান করিয়া সন্তরণকারিগণকে গভীর জলমধ্যে ডুবাইয়া দিতেছে। নদীর উভয়পার্শ্বে চিন্তা অতি উচ্চ তটরূপে বিরাজিতা। 'মন' যদি বিশুদ্ধ নৌকা লইয়া ঐ নদী উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলেই মঙ্গল, নতুবা নদীতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে প্রাণান্ত হইবে।

যাহার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া রাজা সুখে নিদ্রা গমন করেন, তিনি যদি বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তবে তাহাকে শাসন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মনই যখন বিষয়ে প্রমত্ত থাকিয়া আমাদের প্রধান শত্রুতা আচরণ করে, তখন মনকেই আগে নিগ্রহ করা উচিৎ—ইহা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। কিন্তু মনকে নিগ্রহ করা বড় কঠিন। সে সর্ব্বদা এত সতর্ক যে, একটুকু ফাঁক পাইলেই অন্যত্র প্রস্থান করে, আর ধরা দেয় না। সেইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় মনোনিগ্রহের সহজ উপায় বিধান করিয়াছেন—"মন্মনা ভব মদ্ভক্ত।" "অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥" তদ্বিষয়ে আরও সহজ পন্থা প্রদর্শনকল্পে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিলেন,—

> কি ভোজনে, কি শয়নে কিবা জাগরণে।
> অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥
> 'তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।'
> (ভাঃ ৭।১।৩১)

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সার[illegible] বিবৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, [illegible]ধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৭।৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সং[illegible] ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্র সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বির[illegible] দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী শ্রীবস্তু বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-[illegible] শিক্ষক [illegible] অচিন্ত্যাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক [illegible]—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমূহ।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমহাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীলের স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, [illegible] ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী [illegible], শ্রীচৈতন্যের দয়া, [illegible] ও কৃষ্ণ [illegible] অপূর্ব্ব সর্ব্বসিদ্ধান্তপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক [illegible] স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীমদ্বলদেবের বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও [illegible] ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিবৃত '[illegible]' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, [illegible] প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, [illegible]র জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগিজে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা।৶০ আনা মাত্র

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

সাধারণ সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। [illegible] ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানাদি-[illegible]। ভিক্ষা।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা।৶০ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible] তত্ত্বের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি [illegible]—অচিন্ত্য ভেদাভেদ [illegible]—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, [illegible] ভক্তি, [illegible] ও প্রেম [illegible] ভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি [illegible] উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় [illegible]। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, [illegible] ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের [illegible] কণ্ঠে [illegible] শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সাজাইয়া গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণাশ্রম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধশাক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রেম [illegible] অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি [illegible] উৎকৃষ্ট [illegible] কাগজে বোর্ড [illegible] কালিতে মুদ্রিত, [illegible] নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত [illegible]মাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সাম্প্রদায়িক প্রমাণ [illegible] নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের [illegible] পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—[illegible]—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের [illegible] নক [illegible] সূচী প্রভৃতি [illegible]। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। [illegible] ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও [illegible] সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি [illegible] অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুন্দর বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রহ্মপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাবস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বোধসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিগত কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মণীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিপন্থ-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্জারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীদামোদরের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলানন্দ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীবংশীদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, বেদান্ত শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅদ্ভুত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিভূষণ ডাক্তার ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীরঘুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

আল্লাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, আরগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টেলিবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি, ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

আমলাযোড়া পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাতাসন, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশশধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌরপদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরায় তীর্থ দেওঘরির।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রাসের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাসু, হাওড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ বেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

বিভিন্নস্থানে বকরী ঈদ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত

কলিকাতা সহর ও সহরতলী

উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতায় এবং সহরতলীতে গত বুধবারে শান্তিপূর্ণভাবে বকর ঈদ সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে বিভিন্ন মসজিদে উপাসনা হয় এবং সহস্র সহস্র মুসলমান ময়দানে সমবেত হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁহাদিগকে উপদেশ দান করেন। সহরে ও সহরতলীতে আবৃত স্থানে কোর্ব্বানী হইয়াছে। পুলিস ঐ সকল স্থানে পাহারা দিয়াছিল। তদ্ব্যতীত রাস্তার প্রধান মোড়গুলিতে ও কোর্ব্বানীর স্থানের নিকটে অশ্বারোহী পুলিস ও সশস্ত্র পুলিস স্থাপিত হইয়াছিল। উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ও সহকারী কমিশনার বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া অবস্থা পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

দিল্লীতে

বকরঈদ উপলক্ষে দিল্লীতে বিশেষ ভাবে উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। উপাসনার জন্য প্রাতে ইদ্‌গাতে বহু মুসলমান সমবেত হন। বেলা ৯ টার সময় উপাসনা কার্য্য শেষ হয়। ঐ সকল ব্যক্তি অনন্তর কোরবানি করিবার নিমিত্ত স্ব স্ব গৃহে বা অন্যত্র গমন করেন। পুলিশের সুব্যবস্থা হইয়াছিল এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল সহরে হিন্দুদিগের সমুদায় দোকান খোলা ছিল সাধারণভাবে কাজ কর্ম্ম চলিয়াছিল।

বোম্বাইয়ে

শান্তিপূর্ণ ভাবেই সহরে বকরঈদ উৎসব আরম্ভ হয়। ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল মুসলমান সহরের বিভিন্ন স্থানে প্রার্থনা করেন। জুম্মা মসজিদ ও আজাদ ময়দানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনসমাগম হইয়াছিল। বহু মুসলমান নেতা আজাদ ময়দানে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রার্থনা সমাপনান্তে মৌলভী হাকিম আবু দাযুক সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও স্বজাতীর উন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

মাদ্রাজে

গত ২৯শে এপ্রিল মাদ্রাজে বকরঈদ উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

লাহোরে

বকরঈদ সম্পর্কে লাহোরে গণ্ডগোল হয় নাই। এই দিন প্রাতঃকালে স্থানীয় সাহী মসজিদে প্রায় দেড় লক্ষ মুসলমান সমবেত হইয়া নামাজ প্রভৃতি পড়ে। অতঃপর তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়া যথাবিধি কোরবানীর ব্যবস্থা করেন।

অমৃতসরে

এক সংবাদে প্রকাশ, বকরঈদ সম্পর্কে এখানেও কোন প্রকার গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় নাই। নির্ব্বিঘ্নে উৎসবাদি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

হাওড়ায়

হাওড়া সহর অঞ্চলে বিনা হাঙ্গামায় কোর্ব্বানী হইয়াছে। হাওড়া জিলার পল্লী অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ঐ সকল স্থানেও কোনরূপ হাঙ্গামা উপস্থিত হয় নাই।

কল অঞ্চলে

বারাকপুর ও শ্রীরামপুরের কল অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ঐ সকল স্থানে শান্তিপূর্ণভাবে বকরঈদ সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীযুত সেনগুপ্তের প্রতি আচরণের তীব্র নিন্দা

গত ২৭শে এপ্রিল মৈমনসিংহ টাউন হলের সম্মুখস্থ ময়দানে এক বিরাট্ জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রধান উকিল শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র উকীল এই প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন যে, গত ২৪শে এপ্রিল বাঙ্গলার সম্মানিত নেতা শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্ত ছাত্র সম্মিলনীর সভাপতিত্ব করিবার জন্য শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরীর গৃহ হইতে যাত্রাকালে কতিপয় যুবক তাঁহার প্রতি যে অশিষ্ট এবং উদ্ধত ব্যবহার করিয়াছে, মৈমনসিংহের নাগরিকদের এই সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ এবং নিন্দা করিতেছে এবং এই সভা শ্রীযুত সেনগুপ্তের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং আস্থা প্রকাশ করিতেছে। এই প্রস্তাবের নকল মহাত্মা গান্ধী শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট এবং সংবাদপত্রে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত উকিল স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর উপর দোষারোপ করেন এবং এই ব্যাপারের সহিত তাঁহাদের সংশ্রব আছে বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করেন। শ্রীযুত সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। কিন্তু স্থানীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ করেন। জেলা কংগ্রেস কমিটীর সহকারী সভাপতি শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র বসুও একরূপ কথা বলেন। শ্রীযুত বসু [illegible] এবং বক্তার প্রস্তাবিত একটী তদন্ত কমিটির নিয়োগের কথাও সমর্থন করেন।

অতঃপর শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ রায় নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটী তদন্ত কমিটী নিয়োগের প্রস্তাব করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সদস্যগণের নাম:—শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায় (জেলা উকিল সমিতির সভাপতি) শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন ঘোষ, শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র দাস, মিঃ আবদুল মনসুর আমেদ এবং শ্রীযুত শ্রীনাথ দাস।

বর্ম্মা অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার

টয়েব নামক স্থানের পুলিশ ফাঁড়ি বিদ্রোহীরা আক্রমণ করিয়াছিল। সম্প্রতি আক্রমণ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, বিদ্রোহীরা ২ খানি গাড়ীতে চড়িয়া ফাঁড়ির সম্মুখে আসিয়া গাড়ী হইতে সামিয়াই ফাঁড়ি আক্রমণ করে। পুলিশ আদৌ প্রস্তুত ছিল না। এই বিদ্রোহীদলের দলপতি ছিল একজন মেড়ল। ফাঁড়ির দারোগার আঘাত গুরুতর নহে। তেনকাদা জিলার দক্ষিণ ভাগে পাহারার সুবন্দোবস্ত করা হইতেছে।

টুঙ্গু হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, জনৈক ফুঙ্গী ভারতবর্ষীয় লোকদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য বর্ম্মীদিগকে উত্তেজিত করিতেছিল। এই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক বৈঠক

ভারতীয় বণিক্ সমিতি ও বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সমিতির সদস্য শ্রীযুত এস, সি, ঘোষ ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের মনোনীত প্রতিনিধিরূপে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক বৈঠকে যোগদান করিতে যাইতেছেন। এই বৈঠক জেনেভায় বসিবে এবং শ্রীযুত ঘোষ বুধবার ২৯শে এপ্রিল তারিখে য়ুরোপ যাত্রা করিয়াছেন।

কালাকঙ্কর রাজের সম্পত্তি সরকার কর্ত্তৃক প্রত্যর্পিত

কালাকঙ্করের রাজা খারিফ কিস্তীর সম্পূর্ণ রাজস্ব দিতে পারেন নাই। এই হেতু সরকার তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়াছিলেন। সম্প্রতি উক্ত ক্রোকী সম্পত্তি খালাস দিবার জন্য এক আদেশ জারি হইয়াছে।

রাজা অথবা এখনও প্রজাগণ সম্পূর্ণ রাজস্ব আদায় দেন নাই। কিন্তু সরকার এক্ষেত্রে আর কড়াকড়ি করিবেন না স্থির করিয়াছেন।

বস্তী রাজার সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে, এই সংবাদ প্রচার হইলে যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় বে-সরকারী সদস্যরা তাহা খণ্ডিবের এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন।

বারাণসীতে ঈদপর্ব্বের পূর্ব্বে সতর্কতা

ঈদপর্ব্বের সময় যাহাতে কোনরূপ গোলমাল না হয় তজ্জন্য জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ব্ব হইতেই সাবধানতা অবলম্বন করিতেছেন। বাবা খলিলদাসের উপর তিনি ১৪৪ ধারা জারি করিয়া তাহাকে দুই মাসের জন্য বারাণসী ছাড়িয়া থাকিতে বলিয়াছেন।

প্রকাশ, খলিলদাসের অনুচরবর্গ তাঁহাকে সহর ছাড়িতে না দিতে চাওয়ায় তাঁহাকে পুলিশ পাহারায় গাজীপুর জিলায় সৈয়দপুরে পাঠানো হইয়াছে।

খলিল কয়মাস হইল এখানে আসিয়া মুসলমানগণকে সাম্প্রদায়িক পথে চালনা করার চেষ্টা করিতেছেন। বারাণসীর বিশিষ্ট মুসলমানগণ কিন্তু তাঁহার এ আন্দোলনে যোগ দেন নাই।

মক্কায় রাজ ভোজ

রাজা ইবন সাউদ একটি রাজ-ভোজ দিয়াছেন। এই ভোজে আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব রাজা আমানুল্লা, সাহ আবদুল করিম গজনভী, তুর্কীর ভূতপূর্ব্ব সুলতানের পৌত্র ও আফগান রাজ্যের রাজদূত উপস্থিত ছিলেন।

ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোক নিহত

গত ২৪শে এপ্রিল প্রাতে ৩০ বৎসরের বিবাহিতা ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোক গিরিবালা দেবীকে একটা খালের গর্ত্তে নিহত অবস্থায় দেখা যায় মীর্জাপুরের পরলোকগত দুর্গাচরণ গাঙ্গুলী তাঁহার পিতা। পূর্ব্ব রাত্রিতে স্ত্রীলোকটি তাহার জননীর সহিত যথানিয়মে নিদ্রা গিয়াছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যুবরাজের ভ্রমণ সমাপ্ত

যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ ও রাজকুমার জর্জ দক্ষিণ আমেরিকায় ভ্রমণ করিয়াছেন। রাজা ও রাণী উইণ্ডসর কাসলে রাজপুত্রদের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাজপুত্রদ্বয় ২৯শে এপ্রিল বেলা ৩টা ৯ মিনিটের সময় বিমান হইতে উইণ্ডসর গ্রেট পার্কে অবতরণ করেন এবং তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতায় নিখিল বঙ্গ নারী মহাসম্মেলনের অধিবেশন

গত শুক্রবার [illegible] টাউনহলে নিখিল বঙ্গ নারী মহাসম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে মহিলাগণের মধ্যে যে উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব। এত অল্প সময়ে—মাত্র তিন সপ্তাহকাল মধ্যে মহিলাগণ যে এরূপ সাফল্যের সহিত সম্মেলনের অধিবেশন সম্পন্ন করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রসংসার বিষয়।

টাউন হল প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর বক্তৃতা

গত শুক্রবার সকাল ৯টার সময় টাউন হলের প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কালে নিখিলবঙ্গ মহিলা কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী তাহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন:—

"আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে তাহার প্রাচীন গৌরব ও মহিমায় এবং পৃথিবীর স্বাধীন জাতিসমূহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ৩০ কোটী ভারতবাসী আজ দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা এই সঙ্কল্পের মূর্ত্ত প্রতীক! আজ আমি এই পতাকা উত্তোলন করিতেছি, উন্মুক্ত আকাশতলে এই পতাকা সমগ্র বিশ্বের নিকট ঘোষণা করুক যে বাঙ্গলার নারীর দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকিতে এই পতাকা অবনমিত হইবে না।

এই উৎসব উপলক্ষে টাউন হল প্রাঙ্গণে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল শতাধিক বালিকা লোহিত বর্ণের সাড়ী পরিধান করিয়া সামরিক ভঙ্গীতে টাউন হলের সোপানাবলীর উপর তাহাদের প্রধান অধিনায়িকা শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্রের নেতৃত্বে দণ্ডায়মান ছিল এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল।

সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গীত হওয়ার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

শ্রীমতী শান্তি দাস সভানেত্রীকে পতাকা উড্ডীন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। একটী ক্ষুদ্র অথচ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেওয়ার পর সভানেত্রী পতাকা উত্তোলন করেন। অতঃপর স্বেচ্ছাসেবিকাগণ শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্রের অধিনায়কত্বে পতাকাতলে সমবেত হন এবং পতাকা অভিবাদন করেন, তখন সমবেত জনমণ্ডলী নীরবে দণ্ডায়মান হয়।

অতঃপর ঘন ঘন "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির মধ্যে উৎসব শেষ হয়।

ঝাড়ুদার প্রহারে [illegible] শ্বেতাঙ্গের জরিমানা

কার্জ্জন গার্ডেনে সুখীলাল নাম্নী একজন ঝাড়ুদারকে প্রহার করিবার অভিযোগে বি, ই, গ্রেহাম নামক এক সাহেব প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গ কর্ত্তৃক ১০৲ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

শ্বেতাঙ্গিনীর বিপত্তি

কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের কর্ম্মচারী ডি, মেডী এবং হেলেন গ্রোস মিঃ এস আমরিণোর নামক এক ব্যক্তিকে পার্ক লেনে গালি দেওয়া এবং প্রহারের চেষ্টার অভিযোগে অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সি, নন্দীর কোর্টে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

লাহোরে মৌলানা সৌকৎ আলী

গত ৩০শে এপ্রিল কলিকাতা মেলে মৌলানা সৌকৎ আলী এখানে পৌঁছিয়াছেন রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহাকে দুই রকম অভ্যর্থনা দেওয়া হয়। একদল তাঁহাকে "সৌকৎআলী জিন্দাবাদ" ধ্বনি করিয়া গ্রহণ করে এবং অপরদল কৃষ্ণপতাকা লইয়া "সৌকৎআলি ফিরিয়া যাও", পাঞ্জাবী মুসলমানেরা মিশ্র নির্ব্বাচন ও পূর্ণ বয়স্কদের ভোটাধিকার চাই ইত্যাদি ধ্বনি করিতে থাকে কৃষ্ণপতাকাধারির কোন কোন মুস্লিম যুবকের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কেহ কেহ আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

মিঃ সৌকৎআলী ডাঃ খালেক সাজ্জিনের বাড়ী অবস্থান করিতেছেন।

কংগ্রেস ও বেকার শ্রমিক

করাচি কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও সদস্যগণের নিকটেও উক্ত বেকার শ্রমিকরা যাইয়া পিকেটিং করিতে থাকে। ইহারা কংগ্রেসের কোন স্বেচ্ছাসেবককেও প্রহার করিয়াছে। কংগ্রেস কমিটীর সদস্যরা তৎপরে রাত্রিকালে একটী সভায় সমবেত হইয়া আদেশ প্রচার করেন যে, বর্ত্তমান যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আছে তাহাদিগকে পাথেয় দিয়া স্ব স্ব পল্লীতে প্রেরণ করা এবং তৎপরিবর্ত্তে নূতন স্বেচ্ছাসেবক গ্রহণ করা হউক। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর অভিমত এই যে, স্বেচ্ছাসেবকদিগের দলে কতিপয় উত্তর ভারতের স্বেচ্ছাসেবক থাকায় এই প্রকার গোলযোগের সৃষ্টি হইতেছে এবং এই সকল স্বেচ্ছাসেবক স্ব স্ব গৃহে গমন করিলে আর কোন হাঙ্গামার আশঙ্কা থাকিবে না।

কাবুলের সংবাদ

লর্ড ক্লাইভ মাউণ্ট জন স্তি সালিস গত ২১শে এপ্রিল তারিখে কাবুল পরিদর্শন করিতে বাহির হইয়াছিলেন। ইহারা বে-সরকারী ভাবেই গিয়াছিলেন এবং কাবুল হইতে গত বুধবার পেশোয়ারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। লর্ড ক্লাইভ বলিয়াছেন যে তাঁহারা কাবুলে বেশ আনন্দে দিন কাটাইয়াছেন এবং তথায় উত্তেজনা মূলক কোন ব্যাপার ঘটে নাই।

মুসলমান মোক্তার নিহত

পটুয়াখালির প্রবীণ মোক্তার মৌলবী আবদুল কাসেম শনিবার রাত্রি ২টার সময় তাঁহার বাড়ীতে নিহত হইয়াছেন। প্রকাশ আততায়ী সিদ কাটিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল।

চরকায় ল্যাঙ্কাশায়ারের ভাগ্যনাশ

প্রকাশ, বিলাতের 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকা এই বলিয়া দার্শনিকের ন্যায় এক মন্তব্য করিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধী যে চরকাকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে ল্যাঙ্কাশায়ারের ভাগ্যনাশ সূচিত হইতেছে। এই পত্রিকা আরও বলিতেছেন যে, গান্ধীজী যদি বাইসরয়েলের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিতেন তাহা হইলে মধ্য ও লোকের পক্ষে অনিষ্টকর হইত বটে কিন্তু আমাদিগকে যদি ভারতে ব্যবসায় করিতে হয়, তাহা হইলে অন্যান্য দেশের সহিত আমাদের যেরূপ চুক্তি আছে ভারতের সহিতও তদ্রূপ চুক্তি করিতে হইবে।

বেকার শ্রমিকদের অবস্থা

গত ২৯শে এপ্রিল প্রায় ৭ শত বেকার শ্রমিক করাচির আমদানীকারক কোম্পানীগুলির গুদামের দরজায় যাইয়া পথাবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান থাকে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকার যুবকেরা ইহাদিগকে পরিচালিত করিয়াছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গুদামের সম্মুখে ইহারা দণ্ডায়মান হওয়ায় মাল যাতায়াতের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

উক্ত শ্রমিকরা বলে "আমাদিগকে খাদ্য দাও অথবা অর্থ উপার্জ্জনের পথ করিয়া দাও। যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে আমাদিগকে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক করিয়া লও, তাহা হইলে আমরা জেলে যাইতে পারিব। যেমন করিয়াই হউক আমাদিগকে যেন অনশনে থাকিতে না হয়।

কয়েকজন বণিক উক্ত পিকেটারদিগকে কিছু কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিয়া দেন। কিন্তু প্রায় ২০ জন পিকেটার সারা রাত্রি পর্য্যন্ত [illegible] আমদানীকারক সমিতির সভাপতির বাড়ীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকে।

কায়রোয় ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা

কায়রোর ৩০শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, কায়রো আলেকজান্দ্রিয়া এক্সপ্রেস ট্রেণে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৪৬ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং ৪১ জন আহত হইয়াছে। অনেক আহত ব্যক্তির বাঁচিবার আশা নাই। যাহারা হতাহতের সাহায্যার্থে ঐ স্থানে গিয়াছিল তাহারা মানবদেহগুলি খণ্ডবিখণ্ড অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পতিত আছে দেখিয়া একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যায়। অনেক দেহ আর চিনিবার উপায় ছিল না। অগ্নির লেলিহান শিখায় টেলিগ্রাফের তার জ্বলিয়া যায়। ফলে সংবাদ আদান প্রদানেরও কোন উপায় ছিল না।

স্পেনের সর্ব্বত্র পূর্ণ হরতাল

গত ১লা মে তারিখে স্পেনের সর্ব্বত্র জাতীয় দিবস প্রতিপালনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। আধা সরকারী ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে, কেবল বিজলী বাতির কারে নিযুক্ত শ্রমিক ও জল সরবরাহে নিযুক্ত শ্রমিক ছাড়া আর সমস্ত শ্রমিকই পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিবে।

মাদ্রাজ এবং অন্যান্য প্রাদেশিক সহরে কোন প্রকার যান বাহন চলাচল করিবে না কোনও সংবাদপত্রই ১লা মে তারিখে প্রকাশিত হইবে না কেফ রেস্তোরা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সমস্তই বন্ধ থাকিবে।

জার্ম্মাণ নেতার কারাদণ্ড

জার্ম্মাণ জাতীয় দলের নেতা ডাঃ গোবেল আদালত অবমাননার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, বিচারে তাঁহার প্রতি এক মাস কারাদণ্ড এবং ১৫০০ মার্ক অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম-মায়াপুর, ৩রা ত্রিবিক্রম ৪।

অশ্মসার

'অশ্মসার' শব্দের অর্থ প্রস্তরবৎ কঠিন। ব্যবহারি[ক] জগতে বিভিন্ন স্থানে উহার ব্যবহার দৃষ্ট হ[য়]। যাঁহা[রা] সঙ্গীতজ্ঞ, তাঁহারা সঙ্গীত বিদ্যারই বহুমানন ক[রেন।] তাহাতে কাহারও স্বাভাবিক অরুচি দেখিতে পা'ন, তবে তাঁহারা বলেন,—সঙ্গীত অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই, ইহাতে যাহার হৃদয় গলে না, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাষাণ-হৃদয়।

যদি কোন ব্যক্তি সংসারে মমতাশূন্য হ'ন, স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিয়া সংসার ত্যাগ করেন, আত্মীয় স্বজনের কাতরক্রন্দনে যদি তাঁহার হৃদয় বিগলিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহাকেও লোকে অশ্মসারহৃদয় বলিয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত (২।৩।২৪) বলিতেছেন,—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

উপরিউক্ত শ্লোকোক্তির পূর্ব্বে আরও কতিপয় শ্লোক উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীশৌনক ঋষি হরি-ভজনহীন ব্যক্তির বাহ্য অঙ্গ-সকলের নিন্দা করিয়াছেন। যথা

যাহার কর্ণকুহরে কখনও কৃষ্ণনাম প্রবেশ করে নাই, সেই মানব কুকুর, গ্রাম্য শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভতুল্য পশু বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

যে ব্যক্তির কর্ণপুটে ভূরিগুণসম্পন্ন ভগবানের বিক্রমের কথা শ্রবণ না করে, তাহার কর্ণরন্ধ্রদ্বয় বৃথা ছিদ্রমাত্র।

যে জিহ্বা ভগবানের বিক্রমের কথা কীর্ত্তন না করে, সেই জিহ্বা অসতী স্ত্রী বা বারবনিতার ন্যায় নিজপতি হৃষীকেশের গুণ কীর্ত্তন না করিয়া নানাবিধ গ্রাম্যকথার কীর্ত্তন করে এবং তদ্দ্বারা ভেকজিহ্বার ন্যায় কোলাহল করিয়া কেবল (নিজশত্রু) কালসর্পসদৃশ মৃত্যুকে আহ্বান করে।

যে সকল পুরুষের নয়ন শ্রীহরির শ্রীবিগ্রহ দর্শন না করে, তাহাদের নেত্র ময়ূরপুচ্ছে অঙ্কিত চক্ষুর ন্যায় নিজ নিজ উদ্ধারের পথ দর্শন করিতে না পারিয়া ঐসকল ব্যক্তিকে সংসাররূপ কণ্টক-ক্ষেত্রেই পাতিত করে।

যে সকলমনুষ্যের পদদ্বয় শ্রীহরির লীলাভূমি বা তীর্থসমূহ বিচরণ না করে, তাহাদের পদসমূহ বৃক্ষতুল্য স্থাবর। উহা যমদূতের কুঠারের দ্বারা ছিন্ন হইয়া থাকে।

যেব্যক্তি কখনও ভগবদ্ভক্তের চরণরেণু মস্তকে ধারণ না করে, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিলেও তাহার অঙ্গ প্রেত-শরীরের ন্যায় সাধুগণকে ভয় করিয়া থাকে। তাহার হস্তকৃত পরিচর্য্যাদি ভগবান্ গ্রহণ করেন না এবং যেমনুষ্য শ্রীহরির শ্রীচরণ-সংলগ্ন তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণ [illegible] না হয় সেব্যক্তি নিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও মৃতকল্প।

বাহ্য অঙ্গসমূহের নিন্দা করিয়া এক্ষণে অভ্যন্তরের ও নিন্দা করিতেছেন,—অনর্থমুক্ত পুরুষের নাম-গ্রহণমাত্রে শ্রী-মাধুর্য্য অনুভূত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্লক্ষণ হৃদয়বিক[ার] ও বাহ্যলক্ষণ অশ্রুপুলকাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। কি[ন্তু] বহুবার শ্রীহরিনামগ্রহণ-সত্ত্বেও যাহার হৃদয় দ্রবীভূত হয় [না], রোমসমূহ আনন্দে পুলকিত হয় না এবং নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয় [না,] তাহার হৃদয় পাষাণসদৃশ কঠিন। সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নামা[পরা]ধী। সর্ব্বশক্তিমান্ নাম দেহ, গেহ, অর্থ, জনতা, লো[ভ] প্রভৃতি পাষাণ-মধ্যে পতিত হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না। [ঐ] সকল প্রতিবন্ধকদ্বারা হৃদয়বিকার প্রতিহত হয়।

নামাপরাধীর চিত্ত লৌহসদৃশ কঠিন। সুতরাং হরি[নাম] শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়াও উহা দ্রবীভূত হয় না। যদিও কাহা[রও] হরিনামশ্রবণাদিতে বাহ্য লক্ষণ অশ্রুপুলকাদি দৃষ্ট হয়, কি[ন্তু] ঐসকল অশ্রুপুলকাদি যে সকল সময়েই চিত্তদ্রবতার প্রকা[শক] হইবে, তাহা বলা যায় না। শ্রীল রূপগোস্বামী বলেন, কতকগুলি লোক স্বভাবপিচ্ছিল-চক্ষু অর্থাৎ তাহারা এত ভা[ব]-প্রবণ দুর্ব্বলহৃদয় যে, সহজেই তাহাদের চক্ষে জল আসে তাহারা সামান্য একটু সুখ বা দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে অধীর হইয়া পড়ে এবং তখনই তাহাদের চক্ষু হইতে অ[শ্রু]পতন হইয়া থাকে। এইরূপ অশ্রুপতনাদির মূলে হৃদয়দৌর্ব্বল্য ব্যতীত আর কিছুই নাই।

কেহ কেহ আবার 'ভাবুক' বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভের জন্য কৃত্রিম অভ্যাসদ্বারা অশ্রু ও রোমাঞ্চ আয়ত্ত করিয়া থাকেন কীর্ত্তন করিতে করিতে দর দর ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে, সর্ব্বাঙ্গে কম্প-পুলকাদি দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু কীর্ত্তন ভঙ্গ হয় নাই অথবা সুরতালেরও কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যা[য়] না।—এইরূপ অশ্রুপাতনাদির মূলে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাকাম ছাড়া আর কিছুই নাই।

সুতরাং অশ্রুপুলকই যে সর্ব্বদা ভাবের লক্ষণ, তাহা বলা যাইতে পারে না। অধিকন্তু দেখা যায় যে, অতি গম্ভীর মহানুভব ভক্তগণের চিত্ত হরিনাম কীর্ত্তনে দ্রবীভূত হইলেও বাহিরে অশ্রুপুলকাদি প্রকাশিত হয় না। অতএব বাহিরে অশ্রুপুলকাদি সত্ত্বেও যে হৃদয় বিগলিত না হয়, তাহাই পাষা[ণ]-সদৃশ কঠিন —অশ্মসার।

উন্নতি না অবনতি

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী।)

বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের গৌরবস্ফীত অনেকেরই বিশ্বাস যে, ধন-বিজ্ঞান, শিল্প বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, শরীর বিজ্ঞান ইত্যাদির প্রচুর গবেষণাফলে আধুনিক জগতে যে প্রকার অভ্যুদয়পূর্ণ অবস্থার উদ্ভ[ব] হইয়াছে, ইহার দ্বারা পৃথিবী অনন্ত সম্পদশালিনী হইয়াছে এবং ক্রমবর্দ্ধনশীল বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির দ্বারা মনুষ্যজাতির সর্ব্ববিধ অভাব দূরীভূত করিয়া অদূর ভবিষ্যতে ধরণীকে স্বর্গপুরীর প্রাচুর্য্যতায় পরিপূর্ণ করা যাইবে। পার্থিব উন্নতিকামী জড়শক্তির উপাসকগণ তাহাদের উদ্দেশ্যসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া উক্ত কার্য্যে আত্মনিবেদন করিয়াছেন।

যদিও জড়বিজ্ঞানের গবেষণাগারে নব নব বিজ্ঞানকলার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাহাদের দূরদর্শন শক্তি প্রশংসনীয় তথাপি যথার্থ সুবৈজ্ঞানিক, একান্ত সূক্ষ্ম-দিব্যদর্শনযুক্ত মহাজনের বিচারে ঐ প্রকার মনোধর্ম্ম চালিত উপকার-চেষ্টাও মানব জাতিকে অধঃপাতিত করিবারই অসচ্চেষ্টা মাত্র। যেহেতু তাহারা সমগ্র বিজ্ঞান-গরিমার শিরোদেশে সর্ব্বাধীশ্বর শ্রীঅচ্যুতদেবের [illegible] পাদযুগল [illegible] করে নাই। 'এক' বা[illegible] বহু সংখ্যক বৃহদাক[ার] শূন্য প্রয়োগেও সংখ্যার [illegible] অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না, সেইরূপ শ্রীহরিসম্বন্ধবিবর্জ্জিত, [illegible] বিচারসম্ভূত কল্পনার নন্দনকাননও কোনও এক অনিশ্চিত মুহূর্ত্তের ভীষণ অধঃপতনেরই পূর্ব্বাভাস মাত্র। অবিশুদ্ধবুদ্ধি অজ্ঞজ্ঞানিগণ তাহাদের জড়াভিমানের দ্বারা বিশ্বপতির সিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক তদুপরি অচেতনের অনিত্য বিজয় কেতন সংরোপিত করিতে চাহে। সর্ব্বকারণের কারণ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিমত্তা তাহাদের স্বীকার্য্য নয়। বহুবিধ ভোগৈষণা [illegible] উন্নতির নামে ভয়াবহ [illegible]? অবরোহপন্থীর গতি সম্বন্ধে সাত্বতশাস্ত্র কীর্ত্তন করিতেছেন —

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত-
যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

অনেকেরই বদ্ধমূলসংস্কার যে, জাগতিক চেষ্টাসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া শ্রীভগবানের আরাধনা করা যায় না ভগবদ্ভজনকারী আবার কিরূপে তাহার অখিল চেষ্টা ভগবানের সেবার্থে নিয়োজিত করেন?

ভাগবতীয় নৈষ্কর্ম্মবাদের উপাসকগণ কাহাকেও সমুদ[য়] [illegible]র ক্রিয়া রোধ করিয়া কুযোগিগণের বৈভব বরণ করিতে পরামর্শ দেন না। [illegible] মহতী কর্ম্ম-প্রচেষ্টা নিত্য ও অবিনশ্বর ভক্তিফল প্রদান করিয়া থাকে। "নিখিল বিজ্ঞান-সিদ্ধান্ত, নিখিল দর্শন, প্রাণিজগতের সর্ব্ববিধ প্রয়াস পরম সত্য বস্তু শ্রীরাধা-মাধবের পদারবিন্দে আত্মসমর্পণ করিয়া সেবা-বিজ্ঞানের পরমোজ্জ্বলা [illegible] করুক্ —আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছামূলা ভেদনীতি পরিহার করিয়া নিখিল সাধনা কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-প্রদ কল্যাণকল্পতরুর সুশীতলচ্ছায়াতলে বিশ্রাম লাভ করিয়া মহাযোগের প্রত্যক্ পথের প্রগতির গীতি গান করুক্।"—[illegible] প্রতি ইহাই কারুণ্যাব-[illegible] শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ আচার্য্যদেবের মহামঙ্গল বাণী।

[illegible] অদূর[illegible] শুধু কনকের প্রয়ো-জন জ্ঞান করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন, অনিত্য দেহ ও মনের প্রতি তাহাদের দৃষ্টিসংবদ্ধ। তাই অবিনশ্বর অমর আত্মার অনুসন্ধান আধুনিক সভ্য সমাজের [illegible]। 'বর্ত্তমানকে [illegible] সাফল্যের দ্বারা অলঙ্কৃত কর, ভবিষ্যতে অপ্রীতিপ্রদ চিন্তার কোনও আবশ্যকতা নাই'—এই প্রকার বহির্ম্মুখ রুচিদুষ্ট ভাবধারা বর্ত্তমান মনুষ্যজাতির [illegible] চিত্তকে উন্মাদিত করিয়া তুলিয়াছে। তজ্জন্যই আজ সু-উচ্চ [illegible] উদ্ভাসিত [illegible]—[illegible] অশান্তিময়ী বিভীষিকাময়ী। হায়! কলির কি প্রভাব! [illegible] প্রকারান্তরে পশুপথেই অবস্থিত হইয়া তাহারা উন্নতির জয়-দুন্দুভি বাজাইতেছে। যে ধ্বংসশীল অলক্ষ উন্নতির উচ্চ সোপান, রাবণের সিঁড়ির ন্যায় অচিরেই ধূলিসাৎ হইবে, তাহার গর্ব্ব করার পূর্ব্বে ইতিবৃত্তের অনুশাসন স্মরণ করা কর্ত্তব্য নয় কি? প্রাচীন গ্রীস্ ও মিশরের [illegible] ক্রীট দ্বীপের [illegible] বৈজ্ঞানিক অদ্ভুত সৌধও জড়-বাদের ভিত্তির উপরেই গঠিত ছিল। শিক্ষা ও সভ্যতাভি-মানী জনসমাজ [illegible] বৈষ্ণবাচার্য্যবরের পাদ-পদ্মে আত্মোৎসর্গ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই মানবজাতি

[illegible]ত্তিক মঙ্গলদায়ক [illegible] [illegible]র প্রেরণা পাইবে। কৃষ্ণ ও কার্ক মেবেরী বস্ত্র [illegible] নবসভ্যতার পরমোৎকৃষ্ট পরিণতি। ইহার [illegible] আচরণ করিলে মানবের অপূর্ণ-জ্ঞান-প্রসূত সভ্যতার [illegible]তম বিকাশ ও জড়শক্তি বা মা[illegible]-শক্তির (নিরর্থক আস্ফালনের) কপর্দ্দকমূল্যহীনতাই প্রতিপন্ন করিবে।

প্রতিজ্ঞাপালন

যাঁহাদের ধারণা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম আমাদের দেশকে নির্ব্বীর্য্য করিয়া ফেলিয়াছে, তাঁহাদিগকে গঙ্গা বংশীয় উৎকল সম্রাট্ প্রতাপরুদ্রের জীবনী পাঠ করিয়া স্বীয় ভ্রম অপনোদন করিতে বলি। আমরা তাঁহার জীবনী লিখিতে বসি নাই—কেবলমাত্র তাঁহার সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্পর্ক-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

একদিন মহারাজ প্রতাপরুদ্র বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে বলিলেন, "আমি শুনিলাম যে আপনার গৃহে গৌড়দেশ হইতে সমাগত এক মহাপুরুষ অবস্থান করিতেছেন; তিনি নাকি মহাকৃপাময়, আপনাকে বহু কৃপা করিয়াছেন। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার আমাকে তাঁহার দর্শন লাভ করাইবেন"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সমস্তই সত্য, কিন্তু আপনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভবপর নহে। তিনি বিরক্ত সন্ন্যাসী, নির্জ্জনে অবস্থান করেন, স্বপ্নেও রাজদর্শন করেন না, তথাপি কোনও উপায়ে তাঁহার দর্শন লাভ করাইবার ব্যবস্থা করিতাম কিন্তু সম্প্রতি তিনি দক্ষিণদেশে গমন করিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন, "তিনি জগন্নাথ ছাড়িয়া গমন করিলেন কেন?" সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য [illegible]লেন,—মহান্তের এই এক লীলা—

"তীর্থ পবিত্র করিতে করে [illegible] ভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন॥
বৈষ্ণবের হয় এই এক স্বভাব নিশ্চল।
তেঁহো জীব নহেন, হ'ন স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥

বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জীব নহেন, তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তথাপি প্রচ্ছন্নরূপে ভক্তাবতার হইয়া ভক্তের স্বভাব প্রদর্শন করিয়াছেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি তাঁহাকে যাইতে দিলেন কেন? তাঁহার পায়ে ধরিয়া, যত্ন করিয়া রাখিলেন না কেন?"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তিনি স্বয়ং স্বতন্ত্র ঈশ্বর, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তিনি কাহারও অধীন নহেন। তথাপি তাঁহাকে এখানে রাখিবার জন্য মহাযত্ন করিয়াছি; কিন্তু ঈশ্বরের স্বতন্ত্রভাব, তাঁহাকে রাখিতে পারি নাই।"

রাজা বলিলেন, "আপনি বিজ্ঞ, আপনি যখন তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিতেছেন, তখন আমিও তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিলাম। মহাজনবাক্যে বিশ্বাসেই রাজার মঙ্গল ও ভক্ত্যুদয় হইল। তিনি আরও বলিলেন, "তিনি পুনরায় এখানে আসিলে একবার তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া নয়ন সফল করিব।"

শ্রীচৈতন্যদেব পুরীতে ফিরিয়া আসিলে রাজা তাঁহার রাজধানী কটক হইতে প্রভুদর্শনাভিলাষে পুরী আগমন করিয়া সার্ব্বভৌমের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন, "আমি মহাপ্রভুকে অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি রাজদর্শন করিতে সম্মত হইলেন না। আমি পুনরায় নিবেদন করিলে তিনি শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যাইবেন।"

প্রতাপরুদ্র সাধারণ লোক ছিলেন না, তাঁহার প্রতাপে দুর্জ্জয় যবনগণও তাঁহার প্রতি বন্ধুভাব দেখাইতে বাধ্য হইত। যখন তিনি ধারণা করিলেন যে, এক প্রতাপরুদ্র ভিন্ন সমস্ত জগৎকে প্রভু ধন্য করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন প্রতাপরুদ্রও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীমন্মহা-প্রভুকে দর্শন করিয়া, তাঁহার সেবাধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইবেন। তিনি বলিলেন,—

তাঁ'র প্রতিজ্ঞা—মোরে না করিবে দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য, কিবা দেহ,—সব অকারণ॥

সার্ব্বভৌম রাজার এ'ভাব কখনও দেখেন নাই; তিনি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন :-

"মহারাজ, আপনি বিষণ্ণ হইবেন না, আপনার প্রতি প্রভু নিশ্চয়ই [illegible] হইবেন, কারণ তিনি ভক্তপ্রেমাধীন।"

অবশেষে পরামর্শ হইল যে রথযাত্রার দিন, যখন মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া রথের অগ্রে নৃত্য করিয়া প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিবেন সেই সময় রাজা দীনবেশে রাস পঞ্চাধ্যায় পড়িতে পড়িতে একলা সেখানে যাইয়া মহাপ্রভুর চরণ ধারণ করিবেন। কারণ প্রেমময় প্রভুর বাহ্যজ্ঞান থাকিবে না এবং কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া রাজাকে বৈষ্ণবজ্ঞানে আলিঙ্গন করিবেন।

পরে [illegible] [illegible]কে জানাইলেন যে, [illegible] না হইলে তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষা [illegible] অবলম্বন করিবেন। সমস্ত ভক্ত [illegible] হইয়া মহাপ্রভুকে সেই কথা বলিলে তিনি বাহ্য [illegible] প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের সকলেরই যদি এই ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমাকে কটকে লইয়া গিয়া রাজার সম্মুখে [illegible] কর। পরমার্থ দূরে যাইবে, লোকে নিন্দা [illegible]। বাহিরের লোকের কথা [illegible] থাকুক, দামোদরই আমাকে তুচ্ছ করিবে। শুধু তোমাদের আজ্ঞায় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি না, যদি দামোদর মিলিতে বলে, তাহা হইলেই [illegible] প্রভুর এই বাক্যে অনেক গূঢ় অর্থ আছে [illegible] [illegible] [illegible] অনেক [illegible] [illegible], এই কারণে দামোদরের এই প্রবৃত্তি [illegible]।

অবশেষে স্থির হইল যে [illegible] প্রভুর [illegible] [illegible] দেওয়া হইবে। প্রতাপরুদ্র সেই বস্ত্র পূজা করিলেন। তিনি সেই বস্ত্রখণ্ডকে প্রভুর সহিত [illegible] জ্ঞান করিতেন।

পরে রামানন্দ রায়ও শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রতাপরুদ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

প্রভু কহে, "আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি।"

রায় বলিলেন যে মহারাজ পরম বৈষ্ণব। প্রভু উত্তর করিলেন :-

যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান।
তাঁহারে মলিন কৈল এক রাজা নাম॥

পিতা ও পুত্র এক বলিয়া অবশেষে প্রভু রাজপুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন।

জগন্নাথের রথযাত্রার সময় রাজা সম্মার্জ্জনী হস্তে সেবা করায় শ্রীমন্মহাপ্রভু, তাঁহার প্রতি কৃপা করিলেন এবং রাজাকে তাঁহার রহস্য জ্ঞাপন করিলেন। কাশীমিশ্র ও সার্ব্বভৌম রাজার প্রতি প্রভুর কৃপা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

পরে নৃত্য করিতে করিতে প্রভু রাজার অগ্রে পতনোন্মুখ হওয়ায় রাজা তাঁ'কে ধারণ করিলেন, তখন তাঁহার বাহ্য দশা ফিরিয়া আসায় তিনি রাজস্পর্শ হওয়ার জন্য ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিলেন। রাজার ভয় হইল, সার্ব্বভৌম তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন যে—

তোমার উপরে প্রভুর সুপ্রসন্ন মন।
তোমা লক্ষ্য করি' শিখায়েন নিজগণ॥

নৃত্য ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভু সগণে উপবনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনি প্রেমাবেশে পড়িয়া রহিলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব একাকী বৈষ্ণববেষ ধারণপূর্ব্বক ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন। প্রেমাবেশে প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া কৃপা করিলেন। এইরূপে ভগবান্ ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

আমার গোড়ায়ই গলদ

(শ্রীযুক্তা স[illegible] [illegible] দেবী)

(১)

শৈশবের পর একবিন্দু প্রাকৃত জ্ঞান লাভ করিতে করিতে কি যেন একটা বিষয় অহর্নিশই আমার মনের মধ্যে লাগিয়াই আছে, [illegible] [illegible] আমি কিছুমাত্র সুখ, বা স্বস্তিও উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। সেটা কি? বিচার করিয়া দেখিলাম, [illegible] [illegible] অভাব ও [illegible] অভাব। এই অভাবের [illegible] [illegible] [illegible] লাভ করিয়াছি, তাহার [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] ঘটল আমার অধিকার করিয়াছে।

[illegible] [illegible] [illegible] হই, [illegible] [illegible] কোন সন্ধান করিতে [illegible] বা [illegible], আমি [illegible] ভুল করিয়া [illegible] [illegible] আমার [illegible] বিরক্তভাবে উল্লাস করিলে [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] পুঞ্জীকৃত হইয়া [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] ধনবিশেষ। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গৌরবাদিও, সেগুলের নাম [illegible]। ঐ [illegible] [illegible] ভাণ্ডারী আমি, তজ্জন্যই শ্রদ্ধা [illegible] আমার [illegible] [illegible]।

সাধু, [illegible] এবং শ্রীশ্রীগুরুমুখে শ্রদ্ধাদেবীকে সর্ব্বাগ্রে বন্দনা করিবার [illegible], তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে ভক্তিদেবীর চরণাশ্রয় করিবার ত' উপায়ই নাই; তাঁহাকে বাদ দিয়া সাধন-ভজনও বাতুলতা ভিন্ন আর কিছু নহে।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

[illegible] শিক্ষায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

সকল ছাড়িয়া ভাই, শ্রদ্ধা দেবীর গুণ গাই,
যার কৃপা ভক্তি দিতে পারে।

মহাপ্রামাণিক গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, শ্রদ্ধা শব্দে শাস্ত্রে কহে সুদৃঢ় বিশ্বাস। অতএব সাধু, গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে যাহার এক বিন্দুও বিশ্বাসই হইল না, তাহার আর কি করিয়া সাধন ভজনের প্রয়াস! মূলে আমার

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রহ্মপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, সরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, সরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীহচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপরবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই সভ্যাবাসে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলানন্দ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, বেদপাঠী শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুব্রত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিভূষণ ডাক্তার ব্রহ্মচারী কুঞ্জবিহারী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমধুব্রত ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র-

মাউগাছি, জাহ্নগর, বৰ্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা।

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বৰ্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসদানন্দ

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গোস্বামিপাদপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীদানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়াডাঙ্গা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরঘুনাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীপাদ তীর্থ দেবব্রত।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বহু প্রাচীন শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ বেগ রোয়াড, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি গভস্তিনেমি মহারাজ, শ্রীনারায়ণচন্দ্রদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

৫০ খানি গৃহ ভস্মীভূত

গত ৩০শে এপ্রিল অপরাহ্নে আগুন লাগিয়া রাগরপলি গ্রামের ৫০ খানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। অগ্নি নির্ব্বাপনের বহুবিধ চেষ্টা করা হইয়াছিল ; কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ ডেপুটী কমিশনারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে।

ট্রেণ দুর্ঘটনা

গত ২রা মে উল্টাডাঙ্গা ও দমদম জংসনের মধ্যে এক ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। জনৈক মুসলমান রেল লাইনের উপর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে চলিতেছিল, সেই সময় একখানি ট্রেণ আসিয়া পড়ায় সে ট্রেণ চাপা পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মারা গিয়াছে। লোকটির নাম ধাম কিছুই জানা যায় নাই।

বাঙ্গলার রাজনীতিক বন্দীদের তালিকা

রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে করাচী কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কমিটীর কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তীকে বাঙ্গালার যে সমস্ত দণ্ডিত ও বিচারাধীন রাজনীতিক বন্দী এখনও জেলে আছেন, তাঁহাদের তালিকা প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। তদনুসারে তিনি প্রথম তালিকা বোম্বাইয়ে মিঃ নরম্যানের নিকট পাঠাইয়াছেন। উহাতে রাজবন্দী এবং হিংসামূলক কার্য্য ও ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে দণ্ডিত ও বিচারাধীন বন্দিসহ রাজনীতিক বন্দীদের মোট সংখ্যা ৬ শত ৫৩। ৬ জন বন্দীর অপর এক ক্ষুদ্র তালিকা আমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত জয়রাম দাস দৌলতরামের নিকট পাঠান হইয়াছে। ঐ বন্দিগণ রাজদ্রোহ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে নাম মাত্র হিংসার অভিযোগে দণ্ডিত হইয়াছেন ; সুতরাং তাঁহারা সন্ধি সর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত। এখনও বন্দীদের সংখ্যা সংগ্রহ করা হইতেছে ; সুতরাং তালিকা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

চিড়িয়াখানায় চুরি

আলিপুর চিড়িয়াখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে চুরি করিবার চেষ্টার অভিযোগে বলাই নামক ধরা পড়ে। পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাহার প্রতি তিন মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বহরমপুর জেলে রাজবন্দীদের অনশন ধর্ম্মঘট

বহরমপুর জেলে শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের বন্দীরা প্রায় এক সপ্তাহ ধরিয়া অনশন ধর্ম্মঘট করিতেছেন। সংবাদটির সত্যতা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। অনশনের কারণ অজ্ঞাত।

স্কুলবিতাড়িত ছাত্রগণ ও শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত

জে, এম, সেনগুপ্ত দার্জ্জিলিংয়ে লাটের সহিত আলোচনার কালে শিক্ষা বিভাগের সার্কুলার প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। উক্ত সার্কুলারে রাজনীতিক কার্য্যের জন্য বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত ছাত্রদিগকে পুনরায় ভর্ত্তি করিবার পূর্ব্বে তাহাদের এবং অভিভাবকদের প্রতিশ্রুতি দাবী করা হইয়াছিল।

শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্ত চট্টগ্রাম হইতে এক টেলিগ্রাম করিয়া লাটকে ঐ বিষয় স্মরণ করাইয়া দেন।

উহার উত্তরে লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্তকে জানাইয়াছেন যে এক মাস পূর্ব্বে উক্ত সার্কুলার প্রত্যাহৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে প্রচলিত আদেশ অনুযায়ী কেবল ছাত্রগণকে তাহারা যে বিদ্যালয়ে পুনরায় ভর্ত্তি হইবে, উহার নিয়ম-প্রণালী পালনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে হইবে।

রেঙ্গুনে বিদ্রোহীদের সহিত সংঘর্ষ বহু হতাহত

গত ২৭শে এপ্রিল একদল পুলিশ হেনজাদায় নয়জন বিদ্রোহীর সম্মুখীন হয়। একজন বিদ্রোহী ধৃত হয় এবং আর একজন আত্মসমর্পণ করে।

২৮শে এপ্রিল কাইক্লার নিকট এক দল বাহিনীর সহিত ৩০ জন বিদ্রোহীর সংঘর্ষ হয়। ফলে ৬ জন বিদ্রোহী নিহত, দুইজন ধৃত ও বহু আহত হয়। বন্দুক ও ইউনিফরম লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং বহু সম্পত্তি উদ্ধার করা হইয়াছে।

বহু স্থান হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে বিদ্রোহী চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—সীমান্ত অতিক্রম করিয়া অপর জেলাসমূহে প্রবেশ করিতেছে। টাইক্কির ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গত ২৯শে এপ্রিল কোথায়ার নিকট এক বিদ্রোহীর শিবির আক্রমণ করিয়া দুইজন বিদ্রোহীকে নিহত করিয়াছেন ও একটী বন্দুক কাড়িয়া লইয়াছেন। আরও অনেক জেলা হইতে ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

প্রবঞ্চনার চেষ্টায় আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন

চাঁদ বুক ডিপোর পক্ষের উকিল শ্রীযুত মনোজ কুমার লাহিড়ী রঘুনাথ তেওয়ারির বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ৪২০।৫১১ ধারানুসারে (প্রবঞ্চনার চেষ্টা) জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, কে, বিশ্বাসের কোর্টে মামলা রুজু করিয়াছেন। অভিযোগ, আসামী নিজেকে চাঁদপুর বুক ডিপোর মালিক বলিয়া পরিচয় দিয়া কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের নিকট উক্ত ডিপোর যে সিকিউরিটির টাকা জমা আছে তাহা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আসামী পূর্ব্বে উক্ত ডিপোর একজন কর্ম্মচারী ছিল, এক্ষণে ১৯৫।১ নং হ্যারিসন রোডস্থ ভারতী পুস্তকালয়ের মালিক।

ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষ্য শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন করিয়াছেন। আসামী নিজেকে নির্দ্দোষ বলিয়াছে।

মামলা ১৬ মে পুনরায় শুনানী হইবে।

উটাকামণ্ডে লর্ড উইলিংডন

প্রকাশ, বড়লাট লর্ড উইলিংডন আগামী আষাঢ় মাসে সস্ত্রীক উটকামণ্ডে যাইবেন।

আদালতে 'বিবেকানন্দ'

বিবেকানন্দ ওরফে এস. সি. মিত্রকে গোয়েন্দা পুলিশ আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে সোপর্দ্দ করে। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, যে ইউরোপীয় ভদ্র ও ভদ্রমহিলাদের নামে কুৎসাপূর্ণ চিঠিপত্র প্রেরণ করিত ও তাঁহাদের মধ্যে অবৈধ প্রণয় আছে বলিয়া প্রচার করিত।

আসামী বর্ণনায় বলে যে, লোকা বাজানই তাহার পেশা। বড় বড় হোটেলে ঐরূপ করা হইয়া থাকে সুতরাং তাহার কোনও দুষ্টবুদ্ধি নাই।

পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ১০৭ ধারা অনুযায়ী ১ বৎসর জন্য একশত টাকার চুক্তি জামীন মুচলেকা দিতে আদেশ দিয়াছেন, অন্যথায় তাহাকে এক বৎসর সশ্রম কারাবাস করিতে হইবে।

বৃদ্ধ মুসলমানের শোচনীয় মৃত্যু

চড়িবাড়ী পুলিশ থানার এলেকাধীন রাজনগর খেলার মাঠের নিকটেই অদ্য প্রাতে সকালবেলা মস্তক বিহীন এক মৃতদেহ দেখা যায়। প্রথমতঃ মৃত দেহের কোন সনাক্তই করা যায় নাই।

পুলিশ সংবাদ পাইয়াই ঘটনাস্থলে গমন করে, পরে মৃতব্যক্তির স্ত্রী ঐ মৃতদেহ সনাক্ত করে। পার্শ্ববর্ত্তী বস্তির নিবাসী জনৈক মুসলমান ধনী ধান্য ব্যবসায়ীরই ঐ মৃতদেহ। উক্ত ব্যবসায়ী তাহার খরিদ্দারগণের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে বাহির হইয়াছিল। পরে যখন সে বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করে তখন এই দুর্ঘটনা হয়। তাহার নিকট হইতে টাকা লুট করিবার জন্যই তাহাকে খুন করা হইয়াছে, কারণ তাহার নিকট টাকার থলিয়াটী পাওয়া যায় নাই।

এ সম্পর্কে জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই কিম্বা মৃতদেহের মস্তকটিও পাওয়া যায় নাই।

পরলোকে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য এম. সি. সান্যাল

ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য এবং ডি, জে, সিন্ধু কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুত এম, সি, সান্যাল গত ৩০শে এপ্রিল হৃদ্রোগে মারা গিয়াছেন। বহু দিবস হইতেই তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন।

এই নিদারুণ মৃত্যুসংবাদে স্থানীয় বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হইয়া যায়।

বাঁকুড়া জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলন

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বাঁকুড়া জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে যোগদান করিতে ৩০শে এপ্রিল পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাকে সাড়ম্বর সম্বর্দ্ধনা করিয়া সম্মিলনের মণ্ডপে লইয়া যাওয়া হয়। জেলার সকল স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মিলনের প্রতিনিধিগণ স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং উপস্থিত বহু সংখ্যক মহিলা তাঁহাকে "বন্দেমাতরম্" আওয়াজ জাতীয় ধ্বনিদ্বারা সাদর অভ্যর্থনা জানান।

[illegible] পতাকা, [illegible], ছবি এবং অন্যান্য সাজ সজ্জা [illegible] মণ্ডপে আসিয়া [illegible] সুভাষচন্দ্র সমবেত নরনারীকে অভ্যর্থনার জন্য বিনীত [illegible] জানাইয়া বলেন—যে যতটুকুর জন্য [illegible] আছে, সে সম্বন্ধে কর্ত্তব্য [illegible]।

[illegible] ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড [illegible] বাঁকুড়া [illegible]।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

-:০:-

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—২৩শে বৈশাখ বুধবার—১৩৩৮

স্থানীয় প্রসঙ্গ

নদীয়ার সুযোগ্য পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গুহ মহাশয় তাঁহার বর্ত্তমান কর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে কতিপয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। সুতরাং শিক্ষাবিভাগে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তিনি গত ২৭শে এপ্রিল শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনিষ্টিটিউট পরিদর্শন করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত তাহা সানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

"Visited the Thakur Bhakti-Vinode Institute to-day. The school is barely a month old and class x is yet to be formed. The number on the rolls is 166, out of which about half belong to the moslem community. This is satisfactory. There are three graduates on the staff and the second Pandit is a Mahammadan. The Head Master Sj. Bhakti Pradip Tirtha Maharaj is an erudite scholar and a saintly character. He has proved his mettle in this line of his choice elsewhere for quite a number of years. I am glad that such a man has been placed at the helm of the School. For it is really the helmsman that often saves a boat from foundering.

The sponsors of the Institute, I am told, intend to impart to the boys moral and religious instruction as part of the daily curriculum of studies. This is meant to be a safe-guard against boys going astray. Vocational training, too, will follow suit, in due course. And it is vocational education that is the crying need of the hour.

What lends an additional charm to the school is the salubrious climate of the place. In fact it seems to me to be the one spot in this part of the country like an oasis in a desert—that is free from the scourge of malaria.

Under such happy auspices this infant institution will, I doubt not, one day and that at no distant future, be a model of its kind and serve as an example for others to follow. If morning shows the day, success of the school is assured.

Sd/—Hem Chandra Guha
Supdt. of Post Offices
Nadia Division
Camp—Sree Mayapur
Dated the 27th April, 1931.

অনুবাদ—আমি অদ্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট পরিদর্শন করিয়াছি। স্কুলটীর আয়ুঃ এখনও একমাস পূর্ণ হয় নাই এবং এখনও ১০ম শ্রেণী (ফার্ষ্ট ক্লাশ) খুলিবার বাকী আছে। ইহার মধ্যেই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ১৬৬ জন হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক ছাত্রই মুসলমান, ইহা সন্তোষ জনক। শিক্ষকগণের মধ্যে ৩ জন গ্রাজুয়েট এবং দ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয় মুসলমান। স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ একজন দেবচরিত্র, সুবিজ্ঞ মনীষী। তিনি পূর্ব্বে অনেক বৎসর এই কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া এই কার্য্যে তাঁহার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি এই প্রকার ব্যক্তিকে স্কুলের কর্ণধাররূপে নিযুক্ত দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। কারণ, অধিকাংশ স্থলে কর্ণধারই তরীকে সলিল-সমাধি হইতে রক্ষা করেন।

আমি শুনিয়া সুখী হইলাম যে, স্কুলের ধর্ম্মযাজক কর্ত্তৃপক্ষগণ দৈনন্দিন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই প্রকার শিক্ষাপ্রণালী বালকদিগকে বিপথগমন হইতে রক্ষা করিবে। কালক্রমে ব্যবসায়োপযোগী শিক্ষাও এই বিদ্যালয়ে অনুসৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্ত্তমান সময়ে এই প্রকার শিক্ষারই বিশেষ প্রয়োজন পড়িয়াছে।

বিদ্যালয়টী আরও একটী বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাহা এই যে, যে-স্থানে বিদ্যালয়টী সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা অতীব স্বাস্থ্যকর। আমার বিবেচনায় ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত নদীয়া জেলার মধ্যে এই স্থানটী মরুভূমির মধ্যস্থ ওয়েসিসের (উর্ব্বরভূমির) সদৃশ অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার করাল কবল হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত।

এইরূপ শুভ লক্ষণে এই নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টী যে অনতিবিলম্বেই আদর্শবিদ্যালয়রূপে পরিণত এবং অপরাপর বিদ্যালয়ের আদর্শস্থল হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রারম্ভই ভবিষ্যতের অবস্থাজ্ঞাপক; সুতরাং এই বিদ্যালয়টীর সাফল্য সুনিশ্চিত।

স্বাক্ষর—হেমচন্দ্র গুহ
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ পোষ্ট অফিসেস্
নদীয়া ডিভিসন্
শ্রীমায়াপুর
তারিখ ২৭শে এপ্রিল, ১৯৩১

শোক-শাতন

(ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম)

অনেক স্থান হইতেই বিসূচিকা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। তত্তৎ স্থানের অধিবাসিগণের মধ্যে কেহ পুত্রের শোকে, কেহ কন্যার শোকে, কেহ পিতার শোকে, কেহ মাতার শোকে, কেহ ভ্রাতার শোকে, কেহ ভগিনীর শোকে, কেহ স্বামীর শোকে, কেহ স্ত্রীর শোকে, কেহ বা একাধিক স্বজনের শোকে অধীর হইয়া কাতর-ক্রন্দন-রোলে চতুর্দ্দিক বিষাদ-কালিমায় লিপ্ত করিতেছে।

কেহ ব্যথার ব্যথী সাজিয়া দুই চারিটী সান্ত্বনা-বাক্য প্রয়োগ দ্বারা শোকানল আরও বৃদ্ধি করিতেছে। সুতরাং ক্রন্দনের উচ্চরোল আরও ঊর্দ্ধদেশে প্রধাবিত হইতেছে। মৃতব্যক্তি স্বজনের সুখ-শান্তির জন্য যে-সকল চেষ্টা করিয়াছে, তাহা শোককারীর স্মৃতিপটে জাগরূক থাকিয়া তাহাকে আরও মুহ্যমান করিতেছে। ঐ সকল উপকার আর না পাইবার চিন্তা হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া কালসর্পের ন্যায় পুনঃ পুনঃ দংশন করিতেছে। কোন কোন প্রচ্ছন্ন শত্রু মিত্রের বেষে আগমন করিয়া মৃতব্যক্তির গুণাবলী কীর্ত্তন করত শোককারীর শোক সহস্রগুণে বর্দ্ধিত করিতেছে।

এই যে শোকাগ্নি সহস্র সহস্র শিখায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, ইহা প্রশমনের উপায় কি? অনেকেই হয় ত' বলিবেন, সময় আসিলে উহা আপনিই নির্ব্বাপিত হইবে, উহার জন্য চিন্তা না করিয়া মহামারী যাহাতে ধ্বংস হইতে পারে, তাহার নিমিত্ত উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের ভোগ্য (?) এই বসুন্ধরা হইতে মহামারীকে বিতাড়িত করিবার নিমিত্ত কর্ম্মিগণ অনন্তকাল যাবৎ কত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, কত যত্ন করিতেছেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। এই দুরারোগ্য ব্যাধি কিছুতেই জগৎ ত্যাগ করিয়া যাইবে না; কর্ম্মবাসনার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে উহা থাকিবেই। তাহা হইলে কি মানব অনন্তকাল শোকজ্বালায় জর্জ্জরিত হইবে? তাহার ভাগ্যে কি শান্তি নাই; দুঃখভোগের নিমিত্তই কি তাহার সংসারে আগমন? এই প্রশ্নের উত্তর ত' অনেকেই দিতেছেন, কিন্তু পাশের নম্বর ত' তাঁহাদের কেহই পাইতেছেন না, কারণ তাঁহাদের উত্তর সমীচীন হইতেছে না, তাঁহাদের চঞ্চল মনের ছাঁচে গড়া, আধ্যক্ষিকজ্ঞানের অর্থপুস্তকলব্ধ উত্তর বিশ্লেষণে (Experiment) অযৌক্তিকত্ব প্রাপ্ত হইতেছে।

রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুপ্রপীড়িত প্রাণিগণের মঙ্গলের নিমিত্ত অবতীর্ণ অভিন্ন-ভগবৎকলেবর শ্রীমদ্ভাগবতই উপস্থিত প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রদান করিয়াছেন; ঐ প্রশ্নের উত্তর ভবরোগ-মহৌষধ প্রয়োগ দ্বারা মানবগণকে নিত্য, শাশ্বত, নিরবচ্ছিন্ন শান্তির রাজ্যে উত্তোলনার্থই অহৈতুক-কৃপাময় পুরাণরাজের প্রণয়ে প্রকট-লীলা। আসুন পাঠক মহোদয়গণ, আমরা নিষ্কপট-আর্ত্তি-দর্শনীসহ ভব-রোগ বৈদ্যরাজের চরণে প্রণত হই এবং দেখি, তিনি শোক-শান্তির কি ব্যবস্থা প্রদান করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—"ভাই, তুমি যাহার জন্য শোক করিতেছ, সে ত' অমর

কোন পদার্থ নহে ; সে যে বস্তু, তাহা ত' তোমার দর্শনের সৌভাগ্য হয় নাই, সে যে জিনিষ আশ্রয় করি য় তোমার নিকট ছিল, তাহার সেই নশ্বর শরীরটী ত' এখনও তোমার নিকট রহিয়াছে ; তুমি ত' তাহার এই শরীর ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাও নাই. তবে তুমি শোক করিতেছ কেন? এই শরীরটীকে সংরক্ষণ করিলেই ত' তুমি যাহাকে আত্মীয় ভাবিয়াছিলে, সে তোমার নিকট রহিল।

তুমি হয় ত' বলিবে,—এই শরীর ত' পচিয়া যাইবে ; কিন্তু ভাই, এই বৈজ্ঞানিক যুগে তুমি ত' রসায়নশাস্ত্রের সাহায্যে তোমার জীবন কাল পর্য্যন্ত এই জিনিষটীকে তোমার নিকট রাখিতে পার, কিন্তু ভাই, তুমি তাহা ইচ্ছা কর না। কারণ যদিও এই শরীরের প্রতিই তোমার মমতা ছিল, সেই মমতার মূলীভূত কারণ, এই শরীর চলিয়া ফিরিয়া তোমার সুখ-সুবিধার জন্য অনেক কার্য্য করিতে পারিত ; কিন্তু এখন তাহা করিতে পারিতেছ না, তাই তোমার এই শরীরের প্রতি আদর নাই ; তবে যদিও তুমি এই শরীরের শরীরীকে দেখিতে পাও নাই, তথাপি সে তোমার জন্য যে সকল কার্য্য করিয়াছে, সেই স্মৃতি তোমাকে শোকাভিভূত করিতেছে। তোমার শোকের মূলীভূত কারণ, যে জিনিষ তোমার নহে, সেই জিনিষকেই তুমি তোমার বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছ।

যে জিনিষ চলিয়া গিয়াছে, তাহা আর পাইবার উপায় নাই ; সুতরাং তাহার জন্য শোক করা বৃথা, কারণ তাহাতে কোন উপকার ত' হইবেই না, বরং শোকাঘাতে তোমার শরীরটীও নষ্ট হইবে। সুতরাং শোক পরিত্যাগ করাই পণ্ডিত-ব্যক্তির উচিত,—এই শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত নীতিশাস্ত্র তোমাকে বলিতেছেন,—

নষ্টে মৃতে অতিক্রান্তে নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ
পণ্ডিতানাঞ্চ মূর্খানাং বিশেষোঽয়ং যতঃ স্মৃতঃ ॥

কিন্তু এই উপদেশে তোমার শোকজ্বালা নির্ব্বাপিত হইতেছে না ; কারণ তোমার মনকে তুমি বশীভূত করিতে পারিতেছ না সে প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার শোকাগ্নির ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া দিতেছে। ভাই, যদি শোকের জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাও, যদি কখনও আর দুঃখভোগ করিতে না চাও, যদি সর্ব্বক্ষণ শান্তিসাগরে ভাসমান থাকিতে চাও, যদি তোমার ন্যায় সন্তপ্ত সকলকেই শোকাদির কবল হইতে উদ্ধার করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে তোমার পরিচয়, যাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ, তাহার পরিচয় এবং তাহার সহিত তোমার প্রকৃত সম্বন্ধ জানিতে হইবে। তাহা হইলে জগদ্বাসী সকলেরই পরিচয় তুমি জানিতে পারিবে এবং এই পরিচয় পরিজ্ঞাত হইলে তোমার শোক আপনা হইতেই দূরে পলায়ন করিবে। কারণ এই পরিচয়ের জ্ঞানাভাবে শোক তোমার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে।

যে তুমি শোক করিতেছ, সেই 'তুমি কে?' সর্ব্বাগ্রে তাহার বিচার করা যাউক। তুমি তোমার শরীরটী নহ, কারণ তোমার মৃত্যুর পর তোমার শরীরটী যখন ধরাশায়ী থাকিবে, তখন যদি ঐ মৃতদেহের সম্মুখে তোমার ঐ দেহের সম্পর্কে যাহারা স্বজন, এরূপ সহস্র ব্যক্তিরও মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে উহা এক বিন্দুও শোক করিবে না—একটুও অশ্রুপাত করিবে না। তোমার ভিতরে যাঁহার অবস্থিতির নিমিত্ত তুমি এখন চলাফেরা করিতেছ, বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করিতেছ, তিনি জীবাত্মা। এই জীবাত্মা নিত্য, সুতরাং তাঁহার জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি কিছুই নাই।

পরম করুণাময় পরমেশ্বর জীবাত্মাকে একটী স্বতন্ত্র ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। এই স্বতন্ত্র ইচ্ছার সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার তাঁহার আয়ত্ত ; তিনি ইচ্ছা করিলে ইহার সদ্ব্যবহার দ্বারা নিত্যকাল অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পরম প্রেমে সেবা-সুখ লাভ [illegible] পারেন, অথবা অসদ্ব্যবহারের ফলে নিজে সেবার আসন গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কর্ম্মজগতে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। যখন কর্ম্মজগতে প্রবিষ্ট হ'ন, তখন কর্ম্ম তাঁহাকে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করায়।

যে প্রকার ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য সুবর্ণাদিবস্তু কখনও পুরুষের নিকট, কখনও স্ত্রীলোকের নিকট, কখনও হিন্দুর নিকট, কখনও মুসলমানের নিকট, কখনও খৃষ্টানের নিকট, কখনও ব্রাহ্মণের নিকট, কখনও ক্ষত্রিয়ের নিকট, কখনও বৈশ্যের নিকট, কখনও শূদ্রের নিকট, কখনও রাজার নিকট, কখনও প্রজার নিকট, কখনও ধনীর নিকট, কখনও নির্ধনের নিকট গমন করে, সেই প্রকার কর্ম্মফাঁস-বাধ্য জীবাত্মা স্বীয় কর্ম্মবশে দেবতা-নর-পশু-পক্ষী-তির্য্যগাদি যোনি পরিভ্রমণ করিয়া কখনও পুরুষ দেহ, কখনও বা স্ত্রীদেহ লাভ করে এবং কখনও হিন্দু, কখনও মুসলমান, কখনও খৃষ্টান, কখনও ব্রাহ্মণ, কখনও ক্ষত্রিয়, কখনও বৈশ্য, কখনও শূদ্র, কখনও রাজা, কখনও প্রজা, কখনও ধনী, কখনও দরিদ্র, কখনও পশু, কখনও পক্ষী, কখনও মৎস্য, কখনও কীট, কখনও পতঙ্গ ইত্যাদি নানা অবস্থায় নানা প্রকার পরিচয় প্রাপ্ত হয়। এই অনাদি সংসার-প্রবাহে পতিত হইয়া কয়েক দিনের জন্য এই বদ্ধজীব অন্য বদ্ধজীবের সহিত বন্ধু, বিবাহাদি দ্বারা সম্বন্ধীকৃত জ্ঞাতি, শত্রু, মিত্র এবং শত্রু ও মিত্র ব্যতিরিক্ত মধ্যস্থ প্রভৃতি সম্বন্ধ স্থাপন করে। কিন্তু যাহাকে পুত্র বলিয়া চুম্বন করা যাইতেছে, মৃত্যুর পর সে স্বীয় কর্ম্মবশে কোন যোনি প্রাপ্ত হইবে এবং তাহার সহিত ইহ জন্মের পিতৃাভিমানীর আর কোনও জন্মে দেখা হইবে কি না সন্দেহ। যদিও বা কর্ম্মের বেড়াজালে সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে কি সম্বন্ধে সাক্ষাৎকার হইবে, তাহারও ঠিক নাই।

ইহ জন্মেও দেখা যাইতেছে, যাঁহার সহিত তোমার কোনও দিনের আলাপ ছিল না, [illegible] দিন প্রথমে আলাপ হইতেই দৈহিক সম্পর্কে উভয়ে উভয়কেই বড় আপনার জন বলিয়া আলিঙ্গন করিলে। তোমার ভাগ্যের জীবনট্রেণ তাহার গন্তব্য ষ্টেসনে পৌঁছিল, অমনি তিনি তোমাকে ছাড়িয়া চলিলেন। তাঁহার সহিত তোমার সম্বন্ধ কয় দিনের ভাই?

জন্মান্তরের কথা বাদ দিলে ইহ জন্মেও যে এক জীবের সহিত অন্য জীবের সম্বন্ধ নিতান্ত অনিত্য, তাহার আর একটী উদাহরণও দেখাইতেছি। ভাই ইহ জীবনে পশ্বাদি জীবের সহিত অন্য জীবের সম্বন্ধ কি নিত্য? যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে যে কাল পর্য্যন্ত সে বস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকে, শুধু সেই কাল পর্য্যন্তই সেই বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-স্থাপয়িতার মমতা কেন? সম্বন্ধ তিরোহিত হইলে আর মমতা থাকে না কেন?

ভাই, পূর্ব্বোক্তভাবে যোনিগত সম্বন্ধযুক্ত হইলেও জীব নিত্য ; যেহেতু বস্তুতঃ দেহাদিই জন্মিয়া থাকে। জীবের জন্ম স্বীকার্য্য নহে। জীব নিরহঙ্কৃত অর্থাৎ আমি ইহার পুত্র বা কন্যা—ঈদৃশ অভিমানশূন্য। জীব কর্ম্মবশে যাবৎকাল পর্য্যন্ত যাহার সহিত যোনিগত সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে, সেই কাল পর্য্যন্তই সেই ব্যক্তির ঐ জীবের সহিত সম্বন্ধ বর্ত্তমান। মৃত্যুর পর আর সম্বন্ধ থাকে না। যিনি তোমারই ন্যায় চলন্ত ট্রেণে পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং তাঁহার ভ্রমণকাল শেষ হইলে অবতরণ করিতেছেন, সেই ট্রেণের যাত্রীর জন্য এই প্রকার অজস্রধারাযুক্ত হইয়া শোক করা কি বিবেকীর কার্য্য?

জীবাত্মা—নিত্যবস্তু ; কেন না ইহার ক্ষয় বা বিনাশ নাই। তিনি শূন্য অর্থাৎ জন্মাদিশূন্য এবং উৎপত্তি বা জন্মশীল দেহাদির আশ্রয়, স্বয়ংই দেহাদি নহেন। তিনি স্বতঃ-প্রকাশ-স্বরূপ এবং প্রভু বা সমর্থবান্ হইয়াও নিজ মায়াগুণে আপনাকে নানারূপে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই আত্মার কোন প্রিয় বা অপ্রিয় নাই—স্ব কিংবা পর কেহ নাই। তিনি এক অর্থাৎ সুহৃদাদিতে আসক্তিরহিত এবং হিতাহিতকারী মিত্র ও শত্রুবর্গের বিচিত্রবুদ্ধির দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষী মাত্র। আত্মা সুখ বা দুঃখ অথবা কর্ম্মফল-জনিত সাক্ষাদি কিছুই গ্রহণ করেন না। তিনি কারণ ও কার্য্যের দ্রষ্টা এবং দেহাদি-পারতন্ত্র্যশূন্য হইয়া উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তুমি যাহাকে তোমার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত চেষ্টান্বিত, তিনি তোমার করায়ত্ত নহেন, তিনি তাঁহার কর্ম্ম-পক্ষে ভর করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন। অতএব তাঁহার দেহাদির পরিত্যাগে শোক করা কিছুতেই উচিত নহে।

ভাই, অভাবের রাজ্যে স্বভাব খুঁজিয়া পাইবে না। সুতরাং জড় বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবের রাজ্যে গমন কর। স্বভাবের রাজ্যে তুমি অণুচিৎ, নিত্য সত্য এবং মুক্ত। এই রাজ্যের এক-চ্ছত্র সম্রাট্ স্বয়ং ভগবান, তিনি নিত্য, পূর্ণ, মুক্ত এবং তিনিই তোমার একমাত্র সেব্য। সুতরাং নিত্যকাল তাঁহার নিত্যসেবার অধিকারী হইতে চেষ্টা কর, সেই অধিকার পাইলে দেখিতে পাইবে, আর কেহ তোমার গলায় জন্মমরণমালা পরাইতে পারিতেছে না। আর শোকাদি তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। তুমি অমৃতের সন্তান এবং অমৃত-সাগরের নব-নবায়মান শান্তি-ফেনযুক্ত ঊর্ম্মিমালায় নৃত্য করিতেছ। স্বভাবের রাজ্যে বিপ্রলম্ভভাবে কৃষ্ণান্বেষণই তোমার নিত্য স্বভাব।

ভ্রম-সংশোধন

গত ৫১ সংখ্যায় নদীয়া-প্রকাশ ৪র্থ পৃষ্ঠার তৃতীয় স্তম্ভে ২১শ পংক্তিতে "মনের কার্য্য" শীর্ষক প্রবন্ধে "মনের নিয়ামকত্বে" স্থলে "মনের সম্পাদকত্বে" হইবে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয় স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২।০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১।০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১।০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী শ্রীবক্তৃ-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-বিলাস অচিন্ত্যমাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, জীবের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ-ভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১।০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড [illegible] বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি [illegible] ভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সযুক্তি শাস্ত্রপ্রমাণ সহিত লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সাজাইয়া সঙ্কলিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—[illegible]—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ রু বাঁধাইতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১।০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের পাঠ লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস গোস্বামী মহারাজের যত্নফলে এই গ্রন্থটি উদ্দীপ্ত হইয়াছে। সংস্কৃত সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা ভূষিত করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সরল ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলার বৈশিষ্ট্য, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ।০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ে যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড় বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত স্তবগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চারিভাষ্যস্থ প্রমাণ, সাধব ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ⁄০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

অর্চ্চপঞ্চক

শ্রীল গোবাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কয়েকটি সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তত্ত্ব, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রামাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বৈদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, নাটকসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড় গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সারাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতায় বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উদিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রিকায় দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

নিখিল বঙ্গনারী সম্মেলন

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন

গত শনিবার সন্ধ্যাকালে কলিকাতা টাউন হলে নিখিল বঙ্গ-মহিলা-সম্মিলনীর দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী দ্বিতীয় দিনেও সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় নারী-সমাগম পূর্ব্বদিনের অনুরূপ ছিল। সভার প্রারম্ভে কুমারী শান্তি দাস 'আমি আশা করি বাঙ্গলার নারীরা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার পরিচয় দিবেন' —গান্ধীজীর এই বাণী পাঠ করেন।

গৃহীত প্রস্তাবসমূহ

এই সভায় ৭টি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। তন্মধ্যে ৬টি প্রস্তাব সম্বন্ধে বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে যে আলোচনা হইয়া গিয়াছে, এই সভা তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া যথাযথ ভাবে গ্রহণ করেন। ৭ম প্রস্তাব লইয়া সভায় একটা বাদানুবাদের সঞ্চার হয়। কুমারী শান্তি দাস, প্রসিদ্ধা গ্রন্থরচয়িত্রী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, স্বর্গীয়া শ্রীযুক্তা লীলা মিত্র, লৌহজঙ্গের খাতুন, বগুড়ার শ্রীযুক্তা প্রিয়বালা দেবী, মেদিনীপুরের নিগৃহীতা মহিলা শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী ও হাওড়ার শ্রীযুক্তা নারসী মজুমদার প্রভৃতি মহিলারা প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১ম প্রস্তাবে নির্যাতিতা নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, দ্বিতীয় প্রস্তাবে বীরতর্পণ, তৃতীয় প্রস্তাবে বন্দীদের মুক্তির দাবী, চতুর্থ প্রস্তাবে দেশের সমুদয় প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে নারীদিগের ও পুরুষদিগের তুল্য নির্ব্বাচনাধিকারদাবী, পঞ্চম প্রস্তাবে স্বতন্ত্রনির্ব্বাচনের নিন্দা করা হইয়াছে এবং ষষ্ঠ প্রস্তাবে নারী জাতির প্রগতি-বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই ষষ্ঠ আলোচনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া তদ্বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে।

১। সেবিকাদল গঠন। এই দল সত্যাগ্রহ প্রচার বিদেশী পণ্য বর্জ্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ, চরকা প্রচলন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

৪। ব্যায়াম ও সাহিত্য চর্চ্চার জন্য ক্লাব বা আখড়া স্থাপন।

এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার মানসে ৭ জন সদস্যকে লইয়া একটী কমিটী গঠন করা হইয়াছে।

সপ্তম প্রস্তাব

সপ্তম প্রস্তাবে বলা হয় যে সাম্প্রদায়িক কলহ ভারতের কলঙ্কবিশেষ সুতরাং জাতির মধ্য হইতে এই সাম্প্রদায়িকতার বিষ দূর করিতে হইলে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা ও আদান প্রদান আবশ্যক এবং তাহার সম্ভব করিতে হইলে ১। অস্পৃশ্যতা নিবারণ ২। জাতিভেদ দূরীকরণ। ৩। ভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত বিবাহে বাধা না দেওয়া। ৪। ভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নরনারীর সহিত একত্র আহার।

দুই দলে বাদানুবাদ

এই শেষোক্ত প্রস্তাব অবলম্বনে সভায় বাদবিবাদের সৃষ্টি হয়। গোঁড়া-দলের পক্ষে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ও নবদলের পক্ষে কুমারী শান্তিদাস এই বাদানুবাদে যোগদান করেন।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী বলেন যে, আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের বন্ধন স্থাপিত করিলেই সাম্প্রদায়িক বিবাদের নিরাকরণ হইবে না। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলেই এই প্রকার বিবাহ যে ঘটিবে এমন কোন কথা নাই। সাম্প্রদায়িক মিলন মিটাইতে হইলে হয় হিন্দুদের ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে অথবা মুসলমানদের হিন্দু হইতে হইবে। তাহা যখন সম্ভব নহে তবে এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্যও সম্ভবপর নহে। পাশ্চাত্য দেশের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী বলেন যে, ঐসকল দেশে বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে কোন বাধা নাই। তথাচ তথায় কলহের সঞ্চার হয় কেন? দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীর বিরোধের কথা উল্লেখ করেন।

কুমারী শান্তি দাস উত্তরে বলেন যে, এই প্রস্তাব বাধ্যতামূলক নহে। এতদ্দ্বারা শুধু নারীদিগকে স্বামী বাছিয়া লইবার জন্য অনুমতি দেওয়া বুঝাইতেছে। সামাজিক শাসনে থাকিয়া স্বেচ্ছাকৃত বিবাহবন্ধনে অনেক নারীর জীবন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্তমিশ্রণ ঘটিলে জাতি পুরুষজাতি হইয়া উঠিবে। তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ কালক্রমে অপসৃত হইতে পারে।

সংশোধিত প্রস্তাব গৃহীত

অতঃপর উক্ত সংশোধন প্রস্তাব ভোটে উঠিলে উহার পক্ষে ৮০ ও বিপক্ষে ৪৩টী হওয়ায় গৃহীত হয়

শেষ দিনের অধিবেশন

গত ৩রা মে রবিবার বঙ্গীয় নারী-সম্মিলনীর অধিবেশন শেষ হইয়াছে। এই দিবস সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী প্রাতঃ ৮টার কিছু পরেই সভামণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। এই দিবস সভার প্রারম্ভেই শ্রীযুক্তা সেনকরী রায় মৈমনসিংহে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের প্রতি আক্রমণের প্রতিবাদ করিয়া যে প্রস্তাবটী সভানেত্রীর নিকট পাঠান হইয়াছে তাহার আলোচনা হইতে পারে কি না, সভানেত্রীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ব্যক্তি বিশেষের নাম উল্লেখ করিয়া কোন বিষয় আলোচনায় আপত্তি জ্ঞাপন করেন। তাহাতে শ্রীযুক্তা রায় এবং আরও ৮ জন মহিলা সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যা'ন। এই দিনের অধিবেশনে সর্দ্দার বাল্য-বিবাহ নিরোধ আইনটী সমর্থন করিয়া ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্যে

করিবার নিমিত্ত একটী প্রস্তাব অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হয়। অতঃপর বহু বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, পণপ্রথা ও পণগ্রহণ প্রথার নিবারণকল্পে একটী প্রস্তাবও গৃহীত হয় কিন্তু বাল্যবিধবাদের পুনরায় বিবাহ প্রথা চলিতে পারিবে। তৎপরে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রস্তাবটী সংশোধিত হইয়া গৃহীত হয়। স্ত্রী-পুরুষের নৈতিক চরিত্রের আদর্শ সমান হওয়া বিষয়ক একটী প্রস্তাব, ঔষধ ব্যতীত মদ্য ব্যবহার বন্ধ এবং বেশ্যালয় বন্ধ করার একটী প্রস্তাব, আর্থিক দিক দিয়া নারীদের স্বাবলম্বন সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব, কংগ্রেসের দলাদলি অবসান সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব, রাষ্ট্রীয় মহাসমিতির নির্দ্দেশানুসারে জাতীয় আন্দোলনে বহুসংখ্যক নারীর যোগদানের নিমিত্ত একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

আগামী অধিবেশন

বঙ্গীয় নারীদের মহাসম্মেলনের আগামী অধিবেশন মেদিনীপুরে হইবে।

শোয়েডাগণ প্যাগোডার নবনির্ম্মিত চূড়া

গত ৩০শে এপ্রেল মহাসমারোহে শোয়েডাগণ প্যাগোডায় একটী হীরকখচিত নূতন স্বর্ণচূড়া বসান হইয়াছে এই চূড়াটি নির্ম্মাণে আট লক্ষ টাকার উপর ব্যয় পড়িয়াছে। ব্রহ্মদেশের নানাস্থান হইতে বহু লোক আসিয়াছিল।

গত বৎসর মে মাসে ভূমিকম্পে চূড়াটি নষ্ট হইয়াছিল।

আলবার্ট হলে ডাঃ মুঞ্জের বক্তৃতা

গত শনিবার সন্ধ্যাকালে কলিকাতা আলবার্ট হলে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভার বেশন হইয়া গিয়াছে। ডাঃ মুঞ্জে এই সভায় যুব আন্দোলন ও ভারতে সামরিক-শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভায় বহু নরনারী উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষা পদ্ধতির রূপ

পরিশেষে ডাঃ মুঞ্জে বলেন যে, তিনি এ বিষয়ে একটি স্কিম রচনা করিয়াছেন। এই স্কিম তিনি ভারতের সকল প্রদেশের লোকদের নিকটে উপস্থাপিত করিবেন। তিনি বলেন যে বাঙ্গালায় অভিভাবকগণ যেন বেশ বিবেচনা করিয়া দেখেন যে, এদেশের যুবকদিগের সামরিক শিক্ষা দেওয়ার উপযোগিতা কত বেশী।

অতঃপর সভাপতি ও বক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর অতি শান্তিতে সভাভঙ্গ হয়।

বক্তৃতা শেষে ডাঃ মুঞ্জে বলেন, যে, তিনি সরকারকে জানাইবেন যাহাতে ভারতে সামরিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন ঘটে। তিনি বাঙ্গালী যুবকদিগের লক্ষ্য করিয়া বলেন যে বাঙ্গালার যুবকরা যেন দেখাইতে প্রয়াস পা'ন যে, তাঁহারা ইংরাজ যুবকের সহিত শৌর্য্যে সমকক্ষ হইতে পারেন। বাঙ্গালীরা যেন বাঙ্গালায় একটি সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে প্রয়াস পা'ন। সরকার যদি অর্থ সাহায্য না করেন তাহা হইলেও যেন বাঙ্গালীরা স্বীয় উদ্যমে এখানে উক্ত প্রকার একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ জন্য অবশ্য কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে। যে বাঙ্গালার দানী সম্প্রদায় যাদবপুর কলেজের ন্যায় বিরাট প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ একটি সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন করা অসম্ভব নহে।

কলিকাতায় মে দিবস উৎসব

গত ১লা মে তারিখে কলিকাতায় শ্রমিকগণ কর্ত্তৃক মে দিবস উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পুলিস উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তজ্জন্য পুলিস তাহারা ২০১, হ্যারিসন রোডে বঙ্গীয় চটকল শ্রমিক সঙ্ঘের অফিসে ৭ ঘণ্টাকাল খানাতল্লাস করিয়া শ্রমিকদের প্রতি মে-দিবস উৎসব পালনের অনুরোধসূচক সমস্ত ইস্তাহার লইয়া গিয়াছে শ্রমিকগণ উহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া পরদিন উৎসব পালন করে। অপরাহ্নে বঙ্গীয় চটকল শ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক মিঃ আবদুল মমিনের সভাপতিত্বে ময়দানে মনুমেণ্টের নিকটে এক সভা হয়। উহাতে কলিকাতার প্রায় সমস্ত শ্রমিক সঙ্ঘ যোগদান করিয়াছিল।

শ্রীধাম মায়াপুর গৌরাঙ্গ-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:o:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—২৪শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার—১৩৩৮

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, দার্জ্জিলিংবাসিগণের বিশেষ আগ্রহে গত ২০শে বৈশাখ ৩রা মে রবিবার দার্জ্জিলিং মেলে দার্জ্জিলিংএ যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, এম, এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ সর্ব্বচরণ ভক্তিবিজয় প্রভৃতি।

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থমহারাজ, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম, শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুপাদের পাদপদ্ম সন্দর্শনার্থ রাণাঘাট ষ্টেশনে পূর্ব্বাহ্ণেই উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ রাণাঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রভুপাদের গলদেশ পুষ্পমাল্যে বিমণ্ডিত করিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণত হইলেন এবং অন্যান্য সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

কৃষ্ণনগর ভাগবত প্রেসের রক্ষক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিবার বাসনায় রাণাঘাটে আসিয়া প্রভুপাদের সহিত মিলিত হ'ন।

অহৈতুক কৃপাময় বৈষ্ণবগণের কৃপার অবধি নাই। তাঁহারা নানা ছলে জীবগণের মঙ্গল বিধানের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু পামরগণ তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ সঞ্চয় পূর্ব্বক অনন্ত নরকের পথ প্রশস্ত করে।

অমন্দোদয়-দয়াবারিধি শ্রীল প্রভুপাদ ভ্রমণের ছলে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই গমন করিয়াছেন এবং সকল দেশেই মহাবদান্যাবতারী মহাপ্রভুর অমন্দোদয়া দয়ার কথা প্রচার করিয়া জীবমাত্রেরই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

পরিব্রাজকের যেযে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া যদি দেহ-মনোসুখ বর্দ্ধনই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাদৃশ ব্যক্তি 'পরিব্রাজক' নামের অযোগ্য। শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর 'শব্দভ্রামাতি চক্রী-গৌরপি' বলিয়া তাদৃশ ব্যক্তির দেশ ভ্রমণের নিরর্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন

পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরসুন্দরের অনুসরণে সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করিয়া পরিব্রাজকের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি যে যে স্থানে গিয়াছেন, সর্ব্বত্রই জীবের নিঃশ্রেয়সোদয়ের জন্য শ্রীগৌরচরণচিহ্ন স্থাপন, মঠ মন্দিরাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি দ্বারা তত্তৎ জনগণের স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়াছেন।

আজ দার্জ্জিলিং-অধিবাসী তাঁহার পূত পাদপদ্ম-স্পর্শে ধন্য হইল। যাঁহাদের স্মরণমাত্রে জীবের অশেষবিধ মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে, তাঁহাদের পবিত্র পাদপদ্ম দর্শন-স্পর্শনাদির দ্বারা যে আরও কত মঙ্গল ঘটিয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে বলিতেছেন,—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ॥

দার্জ্জিলিং জড়ভোগকামী ব্যক্তিগণের ভোগস্থান বলিয়া পরিচিত। গ্রীষ্মের প্রখর তাপ যখন ভোগী জীবগণকে সন্তপ্ত করে, তখন তাহারা দার্জ্জিলিংএ গমনপূর্ব্বক তাপনিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং তথায় বিচিত্র বিলাসে গা ভাসাইয়া ভোগানলে আরও ইন্ধন প্রয়োগ করেন। শ্রীল গোস্বামী মহারাজ আজ এই সকল ত্রিতাপ-তপ্ত লোকদিগের ভব-তাপ-নিবারণের জন্য শ্রীহরিকথামৃতধারা প্রবাহিত করিয়া তাঁহাদের অশেষ মঙ্গল বিধান করিলেন।

প্রভুপাদের দার্জ্জিলিং-বিজয়ের পূর্ব্বে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ দার্জ্জিলিংএ গমনপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন—এ'সংবাদ পাঠকগণ ইতঃপূর্ব্বেই অবগত আছেন। তাঁহারা প্রভুপাদের অভ্যর্থনার নিমিত্ত বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ [illegible] ভক্তিভূষণ মহাশয় গত ১৭ই বৈশাখ ত্রয়োদশী তিথিতে তাঁহার নবনির্ম্মিত গৃহে সঙ্কীর্ত্তনমুখে প্রবেশ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ তথায় গমন করিয়াছিলেন। গভস্তিনেমি মহারাজ ভক্তিভূষণ মহাশয়ের নবগৃহে প্রবেশের পর তথায় পাঠ-বক্তৃতা দ্বারা শুদ্ধভক্তের গৃহ-প্রবেশ ও ভোগীর গৃহপ্রবেশ এবং গৃহস্থ ও গৃহব্রতের পার্থক্য বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। বক্তৃতান্তে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। ঢাকাবাসী সকলেই গভস্তিনেমি মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

অশরণের শরণ

(শ্রীযুক্তা অপর্ণাদেবী লিখিত)

পথের ধূলায় অন্ধ কেগো,
বন্ধ কাহার পায়ের খেয়া?
পাথেয়বিহীন চির তৃষাতুর
কে রয় রিক্ত পরাণ নিয়া?
শত আশাপাশে বিবশহৃদয়
লালসা-জ্বালার রক্ততাপে,
ছয় বাঘিনীর দাপটে ডরিয়া
কে পুজে সতত 'পুণ্য পাপে'?
আছে গতিবেগ, নাই স্থিতিভূমি
কেগো সাগরের প্রবাহঘাতে?
পথের পঙ্কে কে রয়েছে পড়ি'
কুটিল নিথর অমার রাতে?

ধন-গরিমার জাতি-বিদ্যামদে
উচ্চ মানের উচ্চ স্থলে,
আরোহী প্রবল করেছে কি ঘৃণা
সাম্যবাদের বাক্য ছলে?
ওরে মৈত্রীর অমৃতকামি!
বুকে কি হানিয়া ছুরি
মিত্রতা নামে শত্রুর দল
করেছে কি নিঠুরালী?
উঠাতে গেছিল অমরা পুরীতে
স্বপন-কুসুম গাঁথি,
কালঝঞ্ঝার ঘোর অট্টহাস
নেশেছে কি আশা-ভাতি?
প্রভুশক্তির মোহ-মদিরায়
স্বরাজ-তপন লভিতে গিয়া,
স্বাধীনতা-কামে কেগো পরাধীন?
মায়ার দাস্য বরিয়া নিয়া?
ওরে বঞ্চিত! আয় ছুটে আয়,
বঞ্চনা যদি না লাগে ভালো।
আয়রে তৃষিত, ভাবনা-ব্যথিত,
কাম ত্যজি যদি চাহিস্ আলো॥

মিথ্যা আশার লৌহ-শৃঙ্খল
ক্ষণে ক্ষণে রোষে উঠে কি বাজি'?
যেন, চলিতে চরণে রোধে বন্দীর
কারা-আভরণ-রাজি॥
দেবে না এগুতে, সত্য লভিতে
দীপ্ত কিরণ সহে না আঁখি।
বহু যুগ ধরি' বেঁধেছে সে নীড়,
তিমির গুহায় গুপ্ত থাকি'॥
তবু এস ওগো বিপথ-পান্থ!
হেলায় সুযোগ যায় যে বহি'
ঘনায় অন্তরে আঁধিয়ার নিশা
অস্তারুণের ছটায় মোহি'॥
(হায়) চিরদিনই টানবে জড়ের টানে,
দাস হবে কি প্রভুর 'পরে রাজা?
জল-জঞ্জাল ভরবে শুধু ঝুলি,
এই কি তবে সত্যনিধি খোঁজা?
বলদেবের অমিত বলরাশি
সেতো শুধু ভীরুর তরেই রয়,
বল মাগরে, কাটতে মায়ার জাল,
দৈন্যভরে কর পদাশ্রয়॥

নিজের পরে ভার রেখে নাই ফল—
চিন্তা বোঝা দে' না পায়ের পর।
অশরণের পরিত্রাণের লাগি'
(তাঁর) কমল আঁখি ঝরে নিরন্তর॥
উঠাক্ ঢেউ উছল পারাবার,
নক্র মকর ওঠেই ফোঁসি' যদি
ভয় রবে না শঙ্কাহরণ নামে
শরণ যদি লইয়ে নিরবধি॥
বড় যারা, তাদের অনেক আশা—
উঠবে তারা আরো বহুদূর—
পতিত মোরা, বড়ই দীন জন—
(তাই) প্রভুর কৃপা যাচি নিরন্তর॥

বাস্তব কৃপার স্বরূপ

(শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, বি-এল)

অদূরদর্শী ও স্থূলবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের প্রাকৃত বিচারে 'কৃপা' শব্দের দ্বারা যাহা লক্ষ্য করিয়া থাকেন, সূক্ষ্ম ও তত্ত্বদর্শিগণ কিন্তু সেই প্রকার বিচারের পক্ষপাতী নহেন। আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণের বিচারে যাঁহারা তাঁহাদিগের জাগতিক কোন প্রকার সাময়িক অভাব পূরণ করিতে বা ইন্দ্রিয়তোষণ করিতে সমর্থ, তাঁহারাই কৃপালু বলিয়া পরিচিত। রোগীকে কুপথ্য, নেশাখোরকে নেশার দ্রব্যাদি যোগাইয়া দেওয়াটাই তাহাদের পক্ষে কৃপার কার্য্য বলিয়া বিবেচিত।

তত্ত্বদর্শিগণ বলেন যে, ঐরূপ কৃপা জীবের প্রতি নিষ্ঠুরতা মাত্র। যদ্দ্বারা আমাদের ভাবী অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী, তাহা কৃপা না অভিসম্পাত? যাহা জীবকে আপাত প্রতীয়মান মঙ্গলের আকারে প্রেয়ের পথে চালিত করিয়া পরিশেষে ঘোর অন্ধকার-কূপে এবং নিঃশ্রেয়স্ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে, তাহাকে কিপ্রকারে 'কৃপা' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে?

আমরা সাংসারিক সুখের জন্য কাঙ্গাল। তাই যিনি আমাদিগকে সংসার-সুখের প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন, তিনি আমাদের চক্ষে কৃপালু। কিন্তু সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোথায়? এ সংসার ত' দুঃখভোগেরই স্থান, এখানে আবার সুখ কোথায়? 'সুখ' বলিয়া যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়, তাহা কেবল দুঃখেরই সাময়িক অভাব বা দুঃখেরই পূর্ব্ব সূচনা মাত্র।

এক কথায় যদ্দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয় তোষণ হয়, তাহাই আমাদের নিকট 'কৃপা' বলিয়া বিবেচিত। বদ্ধজীবগণ আমাদিগকে যে কৃপা প্রদর্শনের অভিনয় দেখান, তাহা বাস্তব কৃপা নহে, উহা বঞ্চনা মাত্র। তাঁহাদিগের ঐপ্রকার চেষ্টা-দ্বারা আমাদের কোন দিন চরম মঙ্গল লাভ হইতে পারে না। তাঁহারা নিজেরাই যখন বদ্ধ, তখন অপরকে কৃপা করিবার যোগ্যতা তাঁহাদের কোথায়?

যদ্দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহাই জীবের পক্ষে বাস্তব কৃপা। সেই প্রকার বাস্তব কৃপা একমাত্র শ্রীভগবান্ ও তদীয়গণের নিকট সম্ভব। শ্রীভগবানের কৃপা দুই প্রকারে জীবের উপর বর্ষিত হয়, যথা—অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে। শ্রীভগবান্ বা তাঁহার নিজজনগণ যখন সাক্ষাৎভাবে জীবকে কৃপা করেন, সেইটাই অন্বয়ভাবে কৃপা। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়া অন্বয়ভাবে তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবান্ বা তদীয়গণের বাস্তব কৃপা না পাইলে জীবের ভব-বন্ধন ক্ষয় হওয়া দুঃসাধ্য। "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মায়াদেবী শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গাশক্তি। ইনিই এই দেবীধামের রক্ষয়িত্রী। অনাদি ভগবদ্বিমুখতার ফলে জীব এই দুঃখময় ভবসাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়া সুখদুঃখরূপ যাঁতায় নিষ্পেষিত হইতে থাকে। ভগবদ্-বহির্ম্মুখতা নষ্ট করিয়া জীবকে ভগবদুন্মুখ করিয়া দেওয়াই মায়াদেবীর তাহাকে দুঃখ যন্ত্রণা দিবার তাৎপর্য্য। বদ্ধজীব আমরা এই কার্য্যটীকে নিষ্ঠুরতা বলিয়া থাকি। গুরুবৈষ্ণবের প্রসাদে যদি আমরা জানিতে পারি যে, ভগবদ্বিমুখতাই আমাদের যাবতীয় সাংসারিক দুঃখের মূলীভূত কারণ, তাহা হইলে মায়াদেবীর ঐপ্রকার কার্য্যকে আর নিষ্ঠুরতা বলিয়া ধারণা হয় না; তাঁহার চরম কল্যাণের জন্য মায়াদেবীর ... শ্রীভগবানের ব্যতিরেকভাবে কৃপা।

হরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপা আমাদের উপর নিত্যকালই বর্ষিত। আমরা কিন্তু বাস্তব কৃপা চাই না। তাঁহারা যখন আমাদিগকে কৃপা করিতে আসেন, তখন আমরা আমাদের নিত্য মঙ্গলের পথে বাধা স্বরূপ নিজেন্দ্রিয়তোষণের ব্যাঘাত হইবে জানিয়া তফাতে সরিয়া যাই এবং নানা প্রকার অছিলায় সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট প্রভৃতি দেখাই। ... নিজেকে বঞ্চিত করিয়া থাকি। ... যখন আমাদিগকে জীবের পরম ... প্রেমধন লাভের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ ... বলেন,—"বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়। বিষয়ীর দূর কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়। বিষয়ে আবিষ্ট মন পড়য়ে ভ্রমাণ। স্ত্রী পুত্র মায়াজাল এই সব জান॥ দৈবে কোন ভাগ্যবান্ সাধুসঙ্গ পায়। বিষয় আবেশ ছাড়ি, কৃষ্ণেরে ভজয়॥"—তখন আমরা তাঁহাদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া এবং তাঁহাদের আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদের ভোগানলের ইন্ধন প্রদানে সহায়তাকারী কোন গুরুব্রুবকে কৃপাপ্রদাতা বলিয়া বরণ করিয়া অনন্ত নরকপথের যাত্রী হই।

গুরুবৈষ্ণবের কৃপা অহৈতুকী। বিনা-মূল্যে বিক্রীত দ্রব্যের যেমন গ্রাহকের অভাব, তেমনি গুরু বৈষ্ণবের বাস্তব কৃপা-প্রার্থীরও অভাব। আমার কৃপা চাওয়াটা কেবল কপটতা মাত্র। আমি মুখে মাত্র কৃপা-প্রার্থীর অভিনয় দেখাই, কিন্তু তাঁহারা আমাকে বাস্তব কৃপা দিতে আসিলে ... উহা লইতে অনিচ্ছুক হই। আমি চাই আমার নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তিকে বজায় রাখিয়া গুরু-বৈষ্ণবের কৃপার পাত্র হইতে অর্থাৎ আমার মনোধর্ম্মের ছাঁচে আমি যাহাকে কৃপা বলিয়া ধারণা করিয়াছি, গুরু-বৈষ্ণবের দ্বারা যদি তাহার সমর্থন হয়, যে সকল কুপথ্যের প্রতি মাদৃশ ভবরোগগ্রস্ত ব্যক্তির রুচি, চিকিৎসকের দ্বারা সুপথ্য বলিয়া যদি তাহা সমর্থিত হয়, তবেই আমি তাহাকে কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। এইটাই আমার কাপট্য।

গুরুবর্গের ... গুরু-বৈষ্ণবগণ আমার রুচি ... কুপথ্যের ব্যবস্থা দিয়া ... আমাকে বঞ্চনা করেন না। গুরু-বৈষ্ণবগণই বাস্তব কৃপাপ্রার্থিগণের ...

নিবেদন ..., অনন্তকাল ...

আমি, ...

আমার গোচাকট গল্প

... ইহার একটী ... কীর্ত্তনের মত ...

... তবে এই ছয়টী সম্পূর্ণরূপে ... উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, ... অসৎসঙ্গ ত্যাগ, ... এই ছয়টী গুণ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিতাম— তবে সকল অনর্থ দূর হইত, এবং আমাদের ভয় দূর হইয়া স্বভাবের মধ্যে আসিতেই পারা যাইত। অতএব আমার ত' গোড়াতেই গলদ রহিয়াছে—শ্রদ্ধাহীনতা। যদি কোন ব্যক্তি 'ক' লিখিতে না জানিয়া বড় বড় পুস্তক পড়িতে যায়, তাহা হইতে তাহার যেমন লাভ হয়, শ্রদ্ধাহীন আমার পক্ষেও সাধু বৈষ্ণব এবং শ্রীশ্রীগুরুমুখে রাশি রাশি ভগবৎকথা শ্রবণ, শ্রীধামে বাস ও পরিক্রমা, ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন, শ্রীশ্রীহরিনাম গ্রহণ এবং অর্চ্চনাদি করিয়া লাভ তদ্রূপই হইয়াছে। কোন শিক্ষা, দীক্ষা, তত্ত্ববিজ্ঞান না জানি, তা'তে বিন্দুমাত্র দুঃখ নাই, যদি যথার্থ এই বাক্যটী হৃদয়ে ...

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতু চিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

যাহাতে অনুক্ষণ বিষ্ণুস্মরণ হয়, তাহাই পরবিধি এবং যেকার্য্যে বিষ্ণুবিস্মরণ হয়, তাহাই সর্ব্বতোভাবে নিষেধ বিধি। যদি ইহা সর্ব্বকাল স্মরণ রাখিয়া বিচার পূর্ব্বক প্রতিকূলবিষয়ত্যাগ, সম্পূর্ণ অনুকূল বিষয় গ্রহণ, ভজনে উৎসাহ ও ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াই এই প্রকার নিশ্চয়তা, গুরূপদিষ্ট কার্য্যসম্পাদনে ধৈর্য্য; অসৎজনসঙ্গত্যাগ সাধুবৃত্তি অবলম্বন সহ 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' বাক্যটী পালন করিতে পারি, তবে আমার আর কিসের অভাব থাকে? হে বৈষ্ণবগণ আপনারা কৃপা করুন, যেন আমি আমার প্রধান অভাব শ্রদ্ধাদেবীকে লাভ করিতে পারি।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

পুরী স্বর্গদ্বারস্থিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যহ নিয়মিত প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঠ-কীর্ত্তন হইতেছে। শুদ্ধ ভক্তগণ ভোরে এবং সন্ধ্যা ৭টার সময় মঠে আসিলে পাঠকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে পারিবেন। যাঁহারা ... পুরীতে বায়ু পরিবর্ত্তন করিবার জন্য আসেন ... পাঠকীর্ত্তনাদি ... শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকগণ ... বিনিময়ে কোনরূপ অর্থাদি গ্রহণ করেন না।

আলালনাথের রাস্তা

পুরী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সুযোগ্য চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মিশ্র বি, এল, মহাশয়ের উদ্যোগে এবৎসর আলালনাথের যাইবার রাস্তাটীর উন্নতিসাধন হইতেছে দেখি। আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আমরা আশা করি, আগামী ২ বৎসরের মধ্যেই ঐ রাস্তায় অনায়াসে সকল সময় মোটর গাড়ী এবং অন্যান্য যানাদি গমনাগমন করিতে পারিবে।

শ্রীআলালনাথ শ্রীমন্দির সংস্কার

শ্রীআলালনাথ দেবের শ্রীমন্দির সংস্কার-কার্য্যটী অর্থাভাবে প্রায় ৫ মাসকাল বন্ধ ছিল। সম্প্রতি প্রায় ১৫।১৬ দিন হইল পুনরায় কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই কার্য্যে সম্প্রতি অতি সামান্য কিছু অর্থ সংগৃহীত হইয়া কার্য্য আরম্ভ হইল। দেশবাসী সহৃদয় দানশীল ব্যক্তিগণের নিকট আমাদের একান্ত প্রার্থনা যে, তাঁহারা এই কার্য্য উপলক্ষে যেন নিজ নিজ দেয় ভিক্ষা অতি সত্বর শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী নিত্যানন্দ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ পুরী পোঃ (পুরী) ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন। এই অতি প্রাচীন কীর্ত্তিটী যাহাতে ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, আমরা তজ্জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির বৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে ও ত্রিবর্ণচিত্র সহিত স্থূল অক্ষরে সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়াছে। ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিবৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদিসূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট বিচিত্র সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৪৲ টাকা, আদিলীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাদির অর্থ, বঙ্গানুবাদ, ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৸০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ২৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিপ্রভুর সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—৩ই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৸০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়সূত্র—মহাজন-জীবনী বিচিত্র-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-বিচিত্রা অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের মৌলিক সংযোগ—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমূহ।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কর্ম্ম ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও দৈব বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিশটি সন্দর্ভ রত্নে সুশোভিত। মাত্র ৮০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীল স্বামীপাদ ও বাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিষ্ণুপ্রেম ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন, শ্রীগৌরনামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগৌরসুন্দর-কমল, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যদেব দয়া, লৌকিক ও বৈষ্ণবকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—২ খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৸০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অভিধেয় [illegible] সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজনতত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড [illegible] —বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি [illegible] ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিপাটী [illegible] উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় [illegible] নিবিষ্ট আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, অবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

বঙ্গে বিবরণসহ।

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি ও গোস্বামিগ্রন্থের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ সঙ্কলিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সমন্বয় গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—অবতার—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বাদি পৃথক অধ্যায়ে [illegible] উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ [illegible] বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। [illegible] পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ৪৲ টাকা মাত্র।

শ্রীল দাসগোস্বামি-গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত [illegible] দাস-গোস্বামীর [illegible] খণ্ড শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী [illegible] শ্রীল প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিবৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৸০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীরামানুজাচার্য্য [illegible]। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারক শ্রীরামানুজাচার্য্য প্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করনার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট। ২ খানা একত্রে। ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একখানি গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কেহই অজ্ঞান বা সংশয়ী থাকিবেন না। পরম গুহ্য তত্ত্ব-সমূহ [illegible] পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] হইয়াছেন। আবার [illegible] ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। [illegible] সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রণ[illegible] বিরচিত। [illegible] মহাপ্রভুর কতিপয় [illegible] বৈষ্ণবাচার, [illegible] ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক [illegible] দেখিতে পাইবেন। [illegible] গ্রন্থকর্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত। চতুর্থ সংস্করণ [illegible] দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যপাঠ্য; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল বেদের নির্য্যাস। [illegible] পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিচারগুলির অতি সরল পদ্যে সংক্ষিপ্ত [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও স্বজনগণের পাঠের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সমাজে লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনোপযোগী গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনির্ণয় ও ভগবদ্সেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। নব সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধ শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গানপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাময় ব্যাখ্যা ও মহাজন-গীতি অনুগামোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক পদ্যের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচার-বর্ণন, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমদ্ নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসম্মত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এক নূতন প্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শ জন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে নানা যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ||০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড় গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রভুর বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৷০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

হুগলী জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী

গত ৩রা মে হুগলী হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী সামড় গ্রামে হুগলী জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর পঞ্চম অধিবেশন আরম্ভ হয়। এতদর্থে একটি প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে বহুসংখ্যক শ্রমিক এবং কৃষক এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে রাষ্ট্রনীতিক চেতনা জাগাইবার উদ্দেশ্য লইয়াই অধিবেশনের উদ্যোক্তৃগণ গ্রামে এই অধিবেশনের আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই উদ্দেশ্য সর্ব্বাংশেই সিদ্ধ হইয়াছে।

দারিদ্র্যের ভীষণ বিভীষিকা

বোম্বাইয়ের ৫ই মের সংবাদে প্রকাশ, রামরাও কানাডে নামে এক [illegible] যুবক একখানা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া নিজ ১৪ বৎসর বয়স্কা কন্যা [illegible] ও ১১ বৎসর বয়স্কা কন্যা সুমিত্রাকে অতিরিক্ত মাত্রায় অহিফেন সেবন করাইয়া হত্যা করিয়া নিজে ছোরাদ্বারা আত্মহত্যা করে। পুলিশ দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনজনকেই মৃত অবস্থায় দেখিতে পায়। ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা যায় যে, অতিমাত্রায় অহিফেন প্রয়োগে মেয়ে দুইটী মারা গিয়াছে এবং [illegible]কে-ছোরারদ্বারা আঘাত করিবার ফলে রামরাও [illegible] মারা গিয়াছে। একখানা চিঠি [illegible] গিয়াছে। চিঠিতে এই [illegible] মর্ম্মস্পর্শী মূল বিবরণ [illegible] লিখিতে দেখা হইয়াছে [illegible] অবস্থায় পারিবারিক [illegible] করিয়া থাকা [illegible] কন্যাদ্বয়ের পরিসমাপ্তি [illegible] করিয়াই রামরাও [illegible]

শ্রীযুত সেনগুপ্ত [illegible] সহ মিছিল

[illegible] যে শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন [illegible] এক [illegible] ও [illegible] টি, প্রকাশ্য বিপ্রহরে [illegible] পৌছিলে বিপুলভাবে সংবর্দ্ধিত হ'ন। একটি বিরাট মিছিল সহকারে তাঁহাদিগকে লইয়া যাওয়া হয়। এই মিছিলের পুরোভাগে তিনটি সুসজ্জিত হস্তী গমন করিতেছিল; বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক মিছিলে যোগদান করিয়াছিল। কালিকট তালুক এবং ইউনিয়ন বোর্ডসমূহও স্থানীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে নেতৃবর্গকে মানপত্রের দ্বারা সংবর্দ্ধিত করা হয়।

অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুত সেনগুপ্ত বলেন, কংগ্রেসের শক্তিরোধ করিতে পারে, এমন কাহারও ক্ষমতা নাই। গবর্ণমেণ্টকে কংগ্রেসের নিকট পরিহার স্বীকার করিতেই হইবে। পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত কংগ্রেস নিরস্ত হইবে না।

ব্রহ্মে সাম্প্রদায়িক অশান্তি

গত শুক্রবার রাত্রিতে মৌলমিতে ব্রহ্মবাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তিনজন ভারতবাসী নিহত এবং ৭ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। প্রকাশ, ঐ গ্রামের ব্রহ্মদেশবাসী মোড়ল [illegible] এবং তাহার অনুচরগণ ভারতবাসীদিগকে দা লইয়া আক্রমণ করে। ভারতবাসীরা [illegible] ছুরি [illegible] করিতে চেষ্টা করে। মোড়লকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ব্রহ্মবাসীদের অত্যাচারের ফলে [illegible] টানের [illegible] [illegible] প্রকাশ, এই সব ভারতীয় পরিবার যখন [illegible] ঘরে যাইতেছিল, অতিরিক্ত গরমে একটি সদ্যজাত শিশু পথে মারা যায়। পরদিন শিশুটির মাতাও মারা গিয়াছে।

বিদেশী পণ্য বয়কট

মহাত্মা গান্ধী বোম্বাই কংগ্রেস কর্ত্তৃক প্রকাশিত একটি বুলেটিনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতেছেন, বুলেটিনের চুক্তি অনুসারে কেবল মাত্র বৃটিশ পণ্য সম্পর্কে বয়কট [illegible], সমস্ত প্রকার বিদেশ [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] হবে। বৃটিশ [illegible] ও [illegible] বয়কট করিতে হইবে। মদ্য এবং অন্যান্য মাদক দ্রব্যও বর্জ্জন করিতে হইবে।

লণ্ডনে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও লর্ড আরউইন

লর্ড আরউইনের সঙ্গে এক ট্রেনেই শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে অবতরণ করেন। "র.উ.টারের" প্রতিনিধির নিকট তিনি বলেন, এ সময়ে আমি ভারতীয় অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কোন কথা বলিতে চাহি না। পূর্ব আফ্রিকা সম্পর্কে যে কমিটী বসিয়াছে, তাহার নিকট সাক্ষ্য দিতেই আমি লণ্ডনে আসিয়াছি। কোন তারিখে আমার জবানবন্দী হইবে, তাহা এখনও আমি জানি না। সুতরাং আমি কতদিন লণ্ডনে থাকিব, বলিতে পারি না।

রয়াল এক্সচেঞ্জে সভা

লণ্ডনের রয়াল এক্সচেঞ্জে সভা করিবার জন্য বস্ত্র ব্যবসায়িগণ যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহা ঐ এক্সচেঞ্জের ডাইরেক্টরগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

ভ্রাতৃ হত্যার জন্য আট বৎসর

কুমুদলাল পাল নামে চুঁচুড়ার চণ্ডীতলার একজন মধ্য বয়সী প্রৌঢ় হুগলীর দায়রা জজের এজলাসে তাহার বড় ভ্রাতা, বাবু সুবলচন্দ্র পালকে হত্যা করার অপরাধে আট বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ভ্রাতাদের মধ্যে খুব সদ্ভাব ছিল। ঘটনার দিন সন্ধ্যার পরে কুমুদ বাড়ীর স্ত্রীলোকদের সামনে বসিয়াই মদ খাইতেছিল। সুবল আপত্তি করিলে কুমুদ একখানা কাটারী কুড়াইয়া লইয়া মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর বহু অনুনয় সত্ত্বেও তাহাকে কোপাইয়া খুন করে।

লণ্ডনে লর্ড আরউইনের বিরাট সম্বর্দ্ধনা

গত ২রা মে লর্ড ও লেডি আরউইন লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে তাঁহাদিগকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে। একটি বিশেষ প্লাটফর্ম্ম প্রস্তুত করা হইয়াছিল। সেখানে সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে [illegible] উপস্থিত ছিলেন। [illegible] লর্ড আরউইনের [illegible] অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর লর্ড আরউইনকে একে একে প্রায় ৪০০ লোকের সহিত করমর্দ্দন করিতে হয়। [illegible] যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] লর্ড [illegible], স্যর অতুল চ্যাটার্জ্জী, মিঃ [illegible], মিঃ [illegible], মিঃ [illegible], মিঃ [illegible] প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঘন ঘন আনন্দধ্বনির মধ্যে ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া লর্ড ও লেডি আরউইন ষ্টেশন পরিত্যাগ করেন। [illegible] কিছু সময় বিশ্রাম করিয়া ৪ঠা তারিখে তাঁহারা ইংলণ্ডে [illegible] লর্ড আরউইনের ৯২ বৎসর বয়স্ক পিতা লর্ড হ্যালিফাক্সের সহিত দেখা করিয়া [illegible]

ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে লর্ড আরউইনের অভিমত

রেল ষ্টেশনেই "রয়টার" এর একজন প্রতিনিধি, লর্ড আরউইনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট লর্ড আরউইন বলেন, একথা সত্য যে, ভারতের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। তবে এখনও যথেষ্ট বাধাবিঘ্ন রহিয়াছে। [illegible] অতিক্রম করিতে বেগ পাইতে হইবে না, এমন নয়। তবে শেষ পর্য্যন্ত এই বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতেই হইবে।

"আমি এবং আমার পত্নী মনে করি যে, আমাদের মন এখনও অনেকটা ভারতবর্ষেই রহিয়াছে। কেননা ভারতবর্ষে অনেক বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত আমাদের বন্ধুত্ব হইয়াছিল তাঁহারা সাহায্য সহানুভূতি দ্বারা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন। আমরা কিছুতেই তাঁহাদের কথা ভুলিতে পারিব না।

"আমার ধারণা এই যে, ধৈর্য্য, শুভেচ্ছা, স্পষ্ট চিন্তাধারা সমস্ত বিঘ্নই দূর হইতে পারে। আমি আরও আশা করি, ভারত ও বৃটেনের মধ্যে বোঝাপড়ার প্রকৃত অর্থ যাঁহারা বুঝেন এবং বার বার এই চেষ্টা বিফল হওয়ার কারণ যাহারা উপলব্ধি করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বর্ত্তমান সমস্যার সমাধানে সহায়তা করিবেন।"

টাইমস্ এর মন্তব্য

লর্ড আরউইনের স্বদেশ আগমন উপলক্ষে "টাইমস" সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে, লর্ড আরউইন যে কাজ করিয়া [illegible] তাহার কথা বৃটেনের অধিবাসীরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে।

লর্ড আরউইন বৃটেনের সমস্ত অধিবাসীকে তাহার কাজের কথা ভাল করিয়া জানাইবার সুযোগও করেন নাই; তাই [illegible] কথা না জানিয়া বিগত কয়েক সপ্তাহকাল বৃটেনের অধিবাসীরা লর্ড আরউইনের নিন্দা করিয়াছেন।

"টাইমস" আরও বলিয়াছেন—কেবল বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব হিসাবে ভারতবর্ষ শাসনের দিন আর নাই—একথা বিশেষভাবেই লর্ড আরউইন উপলব্ধি করিয়াছেন।

পরিশেষে "টাইমস" মন্তব্য করিয়াছেন, লর্ড আরউইনই প্রকৃত পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই পথেই ভারতীয় সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

মামলা

গার্ণেন্টে রেলওয়ে পুলিশ বলেন্টিয়ারের উকীল শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসুর পুত্র বীরেন্দ্রনাথ বসুকে শনিবার শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, পি, দাসের এজলাসে হাজির করে। বীরেন্দ্রনাথকে শিয়ালদহ কাগজপত্র লুট সম্পর্কে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কোন সাক্ষী এখনও তাঁহাকে সনাক্ত করে নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে এই সে পর্য্যন্ত হাজতে রাখিবার হুকুম দিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ... কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ষষ্ঠবর্ষ ৫৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা
সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ
দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীমায়াপুর—২০শে বৈশাখ শুক্রবার—১৩৩৮

বিশ্ব-তরঙ্গে

বর্ত্তমানে জগতে কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি রাজনীতি—সকল দিক্ দিয়াই সাংসারিক উন্নতির একটা প্রকাণ্ড সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, উন্নতিপ্রয়াসী সভ্যাভিমানিগণের মধ্যে অনেকেই সংসার জিনিষটা কি, তাহা জানেন না। ভিত্তিহীন তাসের ঘর কতক্ষণ দণ্ডায়মান থাকে?

— —

রোগী অস্ত্রোপচারের ভয়ে ভীষণ কষ্টপ্রদ জীবনবিনাশী ক্ষত পোষণ করিয়া থাকে। চিকিৎসা-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ জনগণ দায়িত্বপূর্ণ চিকিৎসকের আসন গ্রহণ করিয়া রোগীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত অস্ত্রোপচারের পরিবর্ত্তে পচা ঘা'য়ে বাতাস প্রয়োগের ব্যবস্থা-প্রদান দ্বারা রোগীর পঞ্চত্ব-প্রাপ্তির সুযোগ করিয়া থাকে। পূতিগন্ধময় কাম পীড়ায় পীড়িত জনগণের কামবৃদ্ধির সহায়ক সমাজ-চিকিৎসকগণের সহিত পূর্ব্বোক্ত হাতুড়ে চিকিৎসকগণের পার্থক্য কতটুকু?

— —

অনেকের ধারণা—জাতিনির্ব্বিশেষে শুক্রশোণিত সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইলে সংসার শান্তির আগার হইবে। তাহা হইলে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া, পিতা-পুত্রে ঝগড়া, ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়ার সংবাদ প্রত্যহ সংবাদপত্রে স্থান পাইতেছে কেন? এই ঝগড়াই কি শান্তি? সর্ব্ব প্রকার বিবাদের মূল কারণটীর অনুসন্ধান শান্তিদূতগণ পাইয়াছেন ত'?

— —

ভারতের মনীষিগণ, ভারতের মাতৃজাতি এক সময়ে সমগ্র সভ্যজগতের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। এখনও সমগ্র জগৎ ভারতের পারমার্থিকতার নিকট অবনত মস্তক। পাশ্চাত্ত্যদেশের নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসুগণ ভারতের পরমার্থ ধনলাভে সচেষ্ট। এই রত্ন লাভের জন্য সেদিনও লণ্ডনের উচ্চ শিক্ষিত কোনও অধ্যাপক বৈষ্ণব সন্ন্যাসিবেষ ধারণ করিয়াছেন। এ'হেন ভারতকে পাশ্চাত্য জড়-শিক্ষা-সংস্কার ছাঁচে গঠিত করিবার চেষ্টা কি ভারতবাসিগণের পক্ষে প্রশংসার কথা?

— —

যে আমাদিগকে কণ্টকাকীর্ণ কারাগৃহে রুদ্ধ করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে নিষ্পেষিত করিতেছে, আমাদের মধ্যে ভেদনীতির প্রবর্ত্তন করত পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ বাধাইয়া অট্টহাস্য করিতেছে, আমাদিগকে তাহার অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া জীবের যাবতীয় অশুভহরণকারী শ্রীহরির অভয় পাদপদ্ম-সেবাবৃত্তিতে—আত্মার নিত্যানুবৃত্তিতে পৌঁছিতে কিছুতেই দিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। বিজ্ঞাভিমানী সুসভ্য মানবজাতি আমরা আমাদের সেই পরম শত্রু মহামায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া স্বীয় ধ্বংস আনয়নের জন্য বিবিধ উপচারে তাহারই পূজা করিতেছি। ফলে দাসত্ব-শৃঙ্খল আমাদিগকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তররূপে বদ্ধ করিতেছে। কিন্তু এমনই উন্মত্ত আমরা—এ'দিকে আমাদের কাহারও দৃক্পাত নাই। আমরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া—অহিতকে পরমহিত জ্ঞান করিয়া তাহারই আবাহন করিতেছি। এই মহামায়ার পূজা পাশ্চাত্য প্রদেশসমূহে চিরকালই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভারত আজ তাহাদের নিকট হইতে এই দুর্গাপূজা শিক্ষার যে আগ্রহ দেখাইতেছে, তাহা বড়ই দুঃখের, লজ্জার এবং পরিতাপের বিষয়।

— —

সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া পৃথিবীর যাবতীয় অন্ধকাররাশি বিদূরিত করিয়া থাকে। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মজগতেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আজ ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় এই যে, সাগর-বিধৌতচরণ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সমুদিত মূর্ত্তিমান্ সত্যসূর্য্যের কিরণ আজ সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া ভারতের বহির্দ্দেশের অনেক স্থানেও বিকীর্ণ হইয়াছে। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে এই কিরণ সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় অন্ধকার ধ্বংস করিয়া করুণাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—এই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক সকলকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিবে। ইহাতে মাৎসর্য্যান্ধকারের পক্ষপাতী পেচকগণের অসুবিধা হইলেও সজ্জনগণের হৃদয়ে আনন্দ-তরঙ্গ নব-নবায়মানভাবে উদ্বেলিত হইবে সন্দেহ নাই।

প্রার্থনা

(কুমারী শ্রীবাসন্তীদেবী, প্রয়াগ)

না মাগি সুন্দর কায়, অর্থে মনঃ নাহি ধায়
ভোগসুখে চিত্ত রত নহে।
ঈশ্বর এ বর দি'ন ভক্তি থাকে চিরদিন
মোর যেন ধর্ম্মে মতি রহে॥
ব্যাধিহীন কলেবর শুদ্ধ মতি নিরন্তর
হ'লে আর অভাব কি আছে?
যে সুখে সময় যাবে, ধনী কি সে সুখ পাবে
চিন্তা তার সদা যার কাছে॥
দয়ার সাগর সর্ব্বগুণাকর
যিনি অখিলের স্বামী।
যাঁহার ইচ্ছায় জীব সমুদয়
জন্ম মৃত্যু অনুগামী॥
তাঁর প্রতি মন করিয়া অর্পণ
সদা কাল হব সবে॥
পেয়েছ যখন মানব-জনম
সুদুর্ল্লভ যাহা ভবে॥
যে পেয়েছে আঁখি দেখিতে কি বাকি
আর তার কিছু আছে?
মহিমা তোমার প্রকট প্রচার
সদা রয় তার কাছে॥
ওহে দয়াময়! কি করিব স্তব
মানস-তিমির হর।
অজ্ঞান নাশিয়া জ্ঞান বুদ্ধি দিয়া
আমারে কৃতার্থ কর॥

আশাবধিং কো গত

নিঃস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং
লক্ষং সহস্রাধিপো।
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতি-
শ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতি-
র্ব্রাহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং পুনঃ পুনরহো
আশাবধিং কো গতঃ॥

আশার অবধি নাই। ধনহীন ব্যক্তি শতমুদ্রার কামনা করে; যাহার শতমুদ্রা আছে, সে সহস্রমুদ্রার অভিলাষ করে। সহস্রমুদ্রাশালী লক্ষমুদ্রা লাভের ইচ্ছা করে। লক্ষাধিপ রাজ্য এবং রাজা সার্ব্বভৌম-পদ বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। সম্রাট্ আবার ইন্দ্রত্ব, ইন্দ্র ব্রহ্মত্ব এবং ব্রহ্মা বিষ্ণুর পদের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। কি আশ্চর্য্য! সকলেই ক্রমশঃ উচ্চ পদ লাভের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অভিলাষ করিয়া থাকেন; কিন্তু আশার অবধি কোনদিনই কেহ দেখেন নাই। আশা-পিশাচী এমনি কুহক জানে যে, সকলেই উন্মত্ত হইয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হয়, কিন্তু আশা কোনদিন কাহাকেও ধরা দেয় না।

শুক্রশোণিতের পরিণাম স্বরূপ এই যে শরীর, ইহা মৃত্যুর আস্পদ, গুরুতর শোকের আশ্রয় এবং ব্যাধিসমূহের বিশ্রামস্থল। ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানব ইহা সম্যগ্রূপে অবগত হইয়াও আশার তাড়নায় অবিদ্যা-সাগরে নিমজ্জনপূর্ব্বক স্ত্রীসংসর্গ কামনা, পুত্র-কামনা, বিত্তকামনা প্রভৃতির বশীভূত হইয়া অশান্তচিত্তে অবস্থান করে।

আশা-পিশাচী প্রলোভন দেখাইয়া একটী রমণীর পশ্চাতে আমাকে লইয়া চলিল। কিছুক্ষণ পরে ঐরমণী নিজস্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিল অর্থাৎ যে রক্তমাংসের পিণ্ড চেতন-সংযোগে আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহার চেতনতা অন্তর্দ্ধান করিল এবং একটী শব মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন সেই শবটীই যেন অনুরাগান্ধ আমাকে উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল,—ওহে মোহান্ধ মানব! যাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছিলে, সেই আমি ত পড়িয়া রহিয়াছি, তবে সম্মুখে আসিতে ভয় পাও কেন?

"আমার একটী পুত্র হউক"—এইরূপ আশাগ্রস্ত হইয়া অশেষ কষ্টভোগ করিলাম। পরে যদি একটী পুত্র জন্মিল, তবে তাহার উৎকট ব্যাধি হইয়া অনেক দুঃখ প্রদান করিল। সেই দুঃখের অবসান হইলেও পুত্র যদি অবিনয়ী, মূর্খ বা দুরাচার হয়, তবে তাহার মূর্খতা নিবন্ধন সর্ব্বদাই দুঃখভোগ অনিবার্য্য। যদি কোনরূপে পুত্রের মৃত্যু হয়, তবে ত দুঃখের অবধি নাই।

'আশা' নাম্নী একটী নদী আছে, উহা মনোরথরূপ সলিলে পরিপূর্ণা, তৃষ্ণারূপ তরঙ্গে সমাকুলা, মোহের আবর্ত্তে সুদুস্তরা এবং অত্যুচ্চ চিন্তাতটে নিরন্তর ভীষণা। উহাতে বিষয়ানুরাগরূপ ভয়ঙ্কর জলচর প্রাণিগণ সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, বিতর্করূপ বিহঙ্গকুল অনবরত উহাতে বিচরণ করিতেছে এবং উহার উত্তুঙ্গ তীরদেশে ধৈর্য্যরূপ বৃক্ষসকল স্রোতোবেগে সর্ব্বদা উৎপাটিত হইতেছে। বিশুদ্ধচিত্ত যোগিশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণই ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া পরপারে গমন-

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা পুরাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠবাসে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠির কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ মহাকরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযামুনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নলিনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মঠ-মধ্যবাসে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সম্প্রদায়-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। সম্পাদক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্রার্পণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ হরগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, সেবাপূজারী শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার বাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃতভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণবাল্লভী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীসুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই. বি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জামগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীবাসবিকার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতাদি গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলগাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক - শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পাঁচকীর পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাতাসন, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অগস্ত্যকুণ্ডপুরা, কাশী।

গোস্বামিপাদপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীযামুনাচার্য্যজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীবংশীবট কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঝুমরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম জীবন খেতরিয়া

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রাধেশ সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, নেত্র

এখানে বহু পুরাতন শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ কেণ ব্লাজার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি গর্ভস্থ-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণলক্ষণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

কেন গান্ধীজী খদ্দর-পাগল

গত ৫ই মে সন্ধ্যায় মহাত্মা গান্ধী একটী ভারতীয় সবাক ফিল্‌ম্ কোম্পানীতে আবার তাঁহার বাণী প্রদান করেন।

তিনি বলেন,—লোক জিজ্ঞাসা করে, কেন আমি খদ্দর-পাগল। সাত লক্ষ গ্রাম আছে; তন্মধ্যে বহু সংখ্যক গ্রাম অদ্ধাশনে বাস করিতেছে। বৎসরের মধ্যে প্রায় ছয় মাস গ্রামবাসীদের কোন কাজ থাকে না। তাহাদের জন্য অতিরিক্ত কিছু কাজ খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক। আমাদের তাহাদিগকে কিছু কাজ দিতেই হইবে। এই কাজ হইতেছে সুতাকাটা। সুতাকাটা যদি সকল গ্রামে প্রবর্ত্তিত করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের খদ্দর পরিধান করা স্বাভাবিক।

চীন অভিমুখে বৃটিশ রণতরী

প্রকাশ, বৃটিশ ক্রুজার "ভিণ্ডিক্‌টিভ" নানকিং অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছে। তথায় বৈদেশিকের বিশেষ অধিকার পরিত্যাগের প্রশ্ন লইয়া গোল বাধিয়াছে। নানকিং হইতে "রয়টার" এর সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, চীনের গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত মামলায় কোন না কোন পক্ষে বিদেশীরা আছেন, সেই সমস্ত মামলার বিচার সম্পর্কেই নূতন নিয়ম প্রচার করিয়াছেন। নূতন নিয়ম অনুসারে তাহাদিগকেই "বিদেশী" বলিয়া গণ্য করা হইবে। যাহারা ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বিশেষ অধিকার ভোগ্য কোন না কোন বিদেশী জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল, এরূপ বিদেশী ব্যক্তিদের বিচার ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাস হইতে চীনা আদালতেই হইবে। তবে কয়েকটি বিশেষ স্থানের জন্য—যেমন সাংহাই, টীনসিন, মুগদেন ও ক্যাণ্টনের জন্য বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈদেশিক সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার করা হইবে।

চট্টগ্রামের ছয়টি মেল ব্যাগ লুঠ
ডাক হরকরা গুরুতররূপে জখম

নারায়ণ চর, মহলছর ও অন্যান্য পোষ্ট অফিসের ছয়টি মেল ডাক ব্যাগ রাঙ্গামাটি পোষ্ট অফিসে আনিবার সময় পথিমধ্যে রাঙ্গামাটি হইতে ১১ মাইল দূরে ৬।৭ জন লোক কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত এবং ডাকহরকরাগণ গুরুতররূপে জখম হইয়াছে।

ব্যাগগুলির ভিতর যাহা ছিল সমস্তই অপহৃত হইয়াছে, কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। তিনজন মুসলমান ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিল তাহাদের সাহায্যে ডাক হরকরাগণ তিন ব্যক্তিকে ধরিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহারা আততায়ী বলিয়া অনুমিত হয়। তাহাদের নিকট কতকগুলি নোটের অর্দ্ধাংশ পাওয়া গিয়াছে। পোষ্ট অফিস সমূহের ইন্‌সপেক্টার ঘটনাস্থলে গিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে পিকেটিং

বোম্বাইয়ে পতাকা দিবসের উৎসবে বহু লোককে কংগ্রেস সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। প্রকাশ প্রায় ২০০০ হাজার সহকারী সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ২০০ শত সামরিক স্বেচ্ছাসেবক নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। এখানে আর লোকের প্রয়োজন নাই। সোমবার হইতে প্রায় শতাধিক সেবিকা প্রত্যহ বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিতেছে। জুনমাস হইতে কংগ্রেসের বুলেটিন বাহির হইবে আশা করা যায়। বোধহয়, যে মাসের শেষেই স্বেচ্ছাসেবক দলের ক্যাম্প প্রস্তুত হইবে।

গয়লার বাড়ীতে ডাকাতি

গত শনিবার রাত্রে বশোহর জেলার মনিরামপুর পোষ্টঅফিসের একজন ধনী গয়লার বাড়ীতে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় কুড়ি জন ডাকাত বন্দুক লইয়া বাড়ী আক্রমণ করে। বাড়ীর লোকেরা বাধা দিতেও শীঘ্র আহত হইয়া পড়ে। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা নগদে ও গহনায় তিন হাজার টাকা লইয়া চম্পট দেয়। গৃহবাসীদের একজন ভীষণভাবে আহত হইয়াছে।

ঘুসুড়ীতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড
দমকলের লোক জখম

কয়েক দিবস গত হল সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় হাওড়ার অন্তর্গত ঘুসুড়ীর পাটকলের গুদামে আগুন লাগে।

কলিকাতার দমকলের ঘাটিতে এই খবর পৌঁছিলে অবিলম্বে ৭ খানা দমকল প্রেরিত হয়। দমকলের লোকেরা সমস্ত রাত্রি ধরিয়া আগুন নিভাইতে চেষ্টা করে।

রাত্রি আন্দাজ ১১॥ ঘটিকার সময় বাড়ীর প্রকাণ্ড দেওয়ালের অধিকাংশ হঠাৎ ধ্বসিয়া পড়ে, ইহাতে দমকলের লোকদের মধ্যে অত্যন্ত আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। দমকলের একজন লোক সামান্য রকম জখম হয়।

মেসার্স এণ্ডরু ইউল কোম্পানী এই পাটকলের ম্যানেজিং এজেণ্ট। বাড়ীর জন্য ক্ষতির পরিমাণ প্রায় লক্ষ টাকা বলিয়া শোনা যায়, গুদামের মালের কত ক্ষতি হইয়াছে জানা যায় নাই। কিভাবে আগুন লাগিল তাহাও জানা যায় নাই।

খবর পাওয়া গিয়াছে, এই অগ্নি সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপন করিতে ২৪ ঘণ্টারও বেশী সময় লাগিয়াছে।

মিঃ পেডীর হত্যাকাণ্ডের জের

মেদিনীপুর কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ফণীন্দ্রনাথ কুণ্ডুকে মিঃ পেডীর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ধৃত করা হয়। সে সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্ম্মে একটি আবেদন করিয়াছে যে, তাহার নিকট হইতে স্বীকারোক্তি আদায় করিবার জন্য পুলিশ তাহার উপর অত্যাচার করিতেছে।

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এই আবেদন সম্বন্ধে তদন্ত করিবার ভার পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরের উপর দিয়াছেন। ৭ই মের মধ্যে তাহার রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে।

কেরল কংগ্রেসে সেনগুপ্তের বক্তৃতা

গত ৩রা মে কেরল প্রাদেশিক সম্মেলনে শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং এই মর্ম্মে বক্তৃতা দেন, "যুক্তরাষ্ট্র নিয়ামক কমিটি যে সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছেন এবং প্রধান মন্ত্রী যে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহাতে লাট ও বড়লাটদিগের হাতে আইন প্রণয়নের এমন ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, কোন রাজ্যেই এরূপ প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই।

কোন স্বায়ত্তশাসনশীল দেশেই টাকা কড়ির ভার ও অর্থনৈতিক বিভাগের পরিচালন বিদেশীদিগের হাতে দেওয়া হয় নাই। যেসমস্ত ইংরাজ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই ও ভারতীয়দিগের মত স্বাভাবিকভাবে নাগরিক ক্ষমতা ও অধিকার পাওয়ার যোগ্য নহেন, সেই সমস্ত ইংরাজদিগকে আমরা নিশ্চয়ই ভারতের নাগরিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইব না। তাঁহাদিগকে আমরা বিদেশী বলিয়াই ভাবিব এবং নাগরিকদিগের যে সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে, সেইগুলি হইতে তাঁহাদিগকে আমরা নিশ্চয়ই বাদ দিব। কিন্তু যে সমস্ত ইংরাজ জাতীয়তার সর্ত্ত রক্ষা করিবেন কিম্বা দেশান্তরের বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী চুক্তি সমূহের মর্য্যাদা রাখিবেন, আমরা কেবলমাত্র তাঁহাদিগকেই, নিঃশঙ্ক হইতে বলি এবং বাণিজ্য বিষয়ক বৈষম্যের জন্য তাঁহাদের কোন ভয়ের কারণ নাই, ইহাও বলিতে পারি।

এই প্রশ্নটি গোলটেবিলের আগামী বৈঠকে স্পষ্টরূপে উত্থাপিত হইবে এবং ব্রিটিশদিগকে উহার সম্মুখীন হইতে হইবে। কংগ্রেসসেবকগণ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং এই সমস্ত কংগ্রেসীদিগের সহিত বৈঠকে ইংরাজের মিলিত হইতে হইবে। সুতরাং গোলটেবিল বৈঠকে যদি কতকগুলি বাজে জিনিষ উত্থাপিত হয়, কংগ্রেসনায়কগণ উহাই মাথা পাতিয়া লইবেন, এমন কথা যেন কেহ মনে না করেন।"

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত কে, এফ নরিম্যানকে বিপুল অভ্যর্থনা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নরিম্যান কেরল ছাত্র সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

চীনে বৈদেশিকদিগের অধিকার

গত ৩রা মে ইংরাজের যে সমস্ত রাষ্ট্রাতিরিক্ত অধিকার আছে, তাহা পরিত্যাগের জন্য বহু দিন ধরিয়া ইংরাজ ও চীন কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল কিন্তু রাজ্যগুলের অধিকারের সীমানা লইয়া এই কথাবার্ত্তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শীঘ্র যে এই কথাবার্ত্তা আবার আরম্ভ হইবে, এমন লক্ষণ দেখা যায় না। কিন্তু আমেরিকা, ফ্রান্স ও জাপানের সহিত আপোষের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। একপ বিশ্বাস যে, চীনা কর্ত্তৃপক্ষ ৫ই মে তারিখে বৈদেশিকদিগের রাষ্ট্রাতিরিক্ত অধিকারসমূহ লুপ্ত করিবার জন্য ঘোষণা করিবেন।

দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলা
আদালতে বিপ্লবাত্মক ধ্বনি

গত ২রা মে নয়া সেক্রেটারী কট অট্টালিকায় দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। আদালতগৃহে কড়া পুলিশ পাহারা ছিল। কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মহিলাদিগকে পর্য্যন্ত তল্লাস করিয়া দেখা হইয়াছিল। আসামীদিগকে হাতে হাতকড়ি দিয়া আদালতে আনা হইয়াছিল এবং আদালতে আসিয়া আসামীগণ বিপ্লবাত্মক ধ্বনি করিয়াছিল। উক্ত দিবস সরকার পক্ষের ৩ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

Reg No C.1544

সাধারণের হ
অগ্রিমদেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

শ্রীচৈতন্যদেবের অনন্ত কল্যাণ-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ২৫শে বৈশাখ শনিবার ১৩৩৮, ৯ই মে ১৯৩১

কুষ্টিয়ার বিবিধ সংবাদ

কুমিল্লার পথে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র

জেলে শ্রীযুত সুরেশ দাস

ব্রাহ্ম মহিলার হত্যার জের—দুইজন আসামীর হাজত বাস

নেত্রকোনায় ঘূর্ণীবাত্যা

মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীর বিরুদ্ধে মামলা

ভি, জে, প্যাটেলের স্বাস্থ্য

নানা কথা

কুষ্টিয়ার বিবিধ সংবাদ

মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন

কুষ্টিয়ার আগামী মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে ৫টি ওয়ার্ডের প্রত্যেক ওয়ার্ড হইতেই যাহাতে কংগ্রেস মনোনীত সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, এজন্য স্থানীয় কংগ্রেস সম্প্রতি তাঁহাদের মনোনীত প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবল প্রতিযোগিতা হইবার সম্ভাবনা, কারণ ইতোমধ্যেই এসম্বন্ধে সহরে রীতিমত জল্পনা কল্পনা সুরু হইয়াছে।

আমোদ-প্রমোদ

কুষ্টিয়া সহরের যুবকবৃন্দ সম্প্রতি দুই-রাত্রে "মন্ত্রশক্তি" "পথের শেষ" ও "সবুজ সুধা" অভিনয় করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। স্থানীয় "পরিমল রঙ্গমঞ্চ" কিছুত কয়েক বৎসর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়াছিল; বর্ত্তমানে আবার উহা তরুণদলের আনন্দ কলরবে মধুর হইয়া উঠিয়াছে। "যতীন্দ্র মোহন হলে" তরুণগণের সান্ধ্য সম্মেলনের বৈঠক যাহাতে স্থায়ী হয়, তজ্জন্য যুবকদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং প্রবল উদ্যোগে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যাল একাডেমী

"কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যাল একাডেমী" নামক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে এবং কয়েক দিন হইল ভাড়াটিয়া টিনের বাড়ী হইতে স্কুলটিকে নিজস্ব পাকা বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এই স্কুলটি সম্প্রতি মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন অনুযায়ী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

আবহাওয়া ও স্বাস্থ্য

গত বৎসর বর্ষার পর হইতে এখানে আর বৃষ্টি না হওয়ায় জনসাধারণের, বিশেষতঃ কৃষকগণের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অবর্ণনীয়। অনাবৃষ্টির জন্য শস্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে। নিকটস্থ গ্রাম সমূহ হইতে দুই একটী কলেরা ও বসন্ত আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

কুমিল্লার পথে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র

কুমিল্লা রাজনৈতিক কর্ম্মী সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, জেলা ছাত্র ছাত্রী সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি সাহিত্য সম্রাট্ শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীযুত হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী, ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সমিতির সভাপতি শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দাস, সম্পাদক শ্রীযুত অবিনাশ ভট্টাচার্য্য গত ৬ই মে চট্টগ্রাম মেলে কুমিল্লা যাত্রা করিয়াছেন।

বিভিন্ন ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা

তাঁহারা পথে রাজবাড়ী, তারপাশা, গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থানে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। চাঁদপুর ষ্টেশনে ষ্টীমার পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বেই বিশ হাজারেরও অধিক লোক তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার্থ তথায় সমবেত হইয়াছিল। তাঁহারা চাঁদপুরে পৌঁছিলে বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হন।

ভি, জে, প্যাটেলের স্বাস্থ্য

শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেলের গৃহ চিকিৎসক ডাঃ পি, টি, প্যাটেল ভিয়েনা হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেল নার্সিংহোম (সেবাসদন) ত্যাগ করিয়া জলপরিবেষ্টিত একটি স্থানে গিয়াছেন। এই স্থানটি ভিয়েনা হইতে তিন ঘণ্টার পথ। এইস্থানে তিনি তিন মাস কাল অবস্থান করিবার মনস্থ করিয়াছেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর শ্রীযুক্ত প্যাটেলের স্বাস্থ্য পুনরায় পরীক্ষা করিয়া অস্ত্রোপচার আবশ্যক কি না স্থির করা হইবে।

সিরাজগঞ্জে বৃষ্টি

গত রাত্রে সিরাজগঞ্জে বেশ বৃষ্টি হইয়াছে কোন কোন যায়গায় বৃষ্টি খুব বেশী হইয়াছে; কোথাও কম হইয়াছে আশা করা যায়, এই বৃষ্টিতে ধান এবং পাটের খুব উপকার হইবে।

ষষ্ঠবর্ষ ৫৭শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীমায়াপুর—২৬শে বৈশাখ শনিবার—১৩৩৮

দুঃসঙ্গ

দুঃসঙ্গ বর্জ্জন না করিলে কাহারও প্রকৃত মঙ্গল লাভ হয় না। অতএব দুঃসঙ্গ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, 'দুঃসঙ্গ' কাহাকে বলে? সাধারণ বিচারে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহার যেরূপ বস্তু বা ব্যক্তিতে রুচি, তৎপ্রতিকূল বস্তু বা ব্যক্তিই তাঁহার বিচারে দুঃসঙ্গ।

সচ্চরিত্র ব্যক্তি দুশ্চরিত্রকে দুঃসঙ্গ জ্ঞানে বর্জ্জন করিয়া থাকেন। সাধু অসাধুকে দুঃসঙ্গ বিবেচনায় তাহার সঙ্গ ত্যাগ করেন, কিন্তু অতীব আশ্চর্য্য ও হাস্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা প্রকৃতই দুঃসঙ্গে অবস্থিত, তাঁহারা আবার সাধুসঙ্গকে 'দুঃসঙ্গ' বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যেমন, কাহারও পুত্র যদি বাস্তবিক কোন সাধুর সঙ্গ লাভ করিয়া সংসার-সুখে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে সতত কাল যাপন করেন, তবে তাঁহার পিতামাতা বিচার করেন যে, তাহাদের সন্তানের দুঃসঙ্গে পড়িয়া বুদ্ধি খারাপ হইয়া গিয়াছে। নতুবা রাজার ঐশ্বর্য্য, অপ্সরাসমা ভার্য্যা ত্যাগ করিয়া কি কেহ সন্ন্যাসীর সঙ্গে কাল যাপন করে?

কবিকুলমুকুটমণি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'দুঃসঙ্গ' শব্দের এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন,—

'দুঃসঙ্গ' কহিয়ে কৈতব, আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর যাহা কিছু কামনা করা যায়, সবই দুঃসঙ্গ। কৃষ্ণসেবার উপায়স্বরূপ কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত যাহা কিছু অনুষ্ঠান করা যায়, সে সমস্তই দুঃসঙ্গ। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা, দান, ধ্যান, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, স্বর্গৈষণা প্রভৃতি সকলই দুঃসঙ্গ।

যেমন রোগীর পক্ষে চিকিৎসকের উপদেশানুসারে ঔষধ-পথ্যাদি গ্রহণ করিতে হয়, চিকিৎসকের অনুমতি ব্যতিরেকে কুপথ্যাদি গ্রহণ করিলে তাহার রোগ বিনাশ না হইয়া রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভববোগেও পূর্ব্বোক্ত দুঃসঙ্গসকল ত্যাগ না করিলে প্রকৃত মঙ্গল লাভ করা যায় না।

সাধুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তি জন্মাইবার মূল কারণ। কিন্তু যে সাধুসঙ্গ লবমাত্র লাভ করিলে সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া থাকে, দুঃসঙ্গ বর্জ্জন না করিয়া তাদৃশ সাধুসঙ্গে কোটিকল্প যাবৎ অবস্থান করিলেও কোন সুবিধা হইবে না, যাবজ্জীবন ধরিয়া শ্রীনামকীর্ত্তন করিলেও কোন মঙ্গল হইবে না।

তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

এই শ্লোকটীতে তিনটী বহুমূল্য কথা আছে,—(১) দুঃসঙ্গ বর্জ্জন, (২) সৎসঙ্গ গ্রহণ ও (৩) সাধুর লক্ষণ।

কেবল দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিলেই চলিবে না, যাহাতে তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়, যাহাতে ঐ দুঃসঙ্গ আসিয়া পুনরায় আক্রমণ করিতে না পারে, তজ্জন্য একটী দৃঢ় অন্তরায় আবশ্যক। তাহা আর কিছু নয়—সাধুসঙ্গ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোকটী শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে বলিয়াছিলেন। ঐ তিনটী বস্তুই তাঁহার লক্ষীভূত ছিল।

ঐলরাজ পুরূরবা উর্ব্বশী-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া পরিণামে স্বীয় আত্মাতে আত্মারাম শ্রীহরের দর্শন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিচার পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রযত্নে দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিবেন।

সাধুসঙ্গে অবস্থান ব্যতীত দুঃসঙ্গ বর্জ্জনের দ্বিতীয় পন্থা নাই। কারণ, সাধুগণের কৃত্য এই যে, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ বিষয়াসক্ত জীবগণের বিষয়-বাসনারূপ শৃঙ্খলগুলিকে (দুঃসঙ্গগুলিকে) শাস্ত্রযুক্তি-রূপ [illegible] কৃপাণ দ্বারা ছেদন করিয়া দেন।

আশার ছলনা

(শ্রীযুক্তা প্রফুল্লকুমারী দেবী ভক্তিশাস্ত্রী)

কে আসিছে ঐ বিকট ভীষণ বদন ব্যাদান করি'
তাণ্ডবনৃত্যে কাঁপায়ে ভুবন বাজায়ে কালের ভেরী:
জীবন প্রভাতে নবীন আশার
তপন আলোকে কুহেলি আঁধার
দিতেছে আনিয়া যবনিকাখানি সকলি সমাপ্ত করি'
উত্থান পতন পলকে প্রলয় দেখায় সম্মুখে ধরি॥

তবু পুনরায় আশার কুহকে
আকাশ কুসুম রচি' মনঃসুখে
মনের মতন কত যে সাজাই, নাই তার কোন ঠিক।
কেন এ দুরাশা জাগাও পরাণে, মায়াবিনি তোরে ধিক্॥

ধরিয়ে নিয়ত আশার অঞ্চল
কত যে ঘুরাবে করিয়া চঞ্চল
একি এ ছলনা, বুঝিতে পারিনা, কেন যাই ভেসে ভেসে,
আশার কুহকে আপনা পাসরি যাইতেছি কোন দেশে॥

আলেয়া দেখায়ে গভীর আঁধারে কে গেল গো মোরে ফেলি,
একি পরমাদ, সাধের জীবনে কে দিল গরল ঢালি?
বিকট ভীষণ পিছনে রাখি'
চারু ছবি চোখে দেয় গো আঁকিয়া
মায়াবে মোহিনী রূপের বেশায় সকলি সুন্দর হেরি।
শেষে দেখি হায় প্রহেলিকাময় মৃগতৃষ্ণিকার বারি॥

আশার ছলনে প্রতারিত হ'তে
এসেছে কি সবে এই অবনীতে
জীবন বীণার প্রভাত মূর্চ্ছনা রবে যদি অসমাপ্ত।
তবে কেন নবে নিমেষের তরে করে বিধি বিধে বাক্॥

দুর্জ্জয়লিঙ্গ উদ্ধার-পথে

শ্রীল প্রভুপাদ

(শ্রীনারায়ণ দাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম,এ-প্রেরিত)

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত ৩রা মে শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে দার্জ্জিলিং মেলে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণপ্রভু প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সহ দুর্জ্জয়লিঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করেন। বহু সজ্জন ভদ্রমহোদয় শিয়ালদহ ষ্টেশন পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছিলেন। অতঃপর রাণাঘাট ষ্টেশন পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের শুভবিজয় সংবাদও পাঠকগণ অবগত আছেন।

জলপাইগুড়ি ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনার নিমিত্ত রাত্রি ২টা হইতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। জলপাইগুড়ি ষ্টেশনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত কুমুদকান্ত ভৌমিক ভক্তিবন্ধু মহোদয় শ্রীযুক্ত নাহাটী তুলসীচরণের পুত্র (ধনকুবের শ্রীযুক্ত বিরলা মহোদয়ের জামাতা) এবং অন্যান্য স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ পুষ্পমাল্য দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদকে অভিনন্দিত করেন। শিলিগুড়ি ষ্টেশনে স্থানীয় কংগ্রেস-নেতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ-ব্যবহারবিদ্ শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার (সান্ন্যাল) মহাশয় প্রমুখ স্থানীয় সজ্জন ও ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনা করেন।

শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই দার্জ্জিলিংএ সর্ব্বসাধারণের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও আচার প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শিলিগুড়ি ষ্টেশনে শ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তথা হইতে মোটরযোগে শ্রীল প্রভুপাদ, পরমানন্দ প্রভু এবং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী বেলা ১১টার সময় দার্জ্জিলিংএ পৌঁছিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিং ষ্টেশন হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী

জেলে শ্রীযুত সুরেশ দাস

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, আর্ম্মেণিয়ান ষ্ট্রীট ডাকাতি মামলার আসামী শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র দাস জেলে "বি" শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনখানি আবেদন করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি উত্তর পাইয়াছেন যে, "তিনি নিম্নশ্রেণীর কায়স্থ বংশোদ্ভূত, কাজেই তাহাকে 'বি' শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে না।" এই সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট সুরেশ বাবুকে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সুরেশ বাবু উচ্চতর শ্রেণীতে যাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন দরখাস্ত করেন নাই। তাঁহাকে যথাবিহিতভাবে গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার বিষয় জানাইতে বলা হইয়াছে।

পদ্মায় ষ্টিমার বিপন্ন

পদ্মা ও ধলেশ্বরী নদীতে ষ্টীমার চলাচল বড়ই বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নারায়ণগঞ্জ ও ভৈরব লাইনের যাত্রীবাহী ষ্টীমারখানা ঝড়ের হাতে আশ্চর্য্য রকমে রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঝড়ের বেগ এতই প্রবল হইয়াছিল যে, ষ্টীমারের নঙ্গর ছুটিয়া যায় এবং শীতলক্ষা নদীর মোহনা হইতে প্রায় এক মাইল দূরে চলিয়া যায় একজন স্ত্রীলোক ভয়ে ষ্টীমারের উপর মুর্চ্ছা যায়, ঐ সময়ে ধলেশ্বরীতে একখানা বড় দেশী নৌকাকে ঝড়ের বেগে ভাসিয়া যাইতে দেখা গিয়াছিল, ঐ নৌকাতে, কেহ ছিল কিনা তাহা নির্ণয় করিয়া জানা যায় নাই।

ধুবরীতে ঝড় ও শিলা
বহু স্থানে শস্য হানি

গত ৩রা মে সন্ধ্যায় ধুবরীতে ভীষণ ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এক একটি শিলার ওজন প্রায় এক ছটাক, ঝড় বৃষ্টি প্রায় আধ ঘণ্টা স্থায়ী ছিল আকাশ অত্যন্ত মেঘাচ্ছন্ন। আরও বৃষ্টি হইবে বলিয়া মনে হয়। শিলাপাতের ফলে অনেক স্থানের শস্যহানি হইয়াছে।

নেত্রকোণায় ঘূর্ণীবাত্যা
বহু গৃহের ছাদ উৎক্ষিপ্ত

গত ৩রা মে সন্ধ্যায় এখানে ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা হইয়া গিয়াছে। বহু টিনের চাল ২০০ হইতে ৫০০ হাত দূরে উড়িয়া গিয়াছে। অনেক গাছ উপড়িয়া গিয়াছে। প্রায় সমস্ত কাঁচাবাড়ীরই কিছু না কিছু অনিষ্ট হইয়াছে। উকীল দীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার বৈঠকখানা ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং আইনের পুস্তকগুলি ও অন্যান্য কাগজপত্র সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে। কোন কোন বাড়ীর টীনের চাল দূর হইতে গাছে ঝুলিতেছে দেখা গিয়াছে।

কাহারও জীবনহানির সংবাদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীর বিরুদ্ধে মামলা

রাজবন্দী শ্রীযুত পান্নালাল মিত্র গত ২৪শে এপ্রিল হিজলী ক্যাম্প হইতে মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পর তাঁহার উপর হুকুম হয়, তাঁহাকে কলিকাতার ডেপুটী পুলিশ কমিশনারের নিকট নিজের সম্বন্ধে রিপোর্ট করিতে হইবে। তিনি এই হুকুম মান্য করেন নাই—এই অভিযোগে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের কোর্টে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

ডেপুটী কমিশনার মল্লিক এবং আরও কয়েকজনের সাক্ষ্য দেওয়া হয় আসামী নিজেকে নির্দ্দোষ বলেন।

১২ই মে পুনরায় শুনানী হইবে

পটুয়াটোলা হত্যাকাণ্ডের জের

পটুয়াটোলা লেনের এডভোকেট বিমান বিহারী বসুর মাতাকে হত্যাকরা সম্পর্কে পুলিশ সন্দেহবশতঃ দেবনারায়ণ দে এবং ভোলানাথ বসুকে গ্রেপ্তার করিয়া অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর নাসিরুদ্দিন আমেদের কোর্টে হাজির করে। তাহাদিগকে ৯ই মে পর্য্যন্ত হাজতে রাখার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

অন্যতম ধৃত আসামী অনিলকুমার হালদারের জামিনের জন্য পুনরায় দরখাস্ত করা হইয়াছিল।

জামুরকি কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের বাড়ীতে খানাতল্লাস

মির্জ্জাপুর থানার পুলিশ জামুরকি কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত বৈদ্যনাথ ভৌমিকের গৃহে খানাতল্লাস করিয়াছে। বাড়ীর লোকজন তল্লাসী পরওয়ানা চাহিলে তাহা দেওয়া হয় নাই। শ্রীযুত ভৌমিক সে সময় বাড়ী ছিলেন না। প্রকাশ, আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

ব্রাহ্ম মহিলার হত্যার জের
দুইজন আসামীর হাজতবাস

ডাঃ প্রতাপ মজুমদারের বিধবা স্ত্রীকে হত্যা করা সম্পর্কে কালী পাত্র এবং রামানন্দ দাসকে অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির করা হইলে তাহাদিগকে ৯ই মে পর্য্যন্ত হাজতে রাখিবার হুকুম দেওয়া হয়

ই, আই, রেলওয়েতে ব্যয় সঙ্কোচ
আরও ৯জন বরখাস্ত

মাত্র এক দিনের নোটিশে গত শনিবার ই, আই, রেলওয়ের আরও নয়জন টিকেট কালেক্টরকে বরখাস্ত করা হইয়াছে—ইহার মধ্যে দুইজন এংলো ইণ্ডিয়ান টিকেট ইনস্পেক্টরও আছেন। মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে আরও বহু কর্ম্মচারীকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। দানাপুরের রেল কর্ম্মচারীদের অসন্তোষ ক্রমশঃ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং আশঙ্কা হয় যে যদি এখন আরও কর্ম্মচারীকে ছাড়াইয়া দেওয়া হয় তবে এ অসন্তোষ আরও পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। ওয়ার্ড যেসকল টিকেটকালেক্টরকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা বড়লাট বাহাদুরের নিকট নিম্নলিখিত তার পাঠাইয়াছেন—"এই ব্যয় সঙ্কোচের অন্তরালে পক্ষপাতের অভিসন্ধি আছে। ডিভিসনাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বিরাচরিত নীতি ভঙ্গ করিতেছেন। উর্দ্ধতন কম টিকেট কালেক্টরকে নির্বিচারে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। রেলওয়েতে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছে—আপনার হস্তক্ষেপ প্রার্থনীয়"

গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে খানাতল্লাস ও গৃহের তালাভঙ্গ

পুলিশ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত হরিপদ বাগচী মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে পুলিশ তালাভাঙ্গিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করে এবং একটী সুটকেস্ লইয়া যায়। বিগত রেল ডাকাতি সম্পর্কে বাগচীকে গয়ায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য ধৃতব্যক্তিগণের সহিত তাহাকেও পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

আচার্য্য রায়ের আবেদনের ফল

মাননীয় মিঃ কে, ভি, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারের পুত্র এন, আর, বাসুদেবন একদল বন্ধুর সহিত গ্রামে প্রচারকার্য্য করিতে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা খদ্দর, দেশী মাল এবং কংগ্রেসের সভ্য করার রসিদবহি লইয়া বাহির হইয়াছেন। যাত্রার পূর্ব্বে বাসুদেবন নাকি বন্ধুদের কাছে বলিয়াছিলেন যে, গ্রামের কাজ গ্রহণ করিবার জন্য ছাত্রদের প্রতি আচার্য্য সার পি, সি, রায়ের একান্ত অনুরোধই তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহিত করিয়াছে।

এপর্য্যন্ত বাসুদেবন আঠারখানি গ্রামে ঘুরিয়াছেন।

ম্যাঞ্চেষ্টার রয়াল এক্সচেঞ্জে সভা

ম্যাঞ্চেষ্টারের রয়াল এক্সচেঞ্জে ৮০০০ বৃটিশ ব্যবসায়ী সমবেত হইয়া ভারতের বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের প্রতিবাদ করিয়াছেন। রয়াল এক্সচেঞ্জের সভাপতি স্যার আর্থার হাওয়ার্থ এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। ইহাতে আমদানী শুল্ক হ্রাসের দাবীও করা হইয়াছে।

বৃটিশ ব্যবসায়ীরা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এখন আর বয়কট আন্দোলন চালানো বৃটেন ও ভারত—কাহারও পক্ষেই লাভজনক নয়। ভারতের জাতীয় দলের অধিকাংশ প্রস্তাবই যখন বৃটেনকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে তখন আবার সদ্ভাব স্থাপন করাই কর্ত্তব্য পরিশেষে ব্যবসায়ীরা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন এবং যাহাতে বয়কট বন্ধ হয় এবং ভারতের আমদানী শুল্ক হ্রাস হয়, তাহার উপায় করিতে মন্ত্রিসভাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর ভারতাগমন

আগামী শরৎকালে পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত হইলে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বা মন্ত্রীসভার অন্য আর একজন সদস্য ভারতভ্রমণে যাইবেন —লণ্ডনে এইরূপ গুজব রটিয়াছে। রক্ষণশীল দলের মিঃ ব্র্যাকেন এসম্বন্ধে পার্লামেণ্টে এক প্রশ্ন উত্থাপনের নোটিশ দিয়াছেন।

বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শুকদেব রাজের তল্লাসে?

প্রকাশ, লাহোর সালিমারবাগে বৃদ্ধ শুকদেব রাজকে ল্যামিংটন রোডে গুলীবর্ষণ ব্যাপার সম্পর্কে বোম্বাইয়ের কর্ত্তৃপক্ষ খুঁজিতেছিলেন। উপস্থিত তাহাকে বোম্বাইয়ে আনা হইবে না বলিয়া বোম্বাই কর্ত্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রকাশ, শুকদেবরাজ বোম্বাই হইতে লাহোরে গিয়া তদবধি তথায় বাস করিতেছিল।

"শ্রীধাম"
দৈনিক — নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের অন্যতম বহুল প্রচার — নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১৮ই বৈশাখ সোমবার ১৩৩৮, ১১ই মে ১৯৩১

মিঃ গ্রের উত্তরে গান্ধীর উক্তি

কালিকটে শ্রীযুত সেনগুপ্তের বক্তৃতা

ট্রেণ হইতে গার্ডের পতন

জেলের মধ্যে রিভলভার টোটা ইত্যাদি প্রোথিত

ল্যাঙ্কাসায়ারের শঙ্কায় গান্ধী

ষ্টেশন হইতে বন্দুক লইয়া চম্পট—অপরাধী ধৃত ও পুলিশের হাতে সমর্পিত

জাহাজের ভাড়া হ্রাস

নানা কথা

মিঃ গ্রের উত্তরে গান্ধীর বিবৃতি

বিলাতের বস্ত্র বয়ন সমিতির অস্থায়ী সভাপতি মিঃ গ্রের পত্রের উত্তরে মহাত্মা গান্ধী নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

"মিঃ গ্রে'র ন্যায় দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ইংরাজগণ প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে কিরূপ অজ্ঞ তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমি মিঃ গ্রের উপর অজ্ঞতার আরোপ করিলাম। তাহার কারণ তিনি যে সন্ধির প্রকৃত সর্ত্তকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিকৃত করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না।

সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী পিকেটিংয়ে ভয় প্রদর্শন, বল প্রয়োগ ইত্যাদি নিষিদ্ধ। পিকেটিং হইবে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ। আমি এই সর্ত্ত পালনের উপরই জোর দিয়াছিলাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা করা হইতেছে। যদি কোন ক্ষেত্রে যথার্থই ভয় প্রদর্শন কিম্বা বলপ্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া যায় তবে আমি সেক্ষেত্রে পিকেটিং বন্ধ রাখিতে বলিতে ইতস্ততঃ করিব না। আমাদের দিক হইতে সন্ধির সর্ত্ত যথাসম্ভব খাঁটীভাবে পালন করা যে কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা আমি বেশ অবগত আছি।

কালিকটে শ্রীযুত সেনগুপ্তের বক্তৃতা

গত ৭ই মে সন্ধ্যায় সমুদ্রতীরে এক বিপুল জনসভায় বক্তৃতাকালে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত বলেন—"কংগ্রেস পাঞ্জাবের গভর্ণরের হুমকী বরদাস্ত করিবে না।"

"ভাদাপালীতে গুলি চালনার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে উহা দ্বারা শান্তি সর্ত্তের প্রতিকূলতা করা হইয়াছে। তিনি বলেন কংগ্রেস শান্তিভঙ্গ করিবে না। কিন্তু নেতার নিকট হইতে আদেশ পাওয়ামাত্র অপেক্ষা না করিয়া যুদ্ধে নামিবে। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে একজন ইংরাজও এক পাই আয় করিতে পারিবে না।'

"সেফগার্ডের" কথায় উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত বলেন যে ভারতীয়দের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই সেফগার্ডের প্রয়োজনীয়তা, কংগ্রেস বৃটিশ বণিক সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য কোন সেফগার্ড গঠিত হইতে দিবে না।

ট্রেণ হইতে গার্ডের পতন
গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত

মোকামা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটেই ট্রেণ হইতে পতিত হইয়া একজন ভারতীয় রেলওয়ে গার্ড আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ই, আই রেলওয়ের জনৈক গার্ড পণ্ডিত জি. পি মিশ্র মোকামা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে হঠাৎ ট্রেণ হইতে পড়িয়া যান। গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অচৈতন্য অবস্থায় তিনি পড়িয়া থাকেন। কিন্তু ঐ সময় একখানা আপ ট্রেণ ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল উক্ত ট্রেণের জনৈক ইউরোপীয়ান গার্ড মিঃ সিমন পণ্ডিতকে দেখিতে পান, অতঃপর সেই ট্রেণখানা থামাইয়া মিশ্রকে মোকামা রেলওয়ে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। ইহাতে ঐ ট্রেণখানার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে যথেষ্ট বিলম্ব হইয়াছিল। পণ্ডিত মিশ্রের পকেট হইতে ৩৫০৲ টাকা সহ একটি ব্যাগও রাস্তার পার্শ্বে পাওয়া গিয়াছিল। মিঃ সিমন মোকামা ষ্টেশনের মাষ্টারের কাছে উহা গচ্ছিত রাখিয়াছেন।

পণ্ডিত মিশ্রের অবস্থা ক্রমশঃই ভালর দিকে যাইতেছে।

কাকুলামে জাতীয়পতাকা উত্তোলন উৎসব দর্শনে জনতার নির্য্যাতন

প্রকাশ, চিকাকুলামে বন্দরের উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন উৎসব দেখিবার সময় পুলিশ জনতাকে লাঠী দ্বারা আক্রমণ করিয়াছিল। তিন জন আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

স্বর্ণ সুযোগ বেশী দিন আর থাকিবে না

— কেন না —

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের

৮০ বৎসরের আবিষ্কৃত স্বর্ণ-জুবিলী শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। এই উৎসব শেষ হইলেই স্বর্ণ আমাদের "শক্তি-সঞ্জীবনী বটীকা" পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট ১২৲ কোটা ... পরে যে শীঘ্র উহা ৮৲ টাকায় পাওয়া যাইবে। এই বটীকা এক কাতে ... নব-জীবন দান করিতে সমর্থ। স্বর্ণ-জুবিলীর ... আজই মণিঅর্ডারে ৮৲ টাকা পাঠাইয়া উহার এক কৌটা লইন। ... বিলম্বে নিরাশ হইবেন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১। শূলামৃত

শিশুদের অব্যর্থ মহৌষধ। ১ মাত্রায় উপশম, সপ্তাহে আরোগ্য। ছোট ৮০ বার আনা, বড় ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক।

২। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী পোষ্টাই

প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা ১৷০ আনা। মাশুল পৃথক

৩। সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অর্শরোগের অব্যর্থ আংটী

আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১০ আনা। মাশুল পৃথক

৪। কোষ্ঠ-বান্ধব পীল

অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটবেদনার মহৌষধ। ডিবা ৷০ আনা। মাশুল পৃথক।

৫। বাতলীন

বাতরোগের মহোপকারী ও সপ্তাহে আরোগ্য। প্রতি শিশি ৷০ আনা। মাশুল পৃথক।

রবার-ষ্ট্যাম্প প্রস্তুতকারক। সত্বর ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—মনোমোহন লেবরেটরী

পোঃ উয়ারী, কমলাপুর, ঢাকা,

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত

বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে

বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ... অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, তাহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, পাইট ৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস- ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারীকৃত

মদন

... অকালে ইন্দ্রিয়শৈথিল্য, স্বপ্নদোষ, বহুমূত্র, বাধক, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিঃশেষে আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৷০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব অশ্বগন্ধাদি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"সুমনবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

৩ ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৬৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পারদ-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বল্পঋতু, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি. ডি, হাজরা।

কড়েয়া, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

ষষ্ঠবর্ষ ৫৮শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীমায়াপুর—২৮শে বৈশাখ সোমবার—১৩৩৮

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিযুগ—বিবাদযুগ। তাই অজ্ঞ প্রাণীর কথা কি, প্রাণিজগতে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ আসনের দাবী করেন তাঁহাদেরও অধিকাংশেরই ইন্দ্রিয়গণ এত বলশালী হইয়াছে যে, উহারা মনের অধিনায়কত্বে উঁহাদের প্রভুর অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বপ্রাধান্য বিস্তার করিতেছে। প্রত্যেকের মনোরাজই ভোগ-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইবার চেষ্টা করিতেছে। তাই পূতিগন্ধময় স্ব স্ব স্বার্থ-ভাগাড়ের অংশ লইয়া শকুনীদের ন্যায় পরস্পরের মধ্যে ভীষণ বিবাদ উপস্থিত হইতেছে।

পৃথিবীব্যাপী মহাসমর মাত্র কয়েক বৎসর ছিল—তাহাতে জগতের অধিকাংশ লোকই 'ত্রাহি ত্রাহি' রবে গগন-পবন মুখরিত করিয়াছিল; কিন্তু এই যে ভীষণ সমর অসার সংসারে চিরকাল লাগিয়া আছে—ইহার নিবৃত্তির চেষ্টা কয়জনের আছে? মহাসমরে সন্তপ্ত জীবকুলের আকুল আর্ত্তিতে—কাতর ক্রন্দনে করুণার্দ্র হইয়া শ্রীমধুসূদন উহার নিবৃত্তির ব্যবস্থা করাইলেন, আর আমরা যদি ভাগাড়বণ্টনক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সেই অচ্যুতের অভয় চরণারবিন্দে অনন্যোপায় হইয়া শরণ গ্রহণ করি, তাহা হইলে কি তিনি আমাদিগকে রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারেন?

অপরের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে পারে এরূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল। কিন্তু অন্যের অনিষ্ট সম্পাদনে সিদ্ধহস্ত লোকে জগৎ ভরপুর। জগতের এই প্রকার দুর্ভাগ্যের কারণ-নির্ণয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বরহীন শিক্ষাই (Godless education) স্বীয় অসুর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এই অবস্থা সংঘটন করাইতেছে। এই শিক্ষা মানবকে এমনভাবে অন্ধীভূত করিতেছে যে, সে নিজের স্বরূপের সন্ধান লইবার কোনও প্রয়োজন বোধ করে না, ফলে প্রকৃত মঙ্গল জিনিষটা কি এবং কিসে প্রকৃত মঙ্গল সম্পাদিত হইতে পারে, তাহার কিছুই অবগত নহে। এহেন ব্যক্তির দ্বারা যে অপরের প্রকৃত উপকার সম্পাদিত হইতে পারে না, তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

ভারতের অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর। তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণকে পণ্ডিতজ্ঞানে অতিশয় শ্রদ্ধা করে; এমন কি, অনেক সময় তাঁহাদিগকে স্রষ্টা, কর্ত্তা, বিধাতা বলিয়াও জ্ঞান করিয়া থাকে। তাহাদের এই নিরক্ষরতার সুযোগ পাইয়া ঈশ্বরহীন শিক্ষায় পুষ্ট বিজ্ঞাভিমানিগণ নিজেদের অজ্ঞতা গোপন করত উহাদের উপকারের ছলনায় অনেক সময় তাহাদের কর্ণে হলাহল ঢালিয়া নিজেদের বাহাদুরী প্রদর্শন করে।

নীতি ও ধর্মশিক্ষামূলে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের বিরুদ্ধে প্রচারকারী কতিপয় শিক্ষিতাভিমানী যুবকের পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত। ঐসকল যুবক প্রকৃত জ্ঞানালোক লাভ করিতে পারে নাই, তাহাদের গ্রামের ছেলেরা সেই আলোকে উদ্ভাসিত হইলে তাঁহাদের প্রতিভা মলিন হইবে—এই ভয়েই কি তাঁহারা ঐ প্রকার হীন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন? যদি তাহাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া জানাইতেছি যে, ঐ প্রকার ভয়ের কোন কারণ নাই; কারণ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের হিন্দু ছাত্রগণ হিন্দু শিক্ষক হইতে এবং মুসলমান ছাত্রগণ মৌলবী সাহেব হইতে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সংক্রান্ত শিক্ষা পাইয়া আদর্শচরিত্র হইতেছেন—সুতরাং অন্যের প্রতিভা মলিন করা কিংবা অন্যকে হীন প্রতিপন্ন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইবে না। পক্ষান্তরে যাহাতে ঐ শ্রেণীর লোকেরও প্রকৃত মঙ্গল হইতে পারে, তন্নিমিত্তই তাঁহারা প্রয়াস পাইবেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট মাত্র একমাস যাবৎ খোলা হইয়াছে। অতিশয় আনন্দের সংবাদ এই যে, বিরুদ্ধবাদিগণের আপ্রাণ বাধা দেওয়া সত্ত্বে বিদ্যালয়ের দেব-চরিত্র শিক্ষকগণের শিক্ষাপ্রণালীতে মুগ্ধ হইয়া প্রত্যহই নূতন ছাত্র ভর্ত্তি হইতেছে। দ্রুতগতিতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ঘনান্ধকার কতক্ষণ সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে?

শ্রীমন্নাথমুনি

দাক্ষিণাত্যে তাঞ্জোর ও চেঙ্গলপুটের মধ্যে মধ্যদেশ অবস্থিত। তথায় বীর-নারায়ণ নামক গ্রামে ঈশ্বর ভট্ট নামক জনৈক দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তথায় অনন্তাচার্য্যপ্রণীত প্রপন্নামৃত গ্রন্থের মতে ৯০ শকাব্দায় বিশ্বক্সেনের অংশে জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় ঈশ্বর ভট্টের একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পরে তিনি শ্রীমন্নাথমুনি বলিয়া বিখ্যাত হন। বয়োবৃদ্ধির সহিত শ্রীমন্নাথমুনি অশেষ শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া গ্রামস্থ রাজগোপালদেবের সেবা প্রাপ্ত হন এবং যথাবিধি সংস্কার সকল সম্পন্ন করিয়া বহুকাল গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মথুরা প্রভৃতি উত্তর দেশ দর্শন ও সেবালাভ বাসনায় শ্রীবিগ্রহের নিকট প্রার্থনা করিলে রাজগোপালদেব তাঁহার প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন। নাথমুনি এবম্প্রকার অনুজ্ঞা লাভ করত পরিবার ও কুটুম্বর্গ সমভিব্যাহারে উত্তর দেশে যাত্রা করিলেন। পথে নিত্য পুষ্করাদি সরোবরে দর্শনানন্তর গোপপুর পৌঁছিলেন। তথা হইতে বামন তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক ত্রিবিক্রম দেখিয়া ঘটিকাচল গমন করিলেন। ঘটিকাচল হইতে বেঙ্কটাচলে রমাপতির পাদপদ্ম বন্দনা করত গরুড় পর্ব্বতে অহোবল নৃসিংহ দর্শন ও ক্রমে ক্রমে পাণ্ডরঙ্গ প্রদেশে বিঠলদেব ও কুম্ভক্ষেত্রে কৃষ্ণ প্রণাম পূর্ব্বক মথুরায় উপস্থিত হইলেন। অতঃপর মায়াতীর্থে মধুসূদন দেখিয়া গোমতী পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিলেন। চিত্রকূট পর্ব্বতে রামচন্দ্রের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক গঙ্গাসাগর তীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থান দর্শনে নিতান্ত আনন্দ লাভ করিলেন এবং গোবর্দ্ধনের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণসেবায় অহর্নিশ যাপন করিতে লাগিলেন।

একদিবস রজনীতে শ্রীমন্নাথমুনি গোবর্দ্ধন [illegible] কৃষ্ণসেবানুধ্যে মগ্ন হইয়া নিদ্রিত হইলে স্বপ্নকালে দেখিলেন যে, শ্রীশ্রীমৎ রাজগোপাল দেব তাঁহাকে গোবর্দ্ধন ত্যাগ করত বীর নারায়ণপুরে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিতেছেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে গোপালকিঙ্কর নাথমুনি স্বদেশে যাইতে বাসনা করিয়া গোবর্দ্ধনাধিপতির অনুজ্ঞা লইয়া স্বজন সহ স্বদেশাভিমুখে চলিলেন। পথিমধ্যে বেদান্তিগণের অধ্যুষিত বারাণসীক্ষেত্র হইয়া নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন করত পুনরায় সিংহাচলে অহোবল নৃসিংহ দর্শন করিলেন। শ্রীনৃসিংহ-দেবের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া বেঙ্কটাচল পতিকে প্রণতি পূর্ব্বক ঘটিকাচলে পুনরায় শ্রীনৃসিংহের চরণার্চ্চন করিলেন। গৃধ্র সরোবরে অবগাহন পূর্ব্বক যোগীরাজের অভিবাদন পূর্ব্বক কাঞ্চী নগরে উপনীত হইলেন। তথায় বরদরাজের স্তুতি করিয়া নানা তীর্থ ও ক্ষেত্রপ্রান্ত পূর্ব্বক মহীশূর যাইতে ইচ্ছা প্রবল হইলে মহীশূরের জগন্নাথ দর্শন করিয়া যতিশৈলে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে কৈরবিনী তীরে পার্থসারথি, রঙ্গেশ, বামন প্রভৃতি দেবতা নমস্কার করত মধুর নগরে পৌঁছিলেন। মধুর নগরে কেশব দর্শন পূর্ব্বক স্তোত্র পাঠান্তে পুণ্ডরীক সরোবর, মহাবলীপুর, চোলদেশ ও কুম্ভকোণ প্রভৃতি স্থানের শ্রীমূর্ত্তিনিচয়ের যথাযথ অর্চ্চন পূর্ব্বক বীরনারায়ণ নগরে প্রত্যাগত হইলেন।

এইরূপে তীর্থযাত্রা সমাপন পূর্ব্বক নাথমুনি বীরনারায়ণপুরে সমাগত বৈষ্ণবগণকে নানা তীর্থ হইতে আনীত প্রসাদাদি প্রদান করিয়া পরম আপ্যায়িত করিলেন।

কিয়ৎকাল গত হইলে একদা শ্রীমন্নাথমুনি কয়েকটী বৈষ্ণবকে দ্রাবিড় ভাষায় রচিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক গাথা পাঠ করিতে শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। গাথাটী সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিবার বাসনা হইল। তিনি বৈষ্ণবগণের নিকট সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া স্বয়ং গ্রন্থান্বেষণে কুম্ভকোণ যাত্রা করিলেন।

শ্রীমান্ কুম্ভকোণে পৌঁছিয়া যোগাভ্যাস-শীলনে নিযুক্ত হইলেন। কিছুকাল যোগ সাধন করিয়া ভগবানের সন্তোষ বিধান করিলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া নাথমুনিকে বলিলেন,—"বৎস, তুমি সত্বর তাম্রপর্ণী নদীতীরে কুরুকা নগরীতে গমন কর। তথায় আমার পরম ভক্ত শঠকোপ তিন্তিড়ীতলে বাস করিতেছে। সেই শঠকোপ স্বয়ংই এই গাথা রচনা করিয়াছিল। তথা হইতে অভীপ্সিত গ্রন্থ প্রাপ্ত কর।"

ভগবানের আদেশমত নাথমুনি কুরুকা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় [illegible] নাথের চরণ বন্দন পূর্ব্বক চিঞ্চামূলে শঠকোপ, তদীয় শিষ্যাগ্রগণ্য মধুর কবির মূর্ত্তি দর্শনও

তাঁহার শ্রীপরাঙ্কুশ দাসকে জিজ্ঞাসা করি "মহাশয় আপনি কি শঠকোপ-দাসের বিরচিত স্তুক্তি দেখাইয়াছেন? ঐস্তুক্তি কি এক্ষণে গ্রন্থাকারে আছে। যদি থাকে, তাহা হইলে কোথায় উহা পাওয়া যাইবে?" উত্তরে পরাঙ্কুশ দাস বলিলেন, "কালিমার পূর্ব্বে যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, সেই মহা প্রবন্ধ এক্ষণে কোথাও নাই। যেহেতু পুরাকালে ভগবান্ শঠকোপ বেদসকলের সার সংগ্রহ করত দ্রাবিড় ভাষায় চারিটী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। শঠকোপ সহস্র গীতি নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাঁহার শিষ্য মধুর কবিকে উপদেশ করিয়া নিত্যধামে গমন করেন। সেই সময়ে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকে পাপবিমুক্ত হইয়া পরলোক গমন করিতে লাগিল। এজন্য এই গ্রন্থ পাঠ করিলে মৃত্যু হয়, অজ্ঞলোকে এইরূপ বিশ্বাস করিত। তদবধি দ্রাবিড় আম্নায় পৃথ্বী জগতে দুর্ল্লভ হইয়াছে।

মূঢ় ব্যক্তিরা এই গ্রন্থ [illegible] করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া একদিন তাম্রপর্ণী নদীগর্ভে পুস্তকখানি নিক্ষেপ করে। এই পুস্তকের একখানি মাত্র পত্র রক্ষা পাইয়াছিল। এই পত্রে দশটী মাত্র শ্লোক পুনরুদ্ধার হয়, শঠকোপের রচনার মধ্যে উহাই এক্ষণে আছে। শঠকোপের শিষ্য মধুর কবি ঐ গ্রন্থ পুনর্ব্বার রচনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে আমি ঐ প্রবন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক দ্বাদশ সহস্র সংখ্যা স্তব পাঠ কর। তাহা হইলে শঠকোপের তোমার প্রতি কৃপা হইবে।"

পরাঙ্কুশের উপদেশ মতে শ্রীনাথ স্তবপাঠে ব্রতী হইলেন। পাঠের ফলে অচিরেই অভীষ্ট গ্রন্থ, তত্ত্বত্রয় ও রহস্যত্রয় পাইলেন। কুরকানগরে অবস্থান সময়ে ভট্টাচার্য্যের নিকট অপ্রাকৃত বিগ্রহপ্রাপ্তির ইতিহাস ও ভবিষ্যদাচার্য্যের বিবরণ জানিবার বাসনা হয়। তদুত্তরে শ্রীনাথ জানিতে পারিলেন যে, ভগবান্ কোন শিল্পীর নিকট স্বপ্নে প্রাদুর্ভূত হইয়া নিজ রূপানুসারে বিগ্রহ গঠনের আদেশ করেন এবং শ্রীমূর্ত্তি গঠন সমাপন করিয়া শ্রীনাথকে অর্পণ করিবার আজ্ঞা করিলেন। তদনুসারে ভাস্কর প্রাতঃকালে শয্যোত্থান করিয়া আদেশ মত শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শ্রীমন্নাথমুনিকে প্রদান করিল। শ্রীনাথ দেহাবসানে পদ্মাক্ষ নামক তদীয় শিষ্যকে অর্পণ করেন। পদ্মাক্ষ সিদ্ধমূর্ত্তি রামমিশ্রকে দিলেন। রামমিশ্র হইতে যামুনাচার্য্য বিগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন। যামুনমুনি তদীয় শিষ্য গোষ্ঠীপূর্ণকে অর্চ্চামূর্ত্তি প্রদান করেন। গোষ্ঠীপূর্ণ তদীয় কন্যাকে শ্রীমূর্ত্তি সেবা প্রদান করিলে রামানুজের মন্ত্রগ্রহণ কালে ঐ বিগ্রহ অদৃশ্য হইয়াছিল।

শ্রীনাথ কুরকানগরে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। পরে গোপালদেবের ইচ্ছাক্রমে পুনরায় বীরনারায়ণপুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার শিষ্যসংখ্যা দশটী, তন্মধ্যে পদ্মাক্ষই প্রধান। গোস্বামিগ্রন্থে ও শ্রীনাথের গ্রন্থের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীনাথ রামানুজ সম্প্রদায়ের প্রাচীন গুরুগণের মধ্যে একজন অতি প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সেবা-বিবেক

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ)

আমি অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণবহির্মুখ হওয়ায় "ভগবৎসেবা" কি বস্তু তাহা জানিতে পারি নাই। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য, এই চতুর্দ্দশভুবনাত্মক মায়িক জগতে আমি স্বরূপবিস্মৃত হইয়া অবস্থান করিতেছি। ভুবনমোহিনী মায়ার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি সম্ভোগ করাকেই, অর্থাৎ "কাম"-সেবাকেই আমি প্রেমসেবা মনে করিয়া বিষম বিবর্ত্তবুদ্ধিতে পতিত হইয়া এই ত্রিতাপতরঙ্গসঙ্কুল সংসারসমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। এখন আমার উদ্ধারের উপায় কি? ভীষণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহরূপ নক্র, মকর, কচ্ছপ প্রভৃতি জলজন্তুগণ আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই দারুণ সঙ্কট হইতে আমাকে এখন কে রক্ষা করিবে? বুঝিলাম, অভিন্ননিত্যানন্দ পতিতপাবন এক গুরুদেব ভিন্ন আমাকে এই আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার আর কেহই নাই।

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমার 'আত্মচৈতন্য' এখন একটু একটু করিয়া জাগ্রত হইয়াছে। এতদিন আমি ভগবৎসেবারূপ প্রেম হইতে বঞ্চিত হইয়া মায়াদেবীর কুহকে পড়িয়া অন্ধসদৃশ আমি এতদিন "কাম"-সেবাকেই প্রেমসেবা মনে করিয়াছি। ভক্ত কবি তুলসী দাস গাহিয়াছেন, যাহাঁ 'রাম', তাহাঁ নাহি 'কাম', যাহাঁ 'কাম' তাহাঁ নাহি রাম "দোনো এক নাহি মিলে রবি রজনী এক ঠাঁম॥" মরুভূমিতে মরীচিকায় ভ্রান্ত হরিণের ন্যায় প্রতিদিন আমি বিষ্ণুমায়া কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছি, আমার এই ভীষণ বিপদ হইতে এক শ্রীগুরুদেব ভিন্ন অন্য কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন। একথা আমি শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রভাবেই বুঝিতে পারিয়াছি। কি আশ্চর্য্য! এখনও আমার আত্মবিবেক বা সেবাবিবেক জাগ্রত হয় নাই। জাগ্রত পুরুষ শ্রীগুরুদেবের সেবা ভিন্ন কখনই জাগ্রত হইবার নহে।

এতদিন আমি প্রাকৃত বিবেকানন্দে বা জড়ানন্দে বিভোর ছিলাম, অপ্রাকৃত সেবাবিবেকের কোন দিনই সন্ধান পাই নাই। অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার এমনই প্রভাব—সত্ত্ব, রজো, তমোরূপ স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ-শৃঙ্খলে আমাকে আবদ্ধ করিয়া দেহগেহরূপ কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছে।

হে অহৈতুক কৃপাসিন্ধু বৈষ্ণব ঠাকুর পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব, আমাকে কৃপা করুন, যেন আমার আত্মচৈতন্যের উদয় হয়, যেন আমি "সেবাবিবেক" লাভ করিয়া এই দুর্জ্জয় মায়াকে জয় করিতে পারি। কেননা,—সদ্‌গুরু পাওরে, ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ, কয়লাকো ময়লা ছুটে যব, আগ্ করে পরবেশ।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কীর্ত্তন করিয়াছেন;—
কিরূপে পাইব "সেবা" মুঞি দুরাচার।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুগুরু কৃপা বিনা নাহিক উপায়॥

কৃষ্ণের চাকরী ও মায়ার চাকরী, দুইটী দাসত্ব কখনও এক নহে। প্রেমসেবা ও কাম সেবা দুই বস্তু এক নহে।

"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি 'কাম'॥
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥"

আমি এতদিন কামসেবাকেই প্রেমসেবা মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছি; এই ভ্রম সংশোধন করিতে এক বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য কেহই সমর্থ নহেন।

অভিন্ননিত্যানন্দ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ কৃপায় এখন আমার ঐ প্রাকৃত বিবেকরূপ সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে—এখন অপ্রাকৃত সেবাবিবেক অফুরন্ত রত্নের ভাণ্ডার আমার সম্মুখে। প্রাকৃত বিবেকানন্দ—জড়ানন্দ, আর অপ্রাকৃত বিবেকানন্দ—সেবানন্দ—এই দুইয়ের কখনও সমন্বয় হইতে পারে না।

শ্রীভগবানের সেবা—শ্রীবৈকুণ্ঠ বস্তুর প্রেমসেবা, আর প্রাকৃত বিবেকানন্দের দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে সেবা অর্থাৎ—স্ত্রী পুত্রাদি আত্মীয় কুটুম্বগণের ভরণ পোষণরূপ কামসেবা—মায়ার সেবা। এতদুভয় কখনও এক বস্তু হইতে পারে না।

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল

(ভক্তিরত্ন শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী)

(১)

"সাধুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল। ভোগে বা ত্যাগে নিত্য কল্যাণ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না। ভগবদ্ভক্তগণই সাধু; তাঁহারা নিত্যসত্য, সনাতন বস্তু শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তগণ নিত্যকাল শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ, লীলাকথা আলোচনা করেন।

যাঁহারা শ্রীহরিকথা আলোচনা করেন, শ্রীগোবিন্দ সতত তাঁহাদের হৃদয়ে বিশ্রাম করেন। ভগবদ্ভক্তগণ সেবাসাহায্যে ভগবানের সহিত বাস করেন। যাঁহারা সেই সকল ভগবৎসঙ্গীর সঙ্গ লাভ করেন, তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়া থাকে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

যদি বলা যায় যে, আমরা এত সাধুসঙ্গ করি, আমাদিগের কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না কেন? তদুত্তরে বলা যায়—হয় সাধুসঙ্গ (সমাগ্ প্রকারে সাধুর নিকট গমন) হয় না অথবা সাধু—সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের আশ্রিত, এই বিশ্বাসের অভাব। যেরূপ লৌহ স্পর্শমণিতে স্পৃষ্ট হইলেই সোনা হয়; সেই প্রকার জীবের সাধুসঙ্গ লাভ হইলেই জীব সাধু হয়। অকপটে সাধুর শরণাগত উপস্থিত না হইলে সাধুসঙ্গ হয় না, সাধুও হওয়া যায় না।

ভগবৎসঙ্গী সাধুগণ, জীবের হৃদয়ে ভক্তিলতাবীজ রোপণ করিয়া জীবের নিত্য মঙ্গল বিধান করেন। জীবের যাবতীয় প্রয়োজনের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমই পরম প্রয়োজন। ধর্ম্মার্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ প্রয়োজন অপেক্ষা পঞ্চম ও পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম লাভে জীব চরম কল্যাণ লাভ করেন।

শুদ্ধভক্তের সহিত ক্ষণ মাত্র কাল সঙ্গলাভ হইলে জীবের অসীম মঙ্গল উদিত হয়। তাহার সহিত মহারাজ চক্রবর্ত্তীপদ, ইন্দ্রত্বপদ বা মোক্ষাদিরও কিছুমাত্র তুলনা হইতে পারে না।

মহারাজচক্রবর্ত্তী আদি পদ দ্বারা জীবের নিত্যকল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। ইন্দ্রত্বপদও চিরকাল থাকে না, তাহা ক্ষয়িষ্ণু, পুণ্য ক্ষয় হইলেই স্বর্গাদি রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যাদি অবর লোকে পতিত হয়। সুতরাং স্বর্গাদি লাভেও আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি নাই। দুঃখনিবৃত্তি—সাময়িক দুঃখাভাব মাত্র; নিত্য স্থায়ী সুখলাভ নহে। কর্ম্মিগণ মধুপুষ্পিত বাক্যে মুগ্ধ হইয়া ভক্তিমার্গকে তিক্ত বোধে তাহাতে উদাসীন থাকিয়া যত ভোগচেষ্টাই দেখাইতে থাকুক না কেন, কোন প্রকারেই নিত্যকল্যাণমার্গে আরোহণ করিতে পারিবেন না। সাধুসঙ্গকে জীবের নিত্যমঙ্গলপ্রদাতা বলিয়া অবিশ্বাস করিয়া তাঁহারা আত্মকল্যাণের পথে কোটী কোটী কণ্টক আকীর্ণ করিতেছেন। নিজ হস্তে স্বগন্তব্য পথে কণ্টক আরোপিত করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। তাহাও তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি লিখিত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৴০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের অন্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিবৃতি গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, শ্লোকসূচী, বিষয় স্থান পাত্রাদি সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকার। আদিখণ্ড ও মধ্যখণ্ড কয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি খণ্ডের ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র।

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-নন্দনাদিনী কীর্ত্তন-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নাকরের কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিস্তারকারীদের মৌলিক তথ্য-প্রকাশক ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের মৌলিক গবেষণা—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, ভাগবত ধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাব, ইষ্টগোষ্ঠীভাষণ, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীনাম স্মরণ ও নামাপরাধ, [illegible] কীর্ত্তন, [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা, মহাপ্রসাদ, [illegible] [illegible] ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷০ দেড় টাকা, [illegible]।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[illegible] শ্রীশ্রীবলদেবের বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] ভাষায় লিখিত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ [illegible], ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট [illegible] বাঁধাই (তৃতীয় সংস্করণ) [illegible] ভিক্ষা [illegible]।

[illegible]প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সম্প্রদায় ও সিদ্ধান্ত [illegible] প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের [illegible] কৃষ্ণশক্তি ও [illegible]—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—[illegible]—সাধননির্ণয়—প্রয়োজনতত্ত্ব, কৃষ্ণ-[illegible]—বিধি ভক্তি, রাগভক্তি ও [illegible] ও অষ্টকালীয় লীলা-[illegible] করিয়া সরল ভাষায় [illegible] আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, [illegible] টাকা মাত্র।

গৌড়ীয় কণ্ঠহার

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible] সাধু-শাস্ত্রমুখের প্রমাণাবলী [illegible] সংগৃহীত [illegible]। এরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—[illegible]—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—[illegible]—সাধনভক্তি—বর্ণাশ্রম—আশ্রমধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও [illegible] প্রভৃতি [illegible] অধ্যায়ে [illegible] উত্তম এন্টিক কাগজে [illegible] কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট [illegible] নাম লেখা। [illegible] প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত [illegible] মাহাত্ম্য—[illegible] [illegible] শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী [illegible]—শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা—[illegible]—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি [illegible] একত্রে ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের [illegible] ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রাকৃতভাবে মুদ্রিত। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী বর্ণনার্থে উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে মাত্র। ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী রচিত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সহিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ দণ্ড উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠবাসে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ বাসুদেবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নলিনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিপন্থ-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হার্ম্মনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগতারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ —

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ান্বিত শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীঅধোক্ষজের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাখ্য গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, সেবক শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমৃত ভক্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) শ্রীজগন্নাথ সমাধি-পীঠ

ভারুইডাঙ্গা ... বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকিশোর শ্রীজগন্নাথজীর সমাধি। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

... শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের ... এবং শ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিভূষণ ডাক্তার ব্রহ্মচারী এম, এস।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমদ্ভবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীভক্তিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণব্রহ্ম ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্কলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদপ্রাণবল্লভজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশরদেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জানপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রাসের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাঃ হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি প্র... রাজের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্র... শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ কেগ স্কোয়ার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) গোয়ালপাড়াপ্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

রিভলভার, টোটা ও বোমার উপাদান জেলের মধ্যে মাটিতে প্রোথিত

বিভিন্ন বিপজ্জনক অস্ত্র আবিষ্কার সম্পর্কে প্রকাশ যে দুইটী রিভলভার, বহু তাজা কার্তুজ ও বোমা প্রস্তুতের উপাদান চট্টগ্রাম জেলে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বন্দীদের "সেলের" নিকট মাটীর নীচে প্রোথিত ছিল। জেলের মেরামত কার্য্যের সময় মাটীর ভিতর হইতে ঐগুলি পাওয়া গিয়াছে।

পুলিশ বিভাগের মিঃ জি, ডব্লিউ, এফ, হিল্স জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

নৈশ আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে।

ভারত সচিবের নিন্দায় মর্ণিংপোষ্ট

ভারতের বয়কট আন্দোলন সম্পর্কে কমন্স সভায় মিঃ ওয়েজউড্ বেন যে সমস্ত প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, তাহার সমালোচনা করিয়া "মর্ণিংপোষ্ট" এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে,—"আর কখনও কি এরূপ ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া আমাদের দেশের অপমান করা হইয়াছে?"

পরিশেষে মর্ণিংপোষ্ট বলিয়াছেন,—ভারতসচিবের উক্তি হইতে বোঝা গেল, রাজদ্রোহীদের সম্মুখে ল্যাঙ্কাসায়ারের স্বার্থ বলি দেওয়া হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট আশায় আশায় দিন কাটাইবেন,—ইহাই বর্ত্তমান ম্যাকডোনাল্ড গবর্ণমেণ্টের আসল নীতি।"

ষ্টেশন হইতে বন্দুক লইয়া চম্পট 'অপরাধী' ধৃত ও পুলিশের হাতে সমর্পিত

গত ২রা মে গোবরডাঙ্গা ওয়ার্ডস এষ্টেটের মাধুদিয়া কাছারীর চইজন নায়েব খুলনাতে ৪,০০০ টাকা লইয়া যাইবার জন্য চারজন পিওন সহ খুলনা বাগেরহাট লাইট রেলওয়ের ব্রাহ্মণ রাকদিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হন। তাঁহাদের সঙ্গে একটি বন্দুক ছিল। তাঁহারা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় ঘাটভোগের রবীন্দ্রনাথ ঘোষ নামক একজন যুবক তাহাদের নিকটে আসে এবং বন্দুকটী পরীক্ষা করিবার ছলে উহা লইয়া চম্পট দেয়। বন্দুক যাহাদের জিম্মায় ছিল তাহারা এবং ট্রেণের কয়েকজন যাত্রী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে তাহারা তাহাকে ধরিতে সক্ষম হয়। তারপর তাহাকে ফকিরহাটের পুলিশের হাতে সমর্পণ করা হয়। এখন সে বাগেরহাটে পুলিশ হেপাজতে আছে।

জাহাজের ভাড়া হ্রাস বিলাতী বস্ত্র শিল্পের সাহায্য

বৃটেনের বিভিন্ন বন্দর হইতে যে সমস্ত তুলাজাত দ্রব্য ভারতের নানাস্থানে প্রেরিত হয়, তাহার জাহাজ ভাড়া হ্রাস করা হইয়াছে। বার্কেনহেড হইতে মাদ্রাজে নিকৃষ্ট রকমের অনেক কাপড় রপ্তানী হয়। এই কাপড়ের ভাড়া টন প্রতি ৬০ শিলিং হিসাবে লওয়া হইত তৎপরিবর্ত্তে আগামী আগষ্ট মাস হইতে টন প্রতি ৪০ শিলিং জাহাজ ভাড়ার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহাতে যদি ব্যবসার সুবিধা হয়, তাহা হইলে এই ভাড়া হ্রাসের সময় আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

পিস্তল রাখার জন্য অভিযোগ দুইজন বাঙ্গালী যুবকের কারাদণ্ড

শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জী এবং হরিপদ মুখার্জ্জীকে পিস্তল রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল বেনারসের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক তাহাদের প্রত্যেকের ৩ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বরিশালে ডাক লুঠ

পিরোজপুর হইতে বানরীপাড়া যে ষ্টীমার চলাচল করিয়া থাকে উক্ত ষ্টীমার গত সোমবার দিবস রাত্রি ৮টার সময় জালাবাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছে। ষ্টীমার হইতে যখন মেইল ও টাকার ব্যাগ নামান হইতেছিল, তখন ব্যাগগুলি ছয় জন লুণ্ঠন করে।

এপর্য্যন্ত এ সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই, কিম্বা কত টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে তাহাও সঠিক জানা যায় নাই।

ল্যাঙ্কসায়ারের আশঙ্কায় মহাত্মাজী

ম্যাঞ্চেষ্টার রয়াল এক্সচেঞ্জে গৃহীত প্রস্তাব সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলেন,—ম্যাঞ্চেষ্টার রয়াল একচেঞ্জের প্রস্তাব আংশিকভাবে ভ্রান্ত শঙ্কার উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান আন্দোলনে বৃটেনের প্রতি কোন শত্রুতা নাই, পক্ষান্তরে কংগ্রেসকর্ম্মীরা বর্ত্তমান অবস্থায় যতদূর সম্ভবপর সম্ভাব বৃদ্ধির জন্য বিশেষ অসুবিধায় মধ্যেও চেষ্টা করিতেছেন।

টাশ পণ্য বর্জ্জন অপসারিত করিবার জন্য কংগ্রেসকে কিরূপ বিপুল কাজ করিতে হইয়াছে তাহা তাঁহারা পর্য্যাপ্তরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের সহিত বৃটিশ পণ্য মিশাইয়া দেওয়া উচিত নহে। বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনকে বর্জ্জনরূপে অভিহিত করা ঠিক নহে। এইজন্য দিল্লী আপোষে ঐ নাম ইচ্ছাপূর্ব্বক বাদ দেওয়া হইয়াছে। বিদেশী বস্ত্র পরিহার সম্পর্কেও আমি 'বর্জ্জন' কথা ব্যবহার করি, কারণ উহা একটা প্রচলিত ভাষা হইয়া গিয়াছে। অবশ্য উহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেহ ভুল বোঝেন না। বিদেশী বস্ত্র পরিহার রাজনৈতিক ফল প্রসব করে। কিন্তু প্রধানতঃ উহা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাপার এবং অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রয়োজনীয়তা, সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নতিকর একটা স্থায়ী আন্দোলনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার পরিবর্ত্তে ল্যাঙ্কাসায়ারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাদের উৎপন্ন দ্রব্য যে দেশে প্রয়োজন সেই দেশে যদি কাটাইবার উপায় উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বহু সময় বাঁচিয়া যাইবে এবং উভয় দেশের মধ্যে প্রকৃত সদিচ্ছা বর্দ্ধিত হইবে।

শান্তিপূর্ণ পিকেটিং দমন করিবার চেষ্টা আমি নিষ্ফল বলিয়া বিবেচনা করি। লর্ড আরউইন বিদেশী বস্ত্র ও মদের দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটিংএর সর্ত্ত বিনা চুক্তিতে গ্রহণ করেন নাই। তিনি যেরূপ ধীরভাবে এই বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, সেইভাবে কেহ যদি করেন, তাহা হইলে তিনিও লর্ড আরউইনের ন্যায় সিদ্ধান্ত না করিয়া পারিবেন না।

লোকান্তরে সার লুকাস রেলি

সার লুকাস রেলি পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। ইনি বিখ্যাত রেলি ব্রাদার্স কোম্পানীর প্রধান অংশীদার ছিলেন। ইনি লণ্ডনের এবং অন্যান্য কতিপয় হাসপাতাল ও সাম্প্রদায়িক জনীন প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন।

চট্টগ্রামে আবার পোষ্ট আফিস লুঠ

গত ৭ই রাত্রে একদল সশস্ত্র ডাকাত চট্টগ্রাম হইতে আট মাইল দূরে অবস্থিত গুজারা নোয়াপাড়া সাব পোষ্ট অফিস লুঠ করে। প্রকাশ যে, ডাকাতেরা আফিসে প্রবেশ করিয়া পোষ্ট মাষ্টার এবং পোষ্টম্যানকে পরাভূত করিয়া রোক ৪০৫ টাকা, বিদশিত নোটে ৮০০ টাকা, কতকগুলি ইনসিওরকরা জিনিষ এবং আফিসের চাবী লইয়া চলিয়া যায়।

জেনারেল আজারী পুনরায় গ্রেপ্তার বিচারে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

শ্রীযুক্ত মনছোড়সা আজারী রাজদ্রোহের অপরাধে চার বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করার কয়েক দিন পরেই আবার অস্ত্র আইনের ৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। নাগপুর সহরে হরতাল অনুষ্ঠিত হইতেছে।

তাঁহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৭ ধারা ও অস্ত্র আইনের ৯ ধারায় বিচার করা হয় এবং প্রত্যেক ধারায় তাঁহাকে ১৮ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। কারাদণ্ড পর পর চলিবে।

সর্দ্দার বল্লভভাইয়ের বাণী

কংগ্রেসের সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল নূতন তামিল সংবাদপত্র "ইণ্ডিয়া"—র প্রথম সংখ্যায় যে বাণী প্রচার করিয়াছেন তাহার মধ্যে তিনি বলিয়াছেন—

'সুরাপান দূর করা, খদ্দর প্রচার, বিদেশী কাপড় বর্জ্জন এবং অন্যান্য গঠনমূলক কাজ—সংগ্রাম বিরতির সময়ে এই সবই প্রাণপণে করিতে হইবে।"

জাতীয় দলের প্রচার কার্য্যে বাধা

মিশরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী নাহাস পাশা ও মাহদ পাশা আবার কাইরো হইতে ট্রেনে চড়িয়া মফঃস্বলে যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। মফঃস্বলে গিয়া নির্ব্বাচন বয়কটের প্রচার কার্য্য চালানই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল।

পুলিশ সংবাদ পাইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হয় এবং তাঁহাদিগকে ট্রেণে উঠিতে বাধা দেয়, বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। নাহাস পাশা তাহাদিগকে বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করেন।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হ
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৫৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩৩৮, ১২ই মে ১৯৩১

নানা কথা

আবহাওয়া

... বার সন্ধ্যার পর ভীষণ ঝড় হয়। ঝড়ের প্রবল বেগে কয়েকটী ... এবং অনেকের টীনের ও খড়ের ... ভূমিসাৎ হইয়াছে। ঐ দিবস হইতে আকাশ প্রায় সর্ব্বদাই মেঘাচ্ছন্ন আছে এবং প্রত্যহই সন্ধ্যার পর অল্পবিস্তর বৃষ্টি হইতেছে। গত পরশ্বঃ সন্ধ্যার পর প্রবল এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছে। বৃষ্টির ফলে কৃষকগণের ক্ষেতের কার্য্যে বেশ সুবিধা হইয়াছে এবং গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হইয়াছে।

কংগ্রেসকর্ম্মীর উপর নিষেধাজ্ঞা

সেচ্ছাসেবকদের পিকেটিং কাজে সাহায্য করিবার জন্য ও কংগ্রেসের কাজ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য দেরাদুন হইতে স্বামী নারায়ণ সরস্বতীকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার প্রতি এই মর্ম্মে এক নোটীশ জারী করিয়াছেন যে, তাঁহাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দেরাদুন ও সিন্ধুদেশ হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। সেক্রেটারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত তিনি ভবিষ্যতে আর এই স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় আসামীপক্ষ ... ছাড়িয়া বিচারের দাবী করিয়াছিলেন, ... অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন। এই মামলার আরও ৩জন আসামী পলাতক আছে। শীঘ্র তাহাদের ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৫১২ ধারার আইন তাহাদের উপর প্রযুক্ত হইবে।

কল বন্ধ

খাটাউ মানেকজী মিলে ধর্ম্মঘট চলিতেছে। গত ৮ই মে কলের কর্ত্তৃপক্ষ এই মর্ম্মে নোটীশ দিয়াছেন যে, তাঁহারা অন্যরূপ সিদ্ধান্ত না করা পর্য্যন্ত কল বন্ধ রাখিবেন। শ্রমিকেরা দৃঢ়সঙ্কল্প আছে; তাহাদের সকল দাবী পূর্ণ—সর্ব্বনিম্ন পারিশ্রমিকের হার ও বড় মিস্ত্রীর পদচ্যুতি সংক্রান্ত সকল বিষয়ের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা কার্য্যে যোগদান করিবে না।

গঙ্গায় নৌকা ডুবি

গত ৯ই মে অপরাহ্ন সাড়ে তিনটার সময় একখানি নৌকা ভাটপাড়া হইতে চুচুড়ার চণ্ডীর তলার দিকে যাইতেছিল। সেই সময় হঠাৎ ঝড় উত্থিত হওয়ায় মধ্য নদীতেই নৌকাখানি ডুবিয়া যায়। নৌকায় ১২ জন লোক ছিল। তাহাদিগের মধ্যে ৫ জনের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ষ্টেটসম্যান আফিসের শ্রীযুত শিবচন্দ্র মণ্ডল এই নৌকায় ছিলেন। তাঁহারও কোন পাত্তা পাওয়া যাইতেছে না। বাকী সকলকে উদ্ধার করা হইয়াছে।

পুলিস সাহেবের বাড়ী চুরি

প্রকাশ, ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ রায়ের বাটীতে এক অসমসাহসিক চুরি হইয়া গিয়াছে। একটি ট্রাঙ্কের মধ্যে নগদ ৩ শত টাকা, ২০০০ টাকার জড়োয়া গহনা, কয়েকটী মূল্যবান বস্ত্র ও শ্রীযুত রায়ের, কয়েকটি পদক ছিল। সেই ট্রাঙ্কটি অপহৃত হইয়াছে। প্রকাশ, প্রথম রাত্রিতেই চুরী হইয়াছিল, কিন্তু রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে কিছুই জানা যায় নাই। প্রায় এক মাইল দূরে কতকগুলি সাধারণ সামগ্রী পূর্ণ একটি ট্রাঙ্ক পাওয়া গিয়াছে। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা
সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ
দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—২৯শে বৈশাখ মঙ্গলবার—১৩৩৮

ভক্ত্যঙ্গ

ভক্তজীবন লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চতুঃষষ্টি সাধনভক্ত্যঙ্গের প্রথম মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করে না, তাহাদিগের ভগবদ্ভক্তিতে কোন কালে অধিকার হয় না। শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত তপস্যা, দান, যোগ, সদাচার, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনুষ্ঠানসমূহ এবং শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসকল সুফল প্রসব করিতে পারে না। যথা,—আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।

গুরুদেব ক্ষীণ-পুণ্য জনকে দীক্ষা প্রদান করেন না। যাহার দুর্জ্জাতি-প্রারম্ভক পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাকে স্বচরণে আশ্রয় প্রদান করেন। যিনি সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া শ্রীগুরুপদাহিকে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারই কৃষ্ণদীক্ষা ও কৃষ্ণশিক্ষা লাভ ঘটে। আংশিক আদান-প্রদানে 'সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদ' হওয়া যায় না। সুতরাং তাহাতে পারমার্থিক বিচ্যুতি ঘটে।

দুর্জ্জাত্যুৎপন্ন ব্যক্তি স্বীয় পাপাচরণরূপ দুর্জ্জাতিত্ব সংরক্ষণপূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিতে পারে না। যদি কেহ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পাপাচরণশীল দুর্জ্জাতিকে আশ্রয় প্রদান করেন, তাহা হইলে তাদৃশ কার্য্যের নিমিত্ত তিনি লঘু হইয়া পড়েন।

যে কাল পর্য্যন্ত দীক্ষাদাতা গুরুদেব শিষ্যকে বেদসমীপে লইয়া যাইবার অযোগ্য জ্ঞান করেন, তৎকালাবধি শিষ্যের যোগ্যতা পরিদর্শন করেন। শিষ্যও সর্ব্বাত্মার সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া গুরূপদেশক্রমে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া উত্তরোত্তর গুণবান্ হ'ন।

শ্রীমদ্ভাগবতকথিত "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" শ্লোকের তাৎপর্য্যানুসারে শ্রীগুরুদেব কোনও অনধিকারীকে যোগ্য বিবেচনা করিয়া দীক্ষা-বিধানানুসারে কৃষ্ণদীক্ষা প্রদান করেন অবৈষ্ণব গুরুর নিকট যে দীক্ষাগ্রহণরূপ ছলনার অভিনয় দেখা যায়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে শিষ্যের আশ্রয় গ্রহণ বা গুরুদেবের দীক্ষা প্রদান নহে। যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতের বিধানে শিষ্যকে পাপিষ্ঠ রাখিবার আয়োজন বা চেষ্টা, সেখানে দীক্ষাবিধি দ্বারা শোধন কার্য্যের অভাব আসিতে হইবে। কিন্তু সমদর্শী বৈষ্ণবগুরুর নিকট অভিগমন করিলে তিনি দীক্ষাবিধানের উত্তরাংশ মন্ত্রার্পণদেশ পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণেতর বহির্ম্মুখজন্মলব্ধ পাপিগণ ভগবদ্ভক্তের আশ্রয়েই সংস্কার লাভ করেন। সংস্কার লাভ করিলে তাঁহারা আর অশুদ্ধ থাকেন না। যামল বলেন,—

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥

কলিকালে কেহই আপনাকে কিরাতাদি পাপযোনিসম্ভব বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরবান্বিত হ'ন না, পরন্তু উচ্চবর্ণের লক্ষণ না থাকিলেও শৌক্রজাত্যভিমানবশে শ্রেষ্ঠপরিচয় প্রদানে কুণ্ঠিত হন না। তাঁহাদের ব্রাহ্মণাদি পরিচয় শুদ্ধ নহে। শুদ্র অন্ত্যজগামী হইলেও কোন অনধিকারী আশ্রয়গ্রহণ-ফলে শ্রীগুরুকৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ইহ জন্মেই সবনযজ্ঞাধিকার লাভ করেন। কিন্তু পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ব্যতীত স্বজাতি পরিচয়মাত্রে কাহারও শুদ্ধি হইতে পারে না।

বৈষ্ণবগুরুর পাদপদ্মাশ্রয়ে শুদ্ধি। শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন,—ব্যবহারিক জগতে সাধারণ অনভিজ্ঞ জন দীক্ষিত ব্যক্তিকে তাহার দীক্ষার পূর্ব্বের পরিচয়ে জানিয়া থাকেন, বস্তুতঃ পারমার্থিক বিচারে তাঁহার পূর্ব্ব দুর্জ্জাতিত্বের সম্ভাবনা থাকে না। দীক্ষিত ব্যক্তিতে জাতিসামান্য বিচার—দ্রষ্টার পাতিত্যের কারণ। তাহাতে দীক্ষিত ব্যক্তি গর্হিত হ'ন না। বৈষ্ণব-নিন্দাকারী নিজ অনভিজ্ঞতাবশে প্রায়শ্চিত্তার্হ হ'ন মাত্র।

পাপপুণ্যবিচারে জীবের গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণবিভাগ। যাহারা ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করেন, সেই বর্ণাশ্রমাতীত দীক্ষিত বৈষ্ণবকে যাহারা সাধারণ পাপপুণ্য-জীবী মানবের সহিত সমজ্ঞান করে বা তদপেক্ষা হেয় জ্ঞান করে, তাহারা ভগবদ্-বস্তুর কোনও সন্ধানই পায় নাই।

দার্জ্জিলিং-প্রসঙ্গ

(ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম)

লীলা-বৈচিত্র্য-রহস্য

লীলাময় ভগবানের বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ লীলার রহস্য সাধারণের নিকট দুর্জ্জ্ঞেয়। জগদ্বাসীর উদ্ধারার্থ অবতীর্ণ মুক্তপুরুষগণের নিকট হইতে জানা যায় যে, গঙ্গাজলদ্বারা গঙ্গার তর্পণের ন্যায় বিধিসৃষ্ট বিবিধ দ্রব্য দ্বারা নিজগণপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রীত্যর্থ তাঁহার পূজাদির সুযোগ তাঁহারই কৃপায় আমরা প্রাপ্ত হই। এবম্প্রকারে বদ্ধজীবগণকে উদ্ধারের সহজ পন্থা প্রদর্শনার্থই করুণাময়ের এই লীলাবৈচিত্র্য

দোষ কাহার?

ব্যবহারভেদে প্রত্যেক পদার্থই জীবের বন্ধনের এবং মুক্তির কারণ হইতে পারে। জাতী, যূথি, কস্তুরী, শেফালিকা, গন্ধরাজ, গোলাপ প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্পসমূহ অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত করিয়া জীব প্রপঞ্চবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন, আবার ঐ গুলি স্বভোগে অথবা ভগবদিতর অন্য কোনও প্রাকৃত পদার্থে প্রয়োগ করিয়া ভগবদ্বিস্মৃতিরূপ আত্মহত্যার নিমিত্ত প্রপঞ্চ-সম্বন্ধরজ্জুর ফাঁসি গলদেশে ধারণ করিতে পারেন। বৈদ্যুতিক আলোক ভগবদ্গৃহ আলোকিত করিয়া প্রয়োগকর্ত্তার সুকৃতি সম্পাদন করিতে পারে, আবার উহাই বারবনিতার বিলাসকুঞ্জে বিচিত্রশোভা বিস্তার করিয়া তদীয় প্রয়োগকর্ত্তাকে বৃশ্চিকাদি হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ ঘনান্ধকারময় নরক গুহায় নিক্ষেপ করিতে পারে। অপ-প্রয়োগের জন্য দোষ দ্রব্যের বা সৃষ্টিকর্ত্তার নহে, দোষ প্রয়োগকর্ত্তার।

দার্জ্জিলিং স্পর্শমণি

দুর্জ্জয়লিঙ্গ নামক পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যনিবাসটী সাধারণের নিকট 'দার্জ্জিলিং'নামে খ্যাত। এই স্থানটী বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের স্বাস্থ্যনিবাস; অনেক সম্পত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি গ্রীষ্মের দারুণ তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তথায় গমন করিয়া থাকেন। ঝর ঝর শব্দে তর তর বেগে ধাবিত ঝরণার উৎপত্তি-স্থল, সু-উচ্চ তুষার-মণ্ডিত শৈল-শ্রেণী-সুশোভিত, হরিদ্বর্ণ তৃণাদিবিমণ্ডিত দুর্জ্জয়-লিঙ্গের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে দর্শকবৃন্দ বিমোহিত হ'ন, কিন্তু এবার তাঁহারা বহু জন্মের সুকৃতির ফলে বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিমহারাজের শ্রীমুখবিগলিত হরিরসসুধাপানের সৌভাগ্য পাইয়া অপ্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্যের তুলনায় প্রাকৃত সৌন্দর্য্য যে নিতান্ত হেয় ও অকিঞ্চিৎকর, তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন। যে স্থান পূর্ব্বে ভোগীর ভোগবাসনা বৃদ্ধি করিয়া তাহাকে নিরয়গামী করিত, আজ তাহা পরমহংস ঠাকুরের পাদস্পর্শে তীর্থে পরিণত হইয়া তত্রস্থ অধিবাসী ও প্রবাসিগণের পরম মঙ্গল বিধান করিতেছে। স্পর্শমণি সংযোগে লৌহও স্বর্ণে পরিণত হয়।

ডাঃ শিশিরকুমার পাল

দার্জ্জিলিং ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী লুইস জুবিলি স্যানাটারিয়ামের সুযোগ্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ শিশিরকুমার পাল মহাশয় একজন সজ্জন ব্যক্তি। তাঁহার যত্নে ও বিনয়নম্র ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। তিনি পরমহংস ঠাকুরকে সাদর অভ্যর্থনাপূর্ব্বক স্বীয় স্যানাটারিয়ামএ নিমন্ত্রণ নানা প্রকারে তাঁহার সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। এই কার্য্যে তিনি যুগপৎ নিজের মঙ্গল এবং ঠাকুরের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের সুযোগ দিয়া আরও অনেক ভদ্র লোকের প্রকৃত মঙ্গল বিধান করিয়াছেন এই সানুকূল্যের নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীযুত তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দার্জ্জিলিংএর তারানাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহোদয় বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজের শ্রীমুখে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, তিনি ঐ জেলায় ঠাকুরের বাণী সম্যক্-রূপে প্রচারের নিমিত্ত একটী স্থায়ী প্রচার-কেন্দ্র সংস্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া-ছেন। আমরা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম যে, তিনি এই কার্য্যের নিমিত্ত

নিজের একটী সুদৃশ্য অট্টালিকা প্রদান করিতেছেন। উক্ত গৃহ প্রদর্শনার্থ তিনি পরমহংস ঠাকুরকে স্বীয় মোটরযোগে গত ৬ই মে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি নিজে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষের সন্ধান পাইয়া অপরকে তাহা প্রদানে যত্নশীল হ'ন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে মহৎ এবং পরোপকারী। তারাপদ বাবু মহত্ত্ব ও পরোপকারিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া সজ্জনমাত্রেরই প্রশংসার্হ হইয়াছেন।

ভক্তিসুধাকর প্রভুর দান

কটক রাভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু নদীয়াপ্রকাশের পাঠকগণের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত। এই মহাত্মা যে মুহূর্ত্তে সর্ব্বপ্রথম পরমহংস ঠাকুরের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই ঠাকুরের শ্রীচরণকমলে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার নিদেশানুসারে জগদ্বাসীর মঙ্গলের নিমিত্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা উক্ত চেতনবাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহার প্রচার শুধু ভারতেই আবদ্ধ নহে। পরন্তু সজ্জনতোষণী (Harmonist) নামক বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইংরেজী মাসিক পত্রের মধ্য দিয়া উহা পাশ্চাত্যদেশেও বেশ প্রসার লাভ করিতেছে। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী প্রভৃতি যতপ্রকার অভিমানে মানব মত্ত হয়, তাহার প্রত্যেকটীর অধিকারী হইয়াও ভক্তিসুধাকর প্রভু সম্পূর্ণরূপে নিরহঙ্কৃত, তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহগুণসম্পন্ন, অমানী এবং মানদ। তিনি ঠাকুরের অমন্দোদয়া দয়ার কথা সর্ব্বতোভাবে সকলের নিকট পরিবেশনার্থ সতত সচেষ্ট। বর্ত্তমানে তিনি দার্জ্জিলিংএ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মপ্রান্তে অবস্থান করিয়া তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথামৃত সংগ্রহপূর্ব্বক নদীয়াপ্রকাশের পাঠকগণের নিমিত্ত পাঠাইতেছেন। পাঠকগণ ক্রমশঃ উহা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

ভক্তিসুধাকর প্রভু "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ" বাণীর প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

কুচবিহারের মহারাণীসাহেবার সৌজন্য

পরমহংস গোস্বামী মহারাজ বর্ত্তমানে দার্জ্জিলিংএ অগাষ্ট ভিলা নামক প্রাসাদে অবস্থানপূর্ব্বক নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

"অগাষ্ট ভিলা" কুচবিহারের মহারাণী সাহেবার অধিকৃত। তিনি পরমহংস ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ নিজ আয়াসে তাঁহাকে বাসা প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই সৌজন্যের প্রশংসা করি।

জয় পরাজয়

পুরীধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থানকালে একদিবস শ্রীল মুকুন্দ তাঁহাকে বলিলেন,—"ব্রহ্মানন্দ ভারতী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। আপনি আজ্ঞা করিলে তাঁহাকে আপনার নিকট লইয়া আসিতে পারি।"

প্রভু কহিলেন,—"তিনি আমার গুরু, আমিই তাঁহার নিকট যাইব।" এই কথা বলিয়া তিনি ভক্তগণসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর সম্মুখে আগমন করিলেন। মহাপ্রভু দেখিলেন যে, ব্রহ্মানন্দ ভারতী মৃগচর্ম্মাম্বর পরিধান করিয়া আছেন। প্রভুর মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। ভারতী তাঁহার গুরুস্থানীয়, সুতরাং প্রকাশ্যে প্রতিবাদ না করিয়া তিনি ভারতীকে দেখিয়াও যেন দেখিতে পান নাই, এইরূপ ভাব প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—"ভারতী গোস্বামী কোথায়?" মুকুন্দ কহিলেন, "আপনার সম্মুখেই রহিয়াছেন।"

প্রভু বলিলেন,—"ইনি ভারতী নহেন, তুমি অজ্ঞান, কাহাকে ভারতী বলিতেছ? তুমি নিতান্ত মূর্খ, তাই একজন মৃগচর্ম্ম-পরিহিত ব্যক্তিকে ভারতী গোস্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ। ভারতী গোস্বামীর ন্যায় একজন আচার্য্য স্বীয় শ্রীঅঙ্গ মৃত পশুর চর্ম্মে আবৃত করিবেন কেন?" এই কথা শুনিয়া ভারতীর চক্ষুঃ উন্মীলিত হইল। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চক্ষে চর্ম্মাম্বর শোভা পায় না। তিনি আরও ভাবিলেন যে, মহাপ্রভু ভাল কথাই বলিতেছেন; আমি দম্ভের বশবর্ত্তী হইয়া চর্ম্মাম্বর পরিধান করি। ইহাতে সংসার তারণ হইতে পারে না, আজ হইতে চর্ম্মাম্বর পরিধান করিব না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরের ভাব উপলব্ধি করিয়া বহির্ব্বাস আনয়ন করাইলেন। ব্রহ্মানন্দ চর্ম্মাম্বর পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন। তখন প্রভু আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন।

ভারতী বলিলেন, "লোককে শিক্ষা দান করিবার নিমিত্ত তুমি আচার পালন কর। আমাকে তুমি আর প্রণাম করিও না; তোমার প্রণাম গ্রহণ করিতে আমার ভয় হয়।"

জগৎকে আচার শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও শিষ্যাভিমানে গুরুস্থানীয় ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে প্রণাম করিলেন বটে; কিন্তু ভারতী মহাপ্রভুর মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রণাম গ্রহণ করিতে আপত্তি জ্ঞাপন করিলেন।

ভারতী বলিলেন,—

সাম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ইহাঁ চলাচল।
জগন্নাথ অচল, তুমি ব্রহ্ম সচল॥
তুমি গৌরবর্ণ, তেঁহ শ্যামবরণ।
দুই ব্রহ্ম কৈল সব জগৎ তারণ॥
প্রভু কহে, সত্য কহি তোমার আগমনে।
দুই ব্রহ্ম প্রকটিল শ্রীপুরুষোত্তমে॥
ব্রহ্মানন্দ নাম তুমি গৌরব্রহ্ম চল।
শ্যামবর্ণ জগন্নাথ বসিয়াছেন অচল॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১০।১৬৩-১৬৬)

ভারতী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে মধ্যস্থ স্থির করিয়া বলিলেন,—"ইঁহার সহিত আমার বিচার মন দিয়া শুন। ব্রহ্ম—ব্যাপক অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক; জীব ব্রহ্মের দ্বারা ব্যাপ্য। যিনি চর্ম্ম ঘুচাইয়া আমাকে শোধন করিলেন, তিনি ব্যাপক এবং আমি ব্যাপ্য। এস্থলে ব্রহ্মানন্দ ভারতীরূপ আমি কিংবা কৃষ্ণচৈতন্যরূপ উনিই ব্রহ্ম হইলেন, তাহা বিচার করিয়া দেখ।

আবার, মহাভারত দানধর্ম্মে সুবর্ণবর্ণ, গলিতহেমবৎ অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, চন্দনমালাশোভিত, সন্ন্যাসাশ্রম, হরিরজন্মলোচন রূপ শমগুণবিশিষ্ট, হরিকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ় নিষ্ঠারূপ কেবলাদ্বৈতবাদি অভক্তনিবৃত্তিকারিণী শান্তিলব্ধ মহাভাবপরায়ণ যে সকল নাম আছে, তাহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই আস্পদ অর্থাৎ উহা তাঁহাতেই স্থান পাইয়াছে। চন্দনমাখা প্রসাদডোর ইঁহার দুই বাহুতে বলয়স্বরূপ।

সার্ব্বভৌম ব্রহ্মানন্দ ভারতীরই জয় মীমাংসা করিলেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিলেন—শিষ্যবাক্যের সত্যতা থাকিলেও গুরুবাক্যই শিষ্যবাক্যের উপর জয় লাভ করে। গুরুবাক্য সর্ব্বকালেই শিষ্যবাক্যাপেক্ষা অধিক আদরণীয়। উক্ত ন্যায়মতে ব্রহ্মানন্দ ভারতীই গুরু এবং মহাপ্রভু আপনাকে তাঁহার শিষ্যাভিমান করায় ব্রহ্মানন্দের বাক্য জয় লাভ করিল। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ এক্ষেত্রে মহাপ্রভুর কথিত গুরুশিষ্য ন্যায়াবলম্বনকেই তাঁহার পরাজয়ের হেতু বলিয়া স্বীকার করিলেন না তাহার অন্য একটি হেতু দেখাইয়া বলিলেন,—ভগবান্ ভক্তের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। ইহাই তাঁহার ভগবত্তার স্বভাব।

ভারতী আরও বলিলেন :—

আর এক ভন তুমি আপন প্রভাব।
আজন্ম করিনু মুঞি নিরাকার-ধ্যান।
তোমা দেখি, কৃষ্ণ হৈল মোর বিদ্যমান॥
কৃষ্ণনাম স্ফুরে মুখে মনে নেত্রে কৃষ্ণ।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি' হৃদয় সতৃষ্ণ॥

আমার বিল্বমঙ্গলের ন্যায় দশা হইল। অদ্বৈতমার্গের পথিকগণ যারা উপাস্য আর আত্মানন্দ সিংহাসন হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও আমি কোন গোপবধূলম্পট কর্ত্তৃক হঠক্রমে দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি। প্রভু বলিলেন—"তুমি ব্রহ্মানন্দ ভারতী, প্রেমময় মহাভাগবত, সুতরাং তোমার সর্ব্বত্রই কৃষ্ণদর্শন হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি?"

ভট্টাচার্য্য উভয়ের মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, "মহাভাগবত ব্রহ্মানন্দ ভারতীর যে কৃষ্ণদর্শন হইয়াছে, মহাপ্রভুর এই বাক্যও সত্য। যেহেতু কৃষ্ণ মহাভাগবতের সম্মুখে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তের প্রেমাধিক্য ব্যতীত তাদৃশ সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা নাই।"

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল

(ভক্তিরত্ন শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী)

(১)

জন্মমরণজ্বালা বা ত্রিতাপজ্বালা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াও যদি সাধুসঙ্গে ভগবৎসেবা বা কৃষ্ণপ্রেমানন্দানুশীলন না হয়, তাহা হইলে উহা আত্মহননরূপ মহানর্থ বা পরম অকল্যাণ ব্যতীত কিছুই নহে। শ্রীমদ্ভাগবতাদি সচ্ছাস্ত্র ইহাই তারস্বরে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিতেছেন,—হে জীব! প্রত্যেকেই আত্মকল্যাণকামী হইয়া শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গ কর, ভক্তসঙ্গ ব্যতীত, কর্ম্মচেষ্টা, যোগচেষ্টা, জ্ঞানচেষ্টা, তপশ্চেষ্টা ও ধ্যানাদির চেষ্টা—কোন উপায়েই পরম প্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হইতে পারে না। "কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।" সাধুসঙ্গ ভিন্ন গত্যন্তর নাই, ইহা সকল শাস্ত্রেই সুকথিত।

এবম্বিধ সাধুসঙ্গে যে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়, তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইবার অবকাশ থাকিতে পারে না। কারণ "সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।" "সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥" সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বাণীই অকাট্য প্রমাণ।

কলিকাতায় প্রচার

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যহ ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন। [illegible]

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত টীকা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, গ্রন্থ, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৩০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, অধ্যায় কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তাৎপর্য্যযুক্ত-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই মাত্র প্রকাশিত। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভারতী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্যবাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ ভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই সুন্দরভাবে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সুধেয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—পঞ্চতত্ত্ব—শক্তি—ভগবত্তত্ত্ব—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশাক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধাই সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'নবদ্বীপধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সাম্প্রদায়িক প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—ঘ যাত্রা -শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম-শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীযুত মদনমোহন বর্ম্মণ কারামুক্ত

শ্রীযুত মদনমোহন বর্ম্মণ গাড়োয়ান ধর্ম্মঘটের সম্পর্কে ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি গত বৃহস্পতিবার বেলা ৯ ঘটিকার সময় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি-লাভ করেন। সন্ধ্যাকালে জমিদার সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়।

কংগ্রেসসিদ্ধান্তের সংশোধন

কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে গৃহীত মূল অধিকার এবং অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্বন্ধে মতামত জানাইবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যে আহ্বান করা হইয়াছিল, জামসেদপুর শ্রমিকসঙ্ঘ সে সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন :—

১। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ম্ম পাওয়ার অধিকার থাকিবে এবং রাষ্ট্র তাহাকে কাজ দিতে বাধ্য থাকিবেন। কাজ দিতে না পারিলে তাহাকে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দিতে রাষ্ট্র বাধ্য থাকিবেন।

(২) শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করিবার অধিকার থাকিবে।

(৩) বৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য ও শিশুদের—বিশেষতঃ অনাথ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাষ্ট্র হইতে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) রাষ্ট্রের প্রজাদের অবাধে ভ্রমণের এবং দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের অবাধ স্বাধীনতা থাকিবে।

(৫) কলকারখানার মজুরদের প্রতি মাসে ন্যূনপক্ষে পঞ্চাশ টাকা করিয়া বেকার-ভাতা দিতে হইবে। সাধারণ কাজ দিনে ছয় ঘণ্টার বেশী এবং শ্রমসাধ্য কাজ দিনে চার ঘণ্টার বেশী চলিতে পারিবে না। সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ এবং দুইদিন বিশ্রাম থাকিবে। বৎসরে সাবেতনসহ ন্যূনপক্ষে দুই মাস ছুটি দিতে হইবে। বাসস্থানের পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা, কাজের স্বাস্থ্যজনক ব্যবস্থা, কর্ম্মাভাবে, অসুখ, অকর্ম্মণ্যতা, বার্দ্ধক্য ইত্যাদির ফলভূত আর্থিক দুরবস্থার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) যাহারা চাষ করে, জমির উপরে তাহাদেরই স্বত্ব থাকিবে। জমির খাজনা বা রাজস্ব তুলিয়া দিতে হইবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে চাষের আয়ের উপরে পরিমাণমত আয়কর বসাইতে হইবে।

(৭) প্রধান প্রধান শিল্পগুলি অর্থনীতি, ব্যাঙ্কিং, যানবাহন, ব্যবসায়, বাণিজ্য, খনিজ এবং অন্যান্য স্বাভাবিক উৎপন্ন দ্রব্যাদি—এ সমস্তকে রাষ্ট্রের অধিকারে আনিতে হইবে। কৃষিজ এবং শিল্পজাত দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্র করিবে। ব্যক্তির অর্থসঞ্চয়ে অধিকার কমাইতে হইবে।

বিহার মহিলার কৃতিত্ব

প্রথমসংস্কৃত উপাধি লাভ

শ্রীমতী সুশীলা পণ্ডিত মিঃ কে, পি, জয়সোয়ালের জ্যেষ্ঠা কন্যা। বিহারে মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। শ্রীমতী সুশীলা কলিকাতায় বিগত কাব্যতীর্থ পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স পাইয়াছেন।

সরকারের টাকা লুঠ

গত ২রা মে তারিখে চট্টগ্রামে কালেক্টরীর একজন পিয়ন সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন দিবার জন্য স্থানীয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে ১০২০০৲ টাকার চেক ভাঙ্গাইয়া আফিসে ফিরিবার সময় কতিপয় লোক ঐ টাকা ছিনাইয়া লইয়া যায়। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, যদি কেহ অপরাধিগণকে ধরিয়া দিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে গবর্ণমেণ্ট ২০০৲ টাকা পুরস্কার দিবেন।

খুলনা জেলা সম্মেলন

খুলনা জেলা সম্মেলন আগামী ২৯শে এবং ৩০শে মে কুমিরাতে অনুষ্ঠিত হইবে, ২রা মে অভ্যর্থনা সমিতির অধিবেশনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সম্মেলনের সহিত যাহাতে একটি মহিলা সম্মেলনও হয় তজ্জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, মৌলবী সামসুদ্দিন আমেদ, শ্রীযুত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার প্রভৃতি সম্মেলন উপলক্ষে খুলনায় যাইবেন বলিয়া প্রকাশ।

রেঙ্গুনে অস্ত্র আইনের মামলায় বাঙ্গালী অভিযুক্ত

একটি তাজা কার্ত্তুজ রাখিবার অভিযোগে মিঃ কে, সি, কর অস্ত্র আইনানুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে। চিফ অর্ডিন্যান্স অফিসার ক্যাপ্টেন ব্রেন বলেন, কার্ত্তুজটি তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। পুলিশ উহা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিল। কার্ত্তুজটি দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, উহা বিস্ফোরিত হইলে মৃত্যু ঘটাইতে পারিত। শুনানী স্থগিত আছে।

বালিয়াকাঁন্দীতে হিন্দু-মুসলমানের মিলন

ফরিদপুর জেলার অলঙ্কারপুর গ্রামে বকরঈদোপলক্ষে সম্প্রতি যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেখা দিয়াছিল তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

মিটমাটের জন্য একটি সভা হয়। সভায় বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমানগণ উপস্থিত ছিলেন। গোহত্যা, মসজিদের সম্মুখে বাজনা এবং অন্যান্য ছোটখাটো সমস্যা সম্বন্ধে একটি চুক্তিনামা হইয়া যায়। উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ উহাতে সহি করেন। ফরিদপুরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই দলিলে সাক্ষী হ'ন। মুসলমানগণ নমঃশূদ্রের বিরুদ্ধে যে মামলা রুজু করিয়াছিল তাহা উঠাইয়া লইবার জন্য পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হুকুম দিয়াছেন।

রাজসাহীতে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের বক্তৃতা

অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৬ই মে সন্ধ্যায় ভুবনমোহন পার্কে এক জনসভায় বক্তৃতা দিয়াছেন। শ্রীযুত সুরেন্দ্র মোহন মৈত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নৃপেন্দ্র বাবু বিশেষভাবে ছাত্র এবং মহিলাগণকে লক্ষ্য করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি ছাত্রগণকে বলেন, তাহারা যেন সকল দলাদলি বিস্মৃত হইয়া মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব মানিয়া চলে এবং বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করে। তিনি মহিলাগণকেও পিকেটিং করিতে অনুরোধ করেন।

রেঙ্গুনে ডাকাতি

১৫ হাজার টাকা লুণ্ঠিত

গত ৭ই মে সকাল বেলা রেঙ্গুনের পশ্চিম অঞ্চলে সমুদ্রের ধারে কাজী ক্যাকাসী নামক চাউল ব্যবসায়ীর এক ভারতীয় দারোয়ানের নিকট হইতে ১৫ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে। প্রকাশ, উক্ত দারোয়ান একটি থলিয়াতে ১৫ হাজার টাকার নোট লইয়া একটি লঞ্চে উঠিতে যাইতেছিল। এমন সময় ৫ জন ভারতবাসী একখানা মোটর গাড়ীতে করিয়া তাহার নিকট আসে এবং তাহাকে টানিয়া ঐ মোটরের উপর তোলে, তারপর তাহারা তাহাকে সোয়েদাগণ প্যাগোডার পিছনে একটি নির্জ্জন স্থানে লইয়া যায় এবং ছোরার ভয় দেখাইয়া তাহার নিকট হইতে ঐ থলিয়াটী ছিনাইয়া লয়। তৎপর দারোয়ানকে সেইখানে ফেলিয়া রাখিয়া তাহারা মোটর হাঁকাইয়া প্রস্থান করে। ডাকাতদিগকে বাধা দিতে গিয়া দারোয়ানের হাতের কয়েকটা জায়গা কাটিয়া গিয়াছে। পরে মোটরখানার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে চপেটাঘাত

একজন সাধারণ কয়েদী মেদিনীপুর জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্যাপ্টেন মুখোপাধ্যায়কে চপেটাঘাত করায় জেলের ভিতর প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রকাশ, এই কয়েদী বহু পূর্ব্বে কতকগুলি অভিযোগের কথা তাঁহাকে জানায়, কিন্তু সেগুলির কোন প্রতিকার করা হয় নাই।

জেল আইন অনুসারে তৎক্ষণাৎ অপরাধীর প্রতি নির্জ্জন কক্ষে পায়ে বেড়ী সমেত ছয় মাস বাস করিবার আদেশ হইয়াছে। উপরন্তু, পূর্ব্ব দণ্ড হইতে এ পর্য্যন্ত তাহার যে ছাড় পাওনা হইয়াছিল, তাহাও বাতিল করা হইয়াছে।

রেল কর্ম্মী সভায় ভীষণ গণ্ডগোল

বোম্বাইয়ের ৯ই মের সংবাদে প্রকাশ, উক্ত দিবস গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের কর্ম্মচারী ইউনিয়নের ৫ম বার্ষিক বৈঠকের অধিবেশন হইয়াছিল। বোম্বায়ের প্রাক্তন মেয়র শ্রীযুত বি, ডি, গিগির সভাপতিত্বে এই সভার অধিবেশন হয়।

এই সভায় একদল এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, এই ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীযুত যোশীর গুণকীর্ত্তন করা হইবে না। ইহাতে সভায় বিশেষ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। কিছুক্ষণ সভাস্থলে বিশৃঙ্খলা চলিতে থাকে। সভাপতি বেগতিক দেখিয়া, সভা বন্ধ হইল বলিয়া ঘোষণা করেন এবং তখনই সভাস্থল ত্যাগ করেন। উভয় পক্ষে হাতাহাতি চলিবার পর এক ব্যক্তি আহত হয়েন।

থারাবডি বিদ্রোহ মামলার রায়

রেঙ্গুনের ৯ই মের সংবাদে প্রকাশ, থারাবডি বিদ্রোহ মামলায় বিচারে বন্দীদের মধ্যে ১৫ জন লোক মৃত্যুদণ্ডে ও ৫৬ জন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ২৪ জন অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতি ইঞ্চ ৮৲ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যে মূল্য অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক [illegible]
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের [illegible] — নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক শ্রী[illegible]ত নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩০শে বৈশাখ বুধবার ১৩৫৮, ১৩ই মে ১৯৫১

রাণাঘাট মিউনিসিপ্যালিটি

বড়লাটের সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে নেতৃবৃন্দ

কুষ্টিয়ার বিবিধ সংবাদ

গাইবান্ধায় দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব-নৃত্য

ভারতে ভবিষ্যৎ

সাম্প্রদায়িকতার বিষময় ফল

জেল অধ্যক্ষের আত্মহত্যা

নদীয়া জেলা জাতীয়তাবাদী মুসলমান দল

নানা কথা

রাণাঘাট মিউনিসিপ্যালিটী

জনৈক রাণাঘাটবাসীর সংবাদে প্রকাশ, [illegible] মিউনিসিপ্যালিটি সহরের ধুলি নিবারণ এত নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন যে, এসময়ে জনসাধারণের কষ্টের সীমা থাকে না। সহরের রাস্তাগুলির মধ্যে মিউনিসিপ্যাল অফিসে গৃহের সম্মুখের রাস্তায় কেবল জল দেওয়া হয় এবং এই জল দেওয়ার প্রণালী অদ্ভুত। সাধারণতঃ বৈকাল ৪॥ ৫ টার পর জল দেওয়া আরম্ভ হয়। রাস্তার ধারের একটা ইন্দারা হইতে জল তুলিয়া কেরোসিন টিনে করিয়া [illegible] দিয়া দিয়া ছিটাইয়া দেওয়া হয়। এই এক এক টিন করিয়া জল তুলিয়া প্রায় আধ মাইল পথ ভিজাইতে সন্ধ্যা হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ ইন্দারা ও ভিজাইবার স্থানের দূরত্ব বাড়িয়া যাওয়াতে জল টানিয়া লইয়া যাইতেও অনেক সময় লাগে— কাজের ঠিক সময় মত কাজ হইয়া উঠে না। তিন চারি জন মজুর এই কাজ করে। তাহাদের মাহিনা বাবদ যাহা খরচ হয় তাহা দিয়া অতি সহজেই একটা জল দেওয়ার গাড়ীর ব্যবস্থা করা যায় এবং তাহাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অধিক জায়গা ভিজাইবার সম্ভাবনাও বেশী থাকে। নদীর ধারের রাস্তাটার সহরের সঞ্চিত আবর্জনা ফেলিয়া দুর্গন্ধময় করিয়া তোলা হইয়াছে কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ক্রমশঃ [illegible] ও [illegible] করিয়া রাখা হয়। স্টেশনের সামনের রাস্তাটা কখনও পরিষ্কার দেখা যায় না। রাস্তায় যা আলোর ব্যবস্থা আছে তাহাতে পথ দেখা দুষ্কর। রাস্তার ধারে আগে কয়েকটা নলকূপ ছিল, এখন আর তাহা নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কিছুদিন আগেই ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

নদীয়া জিলা জাতীয়তাবাদী মুসলমান দল

কুষ্টিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ গত ৪ঠা মে তারিখে ডাক্তার সদরুদ্দিন আমেদের ভবনে মৌলভী সামসুদ্দিন আমেদের সভাপতিত্বে নদীয়া জিলা জাতীয়তাবাদী মুস্লিমদল গঠিত হইয়াছে। এই দল মিশ্র নির্বাচন সমর্থন করিয়া বাঙ্গালার মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য আইন সভার কতকগুলি স্বতন্ত্র আসন সংরক্ষণের দাবী উপস্থিত করিয়াছেন।

মুড়াগাছা সংবাদ

নলকূপ খনন

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, মুড়াগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ দে মহাশয় তাঁহার বাটীর সন্নিকটে পাড়ার লোকের সুবিধার্থ নিজ ব্যয়ে একটী নলকূপ খনন করিয়া দিয়াছেন। তিনি আরও ২।৩টী নলকূপ খনন করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

হিন্দু মুসলমান মিলন

হিন্দুমুসলমান মিলন দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যে এক পাঞ্জাবী ফকির জান মহম্মদ খাঁ গত শনিবার দিবস এক বিরাট মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নদীয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত কানাইলাল সিংহ রায় উক্ত উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া ফকির সাহেবের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকেরা উৎসব স্থানে উপস্থিত থাকিয়া জাতীয় সঙ্গীতে সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

জেল অধ্যক্ষের আত্মহত্যা

গয়া সেন্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মেজর ইউ. কে. বুক গত ৭ই মে রাত্রিতে গুলী করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত করিয়াছিলেন। গত ৮ই অপরাহ্নে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় সিভিল হাসপাতালসমূহের ইন্সপেক্টার জেনারেল ও পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—৩০শে বৈশাখ বুধবার—১৩৩৮

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

কঠশ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে ॥

অর্থাৎ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দুইটী মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তিগণ ঐ দুইটীর তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া একটীকে 'মুক্তির কারণ' ও অপরটীকে 'বন্ধনের কারণ' বলিয়া বিচার করেন। তাঁহারা প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকে বরণ করেন, আর বিবেকহীন মন্দ ব্যক্তিগণ যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ—এতদুভয়াত্মক প্রেয়ঃকে প্রার্থনা করেন।

প্রেয়ঃপ্রার্থী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা প্রেয়ের সমর্থনে যত্নবান্। বিবেকী শ্রেয়স্কামী ব্যক্তিগণ প্রেয়ঃপ্রার্থীর দুর্ব্বুদ্ধি অপনোদনের সহস্র চেষ্টা করিলেও ইঁহাদের প্রেয়ের সমর্থনেই যাবতীয় চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। ভাল কথা কোনরূপে শুনিবেন না, তাহা যাহাতে না শুনিতে হয় বা তদ্রূপ আচরণ না করিতে হয়, ইহাই তাঁহাদের আনথাগ্র অভিলাষ। প্রেয়ের সমর্থনের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের ন্যায় আরও কতিপয়ের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া নিজেকে তাহার মধ্যে আরও দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া রাখিবার প্রয়াস পা'ন।

জগতে প্রেয়ের খরিদ্দারই অধিক। যাহাতে বহির্ম্মুখতা বৃদ্ধি পায়, কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব তজ্জন্যই সতত চেষ্টা করিয়া থাকে। তজ্জন্য তাহারা প্রেয়ের উপাসক। প্রেয়ঃসেবকগণ প্রেয়ের পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনকল্পে সভাসমিতি দ্বারা বক্তৃতাদি করিয়া দলপোষণের চেষ্টা করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। তজ্জন্য শ্রেয়স্কামিগণের অনুকরণে তাঁহাদের প্রবৃত্তিও অল্প বিস্তার দেখা যায়।

শ্রেয়স্কামিগণ শ্রেয়ঃ বিতরণের জন্য সতত চেষ্টান্বিত। যাহাতে জগতের সকল জীবই শ্রেয়ের উপাসনা করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহারা প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—তাঁহাদের সর্ব্বস্ব নিযুক্ত করেন। শ্রেয়ের গ্রাহক বাড়াইবার জন্য তাঁহারা সভাসমিতি করেন—প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গিয়া তাহাদের দুঃখের জন্য কতই না কাঁদাকাটা করিয়া তাহাদের চিত্ত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করেন; কিন্তু ভাল কথা কিছুতেই শুনিব না—ইহাই প্রেয়ের উপাসকগণের প্রতিজ্ঞা।

শ্রেয়স্কামী যেরূপ প্রেয়ঃসেবকের মঙ্গলের জন্য চেষ্টান্বিত, প্রেয়ঃপ্রার্থীও তদ্রূপ শ্রেয়স্কামীর বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত। প্রেয়ের উপাসকসংখ্যা জগতে বেশী। সুতরাং তাহারা সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া সভাসমিতি করিয়া শ্রেয়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দেয় এবং যাহাতে সকলে মিশিয়া বেশ দলপুষ্ট করিয়া থাকিতে পারে, তজ্জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া থাকে।

প্রেয়ঃপ্রার্থীর দল বেশী, কাজেই "সমশীলা ভজন্তি বৈ" ন্যায়ানুসারে তাহারা সকলে দল বাঁধিয়া শ্রেয় উপদেশকের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে। ফলে কি লাভ হয়? কঠশ্রুতি বলেন,—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥

অবিবেকরূপা অবিদ্যার মধ্যে অবস্থিত হইয়া নিজে নিজেকে 'বুদ্ধিমান্', 'পণ্ডিত' বলিয়া মনে করে। এই সকল কুটিলস্বভাব মূর্খগণ অন্ধ কর্ত্তৃক পরিচালিত অন্ধের ন্যায় দুঃখকর জন্মাদি লাভ করিতে থাকে।

শ্রেয়ঃ বস্তুর গ্রাহক জগতে দুর্ল্লভ। রোগীর যেমন রোগ-নিরাময় অপেক্ষা কুপথ্য গ্রহণেই অধিক রুচি, ভোগী প্রেয়ের উপাসকগণও তদ্রূপ শ্রেয়ঃ গ্রহণ করা অপেক্ষা প্রেয়ের আদরেই অধিক রুচিবিশিষ্ট। সুতরাং শ্রেয়ের উপাসক দুর্ল্লভ।

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥

শ্রেয়ের কথা শুনিবার লোক বহু পাওয়া যায় না। দুই চারিজন পাওয়া গেলেও তাহা শুনিয়া অনেকেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। আরও শ্রেয়োবিষয়ের তত্ত্ববিৎ ও নিপুণ বক্তা অতীব দুর্ল্লভ। আবার এইরূপ সুদুর্ল্লভ উপদেষ্টা কদাচিৎ অবতীর্ণ হন, কিন্তু আচার্য্যের অনুগত শ্রোতা আরও সুদুর্ল্লভ।

বেকার সমস্যার সমাধান

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি,এল)

বর্ত্তমান বেকার সমস্যার যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী মাদৃশ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট পারমার্থিক পত্রিকার স্তম্ভে শিরোনামায় লিখিত আশাপ্রদ বাণী বড়ই লোভজনক সন্দেহ নাই। গ্রাসাবার্ত্তাবহের পৃষ্ঠায় কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনে অনেকবার বঞ্চিত হইয়াছি, তাই উহাতে আর শ্রদ্ধা হয় না।

লৌকিক জগতের ভোগভূমিকায় যেখানে সদা সর্ব্বদা পরস্পরের বিভিন্নমুখী স্বার্থের সহিত ক্রমাগত সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী, যেখানে এক পুরুষোত্তমের সেবা বাদ দিয়া মানবগণ নিজ নিজ ভোগের ইন্ধনসংগ্রহে ব্যস্ত, যেখানে নিত্যসত্য বস্তুর অনুসন্ধানের জন্য ব্যগ্রতার পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র আপাতঃ প্রেয়ঃ বস্তু লাভার্থ তাহাদের সমগ্র কর্ম্মময় চেষ্টা কেন্দ্রীভূত, সেখানে যে প্রতিপদে বঞ্চিত হইতে হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? শুনিয়াছি, পরমার্থরাজ্যে নাকি ঐরূপ বিভিন্ন স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাত নাই, নিজেন্দ্রিয়তর্পণের লেশ মাত্র নাই, সকলেরই স্বার্থ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থিত একমাত্র স্বার্থগতি বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে পর্য্যবসিত, তাই সেখানে বঞ্চনার কোন প্রকার তাণ্ডব নৃত্য নাই।

এবার ১৯৩১ সালের আদম সুমারীতে উপাধিধারী শিক্ষিত ও বেকার ব্যক্তিগণের পৃথগ্‌ভাবে একটী সুমারী হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। আশা হইয়াছিল, আমারও কিছু সুবিধা হইবে, কিন্তু আমার কপাল পোড়া, "অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়" তাই কিছুই হইল না। কর্ম্মের চেষ্টায় দীর্ঘকাল দেশবিদেশে ঘুরিলাম, কোথাও কিছুই হইল না। তবে দেশ ভ্রমণের ফলে এই অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে যে, দেশে, বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে একপ্রকারের ব্যবসায় খালি আছে, যদ্দ্বারা অনায়াসে অতি সহজে প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে। কেবল অর্থ কেন, আমার ন্যায় সংসারী জীবের ইহা দ্বারা একযোগে, কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ হইতে পারে।

অনেক গবেষণার পর ঐরূপ ব্যবসাতেই ব্রতী হওয়া সুবিধাজনক স্থির করিয়া কোন কার্য্যোপলক্ষে ট্রেণে কলিকাতায় আসিতেছিলাম। এমন সময় ঐ ট্রেণে একজন কমনীয়মূর্ত্তি নিষ্কিঞ্চন সাধুপুরুষের সহিত আমার সাক্ষাৎকার ঘটিল। সাধুর পরণে গৈরিক বসন, হস্তে মালিকা ও ত্রিদণ্ড। পরস্পর সামান্য আলাপের পর তিনি আমার উপজীবিকাসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী হইয়া বেকার সমস্যায় প্রপীড়িত। কাজকর্ম্ম কিছুই যোগাড় করিতে পারি নাই, বড়ই অভাবগ্রস্ত। অনেক চিন্তার পর সম্প্রতি একযোগে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-প্রদানকারী ভাগবত ব্যবসায়টী বিশেষ লাভজনক মনে করিয়া ঐ কার্য্যে ব্রতী হইব এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিয়াছি।

আমার কথায় মহাত্মা মহারাজ যেন কিছু বিস্মিত ও অসন্তুষ্ট হইলেন, বুঝিতে পারিলাম। তিনি আমার বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া বলিলেন,—দেখ, প্রাক্তন কর্ম্মফলে তুমি এই সংসারে অভাবের তাড়নে সমুচিত ক্লেশ ভোগ করিতেছ। তোমার এই ক্লেশের মূল কোথায়, তাহা কোনদিন অনুসন্ধান করিয়াছ কি? অনাদি ভগবদ্‌বিমুখতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সংশোধিত হইবার জন্য মায়ারচিত কারাগার এই ভবসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছ। ইহাতে নিমজ্জিত না থাকিয়া উদ্ধার হইবার জন্য চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। যাহাদের জন্য এই সংসারে পাপাদি অগ্রাহ্য করিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছ এবং যাহাদের ভরণপোষণের জন্য ঐরূপ শাস্ত্রবিগর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহাদের স্বরূপটী কি কোন দিন চিন্তা করিয়াছ? সদ্‌গুরুপাদপদ্মে প্রপত্তিলাভের সৌভাগ্য যদি কোন দিন তোমার উদয় হয়, তবে বুঝিতে পারিবে, 'কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্।'

আরও দেখ, ধর্ম্মশাস্ত্রে ভণ্ডক ভাগবত-পাঠকের স্বরূপ বর্ণনে বলিয়াছেন,—বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেণ হীনাঃ পুরাণপাঠাঃ। পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি॥' অর্থাৎ বেদশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণশাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ হইলে মানুষ কৃষক হইয়া পড়ে, তাহাতেও তাহার ভোগের ব্যাঘাত ঘটিলে উহা ছাড়িয়া দিয়া ভাগবতপাঠক বা ভণ্ড ভাগবত হইয়া পড়ে এবং তদ্দ্বারা অর্থসংগ্রহ পূর্ব্বক উদর ও পুত্রকন্যাদিকে

অঙ্গীকারপূর্ব্বক পোষণের ইচ্ছা বলবতী হয়। একে ত' পরমার্থ ভুলিয়া এই ক্লেশ ভোগ করিতেছ, আবার কোন্ সাহসে সেই পরমার্থ নষ্ট করিতে সাহসী হইয়াছ? পরমার্থ ভুলিলেই মানুষের স্ব-স্ব-জড়ভোগার্থে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা বলবতী হয়। 'পরমার্থ' শব্দে ভক্ত ও ভগবানের সেবামাত্র বুঝায়। তদিতর যাহা কিছু, তাহাই নিজ জড়ভোগ-তাৎপর্য্যপর। জড় সম্বন্ধে অর্থসংগ্রহচেষ্টা যেখানে যত প্রবল, আলোকের প্রাচুর্য্যে অন্ধকার হ্রাসের ন্যায় পরমার্থ চেষ্টাও সেখানে সেই পরিমাণে শিথিল।

'ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত'—মহাজন এই আদেশ করিয়াছেন। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের দেহ, শ্রীনামও তাহাই। ইঁহারা কখনও মূল্যের পরিবর্ত্তে ক্রেয়-বিক্রেয় পণ্যদ্রব্য হইতে পারেন না। তা' ছাড়া ইঁহারা আমাদের সেব্যবস্তু। ইঁহাদের সেবা না করিয়া তদ্দ্বারা নিজের ও স্ত্রী, পুত্র, পরিবারাদির কুকুরশৃগালভোগ্য দেহের সেবা করাইয়া লইবার জন্য যে চেষ্টা, তাহার ফলে মহানরকবন্ত্রণাই লভ্য হইয়া থাকে। যিনি এই কার্য্য করেন, তিনি মহা অপরাধে অপরাধী হইয়া অশেষ দুঃখজনক নরকগতি লাভ করেন। আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি কখনও ঐরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না।

এই নরত্বই একমাত্র হরিভজনের মূল। ইহা দ্বারা হরিভজন না করিয়া ক্রমাগত অপরাধ করিতে থাকিলে শেষে অনন্তদুর্গতি লাভ ঘটিবে এবং ইহকাল পরকাল দুই কালই নষ্ট হইবে। অতএব 'রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা' এই শাস্ত্রবাণীর সম্মানপূর্ব্বক শ্রীভগবানই তোমার একমাত্র রক্ষক ও পালক জ্ঞানে তাঁহারই চরণে প্রপন্ন হও। তোমার আপাতঃ প্রতীয়মান কোন দুঃখ থাকিলেও তাহা তোমার পক্ষে আদৌ ক্লেশকর না হইয়া, "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহারদুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥" মহাজনের এই উক্তি অনুযায়ী সেই সব দুঃখ তোমার নিকট শ্রীভগবানের ব্যতিরেকী কৃপা বলিয়া অনুভূত হইয়া তোমাকে সুখই প্রদান করিবে। শ্রীভগবান পূর্ণ বস্তু, পূর্ণ বস্তুর আশ্রয়ে জীবের কখনও অপূর্ণতা বা অভাব থাকিতে পারে না। সদ্গুরু-পাদপদ্মে প্রপন্ন হইলে এ বিষয়টী তুমি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবে, নচেৎ উপায় নাই।"

মহান্ত মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃতবাণী শ্রবণ করিতে করিতে আমি যেন এক অভিনব রাজ্যের দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া গেলাম। প্রণতি পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীচরণে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহার পরিচয় প্রদানে একটী দীর্ঘ শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। শ্লোকটী মনে নাই, তবে তাহার শেষাংশে "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" এই কথাগুলি আছে এবং বর্ত্তমানে তিনি প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর অন্তর্গত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠস্থিত জনৈক সেবক মাত্র—ইহাও জানাইয়া দিলেন।

বঞ্চিত কেন?

(২)

(শ্রীপাদ সুদর্শন সনাতন ভক্তিশাস্ত্রী)

হৃদয় আমার কপটতাময়। কপটতা বলিতে সাধারণভাবে বুঝি—অন্তরের সহিত বাহিরের সামঞ্জস্যের অভাব। মনে ভাবি এক, ভাষায় ব্যক্ত করি অন্য এবং কর্ম্মে যাহা ঘটাই, তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অন্তর্নিহিত মনোভাব ও বহিরাগত কর্ম্মব্যঞ্জনার ছন্দোভঙ্গ সূচিত হয়, মূর্চ্ছনার মিল থাকে না। আমার স্বকীয় বুদ্ধির বিচারে—জ্ঞানের গোচরে অবস্থিত এই কপটতা। আমি জানিয়া শুনিয়াই এই কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং এই আত্মপ্রবঞ্চনা আমার স্বখাতসলিলে স্বেচ্ছাকৃত নিমজ্জন।

কপটতার আরো একটা দিক্ আছে, যাহা আমার বুদ্ধিগম্য অথবা বর্ত্তমান জ্ঞানের গোচরীভূত বিষয় নহে। যেখানে বস্তুর স্বরূপের পরিচয় আমার নাই—আদর্শের উপলব্ধি আমার হয় নাই, সেখানে অবস্তুই বস্তুরূপে প্রতীত হয়—অসত্যই সত্যরূপে মরীচিকার সৃজন করে—আদর্শ বিচ্যুতিই তখন বরণীয় ও শ্লাঘনীয় হইয়া উঠে। সেখানকার জ্ঞান—প্রাকৃত জ্ঞান, অসত্যের প্রতীতি, সুতরাং অজ্ঞানের নামান্তর মাত্র। সে জ্ঞান প্রজ্ঞানবিবস্বান্ নহে, অজ্ঞানের অন্ধকারে পরিম্লান, সংশয়ের আবরণে সমাচ্ছন্ন। আমি কিন্তু এই অজ্ঞানের আশ্রয়ে থাকিয়াই যাহা কিছু চিন্তা করি, কল্পনা করি, সত্যস্বরূপ প্রজ্ঞান-জ্যোতনার স্বপ্ন দেখিতে থাকি। ইহাই মানব-মনের মারাত্মক কপটতা। এখানে আমি জানি না, বুঝি না যে, আমি কপট। তথাপি আমি আত্মপ্রবঞ্চিত। কেননা, আমার সত্যানুরাগের অভাব; নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধানে ঔদাসীন্যই আমার অজ্ঞানের প্রভাব বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

আর্থিক বা ব্যবহারিক সত্যের কথা এখানে বলিতেছি না। ব্যবহারিক সত্যের আশ্রয়ে প্রাকৃত জ্ঞানের ফলে লাভ হয় অনিত্য জাগতিক অভ্যুদয়। তাই জানিতে চাহিতেছি—মানবজীবনের চরম ও পরম কল্যাণপ্রদ পারমার্থিক সত্যের সন্ধান সাত্বত শাস্ত্র সেই শাশ্বত সত্যের কথাই গাহিয়াছেন,—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় নিত্যকল্যাণময়। আর নিরন্তর নির্য্যাতন নিপীড়নে নিষ্পেষিত আমাদের মায়ামুগ্ধ সংসার জীবন। করুণাময় ভগবান্ স্বয়ং স্বীয় অমৃতময় সন্ধানপ্রদাতা। তাই তিনি আচার্য্যরূপে প্রপঞ্চে প্রকটিত। তিনিই সেই অমৃত-প্রস্রবণ-পথের পাথেয়প্রদাতা। সেখানকার পথ একটী মাত্র, একায়ন পন্থা, অন্য কোন পন্থা নাই। একায়ন পন্থার সন্ধানদাতা একমাত্র সাত্বত সমাজের আচার্য্যদেব। মানবসৃষ্ট আচার্য্য নহে, ভগবানের স্বীয় প্রকাশ বিগ্রহ তত্ত্ব। আমার বর্ত্তমান বুদ্ধির অগোচর, প্রাকৃত জ্ঞানের 'অনধিগম্য সেই একায়ন পন্থা। আমি কিন্তু তাহা জানি না, বুঝি না এবং বুঝিতে ও চাহি না।

আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিনয়ভূমিকায় আজ আমি অহমিকার ক্রীড়াপুত্তলিকা। আত্মশ্লাঘায় বিস্ফারিত দর্পদম্ভে আত্মহারা। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ—আত্মনিবেদন আমার বর্ত্তমান সাধনীয় জীবনে অচিন্তনীয় ব্যাপার

একায়ন পন্থাস্বরূপ ভক্তিধর্ম্মের স্বরূপতার পরিচয় আমার ভাগ্যে ঘটিল না। তাই আজ আমার হৃদয় উত্তেজনা ও উদ্দীপনাসমূহকে ভক্তির উচ্ছ্বাস বলিয়া মনে হইতেছে। কর্ত্তৃত্বাভিমানকে চেতনময় জ্ঞান হইতেছে। অহংকে আমি পরমার্থের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।

কর্ম্মফলভোগ ইহামুত্র সুখস্পৃহা, জ্ঞানফললভ্য সাযুজ্য মুক্তির স্পৃহা অথবা অন্য কোন জাগতিক অভ্যুদয় অভিলাষ অপ্রাকৃত সত্যলোকে পৌঁছায় না একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ, একান্ত আনুকূল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনই নিত্য কল্যাণপ্রদ পারমার্থিক সত্যসাধনা।

আমি কিন্তু তাহা বুঝিয়াও বুঝিলাম না। আমার অদৃষ্টবৈগুণ্য! আমি ত্যাগ ও প্রতিষ্ঠানকে ভক্তের উপচার জ্ঞানে অবজ্ঞা করিলাম। আর ভক্তের বিলাসবিভ্রমে দেখিলাম ভক্তের লীলাবৈচিত্র্য। কর্ম্ম-কোলাহলকে কৃষ্ণসেবা-সমারোহ জ্ঞানে মাতিয়া উঠিলাম। অন্তরে ভোগের লালসা ধূমায়িত। তাই কর্ম্ম যোগবৈভবে আমার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। আমি কর্ম্মী-গুরু যোগীগুরুর মায়াজালে নিপতিত।

জীবনের রঙ্গক্ষেত্রে পট পরিবর্ত্তিত হয়। প্রচ্ছন্ন ভোগলালসা ত্যাগের পরিচ্ছদে প্রকটিত হয়। তখন উদ্দীপিত হয় ত্যাগের গরিমা মহিমা—পরার্থে আত্মবিসর্জ্জনের বিপুল সমারোহে। নন্দনের পারিজাত-সৌরভে গগন পবন ভরিয়া যায়, মানবতার সার্থকতা ফুটিয়া উঠে। সকলই ঘটিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রতিষ্ঠা আর হইল না। আত্মবিসর্জ্জনে আত্মপ্রতিষ্ঠার দর্পদম্ভই জাগিয়া উঠিল—মানবীয় গৌরবের উদ্দামউচ্ছ্বাসই ছুটিতে লাগিল। অন্তরীক্ষে হাস্যলাস্যে ভাসে শুধু ভোগের লালসা। প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্ন ভোগ—ভোগ আর ত্যাগ। ত্যাগই প্রচ্ছন্ন ভোগ—অন্তর্নিহিত প্রতিষ্ঠার আশা। আমার ভগবৎসাধনা শুধুই আত্মপ্রবঞ্চনা।

শ্রীগুরুদেবের কৃপাবঞ্চিত আমি। সাত্বত শিক্ষাবাণী আমার শ্রবণগোচর হয় নাই। শ্রীভগবানের স্বরূপতত্ত্ব আমার হৃদয়ে প্রকটিত হয় নাই। তাই স্বয়ং ভগবান্ সচ্চিদানন্দময় দ্বিভুজ মুরলীধর অনন্ত অপ্রাকৃত গুণসম্পন্ন সবিশেষ মূল-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে নির্গুণ নিরাকার নির্বিশেষ কল্পনা করি। আমি মায়াবাদীর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছি। মুক্তিকামী আমি ভগবানের সাযুজ্যলাভের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া উঠিয়াছি। মানবজীবনের দর্পদম্ভের চূড়ান্ত অভিনয়!

শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণে আমি একান্ত অক্ষম, তাই অন্বয় ও ব্যতিরেকী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বিচারে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। অন্বয় ও ব্যতিরেক শিক্ষাকে সমপর্য্যায়ভুক্ত ভাবিয়া ধর্ম্মসমন্বয়ের ধ্বজা ধরিয়াছি। ব্যতিরেকী শিক্ষায় অন্ধ ভাবসামঞ্জস্যে মরণের পথকেই প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছি। আমি বিস্মৃত হলাম—সাত্বত সমাজের পরম প্রয়োজনীয় শিক্ষা—একায়ন পন্থার সন্ধান—শ্রীভগবানের একান্ত আশ্রয়। আমি 'যত মত তত পথ' জ্ঞানে বিপথে প্রধাবিত হইতেছি। তাই বলিতেছিলাম, এ জীবনে আমি বঞ্চিত হইয়াছি।

প্রাপ্ত পত্র

গত ৮ই বৈশাখ ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে শ্রীপাদ বনমালী ব্রহ্মচারীজীর উদ্যোগে ও আন্তরিকতায় শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নানাপ্রকার পুষ্প, বৃক্ষ ও কদলিবৃক্ষের দ্বারা শ্রীমঠের তোরণ সুসজ্জিত হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষে উক্ত ব্রহ্মচারীজী হিরণ্যকশিপু বধ ও শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে পাঠ এবং ব্যাখ্যা করেন এবং পাঠান্তে সুললিত কীর্ত্তন দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। শ্রীযুক্ত বাবু অহরলাল ঘোষ (ত্রিপুরাপুর), শ্রীযুক্ত বাবু কালিপদ হাজরা (রতনপোতা), শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসাদ দত্ত (সৈদপুর), শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বনাথ চৌধুরী (ব্রাহ্মণপাড়া) প্রভৃতি সজ্জনমণ্ডলী এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সমবেত জনগণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে করিতে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

নিবেদক—

ডাঃ শ্রীতারাপদ সরকার

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৫৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমধ্ব স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ-ভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমায় দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, অবাঁধা ১৷৶০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধাই সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল গোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থ উদিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলা, বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নিধান। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত ভাষা উৎকৃষ্টভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌-বিশ্বাসী ও জ্ঞানীগণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎ সেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।/১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতপুস্তক, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজাসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রোফ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয়-সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ দণ্ড উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সত্যবিগ্রহ। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত বনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সম্মারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হার্ম্মনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীঅধোক্ষজের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমা [illegible]। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবদাস শ্রীভাগবতরত্ন।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত [illegible], শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) [illegible]

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

[illegible], স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিগ্রহ [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-[illegible]র সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিভূষণ [illegible] ব্রহ্মচারী এম, এস, [illegible]।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-কেন্দ্র। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকালদহ, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক-ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাতাসন, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভূম্বরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরঘুনাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ রেস কোর্স, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

বড়লাটের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে নেতৃবৃন্দ

সিমলার ১০ই মের সংবাদে প্রকাশ, লণ্ডনে আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে রাষ্ট্ররূপ নিরূপণ কমিটীর অধিবেশন হইবার সম্ভাবনা। মহাত্মা গান্ধী এবং রাষ্ট্ররূপ নিরূপণ কমিটীর কতিপয় সদস্য কয়েকদিনের মধ্যেই সিমলায় আগমন করিবেন। তাঁহাদের সঙ্গে লর্ড উইলিংডনের যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইবে তাহার উপর অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সম্ভবতঃ নয়জন নেতা আসিবেন। তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পরেই রাষ্ট্ররূপ নিরূপণ কমিটীর সদস্যগণ একে একে আসিবেন। ভূপালের নবাব মে মাসের শেষ সপ্তাহে আসিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, তিনি তাহার অনেক পূর্ব্বে আসিবেন। কারণ, রাষ্ট্ররূপ নিরূপণ কমিটীর সম্পর্কে এমন অনেক বিষয় আছে যাহার জন্য তাঁহার পরামর্শের দরকার হইবে। ভূপালের নবাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আসিবেন বিকানীরের মহারাজা, সার আকবর হায়দারী এবং সার মির্জ্জা ইসমাইল। সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু, সার মহম্মদ শফী, সার সুলতান আমেদ এবং শ্রীযুত জয়াকর ২০শে মে'র আগে সিমলায় পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যায়। কৃষি গবেষণা পরিষদের পরিচালক সমিতির সভা সম্পর্কে সার সি, পি, রামস্বামী আয়ার এখানে আসিয়াছেন, তিনি দুই তিন সপ্তাহ সিমলায় থাকিবেন অন্যান্য যাঁহারা আসিবেন তন্মধ্যে সার আলি ইমাম এবং ডাঃ আনসারী অন্যতম।

গাইবান্ধায় দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবনৃত্য

গাইবান্ধা মহকুমায় দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব নৃত্যের সংবাদ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভাগীয় কমিশনার ও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সকলেই অবগত আছেন। প্রকাশ, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এযাবৎকাল তিন লক্ষ টাকা কৃষিঋণ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও প্রার্থিত ঋণ প্রদত্ত হয় নাই। মাত্র সাতচল্লিশ হাজার টাকা বিভিন্নস্থানে ঋণ দেওয়া হইয়াছে। ইহা এত সামান্য যে তদ্দ্বারা গ্রামের অতি অল্প সংখ্যক বাড়ীই উপকৃত হইতে পারিয়াছে। অনেক থানার এলাকায় এলাকায় কোনও সাহায্য বা ঋণ দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। সুন্দরগঞ্জ থানার এলাকাধীন কৃষক সাধারণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অনেক গ্রামে অবস্থাপন্ন গৃহস্থগণ দুদিন অন্তর একবেলা খাইতে পায় না; কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয় এই যে, আজ পর্য্যন্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত থানার এলাকায় কোনও গ্রামে উল্লেখযোগ্য কোনও ঋণ দান করেন নাই। দেশের এই দুর্দ্দিনে দুর্ভিক্ষের এতাদৃশ তাণ্ডব লীলায় প্রার্থিত তিন লক্ষ টাকা কৃষিঋণ ছাড়াও রিলিফ ওয়ার্কদের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট এককালীন দান কি দেশের লোক আশা করিতে পারে না?

য়ুরোপীয়ের আত্মহত্যা

মাদ্রাজ ও সাউথ মারাঠা রেলওয়ের মিঃ জে, এ, ব্রাউন নামক জনৈক কর্ম্মচারী কিছুদিন পূর্ব্বে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃতদেহ সম্পর্কে করোনার আদালতে তদন্ত শেষ হইয়াছে।

করোনার তদন্ত করিয়া অবগত হয়েন যে, মিঃ ব্রাউনের স্বাস্থ্য কিছুদিন হইতে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি তাঁহার বন্ধুদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি আর বাঁচিতে ইচ্ছা করেন না। ২ ঘণ্টা পরেই দেখা যায় যে তাঁহার দেহ কুভম নদীতে ভাসিতেছে।

ভারতের ভবিষ্যৎ

পুনার 'কেশরী' নামক মারাঠী পত্রিকা বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে যে সন্ধির সর্ত্ত বহাল আছে, তাহা যদি ব্যর্থ হয় এবং গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাবও যদি বিফল হইয়া যায়, তাহা হইলে বড় ভীষণ অবস্থা দাঁড়াইবে। সুতরাং ইংলণ্ড ও ভারত এই উভয় দেশেরই এমন চেষ্টা করা দরকার যাহাতে এই বিপদ না ঘটে। সেরূপ করিতে হইলে লর্ড আরউইনকে ইংলণ্ডের ও মহাত্মা গান্ধীকে ভারতের প্রতিনিধিরূপে মানিয়া লইয়া কথাবার্ত্তা চালান উচিত এবং ইঁহারা উভয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, সেই সিদ্ধান্ত যেন পার্লামেণ্ট মানিয়া লইয়া আইনে পরিণত করেন।

সাম্প্রদায়িকতার বিষময় ফল
অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যানের কথা

লাহোরে গত ৯ই মে পঞ্জাব ও সীমান্ত হিন্দু সম্মিলনের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর রামশরণ দাস বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, যাঁহারা শান্তি ও নিরুপদ্রবতা পছন্দ করেন, যাঁহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে চা'ন, সাম্প্রদায়িকতার উপর প্রতিষ্ঠিত যে স্বায়ত্ত্বশাসন সেই স্বায়ত্ত্বশাসনকে তাঁহারা কিছুতেই বরণ করিতে পারেন না। বৃটিশ কর্ম্মচারীরাই যে এই সাম্প্রদায়িক ভাবের আমদানী করেন নাই ইহা বলা যায় না; সুতরাং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্টের প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করিতে হইলে সম্প্রদায় হিসাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের প্রথা দূর করিবার দায়িত্ব বৃটীশ সরকারের।

অতঃপর তিনি এই সম্পর্কে আর কয়েকটী কথা বলিয়া তাঁহার বক্তব্যের উপসংহার করেন।

টাঙ্গাইলে খানাতল্লাস

পুলিশ গত ৮ই মে প্রাতে মোক্তার শ্রীযুত যামিনীকান্ত দাসের বাটী ও পরলোকগত গয়ানাথ রায় চৌধুরীর দোকানে খানাতল্লাস করিয়াছিলেন ভুরভুরিয়া চরের ডাকাতি সম্পর্কে। পুলিশ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত গিরীন্দ্রনাথ দাস ও গয়ানাথ বাবুর পুত্রদের গৃহ শিক্ষক শ্রীযুত মতিলাল বিশ্বাসকে দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে। খানাতল্লাসে কোন ও সন্দেহ জনক কিছু পাওয়া যায় নাই। শুনা যাইতেছে, ঘটনার সময় গিরীন্দ্র বাবু আইন অমান্য আন্দোলনে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন।

ভুরভুরিয়া চর ডাকাতি সম্পর্কে যে যুবকদিগকে ইতঃপূর্ব্বে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, প্রায় ২ মাস পূর্ব্বে তাহারা ৩ মাস হাজতে ছিল।

নির্ব্বাসিত ভারতবাসীর পাসপোর্ট অগ্রাহ্য

মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ গত চৌদ্দ বৎসর কাল নির্ব্বাসিতের জীবন যাপন করিতেছেন। গান্ধীআরউইন সন্ধির পর তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন উদ্দেশ্যে 'পাসপোর্টের' (ছাড়পত্রের) জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ উহা নামঞ্জুর করিয়াছেন।

গান্ধী উইলিংডন সাক্ষাৎকার

সিমলা ১২ই মের সংবাদে প্রকাশ, গান্ধীজী আগামী পরশ্বঃ শুক্রবার বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এই সময়ের মধ্যে গোলটেবিল বৈঠকের রাষ্ট্ররূপ নিরূপণ কমিটীর কতিপয় সদস্য আগামী বৈঠকের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে ঘরোয়াভাবে আলাপ আলোচনা করিতেছেন।

মালয়ে কলকারখানা বন্ধের ফল
ত্রিশ হাজার শ্রমিক বেকার

নাগাপট্টমের এক সংবাদে প্রকাশ, মালয় হইতে বহুসংখ্যক শ্রমিক মাদ্রাজে আসিয়াছে। যে সকল ফ্যাক্টরি আংশিকভাবে চলিতেছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যাওয়ায় শুনা যায় মালয়ে প্রায় ৩০,০০০ হাজার ভারতবাসীর কাজ গিয়াছে। তাহাদিগকে শীঘ্রই এই দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

উক্ত সংবাদে প্রকাশ, গত বৎসরও দক্ষিণ ভারতে ৮০,০০০ লোক প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল।

লাহোরে ডাঃ মুঞ্জের বিপুল সম্বর্দ্ধনা

পাঞ্জাব হিন্দু যুবক সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি ডাঃ মুঞ্জে গত ৯ই মে সকালে লাহোরে পৌঁছিয়াছেন। সহস্রাধিক হিন্দু তাঁহাকে ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা করে এবং তুমুল বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করে।

বিনা লাইসেন্সে ৫০ হাজার টাকার অহিফেন

বিনা লাইসেন্সে ৫০ হাজার টাকা মূল্যের অহিফেন রাখিবার অভিযোগে ৬য় সিমন, চতুর সিং ও গোলাম জেলানী কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রয়বার্গের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আসামীরা একখানি মোটর গাড়ীযোগে দিল্লী হইতে উক্ত অহিফেন আনয়ন করিয়া গাড়ীখানি নরকেল লেনে রাখে। আবগারী বিভাগের কর্ম্মচারীরা উহা অবগত হইয়া উক্ত গাড়ীর আসনের নিম্ন ভাগ হইতে উক্ত অহিফেন বাহির করেন এবং আসামীগণকে ধৃত করেন।

দিল্লীতে অবস্থিত কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ জন্য আসামীগণ কমিশন প্রেরণের আদেশ প্রার্থনা করে। ফরিয়াদী পক্ষে উক্ত আবেদনে আপত্তি করিয়াছেন। সাক্ষী উপস্থিত করিবার জন্য আসামীদিগকে সময় দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মামলা মুলতুবি রাখিয়াছেন।

Reg No C.1544

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সংবাদ ... প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ৩১শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৩৩৮, ১৪ই মে ১৯৩১

চুরির দায়ে ডাক্তার

শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেস কমিটীতে মিলনের প্রচেষ্টা

সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা

দক্ষিণ ব্রহ্মে ভারতীয়দের জীবন সংশয়

মাদ্রিদে ভীষণ হাঙ্গামা

সরকার ও বিচার বিভাগের মধ্যে সংঘর্ষ

জাপানের খনিতে সত্যাগ্রহ

পার্শেলের ভিতর তাজা কার্তুজ

নানা কথা

চুরির দায়ে ডাক্তার

ভবানীপুর রসা রোডের দোকানদার শ্রীরাম পোদ্দার আলিপুরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাহার বাড়ীওয়ালা ডাক্তার জে, এম, রায়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিয়াছে যে ডাক্তার লোকজন লইয়া তাহার দোকানে অনধিকার প্রবেশ করে ও মালপত্র সরাইয়া নেয়।

তাহার বিরুদ্ধে চুরি ও অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ গঠিত হইয়াছে।

দক্ষিণ ব্রহ্মে ভারতীয়দের জীবন সংশয়

দক্ষিণ বর্মায় ভারতীয়দের জীবন বিপন্ন হইয়াছে। তাহাদিগকে বর্মা ছাড়িয়া ভারতে ফিরিয়া যাইবার জন্য বলা হইয়াছে—না গেলে তাহাদের জীবন যাইবে বলিয়া ভয় দেখানো হইয়াছে।

তাহাদের অনেকেরই সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে—অবস্থা অতীব শোচনীয়। দুইটি জাহাজে ইতোমধ্যেই অনেক ভারতীয় রেঙ্গুনে যাত্রা করিয়াছে এবং আরও অনেকে ভারতে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল।

ভারতীয় নেতাগণ আজ সভা করিয়াছিলেন এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রতীকার প্রার্থনা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

মাদ্রিদে ভীষণ হাঙ্গামা

মাদ্রিদের ১১ই মের সংবাদে প্রকাশ, নির্বাচন উপলক্ষে রাজতন্ত্রী ...

...গিয়াছে।

উত্তর দলের লোকেরাই নির্বাচন উপলক্ষে প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। রাজতন্ত্রী দলের এক সভায় একজন অর্বাচীন যুবক "গণতন্ত্রের জয় হউক" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল। তাহাকে মারপিট করা হয়। ইহাতে লোকটি ক্রন্দন করিতে থাকে। ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া তথায় লোক সমাগম হয়। পরে জনতা বর্দ্ধিত হইয়া রাজতন্ত্রী দলকে আক্রমণ করে।

পুলিশ আসিয়া তখন অল্প সংখ্যক রাজতন্ত্রী দলকে অন্যত্র সরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করে। উত্তেজিত গণতান্ত্রিকগণ ইহাতে বাধা দেয় এবং রাজতন্ত্রীদিগকে ধরিয়া আনিয়া মারপিট করে। অতঃপর এই জনতা কোনও সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ের দিকে অগ্রসর হয় এবং বাড়ীতে পেট্রোল ঢালিয়া দিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়। পুলিশ এই জনতা দূরীকরণের জন্য গুলী করিতে বাধ্য হয়।

জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে ছাত্রী ভর্ত্তির ব্যবস্থা

ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল তাঁহার কলেজে আই, এস, সি, শ্রেণীতে মহিলা ছাত্রী ভর্ত্তি করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ইতোমধ্যেই কয়েকজন ছাত্রী কলেজে যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। গত বৎসর এই কলেজে আই, এস, সির ফল খুব ভাল হওয়ায় সম্ভবতঃ মেয়েগণ ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছা করিতেছে।

পার্শেলের ভিতর তাজা কার্ত্তুজ

একটি বেওয়ারিশ ও সন্দেহযুক্ত পার্শেল দিগাড়া লষ্ট প্রপার্টি অফিস হইতে চট্টগ্রামে আসে এবং আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কর্ত্তৃক সেটি ১১ই মে চট্টগ্রাম জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে পার্শেলটি খোলা হইলে দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে তিন শত তাজা ও কিছু গোল কার্ত্তুজ রহিয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:০:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—৩১শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার—১৩৩৮

দার্জ্জিলিংএ প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সপার্ষদে গত ৪ঠা মে তারিখে ভারতের উত্তরপ্রান্তে হিমালয় শৈলে দার্জ্জিলিং সহরে শুভবিজয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের প্রবল বন্যা আনয়ন করিয়াছেন। প্রত্যহ প্রচারকবৃন্দ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের দ্বারে দ্বারে যাইয়া চেতনবাণী কীর্ত্তনে বহু সুপ্ত জীবাত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। বলা বাহুল্য, দার্জ্জিলিং সহরের আয়ুষ্কালের মধ্যে ইহা সম্পূর্ণ অভিনব। কারণ, এখানে সকলেই জাগতিক ব্যাপার লইয়া উপস্থিত হন। যদিও জগতের সর্ব্বত্রই উক্তবিধ ব্যাপার বিরল নহে; তথাপি অন্যত্র ধর্ম্মের একটা আবরণ কোন কোন স্থলে দৃষ্টিগোচর হয়।

কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ মদ্রদেশে শুভবিজয় করিয়া ভারতের দক্ষিণ প্রান্তনিবাসীদিগকে ধন্য করিয়াছেন এবং তথায় তাঁহার কতিপয় মনোভীষ্টপ্রচারককে রাখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশক্তিপ্রভাবে কুমারিকা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত সনাতনধর্ম্মের প্রচার দ্বারা আপামর সকলকে ধন্যাতিধন্য করিতেছেন। এক্ষণে আবার ভারতের অপর প্রান্ত হিমালয় প্রদেশে স্বয়ং সপার্ষদ শুভ বিজয় করিয়া কলিকোলাহলপূর্ণ স্থানেও প্রত্যেক মানবের একান্ত কর্ত্তব্য যে হরি ভজন, ইহাই সুষ্ঠুভাবে বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। তাঁহার চেতনবাণীর সাড়া পাইয়া ধর্ম্মী, বিধর্ম্মী, আস্তিক, নাস্তিক, ভারতবাসী ও প্রবাসী অনেকেই প্রত্যহ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে শুশ্রূষু হইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্নাদি করিতেছেন।

গত ৯ই মে শনিবার সন্ধ্যার পর ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী উচ্চ শিক্ষিত দুইজন ভদ্র লোক এবং আরও অনেক ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রীহরিনাম কি', তাহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া একটী পরমোপাদেয় সিদ্ধান্ত অতি সরলভাবে আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; তাহা এই,—পরমেশ্বরের যাবতীয় ঈশিত্ব শ্রীহরিনামে বিদ্যমান। শ্রীহরিনাম সমস্ত অচেতনের অচেতনত্ব হরণ করেন, শ্রীহরিনাম সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। সেই জন্যই শ্রীহরি 'বিষ্ণু' নামে কথিত।

শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলিলেন,—কর্ম্মকোলাহলময় জগতে বিপদাপদ নিবারণকল্পে যেসকল হরিকীর্ত্তনের আবাহন দেখা যায়, উহা বাস্তব শ্রীহরিনাম না হওয়ায় জীবের কোন প্রকার সুবিধা হইতেছে না, শ্রীহরিনামে রুচি উৎপন্ন হইতেছে না। বাস্তব হরিনামকীর্ত্তনকারীর বড়ই দুর্ভিক্ষ। অবশ্য যাঁহারা শ্রীহরিকৃপাপ্রাপ্তির আশায় হরিকীর্ত্তন করেন না, তাঁহাদিগের জন্য এই সকল জাগতিক ব্যাপারবিমিশ্রিত হরিকীর্ত্তনের ছল থাকে থাকুক; তাহার স্বপক্ষে বিপক্ষে বলিবার কিছু নাই, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে শ্রীহরিপাদপদ্মসেবাভিলাষী, তাঁহারা বাস্তব কীর্ত্তনকারীর নিকট শ্রীহরিকীর্ত্তন শ্রবণ করুন।

এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া ইস্‌লামধর্ম্মিদ্বয় ও অন্যান্য শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ পরমাহ্লাদিত হইয়া প্রভুপাদের তথায় অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত প্রত্যহই এবম্বিধ পরম মঙ্গলপ্রদ সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন।

দার্জ্জিলিংএর সুপ্রসিদ্ধ 'দার্জ্জিলিং টাইমস্' নামক পত্রের ৯ই মে (১৯৩১) তারিখের সম্পাদকীয় স্তম্ভে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সানুবাদ প্রকাশিত হইল,—

His Divine Grace Paramahansa Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the organiser-in-chief of Sree Viswa Vaishnaba Raj Sabha, arrived in Darjeeling from the Gaudiya Math, Calcutta, on Monday and is the guest of Dr. S. K. Paul, Superintendent of the Lewis Jubilee Sanitarium. His Grace will be pleased to grant interviews to all honest enquirers after absolute truth and to reply to any questions between 7 and 9 o'clock both morning and evening, at Dr. Paul's residence during the next ten days.

Those who are religiously minded will doubtless be glad to avail themselves of this opportunity of consulting One Who has gained such fame throughout India for His piety and extreme godliness.

অনুবাদ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজপ্রবর এবং প্রধান পরিচালক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে গত সোমবার দার্জ্জিলিংএ পৌঁছিয়াছেন। তিনি লুইস্ জুবিলি স্যানিটোরিয়ামের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ এস্, কে, পাল মহোদয়ের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন।

পরমহংস ঠাকুর আগামী দশ দিবসকাল যাবৎ ডাঃ পাল মহাশয়ের ভবনে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত সকল বাস্তবসত্যানুসন্ধিৎসু জনের সহিত সাক্ষাৎ এবং তাহাদের সকল প্রকার প্রশ্নের সদুত্তরপ্রদানে প্রস্তুত আছেন।

ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেই এই প্রকার এক জন ভারতবিখ্যাত বদান্য এবং ঈশ্বর প্রেমিক ভক্তের সহিত ধর্ম্মালোচনার সুযোগ পাইয়া বিশেষ সুখী হইবেন, সন্দেহ নাই।

গুরুতত্ত্ব

(১)

শাস্ত্রসকল তিন ভাগে বিভক্ত। কর্ম্মবিচার, জ্ঞানবিচার ও ভক্তিবিচারে শাস্ত্রার্থ ভিন্নভাবে গৃহীত হয়। যাঁহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য জীবাদির স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান বা অনুভূতি স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর অবস্থিতি নাই। এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানিগণ বস্তুমাত্রকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম হইতে গুরু পৃথক্ নন। ইঁহারা উপাসনা বা ভক্তিমার্গ স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিমার্গকেই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীমহাপ্রভুর মতে তত্ত্ব—অচিন্ত্যভেদাভেদ অর্থাৎ যাবতীয় বস্তু যুগপৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং ব্রহ্মেই অবস্থিত। ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই; কিন্তু শক্তিগত পার্থক্যে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পরিচয়ে পরস্পর পৃথক্ ধর্ম্মবিশিষ্ট।

মায়াবাদী জ্ঞানিগণ তত্ত্ব বিষয়ে যে ধারণা করেন, তাহাকে নির্ব্বিশেষজ্ঞান বলে। শ্রীমহাপ্রভুর প্রকাশিত তত্ত্বজ্ঞান—সবিশেষ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক বস্তু হইয়া ছয়টী ভিন্ন তত্ত্বে প্রকাশমান,—১। শ্রীগুরুতত্ত্ব, ২। শ্রীবাসাদি ভক্ততত্ত্ব, ৩। অংশাবতার অদ্বৈততত্ত্ব, ৪। স্বরূপপ্রকাশ নিত্যানন্দতত্ত্ব, ৫। গদাধরাদি শক্তিতত্ত্ব, ৬। স্বয়ং ভগবান্‌তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই ছয় তত্ত্বই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাহা হইলে গুরুতত্ত্বও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকৃত হইলে ছয় তত্ত্বই ভগবান্, কিন্তু পরস্পর পৃথক্। শ্রীবাসাদি ভক্ত, শ্রীগদাধরাদি শক্তি, অংশাবতার অদ্বৈত, প্রকাশস্বরূপ নিত্যানন্দ এবং গুরুদেব—এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত অভেদ হইলেও এই পাঁচতত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে পৃথক্ দাস।

শ্রীগুরুদেব চৈতন্যদেবের দাস হইলেও ভগবানের প্রকাশস্বরূপ। ভগবানই গুরুদেব। গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রকাশ হইলেও তিনি কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম দাস। শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন, অনিত্য নহেন, তিনি কৃষ্ণ হইতে দাসরূপে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অভিন্ন প্রিয়বস্তু। তিনি ভক্ত, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার খর্ব্বতা করা হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত কতিপয় প্রমাণ,—

কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্য আস্বাদন।

• • •

কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্তপদ।

• • •

ভক্ত অভিমানমূল শ্রীবলরামে।

• • •

সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে।

• • •

নানা ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান।
আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান॥
*　*　*
সেই অভিমানে সুখে আপনা পাসরে।
*　*　*
কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি ব্রহ্মানন্দ নহে তার এক বিন্দু॥
মুঞি যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ।
দাসভাবসম নহে অন্যত্র আনন্দ॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর॥

এইরূপ পর শ্রীকৃষ্ণ এবং গুরুদেব সম্বন্ধেও আলোচ্য। ভক্ত, কৃষ্ণ এবং শ্রীগুরুদেব কেবল অভিন্ন হইলে ভক্তিমার্গের অস্তিত্ব থাকে না, উহা নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানমার্গ হইয়া [illegible]। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু গুরুদেবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করেন নাই; কিন্তু ভগবদ্বুদ্ধি করিলেও তাঁহাকে ভগবানের সেবক ভক্ত জানিয়াছেন।

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তগণ—সকলেই গুরুদেবকে ভগবদ্দৃষ্টি করিয়া থাকেন, কেহই প্রাকৃত দৃষ্টি করেন না। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণ গুরু ও ভগবানে অভেদ দৃষ্টি করিলেও গুরুদেবকে কৃষ্ণের প্রিয়তম বলিয়া জানেন।

শ্রীরূপানুগ আচার্য্যপ্রবর শ্রীজীব গোস্বামী অজাতরুচি বৈধমার্গীয় ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদ-দৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।" অর্থাৎ শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরুর এবং শ্রীশিবের সহিত ভগবানের অভেদদৃষ্টি ব্যাপারকে ভগবানের প্রিয়তমত্ব বলিয়া মনে করেন। প্রমাণস্বরূপ আমাদের আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গুরুদেবকে ভগবানের প্রিয়তমরূপে জানিবার পরিষ্কার প্রমাণ দিয়াছেন; তাহা এই,—"বয়ং তু সাক্ষাৎ ভগবান্ ভবস্য, প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন। সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যো-র্ভিষক্তমং ত্বাদ্য গতিং গতাস্ম।" টীকা—"ভব ঃ প্রিয় সখা তস্য তবস্য। অত্যন্তমচিকিৎ-স্যস্য ভবস্য জন্মনো মৃত্যোশ্চ ভিষক্তমং সদ্বৈদ্যং ত্বাং গতিং প্রাপ্তা ইত্যেষা। শ্রীশিবো যেষাং বক্তৃণাং গুরুঃ। শ্রীপ্রচেতসাং শ্রীমদ্ অষ্টভুজং পুরুষম্॥" প্রাচীনবর্হিতনয় প্রচেতাগণ শ্রীশিবের শিষ্য। প্রচেতাগণ রুদ্রগীত দ্বারা ভগবান্ অষ্টভুজকে আবির্ভাব করাইয়া যে স্তব করেন, তাহার মধ্যে এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়। প্রচেতাগণ বলিলেন,—হে ভগবান্, আমরা আপনার প্রিয়সখা শিবের অল্পকাল সঙ্গপ্রভাবে অত্যন্ত দুশ্চিকিৎস্য জন্মমৃত্যুরূপ সংসারের ভিষক্শ্রেষ্ঠ আত্মগতি তোমাকে লাভ করিয়াছি। এই শ্লোকে প্রচেতাগণ তাঁহাদের গুরুদেব শিবকে কৃষ্ণের প্রিয়সখা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

শ্রীএকাদশী

(শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, এম, এ)

বন্দি সর্ব্বগুরুবর (শ্রী) একাদশী তিথিবর
মাধবের প্রিয় এ বাসর।
একাদশী উপবাস [illegible] শ্রীকৃষ্ণচরণে বাস
পালনেতে রতি নাহি যে
প্রতিদিন প্রসাদায় [illegible] বিধি যেমন,
একাদশী [illegible] নিষিদ্ধ
প্রসাদ সেবা বিচারি' ভোজ্য বস্তু পরিহরি
শুদ্ধ তিথি পালন বিহিত।
একাদশী উপবাসে, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ আশে
সর্ব্বকাল বৈষ্ণবের প্রীতি।
একাদশী পুণ্যদিনে [illegible] সেই মানে
মাধব প্রসন্ন তার প্র[illegible]
কৃষ্ণের প্রসাদকণ [illegible] ত্রিভুবন,
সেবা ভোগ এক নহে ভাই।
একাদশী উপবাস পালনেতে ভোগনাশ,
লজ্ঘি কভু প্রসাদ না খাই॥
প্রসাদেতে ভোজ্য জ্ঞান নহে সেবন বিধান,
উপবাস প্রসাদ সেবন।
কৃষ্ণের যুগল চরণ একনিষ্ঠ সেবা দন,
নাহি জানে ভোগপরা॥
কৃষ্ণের তোষণ যাহা শ্রীমহাপ্রসাদ তাহা
সাধ্য মাত্র মাধবপ্রসাদ।
অন্নাভাবে ক্ষুধানাশ, ভোগে সাধি সর্ব্বনাশ,
ইন্দ্রিয়তর্পণ ভক্তিবাধ॥
কুক্কুরশৃগালভক্ষ্য দেহ প্রতি যার লক্ষ্য
যে অধম প্রসাদে বঞ্চিত।
ভোজনে সেবন জ্ঞান মানি' দম্ভপরায়ণ
উপবাসে হয় অসম্মত॥
যতেক পাপপুঞ্জ, যাহে লুক্ক কলিজন,
মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর
নিবারিতে কৃপা করি' একাদশী বিধি আচরি
আপনি শিখাল শুদ্ধাচার॥
প্রসাদে চিন্ময়জ্ঞান বঞ্চিত এ মূঢ় জন,
দেহ অভিমানেতে বিভোর।
একাদশী পালন, যাহে কৃষ্ণ সুপ্রসন্ন,
বিধি তেঁই মোর অনাদর

"চাকরী"

(শ্রীভবদেব চট্টোপাধ্যায়)

জীব ভগবানের নিত্য চাকর। ভগবৎ-সেবাই জীবের একমাত্র ধর্ম্ম। তাঁহার সেবায় জন্য আমাদের বাক্য, অর্থ, কায় মন সমস্তই সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। ভগবৎ সেবায় যিনি যতটুকু পরিমাণে ঐসমস্ত নিযুক্ত করিতে পারেন, তিনি ততটুকু পরিমাণে বৈষ্ণব। আর যিনি যতটুকু পরিমাণে কৃপণতা করেন,তিনি ততটুকু পরিমাণে অবৈষ্ণব বা নাস্তিক। জীব নিজ স্বাতন্ত্র্যবশতঃ যখন ভগবদ্ভোগ্য কামিনী-কাঞ্চনে লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, নিজ প্রভুর সিংহাসনের অধিকারে [illegible] করেন, মায়াপিশাচীর প্রলোভনে ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য আমিই দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা বলি অভিমান করেন, তখনই তাঁর মহামায়ার কারাগার দেবীধাম মধ্যে মায়া কবলিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হন।

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি' গেল।
অতএব মায়া তারে গলায় বান্ধিল॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

মায়ার চাকর হইয়া অনাদিকাল যাবৎ এই সংসারে [illegible] কোটি হইতে [illegible] করিয়া [illegible], শৃগাল, কুক্কুর, [illegible], মনুষ্যাদি চুরাশী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করি তেছি, তবুও চাকরীর অবসর নাই। চাকরী আমাদের নিত্য ধর্ম্ম। [illegible] থাকিতে [illegible] মর্ম্ম [illegible] [illegible] চাকরী। যদি সংসঙ্গে কালেভোগাকে [illegible] চাকরী [illegible], তবেই আমাদের নিত্য মঙ্গল হইবে, নতুবা এককালে মায়াপিশাচীর চাকরী করিয়া নিজ কর্ম্মসূত্রে জন্ম প্রদানপূর্ব্বক উত্তরোত্তর দক্ষিণ [illegible] আনন্দ মানকাল দণ্ডিত হইতে থাকিবে।

আমরা জড়জগতে যে জিনিষের প্রভু সাজিয়া ভোগ করিতে যাই, সেই জিনিষের প্রভু হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে তাহারই চাকর হইয়া পড়ি। রক্ত-মলমূত্রাদি অস্থিমাংসের থলে রক্ত, পূঁয, মলমূত্রে পরিপূর্ণ এই পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহের তৃপ্তি সাধনে ভগবানের ভোগ্য উপকরণসমূহ নিযুক্ত করিয়া আজ ইন্দ্রিয়ের দাস, কনক-কামিনীর দাস, প্রতিষ্ঠার দাস, অন্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার, এমন কি, অস্পৃশ্য চর্ম্মপাদুকার দাস পর্য্যন্ত হইয়া পড়িয়াছি। পদ্ম ফুলের ভ্রমর কিনা আজ নর্দ্দমার কৃমি! কি ভীষণ পরিণাম আমার। নর্দ্দমায় থাকিয়া থাকিয়া আর এ স্থান ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না, পদ্মফুলে ঘৃণা বোধ হইতেছে।

আমি এমনই মূর্খ, যাঁহার চাকরী করিলে কত অনন্ত কোটী ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, কত অনন্ত কোটী ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব অগ্রাহ্য হইয়া যায়, যাঁহার চাকরী করিলে এই দুস্পার ভব-জলধি পার হইয়া নিত্য ধামে উপস্থিত হইতে পারা যায়, সেই প্রেমময়ের চাকরী ভুলিয়া গিয়া আজ কিনা মায়ার দাস, ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া মায়াবিকারে উন্মত্ত, প্রলাপী, কলিপকঙ্ক স্নানাধিকারী বিষয়ী কীটের দ্বারে তুচ্ছ ধনের জন্য দাসত্ব করিতে যাইতেছি। তবু তার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারি না। হায়রে দুরদৃষ্ট! যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা মায়াপিশাচীর কুহকে মুগ্ধ না হইয়া কায়, মন, বাক্য, অর্থ, ধন সমস্তই অচ্যুতের সেবায় নিযুক্ত করিয়া অচ্যুত ধামে অচ্যুত আনন্দে অচ্যুত চাকরীতে বহাল থাকি। আমাদের মত মায়ার দাস [illegible] উপদেশ দিয়েছেন,—

"তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক [illegible] যাদব॥"

প্রচার প্রসঙ্গ

গত [illegible] বৈশাখ [illegible] শ্রী[illegible] বুদ্ধপাতিতারে [illegible] শ্রীশ্রীজগন্নাথ [illegible] শ্রীপাদ [illegible] [illegible] এম, এ, [illegible] মহোদয় [illegible] [illegible]সিংহের মহাত্মা বাহাদুরের [illegible] [illegible] ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী [illegible]গ্রামনিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত লোকনাথ দে মহাশয়ের [illegible] [illegible] সাগ্রহ আহ্বানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ গমন করেন। গ্রামবাসী সজ্জন [illegible] প্রভুর শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা ও শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত লোকনাথ দে মহাশয় চৈতন্যবাণী শ্রবণান্তর বিশেষ আনন্দিত ও আকৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি হরিকথায় অনুরাগী এবং পরম উৎসাহযুক্ত।

গত ২০শে বৈশাখ রবিবার তারা মে শ্রীপাদ [illegible] দাসাধিকারী [illegible] [illegible]সিংহের সিটি স্কুলের পণ্ডিত [illegible] ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী [illegible]গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু দত্ত মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গ্রামবাসী বহু সজ্জন হরিকথা শ্রবণে বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু পণ্ডিত মহাশয় দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক ও বৈষ্ণবে স্বভাবতই শ্রদ্ধাবান। তাঁহার সরলতা, স্বভাবসুলভ সেবাবুদ্ধি ও হরিকথা প্রচারে সাগ্রহ চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানির জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও সরসপূর্ণ গ্রন্থ এ পর্যান্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদ শাস্ত্র-মহোদধি মন্থন করে এই গ্রন্থের উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার তদিশুদ্ধ সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুমধুর ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলা ও বৈষ্ণবাচার, রসতত্ত্ব ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের মীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় ভজন পদের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ে যাহা শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্ বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতামৃত একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

উপদেশামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত অনুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ।০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের লীলাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনে দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮-পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেস কমিটিতে মিলনের ঐক্যতান

শ্রীহট্টের টাউন হলে শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেসকমিটীর বার্ষিক সভার অধিবেশন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভায় উভয় দলের মধ্যে স্থানীয় কংগ্রেস বিরোধের একটি মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু তথায় পৌছিবার পর হইতেই অনবরত বিভিন্ন দলের কংগ্রেস কর্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন। দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি শ্রীযুত হরেন্দ্র রায় চৌধুরী, দক্ষিণা গুপ্ত, কেদার নাথ ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহাদের সহকর্মীদিগকে দরকষাকষির ভাব ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় সরিয়া দাঁড়াইতে অনুরোধ করেন। ১০ই তারিখ তাঁহারা শ্রীযুত বসুর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে শ্রীযুত বসু কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠনের সকল দায়িত্ব শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর হাতে অর্পণ করেন। তদনুসারে শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীকে সভাপতি করিয়া নূতন কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা

অতঃপর শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে দাঁড়াইয়া একটী বর্ণনা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলেন, আমি যে একটি মীমাংসায় উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছি ইহা ঘোষণা করিতে পারিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি। আমি চাই হৃদয়ের পরিবর্ত্তন আনিতে—হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে বিরোধের বীজ কিছুতেই চিরদিনের মত দূরীভূত করা যাইবে না। কাজেই যে দল এক্ষণে কংগ্রেসের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আছেন আমি তাঁহাদিগকে স্বেচ্ছায় সরিয়া দাঁড়াইতে অনুরোধ করিয়াছি, এবং তাঁহারা তাহাতে রাজি হইয়াছেন। তাঁহারা আমাকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, তাঁহারা কংগ্রেসের নামে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান খাড়া করিবেন না; তাঁহারা কংগ্রেসের পক্ষেই কাজ করিতে থাকিবেন এবং সর্ব্বদা জেলা কংগ্রেস কমিটীর সেবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। তাঁহাদের এই উদার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করিয়াছি এবং শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর হাতে সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করা স্থির করিয়াছি। শ্রীযুত হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী এবং তাঁহার সহকর্মিগণ মিলনের খাতিরে যে আত্মত্যাগের ভাব দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহাদের এই ত্যাগের ফলেই এইরূপ মীমাংসা সম্ভবপর হইয়াছে। মীমাংসায় সকল দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি—কেন না ইহাতে কোন ভোট গ্রহণ, কোন দর কষাকষি, কোন রাখিয়া ঢাকিয়া কথা বলা ইত্যাদি কিছুই ছিল না। আমি আশা করি এই মীমাংসার ফলে শ্রীহট্টে কংগ্রেসের কাজ দ্রুত প্রসারলাভ করিবে। অন্যান্য জেলার কংগ্রেস কর্ম্মিগণও শ্রীহট্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।

পরস্পর ধন্যবাদ

শ্রীযুত বসুর বক্তৃতার পর তুমুল "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উত্থিত হয়। অতঃপর উভয় দলের মধ্যে পরস্পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন আরম্ভ হয়। পরিশেষে শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এবং শ্রীযুত হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী অত্যন্ত প্রীতির সহিত পরস্পর করমর্দ্দন করেন। উভয় দলের আপামর কংগ্রেস [illegible] মধ্যেও এই ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

সন্তরণবীর প্রফুল্লকুমার

সন্তরণবীর শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার ঘোষ গত ৯ই মে শনিবার কুমিল্লা রাণীর দীঘিতে প্রাতে ৮॥টা পর্য্যন্ত একাদিক্রমে ৮ ঘণ্টা ব্যাপী সন্তরণ দেখাইয়াছেন। তিনি ৮ ঘণ্টার মধ্যে ১০৮ বার রাণীর দীঘি পারাপার করিয়াছেন।

সরকার ও বিচার বিভাগের মধ্যে সংঘর্ষ

নূতন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার কোন আসামীর ব্যারিষ্টার শ্রীযুত জগন্নাথ আগরওয়ালা গত ৮ই মে লাহোর হাইকোর্টে আসামী পক্ষের আবেদনের সমর্থনে বক্তৃতা করিবার সময় এই মর্ম্মে অভিযোগ করিয়াছেন যে, এই হাইকোর্টের বিচারপতিরা ইতঃপূর্ব্বে যে আদেশ দিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। ব্যারিষ্টার বলেন, ঐ আদেশ অনুযায়ী কাজ যাহাতে হয়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। ট্রাইবুন্যালে আবেদনে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে, সরকার পক্ষ তাহা স্বীকার বা অস্বীকার করেন নাই। আসামীরা অভিযোগ করিয়াছে, এপ্রুভাররা সেন্ট্রাল জেলে যেখানে থাকে, পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন তথায় অবাধে যাতায়াত করে। সেন্ট্রাল জেলের যে অংশে এপ্রুভারদিগকে রাখা হইয়াছে, তাহা পুলিশের ব্যারাকে পরিণত করা হইয়াছে। অথচ পুলিশের লোকজন ও [illegible] মেলামেশায় [illegible] প্রধান পার্থক্য নাই। আসামীদের এই সকল অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের হইতে আদেশ লইবার জন্য মামলা মুলতুবী রাখা হয়। কিন্তু মুলতুবীর ঐ ৩দিন অতীত হইবার পর সরকারী উকীল ট্রাইবুন্যালে বলেন, তিনি ঐ অভিযোগ স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই করিতে পারেন না।

সরকার পক্ষকে নিন্দা

প্রধান বিচারপতি সার সাদিলাল বলেন, সরকার কোন প্রকার স্পষ্টাস্পষ্টি ভাবগতি অবলম্বন না করায় উহা তাঁহাদের হীন মনোভাবের পরিচয় দিতেছে। সরকারের ঐরূপ করা বিশেষরূপেই অন্যায়।

শ্রীযুত জগন্নাথ বলেন, আসামীরা এফিডেভিটে যে সকল অভিযোগ করিয়াছে, তাহার প্রত্যেক কথা সত্য। হাইকোর্টের আদেশ অগ্রাহ্য করিবার জন্য সরকার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন। ট্রাইবুন্যাল হাইকোর্টের অধীনে। হাইকোর্টের আদেশ পালন করা ট্রাইবুন্যালের কর্ত্তব্য। শাসনবিভাগ হাইকোর্টের ও ট্রাইবুন্যালের প্রতি অবজ্ঞা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়; ট্রাইবুন্যালের কর্ত্তব্য, তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষা করা। সরকারী উকীলের উচিত ছিল, অপেক্ষাকৃত ভাল পথ অবলম্বন করা।

প্রধান বিচারপতি বলেন,—আদেশ কার্য্যে পরিণত হইয়াছে কি না, আদালত তাহা নিশ্চয় দেখিবেন।

সার আবদুল কাদের বলেন- সরকারী উকীল সরকার ও আদালতের মধ্যবর্ত্তী পথস্বরূপ। এই বিষয় সম্বন্ধে প্রকৃত অবস্থা জানাইবার জন্য সরকারের তাঁহার সাহায্য লইতে হইয়াছিল। গোয়েন্দারা এপ্রুভারদের তত্ত্বাবধানে, তখন সরকারের দায়িত্ব আছে। সরকার ও তাঁহার এজেন্টরা আদালতকে অসুবিধাজনক অবস্থায় ফেলিতেছেন।

শ্রীযুত জগন্নাথ বলেন—সরকার ও বিচার বিভাগের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতেছে।

ই. বি. রেলে ব্যয়সংকোচ

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের ঢাকা বিভাগের কেবল ভারতীয় শ্রমিকদিগের মধ্যে ব্যয় সংকোচ নীতি অনুসৃত হওয়ায় উক্ত বিভাগের শ্রমিকগণ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। উপযুক্ত [illegible] পূর্ব্বে [illegible] আরাম, বেতন হ্রাস ও উচ্চতর কর্ম্মচারীদিগকে নিম্নতর পদে নিয়োগ করিয়া ব্যয় [illegible] করা হইয়াছে। প্রকাশ, যে সকল কর্ম্মচারী বহু বৎসর যাবৎ রেলওয়ের হিতে লক্ষ্য রাখিয়া বিশ্বাসী ভাবে কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারাও অব্যাহতি পান নাই। আরও অধিক শ্রমিককে পদচ্যুত করিবার বিষয় বিবেচিত হইতেছে। ঢাকার লোকো কারখানা হইতে ১ শত ৮০ জন শ্রমিককে পদচ্যুত করা হইয়াছে। প্রকাশ, একজনও য়ুরোপীয় অথবা ফিরিঙ্গী কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করা হয় নাই। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের কাহাকেও পদচ্যুত করা হয় নাই।

জাপানের খনিতে সত্যাগ্রহ

টকিয়ো অঞ্চলের ফু-মু [illegible] খনিতে ধর্ম্মঘট চলিতেছে।

উরবিনো কয়লার খনি হইতে কয়েকজন কর্মীকে বরখাস্ত করা হইয়াছিল। ইহার প্রতিবাদে তথাকার শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট আরম্ভ করে। অতঃপর সহানুভূতি দেখাইবার জন্য টকানো খনির শ্রমিকেরাও ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাহারা খনির গর্ত্তেই দিবারাত্রি যাপন করিতেছে, তাহাদের পরিবারের স্ত্রীলোক ও শিশুরা খাদ্য ও বস্ত্রাদি আনিয়া দিতেছে।

কিছুতেই শ্রমিকগণ খনির গর্ত্ত হইতে বাহিরে আসিতে রাজী হইতেছে না।

ইতোমধ্যে সন্তোষজনক মীমাংসা না হইলে এই ধর্ম্মঘট সমগ্র ফু-মু জেলায় পরিব্যাপ্ত হইতে পারে। এই জেলায় কয়লার খনি ১,২০,০০০ শ্রমিক কাজ করে। ইহারা সকলেই ধর্ম্মঘটে যোগ দিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

দিল্লীতে উনানের ভিতর বোমা
দোকানদার আহত

নয়াদিল্লীর ১২ই মের সংবাদে প্রকাশ, ডেপুটীগঞ্জ সদর বাজারে এক মিঠায়ের দোকানদার যখন মিঠাই তৈয়ারী করিতেছিল, তখন উনানে কি একটা জিনিষ ফাটিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে কড়াইখানি উল্টাইয়া পড়িয়া যায় ও দোকানদার জলন্ত ঘৃতে দগ্ধ হইয়া যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং উনান হইতে কাচখণ্ডসমূহ খুঁজিয়া বাহির করে। বোধ হয় কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি উনানের মধ্যে বোমার মত কি একটা জিনিষ নিক্ষেপ করিয়াছিল। উহাই আগুনের উত্তাপে ফাটিয়া গিয়াছে।

ষষ্ঠবর্ষ ৬২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা
সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—১লা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার—১৩৩৮

সংবাদ

দার্জ্জিলিং প্রসঙ্গ

গত ১০ই মে রবিবার কুচবিহারাধিপতির দার্জ্জিলিং সহরস্থিত অগস্তা ভিলা নামক একটী বিস্তৃত বাঙ্গলোতে সকাল বেলা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্যন্ত হরিকথা আলোচনা হইয়াছে। বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য দেশবিখ্যাত সজ্জন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া এবং মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। দার্জ্জিলিং সহরে এই প্রকার অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব শুদ্ধ-ভক্তিপ্রচারের অনুষ্ঠান দর্শনে সকলেই পরমপ্রীত হইয়াছেন। বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দুগণের আনন্দ আর ধরে না। সেক্রেটারী আপিসের বাঙ্গালী হিন্দু মহোদয়গণ, সপার্ষদ স্থানীয় রেলওয়ে ষ্টেশন মাষ্টার, বড় পোষ্টাপিসের কর্ম্মচারীবৃন্দ, স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বাবু এবং স্থানীয় ডাক্তার ও অন্যান্য বহু ভদ্রলোক গত ৯ই মে অগস্তা ভিলায় বিশেষ আগ্রহের সহিত উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথামৃত লোলুপকর্ণপুটে পান করেন। তাঁহাদিগকে ভবরোগনাশক ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে পথ্যস্বরূপে বিচিত্রতাপূর্ণ চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়ঃ মহাপ্রসাদও প্রদত্ত হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, গোস্বামী শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভু ও অন্যান্য বহু ভক্তের আদর্শ গুরুসেবার প্রভাব সহরময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। সকলেই যেন একই সুরে একই তালে একই বিগ্রহের পূজায় অর্ঘ্য আহরণে যাবতীয় আড়ম্বরকে পদদলিত করিয়া দিয়া পূর্ণ উদ্যমে সেবাকার্য্যে ব্রতী।

গত শুক্রবার কলিকাতা হইতে শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি, এল, এবং পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল বি, এ মহোদয় দার্জ্জিলিংএ শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে পৌঁছিয়াছেন।

শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি,এ মহোদয় লিখিতেছেন,—স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। এখানকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এই যে, ক্ষণে বৃষ্টি, ক্ষণে রৌদ্র। কখনও ৪।৫ দিন ধরিয়া অনবরত বৃষ্টি পড়িতে থাকে। আকাশ প্রায়ই কুয়াসাচ্ছন্ন। আপনি রাস্তার হাঁটিতে হাঁটিতে দেখিতে পাইবেন, আকাশ একেবারে নির্ম্মল, কোথাও মেঘ বা কুয়াসার চিহ্ন পর্যন্ত নাই, আবার পরক্ষণেই দেখিবেন, কুয়াসায় চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন। কলিকাতা, মায়াপুর প্রভৃতি স্থানে অসহনীয় গরম, আর এখানে পৌষ মাসের কনকনে শীত। যে সময় ট্রেণ শিলিগুড়ি ছাড়িয়া শৈল আরোহণ করিতে থাকে, সেই সময়কার দৃশ্যটী অতীব চমৎকার। একসঙ্গে ৪।৫ খানি গাড়ী লইয়া একটী এঞ্জিন ছাড়ে। পর পর ২।৩ খানি ট্রেণ যখন একসঙ্গে চলিতে থাকে, তখন তাহা অতি সুন্দর দেখা যায়। এখানকার শৈলবাসিগণ প্রত্যহই আমাদের বাসায় আসেন এবং পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া নিজদিগকে ধন্য জ্ঞান করেন। এখানে খৃষ্টিয়ান মিশন, বুদ্ধিষ্ট মনেষ্টারী, মুসলমানদের মসজিদ প্রভৃতি অনেক আছে, কিন্তু হিন্দুদের কোন সাধারণ ধর্ম্ম-মন্দির নাই। এরূপ অবস্থায় আমাদের প্রচার পরমার্থলুব্ধ শৈলবাসিদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে।

কলিকাতা হইতে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয়ের পুত্রদ্বয়, শ্রীযুত জ্যোতীশ চন্দ্র সান্যাল, কৃষ্ণনগরের উকীল শ্রীযুত অন্নদাপ্রসাদ দত্ত এবং রাজগঞ্জ হইতে শ্রীযুত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি এল, মহোদয় গত ২৬শে বৈশাখ শনিবার রওনা হইয়া রবিবার বেলা ২টার সময় দার্জ্জিলিংএ উপস্থিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ২৬ মূর্ত্তি অবস্থিত।

শ্রীযুত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি,এল মহোদয় লিখিতেছেন,—শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তাঁহার পাদপদ্ম দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিল। এখানে এই অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ প্রচার হইয়াছে। অনেক দূর হইতে অনেক শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, গণ্যমান্য ভদ্রলোক প্রত্যহই প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণের পিপাসা লইয়া আসিতেছেন। ইতোমধ্যে সকলেরই প্রভুপাদের উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। চৈতন্যবাণী প্রচার বিপুলভাবে হইতেছে।

মাদ্রাজ প্রসঙ্গ

গত ২৪শে বৈশাখ ৭ মে বৃহস্পতিবার শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখা মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ প্রিয় পার্ষদ রায় রামানন্দের তিরোভাবোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে অনুষ্ঠানের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

(২) সভাপতির অভিমতানুসারে শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক সন্ধ্যা ৬।৩০ হইতে ৬।৪৫ পর্যন্ত উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয়।

(৩) ৬ ৪৫ হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজের হিন্দিভাষায় বক্তৃতা।

(৪) ৭টা হইতে ৭-১৫ পর্য্যন্ত পি, এন, শঙ্কর নারায়ণ আয়ার এ, ডি, এল, বি, এল মহোদয়ের তামিল ভাষায় বক্তৃতা।

(৫) ৭-১৫ হইতে ৮টা পর্য্যন্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী বাগ্মিপ্রবর শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের বক্তৃতা।

(৬) ৮টা হইতে ৮-৩০ মি পর্য্যন্ত সভাপতির অভিভাষণ।

(৭) ৮ ৩০ হইতে ৮-৪৫ মিঃ পর্য্যন্ত অন্য ভক্তের বক্তৃতা।

(৮) ৮-৪৫ হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তগণের প্রার্থনাসঙ্গীত।

(৯) বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ।

গত ২৫শে বৈশাখ ৮ই মে শুক্রবার মাদ্রাজে কমলেশ্বরম্পেট নামক একটী সর্ব্বজনবিদিত মহল্লায় অবস্থিত গৌরাঙ্গসমাজ নামক একটী সমিতিতে মিঃ বিজয়রত্নম্ পিল্লাই মহাশয়ের উদ্যোগে মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করেন। ঐ সমিতিটী ৫০ বৎসর যাবৎ প্রতিষ্ঠিত। বহু লোক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুগত প্রচারকবৃন্দের প্রচারে সর্ব্বত্রই বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

জ্ঞানের নিষ্ফলতা

(১৩ই অগ্রহায়ণ (১৩৩৭) তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভুর অভিধেয় তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত)

যিনি যতই জ্ঞানালোচনা করুন না কেন, জগতে এমন কেহই নাই, যিনি ব'লেছেন—এবার ইতি হ'য়েছে। কোনও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সমস্ত জীবন জ্ঞানালোচনা ক'রে ব'ললেন,—'আমি কেবল জ্ঞানসমুদ্রের তীরস্থ উপলখণ্ড সংগ্রহ করছি মাত্র, এখনও তাহাতে পদাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করাবার ক্ষমতাও হয় নি।' কাজেই উহা বিশাল, উহা কেহ অতিক্রম করতে পারে না।

ব্রহ্মার চারটী মস্তক, তিনি চারটী মাথা দিয়ে চিন্তা করেন, আর তাঁর পরমায়ু আমাদের হিসাবে কত বেশী, কত যুগযুগান্তর গত হ'য়ে গেলে—কত প্রলয়াদি সংঘটিত হ'লে তাঁর একটা দিন মাত্র গত হয়, সুতরাং তাঁর অভিজ্ঞতাও বেশী; এমন যে ব্রহ্মা, তিনি ব'লছেন,—"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"—হে ভগবান্, আমি মনে ক'রেছিলাম, তুমি বুঝি আমার রাজ্যে এসেছ; যেমন অন্যান্য জীব, সেইরূপ তুমিও বুঝি আমার প্রজা। কিন্তু ভগবান্কে এইরূপ মাপ্তে গিয়ে তিনি যখন গোবৎস ও গোপালগণকে হরণ ক'রেছিলেন, তখন ভগবান্ মুহূর্ত্তমধ্যে সেইরূপ গোবৎসাদি প্রকাশ ক'রে ফেললেন। তখন ব্রহ্মা ভগবন্মায়ার মুগ্ধ হ'য়ে ব'লেছিলেন,—জ্ঞানের প্রয়াসকে ত্যাগ করে—একেবারে উন্মূলিত ক'রে দিয়ে যাঁরা নমঃ বিধান করেন, অহঙ্কার ত্যাগ করেন, শরণাগত হ'য়ে সাধুগণের মুখবিগলিত তোমার যে বার্ত্তা, তাহা স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত হ'য়েই যদি শ্রবণ ক'রে জীবিত থাকেন, তা'হলে যে অজিত তোমাকে কেউ জয় করতে পারে না, সেই তুমি তাঁদের দ্বারা বিজিত হ'বে। এই ব'লে ব্রহ্মা স্তব ক'রেছিলেন।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা জ্ঞানালোচনার চূড়ান্ত ক'রেও ঠকেছিলেন, আমি তাঁর সৃষ্টির অন্তর্গত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষ একটা, আমার কতটুকু প্রভাব! আমি যত বড়ই প্রতিষ্ঠাশালী হই না কেন, ব্রহ্মার মত হ'তে পারব না; কাজেই অত বড় অভিজ্ঞ, অত দূর পরমায়ুবিশিষ্ট ব্রহ্মার কথা না শুনে আর কার কথা শুনব? এই রকম জ্ঞানালোচনা কর্‌তে কর্‌তে যখন আমরা ইতি পাই না, তখন অকূল সাগরে পড়ে 'অনন্ত' মনে করে ব্রহ্মকে 'অসীম' 'নির্ব্বিশেষ' প্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়ে থাকি—তাঁর সীমা নাই, ইতি নাই, বিশেষত্ব নাই, রূপ নাই, আকার নাই, নতুবা আমাদের মাপকাঠিতে তিনি আস্‌বেন না কেন? ইত্যাদি বলে নিজেকে প্রবোধ দেই—একটা শান্তি দান কর্‌বার চেষ্টা পাই। এই ত জ্ঞানের সীমা!

গুরুতত্ত্ব

(২)

আচার্য্যবর শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু শ্রীরূপানুগজনের রাগানুগমার্গীয় প্রধান আচার্য্য। তিনি বলেন,—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥

অর্থাৎ হে মন, তুমি বেদাদিষ্ট ধর্ম্মসমূহ বা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্মাদি কিছুই করিও না, ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা এখানেই সাধন কর। শচীনন্দনকে 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' জানিবে এবং গুরুদেবকে সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠতম জানিয়া স্মরণ করিবে।

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

এই স্থানে শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্য না হইলেও চৈতন্যদেবের প্রকাশ। শুদ্ধভক্ত জগতের গুরু চৈতন্যদেবের প্রকাশ, নিত্যানন্দ প্রভু বিষ্ণুতত্ত্বের মূল বস্তু হইলেও দাস দেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণসেবা করেন।

শ্রীপাদ ঠাকুর নরোত্তম তাঁহার প্রার্থনার মধ্যে লিখিয়াছেন,—

সুবর্ণের ঝারি করি, রাধাকুণ্ডে জল পূরি,
দোঁহাকার অঙ্গেতে ঢালিব।
গুরুরূপা সখি বামে, ত্রিভঙ্গভঙ্গিম ঠামে,
চামরের বাতাস করিব॥

হেন নিতাই বিনে ভাই,
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।
সে সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার॥

শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

অর্থাৎ যদিও সকল শাস্ত্রে গুরুদেব ভগবান্ বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং বৈষ্ণবগণ তাহাই ভাবিয়া থাকেন; তথাপি শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ হইলেও ভগবানের প্রিয়, কৃষ্ণের প্রকাশস্বরূপ; সেই গুরুদেবকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীগৌরপার্ষদ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপালগুরু, তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী শুদ্ধভক্তের পরমাদৃত স্বীয় পদ্ধতি গ্রন্থে লিখিয়াছেন, — "শ্রীমহাপ্রভুঃশেষনির্ম্মাল্যেন শ্রীবাসাদিপার্ষদান্ পূজয়েৎ তথৈব তদ্ভক্তান্ শ্রীগুর্ব্বাদীন্ ভক্তিতঃ।" অর্থাৎ শ্রীগৌর-নির্ম্মাল্য দ্বারা শ্রীবাসাদি পার্ষদ ভক্তগণের পূজা করিবে। সেই প্রকার গৌরপ্রসাদ দ্বারা শ্রীগুরুদেবপ্রমুখ ভক্তগণের ভক্তি-সহকারে পূজা করিবে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হরিনাম-চিন্তামণি-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"গুরুকে সামান্যজীব না জানিবে কভু।
গুরু—কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ নিত্যপ্রভু॥"

"গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করা মায়াবাদীর মত, শুদ্ধবৈষ্ণবের মত নহে। সাধক ভক্তগণ এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন। মায়াবাদ সূচাকারে সাধনমধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত সাধন দূষিত করিবে।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু উপদেশ করিয়াছেন,—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥

সুতরাং বস্তুতঃ ঈশ্বর না হইয়াও ঈশদাসগণ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হইলে গুরু হন। ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল।

পারমার্থিক শাস্ত্রে লিখিত আছে, শ্রীগুরু তিন প্রকার,—শ্রবণগুরু, ভজন-শিক্ষাগুরু এবং মন্ত্রগুরু (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমতে চৈত্ত্যগুরুকে লইয়া চারি প্রকার)। বর্ত্ম প্রদর্শকগুরু বা শ্রবণগুরু ও ভজনশিক্ষাগুরু অনেক স্থলে একই ব্যক্তি হন। শিক্ষাগুরু অনেক হইলেও আগমমন্ত্রপ্রার্থিগণ গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। মন্ত্রগুরু যদি অবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে তাঁহার স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তগুরুর চরণাশ্রয় করা কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেবকে অভীষ্টদেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে। তত্ত্ববাদিগণ মায়াবাদিগণের ন্যায় চিদ্বস্তুতে বিশেষ নাই স্বীকার করেন না। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"তস্মিংশ্চিন্মাত্রেঽপি বস্তুনি বা বিশেষাঃ স্বরূপভূতশক্তিসিদ্ধা ভগবত্তাদি-রূপা বর্ত্তন্তে তাংস্তে বিবেক্তুং ন ক্ষমন্তে যথা রজনী খণ্ডিনি জ্যোতিষি জ্যোতির্ম্মাত্রত্বেঽপি যে মণ্ডলান্তর্ব্বাহিশ্চ দিব্যবিমানাদি-পরস্পরপৃথগ্‌ভূতরশ্মিপরমাণুরূপা বিশেষাস্তাংশ্চর্ম্মচক্ষুষো ন ক্ষমন্তে ইত্যাদ্যবত্তৎ। স এবচ্চ যদি মহৎকৃপাবিশেষেণ দিব্যদৃষ্টিতা ভবতি তদা বিশেষোপলব্ধিশ্চ ভবেৎ।" শ্রীগুরুদেবকে মায়াবাদ বুদ্ধিতে দর্শন করিলে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু বাস্তবিক (গুরুকৃপা) মহৎকৃপা-বিশেষ দ্বারা দিব্যদৃষ্টি লাভ হইলে ঈশ্বর-বস্তুতে বিশেষধর্ম্ম উপলব্ধি হয়। তখন "বন্দে গুরূন্" প্রভৃতি শ্লোক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের আনুগত্যাভিলাষে রুচি হয়।

কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্তাবতার, প্রকাশ।
শক্তি—এই ছয়রূপে করেন বিলাস।

এই মহদ্বাক্য হইতে জানা যায় যে, শক্তিগত ভেদ নিত্য। তাহা নানাবিকাশ-কৌশলে চাপিয়া রাখিলে চলিবে না।

সুতরাং মূঢ় এবং নিপুণ উভয় পাঠকই সহজে বুঝিতে পারেন যে, বস্তুতঃ শ্রীগুরু ঈশ্বর নহেন, কিন্তু ভগবদ্দাস। তাঁহার সহিত প্রাকৃত ব্যবহার করিলে কৃষ্ণপ্রসাদ কোন কালেই লাভ হইবে না। অপ্রাকৃত নিত্যরূপে গুরুদেবকে সর্ব্বদা চিন্ময়বুদ্ধি করিবে। গুরুকে দুর্নৈতিক, অর্থলোভী, ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছাবান্, যোষিৎসঙ্গী, কৃষ্ণাভক্ত, কপটী, জীবহিংসাপর, লাভপূজাপ্রতিষ্ঠা-সেবী, মন্ত্রজীবী, অবৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারিলে তাঁহার আশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে না। সেই অযোগ্য কপটীকে সম্পূর্ণ-ভাবে ত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ অমর্ত্ত্য, অপ্রাকৃত গুর্ব্বাশ্রয় অবশ্য কর্ত্তব্য।

মায়ার-নেশা

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ)

(১)

নেশাখোরকে সকলেই ঘৃণা করে। নেশায় মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ করিয়া পশুত্বে পরিণত করিয়া থাকে; ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে। নেশার দ্রব্য বহু প্রকার আছে, তন্মধ্যে—

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো
বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥

(১) দ্যূত যথা—তাস, পাশা, সতরঞ্চ ইত্যাদি (২) পান, যথা নানাবিধ মদ্য, গঞ্জিকা, অহিফেন, চা, পান, তামাক, ভাঙ্গ ইত্যাদি (৩) অবৈধ স্ত্রীসঙ্গাদি (৪) হিংসাস্থান (৫) জাতরূপ স্বর্ণরৌপ্যাদি—এগুলিও নেশার বস্তু।

এই কলিপঞ্চক স্থানে মায়ার বসতি। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মায়াদেবী কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীববৃন্দের উপর আপন প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক অট্টহাস্যে তাণ্ডব নৃত্য করত জীববৃন্দকে চক্ষুবদ্ধ বলদের মত ইতস্ততঃ ঘুরাইতেছে; কি এক গোলাপী রঙ্গীন নেশায় মায়াদেবী জীবকুলকে উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছে! এ উন্মাদনা, এ মূর্চ্ছনা কি ভাবিবার নহে?

মাতালকে মাতাল বলিলে, সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, নেশাখোরকে নেশাখোর বলিলে আর রক্ষা নাই! সত্যকথা বলিলে লোকে সত্যসত্যই অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধনে দ্বিরুক্তি করে না।

হে পতিতপাবন পতিতোদ্ধারণ শ্রীগুরুদেব, আমি মায়ার নেশায় অন্ধ পথিকের ন্যায় এভব সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছি। আমায় এদারুণ নেশায় ঝোঁক হইতে উদ্ধার করুন। নেশাখোরের কি দুর্গতি, তাহা আপনি বিশেষরূপে অবগত আছেন। মায়াবদ্ধ জীববৃন্দের উপর এই অহৈতুকী কৃপাবরিবর্ষণ আপনার নিত্যস্বভাব; আমি যেন সে কৃপা হইতে বঞ্চিত না হই।

জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীবমীন।
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে রবে তুমি চিরদিন॥
অতিতুচ্ছ ভোগ আশে, বন্দী হয়ে মায়াপাশে
রহিলে বিকৃতভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন॥

উল্লিখিত পঞ্চ স্থান ব্যতীত জীবের আরও নেশার বিষয় আছে। কুন্তীদেবীও বলিয়াছেন,—

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥
(ভাঃ ১।৮।২৬)

জন্মের অভিমান—(১) যথা—আমি কুলীন ব্রাহ্মণ (উচ্চকুলোদ্ভূত ব্যক্তি), (২) ঐশ্বর্য্যাভিমান, আমার কুবেরতুল্য ধন-রত্নাদি (৩) আমি সমস্ত শাস্ত্রে পণ্ডিত, (৪) আমার কন্দর্পতুল্য রূপ,—এ সমস্ত অভিমানও মায়ার নেশা।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ; তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০ দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ময় অচিন্ময়-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, দিব্যসূরির ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমায় দ্রষ্টব্যাদি-বিবরক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—তত্ত্ব, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ডাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি—নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সযুক্তি প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে শ্লোক ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগ করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও অনবদ্য গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিশ্চিন্তগোস্বামি-শাস্ত্র-মন্থনরূপে এই গ্রন্থামৃত উদ্গীত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সহজবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলা ও বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের মীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ শব্দের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনামমাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঐ বিষয়গুলির অতি সরল ভাষায় সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপাটীভাবে লিখিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই গ্রন্থরত্নের গীতিগুচ্ছের দ্বারা অন্তর্নিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। নূতন সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। শিক্ষাষ্টক, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত- ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট, এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কয়েকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধন-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রিকায় দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

ব্রহ্মদেশের বিদ্রোহ

থারেটমিও জেলার কিঙকস্যুয়াঙের উত্তর পূর্ব্বস্থিত এক জঙ্গলে বিদ্রোহীদের সহিত এক সঙ্ঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ২ জন সিপাহী সামান্য আহত হইয়াছে। বিদ্রোহীদের হতাহতের সংখ্যা জানা যায় নাই। বিদ্রোহীদের ৩টী বন্দুক পাওয়া গিয়াছে।

মিয়ানজিয়ানের উল্কী চিহ্নিত ১০ জন গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ব্যাসিন সীমান্তে সাদাপোষাক পরিহিত একজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া হেনজাদার সংবাদে প্রকাশ। গত ১০ই মে হেনজাদা থানা আক্রমণ সম্পর্কে ইহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ভারতীয়দিগকে আক্রমণ

হান্থাডী জেলায় ২টী ভারতীয় মুদির দোকান ১৫ জন ব্রহ্মী আক্রমণ করিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে থাকে। তাহারা কুঠার দিয়া দরজায় আঘাত করিতে থাকে কিন্তু প্রবেশ করিতে পারে নাই। ৯জনকে এতৎসম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

প্যাপোন জেলায় বোগালে, ডেডায়ে প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় বিদ্বেষ যথেষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। খড়ের গাদা ও বাড়ী ঘর পোড়াইয়া দিতেছে। ১ জন ভারতীয় ও একজন ব্রহ্মবাসী নিহত হইয়াছে।

হান্থাডী প্রভৃতি জেলা হইতে কয়েকটী ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। নগদ ও অন্যান্য মাল লইয়া ডাকাতেরা পলায়ন করে।

পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রাম বেষ্টিত

মান্দালয়ের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আর জি, বি, প্রেস্কটের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সিভিল এবং মিলিটারী পুলিশ গত ১২ই মে সকাল বেলা মাইটঙে নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রাম ঘিরিয়া ফেলে এবং বিদ্রোহী সন্দেহে প্রায় ৪০ জন লোককে গ্রেপ্তার করে। ইহাদের সঙ্গে বিদ্রোহীদের চিহ্নিত উল্কী ছিল।

থারাওয়াডার সংবাদে প্রকাশ, ত্রিশ জন বিদ্রোহী গত ১১ই রাত্রিতে বন্দুক এবং দাও লইয়া মিনলো মহকুমার গোয়াইয়া গ্রামের মোড়লের [illegible] ঘেরে। তাহারা মোড়ল, তাহার স্ত্রী এবং ভৃত্যকে হত্যা করে।

বড়বাজারে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং

গত ১২ই মে শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, ডাঃ যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত, বাবু হীরালাল ভেয়ুচিয়া, পুরুষোত্তম রায়, শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী, হরিবেহেন প্রভৃতি কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলে পিকেটিং করে। ইহারা বৃন্দকরে বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীগণকে বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায় বর্জ্জন করিতে অনুরোধ করেন, ইহাদের অনুরোধে বহু ক্রেতা ক্রীত বিলাতী কাপড় বদলাইয়া স্বদেশী কাপড় লইয়া যায়। একজন কাবুলী বিদেশীবস্ত্র কিনিয়াছিল, পরে পিকেটারদিগের অনুরোধে উহা ফিরাইয়া দিয়া দেশী কাপড় লইয়া যায়।

জে এম্ সেনগুপ্ত

শ্রীযুত জে, এম্ সেনগুপ্ত কিছুদিন বিশ্রামলাভ করার জন্য উটকামণ্ড গিয়াছেন। স্বাস্থ্যের জন্য তাহাকে আরও ২ দিন তথায় থাকিতে হইবে। তিনি ১৪ই মে মাদ্রাজ রওনা হইবেন, ১৮ই তারিখ 'মর্গ' জাহাজে কলিকাতা রওনা হইবেন।

পটুয়াখালী ডাক লুটের জের

বাউফল হইতে বোগাবন্দর যে ডাক যায় উক্ত ডাক লুট করা সম্পর্কে পুলিশ আবদুল মমিন নামক জনৈক মুসলমানকে ঘটনার অব্যবহিত পরই গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, উক্ত মুসলমান যুবকটি ডাকের ব্যাগটী নিয়া নিকটবর্ত্তী এক গ্রামেই পলায়ন করিতেছিল, তাহাকে পটুয়াখালী আনয়ন করিয়া পুলিশ হেপাজত রাখা হইয়াছে।

গান্ধীজীর সুবন্দোবস্ত

মহাত্মা গান্ধী শ্রীযুত মহাদেব দেশাই সহ গত ১১ই মে অপরাহ্নে কয়রা জেলার কালেক্টর মিঃ পেরির সহিত সাক্ষাৎ করেন। আলোচনা প্রায় দুইঘণ্টা ব্যাপী চলিয়াছিল।

বর্ত্তমানে বোরসাদ তালুকের অবস্থা ক্রমশঃই ভালর দিকে যাইতেছে। মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টায় প্রায় ২০ খানা গ্রামের যাহারা ভূমি রাজস্ব প্রদানে সমর্থ তাহাদের নাম সংগ্রহ করা হইয়াছে। এবং উহা কালেক্টর সাহেব গ্রহণ করিয়াছেন।

এখন শুধু রাসগ্রামের অবস্থা নিয়াই গণ্ডগোল চলিতেছে। বিগত খাজনা বন্ধ আন্দোলনের সময় রাসগ্রামের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এবিষয়ের তদন্ত করিয়া বর্ত্তমানে তাহাদের খাজনা বন্ধ রাখিতেই আদেশ দিয়াছেন। এসম্পর্কে কালেক্টর সাহেবও তদন্ত করিতেছেন। অন্যান্য গ্রামে খাজনা আদায় বেশ ভালই হইতেছে, কোন প্রকার দমন নীতি এজন্য অবলম্বন করা হয় না।

মাসের শেষভাগে মহাত্মাজী বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আশা করেন।

পদ্মায় ষ্টীমার বিপন্ন

গত ৯ই মে [illegible] যাত্রীবাহী মেল ষ্টীমার তারপাশার নিকটে পদ্মা নদীতে ঝড়ের মধ্যে পড়ে। ষ্টীমারের এক পাখের চাকা ভাঙ্গিয়া যায়। অবশ্য ষ্টীমারের দুই দিকে নোঙ্গর করা হয়। ঝড়ের জন্য নারায়ণগঞ্জ পৌঁছিতে ষ্টীমারের যথেষ্ট বিলম্ব হয়। অপরাহ্নে প্রায় ৩টায় সময় ষ্টীমার নারায়ণগঞ্জে পৌঁছে।

এ অঞ্চলে প্রায় প্রত্যহই ঝড় হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও খুব হয়। ইহাতে বহু বাড়ী ঘরের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। এতদ্ব্যতীত এই অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে শস্যেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইবে।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল

গত ৯ই মে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। এ বৎসরে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০,০০০ জন ছাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছিল, ১২০০০ জন কৃতকার্য্য হইয়াছে।

মাদারিপুরের আঞ্জুমান ইস্‌লামিয়ার সিদ্ধান্ত

কিছুদিন পূর্ব্বে জাতীয়তাবাদী মোস্লেম সম্মেলন যে সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছিল, মাদারিপুর আঞ্জুমান মুফিদুল-ইস্‌লামিয়ার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এপর্য্যন্ত আঞ্জুমান সমগ্র জাতির জন্য কোন কাজ না করিয়া কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্যই অধিক কাজ করিতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী বৃত্তি

সরকারী বৃত্তির সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে শিক্ষাসচিবের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে বলিয়া একটী সংবাদ কয়েকটী সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। প্রকাশ, উহা সঠিক নয়। তবে শিক্ষাসচিবের সঙ্গে এই মাসের শেষাশেষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং সিনেটের কয়েকজন সদস্যের এ বিষয়ে কথা হইবে।

চীনের সঙ্গে বৃটিশের সম্বন্ধ

প্রকাশ, চীনদেশে বৃটিশের বিশেষ অধিকার লইয়া সম্প্রতি গণ্ডগোল বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। সম্প্রতি [illegible] মুক্তদেশী মুখপাত্র বৈদেশিক সচিব মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন এক বিবৃতি দিয়াছেন। মিঃ হেণ্ডারসন বিবৃতিতে বলেন যে, সন্ধির অনেকগুলি সর্ত্ত [illegible] সঙ্গে স্থির হইয়াছে [illegible] বৃটিশ প্রজাদিগের বিচারের [illegible] বৃটিশের আদালত হইতে চীনা আদালতে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষি

এই সময় আমন ধান বোনা হয়, পাট ও আউশ ধানের ক্ষেত নিড়াইতে হয়, বেগুন গাছে মাটি বাঁধিয়া দিতে হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত আখ্রোট বীজ বপন করা চলে। আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও লাগাইতে পারা যায়।

শাকালুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

সজীবাগান

এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতঃপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে ভুট্টা ফেলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স, পালাফিঙ্গা, পালা-শশার বীজও এই সময় বপন করা চলে। বর্ষাতি মূলা ও নানা জাতীয় শাকের বীজ-বপনকার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হইবে।

এই সময় হইতে পাটনাই ফুলকপি বপন করিয়া চারা তৈরী করিতে পারা যায়।

ফুলের বাগান

এই সময় জিনিয়া, দোপাটি, [illegible] বীজ বপন করিতে হইবে। ডালিয়া বীজও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়া মূল এই সময় বসাইতে বলেন, আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূলগুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে। বসাইলে ভাল হয়। পূর্ব্ব কথিত ফুলবীজ ব্যতীত আমারান্থাস, কসমোস, [illegible] পোর্টুলেকা, রাধাপদ্ম, ধুতুরা প্রভৃতি ফুলবীজ বপনের এই সময়।

ফলের বাগান

ফলের বাগানের এখন [illegible] পাট নাই। কলম আঁটা এখন একমাত্র কার্য্য।

আম, লিচু, লেবু প্রভৃতি [illegible] কলম করিতে হইলে তাহার এখন হইতে করিতে হয়। [illegible] কিন্তু বস্তুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন অবলম্বন করা হইয়া থাকে, যেখানে এখন জমিতে [illegible] করিতেছে, এখন সেখানে বাঁধাকপি ও ফুলকপি বীজ বপন করা হয়।

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতি ইঞ্চ [illegible]
[illegible] কলম ৩৲
[illegible]
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার [illegible]

ডাকমাশুলসহ
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

[illegible] প্রচারক—নদীয়া জেলার [illegible] মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রী[illegible]তীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ২রা জৈষ্ঠ শনিবার ১৩৩৮, ১৬ই মে ১৯৩১

নানা কথা

নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটী

নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য্য জানাইতেছেন—

১। [illegible] মে পর্য্যন্ত সংগৃহীত সভ্যগণই আগামী বি, পি, সি, সি,তে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন উপলক্ষে ভোট দিতে পারিবেন।

২ সম্পাদকগণ মেম্বারসিপ ফরমের অপরাংশদ্বয় এবং সভ্যগণের চাঁদার অর্দ্ধাংশ (শতকরা ৫০ ভাগ) এবং সভ্যগণের নাম ও ঠিকানার দুইটী তালিকা আগামী ১৬ই মে তারিখের মধ্যে জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদকের নিকট দাখিল করিবেন।

৩। সভ্যগণের তালিকা জেলা কংগ্রেস কমিটী অফিসে ২২শে মে তারিখের মধ্যে ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে এবং তৎসম্বন্ধে আপত্তি ২৪শে মে তারিখের মধ্যে জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদকের নিকট লিখিয়া জানাইতে হইবে। ২৫শে মে তারিখে জেলা কংগ্রেস কমিটী ঐ আপত্তির মীমাংসা করিবেন।

৪। সংশোধিত সভ্যতালিকা ২৬শে মে তারিখে জেলা কংগ্রেস অফিসে ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে।

৫। বি, পি, সি, সির সভ্য পদ প্রার্থিগণ [illegible] পূরণ করিয়া রিটার্ণিং অফিসার অথবা তাঁহার প্রতিনিধির নিকট ২৭শে মে তারিখের মধ্যে অবশ্য পাঠাইবেন।

নদীয়া কংগ্রেস কমিটী

শ্রীহট্টে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা

সিমলার পথে গান্ধীজী

সুরমা উপত্যকা মহিলা সম্মেলন

স্পেনে সামরিক আইন

সিরাজগঞ্জ লাইনে ট্রেণ দুর্ঘটনা

বার্লিনে আফগান মন্ত্রী

মহাত্মা গান্ধী গত ১৩ই মে বিপ্রহরে কালকা হইতে মোটরযোগে সিমলায় পৌছিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধী আছেন।

মিঃ মোহনলাল এবং কংগ্রেস সভাপতি মিঃ এন, এল, বর্ম্মা তাঁহাকে তারাদেবীর নিকট অভ্যর্থনা করিয়াছেন। গান্ধীজী সিমলায় মিঃ মোহনলালের গৃহে অবস্থান করিয়াছেন।

এসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধি তাঁহার খোলা গাড়ীর রানিং বোর্ডের উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন; ইনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে গান্ধীজী বলেন, তিনি বড়লাটের নিকট হইতে কোন আমন্ত্রণ পান নাই—স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট হইতে পাইয়াছেন।

ব্রহ্মে অস্ত্র আইনের মামলা

রেঙ্গুণের ১৩ই মের সংবাদে প্রকাশ, [illegible] বিরুদ্ধে যে অস্ত্র আইনের মামলা আনয়ন করা হইয়াছে, তাহাতে আসামী স্বীকার করে যে, ৭ই এপ্রিল সে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ছিল, কিন্তু কার্তুজ ফেলার কথা সে অস্বীকার করে। সার্জ্জেণ্টরা তাহাকে খানাতল্লাস করে কিন্তু কিছু পায় নাই। নিকটেই একজন ব্রহ্মী বসিয়াছিল; সে একটা বেঞ্চের নীচ হইতে এক। গুলী কুড়াইয়া পায়, তখনই তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে

আসাম বেঙ্গল রেলপথের চৌধুরীর হাট এবং লোলা সহরের মধ্যে যে দুর্ঘটনার ফলে লাইন খারাপ হয়, লাইন মেরামত করা হইয়াছে এবং ট্রেন চলিতেছে।

শ্রীযুক্ত নরীম্যান

গুজরাটে ভূমি [illegible] গোলমাল উপস্থিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত [illegible] ম্যানকে [illegible] আহ্বান করা হইয়াছে। [illegible] তিনি [illegible] ও অন্য [illegible] প্রাপ্তি রাখিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণ সুযোগ বেশী দিন আর থাকিবে না

— কেন না —

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের

৫০ বাৎসরিক আনন্দোৎসব বা সুবর্ণ জুবিলী শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। এই উৎসব শেষ হইলেই সুবর্ণ আচ্ছাদিত 'শক্তি-সঞ্জিবনী বটীকা'' পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত ১২৲ টাকা মূল্যেই বিক্রয় হইবে। ৩১শে মে পর্য্যন্ত উহা ৮৲ টাকায় পাওয়া যাইবে। এই বটীকা এক কথায় বলিতে গেলে নব-জীবন দান করিতে সমর্থ। সুবর্ণ জুবিলীর কথা উল্লেখে আজই মনিঅর্ডারে ৮৲ টাকা পাঠাইয়া উহার এক কৌটা লউন। সত্বর হউন। বিলম্বে নিরাশ হইবেন।

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়
১১৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৫০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার,
কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকার গুণ ও ধাতুবিকার, ধ্বজভঙ্গ হ্রাস প্রভৃতি রোগে অত্যাশ্চর্য্য, স্বপ্নদোষ, বহুমূত্র, মূত্র কৃচ্ছ্রতা, অর্থাৎ প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিশ্চিত আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সংকোচকারি ম্লাশ"

... রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা

"নবকামবিলাসিনী বটিকা"

... স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিবে ... মূল্য ১৫ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
৯ ১৬৫নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পানিয়া) ৪ন্ং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন-লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

মনোমোহন প্রেস

পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সুলভে সকলপ্রকার ছাপার জন্য বিখ্যাত
বৈদ্যুতিক মেশিনে দিবারাত্র কাজ চলিতেছে
বিস্তৃত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন

ম্যানেজার—মনোমোহন প্রেস,
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, মূত্রাধার, স্নায়ু-সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, প্রদর, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত সহস্র প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।
ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্বাজ্ঞো জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—২রা জ্যৈষ্ঠ—শনিবার—১৩৩৮

আনন্দ কোথায়

সর্ব্বত্রই নিরানন্দ ভাব। জন্ম, মৃত্যু, জরা, বাল্য, কৌমার, যৌবন, বার্দ্ধক্য ইত্যাদি দশান্তর এবং সুখ, দুঃখ, হর্ষ, শোক ইত্যাদি ভাবান্তর সকল সাংসারিক নিরানন্দেরই লক্ষণ।

লোকের যে হঠাৎ উন্নতি হয়, আবার হঠাৎ অবনতি হয়, তাহার কারণ কি? বিদ্যুৎ স্বভাবই তাহার কারণ।

পুষ্প বিকসিত হইল, চতুর্দ্দিকে সৌরভ বিস্তীর্ণ হইল, লোকের নাসারন্ধ্র পরম তৃপ্তি অনুভব করিল। কিন্তু তাহা কতক্ষণ? মুহূর্ত্তমধ্যেই তাহার দশান্তর ও ভাবান্তর দেখা যায়। ফুল ঝরিয়া পড়িল, সৌরভও অন্তর্হিত হইল।

জীব জন্মগ্রহণ করিল, ভাগ্যবশে উন্নতির পর উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে স্বীয় গৌরব বিস্তার করিল। তাহাতে কত লোকের মন, প্রাণ বিপুল পুলকে পরিপূর্ণ হইল, কিন্তু তাহা কতক্ষণের জন্য? কালস্রোতের একটা ঢেউ আসিয়া তাহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া চলিল, অমনি সব ফুরাইল।

লোকে বলে,—'অমুকের সোণার সংসার; ধনে, মানে, কুলে, শীলে সর্ব্বাংশে সুসমৃদ্ধ।' বাহ্যদর্শী আমরা অনায়াসেই মনে করিতে পারি, ঐ ব্যক্তি সর্ব্বদা সুখী ও নিত্যানন্দে পূর্ণ। কিন্তু বিশেষরূপে অন্বেষণ করিলে দেখা যায়, তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিত্য নহে, বর্ষাকালীন আকাশের ন্যায় কখনও অন্ধকার, কখনও বা আলোক তাহার স্তরে স্তরে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। চপলা যেমন ক্ষণমধ্যে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া জগৎ আলোকময় করিয়া তুলে, আবার পর মুহূর্ত্তেই নিবিড় অন্ধকারে লোকচক্ষু আবরিত করিয়া দেয়, তদ্রূপ জীবেরও অবস্থা আলোক ও অন্ধকারযুক্ত।

যে সংসারে জন্ম আছে, আবার মৃত্যু আছে; যৌবন আছে, আবার বার্দ্ধক্য আছে; বসন্ত আছে, আবার গ্রীষ্ম আছে; রূপ আছে, আবার জরা আছে; বিষ আছে, আবার অমৃত আছে; আলোক আছে, আবার অন্ধকার আছে; ভোগ আছে, আবার রোগ আছে; সেই দ্বন্দ্বপূর্ণ সংসারে আবার জীবের স্থিরের বিষয় কি

ভগবদনুশীলন করিলে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। যোগিগণ পরমানন্দ রসপানে উন্মত্ত হইয়া ইন্দ্রের আধিপত্যকেও তুচ্ছজ্ঞান করেন।

মহর্ষি শাতকর্ণি ভগবানের একান্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি পিতামাতার একমাত্র পুত্র। সুতরাং তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। পুত্রের ক্ষণমাত্র অদর্শনে জনক-জননীর প্রলয় জ্ঞান হইত। কিন্তু শাতকর্ণি পরমানন্দ রসপানে এত মত্ত হইয়াছিলেন যে, জনকজননীর স্নেহপাশ অক্লেশে ছিন্ন করিয়া নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভগবানের স্মরণ, মনন, চিন্তনাদিতে প্রবৃত্ত হইলে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ হয়, সংসারের কোন বস্তুতে তাদৃশ আনন্দ দৃষ্ট হয় না অথবা কোন বস্তুর সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না।

ভগবদ্ভক্ত কখনও শোকাদির বশীভূত হন না। তাঁহারা শোকের মধ্যে, বিপদের মধ্যেও পরমানন্দ অনুভব করেন। শোকের পর শোক, বিপদের পর বিপদ্ মহাসাগরের ন্যায় উত্তাল তরঙ্গ বিস্তার করিয়াও ভগবদ্ভক্তের কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষোভের উৎপাদনে সমর্থ নহে।

রাজা বেণ দুর্ম্মতিবশতঃ সুমন্ত্র নামক কোন ভক্তকে সুগভীর কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্রও বিষণ্ণ হন নাই। পরমানন্দে মগ্ন থাকায় তাঁহার তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, আনন্দ জড় জগতে বা জড়বস্তুতে নাই, তাহা কেবল চিদনুশীলনে ও চিদ্বস্তুতে। ইহার উদয়মাত্রে সমুদয় সন্তাপ বিদূরিত হয়, সমুদয় বিপদ্ বিদলিত হয়, প্রাণের অভ্যন্তরে অমৃতের উৎস প্রবাহিত হয় এবং আত্মার এক অনির্ব্বচনীয় ভাবান্তর ঘটে।

গুরুতত্ত্ব

(৩)

চতুর্দ্দশভুবনবন্দ্য শ্রীভগবৎপার্ষদবর আচার্য্য শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু বর্ত্তমান এবং ভাবী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণাশ্রয়ী মহামহোদয় বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য। তিনি স্বরূপদামোদর এবং শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুদ্বয়ের অনুগমনে গুরুদেবের তত্ত্ব মনঃশিক্ষাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধ কাল্পনিক গগনভেদিটীৎকার কখনই সুফল উৎপাদন করিবে না। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দের প্রেষ্ঠ, পরম প্রিয়, সুতরাং মুকুন্দ নহেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তদীয় প্রার্থনায় "নিতাইপদকমল" প্রভৃতি গীতে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন; তাহাতে তাত্ত্বিক বৈষ্ণবমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, গুরুদেব সন্ধিনী, হ্লাদিনী বা সম্বিৎশক্তিমূলে নিত্য বিরাজমান; সম্বিৎশক্তিপতির তাঁহার স্কন্ধে চাপাইতে গেলে মায়াবাদী বা বাউল সহজিয়া মত হইয়া যাইবে।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রকাশ হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়তম দাস বলিবারই বা তাৎপর্য্য কি? সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রকাশ বলিলে কি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুকে বুঝাইবে না? তদুত্তর এই যে, স্বয়ংরূপ ও প্রকাশ এক নহে। ভগবান্—স্বয়ংরূপ, গুরুদেব—ভগবৎপ্রকাশ। ভগবৎপ্রকাশ বলিলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বুঝায় না। অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে প্রয়াস পান না, তাঁহারা বিশুদ্ধ তত্ত্ব কখনই স্বীকার করিতে পারিবেন না।

পুনরায় যদি পূর্ব্বপক্ষ করা হয় যে, সকল শাস্ত্রে গুরুদেবকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তথাপি তাঁহাকে ভগবানের প্রিয় কৃষ্ণের প্রকাশ-স্বরূপ জানিতে হইবে কেন? এরূপ জানিবার কারণ কি? ইহার উত্তর এই যে, ভগবানের আকার নাই, গুণ নাই, লীলা নাই, নাম নাই; মুক্তজীবের চিন্ময় আকার, গুণ ও ক্রীড়ার পরলোকে অস্তিত্ব নাই—এরূপ যাহারা বিশ্বাস করে, তাহারা নাস্তিক বা নির্ব্বিশেষবাদী। তাহারা বলে,—মায়ার মিথ্যাশক্তিদ্বারা পৃথিবীতে নাম, রূপ, গুণ-লীলার ভেদ হইয়াছে, বস্তুতঃ পরমার্থ জগতে ঐরূপ ভেদ নাই; সেখানে কেবল নিরীশ্বর বৌদ্ধবাদ অথবা শঙ্করপ্রবর্ত্তিত একমাত্র কেবলাদ্বৈত বা মায়াবাদ আছে। এই নির্ব্বিশেষবাদই লোকপ্রতারণার জন্য গণেশ, সূর্য্য, শক্তি, শিব ও বিষ্ণুদেবতার মিথ্যাকল্পনা করিয়া সাধনের শেষ সিদ্ধ অবস্থায় চিন্ময় বিশেষরহিত জড়ীয় নাস্তিকতা প্রচার করে। তজ্জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নির্ব্বিশেষবাদী মায়াবাদীকে কৃষ্ণের চরণে অপরাধী বলিয়া জানাইয়াছেন। উপরিউক্ত মায়াবাদীর বুদ্ধি অনুসারে শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণ জানিলে বাস্তবিকই পাষণ্ডতা হয়, তজ্জন্য তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রকাশ জানিতে হইবে।

বৈষ্ণবগণ পাষণ্ড মায়াবাদী নহেন; সুতরাং গুরুকে কৃষ্ণ না জানিয়া কৃষ্ণপ্রকাশ বলিয়া জানেন। বৈষ্ণবগণ নাস্তিক নহেন, তাঁহারা গোলোকের নিত্যত্ব, কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলার নিত্যত্ব, গুরুপাদপদ্মের নিত্যসত্তা এবং নিজের পৃথক্ সত্তা বৈকুণ্ঠে নিত্য অবস্থিত—একথা বিশেষরূপে ধারণা করিতে পারেন, বৈষ্ণবগণ মায়াবাদীর মত নাস্তিক মতের পশ্চাদ্‌গামী হইয়া গুরুদেবকে কৃষ্ণভক্ত না জানিয়া স্বয়ং কৃষ্ণ জানেন না।

শাস্ত্রে গুরুদেবকে মায়াদাস, মর্ত্ত্য প্রভৃতি বলিয়া উক্ত হয় নাই; শিষ্য গুরুদেবকে মায়িক বস্তু মনে না করেন, নিত্য ভগবৎ-সম্বন্ধী অমিশ্রিত বা সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু জানেন, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। পাষণ্ড মায়াবাদীর বুদ্ধিতে ভগবান্, গুরু ও সেবক—এই তিনের পৃথক্ নিত্যসত্তা না থাকায় তাহারা মূর্খতাপ্রযুক্ত গুরুবিষয়ে ভক্তের সহিত বিতর্ক করিয়া থাকে। মুকুন্দ 'জাঠিয়াবেটা' মায়াবাদী থাকাকালে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ লাভ করিতে পারেন নাই। পরে শাস্ত্রের কদর্থ মায়াবাদ ছাড়িয়া আস্তিক বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ হইতে গুরুর পৃথক্‌সত্তা স্বীকার না করিলে শাস্ত্রের কথিত ভক্তিমার্গ ছাড়িয়া দিতে হয়। যেসকল মূঢ়লোক অন্তরে মায়াবাদী পাষণ্ড, বাহিরে ভগবদ্ভক্তির ভান

করিয়া আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যস্ত, তাদৃশ কপট ব্যক্তিগণের মতে নাস্তিক মায়াবাদীর মতই শ্রেষ্ঠ।

শাপে বর

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি,এল)

'শাপে বর'—এই কথাটি শ্রবণে মাদৃশ অনেকেই বহুকাল হইতে অভ্যস্ত। অজ্ঞ জ্ঞানাভিমানী মায়ামুগ্ধ জীবের জ্ঞান ও চিন্তাস্রোত এই বাহ্য জড়জগতের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ, ঐ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাইবার যো নাই। তাই আমাদের বিচার জড়ের মধ্যেই অন্তর্নিহিত। আমাদের সুখ দুঃখের যাবতীয় ভাবনা সমস্তই জড়াশ্রিত, প্রাকৃতের সীমা অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত রাজ্যের ত্রিসীমানায় যাইতে অক্ষম। সুখ বা দুঃখ বলিতে আমরা যাহা কিছু ধারণা করি, তাহা জড়ীয় স্থূল শরীর বা সূক্ষ্ম মনের সম্বন্ধেই করিয়া থাকি। এই দুই প্রকার ভাবনাবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া কোন তুরীয় চিন্ময় আত্মরাজ্যের কথা আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না।

শাপ অর্থাৎ অভিসম্পাত চিরদিনই আমাদের ভীতির বস্তু, উহা কোনদিনই মানবের বাঞ্ছনীয় বা লোভনীয় বিষয় হয় না। মায়ামুগ্ধ সংসারাসক্ত জীব আমরা সংসারসুখকেই বহুমানন করিয়া থাকি এবং যদ্দ্বারা সেই সংসারসুখের বিনাশসাধন হইতে পারে, তাহাকেই শাপ বলিয়া মনে করি। তবে যদি কোথাও ঐরূপ অভিসম্পাতের ফলে আমাদের সংসারসুখ বা ধনাদি ঐশ্বর্য্যলাভ ঘটিয়া যায়, তবে সেইরূপ অভিসম্পাতকে আমরা 'শাপে বর' বলিয়া গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হই না। কিন্তু ঐরূপ শাপের ফলে আমাদের ধনাদি নাশ ঘটিলে উহা আমাদের নিকট আদৌ বাঞ্ছনীয় হয় না। সাত্বত শাস্ত্রের বিচারে এবং অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভুর লীলার মধ্যে সাধারণ মানবগণের আধ্যাত্মিক বিচারবিপর্য্যয়ী যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের বিচার্য্য বিষয়।

শুদ্ধবৈষ্ণবের পাদপদ্মে তথা কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত জনগণ একমাত্র কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত ত্রিভুবনের অন্ত কোন প্রকার ঐশ্বর্য্য, প্রাকৃত ধনাদি বা ইহসংসারের সুখাদি কামনা করেন না। তাঁহাদের বিচারে কৃষ্ণভক্তির নিকট ঐ সমস্ত বস্তুর মূল্য অন্ধ কপর্দ্দকতুল্য। সন্ন্যাসলীলার পূর্ব্বে শ্রীমন্ মহাপ্রভু জগদ্বাসিগণকে তাহা স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিয়াছেন। এক সময় শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু কোন এক বামাচারী সন্ন্যাসীর গৃহে উপনীত হইলে মহাপ্রভু উক্ত সন্ন্যাসীকে প্রণাম করেন। উক্ত সন্ন্যাসী, 'ধন, বংশ, সুবিবাহ, হউক বিভালাভ'—এই বলিয়া মহাপ্রভুকে আশীর্ব্বাদ করেন। মহাপ্রভু কিন্তু ঐরূপ বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, উহা আশীর্ব্বাদ নয়, পরন্তু 'কৃষ্ণে ভক্তি হউক'—ইহাই অক্ষয় ও অব্যয় আশীর্ব্বাদ।

বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানবের বিচারে প্রাকৃত ধনই সমস্ত পার্থিব সুখের আকর বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং যাহার ধন নাই, তাহার জীবনধারণই বৃথা। ঐরূপ বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত সন্ন্যাসীও ধনদান প্রভৃতিকে 'বর' বা আশীর্ব্বাদশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু কিন্তু উক্ত সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া জড় বিষয়াসক্ত অজ্ঞানান্ধ জীবের নিত্যকল্যাণের নিমিত্ত উপদেশ দিয়া জানাইয়াছেন,—"ভক্তি বিনা কেহ যেন কিছুই না চায়॥ শুন শুন সন্ন্যাসী গোসাঞি যে থাইব। নিজ কর্ম্মে যে আছে, সে আপনে মিলিব॥ ধন বংশ নিমিত্ত সংসার কাম্য করে। বল তার ধন বংশ তবে কেন মরে? জ্বরের নিমিত্ত কেহ কামনা না করে। তবে কেন জ্বর আসি পাড়য়ে শরীরে॥ • • • বিষয় সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ। চিত্ত বুঝি কহে বেদ, বেদের কি দোষ॥ ধন পুত্র পাই গঙ্গাস্নান হরিনামে। শুনিয়া চলয়ে সবে বেদের কারণে॥ যেতে মতে গঙ্গাস্নান হরিনাম লইলে। দ্রব্যের প্রভাবে ভক্তি হইবেক হেলে॥ এই বেদ অভিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে। কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া বিষয়সুখে মজে॥ ভাল মন্দ বিচারিয়া বুঝহ গোসাঞি। কৃষ্ণভক্তি ব্যতিরিক্ত আর বর নাই॥"

অন্যাভিলাষী ইতর বিষয়াভিনিবিষ্ট ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত জীব জড়ৈশ্বর্য্যের হেয়তা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পরমোপাদেয় চরম কল্যাণদায়িনী কৃষ্ণভক্তিকে অনাদর করিয়া থাকে। জড় ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হওয়াটাই যেন তাহাদিগের নিকট অভিসম্পাত বলিয়া গণ্য হয়। বহুজন্মের পুঞ্জীকৃত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে সাধু,শাস্ত্র ও গুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপায় জীব যদি কোন দিন কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তবেই সে জানিতে পারে যে, কৃষ্ণপাদপদ্মবিস্মৃতির ফলে কৃষ্ণভক্তির অভাবই তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অভিসম্পাত। বরং ঐ সমস্ত বিষয়াদি হইতে বঞ্চিত হইয়া কৃষ্ণভক্তি লাভই সর্ব্বাপেক্ষা বরণীয়।

যখন জীবের ঐরূপ সৌভাগ্যোদয় হয়, তখন সে 'শাপে বর' এই কথাগুলির যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং প্রাকৃত বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয়ে অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত এবং শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত, "যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ"—এই বাক্যের সারবত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। শ্রীভগবান্ যাঁহাকে কৃপা করেন, ক্রমশঃ তাঁহার সমস্ত জড়ৈশ্বর্য্য হরণ করিয়া থাকেন। যে ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হওয়াটাই আমাদের বিচারে অভিসম্পাত বলিয়া বিবেচিত, শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে তাহাই ভগবৎকৃপা বলিয়া সিদ্ধান্তিত। ভগবৎকৃপা বা কৃষ্ণভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান আর কিছুই হইতে পারে না। প্রাকৃত ধনের ধ্বংসে যদি ঐরূপ শ্রেষ্ঠ বস্তু লভ্য হয়, তবে উহাকেই 'শাপে বর' বলিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবত্তনু। শ্রীকৃষ্ণলীলায় যাহা শ্রীমদ্ভাগবতমধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই শ্রীচৈতন্তাবতারে নবদ্বীপলীলায় পরোক্ষভাবে এবং উজ্জ্বলরূপে জীবের নিকট প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীবাসগৃহে দ্বার বন্ধ করিয়া কীর্ত্তন করিতেন, তখন জনৈক ব্রাহ্মণ কীর্ত্তন দেখিতে আসিয়া বিফলমনোরথ হওয়ায় আর একদিন গঙ্গাসমীপে গৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিয়া বলিয়াছিলেন,—"সংসারসুখ তোমার হউক বিনাশ।" গৌরসুন্দর শাপ শুনিয়া দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, পরম উল্লাসিত হইয়াছিলেন। নিমাই কিন্তু সেই সংসারসুখ নষ্ট হওয়া রূপ অভিসম্পাতকেই আশীর্ব্বাদ বলিয়া জানাইবার জন্ত এবং আমাদিগের ন্যায় কুবিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তরূপ গৃহান্ধকূপে পতিত সংসারাসক্ত গৃহব্রত জীবকুলকে শিক্ষা দিবার জন্ত সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসীর লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন।

তাই বলি,—'শাপে বর' এই কথাটীর যথার্থ তাৎপর্য্য যদি আমরা উপলব্ধি করিতে যাই, তবে ভাগবতোক্ত শ্লোক এবং শ্রীচৈতন্তমহাপ্রভুর লীলাদ্বারাই উহা সর্ব্বতোভাবে সুমীমাংসিত হইয়াছে দেখিতে পাইব।

মায়ার-নেশা

(২)

আমরা সামান্ত নেশাখোরকে ঘৃণা করি, মাতাল, গুলীখোর, গাঁজাখোর দেখিলে তাহাদের নিন্দা করিয়া থাকি, মনুষ্যত্বহীন বলিয়া তাহাদের অবজ্ঞা করিয়া নিজেদের বর্ত্তমান অবস্থাটি বিস্মৃত হইয়া যাই, ইহা বিশ্ববিমোহিনী মায়াদেবীরই এক প্রকার শক্তি! সে শক্তিপ্রভাবে সমস্ত জীবজগৎ কি এক নেশার ঘোরে উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

আমার নেশার মধ্যে জন্মৈশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী-আভিজাত্য প্রভৃতি গৃহীত হয়। আমি উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছি, আমার মত আর কেহই নাই। আমি সকলের শিরোদেশে পদ স্থাপন করিতে পারি, সকলের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা ইত্যাদি আমার জন্মের অভিমান কতক্ষণ স্থায়ী, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই বিচার্য্য বিষয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কীর্ত্তন করিয়াছেন;—

জনমে কেন আর গর্ব্ব অভিমান।
মরিলে পাতকী হ'য়ে, যমদূতে বান্ধে লয়ে,
না করিবে জাতির সম্মান॥

মায়াদেবী ঐশ্বর্য্যের নেশায় আমাদিগকে উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছে। আমার এই জড় ধনসম্পদাদি ঐশ্বর্য্যের নেশা কতক্ষণ? রাবণ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির ন্যায় ঐশ্বর্য্য আর কাহার ছিল? তাহাদের পরিণাম কি হইল, তাহা কি একবার মায়াদেবী আমাদের ভাবিবার অবসর দেয়? তাহা হইলে ঐশ্বর্য্যের নেশা আমাদের ছুটিয়া যাইত?

ধনে যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরিত,
ধরামর হইত রাবণ।
ধনে নাহি রাখে দেহ,দেহ গেলে নহে কেহ,
অতএব কি করিবে ধন॥

তৃতীয় শ্রুতরূপ বিভাভিমানে আমাদিগকে মায়াদেবী উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছে; বিদ্যাদি শ্রীহরিসম্বন্ধী না হইলে তাহা মায়ারই নেশা বুঝিতে হইবে।

মন তুমি পড়িলে কি ছার।
নবদ্বীপে পাঠ করি, ন্যায়রত্ন নাম ধরি
ভেকের কচ্ কচি কৈলে সার।
চারি বেদ ষড়দর্শন পড়ি সে যদি
গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
বৃথা তার অধ্যয়ন লোচনবিহীন জন
দর্পণে অন্ধের কিবা কাজে॥

সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, মীমাংসা, পরমাণুবাদ, বেদান্তের কেবলাদ্বৈতবাদ প্রভৃতিতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন না করিলে সকলই বৃথা।

চতুর্থতঃ শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের নেশায় আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আমি খুব সুন্দর বা সুন্দরী, আমার রূপলাবণ্যে জগৎ মুগ্ধ। কিন্তু এ বাহ্যিক সৌন্দর্য্য কয় দিনের, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছি? বসন্ত রোগ কিম্বা কুষ্ঠব্যাধিতে যে রূপ অচিরেই নষ্ট হইয়া যায়, এই রূপের গর্ব্ব করা বৃথা। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন;—

রূপের গৌরব কেন ভাই।
অনিত্য এ কলেবর, কভু নহে স্থিরতর,
সমন আইলে কিছু নাই।
এ অঙ্গ শীতল হবে, আঁখি স্পন্দহীন রবে,
চিতায় আগুনে হবে ছাই॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১২৲; একত্রে ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিবৃতি গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। স্থূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী সুবৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ১৸৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা, শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্য-বিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹ টাকা মাত্র।

ন প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৹ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵৹ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৴৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵৹ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, জ্ঞানাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি সহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসম্বন্ধ গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ-রচিত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সর্ব্ববিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, সর্ব্ববিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা পুরাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠির কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তত্রত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নরীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

[illegible] শ্রী[illegible] তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও গ্রন্থগ্রন্থের সম্যক্‌ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব সরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগত্তারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ সরস্বত্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলানন্দ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবপন্থা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস ও শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—শ্রীরাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিভূষণ ডাক্তার ব্রহ্মচারী [illegible]বিহারী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

খারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টোলবাড়ী, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সে[illegible]

রক্ষক—শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমাজ, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরম-নন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিহারীজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঢুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। শ্রী শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেবলানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরা[illegible] তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-ক[illegible]

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কাত্যায়[illegible]

১৮কেগ ‍[illegible], নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণদাস।

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা

গত ১২ই মে অপরাহ্ণে শ্রীহট্ট টাউন হলে শ্রীযুত বসন্ত দাসের সভাপতিত্বে একটি জনসভার অধিবেশন হয়। এই সভায় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বিভিন্ন দলের কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে ঐক্য সাধনের জন্য আবেগময়ী ভাষায় আবেদন করিয়া বলেন,—"দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর হইতে বাঙ্গালীদের অবস্থা যেন অনাথের ন্যায় হইয়াছে। বিরাট্ ব্যক্তিত্বশালী কোন জনপ্রিয় নেতা পরলোকগমন করিলে এরূপ হওয়া স্বাভাবিক বটে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে বিরোধ ও বিসম্বাদ কিছু অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সমস্ত শোচনীয় বিবাদ বিসম্বাদ বাঙ্গালার ছাত্র এবং যুবকদের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করে। যুবকদের অন্তর পবিত্র হইবে, তাহাদের আদর্শ উচ্চ এবং মহান্ হইবে—ইহাই আমরা আশা করি; কিন্তু তাহারাই যখন নিজেদের মধ্যে ভেদ বিসম্বাদে মগ্ন হয় তখন আমার অন্তরে দুঃখ হয়। কিন্তু বাঙ্গলায় এইরূপ অবস্থার জন্য দায়ী কে? এই সমস্ত বিরোধের মূল কোথায়? সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে কি এজন্য দায়ী করিতে হইবে? অথবা ইহা কি দেশের নেতা ও কর্মীদের দোষ? আমার সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি, বাঙ্গালী জাতির উপর আমার অনমনীয় বিশ্বাস আছে। দোষ আমাদেরই, কেননা আমরা এমন একজন ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ গড়িয়া উঠাইতে পারি নাই, যিনি সকলকে এক মিলনের সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারেন।

নিজের অস্তিত্ব দান

অতঃপর শ্রীযুত বসু বলিতে থাকেন, "যদি কোন ব্যক্তি জাতির প্রতিনিধি হইতে চায়, যদি কোন ব্যক্তি সমগ্র জাতিকে জাগাইবার শক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তবে জাতির আত্মার জন্য নিজের অস্তিত্বকে দান করিতে হইবে। এমনি এক ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ ছিলেন দেশবন্ধু। যখন তিনি কথা বলিতেন তখন তাঁহার স্বর হইত অপ্রতিহত, কেননা তাঁহার স্বর ছিল অখণ্ড বাঙ্গলার স্বর। আসুন, কর্ম্ম প্রার্থনার উপাসনার মধ্য দিয়া আমরা দেশবন্ধুর ন্যায় এক উদার ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করি। তাহা হইলেই আমরা সকল বিরোধের মূলোচ্ছেদ করিতে পারিব। বিবাদ বিসম্বাদ যদি চিরদিনের জন্য সমাহিত করিতে হয় তবে দৃষ্টির প্রসারতা এবং হৃদয়ের উদারতা অপরিহার্য্য। বিগত দ্বাদশ মাস কাল বাসিগণ দেশের জন্য বিপুল ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। বিগত ৫০ বৎসরকাল তাহারা জাতীয় আন্দোলনে অদ্ভুত সাহায্য করিয়াছে। স্বাধীনতায় সেই সব বীর সৈনিক আজ দেশের এই অবস্থায় মাতৃভূমির সেবায় মিলিত হউক এবং ভেদ বিসম্বাদে বিচ্ছিন্ন বাঙ্গলার সম্মুখে এক উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করুক। অতি সুন্দর এই শ্রীহট্ট জেলা—ইহার নরনারীর হৃদয়ও সুন্দর না হইয়া পারে না। সমস্ত ভেদাভেদ বিলুপ্ত করিয়া বাঙ্গলা দেশ কিরূপে কংগ্রেসের পতাকাতলে মিলিত হইয়া শত্রুর সম্মুখে যুক্তভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারে, আজ শ্রীহট্টের নরনারীগণ তাহা বাঙ্গলাকে প্রদর্শন করুক।"

বক্তৃতা শেষে শ্রীযুত বসু যখন আসন গ্রহণ করেন তখন সমবেত জনমণ্ডলী বজ্র নির্ঘোষে হর্ষধ্বনি করেন।

স্পেনে সামরিক আইন

প্রকাশ, স্পেনে সামরিক আইন জারী করা হইয়াছে। শ্রমিকদিগকে কাজে যোগদান করার জন্য [illegible] যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছে। ট্রাম ও ট্যাক্সি চালনা একেবারে বন্ধ হইয়াছে, অধিকাংশ ফ্যাক্টরী, কারখানা বন্ধ। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে দলে দলে শ্রমিকেরা রাজধানীর দিকে আসিতেছে। মাদ্রিদে প্রবেশ করার সমস্ত প্রধান প্রধান রাস্তায়ই সৈন্য [illegible]। বহু দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জেনারেল বেরেঙ্গুয়ারকে মুক্তি দেওয়ায় শ্রমিকগণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে।

জেনারেল বেরেঙ্গুয়ার আবার ধৃত

স্পেনের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রনায়ক জেনারেল বেরেঙ্গুয়ার ধৃত হইয়া সুপ্রিম কোর্টের বিচারে মুক্তি পান, কিন্তু জনসাধারণ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য দাবী করাতে পুনরায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সামরিক বন্দিশালায় রাখা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে অবস্থা শান্ত

প্রকাশ, ১২ই মে মাদ্রিদ সহর শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছেন। সহরের দোকানপাট পুনরায় খুলিয়াছে এবং রাজপথে সৈন্যদলের পাহারা ব্যতীত সহরের পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। জেসুইট সম্প্রদায়ের পাদ্রীগণ গোলমালের অনেক পূর্ব্বেই কাগজপত্র রোমে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং গোলমালের সময়ে ধর্ম্মযাজকগণ সাধারণ পোষাকে গীর্জ্জা হইতে বাহির হইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। ৬টা গীর্জ্জা ভস্মীভূত হইলেও কাহাকেও হত্যা করা হয় নাই। অথবা কোন জিনিষ লুণ্ঠন করা হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট পক্ষ বলিতেছেন যে, রাজতন্ত্রী ও কমিউনিষ্টদল ষড়যন্ত্র করিয়াই এই সব কাজ করিতেছে।

স্পেনে ভীষণ অরাজকতা দশটি গীর্জ্জা ভস্মীভূত

স্পেনের মন্ত্রীসভা দেশের সর্ব্বত্র ইক একচেঞ্জের কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। স্বরাষ্ট্র সচিব ঘোষণা করিয়াছেন যে দশটী গীর্জ্জা ভস্মীভূত হইয়াছে। যাহাতে এই ধরণের উৎপাত না হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

বার্লিনে আফগান মন্ত্রী

কাবুল হইতে ভূতপূর্ব আমীর আমানুল্লার পররাষ্ট্রসচিব গোলাম সাদিক গত ১১ই পেশোয়ারে পৌঁছিয়াছেন। তিনি সর্দার আবদুল হাদি খাঁ প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ করায় আফগান মন্ত্রী হিসাবে জার্ম্মেণী যাইতেছেন।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা মুস্লিম লীগের সেক্রেটারীর তার

নিখিল ভারত মুস্লিম লীগের সম্পাদক মৌঃ মহম্মদ ইয়াকুব কৃপালনের মহাদেবের নিকট সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের সম্পর্কে নিম্নমর্ম্মে [illegible] করিয়াছেন:— "সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের সম্পর্কে আপনার প্রচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যই সমস্ত সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। মুসলমানদের সমস্ত দলকেই এক করুন। মুস্লিম লীগ এজন্য সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত।"

সুরমা উপত্যকা মহিলা সম্মেলন

তিন দিন অধিবেশনের পর গত ১১ই মে সুরমা উপত্যকা মহিলা সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হয়। দীর্ঘকাল বিতর্কের পর ১২টি প্রস্তাব সম্মেলনে পরিগৃহীত হয়, প্রতিনিধিরা সকলে এই বিতর্কে যোগদান করেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু মৌলানা মহম্মদ আলী, পণ্ডিত গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী, সুধাংশু শর্ম্মা, প্রমোদরঞ্জন প্রভৃতি যাঁহারা দেশসেবায় জীবন দান করিয়াছেন, তাঁহাদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া সভানেত্রী প্রস্তাব উপস্থিত করেন, উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়। অন্যান্য প্রস্তাবে সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী করা হয়, যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথার সমর্থন করা হয়, এবং ময়মনসিংহে একদল লোক শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছে, তাহার তীব্র নিন্দাবাদ করা হয়। সম্মেলন এই সঙ্কল্প গ্রহণ করেন যে, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কার্য্যের জন্য নারীদিগকে শিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে জেলার সর্ব্বত্র মহিলা সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং গ্রাম্য মহিলা-সমিতিসমূহের সদস্যদের দ্বারা প্রস্তুত জিনিস পত্র বিক্রয়ের জন্য শ্রীহট্টে একটি কো-অপারেটিভ ষ্টোর খোলা হইবে। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে নারী-পুরুষে বিবাহের প্রস্তাব এবং হিন্দু রমণীদের বিবাহচ্ছেদের অধিকারের দাবী করিয়া দুইটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল কিন্তু বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে তুমুল বাদ বিতর্কের পর উহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

সিরাজগঞ্জ লাইনে ট্রেন দুর্ঘটনা

গত ১১ই মে রাত্রি ১২।৩৫ মিনিটের সময় বিলপশার ও শহরনগরের মধ্যে ২৮ নং ডাউন সিরাজগঞ্জ কলিকাতা প্যাসেঞ্জার ট্রেনখানা লাইনচ্যুত হইয়া যায়। ইঞ্জিন বেকভ্যান ও তিনখানা গাড়ী লাইনচ্যুত হয়। ইণ্টার ও থার্ডক্লাস কম্পার্টমেণ্ট বগি, এবং মধ্যম শ্রেণীর কম্পার্টমেণ্ট বগি গাড়ী লাইনচ্যুত হয়। ইঞ্জিনের তিনজন খালাসী আহত হইয়াছে, কেহ হতাহত হইয়াছে কি না জানা যায় নাই। ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গত ১২ই সকল ট্রেনের যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ২৮ নং ডাউন ট্রেনের প্যাসেঞ্জারগণ সিরাজগঞ্জ বিলপশারের মধ্যে যাতায়াত করিতেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যয়সঙ্কোচ সমিতি

পাঠকগণ অবগত আছেন, ব্যবস্থা পরিষদের ১১ জন সদস্য লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যয়সঙ্কোচ সমিতি গঠিত হইয়াছে, আগামী সপ্তাহে তাহার অধিবেশন বসিবে। এই ১১ জন সদস্য ব্যয়সঙ্কোচ সম্পর্কে মোটামুটি কি পন্থা অবলম্বন করা হইবে, তাহা স্থির করিবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে হইতে ছয় জনকে লইয়া আর একটী কমিটি গঠন করা হইবে। তাঁহারা পরে খুটিনাটির বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিবেন।

Reg No C.154

প্রতি সংখ্যা

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৪ঠা জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩৩৮, ১৮ই মে ১৯৩১

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে বিস্ফোরক আইনের মামলা

নমৎ মুখার্জি ও অন্য ২ জনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্য ঘটিত আইনের ৪, ৫ ও ৬ ধারা অনুসারে মামলা চলিতেছে। সেই মামলায় [illegible] সময় মঞ্জুরী না পাওয়াতে ২০শে মে তারিখ পর্যন্ত মামলা স্থগিত আছে।

কুষ্টিয়ায় ভীষণ অন্নকষ্ট

এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে কুষ্টিয়া মহকুমার ৮০১০টি গ্রামে অর্থাভাবের দরুণ ভীষণ অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে। অনেক লোক অনাহারে থাকিতেছে এবং কেহ কেহ মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া জীবন রক্ষা করিতেছে। জনসাধারণকে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবার জন্য কতিপয় উৎসাহী যুবক একটি সঙ্ঘ গঠন করিয়া ভিক্ষালব্ধ অর্থ দ্বারা অনেককে সাহায্য করিতেছে।

কুষ্টিয়ায় প্রতারণা

স্থানীয় ব্যবসায়ী বাবু কালিপদ পালের নিকট হইতে প্রতারণা করিয়া একশতটাকার ২ খানা নোট লইয়া যে ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছিল, সে আদালতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং ৮০০ টাকার জামীনে মুক্তি পাইয়াছে। অনেক লোক তাহাকে সনাক্ত করিয়াছে। এই প্রতারণা সম্পর্কে আর এক ব্যক্তিকে এক হাজার টাকার এক খানা এবং একশত টাকার কয়েকখানা নোটসহ প্রথমেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। সে হাজতে আছে।

বিপদ আসিতেছে

করাচীর হাঙ্গামা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী 'বিপদ আসিতেছে' শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

"করাচীর ঘটনা হইতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, কংগ্রেসসেবীদের কার্য্য যদি সত্যাগ্রহের নিয়ম অনুযায়ী না হয় তবে কংগ্রেসের কার্য্য তথা অন্যান্য দেশহিতকর কার্য্য সংযমের অভাবে প্রবল বন্যার আকারে ভাসিয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ঝড় বন্যা চিরকালই আসিবে কিন্তু ঝড় ও বন্যা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যেমন বাঁধের দরকার হয়, বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তেমনই সংযত নিয়মানুবর্ত্তিতার আবশ্যক। অবজ্ঞা ও অত্যাচারের প্রভাবে যে জনসাধারণ এতাবৎ কাল নিদ্রামগ্ন ছিল, তাহাদের জাগরণ সমাজের ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সমাজ দেহের সংস্কার করা, সমাজের কলঙ্ক দূর করা এবং জনসাধারণ এককাল পর্য্যন্ত যে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সেই অধিকারে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করা। [illegible] সাদের বিকৃত দাবীর পশ্চাতে একটা সত্য আছে। করাচীতে ভারতবর্ষের অন্যান্য লক্ষ লক্ষ গ্রামের মত বহু লোক বেকার [illegible] না। সেই সমাজে কোন ত্রুটি নিশ্চয়ই আছে।

ইউরোপীয় যাত্রীর মৃতদেহ ট্রেণের কামরায় আবিষ্কার

"প্রতাপ" পত্রের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বি-বি সি-আই' ট্রেণের একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় জনৈক ইউরোপীয় যাত্রীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার দেহে রিভলভারের গুলী ও ছুরিকাঘাতের চিহ্ন আছে।

এরূপ প্রকাশ যে, গত ১১ই মে ভাটিণ্ডা ষ্টেশনের পর যখন উক্ত ট্রেণ ভারগারগা নামক একটী ক্ষুদ্র ষ্টেশনে পৌঁছে, তখন একজন ইংরাজের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। মৃতদেহের পার্শ্বে একটা শূন্য থলিয়া পাওয়া গিয়াছে এবং বিছানাটী উল্টান অবস্থায় দেখা গিয়াছে। করাচী হইতে রেওয়ারি যাইবার একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট মৃত ব্যক্তির নিকট পাওয়া গিয়াছে। বোধ হয় তাহাকে রিভলভার ও ছোরাদ্বারা আক্রমণ করা হইয়াছিল। শবদেহ পরীক্ষার জন্য পাঠান হইয়াছিল, পুলিশ এতৎ সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

আরও প্রকাশ যে, উক্ত ট্রেণে সাধুর পোষাকে কয়েকজন ভদ্রলোক ছিল, তাহাদের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

হ্যারিসনরোডে ভীষণ বিস্ফোরণ

গত ১৪ই মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে ১৭২ নং হ্যারিসন রোডস্থ বাড়ীর চারি-তালার উপরে একটী ভীষণ বিস্ফোরণ ঘটে। এজন্ত বড়বাজার অঞ্চলে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই বিস্ফোরণের ফলে ব্রিজলাল ব্রাহ্মণ নামক এই বাড়ীর একজন হিন্দুস্থানী ভাড়াটীয়া চোখে এবং হাতে গুরুতরভাবে জখম হয়। এই বিস্ফোরণের আওয়াজ অতি ভয়ানক হইয়াছিল।

আহত ব্যক্তি বলে, সে পায়খানাতে গিয়াছিল, তখন একটা ভীষণ আওয়াজ হয়। তাহার চোখে কি যেন একটা ছুটিয়া লাগে, তাহার ফলে তাহার চোখ কাণা হইয়া যায়। সে কিছুই দেখিতে পায় না। ইহার পর সে বোধ করে, যেন তাহার শরীরের জায়গায় জায়গায় পুড়িয়া যাইতেছে। তখন সে ছুটিয়া নীচে নামিতে থাকে। ঐ সময় তাহার জন্ত আহূত ডাক্তার আসিয়া তাহাকে ধরেন এবং শুশ্রূষা করেন। তাহার দুইটী পা এবং হাত জখম হইয়াছে।

যে পায়খানাটির ভিতর এই বিস্ফোরণ ঘটে, তাহার দেওয়ালের খানিকটা জায়গার ইট উড়িয়া গিয়াছে।

এই ঘটনার খবর পাইয়া বড়বাজার পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহারা অনেক সন্ধান করিয়াও বিস্ফোরক পদার্থের কোন টুকরা পায় নাই। সমস্ত ব্যাপারটী রহস্যমণ্ডিত বলিয়া মনে হইতেছে। পুলিশ জোর তদন্ত চালাইতেছে।

গান্ধীজীর স্বরাষ্ট্র সচিবের সহিত আলোচনা

গত ১৪ই মে সকালে স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ ইমার্সনের সহিত মহাত্মা গান্ধীর ২ ঘণ্টা কাল আলাপ হয়। বৈকালেও পুনরায় দুইঘণ্টা কাল আলাপ হয়; বৈঠকের ফল সন্তোষজনক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই বৈকাল ৫টায় এবং গান্ধীজী ১৫ই অপরাহ্ণ ৩টায় বড়লাটের সহিত দেখা করিয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্র শাসনতন্ত্র গঠন ক

গত ১৪ই মে যুক্তরাষ্ট্র শাসনতন্ত্র গঠন কমিটির সদস্যদের সহিত লাট-সাহেবের এক বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠকে যাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিকানীরের মহারাজা, ভূপালের নবাব স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, স্যার মহম্মদ সফি, স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার, স্যার সুলতান আমেদ, স্যার আকবর হায়দারী, মিঃ রামস্বামী মুদালীয়র, মিঃ জয়াকর, মিঃ গেভিন্ জোন্স, সর্দার উজ্জলসিং, কর্ণেল হাস্পার প্রভৃতি ছিলেন।

নির্ব্বাচন ব্যবস্থা সম্বন্ধে চুক্তি

ডাঃ আনসারী ও সায়েদ কোরেশী সিমলায় আসিয়াই ভূপাল বৈঠকের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে অস্থায়ী চুক্তি হইয়াছে, উহা জানাইবার জন্ত মহাত্মার সুপারিস্থে গমন করেন। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে ১০ বৎসর কালের মধ্যে যুক্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত না হওয়া পর্য্যন্ত যুক্ত পৃথক্ নির্ব্বাচন ব্যবস্থা মিশ্রিতভাবে বিদ্যমান থাকিবে। এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্ত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ভূপালে আবার সভার অধিবেশন হইবে। এইভাবে মুসলমান সমাজের একটি সম্মিলিত দল গঠিত হইলে মুসলমানগণ কংগ্রেসকে ইহা গ্রাহ্য করাইয়া লইবার জন্ত অনুরোধ করিতে পারিবেন।

ভারত-বিদ্বেষ সম্বন্ধে ব্রহ্মলাটের নিকট তার

বার্ম্মা ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স ব্রহ্মের গবর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট নিম্নরূপ তার করিয়াছেন:—এই প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে ভারতীয়-দের বিরুদ্ধে দাঙ্গার দরুণ যে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রতি ব্রহ্ম গবর্ণরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্ত এই সমিতি অনুরোধ করিতেছেন। বিভিন্ন জেলা—বিশেষভাবে টোঙ্গু হান্থাওয়াডী জেলা হইতে ভারতীয়দের ধনপ্রাণের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের সংবাদ প্রত্যহ পাওয়া যাইতেছে। বসিন জেলা সমূহের ভারতীয় অধিবাসীরা অবিলম্বে ব্রহ্ম ত্যাগ না করিলে তাহাদের ধনপ্রাণ বিনষ্ট, ঘরবাড়ী লুণ্ঠন ও আগুন দিয়া পোড়াইয়া দেওয়ার ভয় সর্ব্বদাই দেখান হইতেছে। বহু বৎসর যাবৎ যে সমস্ত ভারতীয় কৃষক ও শ্রমজীবীরা নানা জিলায় বাড়ীঘর করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে তাহাদের প্রতি এইরূপ অরাজকতা চলিতেছে দেখিয়া অত্রত্য ভারতীয়গণের অবস্থা বড়ই আশঙ্কা-জনক হইয়া পড়িয়াছে। কমিটিকে বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে জেলা কর্ত্তৃপক্ষ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্ত যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অপ্রচুর ইতিমধ্যেই আক্রমণ-কারীদের হাতে বাড়ী ঘর ধনসম্পত্তি ফেলিয়া বহু গরীব কৃষক ও শ্রমজীবী চলিয়া যাইতেছে। দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রসমূহ এই অরাজকতার প্রতিবাদ না করিয়া পরন্তু উহার প্রশ্রয় দিতেছেন, ইহাও গবর্ণরের দৃষ্টিগোচর করা হইতেছে। বর্ত্তমানে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এই প্রদেশে ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষ বিঘ্ন-কর হইয়া উঠিয়াছে। ছোট ছোট চাউলের কলগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং সম্ভবতঃ রেঙ্গুন ষ্ট্রীটের বড় বড় চাউলের কারখানাগুলিকে শীঘ্রই কাজ বন্ধ করিতে হইবে; কমিটি এজন্ত গবর্ণরকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তিনি স্বয়ং যেন উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং অবিলম্বে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন।

করাচীতে বিদেশী বস্ত্রের দেখা

প্রকাশ, করাচীর জনৈক কাপড়ের দালাল "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে এই অভি-যোগ প্রেরণ করিয়াছেন যে, সস্তা, চিত্তাকর্ষক এবং সুলভ বলিয়া মহিলারা পুনরায় বিদেশী বস্ত্র ক্রয় করিতেছেন। আগামী বয়কট আন্দোলনের জন্ত স্বদেশী বস্ত্র তালাচাবি বন্ধ হইয়া রহিল। অধিকন্তু তিনি এই অভিযোগ করিয়া-ছেন যে, যেসব স্বেচ্ছাসেবক বিদেশী বস্ত্রের দোকানগুলিতে পিকেটিং করিয়া-ছিল, তাহারা কাজের অভাবে ব্যবসায়ী-দিগের নিকট কাজ জুটাইয়া দিবার জন্ত অনুনয় করিয়া বেড়াইতেছে। উপসংহারে পত্র লেখক বলিতেছেন যে, ভারতবাসীদের অন্তঃকরণের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, পরন্ত বিদেশী বস্ত্রের প্রতি সেই পুরাতন অনুরাগ এখনও অটুট রহিয়াছে।

মন্তব্য প্রকাশ কালে মহাত্মা গান্ধী বলেন যে বিদেশী বস্ত্র সম্বন্ধীয় অভিযোগ বাস্তবিকপক্ষে সত্য এবং বিদেশী বস্ত্রের দোকানগুলিতে ব্যাপকভাবে পিকেটিং হয় নাই। একবে জন-শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

গান্ধীজী ও বস্ত্র শিল্প

দুষ্ক বিরক্তির সহও লোকের বিদেশী বস্ত্র গ্রহণ করিতে হইতেছে বলিয়া যে সব অভিযোগ উত্থাপিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে গান্ধীজী গত ১৪ই মের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে লিখিয়াছেন,—বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ হইতেছে, তিনি সে গুলি মূলতঃ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন।

গান্ধীজী বলেন, বিদেশী দোকানসমূহে পিকেটিং করিবার প্রয়োজনীয়তা কতকটা আছে মাত্র। প্রকৃত জিনিষ হইল জনসাধারণকে এই বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তোলা। আবার এই শিক্ষাদানের অপেক্ষা কর্মীদের আদর্শ হইয়া কাজ করার মূল্য অধিক, প্রত্যক্ষদর্শী অধিক মূল্য হইল, কি ভাবে চরকার সাহায্যে সুলভে খাদি উৎপাদন করা যাইতে পারে, লোককে তাহা শিক্ষা দেওয়া। কার্য্যতঃ এই তিনটিই এক সঙ্গে চলিয়া থাকে। সুতরাং খাদির ভিতর দিয়া বয়কটের অর্থনৈতিক জ্ঞানে জনসাধারণকে অভিজ্ঞ করিতে হইবে কি ভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তুলা সাফ করিতে হয়, ধুনিতে হয়, সূতা কাটিতে হয় এবং কাপড় বোনা যায়, কর্মীদের ইহা জানা আবশ্যক সুতরাং যাঁহারা বিদেশী বস্ত্র বয়কট এবং খাদির উৎপাদন ও ব্যবহারের দ্বারা পূর্ণ বুঝিয়াছেন তাঁহারা এই বিষয়ে আনন্দিত হইবেন, কারণ দেশের লোক জাতীয় আদর্শে কতটা অনুপ্রাণিত হইল, ইহা দেখিবার সুযোগ তাহাতে তাঁহারা লাভ করিবেন। প্রবল জনমতের চাপে পড়িয়া সংগ্রামকালে লোকে যাহা করিয়াছে, সাধারণ শান্তির সময়েও যাহারা লোকে সেই সব কাজ করে তাহার উপরই আমাদের প্রকৃত শক্তি নির্ভর করিতেছে।

গান্ধীজী অতঃপর মিলওয়ালাদিগকে অধিক লাভের উর্দ্ধে রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে স্থান দান করিয়া খাদি আন্দোলনের সাহায্যে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীরা যাহাতে এ ব্যবসা পরিহার করিয়া স্বদেশী বস্ত্রের ব্যবসা অবলম্বন করেন, মিলওয়ালা-দিগকে তজ্জন্ত যত্নবান হইতে হইবে এবং উৎপন্ন মালের মূল্য সুনিয়ন্ত্রিত রাখিতে হইবে। তাঁহারা যেন মনে করেন যে, তাঁহারা শুধু মিলের মালিক নহে—সমগ্র জাতির অছি স্বরূপ।

চাঁদপুরে ইনস্পেক্টর হত্যা

নলিনীকান্ত সান্যাল নামক একব্যক্তি নিজেকে চাঁদপুরের ইনস্পেক্টর হত্যার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বলিয়া পরিচয় দিয়া পার্ব্বতীপুর পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং তাহাদের কাছে কতকগুলি কার্তুজ দিয়া একটা এজাহার করে। দিনাজপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে অস্ত্র আইন অনুসারে তাহার ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:•:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সৎ ও সাত্বত শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—৫ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার—১৩৩৮

শ্রবণকীর্ত্তন

হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনই শুদ্ধভক্তগণের সাধ্য ও সাধন। সেই শ্রবণকীর্ত্তন ভক্তাঙ্গে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ আদির অপেক্ষা নাই। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ আদির ন্যায় হরিকথাশ্রবণ-কীর্ত্তনও একটী সাধনের অঙ্গ, উক্তি ভগবচ্চরণে অপরাধী ব্যক্তিগণের বৃথা প্রলাপ মাত্র।

শুদ্ধভক্তের হরিকথাশ্রবণকীর্ত্তনাদির সহিত কর্ম্মি, জ্ঞানি, যোগিগণের শ্রবণকীর্ত্তনে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগিগণ চিত্তশুদ্ধিরূপ স্বকার্য্যসিদ্ধির জন্য হরিকথা শ্রবণ করেন এবং সাময়িক চিত্তের স্থিরতা হইলেই চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে বলিয়া মনে করেন; তাঁহারা ঐরূপ মনে করিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অনাদর করেন; বস্তুতঃ তখনও তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই। 'বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।'

অনাশ্রিতভাবে জীবের অবস্থান থাকিতে পারে না বলিয়া তাঁহারা কেহ বা অনন্তকাল কর্ম্মমার্গের ঘূর্ণাবর্ত্তে বিচরণ করিতে থাকেন অথবা কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনাদি করিয়াও অধঃপতিত হন। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানাদিচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরণাগত হইয়া সদ্গুরুমুখবিগলিত শ্রীহরিকথামৃত শ্রবণ করেন, তাঁহারা অজিত ভগবানকে জয় করিয়া থাকেন। ভগবান্ তাঁহাদের নিকট নিজ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রকটিত করেন। তাঁহারা ভগবানের নিত্য নবনবায়মান সেবাসুখে মত্ত হই। সকল ইতর আশা হইতে নির্ম্মুক্ত হন ও পরশান্তি লাভ করিয়া নিত্য সেবাতেই নিত্যকালের জন্য নিযুক্ত থাকেন।

শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত সমাহৃতি

১। ব্রহ্ম—প্রতিপাদ্য, আর শাস্ত্র—প্রতিপাদক। শাস্ত্র ও ব্রহ্মে প্রতিপাদক ও প্রতিপাদ্য সম্বন্ধ। ব্রহ্ম শব্দের অবিষয় নহেন। ব্রহ্মই বিষয়, অবিদ্যানিবৃত্তি ও ব্রহ্মপ্রাপ্তিই প্রয়োজন। * অবিদ্যার জন্যই জীবের দুঃখ, ব্রহ্মপ্রাপ্তিতেই সেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়, সুতরাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিই পুরুষার্থ। যথা—

"ব্রহ্মপ্রাপ্তিরেব পুরুষার্থঃ।" (অণুভাষ্য)

২। ব্রহ্ম সাকার বা সবিশেষ বিগ্রহ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। ব্রহ্ম শুদ্ধ, মায়া তাঁহার শক্তি হইলেও তাঁহাতে অধিষ্ঠিতা নহে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমাত্মক কোন প্রাকৃত গুণ তাঁহাতে নাই, সুতরাং তিনি নির্গুণ। গুণাতীত হইলেও তিনি জগতের কর্ত্তা।

৩। ব্রহ্মের শক্তি অচিন্ত্য ও অনন্ত। ব্রহ্ম ইহা হইতে পারেন এবং ইহা হইতে পারেন না, এরূপ বিধিনিষেধের বাধ্য নহেন, সুতরাং বিরুদ্ধ ধর্ম্মের ও বিরুদ্ধ বাক্যের সমাবেশ একমাত্র তাঁহাতেই সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে। যথা—"অচিন্ত্যানন্তশক্তিমতি সর্ব্বভবনসমর্থে ব্রহ্মণি বিরোধাভাবাৎ।" "বিরুদ্ধসর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়ত্বং তু ... ভূষণায়।" বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়ত্ব ব্রহ্মের ভূষণ ... সমস্ত জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। জগতের কর্ত্তা বলিয়াই তিনি ... ও সর্ব্বশক্তিমান্। তিনিই কর্ত্তা এবং তিনিই ভোক্তা যথ

"উৎপত্তিস্থিতিনাশানাং জগতঃ
কর্তৃ বৈ বৃহৎ।
বেদেন বোধিতং তচ্চ নান্যথা
ভবিতুং ক্ষমম্॥
নহি শ্রুতিবিরোধোঽস্তি কস্মাৎ ...
ন ...
সর্ব্বভাবসমর্থত্বাদচিন্ত্যৈশ্বর্য্যবদ্বৃহৎ॥"
[অণুভাষ্য]

৪। জগৎ ও ব্রহ্মে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। জগৎ—কার্য্য, ব্রহ্ম—কারণ এবং কার্য্য ও কারণ অভিন্ন। কারণ সৎ হওয়ায় তাহার কার্য্যও সৎ, অতএব জগৎ ... হইলেও বস্তুতঃ সত্য। ব্রহ্ম ক্রীড়ার জন্য স্বেচ্ছাক্রমে জগদ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু এই পরিণামে তিনি অবিকৃত আছেন, সুতরাং জগৎ—ব্রহ্মের অবিকৃত পরিণাম। জগৎ মায়িক বা স্বপ্নবৎ মিথ্যা নহে, ভগবান্ হইতে ভিন্নও নহে। জগতের উৎপত্তি বিনাশ নাই, কিন্তু আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে। তিরোভাবে কারণরূপে অবস্থান এবং আবির্ভাবে কার্য্যরূপে প্রাকট্য। একাকী ক্রীড়া সম্ভব নহে, তাই ভগবান ক্রীড়ার জন্যই জীব ও জগৎ সৃষ্টি করিলেন যথা—"... স্বক্রীড়ার্থমেব ... ক্রীড়ার্থং ... ।"

৫। জীব ব্রহ্মের অণু অংশ। জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ব্রহ্মের ন্যায় শুদ্ধ ও চেতন। চৈতন্য—জীবের গুণ। অণু জীব ... অবস্থিত হইলেও চৈতন্যগুণ—প্রসরণশীল; সুতরাং সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়। বেদান্ত দর্শনের ২অঃ ৩পাদে "... ।" ইহা বলা ... সর্ব্বশরীরব্যাপীচৈতন্যং ... চন্দনবৎ, ... (—অণুভাষ্য)। চন্দন ... একদেশস্থিত ... সমস্ত দেহ শীতল করিয়া সুখোৎ... তদ্রূপ অণুমাত্র জীবের অব... চৈতন্যগুণে সমস্ত শরীর ...

৬। জীবের অবস্থা তিন প্রকার শুদ্ধ, সংসারী ও মুক্ত। জীবের অবিদ্যা-সম্বন্ধরহিতাবস্থাই তাহার শুদ্ধত্ব। অনাদি-অবিদ্যাবদ্ধ জীবই সংসারী। ভগবান যে সকল বদ্ধজীবকে মুক্তির অধিকারী ... সৎসঙ্গাদি ... প্রদান করেন, তাহারাই মুক্ত। ব্রহ্মের আনন্দাংশ তিরোভূত হইয়া কেবল ... অংশমাত্রই জীবত্ব। যথা—"আ... ইতি।" "... জীবনাম ... ইতি।" (অণুভাষ্য)

৭। বেদান্ত দর্শনে (২ অঃ ৩ পাঃ ২৯ সূঃ) "তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ।" "সূত্রে প্রযুক্ত 'তত্ত্বমসি' বাক্যের তাৎপর্য্য পরিব্যক্ত হইয়াছে। 'তত্ত্বমসি' বাক্যে অংশাংশিভাবের অভেদত্বই নিরূপিত হইয়াছে। অগ্নিতে রাজপদ প্রয়োগের ন্যায় জীবে ভগবদ্ব্যপদেশ বুঝিতে হইবে।

৮। শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে সেবা ও সর্ব্বাত্মভাবই মুক্তি। সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্মাত্মক। যখন সমস্ত কার্য্যের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ—ব্রহ্ম, তখন কার্য্য বস্তুর পৃথক বোধ হইলেও তাহা কারণ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্বশীল নহে; কারণই স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া কার্য্যরূপে পরিণত, যখন এইরূপ বাস্তব উপলব্ধি হয়, তখনই সর্ব্বাত্মভাব সিদ্ধ হয়। শুদ্ধ জীব সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় দেখিয়া তাঁহার পাদপদ্মে অনুরক্ত হন এবং প্রেমে তাঁহাকে প্রিয়তম স্বামিরূপে সেবা করিয়া সেই সেবানন্দরসে নিমজ্জিত হন। ইহাই পরম পুরুষার্থ।

৯। শমদমাদি—বহিরঙ্গ সাধন। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—অন্তরঙ্গ সাধন। ভগবানে চিত্তের প্রবণতাই সেবা এবং সর্ব্বাত্মভাবই মানসী সেবা। পুষ্টিমার্গীয় সাধনই শ্রেষ্ঠ। ভক্তির দ্বিবিধ প্রকাশ—মর্য্যাদা ভক্তি ও পুষ্টিভক্তি। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই পুষ্টিভক্তি

ফলপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক ধর্ম্মসকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মিরূপে স্থিতিই পুষ্টিমার্গ। যেখানে ভগবানের দোষগুণ বিচার নাই, সেস্থলে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের মর্য্যাদা নাই, তাহাই শুদ্ধ পুষ্টিভক্তি। যেস্থলে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়ে কোন চেষ্টা নাই, তাহাই শুদ্ধ পুষ্টিমার্গ। যেখানে স্বামীর ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই নিখিল প্রচেষ্টা, তাহাই শুদ্ধ পুষ্টিমার্গ। যে ভক্তি আশ্রয় করিলে ভগবান্ জীবকে আত্মীয়রূপে বরণ করেন, তাহাই শুদ্ধ পুষ্টিভক্তি। সমস্ত বিষয় ত্যাগ বা নিষ্কিঞ্চনতা, সর্ব্বভাবে ও সর্ব্বাত্মরূপে কায়মনোবাক্যের সমর্পণই শুদ্ধ পুষ্টিমার্গ। পুষ্টিমার্গীয় সেবায় সন্তুষ্ট ভগবান্ প্রীত হইয়া জীবকে রাসোৎসবে আকর্ষণ করেন। ভগবানের বেণুনাদে আকৃষ্ট হইয়া রাসোৎসবে যোগদান করিবার যোগ্যতা লাভ করাই পুষ্টিমার্গীয়গণের চরম কাম্য।

আমার দুর্ভাগ্য কেন ?

(শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ)

বাল্যকাল হইতেই আমার মন-মাঝি (নৌকার মাঝি) প্রতিষ্ঠার প্রবল বাতাস পাইয়া আমার জীবনতরীখানাকে বিরজার বিপরীত দিকে সংসারসমুদ্রের দিকে প্রাণে

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। শ্লোকের সারব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, পাদ, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিবৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শ্লোকসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, বাতুকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মবন্ধপোষোষিণী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-নন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়যুক্ত—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস-সিদ্ধান্ত অচিন্ত্য-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমূহ।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-শব্দ, শ্রীঅবতারবির্ভাব, শ্রীনামভজনা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, অসম্পূর্ণ ও সম্পূর্ণ, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম, প্রভৃতি বিশটি সংখ্যক বক্তৃতা সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৬০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শিক্ষা ও বিদ্যা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ তত্ত্ব, জীবের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীনামকীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীনামকীর্ত্তন, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরপ্রণীত বঙ্গভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সংস্কৃত গীতাকারে পরিক্রমায় দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, জ্ঞানমার্গাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ সাধনভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, অবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী সিদ্ধান্তবিভাগক্রমে সানুবাদ সঙ্কলিত। এতদ্রূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণ ধর্ম—অপরাধ—শুদ্ধাশুদ্ধ—[illegible]—প্রয়োজন ও প্রমাণ তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সূচী শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে মোটা বুক্রাম দিয়ে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধাই সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—জীব-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ কৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তপাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। [illegible] ।।০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়সহ ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (দুই আনা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার—১৩৩৮

কোটি কোহিনুর,
সে' প্রদরেণুর,
নহে সমতুল, এ' জ্ঞান কই ?
হায়রে কপট,
প্রাচুর্য্যের নাটী
এর চেয়ে বেরে সবাই ভালো।
বাহিরে বৃন্দাস,
ধরি' সাধু বেশ,
অন্তরে তোর নিকষ কালো॥

হরি

অনন্ত প্রকার সাধনভক্তির মধ্যে প্রধানতঃ চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বৈধ ও রাগানুগবিচারে কথিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তিতেও আমরা শুদ্ধভক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই সকল প্রকার ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান।

কেবল মনের দ্বারা মন্ত্রজপ হয়। সেইকালে জপকর্ত্তা মননধর্ম্ম হইতে ত্রাণ লাভ করেন। কিন্তু ওষ্ঠ স্পন্দিত হইলে জপের অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক কীর্ত্তন হইয়া যায়। কীর্ত্তন হইলে শ্রবণকারীরও শ্রেয়োলাভ ঘটে। 'সঙ্কীর্ত্তন' শব্দে সম্যগ্‌ভাবে কীর্ত্তন অর্থাৎ যাহা কীর্ত্তিত হইলে অন্য প্রকার সাধনাঙ্গের সাহায্য আবশ্যক হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের আংশিক কীর্ত্তন 'সংকীর্ত্তন' শব্দের লক্ষ্য নহে। যদি কৃষ্ণের আংশিক কীর্ত্তন করিয়া জীবের সর্ব্বভাবোদয় না হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তনের শক্তিবিষয়ে অনেকে সন্দিগ্ধ হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন। বিষয়কথার কীর্ত্তনে আংশিক ভোগপরা সিদ্ধি হয়। অপ্রাকৃত রাজ্যে শ্রীকৃষ্ণই বিষয়, সেখানে কোন প্রাকৃতের অবকাশ নাই, সুতরাং প্রাকৃতের অতীত সকল সিদ্ধিই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে লভ্য হয়। সর্ব্বসিদ্ধির মধ্যে সাতটী বিশেষ সিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে সংশ্লিষ্ট তাহাই এইস্থলে উদাহৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন জীবের মলিন চিত্তদর্পণের পরিমার্জ্জনকারী। ঐশদৈন্যরূপ অন্যাভিলাষ, কর্ম্মভোগ ও ফলত্যাগ—এই ত্রিবিধ প্রাকৃত আবিলতা দ্বারা বদ্ধজীবের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া আছে। জীবের চিত্তদর্পণ হইতে ঐ আবর্জ্জনা পরিত্যাগ করিবার প্রধান যন্ত্র শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। জীবচিত্তদর্পণে ভগবৎস্বরূপ প্রতিফলিত হইবার বাধারূপে ঐ ত্রিবিধ কৈতব আবরণ বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তনই তাহা উন্মোচন করিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে জীব স্বীয় চিত্তমুকুরে নিজ কৃষ্ণৈকরূপ উপলব্ধি করেন।

এই সংসার আপাতমধুর হইলেও ইহা নিবিড় অরণ্যাভ্যন্তরে দাবাগ্নিসদৃশ। দাবাগ্নি দ্বারা কাননস্থিত বৃক্ষরাজি মধ্যে মধ্যে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণবিমুখজন সংসারের জ্বালা দাবাগ্নির তাপের ন্যায় সর্ব্বদা সহ্য করেন, কিন্তু কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হইলেই এই সংসারে থাকিয়াও কৃষ্ণোন্মুখতা-হেতু দাবজ্বালার দহন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন পরম মঙ্গল শোভা বিতরণ করে। 'শ্রেয়'—মঙ্গল; 'কৈরব'—কুমুদ, 'চন্দ্রিকা'—জ্যোৎস্না, শুভ্রত্ব। চন্দ্রোদয়ে যেরূপ কুমুদের শুভত্ব বিকাশ লাভ করে, শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে তদ্রূপ অখিল কল্যাণ সমুদিত হয়। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, ও জ্ঞান কল্যাণের উপায় নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই জীবের পরম মঙ্গলবিধায়ক।

মুণ্ডক উপনিষদে দুই প্রকার বিদ্যার কথা আছে। লৌকিকী বিদ্যা ও পরবিদ্যা। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন গৌণভাবে লৌকিকী বিদ্যাবধূর জীবনসদৃশ এবং মুখ্যভাবে পরবিদ্যা বা অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর জীবন। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনপ্রভাবে জীব জাগতিক বিদ্যার অহঙ্কার হইতে উন্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান লাভ করেন। অপ্রাকৃত বিদ্যার সর্ব্বাভূত বস্তুই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই জীবের অপ্রাকৃত আনন্দসাগরের বর্দ্ধনকারী। খণ্ড জলাশয় সাদৃশ্যযোগ্য নহে, অতএব অখণ্ড আনন্দই [illegible] র সহিত তুলনীয়

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন প্রতিপদেই পূর্ণামৃত আস্বাদন করায়। অপ্রাকৃত রসাস্বাদনে অভাব বা অপূর্ণতা নাই। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বক্ষণ পূর্ণ নিত্য রসাস্বাদন হয়।

অপ্রাকৃত সকল বস্তুই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে স্নিগ্ধতা লাভ করে এবং প্রাকৃত রাজ্যে দেহ মন ও তদাতিরিক্ত আত্মা শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে কেবল যে স্নিগ্ধতা লাভ করে, তাহা নহে, পরন্তু তাহাদের স্নিগ্ধতা অবশ্যম্ভাবী। উপাধিগ্রস্ত জীব স্থূলসূক্ষ্মভাবে যে সকল মলিনতা লাভ করিয়াছেন, সেই সমস্তই কীর্ত্তনপ্রভাবে বিধৌত হইয়া যায়। জড়ের অভিনিবেশ ছাড়িয়া গেলে কৃষ্ণোন্মুখ জীব সুশীতল কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা লাভ করেন।

শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অন্যতম শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২৭৩ সংখ্যায় ও শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"অতএব যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তিসংযোগেনৈব।"

বৃথা অভিমান

(শ্রীযুক্তা অর্পণা দেবী)

কাঁদেনি পরাণ,
মিছে অভিমান,
জীবন তরী বাহিব কই ?
যদিরে কাঁপিত,
চেতনা লভিত,
তবে কি আজিও ঘুমায়ে রই ?
এখনো নয়ন,
জড়িত স্বপন,
আশার কুহকে লুব্ধ হিয়া।
ছলনার বাণী,
অবোধ পরাণী,
বহিছে এখনো অন্তর দিয়া।
করুণাসাগর
আচার্য্য প্রবর
গাহিছে পূর্ণ স্বরাজগাথা।
না শুনিনু হায়,
বধিরের প্রায়,
অন্ধ চিনে না রতন যথা॥
কর্ম্মজ্ঞানকাম,
অন্য অভিলাষ,
এখনো ভুলায় মোহন সাজে।
চারুবেশ ধরি'
প্রকৃতি সুন্দরী,
ভুলাইতে আসে সকাল সাঁঝে॥
অন্যাভিসেবক
ঐকান্তিকৰিক
শ্রেষ্ঠ তাঁহার মানিনু কই ?

দার্জ্জিলিং শৈলে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি,এল)

নিদাঘের নিদারুণ তাপে তাপিত মানব যখন অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠে, তখন সে শীতলতা ও শান্তিলাভের জন্য দার্জ্জিলিং শৈলে আরোহণ করিয়া থাকে। হিমালয় পর্ব্বতে দার্জ্জিলিং একটী স্বাস্থ্যকর ও শীতল স্থান হওয়ায় বহুলোক সেখানে তাপিত প্রাণ শীতল করিবার জন্য বহুব্যয় স্বীকার করিয়াও গমন করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত প্রকৃতির মনোহারিণী দৃশ্যাবলীও মানবগণকে তথায় আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

মাদৃশ দুর্ভাগার অদৃষ্টে দার্জ্জিলিং-দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিবার কোন আশাই ছিল না। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ তথায় গিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন শুনিয়া এই স্বর্ণ সুযোগে গত ১০।৫।৩১ তারিখে তাঁহার শ্রীচরণান্তিকে উপস্থিত হই।

কয়েক দিবস পূর্ব্বে উক্ত গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের ফলে দার্জ্জিলিংবাসী অনেকেই উক্তবাণীর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তৎফলে তাঁহারা আচার্য্যপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদের চরণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার মুখনিঃসৃত শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণের জন্য পিপাসার্ত্ত হইয়া তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেছেন।

দার্জ্জিলিংএ বসবাসের দ্বারা মানুষ বাহ্যিক তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া দৈহিক শীতলতা লাভ করিতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐরূপ দৈহিক তাপ ব্যতীত জীবের যে তিন প্রকার তাপ আছে, তাহার হাত হইতে ত ঐ প্রকারে অব্যাহতি লাভ হয় না। এখানেও ত সেই শোক মোহ ও জরা প্রভৃতির তাণ্ডব নৃত্য বর্ত্তমান। মানুষের দেহ ও মন নশ্বর। উহাদের বিনাশে বাহ্যিক শীতলতার আর আবশ্যক

হয় না, কিম্বা দার্জ্জিলিং বসবাসের উপযোগিতা থাকে না। দেহ ও মনের অতিরিক্ত জীবাত্মা নামে কথিত যে অবিনশ্বর, নিত্য সনাতন বস্তু আছেন, তাঁহার শান্তি বা শীতলতা লাভ কিসে হয়, সে দিকে মায়ামুগ্ধ জীবের কই আদৌ লক্ষ্য নাই বা তাহা অনুসন্ধানের জন্য জীবগণ আদৌ ব্যস্ত নহেন।

দার্জ্জিলিংএর মত স্থানেও যখন মানুষ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয়ের দ্বারা জর্জ্জরীভূত, তখন কেবল মাত্র দৈহিক তাপ নিবারণের দ্বারা তাহার কি সুবিধা হইবে? তাহারা জড়সুখভোগে এতই মুগ্ধ ও মত্ত যে, সেই তাপসকল হইতে কিরূপে মুক্ত হইবে, তাহার অনুসন্ধান আদৌ করে না। উত্তরোত্তর ভোগের দ্বারা তাহারা ভোগজনিত তাপসকল হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট বলিয়াই মনে হয়।

আজ অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ শ্রীমৎপ্রভুপাদের শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে দার্জ্জিলিংএর অধিবাসিগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কেবলমাত্র দৈহিক বা মানসিক শান্তি বা শীতলতা জীবের চরম কল্যাণপ্রদ নহে, অথবা কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিলেও নিম্নগা ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ"—এই বাণী অনুযায়ী জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীচৈতন্যবাণীর আশ্রয় ব্যতীত জীবের শোক, মোহ ও ভয়াদির হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায় নাই, ইহাও তাঁহারা বুঝিয়াছেন। যাঁহারা ভোগের চরম সীমাকে অথবা তদ্বিপরীত ত্যাগকেই শান্তির উপায় বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, নিত্য, শাশ্বত শান্তি লাভ করিতে হইলে অদ্বিতীয় নিত্যানন্দবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কোটিচন্দ্রসুশীতল ছায়ায় আশ্রয় ব্যতীত জীবের আর অন্য উপায় নাই।

যাঁহাদের কিঞ্চিৎ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হইয়াছে, তাঁহারা দলে দলে শ্রীচৈতন্যবাণীর মাহাত্ম্য ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রভুপাদের শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইতেছেন এবং উচ্চ কীর্ত্তনামৃতপানে আত্মার নিত্যশান্তিলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেছেন। ভোগপ্রবৃত্তির বশে নিজ নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারবশে জীবের অশেষ দুর্গতির বিষয় জীব স্বভাবতঃ উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়া তাহার প্রতিকার অনুসন্ধানের জন্যও ব্যস্ত হয় না, কিন্তু দুর্ব্বিতরদর্শী ত্রিকালদর্শী আচার্য্যগণের অন্তঃকরণ জীবের এরূপ দুঃখে অত্যন্ত কাতর হইয়া তাহাদের ঐ সমস্ত দুঃখ ও তাপ নিবারণের জন্য সদাই সচেষ্ট। মায়ামুগ্ধ জীব সেই কারুণ্যবতার আচার্য্যবর্য্যের করুণাকণার জন্য লালায়িত না হইলেও কৃপাবিতরণকারী আচার্য্যদেব তাঁহার অমন্দোদয়দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না।

'মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ কার্য্য নাহি তবু যান পর ঘর॥'—মহাজনের এই উক্তি অনুযায়ী করুণাবারিধি শ্রীল প্রভুপাদ নিজ প্রয়োজন কিছু না থাকিলেও কষ্ট ও অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া ত্রিতাপক্লিষ্ট ভোগী জীবকুলকে তাহাদের ভোগপ্রবৃত্তিরূপ নরকের পথ হইতে উদ্ধার করিয়া শাশ্বত শান্তির শীতলতা প্রদানের জন্য বর্ত্তমানে এই দার্জ্জিলিং পাহাড়ে গমন করিয়াছিলেন এবং ঐসমস্ত ভোগোন্মত্ত জীবকে ভগবদ্বিমুখতারূপ ঘোর মহান্ধকূপ হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক তাহাদিগকে চেতনের দর্শ্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রবৃত্ত করিয়াছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র ভোক্তা স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় শ্রীভগবানের আসন কাড়িয়া লইয়া দুষ্প্রবৃত্তিক্রমে জীব স্বয়ং ভোক্তা সাজিতে গিয়া যে ত্রিতাপগ্রস্ত হয়, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যবাণীরূপ অমৃতের পসরা লইয়া শ্রীল প্রভুপাদ দার্জ্জিলিংবাসিগণের দ্বারে দ্বারে কেবলমাত্র শ্রদ্ধামূল্যে বিতরণের জন্য বলিতেছেন,—'জীব জাগ, জীব জাগ গোরাচাঁদ বলে। কত নিদ্রা যাও মায়াপিশাচীর কোলে॥' এই ভবরোগের একমাত্র মহৌষধি তারকব্রহ্ম শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে অশোক, অভয় ও অমৃতের সন্ধান প্রদান করিতেছেন। যাঁহাদের সুকৃতি আছে, তাঁহারা সুষ্ঠু বুঝিয়া জড়ভোগের হেয়তা ও নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইতেছেন এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গের অতীত পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমের সন্ধান লাভ করিয়া নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন।

ভগবদ্বহির্ম্মুখতাই জীবের ভববন্ধন ও ত্রিতাপভোগের কারণ। শ্রীভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি মায়াদেবীই আবার এই কারাগারের রক্ষয়িত্রী। বহিন্মুখতার ক্ষেত্রেই মায়াদেবী বহির্ম্মুখ জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য তাহাদিগকে ঐরূপ ক্লেশে পাতিত করিয়া থাকেন। কিন্তু আচার্য্যের আবার এমনই লীলা যে, তিনি জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। তাই তিনি আচার্য্যরূপে এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া জীবকুলকে ত্রিতাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য এবং অহৈতুকী কৃপাবিতরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিত্য শাশ্বত শান্তির শীতল ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টান্বিত। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ভোগোন্মত্ত জীবগণের প্রতি কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানরূপ অহৈতুকী কৃপাবিতরণের জন্যই অমন্দোদয়দয়াবারিধি বর্ত্তমান যুগাচার্য্যপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদের এই দার্জ্জিলিং ভ্রমণলীলা।

চাই কি?

(শ্রীপাদ সুদর্শনসনাতন ভক্তিশাস্ত্রী)

দার্শনিকগণ বলিয়াছেন—যাহার ভাব ও ভাবনা যেমন, তাহার সিদ্ধিও তদনুরূপ। অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের চেষ্টা জীবের স্বাভাবিক। এই চেষ্টার নামই সাধনা, আর সিদ্ধি সাধনারই অনুগমন করে। তাই প্রথমেই বুঝিতে চাহিয়াছি—আমার আন্তরিক ভাবভাবনার ধারা—আমার কাম্য কি? আমি চাই কি?

কবিকুঞ্জকাননের কাকলীকূজনে কল্পনা-সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। বিজ্ঞানাগারের গবেষণা গহ্বরে বিজ্ঞানালোকই বিচ্ছুরিত হয়। শিল্প-কুটীরের কল্পিকুটীরের মনোহারিত্ব শিল্পপরাকাষ্ঠার সম্পৎসৌন্দর্য্যই ছড়াইয়া দিয়াছে। কাব্যসম্পদ কিন্তু বিজ্ঞানের বিস্তবিজ্ঞান আনয়ন করে নাই। অথবা সুবিজ্ঞানের সুসাধিনায়ে সুন্দর শিল্পসম্ভারও সৃষ্ট হয় নাই। তাই বলিতেছিলাম,—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" সাধনাই সিদ্ধির বিধান বাজাইতেছে—গতি অনুযুক্ত করিতেছে। জীবনের অভিযানই বিজয়ের নির্মাল্য দান।

আমি চাই কি?—ভোগ, শুধু ভোগ, অবিরাম অবাধ ভোগ। উদ্দেশ্য—ইন্দ্রিয়তর্পণ, পরিণামের ভাবনা নাই। পরিণাম নাই, আছে শুধু বর্ত্তমান—সম্মুখে একমাত্র বর্ত্তমান। বিশ্বের উৎপীড়িত, নিপীড়ন নির্যাতন, ব্যথাবেদনায় নিজেকে জড়াইও না। বিরাট বিশাল বর্ত্তমানকে ব্যাপিয়া স্বীয় আত্মাকে প্লাবিত কর, কেবল ভোগের সন্ধানে, আত্মসুখান্বেষণে।

যাঁহারা পরকালে আস্থাবান, পরলোকের অন্ধতামস নরক-বিভীষিকায় বিত্রস্ত, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতাময় আত্মসুখ প্রয়াসে প্রলুব্ধ হন না। আবার শাস্ত্রসম্ভূত বিধিনিষেধপালিত মানবসংহিতাই তাঁহাদের জীবনগতির নিয়ামক। তাঁহাদের আশ্রয় সৎকর্ম্মবাদ। সৎকর্ম্মফলে ইহজগতে আনন্দসমারোহ, পরলোকে স্বর্গসুখ উপভোগ। কিন্তু কর্ম্মফল অনিত্য, নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। পুণ্যক্ষয়ে আবার অধঃপতন, গর্ভবাসে মহদ্দুঃখভোগ,—আবার সংসারের নিপীড়ন নির্যাতন, বিভিন্ন দুঃখময় জীবনপরিভ্রমণ।

স্বৈরভোগ পরিণামহীন আত্মসুখপরায়ণ। আর বৈধভোগ আর্য্যনীতিপরায়ণ স্বার্থপরার্থের সামঞ্জস্যসাধন। স্বৈরভোগপ্রবৃত্তি অনর্থপর আশামরীচিকামাত্র। বৈধ ভুক্তি পুণ্যসুখাত্মিকা অনিত্য, নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। ত্যাগের মহিমাই বৈধভুক্তির প্রকৃষ্ট পরিণতি। পরার্থে উৎসর্জ্জন—আত্মোৎসর্গ। পরার্থ, কি পরানর্থ, সে বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন এখন নাই। বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি কেবলমাত্র সেই দিগন্তবিস্তারী গগনপবনবিহারী আত্মত্যাগের স্বরূপতা—তাহার মর্ম্মবাণী। যাহার মর্ম্মস্থানে অবস্থিত প্রচ্ছন্ন ভোগের প্রয়াস—আত্মপ্রতিষ্ঠা—আত্মম্ভরিতা—ত্যাগের দর্পদম্ভ। প্রাকৃত বিজ্ঞান ও প্রাকৃত দর্শন যখন দিগতীত ব্যাপারের অজ্ঞেয়ত্বের বিরুদ্ধে অভিযান করে, তখনই আমাদের জ্ঞানশক্তি চমকে উঠে। প্রাকৃত জ্ঞানের অজ্ঞানান্ধকারে আমরা অপ্রাকৃত বস্তুর আলোক দর্শনের প্রয়াস পাই। আমি তখন জ্ঞানী—জ্ঞানমার্গে ঈশ্বরসাযুজ্যকামী—ভাগবতসিংহাসনের অধিকারপ্রয়াসী। পরিণাম—কাল্পনিক সিদ্ধি সম্ভোগ—সাযুজ্যপ্রাপ্তি—নিরাকার নির্বিকার-নির্বিশেষত্ব।

শ্রীগুরুতত্ত্ব যেখানে অবজ্ঞাত, শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব সেখানে প্রকটিত হয় না। মানব স্বকীয় সাধনশক্তিবলে যখন ভগবদ্বস্তুকে অভিনয় করে, তখন ভক্তিকাপট্যই প্রবল হইয়া উঠে। কপটতার কদর্য্য আচার, শ্রীভগবানের কৃপাবাদে বঞ্চিত সে। তাহার ভক্ত্যাভাসরূপ বাহ্যবৈভব ও বিলাসবৈচিত্র্য কপটভক্তির নিদর্শন মাত্র।

পারমার্থিকতাই আত্মশিক্ষা। পারমার্থিকতার প্রয়োজন প্রেমামৃতের অনুভূতি নিত্যানন্দের সম্ভোগ, জড়বিশ্বের দুঃখ, দারিদ্র্য, বিরহবেদনার একান্ত নিবৃত্তি। সেখানে স্বৈরভুক্তির পরাক্রান্তি নাই। বৈধ ভোগের ইহামুত্র সুখপ্রয়াস অবহেলিত—ত্যাগীর নাস্তিকতা অবনমিত—জ্ঞানীর জ্ঞান-প্রহেলিকা সম্পূর্ণ বিলয়। ভক্তিকাপট্যের বিলাসবৈচিত্র্যের স্থান সেখানে নাই। আছে শুধু আত্মসমর্পণ—নিঃশেষে, সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ। আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিবাঞ্ছার নাম কাম। সে কামের স্থান পারমার্থিক জগতে নাই, আছে শুধু কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা—'প্রেম' যার নাম।

তাই জানিতেছি—আমি চাই কি?

শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদ

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৭ই মে রবিবার প্রাতঃকালে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

নৈনিতালে শ্রীযুত গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী ১৮ই মে নৈনিতাল পৌছিয়াছেন এবং ২০শে মে অপরাহ্ণ ২টার সময় গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

পেটের পীড়ায় আত্মহত্যা

ঝালকাঠি পুলিশ থানার এলেকাধীন গুঠিয়া গ্রামে ৩৫ বৎসর বয়স্ক এক যুবক উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। প্রকাশ, নিশিকান্ত মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক পেটের অসুখে বহুদিবস কষ্ট পাইতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালার অবসান করিবেন, ইচ্ছা করায় তাঁহার আত্মীয় স্বজন সর্ব্বদাই তাঁহাকে চোখে চোখে রাখিতেন; কিন্তু ঘটনার দিবস ঐ বাড়ীতে বিবাহ উপস্থিত হয়। এই গণ্ডগোলে উক্ত যুবক পলাইয়া গিয়া একটী বৃক্ষে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন।

পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষ

নানাস্থান হইতে প্রত্যহ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, বহুলোক অনাহারে দিন কাটাইতেছে। কেহবা একবেলা, একদিন পর একবেলা, কেহবা দুইদিন পর একদিন খাইয়া বাঁচিয়া আছে। মধ্যবিত্ত ঘরের লোকের অবস্থা খুবই শোচনীয়। এই সকল অবস্থা উপলব্ধি করিয়া স্থানীয় কংগ্রেস ও ইউনিয়ন বোর্ডের কতিপয় মেম্বর ও কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি লইয়া একটী সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুত মাখন লাল সান্যাল সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

রেঙ্গুনে বাঙ্গালীর কারাদণ্ড

পূর্ব্ব মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কে, সি, কর নামক একজন বাঙ্গালীকে কতকগুলি কার্ত্তুজ রাখার অভিযোগে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। তাঁহাকে গত ৭ই এপ্রিল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

বালিকা সত্যাগ্রহীর সম্ভ্রম হানি

মিস সৈয়দা লীলার পিতা প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে পুলিশ সার্জ্জেণ্ট ম্যাকেন্সি ও আর একজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন। তাহার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। গত নবেম্বর মাসে মিস সৈয়দা এবং আরও ১০।১২ জন মহিলাকে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারাধীন কয়েদীরূপে হাজতে রাখা হয়। সেই সময় আসামীরা তাঁহার সম্ভ্রমের হানি করে—ইহাই অভিযোগ। তাহারা নাকি রাত্রে সেলের নিকট আসিয়া অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিল।

আসামী পক্ষের কৌঁসুলী মিঃ ডেলী-ফায়ের জেরায় মিস লীলা বলেন, সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদানের পূর্ব্বে তিনি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্রী ছিলেন।

মিঃ সাদেশী এবং অপর দুইজন সাক্ষী প্রথম সাক্ষীর বর্ণিত ঘটনা সমর্থন করেন।

আগামী সোমবার শুনানী হইবার কথা।

জাতীয়তাবাদী মুস্লিম দল

গত ১৬ই মে সন্ধ্যায় পাটনায় নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের এক সভায় জাতীয়তাবাদী মুস্লিম দলের স্থানীয় শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সৈয়দ মোবারক আলী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। যাহারা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে স্যর আলী ইমাম, ডাঃ মামুদ, মিঃ এস, এম, হাফিজ এম এল-সি এবং অধ্যাপক আবদুল বারির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

ডাঃ মামুদ জাতীয়তাবাদী মুস্লিম দলের নীতি কি, তাহা বুঝাইয়া দেন। যুক্ত নির্ব্বাচনের আদর্শ গ্রহণ এবং স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত সহযোগিতা, ইত্যাদি উক্ত নীতির অন্তর্ভুক্ত। মুসলমানগণের স্বার্থ রক্ষে সমস্ত দেশময় এই জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের কিরূপ প্রয়োজন তাহা তিনি পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দেন।

খাঁ বাহাদুর সৈয়দ মহম্মদ ইসমাইল স্থানীয় সঙ্ঘের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

সৈয়দ মোবারক আলী এবং এস, এম, হাফিজ সহকারী সভাপতি এবং মিঃ এস, এম, জলিল সম্পাদক নিযুক্ত হন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি এবং প্রাদেশিক সমিতিরও সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

প্রজাদের সহিত জমিদারের সহযোগিতা

সম্প্রতি বীরভূম জিলার জমিদারগণের প্রতিনিধিদের এক সভায় "বীরভূম জমিদার সঙ্ঘ" নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। প্রায় ৪০ জন জমিদার এবং প্রজা-সম্প্রদায়ের বহু প্রতিনিধি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ২৫ জন সদস্যকে লইয়া একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য এই :—

(১) প্রজাদের সহিত সহযোগিতা ও তাহাদিগকে সাহায্য করা (২) জমিদারগণকে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়ার জন্য "জমিদার ব্যাঙ্ক" নামে একটি ব্যাঙ্ক গঠন, (৩) জমিদারদের স্বার্থের প্রতি মনোযোগ প্রদর্শন, (৪) প্রজা ও জমিদারের মধ্যে ছোটখাটো বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য সালিশী-নিষ্পত্তি মণ্ডলী-গঠন।

পররাষ্ট্র বিভাগে ভারতবাসীর সংখ্যা

ভারতসচিব মিঃ ওয়েজউড বেন বলেন, ভারত গবর্ণমেন্টের রাজনৈতিক বিভাগ পররাষ্ট্র বিভাগে ১১৭ জন লোক চাকুরী করেন। তন্মধ্যে ৯৮ জন ইংরাজ এবং [illegible] জন ভারতবাসী। ১৯২৪ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত কোন্ বৎসরে কত জন ভারতবাসী ও কত জন ইংরাজকে এই বিভাগে চাকরী দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া

বৎসর	ইংরাজ	ভারতবাসী
১৯২৪	৮	১
১৯২৫	৯	৩
১৯২৬	৬	২
১৯২৭	৮	৩
১৯২৮	৮	৮
১৯২৯	৫	২
১৯৩০	৭	

নওজোয়ান ভারতসভা সম্মেলন

কুন্দাপ কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক জানাইয়াছেন যে, কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু রাজসীমা রাজনৈতিক সম্মেলন এবং অন্ধ্র প্রাদেশিক নওজোয়ান ভারত সভা-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য ৭ই জুন তারিখে কুন্দাপায় পৌছিবেন। দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে যাইতে হইবে বলিয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র প্রায় একমাস কাল দক্ষিণ ভারতে কাটাইবেন।

মহাত্মার প্রতি যুক্তরাজ্যে সহানুভূতি

ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনে মহাত্মা গান্ধী যাহাতে সাফল্য লাভ করেন মার্কিণবাসিগণ তাঁহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। গত ৪ঠা জুন নিউইয়র্কে আষ্টর হোটেলে মহাত্মা গান্ধীর সম্মানার্থ যে ভোজসভা হইয়াছে, তাহাতে এই মনোভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে

এই সভায় যাঁহারা বক্তৃতা দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আছেন সিনেটর (আইন পরিষদের সদস্য) ব্ল্যান এবং কোপল্যাণ্ড, জজ ড্যানিয়েল এবং কোহালান; বিশপ ফ্রান্সিস ম্যাকডোনাল্ড মিঃ রেমণ্ড রবিন্স এবং মিঃ শৈলেন ঘোষ।

সভার কার্য্য বিবরণী ১০টা হইতে ১০॥০ মধ্যে বেতারযোগে সর্ব্বত্র প্রচার করা হইবে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বত্র উহা শোনা যাইবে বলিয়া কথা ছিল।

ভারতের কল্যাণে ভারত সচিব

গত ১৩ই মে পার্লামেন্টে ইণ্ডিয়া আফিসের ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা ও বাদ-বিতণ্ডা হয়, তাহাতে মিঃ উইনষ্টন চার্চিল, স্যর স্যামুয়েল হোর প্রমুখ কতিপয় রক্ষণশীল সদস্য শ্রমিক গবর্ণমেন্টকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। তাঁহারা বলেন, গান্ধী আরউইন সন্ধিতে ম্যাঞ্চেষ্টারের স্বার্থ উপেক্ষিত হইয়াছে। ভারত সচিব মিঃ ওয়েজউড বেন উত্তরে বলেন যে, আমাদের সম্রাটের রাজপ্রতিনিধি ভারতের বৃহৎ রাজনৈতিক দলের একমাত্র নেতাকে একটি আপোষে সম্মত করাইয়াছেন। ইহা তাঁহার খুব বড় কৃতিত্ব। আমাদিগকে যদি এখন শান্তির পথ ধরিয়া চলিতে দেওয়া হয় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্বের কাজ হইবে। অতঃপর ভারত সচিব বলেন, পার্লামেন্ট ল্যাঙ্কাশায়ারের দুর্দ্দশায় ক্লেশ বোধ করিলেও ভারতের অধিবাসীদের মঙ্গলের জন্যও তাহা সমান দায়িত্ব আছে।

কর্ণেল মর্টহেড নিরুদ্দেশ
রক্তাক্ত দেহে অশ্বের প্রত্যাবর্ত্তন

সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার বর্ম্মা বিভাগের কর্ম্মচারী কর্ণেল এইচ, টি, মর্টহেড ১৭ই মে প্রাতঃকাল হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন, কোথাও তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

প্রাতে আট ঘটিকার সময় তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হন। অতঃপর রক্তাক্ত দেহে তাহার ঘোড়াটা ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কর্ণেল মর্টহেড এখনও ফিরেন নাই।

কর্ণেলকে খুঁজিয়া বাহির করার জন্য চারিদিকে লোক প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্তু সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত কেহই কোন সন্ধান দিতে পারে নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—৮ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার—১৩৩৮

পাদ সুন্দরানন্দ

'সাহিত্যিক' বলিয়া সম্মান অনেকের হইয়াছে ও হইবে, 'মায়াবাদী' দার্শনিক' বলিয়া সম্মান অনেকের হইয়াছে ও হইবে, 'তত্ত্ববাদী দার্শনিক' বলিয়া সম্মান অনেকের হইয়াছে ও হইবে, 'বাগ্মী' বলিয়া সম্মান অনেকেই পাইয়াছেন ও পাইবেন, সৌন্দর্য্য-বিদ্যার অধিকারী অনেকে হইয়াছেন ও হইবেন, সরলতার অধিকারী অনেকে হইয়াছেন ও হইবেন এবং গুরুসেবার অধিকারীও অনেকে হইয়াছেন ও হইবেন; কিন্তু একাধারে বর্ত্তমান যুগে সাহিত্যিক, বাগ্মী, মায়াবাদ ও তত্ত্ববাদবিচারের সুমীমাংসক, সৌন্দর্য্যবিদ্যায় সুষ্ঠু উন্নত, অকৃত্রিম হরি-গুরুবৈষ্ণবদাস্যে সুনিপুণ—যেটী জগতে অতি বিরল, সেরূপ একটী অনন্য জন গৌড়-গগনে উদিত হইয়াছেন, তাহা কি বর্ত্তমান সমালোচক সম্প্রদায় লক্ষ্য করিয়াছেন? যদি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই তাঁহারা জানিবেন যে, বর্ত্তমান অজ্ঞতামিস্র-গগনে এরূপ একটি প্রার্থনীয় আলোকের উদয়ের আবশ্যকতা আছে।

বর্ত্তমানকালে ভক্তিসাহিত্যের নামে কত কথাই চলিতেছে। বৈষ্ণবদর্শনের নামে আদিরসাপ্লুত প্রাকৃতসাহিত্যের অভাব নাই, সৌন্দর্য্যবিদ্যার নামে কতই অপকৃষ্ট সাহিত্য জগতে প্লাবন আনিতেছে, কিন্তু সেগুলির তথাকথিত প্রতিভার বিনাশকল্পে যে ব্যক্তি স্বীয় সিদ্ধ লেখনীদ্বারা অকৃত্রিম অনুশীলন-কারিগণকে আজ কয়েকবৎসর হইতে শান্তি দান করিতেছেন, তাঁহার কথা কি পাঠক আলোচনা করিয়াছেন?

'গৌড়ীয়' নামক যে একখানি সাপ্তাহিক পত্র গৌড়ীয়মঠ হইতে আজ আট বৎসর কাল যাবৎ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার পাঠকগণ নিশ্চয়ই এই অতুলনীয় নক্ষত্রটির গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য যে, জাড্যাটিয়া হইলে লেখক হওয়া যায় না। কাল্পনিক লোভে লুব্ধ হইলে নিরপেক্ষতা থাকে না অথবা নিজ মহিমা বিস্তারের কৃত্রিম যত্ন করিলে কেহই নিরপেক্ষ সাহিত্যিক হইতে পারেন না, এবং অন্যস্বার্থের পোষণ করিতে গিয়া অহঙ্কার বৃদ্ধির ফলে লোক-জগতে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে শিখিলে নির্ভীকভাবে সত্য কথা বলিবার সুযোগ হয় না। এইসকল প্রলোভনের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া বর্ত্তমানকালে গৌড়ীয়সম্পাদক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ স্বীয় ভজনপ্রতিষ্ঠার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের পাঠকগণকে নিরপেক্ষভাবে সদ্ধর্ম্মে নিযুক্ত হইবার যে অপূর্ব্ব সুযোগ দিতেছেন, তাহা অতুলনীয়।

৯ম বর্ষের ৩৮ সংখ্যা পাঠ করিলে এই একাধারে সাত্বত সাহিত্যিক, দার্শনিকের অকৃত্রিম সরলতা ও পরোপকার স্পৃহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আমরা আশা করি, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দের অনুগমনে গৌড়ীয়মঠের অপরাপর প্রচারক-বর্গ ও কার্য্যকারকগণের ভাবিগতির পথ নির্দ্দিষ্ট হইবে। সত্যের আদর করিতে পারিলে সরলতা আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়। অশিক্ষিত দাম্ভিকগণ প্রকৃত শুদ্ধভক্তের সৌজন্য বুঝিতে না পারিয়া ভ্রম, তাহাকেই নিরপেক্ষতা বলিয়া মনে করেন। সেইরূপ অসংখ্য কুকল্পীদের দ্বারা গৌড়ীয়সাহিত্য সমৃদ্ধিত হইবার আদৌ আশা নাই। সহস্র সহস্র সংকল্পনীয় ও কুকল্পনার পাওয়া যাইবে, কিন্তু হরিকীর্ত্তনকারী নিত্যন্ত জন ও—নিরবচ্ছিন্ন বিরল।

অন্তরে বাহিরে বিভিন্ন ব্যবহারযুক্ত কপটকল্পিসম্প্রদায় যে কুভাবের চিত্র বহন করিতেছেন, তাহারা গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নিজ নিজ চরিত্র সংশোধন করিলে নিত্যমঙ্গল লাভ করত বর্ত্তমানযুগের কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রদ্ধা

অনন্তকাল হইতে অনন্তজীব মায়ামুগ্ধ হইয়া এসংসারে ভ্রমণ করিতেছে। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস, সেই দাস্য বিস্মৃত হইয়া ভোগবাঞ্ছাবশতঃ মায়ার দাস হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

> জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
>
> কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
>
> অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ॥

মায়াবদ্ধ হইয়া এসংসারে পড়িয়া জীব অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে, সুখের আশায় মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতেছে, মনে করে অমুক বস্তু পাইলে বড় সুখ হইবে, কত কষ্ট করিয়া তাহা পাওয়া গেল, কিন্তু তাহাতে ত সুখ নাই; তবে বুঝি আর একটা বস্তু পাইলে সুখ হইবে। কিন্তু ইহাতেও সুখ হইল না, আশা মিটিল না, প্রাণও জুড়াইল না। বিপুর দাস হইয়া তার লাথি খাইয়াও ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিতেছে না, তাহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না, তাহার দাসত্বে বুঝি কিছু সুখ আছে, তাই জীব তাহার জন্য এত লালায়িত।

ধনী ধনের গৌরবে দরিদ্রের দিকে ফিরিয়া চাহিতেছেন না, বুদ্ধিমান মূর্খের কথা গ্রাহ্য করিতেছেন না অবিদ্যারূপ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া সেই অভিমানে কেহ বা ফুলিয়া দাঁড়াইতেছেন, কেহ বা তাহা না পাইয়া দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন। চিন্ময় রাজ্যের দিব্যরত্ন জীব আজ সংসারের ধূলায় মলিন। যখন শ্রীভগবানে শ্রদ্ধারূপ নির্ম্মল বারি দ্বারা বিষয়-সক্তিরূপ ধূলাকাদা বিধৌত হইবে, তখনই রত্নের জ্যোতিঃ কৃষ্ণভক্তি আপনিই বাহির হইবে। তখনই চিন্ময়রত্ন চিন্ময়ধামে যাইবে। কোথায় সে শ্রদ্ধাবারি?

এই সংসারের অশেষ ক্লেশে বাধিত হইয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই হউক, অথবা শাস্ত্রাদি আলোচনা করত তাহার যথার্থ অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়া কিম্বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, যখন জীবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়—ঈশ্বর মহান্, সর্ব্বজ্ঞান, জীব ক্ষুদ্র, শক্তিহীন; ঈশ্বর স্বাধীন, জীব তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির অধীন, ঈশ্বর প্রভু, জীব চিরকাল দাস; তখনই আনন্দময়কে পাইয়া সমস্ত যাতনা জুড়াইবার অথবা সকাশে শ্রীহরির আশ্রিত হইবার ইচ্ছা জীবের স্বভাবতই উদিত হইয়া [illegible] এবং তাঁহাকে পাইবার অল্প অল্প চেষ্টা হয়। ইহাই শ্রদ্ধার প্রথম অবস্থা; কিন্তু জীবের স্বভাব বিকৃত হওয়ায় জীব জড়াসক্ত হইয়াছে, সুতরাং সাধুসঙ্গ অভাবে বা কুসঙ্গক্রমে এ শ্রদ্ধা একেবারে লুক্কায়িত হইতে পারে। অতএব এই সময় হইতে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন। সাধুসঙ্গ ক্রমে এই শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শ্রদ্ধাবৃদ্ধির সঙ্গে ব্যাকুলতাও বাড়িয়া উঠে। তখন কি উপায়ে জীব শ্রীভগবানের চরণ পাইবেন, তাহারই অন্বেষণে যত্নবান হ'ন তখন তিনি প্রথমেই দেখিতে পান, তিনি অনর্থের একান্ত বশীভূত ও তাঁহার স্বভাব সুপ্ত। তিনি তখন কোন বিগতঅনর্থ ভাগবতস্বভাব সাধুর পদাশ্রয় পূর্ব্বক একনিষ্ঠ হইয়া ভজনকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন। শ্রদ্ধার এই অবস্থার নামই দৃঢ় বা নিশ্চয়াত্মিকা শ্রদ্ধা। ইহাই "ভক্তি-লতাবীজ"। এই সময়ে শ্রদ্ধাবানের যেরূপ ভাব হয়, তাহা নিম্নলিখিত বাক্যে প্রকাশ হইতেছে। যথা—

> "শ্রদ্ধাশব্দে 'বিশ্বাস' কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
>
> কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

শ্রদ্ধাবান্ জীবের মনে দৃঢ়বিশ্বাস হয়, একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই জীবের স্বভাব, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত জীবের কর্ত্তব্য আর কিছুই নাই। সুতরাং "কৃষ্ণে ভক্তি করিলে জীবের সমস্ত কার্য্যই করা হইল। কিন্তু মায়াবদ্ধ হইয়া জীব বিকৃতস্বভাব হইয়াছেন। সুতরাং স্বভাবপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত দেহযাত্রা সুসম্বরূপে নির্ব্বাহ পূর্ব্বক কৃষ্ণানুশীলন করাই শ্রেয়ঃ। তাই তিনি ভক্তির অনুকূল যাহা কিছু, তাহাই মাত্র স্বীকার করেন। ভক্তির প্রতিকূল যাহা কিছু, তাহা জীবের কর্ত্তব্য নহে বলিয়া কদাচ গ্রহণ করেন না।

শ্রদ্ধাবান জীবের কর্ম্মাধিকার নাই, কারণ নিষ্কাম কর্ম্মের ফল যে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে উত্তম এই শ্রদ্ধা তাঁহার স্বভাবতই উদয় হইয়াছে। শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

> তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
>
> মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

যতদিন কর্ম্মফলের প্রতি অনাসক্ত না হইবে, অথবা [illegible] বিষয় শ্রবণকীর্ত্তনে [illegible] শ্রদ্ধা না হইবে ততদিন কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধাবান কর্ম্মফলে আসক্ত নাই; কারণ তিনি একমাত্র কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর কিছুর [illegible] করেন না। তাঁহার কাছে [illegible] ভাল লাগে—তিনি তাহা [illegible] নহেন। তিনি "সর্ব্বধর্ম্মান্ [illegible] সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম, [illegible] করিয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া, "[illegible] [illegible] [illegible] অত্যধিক, সুখে স্পৃহা-হীন, অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধবিমুক্ত হইয়া,

রামকেলী প্রসঙ্গ

(মালদহ সমাচার ৩০শে বৈশাখ, ১৩৩৮)

সভাপতি — স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী Kt, C. L. L, C. B. E, L. L. D, (Aberdane & St. Andrews) M. A. B, L. etc. etc

স্যার দেবপ্রসাদ বাঙ্গালার কায়স্থ কুলের একটী উজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, প্রবল কর্ম্মশক্তি, গভীর উদ্যম, উৎসাহ ও অমায়িক ব্যবহার সর্ব্বজন-বিদিত। কি সরকারী কি বেসরকারী যে কোন সৎকার্য্যেই হউক স্যার দেব প্রসাদের কর্ম্মশক্তির পরিচয় পাইয়া আমরা তাঁহার একান্ত গুণমুগ্ধ হইয়া যাই। আমাদের মালদহবাসীর বিশেষ গৌরব ও আনন্দের কথা যে এই বৃদ্ধ বয়সেও গ্রীষ্মের মধ্যে নিজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন করিয়া আগামী শ্রীরামকেলী উৎসবে তিনি যোগদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমরা মালদহবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং সাদরে স্বাগতম্ স্বরে অভিবাদন করিতেছি।

* * *

স্যার দেবপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, বি-এল উপাধি লাভ করেন এবং Aberdane & St. Andrews হইতে L L D উপাধি পান। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া সরকার বাহাদুর তাঁহাকে অতি উচ্চ সম্মানের উপাধি যথা Kt. C I E, C B E প্রভৃতি প্রদান করেন। তিনি Vakeel. Solicitor & Advocate, ইনি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে League of nationএর member হইয়া জেনেভায় গমন করেন। ১৯২৫।২৬ খৃষ্টাব্দে South African Deputaion of Govt. of Indiaর সদস্যরূপে অনেক কার্য্য করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইবার Vice-Chancellor স্বরূপে ইহার কর্ণধার ছিলেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে Dean, Faculty of Arts & Law ছিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত Asiatic Society, সাহিত্য পরিষৎ, Rotary club এর Vice President এবং Calcutta University Institute এর President. নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার বিদ্যায় মুগ্ধ হইয়া "সুধীরত্ন" উপাধি প্রদান করেন। কাশী হইতে "বঙ্গরত্ন" ও "বিদ্যাসুধাকর" উপাধি লাভ করেন। ঢাকা হইতে বিদ্যারত্নাকর" এবং পুরী হইতে "জ্ঞানসিন্ধু" উপাধি লাভ করেন, এবং রংপুর সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য এবং উহার select Committeeর সদস্য ছিলেন। ইহা ছাড়া ১৯২১—২৩ সালে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য ও তাহার select committeeর সদস্য ছিলেন। Council of state'র সদস্য ছিলেন। National council of Education এর Vice-president.

কিন্তু এই সমস্ত কাজের মধ্যেও তিনি সহকারী সম্পাদক স্বরূপে "সময়", "ভারতবাসী", "Indian world", "Hindu Patriot" পত্রিকার কার্য্য চালাইয়াছেন এবং হিতবাদী, বসুমতী, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, ভারতবর্ষ, পঞ্চপুষ্প, মানসী মর্ম্মবাণী, অর্চ্চনা, প্রবর্ত্তক, অমৃতবাজার, বেঙ্গলী, ইংলিসম্যান, ষ্টেটস্‌ম্যান, Indian Daily news প্রভৃতি পত্রিকায় সময় সময় অনেক বিষয় লিখিয়াছেন। সংস্কৃত [illegible] প্রগাঢ় [illegible] রহিয়াছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Board of Studies in Sanskrit & Sanskrit Language এর সদস্য ও President Sanskrit College ছিলেন। আইন বিদ্যায় ইনি বিশেষ পারদর্শী। ইনি Law college governing Body, Calcutta Universityর President ছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্যরূপে দেশের সেবা করিয়াছেন। বিখ্যাত Indian Association এবং Vice President & British Indian Association সদস্যরূপে অনেক কার্য্য করিয়াছেন। সিমলা, কলিকাতা এবং পুনায় Cooperative Conference এর member ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ছাত্র মহলেও ইহার বিশেষ সুনাম রহিয়াছে। বহু হাসপাতাল, হোমিওপ্যাথিক ও ও আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসালয়, পাঠাগার, বিধবা ও আতুর আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়, বহু কলেজ, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, মিউজিয়ম, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ক্লাব, সমিতি নীতি প্রতিষ্ঠান, কাব্য সমিতি, কায়স্থসভা, সাহিত্য সম্মিলন, Bengal Technical College, Indian Art school, বহু স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, দেশের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, গীতা সমাজ, শিক্ষক সম্মিলনী, কুরুক্ষেত্র সংস্কার সমিতি, দুর্ভিক্ষ বন্যা রিলিফ কমিটী প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট। এই সমস্ত কার্য্যের মধ্যেও তিনি কয়েকখানি বই লিখিয়াছেন যথা— "ইউরোপে তিন মাস", "প্রবাস পত্র", "মাইকেল মধুসূদন দত্ত", 'প্যারিচাঁদ মিত্র" ইত্যাদি। ১৯২৫।২৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার Paddison Committee এর সদস্য এবং ১৯১২ ও ১৯২১ সালের British Universitys' congress এর সদস্যরূপে অনেক কার্য্য করিয়াছেন। আমরা আশা করি মালদহবাসী তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিবেন এবং শ্রীরামকেলী সংস্কার সমিতিকে উপযুক্তরূপ সহায়তা করিয়া এই বারের শ্রীরামকেলী উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিবেন।

জেনারেল আস্কেরী

জেনারেল আস্কের ডামোষ জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। শ্রীমতী গঙ্গাবাঈ চৌবে এবং শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র গত ৭ই মে জহর চৌকে একটি জনসভায় জেনারেল আস্কেরীর সহিত গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে। অনাদায়ে তাঁহাদের আরও দেড়মাস কারাভোগ করিতে হইবে।

কলিকাতায় গ্রেপ্তারের হিড়িক

কলিকাতা সহরে কতিপয় লোক বাহির হইতে অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য, আফিং এবং কোকেন আমদানীর ষড়যন্ত্র করিতেছে—এই অভিযোগে পোর্ট পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ কলিকাতার বিভিন্ন স্থান হইতে ৭২ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে চীনা, জাপানী, স্থানীয় ও নোয়াখালির মুসলমান এবং কয়েকজন হিন্দু আছে।

ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ৩০ জনকে আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ৪০ জনকে পোর্ট পুলিশের ডেপুটী কমিশনার জামিনে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

এই একই অভিযোগে পুলিশ গত সোমবার রাত্রে চীনাপাড়া হইতে দুইজন চীনাকেও গ্রেপ্তার করিয়াছিল। তাহাদিগকে মঙ্গলবার সকালে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

পুলিশের অভিযোগ এই যে, আসামীগণ পরস্পর ষড়যন্ত্র করিয়া কলিকাতায় বিস্ফোরক দ্রব্য এবং অস্ত্র-শস্ত্র আমদানী করিবার জন্য পৃথকভাবে কিম্বা মিলিতভাবে দায়ী।

বগুড়া জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

গত ১৬ই মে সন্ধ্যায় বগুড়া জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। অপরাহ্নে নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। একটি সময়োচিত সঙ্গীত গীত হওয়ার পর বসু একটী ক্ষুদ্র অথচ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি জাতীয় পতাকার মর্ম্ম সকলকে বুঝাইয়া দেন এবং সকলকে প্রাণপণে এই পতাকার সম্মান রক্ষা করিতে বলেন। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীও একটী ক্ষুদ্র হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দান করেন।

সম্মেলনের অধিবেশন

সন্ধ্যা ৭টায় সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। সম্মেলনে বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে অনেক মহিলাও ছিলেন। সভার প্রারম্ভে বগুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান নাগরিকদের পক্ষ হইতে, প্রজা সমিতির সম্পাদক মৌলবী রাফিবউদ্দিন তরফদার বগুড়ার কৃষকদের পক্ষ হইতে এবং শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার ছাত্রসমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুত বসুকে মানপত্র প্রদান করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সান্যাল সমাগত প্রতিনিধি মণ্ডলীকে স্বাগত জানাইয়া বগুড়া জেলার রাজনৈতিক কার্য্যাবলীর ইতিহাস বর্ণনা করেন। শ্রীযুত বসুকে অভ্যর্থনা করিয়া তিনি বলেন, শ্রীযুক্ত বসু এই দ্বিতীয়বার বগুড়ায় আগমন করিলেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সান্যাল বগুড়ায় তাঁহার প্রথম আগমন এবং উত্তর বঙ্গের বন্যার সময় তিনি যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন।

সভাপতির বক্তৃতা

অতঃপর সভাপতি শ্রীযুত বসু বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন, তিনি প্রথমেই ভারতের রাজনৈতিক এবং কৃষ্টিগত ঐক্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ইতিহাস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ভারতের জন্য বাঙ্গলার একটী বিশিষ্ট ব্রত, একটী বিশিষ্ট সাধনা রহিয়াছে। ইহা সে পুরুষ-পরম্পরায় পাইয়াছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনেই বাঙ্গালা যথার্থ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।*

জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সের মনোমালিন্য

জার্ম্মাণীর প্রতিনিধিমণ্ডলী ঘোষণা করিয়াছেন যে, ফরাসীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও অষ্ট্রীয়া এবং জার্ম্মাণী শুল্ক-সঙ্ঘ বজায় রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

জার্ম্মাণ প্রতিনিধিমণ্ডলী বিশেষ জোরের সহিত বলিয়াছেন যে, এই সঙ্ঘ অষ্ট্রিয়ার রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ করিবে না।

টেলি— শ্রীপ্রকাশ / নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

ভারতের সকল [illegible]—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৬৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৯ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৩৮, ২৩শে মে ১৯৩১

নৈনীতালে শ্রীযুত গান্ধীজী

সার টেগার্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ

আত্রাইএ সুভাষ বাবু

পাবনা জিলা কংগ্রেস কমিটী

ভৌতিক কাণ্ড

সামান্য ঝগড়ায় কাটাকাটি

অদ্ভুত আমগাছ

বাণেশ্বর স্কুল ছাত্র সমিতি

আদালতে পকেট মার

নানা কথা

নৈনিতালে শ্রীযুত গান্ধীজী

শ্রীযুত গান্ধীজী ১৮ই মে অপরাহ্নে নৈনিতালে পৌঁছিয়াছেন। তিনি নৈনিতাল হইতে কিঞ্চিদধিক ৫ মাইল দূরবর্ত্তী তালুকা গ্রামে লালা গোবিন্দ লাল সা'র সহিত অবস্থান করিতেছেন। এখানে পৌঁছিলে সহস্র সহস্র দর্শক তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করে। তিনি এস্থানে ৫ দিন থাকিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন।

গবর্ণর কানপুরে আছেন। ১৯শে মে অপরাহ্নে ফিরিবার সম্ভাবনা। গবর্ণরের সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎ সম্ভবতঃ পরদিন হইবে। তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় নাই।

আত্রাই ষ্টেশনে সুভাষ বাবু

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বগুড়া হইতে কলিকাতার পথে ১৬ই মে প্রাতে আত্রাই ষ্টেশনে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক ও উপস্থিত জনমণ্ডলী কর্ত্তৃক মাল্যভূষিত ও সম্বর্দ্ধিত হইলে স্থানীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক শ্রীযুক্ত পরেশনাথ ঘোড় এবং নওগাঁর রিলিফ কমিটীর কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মজুমদারকে পরিচয় করাইয়া দেন। অতঃপর সুভাষ বাবু কংগ্রেসের স্বাধীনতা অর্জ্জন পন্থা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিলে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির মধ্যে ট্রেণ ছাড়িয়া যায়। জনমণ্ডলীর মধ্যে ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত কামিনী মোহন সাহা, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

টেগার্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ

গত ২রা সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ফেরারী আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করার জন্য চন্দননগরে শশধর আচার্য্যের বাড়ীতে হানা দেওয়ার সম্পর্কে উক্ত শশধর আচার্য্য ও তাঁহার পত্নী সুহাসিনী দেবী, সার চার্লস টেগার্ট ও অন্যান্য পুলিশ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে আদালত হইতে তদন্ত করিবার জন্য একটি [illegible] বেঞ্চ গঠন করার জন্য সোমবার দিন হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির নিকট দরখাস্ত করেন।

দরখাস্ত দাখিল করিতে গিয়া অভিযোগকারীর পক্ষে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র [illegible] ব্যানার্জ্জি বলেন যে, সার চার্লস টেগার্ট ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে শমন প্রার্থনা করায় প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট উহা অগ্রাহ্য করেন। ঐ আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দরখাস্ত করিলে বিচারপতি [illegible] ও ঘোষ উহা ডিসমিস করিয়া আদেশ দেন যে, হাইকোর্টের বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগ করার প্রার্থনা আদিম বিভাগে করিতে হয়। কিন্তু মিঃ ব্যানার্জ্জি বলেন যে, এই আদেশ হাইকোর্টের আদিম বিভাগের আইনের [illegible] কাজেই এ সম্বন্ধে কোন রীতিতে কাজ করিতে হইবে এবং একটি বেঞ্চ গঠনের জন্য এই দরখাস্ত করা হইয়াছে।

বিচারপতি এই দরখাস্ত গ্রহণ করিয়া কৌঁসুলী শ্রীযুত ব্যানার্জ্জিকে কাগজ পত্র দাখিল করার জন্য আদেশ দিয়াছেন।

চোরের উপদ্রব

জামালপুর সহরে ভীষণ চোরের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহই সহরে চুরি হইতেছে। স্থানীয় যুবকগণ সমস্ত রাত্রি পাহারা দিবার জন্য একটী ডিফেন্স কমিটী গঠন করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে— ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সপ্তবর্ষ ৬৯শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:*:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—৯ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার—১৩৩৮

দার্জ্জিলিং প্রসঙ্গ

গত ১৪।৫।৩১ তারিখে দার্জ্জিলিংএর কতিপয় বিশিষ্ট শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী অগাষ্ট ভিলায় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণের জন্য আগমন করেন এবং সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। জগতে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি নানা প্রকার ধর্ম্মমার্গের কথা প্রচলিত থাকিলেও শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা এবং তৎসম্বন্ধে শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রচারিত জীবের চরম কল্যাণপ্রদ প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের সহিত ভক্তিধর্ম্মের যে বৈশিষ্ট্য, তাহা তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য আর কোনদিন লাভ করেন নাই। এই অচৈতন্য জগতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার দ্বারা প্রভুপাদ জীবের যে কি মহান উপকার সাধন করিতেছেন, তাহা তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

—

গত ১১।৫।৩১ তারিখে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জনৈক পাদরী সাহেব দার্জ্জিলিং শৈলে শ্রীল প্রভুপাদের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অগাষ্ট ভিলায় আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি বলেন যে, কাদার জোহান্সএর নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও তদীয় আচার্য্যপ্রবরের মহত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি প্রভুপাদের সহিত এক ঘণ্টার অধিক কাল ধর্ম্মালোচনা করেন। পাদরী সাহেব প্রভুপাদের নিকট বৈদিক ও কর্ম্মময় রাজ্যের অতীত শুদ্ধভক্তিরাজ্যের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মের কথা প্রভুপাদ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে তিনি তৎসম্বন্ধে আরও নূতন নূতন তথ্য অবগত হইবার জন্য আর্ত্তি জ্ঞাপন করিতে থাকেন। খৃষ্টধর্ম্মে মাত্র শ্রীভগবানের পিতৃত্বের (Fatherhood of Godhead) কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে সেবক জীবের সহিত ভগবানের যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ আছে এবং শ্রীভগবানের পুত্রত্ব (Sonhood of Godhead) বলিয়া যে সমস্ত বিচার আছে, তাহা প্রভুপাদ পাদরী সাহেবকে সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দিলে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মের প্রশংসা করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের বিচারসমূহ যে অতি উচ্চতর কথা, ইহা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই—একথা জানাইয়াছিলেন।

—

বৈকালে ভাগলপুরের সন্নিকটস্থ বারওয়ারীর রাজা সাহেব তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী সমভিব্যাহারে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষী হইয়া উপস্থিত হন। রাজা সাহেব খুব উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি তাঁহার নানাপ্রকার সন্দেহ নিরসন জন্য প্রভুপাদের নিকট বহু বহু প্রশ্নের অবতারণা করিয়া তাহার মীমাংসা প্রার্থনা করেন। প্রভুপাদ অতি সহজ ও সরল ভাষায় শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্যসমূহ তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন।

রাজা সাহেব অল্পবয়স্ক হইলেও তাঁহার বিচারবুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তিনি যে সমস্ত কথার অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি বাস্তবিকই জীবের প্রকৃত ধর্ম্মসম্বন্ধে শুশ্রূষু। প্রভুপাদ তাঁহার আর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে আগ্রহের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" শ্লোক উল্লেখ করিয়া মানবজীবনে জীবের চরমমঙ্গল লাভের উপায়স্বরূপ শুদ্ধভক্তিমার্গ আশ্রয় ভিন্ন অন্য উপায় নাই, ইহা সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দেন।

—

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি ধর্ম্মে জীবের আপাত প্রতীয়মান কিছু কিছু মঙ্গল দেখা গেলেও একমাত্র শুদ্ধ প্রেমধর্ম্মেই জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হইতে পারে, ইহা রাজা সাহেবের কখনও জানা ছিল না,—একথা তিনি স্বীকার করেন। রাজা সাহেব অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত চৈতন্যবাণী শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া ভবিষ্যতে পুনরায় তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনের বাসনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য তাঁহার জানা ছিল না। প্রভুপাদের নিকট উহার গুহ্য রহস্য অবগত হইয়া তিনি যেন এক নূতন রাজ্যের সংবাদ অবগত হইলেন। মানবজীবনের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার যে সমস্ত ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল এবং জড়জগতের অভিজ্ঞতা ও জড় শিক্ষার মূলে তিনি যে সমস্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বিষয়ে প্রকৃত পারদর্শিতা প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া জানাইলেন।

যুক্ত বা যোগী

যুজ ধাতু ক্ত প্রত্যয় করিয়া 'যুক্ত'পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ কোন এক বস্তুর সহিত অপর কোন বস্তুর মিলন বা সংযোগাবস্থাকে উদ্দেশ করে।

—

জীবগণ সর্ব্বদাই সংযোগ বা মিলন-প্রয়াসী। মনুষ্য মনুষ্যের সহিত, পশু পশুর সহিত, পক্ষী পক্ষীর সহিত, পতঙ্গ পতঙ্গের সহিত, হিন্দু হিন্দুর সহিত, ভারতবাসী ভারতবাসীর সহিত—এইরূপে সকল প্রাণীই সজাতীয় মিলনের প্রয়াসী। কিন্তু জীবের এই প্রয়াস সর্ব্বদা ব্যর্থ হইয়া যায়। তাহার বিচারে ভ্রান্তি হওয়ায় সে যতই সংযোগের প্রয়াস করে, আর একজন অলক্ষিতে থাকিয়া তাহার ঐ চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেন।

—

সেই অলক্ষিত পুরুষের নাম 'কাল'। সকলপ্রাণীই কালের প্রভাবে চালিত হয়। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়াছে, সকলেই আসন্ন বৃষ্টির আশঙ্কা করিতেছে, কিন্তু কোথা হইতে বায়ু আসিয়া সমস্ত মেঘকে কোন্ অজানা দেশে উড়াইয়া লইয়া গেল, কেহই তাহা জানিতে পারিল না। মেঘসকল বায়ু কর্ত্তৃক বিচালিত হইয়াও যেমন বায়ুর বিক্রম সম্যক্ প্রকারে অবগত হইতে পারে না, তদ্রূপ মনুষ্যগণও কালের দ্বারা চালিত হইয়া তাহার অসীম বিক্রমের বিষয় জানিতে পারে না।

জীবগণ মোহবশতঃ নিত্যযুক্ত হইবার চেষ্টা না করিয়া দেহ, গেহ, কলত্র, পশু, বিত্ত প্রভৃতি বস্তুর সহিত নিজ সংযোগ বাঞ্ছা করে, কিন্তু ঐগুলি নিত্য নহে, কালকর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় বলিয়া তাহাদের জন্য জীবের শোক করিতে হয়। নিত্য বস্তুর অনিত্য বস্তুতে সংযোগ পরস্পর বিপরীত বস্তুর মিলন অসম্ভব।

—

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় 'যুক্ত' শব্দের তাৎপর্য্য এইরূপে উপদেশ করিয়াছেন,—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥

যোগী জ্ঞানবিজ্ঞান দ্বারা তৃপ্তাত্মা, চিৎস্বভাবে স্থিত, জিতেন্দ্রিয়, লোষ্ট্র, মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও স্বর্ণ সমুদয়েই সমদৃষ্টি অর্থাৎ ঐ সমুদয়ই জড়পরিণতি, অতএব নশ্বর—এইরূপ জ্ঞানযুক্ত।

যখন যোগীর চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি যখন জড়াবিষ্টতা পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত বিশেষ সকলে অর্থাৎ আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত হয়, তখন সমস্ত জড়কামশূন্য ঐ পুরুষ যোগযুক্ত বলিয়া কথিত হন।

'যুক্ত'গণকে 'যোগী' বলে। এই যোগিগণের মধ্যে তারতম্য আছে। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিতেছেন,—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥
(৬।৪৬-৪৭)

সকামকর্ম্মগত তপস্বী অপেক্ষা কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ। সাংখ্যজ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। সকাম কর্ম্মী অপেক্ষা যোগীই শ্রেষ্ঠ। যোগশূন্য তপস্যা, জ্ঞান বা কর্ম্ম, কিছুই ভাল নয়। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও।

যত প্রকার যোগ আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগপরায়ণতা যোগীই শ্রেষ্ঠ। যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভজন করেন, তিনি যোগিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বৈধ মানবদিগের মধ্যে সকাম কর্ম্মীকে 'যোগী' বলা যায় না। নিষ্কাম কর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গ যোগী ও ভক্তিযোগপরায়ণ—ইঁহারা যোগী। বস্তুতঃ যোগ এক বই দুই নয়। যোগ একটী সোপানময় মার্গবিশেষ। সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্মপথারূঢ় হন। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ঐ সোপানের প্রথম ক্রম। তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় ক্রমরূপ জ্ঞানযোগ হয়। তাহাতে পুনরায় ঈশ্বরচিন্তারূপ ধ্যান যুক্ত হইয়া অষ্টাঙ্গ যোগরূপ তৃতীয় ক্রম হয়। আর তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্ত হইলে ভক্তিযোগরূপ চতুর্থ ক্রম হয়। ঐসমস্ত ক্রম সংযুক্ত হইয়া যে বৃহৎ সোপান, তাহারই নাম 'যোগ'। সেই যোগকে [illegible] ব্যাখ্যা করিতে [illegible] উক্ত

খণ্ডযোগ সকলের উল্লেখ করিতে হয়। যাঁহাদের নিত্য কল্যাণই উদ্দেশ্য, তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন। কিন্তু প্রতি ক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠা লাভ করত শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার উপরিস্থ ক্রমগমনের জন্য পূর্ব্বক্রম-নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়। যিনি কোন ক্রমে আবদ্ধ রহিলেন না, তাঁহার যোগ সম্যক্ হয় না। অতএব যেখানে আবদ্ধ থাকেন, সেই ক্রমের নামসংযুক্ত একটী খণ্ডযোগই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। অতএব কেহ কর্ম্মযোগী, কেহ জ্ঞানযোগী, কেহ অষ্টাঙ্গযোগী, কেহ বা ভক্তিযোগী বলিয়া পরিচিত হন।

অতএব হে পার্থ, যাঁহার চরম উদ্দেশ্য কেবল আমাতে ভক্তি করা, তিনি অন্য তিন প্রকার যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি সেই প্রকার যোগী হও।

যাঁহারা সংগতিল সংযোগের প্রয়াসী, তাঁহারা এইরূপে যোগযুক্ত হইতে পারেন নাই, সুতরাং 'অযুক্ত' বলিয়া তাঁহারা অশান্ত ও অসুখী। যথা গীতা—

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥

যিনি যোগযুক্ত নহেন, তাঁহার রসভাবনা সম্ভব নয়। পরমরসভাবনা ব্যতীত জড়রস হইতে শান্তি হইতে পারে না। শান্তি না হইলে আত্মানন্দরূপ পরম সুখ কিরূপে হয়?

— — —

পুনর্ব্বার বলিতেছেন,—

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥

যুক্তব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক নৈষ্ঠিকী শান্তি অর্থাৎ কর্ম্মমোক্ষ লাভ করেন। পক্ষান্তরে, অযুক্ত পুরুষ অর্থাৎ সকামকর্ম্মী কামপ্রবৃত্তি দ্বারা ফলাসক্তি সহকারে কর্ম্মে-আবদ্ধ হন।

'যুক্ততম' শব্দকে আরও পরিস্ফুট করিবার বাসনায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥

নির্গুণ শ্রদ্ধা সহকারে সমস্ত জীবনকে ভক্তিময় করিয়া যাঁহারা আমাতে মনোনিবেশ করেন, সেইসকল ভক্ত ব্যক্তিই আমার মতে যুক্ততম অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

ভবিষ্যৎ চিন্তা

(১)

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

[illegible] সংসারাসক্ত গৃহমেধী ব্যক্তিগণ [illegible] বিষয়ভোগেচ্ছুগণের গুরুস্থানীয়। তাই সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষয়কামিগণ তাহাদের পদাঙ্কানুসরণে ভবিষ্যতের সুখসমৃদ্ধির জন্য গৃহ, বিত্ত এবং ধনাদির সংরক্ষণে ও সংবর্দ্ধনে সমুদয় জীবন ব্যাপিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া থাকেন। বার্দ্ধক্য বশতঃ দেহচর্ম্ম শিথিল, দন্ত পতিত ও কৃষ্ণকেশরাজি শুভ্র বর্ণ ধারণ করে, সুউচ্চ বলিষ্ঠ শরীর কুব্জ হইয়া পড়ে, তথাপি তাহাদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের স্পৃহা বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয় না।

ভবিষ্যকালের চিন্তায় অন্ধ হইয়া অনেকে আবার ন্যায়বিগর্হিত অসদুপায় পর্য্যন্ত ধনসম্পত্তি সংগ্রহ করিতে পশ্চাৎপদ হ'ন না। অনিত্য সুখাশাপ্রণোদিত তাঁহাদের সাধারণ লৌকিক [illegible] নীতির অতল গহ্বরে চিরদিনের জন্য সমাধিত হইয়া যায়। আজ অমুক স্থানে [illegible] বিত্তলোভে [illegible] বিষ প্রয়োগ করিয়াছে, অথবা এক বন্ধু অপর বন্ধুর সঞ্চিত ধনের আত্মসাৎ কামনায় বন্ধুর বক্ষে ছুরিকা বসাইয়াছে, আবার কোনও দিন বা অমুক দেশের অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী [illegible] মহিষী, জারের প্রীতি কামনায় [illegible] মুদ্রাপূর্ণ পেটিকার ভাণ্ডারের [illegible] করিয়াছেন, এই প্রকার [illegible] বিবরণ প্রায়ই শুনা যায় এবং সংবাদপত্রে প্রতিদিন ঘটনাবলীর অভিনয় নূতনও নহে।

[illegible] সময় অনিত্য [illegible] সুখের মোহিনী মূর্ত্তির ধ্যানে [illegible]; অনিত্য সুখপ্রেপ্সির [illegible] সতত তাহাদের চিত্তবৃত্তিকে সত্যপথ হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে। হায়! যে ভবিষ্যৎ সুখের আশায় তাহারা [illegible] রক্ত জল করিয়া গৃহ, দ্বার ও অর্থাদি [illegible] সঞ্চয় করে [illegible] ভবিষ্য অবলম্বনের ভ্রান্তিচালিত হইয়া তাহারা দারা, বন্ধু, সুত, সুতা ইত্যাদি প্রিয় পরিজনবর্গের প্রতি স্নেহাসক্তি বশতঃ সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত করিয়া তাহাদের পূজা বিধান করে, তাহা ত কালবায়ুর একটী ফুৎকারে নিমেষে ধূলিসাৎ হইতে পারে।

হয় কালের অলঙ্ঘ্য বিধানে কোনও অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে ঐ সমুদয় তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে; নয়ত সমস্ত ভোগোপকরণ ফেলিয়া রাখিয়া নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদিগকেই সযত্নরক্ষিত সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।

যদি অদ্য এই মুহূর্ত্তে যমরাজের পরোয়ানা লইয়া মৃত্যুদূত আসে, তখন কি একটী নিমেষও বিলম্ব করিবার সাধ্য হইবে?

সাংসারিক ক্ষণিক জীবনের সুখ অর্জ্জনের নিমিত্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ তো বড় বড় হিতোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, ভবিষ্যতের প্রয়োজন নির্ব্বাহের জন্য ধনাদি সঞ্চয়ের পরামর্শও দান করেন; কিন্তু তাঁহারা জীবনের পরবর্ত্তী, সম্পূর্ণ অজ্ঞাত দেশের রহস্যাবৃত কালযাপনের জন্য অবিনশ্বর সুখশান্তিপ্রাপক নিত্য ধনানুসন্ধানের পরামর্শ দিবেন কি?

হায়, এই প্রশ্নে জাগতিক বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই মৌনী হইয়া পড়েন; তবে কি জীবনের উত্তরকালের জন্য আমাদের কিছুমাত্র ভাবনার প্রয়োজন নাই। প্রতিদিন আমাদের সম্মুখ দিয়া কত কিশোরবয়স্ক বালক ও নধরকান্তিযুক্ত শিশু, কত কোমলাঙ্গী বালিকা ও ষোড়শীযুবতী, কত জরাগ্রস্ত বৃদ্ধবৃদ্ধা, কত রাজপুত্র ও ভিখারী, কত মূর্খ ও বিদ্বান্, কত সুন্দর ও কুশ্রী, কত যৌবনগর্ব্বিত স্বাস্থ্যসবল যুবক মৃত্যু-কবলিত হইয়া শ্মশানের চির পুরাতন পথে চলিয়া যাইতেছে। চিতাগ্নির উজ্জ্বল শিখা যেন কালে সংসারে [illegible] নশ্বরতার ক্ষণ-ভঙ্গুরতা প্রতিপাদন করিবার জন্যই ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে।

[illegible] যাদের দেহগুলি [illegible] ভস্মীভূত হইতে দেখিয়াও [illegible] নিজেদের পরিণামচিন্তা উদিত হয় না। আমরা মনে করি, আমরা কখনই মরিব না। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক আর কি হইতে পারে? মৃত্যু কখন্ যে তাহার নির্ম্মম কুঠারহস্তে তাহাদের [illegible] উপনীত হইবে, তাহা কেহই জানে না।

তবে কি মুমুক্ষুগণের ন্যায় আমাদের [illegible] প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য নহে? [illegible] মোহগ্রস্ত আমাদের কোন সময়েই [illegible] অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা [illegible] জাগ্রত হয় না। [illegible] অগ্ন্যুৎপাতে ও ভূকম্পনের ফলে সমৃদ্ধশালী 'পম্পে' নগরী অতি অল্প সময়ের মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত ও ভূপ্রোথিত হইয়া যায়। এই প্রলয় কাণ্ডের একটু পূর্ব্বেও কি পম্পে নগরবাসীগণ তাহাদের এই অদৃষ্টলিপির কথা জানিত?

অন্যান্য দিবসের ন্যায় সেই দিবসও কোথাও মানবগণ বন্ধুবর্গের সহিত হাস্য-পরিহাসাদি করিতে করিতে সাধারণ ভোজনাগারে পান ভোজন করিতেছিল; অভিনয় দর্শনার্থিগণের দ্বারা নাট্যালয়সমূহ পরিপূর্ণ ছিল এবং চপল ক্ষণিক সুখের উন্মাদনায় ভোগিকুল প্রমোদাগারে নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুকে ব্যাপৃত ছিল। আবার স্নেহময়ী জননী প্রাণপুত্তলি নয়নমণিসদৃশ আদরের ধনকে স্তন্য পান করাইতেছিল, প্রণয়িনী পত্নী স্বামীর চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত গৃহসজ্জনযোগ্য নানা চারুশিল্পকার্য্য করিয়া সময় ক্ষেপন করিতেছিল, বৃদ্ধ জনক শিশু সন্তানগণের আহার্য্য সংগ্রহের জন্য পথে বাহির হইয়াছিল, প্রত্যেকেই যে যাহার কার্য্যে নিযুক্ত, এমন সময়ে সহসা কালভৈরবের প্রলয়নৃত্য আরম্ভ হইল কেন?

শুধু পম্পে নগরী নহে, কত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জনপদ, যশোগৌরবমণ্ডিত দেশ, কাল কর্ত্তৃক কতভাবে বিনষ্ট হইয়াছে। বিশ্বনাথের বিপুল রাজত্বে প্রতিক্ষণে কত ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হইয়া যাইতেছে, কত নূতন জগৎ তাঁহার ইচ্ছামাত্রে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ক্ষুদ্র মানব তাহার কতটুকু সন্ধান রাখিতে পারি?

তাই বলি, নিশ্চিত মরণকে যখন একদিন অবশ্যই বরণ করিতে হইবে, তবে মায়ামুগ্ধ আমরা সে কথা ভুলিয়া যাই কেন? আর মরণদূত অদূরবর্ত্তী ভবিষ্যতের যে [illegible] মুক্ত করিবে, সেই অন্ধকার [illegible] চিন্তাও [illegible] না কেন?

দার্জ্জিলিং (ভক্তিরসলিঙ্গ)

([illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ।)

[illegible] কাঞ্চন শিখর আজ
[illegible] হইয়া রয়।

[illegible] যেমন যাহার কাম,
[illegible] ॥

[illegible] যাহাতে তুষার জাতি,
[illegible] ভূষণ।

[illegible] কৃষ্ণশিলাগুহন
[illegible] কঠিন পাষাণ ॥

[illegible] আবরিত অন্তস্থল,
[illegible] অতঃ [illegible]।

কভু আলো কভু ঢাকা, নানাবর্ণ বিরাজিয়া,
হয় মুক্তিভক্তিসঙ্গম ॥

[illegible] গিরিবক্ষ অঙ্গন,
[illegible] আবরণযোগ্য স্থান।

[illegible] কঠোর বৈরাগ্য ধর্ম্ম,
[illegible] আচরিল ত্রিলোচন ॥

[illegible] পবিত্র এ গিরিধাম
[illegible] আলয়।

অপর্ণা যেখানে রত [illegible] কঠিন ব্রত,
সেথা [illegible] লজ্জা হয় ॥

দিগম্বর কার ধ্যানে অবসন নাহি জানে,
গিরিজার তপস্যাকারণ।

সন্তান নাহিক চায়, দেহসুখ মাত্র চায়,
তুচ্ছভোগ মানে সর্ব্বোত্তম ॥

বৈষ্ণবের আরাধনা শম্ভু ত্রিজগত-মাঝ
তাঁহার সাধনক্ষেত্র ধন্য।

বৈষ্ণবের আনুগত্যে উপলব্ধ হয় চিত্তে,
আশুতোষ যাতে সুপ্রসন্ন ॥

নিলামবাজারে চুরি

গত ১৩ই মে রাত্রিতে নিলামবাজার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ গোবিন্দ এম, ই, স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় এক চুরি হইয়া গিয়াছে। চোরেরা ঘরে সিঁদ কাটিয়া প্রবেশ করিয়া অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রাদি লইয়া গিয়াছে।

ভৌতিক কাণ্ড

নিলামবাজার হইতে প্রায় সওয়া এক মাইল দূরবর্ত্তী আলম কানী নামক গ্রামে কয়েকদিন পূর্ব্বে ইনচান হাজী নামক এক মুসলমান তাহার ক্রীত একখানা জনশূন্য বাড়ীতে গরু চরাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে পরে তাহার তন্দ্রা আসিলে সে বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে থাকে। তখন তাহার বোধ হয়, যেন কয়েকটি লোক তাহাকে ধরিয়া মারপিঠ আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে তাহার তন্দ্রার ভাব চলিয়া যায়। কিন্তু তথায় কোন লোক দেখিতে পায় না। তখন সে গায়ের বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া বাড়ীতে চলিয়া যায়। সেখানে তাহার প্রবল জ্বর হয়। ঘটনার ১০।১২ দিন পরেই লোকটী মারা গিয়াছে।

অদ্ভুত আমগাছ

নিলামবাজার হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী কায়স্থ গ্রাম নামক স্থানে একটী অদ্ভুত আম গাছ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রকাশ যে, গত বৎসর লোকে আম খাইয়া যে আঁটী ফেলিয়াছিল তাহাতেই স্বাভাবিক আমগাছ অঙ্কুরিত হইয়াছে। এক বৎসরে গাছের উচ্চতা এক ফুট হইয়াছে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ বৎসর এগাছে একটী আম ধরিয়াছে।

পকেট কাটা

পূর্ব্বে কেবল কলিকাতা ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় সহরেই পকেট কাটার খবর পাওয়া যাইত; কিন্তু বর্ত্তমানে সুদূর মফঃস্বলেও উহার অভাব পরিলক্ষিত হয় না। ব্যক্তিরের পকেটে টাকা পয়সা লইয়া বাজারে বাহির হইলেই তাহা চুরি যায়।

আদালতে পকেট মার

গত ১৭ই মে বেলা প্রায় ১ ঘটিকার সময় জামালপুর ফৌজদারী কোর্টে যখন মহকুমা হাকিম মিঃ এস, দত্ত বিচার করিতেছিলেন, সেই সময় সেই কক্ষে একজন পকেটমার মুহুরী উপেন্দ্র বাবুর পকেট মারিতে চেষ্টা করে। সেই সময় উপেন্দ্র বাবু হাতে হাতে তাহাকে ধরিয়া চোর চোর বলিয়া চীৎকার করিয়া টাকা সহ মহকুমা হাকিমকে দেখান। সেই সময় সেই পকেটমার উপেন্দ্র বাবুকে ধাক্কা মারিয়া পলাইতে চেষ্টা করিলে এক মুসলমান যুবক কর্ত্তৃক ধৃত হয়। মহকুমা হাকিম তাহাকে ৩।০ মাসের হুকুম দিয়াছেন।

কণেশ্বর স্কুল ছাত্র সমিতি

গত ১২ই মে ১ কোর্ট ছাত্রগণের এক সাধারণ সভায় কণেশ্বর স্কুলে একটা ছাত্র সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিপদ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র দে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সামান্য ঝগড়ায় কাটাকাটি

কার্ত্তিক ও সতীশ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে বাস করিত দুইজনের মধ্যে একটা সামান্য ব্যাপার লইয়া ঝগড়া বাধে, ইহাতে কার্ত্তিক মাছকাটা দা দ্বারা সতীশকে আঘাত করে। দুইটী স্ত্রীলোক ইহাতে বাধা [illegible] তাহারাও আঘাত প্রাপ্ত হয়।

বিনা টিকিটে ট্রেণে ভ্রমণ

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক নামে পরিচিত নরেন্দ্র নাথ গুহ নামক জনৈক বালক বিনা টিকিটে কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড হারবার পর্য্যন্ত রেলে ভ্রমণ করিবার অভিযোগে দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বে, পি, কর্ত্তৃক ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে, অনাদায়ে ১০ দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

নরেন্দ্র জরিমানা না দিয়া জেলে গিয়াছে।

চাঁদপুরে ঝড় ও বৃষ্টি

গত ১৮ই মে সন্ধ্যার পরেই চাঁদপুরে ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যা উপস্থিত হয়। প্রায় ৫০ খানা বাড়ী পড়িয়া যায়। নদীতে ৩০ খানা নৌকা [illegible] প্রকাশ, ৩ জন নৌকার মাঝি জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

মাদারিপুরে শিল

গত ১৮ই মে সন্ধ্যায় মাদারিপুরে প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হয়। উহা এক ঘণ্টারও অধিক কাল স্থায়ী ছিল। বহু ঘরবাড়ীর যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। এই ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে কৃষির অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

খুলনায় ঝড়বৃষ্টি

গত ১৮ই মে খুলনায় প্রবল ঝড় ও হইয়া গিয়াছে। বহু বৃক্ষ ও ঘরবাড়ী ঝড়ে ভূমিসাৎ হইয়াছে।

রাজবন্দীদের অনশন ধর্ম্মঘট

গত ২০শে মে অমৃতসর জেলে ৪ জন বিচারাধীন রাজবন্দী অনশন ধর্ম্মঘট করে। প্রকাশ, কতিপয় দিবস পূর্ব্বে জেলের নিয়ম ভঙ্গ করায় তাহাদিগকে দাণ্ডাবেড়ী ও নির্জ্জন বাস দণ্ডে দণ্ডিত ও জেল আইনের ৫২ ধারানুযায়ী অভিযুক্ত করা হয়। এই আদেশের বিরুদ্ধেই তাঁহাদের অনশন ধর্ম্মঘট।

ডেপুটী ইন্সপেক্টর জেনারেল ও কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যস্থতায় উক্ত ব্যাপারের আপোষ হইয়াছে। ডেপুটি ইন্সপেক্টর উপরিউক্ত অভিযোগ সমূহের তদন্ত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

কাপড় কলে ধর্ম্মঘট

প্রধান তাঁতিকে বরখাস্ত করায় প্রতিবাদ স্বরূপ বোম্বাই নিউ চায়না মিল নামক কাপড়ের কলে একশত তাঁতি ধর্ম্মঘট করিয়াছে। অনুপস্থিত তাঁতিদের স্থলে নূতন লোক লইয়া কাজ চালান হইতেছে।

নাগপুরের নূতন ভাইস চ্যান্সেলার

আগামী ২৩শে নভেম্বর নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ জে, এস, ম্যাক্‌ফ্যাডেনের কার্য্যকাল শেষ হইবে। প্রকাশ যে ১৯৩১।৩২ সালের পর তিনি দীর্ঘ অবকাশ লইবেন এবং পুনর্নিয়োগে রাজী হইবেন না। পরবর্ত্তী ভাইস চ্যান্সেলাররূপে ডাঃ হরিসিং গৌরের নাম উল্লিখিত হইতেছে।

ঘর চাপা পড়িয়া মৃত্যু

অমৃতসরে গোপালের বাড়ীতে একখানা ঘর ধ্বসিয়া পড়ায় একজন পুরুষ, একজন স্ত্রীলোক ও একটি শিশু চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও তিন জনকে চিকিৎসার্থ হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ভাঙ্গা মহকুমা কংগ্রেস কমিটি

গত ১৬ই মে বৃহস্পতিবার রাত্রি ৭॥০ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দেব উকিল মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় কংগ্রেস অফিস গৃহে ভাঙ্গা সদরপুর ও নগরকান্দা থানার নির্ব্বাচিত সভ্যদের এক মিলিত সভায় নূতন বৎসরের জন্য ভাঙ্গা মহকুমা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ সরকার, ভুবনমোহন মিত্র, কুঞ্জবিহারী দেব, শ্রীযুক্তা বিনোদিনী দাসগুপ্তা, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রশঙ্কর দাসগুপ্ত, দীনেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, ঘনবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য, নরনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, শৈলেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সমাদ্দার, যাদবচন্দ্র দে, যতীন্দ্রনাথ গুহ, সন্তোষকুমার গোপ, কার্ত্তিকচন্দ্র রায়, বিজয়চন্দ্র ব্যানার্জ্জি, মনমোহন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উক্ত কমিটীর সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

পাবনা জিলা কংগ্রেস কমিটী

পাবনা জিলা কংগ্রেস কমিটীর বাৎসরিক সাধারণ সভা আগামী ২৪শে মে সকাল ৮॥০টার সময় পাবনা টাউন হলে হইবে।

কার্য্য বিবরণী—বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী পাঠ, ১৯৩১-৩২ সালের কার্য্যকরী সমিতি গঠন, নূতন বৎসরের কার্য্যকারক নির্ব্বাচন জিলা কংগ্রেস কমিটীর জন্য সংশোধন প্রস্তাবিত ও নূতন নিয়মাবলী সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।

মুখোস পরিয়া রাহাজানি

গত ১ সপ্তাহের মধ্যে, বহর ও বানারী চণ্ডীতল গ্রামের বাহিরে ৩টি রাহাজানি হইয়া গিয়াছে। চণ্ডীতলার নিকটে রাস্তা দিয়া ১টি বালক যাইতেছিল। জনৈক গুণ্ডা মুখোস পরিয়া পাট ক্ষেত হইতে বাহির হইয়া উক্ত বালকের নিকট হইতে ৵৫ পয়সা ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। বানারী গ্রামে জনৈক মুন্সী বাবুর ব্যাপারীকে কয়েকজন লোকে দা কিম্বা ছোরা দ্বারা আঘাত করিয়াছে। উহার সঙ্গে টাকা ছিল। এরূপ ঘটনায় লোকের মনে ভয়ানক আতঙ্কের ভাব দেখা দিয়াছে।

মাদ্রাজে শ্রীযুত সেনগুপ্ত

গত ১৮ই মে অপরাহ্নে শ্রীযুত সেনগুপ্তের বক্তৃতা শুনিবার জন্য মাদ্রাজের নাগরিকগণ দলে দলে তিলকঘাটে উপস্থিত হয়। অন্ধ্র ও তামিল নাড়ু জিলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এক সভা আহূত হইয়াছিল। শ্রীযুত সেনগুপ্ত "ভারতবর্ষ কি চায়" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। প্রায় বিশ হাজার লোক সভায় যোগদান করিয়াছিল।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শক্তি, এত বিক্রম, যে রিপু ইচ্ছা করিলে জীবকে ভগবানের চরণ হইতেও টানিয়া লইয়া যথেচ্ছাচার করাইতে পারে, শ্রীভগবান গৌরচন্দ্র তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি শিক্ষা ও লীলা দ্বারা যাহা কিছু জীবকে বুঝাইয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, তাহাই জীবের গ্রহণীয়। তিনি ছোট হরিদাসের শিক্ষাচ্ছলে বলিয়াছেন,—

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥

ইন্দ্রিয় যদি প্রলোভনীয় বিষয় পায়, তাহাকে দমন করা অসাধ্য হইয়া উঠে। এমন কি, কাষ্ঠনির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তি মুনিরও মন হরণ করে। ইহাতেই বুঝা যায়, প্রকৃত প্রকৃতির কত মোহিনী শক্তি, তাহা হতভাগা জীবদিগকে আকর্ষণ করিতে কত শক্তি ধরে

— —

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন দক্ষিণ দেশ উদ্ধার করিতে গমন করেন, তখন ভক্তবৃন্দের, বিশেষতঃ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বিশেষ অনুরোধে, তাঁহার কৌপীনাদি বহন করিবার ও অচেতন অবস্থায় সন্তর্পণাদি করিবার জন্য কৃষ্ণদাস নামক জনৈক সরল ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া যান। মহাপ্রভু ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণদাসও যথাবিধি সেবনাদি করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে মহাপ্রভু মল্লার দেশে উপস্থিত হইলেন। তত্রস্থ ভট্টথারী সন্ন্যাসীগণ 'সরল' কৃষ্ণদাসকে নানাবিধ কুপরামর্শ ও স্ত্রী দেখাইয়া লোভ জন্মাইয়া তাঁহার বুদ্ধি নাশ করিল। কামের প্রবল আবেগে কৃষ্ণদাসের বিবেকের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। যে মহাপ্রভুর নাম একবার লইলে কামাদি রিপু ভয়ে দূরে লুক্কায়িত হয়, যাঁহাকে দর্শন করিলে শত পাষণ্ডীর হৃদয়-মরু প্রেমবন্যায় প্লাবিত হয়, সেই মহাপ্রভুকে—সাক্ষাৎ শ্রীভগবানকে ত্যাগ করিয়া কামমুগ্ধ কৃষ্ণদাস ভট্টথারিদিগের গৃহে গমন করিলেন। কিন্তু যে সরল ব্রাহ্মণ অকপটভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছে, তাহাকে যদি তিনি উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেবকেরা যে হতাশ হইবে। তাই পতিতপাবন গৌরচন্দ্র ভট্টথারিদিগকে সমুচিত দণ্ড দিয়া—

কেশে ধরি' বিপ্র লইয়া করিল গমন।

এই লীলাদ্বারা মহাপ্রভু দেখাইলেন, রিপু সহজ বস্তু নহে। বদ্ধজীব রিপুমুগ্ধ হইলে তাহার অকরণীয় কিছুই থাকে না। তাই শ্রীল জগদানন্দ ঠাকুর প্রেমবিবর্ত্তে জীবশিক্ষার নিমিত্ত বৈরাগীদিগকে বলিয়াছেন,—'স্বপ্নেও' না কর ভাই স্ত্রীদরশন। ত্যাগী গৃহস্থ ভক্তেরও বিশেষ পালনীয়। কারণ, ত্যাগী ত স্ত্রী দেখিবে না কিম্বা তাহার বিষয় ভাবিবে না। আর গৃহস্থ বৈষ্ণব যদিও যুক্তবৈরাগ্য ও ভক্তিঅনুকূল স্বীকার করিয়া ভোগ করিবেন, তাঁহার মন বিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ থাকিবে, ইহাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য।

অতএব যাহার শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার সেবানন্দ লাভ করিবার ইচ্ছা আছে, তিনি এইসমস্ত বিষয় বিচার করিয়া, রিপু-পরাজয়ের আশা ত্যাগ করিয়া, রিপুর প্রলোভনীয় বিষয় হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়া, শুদ্ধভক্তসঙ্গে সাধন ভজন করিতে থাকুন। তাহা হইলেই শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন। আর যিনি রিপু জয় করিতে গিয়া নিজে পরাক্রম মানিয়া সৈন্যসামন্ত হারাইয়া, ক্ষতবিক্ষত হইয়া রিপুর দাসত্বে নিযুক্ত আছেন, অনেক বার যাহাতে গিয়া উদ্ধারের ভার জন্মে লাগাইয়াছেন, তিনিও সরলভাবে শ্রীভগবানের নিকট নিজের দোষ ও অজ্ঞানতা স্বীকার করিয়া, রিপুর প্রলোভনী [illegible] ও [illegible] করিবার শক্তি প্রার্থনা করুন, তাহা হইলে তাঁহার সরলতাগুণে [illegible] হইয়া শ্রীভগবান তাঁহাকে [illegible] দিবেন ও উদ্ধার করিবেন।

বিধি-নিষেধ

শ্রীযুক্তা অর্পণা দেবী

কর্ম্মকাণ্ডের শাসন বন্ধনযুক্ত সাংসারিক গৃহস্থগণ প্রতিনিয়ত বহুবিধ স্মার্ত্তাচার পালনে রত।

নবমীতে লাউ ভক্ষণ নিষেধ, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু বর্জ্জনীয়, ষষ্ঠী তিথিতে তৈল ব্যবহার অকর্ত্তব্য। আর পঞ্চমীতে [illegible] ভাতের' দ্বারা মনসা দেবীর ভোগ দিয়া ঐ প্রসাদ গ্রহণে সামাজিকগণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, কোনও তিথিবিশেষে কোন দ্রব্য বিশেষ ভক্ষণে প্রচুর আগ্রহ, এই প্রকার সর্ব্বদাই দৃষ্ট হ

অম্বু ওলাইচণ্ডীর বিবাহ, পঞ্চ মাকাল ঠাকুরের জন্মযাত্রা, কোনও দিন বা 'যমপুকুরের' ধননোৎসব, ইত্যাকার বহির্ম্মুখভাবে ভাবিত হইয়া প্রাকৃতকর্ম্মপরায়ণগণ আজন্মকাল অনেক বিধি ও অনেক নিষেধের অনুজ্ঞা পালন করিতেছেন। কিন্তু অচ্যুতচরণে শরণাগত ভক্তমণ্ডলী ঐ প্রকার বৃথাড়ম্বরপূর্ণ ক্ষুদ্র বিধিনিষেধের বাধ্য নহেন। তাঁহারা তাঁহাদের শুদ্ধভক্তির অনুকূল সেবাময় জীবনযাপনের পক্ষে ঐ সমুদয় প্রাকৃত বিধি ও অবিধি পালনের কোনও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না।

হরিসেবায় যে সমুদয় বিষয় অনুকূল হয়, তাহা গ্রহণ করাই তাহাদের বিধি এবং প্রচুর স্বর্গসুখের প্রয়োচনাপ্রদ হইলেও ভক্তিপ্রতিকূল কর্ম্মসমূহকে তাঁহারা অবিধি বলিয়াই জানেন।

প্রেমবিবর্ত্তরচয়িতা শ্রীপাদ জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী মূলবিধিনিষেধসম্বন্ধে কহিয়াছেন—

'নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতি—মূল বিধি ভাই।
শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতি যাহে, নিষেধমূল তাই॥'

কর্ম্মের নিগড়াবদ্ধ, আত্মাদের পদলেহী আমরা কি এই অমূল্য উপদেশরত্ন শিরোধারণে যত্নবান্ হইব না? কতদিনে কৃষ্ণস্মৃতিবর্জ্জিত সমগ্র বহির্ম্মুখজগৎ এই নিগূঢ় বাণীটী অনুধাবন করিয়া ধন্য হইবে? যে অসার কর্ম্মপ্রচেষ্টা আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দের মধুর হইতে সুমধুর [illegible] হইতে [illegible] রাখিয়াছে, কবে কোন শুভমুহূর্ত্তে আমরা সেই [illegible] কর্ম্মাড়ম্বরকে জলাঞ্জলি দিতে পারিব? শাস্ত্র [illegible] ঘোষণা করিতেছেন,—

[illegible]

সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ

শ্রীহরিকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবে—ইহাই বিধি; আর কখনও তাঁহাকে ভুলিবে না ইহাই নিষেধ। আর সমস্ত বিধি নিষেধই এর দাসের কিঙ্কর।

ভবিষ্যৎ-চিন্তা

অগণিত মরণশীল মানবের প্রাণে চিরশান্তির অপূর্ব্ব আশার অমর জ্যোতিঃ প্রদানের জন্য পরম দয়াল শ্রীগৌরসুন্দর জগদ্গুরুদেবের আচার্য্যদেবরূপে জগতে প্রকাশমান হইয়াছেন। বৈকুণ্ঠের অতুলনীয় সুরঞ্জিত [illegible] ঐ করুণা নিনাদিত বাণীবারা সর্ব্বদা অমর্ত্তভূমিনিষ্ঠ আমাদিগকে আহ্বান করিয়া যাইতেছে—

"হে অনিত্য সুখাভিলাষী বিরূপগামী জীব, তোমাদের এটা শোধনাগার; ইহা তোমাদের নিত্যবসতিস্থল নহে; এদেশের ও এদেশসম্পর্কীয় অনিত্য পরিজনদের স্নেহে আসক্তচিত্ত হইয়া তোমরা তোমাদের নিত্যবসতিভূমি শ্রীগোলোক বৃন্দাবনের স্মৃতি ভুলিয়াছ, তাই ত্রিতাপক্লিষ্ট তোমরা জন্মমরণপ্রবাহকে সাদরে বরণ করিয়া জর্জ্জরিত হইতেছ। তোমাদের একমাত্র প্রয়োজন—পরমসেব্য শ্রীরাধামাধবের শ্রীপদারবিন্দ তোমাদের স্বরূপধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণদাস্য। আর বিরূপের সেবা না করিয়া অপ্রাকৃত আনন্দধাম শ্রীবৃন্দাবনের যাত্রী হও। ভাবী কালের জন্য অক্ষয় পরানন্দ লাভে যত্নবান্ হও

অনাগত ভবিষ্যতের ভয়াবহ বিভীষিকা অপসারিত করিবার জন্য আমরা কি দয়াময় প্রভুর এই আহ্বানেও জাগ্রত হইব না। ভীষণ তরঙ্গাকুল সংসারসমুদ্র হইতে মায়াপীড়িত জীববৃন্দকে উত্তোলন পূর্ব্বক শাশ্বত শান্তির নিত্যানন্দ নিকেতনে আশ্রয়দানের জন্যই আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম অজস্র প্রকারে করুণা বর্ষণ করিতেছেন।

বিপথভ্রান্ত আমরা কবে সেই পরম সুশীতল অমৃতনিলয় শ্রীচরণ সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিয়া যথার্থ সুবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিব?

"সেই সে সুমতি। আর কুবুদ্ধি সংসার
শ্রীকৃষ্ণচরণে যাহে চিত্তবৃত্তি যার॥"

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদিতাত্মা নিষ্কপট ভক্তগণই জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবান্। কারণ তাঁহারা জানেন,—

'নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরু কর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥'

শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত নিষ্কিঞ্চনগণ আরও জানেন—

"যাবদ্দেহে স্থিতাঃ প্রাণাঃ
যাবচ্চিন্তা বশে স্থিতা।
তাবদেব সমাসেব্যং
হরেনামৈব কেবলম্॥
নিশ্বাসে নাহি বিশ্বাসো
কদা রুদ্ধো ভবিষ্যতি।
কীর্ত্তনীয়ঃ সদা সেব্যং
হরেনামৈব কেবলম্॥"

পরম করুণাময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় কল্যাণকল্পতরুতে গাহিয়াছেন—

"সংসার সংসার করি' মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥
* * * *
অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান্॥"

— —

প্রচার-প্রসঙ্গ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ চব্বিশপরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে চৈতন্যমহাপ্রভুর আচরিত প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। তিনি বেড়াচাপানিবাসী পরম ভাগবত শ্রীপাদ শ্যামানন্দ দাসাধিকারী মহোদয়ের বাটীতে ২১শে বৈশাখ সোমবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। স্বামীপাদ বকুড়া গ্রামনিবাসী স্বনামধন্য ডাক্তার ভজহরি বাবুর বাটীতে ২২শে বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া তিনদিবস বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ দণ্ড উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপ্রাণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নদীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেরাম দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১০৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরবাণী প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও স্মৃতিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, পণ্ডিত শ্রীপা নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি।

---

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীদামোদরের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাশ্রম গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী দেবপণ্ডা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধারাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিভূষণ ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, মামগাছি, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবদন ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

টৌলপাড়া, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅদ্ভুতানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটী ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী।

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী। ব্রহ্মচারী পরানন্দ

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পাণ্ডবেশ্বর পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাতাসন, পুরী, উড়িষ্যা

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল। এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগৌরকিশোর ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনরহরি।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকৃপানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী।

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

১৮ বেগ বাজার, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় গিরি মহারাজ, শ্রীরাধারমণচরণরত্ন

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড মিটিং

গত ২৩শে মে নদীয়া জেলা-বোর্ডের সাব-কমিটী সমূহের এবং সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। নানাপ্রকার তর্ক বিতর্কের পরে অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এ ন ঐ প্রস্তাবগুলি অতি সত্বর কার্য্যে পরিণত হইলেই হয়।

লর্ড পত্নী ও গান্ধী পত্নী

সেদিন সিমলায় বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর লর্ড উইলিংডনের পত্নীর সহিত মহাত্মা গান্ধীর পত্নী কস্তুরীবাঈ গান্ধীর সাক্ষাৎকার হইলে লাটপত্নী প্রথমেই গান্ধীজীর আহার্য্য বিষয় প্রশ্ন করেন; উত্তরে 'সামান্য খেজুর ও দুগ্ধ' শ্রবণ করিয়া সহৃদয়া লাটপত্নী, মহাত্মাজীর জীবন কর্ম্মজগতে একাধারে যেমন মূল্যবান, অপরদিকে তেমনই শ্রমবহুল বলিয়া শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধীকে গান্ধীজীর পুষ্টিকর আহার্য্যের ব্যবস্থার নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ জানান। ইহাতে ভারতবাসিগণ কোমলহৃদয়া লাট পত্নীর মহানুভবতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হইলেন সন্দেহ নাই। ভারতের নারীগণ পাতিব্রত্য ধর্ম্মের নিমিত্ত চিরকালই জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। পাশ্চাত্য দেশের বিলাস-ব্যসনের তরঙ্গ সাদরে গ্রহণ করিয়া অধুনা যে সকল ভারত রমণী ভারতে কলঙ্ক আনয়নে সচেষ্ট, তাহারা পাশ্চাত্যদেশের উপরিউক্ত মহিলা-রত্নের উপদেশটীর সারমর্ম্ম গ্রহণ করিলে ভাল হয় না কি?

পাঞ্জাব সরকারের সুবিবেচনা

লাহোরের ২২শে মের সংবাদে প্রকাশ, পাঞ্জাব সরকার একটী সুদীর্ঘ ইস্তাহারে জানাইতেছেন যে, রবিশস্য ও যবের দাম বিশেষভাবে কমিয়া যাওয়ায় যে অভূতপূর্ব্ব অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, সরকার তৎসম্পর্কে যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক জেলার অবস্থা সতর্কতার সহিত নিরীক্ষণ করিয়া অনুমান আট লক্ষ টাকা ভূমিরাজস্ব এবং ২৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা প্রজাপাজনা মকুব করা হইবে, স্থির করা হইয়াছে। উক্ত ইস্তাহারে রাজস্ব ও প্রজা-পাজনা মকুবের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

বেলেঘাটায় রেলসংঘর্ষ

গত শুক্রবার রেলওয়ে ইয়ার্ড হইতে খানি গাড়ী শিয়ালদহ ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকের বেলেঘাটা ষ্টেশনে আসার [illegible] পুলিশের নিকট হই[illegible] [illegible] সংঘর্ষ হয়। ফলে একখানি কম্পোজিট গাড়ী ও ব্রেকভ্যান লাইনচ্যুত হয়। ঐ দিন বিকালে গাড়ী চলাচল বন্ধ ছিল। বহু চেষ্টায় লাইনচ্যুত গাড়ী ২ খানি সরান হইয়াছে।

অন্তরিণ পান্নালাল

শ্রীযুত পান্নালাল মিত্র সম্প্রতি হিজলী বন্দীশালা হইতে কয়েকটি সর্ত্তে মুক্তিলাভ করেন। তিনি ব্যাঙ্কশাল আদালতে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করেন যে তাহার বাড়ীর বিপরীত দিকস্থ মুচীপাড়া থানায় তাঁহাকে রিপোর্ট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হউক। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার দরখাস্তে "মুচীপাড়া থানায় দরখাস্তকারী রিপোর্ট দিতে পারে" এই মন্তব্য করিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। ঐ আদেশের সাপেক্ষে মামলা মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

মহাত্মাজী গোলটেবিলে যাইবেন কিনা

এসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধি লণ্ডন গমন সম্বন্ধে গান্ধীজীর অভিমত জানিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে মহাত্মাজী বলেন, বর্ত্তমানে তিনি ঐ বিষয়ে কোন বিবৃতি প্রদান করিতে অসমর্থ।

মহাত্মাজীর অন্তরঙ্গ মহলে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস, ১৯শে জুন যদি যুক্তরাষ্ট্র নিৰ্ব্বাচন কমিটীর বৈঠক বসে হয়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ মহাত্মাজী ঐ বৈঠকে যোগদান করিবেন না; কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মীমাংসা হইলে সেপ্টেম্বর মাসে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য তিনি লণ্ডনে যাইতে পারেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার জের

গত ৭ই মে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডীকে হত্যা সম্পর্কে ধৃত ১৪টী যুবকের সম্বন্ধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নির্দ্দেশ জ্ঞাপন করিয়াছেন। নির্ম্মল অধিকারী, রামশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, শচীন্দ্রনাথ নন্দী, নিতাইচরণ পাল ও তারাপদ ব্যানার্জ্জি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জি, জ্যোতিজীবন ঘোষ, ও ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তীকে পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট না পাওয়া পর্য্যন্ত হাজতে রাখার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বিবেকানন্দ বোস ৫০০ টাকার জামিনে মুক্ত আছে। ইহার [illegible] পক্ষে আনীত মামলার শুনানী আগামী [illegible] জুন স্থগিত হইবে। শচীন্দ্রনাথ মাইতি, প্রফুল্লকুমার ত্রিপাঠি, পরিমলকুমার রায়, ফণীভূষণ কুণ্ডু ও ক্ষিরোদচন্দ্র দত্তকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে আটক রাখার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

লোহার ডাণ্ডার আঘাত দুই জন গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহের ২১শে মের সংবাদে প্রকাশ, বুধবার সন্ধ্যার সময় মিঃ হেমচন্দ্র উকীল নামে জনৈক কোর্ট ইন্সপেক্টর যখন কোর্ট হইতে বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন সেই সময় পশ্চাৎ দিক হইতে তাঁহাকে লোহার ডাণ্ডা দ্বারা আঘাত করা হয়। আঘাতের ফলে তিনি পড়িয়া যান এবং তাঁহার রিভলভার ছিনাইয়া লওয়া হয়। তাঁহার আরদালী তাঁহাকে রক্ষা করিতে আসিলে সেও গুরুতররূপে প্রহৃত হয়। প্রকাশ, পুলিশ সমস্ত বরিশাল ট্রেন এবং কয়েকটি বাড়ীতে তল্লাসী করে। পুলিশ কয়েকজন লোকের জবানবন্দী গ্রহণ করিয়াছে এবং দুই জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের একজনের নাম বিনোদেন্দ্রনাথ রায়। [illegible] ঘণ্টা আটক রাখার পর সন্দেহ [illegible] তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

পেট্রোল চুরির মামলা

[illegible] ষ্ট্রীট [illegible] আছে। তাহার বিরুদ্ধে পুলিশ এই মর্ম্মে অভিযোগ করে যে সে কতকগুলি [illegible] মোটর চালকদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া গাড়ী হইতে তেল চুরি করাইত। আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে অহরলালের ৬ মাস ও তাহার সঙ্গী [illegible] এবং [illegible] ৬ মাস জেল হয়। আপীলে [illegible] খালাস পাইয়াছে।

এ দিকে পুণ্য [illegible] ও হরেন্দ্র রায় গোপীনাথ ও গঙ্গারামের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে নালিশ রুজু করিয়াছে যে, তাহারা একজনে পুলিশকে বলিয়া দিয়াছিল ও আর একজন সাক্ষ্য দিয়াছিল বলিয়া আসামীরা তাহাদের নির্ম্মম মারপিট করিয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে সমন জারী হইয়াছে।

পিকেটিংয়ের নিমিত্ত সাতটি নিয়ম

শ্রীযুক্ত গান্ধী গত ২১শে মের ইয়ং ইণ্ডিয়ায় বিদেশী কাপড় ও মদের দোকানে পিকেটিং সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

"কংগ্রেসসেবীদের জানা কর্ত্তব্য যে, ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারসমূহের নিকট হইতে এই মর্ম্মে রিপোর্ট পাইতেছেন যে, পিকেটিং সব সময়ে শান্তিপূর্ণ হইতেছে না। এই অভিযোগ কতদূর সত্য, তাহা আমি জানি না। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ যেরূপভাবেই বিরাম সন্ধির সর্ত্ত পালন করুন বা না করুন কেন, আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে উহা পালন করিতে হইবে। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা যতই কঠোরভাবে সর্ত্ত পালন করিব ততই আমাদের শক্তি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে।"

বয়কট সম্বন্ধে গান্ধীজী সাতটি নিয়মের ব্যবস্থা দিয়েছেন, যথা —

(১) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন প্রকার জবরদস্তি না করা।

(২) কোনপ্রকার ভয় না দেখান, সুতরাং এক সময় একস্থানে পাঁচজনের অধিক পিকেট থাকিবে না।

(৩) বিদেশী বস্ত্র বিক্রেতারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে বলপ্রয়োগে জরিমানা আদায় করিবে না।

(৪) বিদেশী বস্ত্র ক্রেতাদিগকে টিকেট দিবে না।

৬। ক্রয় করিতে ইচ্ছুক লোককে ঘিরিয়া থাকিবে না।

(৭) খরিদ্দার বা বিদেশী বস্ত্রবাহী গাড়ীর পথ রোধ করিবার জন্য রাস্তায় শুইয়া পড়িবে না।

এতৎসম্পর্কে গান্ধীজী বলিতেছেন: — "যদি কেহ এরূপ মনে করেন যে, এমতাবস্থায় পিকেটিং করিয়া কোন লাভ নাই, তবে তিনি তাহা ছাড়িয়া দিতে পারেন এবং চরকার উপর বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করিতে যাইয়া বিরাম সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করা অপেক্ষা বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় হইতে দেওয়া বরং ভাল।"

উপসংহারে মহাত্মাজী বলিতেছেন:— বিদেশী কাপড় সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলা হইল, মদ্য সম্বন্ধেও সে সমস্ত কথা প্রযোজ্য।"

রাজসাহী ডাকলুটের জের

গত বৃহস্পতিবার কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে পুলিশ সোমকেশ রায় এবং আত্মনাথ কর্ম্মকার নামক দুইজন যুবককে সন্দেহ বশে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ মট লেনে একটি হোটেলে কর্ম্মকারের ঘরেও খানাতল্লাস করে। রাজসাহী ডাক লুটের সম্পর্কে নাকি এই গ্রেপ্তার।

"শ্রীধাম"
টেলি— নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়।
বার্ষিক ৯্
ষাণ্মাসিক ৫্
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১্
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১২ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩৩৮, ২৬শে মে ১৯৩১

নানা কথা

মুড়াগাছায় জুয়াখেলা

এবৎসর মেলায় কর্ত্তৃপক্ষেরা কংগ্রেস কর্ম্মীদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া জুয়া বসাইয়াছিলেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র কংগ্রেস পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শান্তিপূর্ণ পিকেটিং আরম্ভ করে।

কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

মুড়াগাছায় বিখ্যাত কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও অপর পাঁচজন ১০৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়া জামিনে মুক্ত আছেন। প্রকাশ, মুড়াগাছায় বাৎসরিক সর্ব্বমঙ্গলা পূজার মেলায় জুয়াখেলা বসাইতে দিতে আপত্তি করায় ইঁহারা গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

মানহানির মামলা

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার বসু মিউনিসিপ্যালিটীর অপর কমিশনার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দত্ত গুপ্তের নামে ২০।৫।৩১ তারিখে মানহানির মামলা আনয়ন করিয়াছেন। প্রকাশ, মিউনিসিপ্যাল সভায় শ্রীযুক্ত বসুর নামে একটী নিন্দামূলক প্রস্তাবের ভাষা লইয়া এই মোকদ্দমার উৎপত্তি।

নদীয়া মহিলা সম্মেলন

নদীয়া জেলা মহিলা সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শীঘ্রই কৃষ্ণনগরে হইবে। তাহার উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে।

গান্ধীজীর নৈনীতাল ত্যাগ

মুড়াগাছায় জুয়াখেলা

নদীয়া মহিলা সম্মেলন

কালেক্টরের দিকে গুলী

কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

গান্ধী আরউইনচুক্তির প্রসঙ্গে

মথুরায় ডাঃ আলম

শ্রীযুক্ত রামদাস গান্ধী

বিশেষ দ্রষ্টব্য

দশহারা ও গঙ্গাপূজা উপলক্ষে ১২ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবারে প্রেস বন্ধ থাকায় বুধবারের নদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইতে পারিবে না।

এই জন্য একটী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা নির্ম্মলনলিনী ঘোষ সভানেত্রী ও শ্রীযুক্তা বিভাবতী সম্পাদিকা নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সঙ্গে একটী স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনীও খোলা হইবে।

শ্রীযুক্ত রামদাস গান্ধী

১৭ই মে রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত রামদাস গান্ধী মথুরা জংশনে পৌঁছিলে মথুরার কংগ্রেস কর্ম্মীগণ সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তখনই এক মিছিল করিয়া তাঁহাকে কংগ্রেসক্যাম্পে পৌঁছান হয়। জাতীয় প্রদর্শনী দেখিয়া তিনি খুব আনন্দিত হইয়াছেন। সন্ধ্যার পর এক সার্ব্বজনীন সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ১৮ই মে সোমবার মথুরা জিলার রাজবন্দীদিগের এক সভা আহূত হইয়াছিল। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটী রাজবন্দীদিগের এক ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন।

মথুরায় রাজনৈতিক সম্মেলন

গত ১৫ই হইতে ১৭ই মে তারিখ পর্য্যন্ত মথুরা সহরে রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৫ই মে শুক্রবার প্রাতে জাতীয় প্রদর্শনীর দ্বার উদঘাটন করা হইয়াছিল। বিকালে আগ্রার সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত কৃষ্ণদত্ত পালিওয়ালের সভাপতিত্বে মথুরা জিলা কৃষক সম্মিলনের এক বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল।

[illegible] সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—:o:—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—১২ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার—১৩৩৮

জলপাইগুড়ীতে প্রভুপাদ

(শ্রীপাদ [illegible]চরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক জলপাইগুড়ী হইতে প্রেরিত)

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজপ্রবর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ১৮ মে [illegible]বার দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ফিরিবার পথে জলপাইগুড়ী সহরের কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকের ঐকান্তিক অনুরোধে তথায় অবতরণ করেন। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস জলপাইগুড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের অনুগামী কতিপয় সজ্জন ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার [illegible] সম্পাদক শ্রীপাদ [illegible]চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ, ও ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ পরমানন্দ [illegible] প্রভৃতি সকলে প্রভুপাদের অনুগমন করিয়া স্থানীয় প্রচারাধ্যক্ষ কল্যাণকল্পতরু ভক্তিবন্ধু মহারাজের শ্রীভক্তিবিনোদ[illegible]ভবনে সাময়িক আসনে শুভবিজয় করেন।

তদ্দিবসের মুহূর্ত্তমধ্যে সহরময় শ্রীল প্রভুপাদের শুভাগমনবার্ত্তা ছড়াইয়া পড়ে। সংবাদশ্রবণমাত্রে বহু সুরতিমান সজ্জন অতি দীনভাবে বিনীত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাম্বুজকে চুম্বিত করেন ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন।

প্রভুপাদ দার্জ্জিলিং মেলে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, সময় অতি সঙ্কীর্ণ জানিয়া সকলেই উদ্বিগ্ন। সূর্যের [illegible] যেন বিদ্যুৎগতিতে চলিয়া যায়। এমন সময়ে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"শরণ ভবনে স্মরণ হওয়া উচিত। বাসুদেব প্রভু একটী গান করুন।" প্রভুপাদের আদেশে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিত কণ্ঠে "অনাদি করমফলে, পড়ি' ভবার্ণব জলে" গানটী সম্পূর্ণ কীর্ত্তন করেন। ইহাতে সমাগত সজ্জনমণ্ডলী শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইলেন।

প্রভুপাদ পুনরায় যথা সময় সপার্ষদে মেলে কলিকাতাভিমুখে গমন করেন। ভক্তবৃন্দের জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণখানা সকলের দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলিয়া গেল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগত শ্রীপাদ কল্যাণকল্পতরু ব্রহ্মচারী প্রভুর ঐকান্তিক আগ্রহেই জলপাইগুড়ীবাসিগণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। সুতরাং তাঁহার সেবাচেষ্টা ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি ঐকান্তিকী শ্রদ্ধাভক্তি আদর্শস্থানীয়।

ভক্তচরিত্র

মধ্যে মধ্যে নদীয়াপ্রকাশের কলেবরে এক একটী ভাগবত-চরিত্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশিত হইতে দেখি। অনেকে মনে করিতে পারেন, ঐরূপ ব্যক্তিগত জীবনীর চরিত্র পাঠে আমাদের কি লাভ হইবে, আমরা ঐগুলি পাঠ করিতে যাই কেন? [illegible] পারমার্থিক কথারই যখন আমরা গ্রাহক, [illegible] আমরা নদীয়াপ্রকাশে শুধু পারমার্থিক [illegible] দেখিতে পাইলেই সুখী হই।

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ভোগপিপাসু জড়াসক্ত আমরা জড়জগতের প্রত্যেক বিষয়ের সহিত অনুপ্রাণিত। জড়জগতের কথা আমাদের নিকট যত প্রিয়, পারমার্থিক কথা তত প্রিয় নহে। নিতান্ত দায়ে না পড়িলে—স্বার্থপ্রণোদিত [illegible] না থাকিলে আমরা কখনই জড়[illegible], [illegible] পরিত্যাগ করিয়া [illegible] প্রবৃত্ত হইতাম না। জড়জগতের প্রত্যেকটী [illegible] যেন আমাদের কত আপনার, যেন কত [illegible]—সোহাগের বস্তু। কিন্তু পরমার্থ কথায় আমাদের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই। ও-সকল গোঁড়া (?) বৈষ্ণবগণ আলোচনা করিয়া তত্ত্ব ও মানবজীবনে জড় রসাস্বাদনের [illegible] সময়টুকু বৃথা (?) অপব্যয় করিতে থাকুন!

পরমার্থবিহীন আধিক জগতে নাটক নভেলের মধ্যে কল্পিত নায়ক নায়িকার মিথ্যা চরিত্রকথাগুলি আমাদের বড় ভাল লাগে—যাহা পাঠ করিয়া তদ্ভাবে বিভাবিত—তদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া—নভেলী ধরণের সংসার গঠন দ্বারা আমরাও যেন তাহাদেরই আদর্শে গড়িয়া উঠিতে পারি, তাহাদের ভূমিকাই অভিনয় করিতে পারি, ইহাই আমাদের অন্তরের নিগূঢ় অভিলাষ। কিন্তু বাস্তবসত্যকীর্ত্তনকারী—নিরঙ্কুশ [illegible] বাস্তবসত্যের প্রচারকারী—নিঃশ্রেয়স[illegible]কারী শ্রীমদ্ভাগবত তাদৃশ প্রবৃত্তির আদর করেন না। তজ্জন্যই দেবর্ষি নারদের নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ের অবতারণা,—

> ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
> জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
> তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
> ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ক্ষয়াঃ॥
> তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
> যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
> নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
> শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥

যে বাক্য বা গ্রন্থ বিচিত্র পদালঙ্কৃত হইলেও [illegible] হরিকথা-মহিমা কখনও কীর্ত্তন করে না, [illegible] সেই বাক্যকে কাকতুল্য [illegible] কামীদের রতিস্থান বলিয়া মনে করেন। কেননা, তাহাতে সত্ত্বপ্রধান [illegible] বিশিষ্ট এবং কমনীয় ব্রহ্ম[illegible]দের নিবাস, তাদৃশ ব্রহ্মে বিচরণশীল [illegible] আনন্দিত হন না অর্থাৎ মানসসরোবরের কোমলপদ্মবনচারী রাজহংসসমূহ যেমন কাকক্রীড়াস্থল বিচিত্র অমাদিপূর্ণ উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে কখনও উপস্থিত হয় না, তদ্রূপ [illegible] শব্দ বিচারাড়ম্বরপূর্ণ হইলেও হরিকথারসহীন বাক্য বা গ্রন্থকে শুকবোধে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু যে বাক্যে বা গ্রন্থে ভগবান্ অনন্তদেবের অনন্তমাহাত্ম্যের নামসমূহ বর্ণিত আছে, তাহার প্রতি শ্লোক অপশব্দাদিযুক্ত হইলেও সেই বাগ্বিন্যাস লোকের পাপ বিনাশ করে, এবং সেই নামসমূহ সাধুগণ বক্তা থাকিলে শ্রবণ করেন, কেহ না থাকিলে নিজেই গান করেন এবং শ্রোতা থাকিলে কীর্ত্তন করেন।

শ্রীসূতসমীপে শৌনকাদি ষষ্টি সহস্র শ্রোতা ভাগবত কথা-শ্রবণকালে, কলিপ্রসঙ্গ কীর্ত্তনোন্মুখ সূতকে বলিতেছেন,—

> কিমন্যৈরসদালাপৈরায়ুষো যদসদ্ব্যয়ঃ।
> ক্ষুদ্রায়ুষাং নৃণামঙ্গ মর্ত্ত্যানামৃতমিচ্ছতাম্॥

যাহাতে বৃথা আয়ুঃ ক্ষয় হয় মাত্র, এরূপ অন্য অসৎ আলাপে আবশ্যক কি? যেহেতু সকলেই মরণশীল, তাহাদের নিকট ঐসব কথায় কোন ফল প্রদান করে না। যাঁহারা অমৃতত্ব ইচ্ছা করেন, সত্য সত্যই লাভবান্ হইবার বাসনা যাঁহাদের প্রবল, তাঁহাদের নিকট এই অনিত্য নিরর্থক বাক্যের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। তবে কোন্ বস্তু তাঁহাদের মঙ্গলপ্রদ, তাহাই জানাইবার জন্য বলিতেছেন,—

> তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি বিষ্ণুকথাশ্রয়ম্।
> অথবাস্য পদাম্ভোজমকরন্দলিহাং সতাম্॥

অর্থাৎ হে মহাভাগ সূত, যদি এই বৃত্তান্তের (কলিনিগ্রহ আখ্যানের) সহিত শ্রীকৃষ্ণের অথবা তাঁহার শ্রীচরণকমলের মকরন্দসেবী সাধুগণের কোনরূপ সংস্রব থাকে, তাহা হইলে বর্ণন করুন। তাৎপর্য্য এই যে, গ্রাম্যকথা ও কৃষ্ণকথার মধ্যে বিশেষ ভেদ আছে। বহির্ম্মুখ কর্ম্মকাণ্ডীয় সমাজে নিজ নিজ ভোগপর কথা অপরের নিকট অপ্রয়োজনীয়, প্রত্যেকেরই স্বার্থ অপরের স্বার্থ হইতে ভিন্ন ও বিরোধী, সেজন্য কর্ম্মকাণ্ডনিরত ব্যক্তির প্রয়াস কেবল নিরর্থক ও আয়ুঃক্ষয়কর। বিষ্ণুমায়াবিমোহিত বিষয়ী জীবগণ কৃষ্ণকথারহিত হইয়া নিজ নিজ তর্পণের কথাতেই ব্যস্ত। ভগবান্—নিত্য, তাঁহার কথা—নিত্য এবং তাঁহার সেবকও নিত্য; সুতরাং বিষ্ণুকথাশ্রিত ভক্তদের [illegible] আলাপ অনিত্য, আয়ুঃক্ষয়কর অথবা নিরর্থক নহে। ভগবানের পাদপদ্মসেবা আশ্রয় করিয়াই সাধুগণ বাস করেন। সাধুদিগের আলোচনা ব্যতীত অসাধুগণের প্রসঙ্গ কোনক্রমেই শ্রেয়স্কাম ব্যক্তির আলাপের বিষয় হইতে পারে না। উহা প্রজল্প, আয়ুঃক্ষয়কর এবং অসৎসঙ্গজ্ঞাপক।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ভগবৎকথা যেরূপ জগৎ পবিত্রকারী, ভাগবতগণের চরিত্র-কথাও তদ্রূপ জগৎপবিত্রকারী। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র মহাভাগবত মহারাজ অম্বরীষ, মহারাজ প্রহ্লাদ, ধ্রুব, ভরতাদি ভক্তগণের চরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভাগবতগণের চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, কিরূপে তাঁহারা দুর্লভ মনুষ্য জন্মে [illegible] করিয়া পরমার্থ লাভ করেন এবং আমরাও তাঁহাদের [illegible] অনুসরণ করিতে পারিলে পরম মঙ্গল লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব।

গান্ধীজীর নৈনীতাল ত্যাগ

আশা করা গিয়াছিল যে, মহাত্মা গান্ধী বিশেষ দূত মারফৎ গবর্ণরের নিকট যে নূতন প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া কৃষাণ সমস্যা সম্বন্ধে মহাত্মাজী ও গবর্ণরের মধ্যে আরও আলোচনা হইবে। কিন্তু মহাত্মাজী বেলা আড়াইটার সময় হঠাৎ নৈনীতাল ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত করেন এবং অপরাহ্ণ চারিটার সময় সদলে বাগেশ্বরী যাত্রা করেন।

গবর্ণর সার মালকম হেলীর নিকট হইতে এক পত্র পাওয়ার পরই মহাত্মাজী নৈনীতাল ত্যাগের সিদ্ধান্ত করেন। প্রকাশ, পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট মহাত্মাজীর প্রস্তাবে সম্মত হইতে অক্ষম, কারণ খাজনা ও রাজস্ব হ্রাস সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে অনুসন্ধানের পর ইতঃপূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছেন এবং তদনুসারে খাজনা ও রাজস্ব আদায় ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

গবর্ণরের নিকট হইতে এইরূপ উত্তর পাইয়া মহাত্মাজী অবিলম্বে নৈনীতাল হইতে যাত্রা করিবার জন্য তাহার জিনিষপত্র গুছাইবার আদেশ করেন। কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বে যুক্তপ্রদেশের কৃষাণদের উদ্দেশে সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রদান করেন, কৃষকদের শোচনীয় আর্থিক দুরবস্থা এবং পুরা খাজনাপ্রদানে অনেকের অক্ষমতা হেতু কংগ্রেস এই ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। কংগ্রেস ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে চুক্তির ফলে আইন অমান্য আন্দোলন এবং সেই হেতু করবন্ধ আন্দোলনও বন্ধ করা হইয়াছে। তিনি আশা করেন যে, অবিলম্বে খাজনা প্রদান আরম্ভ হইবে। ফতেপুর, এলাহাবাদ, রায়বেরেলী, গোরক্ষপুর, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ প্রতাপগড়, আগ্রা, মথুরা ও এটোয়া এই দশটি জেলার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন যে, দখলী স্বত্ববিহীন প্রজাগণ টাকায় আট আনা ও দখলী স্বত্ব-বিশিষ্ট প্রজাগণ টাকায় চারি আনা আদায় দিবে। তবে স্থানীয় অবস্থানুসারে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে।

অতঃপর মহাত্মাজী বলেন,—"কংগ্রেস আশা করেন যে, প্রত্যেক প্রজাই যত শীঘ্র সম্ভব যাহা পারে সমস্ত খাজনাই মিটাইয়া দিলে, তবে পূর্ব্বোক্ত সাধারণ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্র অনুযায়ী আট আনা বা চারি আনার কম কিছুতেই হইবে না। যাহারা অধিক দিতে সক্ষম, তাহাদের তাহাই প্রদান করা উচিত, কিন্তু যাহারা কোন রূপে উক্ত নিয়মানুযায়ীও দিতে সক্ষম হইবে না, জমীদারগণ তাহাদের প্রতি উদার আচরণ করিবেন বলিয়াই তিনি আশা করেন।

উপসংহারে মহাত্মাজী কৃষাণগণকে সত্য ও অহিংসায় অবিচলিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করেন।

জামালপুরে গ্রেপ্তারের হিড়িক

গত ২১শে মে প্রাতঃকালে এক সঙ্গে ২৮টী বাড়ী খানাতল্লাস করা হয়। মোক্তার লাইব্রেরীর প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত অশ্বিনী রায় উকীল শ্রীযুত খগেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত, উকীল জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র গুহ, শ্রীযুত যতীশচন্দ্র মজুমদার, বিপনাথ ব্যানার্জ্জী, রমণীমোহন ব্রহ্মচারী মোক্তারগণ শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র দত্ত ও শীতলচন্দ্র দে তালুকদার, ডাঃ রমণীমোহন সাহা এম-বি, সম্পাদক কংগ্রেস কমিটি, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র দাশগুপ্ত, ডাঃ মণীন্দ্রনাথ বসু, রমেশচন্দ্র মুখার্জ্জী ও রামনাথ প্রভৃতির বাড়ীসহ ২৮ খানি বাড়ীতে পুলিশ হানা দিয়া কয়েকঘণ্টাব্যাপী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খানাতল্লাস করে। সম্প্রতি এমৎকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে যে ডাকাতি হইয়াছে, তৎসম্পর্কে এই খানাতল্লাস হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। ডাঃ মণীন্দ্রনাথ বসুর বাড়ী হইতে ছেলেদের এয়ারগান ও রামনাথ তেওয়ারীর পুত্র মাধব তেওয়ারী প্রভৃতি যুবকদের একখানি গ্রুপফটো পুলিশ লইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর কোন কিছু পুলিশ পায় নাই বলিয়া প্রকাশ।

ডাঃ রমণীমোহন সাহা সম্পাদক কংগ্রেস কমিটী, শ্রীযুত কনকেশ্বর ভট্টাচার্য্য সহঃ সম্পাদক কংগ্রেস কমিটি, জগদীশ মজুমদার, কালী দত্ত গুপ্ত, অজিত ব্যানার্জ্জী, অনিল গুহ বড় সর্দ্দার, মাধব তেওয়ারী, অশ্বিনী দে, রণজয় সিংহ, সুধীর চৌধুরী, সুধীর তালুকদার, সুবোধ কাহেলী ও জ্ঞানচন্দ্রকে এপর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, পুলিশ আর ৩০ জনের খোঁজ করিয়াছিল কিন্তু তাহাদিগকে পায় নাই।

গান্ধী আরউইনচুক্তির প্রসঙ্গে

গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে লবণ প্রস্তুত সম্পর্কে সাধারণের কতটুকু অধিকার থাকিবে তাহা সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ করা হইয়াছে।

লর্ড আরউইনের সহিত মহাত্মা গান্ধীর চুক্তির পর চুক্তির ২০ নং সর্ত্ত সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কি কর্ত্তব্য তাহা ভাল ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। যেসব অঞ্চলে লবণ সংগৃহীত বা তৈয়ারী হইতে পারে সেইসব অঞ্চলের সন্নিকটস্থ গ্রামসমূহের অধিবাসীদের লবণ সংগ্রহ বা তৈয়ারী করার বিধান এইরূপ :—

২০ নং সর্ত্তটী গরীব লোকদের উপকারার্থ করা হইয়াছে। সুতরাং যেসব অঞ্চলে লবণ পাওয়া যায় সেই সব অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকেরাই লবণ সংগ্রহ করিয়া নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারিবে।

সংসারের জন্য, গৃহপালিত পশুর খাবারের জন্য অথবা মাছ রক্ষার জন্য লবণ ব্যবহার এই প্রয়োজনের মধ্যে বুঝিতে হইবে। লবণ তৈয়ারীর উদ্দেশ্যে গ্রামবাসীরা ... রাখিতে পারিবে (৩) গ্রামের বাহিরে কোথাও কেহ ব্যবসার উদ্দেশ্যে লবণ বিক্রয় করিতে পারিবে না।

ইহা হইতেই বুঝিতে হইবে যে, লবণ হইতে উক্তরূপ লবণাদি লইয়া যাইতে পারা যায়। কোন যান বাহনাদির সাহায্যে এরূপ লবণ লইতে পারা যাইবে না। (৫) উক্তরূপ বিধান অনুযায়ী যেখানে লবণ প্রস্তুত হইবে সেখানে কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী হস্তক্ষেপ করিবেন না বা অন্য প্রকারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। (৬) যেখানে নিজেদের বাহির হইতে লোক আনিয়া গ্রামবাসীদের সুবিধা দেওয়া যাইবে। পরিমাণের অতিরিক্ত যেখানে লবণ তৈয়ারী বা সংগৃহীত হইবে সেখানেই অধিকারের অপব্যবহার করা হইতেছে বুঝিতে হইবে।

কালেক্টরের দিকে গুলী

গত ২১শে মে রাত্রি অনুমান ১২টা ৪৫ মিনিটের সময় জাঁরগ্রাম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সহকারী কালেক্টর মিঃ এল, টি, ঘোষাল আই, সি, এস যখন ডাকবাংলোর ভবনে নিদ্রিত ছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটি গুলী নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ঘটনার পর মুহূর্ত্তেই পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় কিন্তু আততায়ী পলায়ন করে।

গুলির সম্বন্ধে পুলিশ তদন্তের ফলে জানা গিয়াছে যে মিঃ ঘোষালকে হত্যা করিবার চেষ্টা করা হয় নাই।

মিঃ ঘোষাল বলেন, তিনি একটা প্রবল আওয়াজ শুনিতে পান এবং ৩০ গজ দূরে আগুনের একটা ঝলক দেখিতে পান; ঐ সময় তিনি তাঁহার ডাকবাংলোর বাহিরে শুইয়াছিলেন, কিন্তু গুলীর আঘাতের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

পুলিশের বিশ্বাস এই যে, দশ দিন পূর্ব্বে ঐ ডাকবাংলো খালি পড়িয়া ছিল, এখনও তাহা খালি অবস্থায় আছে কি না আঁচ করিয়া দেখিবার জন্য কোন চোর হয়ত বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল।

দারোগার গৃহে পটকা নিক্ষেপ

রাজসাহীতে দারোগার বাড়ীতে পটকা ছুড়িয়া হত্যা করার চেষ্টা সম্পর্কে দায়রায় অভিযুক্ত অভয়ানন্দ মুখার্জ্জীর পক্ষে এই মর্ম্মে দরখাস্ত করা হয় যে, এই মামলাটী আইনের ও ঘটনার কঠিন প্রশ্ন ঘটিত বিধায় স্পেশাল জুরীর ব্যবস্থা করা হউক, কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

যুক্ত রাষ্ট্রনিরূপণ কমিটীর বৈঠক

গবর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় নেতৃগণ যুক্তরাষ্ট্র নিরূপণ কমিটীর সভায় যোগদান সম্পর্কে মহাত্মাজীকে তাঁহার অভিমত পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। সভার অধিবেশন এক সপ্তাহ পিছাইয়া দিবার কথাও স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে আলোচিত হইতেছে।

মথুরায় ডাঃ আলম

লাহোরের লোকপ্রিয় দেশভক্ত ডাক্তার মোহাম্মদ আলম ১৬ই মে তারিখে মথুরায় পদার্পণ করেন। মথুরা জংশনেই তাঁহাকে কংগ্রেসের তরফ হইতে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। বিকালে ৫টার সময় ডাঃ আলম সমভিব্যাহারে এক বিরাট মিছিল সহরে বাহির হইয়াছিল। রাত্রি আটটার সময় সার্ব্বজনীন সভায় ডাঃ আলম সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। চারিদিক হইতে প্রায় ২৫ হাজার লোক সভায় যোগদান করিয়াছিল। সভাপতির অভিভাষণে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মথুরার যে সকল মুসলমান এখনও কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে কংগ্রেসের পতাকাতলে একত্রিত হইবার জন্য তিনি আকুল আবেদন জ্ঞাপন করিয়াছেন।

অর্থের অপব্যবহার

আজকাল সকলেই টিকেট করিয়া এক দান দেওয়া ব্যবসা আরম্ভ হইয়াছে। দেশের এই অর্থ সঙ্কটের দিনে ও লোকের একজন পয়সার অভাব হইতেছে না। এই অর্থ দেশের কাজে লাগিলে অবশ্য কিছুই বলিবার থাকিত না। কিন্তু ব্যক্তিগত লাভের জন্য দরিদ্র পল্লীতে এই দানের ব্যবসায় কিছুতেই সমর্থ করা যায় না।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠে

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-গোস্বামী প্রভুপাদ গত শনিবার ৯ই জ্যৈষ্ঠ ২৩শে মে তারিখে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার মধ্যে শ্রীধাম মায়াপুরে শুভাগমন করিয়াছিলেন—এসংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে বিবিধ কার্য্য পরিদর্শন করিয়া গত মঙ্গলবার ২৬শে মে ১২ই জ্যৈষ্ঠ বেলা ১০ ঘটিকার ট্রেণে শ্রীপাদ সনন্দনানন্দ ও শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী দ্বয় সহ মহেশগঞ্জ দিয়া গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে শ্রীভাগবত প্রেসে উপস্থিত হন এবং তথায় কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ অনুপমদাস কাব্য-কোবিদ মহোদয়কে সঙ্গে লইয়া বেলা ৩টার সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন। শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু তৎপূর্ব্বেই কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছেন।

গঙ্গাপূজা

গত ২৬শে মে ১২ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার তারিখে দশহরা ও গঙ্গাপূজা উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরের ... ঘাটে। ঘাটে ও কুলিয়ার ঘাটে যথেষ্ট ভিড় দেখা গিয়াছিল। শান্তিপুর নবদ্বীপঘাট লাইট রেলওয়ের ট্রেণগুলি যাত্রিদের কারো সমস্ত দিন পরিয়া পূর্ণ ছিল। ট্রেণে লোকের ভিড়ে যথেষ্ট স্থানাভাব হইয়াছিল। এমন কি, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী নিঃসঙ্কোচে ১ম ২য় শ্রেণীতেও প্রবেশ করিয়াছিল। বহির্ম্মুখ-স্নানপ্রবণ জীবগণের চিত্তে এরূপ গঙ্গা-স্নানের জন্য উৎকণ্ঠা প্রশংসার্হ। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ ব্যক্তিরই গঙ্গাস্নানে আগমনের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন। গঙ্গাস্নানের ছলে কলিপক্ষকের সেবাতেই অনেকের অধিক আসক্তি দেখা যায়। মাদক দ্রব্য সেবা করিয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে গঙ্গাতীরে বহির্ম্মুখ নৃত্যগীতাদি কি গঙ্গা-ভক্তির পরিচায়ক? আবার কেহ বা নিজগৃহসমীপে প্রত্যহ গঙ্গায় স্নান করিলেও এই দিবস তাঁহার কোন মহিমা না দেখিয়া দূরদেশে অবস্থিত গঙ্গায় স্নান করিতে যান অথবা যাঁহারা প্রত্যহ গঙ্গায় স্নান করেন, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে আরও কিছু অধিক পুণ্য সঞ্চয়াশায় অন্য তীর্থ স্থানে গমন করেন। তৎকারণও ভাগবত বর্ণনা করিয়াছেন,—

সন্নিকর্ষোঽত্র মর্ত্ত্যানামনাদরণকারণম্।
গাঙ্গং হিত্বা যথান্যাম্ভস্তত্রত্যো যাতি শুদ্ধয়ে॥
(ভাঃ ১০।৮৪।৩১)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম-মায়াপুর—১৫ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার—১৩৩৮

অর্থাৎ সন্নিকটে অবস্থানই মর্ত্ত্যজীব-গণের অনাদরের কারণ, তজ্জন্যই গঙ্গা তটবাসী ব্যক্তিগণ সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ গঙ্গাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য তীর্থে গমন করিয়া থাকে।

———

পৌত্তলিকগণের গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াও পৌত্তলিকতা-বুদ্ধি অপনোদিত হয় না। গঙ্গাপূজার দিবস দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, সাক্ষাৎ চিন্ময়বারি গঙ্গার পূজা না করিয়া সকলে তীরে পুতুল রাখিয়া তাহারই পূজা করিতেছে। এই কল্পিত উপাসনা যেন বর্ত্তমানে জীবহৃদয়ে মজ্জাগত সংস্কার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত গঙ্গার মহিমাবর্ণন প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।
(৩।২৮।২২)

অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্মপ্রক্ষালনের হইতে সমুৎপন্ন সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করিয়াই শিব 'শিব' অর্থাৎ মঙ্গলময় নাম ধারণ করিয়াছেন।

যাঁহার পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার উদ্ভব, সেই প্রভু গৌরসুন্দরও একদিনও গঙ্গার স্তব করিয়া তাঁহার মহিমা জগতে স্থাপন করিয়াছেন,—

প্রেমরসস্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল॥
তোমার সে প্রসাদে 'শ্রীকৃষ্ণ' হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে ইথে নাহি আন॥
কীট পক্ষী কুক্কুর শৃগাল যদি হয়।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয়॥
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের মহিমা।
অন্যত্রের কোটীশ্বর নহে তার সমা॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি বহি নাহি আর॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্যলীলা)

এতাদৃশী মহিমা যাঁহার, সেই পতিত-পাবনী গঙ্গার চিন্ময় বারিতে স্নান করিয়াও যদি কাহারও আত্মশুদ্ধি না হয় অথবা কৃষ্ণ-ভক্তিলাভ না হয়, তবে বুঝিতে হইবে, তাহার মূলে কোন গলদ আছে। তাব-শূন্যতাই তাহার কারণ, গঙ্গাজলে মৎস্যগণ বাস করে, কিন্তু ভাবশূন্য বলিয়া তাহারা গঙ্গাস্নানের ফল লাভে অধিকারী হয় না।

এক কৃষ্ণনামে অসংখ্য পাপ হরণ করিলেও যদি নামাপরাধ হয় অর্থাৎ নামবলে পাপ বৃদ্ধি করে, তবে যেমন তাহা আর ফলদায়ক না হইয়া তাহার সংসারের কারণ হয়, তদ্রূপ পতিতপাবনী গঙ্গার জলে পাপবুদ্ধি লইয়া স্নান করিলে বিপরীত ফলই লাভ হইবে।

অনেক পাপিষ্ঠ ব্যক্তির ধারণা যে, গঙ্গায় স্নান করিলেই যখন পাপ বিদূরিত হয়, তখন আবার পাপ করি না কেন? ইহাই পাপবুদ্ধি। ঈদৃশ ব্যক্তির পক্ষে গঙ্গাদেবীর কৃপালাভ সুদূরপরাহত।

কেহ গঙ্গায় চিন্ময়বারি-বুদ্ধি না করিয়া সামান্য জল বুদ্ধি করিলে শাস্ত্রে তাহাকে 'নারকী' সংজ্ঞা দিয়া থাকে। তজ্জন্যই শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ উপদেশামৃতে বলিয়া-ছেন,—

গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

গঙ্গার মহিমাপেক্ষা বৈষ্ণবের মহিমা-ধিক্য শুন কন।

যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্দ্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া॥
(ভাঃ ১।১।১৫)

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের মহিমা বিষ্ণুচরণামৃত গঙ্গা হইতেও অধিক। গঙ্গোদকে পাপাদি বিনষ্ট হয়, শ্রীভগবন্নামে পাপবিনষ্ট হইয়া সেবাপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ঘটে। ভগবানের নামোচ্চারণকারী ভক্ত গঙ্গাদির জল অপেক্ষা বদ্ধজীবের পক্ষে অধিক উপযোগী। ভগবদ্ভক্তের স্মরণ করিলেও গৃহীব্যক্তির গৃহ সদ্য শুদ্ধি লাভ করে; সুতরাং তাঁহাদের দর্শন স্পর্শনাদির যে আরও কত মাহাত্ম্য, তাহা বর্ণনাতীত।

পতিতপাবনী গঙ্গাও ঈদৃশ হরিদাসের মজ্জন বাঞ্ছা করেন। বৈষ্ণবপাদপদ্ম আশ্রয় করিলেই গঙ্গার প্রকৃত মহিমা উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা লাভ হয়।

সম্প্রদায়-বৈভব পরীক্ষা

গত ৪ঠা কার্ত্তিক (১৩৩৭) তারিখে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে যে সম্প্রদায়-বৈভব-পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে নিম্ন-লিখিত সেবকগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

(১ম) শ্রীপাদ বঙ্কিমবিহারী দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(২য়) শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ দাস অধি-কারী বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী।

(৩য়) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ।

(৪র্থ) শ্রীপাদ রাধাচরণ দাস অধি-কারী (গোস্বামী) ভক্তিশাস্ত্রী।

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

যে সে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে॥

এই কথাগুলির তাৎপর্য্য অতি গূঢ়। তাৎপর্য্য না বুঝিয়া আজকাল লোকে যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে যে বৈষ্ণবের যথার্থ সম্মান হয়, তাহা কোন প্রকারেই বুঝিতে পারি না। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তাৎপর্য্য এই যে, শুদ্ধবৈষ্ণব যে কুলেই উৎপন্ন হউন না কেন, তাঁহাকে কোন প্রকারে হীন জ্ঞান করিবে না। যিনি শুদ্ধবৈষ্ণব হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। হীনজাতিতে জন্মিয়াছেন বলিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবকে হীন জ্ঞান করিবে না। যিনি শুদ্ধবৈষ্ণবকে হীনকুলজন্মা বলিয়া হীন জ্ঞান করেন, তিনি পাপিষ্ঠ। সুতরাং তিনি অনেকবার অধম যোনিতে ভ্রমণ করেন।

বৈষ্ণব বলিয়া একটী পৃথক্ জাতি নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব, তাঁহার জাতি-ধর্ম্ম লইয়া তাঁহার উচ্চতা নীচতা বিচার করা উচিত নহে। কলিকালে মানবগণ অত্যন্ত স্বার্থপর। বৈষ্ণবধর্ম্মের ছল করিয়া একটী জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই জাতিতে যিনি জন্মিবেন, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া বলা হয়। এরূপ ব্যবহার নিতান্ত মন্দ। সাংসারিক ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য বর্ণধর্ম্ম বা জাতিধর্ম্ম চলিতেছে, তাহাতে পরমার্থধর্ম্মের সংস্রব নাই। পরমার্থধর্ম্ম চিরদিনই ব্যক্তিনিষ্ঠ। যাঁহার ভাগ্যোদয়ে অনন্যভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বা রুচি হয়, তিনিই কেবল পারমার্থিক। তাঁহার পারমার্থিক ব্যবহারে জাতি বা বর্ণধর্ম্ম কোন কার্য্য করে না।

বৈষ্ণববংশ বলিয়া কোন কথা হইতে পারে না। বংশপরম্পরায় যে কেহ বৈষ্ণব হইবেন, ইহারও কোন স্থিরতা নাই। আমরা দেখিতেছি যে, অনেক বৈষ্ণব-বংশে বহুতর কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করিয়া অসুরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। আবার চণ্ডাল ও যবনকুলে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া শুদ্ধভক্তির বলে বৈষ্ণব হইয়াছেন। বৈষ্ণব আচার্য্যদিগের কুলেও বহুতর অবৈষ্ণব দেখা যায়। আবার নিতান্ত অধার্ম্মিকদিগের বংশেও অনেক বৈষ্ণব উৎপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং 'বৈষ্ণবজাতি' বা 'বৈষ্ণবাচার্য্যবংশ' বলিয়া যে সম্মান দেখিতে পাই, তাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের গৌরব হয় না, বরং অবৈষ্ণবতার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে। স্বার্থপরতা ও অযোগ্যতাই ইহার মূল।

হে পাঠকবর্গ, শুদ্ধবৈষ্ণবকে যত আদর করিবেন, শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের জন্মদোষাদি না দেখিয়া তাঁহাদের ভক্তির উদয়ানুসারে যত সম্মান করিবেন, ততই বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি দূর হইবে। বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত যখন ভক্তিলাভের অন্য উপায় নাই; যাহাকে তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া সঙ্গ করিলে অথবা অধমকুলজন্মা শুদ্ধবৈষ্ণবকে তাঁহার জাতিদোষ লক্ষ্য করিয়া অনাদর করিলে আর শুদ্ধবৈষ্ণবসঙ্গের আশা থাকে না। সকল কার্য্যেই নিরপেক্ষ ও সরল হওয়া আবশ্যক। যদি আত্মবঞ্চনাকে ভয় করেন, তবে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিবেন না।

ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি

অক্ষজজ্ঞানসর্ব্বস্ব আমরা অনেক সময় বিচার করি যে, প্রাকৃত জগতের বিষয়সমূহ যখন ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা বোধগম্য হয়, তখন শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি কেন আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবে না? আমরা যে প্রকারে চক্ষুর দ্বারা দৃশ্য বস্তু দর্শন করি, শ্রোত্রযুগলের সাহায্যে শ্রবণ করি বা নাসিকার সহায়তায় ঘ্রাণের উপলব্ধি করিয়া থাকি, তদ্রূপ এই সমুদয় ইন্দ্রিয়প্রসূত অভিজ্ঞতা দিয়াই অধোক্ষজ বিষ্ণুবৈষ্ণবতত্ত্বের একটা পরিমাপ করিয়া লইব। এই প্রকার মনোধর্ম্মপর অনেক ব্যক্তি আবার ইহাও বলিয়া থাকেন যে, "মানুষই যখন ভগবানের সেরা সৃষ্টি, তখন আমাদের ধারণাশক্তি দ্বারা আমরা ঈশ্বরের ঈশিতা সম্বন্ধেও চরম সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই উপস্থিত হইব, মানবে যে জ্ঞান ও শক্তি বিদ্যমান আছে, পরমেশ্বরে তাহার অতিরিক্ত কিছুই নাই, অতএব আমরা জীবব্রহ্ম, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মের যাহা কিছু সত্ত্বা, তাহা অনায়াসে আমাদের জ্ঞানের দ্বারাই আয়ত্ত হয়।"

প্রকৃত শাস্ত্র ও মহাজনবাণী শিরে ধারণ করিয়া যদি আমরা যথার্থ সুবিজ্ঞতার সহিত আলোচনা করি, তবে বুঝিতে পারিব যে, ঐ প্রকার অক্ষজজ্ঞানদুষ্ট অসদ্বাক্য শ্রীকৃষ্ণ কার্ষ্ণ চরণে ভয়াবহ অপরাধময়।

নিখিল জীবের পরমোপাস্যতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ বস্তু মনোধর্ম্মীর প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না। এই জড়ানুভূতিযুক্ত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব দর্শন করিতে যাইয়া দুর্ব্বুদ্ধিপরায়ণ আমাদের কি লাভ হয়? চিন্ময় শ্রীবিগ্রহের পরমোজ্জ্বল পাদপদ্ম শোভা দর্শনের পরিবর্ত্তে চক্ষু "সোনার গৌরাঙ্গ", 'মাটীর গোবিন্দ' "কাঠের বলরাম" ইত্যাদি জড়ীয় ভাবে বিভাবিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ অন্ধ তমের অমঙ্গলরাশিকে আবাহন করে মাত্র। আবার দুষ্ট চিত্ত কখনও কখনও বৈষ্ণবদর্শনের অভিলাষী হইয়া লোকসমাজে একটু প্রতিষ্ঠার আসন লাভ করিতে চায়। হায়, বিষয়মদান্ধ অন্ধীভূত জড় নয়নের এমন কি সুকৃতির সঞ্চয় হইয়াছে যে, পরমপাবন, ব্রহ্মাশিবাদি-বন্দ্য শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-চরণকমল সন্দর্শন করিতে পারে?

"ধন নাহি জন নাহি নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এই সব চৈতন্যের ভৃত্য॥
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা, ধন, কুলমদে বৈষ্ণব না চিনে।

—পরম ভাগবত শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের এই কৃপাবাণী শিরে ধারণ করিয়া অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ হৃদয়বৃত্তির সহিত আমাদের শ্রীবৈষ্ণবপাদপদ্মে উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু আমরা প্রাকৃত জন্মৈশ্বর্য্য,শ্রুত, শ্রীর মোহিনী মাদকতায় উন্মত্ত হইয়া এই হিতবাক্য সাদরে গ্রহণ করিতেছি না; বঞ্চিত আমরা মনে করি, বৈষ্ণব বুঝি আমারই ন্যায় জন্ম, মৃত্যু, জরা ও শোক-মোহাদির কবলীকৃত, তাঁহারা বুঝি আমারই মত জাগতিক তুচ্ছ লাভ ক্ষতি ও ইন্দ্রিয়সুখের ভিখারী।

সৎশাস্ত্রসমূহ পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্ব একমাত্র সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয় বা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য।

তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এই অমলবাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ-পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর॥"

যে চক্ষু মায়িক রূপের নেশায় মাতাল হইয়া সর্ব্বদা শস্যশ্যামল প্রান্তর, নদীর সুরম্য অট্টালিকা, নদী, পর্ব্বত রৌদ্র, বৃষ্টি, ষড়ঋতুর বিচিত্র নৃত্যলীলা দর্শনেই ব্যস্ত, তাহা কখনই পরমদেবতা বিষ্ণুবস্তুর অনন্ত সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে পারে না। মহাজনকৃপাদত্ত দিব্যদৃষ্টি বা চিদ্দর্শনবলে জড়াতীত বৈকুণ্ঠ বৈভবের স্বরূপজ্ঞান লাভ হয়। সেবোন্মুখ জীবের চিত্ত যখন প্রাকৃত জগতের সমুদয় অক্ষজ অনুভূতি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অখণ্ড, অদ্বিতীয় পরমানন্দসমুদ্রের কৃপাবারি স্পর্শের জন্য অত্যন্ত আবেগোদ্বেল হইয়া উঠে, তখনই কৃপাময় শ্রীহরি তদীয় স্বপ্রকাশ স্বরূপের পরমোপাদেয়তা প্রকাশিত করেন। বহু বহু জন্মের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চিত না থাকিলে জীবের এই প্রকার সর্ব্বোচ্চ সৌভাগ্য লাভ হয় না।

আরও একটু স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে এই ভাবে বুঝিব যে,—যে চক্ষু নশ্বর জড়ীয় রূপ পানে উন্মত্ত, তাহা দ্বারা অধোক্ষজ বিষ্ণুতত্ত্বের দর্শনাশা সুদূরপরাহত। শাস্ত্র বলিতেছেন—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম॥" অর্থাৎ সূরিগণ অপ্রাকৃত দিব্যালোকবিভাসিত প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনের দ্বারা পরদেবতা বিষ্ণুর পরম পদ সতত সন্দর্শন করিতেছেন।

যে কর্ণ ফনোগ্রাফে নারীকণ্ঠের সুর তাল-লয়যুক্ত সঙ্গীতলহরীরূপ বিষ গ্রহণে ও শিশুর অর্দ্ধোচ্চারিত কলভাষণে বা প্রণয়িনীর প্রণয় সম্ভাষণের মধুরতায় আকৃষ্ট, সেই অসদাবিষ্ট শ্রবণেন্দ্রিয়ে কি প্রকারে ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিকথামৃত প্রবিষ্ট হইবে? যে নাসা আতর, গোলাপ অগুরুচন্দনের সৌগন্ধ বা বিষ্ঠামূত্রাদির দুর্গন্ধের ভোক্তা সাজিয়াছে, তাহা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণপাদাপিতা তদীয় তুলসীর কৃপাসৌরভে দক্ষ বা শ্রীঅচ্যুতপদারবিন্দের মকরন্দসৌগন্ধগ্রহণের যোগ্যতা লাভ করিবে? যে অসতী জিহ্বা ভগবন্নিবেদিত প্রসাদ বস্তু ব্যতীত চতুর্ব্বিধ রসের প্রভু হইয়া বসিয়াছে, তাহা কি প্রকারে বস্তুর স্বাদ অনুভব করিবে? যে ত্বক্ ভবসমুদ্র উত্তরণের হেতুস্বরূপ শ্রীবৈষ্ণবপদরেণুতে অথবা ভগবান ও ভগবদ্ভক্তের শ্রীপদরজঃপূত শ্রীধামরেণুতে বিভূষিত না হইয়া নানাবিধ বিলাসোপকরণ এবং সুবর্ণরজতাদির স্পর্শের জন্যই লালায়িত, তাহা কিরূপে অধোক্ষজ হৃষীকেশের কৃপাসান্নিধ্য অনুভব করিবার যোগ্য হইবে?

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর শ্লোক আছে। যথা:—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

এই শ্লোকটীর মর্ম্মার্থ এই যে, শ্রীভগবানের নামাদি জড়েন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বস্তু নহেন। সেবোন্মুখ অবস্থায় তদীয় নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি ভক্তের অপ্রাকৃত জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ে আপনা হইতেই প্রকাশমান হয়।

মনোধর্ম্মের প্রবঞ্চনায় মুগ্ধ আমরা অনেক সময় অন্যেন্দ্রিয়তোষণকেই ভগবদ্ভক্তি মনে করত ভক্তসজ্জায় সজ্জিত হইয়া অজ্ঞ লোকের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া থাকি, কিন্তু ভক্তির যথার্থ সংজ্ঞা সম্বন্ধে সুষ্ঠু জ্ঞান জন্মিলে বুঝিতে পারিব, উহা কতদূর আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাপূর্ণ। ঈশ্বরে পরানুরক্তিই 'ভক্তি' নামে কথিত হয়। নারদ পঞ্চরাত্র বলেন,—
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীহরির সেবাই ভক্তি। তাদৃশী ভক্তি ঔপাধিক অর্থাৎ দেহমনোধর্ম্মের ব্যবধানশূন্য, কৃষ্ণসেবার্থে অখিলচেষ্টাপর এবং নির্ম্মল, অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদির আবিলতায় পঙ্কিল নহে। আমাদের প্রত্যেকেরই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে, কিন্তু ঐ দশেন্দ্রিয়াধীশ একাদশ ইন্দ্রিয় মনই সমগ্র ইন্দ্রিয়গুলির চালক। মনের নিয়ামকত্বে ইন্দ্রিয়গুলি যে যাহার কার্য্য সম্পাদন করিতেছে সত্য অস্থির ও অস্থিমু। বিষয়াভিনিবিষ্ট মন যদি কৃষ্ণপাদপদ্মে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন থাকে, তবে তদধীন ভৃত্যস্বরূপেই ইন্দ্রিয়বর্গও ভগবৎসেবায় নিযুক্ত না হইয়া পারে না। মন অসদ্বিষয়ে আকৃষ্ট থাকাকালে যে ইন্দ্রিয়গুলি ভগবৎতত্ত্বে প্রবেশের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত থাকে, সেই সকল ইন্দ্রিয়ই সেবোন্মুখ শুদ্ধচিত্তের অধীনে সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া জীবের দেহধারণের পরম সার্থকতা প্রতিপাদন করে। পরম ভাগবত অম্বরীষ মহারাজের অপূর্ব্ব সেবাজীবনে এই তত্ত্বটী অতি সুষ্ঠুরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি শ্রীমুকুন্দদেবের সেবাতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যথা,—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশ পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥

নিম্নলিখিত শ্লোকটি সেবোন্মুখ চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের সেবাবৃত্তির চরম বিকাশ জ্ঞাপন করে,—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্। চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃপা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥৹ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵৹ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵৹ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠোপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সহিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

লাইবিয়ান মরুতে দুর্ঘটনা

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, কয়েকমাস পূর্বে মেজর ব্যাগনল্ড, একদল স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে এবং অনেকগুলি ঘোড়া ও উট লইয়া মিশরের লাইবিয়ান মরুভূমি অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন। মরুভূমিতে ভীষণ ঝড় আরম্ভ হয়। ফলে কে কোথায় চলিয়া যায়, তাহার আর কোন খোঁজ মেলেনা। মিঃ পি, এ, ক্লটন নামক জনৈক ইংরেজ একদল লোক লইয়া ইহাদের খোঁজে বাহির হন। তাহার চেষ্টায় কয়েকটী প্রাণ রক্ষা পায়।

তিনি যাইয়া দেখিতে পান মরুভূমির স্ত্রীলোক ছেলেমেয়ে এবং ঘোড়া ও উটের হাড় পড়িয়া রহিয়াছে। মরুভূমির মধ্যে একটী ট্র্যাকের ভিতর অনেকগুলি অর্দ্ধ উন্মত্ত আরবকে দেখিতে পান। এই ট্র্যাকে কুফ্রা মরুস্থান হইতে অনেকগুলি বেদুইন পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল।

ফেব্রুয়ারীর [illegible] মিঃ ক্লেটন মরু অভিযানকারীদের খুঁজিতে বাহির হন। তিনি [illegible] অনাহারী বেদুইনকে দেখিতে পান। [illegible] নিকট তিনি শুনিতে পান, আর তিনটী দল দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঘোড়া এবং উট লোকে খাইয়া ফেলিয়াছে। শিশু এবং স্ত্রীলোকগণকে শকুনের মুখে ফেলিয়া সমস্ত লোক কোথায় উধাও হইয়াছে।

মোট কতজন মারা গিয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে শেষ যে দলকে উদ্ধার করা হইয়াছে তাহার সংখ্যা ৪৯, প্রাথমিক সংখ্যা ছিল ৪২।

কংগ্রেস কর্ম্মী প্রহৃত

ভদ্রক এবং কটকে আবগারী দোকান সমূহে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ যখন শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চালাইতেছিলেন তখন ভেণ্ডারগণ স্বেচ্ছাসেবকদিগকে গুরুতর প্রহার করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বালেশ্বর জেলা কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুত গোকুলানন্দ মোহান্তও গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন, প্রকাশ, তাঁহার হস্তস্থিত জাতীয় পতাকা জোর করিয়া কাড়িয়া নিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

কংগ্রেস কর্ম্মীর কণ্ঠরোধ

কংগ্রেস কর্ম্মী বাবু বিজয়কৃষ্ণ দত্ত গত ২৩শে মে সন্ধ্যাকালে পাঁচথুপীতে কংগ্রেসের প্রচারকার্য্য সম্পর্কে ম্যাজিক লণ্ঠন যোগে বক্তৃতা করিতে উদ্যত হইলে তাঁহার উপর ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৩৬ ধারা অনুসারে এই মর্ম্মে নোটিশ জারী করা হয় যে, তিনি কান্দী মহকুমার মধ্যে কোন বক্তৃতা করিতে পারিবেন না।

হেড মাষ্টারকে প্রহার

গত ২২শে মে তারিখ নবিনগর হাই স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু যোগেশচন্দ্র গুপ্ত এম, এ,র উপর একটী কাপুরুষোচিত আক্রমণ হয়। প্রকাশ যে গত শুক্রবার রাত্রিতে তিনি যখন রেল গাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছিলেন সেই সময়ে পাঘাচঙ্গ ষ্টেশনে কতিপয় লোক তাঁহার কামরায় প্রবেশ করে এবং তাহাকে প্রহার করে। উহার ফলে যোগেশ বাবুর শরীরে কতকগুলি আঘাত লাগে। আততায়ীগণ পলায়ন করিয়াছে। যোগেশ বাবুকে কুমিল্লাতে চিকিৎসার জন্য পাঠান হইয়াছে।

স্ত্রী হত্যায় ফাঁসী

গত ২৩শে মে স্ত্রী হত্যার অপরাধে [illegible] জেলে জনৈক মুসলমানের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

এই লোকটি পূর্ব্বে একবার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। দণ্ড ভোগের পর ফিরিয়া আসিয়া সে দেখে যে তাহার স্ত্রী অপর কে ব্যক্তিকে নিকা করিয়াছে। স্ত্রীকে ফিরাইয়া আনিতে না পারিয়া ক্রোধে তাহাকে হত্যা করে। দায়রা জজের বিচারে তাহার ফাঁসী হয়।

গুজরাট রাষ্ট্রীয় সমিতি

সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ২৪শে মে প্রাতে আমেদাবাদ পৌঁছিয়া গুজরাট প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন জিলা হইতে আগত ৮০ জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। গুজরাটের বিভিন্ন স্থানে নির্ব্বাচনে কলহ বশতঃ সভা বেশ [illegible] ছিল। বহুক্ষণ বাগবিতণ্ডার পর ছয়টী স্থানের নির্ব্বাচন নাকচ করা হইয়াছে। এবং মিঃ মোরারজী, বলবন্ত রায়, ঠাকোরার এবং লালাকে লইয়া একটি তদন্ত সমিতি গঠিত হইয়াছে। বিশেষ ভাবে পরীক্ষার পর কয়েকটি জিলার আয় ব্যয়ের হিসাব [illegible] হইয়াছে।

সর্দ্দার বল্লভ ভাই সভাপতি এবং মিঃ মোরারজী ও দেওয়ান কোঠারি সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সর্দ্দার বল্লভ ভাই বারদোলী যাত্রা করিয়াছেন।

ধুবড়ীতে ভূমিকম্প

গত ২৪শে মে শেষ রাত্রি ৩-১৫ মিনিটের সময় ধুবড়ীতে ভূমিকম্পের প্রবল আঘাত অনুভূত হয়। তাহাতে লোকজন সন্ত্রস্ত হইয়া বিছানা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াছিল। এই পর্য্যন্ত ৪৫০ বার কম্পন হইল।

কংগ্রেস সেক্রেটারী গ্রেপ্তার

২৮শে মের সংবাদে প্রকাশ যে, ত্রিকন্দী কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারি বাবু মনোরঞ্জন [illegible]কে গ্রেপ্তার করিয়া [illegible] লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাহাকে অর্ডিন্যান্সের বলে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

[illegible]দের সভা

[illegible]

শিলচরে মহিলা সভা

[illegible] সম্প্রতি [illegible] এবং [illegible] মহিলা [illegible] নারী মঙ্গল সমিতির [illegible] প্রমুখ [illegible] প্রভৃতি [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] অভ্যর্থনা করেন। তাঁহাদিগকে [illegible] বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। অপরাহ্নে নারীকল্যাণ বালিকা বিদ্যালয়ে একটি মহিলা সভা হয়। [illegible] কামিনীকুমার চন্দের পত্নী শ্রীযুক্তা [illegible] নেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। [illegible] সম্প্রতি [illegible] সভা আর হয় নাই সুতরাং সভার বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। আসাম নারী মঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে আগত মহিলাদিগকে মানপত্র প্রদান করা হয়। তাঁহারা শিলচর জিলার নারীদিগকে পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়া মাতৃভূমির মুক্তির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে, খদ্দর পরিতে, চরকা কাটিতে, এবং সন্তানদিগকে মাতৃভূমির জন্য সৈনিক হইতে শিক্ষা দিতে বলেন। তাঁহারা রাত্রিতে দুধাউড়া গমন করেন।

চাল্তার গুণ বিচার

আয়ুর্ব্বেদে চাল্তার সাধারণ গুণাগুণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—চাল্তা বিষ, স্ফোটক, ব্রণ বিদীর্ণ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তনাশক এবং কেশের হিতকারক। সুতরাং চাল্তা যে কিরূপ উপকারক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তারপর উক্ত হইয়াছে যে পক্ক চাল্তা বিষ্টম্ভী [illegible] এবং পিত্ত কফ ও বহুদোষ নাশক। আর [illegible] কফকারক, শীতবীর্য্য ও গুরু।

[illegible] অভিজ্ঞ চিকিৎসক তিনি চাল্তার [illegible] উহার মোরব্বা ও [illegible] প্রস্তুত করার যে বিবরণ [illegible], নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইল।

চাল্তার মোদক

[illegible] — ১ ছটাক

[illegible] — সিকি তোলা

[illegible] আমলকী চূর্ণ — ২॥ তোলা

[illegible] — ।/০

[illegible] মিশিয়া মোদক করিয়া অন্নাদি আহারের পর [illegible] সেবা।

[illegible] আমরক্ত পীড়া দূর হয়। [illegible] আহার কালে চাল্তার অম্ল বা চাল্তার গুঁড়া অল্প চিনি বা মিছরি [illegible] উপকার ঘটে।

চাল্তার মোরব্বা

চাল্তার গুড়া—	⁄১ সের
চিনি বা গুড়—	⁄॥ সের
[illegible] চূর্ণ —	আধ ছটাক
[illegible] —	১ তোলা
[illegible] লবণ—	২ তোলা

আবদ্ধ পাত্রে সাতদিন রাখিয়া চাপিয়া রস বাহির করিতে হয়। তৎপর রস পরিত্যক্ত পদার্থ ভাল সরিষার তৈল দ্বারা অর্দ্ধ নরম করিয়া আবদ্ধ পাত্রে রাখিতে হইবে। ইহা সেবনে আহারে রুচি ও পরিপাক শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

সবাক চিত্রে মহাত্মার বাণী নিষিদ্ধ

মহাত্মা গান্ধী খদ্দর সম্পর্কে যে বাণী প্রদান করিয়াছেন, তাহা ভারতীয় সবাক চিত্রে সুরাটের লক্ষ্মী সিনেমা গৃহে প্রচারিত হইতেছিল। কর্তৃপক্ষ হঠাৎ উক্ত চিত্র প্রদর্শন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

সর্বভক্ত ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সুবর্ণ সুযোগ বেশী দিন আর থাকিবে না

— কেন না —

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়ের

৫০ বাৎসরিক আনন্দোৎসব বা স্বর্ণ জুবিলী শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই। এই উৎসব শেষ হইলেই স্বর্ণ আচ্ছাদিত "শক্তি-সঞ্জিবনী বটীকা" পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত ১২৲ টাকা মূল্যেই বিক্রয় হইবে। ৩১শে মে পর্য্যন্ত উহা ৮৲ টাকায় পাওয়া যাইবে। এই বটীকা এক কথায় বলিতে গেলে নবযৌবন দান করিতে সমর্থ। স্বর্ণ জুবিলীর কথা উল্লেখে আজই মনিঅর্ডারে ৮৲ টাকা পাঠাইয়া উহার এক কৌটা লউন। সত্বর হউন। বিলম্বে নিরাশ হইবেন। ১লা জুন হইতে ১২ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইবে।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত ... মিত্র, ১১৭, সোণাগাছি ষ্ট্রীট, ... কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ... ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার ...) ... ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইসেন্স ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘণীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অপ্রাপ্ত শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, ... প্রভৃতি সকল সত্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"... ঘৃত"

... রোগ ... দ্বারা আরোগ্য ... মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"... বটিকা"

... মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

... কেশবতী

... হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া আধমরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, স্বপ্নদোষ, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অম্ল এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, স্বল্পরজ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রিক সলিউসন ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রত্যহ পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটি ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১।০ টাকা মাত্র।

সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা।

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—শ্রী কুঞ্জ বাবু ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম, এস, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম-মায়াপুর—১৬ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার—১৩৩৮

অভিমান

"অমুক গৃহের আমি ভর্ত্তা ও পালয়িতা", আমি সমাজের বা দেশের নেতা ও ফলবিধাতা", "আমি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দার", "আমি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর" ইত্যাদি প্রকার দম্ভসূচক জড়াভিমানের বাক্য এই বিবদমান যুগে প্রচুর পরিমাণে কথিত হয়। এই দৃষ্টান্তগুলি যে পরিমাণ গর্ব বা দম্ভের ব্যঞ্জক, তাহা অপেক্ষা আরও অধিক পরিমিত দাম্ভিকতার ভাব জগতে প্রচলিত আছে।

ভগবানই সকলের কর্ত্তা ভর্ত্তা, নেতা, বিধাতা এবং তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, যথা গীতা,—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।" যাহারা জন্ম মৃত্যুর অধীন ও আধি-ব্যাধির দ্বারা সতত সন্তপ্ত হইবার যোগ্য, সেই সমুদয় ক্ষুদ্র শক্তিশালী জীব যখন জড়াভিমানে স্ফীত হইয়া ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের আসনে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত মনে করেন, সেই প্রকার প্রলাপবক্তাদিগকে জড়াভিমানের সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে উপনীত মনে করিতে হইবে। তাহাদিগের তুল্য ভগবৎ চরণে অধিকতর অপরাধী আর কেহ হইতে পারেন না। এতাদৃশ গর্ব্বিত সোঽহংবাদিগণ কি কখনও আপনাদিগের ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিবেন না?

স্বসুখতৎপর ব্যক্তিগণই জড়াভিমানী ও ভগবৎসুখ-সাধনেচ্ছুব্যক্তিগণ চিদভিমানী। স্বসুখনিষ্ঠা চতুর্ব্বিধ, যথা—(১) ধর্ম্ম (স্বর্গসুখ-প্রাপক পুণ্যকার্য্য) মূলক, (২) অর্থ-(ঐহিক সুখের সহায়ক ধনজনাদি অর্জ্জন ও রক্ষণাবেক্ষণপর কর্ম্ম) মূলক, (৩) কাম-(ইন্দ্রিয়তর্পণসাধনকর্ম্ম) মূলক এবং (৪) মোক্ষ (ভবসাগরে শান্তিসুখজনক কর্ম্ম) মূলক। প্রতিষ্ঠাশারূপ যে দুর্ব্বাসনা, তাহা কামেরই অন্তর্গত এবং ন্যূনাধিকরূপে সমগ্র জড়াভিমানীদিগকে গ্রাস করিয়াছে। ইহার দুঃসাহস এত অধিক যে, ভক্তিপথের পথিক-দিগের হৃদয়েও প্রবেশ করিবার যত্ন করে, কিন্তু ভক্তিদেবীর কৃপায় তাঁহারা ইহাকে দূরে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হন। অতএব যিনি প্রতিষ্ঠাপর নহেন, তিনিই চিদভিমানী ভক্ত বা বৈষ্ণব, যথা মহাজনবাক্য—

"কনক কামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত বৈষ্ণব।"

জড়াভিমানী ব্যক্তিগণ প্রতিষ্ঠাশার বশবর্ত্তী হইয়া যে প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন, তাহা বর্ণনাতীত, অনেকে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত নহেন। একটী দৃষ্টান্ত বর্ণন করিতেছি, যাহা পাঠ করিলে হৃৎকর্ণ উদিত হইতে পারে। একদা কোন দেশে এক সম্রান্ত ব্যক্তিকে জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী পথিমধ্যে বেত্রাঘাত করেন এবং সেই অপরাধে তদ্দেশীয় প্রধান বিচারপতি কর্ত্তৃক পুলিশ কর্ম্মচারীর দুই টাকা জরিমানা হয়। বেত্রাঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিচারে সন্তুষ্ট না হওয়ায় পায়ের জুতাদ্বারা আদালতের ভিতরেই বিচার-পতিকে সজোরে প্রহার করেন ও সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটী টাকা জরিমানাস্বরূপে এজলাসে রাখিয়া দেন। বিচারপতি দেখিলেন, পূর্ব্বের অনুপাতে প্রচুর জরিমানা দেওয়া হইয়াছে। তন্নিমিত্ত জুতার দ্বারা প্রহার কর্ত্তাকে ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর কি করিয়া ঐ নিদারুণ অপমান সহ্য করা যায় ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিলেন ও তৎসাহায্যে নিজ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অপমানজনিত দুঃখের শান্তি করিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত জড়াভিমানদ্যোতক শ্লোক দুইটী বর্ণে বর্ণে সত্য।

"মানো হি মূলমর্থস্য মানে মানধনেন কিম্।
প্রভ্রষ্টমানদর্পস্য কিং ধনেন কিমায়ুষা॥
অধমা ধনমিচ্ছন্তি ধনমানৌ হি মধ্যমাঃ।
উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানো হি মহতাং ধনম্॥"

ধন ও মানের যাহারা প্রার্থী, তাহারা অন্যের প্রতি হিংসা করিতে বাধ্য। সুতরাং তাহারা মৎসর। একমাত্র চিদভিমানী ভক্তগণই নির্ম্মৎসর। তাঁহারাই মান ও ধনকে তুচ্ছবোধে অন্যকে তাহা অকুতোভয়ে দিতে সমর্থ, সেই জন্য জগদ্গুরু শ্রীমদ্ গৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

জড়াভিমান সত্ত্বেও কেহ মানব-জীবনের চরম ভূমিকার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে সমর্থ নহে। জাত্যভিমান, বিদ্যাভিমান, রূপাভিমান এবং ঐশ্বর্য্যা-ভিমান ভক্তিপথের কণ্টক। শ্রীমদ্ গৌর-সুন্দরের দ্বিতীয়স্বরূপ এবং বিলাসমূর্ত্তি শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু, তিনি স্বয়ং নির্ম্মল ভগবত্তত্ত্ব হইয়াও লোকশিক্ষার্থে যে প্রকার জড়া-ভিমানরাহিত্যসূচক লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইতেছে, যথা—

"অভিমান শূন্যভাবে নগরে বেড়ায়।
অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়॥
যারে দেখে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥"

শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুর পদাকচারী অসাধারণ পণ্ডিত ও ভক্তচূড়ামণি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডিপাদ যে কি প্রকার জড়াভিমানশূন্য ছিলেন, তাঁহার নিজ রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটীই তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য দিতেছে,—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ, সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

দাম্ভিক ব্যক্তিসকল সমাজের কলঙ্ক। অসচ্চরিত্রতারূপ বিষবৃক্ষবীজ তাহা-দিগের কর্ত্তৃকই সরল মানবহৃদয়ে রোপিত হয়। যাহারা তাহাদিগের পদাঙ্কানুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন বা হইবেন, দেহান্তে তাহারা ভীষণ মহারৌরব নামক নরকে নীত ও যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক নিদারুণভাবে দণ্ডিত হইবেন। অতএব "অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার" রূপ মহাজনগণের আদেশ শিরে ধারণপূর্ব্বক তাহাদিগের সঙ্গ কালবিলম্ব না করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই ভক্তিপথে প্রবেশের প্রথম দ্বার। পরে "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্য-সংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ" এই পরমকল্যাণ আবাহনকারী সিদ্ধান্ত বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া সাধুসঙ্গ ও তাঁহাদিগের মুখবিগলিত হরিগুণগাথা শ্রবণ করিতে করিতে ভোগমোক্ষমূলা অনর্থ চেষ্টা সমূহকে নিরাস করিতে হইবে। অন্তে যখন হৃদয় অনর্থশূন্য হইবে, তৎকালে সেই সঙ্গে হৃদয়ে হৃদ্বিহারী শ্রীহরির দর্শন ও চিদভিমানের বিমল নিত্যানন্দপ্রদ জ্যোতি অনুভূত হইবে। "সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।" মানব জীবনের ইহাই সর্ব্বোচ্চভূমি। কবির দাস নামক জনৈক ভক্ত বলিতেন, "রাজা রাণা না বড়া। বড়া যো সুমীরে রাম।" অর্থাৎ রাজা বা ধনী কেহই বড় লোক নহে, যিনি শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় দেহ মন ও প্রাণ সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কেবলমাত্র তিনিই বড় ও সর্ব্বলোকপূজ্য।

বায়ু একটী সূক্ষ্মজড়তত্ত্ব। সাধারণ মানবগণ তাহাকে কোন গুরু পদার্থ বলিয়া বুঝেন না। পরন্তু তাহারা ইহাকে অতি হাল্‌কা পদার্থ বলিয়াই জানেন। পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান সেই ভ্রান্তি কাটাইবার জন্য বলিতেছেন যে, বায়ুর গুরুত্ব এত অধিক যে, যদি উহাকে অধোমুখজলসংলগ্ন ও ঊর্দ্ধমুখ কোন কূপের সুদূর বহির্দ্দেশে অবস্থিত, একটী লৌহনির্ম্মিত নলের অভ্যন্তরদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত করা যায়, তৎ-কালে আমরা দেখিতে পাইব যে, কূপের নিম্নদেশস্থিত জলরাশি উহার বহির্দ্দেশে চলিয়া আসিতেছে। ইহা হইতে প্রতি-পন্ন হইতেছে যে, বায়ুর চাপে জলরাশি ঘনীভূত হইয়া অবস্থান করিতে বাধ্য হয় এবং উহার ভার উঠাইয়া লওয়া হইলে জলরাশি আপন স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত হইতে সমর্থ হয়। বায়ুর যেরূপ গুরুত্ব-ভার সাধারণ মানববুদ্ধির অগোচর, তদ্রূপ জড়াভিমানজনিত অসৎ চিন্তার গুরুত্ব মায়ান্ধ ব্যক্তি সকল বুঝিতে অক্ষম। জলের আশায় কূপ খনন করিতে হইলে মৃত্তিকা ও বালুকার স্তর ভেদ করা সামান্য যন্ত্রের দ্বারা সম্ভব; কিন্তু কঠিন প্রস্তরের স্তর ভেদ করিতে হইলে "ছেনি" ও "ডিনামাইট"রূপ উত্তম যন্ত্রের প্রয়োজন। বাহ্য বিষয় দুঃখমিশ্র, ক্ষণিক সুখপ্রদানে সমর্থ। বিমল নিত্যানন্দবারি পান করিতে যাঁহারা চাহেন, তাঁহাদিগের নিজ নিজ চিত্তগুহাকে খনন করিতে হইবে। খনন কালে সাধুসঙ্গরূপ "ছেনি" ও ভগবৎসেবারূপ "ডিনামাইট" দ্বারা জড়াভিমানরূপ কঠিন প্রস্তরসদৃশ অনর্থ ও গুরুভার বায়ু অসৎ চিন্তার পরিহার করিতে হইবে।

'আনন্দ-গীতি'

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

আনন্দেরি যজ্ঞশালায়, মোদের নিমন্ত্রণ।
আয়রে আজি, আয়রে ছুটে, যতেক দীনজন॥
প্রণিপাত আর পরিপ্রশ্ন সেবার উপায়ন।
(আন) তারই সাথে, অননন্য চিত্ত
ব্যাকুল প্রাণ॥
ডাকেন এরে দয়াল নিতাই, আয়না ছুটেরে!
অমৃতের ঐ অমলধারা যায় যে বয়েরে॥
জিনবি কেরে ভবের জ্বালা, শোক-
মৃত্যু ভীতি?
দেখ্‌না চেয়ে অন্ধনয়ন, গোলোকের ঐ
জ্যোতি॥
ও লুব্ধমন, দিশেহারা, ঘুরছো কতই হায়।
এবার এস, চাও যদি হিত, এস নিতাই পায়॥
(শুধু) শ্রদ্ধামূলে অমূল রতন কিনতে যদি সাধ
আয়রে ফেলে সংসারের ঐ মুটেগিরি সাজ॥
ভূতের বেগার খাটছ কত, প'রে ভূতের বেশ
করছো তামিল দিনারাতি বিদেশী আদেশ॥
আপন দেশের মধুর গাথা শুনবি নাকি রে!
ওরে পথিক আয় তবে আয় আয়রে বেগে রে
মরণসাগর পার হয়ে কে হবিরে অমর?
(আজ) অমৃতেরি পরম অংশে তাদের অধিকার
মুখে লয়ে স্বাধীন দেশের বৈজয়ন্তী গীথা।
মৃত্যু যিনি বরবো মোরা নিত্য অমরতা॥

নীলাম ইস্তাহার

প্রথম মুন্‌সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই জুন ১৯৩১

(১)

১১১৬ মনিজারী ৩১ দাবি ১৭০॥০

শ্যামাচরণ মজুমদার সাং বড়-কান্দোয়া

দেঃ হরেন্দ্র নাথ সাহা দিং সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার সামিল কান্দোয়া গ্রামে নৃসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী দিং সেরেস্তায় ৪৬ খতিয়ানের -৩৫ শতক জমি ১৫/০ মোকররী জমা মায় খড়য়াঘর ৫ খানা মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় ২১, ৫১, ৬, ৫০, ৫৭ খতিয়ানের ৫·৫৮ শতক জমি ১৩৫.০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় ১৩৭ খতিয়ানের ১-০৯ শতক জমি ১৬০/৫ মোকররী জমা মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তায় ১৩৮ খতিয়ানের ৩-৫১ শতক জমি ২৬৫ জমা মূল্য আঃ ২০৲

৫। ঐ থানায় বিলবমু লক্ষ্মী মৌজায় ঐ মালিক সেরেস্তায় ২১ খতিয়ানের ২-০৮ শতক জমি ১১৷৷০ মূল্য আঃ ১৫৲

(২)

৪১২ মনিজারী ৩১ দাবি ১০৪৷৵০

বিধু ভূষণ দত্ত সাং দেবগ্রাম

দেঃ এরফান মোল্লা সাং ডিঙ্গল পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ সামিল ডিঙ্গল গ্রামে ডিক্রীদার অধিনে ২১ খতিয়ানের -০৫ শতক জমি ১৲ জমা মায় গৃহাদি মূল্য আঃ ১৫৲

(৩)

৩৯৮ মনিজারী ৩১ দাবি ১১৩৵৩

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ কেপাই সরদার সাং ইটনা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল ইটনা গ্রামে ৭২০।৭২১ খতিয়ানের ৩-৬০ শতক নিষ্কর জমি মায় বাসঘর ৭ খানা ইত্যাদি সাজ সরঞ্জাম মূল্য আঃ ৩০৲

(৪)

৪২৫ মনিজারী ৩০ দাবি ২৪৪।৴৯

ডিঃ সেখ করিম বক্স সাং সমুদ্রগড়

দেঃ পাচু মণ্ডল দিং সাং মাঝের-চড়া পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ অন্তর্গত মাঝেরচড়া গ্রামে জ্ঞানেন্দ্র মোহন ভাদুড়ী সেরেস্তায় ।১ কাঠা জমি ১৷৵০ জমা মায় ঘর ইত্যাদি সাজ সরঞ্জাম মূল্য ৫০৲

(৫)

৩৯৭ মনিজারি ৩১ দাবি ৪৫৷৵৩

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী দিং সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ মেছেল সেখ পেয়াদা সাং কাঞ্চিরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর অধিন স্বর্ণবিহার গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ৭৮০।৭৮১ খতিয়ানের ১·৮৬ শতক একোত্তর জমি মূল্য আঃ ২০৲

(৬)

৫২৯ মনিজারি ৩১ দাবি ১৮৬৴

ডিঃ ভূজঙ্গরাম পাঞ্জাবী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ ফনিভূষণ লাহা সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী অধিন নিজ গোয়াড়ী গ্রামে তারকনাথ সরকার দিং অধিন ৩৪২ খতিয়ানের -২০ শতক জমি ৭৫/০ জমা দেঃ ।০ আনা অংশ মায় পাকা ইমারত সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০০.

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তায় ৩৪২ খতিয়ানের ১-১ শতক জমি ৩৸০ জমা মায় পাকা কোঠাঘর সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য আঃ ৫০৲

(৭)

১৫০ মনিজারী ৩১ দাবী ৩৬১৷ ৬

ডিঃ কুমারখালি ব্যাঙ্কিং করপোরেশান লিঃ

দেঃ দুর্গাচরণ বিশ্বাস দিং সাং কুষ্টিয়া পোঃ কুষ্টিয়া

থানা কুষ্টিয়ার অধিন বাহাদুরখালি গ্রামে ৪৯২ খতিয়ানের -৮ শতক জমি ১০।০ কায়েমী জমা মায় পাকা ইমারত ইত্যাদি মূল্য ২০০৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে ৪২৫ খতিয়ানের ·১৬ শতক জমি ১০৲ জমা মায় পাকা ইমারত সাজ সরঞ্জাম মূল্য ২০০৲

(৮)

১১০৬ মনিজারী ৩১ দাবি ১৪৬।৩

ডিঃ ভোলারাম, ব্রজলাল আগরওয়ালা পোঃ দেবুয়াডহরা

দেঃ দাসারথদাস ঘোষ সাং বৃত্তিহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল বৃত্তিহুদা মৌজায় কানাইলাল সিংহ দিং সেরেস্তায় ৩৭২—৩৭৭ খতিয়ানের ৮-৯২ শতক জমি ও লক্ষ্মীগাছা মৌজায় ৬৩৪।৬৩৫ খতিয়ানের ১·১২ শতক জমি ২৬৸৵ জমা ইহাতে দেঃ করিম খাঁর অধিন ।০ অংশের মূল্য আঃ ২৫৲

(৯)

১১০১ মনিজারী ৩১ দাবি ১৮৯৷৷৵৩

ডিঃ সাজিৎ মণ্ডল সাং নয়পাড়া

দেঃ আমোদ মণ্ডল দিং সাং বৃত্তিহুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল লক্ষ্মীগাছা ও বৃত্তিহুদা গ্রামে কানাইলাল সিংহ দিং সরকারে ৬৩১ ও ১১৬ খতিয়ানের মোট ২ মৌজায় ৬·৬৬ শতক জমি ১১।৴১০ রায়তী মোকররী জমা দেঃ ৷৷৵১৩।—অংশ আঃ মূল্য আঃ ১০০৲

(১০)

১১১৩ মনিজারী ৩১ দাবি ২৬৫৸৵৯

দেঃ রসুল মণ্ডল দিং সাং ছোট আন্দুলিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার সামিল ছোট আন্দুলিয়া গ্রামে নগেন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী অধিন ৭৩ খতিয়ানের ৪·৪৬ শতক জমি উটবন্দি জোত মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানা লক্ষ্মীগাছা গ্রামে লাল মোহন পাল অধিনে ৫৭৩ খতিয়ানের ৩-০১ শতক জমি ৯৲ রায়তী জমা মূল্য আঃ ৫০

৩। ঐ থানার ছোট আন্দুলিয়া গ্রামে নগেন্দ্র পাল চৌধুরী অধিন -৮৯ খতিয়ানের ৩-১৩ শতক জমি উটবন্দী জোত মূল্য আঃ

(১১)

৪০৯ মনিজারি ৩১ দাবি ৮১০৷৷৬

ডিঃ কৃষ্ণলাল সাহা দিং সামীর কারম মোং ২৩নং বড়বাজার সরকার লেন ইষ্ট কলিকাতা

দেঃ প্রসন্নকুমার সাহা দিং সাং মোহনপুর পোঃ ঐ ত্রিপুরা

থানা নবদ্বীপের সামিল নবদ্বীপ গ্রামে দয়ালরাম মহাপ্রভু অধিনে ০৫ শতক জমি ১৸০ জমা মায় পাকা ইমারতাদি সাজসরঞ্জাম মূল্য আঃ ৫০০

(১২)

৩০০ মনিজারি ৩০ দাবি ৭৪৸৩

ডিঃ বিধুভূষণ দত্ত সাং দেবগ্রাম

দেঃ মনোহর মল্লিক দিং সাং বসরখোলা পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ সামিল বসরখোলা গ্রামে রাসবিহারী মণ্ডল দিং অধিনে ৫৯ খতিয়ানের ১·০১ শতক জমি জোত জমা মূল্য আঃ ৩০৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে মেছের আলী মণ্ডলের অধিনে ২৪৭ খতিয়ানের ·৭৬ শতক জমি ১৲০ জমা মূল্য ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামের রাসবিহারী মণ্ডল দিং সরকারে ৬০ খতিয়ানের ১·১৯ শতক জমী ৩/৬ জমা দেঃ ৷৷০ আনা অংশ মূল্য আঃ ২০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় ৬১ খতিয়ানের -৮৬ শতক জমি ১৲ মোকররী জমা মূল্য ৩০৲

৫। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ওয়াজ মল্লিকের অধিন -৫০ শতক জমি ৸০ জমা মূল্য আঃ ২৲

৬। ঐ থানায় ঐ গ্রামে রাসবিহারী মণ্ডল অধিন ২১১ খতিয়ানের ১২ ৯২ শতক নিষ্কর চাকরান জমি মূল্য আঃ ১০৲

(১৩)

২০২ মনিজারী ৩১ দাবি ১০৫৲

ডিঃ মন্মথনাথ দে সাং খাগরা বহরমপুর

দেঃ নন্দগোপাল পাল সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালী অধীন নেদেরপুকুর গ্রামে ।০ কাঠা জমি মায় পাকা কোঠাঘর মূল্য ৫৲

(১৪)

৫৩১ মনিজারী ৩১ দাবি ১৫৮৮৷৷৵৬

ডিঃ সুরেন্দ্রনাথ সরকার সাং ৯৯ নং বেচুচাটার্জি লেন

দেঃ মোজহরদ্দিন পোদ্দার দিং সাং আড়িয়া পোঃ মিরপুর

থানা দৌলতপুর আড়িয়া গ্রামে নদিয়ার প্রসাদ সেন দিং সেরেস্তায় ৭১ খতিয়ানের লিখিত ৷৷৵১৩।— অংশে ১৬-৯৭ শতক জমি ৫।৵৮। জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় আড়িয়া মৌজায় ৮৭ খতিয়ানের ১১·৩০ শতক, নাজিরপুর গ্রামে ৮৫ খতিয়ানের ৪-৭৭ শতক ও পোলা মৌজায় ২৩৮ খতিয়ানের ·১৪ শতক মোট ১৬·২৩ শতক জমির ৷৷৵১৩।— অংশে ১০·৮২ শতক জমি ১২৸৵৩ $\frac{২}{৩}$ পাই জমা মূল্য আঃ ১৫০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধিন ১০২ খতিয়ানের ৬.৮৬ শতক ও নজিপুর গ্রামের ৮০ খতিয়ানে ৩-৩৫ শঃ মোট ১০·২১ শতক জমি ৷৷৵১৩।—অংশে ৬·৮১ শতক জমি ১৭/০ রায়তী মোকররী জমা মূল্য আঃ ৭৫৲

৪। ঐ থানা নজিপুর মৌজায় ঐ মালিক অধিন ৯৫।৯৬ খতিয়ানের ১-৩০ শতক জমির ৷৷৵১৩।—অংশে ·৮৭ শতক জমি ৵১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

৫। ঐ থানায় আড়িয়া গ্রামে ঐ মালিক অধিন ৪২৯ খতিয়ানের ৬·৮৫শঃ জমির ৷৷৵১৩।—অংশে ৪·৫৭ শঃ নিষ্কর জমি মূল্য আঃ ৪০৲

৫। ঐ থানা ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় ১১ খতিয়ানের -৪০ শতক জমি ॥৯ জমা দেঃ ৵৪৬৴২ তিন অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(২৮)

১৩১৬ মনিজারি ৩১ দাবি ১০২৬৵৩

ডিঃ কায়েম আলি মণ্ডল সাং সাধুঘাটা

দেঃ খোকা দত্ত পক্ষে উকিল মনিন্দ্র নাথ ঘটক মোং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা চাপড়ার সামিল বাঁশবেড়িয়া গ্রামে বদরীনারায়ণ চেৎলাজিয়া সেরেস্তায় ১৯৮—৩০৩ খতিয়ানের -৫৫ শতক জমি ২।৵০ জমা মায় ৮ চালাঘর ১ খানা সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য আঃ ৫০৲

(২৯)

৫৬৩ খাংজারি ৩০ দাবী ১১৯৸৵৩

ডিঃ শৈরিশ চন্দ্র রায় বাহাদুর সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ বিশ্বমল্লিক সাং কালীনগর পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় তেঘরি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪০১ খতিয়ানে ১৩৷৵০ জমীর দখলস্বত্ব জমা.মূল্য ২৫৲

(৩০)

৫৫৫ খাংজারী ৩০ দাবী ৩৪।৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ রসিক দফাদার দিং সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ৫৫৭২ খতিয়ানে .৯ শতক জমী ৩৲ জমা দেঃ ৵১৩৷—অংশ মূল্য ১৫৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে অমূল্য চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সেরেস্তায় ৫৪৪৯ খতিয়ানের .৬৩ শতক জমি ৫৲ রায়তী জমা মূল্য ১০৲

(৩১)

১৮০৬ খাংজারী ৩০ দাবী ১৩৷৴৯

ডিঃ অপূর্ব্বকৃষ্ণ রায় দিং সাং সুজাপুর

দেঃ নেতুমল্লিক দিং সাং ধাওরেডাঙ্গা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় এড়েন্ডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১৯ খতিয়ানে .১০শতক জমীর ৮৵৩ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩২)

২১১৬ খাংজারী ৩০ দাবী ৪০॥৵৯

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ অয়েদালী সেখ দিং সাং মিড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় মিড়াগ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৭৬ খতিয়ানে '৭৫ শতক জমী ওটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩৩)

৬ খাংজারী ৩১ দাবী ১৬৴০

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী সাং বোয়ালমারি

দেঃ বিহারী ঘোষ সাং চৌগাছা পোঃ কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ থানায় সরডাঙ্গা গ্রামে যোগমায়া দাসী দিং অধীন ৪০০।৪০১ খতিয়ানে ৪.৮৬ শঃ জমীর ১৫৲১৭॥ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৪)

৪৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৮৩৵৩

ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ সেন দিং সাং মাটীয়ারী

দেঃ মির মহাফেজ আলি দিং সাং রাউতারা শান্তি পোঃ কালীগঞ্জ

কৃষ্ণনগর থানায় রাউতারা গ্রামে ডিক্রী-দার অধীন ২৪১ খতিয়ানে ৪.৬৮শঃ জমীর ১১৷৵৫ জমা মূল্য আঃ ৭০৲

৩৫

৭১ খাংজারী ৩১ দাবী ২৩৷৵৩

ডিঃ মন্মথনাথ সরকার দিং সাং গোবিন্দপুর

দেঃ বাহার সেখ দিং সাং পাচখোলা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় পাচখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৯৯ খতিয়ানে '৬৮শঃ জমী ৫৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৬)

৮৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৫০৷৴৯

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ বিভূতি মোদক সাং মোল্লাপাড়া পোঃ শ্রীমায়াপুর

কোতয়ালি থানায় উমিদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১৩ খতিয়ানে ১.৫৪শঃ জমীর ৩৮৵৩ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৩৭)

১৫৫ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৬৵৯

ডিঃ রামরেণু বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাটীয়ারী

দেঃ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং কামদেবপুর পোঃ মাটীয়ারী

কালীগঞ্জ থানায় কামদেবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪।৭১।৭২ খতিয়ানে ৩.৫৮ শঃ জমী ৬৮৵৯ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৮)

১৫৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৫৯৮৵৩

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিন-বাজার

দেঃ কিনু মণ্ডল দিং সাং হাতিশালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় হাতিশালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭৯ খতিয়ানে ৪-৪০শঃ জমী ৮৲৩ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩৯)

১৬৭ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫॥৵৩

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ রায় দিং সাং কাঠালপোতা

দেঃ রইচ উদ্দিন বিশ্বাস দিং সাং হাঁসাডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় চৌগাছা হাঁসাডাঙ্গা গ্রামে জয়দুর্গাদাসীর অধীন ২২৫ খতিয়ানে ২-৮২ শঃ জমী মূল্য আঃ ১০৲

(৪০)

১৯২ খাংজারী ৩১ দাবী ২৫৷৴৯

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ আলেমান বিবি দিং সাং নূতনগ্রাম পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় উমিদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৪৮ খতিয়ানে -৪১শঃ জমী ৮৵৩ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪১)

২১৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৬০৸৩

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দিং সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ অবনিমোহন চক্রবর্ত্তী সাং ও পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৩১।১৪৪৩১ খতিয়ানে ১-১৬ শতক জমী মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানা ঐ গ্রামে ফণিভূষণ সরকার অধিনে ২৫৬ খতিয়ানের -১৭ শঃ জমি ১৷-জমা মূল্য ৫৲

৩। ঐ থানা ঐ গ্রামে ৪৮৮ খতিয়ানের ১৷০ ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য ৫৲

৪। ঐ থানা ঐ গ্রামে হরিনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ব্রহ্মত্তর অধিন ১ কাঠা জমি মায় ভগ্ন কুঠারী সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য ৫০৲

৫। ঐ থানায় রাইপুকুর গ্রামে ১০৭—১০৯ খতিয়ানের ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য ১০৲

(৪২)

২৭৩ খাংজারি ৩১ দাবী ৬৯৵৩

ডিঃ জিতেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ বেছের সেখ দিং সাং সিংহাটী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালি থানায় সিংহাটি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৭ খতিয়ানে ৪-৯৬ জমি ১২৴৭ জমা মূল্য আঃ ৩৬৲

(৪৩)

২৭৭ খাংজারি ৩১ দাবী ১০৮৷৴৯

ডিঃ তারাপদ সরকার সাং গোয়াড়ী

দেঃ হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং ভাণ্ডারকোলা পোঃ মহৎপুর

কৃষ্ণনগর থানায় আমসিউড়ি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৫০—১৬২ খতিয়ানে ৯-৭৭ শতক জমী ১৬৲ জমা মূল্য ৩০৲

(৪৪)

৩২০ খাংজারি ৩১ দাবী ১১।৶

ডিঃ সরোজরঞ্জন পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ নজিবন্নেছাবিবি সাং মীরা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় হাজরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ২৩৫ খতিয়ানে ১-৯শঃ জমী মূল্য আঃ ৫৲

(৪৫)

৩২১ খাংজারি ৩১ দাবী ১৬৷৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ ফকির মণ্ডল সাং হাজরাপোতা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় হাজরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৮৮ খতিয়ানে ৩-২৮ শঃ জমীর ৬॥৪ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪৬)

৩২২ খাংজারী ৩১ দাবী ১১৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ নিমাইচন্দ্র প্রামাণিক সাং সেজুয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় সেজুয়া গ্রামে ত্রিগুণা-প্রসাদ পালচৌধুরী অধীন ৬৩৫ খতিয়ানে -৭৮শঃ জমী মূল্য আঃ ৫৲

(৪৭)

৩২৩ খাংজারি ৩১ দাবী ১৬৴৩

ডিঃ ঐ

দেঃ সাবিত্রী দাসী সাং সেজুয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় সেজুয়া গ্রামে ডিক্রী-দার দিং অধীন ৭২৭ খতিয়ানে ২-৭৪ শতক জমীর ৫।৵৮ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪৮)

৩৩৯ খাংজারী ৩১ দাবী ২০৮৵৩

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ভাদুড়ী দিং সাং শ্রীরামপুর হুগলী

দেঃ নকড়ি সেখ সাং সমুদ্রগড় পোঃ পূর্বস্থলী

নবদ্বীপ থানা মাঝেরচর গং গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬৭ খতিয়ানে ৬৮২৷৴০ জমী ১৩/১৫ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৯)

৩৪১ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৪৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ সূর্য্য সেখ সাং জেজাপাড়া পোঃ পূর্ব্বস্থলী বর্দ্ধমান

নবদ্বীপ থানায় মাঝেরচর গং গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৭২।৪১৮ খতিয়ানে ১০৬০৬৮৵০ জমী ২২৷৴৫ জমা মূল্য ৫০৲

(৫০)

৩৪৩ খাংজারি ৩১ দাবী ৬৩।৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ওরাজ সেখ সাং মাঝের চর পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় মহিষপোতায় খন্দল পদ্মবিচর ও বনকর ঘোপাদি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২০৮ খতিয়ানে ৭/৪৷৵০ জমী ১৪৷০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

Reg No C.1544

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩৩৮, ১লা জুন ১৯৩১

কৃষ্ণনগরে মহরম উৎসব

নিখিল ভারত হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন

কুষ্টিয়ায় গবর্ণমেণ্টের ঋণদান

নোয়াখালিতে মিঃ ফজলুল হকের বক্তৃতা

কলিকাতায় মহরম

মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের দাবী

কটকে অগ্নিকাণ্ড

ব্রহ্মে বিদ্রোহ, বিভিন্ন জেলায় ডাকাতি

রোমে ফ্যাসিষ্ট আন্দোলন

হুগলী বিদ্যামন্দিরে আর্থিক সাহায্য বন্ধ

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে মহরম উৎসব

কৃষ্ণনগর ৩০।৫।৩১

গত ৩।৪ দিন যাবত কৃষ্ণনগর রাস্তায় রাস্তায় মহরমের শোভাযাত্রা ও লাঠি খেলাদি বাদ্যগীতাদি সংযোগে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। গতকল্য রাত্রিতে এই উপলক্ষে একটী সুন্দর শোভা যাত্রা বাহির হইয়াছিল। এই শোভাযাত্রায় হারমোনিয়ম সংযোগে গানও হইয়াছিল।

কুষ্টিয়ায় গবর্ণমেণ্টের ঋণ প্রদান

গবর্ণমেণ্ট কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন ভেড়ামারা ও দৌলতপুর থানার অন্তর্গত গ্রামসমূহের জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থা নিবারণকল্পে তের হাজার টাকা ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

নিখিল ভারত হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন

গত বৃহস্পতিবার সিনেট হলে শ্রীযুক্ত জগন্নাথদাস রত্নাকরের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত হিন্দী সম্মেলনের তৃতীয় দিনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস টেণ্ডন, রামদেও চতুর্ব্বেদী, অজুধ্যা প্রসাদ সিংহ এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

প্রথমেই পণ্ডিত গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া এবং তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে এক লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিবার জন্য দেশবাসীর

বি এস্ সি শিক্ষক চাই

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের জন্য একজন বি-এস্ সি শিক্ষকের প্রয়োজন। উক্ত শিক্ষকের পদ-প্রার্থীগণ স্ব স্ব অভিজ্ঞতার বিবরণসহ কত টাকা বেতনে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহা উল্লেখপূর্ব্বক 'সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া'—ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। নির্ব্বাচিত শিক্ষক বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইবেন।

[illegible]

অপর প্রস্তাবে [illegible] করে মহাত্মা গান্ধী এবং জাতীয় মহাসভা যে কার্য্য করিয়াছেন, তজ্জন্য ধন্যবাদ জানান হয়।

কাশীর রাজা গোকুলচাঁদ তাঁহার পরলোকগত ভ্রাতার স্মৃতিরক্ষার্থে ইতিপূর্ব্বে ৪০ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। তিনি নিখিলভারত হিন্দী সম্মেলনের তত্ত্বাবধানে হিন্দী পুস্তক প্রকাশের জন্য আরও দশ হাজার টাকা প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ, কুমার দুর্গাপ্রসাদ খৈতান এবং পুরুষোত্তম দাস উক্ত সভার আয় মনোনীত হইয়াছেন।

৪ জন বিদ্রোহী নিহত

বিদ্রোহী নায়কের ঘাঁটি আক্রমণ

প্রকাশ, গত ২৬শে মে সন্ধ্যায় বিদ্রোহী নেতা সায়টুকে আক্রমণ করিবা পূর্ণ ফল লাভ হইয়াছে। সামরিক পুলিশ সায়টুর ঘাঁটি আক্রমণ করে। ফলে উহাতে বিদ্রোহীরা পলায়ন করে। কিন্তু ৪জন নিহত ও একজন আহত অবস্থায় উহার পতিত থাকিতে দেখা যায়। ৮ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ২ জন সায়টুর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিল বন্দুক, গুলীগোলা, 'দা' ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত হইয়াছে ঐ ঘাঁটিটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। সরকারী পক্ষে কেহ হতাহত হয় নাই।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এম্, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম-মায়াপুর—১৮ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার—১৩৩৮

ভক্তচরিত্র

(২)

ইতঃপূর্ব্বে পাঠকগণ 'শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 'গৌড়ীয়-সম্পাদকে'র সংক্ষিপ্ত পরিচয় লাভ করিয়া থাকিবেন। এই মহাত্মার পাণ্ডিত্যপ্রতিভা—পরবিদ্যায় প্রকৃত অধিকারের পরিচয় অনেকেই পাইয়াছেন—যাঁহারা তাঁহার গৌড়ীয় গৌরব ও গৌড়ীয়-সাহিত্য গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়াছেন অথবা আলবার্ট হলে স্বকর্ণে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু অঙ্গীকে জানিতে হইলে তাঁহার সমস্ত অঙ্গের পরিচয়ও আবশ্যক। তাই আজ তাঁহার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গটীর কিঞ্চিৎ পরিচয় পাঠকগণের নিকট প্রদান করিতে প্রয়াস পাইতেছি। অবশ্য অক্ষজ জ্ঞান সম্বল লইয়া অপ্রাকৃত বস্তুর বিচার নিরর্থক ও সর্ব্বথা হাস্যাস্পদ; তথাপি তিনি আমার চিত্তে উদিত হইয়া তদ্বিষয়ে যতটুকু অভিজ্ঞতা আমাকে দিয়াছেন, তাহাই পাঠকগণের নিকট পরিবেশনের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

———

শ্রীপাদ বিদ্যালঙ্কার প্রভু প্রাণীসকলের সর্ব্বপ্রধান রিপু রূপ, যৌবন, বিষয় প্রভৃতির প্রলোভনে দৃক্‌পাত না করিয়া "জহৌ যুবৈব মলবৎ" শ্লোকের আদর্শ প্রদর্শনার্থ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আকর্ষণে অভিমন্ত্রা মহাপুরুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে পরবিদ্যাবিনোদ প্রভুর বিদ্যাবিনোদনের সহায়তাকল্পে তৎ সহচররূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। তদবধি বিদ্যালঙ্কার প্রভু কায়মনোবাক্যে সর্ব্বপ্রযত্নে বৈষ্ণবজগতের ভাস্করস্বরূপ 'গৌড়ীয়' পত্রের সেবায় নিযুক্ত। *

———

বিদ্যালঙ্কা'র প্রভু সুন্দরানন্দ প্রভুর দক্ষিণ হস্ত। গজানন যেরূপ বেদব্যাসের লেখকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি ব্যতীত আর কেহ ব্যাসদেবের উক্তির অনুসরণে তাহা পত্রস্থ করিতে সমর্থ ছিলেন না, তদ্রূপ বিদ্যালঙ্কার প্রভু ব্যতীত বিদ্যাবিনোদ প্রভুর সেবোন্মুখী জিহ্বায় স্বতঃই স্ফুরিত বেগবতী শ্রীচৈতন্যবাণীর অনুসরণ করিতে কেহই সমর্থ নহেন।

———

বিদ্যালঙ্কার প্রভু 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ। যিনি তাঁহার দর্শন লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন—তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীহরিকথামৃত শ্রবণ-বিষয়ে পান করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনিই তাঁহাতে উপরিউক্ত বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

বিদ্যালঙ্কার প্রভু গুরুবর্গের নিকট বিনীত, সম্ভ্রমযুক্ত এবং সদা-সেবন-তৎপর; আবার কনিষ্ঠগণের প্রতি পরম স্নেহশীল। নিজে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে আত্ম-মঙ্গল বিষয়ে যাহা কিছু শ্রবণ করিয়া নিজে ধন্য হইয়াছেন, তাহা কনিষ্ঠগণের নিকট অকপটে ও অকাতরে কীর্ত্তন করিয়া তাহাদের ভাবী মঙ্গল বিধানে সর্ব্বথা তৎপর ও প্রযত্নবান্।

———

বৈষ্ণবসেবাপ্রবৃত্তি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। স্বয়ং তরোরপি সহিষ্ণুতার পরম আদর্শ প্রদর্শন করিতে তিনি সর্ব্বদা অভ্যস্ত, ইহা যেন তাঁহার মজ্জাগত স্বভাব। কিন্তু কোন বৈষ্ণবের বিন্দুমাত্র অসুবিধার কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি যেন প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবা করিতে প্রস্তুত হন।

———

তাঁহার বালসুলভ স্বভাব এবং সরল সঙ্কোচভাব সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি অপর বিদ্যাকে অগ্রাহ্য করিয়া—তাহার ফল্গুত্ব দর্শনে দূর হইতে তাহাকে দণ্ডবৎ করিয়া পরবিদ্যাদেবীকে সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার-রূপে ধারণ করিয়াছেন এবং তাদৃশ প্রিয় সেবক বিদ্যাদেবীরও অলঙ্কাররূপে বিরাজিত বলিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার এই আদর্শ-সেবকটিকে আশীর্ব্বাদস্বরূপ 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধিবিমণ্ডিত করিয়া দিয়া বৈষ্ণব-জগতে তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন।

———

মাদৃশ পতিত জীব তাঁহার শ্রীচরণে বহু অপরাধে অপরাধী বলিয়া তাঁহার অপার অনন্তগুণের এককণ স্পর্শ করিয়া আত্ম-শোধনের প্রয়াস পাইল।

শুর্ব্বানুগত্যে

দার্জ্জিলিং ভ্রমণ

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি,এল)

যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভ্রমণকারিগণের হিমালয় পর্ব্বতের ভ্রমণবৃত্তান্তসমূহ পুস্তকের মধ্যে পাঠ করিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ পাঠ করিতে যাইবেন, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইবেন, সন্দেহ নাই। জড়াসক্ত ব্যবহারিক জগতের লোক-সমূহ যেরূপ আত্মেন্দ্রিয়তোষণ-চেষ্টার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া প্রাকৃত জগতের উপর প্রভুত্ব করিবার বাসনায় পর্ব্বতে আরোহণ বা দার্জ্জিলিং ভ্রমণ করিবার জন্য ব্যস্ত হন, মহাপুরুষগণের আচরণে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখা যায়। কারণ, সাধারণ মানবগণের চেষ্টা কেবলমাত্র নিজেন্দ্রিয়-প্রীতি, কিন্তু সাধু মহাত্মগণের চেষ্টা নিজেন্দ্রিয়-প্রীতির পরিবর্ত্তে অজ্ঞানান্ধ বদ্ধজীবের উদ্ধারের জন্য। মহাপুরুষগণের দেশভ্রমণের উদ্দেশ্য শ্রীমদ্ভাগবত অতি স্বল্পাক্ষরে বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন,—"মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্। নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥"—অর্থাৎ হে ভগবন্, দীনচেতা গৃহিলোকদিগের নিত্যমঙ্গল সাধনের জন্য মহদ্ব্যক্তিগণ তাহাদের গৃহে গমন করিয়া থাকেন, অন্য কারণে গমন করেন না।

'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদিগ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥'—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এই মনোভীষ্ট প্রচারকারী শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ উপরিউক্ত উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে সম্প্রতি দার্জ্জিলিং সহরে উপনীত হইয়াছিলেন। আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অনুমত্যনুসারে আমিও তথায় যাইবার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম।

জগতের অধিকাংশ লোকই বণিগ্বৃত্তি লইয়া কার্য্যে প্রণোদিত হয় এবং প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে লাভ লোকসান খতাইয়া থাকে। প্রাকৃত বিচারে যাহাতে প্রাকৃত লাভ আছে, তাহারই অনুষ্ঠান করে, আর যাহাতে প্রাকৃত লোকসান আছে, তাহা করে না। কিন্তু অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঐরূপ প্রাকৃত লাভ লোকসানের জন্য ব্যস্ত না হইয়া অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে পরমার্থসম্বন্ধে লাভলোকসানের জন্য ধাবিত হন। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের লক্ষ্য নিজ নিজ দেহমনের তৃপ্তি বিধান অর্থাৎ নশ্বর বা সাময়িক সুখের জন্যই তাঁহারা লালায়িত। পরমার্থ বলিয়া যে কিছু বস্তু থাকিতে পারে, ইহা তাঁহাদের বিচারের বিষয় হয় না; অধিকন্তু পরমার্থের বিনাশ সত্ত্বেও যদি তাঁহাদের দেহ-মনের প্রীতিলাভ সম্ভব হয়, তাহাতেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ হন না।

শেষোক্ত ব্যক্তিগণের বিচার কিন্তু অন্য প্রকার। তাঁহারা নশ্বর বা অনিত্য দেহ-মনের সুখের জন্য লালায়িত হন না। দার্জ্জিলিং শৈলে বসবাস করিয়া কি প্রকারে শারীরিক উন্নতি বা প্রকৃতির দৃশ্যাবলী দর্শনে চিত্তের প্রসাদ হইবে, তজ্জন্য তাঁহারা ব্যস্ত হন না। মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান থাকে না, তাই তাহারা মায়াদেবীর বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া পরমার্থ হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়। শ্রীভগবানের প্রকাশবিগ্রহ যুগাচার্য্য যিনি, তিনি মায়ার বশীভূত ন'ন। তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া জীবোদ্ধারকার্য্যে ব্যাপৃত। তিনি পতিতপাবন, করুণাময়; জীব মোহবশে তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলেও যুগাচার্য্য উদাসীন থাকেন না।

তিনি ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ এবং অনিত্য জড়-বিষয় রসে প্রমত্ত জীবকুলকে তাহাদের সুদুর্লভ পরমার্থপ্রদ অথচ অনিত্য মনুষ্য-জন্মের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া যাহাতে তাহাদের চরম মঙ্গল লাভ হয়, তজ্জন্য দেশভ্রমণলীলার অভিনয় করিয়া এই অচৈতন্য বিশ্ব মানবের দ্বারে দ্বারে শ্রীচৈতন্য বাণী কীর্ত্তন পূর্ব্বক তাহাদিগকে চেতনের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকেন। বদ্ধজীবকুল আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির বশবর্ত্তী হইয়া সুদূর হিমালয় পর্ব্বতে যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেও পরদুঃখদুঃখী দুরিতহরণী আচার্য্যদেব কিন্তু নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না। রোগী কুপথ্যের জন্য লালায়িত হইলেও, ভবরোগগ্রস্ত জীবকুলের উদ্ধারকামী সদ্বৈদ্য আচার্য্যদেব তাহাদের নিত্যমঙ্গলের জন্য সুপথ্যেরই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্য হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন না।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনে বাঙ্গালার আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছিলেন,—'সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে। কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥ ধর্ম্মদৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে। ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥ কৃষ্ণরামভক্তিশূন্য সকল সংসার।' বর্ত্তমান সময়েও শুধু দার্জ্জিলিং সহরে কেন, সারা পৃথিবীতে এই বাক্যের প্রত্যবায় দেখা যায় না। তাই এই জড়-ভোগৈকসর্ব্বস্ববাদের যুগে দার্জ্জিলিংএর সুপ্ত অধিবাসিগণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া যেন এক নব-জীবন লাভ করিয়াছেন এবং সুদুর্লভ মনুষ্য-জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় যে পরমার্থানুশীলন, তাহার সন্ধান লাভ করিয়া

নিজদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছেন। চৈতন্যবাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহারা তাঁহাদের অতীত জীবন কেবলমাত্র আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতি পশুধর্ম্মে ব্যয়িত করার জন্য অনুশোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাঁহাদের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হইয়াছে, তাঁহারাই শুদ্ধ হই। প্রভুপাদের পদান্তিকে আসিয়া চরম কল্যাণের বার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক ধন্য হইয়াছেন।

সৌভাগ্যবান্ শুক্লাম্বর

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

ব্রজবিহারী শ্রীযশোদানন্দন যখন নবদ্বীপে শ্রীশচীপ্রাণধনরূপে উদিত হইয়া অনর্পিত-চর কারুণ্যলীলা প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন তথায় বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ও পরম শান্তস্বভাব শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নামক এক সুকৃতি বিপ্রবর বাস করিতেন।

ব্যবহার-রসমত্ত তাৎকালিক নবদ্বীপ-বাসিগণ ভিক্ষোপজীবীর লীলাপ্রদর্শনকারী মহাভাগবত শুক্লাম্বরকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু ভক্তবৎসল শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার বিমল প্রেমভক্তিতে তাঁহার নিকট চির বিদ্যমদান্ধ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ ভক্ত-ভগবানের এসমুদয় বেদগোপ্য তত্ত্ব জানে না বলিয়াই ক্ষিতিপাবন বৈষ্ণবের মহিমা বুঝিতে পারে না। বিষয়িগণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় শ্রীভগবানের অভিন্নকলেবর বৈষ্ণববিগ্রহকে দরিদ্র এবং তাহাদের দ্বারে অনুগ্রহপ্রার্থী বলিয়া মনে করে। তাই, দীনাতিদীন ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর তাহাদের অজ্ঞ দৃষ্টিতে সামান্য একজন ভিক্ষুক মাত্র।

কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত শুক্লাম্বর ভিক্ষাঝুলি স্কন্ধে লইয়া নবদ্বীপবাসীর ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিতেন, ভিক্ষা করিয়া প্রতিদিন যাহা কিছু পাইতেন, তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ দিয়া ভগবদুচ্ছিষ্ট গ্রহণে জীবন ধারণ করিতেন। অহর্নিশ অখিলামৃতধাম শ্রীকৃষ্ণের স্মরণপ্রভাবে তদীয় অন্তঃকরণে দারিদ্র্য-জনিত কোনপ্রকার দুঃখানুভূতির অবকাশ ছিল না। ভুবনমঙ্গল কৃষ্ণনামে বদন পরিপূর্ণ, নয়নে কৃষ্ণাবেশজনিত প্রেমানন্দধারা, এই প্রকার অদ্ভুত আনন্দোন্মত্ত মূর্ত্তিতে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি ভিক্ষাচ্ছলে নগর-বাসীকে কৃপা করিতেন। পূর্ব্বকালে দরিদ্র সুদামা যে প্রকার ভক্তিধনের অধিকারী ছিলেন, শ্রীচৈতন্যের কৃপাপাত্র দীন ভিক্ষু শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীও তদ্রূপ বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণ ছিলেন।

একদা মহাপ্রভু অপূর্ব্ব ভাবাবেশে উপবিষ্ট আছেন এবং অদূরে কৃষ্ণপ্রেম-চঞ্চল শুক্লাম্বর ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া নৃত্য করিতেছেন, প্রেমানন্দ বশতঃ কখনও তাঁহার বদন হাস্যজ্যোতিতে প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে, কখনও বা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাতিশয্যে লোচনযুগল ভারাক্রান্ত হইয়া পুলকাশ্রু-ধারা বর্ষণ করিতেছে। শুক্লাম্বরকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া কৃপাময় শ্রীগৌর-সুন্দর তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া সদয় বাক্যে কহিতে লাগিলেন—শুক্লাম্বর, যে কেবলমাত্র এ জন্মেই দরিদ্র হইয়াছ, তাহা নহে, প্রতিজন্মেই তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় দীন সেবক। দ্বাপরযুগে যখন আমি অমিত ঐশ্বর্য্যশালী দ্বারকেশরূপে লীলা করিতেছিলাম, তখনও এই প্রকার ভিক্ষুর বেশেই তুমি আমার আরাধনা করিতে ছিলে। আমাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া আমার শরণাগত, আত্মনিবেদিত তুমি সর্ব্বযুগেই ভিখারীর ধর্ম্ম আচরণ করিতেছ। তুমি দরিদ্র সত্য, কিন্তু তোমার ভক্তি-দত্ত সামান্য জিনিসেই আমার অত্যন্ত প্রীতি; আমি সর্ব্বদাই তোমার ভক্তি-প্রদত্ত দ্রব্যের অভিলাষী, আর কখনও যদি দ্রব্যের তুচ্ছতা নিবন্ধন তুমি আমাকে উহা দিতে না চাও, তথাপি তোমার নিষেধ সত্ত্বেও আমি তাহা বলপূর্ব্বক আহার করি। পূর্ব্বে যখন দ্বারকাপুরীতে আমি তোমার ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলকণা কাড়িয়া খাইতেছিলাম, তখন লক্ষ্মীদেবী অনেক সাধ্যসাধনাতেও নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে আমাকে হাতে ধরিয়া ক্ষান্ত করিয়াছিলেন।

ভক্তবৎসল শ্রীমন্মহাপ্রভু গদ্গদ ভাষায় এই কাহিনী বলিতে বলিতে সহসা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভিক্ষাঝুলির মধ্যে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল পরমাগ্রহের সহিত চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশভুবনপতি শ্রীগৌরহরি স্বকরাবৃক্ত ভিক্ষার চাউল ভক্ষণ করিতেছেন দেখিয়া পরম সুকৃতি শুক্লাম্বর অত্যন্ত অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন,—প্রভো, এই তণ্ডুল বহু ক্ষুদকণায় পরিপূর্ণ, ইহা আপনার সেবার যোগ্য নহে, কৃপা করিয়া এক্ষণে আপনি নিবৃত্ত হউন। কিন্তু নিবারণেও কিছু ফল হইল না, পরমানন্দমত্ত স্বতন্ত্র শচীনন্দন ভক্তপ্রাণধন কি ক্ষান্ত হইবার পাত্র? "অভক্তের অত্যঙ্কারদত্ত, সহস্রব্যঞ্জনশোভিত অমৃতোপম রাজনৈবেদ্যও আমি গ্রহণ করি না, কিন্তু হে ভক্ত শুক্লাম্বর, তোমার ক্ষুদকণিকাও আমি বড়ই সন্তোষের সহিত ভোজন করি"—এই বলিয়া সর্ব্বভক্তের জীবনধন বিশ্বম্ভর ঐ তণ্ডুল চিবাইতে লাগিলেন।

শুক্লাম্বরের প্রতি প্রভুর এই কারুণ্য-পরাকাষ্ঠা দেখিয়া অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠী আনন্দ-পরিপূর্ণ চিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই স্থান পরম মঙ্গল কৃষ্ণক্রন্দন-কোলাহলে পূর্ণ হইয়া সর্ব্ব তীর্থেরও তীর্থরাজরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল।

মহাপ্রভুর এই পরম চমৎকার কারুণ্য-লীলা দর্শনে শিশু, বৃদ্ধ, যুবা ইত্যাদি সকলেই বিহ্বল হইলেন। কেহ কেহ দৈন্যভরে দন্তে তৃণ ধরিয়া প্রভুর চরণপদ্মে নমস্কার করিতে লাগিলেন, কেহ বা কাকুতি সহকারে প্রভুর রাতুল চরণে এই কথা নিবেদন করিতে লাগিলেন,—"হে দয়াময় প্রভো, এই দীন দাসকে কখনও চরণছাড়া করিবেন না।"

এদিকে মহা সৌভাগ্যশালী শুক্লাম্বর প্রেমানন্দে বাহ্য হারাইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন। মহা-মহা যোগীন্দ্রগণ যে ভগবৎ-প্রসাদ লাভের কল্পনাও করিতে পারেন না, আজ ভিক্ষুক শুক্লাম্বরের ভাগ্যে তাহা লাভ হইয়াছে। ভক্তহৃদয়ে পরানন্দ সমুদ্রের প্লাবন আসিয়াছে, তাহার কি আর বাহ্যস্মৃতি সম্ভব?

পতিতপাবন মহাপ্রভু করুণাপূর্ণ বাণীতে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ব্রহ্মচারিন, আমি তো সর্ব্বদাই তোমার চিত্তে বিচরণ করিয়া থাকি, তোমার আহারেই আমার আহারক্রিয়া সমাধা হয় এবং তুমি যখন ভিক্ষাঝুলি লইয়া পর্য্যটনে বহির্গত হও, তখন আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষা[illegible] ভ্রমণ সময়ে গোলোক পরিত্যাগ করিয়া আমি যে পৃথিবী আসিয়াছি, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য গোলোকের সম্পদ প্রেমভক্তি বিতরণ করা। তোমার একান্ত প্রেমসেবাতে তুষ্ট হইয়া আমি তোমাকে ব্রহ্মাদিরও বাঞ্ছিত, মহামুনিগণেরও অলভ্য প্রেমভক্তি প্রদান করিলাম। প্রেম ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই কেহ আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না, একমাত্র শুদ্ধ প্রেম-ভক্তিই আমার প্রাণস্বরূপ, ইহা নিশ্চয় জানিও।"

শুক্লাম্বরবিপ্রের প্রতি প্রভুর এই বর শুনিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলী বিপুল হর্ষে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। জয়-জয় রবে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। ইহা অপেক্ষা আশা ও আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে? চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের সহিত বৈকুণ্ঠের মালিক শ্রীপতি কিনা ভক্ত-বাৎসল্য বশতঃ ভক্তের সহিত গৃহে গৃহে যাইয়া ভিক্ষা করেন. তাঁহার তো কোনই অভাব নাই, স্বয়ং কমলাদেবী যাঁহার চরণ-সেবার জন্য যুক্তকরে দণ্ডায়মান, তাঁহার আবার অভাব কি? তাই ভক্তগণ দয়াল শ্রীহরির কৃপা স্মরণ করিয়া আনন্দে আত্ম-হারা। দশজনের গৃহে ভিক্ষা করিয়া শুক্লাম্বর যে তণ্ডুল পান, বৈকুণ্ঠনায়ক গৌরচন্দ্র অতিশয় প্রীতি সহকারে তাহা কাড়িয়া খাইলেন, এই অত্যাশ্চর্য্য করুণা-লীলার মহাবদান্যতা চিন্তা করিয়া বৈষ্ণব-গণ ক্রমবর্দ্ধমান প্রেমামৃতসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

শুক্লাম্বর মহাপ্রভুর মর্য্যাদা রক্ষার্থ নিজে তণ্ডুল দেন নাই, কিন্তু ভক্তি ও ভক্তের মহিমা বাড়াইবার জন্য মহাপ্রভু নিজে বল প্রকাশ করিয়াই শুক্লাম্বরের ভিক্ষার চাউল খাইলেন. শাস্ত্রে অর্চ্চনবিধিতে ভগবানের পূজার বহু বিধিনিষেধ দৃষ্ট হয়, অনেক শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার তাহাতে বর্ত্তমান। কিন্তু শুদ্ধভক্তের নিকট ভগবানের সকল প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ বিধিনিয়মসমূহের ব্যতিক্রম লক্ষিত হইয়া থাকে। শুক্লাম্বরের তণ্ডুল ভক্ষণই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীহরির প্রেমসম্পদ ভক্তগণ শ্রীহরির প্রেমসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। ভিক্ষু শুক্লাম্বর ভগবানের যে প্রসাদ লাভ করিলেন, তাহার মাহাত্ম্য বিষয়-মদান্ধ ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহারা বিদ্যা, ধন, বংশ ও পরিক্রমাদির মোহে অন্ধ হইয়া বৈষ্ণবঠাকুরগণের অলৌকিক প্রভাব অবলোকন করিতে অসমর্থ হয়। সেই জন্যই ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলেন —

"বিদ্যা-ধন-কুল দরিদ্র যে বৈষ্ণবেরে হাসে।
তার পূজা বিত্ত কভু কৃষ্ণেরে না বাসে॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতের অপর একস্থানে প্রভুর ভক্তবাৎসল্য বর্ণনপ্রসঙ্গে ঠাকুর মহাশয় কহিয়াছেন,—

"ভক্ত বাড়াইতে নিজ ঠাকুর সে জানে।
কিনা বলে কিনা করে ভক্তের কারণে॥
জলন্ত অনল প্রভু ভক্ত লাগি' খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে॥"

তড়িদ্বার্ত্তা

(নিজস্ব সংবাদদাতার প্রেরিত)

দার্জ্জিলিং, ২৭মে ১৯৩১

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ দার্জ্জিলিংএ স্থানীয় হরিসভার বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে নৃপেন্দ্রনারায়ণ পাবলিক হলে বহু বিজ্ঞমণ্ডলীমণ্ডিত সভায় গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং সকলের চিত্তা-কর্ষক একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। স্বামিজী দেবতাবোপবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক বহু শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুই যে সর্ব্বজীব প্রভু, তাহা প্রমাণ করেন

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্‌মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-নিরসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্ত্যজ-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভবনে, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ভক্তি [illegible] ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, [illegible] মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ, বিশ্বের ধর্ম্ম ও নাম-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদাচার্য্যদেবের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-দাসের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী গুরুভক্তিবর্দ্ধিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃপা ও কৃষ্ণকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ

ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-প্রবর শ্রীশ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় লিখিত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-বিষয় [illegible] ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও শেষ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে, অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যাকারে পরিক্রমায় দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—ব্রহ্ম, কৃষ্ণশক্তি ও রস-তত্ত্ব ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-বিধি—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, [illegible] বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি প্রেমভক্তি [illegible] ও অধিকারের পরিচয়াদি প্রথম [illegible] করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। [illegible] ১৲ টাকা, [illegible] ১৵০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

[illegible] শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সার-সংগ্রহ [illegible] ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব [illegible] অচিন্ত্য ভেদাভেদ—[illegible]—ভক্তি—[illegible]—প্রয়োজন ও প্রয়োজনতত্ত্ব। পৃথক অধ্যায় [illegible] কাগজে [illegible] উৎকৃষ্ট [illegible] টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible]—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের [illegible] নবদ্বীপ পরিক্রমা—[illegible] শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীরামানুজাচার্য্য আচার্য্যের বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। [illegible] মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খণ্ড একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুন্দর বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

বৈদিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থখানির জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্মবিষয়ক এই রূপ সরল ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই। ... সঙ্কলনে এই ... হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসারাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। রেক্সিন বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই। চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুন্দরভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকাসহ দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷৴০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গীন বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিচারগুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পারিপাট্যরূপে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৮০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত আদরণীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। নব সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

মহাজনমুকুটমৌলি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্যোদন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতিসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৴০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্বজ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসম্মত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৮০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শ পদস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, অবাঁধাই ।৴০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আত্ম-বন্দনা, ষড় গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৴০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৴০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৴০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিভিন্নস্থানে মহরম উৎসব

কলিকাতায়

গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে মহরম উৎসব উপলক্ষে অসংখ্য মিছিল কলিকাতার রাজপথ পরিভ্রমণ করিয়া লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত মৌলালী দরগাতে সমবেত হয়। ঐ স্থানটী নানা চিত্র বিচিত্র আলোতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। বহুলোক এই শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য রাস্তার দুইধারে জড় হয়। এই উৎসব গত ২৯শে সকাল পর্য্যন্ত ছিল। বিপদজনক কোন ঘটনাই ঘটে নাই।

গত ২৯শে মে অপরাহ্ণ কলিকাতার নানাস্থান হইতে মিছিল বাহির হইয়া কারাবালাতে সমবেত হয়। সেই স্থানের এক পুষ্করিণীতে তাজিয়া বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। গতকল্য অপরাহ্ণে মেছুয়াবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সঙ্গম স্থলে দুইটী আখড়ার মধ্যে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পুলিশ তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহা থামাইয়া দেয়। অন্য কোথাও কোন উপদ্রবের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

গত ২৯শে ও ৩০শে মে কলিকাতায় পুলিশের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পুলিশ আখড়া গুলির প্রতি সমধিক দৃষ্টি রাখিয়া ছিল।

নোয়াখালীতে মিঃ ফজলুল হকের বক্তৃতা

নোয়াখালীর ২৮শে মের সংবাদে প্রকাশ, জেলা বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটির মানপত্রের উত্তরে মিঃ এ, কে, ফজলুল হক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন —

"বিগত গোলটেবিল বৈঠকের সময় কয়েকজন বৃটিশ প্রতিনিধি ১৬ জন মোস্লেম প্রতিনিধির নিকট আসিয়া প্রস্তাব করেন, "আপনারা ঘোষণা করুন যে পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা মঞ্জুর করা না হইলে আপনারা ঔপনিবেশিক অধিকার গ্রহণ করিবেন না।"

অতঃপর মিঃ হক বলেন, তাঁহারা অর্থাৎ মোস্লেম প্রতিনিধিগণ এই পরামর্শ লইতে অস্বীকার করেন। কেননা তাঁহারা চাহেন ভারতের স্বাধীনতা—এই স্বাধীনতা কোন সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থের অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত।

মিঃ হক তাঁহার দেশবাসীকে আশ্বাস দেন যে, যদি তিনি দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যান তবে তাঁহার স্বদেশের স্বার্থের পক্ষেই কথা বলিবেন। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মীদিগকে নিজেদের মধ্যে কিম্বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত বিরোধ করিতে নিষেধ করেন।

জাতীয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞান পরিষদের খাজাঞ্চি ও টাইপিষ্টের কারাদণ্ড

বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া টাকা আত্মসাৎ করা ও তজ্জন্য ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে জাতীয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞান পরিষদের খাজাঞ্চি শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং টাইপিষ্ট মুরলীমোহন ধর শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, দাশগুপ্তের বিচারে ৪ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। আসামীরা ছাত্রদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া মিথ্যা রসিদ দিয়াছে এবং টাকা পরিষদের খাতায় জমা দেয় নাই।

ঝুমকায় কংগ্রেসনেতৃবৃন্দ

বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, অধ্যাপক আবদুল বারি, পণ্ডিত বিনোদানন্দজী এবং শ্রীযুত শশিভূষণ রায় প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গত ২৯শে বৈশাখ ঝুমকায় পৌঁছিয়াছেন। ফ্রেজার গ্রাউণ্ডে সমবেত জনতা তাঁহাদিগকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে। দ্বিপ্রহরে তাঁহারা গোদ্দায় গান্ধী আরুইন চুক্তির সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বিগত ১৯২১ সাল ও ১৯৩০ সালের আন্দোলনের মধ্যে তুলনা করিয়া বলেন, গত ১৯৩০ সালের আন্দোলন দেশে একটী নব যুগের সূচনা করিয়াছে। উক্ত আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে ধৈর্য্য, সংযম, সাহস ও নিষ্ঠা। অতঃপর তিনি সকলকে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগদান করিতে অনুরোধ জানান। বক্তৃতার উপসংহারে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ গান্ধী-আরুইন চুক্তি, হিন্দু মুস্লিম ঐক্য, ভারতের সংখ্যা গরিষ্ঠ ও সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা ও খাদি প্রচারের মর্ম্মকথা বিশেষভাবে বিবৃত করেন। অতঃপর তিনি ইহাও বলেন যে, তাঁহার মতে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ।

বিদেশীর ব্যবসা বাণিজ্যকে সাহায্য করিলে যে দেশীয় শিল্পের কতকটা ক্ষতি হয়, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ উক্ত সভায় তাহাও স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া বলেন।

অধ্যাপক আবদুলবারি তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস বিবৃত করিয়া মুসলমানদিগকে তাহাদের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য হিন্দুদের সহিত যোগ দিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান।

শ্রীযুত শশিভূষণ রায় পণ্ডিত বিনোদানন্দ ও শ্রীযুত গিরিজানাথ পাণ্ডে সমবেত জনতাকে চরকায় সূতা কাটিতে ও খদ্দর ব্যবহার করিতে অনুরোধ জানাইয়া সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন

হুগলী বিদ্যামন্দিরে আর্থিক সাহায্য বন্ধ

বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুলসমূহের ইন্স্পেক্টারের সম্মতিক্রমে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল,এস, লাকিন ১৯৩১—৩২ সালের জন্য হুগলী বিদ্যামন্দির ও তৎসংলগ্ন লাইব্রেরী এবং নৈশ স্কুলের আর্থিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দিবার জন্য হুগলী—চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটি এই প্রশ্নটি আবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন এবং আর্থিক সাহায্য দিবার পক্ষেই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। সমস্ত প্রশ্নটি এক্ষণে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনারের নিকট পেশ করা হইয়াছে। তাঁহার সিদ্ধান্তের জন্য জনসাধারণ আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছে।

ব্রহ্মদেশে কৃষি ঋণ

ব্রহ্মদেশে কৃষকগণকে ঋণ দিবার জন্য এবৎসর বাজেটে ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়। এই প্রদেশের সকল জেলা হইতে কৃষকগণ আরও ঋণ চাওয়ায় বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এইজন্য আরও ২০ লক্ষ টাকা দিতে স্থির করিয়াছেন। এই টাকার জন্য শতকরা বার্ষিক দশ টাকার পরিবর্ত্তে ৯০ টাকা করিয়া সুদ লওয়া হইবে।

ব্রহ্ম বিদ্রোহ

ইং সিন জেলায় বিদ্রোহীদের আক্রমণ

বিভিন্ন জেলায় ডাকাতি

প্রকাশ, থায়াওয়াডী, হেনজাদা, টুঙ্গু ও ইনসিন জেলাসমূহে বহু ডাকাতি হইতেছে। টুঙ্গু জেলায় একটী চট্টগ্রামের পরিবারে হত্যাসহ ডাকাতি হইয়াছে—একটী রেল ষ্টেশনও আক্রান্ত হইয়াছিল এবং বনবিভাগের এক বিশ্রামগৃহ পোড়াইয়া দিয়াছে। ইনসিন জেলার থাওলেট অঞ্চলের এক গ্রাম্য মাতব্বরের বাড়ীতে ৩০ জন বিদ্রোহী আক্রমণ করিয়া ট্যাক্সের রসিদ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। মোবিনে ৭টী ভারতীয় বাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; মান্দালয়ে ২০ জন উল্কি পরা লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের দাবী

সিমলার ২৮শে মের সংবাদে প্রকাশ নিখিল ভারত নারীসম্মেলনের পক্ষ হইতে ১৫ জন মহিলা বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আগামী রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স সফল করিবার উদ্দেশ্যে উহাতে নারী প্রতিনিধিত্বের দাবী পেশ করেন। আবেদনে তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে মাত্র দুইজন [illegible] ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনও নি[illegible] ভারত নারীসম্মেলনের প্রতিনিধি নহেন। তাঁহারা দাবী করেন যে, আগামী কনফারেন্সে তাঁহাদের পক্ষ হইতে অন্ততঃ তিন জন প্রতিনিধি লওয়া হউক; কারণ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান শুধু নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান নহে, উহা নিখিল এশিয় প্রতিষ্ঠান।

কটকে অগ্নির লেলিহান জিহ্বা

গত ২৮শে মে অপরাহ্নকালে এক অগ্নিকাণ্ডে কটকের প্রায় ৩০ খানা বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে; রামকৃষ্ণ কটেজ এবং বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের নূতন বাড়ী একেবারে দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। অগ্নির কারণ অজ্ঞাত।

রোমে ফ্যাসিষ্ট আন্দোলন

প্রকাশ, ক্যাথলিক দলের বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্টগণ পোপের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালাইতেছে। উহার ফল [illegible] হওয়ার দরুণ পোপের আবাস ভ্যাটিকানীর সৈন্যগণ পাহারা দিতেছে। প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানে পুলিশ প্রহরা বসান হইয়াছে, অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের দরজা জানালা লাঠি ও ইটের ঘায়ে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। গত [illegible] ছাত্র সেণ্ট কোয়্যানিমের ক্যাথলিক ক্লাবে হানা দিয়াছে এবং "পোপ নিপাত যাউক" বলিয়া চীৎকার করিয়াছে। তাহারা সেখানে অনেক গুণ্ডামি করিলে পর পুলিশ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। একজন ধর্ম্মযাজক পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া বলিয়াছেন যে, পুলিশ একরকম গুণ্ডামি সমর্থনই করিতেছে।

যুক্ত রাষ্ট্ররূপ কমিটীর অধিবেশন

গত ২৯শে মে রাত্রি এগারটায় সিমলা হইতে এসোসিয়েটেড প্রেস কলিকাতা অফিসে টেলিফোন যোগে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ লণ্ডনে রাষ্ট্ররূপ নিরূপণ কমিটীর অধিবেশন এই সেপ্টেম্বরের মধ্যে হইবে উহার পরে নহে।

চতুর্বর্ষ ৭৬তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

:০:-

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—১৯শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার—১৩৩৮

জিহ্বাবেগ

বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের গতিকে ইন্দ্রিয়-বেগ বলে। বিষয় পাঁচটী—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পর্শ। বিষয়ের গ্রাহক ইন্দ্রিয়ও পাঁচটি—চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্।

নিত্যকৃষ্ণদাস জীব নিজপ্রভুসেবা ভুলিয়া এই প্রপঞ্চে আসিয়া পড়ে। এই সংসার বাহ্যদৃষ্টিতে জীবের সুখভোগের আগার হইলেও ইহা বদ্ধজীবের জন্ম-কারাগার মাত্র। অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ মোচনজন্য যেমন কারাগারের সৃষ্টি, সেইরূপ এই সংসার—কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের শাস্তিগৃহ।

চিৎকণ জীব—চিৎসূর্য্য শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তির পরিণাম। সুতরাং সেই তটস্থধর্ম্মে জীবসত্বায় সেবাধর্ম্ম ও ভোগপ্রবৃত্তি অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান। যেকালে সেবাধর্ম্মের হ্রাস, সেকালে ভোগপ্রবৃত্তির উদয়। এই ভোগপ্রবৃত্তির উদয়ে মায়ার প্রতি অভিনিবেশই জীবের বন্ধন। সূক্ষ্ম ও স্থূল-ভেদে বদ্ধাবস্থায় দুইটী আবরণ। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মব্যক্ত ভেদ ও ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম এই স্থূলব্যক্ত পঞ্চ ভেদ। সূক্ষ্মদেহটী বাসনাময়, আর বাসনার পরিতৃপ্তির সহায় স্থূলদেহ। বদ্ধজীব এই ভোগায়তন দেহদ্বয়ে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া কর্তৃত্বাভিমানে জড়বিষয়ের ভোক্তা সাজিয়াছেন, ইহাই জীবের সংসার।

স্থূলদেহে দশটী ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জিহ্বা—রস সংগ্রহের যন্ত্র। জিহ্বাদ্বারে আমরা খাদ্যদ্রব্যের কটু, তিক্ত, কষায়াম্লভেদে বহুবিধ রসের আস্বাদন গ্রহণ করি। গৃহীত খাদ্যদ্রব্য ইন্দ্রিয়তর্পণযোগে আমাদের দেহ রক্ষিত ও পুষ্ট হয়। যেকালে জিহ্বা খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা দেহরক্ষার কথা ভুলিয়া ইন্দ্রিয়ের সুখলালসায় কেবলমাত্র রসাস্বাদনে ব্যস্ত হয়, তখনই জিহ্বাবেগ। ইহা জিহ্বার অসংযত অবস্থা। জিহ্বার অসংযত অবস্থায় দেহে কত প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়, তাহা ভোগিগণ জানিয়াও না জানিলে সংযত ব্যক্তিগণ বেশ বুঝিতে পারেন। সংযত জিহ্বায় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে যেরূপ দেহের পুষ্টি সাধিত হয়, অসংযত জিহ্বাদ্বারে দেহের তদ্বিপরীত অপুষ্টি বা রোগফলে মৃত্যুও সাধিত হইতে পারে।

ভজনপ্রয়াসীর ত' কথাই নাই, সাধারণ বিচারেও জিহ্বাবেগের দাস হওয়া উচিত নহে। জিহ্বাবেগে কেবলমাত্র যে জিহ্বা অসংযত হয় এরূপ নহে; ঐ সঙ্গে উদর ও উপস্থের বেগ বৃদ্ধি হয়। জিহ্বার বেগে জিহ্বা অশান্ত, উদরের বেগে উদরাময় ও উপস্থবেগে ইন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টা বৃদ্ধি। এ বিষয়ে জগতের জাজ্বল্যমান উদাহরণসমূহই যথেষ্ট, তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

জিহ্বাবেগ দুর্দ্দমনীয়। যতই রস-সংসর্গ পাইবে, ততই ইহা অতৃপ্ত হইয়া রস-সংগ্রহে ব্যস্ত হয়। জিহ্বা সপত্নীর ন্যায় গৃহপতির সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। কামুকের দৃষ্টিতে বহুপত্নীক সুখী হইলেও তাহার দুঃখের কথা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারে না। ভাঃ ৭ম ৯ অঃ ৪০ শ্লোক—

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা।
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরম্ শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥

জিহ্বাবেগের দাসের অবস্থা অতীব শোচনীয়। রসভোগে প্রমত্ত মৎস্য বড়িশ-সংলগ্ন আমিষলোভে ধাবিত হইয়া আমিষ-ভোজনরূপ সুখাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া যেরূপ লৌহকণ্টকে আবদ্ধ হয়, জিহ্বাবেগের দাসের সেইরূপ বস্তু লাভ না হইয়া মৃত্যু লাভ হয়। যথা,—

জিহ্বয়াতি প্রমাথিন্যা জনো রসবিমোহিতঃ।
মৃত্যুমিচ্ছত্যসদ্ধ্রিমীনস্তু বড়িশৈর্যথা॥
(ভাঃ ১১।৮।১৯)

অপ্রাকৃতানুভূতিরহিত প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট ভোগপ্রিয় জনগণের মীমাংসা সর্ব্বদা বিবদমান। এই বিচারে অনাহারে জিহ্বাজয়ের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহা কতদূর কার্য্যকারী, তাহা সূক্ষ্ম দূরদর্শী ও অধোক্ষজ-সেবাধর্ম্মবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জানেন। নিরাহারে অন্যান্য ইন্দ্রিয়বেগ প্রশমিত হইলেও রসভোগনিবৃত্তি চেষ্টায় ব্যতিরেক ভাবে জিহ্বাবেগ বর্ত্তমান; অনাহারে দেহনাশের সম্ভাবনা। এব্যবস্থা দেখিয়া একজন চিকিৎসকের কথা মনে পড়ে। কোন ধনীর অঙ্গে কয়েকটী ব্রণ হওয়ায় তিনি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া একজন সুচিকিৎসকের শরণাগত হন। ভবিষ্যৎ-দর্শী ঐ চিকিৎসক রোগদর্শনের পর অনেক বিবেচনা করিয়া বলেন,—এই ব্রণগুলি বর্ত্তমানে ঔষধ প্রয়োগে নিরাময় হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার ভবিষ্যতের ছবি মনে পড়িতেছে। কেননা ভবিষ্যতে পুনরায় ব্রণ হইতে পারে। অতএব আপনার গলদেশে অস্ত্রপ্রয়োগই এই ব্রণ হইতে চিরদিনের মত নিরাময়ের ব্যবস্থা হইতেছে।

আবার অন্য বিচারে স্থির হইয়াছে যে, জিহ্বার প্রবৃত্তি অনুসারে উহাকে চলিতে দিলে অবশেষে ক্ষীণবীর্য্য হইয়া আপনা-অপনিই সংযত হইবে; কিন্তু ইহা ঠিক বৃদ্ধ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সংযমনের ন্যায়। কেননা বৃদ্ধব্যক্তির ভোগেন্দ্রিয়ের অপটুতাক্রমে ভোগক্রিয়ার হ্রাস মাত্র ঘটে। উহা 'বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী' ন্যায়ানুগত। ভোগের দ্বারা ভোগনিবৃত্তি ভোগবাদীর মত। ত্যাগের দ্বারা ভোগনিবৃত্তি ফল্গুত্যাগীর মত। বিষয়ের ভোগে বা ত্যাগে বিষয়গ্রহণ-প্রবৃত্তির ধ্বংস হয় না, জিহ্বা অসংযত রাখিলে কেবল জিহ্বাবেগ নহে, উদর ও উপস্থের বেগ বৃদ্ধি হয়, ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

শাস্ত্র বলেন যে, যে পর্য্যন্ত রসনাজয় না করা যায়, সেকাল পর্য্যন্ত অন্য ইন্দ্রিয় জিত হইলেও জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না, কিন্তু রসনাজয়ে সর্ব্বেন্দ্রিয় জয় করা হয়—

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান্। ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে॥ (ভাঃ ১১।৮।২১)

অতএব এই উভয় সঙ্কটে জীবের কোন্ পথ গ্রহণ শ্রেয়ঃ, অকৃত্রিমবাদিগণ তাহার বিচার করিয়াছেন কি? তাঁহারা ত' ধৃতি-গুণ লাভে ব্যস্ত। ধৃতি শব্দে কি অসুদ্বেগ মাত্র বুঝায়? না তাহা নহে, উদ্ধবের প্রশ্নে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ (ভা ১১।১৯।৩৬)
আবার এই দ্বন্দ্বাতীত বিচারে শাস্ত্র বলিতেছেন,—হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্য গতানিহ। স এব স্থৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচক্রকে॥

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ। ভৃত্যের কর্ত্তব্যই প্রভুসেবা। প্রভুসেবা ভুলিয়া ভোগবুদ্ধিতে দাসের প্রভু হওয়ার জন্যই এই দুরবস্থা। পুনরায় ভোগ ছাড়িয়া প্রভুসেবায় নিযুক্ত হইলে নিজ স্বভাবের উদয় হয়। ঐ দেখুন, মহাভাগবত অম্বরীষ কিভাবে রসনা জয় করিয়াছেন—

'রসনাং তদর্পিতে' (ভাগবত ৯।৪।১৯)

জাগতিক বস্তু সমূহ—ত্রিগুণময়। আহার্য্য দ্রব্যও ত্রিবিধ। তামসিক ও রাজসিক খাদ্য অপেক্ষা সাত্ত্বিক খাদ্য শ্রেষ্ঠ হইলেও উহা গুণময়। আর শ্রীভগবন্নিবেদিত অন্ন নির্গুণ। ইহা ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ অপ্রাকৃত 'মন্নিবেদিতন্তু নির্গুণম্॥'
সেবাবুদ্ধিবিশিষ্ট জীব অহঙ্কারমুক্ত। আর বদ্ধজীব প্রাকৃত অহঙ্কারে মত্ত। সেবা-পরায়ণ জীব মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া অনাহার ও অত্যাহারের দাস নহেন, পরন্তু তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়দ্বারে হৃষীকেশের সেবাযুক্ত। ইহা একাধারে ইন্দ্রিয়জয় ও ভগবৎ-সেবার অপূর্ব্ব সম্মেলন। ভোগবাদী ও ফল্গুত্যাগীর ন্যায় ইন্দ্রিয়দাসত্বের বা কল্পিত ইন্দ্রিয়ধ্বংসের প্রকরণ মাত্র নহে। তাই ভক্তরাজ গাহিয়াছেন—

মহাপ্রসাদসেবা করিতে হয়,
সকল প্রপঞ্চ জয়।

শাস্ত্র পুনরায় বলিয়াছেন, শ্রীভগবন্নিবেদিত অন্ন মহাপ্রসাদ, আর উহা ভক্তভুক্ত হইলে মহামহাপ্রসাদ। সুতরাং মহাপ্রসাদ ও মহামহাপ্রসাদ সেবনই জীবের জিহ্বাবেগ প্রশমনের ও জিহ্বাদ্বারে শ্রীভগবানের সেবার যোগ্যতা প্রাপ্তির একমাত্র উপায়—

ভক্তপদধূলি আর, ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্তশেষ—তিন সাধনের বল।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু

(শ্রীনারায়ণ দাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ।

(১)

নিতাইচরণে করি অশেষ প্রণতি।
নিত্যানন্দকৃপা মাগি করিয়া মিনতি॥
নিতাইএর করুণার নাহিক অবধি।
নিত্যানন্দকৃপা বিনা নাহিক নিস্তার॥
শ্রীগুরুতত্ত্বের স্বরূপ নিত্যানন্দ।
গৌরাঙ্গকৃপায় জানি নিতাই মহত্ত্ব॥
নিত্যানন্দকৃপায় ভাই হয় সর্ব্বসিদ্ধি।
অপ্রাকৃত নিত্যতত্ত্ব হয় উপলব্ধি॥
শ্রীগৌরসুন্দরপদ সেবি অনুক্ষণ।
লভি নিত্যানন্দাভিন্ন গুরুকৃপাধন॥
গৌরাঙ্গকৃপায় নিত্যানন্দগুণ গাই।
নিতাই ভজিলে রাধাকৃষ্ণসেবা পাই॥

বদ্ধজীবে কৃপাম্বু নিতাই গুণধাম।
নিতাই ভজিলে সবে লভে পরিত্রাণ ॥
অদ্ভুত নিতাইকৃপা অসম্ভব আর্তি।
যাহা না মানিলে হয় অশেষ দুর্গতি ॥
বদ্ধজীব কৃষ্ণকৃপা হইতে বঞ্চিত।
তথাপি সর্ব্বদা নিতাইর কৃপাপাত্র ॥
নিত্যানন্দকৃপা তাই গূঢ় অতিশয়।
কভু ভাগ্যহীন তার মর্ম্ম নাহি লয় ॥
কৃষ্ণনামপ্রকাশের মূল নিত্যানন্দ।
কৃষ্ণের প্রকাশ তিঁহো সর্ব্বজীববন্দ্য ॥
নিত্যানন্দ দেহ শ্রীচৈতন্য তাঁর প্রাণ।
প্রাণের প্রকাশ মাত্র নিত্যানন্দকাম ॥
নিতাই হইতে গৌর ভেদ কভু নয়।
দেহদেহী অভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গ নিতাই ॥
নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীনামের প্রকাশ।
নামের সেবক শ্রীআচার্য্য হরিদাস ॥
নাম অবতার-হেতু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য।
এই দুঁহে সাধেন সদা নিতাইর কার্য্য।
অতএব মূলতত্ত্ব নিত্যানন্দ রায়।
শ্রীচৈতন্যপ্রকাশ স্বরূপ সর্ব্বদায় ॥

দার্জ্জিলিং মেলে
সিম্‌লা যাত্রা

(শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, বি, এল)

হাওড়া ষ্টেশনে না গিয়া নৈহাটী দিয়া কিম্বা বালির নূতন পুলের উপর দিয়া শিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে সিমলা যাওয়া কোন দিন সম্ভব হইলেও দার্জ্জিলিং মেলে চড়িয়া সিমলা যাওয়া কোনদিন সম্ভব হইবে না। যাত্রীগণের এইরূপ ভ্রম যাহাতে না হয়, তজ্জন্য হিতৈষী রেলকর্তৃপক্ষগণ প্রথম মুখেই ফটকে (প্রবেশদ্বারে) চেকারের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু আমাদের এমনিই দুর্ভাগ্য যে, আমরা তাহাদের কথা শুনিব না ও তদনুযায়ী কার্য্য করিব না।

আমরা প্রত্যেকেই 'আমি' বলিয়া একটা আমিত্বের অভিমান করিয়া থাকি। সেই 'আমি' বস্তুটী কে? প্রথমমুখেই বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া আমরা এই পরিদৃশ্যমান্ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম-নির্ম্মিত পঞ্চভূতাত্মক এই স্থূল দেহটীকেই 'আমি' বলিয়া ধারণা করি। তদ্ব্যতিরিক্ত কোন বিষয় চিন্তা করিবার যোগ্যতা আমাদের হয় না। এই স্থূলদেহে আত্মবোধ থাকার কারণ ইহাতেই আসক্ত হইয়া তার সেবাসৌষ্ঠবের জন্য আমরা ব্যস্ত হই। নানাপ্রকারে ইহাকে সাজাইয়া থাকি ভালভাবে খাওয়া দাওয়া, ভাল স্থানে বাস বা ইত্যাদিরূপে যাহাতে ইহার উন্নতি লাভ হয়, সেই সমস্ত কার্য্যের জন্য ধাবিত হই। এই অবস্থার "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" এই মন্ত্রসাধনই আমাদের অনুশীলনীয় ধর্ম্ম হয়। পরে।

অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন আমরা এই স্থূলদেহেতেই আত্মানুভূতি আবদ্ধ রাখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না, তখন চিদাভাসকেই 'আমি' বলিয়া মনে করি। প্রকৃত প্রস্তাবে তখন সূক্ষ্মশরীরেই 'আমিত্ব' বিচার উপস্থিত হয় এবং নানাপ্রকার বাহ্য ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা ঐ সূক্ষ্মশরীরের উন্নতি বিধানই আমাদের অনুশীলনীয় ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়।

ঐরূপ অবস্থায় ঐ 'আমিত্ব' বিচার করিবার চেষ্টা প্রবল হইলে হৃদয় বিশাল করা, পরোপকার-ব্রত পালন, জন্মভূমির স্থূল শরীরের উন্নতিবিধান, দেশরক্ষা ও রক্ষার জন্য ব্যায়ামাগার, দাতব্যচিকিৎসালয় ও সেবাশ্রম প্রভৃতি স্থাপন, সমাজ সংস্কার করা, দেশের স্বাধীনতা লাভ করা, দেশকে স্বাধীনতা মন্ত্রে জাগ্রত করা, সত্যকথা বলা, দরিদ্রনারায়ণের সেবা, দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপ্রপীড়িত ব্যক্তিগণকে সাহায্য করা, মহামারীতে ঔষধ বিতরণ, সামাজিক বিধিবিধান ও কুরীতি নিরাকরণ করা, নীতিপরায়ণ হওয়া, সূক্ষ্মশরীরের উন্নতি, পরিপুষ্টি ও ইহাদের জন্য বিদ্যাভ্যাস, বিজ্ঞানালোচনা, কাব্য, ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার বা দর্শনশাস্ত্রাদির আলোচনা, ধ্যান, যোগ, তপঃ প্রভৃতি দ্বারা সূক্ষ্মশরীরের তুষ্টি পুষ্টি বিধান করা প্রভৃতি নানাপ্রকার চিন্তাস্রোত আমাদিগের হৃদ্দেশ অধিকার করে। বস্তুতঃ এবং ঐ সমস্ত ক্রিয়াকলাপ তখন আমাদের বৃত্তি বা স্বভাব হইয়া পড়ায় উহাই আমাদের ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরের আত্মবুদ্ধিরূপ অজ্ঞানান্ধকার হইতে দিব্যালোকের রাজ্যে লইয়া গিয়া বাস্তব আত্মানুভূতি প্রদান করিবার জন্য শ্রুতি ও তদনুগ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রকারগণ দিগ্‌দর্শন করিয়া দিয়াছেন। তৎসাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে, আমাদের এই দুইটী শরীরই অনিত্য, পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর। গীতা বলিতেছেন,—'অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।' অর্থাৎ নিত্য ও শরীরী যে জীব, তাঁহার দেহসকল অন্তবিশিষ্ট। তবেই দেখা গেল, শরীরী যে জীব, তিনি নিত্য ও অপরিবর্ত্তনশীল। তাই এই গীতাশাস্ত্র স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরকে 'আমি' না বলিয়া তদতিরিক্ত জীবাত্মাকে 'আমিত্বে' স্থাপন করিয়া বলিতেছেন, যথা—'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥' "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥"

জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দুইটী তাঁহার উপাধি বা অনাত্মবস্তু। আত্মা অবিনাশী, অপরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু দেহ ও মন পরিবর্ত্তনশীল। মনের মধ্যে পরস্পর প্রণয় ও বিবাদ-বিসম্বাদ বর্ত্তমান। স্বার্থসিদ্ধির অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত হইলে বিবাদ এবং উহার ব্যাঘাত না হইলেই প্রণয়। প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের দেহ ও মন পরিবর্ত্তিত হইতেছে। শৈশব, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য—প্রত্যেক অবস্থাতেই দেহের পরিবর্ত্তন হইতেছে। মনের অবস্থাও ঠিক ঐরূপ। প্রাতঃকালের মন, মধ্যাহ্নের মন, প্রদোষের মন, রাত্রিকালের মন, সুখদুঃখের অবস্থার মন, ক্রোধ ও ক্রোধশূন্য অবস্থার মন পরস্পর বিভিন্ন। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় 'আমি' বস্তুকে আবরণ করিয়া ইহার কিছু প্রদর্শন করা হইতেছে বা ... স্বরূপ উপলব্ধি হইতেছে না। স্থূল সূক্ষ্ম দেহের ক্রিয়াসমূহ যদি আত্মার বৃত্তি হইত, তাহা হইলে সমস্তই দেহের সঙ্গে সঙ্গেই গমন করিত, কিন্তু তাহা না হইয়া ঐ ঐ দেহসম্বন্ধীয় ধারণা ও ইচ্ছাগুলি জন্ম জন্মান্তরেই পড়িয়া থাকে।

এই জড়দেহ চেতন এবং স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট। চেতন বস্তুই চেতনের আলোচনা করিতে পারে। মন কিন্তু চেতনের আলোচনা করে না, সন্নিকটে ... বস্তুর

বাহে। মন কেবল চেতনাবিশিষ্ট বস্তু আত্মা; তা কেবল চেতনবিশিষ্ট বস্তুর দর্শনে বা তদনুশীলনে অসমর্থ। আত্মা কখন অনাত্মার অনুশীলন করে না। শ্রীভগবান্ বিভুচেতন বস্তু এবং জীবাত্মা অণুচেতন বস্তু। বিভুবস্তুর স্বভাব অণুবস্তুকে আকর্ষণ করা এবং অণুবস্তুর বৃত্তি হইতেছে ঐ বিভু বস্তুতে আকৃষ্ট হওয়া অর্থাৎ বিভুচেতনের অনুশীলন বা সেবা করা। ইহা ব্যতীত জীবাত্মার স্বভাবে অন্য কোন ব্যাপার নাই। এই বৃত্তির অপব্যবহারফলে অর্থাৎ পরমাত্মানুশীলনের অভাবনিবন্ধন পঞ্চ অনাত্মবস্তুতে আত্মার বৃত্তি ভিন্ন পথে চালিত হইয়াছে।

চেতনের বৃত্তি সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল। আত্মার বৃত্তির দ্বারা যখন পরমাত্মার অনুশীলন বা সেবা হয়, তখন উহার সদ্ব্যবহার, আর যখন তাহা না হয়, তখন ঐ বৃত্তি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ক্রিয়াশীল আত্মবৃত্তি কখনও সুপ্ত বা লুপ্ত হয় না। বিপর্য্যস্ত অবস্থায়ও আত্মবৃত্তি বর্ত্তমান থাকে, তবে নিত্য বিভুচেতনের পরিবর্ত্তে অনিত্য অনাত্মবস্তুতে ধাবিত হয়, এই মাত্র। তাই বলিতেছিলাম যে, সিমলা যাইবার উদ্দেশ্যে হাওড়া ষ্টেসনে সিমলার গাড়ীতে না চড়িয়া যদি শিয়ালদহ ষ্টেসনে দার্জ্জিলিংমেলে চড়িয়া বসি, তাহা হইলে সিমলা যাত্রার ব্যপদেশে যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদিত হইলেও অর্থাৎ ষ্টেসনে যাওয়া, টিকিট কেনা, গাড়ীতে চড়া প্রভৃতি কার্য্যাদি সম্পন্ন করা হইলেও যেমন গন্তব্যস্থলে পৌঁছান হয় না, সেইরূপ সর্ব্বক্ষণ দেহের যাবতীয় ক্রিয়া চলিতে থাকিলেও উহার বৃত্তিটী অনাত্মবস্তুতে অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিসম্বন্ধীয় ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়া বিপর্য্যস্ত হওয়ার ফলে উহার অসদ্ব্যবহার হইতে থাকায় এবং পরমাত্ম বস্তুর অনুশীলন না হওয়ায় আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলরূপ কৃষ্ণপাদপদ্মে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম লাভ হইতে বঞ্চিত হইতেছি এবং সংসারকূপে হাবুডুবু খাইতেছি। রেলকর্তৃপক্ষগণের নিযুক্ত চেকারের ন্যায় পরমকরুণাময় ... নেত্রে তাঁহারই প্রকাশবিগ্রহ ... শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের ... আদেশবাণী আমরা কিছুতেই শুনিব না। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

প্রাপ্তপত্র

শ্রীযুক্ত নদীয়াপ্রকাশের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

বিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি... মহারাজ হাওড়া জেলার বাসুদেবপুর, মাদারি বাড়, ইছাপুর, বাগনাহাট, সাপুর প্রভৃতি বহু স্থানে বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তির সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কলিকালে স্বধর্ম্মের প্রচার একমাত্র শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদনুগত মঠসমূহ হইতেই প্রচারকগণ শ্রীচৈতন্যবাণীর আনুগত্যে করিতেছেন। প্রচারকগণে ধর্ম্মধ্বজী কলিচরগণের এবং ধর্ম্মব্যবসায়িগণের বড়ই অসুবিধা হইয়াছে। লোকপ্রবঞ্চকগণ এত দিন ধরিয়া যে বঞ্চনাকার্য্য অবাধে করিয়া আসিতেছিল, আজ সেই প্রতারণা সাধারণ্যে প্রকাশিত হওয়ায় সরলপ্রাণ ব্যক্তিগণ গত জীবনের জন্য অনুশোচনা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতেছেন। স্বামিজী মহারাজ অনেকগুলি ভদ্রমহোদয়ের নিকট সত্যধর্ম্মের কথা ও কপটীগণের ধর্ম্মধ্বজিতার কথা এত সরলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন,—এপর্য্যন্ত আমরা এত সরল সত্যের কথা আর কাহারও নিকট শুনি নাই।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীনিবাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বাসুদেবপুর, হাওড়া

"শ্রীধাম"
টেলি—

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৩৮, ৩রা জুন ১৯৩১

লণ্ডনে প্যাটেলের বক্তৃতা

বাঙ্গালোর অনাথ আশ্রমের দুর্ঘটনার জের

গোলটেবিলে গান্ধীজী

সর্ত্ত পালন করিবার জন্য জহরলালের অনুরোধ

চিল্‌কা হ্রদে নৌকাডুবি

স্বর্ণ খনিতে ৫২ জন শ্রমিকের মৃত্যু

দিল্লীতে বোমা আবিষ্কার

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ

গান্ধীআরউইন সর্ত্ত পালন

রাণাঘাটে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

নানা কথা

রাণাঘাটে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

ডাঃ প্রফুল্লকুমার বসু মহাশয়ের পুত্র বিখ্যাত কুস্তীগীর পাঁচকড়ি বসু প্রকাশ্য রাজপথে ছোরার আঘাতে সম্প্রতি আহত হয়েন। অত্যন্ত বলশালী বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল, তিনি আহত হইয়া নিকটবর্ত্তী এক ঔষধালয়ে ছুটিয়া চলিয়া যান, তথা হইতে তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তাঁহাকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। প্রকাশ যে তাঁহার সুচিকিৎসার [illegible] ব্যবস্থা হয় নাই। ফলে ৬ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। পরদিন সমারোহে তাঁহার মৃতদেহ গঙ্গায় দেওয়া হইয়াছিল। এই সম্পর্কে ডাঃ মহেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র সুকুমার ঘোষ ধৃত হইয়াছে। সুকুমার এ বৎসর আই এস-সি পরীক্ষা দিয়াছে এবং ছাত্র হিসাবে তাহার খুবই সুনাম আছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের রহস্য এখনও জানা যায় নাই।"

লণ্ডনে মিঃ প্যাটেলের বক্তৃতা

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ ভি, জে, প্যাটেল লণ্ডনের এক সভায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ভারতীয় নীতির তীব্র নিন্দাবাদ করেন। তিনি বলেন যে, 'সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতে এরূপ বিষম পীড়ন নীতি আর কখনও অবলম্বিত হয় নাই।'

তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড আজীবন যে সমস্ত নীতি প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, তাহা সমস্তই কি বিসর্জ্জন দিয়াছেন? তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, ভারতবর্ষ ও বৃটেন সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এক্ষণে একমাত্র প্রশ্ন হইতেছে, তাহারা বন্ধুভাবে কিম্বা শত্রুভাবে কার্য্য করিবেন?

আগামী গোলটেবিলে গান্ধীজী

কংগ্রেস মহলে প্রকাশ যে, মহাত্মা গান্ধী লর্ড উইলিংডনের নিকট লিখিয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান না হইলে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন। সেখানে তিনি বৈঠকের কার্য্যে যোগদান করিবেন না কেবল বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তিনি তথায় বিবৃতি করিবেন।

স্বর্ণখনিতে ৫২জন শ্রমিকের মৃত্যু

নন্দীদুর্গ স্বর্ণ খনির অভ্যন্তরে আগুন লাগার ফলে ৫২ জন শ্রমিক মারা গিয়াছে এবং ৫৮ জন আহত হইয়াছে। আহত দিগকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। খনির মধ্যে আর লোক নাই, হতাহত সকলকেই খনি হইতে বাহির করা হইয়াছে।

খনির মধ্যে দিবা রাত্র জল দেওয়া হইতেছে। খনির ভিতর হইতে বিষাক্ত বায়ু বাহির হইতেছে, তাহা গ্রহণ করিয়া যাহাতে কেহ বিপন্ন না হয় তজ্জন্য একজন চিকিৎসক মোতায়েন আছেন। এখনও আগুন জ্বলিতেছে।

বি.এস্-সি শিক্ষক চাই

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের জন্য একজন বি-এস্-সি শিক্ষকের প্রয়োজন। উক্ত শিক্ষকের পদ-গ্রহণেচ্ছুগণ স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার বিবরণসহ সর্ব্বনিম্ন কত টাকা বেতনে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহা উল্লেখপূর্ব্বক 'সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া'—ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। নির্ব্বাচিত [illegible] বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইবেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম গাড়ী ভাড়া (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১২৭, বোসপাড়া লেন [?] ষ্ট্রীট, বাটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিম্পা) ৫৭, ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

যাহা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, অম্লরোগ প্রভৃতি কত দুরারোগ্য রোগ নিরাময় হইতেছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম: **আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা**।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ব্ববিধ [illegible] অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৬০ আনা, পাইণ্ট ৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়

যদিও অদ্যাপি প্রকৃত মরা মানুষ বাঁচাইবার কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, তথাপি যাঁহারা নানাবিধ অনিয়মিত উপায়ে অপরিমিত শক্তি নষ্ট করিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন এবং নানা প্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়া, অর্শ এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহা বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত **ইলেক্ট্রিক সলিউসন** ব্যবহার করিয়া বাঁচিতে পারেন, তাহার শত শত প্রমাণ প্রতি বৎসরেই পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা অন্যান্য বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া আরোগ্য হইতে পারেন নাই, তাঁহারা একবার এই ঔষধটা ব্যবহার করিয়া দেখুন। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী এক শিশি ঔষধ ডাকমাশুল সহ ১৷০ টাকা মাত্র।

—সোল এজেণ্ট—

ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।

ফকেপুর, গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন

রেজেষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধাতু ও ধাতুবিকার, হিষ্টিরিয়া রোগ, ... অম্ল, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর বিদূরিত ও আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক! মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী ঘৃত"

[illegible] আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

[illegible] বৃদ্ধি করিতে অতুলনীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, [illegible] কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৭৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

কৃষ্ণনগর [illegible] প্রেস হইতে—মুদ্রাকর [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] এম, এ,

[illegible] কর্তৃক প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা
সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ
দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—২০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার—১৩৩৮

বৈকুণ্ঠ

যেস্থান হইতে কুণ্ঠাধর্ম্ম বা মায়া বিগত হইয়াছে, তাহাকে 'বৈকুণ্ঠ' বলে। শ্রীভগবানেরও একটী নাম 'বৈকুণ্ঠ', কারণ, তাঁহাতে কুণ্ঠাধর্ম্মের লেশমাত্রও নাই। তিনি অপ্রাকৃত চিন্ময়, পরম সত্যবস্তু। তিনিই অদ্বয়জ্ঞান। শ্রুতি বলেন,—তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। অচিন্ত্যভাবকে তর্কের দ্বারা সীমাবদ্ধ জ্ঞানদ্বারা মাপিয়া লওয়া যায় না। মানব-অভিজ্ঞানে বা চিন্তায় যাহা অসম্ভব, তাহাও অচিন্ত্যশক্তিতে সম্ভব।

সর্ব্বশক্তিমান্ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব সেই ভগবান্ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে সর্ব্বদাই স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান—এই চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। সূর্য্য, তাঁহার তেজোমণ্ডল, তাহার বহিঃপ্রকটিত রশ্মিকণ ও তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন এই অবস্থায় কথঞ্চিৎ উদাহরণস্থল। সচ্চিদানন্দবিগ্রহই—তাঁহার স্বরূপ; চিন্ময়ধাম, নাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহার্য্য উপকরণই তদ্রূপবৈভব; নিত্যমুক্ত, নিত্যবদ্ধ অনন্ত জীবগণই জীব। মায়া ও তৎকৃত সমস্ত জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎই 'প্রধান'-শব্দবাচ্য।

ভগবান্ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে এই চতুর্ব্বিধভাবে অবস্থান করিয়াও অদ্বয়বস্তু। ভগবানের সেই অবিচিন্ত্য শক্তির নামই পরা শক্তি, এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াভেদে বিবিধা। সেই পরাশক্তি বিচিত্রবিলাসময়ী ও বিচিত্র আনন্দসম্বর্দ্ধিনী।

সেই শক্তির অনন্ত প্রভাব থাকিলেও জীবের নিকট তিনটী প্রভাবের পরিচয় মাত্র আছে। সেই প্রভাবত্রয়ের নাম চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি।

উক্ত তিনশক্তির প্রভাবদ্বারা চিজ্জগৎ, জৈবজগৎ ও জড়জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রভাবে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা তিনটী বৃত্তি লক্ষিত হয়। চিচ্ছক্তির যে সন্ধিনী বৃত্তি, তাহার কার্য্যরূপে চিদ্ধাম, চিদ্দেহ, চিদুপকরণ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার চিদ্বৈভবের উদয় হইয়াছে। কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণধাম সমুদয়ই সন্ধিনীর কার্য্য। যথা—

চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গ নাম।
তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥

মায়াশক্তিতে যে সন্ধিনী বৃত্তি আছে, তাহার কার্য্য—চতুর্দ্দশ লোকময় সমস্ত জড়বিশ্ব, বদ্ধজীবের স্থূল ও লিঙ্গ শরীর, বদ্ধজীবের স্বর্গাদি লোকগতি ও সমস্ত জড়েন্দ্রিয়াদি নির্ম্মিত হইয়াছে।

মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ কারণ।
তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥

সুতরাং ত্রিগুণ বা সত্ত্বরজস্তমোগুণ বা মায়ার প্রভাব এই ব্রহ্মাণ্ড বা চতুর্দ্দশভুবন মধ্যেই ক্রিয়াবান, কিন্তু "প্রকৃতির পার পরব্যোম নামে ধাম"—চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব প্রকৃতির উপর 'পরব্যোম' নামক যে স্বরূপ শক্তিপ্রকটিত চিদ্ধাম আছে, সেখানে মায়ার প্রভাব কিঞ্চিন্মাত্রও থাকিতে পারে না।

ব্রহ্মাণ্ড বা দেবীধাম অতিক্রম করিয়া বিরজা নদী। এই বিরজাতে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা লক্ষিত হয়। ইহা প্রাকৃতমলবিধৌতকারিণী স্রোতস্বিনী। তাহা অতিক্রম করিয়া জ্ঞানিগণের আদর্শ ব্রহ্মলোক অতিক্রম পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধাম। সুতরাং সেই স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ বা তাহার সমান অন্য কোনও স্থান হইতে পারে না। সেই বৈকুণ্ঠলোকে মায়ার প্রভাব-প্রকটিত অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চক্লেশ এবং মোহ ও জড়তাদি থাকিতে পারে না। উহা শুক্লভক্তিমান্ আত্মবিদ্গণের বাঞ্ছিত ধাম। সেই স্থানে যখন মায়ার কোনই প্রভাব নাই, তখন কি প্রকারে জন্ম, বিনাশ, বিকার, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও বিপরিণাম এই ষড়্বিকারহেতু কালের বিক্রম লক্ষিত হইবে? সেখানে কিরূপেই বা প্রাকৃতগুণাদির অবস্থান সম্ভবে? সেই স্থান—অশোক, অভয়, অমৃত, নিত্য নবনবায়মান চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যে উদ্ভাসিত; সেই স্থানে স্বরাট্ পুরুষ অপ্রাকৃতস্বরূপ অদ্বয়জ্ঞান শ্রীভগবান্ তাঁহার স্বরূপবৈভব নিত্যপরিকর পার্ষদ ও দাসাদিসহ নিত্য রমমাণ।

ট্রেণে একরাত্রি

(জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী-প্রেরিত)

শশধরের রজতশুভ্রকৌমুদী-প্লাবনে প্রকৃতিসুন্দরী হাস্যময়ী; জ্যোৎস্নার তরল আচ্ছাদনে মণ্ডিত হইয়া চরাচর যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত জগৎ যেন আজ আনন্দে আত্মহারা।

নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অতি দ্রুতবেগে ঢাকাগামী বাষ্পীয়যান আপন গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিয়াছে। ট্রেণে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছে। লোকাধিক্য বশতঃ প্রকোষ্ঠগুলিতে যাত্রীবর্গের রাত্রিযাপনের জন্য শয়নস্থানের বিশেষ অভাব, কোন প্রকারে একটু উপবেশনের স্থান সংগ্রহের জন্য সকলেই ব্যস্ত এবং কেহ কেহ এই নিমিত্ত আবার উপবিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তুমুল কলহের সূত্রপাত করিয়া তুলিতেছেন; ট্রেণের অধিকাংশ যাত্রীই এই অল্পসময়ের জন্য উপবেশন-স্থান নির্ণয়ে বেশ একটু কোলাহল করিতেছেন।

আমি শকটের যে প্রকোষ্ঠে বসিয়াছিলাম, ঠিক তাহারই পরবর্ত্তী প্রকোষ্ঠে একব্যক্তি উচ্চ কণ্ঠে অনেক কথা কহিতেছিল, অনেক গোলমালে তাহার কথাগুলি ঠিকমত কাণে প্রবেশ করে নাই। তাহার তীব্রতাপূর্ণ অসংযত বাক্যাবলীর যে দু' একটী কাণে প্রবেশ করিতেছিল, তাহাতেই বুঝিতে পারিলাম যে, লোকটী আধুনিক ভাবাপন্ন কোনও "সম্প্রদায়বিশেষের" সেবক-পরিচয়ধারী এবং কয়েক ধাপে পড়িয়া কোন সজ্জনের সহিত বিবাদ করিতে স্পৃহাবিশিষ্ট।

অনেক কথাই বুঝি নাই, তবে বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণের চেষ্টা করাতে এটুকু বুঝিতে পারিলাম যে, কলহকারী ঐ লোকটী সমগ্র জগতের পরম হিতকারী শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রবল বিরুদ্ধবাদী; তাহার বাক্যের প্রতিচ্ছত্র শ্রীমঠকে আক্রমণ করিতেছিল।

দাম্ভিক লোকটী শ্রীমঠসেবক কোনও ব্রহ্মচারীকে নানা কটূক্তি করিয়া অবশেষে বলিতে লাগিল,—"বড়ই আক্ষেপের বিষয় আপনারা গৈরিক বসন পরিধান করিয়া ব্রহ্মচারী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ বেশের কি মূল্য, তাহা জানেন না। ইহার সম্মান রক্ষা করিতে হইলে কতদূর নৈষ্ঠিক জীবন যাপন করিতে হয়, জগতের কত উপকার করিতে হয়, তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান নাই বলিয়াই এই অরুণ বসন পরিধানে সাহসী হইয়াছেন। বিবেকানন্দ স্বামী কহিয়াছেন,—ইহা 'লায়ন ড্রেস'। সিংহ তুল্য বিক্রমশালী অর্থাৎ পশুরাজ সিংহের তুল্য তেজীয়ান না হইলে কেহ এই বেশ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারেন না।

আরও আশ্চর্য্য এই যে, গৌড়ীয় প্রতিষ্ঠান আজ কোথায় জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন, না তাহার পরিবর্ত্তে শুধু হরিনাম ও হরিকথা-প্রচারকেই সার করিয়াছেন। যাহারা আপনার মত পারমার্থিক সুখ না চাহিয়া দেহসুখ চাহে, জাগতিক দুঃখদৈন্য হইতে ত্রাণ পাইয়া একটুকু শান্তিতে জীবন কাটাইতে চান, আপনারা তাহাদিগকে তাহাদের প্রার্থিত শান্তি দিবেন না কেন? লোকের সেবাতে কি ভগবানের তুষ্টিবিধান হয় না? তাঁহারই তো সন্তানগণ দুঃখপীড়িত হইয়া কাঁদিতেছে, তাহাদের বেদনার অশ্রু মুছাইয়া দিলে তাঁহারই সেবা করা হয়। ধরুন, রোগী চায় পীড়ার একটু ঔষধ, স্নেহনিপুণ হাতের একটু যত্ন, নিরন্ন ক্ষুধার্ত্ত চায় একটু খাদ্য ও পানীয়, দরিদ্র চাহে লজ্জানিবারণের একখানা কাপড়। আপনারা কেন তাহাদের দুঃখ দূর করিবেন না? আপনি বলিতেছেন,—শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবকগণ আচার্য্যানুগত্যে ভাগবতধর্ম্মের আচারবান প্রচারক। আপনি শ্রীমদ্ভাগবত আমায় দেখি—লোকের দুঃখ দূর করিতে শ্রীভাগবত নিষেধ করিয়াছেন কিনা দেখা যাউক, যদি তাহা না হয়, তবে ভাগবত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিব। পরদুঃখে যাহাদের প্রাণ কাঁদে না, তাহারা আবার ভাগবতধর্ম্মের বড়াই করিতে যায়, দরিদ্র নারায়ণের? দুঃখমোচনই এ যুগের যুগধর্ম্ম।"

আমি বহির্ম্মুখ এবং সাধুজনকে শ্রদ্ধাহীন হইলেও কি জানি কেন লোকটির ঐরূপ ভীষণ অপরাধময়ী কথাগুলি আমার শরীরে যেন অসংখ্য সূচিকা বিদ্ধ করিতেছিল। ব্রহ্মচারী মহোদয় বিশেষ ধীরতার সহিত শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ অনেক কথাদ্বারা ঐ বিকৃতরুচিসম্পন্ন লোকটীকে প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু কলিকালের ধর্ম্মই এই 'সাঁচা কহে ত মারে লাঠী, ঝুটা জগৎ ভুলাই।' যথার্থ সত্যবাদী ঐ নিষ্কপট ব্যক্তির প্রীতিপ্রদ

হইবে কেন? সে ক্রমেই তাহার স্বর সপ্তমে উঠাইয়া নানা অশ্রাব্য বাক্যে শ্রীমঠের প্রচার-প্রণালীকে আক্রমণ করিতে লাগিল। এক্ষেত্রে আর বেশী বাক্যব্যয়ে ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ব্রহ্মচারীজী নিবৃত্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। হায়, মিথ্যার এমনই মোহিনী প্রভাব, প্রকোষ্ঠের এতগুলি ব্যক্তির মধ্যে কেহই কুতর্কবাদী ঐ লোকটীকে নিরস্ত হইতে পর্য্যন্ত বলিল না।

আমি শাস্ত্রজ্ঞানহীন বলিয়া এবং আরও অনেকগুলি কারণ-বশতঃ তখন ঐ লোকটীর অসদ্বাক্যের কোনও উত্তর প্রদান করিতে পারি নাই। অগত্যা হৃদয়ের গভীর দুঃখের সহিত এই কথা কয়েকটী বলিবার জন্য পাবনবিগ্রহ শ্রী প্রকাশের শরণাগত হইলাম।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

প্রেয়ঃপথাবলম্বী অকৃতজ্ঞানদৃপ্ত আসুরিক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গৈরিকবস্ত্র পরিধানের অধিকারী কে, তাহা জানে না বলিয়া গায়ের জোরে মতামত প্রকাশপূর্ব্বক অচ্যুতসেবকগণকে উপহাস বা অপমান করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহারা 'সমশীলা ভজন্তি বৈ' ন্যায়ানুসারে তাহাদের ভোগানলে ইন্ধন প্রদাতৃগণকে বহুমানন-পুরঃসর শাস্ত্রবাণীকেও অগ্রাহ্য করিতে পশ্চাৎপদ নহে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত কখনই মায়াবাদী বা অসুরকর্ত্তৃক চালিত হইতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহারা শাস্ত্রানুযায়ী বিধিনিষেধ যথাযথ পালন করেন। তদ্বিষয়ে লৌকিক অপেক্ষা বা মতামতের উপর নির্ভরতা নাই। তাঁহারা শাস্ত্রকথিত যুগধর্ম্ম শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের একনিষ্ঠ প্রচারক। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ শ্রীহরিনাম ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মকে যুগ-ধর্ম্ম বলিয়া যিনিই চালাইতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহার কোনরূপে নিস্তার নাই।

ব্রহ্মচারীর কাষায় বস্ত্র পরিধানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ যথা—

ততো গুরুঃ প্রসন্নাত্মা শিষ্যায় শান্তচেতসে
কাষায়বাসসী দদ্যাদ্দীর্ঘায়ুষ্টায়বর্চ্চসে॥
তূষ্ণীঞ্চ মেখলাং দদ্যাৎ কাষায়বস্ত্রধারিণে।
ততঃ কাষায়বসনং কৃষ্ণাজিনসমন্বিতম্।
যজ্ঞসূত্রমেখলাঞ্চ দণ্ডং ভিক্ষাকরণ্ডকম্॥
আচার্য্যানির্জিতাং ভিক্ষাং সমর্প্য গুরবে শিবে।
গন্ধমাল্যাদরস্তু জ্ঞীং তিষ্ঠেদাচার্য্যসন্নিধৌ॥
ততো গুরুস্তস্মৈ শিষ্যায় কাষায়ে বাসসী কৃষ্ণমষীং মেখলাং দদ্যাৎ। * * *
ততো মাণবকস্তেষাং [illegible] দিনত্রয়েণ [illegible] কশ্যেন ধৃত-কাষায়-বস্ত্র-মেখলাজিনযজ্ঞসূত্রে-মেখলাং দণ্ডং শিষ্যাম্ভিষিচ্য তোয়েন তদঞ্জলিং পূরয়েৎ। মানবকো কাষায়বস্ত্রং সকৃষ্ণাজিনযজ্ঞসূত্রং মেখলাং দণ্ডং ভিক্ষাকরণ্ডমজ্জিতভিক্ষাঞ্চ গুরবে নিবেদ্য আচার্য্যসন্নিধৌ তূষ্ণীং তিষ্ঠেৎ॥ (নির্ব্বাণতন্ত্রে)

গন্ধগ্রহণবৎ বিষয়স্পর্শ

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

বেদান্তদর্শনের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১১।৩৮ শ্লোকে,—

স বা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ
সৃজত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেঽস্মিন্।
ভূতেষু চান্তর্হিত আত্মতন্ত্রঃ
ষাড়্‌বর্গিকং জিঘ্রতি ষড়্‌গুণেশঃ॥

অর্থাৎ অলৌকিক লীলাময় সেই ভগবান্ বিষ্ণু এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন। তিনি প্রাণি-সকলের মধ্যে স্বতন্ত্র অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত থাকিয়া ষড় ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল দূর হইতে গন্ধগ্রহণবৎ স্পর্শ করেন, অথচ সেই সকল কার্য্যে তাঁহাকে আসক্ত হইতে হয় না।

ভগবান্ মায়ার অধীশ্বর। সুতরাং মায়িক ষড়িন্দ্রিয়ের তিনিই একমাত্র নিয়ন্তা। ভগবান্ স্বীয় প্রাকৃত নশ্বর সৃষ্টির মধ্যে শ্রীরাম-নৃসিংহাদি অথবা অন্তর্যামি-পরমাত্মা-রূপে অবতীর্ণ হইলেও মায়াধীশ্বত্বহেতু তিনি মায়িক ষড় গুণের বাধ্য হন না। যে-সকল অজ্ঞজীব মায়ার দ্বারা মুগ্ধ হইয়া সংসারে ত্রিতাপজ্বালায় ক্লিষ্ট হইতেছে, সর্ব্বজীবসুহৃৎ ভগবান্ তাহাদিগের মঙ্গল বিধানের জন্য তাহাদেরই হৃদয়াভ্যন্তরে অন্তর্যামি-পরমাত্মা-রূপে এবং বহির্দ্দেশে শ্রীরামনৃসিংহাদি অথবা আচার্য্য বা ভক্ত আকারে অবস্থান করত তাহাদিগের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য তাহাদিগের ষড় ইন্দ্রিয়কে নানা প্রকারে প্রচালিত করিয়া থাকেন। নিত্যানন্দচিন্ময় ভগবান জীব-কল্যাণের জন্য মায়িকবস্তুর সঙ্গ করিয়াও যেরূপ অনাসক্তভাবে অবস্থান করেন, জীবগণও যদি ভগবৎসেবার জন্য নির্লিপ্তভাবে মায়িকবস্তুর সঙ্গ করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও সেই প্রকার অনাসক্ত-ভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন। ভগবৎপ্রীতির পরিবর্ত্তে নিজ সুখের জন্য যাঁহারা মায়িক বিষয়ের সঙ্গ করেন, তাঁহারা অনাসক্তভাবে অবস্থান করিতে অসমর্থ। তাহারাই মায়ার দ্বারা অভিভূত হইয়া উত্তরোত্তর মায়িক বিষয়ে আসক্ত হইতে থাকেন। ভগবান যেরূপ পরার্থপর অর্থাৎ জীবের কল্যাণকামী, জীবগণও যদি পরার্থ-পর [illegible] তাহা হইলে [illegible] তাহাদিগকে মায়া [illegible] অভিভূত হইয়া নশ্বর মায়িক বিষয়ে আসক্ত হইতে ও তৎফলে পুনঃ পুনঃ [illegible] হইতে হয় না।

অদূরে একটী পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে। যদি কেহ দূর হইতে ঐ পুষ্পের গন্ধ অকস্মাৎ গ্রহণ করত চুপ থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে আর পুষ্পটীকে গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হইতে ও গ্রহণকালে চৌর্য্যাপরাধে ধৃত ও লাঞ্ছিত হইতে হয় না। ভগবান্ প্রাকৃত সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণকে জীবকল্যাণের জন্য যথাযথভাবে পরিচালন করেন এবং জীবগণ ক্রমশঃ কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া তিনি আনন্দে আপ্লুত থাকেন। ইহাই ভগবানের পক্ষে দূর হইতে গন্ধগ্রহণবৎ লীলার অভিব্যক্তি। জীবগণ যদি ভগবানের ন্যায় দূর হইতে গন্ধগ্রহণবৎ বিষয়স্পর্শরূপ কার্য্যের অনুসরণ করেন অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতির জন্য যাবতীয় ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর মায়িক বিষয়ে আসক্ত হইতে হয় না। যদি তাঁহারা দূর হইতে গন্ধগ্রহণবৎ বিষয়স্পর্শের অনুসরণ না করেন, এবং স্বসুখার্থে প্রাকৃত বিষয়ের নিকটতর হন অর্থাৎ তাহাকে ভোগ করিতে যত্ন করেন, তাহা হইলে ভগবন্মায়া তাহাদিগকে ক্রমশঃ প্রাকৃত নশ্বর বিষয়ে আসক্ত করিয়া তুলিবেন এবং ফলে ত্রিতাপের দ্বারা তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিতে থাকিবেন।

শ্রীভগবানের সুখসাধনোদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করিয়া সদ্‌গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলে পর যখন যেরূপ ঘটনাই ঘটুক না কেন, উহা ভগবানের কৃপামূলে সংঘটিত জানিয়া পরমানন্দে মগ্ন থাকিতে যিনি অভ্যস্ত হইয়াছেন, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের "তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোকের অর্থ সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়াছেন। তিনিই মুক্তিপদবীতে অচিরে আরোহণ করিবেন এবং তাহারই দূর হইতে গন্ধ-গ্রহণবৎ বিষয় স্পর্শ হইতেছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু

(অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ)

(১)

নিত্যানন্দ প্রভু সদা পরম প্রচণ্ড।
তাঁর দণ্ড 'লাঠি' তরে যতেক পাষণ্ড॥
নিত্যানন্দের আচরণ দুর্ব্বিজ্ঞেয় অতি।
বিশেষ তাঁহার কৃপা পাষণ্ডীর প্রতি॥
পাষণ্ডীর একমাত্র ত্রাতা নিত্যানন্দ।
[illegible] পাষণ্ডি হইতে সেহ মন্দ॥
পাষণ্ড [illegible] লাগি' নিত্যানন্দ ধায়।
মায়িক [illegible] বুদ্ধি' ফিরে সর্ব্বদায়॥
কতরূপে ঘুরে প্রভু কেহ নাহি জানে।
পাষণ্ডায় একমাত্র বন্ধু নিত্যানন্দে॥
পাষণ্ডীর দুঃখে নিত্যানন্দ সদা দুঃখী।
পাপিজনের বন্ধু নিতাই, আর নাহি দেখি॥
নিত্যানন্দ দুঃখ ইহা যদ্যপি অসম্ভব।
তথাপি পাষণ্ডি দুঃখ তাঁর অনুভব॥
অচিন্ত্য নিতাইতত্ত্ব কেহ নাহি বুঝে।
সদা অন্তরে যাঁর চৈতন্যের কার্য্য॥
পাষণ্ডিদলন নিতাই জানে ভাল মতে।
নিত্যানন্দ দণ্ড করে পাষণ্ডী তাড়িতে।
পাষণ্ডী না সেবে কৃষ্ণে নিতাই তারে দণ্ডে।
[illegible] দণ্ডপ্রহারে ডরে যতেক পাষণ্ডে॥
হেন নিতাই নিন্দে যেই অধম দুর্জ্জন।
কাভারে। মঙ্গল নাহি বাঞ্ছ কদাচন॥
আপনারে হিংসে সেই, হিংসে সর্ব্বপ্রাণী।
আপনার দোষে দুঃখ পাবতো আপনি॥
নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
শ্রীগুরু সন্নিধান পাই যতেক দুর্গতি॥
তাঁর কৃপায় দূর হবে মোর মতি।
পাষণ্ডতা ঘুচি' কৃষ্ণপদে হবে মতি॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারি-সমভিব্যাহারে দিল্লী হইতে বিজনৌর, হরিদ্বার এবং নরম-পুর হইয়া বর্ত্তমানে আলমোরায় পৌঁছিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজ গত ১১ই মে তারিখে স্থানীয় "ইণ্ডিয়ান ক্লাবে"র সেক্রেটারী পণ্ডিত মুরলীধর পাউট মহাশয়ের উদ্যোগে উক্ত ক্লাবে 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' সম্বন্ধে ইংরেজি ভাষায় একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। আলমোরার ভূতপূর্ব সরকারী উকিল রায় বাহাদুর বদ্রীদত্ত যোশী উক্ত সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

সভায় সহরের ডেপুটী, উকিল, প্রফেসর প্রভৃতি বহু শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই শেষ পর্য্যন্ত অতি আগ্রহের সহিত স্বামীজীর গভীর গবেষণাময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে এবং শেষে ব্রহ্মচারী ধীরকৃষ্ণজী স্বভাবসুলভ সুমধুর কণ্ঠে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

রেল কর্ম্মচারী সম্মেলন

গত ২৪শে ও ২৫শে মে তারিখে লাল মনির হাটে শ্রীযুক্ত আই বি সেন ব্যারিষ্টার মহাশয়ের সভাপতিত্বে ই. বি. রেলের ভারতীয় কর্ম্মচারী সম্মেলনের দশম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে বাবসা বাণিজ্যে মন্দার জন্য রেলওয়ে বোর্ড যে ভাবে কর্ম্মচারী বরখাস্ত করিতেছেন সম্মেলনে তাহার প্রতিবাদ জানান হয় এবং জানান হয় যে যদি দক্ষতার সহিত রেল বিভাগের কার্য্য চালান যায় তাহা হইলে কর্ম্মচারী বরখাস্ত না করিয়াও অনেক ব্যয় সঙ্কোচ করা যাইতে পারে। সম্মেলনে এই বিষয়ে আরও অনেকগুলি জরুরী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

দিল্লীতে বোমা আবিষ্কার

সেদিন সদর বাজারে যে বোমা ফাটিয়াছিল, তৎসম্পর্কে পুলিশ ল্যাবোরেটরীর এক বাড়ীতে তল্লাসি করিয়া হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান আর্মির অনেকগুলি ইস্তাহার, কতকগুলি বাজেয়াপ্ত পুস্তক, কিছু সালফার পাউডার, কিছু লোহার তার এবং নারিকেলের খোলা পাইয়াছে।

পুলিশ দ্বারকাপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ যে, সে ঐ বাড়ীতে থাকিত।

বাঙ্গালোরে অনাথ আশ্রমে দুর্ঘটনা

বাঙ্গালোর গুটান অনাথ আশ্রমের শোচনীয় দুর্ঘটনা সম্পর্কে স্বাস্থ্য-কর্তৃপক্ষগণ বলেন যে, তাঁহারা তদন্ত করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কলেরার টীকাগুলি আক্রমণের জন্যই এই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। অনাথ আশ্রমে আর কাহারও মৃত্যু ঘটে নাই। এক্ষণে যে ২৮ জন হাঁসপাতালে আছে, তাহাদিগকে শীঘ্রই হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। অনাথ আশ্রমের ৭০০ জ নারীকে কলেরার টীকা দেওয়া হইয়াছে এবং কোথা হইতে ঐ কলেরার বীজ আনিল, কি ভাবে সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিল, তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান চলিতেছে।

আশ্রমের মহিলা কর্তৃপক্ষ জানাইতেছেন যে, ভারতের নানাস্থান, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল হইতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া টেলিগ্রাম আসিয়াছে। তিনি জানাইতেছেন যে, আর কাহারও কোন বিপদ ঘটে নাই। যে ৭ জন মহিলা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই খৃষ্টান।

চিল্কা হ্রদে নৌকা ডুবি

১৫ জন যাত্রীপূর্ণ একখানি নৌকা চিলকা হ্রদের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল। দুইটী নারী এবং দুইটী শিশু মারা গিয়াছে।

গঞ্জাম উড়িয়া মহিলা সম্মেলন
মহিলাদের মধ্যে মহা উৎসাহ

গত ২৮শে তারিখে গঞ্জাম উড়িয়া মহিলা সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। সম্মেলনে গঞ্জামের সকল পিকেটিং করার জন্য স্থানীয় মহিলাদের লইয়া স্বেচ্ছাসেবিকা বোর্ড গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। আগামী পুরী কনফারেন্সে গঞ্জাম হইতে অন্ততঃ একশত মহিলা স্বেচ্ছাসেবক পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। কটকের শ্রীমতী রমাদেবীর নেতৃত্বে পর্দ্দানশীন উড়িয়া রমণীরা শোভাযাত্রা করিয়া বাহির হন। গঞ্জামে এইরূপ ব্যাপার এই প্রথম।

বোম্বায়ে সুভাষচন্দ্র

গত ২৮শে মে ভোর ৪টার সময় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বান্দোলী হইতে সুরাট হইয়া এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন ষ্টেশনে বহু ব্যক্তি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

প্রকাশ, বান্দোলীতে মহাত্মার সহিত শ্রীযুক্ত বসুর অনেক প্রয়োজনীয় কথা আলোচনা হইয়াছে।

গান্ধী-আরউইন সর্ত্ত পালন

কিশোরগঞ্জে সাম্প্রদায়িক গোলযোগের ফলে খুন জখম ও লুট তরাজ হইয়াছিল। এই সম্পর্কে অভিযুক্ত আসামীদিগকে দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছে। এখন শুজব শুনা যাইতেছে যে, গান্ধী-আরউইন সর্ত্ত পালনার্থ খুন সম্পর্কে দুইটি মামলা বাদে লুট সম্পর্কিত সকল মামলা প্রত্যাহার করা হইবে।

ঐরূপ একটি মামলা পাকুর থানা হইতে করা হইয়াছিল। মামলাটি সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে নাকি প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

সর্ত্ত পালন করিবার জন্য পণ্ডিত জহরলালের অনুরোধ

২৯শে মে পণ্ডিত জহরলালকে ত্রিবেন্দ্রামে বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। অভিনন্দনের উত্তরে পণ্ডিত জহরলাল বলেন যে, ভারতকে তিনটী বিষয় পাইতে হইবে। যথা :—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মুক্তি। অতঃপর তিনি প্রত্যেককে সন্ধির সর্ত্ত পালন করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

সরকারী ঋণের প্রতিবাদ

নুতন সরকারী বিদেশী ঋণের প্রতিবাদ করিয়া মহারাষ্ট্র চেম্বার অব কমার্স বড়লাটের নিকট যে পত্র দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছেন যে বিজ্ঞাপিত সুদের হার অতিরিক্ত হইয়াছে এবং এই ঋণ তুলিলে টাকা সহজেই পাওয়া যাইত।

বিনিময়ের অস্বাভাবিক হার বাঁধিয়া দেওয়াতেই গবর্ণমেণ্ট উপর্য্যুপরি ঋণ করিতে বাধ্য হইতেছেন বলিয়া কোম্পানী মনে করেন। ভারতবর্ষে ঋণ তুলিলে ইহার চেয়ে ক্ষতি কম হইত। ইংলণ্ডকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া ভারতের দরকার নাই, আমেরিকা ও ফ্রান্সের নিকট হইতেও ঋণ লওয়া যাইতে পারে।

চিঠির উপসংহারে তাঁহারা বলিয়াছেন যে ভারতের আর্থিক স্বাধীনতাই ইহার একমাত্র উপায়।

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ

ফরিদপুর জেলার চরকৃষ্ণপুর গ্রামের আইনদী সেখ তথাকার দারোগা হাকিমুদ্দীন আমেদ ও কতিপয় পুলিশ কনেষ্টবল এবং তকিমুল্লা নামক জনৈক মুসলমান জমিদারের কয়েকজন সদ্দারের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারানুযায়ী মোকদ্দমা দায়ের করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং যাহাতে মামলার বিচার করেন এজন্য আবেদন করে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দ্দেশ অনুযায়ী মাদারীপুরের মহকুমা হাকিম অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া এক রিপোর্ট দাখিল করেন, রিপোর্ট দৃষ্টে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট দারোগা হাকিমুদ্দীন এবং তকিমুল্লার ছয়জন সর্দ্দারকে আগামী ৩০ই জুন আদালতে হাজির হইবার জন্য সমন জারী করিয়াছেন

শ্রীযুত সতীন সেনের অভিভাষণ

কান্দীতে মুর্শিদাবাদ জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন বলেন, দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে বয়কট অস্ত্র আমাদিগের ব্যবহার করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যত শক্তিশালী ও তাহার যত কামান বন্দুক থাকুক না কেন বয়কট অস্ত্র যদি আমরা ব্যবহার করি তাহা হইলে তাহাকে এক দিন দেশের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইবে।

তিনি হিংসামূলক কার্য্যের নিন্দা করেন। তিনি বলেন, হিংসামূলক কার্য্যে দেশের খুব অনিষ্ট হয়- কখনও ইষ্ট হইতে পারে না। গত আন্দোলন তাহার সাক্ষ্য। তিনি দেশের যুবকগণকে মহাত্মার আন্দোলনে যোগদান করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। মহাত্মাকে একটা সুযোগ দেওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

মিশরে বালুর স্তূপ ধ্বসিয়া ১৪ জন নিহত

লাকসার অঞ্চলে একটি বালুর স্তূপ ধ্বসিয়া পড়ায় ১৪ জন লোক নিহত হইয়াছে ৫ জন মজুর বালুর স্তূপ খনন করিতে করিতে হঠাৎ চাপা পড়িয়া যায়। তাহাদের রক্ষা করিতে যাইয়া আরও ৯ জন লোকও সেই দশা প্রাপ্ত হয়।

আকাশে ৮৪ ঘণ্টা ভ্রমণ

দুইজন ডেট্রয়বাসী বিমানবীর — ওয়াল্টার লিস এবং ফ্রেডারিক ব্রোসি বিমানপোতে ইঞ্জিনের জন্য ব্যবহৃত ভারী তেল ব্যবহার করিলে কিরূপ সুফল পাওয়া যায় তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহারা এই তেল ব্যবহার করিয়া একখানি ছোট বিমানপোতে একাদিক্রমে ৮৪ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট আকাশে ছুটিয়াছেন মোটামুটি তাঁহারা প্রায় ৬,৫০০ মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন।

মাদ্রাজ হইতে জার্ম্মাণ যুবক বহিষ্কৃত

কাল বার্গ নামক জনৈক জার্ম্মাণকে পুলিশ প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়াছিল, আসামীকে মাদ্রাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া ষ্টীমারযোগে জার্ম্মাণীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

দৈনিক—

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৩৩৮, ৪ঠা জুন ১৯৩১

কোয়েম্বাটোরে জহরলাল

শ্রীযুত সেনগুপ্তের নিকট মহাত্মাজীর তার

রেলগাড়ীতে মৃতদেহ

ট্রামের মধ্যে স্ত্রীর কোলে স্বামীর মৃত্যু

কংগ্রেসেরকলঙ্কমোচনসভা

৩৫ হাজার টাকার মানহানির দায়ে টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া

ত্রিচীন পল্লীতে দাঙ্গা

মুসোলিনীকে হত্যার চেষ্টা—আততায়ী গুলিদ্বারা নিহত

নানা কথা

কোয়েম্বাটোরে পণ্ডিত জওহরলাল

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ৩১শে মে কোয়েম্বাটোরে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাকে বিরাট সম্বর্দ্ধনাজ্ঞাপন করা হয়। কোয়েম্বাটোর মিউনিসিপ্যালিটী, জনসাধারণ, শ্রমিক ও আদি দ্রাবিড় উন্নতি বিধায়িনী সঙ্ঘের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়। তিনি সকলকে মদ্য ও বিদেশী বস্ত্রের দোকান বর্জ্জন করিয়া স্বরাজলাভের জন্য মহত্তর ত্যাগের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে বলেন। তাঁহাকে চৌদ্দহাজার টাকার একটি তোড়া উপঢৌকন প্রদান করা হয়, তিনি উক্ত জিলার কংগ্রেসের কাজে ঐ টাকা ব্যয় করিবার জন্য তাহা ফিরাইয়া দেন।

শ্রীযুত সেনগুপ্তের নিকট মহাত্মাজীর তার

গত সোমবার রাত্রে মহাত্মা গান্ধী তারযোগে শ্রীযুক্ত জে, এম্ সেনগুপ্তের নিকট বাঙ্গলার গোলমালের বিষয়টী সালিশে দেওয়ার জন্য সম্মতি দিতে বলিয়াছেন।

প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ও জেলা কংগ্রেস কমিটি সমূহ বি, পি, সি, সি নির্ব্বাচন স্থগিত ও উভয় পক্ষ সালিশে সম্মত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে বেআইনী করার আন্দোলন চালাইতে থাকিবেন, অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সালিশে উপস্থিত করা হইবে:—

(১) জেলা কংগ্রেস কমিটী সমূহকে রসিদবহি ছাপাইবার ক্ষমতা (২) জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিগণকে নির্ব্বাচন অফিসার নিযুক্ত করা (৩) বাংলার কংগ্রেসের সদস্য করার জন্য নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে পুরা এক মাস সময় দিতে হইবে (৪) স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে নির্ব্বাচন হওয়ার আশ্বাস দিতে হইবে।

(৫) দলের স্বার্থের জন্য বি, পি, সি, সি কর্ত্তৃক যে সব কংগ্রেস কমিটী "বে-আইনী" বলিয়া গ্রাহ্য হয় নাই, সেগুলিকে পুনর্গঠন করিতে হইবে।

ট্রামের মধ্যে স্ত্রীর কোলে স্বামীর মৃত্যু

গত রবিবার দিন এস্প্ল্যানেড হইতে শ্যামবাজার গামী একখানি ট্রামগাড়ীতে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখা গিয়াছে।

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক কিছুদিন ধরিয়া বুকের ব্যারামে ভুগিতেছিলেন। বুক পরীক্ষার জন্য তিনি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাইতেছিলেন। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ছিলেন। রাস্তায় তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং স্ত্রীর কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়েন। অন্যান্য যাত্রীরা ইহা দেখিয়া বিস্মিত হয়, কিন্তু কোন প্রকার সাহায্যের পূর্ব্বেই ভদ্রলোকটির মৃত্যু হয়।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসম্বলিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সম্বন্ধদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় তত্ত্ব—মহাজন-জীবনচরিত্র-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমদ্ শঙ্করপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকথা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

[illegible]

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিগত নামভজন-প্রণালী ও অপ্রাকৃত লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—বৈষ্ণবাপরাধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোমান কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সম্বন্ধে প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তদুপরি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রকাশিতভাবে মুদ্রণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীরামানুজ আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও স্বত্যাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

"শ্রীগৌরাঙ্গ"
টেলি—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩৸০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সনাতন বাঙ্গলা-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৭৯তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩৩৮, ৫ই জুন ১৯৩১

কনফারেন্সে গান্ধীজী

আদালতের নিকট ডিনামাইটের বাক্স আবিষ্কার

বিস্ফোরকে সেতুস্তম্ভ ধ্বংস

কিশোরগঞ্জে দেশকর্ম্মীদের মামলা

ঢাকায় পিস্তল চুরি

রাজসাহী জেলা-কংগ্রেসকমিটীর অধিবেশন

রামকৃষ্ণের আপীল

এলাহাবাদে মহরমের গোলমাল

নানা কথা

মহাত্মা গান্ধীর কনফারেন্সে যোগ দিবার সুস্পষ্ট অভিপ্রায়

স্যার চিমনলাল শীতলবাদ রাউণ্ড-টেবিল কনফারেন্সের প্রতি মহাত্মা গান্ধীর মনোভাব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্পর্কে মহাত্মাজী বলেন :—

"স্যার চিমনলাল শীতলবাদ আমার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্পর্কে প্রশ্ন করিয়া আপনি আমাকে বিব্রত করিতেছেন। তিনি বৃদ্ধ এবং বড়লোক, সুতরাং যথেষ্ট তথ্য অবগত না হইয়াও যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন। আমার মত সমালোচক তজ্জন্য তাঁহাকে কিছু বলিবে না। তারপর আমি অতীব গুরুতর কথাবার্ত্তা চালাইতেছি, এসময় কোন কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য নহে। তবে কিনা আমি একটা কথা বলিতে পারি যে, বিরামসন্ধি বিপন্ন হইতে পারে, বা উহার বিপক্ষে যাইতে পারে আমি এমন কিছু করি নাই। অবস্থা অনুকূল হইলে আমি রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যাইবার জন্য ব্যগ্র বটে, কিন্তু আমি যতদূর বুঝি, বিরামসন্ধিতে এমন কোন সর্ত্ত নাই যে, কংগ্রেস রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগ দিতে বাধ্য। যাহা হউক অবাস্তব কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে না যোগ দেওয়ার কথা এখনও উঠে নাই।"

স্যার চিমনলাল বলিয়াছেন যে, মহাত্মাজীর মনোভাব আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এ কথা সত্য কি না জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মাজী বলেন—"এরূপ কিছু করিয়াছি বলিয়া তো মনে পড়ে না।"

রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের আলোচনায় তিনি যোগ দিবেন কিনা—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে মহাত্মাজী বলেন—"আমি যদি রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যাইতেই পারি, তবে আমার সমস্ত ক্ষমতা এবং শক্তি প্রয়োগ করিয়া আমি কংগ্রেসের দাবী উপস্থিত করিব। আমি রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে শুধু দর্শকরূপে বসিয়া থাকিব না, আমি আলোচনায় পূর্ণভাবে যোগ দিব।"

বারদৌলীতে নাকি একটা জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে মহাত্মাজী বলেন—"আমি এবং মিঃ বল্লভভাই প্যাটেল কলেক্টর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি, ভরসা করি সমস্ত বিষয়েরই সন্তোষজনক মীমাংসা হইবে।"

বারদৌলী বা বোরসাদে বিরামসন্ধির কোন সর্ত্ত ভঙ্গ হইয়াছে কিনা এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে মহাত্মাজী বলেন—"আমি এই প্রশ্নের উত্তর না দেওয়াই সঙ্গত মনে করি, কারণ বারদৌলী এবং বোরসাদের সম্বন্ধে এখনও অন্তর কথাবার্ত্তা চলিতেছে।"

বিস্ফোরক সাহায্যে সেতুস্তম্ভ ধ্বংস

...গত ৩রা জুন সন্ধ্যায় রেঙ্গুন হইতে মান্দালয় অভিমুখে যে মেল ট্রেনখানি যাত্রা করিয়াছিল, সেই ট্রেনটী মধ্যপথে এক দুর্ঘটনায় পড়িয়াছিল।

১২৪।১১ মাইলের সেতুতে এক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ইঞ্জিন ও তিনখানি তৃতীয়শ্রেণীর বগীগাড়ী জলে পতিত হয়। ফলে ছয়জন যাত্রী আহত হইয়াছে। তাহাদিগকে পিয়ু হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে, সেতুর দক্ষিণ অংশের দুইখানি রেল অপসারণ করায় এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রকাশ, এক নম্বর সেতুস্তম্ভটী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং এরূপ অনুমান হয় যে, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হইয়াছিল। ইহাও জানা যায় যে, উক্ত সেতুর একটি রেল কয়েক গজ দূরে পাওয়া গিয়াছে। এবং সেতুর দক্ষিণ দিকের প্রথম কয়েন্ট হইতে একটি ফিস প্লেট অপসারিত করা হইয়াছে।

বি এস্ সি শিক্ষক চাই

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের জন্য একজন বি-এস্-সি শিক্ষকের প্রয়োজন। উক্ত শিক্ষকের পদ-প্রার্থিগণ স্ব স্ব যোগ্যতার বিবরণসহ সর্ব্বনিম্ন কত টাকা বেতন লইতে পারিবেন তাহা উল্লেখপূর্ব্বক সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। নির্ব্বাচিত শিক্ষক বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইবেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

শান্তস্বভাব ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত বরেন্দ্র সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীবীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গৌরীপুর) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ধাত দৌর্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাইট ৷৵৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয়

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ নং ও ৪ নংয়ের ডাকটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

মদন ...রী

...রতিকার ক্ষয় ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, প্রমেহে শুক্রপাত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়্‌ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"মধুঃ সঙ্কোচনি ঘৃত"

...রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া বাজসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

... কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ষ্ণ্যদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমুদ্র।

ভিক্ষা একত্রে ১৷৹ আনা মাত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সত্যপাত্র বৈকুণ্ঠবার্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা
সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ
দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—২২শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার—১৩৩৮

নদীয়াপ্রকাশের সেবা

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ—স্বপ্রকাশ বস্তু, তিনি কালক্ষোভ্য নহেন। কোন একটী বিশেষ দিনে ইঁহার জন্ম হইয়াছে, কোন ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া এই পত্র প্রকাশিত হইতেছেন, এরূপ বিচার অজ্ঞজ্ঞানোত্থ। যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোনও কালে কোনও দেশে আবির্ভূত হইলেও তাঁহাকে কালক্ষোভ্য বিচার করা যায় না অথবা কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা তাঁহার জন্ম জগতে ব্যক্ত হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে তিনি ছিলেন না,—এরূপ বিচারও ভ্রমাত্মক, কিন্তু জীবমঙ্গলার্থই তাঁহার অবতার; তদ্রূপ স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু শ্রীনদীয়াপ্রকাশও কোন ব্যক্তির চেষ্টায় জন্মগ্রহণ করেন নাই অথবা ছয় বৎসর পূর্ব্বে মাত্র তাঁহার জন্ম হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে ছিলেন না, এরূপও নহে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।" কোনও কালবিশেষে বেদসংজ্ঞিতা বাণী নষ্ট অর্থাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়। আবার তাঁহাদের মঙ্গলার্থ ক্রমে তাহার প্রকট হইয়া থাকে। শ্রীনদীয়াপ্রকাশও তদ্রূপ বেদবাণী—সাক্ষাৎ ভগবান জগদ্গুরুর ইচ্ছাক্রমে অনর্থযুক্ত জীবগণের অনর্থোপশমনের নিমিত্ত ইঁহার প্রকাশ।

———

মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান নাই বলিয়া পরমকরুণ পরমেশ্বর কত প্রকারেই না তাহাদের চৈতন্যোদয়ের চেষ্টা করেন। তাহাদের কৃষ্ণজ্ঞান প্রদান জন্যই বেদ, পুরাণাদির প্রকাশ। বেদাভিন্ন গৌড়ীয় নদীয়াপ্রকাশও মায়ামুগ্ধ জীবের চৈতন্যোদ্বোধনের জন্য প্রকাশিত হইয়া প্রতি জীবের দ্বারে "জীব জাগ, জীব জাগ" বলিয়া কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন।

———

শব্দরূপে লিপিবদ্ধ বেদপুরাণাদির বাক্যগুলি পাপিষ্ঠ ব্যক্তিগণের বিশ্বাসযোগ্য হয় না অথবা বিভিন্ন মতবাদে আচ্ছন্ন জ্ঞানে তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন না। সেই জন্যই স্বয়ং ভগবান্ জগদ্গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া তদভিন্ন বেদবাণীর যথার্থ মর্ম্ম প্রকাশ ও প্রচার করিয়া অজ্ঞান ব্যক্তিগণের অজ্ঞানাপনোদনের প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

শ্রীভগবানের জগদ্গুরুরূপে মর্ত্তো আগমন—তাঁহার অহৈতুকী কৃপার পরিচায়ক। তিনি কালে কালে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া যুগপ্রভাবে এবং কর্ম্মবশে জীবগণের বিপর্য্যস্ত চিত্তবৃত্তির সংশোধনের নিমিত্ত চেষ্টা করেন। দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতাবাণীরূপে নিজজ্ঞান জানাইয়াছিলেন, কলিহত জীবগণ তাহার যথার্থ তাৎপর্য্যগ্রহণে অসমর্থ হওয়ায় তিনি আবার ভক্তরূপে আবির্ভূত হইয়া করুণাবশে সকজীবে স্বভক্তিশ্রী সমর্পণ করিয়াছিলেন। নদীয়ায় প্রকাশিত সেই নদীয়াপ্রকাশই আবার শব্দাকারে জগদভিন্ন জগদ্গুরুর ইচ্ছাক্রমে সকজীবের দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া তাহাদের চিত্তবৃত্তির সংশোধনের যত্ন করিতেছেন।

———

শ্রীভগবান্ ও জগদ্গুরু বস্তুতঃ এক হইলেও তাঁহাদের কৃপার তারতম্য আছে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভবস্তু কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানে কখনও কুণ্ঠা প্রকাশ করেন, ভক্তি লুকাইয়া মুক্তি দিয়া থাকেন, কিন্তু জগদ্গুরুর অলৌকিক ইচ্ছা—কিরূপে সদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জগতে বিলাইয়া দিবেন। জীবগণ ত্রিবর্গ লইয়া ব্যস্ত থাকুন অথবা মুক্তিবাসনায় উন্মত্ত হউন, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে, পরন্তু ঐসমস্ত কপটতা নিরাস করিয়া অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম প্রদানে তিনি সতত প্রয়াসী; আবার ভগবানের নির্বিশেষ চিন্তা বা আংশিক সম্বন্ধ লইয়া লোক পরিতৃপ্ত হউক, ইহাও তাঁহার অভিলাষ নহে; এমন কি ঐশ্বর্য্যভাবমণ্ডিত নারায়ণ ভাবে বিভাবিত করিতেও তিনি নারাজ; চতুঃষষ্টিগুণপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধনের সহিত প্রদান করিতে—চরম ও পরম ভাবমাধুর্য্যরসে ডুবাইয়া দিয়া জীবগণকে কৃতকৃতার্থ করিতেই তিনি সতত সমুৎসুক। জীবের সহিত ভগবানের সাক্ষাৎকার হয় না বলিয়া সাক্ষাদ্ভাবে কৃপা করিবার জন্য তিনি মহান্তগুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অচৈতন্যবিশ্বকে চৈতন্য প্রদান করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন—না চাহিতে প্রেম দিয়া জীবকে কৃতার্থ করিতে আসিয়াছিলেন। সেই চৈতন্যকৃপা কতদূর দুর্লভ, তিনি কত বড় দয়ালু, তাহা চৈতন্যচরণানুচরগণ বিদিত আছেন। যাঁহার কৃপায় জগজ্জীব একদিন ধন্য হইয়াছে, সেই অহৈতুক অমন্দোদয়-দয়াবতার চৈতন্যদেবকেই জগতের নিকট বিলাইয়া দিতে আজ জগদ্গুরু জগতে জন্মলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন।

———

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শ্রীচৈতন্যদেবকে জীবহৃদয়ে প্রকাশ করিবার জন্যই জগদ্গুরুর ইচ্ছাক্রমে শব্দাকারে প্রকাশিত। যাঁহারা নদীয়াপ্রকাশের সেবায় অধিকার পাইয়াছেন প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি বাক্য ও কায়সহযোগে নদীয়া প্রকাশের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ধন্য। 'আমি নদীয়াপ্রকাশকে প্রকাশ করিতে পারি, আমার লিখিত প্রবন্ধ না হইলে নদীয়াপ্রকাশ চলিবে না'—এরূপ বুদ্ধি আমার অজ্ঞজ্ঞানোত্থ দাম্ভিকতার পরিচায়ক। 'আমি নদীয়া প্রকাশের সাহায্যার্থ অর্থ প্রদান না করিলেও নদীয়াপ্রকাশ চলে না'—ঈদৃশী বুদ্ধিও মূর্খতারই উদাহরণস্থল। কিন্তু 'নদীয়াপ্রকাশের কিঞ্চিন্মাত্র সেবা প্রদান দ্বারা আমাকে শ্রীগুরুদেব কৃতার্থ করিয়াছেন, আমি যদি তাঁহার সেবা না করিতে পারি, তাহা হইলে আমিই বঞ্চিত হইব'—এই বিচার সুষ্ঠুরূপে হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে নদীয়াপ্রকাশের সেবায় সচেষ্ট থাকাই আত্মমঙ্গলের একমাত্র উপায়। নিখিল জগতের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য যাঁহার একপাদবিভূতি মাত্র—লক্ষ্মী যাঁহার দাসী, তাঁহার আবার অভাব কোথায়? আমার ন্যায় কপর্দ্দকশূন্য ব্যক্তি অর্থাদি প্রদান করিয়া তাঁহার কতটুকু অভাব পূরণ করিতে পারে? তিনি যে নিত্যপূর্ণ, তবে কাঠবিড়ালী যেমন একদিন নিজ ক্ষুদ্র দেহে শ্রীরামচন্দ্রের সেবা যোগাতা লাভ করিয়াছিল, তাহা রামচন্দ্রকে কৃপার্থ নহে, নিজেরই মঙ্গলার্থ। রামচন্দ্রের কৃপাতেই তাহার তাদৃশ অধিকার লাভ—এই বিচারে আমিও জগদ্গুরুর কৃপায় শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রভুর সেবায় অধিকার পাইয়া—ধন্য হইয়াছি, ইহাই বুদ্ধিমানের পরিচয়।

"মুস্কিল-আসান"

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

প্রায়ই নিশীথিনীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া যেন পুঞ্জীকৃত নৈশ অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া 'মুস্কিল আসান' এই শব্দটি চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইয়া উঠে। 'মুস্কিল' সংসারে কাহার না আছে? তাই, 'মুস্কিল আসানের' পদার্পণে নগরবাসীরা নিদ্রালস্য পরিহার করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে পথে বাহির হইয়া পড়ে, কত না আশা ও আগ্রহের সহিত 'মুস্কিল আসানের' নিকট উপস্থিত হয়। কেহ তাহাকে বলে,—"ফকিরসাহেব! আমার কন্যাটী ভূতগ্রস্ত, তা'কে একটু মন্ত্রপূত 'জলপড়া' দি'ন, কেহ বা পুত্রের জ্বরশান্তির জন্য ঔষধ চাহে, আবার কোন কোন ব্যক্তি 'মুস্কিল আসান' পরিচয়ধারী ফকিরের গুরু পীরসাহেবের দরগায় সিন্নী মানত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পত্নীর সূতিকা-পীড়ামুক্তির, ভ্রাতার চাকরীর বা বয়স্থা কন্যার সুপাত্র জুটিবার প্রার্থনা জানায়।

সংসারের শত আশাপাশে বিভ্রান্তমতি, মাদৃশ বহির্ম্মুখ জনগণের উপর এই 'মুস্কিল আসানের' অমিত প্রভাব, উহার নানাবিধ বুজরুকীতে অজ্ঞহৃদয়ের প্রভূত বিশ্বাস দৃষ্ট হয়।

জগতের অধিকাংশ লোকে প্রকৃত সাধুর সন্ধান রাখে না বা বহু ভাগ্যফলে যথার্থ সাধু অর্থাৎ প্রকৃত 'মুস্কিল আসান' আগত হইলেও লোকে তাঁহার অসীম মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে না। ভোগোন্মত্ত মনুষ্যসমাজ কেবল বাসনা-পরিতৃপ্তি চাহে, সেইজন্যই ভণ্ড সাধুবেশী যে সকল বুজরুকের দল বন্ধ্যানারীর পুত্রোৎপাদনের ঔষধ, বাতুলের উন্মত্ততা নিরাকরণের টোট্‌কা টুট্‌কী দিতে পারে, অথবা দশমুখী রুদ্রাক্ষ বা নকল দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ ইত্যাদি দিয়া স্বকপোলকল্পিত অসার গল্পের অবতারণা করিতে পারে, তাহাদিগকেই সাধু মনে করে। প্রাকৃত 'মুস্কিল আসান' নিত্য অভাবগ্রস্ত ত্রিতাপজর্জ্জরিত জীবের কতটুকু বিপদ দূর করিতে পারে? অশেষ বিধ দুঃখদৈন্যের তো তাহার নিত্যসঙ্গী। ভগবদ্বিমুখ হইয়া যে দিন সুখদুঃখের ভোক্তাভিমানে মায়াদেবীর পাদপদ্মে আত্ম বিক্রয় করিয়াছে, সেইদিন হইতেই কষ্টপ্রদ কর্ম্মফাঁসে আবদ্ধ হইয়াছে। 'সাধু' শব্দের অর্থ সৎ অর্থাৎ যাহা পরিবর্ত্তনশীল নহে। সুতরাং প্রকৃত সজ্জনের যে কৃত্য, তাহার ফলও নিত্যকল্যাণদায়ক; তাহা

মুমুক্ষুকের প্রবঞ্চনা নাহে। প্রকৃত সদাশয় পরদুঃখদুঃখী সাধু মহাজনের কৃপার দ্বারা জীবের সংসার-তাপ দূরীভূত হইয়া থাকে। একমাত্র তাঁহাদের প্রসাদই বিরূপাবস্থিত জীবর্ন্দকে অনন্ত দুঃখের আকরস্বরূপ জন্মমরণপ্রবাহ হইতে উদ্ধার করিয়া নিত্যানন্দময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্ম-মধুদানে পরিপূর্ণশক্তিবিশিষ্ট।

এই জন্যই শাস্ত্র পরমদয়াল সাধুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিতেছেন,—

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

বিকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট আমরা মনে করি, ব্যাধির ঔষধ পাইলে কিম্বা দরিদ্রতার অবসানে বুঝি আমাদের দুঃখের হ্রাস হইবে। আত্মদুর্দ্দশার স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানহীনতাই এইরূপ অদূরদর্শিতার জনক। যেদিন আমরা আমাদের অসীম দুঃখক্লেশের মূল, ঈশ্বরবৈমুখ্যরূপ মহাব্যাধিটীর নিরাকরণের জন্য সরলান্তঃকরণে ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের শ্রীচরণে শরণ লইব, সেই দিনই সত্যসত্য 'মুস্কিল আসানের' কৃপাবলে বলীয়ান্ হইতে পারিব।

পরমকারুণিক ভগবদ্ভক্তগণের নিকট জাগতিক কোনও হেয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য উপস্থিত না হইয়া, তাঁহাদের চরণে শ্রেয়লাভপূর্ণ হরিপাদপদ্ম সেবালাভের উপায় জিজ্ঞাসা এবং যথার্থ আর্ত্তি সহকারে শরণাপত্তি স্বীকার করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণভক্তগণ কৃপাপরবশ হইয়া ভগবৎ-স্মৃতিবঞ্চিত বদ্ধজীবের দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করেন, ইহা তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপারই স্বভাব। বসুদেবপ্রেরিত গর্গ মুনিকে বন্দনা করিয়া নন্দ মহারাজ কহিয়াছিলেন,—

"মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥"

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ জীবকে অনর্থবৃদ্ধিকর কোনও উপদেশ প্রদান করেন না, একমাত্র তাঁহাদের প্রসাদবলেই অনর্থনিবৃত্তি হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে শুদ্ধভক্তি লাভ হয়। ভগবানে নির্ম্মলভক্তি তো বহুদূরের বিষয়, মহৎকৃপা ভিন্ন জীবের সংসারশৃঙ্খল পর্য্যন্ত ক্ষয় হয় না।

"মহৎ কৃপা বিনা, কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"

সঙ্গের আশ্চর্য্য প্রভাব সকলেই অবগত আছেন, চৈতন্যময় বিগ্রহ সাধুর ক্ষণকাল সঙ্গপ্রভাবেই ভাগ্যবান্ জীবের চিদ্বৃত্তি জাগরিত হয়।

অসতের সঙ্গদ্বারা মন্দভাগ্য জনগণ শনৈঃ শনৈঃ অধঃপতনের পূতিগন্ধময় পথে ধাবমান হয় এবং সর্ব্বনাশের করালমূর্ত্তির কবলস্থ হইয়া আত্মবিনাশের আবাহন করে, আর বৈষ্ণবের সঙ্গপ্রসাদে অত্যুজ্জ্বল ভক্তিধনের অধিকারী হইয়া ক্রমসাধন-প্রণালী অবলম্বনে পরম প্রয়োজনস্বরূপ কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করিয়া অপূর্ব্ব রসযুক্ত প্রেমফল আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়। বহু জন্মের সুকৃতি-ফলে যখন জীবের সংসারযাতনা ক্ষয়োন্মুখ হইয়া আসে, তখনই সাধুর করুণাধারায় স্নাত হয়।

সাধুসঙ্গের অপার গুণরাশি সম্বন্ধে পুরাণরাজ শ্রীমদ্ভাগবত উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়াছেন,—

"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥"

ভগবৎসঙ্গিসঙ্গমাহাত্ম্যে জীবের যে শ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃ লাভ হয়, তাহার সহিত অনিত্য সুখপূর্ণ অমরাপুরীর হেয় মোক্ষ ফলের কিছু মাত্র তুলনা হয় না। কারণ অচ্যুত পথাবলম্বী জনগণের কখনও পতনাশঙ্কা নাই। কিন্তু শাস্ত্রসমূহে বহু কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যাপরায়ণ মোক্ষকামী যোগী ঋষিগণের পর্য্যন্ত অধোগতিলাভের বহু বহু ইতিবৃত্ত শুনিতে পাওয়া যায়।

ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ মহারাজ সাধুকৃপার অপরিসীম গুণ বর্ণন করিয়া কহিয়াছেন, যতদিন পর্য্যন্ত মানবগণের চিত্ত নিষ্কিঞ্চন কৃষ্ণভক্তদিগের পদরেণুতে অভিষিক্ত না হয়, তাবৎকাল তাহা সর্ব্বানর্থহারী কৃষ্ণ-পদকমলের স্পর্শসৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না। মহাভাগবত পরমহংস ভরত রহূগণ নৃপতিকে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় উপদেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥"

বহু ক্লেশকর ভবমহাদাবাগ্নি হইতে রক্ষা পাইবার বাসনা থাকিলে নিষ্কপট অন্তঃকরণে সর্ব্বসন্তাপহারী সাধুর সুশীতল শ্রীচরণপদ্ম আশ্রয় করাই একমাত্র উপায়, নতুবা অপরে কেহই আমাদের অসংখ্য প্রকার 'মুস্কিল আসান' করিতে পারিবে সমর্থ হইবে না।

সাধুর চরণাশ্রয়ে, ভবতাপ বিনাশয়ে,
সর্ব্বানর্থ হয় দূরীভূত।
হেন সাধুসঙ্গ আশে, যত্ন কর মহোল্লাসে,
কৃষ্ণপদে জুড়াইবে চিত॥

কনক

(শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী)

বিভুচৈতন্যের সেবক অণুচৈতন্য জীব। চেতনধর্ম্মে অধিষ্ঠিত জীব মায়াবশযোগ্যতা-হেতু মায়াকবলিত হইয়া নিত্য চেতনধর্ম্মচ্যুত হইয়া জড়ের সেবায় রত হয়, জড়ানন্দভোগ-কামী হইয়া জীব বিষয়ভোগে প্রমত্ত হয় এবং বিষয়কে ভোগ করিতে গিয়া বিষয়ের সেবক হইয়া যায়। এই প্রকার বিষয়মদ-মত্ত জীব বিষয়ভোগতৃষ্ণা নিবারণহেতু বিষয়ীর সেবা দ্বারা বিষয় সংগ্রহে ব্যস্ত হয়।

কনক জাগতিক যাবতীয় বিষয় সংগ্রহের মূলে অধিষ্ঠিত। এই কনকের সাহায্যে ভোগী মানব তাহার নয়নমনোহারী দৃশ্যাবলী দর্শনের সুযোগ করিয়া লইতে পারে, বিবিধ বাদ্যযন্ত্রসহযোগে সুমধুর বামাকণ্ঠধ্বনি শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সম্পাদনের সুযোগ পাইতে পারে। এই কনকেরই সাহায্যে যাবতীয় নবাবিষ্কৃত উত্তম সৌগন্ধরাশি দ্বারা ভোগাকাঙ্ক্ষী তাহার নাসিকার ভোগানলে ইন্ধন সংগ্রহের সুবিধা করিয়া লইতে পারে। এই কনকের সাহায্যে রসনার তৃপ্তিকামী ভোগী মানব চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ সুমধুর আস্বাদযুক্ত খাদ্যদ্বারা তাহার রসনাকে তৃপ্ত করিতে সমর্থ হয়, আবার স্পর্শসুখকামী লম্পট এই কনকেরই সাহায্যে অপ্সরাতুল্য সুন্দরী স্ত্রীসম্ভোগের সুযোগ করিয়া অনন্ত নরকের পথ আবিষ্কারের সুযোগ পায়। সুতরাং বিষয়মত্ত জীবের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে বিষয়-সংগ্রহের মূলে অধিষ্ঠিত সেই কনক-সংগ্রহের উৎকট প্রচেষ্টা। জীবনের সকল উদ্যম, সকল উৎসাহের পর্য্যবসান হয়—ধনীকের পদলেহনদ্বারা সর্ব্বপ্রকারে তাহার

জীবনের উজ্জ্বল মধ্যাহ্নের বিপুল কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ব্যয়িত হইয়া যায় শুধু নশ্বর অর্থ সংগ্রহের তীব্রতাড়নায়। জীবনপাত পরিশ্রমের ফলে সংগৃহীত হইল যে অর্থ, তাহা রক্ষার জন্য তখন আবার নূতন উদ্বেগ আসিয়া উপস্থিত হয়। সর্ব্বদা আশঙ্কা কখন দস্যুতস্কর আসিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করে, জীবনের এত সাধের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু যখন বহু কষ্টে সংগৃহীত হইল, তখন রক্ষার উদ্বেগ আসিয়া তাহার সমস্ত আনন্দ নষ্ট করিয়া আবার তাহাকে নিরানন্দে ভাসাইয়া দেয়। এবম্প্রকার উদ্বেগের মধ্যে যখন এত সাধের অর্থ ব্যয়িত হইতে থাকে, তখনও আবার কষ্ট। হায়! হায়! আজীবন যে অর্থের জন্য সমস্ত কষ্ট তুচ্ছ করিয়া ধনীকের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া কত না হীন কর্ম্মের আবাহন করিলাম, সেই অর্থ আজ রক্ষিত হইল না!

এই প্রকারে নিরন্তর যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে যদি কোন জীবের পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতি থাকে, তাহা হইলে সাধুসঙ্গ-ফলে বুঝিতে পারেন যে, কনক তাহার নিজের ভোগের বস্তু নহে, মাধবের ভোগের বস্তু। সাধু তখন বলেন—

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

অর্থাৎ কনকের দ্বারা নিজের ভোগের ইন্ধন সংগ্রহ না করিয়া তাহা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর ভোক্তা, আমরা সকলেই তাঁহার ভোগ্য। তাঁহারই শ্রীচরণ সেবায় কায়, মন, অর্থ, বাক্য—সমস্তই নিয়োগ করিতে হইবে, তাহাতেই সমস্ত জীবনের চরম এবং পরম মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে।

জলপাইগুড়ীতে প্রচার

গত ১৭ই মে রবিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু কতিপয় ভক্ত-সমভিব্যাহারে জলপাইগুড়ী সহরের দ্বারে দ্বারে যাইয়া অনাবিলভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। জলপাইগুড়ী সহরের বহু বহু সজ্জন ব্যক্তি শুদ্ধভক্তগণের মুখে ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন।

প্রচারকবর্গ জলপাইগুড়ীবাসী ভূতপূর্ব্ব মিনিষ্টার নবাব মশারফ হুসেন বাহাদুর সাহেব ও স্থানীয় প্রধান জমিদার মোহাম্মদ সোনাউল্লা মিঞা সাহেবের নিকট প্রায় ২॥ ঘণ্টা কাল আত্মধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন। তাহাতে নবাব বাহাদুর ও জমিদার সাহেব এত প্রীত হইয়াছেন যে, "ইহাই বাস্তবিক সনাতন ধর্ম্মের কথা, একেশ্বরবাদ, পৌত্তলিকতারূপ বহু আবাদনার কথা ইহাতে নাই," ইহা বলিতে কোনপ্রকার দ্বিধা বোধ করেন নাই।

ঐদিবস সন্ধ্যার পর হইতে শ্রীপাদ কল্যাণকল্পতরু ভক্তিরত্ন মহাশয়ের ভবনে সমবেত বহু নরনারীর নিকট শ্রীল ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে যুধিষ্ঠির-নারদ-সংবাদে গৃহস্থের ধর্ম্ম অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বহু সুযুক্তিপূর্ণ উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে শুদ্ধ-ভক্তের কীর্ত্তন হয়।

প্রচারক বৃন্দের ১৮ই মে পুনরায় দুর্জ্জিলিঙ্গে আরোহণের দিন নির্দ্ধারিত থাকা সত্ত্বেও শ্রোতৃমণ্ডলীর ঐকান্তিক আগ্রহে আরও দুই দিবস বিলম্ব করিতে বাধ্য হন। ইতঃপূর্ব্বে স্থানীয় সার্ব্বজনীন কালীবাড়ী ও অন্যান্য বহু স্থানে স্বামিজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। তাহাতেই শ্রোতৃবর্গের শ্রবণপিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত •

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক— ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বার্য্য ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-দাসের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ ভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধাই ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমুচ্চয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোল্ড কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তৎ—যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ পাঁচখানি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় দর্শনবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল গোস্বামি শাস্ত্র-মতোদধি মন্থনপূর্ব্বক এই গ্রন্থামৃত উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকালীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের তাত্ত্বিক বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির ও সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-ভক্তি ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, দৈন্যাপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীস্তবকল্পদ্রুম

বঙ্গেশ্বরমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত স্তবগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীসাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিস্তারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাম্বয় ব্যাখ্যা ও মতান্তর প্রভৃতি অঙ্গভূত শ্লোকসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক ভিক্ষা ০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কয়েকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজাসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, লালসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রভুর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভুর বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

আদালতের নিকট ডিনামাইটের বাক্স আবিষ্কার

গত ২রা জুন সকালে চট্টগ্রামের আদালতের নিকটস্থ ভূগর্ভে ডিনামাইট আবিষ্কারের বিস্ময়কর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, গত ২রা জুন পুলিশ ডিনামাইট সন্দেহে ৮টী ক্যানাস্তারা আবিষ্কার করিয়াছে। ঐ দিন প্রাতে একটী ক্যানাস্তারা লইয়া যাওয়ার সময় কুমিল্লার নিবারণ ঘোষ নামক একজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, তাহার জবানবন্দী মত খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ নন্দাপাড়ায় আরও ৩টী অনুরূপ ক্যানাস্তারা পাইয়াছে। অপরাহ্ণে আদালতের দালানের নিকট কাছারি পাহাড়ের উপর আরও ৪টী ক্যানাস্তারা পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের সহিত বৈদ্যুতিক তার সংযুক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে এবং ঐ তারের অপর প্রান্ত ঘাসের নীচ দিয়া ৫০ ফিট দূরে অবস্থিত। ১৫ ইঞ্চি মাটীর নীচ হইতে ঐ ক্যানাস্তারাগুলি খুঁড়িয়া বাহির করার সময় জেলাম্যাজিষ্ট্রেট, ডি, আই, জি ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তথায় উপস্থিত ছিলেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার ট্রাইবিউন্যালের কমিশনারগণ পরে ঐ স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন।

এরূপ প্রকাশ যে, নন্দাপাড়া গৃহে ২রা জুন সকালে একজন যুবককে বোমা ও অন্যান্য দ্রব্যসহ গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অনেক বাড়ীতে খানাতল্লাসি এবং ঘটনার গুরুতর পরিণতির সম্ভাবনা।

বোম্বাইয়ে জাতীয় পতাকা অভিবাদন

গত ৩রা মে প্রাতে কংগ্রেসের বাটীতে জাতীয় পতাকা অভিবাদন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রভাত ফেরীর দল সমূহও এই উৎসবে যোগদান করে। শ্রীযুত নরিম্যান সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঢাকায় পিস্তল চুরি
৩ জন গ্রেপ্তার

ঢাকিয়ার মহেশ বাবু সতীশ চন্দ্র ব্যানার্জ্জি ছুটি লইয়া ঢাকাতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি পুলিশকে সংবাদ দেন যে, তাঁহার পিস্তলটী ১২টী গুলিসহ অপহৃত হইয়াছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সারারাত্র খানাতল্লাস করে। এ পর্য্যন্ত এই সম্পর্কে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে ১জন মুটী ও অন্য ২জন বাড়ীর চা।

পাটনায় খানাতল্লাস
শিক্ষক-পুত্র গ্রেপ্তার

গত ৩১শে মে অপরাহ্ণে সি, আই ডি বিভাগের পুলিশ কয়েকজন প্রহরী পুলিশের সাহায্যে কদমকুঁয়ার রামমোহন সেমিনারীর শিক্ষক বাবু বিনোদবিহারী ঘোষের বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে। বহু অন্বেষণের পর কয়েকখানি চিঠিপত্র সংগ্রহ করে এবং শিক্ষক মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান অনিলকুমার ঘোষ ওরফে রতনকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায় ও আটক রাখে। কঙ্করবাগে এক রিভলভারধারী যুবকের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এই খানাতল্লাস হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

রাজসাহী জেলা কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন

সম্প্রতি রাজসাহী জেলা কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই অধিবেশনে শ্রীযুত সেনগুপ্তের সমর্থক দলের জয় হয়, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর সমর্থক দল সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। টাউনহল প্রাঙ্গণ [illegible] পূর্ণ হইয়াছিল, [illegible] উপস্থিত

কয়েকদিন হইতেই মফঃস্বলে দুই দলের [illegible] সংগৃহীত হইতেছিল। সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে শ্রীযুত কিতীশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক একটী প্রস্তাব হয়। [illegible] সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রকৃত কর্ম্মীদের সকলকে বাদ দেওয়ায় কংগ্রেসের কার্য্য চালাইবার দায়িত্ব [illegible] করেন। শ্রীযুত মৈত্র সুভাষ বসু দলের লোক শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর নেতৃত্বে শ্রীযুত সেনগুপ্তের দলের কর্ম্মীগণ কার্য্যকরী সমিতিতে [illegible] সকল দাবী রাজী

সভার কাজ নীরবে আরম্ভ হয়। শ্রীযুত রজনী সান্যাল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি অপেক্ষা নিরপেক্ষ কথা সভায় উপস্থিত করেন, ইহাতে কয়েকজন নিরপেক্ষ সদস্য শ্রীযুত মৈত্রকে বাপারটি ভাঙ্গিয়া বলিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু দেখা যায় যে, তিনি অনুপস্থিত। শ্রীযুত সেনগুপ্তের দলের পক্ষ হইতে শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী এবং সুভাষবসুর পক্ষ হইতে শ্রীযুত সত্যপ্রিয় ব্যানার্জ্জি নিজেদের দলের কথা বুঝাইয়া দেন। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর দলের পক্ষ হইতে শ্রীযুত সুরেন্দ্র মৈত্রকে সভাপতি এবং শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বক্সীকে সেক্রেটারী করিয়া কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদের একটি তালিকা দাখিল করা হয়। শ্রীযুত গোপেন্দ্র মজুমদার ইহাতে উঠিয়া বলেন যে, বিগত আইন অমান্য আন্দোলনে যাঁহারা বীরের মত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীযুত সেনগুপ্তের দলের লোক, তাঁহাদিগকে এই ভাবে বাদ দেওয়া আত্মঘাতী পন্থা হইবে। অতঃপর শ্রীযুত রজনী সান্যালকে সভাপতি এবং বর্ত্তমান সেক্রেটারী মানসগোবিন্দ সেনকে সেক্রেটারী করিবার প্রস্তাব করিয়া অপর একটী তালিকা দাখিল করা হয়, এবং উহাই গ্রাহ্য হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ২১০ এবং বিপক্ষে ১৫৫ ভোট হইয়াছিল।

কিশোরগঞ্জে দেশ-কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে মামলা

কিশোরগঞ্জের নব নির্দ্দোষী কর্ম্মী ছাত্র সমিতির সভাপতি শ্রীযুত কামাখ্যা প্রসাদ চৌধুরী ও সহঃ সভাপতি শ্রীযুত হেমেন্দ্রকুমার বিশ্বাস, যুবক সম্মিলনীর শ্রীযুত নীরেন্দ্র কিশোর মজুমদার, পশুপতি চক্রবর্ত্তী, শান্তি রায় এবং ৬০ বৎসর বয়স্ক কংগ্রেসনেতা শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহোদয়গণ আবার বাজী ট্রেন ডাকাতি মামলায় সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার হইয়া মাসাধিক কাল হাজত ভোগের পর গত ২৫শে প্রত্যেকে এক হাজার টাকার জামিনে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

সদরের উত্তর-বিভাগের মহকুমা হাকিম মিঃ নীরেন্দ্র ঘোষের এজলাসে মোকদ্দমা উঠিয়াছিল। আসামীপক্ষের প্রার্থনানুসারে কিশোরগঞ্জের পুলিশ ডায়েরী তলপ করায় দেখা যায় যে, উপরোক্ত আসামীগণ ঘটনায় সময় কিশোরগঞ্জ যুবক সম্মিলনী ভবনে ঐ সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। অতএব উপরিউক্ত যুবকগণকে হাজতবাস করান অনুচিত বিবেচনায় হাকিম মহোদয় তাঁহাদিগকে জামিনে মুক্তি দিবার আদেশ দেন। বাকী ১১২৮ জন আসামী এখনও হাজতে আছে।

উপরোক্ত জামিনে মুক্ত কর্ম্মীবৃন্দ ইতিপূর্ব্বে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া একাধিকবার দণ্ড ভোগ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্যান্য ডাকাতি মামলায় গ্রেপ্তার হইয়া সুদীর্ঘকাল হাজত বাসের পর প্রমাণাভাবে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

[illegible]ত মহেশ গুপ্তের বন্দুক চুরি, গাঙ্গাইল ডাকাতি ও যশোদল ষ্টেশনে বন্দুক প্রাপ্তি সংক্রান্ত স্থানীয় মোকদ্দমা গুলিও ময়মনসিংহের দক্ষিণ বিভাগের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে উঠিয়াছিল। কয়েকজন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইবার পর পুনরায় তারিখ পড়িয়াছে। বন্দুক চুরি সম্পর্কে মহেশ বাবুর জন পুত্র ভূপেন গ্রেপ্তার হইয়া জামীনে মুক্ত ছিল। সে পুনরায় উপযুক্ত ট্রেন ডাকাতি মামলায় গ্রেপ্তার হইয়া হাজত ভোগ করিতেছে।

রামকৃষ্ণের ফাঁসী ১১ই জুলাই পর্য্যন্ত স্থগিত

দীনেশ রামকৃষ্ণ ডিফেন্স কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুত দুর্গাদাস দাশগুপ্ত জানাইতেছেন যে, শ্রীযুত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের এডভোকেট মিঃ নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মারফতে তাঁহারা বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ জে, ডব্লিউ, নেলসনের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্র পাইয়াছেন।

"আপনার মক্কেল রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের পক্ষ হইতে, তাঁহার প্রাণদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলে আপীলের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করিবার জন্য আপনারা আবশ্যক কাগজপত্র এবং টাকাকড়ি লণ্ডনের সলিসিটার মেসার্স টি, এল উইলসন এণ্ড কোম্পানীর নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহার প্রমাণ দেখাইয়া ২২শে মে তারিখে আপনি যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহার প্রাপ্তি স্বীকার জানাইতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি। ১৯৩১ সালের ১১ই জুলাইয়ের মধ্যে আপনার মক্কেলের পক্ষ হইতে প্রিভিকাউন্সিলে আপীলের জন্য বিশেষ অনুমতি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত নিশ্চয়ই দাখিল করিতে হইবে। ঐ সময়ের জন্য ফাঁসী স্থগিত থাকিবে

এলাহাবাদে মহরমের গোলযোগ

এলাহাবাদের নানা জেলা হইতে যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ২১টী অপ্রীতিকর ঘটনা ব্যতীত সর্ব্বত্র শান্তির সহিত মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কোকরাজ নামক স্থানে তাজিয়া লইয়া দুইদল মুসলমানের মধ্যে লড়াই বাধিয়া যায়, ফলে ১ জন নিহত এবং ৩ জন আহত হইয়াছে।

Reg No C.1544

নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৪॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ২৫শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩৩৮, ৮ই জুন ১৯৩১

নানা কথা

গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে মহাত্মাজী

গোলটেবিল বৈঠকের আগামী অধিবেশন সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন—'আমি শুধু এই কথা দিতে পারি যে, আমি যখন দিল্লীর চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছি, তখন কংগ্রেসের সুনাম রক্ষার জন্য লণ্ডনে যাইয়া গোলটেবিল বৈঠকে এবং বৃটিশ রাজনীতিকগণ এমন কি মিঃ চার্চ্চিলকে পর্য্যন্ত কংগ্রেসের বাণী শুনাইবার জন্য লণ্ডনে যাইবার জন্য প্রস্তুত আছি। আমি জানি, মিঃ চার্চ্চিল এবং তাঁহার দল ইহা বুঝেন না যে, কংগ্রেস গ্রেট-ব্রিটেনের শত্রু নহে। মিঃ চার্চ্চিল এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ গ্রেটব্রিটেনের জন্য যে সব অধিকার লাভ করিবার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন, কংগ্রেস ভারতের জন্য শুধু তাহাই চাহেন। সুতরাং লণ্ডনে যাইবার জন্য আমার পক্ষে কাহারও অনুরোধ উপরোধ আবশ্যক নাই। সাম্প্রদায়িক সমস্যার যদি সমাধান না হয়, তাহা হইলে আমি কি করিব, এ কথা বন্ধুদের নিকট অনেকবার বলিয়াছি। (সুতরাং সে ক্ষেত্রে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে আমি অক্ষম) সে ক্ষেত্রে যদি দরকার হয়, দায়িত্ব সম্পন্ন ব্রিটিশ রাজনীতিকদের নিকট কংগ্রেসের কথা উপস্থিত করিবার জন্য আমি লণ্ডনে গমন করিব। অবর্ণিত দুঃখ দুর্দ্দশাকর অপর একটি সংগ্রামে পুনরায় জাতিকে আহ্বান না করিয়া যাহাতে সম্মানজনকভাবে স্থায়ী শান্তি-লাভ সম্ভব হইতে পারে, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

গোলটেবিলে গান্ধীজী

দুইশত বিদ্রোহীর উপর গুলীবর্ষণ

গান্ধীজীর পদ দগ্ধ

বি, পি, সি, সির বিরুদ্ধে অভিযোগ

পার্শেলের মাশুল বৃদ্ধি

প্রভাতফেরীর উপকারীতায় গান্ধীজীর অভিমত

বৃদ্ধের ভাগ্যে ১৪ লক্ষ টাকা

গ্রীষ্মের প্রকোপে শ্বেতাঙ্গ মহিলার মূর্চ্ছা

দুই সেকেণ্ডে খবর সরবরাহ

জার্ম্মেণীর দেড়শত কোটী টাকা বাজেটে ঘাটতি

গান্ধীজীর পায়ের তলা দগ্ধ

গত ৮৭৷ জুন প্রাতে মহাত্মা গান্ধীর পা পুড়িয়া গিয়াছে। তিনি প্রতি দিনের মতই প্রাতঃভ্রমণে বহির্গত হইয়া যেগ-রাস্তা ধরিয়া যাইতে যাইতে কয়লার ছাইয়ে পা দেন, উহার মধ্যে একটা জ্বলন্ত কয়লা ছিল। ফলে তাঁহার পা সামান্য পুড়িয়া যায়। যাহা হউক তিনি অবস্থায়ই আশ্রমে ফিরিয়া যান।

জার্ম্মেণীর প্রায় দেড় শত কোটী টাকা বাজেটে ঘাটতি

ইংলণ্ডে রওনা হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে চ্যান্সেলার (রাজস্ব সচিব) ডাঃ ব্রিউনিং এবং তাঁহার মন্ত্রীসভা জার্ম্মেণীর নৈরাশ্যজনক আর্থিক অবস্থার অন্ততঃ সাময়িক একটা প্রতিকারও করা যায় কিনা তাহার শেষ চেষ্টা করেন।

তাঁহারা আবশ্যকীয় রাজস্ব উৎপাদনের জন্য যে "বিশেষ ব্যবস্থার" প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করা হইবে কি না তাহা প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ স্থির করিবেন।

বর্ত্তমান বাজেটে মোট ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৬ কোটী পাউণ্ড হওয়ার সহিত ফেডারেল ষ্টেট এবং সহরগুলির রাজস্বের ঘাটতি প্রায় ৪ কোটী পাউণ্ড যোগ করিলে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ কোটী পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় এক কোটী ৫০ লক্ষ টাকা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

ধর্ম্মভক্ত ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন;

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেলিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, চাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পাকিয়া) ৫৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কাবরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের পরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাঁইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধর্ম্ম ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর বিদূরিত ও আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বড়ি ১৲ এক টাকা।

"অপুত্রসন্তানাশ্বিনি ঘৃত"

[illegible] রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য [illegible] করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"[illegible] বটিকা"

[illegible] কারক শুক্রোৎপাদক স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে [illegible]। মূল্য ১০ বড়ি ১৲ এক টাকা।

ম্যানেজার—শান্তিরঞ্জন [illegible], কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

মোটর রোডং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকামিনী-প্রদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমুদ্র।

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নষ্ট করিত। তৎকালে সেই আদিম মনুষ্যগণের **প্রধান উদ্দেশ্য** ছিল, কিসে এই **প্রকার ত্রাসজনক** অ[illegible] উদ্ধার **পাইয়া অপেক্ষাকৃত** নিরাপদে বাস করা যায়। আজকাল সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে **সঙ্গে মানবজাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্যের** [illegible] উন্নতি **সাধিত হইয়াছে**। [illegible] **একপ্রকার নির্মূল** হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি **হয় না।** কিন্তু [illegible] জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত এই বর্তমান সুসভ্য যুগেও মানবের সংগ্রামপ্রবৃত্তি [illegible] নিরাকৃত বা **অভাবের হ্রাস** সাধিত হইয়াছে কি?

তৎকালে দেহযাত্রা-নির্বাহের **জন্য** পশুদিগের **সহিত যুদ্ধ** করিতে হইত, আর একালে **মনুষ্যগণ ও** সভ্যতাকাঙ্ক্ষীর সহিত **অনবরত রণ করিয়া** মানবকুল গ্রাসাচ্ছাদন **সংগ্রহ করিতেছে।** একটু ধীরভাবে চিন্তা **করিয়া দেখিলে** দেখা যায় যে, দেহ মনের **প্রয়োজন-নিবৃত্তির** যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা **সভ্যতা-বিস্তারেও** কিছুমাত্র প্রশমিত হয় **নাই অথবা** কোনও প্রকারেই অভাবের **পরিপূরণ ঘটিবে না।** ইতর পশুপক্ষ্যাদিও **আহারের** অন্বেষণে উৎপন্ন, নিদ্রাদেবীর **দাস এবং** ভয়ক্রোধাদির অধীন। তাহারাও বহু যত্নে বাসস্থান নির্মাণ করিতে জানে, **সন্তানাদির** প্রতি স্নেহ-মমতা তাহাদের **অন্তঃকরণেও** আছে। ইতর প্রাণিকুল যে সকল কামনাপূর্ত্তির জন্য ব্যাকুল, জ্ঞানযুক্ত মনুষ্যজাতিও অনেকে তাহাদের [illegible] পথিক। তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ের **সমগ্র প্রচেষ্টা** যদি ইতর পশুর মত কেবল **দেহযাত্রা নির্বাহেই** বাধিত এবং কামনা **পূরণেই** পর্যবসিত হইল, তবে কিসে তাহাদের **সর্বোত্তমতা** প্রতিপন্ন হইতে পারে? সংশাস্ত্রমতে ভোগাশাপ্রণোদিত ভবরোগগ্রস্ত মনুষ্য 'পশুধন' বলিয়াই বিবেচিত **হন।** ইতর জীবকুল যে **সকল** ভোগে ব্যস্ত, অবিবেকী মানব-মনের কামনাও ঐ প্রকার জড়ভোগ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

[illegible] মনুষ্যসমাজ সর্বক্ষণ [illegible] ভোগ [illegible] পুনঃ উত্থান [illegible]। [illegible] মানবগণের সম্মুখে [illegible] হয়, তখন [illegible] এককালে সমবায়ী [illegible] অপর একপ্রকার আকর্ষণ [illegible]। অজ্ঞানপীড়িত [illegible] মায়াবাদী মুমুক্ষু [illegible] অপমানিত করিয়া [illegible] অপরাধী হয়। মায়াযুক্ত [illegible] মানবসমাজ কুকার্য্যে [illegible] মহামহিমত্ব

ও অপ্রাকৃত ভক্তকৃপা ব্যতীত নিজচেষ্টায় কখনই উপলব্ধি করিতে পারে না।

গ্রাম্য শৃগালপাল যেপ্রকার দলপতি শৃগালের অনুবর্ত্তী হইয়া খাদ্য সংগ্রহার্থ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে, অসদ্বুদ্ধিযুক্ত লোকসকলও তদ্রূপ নিজেরই অনুরূপ অপর লোকসকলের আনুগত্যে কুপথে চালিত হন।

মনুষ্যগণ যদি পশুজীবনেরই অনুসরণ হইল, তবে আর শ্রেষ্ঠতা কোথায়? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, মানুষের মধ্যে যাঁহারা উত্তম বুদ্ধিবিশিষ্ট, তাঁহারাই শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিবেদন করেন। আর যাহারা নির্বোধ, তাহারা শ্রীভগবানের প্রিয়ানুশীলনের পরিবর্ত্তে নানা কামনাপরবশ হইয়া কামদাতা দেবতাবৃন্দের উপাসনা করে। যে সকল ব্যক্তি পরমেশ্বরের অহৈতুকী সেবা ভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনা করেন না, তাঁহারাই কায়মনোবাক্যে শ্রীরাধামাধবের অভয়পদে শরণ গ্রহণ করেন। বহু বহু জন্মের পর ভাগ্যক্রমে সুদুর্লভ মানব-জন্ম লাভ হয়, কিন্তু এই দুর্লভ হরিভজনোপযোগী দেহ পাইয়াও যদি আমরা গ্রাম্য পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয়সুখেই নিমগ্ন থাকি, তবে কিরূপে চরম শ্রেয়ঃ লাভ হইবে? ভক্তযোগ্য জীবন-ধারণের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম, শুধু আহার, নিদ্রা ও বৃথা হাস্যপরিহাসাদি করিয়া অমূল্য সময় কর্ত্তন এই কি মানব জীবনের উদ্দেশ্য? বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষগুলিও অনেক কাল বাঁচিয়া থাকে। কর্ম্মকারের হাপরও শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে, গ্রাম্য পশুরাও আহার ও ইন্দ্রিয়কামনা চরিতার্থ করে।

বিষ্ঠাভোজী শূকরের মতই ভক্তিহীন ভোগীগণেরা স্ব-ইন্দ্রিয়তোষণকল্পে শ্রেয় পথের অন্বেষণ করিয়া থাকে। পশুপক্ষীরাও নানা স্থান হইতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া শাবকদিগকে প্রতিপালন করে। যাহারা ভগবদ্‌বিমুখ, তাহারা সারমেয়বৎ তুচ্ছ জীবন যাপন করে, শূকরের ন্যায় কুখাদ্য ভোজন করে, সংসারের ক্লেশে পুনঃ পুনঃ ক্লিষ্ট হইয়াও রক্তাক্তজিহ্ব উষ্ট্রের ন্যায় সংসারাসক্তিরূপ কাঁটা ঘাসের প্রার্থী হয়। তাহারা ভারবাহী গর্দ্দভের ন্যায় কেবল সংসারের ভারই বহন করিয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বের স্বাদ গ্রহণের যোগ্যতা তাহাদের হয় না। যাহার কর্ণে সংকীর্ত্তনমান হরিকথা প্রবেশ না করে, তাহার কর্ণ দুইটী কাণাকড়ির ছিদ্রের তুল্য, যে জিহ্বা অপার করুণাময় হরির গুণগাথা কীর্ত্তন না করে, সে জিহ্বা অসতী নারীর তুল্য ভেকের জিহ্বার মত মকমক রব করিয়া তীব্র মৃত্যুরূপ মহাসর্পকে ডাকিয়া আনে।

হীরক-মণি-মাণিক্যাদিখচিত মুকুটপরিহিত মস্তকও যদি শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের পাদপদ্মে প্রণত না **হয়, তবে সেই গর্ব্বিত** শিরও ভারবাহীর **ভার বৃথা ভার বহন** করে মাত্র। **করযুগল মণিমুক্তাভূষিত** অলঙ্কারে শোভিত **হইয়াও যদি শ্রীভগবানের** মন্দির মার্জ্জনা না **করে, তবে তাহা মৃতের** হাতের তুল্য। যে নয়ন শ্রীগোবিন্দের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যরাশি **দর্শন** না করে, তাহা ময়ূরপুচ্ছের চক্ষুর মত ব্যর্থতাই প্রতিপাদন করে; **কারণ শিখিপুচ্ছেও চক্ষু** অঙ্কিত থাকে, কিন্তু **তদ্দারা কিছুই** দেখা যায় না। যিনি চরণযুগলকে **হরিমন্দিরাভি**-মুখে চালিত না **করেন বা শ্রীধামপরিক্রমা** না করেন, তাঁহার **ঐ চরণদ্বয় স্থাবর** বৃক্ষের ন্যায়। শ্রীহরির **পরমচমৎকার** গুণরাশি শ্রবণে যাহার চিত্ত **দ্রবীভূত না হয়,** তাহার অন্তঃকরণ পাষাণের **অপেক্ষাও কাঠিন্য** প্রাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে **হইবে।**

দুর্লভ মনুষ্য জীবন **লাভ করিয়া** যাহারা সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা **মঙ্গলময় সর্ব্বারাধ্য** শ্রীহরির শ্রীচরণ সেবা না **করেন, তাঁহারা প্রাপ্ত** সদৃশ **অমূল্য সুযোগ অবহেলায় নষ্ট** করিতেছেন। সর্বেন্দ্রিয় **সহযোগে হৃষীকেশের** সেবাবিধানেই মানব **জীবনের চরম** শ্রেষ্ঠতা বিকাশিত হয়। **মরীচিমালী** প্রতিদিন উদয়াচলে আবির্ভূত **হইয়া** আবার দিবাবসানে স্বস্থানে **প্রস্থান করেন,** সঙ্গে সঙ্গে আমাদের **আয়ুষ্কাল ক্ষয় হইতে** থাকে, কিন্তু আমরা তাহা **চিন্তা করি** কি? শ্রীহরির পদারবিন্দ স্মরণে, **মনন-ধ্যানে** ও অমিয়বর্ষী শ্রীহরিগুণগাথা **শ্রবণ-কীর্ত্তনে,** যে অতুলনীয় অভূতপূর্ব্ব **আনন্দ লাভ** হয়, আর কোন উপায়েই তাহা **লব্ধ হয় না।** পরমার্থসাধনযোগ্য **মানবজন্ম** ব্যতীত অপর কোন **জন্মেই** পরমকল্যাণপ্রদ **হরিভজন** করিবার যোগ্যতা **হয় না; কিন্তু অতি** নীচ যোনিজাত ইতর **প্রাণীসকল,** এমন কি বিষ্ঠার ক্রিমিকীটগুলিও কামোপভোগের নিমিত্ত প্রাপ্ত হইয়াছে। **"কৃষ্ণ ভজনের** তরে সংসারেতে আইনু। মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষসম হৈনু॥" **কোনও** সাধু মহাজন এই দুইটী ছত্রে সরল **ভাষায় মনুষ্য** জীবন ধারণের নিগূঢ় **উদ্দেশ্যটী** বিবৃত করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়তৃপ্তিদায়ক ভোগ বা ত্যাগের পূজা দ্বারা মানব **পশুধর্ম্ম** হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও শ্রেষ্ঠতা **অর্জ্জন** করিতে পারে না, নিখিল মঙ্গলনিলয় শ্রীহরির **অভয়ামৃত** চরণারবিন্দ সেবনেই তাহার সর্বোত্তমতা প্রতিপন্ন হয়।

সনাতন

(শ্রীসুদর্শন সনাতন দাস ভক্তিশাস্ত্রী)

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, আজও বলিতেছি সেই একই বাণী—সনাতনের মহামহিম কাহিনী। জীবনকুঞ্জে বাণী বীণা যতদিন জীবিত থাকিবে, যেন গাহিতে পারি সেই সনাতনের গান।

সনাতন—নিত্য বস্তু। সনাতন কাল-ক্ষোভ্য **নহে, অভিনবও নয়, আবার প্রাচীনও নয়। সনাতন চিরদেদীপ্যমান,** চির বর্তমান। সনাতনের **রাজত্বে** অতীত **অথবা ভবিষ্যতের পরিবর্তনশীলতা নাই।** প্রাকৃত কাল অনিত্য। প্রকৃতির **সঙ্গে** সঙ্কুচিত হয়, আবার সম্প্রসারিত **হয়।** অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ প্রাকৃত কালের পরিমাণও পরিবর্তনশীল। অভিনবত্ব অথবা প্রাচীনত্ব প্রাকৃত কালের রূপান্তর মাত্র। সনাতন অপরিবর্তনশীল, অপ্রাকৃত, প্রাকৃতের স্পর্শাতীত।

সনাতন—ঐশ্বর্য্যময়, মহামাধুর্য্যময়! কিন্তু সে ঐশ্বর্য্য মানবসৃষ্ট নয়, সে মাধুর্য্যের মধুরিমা মানবের **কল্পনা**—যৌবনের গরিমা মহিমা নহে। বস্তুবিহীনতা তথায় নাই, বাস্তব সত্যের অধিকার। সনাতনে বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু জড়বৈশিষ্ট্য নাই। সনাতনে বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু বিশ্ববৈচিত্র্য নাই। সনাতন নিত্যলীলাক্ষেত্র। প্রাকৃত কবির কল্পনা কানন নহে।

সনাতন অজ্ঞ হইয়াও কখনও কখনও [illegible] আবিষ্কার করিয়া থাকেন; কিন্তু [illegible] লোপ করেন না। সনাতন নিত্য বিকাশমান সম্প্রসারমান।

সাধুসমাজ শাশ্বতকাল গাহিতেছেন সেই সনাতনের গীতি—বেদসংহিতা শ্রৌতবাণী মানবজীবনের চরম ও পরম কল্যাণের সন্ধান-কাহিনী।

সনাতনের প্রকাশ হইয়াছিল সেই প্রথম প্রভাতে চতুরানন ব্রহ্মার কোমল মানসে—পরমৈশ্বর্য্যময়ী শ্রীদেবীর ঐশ্বর্য্যশালীনা বিলাসে—মহারুদ্রের রুদ্র-তাণ্ডবনর্ত্তনে—আর চতুঃসনের হৃদয়সিংহাসনে। চতুরাননের বদনকমলস্ফুরিত সেই সনাতনের গীত, ঝঙ্কৃত হইয়াছিল নারদীয় ভক্তিবীণার পঞ্চম প্রকোষ্ঠে। ব্যাসদেব-বিরচিত ভাগবতশাস্ত্র সনাতনের নিত্য পরিচয়। শুকদেব ভাগবতের মধ্যমে সনাতনের মর্ম্মবাণী প্রচারিত করিয়াছেন।

হে সনাতন! হে নিত্য, সত্য, শাশ্বত! আমরা প্রণত, শরণাগত তোমার শ্রীপাদপদ্মে। অনিত্য কালের হুঙ্কার প্রভাব হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। অতীতের জীবনস্মৃতি মুছিয়া দাও—অভিনবের মোহ ঘুচিয়া যাক—ভবিষ্যতের আশামরীচিকা অপনোদিত হউক। হে সনাতন! তোমার নিত্যমঙ্গলা চরণে আজ আমরা আশ্রয় চাহিতেছি।

শ্রীবাসাঙ্গনে বিরহোৎসব

আগামী ২৭শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার দিবস শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীবাসাঙ্গনে শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন-চার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী র-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও শব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ য়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম জে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৴০; দশম স্কন্ধ ১২৲; ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া শিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও ক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। ক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, , শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের ত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে পি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিবৃত য় ভাষা, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের শ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত ছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

ই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি শিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, , কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী কারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২।৹ টাকা। নদীয়া শ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১।৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী সমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে -সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ ণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১।৹ মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ বার আনা।

১। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, জীবের স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুনিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১।৹ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৫০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶৹ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্দাস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রয়াল কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১।৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠে উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সহ এবং নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি উত্তম বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

Reg No. C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
[illegible]
চুক্তিতে দর
সস্তা।

অগ্রিম মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৹

[illegible] প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৬শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৩৩৮, ৯ই জুন ১৯৩১

পার্লামেণ্ট ভারত প্রসঙ্গ

বার্দ্দোলীতে বিদেশী বস্ত্রে শীল মোহর

ভারতে বৃটিশ নীতি প্রচার

শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেলের পত্র

প্যাটেলের ভবিষ্যদ্বাণী

বাঙ্গালার কংগ্রেসে গোলযোগ

বেগার প্রথার তিরোধান

বিবাহ রহস্য. চার বছরের মেয়ের সহিত পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ

শোচনীয় মৃত্যু

নানা কথা

পার্লামেণ্টে ভারতের প্রসঙ্গ

কমন্স সভায় কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরে মিঃ বেন বলেন যে, তিনি এরূপ সন্তোষজনক সংবাদ পাইয়াছেন যে বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন সম্পর্কে গান্ধী আরউইন চুক্তি সাধারণ ভাবে পালিত হইতেছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের মতে কোথাও কোথাও চুক্তি ভঙ্গ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তৎবিষয়ের প্রতিকার করা হইয়াছে এবং উন্নতি সাধিত হইতেছে।

ওয়াজউড বেনের প্রশ্নোত্তরে মিঃ বেন স্মরণ করাইয়া দেন যে, শরৎকালে গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন হইবে এবং কি কি বিষয়ে আলোচনা হইবে, তাহাও স্থির হইয়াছে। গত অধিবেশনের প্রথম ভাগে যুক্ত রাষ্ট্রের গঠন, ভারতীয় শাসনের দায়িত্ব এবং ভারতের স্বার্থের জন্য সংরক্ষণী ব্যবস্থার কথা স্বীকৃত হইয়াছে।

ওয়ার্ডল মিলনে জিজ্ঞাসা করেন যে, কংগ্রেস কি সংরক্ষণী ব্যবস্থা সমূহ ভারতের স্বার্থের খাতিরে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

মিঃ বেন বলেন যে ইহা একটি আলাদা প্রশ্ন। কিন্তু লর্ড আরউইন ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের পক্ষ হইতেই কার্য্য করিয়াছিলেন।

বস্ত্রে শীলমোহর

[illegible] কংগ্রেসের [illegible] [illegible] কংগ্রেস কর্মী বিদেশী [illegible]

বস্ত্র শীলমোহর যুক্ত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে এই তালুকের ১২ খানি গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। একমাস পর সংপ্রতি তাহারা প্রায় ৭০ খানি দোকানে ১১১৪৯ টাকার বিদেশী বস্ত্র শীলমোহরযুক্ত করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। কাজেই তাঁহাদিগকে বিশেষ অধ্যবসায় সহ কাজ করিতে হইয়াছিল; তবে কর্ম্মীদের তৎপরতার জন্য তেমন কোন অনাহিত ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই। বার্দ্দোলীর মাত্র একখানি দোকানের মাল বিদেশী বস্ত্র শীলমোহরযুক্ত করা হয় নাই।

প্যাটেলের ভবিষ্যদ্বাণী

সার ভিট্ঠলভাই প্যাটেল আমেরিকার কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে জানাইয়াছেন, ভারত স্বরাজ ব্যতিরেকে আর কিছুই চাহে না। ভারত তাহার ঈপ্সিত জিনিষ না পাইলে জীবন সংগ্রামে পুনরায় অবতরণ করিবে তখন বৃটেন বাধ্য হইয়া ভারতের দাবী পূর্ণ করিবে। বৃটেন এবং ভারতকে সমসূত্রে গ্রথিত হইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেলের পত্র

ভিয়েনা হইতে লণ্ডন যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব সভাপতি প্যাটেল একখানি পত্রে শ্রীযুক্ত বেঙ্কট রমণকে লিখিয়াছেন ভারতবর্ষের সংবাদ অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক অবস্থা ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে। ভারতের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে অত্যন্ত বুদ্ধি ও কৌশলের দরকার হইবে।

বি এস্ সি শিক্ষক চাই

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের জন্য একজন বি-এস্-সি শিক্ষকের প্রয়োজন। উক্ত শিক্ষকের পদ-প্রার্থীগণ স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার বিবরণসহ সর্ব্বনিম্ন কত টাকা বেতনে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহা উল্লেখপূর্ব্বক 'সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া'—ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। নির্ব্বাচিত শিক্ষক বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইবেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

যক্ষায় হতাশ হবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয়। আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ ঝালকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১২৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বাটতলা, কালকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৪৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

কৃষ্ণনগরস্থ হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত

শ্রীভাগবত প্রেস

সুলভে সুন্দর ছাপার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ

এখানে ব্যাঙ্ক, মোকর্দ্দমা এবং ইউনিয়নবোর্ডের যাবতীয় ফরম্ ও রসিদ বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

মফঃস্বল হইতে লিখিলে প্রত্যেক ইউনিয়নবোর্ডের নাম ছাপিয়া দেওয়া হয়।

বিবাহের উপহার, নিমন্ত্রণ-পত্র, চেক, দাখিলা, আর্জ্জি প্রভৃতি অতি যত্নের সহিত অতি সত্বর ছাপিয়া দেওয়া হয়।

ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় পুস্তকাদি ছাপিবার সুব্যবস্থা আছে।

মফঃস্বলের গ্রাহকগণ নির্ভাবনায় নিম্নঠিকানায় ডাকযোগে অর্ডার পাঠাইতে পারেন।

ম্যানেজার—শ্রীভাগবত প্রেস

পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—প্রচারবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় [illegible] ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ।৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

[illegible] ও [illegible], [illegible] হ্রাস, [illegible], মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, [illegible] প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible] ঘৃত"

[illegible] রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া [illegible] করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"[illegible]বিলাসিনী বটিকা"

[illegible] সত্বর [illegible] ও বৃদ্ধি করিতে [illegible]। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] আয়ুর্ব্বেদ [illegible], [illegible]

[illegible] রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, সাফল্যজীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কালকাতা।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় [illegible] করিবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের [illegible] বিধ্বংসিনী, [illegible] [illegible] বৈষ্ণবধর্ম্মের [illegible] অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ।

ভিক্ষা একত্রে ১৷০ আনা মাত্র।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

— ։০։ —

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সর্বপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—২৬শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার—১৩৩৮

পুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ

"সর্বেষাং চৈব ক্ষেত্রাণাং রাজা শ্রীপুরুষোত্তমঃ।
সর্বেষাঞ্চৈব দেবানাং রাজা শ্রীপুরুষোত্তমঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিখিল দেববৃন্দের একচ্ছত্র সম্রাট্ বলিয়া তাঁহার নাম শ্রীপুরুষোত্তম, তদ্রূপ তাঁহারই লীলাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র সর্ব্ব তীর্থের রাজা বলিয়া সেই স্থানের নাম 'শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র।' সমস্ত ক্ষেত্র বা তীর্থস্থানের মধ্যে এই স্থান নিরতিশয় অপ্রাকৃত শোভাযুক্ত বলিয়া এই স্থানকে লক্ষ্মীক্ষেত্র বা 'শ্রীক্ষেত্র' বলে। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রকট-লীলার প্রায় অর্দ্ধেক অভিনয় এই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রেই সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহা শ্রীগৌরসুন্দর এবং তদীয় পার্ষদবৃন্দের নিত্যলীলাস্থলী এবং শুদ্ধভক্তগণের পরম পূজাস্থান। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র সম্ভোগবাদী প্রাকৃতসহজিয়াগণের লীলাভূমি নহে, ইহা স্বতন্ত্র রূপের স্বেচ্ছাবিলাসক্ষেত্র, অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ রসোন্মত্ত কৃষ্ণান্বেষণকারীর ভজনস্থান। লোকশিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবকে এই কথাই আচার এবং প্রচারমুখে বিশেষ ভাবে জানাইয়াছেন। কাল-প্রভাবে সেই আদর্শ বিস্মৃত হইলে পুনরায় শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু, রসিকানন্দপ্রভু প্রভৃতি আচার্য্যগণের পর বর্ত্তমানযুগে শ্রীরূপানুগ আচার্য্য ও প্রচারকবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত শুদ্ধভক্তিস্রোত পুনরায় সর্ব্বত্র প্রবাহিত করিতেছেন। তাই আচার্য্যের অনুগত নিষ্কপট শুদ্ধভক্তগণের সেবোন্মুখ জিহ্বায় স্বয়ং স্ফূর্তিপ্রাপ্ত শ্রীনামরূপ মৃতসঞ্জীবনী সুধা পান করিয়া শ্রীহরিসেবাবিহীন জীবন্মৃত জীবসমূহও পুনর্জীবন লাভ করিতেছে।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-মঠের উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম ট্রাষ্টী শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর আনুগত্যে উৎসবের কার্য্যাদি নির্ব্বাহ হইতেছে। সহরের বিভিন্ন-স্থানে শ্রীহরিকথা প্রচার এবং শ্রীমঠে প্রত্যহ ভাগবত গ্রন্থাদি পাঠ যথারীতি চলিতেছে। বহু ধর্ম্মপিপাসু সজ্জন প্রত্যহ শ্রীমঠে আসিয়া পাঠকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকগণ প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া জীবের শ্রীকৃষ্ণভজনের একমাত্র কর্ত্তব্যতা, তীর্থফল, সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন, সাধুর আনুগত্যে শ্রীভগবদ্-বিগ্রহাদি দর্শনের বিশেষ আবশ্যকতার কথা প্রচার করিতেছেন। মঠসেবকগণের অযাচিত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে এই প্রকার প্রচারকার্য্য সন্দর্শন করিয়া শ্রদ্ধাবান সজ্জন শ্রীমঠে আসিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন, শ্রীবৈষ্ণবগণের দর্শন এবং সাধুমুখবিগলিত বীর্য্যবতী শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া আত্মমঙ্গল সাধনে যত্নবান হইতেছেন

কয়েকদিন হইল সুপ্রসিদ্ধ হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয় শ্রীমঠে আগমন করিলে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের পরিচালক পণ্ডিত শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্নপ্রভু কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে ভক্তিসহকারে শ্রীবিগ্রহ দর্শন এবং দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া বৈষ্ণব-বৃন্দকে প্রণামান্তর আসনে উপবিষ্ট হন শ্রীমঠে নিত্য সেবাবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ মাধব জীউর শ্রীমূর্ত্তি অতীব মনোহর। তিনি শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাব অনুভব করিয়া সাতিশয় প্রীতির সহিত পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে, ভুবনমোহন শ্রীমূর্ত্তি যেন জীবন্ত এবং জগদ্গুরুরূপে জগৎকে দর্শন দান পূর্ব্বক জীবের চিত্তকে স্বীয় শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিতেছেন। বাস্তবিক শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহ সন্দর্শন করিয়া ভক্তবৃন্দ সকলেই মুগ্ধ হন। তৎপরে তিনি পূর্ব্বোক্ত বিদ্যারত্ন প্রভুর শ্রীমুখে অনেক শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া আরও বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। বিদ্যারত্নপ্রভু তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত রাজা রহূগণের প্রতি মহাভাগবত জড়ভরতের প্রদত্ত অমূল্য উপদেশবাণী কীর্ত্তন করেন। তিনি বিদ্যারত্ন প্রভুজীর শ্রীমুখ-বিগলিত বীর্য্যবতী ভগবদ্বাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং স্বীয় ভবনে গমন করেন।

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—সকল ঐশ্বর্য্য থাকা সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবুর যে অমানিকতা, সরলতা, সত্যানুসন্ধিৎসা এবং শ্রীভগবান্ ও ভক্তবৃন্দের প্রতি আনুরক্তি, তাহা অতীব প্রশংসনীয় এবং ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবুর একটী বিষয়ে আমরা তাঁহার গম্ভীর হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার একটী পুত্র সন্তান বিয়োগ হয়, কিন্তু সাংসারিক শোকাদি উপস্থিত হইলেও তিনি ঐ প্রকার দুঃখকে মঙ্গলময় শ্রীভগবানের দয়া বলিয়া বিচার করিয়াছেন। তাঁহার এইপ্রকার চিন্তা-স্রোত শ্রীমদ্ভাগবতপ্রচারিত 'তত্তেঽনুকম্পাং' শ্লোকের অনুরূপ। মাননীয় শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবুকে শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভু সুপ্রসিদ্ধ বহু প্রাচীন শ্রীশ্রীআলালনাথ-দেবের শ্রীমন্দির সংস্কারের কথা জ্ঞাপন করিলেন—তথায় যাত্রিগণের বাসের অসুবিধা দূরীকরণার্থ শীঘ্রই একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ হওয়ার আবশ্যকতা প্রকাশ করিলেন। তচ্ছ্রবণে মাননীয় শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবু ঐকার্য্য কোন প্রকারে সত্বর সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে কৃত-সঙ্কল্প হন এবং সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সেনগুপ্ত মহোদয়কেও এই কথা কলিকাতায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত মন্মথবাবুর এতাদৃশী সদিচ্ছা শ্রীভগবান পূর্ণ করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ইতোমধ্যে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চণ্ডী-চরণ চট্টোপাধ্যায়, হুগলী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জনৈক মদ্রদেশীয় শিক্ষিত সন্ন্যাসী প্রভৃতি বহু সজ্জন ব্যক্তি শ্রীমঠে আগমনপূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ দর্শন এবং মঠস্থ সাধুগণের সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ প্রীত হন।

— —

শ্রীপুরুষোত্তমমঠের প্রচারকগণ সহরের বিভিন্নস্থানে শ্রীগ্রন্থাদি পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন তৎসম্বন্ধে পাঠকবর্গ পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন। ইতঃপূর্ব্বে নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের ভজনস্থলী সিদ্ধবকুল মঠে ক্রমাগত তিন দিবস শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীহরিদাসের প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতৃবৃন্দ পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণে বিশেষ আনন্দিত হন। এতদ্ব্যতীত পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীজগন্নাথ আলয়ে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কপিল-দেবহূতি সংবাদ পাঠ করেন এবং কুঞ্জপ্রান্তে অজামিল উপাখ্যান পাঠ করি। বহু শ্রদ্ধাবান্ সজ্জন ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ করেন।

———

শুদ্ধ আচারবান্ প্রচারকবর্গের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই অজ্ঞাত-সুকৃতি অর্জ্জনের অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচারীজী প্রত্যহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীমঠে (পাথরকুটীরে) নিত্য বহু শিক্ষিত শ্রদ্ধাবান্ সজ্জনসমাজে শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে শুদ্ধ শ্রীহরিকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া আত্মমঙ্গল সাধনে সকলেরই যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

আলালনাথ-প্রসঙ্গ

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ এই সংবাদ অবগত আছেন যে, শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের শ্রীআলালনাথদেবের তিন দিকের তিনটী [illegible] তিন জন পার্শ্বদেবতাকে (বরাহ, নৃসিংহ ও বামন) অঙ্গরাগের জন্য স্থানান্তরিত করায় সম্প্রতি ঐ তিনটী শূন্য মন্দিরে তিনটী নব শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে গত সপ্তাহের নদীয়া প্রকাশে ভক্তসাধারণকে এই শ্রীবিগ্রহত্রয় প্রতিষ্ঠার সেবাভার গ্রহণপূর্ব্বক সুকৃতি সঞ্চয় করিবার [illegible] করা হইয়াছিল। আমরা শুনিয়া পরম সুখী হইলাম যে, এই তিনটী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ব্যয়ভার ইতোমধ্যেই তিনজন সেবক গ্রহণ করিয়াছেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত শ্রীযুক্ত সতীশচরণ ভক্তিবান্ধব প্রভু 'শ্রীনৃসিংহদেব', শ্রীযুক্ত ঈশান দাস অধিকারী ভক্তিবিগ্রহ প্রভু 'শ্রীবরাহদেব' এবং ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত ইসাড়া গ্রাম-নিবাসিনী শ্রীমতী নন্দরাণী সুন্দরী রায় চৌধুরাণী নামক কোন ভাগ্যবতী মহোদয়া তাঁহার পরলোকগত স্বামী অমৃতলাল রায় চৌধুরী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ 'শ্রীবামনদেব' প্রতিষ্ঠার যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিয়া নিত্যবৈকুণ্ঠ-ধামবাসের অধিকারিণী হইয়াছেন।

এই ভগবৎসেবার কার্য্যে শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্ন ও অসীম উৎসাহ দর্শন করিয়া ভক-

বৈষ্ণবগণ বিশেষ প্রীতি লাভ করিতেছেন। আমরা আশা করি, শ্রীপাদ বিদ্যারত্ন প্রভুর গুরুগৌরাঙ্গ-সেবানিষ্ঠা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এইরূপ অনেক শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির ভগবৎসেবার পরম সুযোগ প্রদান করিবে।

পরবিদ্যাপীঠের ছাত্রগণের কৃতিত্ব

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থ আবিস্কা-হরণ পরবিদ্যাপীঠের নিম্নলিখিত ছাত্রগণ বর্ত্তমান বৎসর কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশনের সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন,—

কাব্য (উপাধিপরীক্ষা)

(২য় বিভাগ)

অধ্যাপক শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ উপদেশক।

হরিনামামৃত ব্যাকরণ (মধ্য)

(২য় বিভাগ)

(১) শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র দেবশর্ম্মা (ভট্টাচার্য্য

(২) শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিশ্র।

(ঐ আদ্য)

(২য় বিভাগ)

(১) শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী শ্রীশচীনাথ মুখোপাধ্যায়, (৩) শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী, (৩) শ্রীহরগোপাল দাস, (৪) শ্রীঅমৃতানন্দ মাইতি। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস।

বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সমাহৃতি

(১)

কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির নিরর্থকতা প্রতিপন্ন হইবার পর নিরপেক্ষক বাস্তব সত্য ব্রহ্মবস্তু জানিতে ইচ্ছা করাই কর্ত্তব্য। যাঁহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয়, তিনিই সেই বাস্তবসত্য বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম কেবল অনুমান দ্বারা জীবের উপলব্ধির বিষয়ীভূত হন না; শাস্ত্রকে অবলম্বন করিতে হইবে, কারণ, শাস্ত্রসমূহ তাঁহার নিঃশ্বাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শাস্ত্র ব্রহ্মের বাচক এবং ব্রহ্ম শাস্ত্রের বাচ্য, সুতরাং শাস্ত্র ও ব্রহ্মে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ বর্ত্তমান। তিনি শাস্ত্রকেও দর্শন প্রদান করিয়াছেন। শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রই ব্রহ্মের অদ্বয় অর্থাৎ অভিধান, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন সূচনা করেন।

তাঁহার ঈক্ষণে জড়াপ্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতে সমর্থা হইয়াছেন। ব্রহ্মে ঈক্ষণক্রিয়া বর্ত্তমান থাকিলেও তিনি সগুণ নহেন, কারণ নিরুপাধি আত্মশব্দের প্রয়োগ থাকায় ব্রহ্ম নির্গুণ বস্তু। প্রাকৃত গুণরাহিত্যই তাঁহার নির্গুণতা এবং অপ্রাকৃত চিন্ময় গুণরাশিযুক্তই তাঁহার সগুণতা। অশ্রৌতপন্থী বৈদান্তিকগণ মায়াবাদী সম্প্রদায় শ্রুত্যুক্ত 'নেতি' বাক্যের মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহাকে স্বরূপতঃ নির্গুণ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। প্রাকৃত গুণ নিষেধেই 'নেতি' শব্দের প্রবৃত্তি।

গুণপ্রসবিনী মায়া বহিরঙ্গা ব্রহ্মশক্তি, জীব তটস্থা ব্রহ্মশক্তি। বদ্ধ জীব কামকামী হওয়ায় তাঁহাকে প্রাকৃত গুণসম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে করে এবং জ্ঞানিগণ মুক্তিকামী হওয়ায় তাঁহাকে অপ্রাকৃত চিন্ময়গুণ-সম্বন্ধ রহিত চিন্মাত্র বলিয়া কল্পনা করে।

ব্রহ্ম সগুণ অর্থাৎ প্রাকৃতগুণবিশিষ্ট হইলে ভক্ত তাঁহাকে উপাসনা করিয়া কখনই নির্গুণত্ব লাভ করিতে পারিতেন না। ব্রহ্মের শক্তি পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া এই পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপে প্রকটিত হইলেও [illegible] ব্রহ্মের অধিষ্ঠান থাকায় জগৎকে ব্রহ্মেতর [illegible] পারিবে না।

ব্রহ্মনাম্নাধঃ জীব অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া নিজেকে প্রভু ও ভোক্তা জ্ঞান করায় জগৎকে ভোগ্য, সুতরাং ব্রহ্মেতর বস্তুরূপে দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু সেবোন্মুখবৃত্তি সম্পন্ন হইলে উপনিষৎকথিত 'তত্ত্বমসি' বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেন অর্থাৎ জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ অর্থাৎ জগৎ ও জীব একই অদ্বয়জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বস্তু বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেন।

ব্রহ্ম নির্গুণ হইলেও অপ্রাকৃত-গুণবিশিষ্ট এবং চিদানন্দময়, ইহা বেদে স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মই সকল বস্তুর মূলাশ্রয়স্বরূপ এবং পতিরাত্মরূপে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে সেরূপ কথিত হয় নাই। ব্রহ্মের উপাসনায় জীবের মায়ামুক্তি বা সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ হয়; কিন্তু প্রকৃতি উপাসনায় জীব কামী হইয়া মায়ার কবলে দৃঢ়রূপে কবলিত হয়েন। দৃশ্যমান জগৎ প্রলয়কালে ব্রহ্মে লীন থাকে, ব্রহ্মের ইচ্ছায় ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া স্বকার্য্য সাধন করে। ব্যবহারিক হিসাবে অহঙ্কার দ্বারা নিজে কর্ত্তৃত্ব আরোপিত করিয়া আমি করিতেছি বলিলেও জগৎ তাঁহারই বিভূতি, ইহা পারমার্থিক বিচার। তিনিই ব্যাপকরূপে সকলে ব্যাপিয়া আছে। ব্রহ্ম আপনার আনন্দে আপনাকে বিলাইয়া দিলেও তাঁহার পূর্ণত্বের হানি হয় না।

শুদ্ধভক্তি-প্রচারকের প্রয়োজনীয়তা

(১)

(ভক্তিরত্ন শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

আমার আবির্ভাবের এই মাত্র নিয়ম যে, আমি ইচ্ছাময়। আমার ইচ্ছা হইলেই আমি অবতীর্ণ হই। যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভূত হই। আমার জগদ্ব্যাপারনির্ব্বাহক বিধিসকল অনাদি। কিন্তু কালক্রমে যখন ঐসকল বিধি কোন অনির্দ্দেশ্য কারণবশতঃ বিগুণ হইয়া পড়ে, তখনই কালদোষক্রমে অধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে। সেই দোষ নিবারণ করিতে আমি ব্যতীত আর কেহই সমর্থ হয় না। অতএব আমি স্বীয় চিচ্ছক্তি সহকারে প্রপঞ্চে উদিত হইয়া ঐ ধর্ম্মগ্লানির নিবৃত্তি করি। এই ভারতভূমিতেই যে আমার উদয় দেখিতে পাও, তাহা নহে। আমি দেবতির্য্যগাদি সমস্ত রাজ্যেই আবশ্যকমত ইচ্ছাপূর্ব্বক উদয় হই। অতএব ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজদিগের রাজ্যে উদয় হই, না তাহা মনে করিও না। সেই সকল শোচ্য পুরুষগণ যতটুকু ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে, তাহার গ্লানি হইলেও তাহাদের মধ্যে শক্ত্যাবেশ অবতাররূপে আমি তাহাদের ধর্ম্ম রক্ষা করি। কিন্তু ভারতভূমিতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরূপে সাত্ত্বিক স্বধর্ম্ম সুষ্ঠু আচরিত হয় বলিয়াই এতদ্দেশবাসী আমার প্রজাসকলের ধর্ম্ম সংস্থাপনকরণার্থ আমি অধিকতর যত্ন করি। অতএব যুগাবতার, অংশাবতার প্রভৃতি যত রমণীয় অবতার, তত্তাবৎ ভারতভূমিতেই লক্ষ্য করিবে। যেখানে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নাই, সেখানে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ এবং তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ ও চরম ফলরূপ ভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় না। তবে যে অন্ত্যজগণমধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি উদিত হইতে দেখা যায়, তাহা ভক্তকৃপাজনিত আকস্মিকী বলিয়া জানিবে।

রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি আমার যে সকল ভক্ত, তাঁহাদের সত্তায় আমি শক্ত্যাবেশ করত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপন করি, কিন্তু পরম ভক্ত সাধুগণের মদ্দর্শন-লালসোত্থ দুঃখ হইতে তাঁহাদের পরিত্রাণের জন্য আমার স্বীয় অবতারের আবশ্যকতা। অতএব যুগাবতার হইয়া আমি সাধুদিগকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করি, দুষ্কৃত রাবণ কংসাদিকে বধ করত উদ্ধার করি এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি প্রচার করিয়া জীবের নিত্যধর্ম্ম সংস্থাপন করি। আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই, এই কথাদ্বারা কলিকালেও আমার অবতার হয় ইহা স্বীকার করিবে। কলিকালের অবতার কেবল কীর্ত্তনাদি দ্বারা পরম দুর্ল্লভ প্রেম সংস্থাপন করিবেন, তাহাতে অন্য তাৎপর্য্য না থাকায়, সেই অবতার সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠ হইলেও সাধারণের নিকট গোপনীয়। আমার পরম ভক্তগণ স্বভাবতঃ সেই অবতার কর্ত্তৃক বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইবেন, তাহা তুমিও তৎসাহচর্য্যে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে পাইবে। কলিজনিস্তারকাবতার কর্ত্তৃক দুষ্কৃত জনের দুষ্কৃতি বিনাশ ব্যতীত অসুরবিনাশকার্য্য নাই, ইহাই সেই গুহ্য অবতারের পরম রহস্য।

ধর্ম্মসংস্থাপনকারী ভক্তাবতারগণই আম্নায়বাণী বেদবাণীর সংস্থাপক। আমরা অনেকেই আম্নায়পরম্পরাগত শ্রৌত বাণী-কীর্ত্তনকারীর কীর্ত্তন শ্রবণে উদাসীন থাকিয়া দেহমনোধর্ম্মী জড়বাদিগণকে ভগবতার মনে করিয়া বলিয়া থাকি, "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।" যাঁহারা ঐপ্রকারে স্বীয় ইন্দ্রিয়ের ছাঁচে ঢালা সত্যকে প্রিয় মনে করেন এবং বাস্তব সত্যকে অপ্রিয় মনে করিবার জন্য লজ্জিত হন না, তাঁহারাই সত্যকে অপ্রিয় জানেন।

বদ্ধ ভূমিকায় সত্য (সনাতন) যাহা, তাহার সবই অপ্রিয়। যেহেতু সত্য বিষয়জাত শব্দ, (স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ জাত) ইন্দ্রিয়তোষক কোন পদার্থ নহে, যাহা ভোগ করিলে ইন্দ্রিয়বর্গ পরিতৃপ্ত হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে, আমরা বদ্ধভূমিকায় যাহা ভাল বোধ করিব, সবই মায়া ও আত্মবঞ্চনার বহুরূপী রূপপ্রকটিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য "ভাল" এবম্বিধ স্ব-স্ব রুচির অনুকূল জ্ঞান হয় হইতে—দেহমনোধর্ম্মোত্থ বস্তু বিচার হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে শুদ্ধভক্তিপ্রচারক আচার্য্যবর্য্যের শরণাগত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্‌-মধ্বাচার্য্য-কৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। 'অধ্যায়সূচী, বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট " সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশাক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুসজ্জ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে বোর্ড্‌র কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা; গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ; অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে দাম মাত্র ভিক্ষা ।০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে বাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খণ্ড একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খানিতে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক উপাখ্যান ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল-গোস্বামি-শাস্ত্র-মহাজনদিগ-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন; আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ও সূচী দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২, টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের সারগর্ভ বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

বৈষ্ণবমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীউপদেশামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রাতিকূল্য বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনযোগ্য গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বা-চার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২, টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুময় স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। বাহাদুর রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২, টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দাসাদের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য বন্দনা, রূপগোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় সর্ব্বক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভুর বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩, টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ভারতে বৃটিশ নীতি প্রচার

কমন্স সভায় কমাণ্ডার কেনওয়ার্দি জিজ্ঞাসা করেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় শাসন সংস্কারের বিষয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতি কি ভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন, তাহা জানাইবেন কি ?

মিঃ ওয়েজউড বেন উত্তর দেন যে, গোল টেবিল বৈঠকের উপসংহারে প্রধান মন্ত্রী বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতি বিবৃত করিয়াছেন এবং উহা ভারতের অনেক দেশীয় ভাষায় অনূদিত ও বহুল ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। গোলটেবিল বৈঠকের উপসংহারের দৃশ্যাবলী এবং বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা সবাক চিত্রে গৃহীত হইয়াছে এবং অনেক ভারতীয় সহরে উহা প্রদর্শিত হইয়াছে। যেখানেই উহা দেখান হইয়াছে, সেখানেই উহা সমর্থিত হইয়াছে।

আল উইণ্টারটন জিজ্ঞাসা করেন যে এই ঘোষণা প্রচারের জন্য গবর্ণমেণ্ট কি ভারতীয় বেতার ষ্টেশনগুলি ব্যবহার করিয়াছিলেন ?

মিঃ ওয়েজউড বেন বলেন যে, উক্ত ঘোষণাবলী অনুবাদ করা বিষয়ে ঘোরতর অসুবিধা আছে।

মিঃ বেন আরও বলেন যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নীতি প্রচারের জন্য তিনি সর্ব্বদাই উপায়ের চিন্তা করিতেছেন। এই বিষয়ে অন্যান্য কার্য্যকরী পন্থা সম্পর্কেও বিবেচনা করা হইবে।

সমুদ্রে বিমানপোত পতন

"কর্পোরেশনের উড়ো জাহাজ" 'ডি ও, এক্স' বিমান পোতে দক্ষিণ আমেরিকায় যাইতেছিল। জাহাজখানি প্রাইয়া হইতে ৮০ মাইল দূরে আকাশ হইতে সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছে।"—এই সংবাদ [illegible] র সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া যায়। কিন্তু এ সংবাদ সম্পূর্ণ সত্য নহে।

জাহাজখানি রওনা হওয়ার কিছু [illegible] পরেই কোন এক ষ্টিমারের কাপ্তেন বেতারে জানান যে, তিনি ডি, ও, এক্স' উড়ো জাহাজখানিকে আটলান্টিক সাগরে পড়িতে দেখিয়াছেন।

এই সংবাদ পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়ায় খুব আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। শেষে জানা যায় যে, "ডি, ও, এক্স" এখনও আকাশে উড়িতেছে।

আসল ব্যাপার হইল এই যে, 'ডি, ও এক্স' অল্পক্ষণের জন্য জলে ডুব দিয়াছিল। উহা হইতেই কাপ্তেন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, জাহাজখানি সোজা সমুদ্রে পড়িয়াছে।

পরবর্ত্তী এক সংবাদে প্রকাশ, 'ডি, ও এক্স' এখনও দক্ষিণ আমেরিকার দিকেই উড়িয়া যাইতেছে।

বর্ম্মায় ভারতীয়গণের বিপদ
বড়লাটের নিকট বণিকসভার তার

ভারতীয় বণিক সভা সঙ্ঘের সভাপতি মিঃ জামাল মহম্মদ বর্ম্মা হইতে ভারতীয়গণের পলায়ন সম্বন্ধে বড়লাট বাহাদুরের নিজস্ব সেক্রেটারীর নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন :—

"ভারতীয় বণিক ও শ্রমিক সভার সঙ্ঘের কমিটী বর্ম্মা হইতে ভারতীয়গণের পলায়ন সম্বন্ধে বিশেষরূপে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। ভারতীয়গণের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রোত [illegible] ছিলায় ছড়াইয়া পড়িতেছে [illegible] ফলে [illegible] বাণিজ্যের ধ্বংস হইতেছে। সংবাদ পত্রের সংবাদ অভাবে কমিটী ক্ষতি ও অত্যাচারের পরিমাণ [illegible] করিতে পারিতেছেন না। তথাপি তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে লোকের তথায় গমনের হ্রাস ও দেশাগত ভারতীয় প্রবাসিগণের বর্ম্মা পরিত্যাগের তীব্র বাসনা [illegible] করিয়াছে যে স্থানের গুরুতর অবস্থা [illegible] অর দিন কাটাতে পারিবে না। কমিটী দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই অবস্থাকে [illegible] করিবার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা হইতেছে এবং এই কমিটী ভারত সরকারকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে বর্ম্মার প্রবাসী ভারতীয়গণের জীবন [illegible] রক্ষার্থে সত্বর ব্যবস্থা করেন।

বেগার। প্রথার তিরোধান

গুজরাটের বালাসিনোর নবাব উক্ত রাজ্য হইতে বেগার প্রথার তিরোধান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রকাশ উক্ত রাজ্যের প্রায় [illegible] শত কৃষক বেগার প্রথার প্রতিবাদে গত এপ্রেল মাসে উক্ত রাজ্য হইতে বৃটিশ রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিল। তাহারা [illegible] পলিটিক্যাল এজেণ্ট ও [illegible] বার নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের অভিযোগ জানায়। প্রকাশ, নবাব [illegible] কৃষকদের অধিকাংশ দাবীতেই স্বীকার করিয়াছেন। কৃষকদিগকে নাকি সরকারী ইমারত তৈয়ারীর সময় বেগার খাটিতে বাধ্য করা হয়। নবাব সুচু দারদের আভ্যন্তরের প্রতীকারেও সম্মত হইয়াছেন। তাহাদিগকে সহরের মিউনিসিপ্যালিটীর কাজ করিতে বাধ্য করা হয়।

বিবাহ রহস্য
চার বছরের মেয়ের সহিত পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ

নোয়াখালী, রামগঞ্জ থানার এলেকাধীন মাণিকপুর গ্রামের আবদুলগণি নামক জনৈক ব্যক্তি গত ৩রা জুন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বি, আর, সেনের এজলাসে উক্ত গ্রাম নিবাসী আবদুল আজিজ (৫০ বৎসর) এবং আবদুল কাদেরের (৪৫ বৎসর) বিরুদ্ধে সর্দ্দা আইনানুযায়ী এক অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আবদুল আজিজ এবং আবদুল কাদের সম্পত্তির লোভে তাহাদের খুড়তুত দুই বোনকে দুই জনে বিবাহ করে। এক মেয়ের বয়স ৪ কিম্বা ৫ বৎসর এবং অপর মেয়ের বয়স ২ কিম্বা ৩ বৎসর হইবে বালিকা দ্বয়ের পিতা বর্ত্তমান নাই এবং এই বিবাহে আলা মিঞা মুন্সী পৌরোহিত্য এবং সবরআলী সাহায্য করিয়াছে।

খুলনা জেলে বন্দীর প্রতি দুর্ব্যবহারের অভিযোগ

খুলনা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সেন খুলনার জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি চিঠি লিখিয়াছেন।

"এই আফিসে এই মর্ম্মে অভিযোগ আসিয়াছে যে, শ্রীযুত নিরুপম মিত্র বি, এ, ও অন্যান্য যাহাদিগকে গত মাসের ২৫শে তারিখে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, আপনার জেলে তাহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হইতেছে। প্রকাশ, তাহাদিগকে একটি করোগেট-লৌহ নির্ম্মিত চালাঘরে রাখা হইয়াছে। এমন কি দারুণ গ্রীষ্মের সময়ও উহা তালাচাবি বন্ধ থাকে। উক্ত চালাঘরে যত জন লোকের স্থান সঙ্কুলানের কথা তদপেক্ষা অনেক বেশী লোককে নাকি তথায় আটক রাখা হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, চালাঘর অনেকগুলি মলকুণ্ড ও নর্দ্দমার উপর অবস্থিত। ঐ গুলি হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। বৎসরের সর্ব্বাপেক্ষা এই দারুণ গ্রীষ্ম সময়ে একটী করোগেটের চালাঘরে আবদ্ধ থাকা এই যুবকদের পক্ষে যে কি প্রকার কঠিন তাহা আপনি সহজেই বুঝিতে পারেন

"এই বিচারাধীন বন্দীদের শিক্ষা, অবস্থা, জীবন-যাত্রা প্রণালীর কথা বিবেচনা করিয়া তাহাদের বাসের সুবন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত আমি আপনাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।"

"আপনার নিকট আমার আরও অনুরোধ এই যে, এই বিচারাধীন বন্দীদিগকে যদি তাহাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনেরা খাদ্য ও শয্যাদ্রব্যাদি সরবরাহ করিতে পারেন, তবে আমাকে জানাইবেন।"

[illegible] কংগ্রেসে গোলযোগ

শ্রীযুত সেনগুপ্ত সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, মহাত্মাজী প্রস্তাব করিয়াছেন যে বাঙ্গলার গণ্ডগোলের মীমাংসা বাঙ্গলার লোক দ্বারাই হওয়া উচিত—সেই প্রস্তাবে শ্রীযুত সেনগুপ্ত সম্মত হইয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসুর নাম করিয়া বলিয়াছেন এই তিন জনের সালিশীতে এই ব্যাপারের মীমাংসা হইলে ভাল হয়। তারপর উপসংহারে তিনি বলেন বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে তাঁহারা যে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

শোচনীয় মৃত্যু

গত ৬ই জুন শিয়ালদহ মেন ষ্টেশনের নিকটে এক মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। সেখ লোদর মিঞা নামক একজন লোক মোটর চাপা পড়িয়া গুরুতর ভাবে আহত হওয়ায় তাহাকে তৎক্ষণাৎ ক্যাম্বেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। সেখানে সে মারা গিয়াছে। রেল পুলিস মোটর চালককে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করিয়াছে। এই সম্পর্কে জোর তদন্ত হইতেছে।

বোম্বায়ে ব্যয়-সঙ্কোচ
৬০ লক্ষ টাকা বাঁচিবে

সমগ্র ব্যয়ের শত করা ৬ ভাগ বাঁচাইবার জন্য বোম্বাই সরকার যে আদেশ দিয়াছেন, সে অনুসারে বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। পুনায় ব্যয়হ্রাস কমিটির অধিবেশন বসিলে এই বিষয়ের খুটিনাটি ব্যাপার তথায় উপস্থিত করা হইবে। এ বৎসর যে ৬০ লক্ষ টাকা ঘাটতী পড়িবে, ঐ ভাবে ব্যয় হ্রাস করিলে তাহার জন্য আর ভাবিতে হইবে না।

লরী দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু

চন্দননগরে গত সপ্তাহে লরী দুর্ঘটনার ফলে তিন ব্যক্তি গুরুতর রূপে আহত হয়। প্রকাশ তাহারা তিন জনেই আঘাত প্রাপ্তির ফলে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। একজন আরোহী ঘটনার দিন দুর্ঘটনায় পতিত হয়।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র [illegible]-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮৩তম সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৩৮, ১০ই জুন ১৯৩১

তামিল নাইডু সম্মেলন

নারী আন্দোলনের তাৎপর্য্য জ্ঞাপন

কারাগারে পিতৃশ্রাদ্ধ

মহাত্মাজীর সকাশে সীমান্ত গান্ধী

বর্দ্ধমানে সেনগুপ্ত

হরিকিষেণের ফাঁসীর আদেশ

ডাকঘরে সাংঘাতিক বোমা

উন্মত্ত জাহাজ-যাত্রীর নির্ব্বিচারে ছোরা চালনা

ল্যাঙ্কাসায়ারের দুরবস্থা

প্রতিনিধি সম্বন্ধে পাঞ্জাব হিন্দুসভার প্রতিবাদ

নানা কথা

তামিল নাইডু সম্মেলন

তামিল নাইডু প্রাদেশিক সম্মেলনের বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতি একটী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস জানাইয়াছেন এবং কংগ্রেসের লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবার জন্য সমস্ত ভারতবাসীদিগকে মহাত্মার নেতৃত্বাধীনে সম্মিলিত হইবার অনুরোধ জানান।

আর একটি প্রস্তাবে হিন্দুমুসলমানের একতার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া সকল কংগ্রেসের লোককেই দৃঢ়চিত্ত হইয়া সংগঠন করার জন্য অনুরোধ করেন।

মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য নেতার নিকট হইতে বাণী পড়িয়া শুনান হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী সংবাদে জানাইয়াছেন—সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বিদেশীবস্ত্র বর্জ্জন পিকেটিংয়ের চেয়ে খদ্দরের উপরে বেশী নির্ভর করে।

নারী আন্দোলনের তাৎপর্য্য জ্ঞাপন

কলিকাতার বাহিরে মহিলা আন্দোলন সংগঠন করিবার জন্য পিকেটিং বোর্ডের শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী, বিমল প্রতিভা দেবী এবং জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী মফঃস্বল সহর এবং কলিকাতার উপকণ্ঠে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে অনেক সভায় বক্তৃতা দিয়া মহিলা আন্দোলনের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বি এস্ সি শিক্ষক চাই

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের জন্য একজন বি-এস্-সি শিক্ষকের প্রয়োজন। উক্ত শিক্ষকের পদ-প্রার্থিগণ স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার বিবরণসহ সর্ব্বনিম্ন কত টাকা বেতনে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহা উল্লেখপূর্ব্বক 'সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া'—ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। নির্ব্বাচিত শিক্ষক বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পাইবেন।

কারাগারে পিতৃশ্রাদ্ধ

অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলার আসামী শ্রীযুত অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর পিতৃশ্রাদ্ধ সম্প্রতি মিডিনী জেলে সম্পন্ন হইয়াছে। শুনা গিয়াছিল যে, তাঁহাকে তাঁহার স্বগ্রামের বাটীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিবার অনুমতি প্রদান করা হইবে। এখন জানা গিয়াছে যে, তাঁহাকে ৫০০০ টাকার জামীন দিতে ও অন্যান্য সর্ত্তে সম্মত হইতে বলা হয়। ফলে, তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে ১ শত টাকা পাঠাইয়া দেন এবং মিডিনী জেলেই তিনি শ্রাদ্ধ করেন।

মহাত্মাজীর সকাশে সীমান্ত গান্ধী

৬ই জুন 'সীমান্ত গান্ধী' আবদুল গফুর খাঁ সন্ধ্যাকালে পেশোয়ার হইতে বারদৌলী আসিয়া পঁহুছিয়াছিলেন। সর্দ্দার বল্লভভাই ও শ্রীযুত জয়রাম দাস ষ্টেশনে আসিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। অতঃপর ইঁহারা মোটরযোগে স্বরাজ আশ্রমে উপনীত হয়েন। আবদুল গফুর খাঁ মহাত্মাজীর সহিত একত্রে অবস্থান করেন। উপাসনার সময়ে বহু গ্রামবাসী আসিয়া উপাসনায় যোগ দান করেন; তন্মধ্যে অনেক মুসলমানও উপস্থিত ছিলেন।

আবদুল গফুর খাঁর আগমনের উদ্দেশ্য এই বলিয়া প্রকাশ যে, তিনি সীমান্তের অবস্থা ও লালকোর্ত্তাদের প্রতি সরকারের দমননীতি প্রয়োগ সম্বন্ধে মহাত্মাজীর সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে আবদুল গফুর ও মহাত্মাজীর সহিত ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

রাগ শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গারিয়া) ৫৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস- ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড [illegible] বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অকালে শুক্রপাত, [illegible], [illegible], বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল দুরূহ রোগ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকতাহারি ঘৃত"

[illegible] রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য [illegible] করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"[illegible]বিলাসিনী বটিকা"

[illegible] সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে [illegible]। মূল্য ১৬ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মপরপোষিণী কৃষ্ণকীর্ত্তনদায়িনী শ্রীবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ।

ভিক্ষা একত্রে ১৷৹ আনা মাত্র।

বাড়ীর বিড়াল-কুক্কুরাদিরও আমাতে অচলা ভক্তি লাভ হইবে। এইরূপে তাঁহার পরিবারস্থ সকলকেই অপ্রাকৃত প্রেমধনে ধনী করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন।

সর্ব্বতোভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রীতিকামনাই যে শ্রীবাসের মধ্যে একমাত্র লক্ষ্যীভূত, তাহা তাঁহার পুত্রের পরলোকপ্রাপ্তিতে বিশেষ বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ মহাপ্রভু শ্রীবাসমন্দিরে সংকীর্ত্তন করিতে থাকিলে শ্রীবাসের পুত্রের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। নারীগণের ক্রন্দন ধ্বনি শ্রীবাসের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহে গিয়া নারীগণকে বলিলেন,—তোমরা ত' জান যে, অন্তকালে যাঁ'র নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিলে অতি বড় পাতকীরও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি ঘটে, এমন যে মহামহিমান্বিত প্রভু, তিনি আজ সাক্ষাৎ আমার ঘরে নৃত্য-কীর্ত্তনে রত। সুতরাং এসময়ে যাহার পরলোকপ্রাপ্তি হইল, তাহার কি আর ভাগ্যের সীমা আছে? কোন কালে যদি আমি এই শিশুর ভাগ্য লাভ করিতে পারি, তবে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। যদি তোমরা সংসার-ধর্ম্মবশে ক্রন্দন সম্বরণ করিতে না পার, তবে ক্ষণিক বিলম্বে রোদন করিও, তোমাদের ক্রন্দন-রোলে যদি প্রভুর নৃত্যসুখ ভঙ্গ হয়, তবে আমি তৎক্ষণাৎ গঙ্গায় প্রবেশ করিব।

কীর্ত্তনভঙ্গের পর মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া পুত্রের পরলোকপ্রাপ্তির বিষয় তাঁহার নিকট যথাসময়ে ব্যক্ত না করায় শ্রীবাসকে অনুযোগ দিলেন। পরে মৃতশিশুকে নিকটে আনাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ওহে বালক, তুমি শ্রীবাসকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ কেন?' বালক চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া উত্তর করিল,—'ইঁহার গৃহে আমার যে কয়দিন নির্বন্ধ ছিল, তাহা অতীত হওয়ায় আপনার ইচ্ছায় অন্যত্র যাইতেছি। আমি আপনার নিত্যদাস, অস্বতন্ত্র জীব, আপনার ইচ্ছার বাহিরে আমার নিজের কিছুই করিবার শক্তি নাই।' মৃত শিশুর মুখে এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীবাসের পরিবারবর্গের দিব্যজ্ঞান হইল। মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন,—'তোমার যে পুত্র ছিল, সে চলিয়া গেল; কিন্তু নিত্যানন্দ ও আমি তোমার নিত্যপুত্র, আমরা তোমাকে ...

মহাপ্রভু একদিন ভাবাবেশে শ্রীবাসের মুখে রজনীযোগে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাসকে আলিঙ্গন দান করিয়াছিলেন।

আর একদিন মহাপ্রভু ভগবদ্ভাবাবেশে শ্রীবাসকে স্তব পাঠ করিতে বলিলেন। শ্রীবাস করযোড়ে অতীব ভক্তিসহকারে স্তুতি বন্দনা করিলে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পরিবারবর্গ ও দাসদাসী প্রভৃতি সকলকেই নিজরূপ প্রদর্শন করিলেন।

মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর নীলাচল হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীবাস-গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

শ্রীবাসের প্রতি প্রীতিবশতঃ মহাপ্রভু শ্রীবাসঅঙ্গনে কীর্ত্তনস্থলে নিত্য নিজ-বিহার প্রকট করিতেন। অদ্যাপি সেই লীলা করিয়া থাকেন, যাঁহারা ভাগ্যবান্, তাঁহাদের দর্শন ঘটিয়া থাকে।

শ্রীবাসপণ্ডিতং নৌমি গৌরাঙ্গপ্রিয়পার্ষদম্
যস্য কৃপালবেনাপি গৌরাঙ্গে জায়তে রতিঃ

তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই ত্রিবিধবৃত্তি লইয়া প্রজ্ঞালু জীব যখন তত্ত্বদর্শিগণের নিকট গমন করেন, তখন তাঁহারা সেই জীবকে সেবোন্মুখ জানিয়া তাঁহার নিকট তত্ত্বজ্ঞানের কথা কীর্ত্তন করেন। তৎকালে সেই সেবোন্মুখ জীবহৃদয়ে শুদ্ধ অহৈতুক জ্ঞান সাধুকৃপায় প্রকাশিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে ব্রহ্মা নিজে বহু গবেষণা করিয়াও নিজ তত্ত্ব বা ভগবৎস্বরূপজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, তাই তিনি ভগবানের নিকট সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হইয়া ভগবৎপ্রীতিরূপ সেবা ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভের ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।

শ্রীগীতায়ও ভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অর্জ্জুনের দ্বারা তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে, অক্ষজজ্ঞান সম্বল লইয়া ভগবত্তত্ত্ব অথবা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করা যায় না। তাই অর্জ্জুন ধর্ম্মসম্মূঢ়ের অভিনয় করিয়া কৃষ্ণের নিকট শিক্ষা লইতে প্রস্তুত। তিনি সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হইয়া বলিতেছেন,—

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

ব্রহ্মাও ভগবানকে বলিয়াছিলেন যে, লৌকিক সখার ন্যায় করস্পর্শাদিদ্বারা সম্মান করাতে তাঁহার অভিমান উপস্থিত হইতে পারে। অতএব যাহাতে 'আমি সৃষ্টিকর্ত্তা', সুতরাং 'আমিও স্বতন্ত্র ভগবান' এইরূপ উৎকট মদ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য তিনি ভগবৎকৃপা যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, কারণ ভগবানই যথার্থ সৃষ্টি-কর্ত্তা। ব্রহ্মা কেবল যন্ত্রমাত্র। আতস কাচে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইলে তাহার দ্বারা বস্তুসকল দগ্ধ হয়, কিন্তু তথায় সূর্য্যই যেমন মূল দহনকারণ, তদ্রূপ ব্রহ্মাও বিষ্ণুর শক্তিতে শক্তিমান হইয়া বিশ্বসৃষ্টিসামর্থ্য লাভ করিয়া থাকেন।

ভগবানে নিত্য শরণাগতি ও ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত জীব উৎকট মদের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইতে পারে না। জীব যখনই ভগবানের চরণে অনাদর করিয়া তাঁহাতে শরণাগতি ত্যাগ করে, তখনই তাহার 'আমিই স্বতন্ত্র ভগবান্' এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হয়।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ ও অসুরকুল এই উৎকট মদে পতিত; কারণ তাঁহাদের নিত্য ভগবৎপ্রপত্তি নাই। তাই আদিগুরু ব্রহ্মা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—

ভগবন সর্ব্বভূতানামধ্যক্ষোঽবস্থিতো গুহাম্।
বেদ হ্যপ্রতিরুদ্ধেন প্রজ্ঞানেন চিকীর্ষিতম্॥
তথাপি নাথমানস্য নাথ নাথয় নাথিতম্।
পরাবরে যথারূপে জানীয়াং তে ত্বরূপিণঃ॥

হে ভগবন, আপনি সকল প্রাণীরই অধ্যক্ষ, সকলের হৃদয়কন্দরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত। অতএব আপনি স্বীয় অপ্রতিহত প্রজ্ঞাপ্রভাবে সকলের অভীষ্ট অবগত হইতে পারেন। হে নাথ, তথাপি আমি ভবদীয় সকাশে যাহা যাচ্ঞা করিতেছি, আমার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করুন। তাহা এই—যেন আমি রূপরহিত আপনার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় রূপই জানিতে পারি।

শ্রীভগবান ব্রহ্মার এই শরণাপত্তিমূলা প্রার্থনার ফলে তাঁহার শ্রবণযোগ্যতাহেতু তাঁহাকে চতুঃশ্লোকী দ্বারা নিজতত্ত্ব বর্ণন করিয়াছিলেন। শ্রীব্রহ্মার নিকট হইতে দেবর্ষি নারদ, তাঁহার নিকট হইতে বেদব্যাস—এইরূপ ক্রমে সকলেই শুশ্রূষু হইয়া উপরিউক্ত ত্রিবিধ বৃত্তিপ্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ভগবৎপ্রপত্তিই ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের মূল।

শুদ্ধভক্তি-প্রচারের প্রয়োজনীয়তা

(২)

আমরা যখন দেহ মনোগত ভাবে বিভোর হইয়া ইন্দ্রিয় পরিপোষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান হই, তখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যাদি রিপুবর্গ পরম মিত্রের বেশে আমাদিগের প্রতি চোখ ঠারিয়া তাহাদের পূর্ণাধিকার বিস্তার করে এবং মিত্রের ন্যায় বোধ করাইয়া বাস্তব শত্রুর কার্য্য সংসাধন করিতে থাকে। এমন কি, ইহারা যে আমাদিগের পরম শত্রু, এই কথাটী দয়া করিয়া কেহ বুঝাইয়া দিলেও তাহা আমাদিগকে ক্ষণকালের জন্যও বুঝিতে অবকাশ দান করে না। তাহারা শয়নে স্বপনে, জাগরণে, অহোরাত্র আমাদিগকে আত্মহননের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। জ্ঞান, যোগ, কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত একমাত্র শুদ্ধভক্তি প্রচার দ্বারাই জীবকুলকে আত্মঘাতের কবল হইতে মুক্ত করিতে পারা যায়, অন্য কোন উপায়েই নহে। সর্ব্বজীব-মঙ্গলবিধায়ক এই শুদ্ধ ভক্তিপ্রচারের জন্যই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সাড়ে চারিশতবর্ষ পূর্ব্বে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৎপরে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থে নিযুক্ত ছিলেন, যে জন্য কতিপয় বৎসর পরেই আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাঞি, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি যোষিৎসঙ্গী অপসম্প্রদায়িগণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া সাধুদিগের আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। এই কারণে পুনরায় ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম, আচার্য্য শ্রীল শ্রীনিবাস ও ঠাকুর শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু আসিয়া শ্রীচৈতন্যধর্ম্মের পুনঃ সংস্কার সাধন করেন।

তথাকথিত ধর্ম্মধ্বজিগণের প্রাবল্যনিবন্ধন পুনরায় নিরঞ্জন সনাতনধর্ম্ম শুদ্ধ ভক্তিমার্গে অপমার্গের উৎপত্তি হইয়া বহুবিধ বাধা উপস্থিত করে। এমন কি, নিরঙ্কুশক সত্যে প্রতিষ্ঠিত পরম পবিত্র ধর্ম্ম শ্রীচৈতন্যধর্ম্ম, অতিহীন পথাচার বলিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে আদর্শ আনয়ন করিতে, পূর্ব্বোক্ত মহাপ্রভুর ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মহাপ্রভু ও তদনুগ জনের উপর অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেও অপসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ লজ্জিত নহে।

সম্প্রতি আমাদিগের সৌভাগ্যাকাশ মেঘনির্ম্মুক্ত হওয়ায় শ্রীল জীবপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অর্গলবদ্ধ দ্বার শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ প্রভু পুনরায় মুক্ত করেন। সেই শুদ্ধ ভক্তিপ্রচারমণ্ডপের বর্ত্তমান পাত্ররাজ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। ইনি সমস্ত আচার্য্যবর্গের পরিপূর্ণ শক্তিধৃক্ ও শ্রীগৌরকৃষ্ণসেবা প্রদাতা শ্রীমঙ্গলদেবাখ্য বিগ্রহ। ইঁহার অমন্দোদয়দয়ানিধির জ্ঞানসাগরের জলে বহু বহু ব্যক্তির অভিমান ও ভক্তিহীন দীনতা ঘুচিয়া যাইতেছে। বহু বহু জন্মান্ধ ও 'অন্ধগণ দ্বারা নীয়মান অন্ধকূপে নিপতিত' জনগণ দিব্যজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া আত্মতত্ত্ব স্বরূপতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিতেছেন। জগতের দেহমনোধর্ম্মী ইন্দ্রিয়ারামিগণ সত্যকে সত্যই অপ্রিয় বোধ করুন না কেন, কিন্তু সত্যাভিলাষী সুসজ্জন মাত্রেই শুদ্ধভক্তি প্রচারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করিতেছেন ও করিবেন, সন্দেহ নাই।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১।০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী ভাবত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিজ্জিনাগচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৮০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীল স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ, জীবের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-দাসের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১।০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সমন্বিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার জ্ঞাতব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পত্রে বিবৃত। ভিক্ষা।৵০ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-বিষয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, ধর্ম্মাদির বিচার, বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অন্তকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৮০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমগ্র অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোমান কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৮০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতদর্শন-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন, ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খণ্ড) একত্রে। ভিক্ষা ৮০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

সজ্জনপুস্প

...ত্বের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ...গোস্বামি-শাস্ত্র-মন্থনাদি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত ...ত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ...দি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, ...জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু রচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর ...তপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-...প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা ...খিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও ...ক্তৃর পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৵৹ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য ...; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত ...বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥৹।

হরিনামচিন্তামণি

...মাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু ...ম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের ...বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির ...সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ-...ী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় ...বলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা ...ও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ...বৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ...ণ, ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, ...ভজনলালসা, ...দি সম্বলিত ও সিদ্ধি লালসা-গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

গীতাবলী

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ...বেদনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ...৹ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

...কেশমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-...রগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-...ভিক্ষা ।৹ আনা মাত্র।

...প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধুর ব্যাখ্যা ও মহাজন-...ণীত তদুপযোগী গীতমধুর প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵৹ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴৹ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক ...নের পুস্তক। ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণব জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচার-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।৹ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতিপয় সাম্বন্ধ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ... আনা, আবাঁধাই ।৵৹ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিক, পৌরা ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-...। রায়বাহাদুরের কৃপায় শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন লেক্চারার, দেশভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক রচিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন দর্শনীয় অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সম্বলিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা ...। উৎকৃষ্ট (ইং) মলাটে বাঁধাই মূল্য ১॥৹, ভিঃ পিঃ তে ... টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, নামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, দ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, চাপা-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, ...গণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵৹, বাঁধাই ॥৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৶৹ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রী... সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৶৹ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

গৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং ...গণ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই ... আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট আছে। ভিক্ষা ।৹ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই ... উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

"শ্রীপ্রাম"
টেলি—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভাগবতের ধর্ম্ম প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮৪তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর-২৮শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১০০৮, ১১ই জুন ১৯০১

নদীয়ায় দুর্ভিক্ষে সাহায্য

জামালপুরে রিভলভার মারার জের

সন্তরণপটু যুবকের মৃত্যু

বিদেশী বস্ত্রের পুনঃ বিদেশে রপ্তানী

রেলওয়ে দুর্ঘটনা

যাত্রী-দম্পতির মধ্যে স্বামী গ্রেপ্তার—

পত্নীর অসহায় অবস্থা

মিঃ শাকলাতওয়ালার পত্র

এক লক্ষেরও অধিক লাল কুর্ত্তাধারী

বাঙ্গলার কৃষিবিভাগের স্কীম

ব্রহ্মে বিদ্রোহীদের সাড়া.—পুলিশের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ

নানা কথা

নদীয়ায় দুর্ভিক্ষে সাহায্য

গত কয়েকমাস হইতে দৌলতপুর থানার অন্তর্গত গ্রামসমূহে বিশেষ অর্থ-কষ্ট হইয়াছে। জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় এন, এন, ব্যানার্জি বাহাদুর এবং লোকাল বোর্ডের চেয়ার ম্যান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার উক্ত গ্রামসকল পরিদর্শন করিয়া, জেলাবোর্ডের অধীনে যে সমস্ত রাস্তা নির্ম্মিত হইতেছে তাহা মাপিবার কার্য্যে প্রায় ১০০০ নরনারীকে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহারা দৈনিক তিন আনা হইতে ছয় আনা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতেছে।

সন্তরণপটু যুবকের মৃত্যু

তারাপদ জনাই নামক এক ২২ বৎসরের যুবক চাপা বসন্ত রোগে গত ৪ঠা জুন মারা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত জনাই নদীয়ার একজন বিখ্যাত সন্তরণপটু যুবক ছিলেন। নদীয়ার সন্তরণে তিনি তিনবার প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজের বি, এ ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন এবং গত আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করিয়াছেন।

জামালপুরে রিভলভার মারার জের

জামালপুরে রিভলভার মারা সম্বন্ধে শ্রীযুত অমিল গুহ এবং প্রাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। কতিপয় দিবস পূর্ব্বে সনাক্তকরণ ব্যাপারে তাহাদিগকে কেহই সনাক্ত করিতে পারে নাই।

গত ৮ই জুন সদর মহকুমা হাকিমের এজলাসে পুনরায় তাহাদিগকে হাজির করা হয়। তাহাদের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্যসাবুদ না থাকায় মামলা মুলতুবী রাখা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

এক লক্ষেরও অধিক লাল কুর্ত্তাধারী

"সীমান্তের গান্ধী" মিঃ আবদুল গফর তিনি বলেন, লাল কুর্ত্তাধারী আন্দোলন জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং সমগ্র সিমান্ত প্রদেশে প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে।

ইহার স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা এক পেশোয়ার জেলাতেই ইতিমধ্যে এক লক্ষেরও উপর হইয়াছে। মিঃ গফর খাঁন আরও বলেন যে, তিনি মহাত্মা গান্ধীর আদেশেই বার্দ্দোলী আসিয়াছেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিবেন পথিমধ্যে তিনি ভূপালে দুই দিনের জন্য আসিয়াছিলেন এবং নবাব, মৌলানা সৌকৎআলি ডাঃ আনসারী ও মৌলানা সফি দায়ুদীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

যাত্রী-দম্পতির মধ্যে স্বামী গ্রেপ্তার পত্নীর অসহায় অবস্থা

প্রকাশ, গত ৫ই জুন রাত্রে জনৈক তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী নারায়ণগঞ্জ হইতে মৈমনসিংহগামী ট্রেণে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনি তাঁহার গন্তব্য স্থান ধলাতে পৌঁছিলে রেলওয়ে পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারের কারণ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। উক্ত ট্রেণে মহিলাদের কামরাতে তাঁহার স্ত্রীও ছিলেন। প্রকাশ, তাঁহাকে ট্রেণ হইতে নামানর জন্য তিনি পুলিশকে বলেন। কিন্তু ইত্যাবসরে ট্রেণ ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় পর-দিবস সকাল বেলা সিংহজানি ষ্টেশনে রেলওয়ে পুলিশ তাঁহার স্ত্রীর ভার লয়। অতঃপর তাঁহাকে ধলাতে পাঠাইবার জন্য বন্দোবস্ত করা হয়; কিন্তু তিনি পুলিশ হেফাজতে যাইতে অস্বীকৃত হন। পরে স্থানীয় মহিলা সমিতির উদ্যোগে তাঁহাকে ধলাতে পাঠাইয়া দেওয়া যায়।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—২৮শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার—১৩৩৮

অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত সৎসাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক

ধারাবাহিক গবেষণা

(১)

বেদান্ত-সূত্রকার ব্রহ্ম-নারদ-শিষ্য শ্রীব্যাসদেব পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন,—

“সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥”

সৎসম্প্রদায়বিহীন মন্ত্রসমূহ কখনই সিদ্ধিপ্রদ হয় না। এই হেতু সনাতনধর্ম্ম-রক্ষক পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুর ইচ্ছায় শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও চতুঃসন—এই চারিটি সাম্প্রদায়িক মূল হইতে কলিকালে ভুবনপাবন সাত্বত আচার্য্যচতুষ্টয় উৎকলদেশে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে উদিত হইবেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীরামানুজস্বামীকে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা মধ্বস্বামীকে, শ্রীরুদ্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে এবং সনক-সনাতন-সনন্দন-সনৎকুমার শ্রীনিম্বার্কস্বামীকে কলিকালে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

উপর্য্যুক্ত শাস্ত্রবাক্য হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে আদিগুরু লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং চতুঃসন—এই চারিজনের অবলম্বনেই কলিকালে সৎসম্প্রদায়চতুষ্টয় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কলিকালে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজাচার্য্য ও শ্রীমধ্বাচার্য্য—এই চারিজন শুদ্ধ সনাতনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মূল আচার্য্য পূর্ব্বোক্ত শ্রীরুদ্র, শ্রীচতুঃসন, শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও শ্রীব্রহ্মা—এই চারিজন মূল প্রবর্ত্তকের সাত্বত মত বিস্তার করিয়াছেন।

এই সাত্বতধর্ম্ম আধুনিক নহে, উহা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে জগতে প্রচারিত আছে। ব্রহ্মার সাতটি বিভিন্ন জন্মে এই সাত্বতধর্ম্ম পুনঃপুনঃ জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। কালপ্রভাবে সেই শ্রৌতধর্ম্ম ন্যূনাধিক লুপ্ত হইয়া কলিযুগে বিবিধ তর্কপথের আবাহন করিয়াছে। ব্রহ্মার প্রথম মানসজন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে ফেনপগণ সাত্বতধর্ম্মের কথা অবগত হন। ফেনপ হইতে বৈখানসগণ এবং তাঁহাদের নিকট হইতে চন্দ্র সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের সত্তা লাভ করেন। ব্রহ্মার দ্বিতীয় চাক্ষুষজন্মে নারায়ণের কৃপাক্রমে ব্রহ্মা ও রুদ্র এবং রুদ্র হইতে বালিখিল্যগণ এই সাত্বতধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার তৃতীয় বাচিকজন্মে নারায়ণ হইতে সুপর্ণ ঋষেদের আকরমন্ত্র লাভ করেন। তৎকালে বায়ু হইতে বিঘসাশি-সম্প্রদায় এবং বিঘসাশি হইতে মহোদধি ঐকান্তিক ধর্ম্মবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ব্রহ্মার চতুর্থ শ্রাবণক জন্মে আরণ্যকসহ বেদশাস্ত্রে সাত্বতধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তৎকালে ব্রহ্মা হইতে স্বারোচিষমনু, তাঁহা হইতে তাঁহার পুত্র শঙ্খপদ এবং শঙ্খপদের পুত্র সুবর্ণাভ সাত্বতধর্ম্ম শিক্ষা করেন। ব্রহ্মার মানসজন্ম, চাক্ষুষজন্ম, বাচিকজন্ম ও শ্রাবণক জন্ম—এই চারিপ্রকার আবির্ভাবে সত্যযুগে এই সাত্বতধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ব্রহ্মার পঞ্চম নাসিক্য জন্মে নারায়ণ হইতে সনৎকুমার ঐকান্তিকধর্ম্মে দীক্ষিত হন। সেই সময় ব্রহ্মার ষষ্ঠ অণ্ডজজন্মে ব্রহ্মা হইতে বর্হিষদ ও তদগ্রজ অবিকম্পন প্রভৃতি ঐকান্তিক সাত্বতধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। ব্রহ্মার ষষ্ঠজন্মেই সর্ব্বপ্রথমে সামবেদীগণের ধ্বনি উদ্গীত হয়। ব্রহ্মার সপ্তম পদ্মজন্মেই নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে দক্ষ, আদিত্য, বিবস্বান, মনু ও ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি এই ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীসম্প্রদায় রত্নাকর হইতে উদ্ভূত। রত্নাকর প্রাচীন বিঘসাশি-সম্প্রদায় হইতে এবং উক্ত সম্প্রদায় আবার বায়ু হইতে ব্রহ্মার তৃতীয় বাচিকজন্মে প্রকটিত হন। ব্রহ্মসম্প্রদায় ও রুদ্রসম্প্রদায় ব্রহ্মার চাক্ষুষজন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে কৃপা লাভ করেন। সনৎকুমার ব্রহ্মার নাসিক্য পঞ্চম জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে ত্রেতা-আরম্ভে ঐকান্তিকধর্ম্ম লাভ করেন।

পুরাকালে এই চারি সম্প্রদায়ের নিজ নিজ মতসমূহ শতবৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকায় কালে কালে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক-বৈভব জনসমাজে বিস্তারপূর্ব্বক বহির্ম্মুখ জীবসমূহকে বিষ্ণুসেবাকার্য্য সাত্বতধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। অনেকে সম্প্রদায়-স্বীকারকে সঙ্কীর্ণতা বা উদারতার অভাব জ্ঞান করিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটী মত গ্রহণপূর্ব্বক আপনাদিগকে অসাম্প্রদায়িক মনে করিলেও নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা উদারতার নামে একটি অসম্প্রদায়ী মত অর্থাৎ শ্রৌতপথের আনুগত্যহীন স্বেচ্ছাচারিতাপূর্ণ সম্প্রদায় বা অপসম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন। কলিকালে তর্কপথেরই আধিক্য এবং শ্রৌতপথের নিতান্ত অনাদর পরিলক্ষিত হওয়ায় অসংখ্য অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা অপস্বার্থ-সিদ্ধির জন্য যাবতীয় মনোধর্ম্মোপম মত সমভাবে সমর্থন করিতে গিয়া পদ্মপুরাণোক্ত সাত্বত সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের কোনও একটীর অন্তর্ভুক্ত না হইয়া পৃথক পৃথক মত অবলম্বনপূর্ব্বক সৎসম্প্রদায়চতুষ্টয়ের বিরোধী এক একটী কল্পিত মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের মনঃকল্পিত সেই বিচারগুলি বহির্ম্মুখ জীবের অনেকেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করায় পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপভাবে উৎপন্ন সম্প্রদায়গুলিই 'অপসম্প্রদায়' নামে অভিহিত। পক্ষান্তরে যাঁহারা বাস্তব আপনাদিগকে শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক—এই চারিটী সৎসম্প্রদায়ের যে কোন একটীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াও তত্তৎসম্প্রদায়স্থ ভুবনপাবন শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক—এই মূল আচার্য্যচতুষ্টয়ের আচরিত ও প্রচারিত শ্রৌতপন্থার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাঁহারাও অপসম্প্রদায়পর্য্যায়ে পরিগণিত। এইরূপ অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত সৎসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের তুলনামূলক গবেষণাই এই প্রবন্ধের বর্ণিত বিষয়।

'সৎসম্প্রদায়' বলিতে আমরা শাস্ত্রানুসারে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চারিটী মাত্র সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু অপসম্প্রদায়ের সংখ্যা অনন্ত। এই সমস্ত অসংখ্য অসম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত একটী প্রবন্ধে বর্ণন করা অসম্ভব। এই হেতু আমরা কেবল প্রধান প্রধান অপসম্প্রদায়-গুলির ইতিহাসের দিগ্দর্শন মাত্র করিয়া প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট বিষয়ে উপনীত হইতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বোক্ত সৎসম্প্রদায়চতুষ্টয়ের সিদ্ধ মতগুলির অনুসন্ধান করি দেখিতে পাই, সায়ন মাধবাচার্য্য-রচিত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে যে ১৬টী দার্শনিক মতের বিবরণ লিখিত আছে, তন্মধ্যে রামানুজ ও পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন সৎসম্প্রদায়চতুষ্টয়ের অন্যতম দুইটী। অবশিষ্ট চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, আর্হত, নকুলীশপাশুপত, শৈব, প্রত্যভিজ্ঞ, রসেশ্বর, ঔলুক্য, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত বা শঙ্কর-দর্শন—এই ১৪টী দর্শনের মতের সহিত সৎসম্প্রদায়চতুষ্টয়ের মতের কোন সম্বন্ধ নাই। আর শ্রৌতপথাবলম্বী শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা তোতারামদাস বাবাজী মহারাজ যে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাঁই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী—এই তেরটী সম্প্রদায়ের শ্রেণী বিভাগ করিয়া অসৎসঙ্গজ্ঞানে উহাদের সঙ্গ পরিত্যাগের উপদেশ করিয়াছেন, উহারা সকলেই 'অপসম্প্রদায়' নামে সজ্জন-সমাজে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত পঞ্চোপাসকবাদ, অহঙ্কারবাদ, অক্রমবাদ, আসামী রামকৃষ্ণ-বাদ, আসামী শঙ্করবাদ, উন্নতিবাদ, উপদেবতাবাদ বা প্রেতবাদ, ঋগ্বেদবাদ, কর্ম্মবাদ, কিশোরীভজনবাদ, কেশব-ব্রহ্মবাদ, খৃষ্টবিশ্বাসবাদ, খৃষ্টানবাদ, গৌরবাদ, গৌরাঙ্গনাগরিকবাদ, গ্রামদেবতাবাদ, জৈনবাদ, তান্ত্রিকবাদ, ত্রিদেববাদ, থিয়সফিকবাদ, দয়ানন্দমূর্ত্তিবিরোধিবাদ, দক্ষিণেশ্বরীর রামকৃষ্ণসঙ্করবাদ, দার্শনিক-বাদ, দেবেন্দ্রব্রহ্মবাদ, ধর্ম্মভাববাদ, নব-গৌরাঙ্গবাদ, নববিধানবাদ, নিরাকারবাদ, নিরীশ্বরবাদ, নৈষ্ঠিক দেবতাবাদ, প্রাচীনবাদ, বলাহাড়ীবাদ, [illegible]-বাদ, মুসলমানবাদ, যোগবাদ, রাধাস্বামী-বাদ, রামকৃষ্ণসঙ্করবাদ, রামমোহন ব্রহ্মবাদ, রামপ্রসাদবাদ, রামানন্দ সঙ্করবাদ, রূপক-বাদ, বাবাজীবাদ, বিজয়কৃষ্ণসঙ্করবাদ, বুদ্ধদেববাদ, হরিবংশবাদ, হরিবোলাবাদ, শাক্তবাদ, শৈববাদ, সৌরবাদ প্রভৃতি অসংখ্য সৎসম্প্রদায়বিরুদ্ধ মতবাদ ভারত-বর্ষে প্রচলিত আছে।

আমরা সর্ব্বাগ্রে সৎসম্প্রদায়চতুষ্টয়ের মূল চারিজন আচার্য্য—শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রবর্ত্তিত শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈত-বাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া পরে ক্রমে উপর্যুক্ত অপসম্প্রদায়গুলির মতসমূহেরও যথাসম্ভব পরিচয় প্রদান করিব। আশা করি, ইহাতে সাত্বত সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের প্রবর্ত্তিত সিদ্ধান্তের সহিত ঐ সকল অপসম্প্রদায়গুলির কোথায় [illegible], তাহা সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শিত

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থটি উদ্ভূত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার প্রভৃতি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুমবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵৹ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের মর্ম্মস্পর্শী বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, সদ্ভক্তি, শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

[illegible]কেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।৹ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চারিত্রসূত্রের প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵৹ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵৹ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্বজ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারা বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।৹ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শসংখ্যক দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতি প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুর স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৸৹ আনা, আবাঁধাই ।৵৹ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৹, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵৹, বাঁধাই ৷৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵৹ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।৹ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

মিঃ শাকলাতওয়ালার পত্র

কংগ্রেসের লণ্ডন শাখার সভাপতি ডাঃ সি বি ভকীল সম্পাদক মিঃ শাকলাতওয়ালার নিকট হইতে তাঁহার পদত্যাগ করার পর একখানি চিঠি পান। উক্ত চিঠিতে মিঃ শাকলাতওয়ালা বলিয়াছেন যে, করাচী কংগ্রেসে গান্ধী-আরউইন আপোষ সমর্থিত হওয়ায় কংগ্রেসের স্বাধীনতার আদর্শ যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, এই জন্য তিনি কংগ্রেসের লণ্ডন শাখার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি হইতে পদত্যাগ করিতেছেন আরও জানা গিয়াছে যে, মিঃ শাকলাতওয়ালা এবং অন্যান্য যাহারা কমিটী হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা এখনও কংগ্রেসের মধ্যে থাকিবেন কারণ তাহারা পদত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতে ইচ্ছা করেন না।

পৃথিবীর বৃহত্তম পেট্রোল কোম্পানী

"নিউইয়র্ক টাইমসে" প্রকাশ, ওয়াশিংটনে যদি কোন প্রবল বাধা উপস্থিত না হয়, তবে আগামী দুই মাসের মধ্যেই জার্সির ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী এবং ক্যালিফোর্ণিয়ার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী এক সঙ্গে মিলিত হইবে। যদি এই দুই কোম্পানী একত্রিত হয়, তবে উহা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম পেট্রোলিয়ামের ব্যবসা হইবে। এই নূতন কোম্পানীর মোটমূলধন হইবে ২০৩১,০০০০০০ ডলার (একডলারের মূল্য প্রায় আড়াই টাকা)।

মিঃ হকের হককথার দাবী

গত ২৫শে মে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সহিত মিঃ এ. কে. ফজলুলহকের কাটুরিয়া ভবনে রাজনৈতিক আলোচনা হইয়াছিল। তিনি সেই সময় যুক্ত নির্ব্বাচন সমর্থন করিয়া একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, যাঁহারা যুক্তনির্ব্বাচন সমর্থন করেন না তাঁহারা আর যাহাই হউন রাজনৈতিক ভাবাপন্ন নহেন। ইহার পর তিনি আর একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাঁহারা ঢাকা ত্যাগের পর তাহা প্রচারিত হয়। তিনি তাহাতে পূর্ব্বের মত অস্বীকার করিয়াছেন এবং ঢাকার জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতার প্রতি উচ্চাকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত করিয়াছেন। গত শনিবার ঢাকার জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের ২০ জন সদস্যের স্বাক্ষরিত এক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তাঁহারা মিঃ ফজলুল হককে ঢাকায় আসিয়া প্রকাশ্য জনসভায় তাহার প্রস্তাব ব্যক্ত করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহারা মিঃ হকের ঢাকায় যাতায়াত ব্যয় বহন করিতে প্রস্তুত আছেন।

বি, পি, সি, সি, নির্ব্বাচন মধ্য কলিকাতা হইতে নির্ব্বাচিত সদস্য

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস নির্ব্বাচনমণ্ডলী হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে যথাযথ ভাবে নির্ব্বাচিত সদস্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

১। যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
২। ভূপেন্দ্রনাথ গুহ
৩। উপেন্দ্রনাথ বসু
৪। শৈলেন্দ্রনাথ রায়
৫। [illegible]নাথ চক্রবর্ত্তী
৬। প্রবোধকুমার রায় চৌধুরী

৩৪টি নির্ব্বাচনপত্র নাকচ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মে বিদ্রোহীদের সাড়া পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ

কাথা বিদ্রোহীরা, শুক্রবার দিন আলেং প্যাড়ো থানা আক্রমণ করিয়াছিল। শনিবার দিন অপরাহ্নে তাহারা থাযুরও নামক স্থানে থাকে এই সংবাদ পাইয়া প্রোমের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একদল সামরিক পুলিশসহ সাড়েই মাইল দূরবর্ত্তী ঐ স্থানে রওনা হন। পরের দিন প্রাতঃকালে তাহারা ঐ গ্রাম ঘেরাও করেন। ফলে বিদ্রোহীদের সহিত একটা সংঘর্ষ হয়। ইহাতে ১ জন বিদ্রোহী আহত, ১ জন নিহত ও ১১ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। থারাওয়াডী, এবং ইনসিন জেলা হইতে ডাকাতি, ঘর জ্বালান প্রভৃতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

গত দুই দিনে থারাওয়াডীতে ৫টি ডাকাতি হইয়াছে। ১৩ হাজার টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং ছইটি বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে।

হেনজাদাতে কতকগুলি সশস্ত্র লোক বিদ্রোহীদের পোষাক পরিধান করিয়া ৪ জন বৃদ্ধ কারেনের বাড়ী লুণ্ঠন করিয়া হাজার টাকার সম্পত্তি লইয়াছে এবং বাড়ীগুলি ভস্মীভূত করিয়াছে।

মিয়াংমিয়া হইতে ডাকাতদের ৬টি থণ্ডের গোলা জ্বালাইবার খবর আসিয়াছে। সেখানে একজন চীনার বাড়ীতে ডাকাতি হয় হেনজাদার সীমান্তে আর একটি নরহত্যা ও ডাকাতি হইয়াছে।

ইনসিনে একটি ডাকাতিতে ডাকাতেরা একজন হিন্দুকে দা দিয়া জখম করিয়াছে।

মেয়েটিমিও হইতে কয়েকটি ডাকাতির খবর আসিয়াছে, এখানে একজন মোড়লের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। একজন বিদ্রোহী গ্রেপ্তার হইয়াছে।

৮ই জুন একটা সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, প্রোম হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, [illegible] রেজিমেণ্টের একদল ৭০ জন বিদ্রোহীকে আক্রমণ করে, তাহারা বিতাড়িত হয়। তাহাদের ৭ জন জখম হইয়াছে এবং একটী বন্দুক ধৃত হইয়াছে। সরকারী সেনাদলের কেহ হতাহত হয় নাই।

রেলওয়ে দুর্ঘটনা

নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের প্রাঙ্গণে দুর্ঘটনার ফলে একজন গুডস্ ক্লার্ক মৃত্যুমুখে পতিত ও অপর একজন গুরুতররূপে জখম হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, দেওয়ান চাঁদ ও সর্দ্দার বেগ এই কেরাণীদ্বয় ফাঁড়িপথে আফিসে যাইবার কালে দুখানি মালগাড়ী তাহাদের উপর দিয়া চলিয়া যায়। সর্দ্দার বেগ পায়ে গুরুতর আঘাত পায়; হাসপাতালে যাইবার পথে তাহার মৃত্যু হয়।

বিদেশী বস্ত্রের পুনঃ বিদেশে রপ্তানী

বিদেশী বস্ত্র পুনরায় বিদেশে রপ্তানী করা সম্পর্কে যে স্কীম করা হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমানে পাকাপাকি করা হইয়াছে। প্রকাশ, এক সপ্তাহের মধ্যেই কিরূপে বিদেশী বস্ত্রসমূহ রপ্তানী করা হইবে তাহা জনসাধারণে প্রকাশ করা হইবে। গত ২৫শে মে সাড়ে পাঁচিশ লক্ষ টাকা মূলধন সহ বিদেশীবস্ত্র রপ্তানী কোম্পানী লিমিটেড নামক বোম্বাইয়ে এক কোম্পানী রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে।

গত মার্চ্চ মাসে মহাত্মা গান্ধী এবং আরও অন্যান্য কংগ্রেসকর্ম্মীগণ এক নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, যে সকল বিদেশী বস্ত্র ভারতে আমদানী করা হইয়াছে, বিদেশী বর্জ্জন জন্য ঐ সকল বস্ত্রই পুনরায় বিদেশে রপ্তানীর জন্য একটি কোম্পানী খোলা হউক।

নিম্নে কোম্পানীর কার্য্যনির্ব্বাহক ডিরেক্টরগণের নাম দেওয়া হইল :-

সার মেথ ওয়াদা,—চেয়ারম্যান, তাঁহার অনুপস্থিতিতে মিঃ এইচ, পি, মোদী চেয়ারম্যানের কাজ করিবেন।

ডিরেক্টরগণ :—সার নেশ ওয়াদ চেয়ারম্যান, মিঃ এন, ই, দিনশা; মিঃ এস. ডি. শাকলাতওয়ালা; মিঃ এইচ, পি, মোদী; মিঃ লালজী নারায়ণজী; শেঠ জি. চমনলাল; মিঃ জি, পারেখ; শেঠ কস্তুর ভাই লালাভাই; শেঠ অম্বালাল সরাভাই; শেঠ দেবীদাস, [illegible] শেঠ শঙ্করলাল (ব্যাঙ্কার) [illegible] বলুভাই।

সম্প্রতি মিল মালিক সমিতির অফিস গৃহে ডিরেক্টরদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় মিঃ লালজী নারায়ণজীকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। শেঠ কস্তুরভাই লালভাই এবং শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার ডিরেক্টরগণকে সাহায্য করিবেন

প্রকাশ, বর্ত্তমান মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই কোম্পানীর কার্য্য পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইবে। মাত্র বিলাতী বস্ত্রই যে রপ্তানী করা হইবে তাহা নহে জাপানী ও অন্যান্য বিদেশী বস্ত্রও রপ্তানী করা হইবে।

বাঙ্গলার কৃষিবিভাগের স্কীম

বাঙ্গলার কৃষিবিভাগের এডিসনাল ডিরেক্টর মিঃ কে, ম্যাক্লিগান এখানে আসিয়াছেন। প্রকাশ, আগামী সরকারী কৃষি গবেষণা পরিষদের যে সভা হইবে তাহাতে বাঙ্গলার কৃষি বিভাগের কিছু নির্দ্দিষ্ট স্কীম এবং প্রস্তাব প্রদান করিবেন। কৃষি বিভাগ অনেক পূর্ব্বেই এই স্কীম তৈয়ার করিয়াছিলেন কিন্তু বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের তহবিলে টাকা না থাকায় উহা কার্য্যে পরিণত করা যায় নাই। যাহা হউক আশা যায় যে প্রস্তাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সরকারী কৃষি পরিষদ উপযুক্ত টাকা মঞ্জুর করিবেন।

ভারতে এম, সি, সি'র খেলা লর্ড উইলিংডনের যোগদান

আগামী শীত ঋতুতে এম, সি, সি দল যখন ভারতে আগমন করিবেন তখন বড়লাটের একাদশ খেলোয়াড়ের সহিত তাঁহাদের বিরুদ্ধে খেলিবার জন্য ভারত ক্রিকেট খেলার পরিচালন বোর্ড লর্ড উইলিংডনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তিনি অন্য কাজে লিপ্ত থাকিলে আর খেলিবেন না।

আগামী ১৫ই হইতে ১৭ই জানুয়ারী ম্যাচ খেলার দিনধার্য্য হইয়াছে। দিল্লীতে এই ম্যাচ খেলা হইবে।

পাটনায় গ্রীষ্মাধিক্য

পাটনায় অতিশয় গরম পড়িয়াছে। এরূপ গরম বহুদিন যাবৎ অনুভূত হয় নাই। এই সপ্তাহের বাকী কয়দিন হাইকোর্ট সকাল বেলা বসিবে গত এক পক্ষ কাল হইতে সহরের তাপ ১১২ ও ১১৫ ডিগ্রীর মধ্যে ছিল। কলেরা ও সন্নিপাতের খবর পাওয়া যাইতেছে। সকলেই বর্ষার আশায় উন্মুখ হইয়াছে।

"শ্রীগৌরাঙ্গ"
দৈনিক—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা [illegible]

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২৯শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ১৩৩৮, ১২ই জুন ১৯৩১

ওয়ার্কিং কমিটীর সভা

ওয়ার্কিং কমিটীর পক্ষ হইতে বিবৃতি

চট্টগ্রামে সান্ধ্য আইন

হত্যার অপরাধে ১ বৎসর কারাদণ্ড

চীনে শ্বেতাঙ্গমহিলা হত্যা

কাণপুরের গুলীতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিবৃতি

মেলব্যাগ লুণ্ঠিত

কাণপুরে আবার অগ্নিকাণ্ড

দস্যু-সর্দ্দার ধৃত

পুরী ও ভুবনেশ্বর সংবাদ

নানা কথা

মণিভবনে ওয়ার্কিং কমিটীর সভা

গত ৯ই জুন অপরাহ্ন ১ টার সময় মণিভবনে ওয়ার্কিং কমিটীর সভা আরম্ভ হয়। ১৩ জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। আরম্ভ হইবার পরই বাঙ্গলার নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বের কথা উঠে। নির্ব্বাচন সম্পর্কে সকল প্রকার ত্রুটি অভিযোগ বা প্রত্যাভিযোগ সম্বন্ধে বিচার করিবার ভার পড়িয়াছে শ্রীযুক্ত এম, এস, এণির উপর—তিনিই একমাত্র মধ্যস্থ নিযুক্ত হইয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নির্ব্বাচন যথারীতি চলিতে থাকিবে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন না।

বাঙ্গলায় কংগ্রেস বিরোধ বিষয় ঐ দিনকার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। সভার প্রারম্ভেই তাহা আরম্ভ হয়।

প্রকাশ, ঘরোয়া বৈঠকেও বাঙ্গলার নেতৃবৃন্দের সহিত মহাত্মাজীর প্রধান আলোচনার বিষয় ইহাই ছিল।

ওয়ার্কিং কমিটীর সভা পর্দার আড়ালে হয় সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অন্যান্য যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইবে তন্মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা, গোলটেবিল বৈঠক, এবং সন্ধির সর্ত্ত পালনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য

ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যগণ ব্যতীত মৌলানা আব্দুল গফুর খাঁ ডাঃ আলম ও শ্রীযুক্ত কোণ্ডা বেঙ্কটাপ্পা শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, আমন্ত্রিত হইয়া ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রামে সান্ধ্য আইন

গত ৮ই জুন হইতে এই সম্বন্ধে আইন জারী করা হইয়াছে যে, ১৬ হইতে ২৬ বৎসর বয়স্ক কোন হিন্দু যুবক সন্ধ্যা ৭টার পর রাস্তায় বাহির হইতে পারিবে না। নির্দ্দিষ্ট বয়সের যুবক এবং ছাত্রগণ লালদিঘীর পারে, বিভিন্ন উদ্যানে এবং নদীর ধারে হাওয়া খাইতে গিয়াছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরিয়া আসে। রাস্তাসমূহ হিন্দুযুবক শূন্য হইয়া পড়ে।

চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার

কটপাড়া হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিনয় সেনকে গ্রেপ্তার করিয়া চট্টগ্রামে আনা হইয়াছে।

ওয়ার্কিং কমিটীর পক্ষ হইতে বিবৃতি

ওয়ার্কিং কমিটীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন,—

বাঙ্গলার নির্ব্বাচন বিরোধের বিষয় ওয়ার্কিং কমিটীতে উত্থাপিত হয়। নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নির্ব্বাচন সম্পর্কে বাঙ্গলায় যেরূপ [illegible] অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর [illegible] সম্পর্কে যেরূপ অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগ [illegible] হইতেছে তাহা বিবেচনা করিয়া ওয়ার্কিং কমিটী শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তব্য শ্রবণ করতঃ তাঁহাদের সম্মতিক্রমে [illegible] মহাদেব রাও এণীকে একমাত্র মধ্যস্থ নিযুক্ত করিলেন। উক্ত দল কর্ত্তৃক তাঁহার নিকট যে সকল বিষয় উপস্থাপিত হইবে তিনি তাহা বিবেচনা করিবেন ও তৎসম্পর্কে তাঁহার চরম সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। এক্ষণে যে নির্ব্বাচন চলিতেছে, মধ্যস্থ নিয়োগের ফলে তাহা স্থগিত হইবে না, তবে উপযুক্ত কারণ প্রদর্শিত হইলে মধ্যস্থ নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

ঐ দিবস রাত্রি সাড়ে [illegible] সময় ওয়ার্কিং কমিটীর [illegible] শেষ হয়। পর দিবস প্রাতে [illegible] আটটার সময় পুনরায় অধিবেশন হইবে স্থির হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ষ্ণিসম্পাদিনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ— বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত মালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

অপত্যবাৎসল্যে সমুদয় প্রজা পালন করিতে লাগিলেন এবং চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত স্বয়ং সর্ব্বদিক্ জয় করিলে শত্রুপক্ষীয় রাজগণ ভয়ে নম্র হইলেন। সমুদয় প্রজা-রক্ষণ ও তাহাদের সমৃদ্ধিসম্পাদনে পুত্রের অতিশয় যত্নদর্শনে 'দৃঢ়ব্রত' সন্তুষ্টচিত্তে সকল রাজ্যভার তদুপরি সমর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। অহৈতুক-কৃপাময় শ্রীহরির আদেশে কার্ত্তিকেয় পৃথিবীতে অবতরণপূর্ব্বক কুলশেখরকে পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া সমুদয় তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিলেন। তদীয় অনুগ্রহে সদ্ভক্তি লাভ করিয়া নৃপতি পরম ধর্ম্মজ্ঞ হইলেন। শ্রীভগবানের রূপ, গুণ ও বিভূতি তাঁহার সমক্ষে প্রকাশিত হওয়ায় তিনি শীঘ্রই মহাবৈরাগ্য লাভ করিলেন। রাজ্য-পালনাদি কার্য্যে সংসারিকগণের সহ বাস ভগবদ্দাস তাঁহার পক্ষে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বাসের তুল্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

তিনি এবম্প্রকার চিন্তা করিয়া দেহ-সম্পর্কীয় আত্মীয়াদি সকলের সঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক রাজ্য এবং সর্ব্বস্ব বৈষ্ণবগণকে অর্পণ ও সেবোপযোগী করিয়া একান্তভাবে শ্রীরামের শরণ গ্রহণ করিলেন। কুলশেখর বেঙ্কটেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—"হে হরে! আমি ভবদ্গৃহে সোপানস্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া ভবদীয় প্রবাল সদৃশ বদনকমলে সর্ব্বদা দৃষ্টি সংবেশ পূর্ব্বক যেন জীবিত থাকি"

অনন্তর তিনি ভাবিলেন—"শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে যাত্রা বা স্মরণাভিলাষ ভবার্ণব-তরণের প্রধান উপায়, নিত্যকাল বাস করিবার কথা কি?" তিনি এই প্রকার শ্রীরঙ্গ-মাহাত্ম্য স্মরণে "নশ্বর প্রাকৃত ভোগবিলাস ও পুত্রমিত্রাদি অকিঞ্চিৎকর, রঙ্গরাজের সেবাই নিত্যসুখপ্রদ"—ইত্যাকার চিন্তা করিয়া যাবজ্জীবন রঙ্গক্ষেত্রে বাস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার রঙ্গযাত্রা নগর মধ্যে ঘোষিত হইলে তথায় সৌম্যদর্শন রঙ্গনাথের নিকট হইতে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন নিশ্চয়ই অসম্ভব—এইরূপ আশঙ্কাপূর্ব্বক মন্ত্রীবর্গ সকলে [illegible] বিঘ্নসম্পাদনার্থ মনোনিবেশ করিলেন। বৈষ্ণব-বর্গকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহারা বলিলেন,—'কুলশেখর প্রত্যূষেই শ্রীরঙ্গ যাত্রা করিবেন। তাঁহার গমন অনিবার্য্য, তিনি তথায় গমন করিলে আর নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। তিনি আপনাদিগেরই বাক্য রক্ষা করিবেন এবং আপনারাই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ। এক্ষণে যে কোনও উপায়েই হউক আমাদের রাজাকে নিবৃত্ত করুন।'

মন্ত্রীবর্গের এতাদৃশ বচন অঙ্গীকার পূর্ব্বক বৈষ্ণবোত্তমগণ শ্রীকুলশেখরকে অতি ভক্তি সহকারে রঙ্গযাত্রা-শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণপরায়ণ দেখিয়া তৎসমক্ষে সহসা আগমন করিলেন। রাজর্ষি মহাভাগবতগণের দর্শন মাত্র ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া মহাভক্তির সহিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সেই ভাগবতপ্রিয় নরপতি তাঁহাদিগকে গৃহে লইয়া গিয়া অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্য ও উপহারাবলী দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করিলেন। তাঁহাদের ভোজনকাল পর্য্যন্ত কৃতাঞ্জলিপুটে নিরাহারী থাকিয়া তাঁহাদের পাদোদক ও ভুক্তাবশেষ মহামহাপ্রসাদদ্বারা নিজ ভোজন নির্ব্বাহ করিলেন। অনন্তর বিবিধ বস্ত্রাভরণ গন্ধমাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া তাঁহাদের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথামৃত সতৃষ্ণভাবে পান করিতে করিতে রঙ্গযাত্রা হইতে নিবৃত্ত হইয়া কিছুদিন অতিবাহিত করিলেন এবং সতত শ্রীবৈষ্ণবগণের সহবাসে হরিপরায়ণ থাকিয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালনে নিযুক্ত থাকিলেন। শ্রীবৈষ্ণবগণমুখ হইতে বেঙ্কটাচলের ও তৎস্থিত স্বামিপুষ্করিণী নামক সরোবরের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া মহাত্মা কুলশেখর লোক-হিতার্থ "মুকুন্দমালা" নামক স্তোত্র রচনা করিলেন। তাহার প্রতিশ্লোকই বহুমূল্য এবং সমগ্র বৈষ্ণবজগতের অতি প্রিয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয় পরম পরিতোষের সহিত আস্বাদনীয়। যথা—

১। নাহং বন্দে পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্ব-হেতোঃ কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্। রম্যা রামামৃদুতনুলতানন্দনেনাপি রন্তুং ভাবে ভাবে হৃদয়-ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥ ২। [illegible] ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে যদ্ভবিতব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্। এতৎপ্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।

এবম্প্রকারে অবস্থানকালে সেই রাজর্ষির লোকশিক্ষার্থ এইরূপ বুদ্ধি জন্মিল। বেদবেদ্য পুরুষোত্তম দশরথাত্মজ পৃথিবীতে অবতরণ করিলে শ্রুতি স্বয়ং রামায়ণরূপে বাল্মীকিকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রচারিত হইলেন। অতএব যাবজ্জীবন একমাত্র মুক্তির উপায় সেই রামায়ণ নিত্যকাল শ্রবণ করা বিধেয়। কুলশেখর দৃঢ়ভক্তির সহিত রামায়ণ শ্রবণপূর্ব্বক সমুদয় কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদা আরণ্যকাণ্ডে খরদূষণের সহিত সংগ্রামে একাকী শ্রীরামচন্দ্র প্রবৃত্ত হইতেছেন শ্রবণ করিয়া প্রেমপারবশ্যবশতঃ অসহিষ্ণু হইয়া স্বয়ং খড়্গ, চর্ম্ম, ধনুর্ব্বাণাদি গ্রহণপূর্ব্বক চতুরঙ্গ সৈন্য সাজাইয়া তদীয় সাহায্যার্থ জনস্থানাভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। মন্ত্রিগণ তাঁহার এতাদৃশী যাত্রার নিশ্চয়তা জানিয়া বিনয়সহকারে মন্ত্রণাপূর্ব্বক সমর্থ বৈষ্ণববর্গকে রাজাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা প্রয়াণোদ্যত রাজর্ষির সম্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

'চতুর্দ্দশসহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্ম্মণাম্।
অর্দ্ধাধিকমুহূর্ত্তেন রাঘবেণৈব সঙ্গরে।
তেন ধর্ম্মাত্মনৈকেন নিহতানি নৃপোত্তম॥
তং দৃষ্ট্বা শত্রুহন্তারং মহর্ষীণাং সুখাবহম্।
বভূব হৃষ্টা বৈদেহী ভর্ত্তারং পরিষস্বজে॥'

শ্রীবৈষ্ণবগণের সেই বাক্যশ্রবণে রামভক্ত নৃপকুলমণি কুলশেখর নিজ ভূষণসমূহ অঙ্গ হইতে উন্মোচনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর হৃষ্টচিত্তে বৈষ্ণবগণকে সঙ্গে লইয়া জনস্থানাভিযান হইতে নিবৃত্ত হইয়া স্বপুরে প্রবেশ করিলেন।

তিনি কদাপি অবৈষ্ণবের বদন দর্শন করিতেন না। এই হেতু তাঁহার সমগ্র রাজ্য শ্রীবৈষ্ণবময় হইল। তিনি আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে সর্ব্বদেহে পুলকসজ্জিত হইয়া নিরন্তর রামায়ণ শ্রবণে কালাতিপাত করিতেন। পৌরাণিক তাঁহার ভক্তিপ্রথা বিদিত হইয়া শ্রীরামের পরাভবস্থানগুলি পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল উৎকর্ষব্যঞ্জক অধ্যায়গুলি পাঠ করিতেছিলেন। একদা সেই পাঠক কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় নিজপুত্রকে রামায়ণ পাঠ করিতে রাজসদনে প্রেরণ করিলেন। পাঠকপ্রবর রাজাভিপ্রায় অনবগত থাকায় যথারীতি সমগ্র স্থান পাঠ করিতেছিলেন। আরণ্যকাণ্ডে একস্থলে পাঠ করিলেন—

হৃতার বা গঃ সীতা বুধঃ যে বোতিজীবিব।

এতচ্ছ্রবণে রাজর্ষি পদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় হইয়া সভাসমক্ষে বলিতে লাগিলেন—'হায়! সেই দুরাত্মা পাপিষ্ঠ রাবণ আমাদের জননী যশস্বিনী রামপত্নীকে কি প্রকারে হরণ করিতে পারে? আমি এখনই সত্বরগমনে মহাসমুদ্র উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কাপুরী ভস্মীভূত এবং মহারণে সবংশে দশাননকে বধ করিয়া মাতা সীতাকে ফিরাইয়া আনিব। এই বলিয়াই ক্ষিপ্রহস্তে ধনুর্ব্বাণ ও খড়্গাদি অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণান্তে লঙ্কাভিমুখে অভিযান করিলেন। প্রকাণ্ড চতুরঙ্গ বলও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। তাঁহার ভক্তির আতিশয্য দর্শনে কেহই তাঁহাকে নিবারণে সমর্থ হইল না। সেই অতি দেবচরিত্র রাজর্ষির শ্রীরামভক্তি এতাদৃশী পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, মহোদধি অতিক্রম করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হইয়াছিল। দেবগণও স্বর্গে বিমানে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার অত্যদ্ভুত চরিত্র দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর নৃপতি দ্রুতবেগে মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিলে তদনুগামী চতুরঙ্গবলও তাদৃশভাবে সাগরে প্রবেশ করিল। স্বর্গে, আকাশে এবং পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই সমাগত দর্শক দেবমানববৃন্দের মহান্ হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল। ভক্তাধীন শ্রীরাম করুণাপরবশ হইয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত তৎসমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"হে সদ্ভক্ত তাত কুলশেখর, আমি বিদ্যমান থাকিতে তোমার এতাদৃশ শ্রমের প্রয়োজন কি? আমি স্বয়ং জ্ঞাতিবান্ধব সহিত রাবণকে হত্যা করিয়া সীতার উদ্ধারপূর্ব্বক অধুনা সমাগত হইয়াছি। এই তোমার জননী সীতাদেবী সম্মুখে অবলোকন কর।" ইহা বলিয়া রঘুনাথ জনকনন্দিনীকে প্রদর্শন করিলেন। কুলশেখরও রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে স্বনেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে দণ্ডবৎপ্রণামাদির পর সসৈন্যে তাঁহাদের সহিত তীরভূমি-অভিমুখে আগমন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রমধ্যে কণ্ঠমাত্র জলে গমন করিতে করিতে সর্ব্বজনসমক্ষে গণসহ সহসা অন্তর্হিত হইলেন। রাজা রাঘবের অদর্শনে দুঃখে মূর্চ্ছিত হইলেন এবং ক্ষণকাল পরে যেন স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইয়া পৌরাণিকমুখে সীতোদ্ধারবার্ত্তা শ্রবণে আশ্বস্ত হইলেন। অনন্তর ক্রমে সুস্থচিত্তে নিজপুরে প্রবেশ করিলেন।

আরাধনা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় শ্রেণীর আরাধক—যোগাবলম্বী। ইঁহারাও পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানীদিগের ন্যায় জাগতিক সুখভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়া বিষয় গ্রহণের যন্ত্রস্বরূপ ইন্দ্রিয়সকল নিগ্রহ করিয়া পরমাত্মার উপাসনা করেন। ইঁহাদেরও চরম কাম্য আত্মবিনাশ বা মোক্ষসুখ। এই প্রকার যোগারোহারূঢ় আত্মবিনাশকামী সাধকগণের আরাধনাও সম্পূর্ণ অপ্রশংসনীয়।

পূর্ব্বোক্ত তিনপ্রকার আরাধকের প্রত্যেকেরই সাধনার মূলে কামনা বর্ত্তমান। তাঁহারা কেহই প্রকৃত আরাধনীয় কি, তাহা সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত নহেন।

উক্ত তিনপ্রকার আরাধক ব্যতীত আর একপ্রকার আরাধক আছেন, তাঁহারা বিষ্ণুভক্ত। এই বিষ্ণুভক্তগণই আরাধনার সর্ব্বোৎকৃষ্টতায় সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। তাঁহারা জানেন—'আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।' বিষ্ণুভক্তগণ শুধু নির্ম্মল ভগবৎপ্রেমাকেই চরম প্রয়োজন বলিয়া বুঝিয়াছেন। তাঁহাদের কোন প্রকার ইতর কামনা নাই। তাঁহাদের সমস্ত কাম কৃষ্ণকামে সমর্পিত হইয়াছে। তাঁহাদের চিত্তকে আর কোন অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াদ্বারা স্থির করিতে হয় না—তাঁহার স্বতঃই অপ্রাকৃত কৃষ্ণপাদপদ্মের মধুপানে সর্ব্বদা নিযুক্ত। তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণকেও নিরোধ করিবার জন্য অন্য কোন পৃথক্ চেষ্টার আবশ্যক হয় না, প্রতিনিয়তই তাঁহারা ইন্দ্রিয়ের অধিপতি হৃষীকেশের সেবাতে ব্যস্ত। এবম্প্রকারে নিষ্কাম অপ্রাকৃত রসরসিক কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যকামী কৃষ্ণভক্তগণ সর্ব্বোত্তম আরাধক এবং তাঁহাদের আরাধনাই উৎকর্ষের চরম সীমায় উন্নীত।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর, গোস্বামিরচিত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible] উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ্য নন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সত্যধর্ম্ম ও প্রাকৃত সত্যধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পাঠের প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমায় দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও তৎকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—গুরুসেবা—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে উত্তম নূতন কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—[illegible] যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্-শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ।৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়, [illegible] ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একখানি [illegible] অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্বসমূহ এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ...গোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থন করিয়া এই গ্রন্থ উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার ... সূচী, ... ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। ... সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই। চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের সারগর্ভ বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলাপসহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ. ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধিলালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

...কেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শিক্ষার ... উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে ... নির্দ্দেশ, বঙ্গানুবাদ ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, ... ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ০ আনা মাত্র।

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব ... পুস্তক। ভিক্ষা ০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা সন্নিবিষ্ট। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৹ আনা, আবাঁধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজা ... কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, (প্রফেসর ...), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৹, ভিঃ পিঃ ...

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, ...দের শ্রী... শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, "বাউলসঙ্গীত" নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশামৃত, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য বৈষ্ণবগণের সংগৃহীত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ৷৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতীবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার লিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস ... আকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতীবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার লিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ ও গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ... ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ... নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ... টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

স্ত্রী হত্যার অপরাধে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

পাঁচপাড়া গ্রাম বালাগড়ের পুলিশ থানা। উক্ত গ্রামের অধিবাসী উদয় নামে এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে মারিয়া ফেলায় সহকারী দায়রা জজ মিঃ পি, কে বসু উদয়কে এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রকাশ যে, ঘটনার দিন দৈনিক কাজকর্ম সারিয়া অপরাহ্নে উদয় বাটী ফিরিয়া তাহার স্ত্রীকে দেখিতে না পাইয়া এবং তাহার খাদ্যাদি প্রস্তুত নাই দেখিয়া তাহার স্ত্রীর খোঁজ করে এবং এবং তাহার পরে তাহার স্ত্রীর সহিত এক অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পায়। উদয় উক্ত কাণ্ড দেখিয়া তাহার স্ত্রীকে ভীষণ ভাবে লাঠি দ্বারা প্রহার করে ফলে দুইদিনের মধ্যে তাহার স্ত্রী মারা যায়। উক্ত অপরিচিত ব্যক্তি স্বামী স্ত্রীর ঝগড়ার সময় সরিয়া পড়ে।

চীনে শ্বেতাঙ্গ মহিলা হত্যা

যুনানফু (চীন) হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মিসেস হেন্‌ডেট এবং মিসেস্ [illegible] নাম্নী দুইটী মিশনারী মহিলাকে হত্যা সম্পর্কে দুই জন আসামীর মধ্যে একজনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ এবং তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি ১২ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

কাণপুরে বিপ্লবীদিগের গুলী
জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিবৃতি

গত ৬ই জুন বিপ্লবীদিগের পুলিশের প্রতি গুলী ছোড়া সম্পর্কে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ৭ই জুন অপরাহ্নে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছে।

কয়েকজন সন্দেহজনক অপরিচিত ব্যক্তি কাণপুরে আসিয়াছিল। উক্ত ব্যক্তিদিগের উপর সি, আই, ডি পুলিশ নজর রাখে। উক্ত আগন্তুকদের মধ্যে একজন পলাতক [illegible] ছিল এবং উহার প্রতি পুলিশের বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

আই, ডি [illegible]কে উক্ত ব্যক্তির অনুসরণ করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দেওয়া হয়। উক্ত আগন্তুকরা সকলেই সশস্ত্র ছিল এবং সাইকেলে করিয়া যাইতেছিল। সি, আই, ডি ব্যক্তিরা উহাদের অনুসরণ করে। বাবু [illegible] প্রসাদ সিংহের বাটীর নিকট আসিয়া বিপ্লবীরা পুলিশকে জিজ্ঞাসা করে যে, উহারা কেন তাহাদের অনুসরণ করিতেছে। উত্তরে তাহারা বলে যে, তাহারা কাশীরামকে গ্রেপ্তার করিতে চাহে। ইহাতে উক্ত ব্যক্তিরা দুই এক মিনিট চুপ করিয়া থাকে কিন্তু কাশীরামের ইঙ্গিত বুঝিয়া তাহারা সকলে রিভলবার বাহির করে এবং তাহাদের মধ্যে একজন নবী আহম্মদ এবং রামনরেশের উপরে গুলি করে। ঐ ব্যক্তি প্রায় ৫।৬ বার গুলি করিয়াছিল। তখন বিপ্লবীরা সহরের দিকে পলাইয়া যায়। সি, আই, ডি ব্যক্তিরা [illegible] হাসপাতালে যান। উহাদের অবস্থা একটু ভাল বলিয়াই মনে হয়। অপরাহ্নে [illegible], গোপীনাথ সিংহ এবং বি, কে সান্যালকে উক্ত ব্যাপার সম্পর্কে [illegible] অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। উহারা প্রসিদ্ধ বিপ্লবী বলিয়া পুলিশের নিকট পরিচিত বলিয়া মনে হয়। উক্ত ঘটনার [illegible] পুনরায় [illegible] [illegible] হইল।

ডাকঘরে ডাকাতি

[illegible] জিলার [illegible] রাত্রি ১টার সময় [illegible], [illegible] পোষ্ট অফিসের [illegible] মহাশয়ের বাড়ীতে ডাকাত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৭০ টাকা লইয়া [illegible] [illegible]

নওজোয়ান ভারত সভার সম্পাদককে গ্রেপ্তার

[illegible] চৌধুরী কাসার্কিবির ১০৮ [illegible] [illegible] হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে, তাহার পরে [illegible] [illegible] সম্পাদক মিঃ [illegible]কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গত ৭ই জুন [illegible]

[illegible] [illegible] একটি [illegible] করিয়া [illegible] সময় পুলিশ [illegible] [illegible] আছেন [illegible] জোর করিয়া ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। তাঁহাকে [illegible] [illegible] হইয়াছে।

মেলব্যাগ লুণ্ঠিত

প্রকাশ যে, তিন জন অপরিচিত লোক খুলনা [illegible] নিকট [illegible]পুরের মেল ব্যাগ লুট করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

কাবুলের আমীরের দান

কাবুলে [illegible] সময়োপযোগী একটি হাসপাতাল স্থাপন করার জন্য কাবুলের আমীর নাদীর শাহ নগদ দুইলক্ষ টাকা এবং তাঁহার আরও ব্যক্তিগত সম্পত্তি দান করিয়াছেন।

দস্যুসর্দ্দার ধৃত

কাবুলের সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, ইসলামীর আবদুল্লা কোহিদামনী, আফগান রবিন্ হুডের সহিত যোগদান করিয়া উত্তরাঞ্চলে কর্তৃপক্ষদিগকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। সম্প্রতি অন্যান্যের সহিত তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গ্রেপ্তারে বাধা দেওয়ায় দলের সর্দ্দার সুলতান মহম্মদ গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছে।

ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠক
বোম্বাইয়ে নেতৃ সমাগম

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল সদলবলে, শ্রীযুত জয়রামদাস দৌলতরাম, সুভাষচন্দ্র বসু, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং সর্দ্দার সেন ৮ই জুন সকালবেলা এখানে পৌঁছিয়াছেন। শ্রীযুত [illegible] ও স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাঁহাদিগকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করেন। তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে নেতৃবৃন্দকে মাল্যভূষিত করা হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং কোণ্ডা বেঙ্কটাপ্পাও ৮ই জুন প্রাতঃকালে এখানে আসিয়াছেন।

কাণপুরে আবার অগ্নিকাণ্ড

[illegible] পেছনে [illegible] এক বাড়ীতে রবিবার দিন প্রাতে আগুন দেখা যায়। গত দাঙ্গার সময় এই অঞ্চল [illegible] উপদ্রুত হইয়াছিল। [illegible] অধিকাংশ বাড়ীর হিন্দু অধিবাসীরা বাড়ীঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়া গিয়াছিল। প্রকাশ যে, ঐ বাড়ীটির দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া কেরোসিন দিয়া ঘরে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। [illegible] আগুন লাগিয়াছে বলিয়া [illegible] পড়ে এবং দমকলের অফিসে সংবাদ দিলে তাহারা অবিলম্বে অকুস্থলে উপস্থিত হয়। পুলিশও তথায় আসিয়াছিল। [illegible] সেবাসমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণও আগুন নিবাইতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। সকলেই একযোগে কাজ করায় শীঘ্রই আগুন নিভান সম্ভবপর হয়। বেলা ১০ টায় আগুন সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হয়। বাড়ীর সমস্ত জিনিষপত্র পুড়িয়া গিয়াছে, তবে মূল্যবান জিনিষ [illegible] তেমন কিছু ছিল না। অধিকাংশ [illegible] পুড়িয়া গিয়াছে।

জমীদারে প্রজায় সংঘর্ষ
আটজন আহত

এলাহাবাদ হইতে ৩০ মাইল দূরে [illegible] মঞ্জনপুর তহশিলের [illegible] গ্রামে গত ৭ই জুন সন্ধ্যার সময় জমীদার ও প্রজার মধ্যে একটি সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে।

আটজন লোক নিহত এবং বহু লোক আহত হইয়াছে। উভয় পক্ষেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। পুলিশ ও কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকগণ ঘটনাস্থলে গিয়াছিল।

গ্রামটি জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

এরূপ প্রকাশ যে জনৈক মুসলমান জমীদার নাকি লোকজন ও বন্দুক লইয়া খাজনা আদায় করিতে যাইয়া প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করেন। ফলে প্রজারা ক্ষেপিয়া যাইয়া জমীদারের বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দেয়। জমীদারও গুলী চালান। প্রজারা বন্দুকটি ছিনাইয়া লয়।

হতাহতদের মধ্যে অনেকেই জমীদারের লোক এলাহাবাদে আটটী লাশ আনা হইয়াছে।

পুরী ও ভুবনেশ্বর সংবাদ

ভুবনেশ্বর ৬ই জুন

পুরীতে আজ কাল বেশী গরম না হইলেও পেটের পীড়া প্রায়ই হয়। কিন্তু ভুবনেশ্বরে সে বিষয়ে ভাল কিন্তু দিনে খুব গরম। রাত্রিকাল এবং প্রাতঃকালটা এখানে অতীব মনোরম কিন্তু দুপুরবেলার তাপ গতকল্য ১১২ ডিগ্রী হইয়াছিল অদ্য আরও বর্দ্ধিত হইয়া ১১৮ ডিগ্রী হইয়াছে। পাহাড়ের উপরে চারিদিকে পাথর গরম হইয়া উত্তাপের মাত্রা বর্দ্ধিত হয়।

পুরীতে এবার নবকলেবর উপলক্ষে খুব কম হইলেও ৩৪ লক্ষ লোক সমাগম হইবে। গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগ এবং রেলওয়ে কোম্পানী পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত না করিলে যাত্রীদের বিশেষ অসুবিধা হইবে। কুম্ভমেলা প্রভৃতিতে যেরূপ অস্থায়ী পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত হয় তদ্রূপ মাঝে মাঝে বহুল পরিমাণে ট্রেঞ্চ পাইখানা হওয়া আবশ্যক। আজও এবিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। মাঝে মাঝে টিউবওয়েল বসাইয়া [illegible] বিশুদ্ধ পানীয় পাইতে [illegible] বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। [illegible] পুরীর কার্য্য আরম্ভ হয় কিন্তু এখানে এখনও কোন চেষ্টাই দেখা যায় না। এই সকল [illegible] [illegible] ভুবনেশ্বরেও আসিবে তাহাদের জন্য ভুবনেশ্বরেরও ব্যবস্থা আবশ্যক।

টেলি— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি ইঞ্চ ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩॥০

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার

স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯৲

ষান্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৸০

মাসিক

নগদ

প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সংস্কৃতি প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮৬তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৩৩৮, ১৩ই জুন ১৯৩১

শান্তিপুর সমাচার

কালীগঞ্জ থানা কংগ্রেস কমিটি

গোলটেবিলে প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্র কমিটীতে মহাত্মাজীর যোগদানের আলোচনা

বাকিংহামে জার্ম্মাণমন্ত্রী

নিখিলবঙ্গ জাতীয়বাদী মুস্লিম সম্মেলন

গোবিন্দমালব্যের বক্তৃতা

লালকোর্ত্তাধারীদের অহিংসা-নিষ্ঠা

কলেজ ষ্ট্রীটে হত্যাকাণ্ড

কানপুর দাঙ্গায় বিলাতে তীব্র সমালোচনা

নানা কথা

যুক্তরাষ্ট্র কমিটিতে মহাত্মাজীর যোগদানের আলোচনা

যুক্তরাষ্ট্রকপ কমিটীর অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী যোগদান করিবেন কিনা গত ৯ই জুন ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় তাহার আলোচনা হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাত্মাজীর যোগদানের পক্ষে বলেন। প্রকাশ গবর্ণমেণ্টের সন্ধির সর্ত্ত রক্ষার উপরই ইহা বেশীর ভাগ নির্ভর করে।

আশঙ্কায় মহাত্মাজীর হেডকোয়ার্টার স্থানান্তরের প্রস্তাব

এলাহাবাদের নিকট কোন এক গ্রামে একজন জমীদার ও তাঁহার দলবলকে হত্যা করিবার সংবাদে এবং যুক্তপ্রদেশে ভূমি ও সাম্প্রদায়িক গোলযোগের আশঙ্কার দরুণ মিঃ মসিরহোসেন কিদওয়াই মহাত্মা গান্ধীকে আপাততঃ কানপুরে তাঁহার হেড কোয়ার্টার্স স্থানান্তরিত করিবার জন্য তার করিয়াছেন।

নদীয়া সংবাদ

কালীগঞ্জ থানা কংগ্রেস কমিটি

কালীগঞ্জ থানার অধীন বিভিন্ন স্থানে যে সকল [illegible] কংগ্রেস কমিটী ছিল তাহা সমস্ত মিলি[illegible] কংগ্রেস কমিটী" [illegible] গঠিত হইয়াছে। [illegible] দেবগ্রামে এক সভা হয়, সভায় প্রায় [illegible] জন প্রতিনিধি, অন্যান্য দর্শক ও বিভিন্ন গ্রামের বিশিষ্ট কর্ম্মী প্রায় শতাধিক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। গোলাম জিলানী নামীয় এক স্বেচ্ছাসেবকের কৃষ্ণনগর জেলে শোচনীয় মৃত্যুতে সভায় এক শোক প্রকাশক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রায় শতসহস্রাধিক ব্যক্তি থানা কংগ্রেস কমিটীর [illegible] হইয়াছেন এবং প্রায় চল্লিশ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ঐ চল্লিশজন প্রতিনিধি লইয়া থানা কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ থানা কংগ্রেস কমিটীর কার্য্য নির্ব্বাহক নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ সরকার বি, এ, সভাপতি, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র রায় চৌধুরী বি, এ, মৌঃ ফজলুর রহমান বি, এ, শ্রীযুক্ত গোবিন্দময় গোস্বামী বি, এ, সহঃ সভাপতি, শ্রীযুক্ত চণ্ডীগোপাল বন্দোপাধ্যায়—সম্পাদক, শ্রীযুক্ত বিজয় বাহন কুণ্ডু শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চক্রবর্ত্তী—সহঃ সম্পাদক।

শান্তিপুর সমাচার

(ডাকযোগে প্রাপ্ত)

পরিদর্শন

তোপখানার দক্ষিণে দাঁওরায়েদের উত্তরে সুত্রগড় সাহা-পুকুরের পূর্ব্বে যে গোরস্থান আছে, তাহা গোরে ভরিয়া গিয়াছে। ইহার নিকট দিয়া যাতায়াত কষ্টকর হইয়াছে। স্বাস্থ্যের পক্ষে এই স্থানটী অনিষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি একদল মুসলমান এই গোরস্থানের সংলগ্ন পতিত অনেকখানি জমি গোরস্থান ভুক্ত করিতে চাহিতেছেন। আর একদল মুসলমান উক্ত স্থানে গোরস্থান বাড়াইলে স্বাস্থ্যের হানি হইবে বলিয়া ওখানে গোরস্থান বাড়াইতে চাহিতেছেন না। স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের হেল্থ অফিসার মহোদয় উক্ত স্থানে গোরস্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা বলিয়া মতব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং দুই দলের মধ্যে উহা লইয়া গোলযোগ চলিতেছে। গত ৩রা জুন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় স্থানীয় মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান মহাশয়ের সঙ্গে উক্ত গোলযোগের মীমাংসার জন্য গোরস্থান পরিদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক [illegible] পুরের গোড় [illegible] বসবাসের জন্য [illegible] স্থান। সদ্গে [illegible] স্থানে [illegible] দিশ [illegible] ম্যাজিষ্ট্রে [illegible] গিয়াছেন [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমিত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ||০ আনা, পাঁইট ||৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারিকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও বাতুলিকায়, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণ, অম্লশূল, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটি ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব অমৃতারিষ্ট ঘৃত"

শুক্রতারল্য রোগে ব্যবহারে দ্বারা আরোগ্য করে শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা

"স্বপ্নবিলাসিনী

ব্যবহারে সত্ত্ব মনোবলশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটি ১৲ এক টাকা।

কবিরাজ শ্যামাপ্রসাদ, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈব প্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম গাড়ীর খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত ... সিংহ, ১১৭, বেলিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার কালিয়া) ৫৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ষ্ণ্যপ্রদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমুদ্র।

ভিক্ষা একত্রে ১৷০ আনা মাত্র।

প্রকাশক ... কান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ...

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীমায়াপুর—৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার—১৩৩৮

অপসম্প্রদায়ের [illegible] সহিত সৎসম্প্রদায়সমূহের তুলনামূলক ধারাবাহিক গবেষণা

(৭)

২। আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্যের মত

বর্ত্তমান [illegible] পরম বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ [illegible] ও পরমা ভক্তিমতী [illegible] আশ্রয় করিয়া কার্ত্তিকী পূর্ণিমা [illegible] সন্ধ্যাকালে আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য [illegible] অবতীর্ণ হইয়া শুদ্ধ সনাতন ভক্তিধর্ম্ম সংরক্ষণ করেন। ইঁহার 'নিম্বার্ক' বা 'নিম্বাদিত্য', 'আরুণেয়', 'নিয়মানন্দ' ও 'হরিপ্রিয়াচার্য্য' নামেও বিদিত। ইঁহার রচিত বেদান্তভাষ্যের নাম—'বেদান্ত পারিজাত সৌরভ'।

আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য নিত্য দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। শ্রীনিম্বাদিত্য শ্রুতিকেই স্বতঃপ্রমাণশিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রুতির অনুগ ও [illegible] প্রমাণ বলিয়া গৃহীত। চতুঃসন নামক [illegible] নিজেদের [illegible] যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাই দেবর্ষি শ্রীনারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য জগতে প্রচার করেন। পুরাণাদির পঞ্চম বেদত্ব, বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠারূপা ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য, ভগবৎসেবার অসমোর্দ্ধত্ব, নিত্য ভগবদ্ধামের মাহাত্ম্য, ভগবানের অন্য-নিরপেক্ষত্ব, পরম মুক্তগণের নিত্য ভগবৎসেবিকত্ব ও ভগবানের সহিত চিদ্বিলাসময়ে নিত্য বিলাস, ভগবানের আবির্ভাব তিরোভাব লীলাময়, বৈষ্ণবের নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব, ভগবৎপ্রসাদের মাহাত্ম্য প্রভৃতি সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে প্রচলিত শ্রীনিম্বার্কের রচিত বলিয়া কথিত দশশ্লোকীতে এরূপ সিদ্ধান্ত লিখিত আছে,—সকল বস্তুই ব্রহ্মাত্মক। ব্রহ্মবিজ্ঞানেই নিখিল বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে জানা যায়। কোন স্থানে অদ্বৈত বাক্য, কোন স্থানে দ্বৈত এবং কোন স্থানে উভ নিষ্ঠা বাক্য প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং কেবলাদ্বৈত স্থান পায় না। শ্রুতি ও সূত্রবিচারে অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয়ই সিদ্ধ হওয়ায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদই [illegible] গ্রহণীয়।

সকল দোষরহিত, অশেষ কল্যাণ গুণৈকরাশি, ব্যূহাঙ্গ [illegible], পরব্রহ্ম, বরেণ্য ভগবান্ হরি ও সহস্র সখী পরিসেবিত বৃষভানুনন্দিনী [illegible] রাধিকা জীবের সতত উপাস্য। জীবের স্বরূপ—চিন্ময় হরির অধীন; জ্ঞান অণুচৈতন্য ও জ্ঞাতা। অণুত্বহেতুঃ জীব মায়িক শরীরে যোগ-বিয়োগ-যোগ্য। জীবের বদ্ধ, মুক্ত ও বদ্ধমুক্ত—এই তিন অবস্থা। উপাস্যরূপ, উপাসকরূপ, কৃপাফল, ভক্তি ও বিরোধিরূপ—এই পাঁচটী তত্ত্ব অনুশীলন দ্বারা প্রেমলক্ষণা ভক্তির নিত্যোদয় হয়। মায়াতত্ত্ব চিত্তত্ত্বের সম হইলেও অর্থাৎ ছায়ারূপী বস্তুতে আদর্শের সমতা থাকিলেও তাহাতে বস্তু-ভেদ দেখা যায়। সমস্ত জড়জগৎ এবং বদ্ধজীবের লিঙ্গ ও স্থূলদেহ অচেতন-তত্ত্ব। অনন্যভাবে একমাত্র ব্রহ্মশিবাদি-বন্দিত সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা কর্ত্তব্য; বিষ্ণু ব্যতীত ইতর দেবতা-উপাসনায় নিন্দা ও নরকপ্রাপ্তি শ্রুত হয়। কণ্ঠে তুলসীমালা ও ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। চতুরাশ্রমীগণের পক্ষেও [illegible] চতুর্থাশ্রমীগণ কাষায় বস্ত্র ধারণ করিবেন, দীক্ষাকালে পঞ্চ সংস্কার অবশ্য গ্রহণীয়; বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন প্রত্যেকের পক্ষেই বিধি। অন্য দেবতা পূজা, অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভক্ষণ বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। জন্মাষ্টমী, একাদশী, রাম পূজা প্রভৃতি ব্রত যথাবিধি পালনীয়। বিদ্ধা-একাদশী জন্মাহ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। গৃহস্থ বৈষ্ণবের বিষ্ণুনৈবেদ্যের দ্বারা বৈষ্ণববিধানে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, প্রেত পারলৌকিকবৎ মহান্ প্রত্যবায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এই সম্প্রদায়ের অনেক মঠ (প্রায় কুড়িটী) আছে। এই সম্প্রদায়স্থিত বৈষ্ণবগণ [illegible]।

রাজর্ষি শ্রীকুলশেখর

(২)

শ্রীকুলশেখর প্রত্যহই সহস্র সহস্র বৈষ্ণবকে নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া নিরন্তর হরিকথায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন, এক কথায় বলা যায়, তিনি সমস্ত ভগবদর্পণ করিয়া হরিজনগণের কিঙ্কররূপে রাজ্যের [illegible] কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীবর্গ রাজার এইরূপ ব্যবহারে অসহিষ্ণু হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে,—"নরপতি এই বৈষ্ণবগণের সংসর্গে থাকিয়া নিতান্ত চিত্তভ্রান্ত উন্মত্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বেই মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া ইঁহার জীবন পরিসমাপ্ত হইয়াছিল, কোন দৈবযোগে রক্ষিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ কালাকাল বিচার না করিয়াই কি রাজসভায় কি অন্তঃপুরে, কি ভোজনকালে নিরন্তরই রাজসমীপে যাতায়াত করিয়া থাকেন রাজাও নিজের সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য দূরে ফেলিয়া বৈষ্ণবাগমনে অতীব হৃষ্টচিত্তে প্রত্যুদ্গমন, অভিবাদন, বহুমানসহকারে আসন প্রদান প্রভৃতি সমুদয় পরিচর্য্যা স্বয়ং নির্ব্বাহিত করেন এবং হরিকথায় চিত্ত বিলয় রাখিয়া অনলসভাবে অহোরাত্র যাপন করেন। আমরা তাঁহার রাজ্যের হিতকামী, অতএব তাঁহাকে কিছু উপদেশ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।" এইরূপ পরামর্শের পর একদিন সুযোগ পাইয়া মন্ত্রিগণ রাজসমীপে রাজধর্ম্মবিষয়ক উপদেশসমূহ বিজ্ঞাপন করিল। কিন্তু রাজা 'বৈষ্ণবগণই আমার পারলৌকিক' বলিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন এবং স্ব স্ব নিজ নিজ কার্য্যে অবহিত হইতে আদেশ করিলেন। তখন অমাত্যবর্গ বৈষ্ণবগণের সহিত তাঁহার ভেদসাধনে মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাপবুদ্ধি ও ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হইলেন।

একদা ভূমিপতি পৌরাণিক, সংকবি, মন্ত্রিবর্গ ও পুরোহিতের সহিত সভায় মহাভাগবতগণের শ্রীমুখ হইতে অষ্টাক্ষর মন্ত্রের অর্থ শ্রবণ করিতে করিতে দ্বিপ্রহর অতীত করিলেন। অনন্তর স্নানার্থ অভিলাষ করিয়া নিজাঙ্গ হইতে যাবতীয় রত্নমুক্তা, রাজভূষণ মুক্ত উন্মোচনপূর্ব্বক সিংহাসনে রাখিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন। তথায় স্নান, ভোজন, বিশ্রামাদির পর সভাগমনে উদ্যুক্ত হইলে আসন্ন পরিচারককে সিংহাসনে রক্ষিত ভূষণাবলী আনয়নার্থ প্রেরণ করিলেন। তাহারা সভায় অলঙ্কারসমূহ না পাইয়া রাজাকে নিবেদন করিলে তিনি অমাত্যবর্গ ও রক্ষিগণকে আহ্বানপূর্ব্বক ক্রোধসহকারে নানাবিধ ভর্ৎসনা করিলেন এবং বলিলেন,—"এখনই আমার অলঙ্কার সমূহ আনিয়া না দিলে আমি সকলেরই প্রাণদণ্ডের আদেশ করিব।" মন্ত্রিগণ বৈষ্ণবগণের দ্বার অবারিত দেখিয়া তাঁহাদেরই প্রতি সন্দেহ পোষণ করেন, এই বাক্য জানাইলে নৃপতি কর্ণে হস্তার্পণ পূর্ব্বক ভগবন্নাম স্মরণ করিতে করিতে বলিলেন—"দুষ্টচেতা, তোমাদের মুখদর্শন করিব না।" এই প্রকার উক্তিপূর্ব্বক সচিবগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"পৃথিবীর যাবতীয় পাপরাশি শ্রীহরিস্মরণে নিবৃত্ত হয়। হরিনিন্দাজনিত পাপসকল বৈষ্ণবস্তুতি দ্বারা বিনষ্ট হয়। মহর্ষিগণ বলেন—বৈষ্ণবনিন্দার পাপ কোনও উপায়ে দূরীকৃত হয় না। অতএব তোমরা যে সাধুনিন্দা করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাদের দণ্ড বিধান করিতেছি। কিন্তু কামাদিবর্জ্জিত বৈষ্ণবগণে আরোপিত চৌর্য্যাদি মার্জ্জন করিয়া নিঃশঙ্কভাবে প্রমাণ করিব।" ইহা বলিয়া পুরোহিত, পৌরবর্গ ও সামাজিকগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কলস-মধ্যে ভীষণ বিষধর সর্প স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"শ্রীবৈষ্ণবগণ ভুক্তিমুক্তিতেও নিস্পৃহ, কদাপি তস্কর নহেন। এই বাক্য যদি সত্য না হয়, তবে এই সর্প আমাকে দংশন করুক।' এইরূপ উক্তিপূর্ব্বক বিশুদ্ধবদন সেই আশীবিষকে স্বহস্তে উত্তোলন করিলেন। তাহা দেখিয়া দেবগণ আকাশ হইতে পরম বিস্ময়ে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং [illegible] সেই রাজাকে সন্তুষ্ট করিলেন। তদনন্তর করুণাসিন্ধু শ্রীরামচন্দ্র রাজসমক্ষে সহসা আবির্ভূত হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"হে বৈষ্ণবচূড়ামণে! তুমি আমা অপেক্ষা আমার ভক্তকে অধিকতর পূজ্য বিবেচনা করিয়া থাক। ইহাতে আমি অতীব সন্তোষ লাভ করিয়াছি। তুমি কোন বর প্রার্থনা কর। নৃপতি বিনীতভাবে স্তুতি সহকারে অন্য বরের অনাবশ্যকতা জানাইয়া কেবল তাঁহাতে এবং তাঁহার ভক্তগণে দৃঢ়া ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। নৃপবরের প্রার্থনায় সন্তুষ্টচিত্ত শ্রীহরি অভীষ্ট বরদানপূর্ব্বক তৎপুত্রীকে কন্যারূপে গ্রহণ করিলেন। তৎশ্রবণে নৃপবর আপনাকে এবং স্বীয় বংশকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া নিজনগরী সুশোভিত, কন্যা রত্নকে মহালঙ্কারে বিভূষিত ও সভামধ্যে মনোহর বেদিতে যথাবিধি হোমাদি সম্পাদন করাইয়া শ্রীরঙ্গনাথকে স্বীয় দুহিতার পাণিপীড়ন করাইলেন। শ্রীরঙ্গদেব রাজপুত্রীর সহিত দেবগণ কর্ত্তৃক আদৃত হইয়া নানা যৌতুক সহ স্বধামে প্রয়াণ করিলেন। সচিবগণ নৃপের ভাবদর্শনে ভীত হইয়া তদীয় অলঙ্কারসমূহ প্রত্যর্পণপূর্ব্বক স্বাপরাধ স্বীকার করিয়া অভয় প্রার্থনা করিলে নৃপতিও তাহাদিগের অভিলাষ সম্পাদন করিলেন।

অনন্তর রাজর্ষি [illegible] ধার্ম্মিক মহা[illegible] জ্যেষ্ঠপুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কেবল বৈষ্ণবসেবায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। একদা শ্রীরামনবমী মহোৎসবে রাজর্ষি নৃপোচিত সজ্জা ও উপহারাদানে শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহের সেবায় মনোনিবেশ

করিলেন। শ্রীরাজগোপালদেবের মহাস্নানার্থ মহামূল্য ভূষণাবলী উন্মোচন পূর্ব্বক অর্চ্চকগণ কোনও পাত্রে অন্যত্র স্থাপন করিলেন। তদনন্তর অভিষেক, বৈদিক স্তবপাঠ, নৃত্যগীতবাদ্যাদি দ্বারা সেই মহামহোৎসব সমৃদ্ধিমান করিতেছিলেন। ইত্যবসরে মন্দিরে বৈষ্ণবদ্বেষী একটি অনর্ঘ মৌক্তিক হার অন্যের অলক্ষিতে গ্রহণপূর্ব্বক গোপনে স্থাপন করিলেন। এদিকে অলঙ্কার সংযোজন সময়ে অর্চ্চকগণ মহামূল্য হার না পাইয়া রাজর্ষিকে নিবেদন করিলেন। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া অমাত্যবর্গকে শীঘ্রই হারতস্করের অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রীবর্গ পরস্পর পরামর্শক্রমে রাজসমীপে নিবেদন করিলেন "বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা অবারিতদ্বার হইয়া ভাণ্ডার, অন্তঃপুর, মহামূল্য প্রভৃতি গুপ্তস্থানসমূহেতেও সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিতেছেন। তাঁহারা ব্যতীত অন্য কাহারও এস্থান হইতে হার [illegible] নিতান্ত অসম্ভব। তাঁহাদের নিবারণে আপনার মহাক্রোধের সঞ্চার হয়, এতৎকারণে আমরা সর্ব্বদিন দেখিয়াও নিরস্ত আছি।"

রাজর্ষি কর্ণশলাসদৃশ অশ্রুতপূর্ব্ব বৈষ্ণব নিন্দাত্মক মন্ত্রিবাক্য শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া অত্যন্ত ক্রোধসহকারে বলিতে লাগিলেন —"ভগবান বা তদ্ভক্তের নিন্দা শ্রবণানন্তর তথা হইতে প্রস্থান না করিলে নিরয়গমন অবশ্যম্ভাবী। বিষ্ণুর অথবা বৈষ্ণবের নিন্দক ব্যক্তির জিহ্বাচ্ছেদন তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্য, ইহাই শাস্ত্রের অভিমত। বিষ্ণু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও বৈষ্ণবগণ তাঁহা হইতেও অধিকতর শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের এই অসহ্য নিন্দা আমি কিরূপে সহ্য করিব?" এই প্রকার বচনান্তে সত্বর সভা ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীরাজগোপালরূপী শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তির সম্মুখে ভাগবতগণের শুদ্ধতা প্রতিপাদনার্থ শপথপূর্ব্বক মহাসর্প গ্রহণ করিলেন। মন্ত্রিগণ তৎক্ষণাৎ ভীতচিত্তে রাজসমক্ষে আপনাদিগের অপরাধ ব্যক্ত করিয়া হার প্রত্যর্পণপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং বৈষ্ণবগণের চরণকমলে পুনঃপুনঃ সভক্তি দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে থাকিলেন। রাজর্ষি অবৈষ্ণবসঙ্গ অপেক্ষা অনলপ্রবেশও শ্রেয়ঃ মনে করিয়া বনগমন পূর্ব্বক স্বতনয়ে রাজ্যভার সম্যক্‌ নিহিত করিয়া অনুরক্ত মহাভাগবতগণের অনুগমনে শ্রীরঙ্গে প্রস্থান করিলেন। শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় নির্ব্যুঢ়চিত্তে সমগ্রজীবন উৎসর্গপূর্ব্বক তথায় প্রধান করিয়া দ্রাবিড়ভাষায় পেরিয়া নামক প্রবন্ধ রচনা দ্বারা লোকমঙ্গলকার্য্য সম্পাদন করিলেন। তাহাতে সপ্ত দিব্যদেশ এবং তদ্দেশ শ্রীনিবাস প্রভৃতি সপ্ত মূর্ত্তির গুণবর্ণিত আছে।

এবম্প্রকারে বহুদিন তথায় নানাবিধ ভগবৎসেবা করিয়া সমুদয় পুণ্যভূমি দর্শন ও তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ সেবাসমূহ সম্পাদনপূর্ব্বক ক্রমে রাজর্ষি কুরুকানগর সমীপে ব্রহ্মদেশে আগমন করিলেন এবং তদধিপ শ্রীরাজগোপালের অভিপ্রায়ানুসারে সাদরে তথায় বাস করিয়া সপ্তষষ্টিবৎসর পৃথিবীতে বহু লীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীবৈকুণ্ঠধামে মহাপ্রয়াণ করিলেন।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-শ্রবণে
অধিকার-নির্ণয়

(শ্রীকালীমোহন ভক্তিবান্ধব বি এল)

এই প্রাকৃত জগতে অসংখ্য শিক্ষকের অসংখ্যপ্রকার শিক্ষা প্রচলিত আছে। যাঁহারা সেই সকল শিক্ষায় শিক্ষিত হন, তাঁহারা মনে করেন যে, শ্রীমন মহাপ্রভুর শিক্ষাও তাদৃশ শিক্ষার অনুরূপ। প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়বিধ শিক্ষার মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। জগতের বিভিন্ন শিক্ষকগণ শিক্ষাদানবিষয়ে যে পন্থা অবলম্বন করেন, তাহা লৌকিক ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে আশ্রিত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুবিষয়ক শিক্ষামাত্র। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত শিক্ষা তাদৃশী কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নহে। তাদৃশ শিক্ষাপ্রণালীর অনুসরণক্রমে প্রভুর শিক্ষাকে গ্রহণ করিতে গেলে প্রভুর শিক্ষার মর্ম্ম উপলব্ধি করা [illegible] নহে।

শ্রীমন মহাপ্রভু জাগতিক কোন নীতি [illegible] নাই, লোকসমাজে প্রচলিত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্বর্গ লাভের জন্য কোন শিক্ষা প্রদান করেন নাই। জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের কল্যাণকারী হইলে ইহাদের সাময়িক মঙ্গলের জন্য কোন শিক্ষা তাঁহার প্রদানের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। তাঁহার সার্ব্বজনীন শিক্ষা কেবল আত্মসম্বন্ধে [illegible] অধোক্ষজ জ্ঞানের জন্য।

অনুচৈতন্য জীব আমরা, ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা —এই চতুর্বিধ দোষ চতুষ্টয়ের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা আমাদের অক্ষজ জ্ঞানে অধোক্ষজ বস্তুকে চেষ্টায় তাঁহাকে আমাদের ভোগের উপাদানমাত্র মনে করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অধোক্ষজ বস্তুটী তাহা নহেন। জীবের জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমস্ত পরিবর্ত্তনশীল অনিত্য বস্তুর গ্রহণোপযোগী। জীব স্বরূপের ধারণাবিস্মৃত অনেকস্থলে উক্ত ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে মানস ও শরীর চেষ্টাসমূহকে আত্মচেষ্টাজ্ঞানে বিরক্ত উপস্থিত করায়। জীবের ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়চেষ্টাসমূহ উপরিউক্ত দোষচতুষ্টয়যুক্ত হওয়ায় আরোহপন্থায় জীব প্রকৃত তত্ত্বে পৌছিতে পারে না।

একমাত্র শ্রৌতপথই জীবের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়, যদ্দ্বারা জীব তাহার স্বরূপ-উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। যতদিন প্রাকৃত স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ জীবস্বরূপকে আবরণ করে, ততদিন বিরূপ ধারণা সত্য গ্রহণে বাধা প্রদান করে। শ্রীমন মহাপ্রভুর শিক্ষা—এই প্রকার অনাত্মবিরোধের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য। গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" অর্থাৎ সেই তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য একমাত্র প্রণিপাত বা শরণাগতি, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির আবশ্যকতা বলিয়া যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, আজ অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীগৌরহরিও নবদ্বীপলীলায় আপনি আচার প্রচার দ্বারা সেই শিক্ষাই প্রচার করিয়া জানাইলেন যে, শ্রৌতপথে শরণাগত হইয়া তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ না করিলে, দেহেন্দ্রিয়াদির বশীভূত স্বরূপভ্রান্ত জীবের [illegible] গ্রহণ করিবার আদৌ যোগ্যতা হয় না।

চেতনময় জীব অমিশ্রিত চিন্ময় ভাবযুক্ত। চেতনের ধর্ম্মে অচিদালোচনা প্রবৃত্তি নাই। যেখানে এই চেতন বস্তুর দ্বারা অচিদালোচনা হইয়া থাকে, সেখানে জীবের স্বরূপভ্রম বুঝিতে হইবে। অতএব সর্ব্বাগ্রে জীবের নিজ স্বরূপের পরিচয় আবশ্যক। জীব নিজ স্বরূপের পরিচয় অবগত হইলে প্রভুর শিক্ষা অনুধাবন করিবার সুযোগ হইতে পারিবে। জীব অধোক্ষজ বস্তুর শক্তিবিশেষ তটস্থাশক্তি। সেই তটস্থাশক্তির প্রভাবে জীবের অনধিকার চর্চ্চায় তাৎকালিক অধিকার আছে বটে, কিন্তু সেই অনধিকার চর্চ্চা পরিহার করিলেই তিনি নিজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার আত্মবৃত্তি ভক্তিতে অবস্থিত হইতে পারেন। ভজনীয় অধোক্ষজ বস্তু নিত্য, এই ভক্তি নিত্যা এবং ভজনকারী জীবও স্ব-স্বরূপে নিত্য। এই অধোক্ষজের সাক্ষাৎ সেবনই জীবস্বরূপের একমাত্র নিত্য ধর্ম্ম। শক্তিতত্ত্ব জীব শক্তিমানের সেবাবিমুখ হইয়াই স্বীয় অধিকারের অপব্যবহার করেন। স্বীয় স্বরূপজ্ঞান উদিত হইলেই তাঁহার আর দুর্গতি থাকে না। প্রভুর শিক্ষা হইতেই জীবের সেই অধোক্ষজ প্রীতিরূপ চরম কল্যাণ লাভ ঘটে।

জীবের স্বভাবে যে চিন্ময় অবস্থিত, তাহা অচিৎ প্রতীতির আশ্রয়ে লুপ্ত হইয়া থাকে। সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনোধর্ম্মের উদয়ে জীবের বাস্তবসত্যগ্রহণের যোগ্যতা নষ্ট হইয়া যায়। [illegible] জীব তখন পরিবর্ত্তনশীল অনিত্য বস্তুকে "সত্য" [illegible] ধারণা করে, কিন্তু তাহার ঐ ধারণা আবার কালক্রমে শিথিল হইয়া যায়। মনোধর্ম্মের উদয়ে জীব শ্রৌতপথ ছাড়িয়া দিয়া ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানোত্থ তর্কপথে চালিত হয়। তর্কপথ সীমাবিশিষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় উহাদ্বারা পূর্ণবৈকুণ্ঠ বস্তুকে আয়ত্ত করা অসম্ভব।

প্রকৃতির অতীত অধোক্ষজ বস্তুর ধারণা শ্রৌত প্রমাণ ব্যতীত অপরাপর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের দ্বারা সম্ভবপর নহে। শ্রবণেন্দ্রিয় অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে শ্রুতবিষয়ের সমর্থন করিতে পারে। শ্রবণেন্দ্রিয় সেবোন্মুখ না হইলে তাহার শ্রবণের বিষয়টী প্রাকৃত, কিন্তু সেবোন্মুখ অবস্থায় সে অধোক্ষজ বিষয়ের অনুগমন করিতে পারে। যে স্থলে শ্রৌতপথের আদর নাই, সে স্থলে জীব নিজ নিজ শ্রেয়ঃপথ বা মঙ্গলের পরিবর্ত্তে প্রেয়ঃ বা অমঙ্গলই বরণ করেন। ঐরূপ প্রেয়ঃপথে তাঁহার ভোগের রাজ্যে প্রবেশ ঘটে। সেখানে বিফলমনোরথ হইলে আবার ত্যাগের পথকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন। আবার ত্যাগের পথেও ভোগের ক্ষুধা নিবৃত্ত না হইলে সে পথও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। স্বরূপবোধের অভাব হইতেই চৈতন্যসেবাবিমুখ জীবের জড়জগৎকে ভোগায়তনমাত্র মনে হয়, কিন্তু মহাজনের "লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥" এই বাক্যের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র শ্রৌতপথের প্রবল অচ্ছেদ্য দুর্গ এবং শ্রৌত প্রমাণের ভিত্তিবিস্তারকারী। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র অমল পুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ একমাত্র ইহাতেই নির্ম্মৎসর সাধুগণের প্রোজ্ঝিতকৈতব ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্রীমদ্ভাগবতের মতে 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥' অর্থাৎ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধানরহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তিই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত, কারণ তদ্দ্বারাই আত্মা সম্যক্‌প্রকারে প্রসন্নতা লাভ করে। জীবের স্বভাবে আত্মপ্রসন্নতা লাভই তাঁহার পক্ষে চরম মঙ্গল। এই শ্রৌতবাণীর আদর না করিয়া যিনি তর্কপথে চালিত হন, তিনি দেহ ও মনোধর্ম্মের বশে, কখনও ভোগের, কখনও ত্যাগের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া নিঃশ্রেয়স হইতে বঞ্চিত হন। যেদিন জীব প্রেয়ঃ বা তর্কপথে ভোগ ও ত্যাগ-রাজ্যের অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, সেই দিন হইতেই তিনি শ্রীচৈতন্যশিক্ষা শ্রবণে অধিকারী হইবেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত্তা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹ দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সংবলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের নাময়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ প্রত্যেক পয়ারের পক্ষে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায় প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অঙ্গপূর্ণ সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মুলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৸৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৸৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক-ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি যুক্ত-ভাগবত্যবিষয়ক উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২২ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৸৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ নিন্দাদ্বিনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তভমণি,—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ময়াত্র-অচিন্ময়ত্ব-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভাসনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীজীব স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃষ্ণ ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৸৹ দেড় টাকা, ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সমস্ত ও গোবিন্দভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। সংস্কৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৶৹ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

... সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ।৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। মূলানুগ পদ্যাকারে পরিক্রমার দৃশ্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶৹ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা ... —কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, ... বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ... ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় শাস্ত্রপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ১৲ টাকা, আবাধা ৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—রূপ—শক্তি—ভগবান—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণাশ্রম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-রত্নগুলি পৃথক পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে মোটা মোটা অক্ষরে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধাই, সোনালি জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪... পৃষ্ঠায় ... ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—মাহাত্ম্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ খণ্ড, শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম পরিক্রমাখণ্ড—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—... শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতক—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত মূল ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৸৹ টাকা মাত্র।

বেদান্তস্যমন্তক / বেদান্তস্ত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থে এই উত্তম গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও স্ত্রীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ।৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের ... ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও উৎসহ শ্রীমন্... আলোকিক ... প্রদত্ত ... ২ খানা একত্রে ... রাজসংস্করণ ১৲ টাকা

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুরই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল স্বামি শাস্ত্র-মহাজনদিগের মন্থনফলে এই গ্রন্থ উদ্ভূত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সহজ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যে অপূর্ব্ব বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটীভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদনুরাগী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। সপ্ত সংস্করণ, ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, অনুতাপ, ভজনলালসা, ভজনে শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ সেবাদি বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপকল্পদ্রুম

শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-রচিত ... শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মসহ। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজসাহী নাটোরের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন ডাইরেক্টর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবমহিমা, দশাবতার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মাহাত্ম্য, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশামৃত, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠশ্রী তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য। অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভুর প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সংক্ষেপে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

দৈনিক—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

মূল্যাদির হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

সাপ্তাহিক সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩২শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার ১৩৩৮, ১৫ই জুন ১৯৩১

মহাত্মা গান্ধীর উক্তি

দক্ষিণ আফ্রিকায় শত শত গৃহ দগ্ধ

দীনেশ গুপ্তের প্রাণদণ্ড

"চীনডুইন" জাহাজে অগ্নিকাণ্ড

শান্তিপুরে শিক্ষা-বিস্তার

নানাস্থানে গ্রীষ্মাধিক্য—

নৈহাটিতে ১ জনের মৃত্যু

হরিকিষেণের ফাঁসির জের

মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেশসেবিকাদের সাক্ষাৎ

ব্রিটিশ সাবমেরিণ জলমগ্ন

নানা কথা

মহাত্মা গান্ধীর উক্তি

"আমার যে কোন বিশেষ প্রদেশের টান অধিক থাকিতে পারে, আমি এরূপ মনে করি না; বাঙ্গলাদেশ পাঞ্জাবের মতই আমার নিকট প্রিয়। আমার যৌবনকালে বাঙ্গলাদেশ হইতে আমি অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলাম, এজন্য আমি বাঙ্গলার নিকট ঋণী" 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে জনৈক বাঙ্গালী পত্রপ্রেরকের সমালোচনার উত্তরে মহাত্মা গান্ধী এ কথা লিখিয়াছেন। উক্ত পত্রপ্রেরক করাচী কংগ্রেসে গৃহীত সর্দ্দার ভগৎসিং প্রভৃতির সম্পর্কিত প্রস্তাবের আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, বাঙ্গলা দেশের যেসব যুবক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে মহাত্মাজী অনুরূপ আগ্রহ এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই।

গান্ধীজী বলিয়াছেন যে, নওজোয়ান ওয়ালাদের চাপে পড়িয়া কিংবা পণ্ডিত জহরলালকে খুসী করিবার জন্য তিনি উহা করিয়াছেন, এরূপ কথা সত্য নহে।

অতঃপর গান্ধীজী বলেন, ভগৎসিংয়ের জীবনী এবং তাঁহার চরিত্র অনুধাবন করিয়া তিনি স্বভাবতঃই ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করেন। উপসংহারে গান্ধীজী বলেন—বাঙ্গলা কিংবা অন্য কোন প্রদেশের যুবকদের উপর আমার প্রভাব আছে কি না আছে আমি জানি না, কিন্তু আমি গৃহচ্যুত হইতে যে নীতিকে মূলমন্ত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা ঘোষণা করিব। ভারতের লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্ট জনগণের স্বাধীনতা একমাত্র সত্য; এবং অহিংসার পথেই লক্ষ্য।

দক্ষিণ আফ্রিকায় শত শত গৃহ দগ্ধ

প্রেটাউন, ... এবং ট্রান্সকান জেলায় উপজাতীয়দের ... ন লড়াই বাধিয়াছে। শত শত কুটীরে আগুন ধরাইয়া দগ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হতাহতের সংখ্যাও খুব অধিক বলিয়া মনে হইতেছে। মৃত সর্দারের সম্পত্তির বিভাগ লইয়াই লড়াইয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ৯ জন ইউরোপীয়ান সম্পত্তির বিতরণ কার্য্য দেখিতেছিলেন, তাঁহারা অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের ৩ জন আহত হইয়াছেন।

অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অবস্থা এখনও গুরুতর বলিয়া প্রকাশ।

নানাস্থানে গ্রীষ্মাধিক্য

নৈহাটিতে ১ জনের মৃত্যু

চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে অসম্ভব গরম পড়িয়াছে। চুঁচুড়ার নানাস্থান হইতে সর্দ্দিগর্ম্মিতে আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। নৈহাটিতে গৌরীপুর জুট মিলের মিঃ রে গত ১২ই জুন গ্রীষ্মাধিক্যে মারা গিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

দীনেশ গুপ্তের প্রাণদণ্ড

গত ৮ই ডিসেম্বর লেপ্টেন্যাণ্ট কর্ণেল সিমসনকে হত্যার অভিযোগে দীনেশচন্দ্র গুপ্ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। প্রিভি-কাউন্সিলে তাহার পক্ষ হইতে আপীলের জন্য আবেদন পেশ করা হইয়াছিল; কিন্তু প্রিভিকাউন্সিল সেই আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন।

হরিকিষেণের ফাঁসির জের

পঞ্জাব লাটের আক্রমণকারী হরি-কিষেণের ফাঁসির প্রতিবাদে ১২ই জুন পেশোয়ারে আংশিক হরতাল প্রতি-পালিত হয়। সহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। হরতালের পিকেটিংপুর ইহার সম্পর্ক ... জন্য ক্যাণ্টনমেণ্ট ... অনুসারে ক্যাণ্টনমেণ্ট অঞ্চলে ১০ জন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহাদের মধ্যে ৭ জনকে পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ৩ জনের বয়স একটু বেশী, তাহাদিগকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হইবে।

এই ত্রিবিধ প্রমাণ। শব্দই একমাত্র অখিল আম্নায়বেদ্য অর্থাৎ শ্রৌতপন্থারই ভগবদুপলব্ধি সম্ভব।

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের মধ্যে 'দাসকূট' ও 'ব্যাসকূট' নামে দুইটি বিভাগ আছে। দাসকূটগণকে অন্য ভাষায় 'ভজনানন্দী' এবং ব্যাসকূটকে অপর ভাষায় 'গোষ্ঠ্যানন্দী' বলে। এই সম্প্রদায়ে শ্রীবাদিরাজস্বামী, শ্রীপদ্মনাভতীর্থ, শ্রীনরহরিতীর্থ ও শ্রীজয়তীর্থ প্রভৃতি বিশেষ বিখ্যাত পণ্ডিতাচার্য্য ছিলেন। ইঁহারা সকলেই মায়াবাদকে বিশেষরূপে খণ্ডন করিয়া বিষ্ণুভক্তির প্রাধান্য জগতে বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য জগতে দ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রচারের জন্য বহুবিধ গ্রন্থ নির্ম্মাণ ও মঠাদি স্থাপন এবং তথায় সেবা-পূজাদি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ৩২ সহস্র নির্দ্ধারিত হয়। শ্রীজয়তীর্থপাদের 'ন্যায়সুধা' মধ্বসম্প্রদায়ের বিশেষ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শ্রীব্যাসতীর্থকৃত 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থ নৈয়ায়িক সমাজের মধ্যে একটি শক্তিশালী ও নিখিল প্রতিপক্ষখণ্ডনকারী। মায়াবাদিসম্প্রদায় এই সুদর্শনচক্রতুল্য ন্যায়ামৃত গ্রন্থরাজের অত্যাশ্চর্য্য প্রভাবে [illegible] নিষ্পিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। উড়ুপীতে পরমার অদ্যাবধি আটটী প্রসিদ্ধ মঠে শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহসমূহ সম্প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমধ্বাম্নায় স্বীকার করিয়াছেন। তজ্জন্য গৌড়ীয়সম্প্রদায় মাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায় নামে সজ্জনসমাজে পরিচিত।

অদৃষ্টের পরিহাস

(শ্রীযুক্তা প্রফুল্লকুমারী দেবী, ভক্তিশাস্ত্রী)

সেবা-সাধনায় আসিয়া হেথায় দেখি একি ভয়ঙ্কর
সেবার সেবা ভুলে গেছি হায় সম্পদসন্ধানপর ;
চেতনের বাণী গিয়াছি ভুলিয়া
লজ্জাকবচ চরণে দলিয়া
জীবন-আহবে চলেছি ধাইয়া যশোমত্ত কস্তুরী'র।
মুক্তপ্রগ্রহ উদ্দাম প্রগতি নাহিক লক্ষ্যের স্থির ॥

বিশ্বের দ্বারে আজিকে নিঃস্ব অমৃতের পুত্রগণ
চিত্তের ধন ত্যজিয়া করেছি মায়ার পদ লেহন ;
মোহের আলসে ভোগের লালসে
মন্ত্রত্যাগের বাক্যবশে
ভস্মীভূত করে দিবে কিগো নিমেষে পূজার আয়োজন ?
অশীতিলক্ষযোনি ভ্রমিয়া পেয়েছি কৃষ্ণসেবার এজনম ॥

মায়ার মোহিনীরূপেতে মুগ্ধ বদ্ধ ভূমিকার জীব
আত্মবিস্মৃত অমৃতের পুত্র বলেছি পরম অশিব ;
মরণ নিগড় পরিয়া গলায়
জীবন আহুতি দিতেছি হেলায়
ভোগের আগুনে ভাবের নিবাসে মানবজনম সার।
অন্ত অভিলাষ কল্পবর্ত্মীশ করিতে গো পুরস্কার ॥

সেবা ও কৃপা

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

লীলাপুরুষোত্তম স্বরাট্ পুরুষ শ্রীহরির [illegible] সেবা [illegible] হইতে আমরা অনেক সময় কপট আক্ষেপ সহকারে বলিয়া থাকি,—"আমরা তো ভগবানের সেবা করিতে চাই, [illegible] কে বিষয়বিবাদ হইতে উদ্ধার করেন [illegible] করিবার সুযোগ দেন কই, আমাদের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা নাই বলিয়াই আমরা উন্নত জীবন লাভ করিতে পারিতেছি না। অন্ধকূপে পতিত থাকিয়া সংসারের সেবা করাই আমাদের বিধিলিপি; অতএব নিরুপায়ে আমরা এই বিষয়েরই সেবা করব ; কেননা সংসারের পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্ত শ্রীহরিই আমাদিগকে এইরূপ বদ্ধভূমিকায় অধিষ্ঠিত করিয়াছেন।" পরম করুণাময় শ্রীহরির অসীম কৃপা বৈচিত্র্যের একান্তিক সংশ্রব সেবোন্মুখ চিত্তবৃত্তি লইয়া চিন্তা করিবার মত সৌভাগ্য হইলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আমাদের ন্যায় বহির্ম্মুখ জীবগুলিকে অনাদিকাল ক্লেশজালপূর্ণ মহামায়ার কারাগৃহে প্রেরণ করিয়া তদীয় অনন্ত ও অপরিসীম করুণারই পরিচয় প্রদান করিতেছেন ; আমরা নিত্যকাল তাঁহার মধুরতম পাদপদ্মস্মৃতি ভুলিয়া ক্লেশ পাই, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। তিনি সতত আমাদিগকে কৃপা বর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু আমরা এতই বহির্ম্মুখ যে, পরম দয়াময়ের অযাচিত করুণাধারাকে অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিয়া দানবীসদৃশা কামনার প্রদত্ত মৃত্যুমাদকতাপূর্ণ বিষাক্ত পানীয়কে সঞ্জীবনী-সুধাভ্রমে আকণ্ঠ পান করিতেছি। যেমন হিতকারী স্নেহময় জনক জননী দুর্দ্দান্ত সন্তানকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিয়া পরিণামে সন্তানের মঙ্গলজনক অবস্থা আনয়ন করিয়া থাকেন, জীবের একমাত্র বন্ধু পরমপিতা শ্রীভগবানও সেই প্রকার আমাদিগের জীবন অমঙ্গলজনক সেবাবিমুখতারূপ ভাবের দুষ্প্রবৃত্তি সমূলে বিনষ্ট করিয়া স্বকীয় নিত্যানন্দময় সুশীতল পদছায়ায় স্নিগ্ধ করিবার জন্য এই শোকতাপের নানাবিধ ক্লেশকর অবস্থার মধ্যে নিপতিত করিতেছেন। আমরা দুর্দ্দৈবক্রমে মায়াকর্ত্তৃক প্রতারিত, তাই কারুণ্যবারিধি পরমেশ্বরের মহান কল্যাণেচ্ছা ধারণা করিতে না পারিয়া তদীয় অহৈতুকী কৃপার মধ্যেও দোষ অনুসন্ধান করি। কৃষ্ণসেবাস্মৃতিনাশক, নিত্যানন্দ ভূমিকায় সজ্জিত আমাদিগকে সেবোন্মুখ করিয়া কল্যাণ-কল্পতরুর অশোকাভয় আশ্রয়ে নিত্যকালের জন্য স্থান পরিপূর্ণ সেবাসম্পদ দানই শ্রীভগবানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভগবৎকৃপারূপ নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় নিষ্কপট সেবাবৃত্তি। অন্তরে বাহিরে তাহার যথার্থ অকপটতা আবশ্যক। নতুবা তাহা শুধু মৌখিক 'শরণাগতি'র কপট অভিনয়ে পর্য্যবসিত হয় মাত্র। যদি কাহারও নিত্যমঙ্গলের পরমোজ্জ্বল কিরণমালিকে বরণ করিবার বাসনা থাকে, তবে সর্ব্বপ্রকার অসতৃষ্ণা ও কাপট্য পরিহার করত নিষ্কপট তীব্র আর্ত্তির সহিত শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সেবাপ্রার্থী হইতে হইবে।

যদি চিত্তবৃত্তি সত্য সত্যই চিন্ময়মিথুন সর্ব্বেশ্বরেশ্বর পরমেশ্বর শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণসেবার জন্য সতত লোলুপ উদ্বেলিত হয়, তবে দেব, নর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, এমন কি, চতুর্দ্দশ ভুবনের কোন জীবই সেই একান্ত সেবাপ্রার্থীর প্রতিকূলাচরণ করিয়া কৃতকাম হইতে পারে না। বদ্ধজীবের উদ্ধারার্থ জগতে উদিত কারুণ্যবিগ্রহ শ্রীজগদাচার্য্যদেব বলিতেছেন,—"যদি কোনও সুবুদ্ধিজীবের প্রকৃতপক্ষে হরিভজন করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি যে কোন বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে থাকিয়া এমন কি পার্থিব জনের দৃষ্টিতে নিতান্ত নিঃসম্বলভাবে পথে দণ্ডায়মান হইয়াও হরিভজন করিবার বাধা দেখিতে পান না।"

হায়, আমরা নিতান্ত শ্রীহরিসেবাবিমুখ বলিয়াই সেবাবৃত্তির একান্ত অভাববশতঃ করুণাসিন্ধু ভগবত্তার মধ্যেও কৃপার অভাব পরিলক্ষিত করিয়া আত্মবিনাশের আবাহন করিতেছি। সর্ব্বজীবসুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্বিমুখ আমাদিগকে ভবমহাকূপ হইতে কৃপারজ্জুদ্বারা উত্তোলন করিবার নিমিত্ত তদীয় প্রিয়তম মহাজন, শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্নপ্রকাশ স্বরূপরূপানুগবর যুগাচার্য্যদেবকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তদীয় অহৈতুকী করুণা আজ মায়াকবলিত বঞ্চিত জীবের জন্য,—অচৈতন্য সুপ্ত বিশ্বে পরিপূর্ণ চৈতন্যপুরুষের প্রতিভার জন্য অনন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অজস্রধারায় কৃপাবারি বর্ষণ করিতেছে। ইতর কোলাহলমত্ত গ্রাম্যসুখকামী আমাদিগকে পরম মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দরূপ দানের প্রয়াসে ভূতলে গোলোকের প্রেমসন্দেশ বিতরণ করিতেছে। আচার্য্যদেবের অমন্দোদয়-দয়া আজ কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পরমোজ্জ্বল কৃপার প্লাবন পুনঃ প্রবাহিত করিয়া দিয়া বৈকুণ্ঠের বিজয় দুন্দুভিধ্বনিতে সকলকে আহ্বান করিতেছেন।

"উচ্ছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সকলই ডুবায় ॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন ॥"

কবিকুলমুকুটমণি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উপরোক্ত চারিটী ছত্রে শ্রীচৈতন্যপ্রবাহিত প্রেমবন্যায় সমগ্র জগৎ নিমজ্জিত হইবার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গৌরাভীষ্টপালনতৎপর জগদাচার্য্যদেবের সুমহান্ করুণামৃত-বন্যায় স্নাত হইয়া, সৌভাগ্যশালী জনগণ শ্রীচৈতন্যপ্রকটলীলার মতই আজ ত্রিগুণাত্মিকা মায়িক জগতের শান্তি অশান্তির বহু ঊর্দ্ধে চিন্ময় সেবারাজ্যের পরমোপাদেয় কৃপাস্নিগ্ধতায় মণ্ডিত হইয়া শ্রীহরির ভজন করিতেছেন। কিন্তু প্রেমবন্যার আহ্বান তো দূরের কথা, কপট কৃপাপ্রার্থী আমাদের উহা স্পর্শ করিবার সৌভাগ্যও হইল না। এযুগেও শুধু আমরাই বঞ্চিত রহিলাম। আমরা কি সত্য সত্যই ভগবৎসেবালাভের জন্য ব্যাকুল? প্রকৃতই কি শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবসেবার জন্য আমাদের প্রাণ আর্ত্তনাদ করিতেছে? আমাদের মনোদর্পণ-তুল্য অন্তরকে নিত্য ধীরতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, সত্য সত্যই তাহাতে অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীভগবানের প্রীতিবাঞ্ছা অথবা তৎপরিবর্ত্তে বিন্দুপরিমাণ ইতর বাসনার অবকাশ আছে কিনা।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন-মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি রত্ন-ভাণ্ডব্যাবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈদান্তিকাচার্য্যগণের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের [illegible]—মহাজন জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্ত্যভেদ-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত ভিক্ষা মাত্র ৮০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি শ্রীমদ্ স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিশ্বের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গোবর্দ্ধন ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৶০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৫০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পারক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৶০ আনা

[illegible]

শ্রীল [illegible] হইতে শ্রীচৈতন্য [illegible] শিক্ষা [illegible] ভক্ত ও মুক্ত জীব [illegible] অচিন্ত্য-ভেদ [illegible] প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, [illegible] ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেম ভক্তি [illegible] অধিকারানুসারে দীক্ষা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, অবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অমূল্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণগুলি বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—[illegible] যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ।।০ আনা

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে [illegible] ও [illegible] সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর [illegible] অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে [illegible] উৎকৃষ্ট (২ খণ্ড) একত্রে [illegible] ।০ আনা, [illegible] বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত-

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ... প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিতে ... পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবল ... ত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত ... সিংহ, ১২৭, বেলিয়াঘাটা ষ্ট্রিট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষার ... মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গৌরীপুর) ... ষ্ট্রিট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ... কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে দলীভূত অবস্থায় ... ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাঁইট ৷৷৵৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস - ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধাতু ও বাতবিকার, ... ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ... শুক্রক্ষয়, বহুমূত্র, মাথাধরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর ... আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"... সাক্ষাৎ ... "

... রোগে ... প্রয়োগ দ্বারা ... পরিপূরণ করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"... মদবিলাসিনী বটিকা"

... স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে ... মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

... কেশবমঞ্জী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, কভার, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড ... পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌,

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ষ্ণ্যপ্রকাশিনী বীর্য্যবতী ... বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ... —সকল অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তপূর্ণ।

ভিক্ষা একত্রে ১৷৹ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ
চৌদি — ———
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
———
এককালীন
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৪৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৶৫

ভারতের সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষা-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৮৯তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ২রা আষাঢ় বুধবার ১৩৩৮, ১৭ই জুন ১৯৩১

স্বরাজ ও অস্পৃশ্যতা

ডাকাতে পুলিশে ভীষণ লড়াই.

তিনজন ডাকাত গ্রেপ্তার

এই সপ্তাহের মধ্যে ...

অর্ডিন্যান্সের কবলে

প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহীদের ছিন্নমুণ্ড

সন্ন্যাসী বেশধারীর কীর্ত্তি

গান্ধীজিকে রৌপ্য মসনদ উপহার

রাজবন্দীদের খাদ্য গ্রহণ

নৌকাডুবীতে দুইজন মহিলার সলিল সমাধি

৫০ জনের সর্দ্দিগর্ম্মী

নানা কথা

স্বরাজ ও অস্পৃশ্যতা

স্বরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় ও ধর্ম্মের অবস্থা কি হইবে তৎসম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখিতেছেন যে, স্বরাজের রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোন ধর্ম্মের উপরই হস্তক্ষেপ করা হইবে না এবং স্বরাজ আইনে অস্পৃশ্যতা স্বীকার করা হইবে না। কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে নিজেকে অস্পৃশ্য করিয়া ... নিজের কূপাদি ব্যবহার করিতে পারেন। আচার বা ধর্ম্মের নামে কাহাকেও কোন প্রাধান্য দেওয়া হইবে না।

ডাকাতে পুলিশে লড়াই
তিনজন ডাকাত গ্রেপ্তার

বিকানীর রাজ্যে ধানবন নামক স্থানে পুলিশ একদল ডাকাতকে পাঁচঘণ্টাকাল ঘেরাও করিয়া রাখার পর তিনজন নামজাদা ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। অবরোধের সময় উভয়পক্ষ হইতেই গুলী বর্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু কেহ হতাহত হয় নাই, পুলিশ সংবাদ পায় যে, কতিপয় ডাকাতির সহিত জড়িত মহা সিং, নিহার সিং এবং সুখা সিং ধানবনের অনুপ সিংএর থামারে লুক্কায়িত আছে। হরনাম সিং নামক এক হেড্ কনেষ্টবল, ৪ জন কনেষ্টবল ও স্থানীয় লোকসহ তাহাদিগকে ঘেরাও করে। ডাকাতরা গুলী করিতে থাকে, পুলিশও পাল্টা গুলি করে। ...গকে আত্মসমর্পণ করিতে বলে, কিন্তু তাহারা তাহাতে কর্ণপাত করে নাই।

প্রাতঃ ৭টা হইতে ... প্রহর পর্য্যন্ত সংঘর্ষ চলিতে থাকে। অতঃপর দস্যুদল একটী সাদা পাগড়ি উড়াইয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত দেয়। তখন তাহাদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া হাত ... চলিয়া আসিতে বলা হয়। তাহারা ... করে। তাহাদের নিকট দুইটী রাইফেল, একটী দোনলা বন্দুক এবং কিছু কার্তুস পাওয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে পুলিশের হেফাজতে রাখা হইয়াছে।

———

প্রতিদ্বন্দ্বী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা

প্রকাশ গত ১২ই জুন বোম্বাইর উপকণ্ঠে এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাক্তার পট্টভি সীতারামায়া বলেন যে, যুবকেরা একটী প্রতিদ্বন্দ্বী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে, কিন্তু গান্ধীজী ইতিমধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেই গবর্ণমেণ্টের নাম কংগ্রেস রিপাব্লিক। এই রিপাব্লিকের সভাপতিকে বড়লাটের সহিত সমান ভাবে কথা বলিবার অধিকার ও যুদ্ধ-ঘোষণার পূর্ব্বে বড়লাটকে চরম পত্র দিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে আমাদিগকে গবর্ণমেণ্টের কঠিন প্রাচীরগুলি, অর্থাৎ সিভিল সার্ভিস, কাউন্সিল, আদালত লোকাল বোর্ড, স্কুল এবং খেতাবধারী দলকে বর্জ্জন করিতে হইবে।

———

অর্ডিন্যান্সের কবলে

রাজসাহী জজের পেস্কারের বাড়ীতে ডাকাতি সম্পর্কে হরিপদ বাক্‌চি, ব্যোমকেশ রায় ও আশুনাথ কর্ম্মকারকে অনেক দিন পূর্ব্বে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। প্রকাশ ১২ই জুন তাহাদের জামীন মঞ্জুর করা হয় কিন্তু কারাগারে তাহাদিগকে সংশোধিত আইন অনুসারে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

হরিপদ বাক্‌চিকে রাজসাহী মেল ডাকাতির মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়া দীর্ঘকাল জেলে আটক রাখিবার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ব্যোমকেশ রায়কে রাজসাহীতে প্রফেসরের বেতন লুট সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে আটক রাখিবার পর উক্ত ঘটনা সম্পর্কে প্রমাণ অভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আশুনাথ কর্ম্মকার বিগত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম-মায়াপুর—২রা আষাঢ় বুধবার—১০৩৮

অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত
সাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক

ধারাবাহিক গবেষণা

(৫)

সারগ্রাহী বৈষ্ণবমহোদয়গণের মধ্যে বস্তুতঃ কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা নাই। তারবাদিদিগের মধ্যে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র, সনক—এই চারি প্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি প্রবল হইয়া কলহ সৃষ্টি করিলেও সারগ্রাহীর মতে উহার সামঞ্জস্য দেখা যায়। তাঁহারা বলেন, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যে চারিটী সম্প্রদায়গত ভেদ দৃষ্ট হইতেছে, উহা মূল বস্তুতত্ত্বগত ভেদ নহে; উহা কেবল বৈষ্ণবতত্ত্বের বিচিত্র ভাবের পরিচয়মাত্র। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর এই চারি সম্প্রদায়ের মতকে ক্রোড়ীভূত করিয়া উহার চরম উন্নতাবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সমস্ত শ্রুতিবচনের সম্মান পূর্ব্বক যেমন সিদ্ধ হয়, তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার নাম—'অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব'। এই সিদ্ধান্তে সর্ব্বমতেরই সামঞ্জস্য আছে।

১৮টী দর্শনের বিচার

(১) চার্ব্বাক দর্শন

নাস্তিকের মধ্যে চার্ব্বাকই শ্রেষ্ঠ। এই দর্শনের মতে মানুষ যতকাল জীবিত থাকিবে, ততদিন কেবল দেহ সুখের উপায় চিন্তা করিবে যথা,—

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥

চার্ব্বাকমতে দেহই আত্মা, দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই, প্রত্যক্ষ মাত্রই প্রমাণ, অনুমানাদি প্রমাণ নহে। কামিনী সম্ভোগ, উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ ও উত্তম বসন পরিধানাদি দ্বারা সমুৎপন্ন সুখই পরম পুরুষার্থ। দেহের সুখান্বেষণ ভিন্ন আর কিছু প্রয়োজন নাই। এই মতে চারিটী ভূত। এই মতাবলম্বিগণ আকাশকে ভূত বলিয়া স্বীকার করেন না।

---

(২) বৌদ্ধদর্শন

এই দর্শন মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। মাধ্যমিকদিগের মতে—কিছুই নাই, সকলই শূন্য। কোন বস্তুই সত্য নহে, কারণ স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট বস্তু জাগ্রতাবস্থায় দেখা যায় না, জাগ্রতাবস্থায় যাহা দেখা যায়, স্বপ্নাবস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না, সুষুপ্তি অবস্থায়ও আর কিছু উপলব্ধি হয় না। সত্য হইলে সকল অবস্থায়ই দৃষ্ট হইত। যোগাচারমতে বাহ্য বস্তু মাত্রই অলীক, কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মাই সত্য। সৌত্রান্তিকেরা বাহ্যবস্তুকে সত্য ও অনুমানসিদ্ধ বলিয়া থাকেন। বৈভাষিকদিগের মতে—বাহ্য বস্তুসকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ। বৌদ্ধদিগের মতে দেবতা—সুগত, জগৎ ক্ষণভঙ্গুর, প্রত্যক্ষ ও অনুমান—এই দুই প্রমাণ এবং দুঃখ, আয়তন, সমুদয় ও মার্গ—এই চারিতত্ত্ব। মার্গতত্ত্বই নির্ব্বাণ। চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্ব্বাহ্ণ ভোজন, সমূহাবস্থান ও রক্তাম্বর—এই কয়েকটী বৌদ্ধযতিধর্ম্মের অঙ্গ।

(৩) আর্হত দর্শন

আর্হতেরা দিগম্বর। ইহারা বৌদ্ধদিগের ক্ষণিকবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। বৌদ্ধ মতে সকল বস্তুই ক্ষণিক অর্থাৎ প্রথমক্ষণে উৎপন্ন ও দ্বিতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হয় এবং আত্মাও ক্ষণিক ও জ্ঞানস্বরূপ, ক্ষণিক জ্ঞানাতিরিক্ত স্থিরতর আত্মা নাই। আর্হতেরা এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। আর্হতমতে—আত্মা চিরস্থায়ী, জীবের পরিমাণ দেহসদৃশ, আর্হতই পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও রাগদ্বেষাদিশূন্য। অহিংসা, অস্তেয়, সুনৃত, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটী মহাব্রত, ইহার সাধনাতে পরমপদ প্রাপ্তি হয়। আর্হতদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। আর্হতদিগের মধ্যে সম্প্রদায়বিশেষের নাম—জৈন। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরভেদে দুইটী সম্প্রদায়ই জৈন বলিয়া খ্যাত।

---

(৪) নকুলীশপাশুপতদর্শন

এই দর্শনাবলম্বীরা পরম কারুণিক মহাদেবকেই পরমেশ্বর এবং জীবগণকে পশু কহেন। জীবের অধিপতি বলিয়া পরমেশ্বরকে পশুপতিও বলা যায়। ইহাদের মতে মুক্তি দুই প্রকার—দুঃখসকলের অত্যন্ত নিবৃত্তি ও পারমৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি। ইহারা বলেন,—পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে কথিত ভগবদ্দাসত্ব প্রাপ্তিকে মুক্তি বলা উক্তি মাত্র। মুক্ত ব্যক্তিকে যদি দাসস্বরূপ অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হইল, তবে তাহাকে কিরূপে মুক্ত বলা যাইতে পারে? এই মতে তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাধন। শাস্ত্রান্তরে তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির সাধন বলিয়া কথিত হইলেও তদ্দ্বারা মুক্তিতত্ত্বজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া এই শাস্ত্রই মুমুক্ষুগণের একমাত্র অবলম্বনীয়। ইহাদের মতে কার্য্যসকল নিত্য এবং পরমেশ্বর স্বতন্ত্র কর্ত্তা।

(৫) শৈবদর্শন

এই দর্শনের মতে, শিব পরমেশ্বর ও জীবগণ পশু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নকুলীশ পাশুপত দর্শনের মতে পরমেশ্বরের কর্ম্মাদি-নিরপেক্ষ কর্ত্তৃত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ইঁহারা তাহা স্বীকার না করিয়া যেব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহাকে তদনুরূপ ফল প্রদান করিতেছেন বলিয়া পরমেশ্বরকে কর্ম্মাদিসাপেক্ষ কর্ত্তা কহে। ইঁহাদের মতে আমাদের ন্যায় পরমেশ্বরের প্রকৃত শরীর নাই, পঞ্চমন্ত্রাত্মক শক্তিই তাঁহার শরীর। আগমাদি দ্বারা আপাততঃ ঈশ্বরের নরনারি-বিশিষ্ট প্রকৃত শরীর আছে বলিয়া বোধ হইলেও উহা বাস্তবিক নহে। এই মতে, তিন প্রকার—পতি, পশু ও পাশ। পতি পদার্থ ভগবান্ শিব, যাহারা শিবত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা পশু, আর শিবত্বপদ-প্রাপ্তিসাধনদীক্ষাদি উপায়সকল পাশ।

(৬) প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন

এই দর্শনের মতে মহেশ্বর—জগদীশ্বর, তিনিই একমাত্র সকল জগতের কারণ। এই মতে মুক্তিস্বরূপ পরাপরসিদ্ধির উপায় একমাত্র প্রত্যভিজ্ঞা। অন্য মতের ন্যায় এই মতে পূজা, ধ্যান, জপ, যাগ ও যোগাদির অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই। প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা সকল সিদ্ধ হইতে পারে, 'স এবেশ্বরোঽহং'—'সেই ঈশ্বরই আমি' এইরূপ পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্মার অভেদজ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা কহে। এই মতে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ নাই। পরমাত্মা স্বতঃপ্রকাশমান। গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞত্বাদিরূপ ঈশ্বরের ধর্ম্ম আমাতেও আছে—এরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে আত্ম প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে, তখন আর কোন প্রয়োজন থাকে না।

---

(৭) রসেশ্বরদর্শন

এই দর্শনাবলম্বীরা প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনাবলম্বীদের ন্যায় মহেশ্বরকে পরমেশ্বররূপে নির্দ্দেশ এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহারা বলেন—মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রথমে দেহের স্থিরতা সম্পাদন করিয়া পরে ক্রমশঃ যোগাভ্যাস করিতে করিতে জ্ঞানোদয় হইলে মুক্তিরসের আবির্ভাব হয়। পারদরসের দ্বারা দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া ক্রমশঃ যোগাভ্যাসে নিরত হইতে পারিলে পরমেশ্বর পরিতুষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রধান মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। এই মুক্তিকে জীবন্মুক্তি কহে। এই পারদরস সামান্য ধাতু নহে। মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন যে, পারদ আমার স্বরূপ, ইহা আমার প্রত্যঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পার প্রদান করে বলিয়া 'পারদ' এই নাম হইয়াছে। এই পারদরস অন্যান্য রস অপেক্ষা উত্তম বলিয়া ইহার নাম রসেশ্বর। ইহাতে রসের গুণ বিশেষরূপে বর্ণিত আছে বলিয়া এই দর্শনের নাম রসেশ্বরদর্শন হইয়াছে।

(৮) ঔলূক্যদর্শন

মহর্ষি কণাদ এই দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার অপর এক নাম উলূক, এইজন্য এই দর্শনকে কাণাদ ও ঔলূক্যদর্শন কহে। এই দর্শনে অন্যান্য দর্শনের অনভিমত বিশেষ নামে একটী পৃথক্ পদার্থ স্বীকার করা হইয়াছে, এইজন্য ইহার নাম—বৈশেষিকদর্শন। ইহা ষড়্দর্শনের মধ্যে একখানি। এই মতে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির নাম মুক্তি। ঐ মুক্তি আত্মসাক্ষাৎকার স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানব্যতীত জন্মে না। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। এই দর্শনের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমানাতিরিক্ত প্রমাণ নাই। যাহাতে চৈতন্য আছে, সে আত্মপদবাচ্য। আত্মা—সকল ইন্দ্রিয় ও শরীরের অধিষ্ঠাতা, আত্মা না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই কোন কার্য্য হইত না।

সেবা ও কৃপা

(২)

শ্রীশ্রীসাধুগুরুবৈষ্ণবের শ্রীমুখবিগলিত উপদেশাবলীর অনুসরণ করিয়া এবং তাঁহাদের অপ্রাকৃত প্রোজ্জ্বল ভাস্বরচ্ছবি-উদ্ভাসিত সেবাজীবনের আদর্শে নিজ ঘৃণিত বিমুখ জীবনগঠনে যতটুকু প্রয়াস পাইব, ঠিক ততটুকু পরিমাণে ভগবৎকৃপা গ্রহণের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া ধন্য হইব। "যাঁহা রাম তাঁহা নাহি কাম। যাঁহা কাম তাঁহা নাহি রাম। রবি রজনী দোনো নাহি রহে একঠাম।" দিবা ও রাত্রির একত্র অবস্থিতি যেপ্রকার অসম্ভব, তদ্রূপ একই আধারে কাম ও প্রেমের সামঞ্জস্যও অসম্ভব ব্যাপার। অসদভিলাষী চিত্ত কখনও অধোক্ষজ বস্তুর কৃপামাধুর্য্যামৃত আস্বাদন করিতে পারে না, সর্ব্বপ্রকার অন্যাভিলাষহীন সেবাব্যাকুল অন্তরাত্মাতেই পরম বাস্তবতত্ত্ব স্ফুরিত হইয়া থাকে। ধন, পুত্র পরিজনাদির মোহে আবদ্ধ অবিশুদ্ধ চিত্তদর্পণে কিরূপে পরতত্ত্বের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য প্রতিফলিত

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিপদ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রারম্ভে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পর্শ্বে সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায় সংযোজিত। প্রত্যেক পরিচ্ছেদ প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পরিপাটীর সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিবৃতি গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যাদিযুক্ত। অধ্যায়সূচী, অঙ্কক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অকারাদিক্রমে বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ নিন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাম-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—জ্ঞান ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, আত্মার নিত্যত্ব, শ্রীমদ্ মাধ্বপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীনিত্যানন্দের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-পাদের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগ-ভজন-পথ, শ্রীমতী রাধা-ঠাকুরাণী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গোবিন্দলীলা ও কৃষ্ণকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রণীত বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সদ্ভক্ত ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম সোপান। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও শ্লোক-বঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংগ্রহ ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানাদি বিবরণ। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি-চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে শ্লোক ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—ভ্রমণ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও অনুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি বিরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানি একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ'পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৴০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিচারগুলি অতি সরস পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

প্রেমসম্পুটকল্পদ্রুম

ভাবকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৴০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৴০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি নাওলাকের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, লালসের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৴০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রভুর বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুপ্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৴০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৴০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রিকাতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহীদের ছিন্নমুণ্ড

হোমরুল পার্টির নেতা মিঃ হুইপু বড়লাটের নিকট তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এই মর্ম্মে এক টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছেন যে, গ্রামে ১৬ জন বিদ্রোহীর ছিন্ন মুণ্ড অতি বিভৎস ভাবে সর্ব্ব সাধারণের দৃষ্টিপথে রাখা হইয়াছে। তিনি এই কার্য্যকে পাশবিক এবং বর্ব্বরোচিত বলিয়া নিন্দা করিতেছেন।

রাজবন্দীদের খাদ্য গ্রহণ

শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী, ডাঃ চারু ব্যানার্জ্জী ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র পুনরায় রাজবন্দীদের সহিত আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে সাক্ষাৎ করিয়া যে সমস্ত রাজবন্দী অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদিগকে এক পক্ষ কালের জন্য খাদ্য গ্রহণে এই সর্ত্তে সম্মত করান যে, তাঁহারা আশা করেন যে, শীঘ্রই তাঁহাদের (রাজবন্দীদের) দাবী পূরন করা হইবে। আরও জানা গিয়াছে যে, প্রাণদণ্ডের আসামী দীনেশ গুপ্তের মাতার অনুরোধে দীনেশ গুপ্তও অনশনব্রত ভঙ্গ করিয়াছে। এতৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র স্যার প্রভাসের নিকট দার্জ্জিলিংয়ে এক তার করিয়াছেন:—নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজবন্দীরা যে খাদ্য নির্ব্বাচনে অধিকারী ছিল, তাহা পুনরায় বহাল রাখিবেন এই আশায় এক পক্ষকালের জন্য অনশনব্রতীরা খাদ্য গ্রহণে সম্মত হইয়াছে।

ফরিদপুরে দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বাভাষ

ফরিদপুর জিলার বিভিন্ন স্থান হইতে সংবাদ আসিতেছে যে, অনাবৃষ্টিতে শস্যের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। প্রায় ১৫ দিন যাবৎ ভীষণ গরম অনুভূত হইতেছে। বৃষ্টি না হইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বাভাষ বলিয়াই মনে হইতেছে।

পটুয়াটোলা খুনের মামলা

পটুয়াটোলা লেনের এ্যাডভোকেট বিমানচন্দ্র বসুর ৭০ বৎসর বয়স্কা মাতাকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যাকরার সম্পর্কে অভিযুক্ত অনিলকুমার হালদার নারায়ণ পাণ্ডে দেবপ্রসাদ দে, ভোলানাথ বসু, প্রমদানন্দ দুবে, গোলাম নবী ও নেসার আমেদ অভিযুক্ত হইয়াছিল। জোড়াবাগান আদালতে এই মামলার শুনানী উঠিলে ম্যাজিষ্ট্রেট সকল আসামীকেই খালাস দেন। উক্ত বৃদ্ধা দুপুর বেলা যখন নিজ গৃহে নিদ্রা যাইতেছিলেন, ঐ সময় কে বা কাহারা তাহাকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করিয়া ৭০০০৲ টাকা লইয়া সরিয়া পড়ে। পুলিশ তদন্ত প্রসঙ্গে বর্ত্তমান আসামীগণকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিয়াছিল।

নৌকাডুবীতে দুইজন মহিলার সলিল সমাধি

গত ১১ই জুন রাত্রিতে ২৫ জন যাত্রী লইয়া একখানি নৌকা রত্নগিরি হইতে বোম্বায়ের দিকে রওনা হইয়াছিল পথে সেওরি বন্দরের নিকট আসিলে তাহা ডুবিয়া যায় ওয়েলো-গেট থানার পুলিশ এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ একখানি লঞ্চ তথায় পাঠাইয়া দেয়। উহা ২৩ জন লোককে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু দুইজন স্ত্রীলোককে পাওয়া যায় না। পরে মৃতদেহ দুইটী সমুদ্রের ঢেউএ তীরে নিক্ষিপ্ত হয়। মৃতদেহগুলিকে মৌলে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে

ভুপালের নবাবের বিবৃতি

চেম্বার অব প্রিন্সেজ-এর চ্যান্সেলার ভুপালের নবাব এক বর্ণনায় প্রকাশ করিয়াছেন:—

"যুক্তরাষ্ট্র সংগঠন সম্পর্কে দেশীয় নৃপতিদের মনোভাব পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করিয়া কয়েকটী বিবৃতি বাহির হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের নীতিকে সাধারণভাবে সমর্থন করিলেও নৃপতিদের প্রতিনিধিরা ভবিষ্যতে [illegible] দের মত পরিবর্ত্তন করার [illegible] রাখিয়াছিলেন এই মনোভাব চেম্বার অব প্রিন্সেজ-এর অনুমোদন লাভ করিলে এই উপলক্ষে রাজন্যদের প্রাথমিক কার্য্য শেষ করিতে তাগিদ দেওয়ার মত জনসাধারণের মনোভাব সৃষ্টি হওয়া উচিত সুতরাং এপর্য্যন্ত কি কাজ করা হইয়াছে, তাহার পর্য্যালোচনা করার নিমিত্ত রাজন্যদের প্রতিনিধিবর্গ এবং চেম্বারের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীকে লইয়া বোম্বাইয়ে সভা হইবে। চ্যান্সেলার বড়লাটের সহিত আলোচনা করার পূর্ব্বে সিমলায় মন্ত্রীগণ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সহবস্থিতায় সিমলায় অপর একটী সভা হইবে। উক্ত সমস্যাসম্বন্ধীয় নিজেদের আলোচনা ব্যতীত এখনও কোন কাজ হয় নাই। রাজন্যবর্গ চেম্বারের কার্য্যনীতির অনুসরণ করিবেন। যে সকল মতামত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ব্যক্তিগত মতামত মাত্র।"

রাজসাহী ডাকাতির জের

রাজসাহী কলেজের ছাত্র এবং স্থানীয় প্রবীন উকীল শ্রীযুক্ত দ্বারিকা নাথ ভট্টাচার্য্যকে ১১ জুন রাত্রে জজের পেস্কারের বাড়ীতে ডাকাতির অভিযোগে ঈশ্বরদিতে গ্রেপ্তার করিয়া রাজবাড়ী আনিয়া আদালতে হাজির করা হইয়াছিল। তাহার জন্য জামিনেই দরখাস্ত করা হইয়াছিল; কিন্তু তাহা না মঞ্জুর হইয়াছে পুলিশ রিপোর্টে বলা হয় যে সে ফেরার ছিল, কিন্তু আসামীপক্ষের উকীল ইহার প্রতিবাদ করায় সাব ইনস্পেক্টার বলেন যে ব্যাপারটা এখন আই, বি'র হাতে; অতএব সব কথা সঠিক বলিবার জন্য সময় আবশ্যক। তদনুসারে ১৯শে জুন পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী আছে। [illegible] কর্ম্মকার হরিপদ বাগচী ও ব্যোমকেশ রায় এই তিন জনের জন্য জামিনের দরখাস্ত করিলে পুলিশ প্রথমে আপত্তি করে, কিন্তু পরে সম্মত হইলে সদর মহকুমা হাকিম ইহাদের জামিন মঞ্জুর করেন। দশজন আসামীর মধ্যে ছয়জন ইতিপূর্ব্বেই জামিনে মুক্ত হইয়াছিল। কেবল একজন আসামী এখনও হাজতে রহিল।

গরমে ৫০ জনেরও অধিক সর্দ্দিগর্ম্মিতে আক্রান্ত

পাটনা হইতে ১৬ই জুন তারিখের সংবাদে প্রকাশ দমকা গরম বাতাসে উত্তাপ প্রায় একরূপই আছে। প্রায় সকল সময় উত্তাপ ১০০ ডিগ্রীর উপর থাকে; সময় সময় ১১৮ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে।

পঞ্চাশ জনেরও অধিক লোকের সর্দ্দি গর্ম্মি হইয়াছে। মৌসুমী বায়ুর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। শীঘ্রই মৌসুমী বায়ু আসিতেছে এই পূর্ব্বাভাসের উপর নির্ভর করিয়া হাইকোর্টে এক সপ্তাহের জন্য সকালে কোর্ট বসাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বাভাসের কথা সত্য না হওয়ায় বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত সকালে কোর্ট বসাইবার আদেশ দিয়াছেন।

দণ্ডিত উকীল হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ

কিছুদিন পূর্ব্বে উকীল মৌলবী ইসমাইলের সভাপতিত্বে কামুই বার এসোসিয়েসনের এক সভায় নিম্নের প্রস্তাবটী গৃহীত হয়:—"যে সকল উকীল গত আইন অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিত হইয়াছেন পাটনা হাইকোর্ট তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লওয়ার আদেশ দিয়াছেন। যেহেতু ইহা সম্মানজনক স্বাধীন আইন ব্যবসায়ের কুন্নকারক এবং বারের সভ্যগণ স্বাধীনতা ও সুযোগ হরণকারী ও গান্ধী-আরউইন সন্ধির পরিপন্থী সেজন্য এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, প্রধান বিচারপতি যেন এই আদেশ পুনর্বিবেচনা করিয়া তাহা প্রত্যাহার করেন।"

বরিশাল জেলে অনশনের অবসান

বরিশাল জেলের অনশনকারী বন্দীরা উপবাস ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

সিরাজগঞ্জে আর্থিক দুর্গতি

সিরাজগঞ্জে আর্থিক দুর্গতি খুবই দেখা গিয়াছে এই অবস্থা দূরীকরণের জন্য কর্তৃপক্ষ খনদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড এই উদ্দেশ্যে মহকুমার নানাস্থানে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া কাজ করিতেছে কাজ বেশ সন্তোষজনক ভাবে চলিতেছে।

সন্ন্যাসীবেশধারীর কীর্ত্তি

গন্ধেশ্বরী নদীর তীরে শ্মশানের নিকট একটি সন্ন্যাসী থাকিত। তাহাকে এবং তাহার শিষ্য চক্রআচার্য্যকে পুলিশ গ্রেপ্তার করায় বাঁকুড়ায় অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকাশ, বসন্তে একটি শিশু মারা গিয়াছিল সেই শিশুর মৃতদেহ খুঁড়িয়া তাহাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া এই সন্ন্যাসীদ্বয় সেই মাংস মদ্যের সহিত ভক্ষণ করিয়াছে এই অভিযোগেই নাকি পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

গান্ধীজিকে রৌপ্য মসনদ উপহার

গত ১১ই জুন গঙ্গাবাঈ বরফীওয়ালা নামে একজন বিধবা মহিলা গান্ধীজিকে দুই সহস্রাধিক টাকা মূল্যের একখানি কারুকার্য্য খচিত রৌপ্যনির্ম্মিত মসনদ এবং রৌপ্যনির্ম্মিত পাদপীঠ উপহার দিয়াছেন।

গান্ধীজি স্বচ্ছন্দে বলেন—আপনি কি নীলামের জন্য এই মসনদ আনিয়াছেন?"

শ্রীধাম মায়াপুরে

“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্” নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দাদ, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম ‘আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা’।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাঁইট ।৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

[illegible] মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] মূল্য ২ তোলা ২৲ টাকা।

[illegible] মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible], ১৭৭নং [illegible] রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, আটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার [illegible]) ৮৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন লাইটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকিট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রি ং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মবরণোন্মোদিনী কৃষ্ণকার্য্যপ্রদায়িনী জীবজগতের মূর্ত্তিমান— বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সত্ত্ব অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তপূর্ণ।

ভিক্ষা একত্রে ১৵০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক [illegible]

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সারব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত সুন্দর অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, ... গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্র ... সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় ... ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও ম... কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরপ্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষাসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অন্বয়প্রণালকাদি যুক্ত-... উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্ত্যতত্ত্ব-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্ববিজয়, শ্রীব্যাসপূজা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমন্ন স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, দ্বিজগণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥৹ দেড় টাকা, ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵৹ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্তবব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵৹ আনা

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, অধিকারাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পদ্ধতি আদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সপ্রমাণ যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রয়োজন-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোর্জু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি-সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানি একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন

এতকাল পর্য্যন্ত নিয়ম ছিল যে, বন্দীদের খাদ্যের জন্য যে খরচার বরাদ্দ আছে, সেই খরচার যতদূর কুলায় বন্দীরা ইচ্ছামত খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিত। বর্ত্তমান ইনস্পেক্টার জেনারেল প্রেসিডেন্সী জেল পরিদর্শন করার পর এই নিয়ম পরিবর্ত্তন করেন। ফলে বন্দীদিগকে প্রাতে খাওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হয়। প্রতিবাদে তাহারা গত সোমবার হইতে অনশন আরম্ভ করে। কতিপয় বন্দী অনশনের ফলে অতীব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা শয্যা হইতে উঠিতে পারিতেছে না। নিম্নলিখিত বন্দীগণের শরীর দ্রুত ক্ষয় হইতেছে :—

(১) মুকুল সেন—মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় দণ্ডিত—ওজন ১০৩ পাউণ্ড—যক্ষ্মারোগী—অতিশয় দুর্ব্বল—অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

(২) সুবোধ দাশগুপ্ত—পাটনা রিভলভারের মামলা—ওজন ১০৯ পাউণ্ড—বেদনায় কাতর উঠিতে পারে না।

(৩) অম্বিকা রায়—কলিকাতা ষড়যন্ত্র ও ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলা—ওজন ১০০ পাউণ্ড—ক্ষয়রোগের পীড়া অতিশয় দুর্ব্বল।

(৪) রসিকলাল দাস—কলিকাতা ষড়যন্ত্রের মামলা—ওজন ১০৫ পাউণ্ড—পাণ্ডুরোগে ভুগিতেছে, লক্ষণ ভাল দেখা যাইতেছে না।

(৫) ডাঃ ভূপাল বসু—কলিকাতা ষড়যন্ত্রের মামলা—ওজন ৯৭ পাউণ্ড—অতিশয় দুর্ব্বল।

কাজীপুরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ

পাবনা জিলার কাজীপুর থানার বহু সহস্র নর-নারী ভীষণ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া অনশনে, অর্দ্ধাশনে কালযাপন করিতেছে। লোকের দুরবস্থা এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে, তাহারা দুগ্ধবতী গাভী এবং চালের সম্পত্তিগুলি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়াও জীবন-ধারণের জন্য জিনিষ সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। কেহ কেহ অন্নের জন্য পুত্রকন্যা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতেছে। সহস্র সহস্র হিন্দু মুসলমান একমুষ্টি অন্নের জন্য আর্ত্তনাদ করিতেছে।

এই দুর্গত লোকদিগকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত কাজীপুরের 'যুব নবী সেবকসঙ্ঘ' একটি সাহায্য সমিতি গঠন করিয়াছেন এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগকে যথাসাধ্য অন্নবস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতেছেন। গত ১১ই তারিখ রাজশাহী বিভাগের কমিশনার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি সেবকসঙ্ঘের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া অর্থসাহায্য করিয়া সঙ্ঘকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

উপর্যুক্ত সঙ্ঘের একদল স্বেচ্ছাসেবক অর্থসংগ্রহের জন্য কলিকাতা আসিয়াছে।

মদের দোকানে বোমা

২ জন নিহত ও ৪ জন আহত

গত ১২ই জুন সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় চাঁদপুর পুরাণ বাজারে একটি দেশী সরাপের দোকানে একটি বোমা ফাটে, তাহার ফলে দুইজন লোক তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ৪ জন গুরুতর জখম হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটিয়া যায় এবং দোকানে পুলিশ পাহারা বসায়। তদন্ত চলিতেছে।

ঝরিয়াতে জনসভা

ঝরিয়া কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে সম্প্রতি তথায় একটি জনসভা হইয়া গিয়াছে। জনসাধারণকে কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া কয়েকজন বক্তা বক্তৃতা করেন।

রাজবাড়ীর কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

একজন পেস্কারকে প্রহার করার অভিযোগে পুলিশ শ্রীযুত [illegible] সেনের খোঁজ করিতেছিল। তিনি পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করেন তাঁহাকে হাজতে আটক রাখা হইয়াছে। এই সম্পর্কে পূর্ব্বে আরও চারিজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়।

শ্রীযুত দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি স্থগিত

গত সোমবার সিমসন হত্যাকাণ্ডের সম্পর্কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত শ্রীযুত দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হইবে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুত গুপ্তের মাতা তাঁহার প্রাণভিক্ষা করিয়া দরখাস্ত করাতে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ফাঁসি স্থগিত রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের নূতন সদস্য

ভারত সচিব, স্যার সতুলচন্দ্র চাটার্জ্জি কে, সি, এস, আই এবং স্যার রেজিনাল্ড ক্রেক্ কে, সি, আই, ইকে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্যপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা যথাক্রমে ১৯৩১ সালের ১০ই এবং ১৪ই জুলাই হইতে কার্য্য করিবেন। স্যার উইলিয়াম ভিনসেন্ট জি, সি, আই, ই, এবং স্যার রবার্ট ক্ল্যান্সি কে, সি, আই, ই, এই পদ গ্রহণ করিতে ছিলেন।

[illegible]কারাগারের ইস্তাহার

সেন্ট্রালজেলখানা সদর জেল হইতে বন্দীদের পলায়ন সম্পর্কে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ইস্তাহার জারী করা হইয়াছে:—

শুক্রবারদিন অপরাহ্নকালে ১২ জন বিচারাধীন বন্দীকে আদালত হইতে লইয়া আসা হয়। তাঁহাদিগের সহিত তিনজন পুলিশ প্রহরী ছিল। তাহাদিগকে হাজতের ভিতর লইয়া গেলে পর এবং কারা-প্রকোষ্ঠের মধ্যে বন্ধ করিবার পূর্ব্বে তন্মধ্যে যে তিন চারজনের হাতকড়ি খুলিয়া ফেলা হইয়াছিল তাহারা কতকগুলি "দা" লইয়া পুলিশের লোকদিগকে আক্রমণ করে। ফলে কয়েকজন পুলিশের লোক আহত হয়। অতঃপর তাহারা পুলিশের হাল্কা বন্দুক হস্তগত করিয়া পলায়ন করে। সেখানেলজেলবিনাশিত পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটা বাড়ীতে লক্ষ্য-হীন ভাবে গুলী ছুঁড়িয়া তাহারা পূর্ব্বদিকে চলিয়া যায়। এরূপ অনুমিত হয় যে, তাহারা লিটাং নদী পার হইয়া সুৎগিন মহকুমার দিকে গিয়াছে। যাহারা পলায়ন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ৩৯ জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক আছে। ঘটনার দিন রাত্রে তিনজন আত্মসমর্পণ করে এবং অবশিষ্ট সকলেই এখনও পলাতক অবস্থায় আছে। তাহাদের নিকট পুলিশের ২০টা হাল্কা বন্দুক ৫টা বন্দুক এবং অনুমান ৮০০ শত টোটা আছে। বন্দীশালার অপর ২৬ জন বন্দী পলায়নের চেষ্টা করেনাই এবং পলায়ন করিতে অসম্মত হওয়ায় পলায়নকারিগণ তাহাদের দুইজনকে গুলী করে। জনৈক দারোগা বন্দীদের দুইজনকে গুলী করেন। ফলে একজন নিহত ও একজন আহত হয়। পুলিশ পলায়নকারী বন্দীদের অনুসরণ করিয়াছে এবং এই ব্যাপারের দায়িত্ব সম্বন্ধে তদন্ত করা হইতেছে। বন্দীদের সহিত বিদ্রোহের কোন সম্পর্ক নাই। পুলিশ লাইন হইতে উক্ত সাব-জেল কতকটা দূরে অবস্থিত এবং পলায়নের সময় ছয়জন পুলিশের লোক মাত্র উপস্থিত ছিল।

জুটমিলের ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অভিযোগ

সেন্টু নামে এক ব্যক্তি ভাগলপুর্টিস মিলের ম্যানেজার মিঃ [illegible] নামে উঁহাকে প্রহার করার অভিযোগে শ্রীরাম পুর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এক মামলা রুজু করিয়াছে। ঐ ব্যক্তি জীবন রূপে প্রস্তুত হইয়াছে। সে এখন হাসপাতালে আছে [illegible] [illegible]

[illegible] উৎসবে [illegible]

দিনাজপুর জিলা মুস্লিম সম্মেলন

গত ৭ই জুন ছ' দি সেক্রেটারীর নেতৃত্বে দিনাজপুর জিলা মুস্লিম সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে প্রায় ৭৮ হাজার মুসলমান যোগ দিয়াছিল। মহিলারাও সভায় যোগ দিয়াছিলেন এবং মৌলবী [illegible] পত্নী [illegible] সভায় বক্তৃতা করিয়া মুসলমানদিগকে একতাবদ্ধ হইতে, মুসলমান রমণীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে এবং পর্দা তুলিয়া দিতে অনুরোধ করেন।

সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন বালুরঘাটের মৌলবী আমিরুদ্দীন আহমদ চৌধুরী। অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং রাত্রি সাড়ে বারটা পর্য্যন্ত চলিতে থাকে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মৌলবী খোরসেদ আলী চৌধুরী বলেন যে, কেহ যেন স্বাতন্ত্র্যবাদীদের ফাঁদে না পড়েন। তিনি বলেন যে, মিশ্র নির্ব্বাচনগুলি সমগ্র দেশের পক্ষে এবং যদি সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার দেওয়া হয় তবে বাঙ্গলার মুসলমানদের পক্ষে বিশেষভাবে কল্যাণকর। তিনি মুসলমানদিগকে কংগ্রেসে যোগ দিয়া কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করিতে বলেন।

সম্মেলনে মিশ্রনির্ব্বাচক মণ্ডলীর প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আর একটি প্রস্তাবে একটি জাতীয় মুস্লিম [illegible] গঠিত হইয়াছে। মৌলানা আবদুল্লাহিল কাফি এইদলের সভাপতি এবং মৌলবী হাসান আলী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ফরিদপুর জেলা ছাত্র সম্মেলন

অভ্যর্থনা সমিতির সভা

ফরিদপুর জিলা ছাত্র সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন উপলক্ষে গত ২৯ই [illegible] অভ্যর্থনা সমিতির এক সভায় অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত [illegible] দাসগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছাত্র সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০ শত ছাত্রকে স্বেচ্ছাসেবক রূপে মনোনীত করা হইয়াছে। উঁহারা অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারী শ্রীযুত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Reg No C.1544

[৬ষ্ঠ বর্ষ] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৪ঠা আষাঢ় শুক্রবার ১৩৩৮, ১৯শে জুন ১৯৩১

নানা কথা

রেল ষ্টেশনে সশস্ত্র ডাকাতি

হাজীপুর হইতে সশস্ত্র ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গত ১৫ই জুন রাত্রি ৯টার সময় হাজীপুরের ষ্টেশন মাষ্টার যখন তাঁহার সহকারী ও রেলের ২ জন কুলীর সহিত ষ্টেশনে উপস্থিত ট্রেণে রেলের টাকা তুলিয়া দিবার জন্য টাকার ব্যাগ লইয়া যাইতেছিলেন, তখন একদল ডাকাত তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। যে কুলী টাকার ব্যাগ লইয়া যাইতেছিল, তাহাকে ভীষণ আঘাত করা হয়। ফলে তাহার কাঁধ হইতে ব্যাগ কয়টা পড়িয়া যায়। একজন ডাকাত সেগুলা তখনই কুড়াইয়া লয়, কিন্তু ডাকাতটা পলায়ন করিবার পূর্ব্বেই ষ্টেশন মাষ্টার তাহাকে ধরিয়া ফেলেন। অতঃপর উভয় পক্ষে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়। এই ডাকাতরা তথায় গুলী চালায় এবং তাহার ফলে ষ্টেশন মাষ্টার ও তাঁহার সহকারী জখম হন। এই সুযোগে সকল ডাকাত পলাইয়া যায়। ষ্টেশন মাষ্টার ও তাঁহার সহকারীকে পাটনার জেনারেল হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ষ্টেশন মাষ্টারের অবস্থা সাংঘাতিক বলিয়া প্রকাশ।

ভূমিকম্পে ৫০ খানা বাড়ী বিধ্বস্ত
আফগানিস্থানে বিপত্তি

[illegible] জিলার [illegible] কতকগুলা বাড়ী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

কাবুলের সংবাদপত্র "অমলা" বলিতেছেন, পাঞ্জশেরের নিকট যে আগ্নেয়গিরি আছে তাহার জন্যই এই ভূমিকম্প।

রেল ষ্টেশনে সশস্ত্র ডাকাতি

ভূমিকম্পে ৫০ খানি বাড়ী বিধ্বস্ত

সর্দ্দারকে জীবন্ত দগ্ধ

পুনায় পণ্ডিত জহরলালের বক্তৃতা

আলোকস্তম্ভ স্পর্শে মৃত্যু

কান্দীতে ভীষণ ঝটিকা—৩ জনের মৃত্যু

অদ্ভুত শিশু প্রসব

গাঁজার দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং

শ্রদ্ধানন্দ হাঙ্গামা

বাঙ্গলার কংগ্রেসী দ্বন্দ্ব, হাজত সমস্যায় সুখদেবরাজ

সর্দ্দারকে জীবন্ত দগ্ধ
আফ্রিকায় ভীষণ কাণ্ড

[illegible] নামক স্থানে আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে যে দাঙ্গা বাধিয়াছে, ১২ই জুন তাহা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু আফ্রিকানগণ সর্দ্দারের কুটীরের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়া ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয় এবং সর্দ্দারকে জীবন্ত অবস্থায় পোড়াইয়া মারে। এতদ্ভিন্ন আরও দুর্ঘটনা হইয়াছে।

আলোক-স্তম্ভ স্পর্শে মৃত্যু

সামেন কাবরু পিরাণা নামে ৩৫ বৎসর বয়স্ক একজন লোক বোম্বাযে ভিক্টোরিয়া ডকে একটা বৈদ্যুতিক আলোকের স্তম্ভ স্পর্শ করিবামাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বৃষ্টির জন্য বিদ্যুতের তারে গোলমাল ঘটায় সমস্ত স্তম্ভটা বিদ্যুৎপূর্ণ হইয়াছিল। মৃত্যু সম্বন্ধে করোনারের তদন্ত হইতেছে।

অদ্ভুত শিশু প্রসব

গত ১৩ই জুন শনিবার বেলা ১১টার সময় শালবনী (মেদিনীপুর) গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কেদার নাথ সাহার স্ত্রী নিয়মিত দশমাসের পর ১টী ছেলে প্রসব করিয়াছে। ছেলেটীর কোমর হইতে মস্তক বা হাত পা মুখ সমস্ত মানুষ আকৃতি, কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত ঠিক হাতির শুড়ের ন্যায় একটি বস্তু, কিন্তু তাহার কোন স্থলে বাহ্য বা প্রস্রাবের দ্বার একেবারে নাই। ছেলেটির মুখে কিঞ্চিৎ দুধ দেওয়া হইলে ভক্ষণ করে নাই। জীবিত আছে, পরে জীবিত থাকিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

ছেলেটীকে দেখিবার জন্য বহু লোক দলে দলে আসিতেছে।

ব্রহ্মদেশের হাঙ্গামা
ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনা
প্রার্থনা

ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক সভার গণদলের প্রধান পরিচালক গবর্ণরের নিকট এক চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, আর্থিক দুরবস্থা এবং [illegible] করই ব্রহ্মদেশে হাঙ্গামার কারণ। এবিষয়ে আলোচনা করার জন্য ব্যবস্থাপক সভার একটি বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

ষষ্ঠবর্ষ, ৯১ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—৫ই আষাঢ় শুক্রবার—১৩৩৮

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১লা আষাঢ় মঙ্গলবার দিবস ও বিপ্রলম্ভী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের বিরহ-বাসরে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ, অদ্ভুত ভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন ও শ্রীযোগপীঠের ভক্তগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গল আরাত্রিক সমাপনান্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গীতি গাহিতে গাহিতে গোদ্রুমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন মন্দ মন্দ বারিবর্ষণ হইতেছে। কয়েকদিন যাবৎ অসহ্য গ্রীষ্মের দুর্বিসহ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া সকলেই বৃষ্টির নিমিত্ত উৎকট আকাঙ্ক্ষা দেখাইলেও তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু আজ একি দয়া! বুঝিলাম, দেবতাগণ অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের বিরহবেদনায় অশ্রুপাত করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে সংকীর্ত্তনবাহিনী অদ্বৈতভবন, শ্রীবাসঅঙ্গন ও শ্রীযোগপীঠ অতিক্রম করিলে বৃষ্টি প্রবল হইল। তখন মনে হইল যে আজ দেবতাগণ বিনোদসেবকগণের আর্ত্তিদর্শনের জন্য পরীক্ষা করিতেছেন। কেহ কেহ একটু উদ্বিগ্ন হইলেও ভক্তগণের প্রবল আবেগ বৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে লইয়া চলিল। সরস্বতী নদী পার হইবামাত্র বিনোদসেবকগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। আকাশ একেবারে মেঘমুক্ত হইয়া গেল। ভক্তগণ দ্বিগুণ উৎসাহে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে স্বানন্দসুখদকুঞ্জের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিরহব্যথায় 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥' এই সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে শ্রীভক্তিবিনোদ সমাধি মন্দির পরিক্রমা এবং গুরুগৌরাঙ্গচরণে বন্দনা করিলেন। অতঃপর ঠাকুর মহাশয়ের সমাধিমন্দিরে অধিষ্ঠিত শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীবিগ্রহ সম্মুখে করযোড়ে অবস্থান করিয়া 'ভক্তিবিনোদদশকম্', 'আত্মোপচার' ও ভক্তিবিনোদ রচিত আরও কএকটী গীতি গান করিলেন। অতঃপর শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সমাপনপূর্ব্বক মহাপ্রসাদ বিতরণ ও সম্মান করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে যোগপীঠ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তথায় পৌঁছিয়া শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীবাস অঙ্গন ও শ্রীঅদ্বৈতভবন পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে মাধ্যাহ্নিক ভোগারতির সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

'ভক্তিবিনোদদশকম্' ইতঃপূর্ব্বেই নদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আত্মোপচার নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

সপ্তদশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবে

"আত্মোপচার"

ধর্ম্মগ্লানি যবে হইল ভারতে
অধর্ম্ম প্রভাব বৃদ্ধি নানামতে
'সত্য' প্রকাশিতে নাশি 'অসমতে'
'শ্রীচৈতন্যশিক্ষা' করিলে প্রচার।

আচার প্রচারে আচার্য্যপ্রবর
অসৎসঙ্গত্যাগে দৃঢ়ব্রতধর
লোকের শিক্ষক, লোকহিতকর
তোমা বিনা কেহ নাহি দেখি আর॥

দেহমনোধর্ম্ম শ্যামধর্ম্ম নয়
জানাইলে তুমি ওহে দয়াময়!
শ্রীহরিতে রতি আত্মবৃত্তি হয়
জানে জীব সব তোমার কৃপায়।

নিরুপাধিক শ্যাম কপটতা নাম
আছে তাহে শুধু ইন্দ্রিয়ের কাম।
যাহার উদ্দেশ্যে হরি-সেবা বাম
প্রচারিলে তুমি বিমুখ ধরায়॥

নামাভিধ্যানাদি স্বরূপ বিচার
নামের মাহাত্ম্য জানাইলা আর
শ্রীনাম সাধন করিলে প্রচার
কলিযুগে সর্ব্ব সাধনের সার।

নাম নামী কভু ভেদ নাহি হয়
নাম নিত্য পূর্ণ, কৃষ্ণরসময়
যে নাম গ্রহণে প্রেম উপজয়
সাধু শাস্ত্র সব কহে বার বার॥

কিন্তু সেই নামে দশ অপরাধ
প্রেমভক্তি-পথে আনি দেয় বাধ
জানাইলে তুমি নাশিয়া বিবাদ
নামতত্ত্ববিৎ ওহে মহাজন।

গৌরধাম তুমি ওহে গৌরজন!
করিলে প্রকাশ বিদিত ভুবন
গৌরসেবা তথা করি' প্রচারণ
গৌরকৃষ্ণকাম করিলে সাধন॥

(প্রভো!) আজ তব পুণ্য তিরোভাব দিনে
বিরাজিত তুমি জানে ভক্তগণে
সেই নিত্যরূপে এই অভাজনে
আত্ম-উপচারে চাহে পূজিবার।

অপরাহ্নে পুনরায় ঠাকুর মহাশয়ের বিরহগীতি কীর্ত্তন করিয়া সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীযোগপীঠে পাঠ কীর্ত্তন বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ বিতরণদ্বারা সুমেধ-ভক্তিদের সম্মান করা হইয়াছে। এইরূপে সকল মঠেই ঠাকুরমহাশয়ের বিরহবাসর যথারীতি সম্পাদিত হইয়াছে।

অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত সৎসাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক
ধারাবাহিক গবেষণা

(৭)

মহাত্মা তোতারামদাস বাবাজী কথিত ১৩টী বিরুদ্ধপ্রবাদের মত

আউলবাদ

এই মতটী মায়াবাদেরই একটী প্রকারবিশেষ। এই মতে আশ্রয়বিগ্রহের বহুত্ব স্বীকৃত হইলেও বিষয়াবলম্বনের বহুত্ব নাই; বিষয়াবলম্বন—এক অদ্বয়বস্তু। কিন্তু আউলমতে বিষয় বা ভোক্তার বহুত্ব দৃষ্ট হয়। স্ত্রীলোক লইয়া ইহাদের সাধন। নিজস্ত্রী, পরস্ত্রী, বারবনিতা প্রভৃতি ভেদ ইহাদের মধ্যে নাই। সকলের সহিতই ইহাদের সম্বন্ধ। এমন কি, এক ব্যক্তির প্রকৃতিকে অপরে ভুলাইয়া লইয়া গেলে তাহারা সন্তুষ্ট হয়। ইহারা মায়াবাদীর ন্যায় নিজদিগকে 'কৃষ্ণ', 'ঈশ্বর' প্রভৃতি বিচার করিয়া থাকে। গোঁফ ও দাড়ি উভয়ই বহন করার প্রথা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। সর্ব্বপ্রকার সাধনের উদ্দেশ্যই এক, বিরোধ কেবল ব্যবহারিক, অতএব সাধকমাত্রেরই উহা ত্যাজ্য।

(২) বাউলবাদ

বাউল সম্প্রদায়ের মতও মায়াবাদেরই অন্তর্গত। আউল সম্প্রদায়ের সহিত উহাদের আচার ব্যবহারে কিঞ্চিৎ ভেদ থাকিলেও আউল, কর্ত্তাভজা, বাউলমত প্রায় সমজাতীয়। ইহারা জড়সম্ভোগবাদী। নিজকে কৃষ্ণ জ্ঞান করিয়া প্রকৃতিকে ভোগ করা ইহাদের কার্য্য। ইহাদের মতে ইহজগতের স্ত্রীপুরুষের মিলনেই রাধাকৃষ্ণের লীলা অনুকৃত হয়। শুক্র-শোণিত-মল-মূত্র প্রভৃতি ত্যক্ত ঘৃণিত বস্তু ভোজন—এই সম্প্রদায়ের চারিচাঁদ সাধনপ্রণালীই সদাচার বলিয়া গণিত। কোথায় কোথায়ও মৃত মনুষ্যের মাংসভোজন প্রথাও ইহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। এই মতটী শঙ্করমত ও তামস তন্ত্রমতের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে।

(৩) কর্ত্তাভজাবাদ

আউলেচাঁদ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এই সম্প্রদায়ে গুরুকেই 'কর্ত্তা' বা 'ঈশ্বর' বলা হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে আউলে চাঁদকেও গৌরাঙ্গের অবতার বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। এই মতবাদটী ভক্তিবিরোধী মায়াবাদের অন্যতম। এই সম্প্রদায়ে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের কথাই অধিকভাবে সর্ব্বদা উচ্চারিত হয়। ইহাদের মধ্যে কোন একটী সম্প্রদায়ে ত্রিবিধ কায়কর্ম্ম, ত্রিবিধ মনঃকর্ম্ম ও চারিপ্রকার বাক্‌কর্ম্ম পরিত্যাগ করাই সাধন। ইহাদের মধ্যে কোন দলে উচ্ছিষ্ট ভোজন ব্যবস্থা আছে, অপর দলে তাহা নিষিদ্ধ। কর্ত্তাভজাদের অনেক জ্ঞান আছে। হরিসত্য, গুরুসত্য প্রভৃতি ইহারা মহাবাক্য জ্ঞান করে। জ্ঞানপ্রাবল্য-হেতু ইহারা বৈষ্ণবসদাচার ও ব্রতের বিরোধী। ইহাদের মধ্যে কোন একটী আধুনিক শাখায় সর্ব্বসমন্বয়বাদ স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের উপদিষ্ট বিষয় অসম্পূর্ণ বলিয়া সমন্বয়বাদেরও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

৪। নেড়ামতবাদ

কিম্বদন্তী এই যে, শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর অনুগত বারশত নেড়া ও তেরশত নেড়ী ছিলেন। শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু বৈষ্ণবধর্ম্ম-দ্বেষী বৌদ্ধদিগকে অভক্তবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তবেশ ধারণ করিয়া ভজনের উপদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে ঐ সকল নেড়ানেড়ী হরিভজন করিবার পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া একটী স্বতন্ত্র অসদাচারি-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে। নেড়ানেড়ীর দলে বৈষ্ণবাচার-বিরুদ্ধ নানা প্রকার অসচ্চেষ্টা, মৎস্যাদি ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ইহারা কোনপ্রকার শাস্ত্র বা মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ভজনপ্রণালী অথবা গোস্বামিগণের কোন কথার ধার ধারে না।

সার্ব্বজনীন মৈত্রী

আজকাল দেশ ও সমাজের হিতৈষীমন্য মনীষিগণ সমগ্র জগতের অধিবাসীদিগকে ভ্রাতৃত্বের মধুর মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য প্রয়াস পাইয়া থাকেন। স্বাধীন (?) প্রতীচ্য-ভূমির অনেক স্থানে এ'নিমিত্ত শান্তি সম্মেলনের 'বৈঠক' বসিয়া থাকে। পৃথিবীস্থ বিভিন্ন দেশবাসী, ভিন্ন ভাষাভাষী ও সম্পূর্ণ বিপরীত রুচিনীতিবিশিষ্ট নানা বিচিত্র ধর্ম্মাবলম্বী মানব জাতির মধ্যে যাহাতে বিদ্বেষভাব দূরীকৃত হইয়া একতার মৃদু মধুর শান্তি সমীরণ প্রবাহিত হয়, তজ্জন্য মনীষিবৃন্দের মধ্যে পরস্পর অনেক আলোচনা ও আন্দোলনের কথা সময় সময় শুনিতে পাওয়া যায়। 'শান্তি সম্মিলনী' গুলিতে অনেকে অনেক কথার অবতারণা করিয়া থাকেন; কেহ বলেন,—"সাম্রাজ্য বিস্তারবাদীগণ যদি যুদ্ধস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া নিজাধিকৃত রাজ্যে সন্তুষ্ট থাকেন, তবে জগতে শান্তি-বন্ধন দৃঢ় হইতে পারে।" আবার কোন কোন কূটবুদ্ধি রাজনীতি বিশারদ কহেন,—"ভূতপূর্ব মহাসমরের ন্যায় কালানলশিখার উচ্ছেদ সাধন কারণ পৃথিবীতে ব্যাপক অনুভূতিবিশিষ্ট সৌভ্রাতৃবন্ধন স্থাপন করিতে হইলে প্রত্যেক সাম্রাজ্য হইতেই কামান, গোলা, বারুদ, 'সাবমেরিণ', 'জেপলিন', বৃহৎরণপোত ইত্যাদি সমর-সরঞ্জাম গুলির নিষ্কাশন বা সংখ্যাল্পতা সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক; তবেই জগতে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হইতে পারে।" কোন কোন আকাঙ্ক্ষিত দূরদর্শী প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিত আবার ঐসকল মতবাদের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে,—"সকল দেশবাসীর মধ্যে প্রাণের যোগ স্থাপিত না হইলে শুধু যুদ্ধোপকরণ নাশে বা সংখ্যাল্পতা সাধনে কোনও সুফল উদিত হইবে না। বর্ণ বৈষম্য, ধনী দরিদ্রের মধ্যগত ধনিক শ্রমিক সংগ্রাম, আনুবংশিক আভিজাত্য বৈষম্য এবং [illegible] মতবাদাদি পৃথিবী মাতার বক্ষ হইতে নিঃশেষে অপসারিত করিতে না পারিলে মঙ্গলোদয়ের আশা নাই। অতএব জগদ্বাসী সমগ্র মানব জাতির মধ্যে এক জাতীয়ত্বের [illegible] উদ্ভাবন করিতে হইবে। হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, মহম্মদীয়ান ইত্যাদি বহু জাতির বিভিন্ন সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া সাম্য-পতাকানিম্নে সমবেত একমাত্র জাতির সেবা 'মানব জাতি'র মিলনগাথা উচ্চনাদে অভিনন্দিত হউক। [illegible] মতবাদ নিরাকৃত হইয়া সম্মিলিত মহামানবের আরাধ্য এক হউক বিরাট স্বদেশিকতা, বসুমতী মাতার উত্থানপথে স্বদেশ সেবার বেদীমূলে মৈত্রী ও শান্তির উপাসনা করুক। তবেই সমগ্র বিদ্বেষবহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া শান্তির সুশীতল নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইবে।" আবার দুই চারিটা 'যৌন সম্বন্ধ নীতিবাদী' অনেক যুক্তির দ্বারা তাহাদের স্বমতের পোষকতা প্রচার করিয়া এইরূপ বলিতেছেন যে,—"অসবর্ণ বিবাহ প্রণালীকে আদর্শ করিয়া বিশ্বমানবের মধ্যে অবাধ বিবাহনীতি প্রবর্ত্তিত হইলেই প্রকৃত শান্তিপূর্ণ মিলন সংঘটিত এবং অসহযোগের দ্বারা অপ্রীতির সম্ভাবনা উৎসাদিত হইতে পারে।

প্রাকৃত ধারণাপর অক্ষজ মনীষা সম্পন্ন হিতসাধকগণ যতই বিচারপরায়ণ হউন না কেন, তাহারা মনোধর্ম্মী, এবং তাহাদের বিপ্রলিপ্সা করণাপাটবাদি দোষচতুষ্টয়যুক্ত অস্থির সিদ্ধান্ত প্রকৃত পন্থা নির্দ্ধারণে সম্পূর্ণ অক্ষম। মানব জাতির শুভকামী ঐ সকল ব্যক্তিগণ [illegible] অভিমানে স্ফীত হইয়া নিজেরাই কর্ত্তা সাজিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের প্রচারিত ঐ সমুদয় ভাল কথার কোনও প্রকৃত মূল্য নাই। তাহারা যে মৈত্রীযুক্ত ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপনের জন্য যত্ন করিতেছেন, কৃত্রিম উপায়াবলম্বনে তাহা কোনও প্রকারেই সাফল্যমণ্ডিত হইবে না। বিশ্বমানবের পরস্পর বিরুদ্ধ প্রকৃতিবিশিষ্ট জীবন-ধারা শান্তি ও মৈত্রীরূপ মহাসাগরাভিমুখী করিতে হইলে, বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব ও বিভিন্ন [illegible] ঘাত প্রতিঘাত সম্পূর্ণরূপে নিরাশ করিতে হইলে, ভগবৎসেবার সুদৃঢ় পাষাণভিত্তির উপর অনন্যৈকান্তিক সৌধ নির্ম্মিত হওয়া দরকার। নতুবা তাস-গঠিত সুউচ্চ প্রাসাদের ন্যায় উহা কালস্রোতের একটী দুর্ব্বাত্যায় নিমেষে ভূমিসাৎ হওয়ার প্রবল আশঙ্কা। সাক্ষাৎ নন্দনন্দনাভিন্ন প্রেমাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সার্ব্বজনীন সনাতন আত্মধর্ম্মের আনুগত্য ব্যতীত কেহই আধ্যক্ষিক জ্ঞানের দ্বারা স্থূলভাবে মায়া মৈত্রী স্বাধীনতা বা শান্তিপূর্ণ জাতীয় শৃঙ্খলা সংস্থাপন করিতে পারিবেন না। অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ অধোক্ষজের সেবা ভূমিতে সেবোন্মুখ চিত্তবৃত্তি যখন শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের দিব্য কেতনের নিম্নে একমাত্র পরমসেব্য শ্রীভগবানের সেবাসমৃদ্ধি কল্পে সম্মিলিত হইবে, তখনই বিশ্বমানবের মধ্যে প্রকৃত মৈত্রীর শুভ উষা সমাগত হইবে, নতুবা সে আশা আকাশকুসুমের ন্যায় সুদূরপরাহত।

মানবের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের পরাকাষ্ঠা, বিভিন্ন মুখিনী চিন্তাধারা, প্রত্যক্ প্রবৃত্তির সেবা কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করিতে না পারিলে, পরমার্থের মূল প্রশ্নসমূহ স্বার্থগতি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনে নিযুক্ত করিতে অপারগ হইলে বিবাদ-ধর্ম্মী মানব সমাজ কখনই পর-শান্তিধনে, ধনী হইতে পারিবেন না। শ্রীভগবৎসেবা বিমুখ ব্যষ্টি যখন নিত্য প্রগতির উদ্বোধন মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া চেতনময় সত্ত্বায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, সকলেই যখন স্বরাট্ পুরুষ শ্রীগোপিকাপ্রণয়ী শ্যামসুন্দরের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তোষণকামে অন্তর্মুখী ভাব লইয়া 'সমষ্টি'বদ্ধ হইবে, তখনই পৃথিবীস্থ অক্ষজ জ্ঞান প্রসূত সমুদয় দ্বন্দ্ববীজ ধ্বংস হইবে, পূর্ব্বে নহে। প্রতি হৃদয়ে যখন রাধামাধবের সেবাসাধনার সুমধুর ঐক্যতান বাদ্য বাজিয়া উঠিবে, তখন ব্রাহ্মণ্যকুলগর্ব্বিত ও অন্ত্যজ পারিয়ার মধ্যবর্ত্তী আবহমানকাল পুষ্ট বিদ্বেষবহ্নি আপনিই নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে, সেইজন্য আর সভাগৃহে প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে না।

প্রতি হৃদয়ের সহিত যেদিন প্রেমময় শ্রীভগবৎসেবার অমলস্পর্শের মধ্য দিয়া 'সেবকত্বসূত্র' যোগসূত্রে গ্রথিত হইবে, সেদিন ধনিক শ্রমিকের ভেদ যজ্ঞসূত্রসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণব্রুবের সহিত শূদ্রাভিমানীর মনান্তর আফ্রিকান্ ও ইণ্ডিয়ানের সহিত শ্বেতাঙ্গের চিরন্তন বিরোধ ইত্যাদি সহজেই সুমীমাংসিত হইয়া যাইবে। সমুদয় জীবের যদি সেবাধর্ম্মে অর্থাৎ প্রকৃত চৈতন্যধর্ম্মে শুভমতি উদিত হয়, তবে ভূলোকে গোলোকের পরমশান্তি সম্পদ অবতরণ করিবে। তখন কে কাহার বিদ্বেষাচরণ করিবে? কে কাহাকে তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিবে? সকলেই শ্রীভগবানের সেবক সূত্রে পরমোপাস্য জগৎপতির সেবাসম্ভার আহরণে যত্নবান্ হইলে পরস্পরের ভিতর মৎসরতার কালানল প্রজ্বলিত হইবার আশঙ্কা চিরতরে তিরোহিত হয়।

সেই শুভালোক বিভাসিত মঙ্গল প্রভাতে বৈশ্য, শূদ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অন্ত্যজ, আফ্রিকান, ইণ্ডিয়ান, চীন, কোল, ভীল, সাঁওতাল, ফরাসিস্, সেমেটিক, রোমাণ, এরিয়ান ইত্যাদি সকলে একত্রিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে প্রেম ও শাশ্বত শান্তির সোনার দেবতা শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্য লীলার মঙ্গলারাত্রিক গীতি গান করিবে। তখন বিভিন্ন অভিমানবাচক ক্ষুদ্র সংজ্ঞা অন্তর্হিত হইয়া প্রত্যেকের হৃদয় ভূমিতে "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাস" এই সনাতন বাণী—পরমোল্লাস ভরে নৃত্য করিতে থাকিবে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মানবকে যে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে বলিয়াছেন, তাহা জাগতিক প্রাকৃত কামনা প্রসূত, মনোধর্ম্মীর উগ্র মস্তিষ্কজাত খণ্ড উপায় বিশেষ নহে। তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত শ্রীশিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই মানবের চরম লাভপূর্ণ যথার্থ শান্তির পরম বার্ত্তা নিহিত আছে। একমাত্র শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই বিশ্বমানবের অখিল কল্যাণকুসুম প্রস্ফুটিত হইতে পারে। প্রাকৃত জগতে স্বার্থসংঘর্ষ থাকিবেই থাকিবে, কিন্তু স্বার্থগতি শ্রীহরির প্রীতিসম্পাদন ক্ষেত্রে সর্ব্ব প্রাণীর উদ্দেশ্য এক হওয়াতে সেথা সংঘর্ষ বহ্নির অবকাশ নাই। মাধুর্য্য রাজ্য চিন্ময় শ্রীবৃন্দাবনে গুরুরূপা ললিতাদি সখীর শ্রীচরণানুগত্যে অগণিত কৃষ্ণসেবিকা একনিষ্ঠ হইয়া কেহ ব্রজযুবদ্বন্দ্বের জন্য মনোহর সুগন্ধি কুসুমমালা গ্রথিত করিতেছেন, কেহ পুষ্পচয়ন, কেহ কর্পূর চন্দন ঘর্ষণ, কেহ রাধামাধবের কর্ণোৎসব বিধানোদ্দেশ্যে বীণা বাদন, কেহ কেহ গৃহ মণ্ডন, কেহ বা শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের ভোগসামগ্রী প্রস্তুত করণ—এইরূপে, যোগ্যতানুযায়ী যে যাহার নির্দ্দিষ্ট নিত্য সেবায় নিত্যকাল যাবৎ প্রেমার্ত্তিনিবিষ্ট রহিয়াছেন। তথায় দেবীধামের মত দ্বেষ মনোমালিন্য ও অপ্রীতিধর্ম্মের অবস্থান ভূমিকা নাই।

অণুচেতন জীব স্বস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া নিত্যকাল হেয় স্বার্থ ধর্ম্মে সংযুক্ত থাকে, ইহা পরম দয়ানিধি শ্রীহরির ইচ্ছা নহে; যখন ধর্ম্ম তিরোহিত হইয়া অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, তখনই তিনি নিজে উদ্ধারকরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হন বা কোনও প্রিয়তম জনকে জগজ্জীবের উদ্ধারার্থে প্রেরণ করিয়া থাকেন।

শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্ম-সেবামধু বঞ্চিত দুর্ভাগ্য জীবকুলকে তাহার স্বরূপগত সেবাধর্ম্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও প্রকৃত শান্তি ও মৈত্রীর স্নিগ্ধ পরশে সঞ্জীবিত করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাজন যুগাচার্য্যরূপে ধরাধামে শুভাগমন করিয়াছেন। নিত্য স্বদেশের অপ্রাকৃত ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হইয়া অচ্যুতদেবের সেবাধর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য আজ সুকৃতি সুধীগণ প্রবল আগ্রহে তদীয় পদান্তিকে ছুটিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা জগদ্গুরুদেবের কৃপাপ্রসাদে যথার্থ সার্ব্বজনীন মিত্রতার অক্ষয় আনন্দের অধিকারী হইতেছেন।

হে মৈত্রীকামী ভ্রাতাভগিনীগণ, যদি প্রেমপীযূষের স্বর্গঙ্গাধারায় অভিষিক্ত হইতে চাহেন তবে অভিন্ন নিতাই চাঁদ আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণ করত ভগবদ্ভক্তিধর্ম্মে আত্মনিবেদন করুন; আপনারা সুধী হইয়া কেন অসত্যের আরাধনা করিবেন?

হে মাধব, সকলের বিচার হোক্
চৈতন্যচন্দ্রচরণে [illegible]

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্ত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৩০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যান্বিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমদ্ রামানুজপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৷০ আনা।

শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমায় দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, অধিকারির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল-গোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থ উদ্ভিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের শাস্ত্রীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছেন। এই বিষয়গুলির [illegible] ও সরল পয়ারে [illegible] আদ্যন্ত পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ [illegible]। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতা

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক [illegible] একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

তত্ত্বপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্বজ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

পুনায় পণ্ডিত জওহরলালের বক্তৃতা

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, গত ১৪ই জুন বোম্বাই হইতে পুনা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বৈকালে শিবাজী মন্দিরে একটী বিরাট্ সভায় পণ্ডিতজী বক্তৃতা দান করেন। সভায় সহস্রাধিক নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী বলেন, যদিও আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারি নাই, অর্থাৎ স্বরাজ অর্জ্জন করিতে পারি নাই, তথাপি আমরা জগতকে আমাদের শক্তি দেখাইয়া দিয়াছি। আবার আমাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে কিনা, তাহার অবশ্য কোন স্থিরতা নাই, তবে আমাদিগকে সর্ব্বদাই সুশিক্ষিত সেনা বাহিনীর ন্যায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

গোল টেবিল বৈঠকের কথা উল্লেখ করিয়া বক্তা বলেন, গোল টেবিল বৈঠকে অনেক লোককেই পাঠান হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের কাহাকেও ভারতবাসীগণ ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেন নাই। এক্ষণে ভারতবাসীগণ সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিত্বের জন্য মহাত্মা গান্ধীকে বিলাত পাঠাইতেছেন। কংগ্রেসের পশ্চাতে মানবের শক্তি ও মহাত্মা গান্ধীর উপরই কংগ্রেসের সাফল্য নির্ভর করে। বিগত যুদ্ধে মুসলমানদের যোগদানের কথা উল্লেখ করিয়া পণ্ডিতজী বলেন, গত যুদ্ধে প্রায় ৭০,০০০ জন লোক কারাবরণ করিয়াছিল, তন্মধ্যে ১৪,০০০ জনই ছিল মুসলমান। সীমান্তের লোকদের উপর দিয়াই বিগত মহাযুদ্ধের ঝাপটা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলবেগে বহিয়া গিয়াছে; কেননা, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় ঐ প্রদেশেরই প্রাণহানি বেশী হইয়াছে এবং ঐ প্রদেশের লোকদেরই বেশী কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে।

পণ্ডিতজী বর্জ্জন আন্দোলনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, যে সমস্ত ব্যবসায়ী নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আর কখনই বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন। পণ্ডিতজী সকলকে মদ্য পান হইতে বিরত থাকিতে বলেন।

অপর একটি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী সকলকে বিভেদ ও অনৈক্য বিসর্জ্জন দিয়া সম্মিলিত ভাবে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, ত্যাগ ব্যতীত কখনই স্বরাজ অর্জ্জিত হইবে না।

শ্রীযুক্তা কমলা নেহেরুও কয়েক মিনিট সভায় বক্তৃতা দান করেন। তিনি পুনার স্ত্রীলোকগণকে চরকা ও খদ্দর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। সভাশেষে পণ্ডিতজী বোম্বাইয়ে ফিরিয়া যান।

উরগাঁওয়ে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

গত ১০ই জুন তারিখে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পর পুলিশ যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহার ফলে অবস্থার খুব উন্নতি হইয়াছে। গত ১৩ই পর্য্যন্ত আর কোন গোলমাল হয় নাই। ১৪ই জুন রবার্টসনপেট বাজার খোলা হইয়াছে এবং লোক যথারীতি ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে। পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল বাঙ্গালোরে ফিরিয়া গিয়াছেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উরগাঁও অবস্থান করিতেছেন।

প্রকাশ যে, খনিতে আগুন লাগার দরুণ অনেক লোক বেকার হইয়া পড়াতে এই গোলমাল উপস্থিত হয়। জানা গিয়াছে যে গোলমাল থামাইবার জন্য ১৫ জন পুলিশ ২১ বার গুলী ছুড়িয়াছিল।

পুলিশ বিভাগ হইতে হাঙ্গামার তদন্ত করা হইতেছে এবং গত ৩ দিনে অনেকের জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে। ২।১ দিনের মধ্যেই তদন্তের ফলাফল প্রকাশিত হইবে।

কাম্বীতে ভীষণ ঝটীকা ও ৩ জনের মৃত্যু

বুধবার দিন কাম্বীর উপর দিয়া যে ভীষণ ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে সেরূপ আর গত দশ বৎসরের মধ্যে এই অঞ্চলে দেখা যায় নাই। এই ঝটিকার ফলে ধন-প্রাণের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। প্রকাশ, বহু বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে এবং বিশেষ করিয়া বহু বাড়ীর করোগেট টীনের ছাদ উড়িয়া গিয়াছে। মোহনবাগানে একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ গৃহস্থদের ঘরের উপর পড়িয়া যায় এবং ফলে তৎক্ষণাৎ একটি শিশুর মৃত্যু হয়। আরও ৮ জন বিশেষভাবে আহত হইয়া স্থানীয় হাসপাতালে স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে দুই জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং অপর ছয় জনের অবস্থাও খারাপ।

রাজ স্কুলের মুসলমান ছাত্রাবাসের করোগেট টীনের ছাদটি কয়েক শত গজ দূরে উড়িয়া যায়।

মফঃস্বল হইতেও আতঙ্কজনক সংবাদ আসিতেছে।

কংগ্রেস কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার

লক্ষ্ণৌয়ের [illegible] গ্রামে একজন কংগ্রেস কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করার জন্য বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকাশ যে, উক্ত স্বেচ্ছাসেবক মদের দোকানের সম্মুখে পিকেটিং করিতে ছিল। পুলিশ কোনও অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া স্থানীয় পুলিশ থানায় লইয়া যাইতেছিল পথে প্রায় ২০০ শত স্বেচ্ছাসেবক উক্ত পুলিশদিগকে ঘেরাও করিয়া ধৃত কংগ্রেস কর্ম্মীকে উহাদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যায়। লক্ষ্ণৌ হইতে এক দল পুলিশ উক্ত গ্রামে প্রেরিত হইয়াছে, গত ১০ই জুন দণ্ডবিধি আইনে ২২৫ ধারা অনুসারে ৮ জন ধৃত হইয়াছে।

রাজসাহীতে দুর্ভীক্ষ

প্রকাশ, দারুণ অর্থসঙ্কটের ফলে রাজসাহী জিলায় আত্রাইর নিকটবর্ত্তী বৃকুৎশা ও অন্যান্য গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের কষ্ট নিবারণ কল্পে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি রিলিফের কাজ ও অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

সাঁওতালদের সভা

শান্তিনিকেতনে আম্রকুঞ্জে রায়সাহেব জগদানন্দ রায়ের সভানেতৃত্বে বীরভূম জেলার সদর মহকুমার অনুমান দুই শত সাওতাল মোড়লের এক সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে সাওতালদের অবস্থার উন্নতি বিধায়ক কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। বীরভূমের সদর মহকুমার সাওতালদের নানাবিধ অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার নিমিত্ত একটি কার্য্যকরী সভা গঠনের প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। সাওতালদের সর্ব্বদা স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করা উচিত সম্মেলনে এই মর্ম্মেরও একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বাঙলার কংগ্রেসী দ্বন্দ্ব

রাজসাহী জেলার নাটোর মহকুমা কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশনে দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস কমিটির উদ্ভব হইয়াছে। সভায় দুইপক্ষ হইতে দুই দফা নাম প্রস্তাব করা হয়। সুভাষ বাবুর দল কেদারনাথ মজুমদারকে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত করে, অপরদলে প্রায় ৫০জন সভাত্যাগ করিয়া অন্য একটা কংগ্রেস কমিটি গঠন করেন এবং শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন করেন।

হাজত সমস্যায় সুখদেবরাজ

সুখদেবরাজকে অপর আসামীগণের নিকট হইতে আলাদা করিয়া রাখায় লাহোর সরকারের কার্য্যে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত হওয়ায় কার্য্য স্থগিত হইয়া যায়। সুখদেবরাজের মামলা আরম্ভের প্রাক্কালে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল আদেশ দিয়াছিলেন, সুখদেবরাজকে অন্যান্য আসামীদের সহিত একসঙ্গে রাখা হইবে। কিন্তু স্থানীয় সরকার ঐ আদেশ তাচ্ছিল্য করিয়া সুখদেবরাজকে আলাদা স্থানে আটক করিয়া ১৬ই জুন সুখদেবরাজের পক্ষ হইতে একখানি দরখাস্ত করা হইয়াছিল।

আসামীপক্ষের ব্যারিষ্টার বলেন, জেলের কোন আইন অমান্য করিয়াছেন বলিয়া সুখদেব রাজকে পৃথক করিয়া রাখা হয় নাই। তাঁহাকে জেলের অন্যান্য বন্দীদের নিকট হইতে দূরে একটি ক্ষুদ্র অপরাধী বন্দী কুঠরীতে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। এইরূপে পৃথক স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখার দরুণ আসামীর জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়িয়াছে। অধিক দিন এইরূপ অবস্থায় রাখা হইলে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়া ট্রাইব্যুনাল বলেন আসামীর প্রার্থনা যুক্তিপূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা তাঁহাদের নাই।

আসামীপক্ষের ব্যারিষ্টার অতঃপর ট্রাইব্যুনালকে অনুরোধ করেন, আদালতে হাজির করিবার জন্য জেল কর্ত্তৃপক্ষকে আদেশ দিবার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করিবার সময় পর্য্যন্ত ট্রাইব্যুনেলের কার্য্য স্থগিত রাখা হউক।

আগামী ২২শে জুন পর্য্যন্ত ট্রাইব্যুনেলের কার্য্য স্থগিত রাখা হইয়াছে।

কলিকাতায় মৃত্যু সংখ্যা

১৯৩১ সালের ৬ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তন্মধ্যে কলিকাতায় মৃত্যুর সংখ্যা এইরূপ :—

এই সপ্তাহের মধ্যে মোটের উপর ৭১৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব দুই সপ্তাহে এই সংখ্যা ছিল ৫৭২ এবং ৪৮১। গত বৎসরের এই সময়ের মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষা এইবারের সংখ্যা ১৮২ অধিক হইয়াছে।

সহরে এই সপ্তাহের মধ্যে ৫২৮ জনের মৃত্যু হয়। তন্মধ্যে কলেরায় ৪৪ জনের, বসন্ত রোগে ১১ জনের, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ১১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। জ্বর এবং উদর সংক্রান্ত রোগে যথাক্রমে ৫২ এবং [illegible] জনের মৃত্যু হয়।

বাহির হইতে ৩৫টী মৃতদেহ আনিয়াছিল।

ফুস ফুস সংক্রান্ত রোগে ১৬৯ জনের মৃত্যু হয়।

টেলি- [illegible]

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৬ই আষাঢ় শনিবার ১৩৩৮, ২০শে জুন ১৯৩১

পুলিসের সহিত সংঘর্ষ

জয়পুরে পিকেটীং ও বিদেশীবর্জ্জন

প্রতারণার অদ্ভুত ফন্দী

গান্ধী-আরউইন সন্ধির শেষ মামলা

কৃষকদের দুর্দ্দশা

কাশীতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের জাতীয় পতাকা উত্তোলন

দারোগার কর্ম্মচ্যুতি

দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সীমান্ত নেতার বক্তৃতা

ধর্ম্মত্যাগীকে স্বধর্ম্মে স্থাপন

গাঁজার দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটীং

নানা কথা

পুলিশ ও গ্রামবাসীতে সংঘর্ষ

নারায়ণগঞ্জ মহকুমার মনোহরদী থানার এলাকাধীন চর বাগদার গ্রামে একদল পুলিশের সহিত গ্রামবাসীদের সংঘর্ষ ঘটে, তাহার ফলে একজন গ্রামবাসী নিহত হইয়াছে, এবং দুইজন কনেষ্টবল গুরুতররূপে জখম হইয়াছে। প্রকাশ, একজন দারোগা একদল কনেষ্টবল এবং চৌকীদারসহ দুইজন দশ ধারার আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ঐ গ্রামে গমন করে। তাহারা আসামীদের বাড়ীতে হানা দিলে কতকগুলি লোক মাছ মারিবার টেঁটা, লাঠী প্রভৃতি লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে, তাহাতে দুইজন কনেষ্টবল গুরুতর ভাবে জখম হয়। পুলিশ অতঃপর গুলী চালায়, তাহাতে একজন গ্রামবাসী নিহত হয় এবং কতিপয় গ্রামবাসী জখম হয়। গ্রামবাসীরা ভীত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। এই সম্পর্কে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, কিন্তু ১০ ধারার আসামীদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

নিহত গ্রামবাসীর লাস এবং উভয় পক্ষের আহত দিগকে নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। একজন কনেষ্টবলের অবস্থা নাকি সঙ্কটজনক।

এই ঘটনার খবর পাইয়া নারায়ণগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকার পুলিশ সাহেব এবং একজন ইন্সপেক্টর ঘটনাস্থলে গিয়াছেন।

জয়পুরে পিকেটীং ও বিদেশী বর্জ্জন

জয়পুর (বগুড়া) কংগ্রেস ও ছাত্র সমিতির কর্ম্মিগণের চেষ্টায় একটি পিকেটিং বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। বোর্ডের সভ্যারা হাটে হাটে শান্তিপূর্ণ পিকেটীংএর ফলে বিদেশী দ্রব্যের বিক্রয় একেবারে হ্রাস পাইয়াছে। বলাকী লবণব্যবসায়ীদিগকে এক মাসের সময় দেওয়া হইয়াছে

সমিতির সভ্যগণ খদ্দর ফেরী করেন, ইহাতে গ্রামবাসিগণ অল্প মূল্যে খাদি ক্রয় করিতে পারায় গ্রামে খদ্দরের প্রসার দ্রুতগতিতে হইতেছে।

গান্ধী-আরউইন সন্ধির শেষ মামলা

গত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় বরিশালে রাধাচরণ গুহ নামক জনৈক ব্যক্তি প্রচার করিয়াছিল যে, কোনও ব্যক্তি বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিলে ১০৲ টাকা জরিমানা দিতে হইবে। তজ্জন্য সে দণ্ডিত হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি আরউইন-গান্ধী সন্ধির ফলে মিঃ জষ্টিস লর্ড উইলিয়মস ও মিঃ জষ্টিস এস, সি, মল্লিক তাহার দণ্ডাজ্ঞা বাতিল করিয়াছেন।

আবেদনকারী ইতিমধ্যে সরকারের আদেশ মুক্ত হইয়াছে বলিয়া বিচারপতিদ্বয় বলেন যে, তাহার বিরুদ্ধে আর কোনও প্রকার আদেশ প্রদান করা যাইতে পারে না।

কৃষকদের দুর্দ্দশা

১২ই জুন তারিখে কেন্দুয়া থানার অন্তর্গত শিবপুর, অস্তর্ণ এবং চাপলার প্রায় দুইশত মুসলমান কৃষক নেত্রকোণার মহকুমা হাকিমের সম্মুখে হাজির হইয়া আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করে। প্রথমে তাহারা স্থানীয় ধনী ব্যক্তিদের নিকট প্রার্থনা করে কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। মহকুমা হাকিম তাহাদের কথা শুনিয়া স্থানীয় তদন্ত করিবার ও যথাসাধ্য সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। থাসমহলের একদল কৃষক ও মহকুমা হাকিমকে জানাইয়াছেন যে, খাজনা না দেওয়ায় তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। মহকুমা হাকিম কর্ত্তৃপক্ষকে এই সম্বন্ধে লিখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম্, এস্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—৫ই আষাঢ় শনিবার—১৩৩৮

অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত সাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক

ধারাবাহিক গবেষণা

(৮)

মহাত্মা তোতারামদাস বাবাজী কথিত ১৩টী বিদ্ধসম্প্রদায়ের মত

(৫) দরবেশবাদ

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর 'দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব'—এই কথাটিকে অবলম্বন করিয়া দরবেশীরা নিজ কৃত্রিম সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীসনাতন গোস্বামী মুসলমান দরবেশ হইয়া যান নাই, সুতরাং সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের ত' কোন কথাই নাই, সাধারণ হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেও দরবেশ বলিয়া কোন সম্প্রদায় থাকিতে পারে না। এই সম্প্রদায়ে শ্রীবিগ্রহসেবার প্রচলন আদৌ নাই, ইহা মহাপ্রভুর শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা। ইহারা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বিগণের ন্যায় স্ফটিক ও প্রবালের মালা ধারণ এবং আলখেল্লা পরিধান করে ও মুসলমানদের সঙ্গ করে।

— —

(৬) সাঁইবাদ

এই মতাবলম্বিগণ ন্যূনাধিক বাউল সম্প্রদায়েরই মত। ইহারা প্রকৃতপক্ষে নির্বিশেষবাদী। ইহারা বলে যে, নানক সাঁই, অলেক সাঁই, ক্ষীরোদ সাঁই, গর্ভ সাঁই ইহাদের পূর্ববর্ত্তী ধর্ম্মোপদেশক। ইহারা হিন্দুর আচার পালন করিতে বাধ্য নয়, মুসলমানদের অনেক আচার ব্যবহার ইহাদের মধ্যে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কোথায়ও সুরাপান ও মৎস্যমাংসাদি গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাদের সহিত সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কি, কোন হিন্দুধর্ম্মের সহিত কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই। বাউল, দরবেশ, সাঁই—এগুলি প্রায় একই প্রকার।

— — —

(৭) প্রাকৃত সহজিয়াবাদ

অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মের বিকৃত প্রতিফলনই প্রাকৃতসহজধর্ম্ম। ভগবান্ প্রাকৃত পিতার ঔরসে প্রাকৃত মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার শরীর রক্তমাংসের দ্বারা গঠিত, কারণ উদ্ধব-ব্যাধের বাণে তাঁহা বিদ্ধ হয়, মাধাই-র মুটকী নিক্ষেপে নিত্যানন্দের দেহ হইতে শোণিত বহির্গত হয়, নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাদি বিষ্ণুতত্ত্বের শৌক্রজন্ম সন্তানগণ এবং তন্মধ্যে বিষ্ণুশোণিত প্রবাহিত, বিষ্ণুর ন্যায় বৈষ্ণবেরও মাতাপিতা হইতেই শরীর প্রাপ্তি ঘটে, অর্থাৎ বৈষ্ণব জন্ম-মৃত্যুর অধীন; বৈষ্ণব কর্ম্মফলবাধ্য জাতির অন্তর্গত। নন্দ-যশোদা-দেবকী-গোপীগণের প্রতি রুদ্ধের, কৃষ্ণের প্রতি নন্দযশোদার আসক্তি ছিল, শচীমাতা জগন্নাথ মিশ্রের বিশ্বম্ভরের প্রতি, বিশ্বম্ভরের শচী জগন্নাথের প্রতি যখন আসক্তি ছিল, তখন আমাদের মাতা পিতা ভার্য্যাদির প্রতি পরস্পর আসক্তি কেনই বা না থাকিবে? কৃষ্ণ যখন লম্পট ছিলেন, তখন আমাদের মধ্যে লাম্পট্য কেন থাকিবে না? বৈষ্ণবপুত্র সৃষ্টি করিতে হইলে বৈষ্ণবী বা সংগ্রহ করিয়া গৃহমেধী ধর্ম্মে আসক্ত হওয়ার নাম—গৃহস্থাশ্রম! মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে জগতে পরবর্ত্তিকালে শৌক্র আচার্য্যবংশ বিস্তারের জন্যই গৌড়দেশে নিযুক্ত করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন! বৈষ্ণবতা—জাতিগত বা শৌক্র গত! গোস্বামিত্ব ও আচার্য্যত্ব—শৌক্রবংশগত! গুরু ও শিষ্য সম্বন্ধ ক্রীতদাস প্রথার ন্যায় শৌক্রবংশগত! গুরুদেব শুঁড়িবাড়ী গমন করিলেও অথবা পরস্ত্রী-লম্পট, স্ত্রৈণ, গৃহব্রত, বিষয়ী, বৈষ্ণবাপরাধী প্রভৃতি হইলেও তাঁহার দোষ দর্শন করা মহাপরাধ! ভগবৎপার্ষদ গরুড়পক্ষীর যেরূপ মৎস্যাদি ভোজন শাস্ত্রানুমোদিত, আচার্য্য সন্তানগণের মৎস্যাদি ভক্ষণও তদ্রূপ মহাপ্রভুর অনুমোদিত! নামাপরাধ, নামাভাস ও নাম—এক! মহাপ্রসাদ প্রাকৃত ডালভাতের ন্যায় নীচজাতির স্পর্শে অপবিত্র হইয়া যায়, শালগ্রাম প্রাকৃত ইট পাটকেলের ন্যায় শূদ্র ম্লেচ্ছাদি স্পর্শে দূষিত হইয়া যায়, তাহাদিগকে পবিত্র করিতে সমর্থ নহে, সুতরাং পঞ্চগব্যাদি দ্বারা তাঁহার শোধন আবশ্যক। এই প্রকারের আরও অসংখ্য বিচার আছে। মোটকথা, কৃষ্ণবিমুখতা হইতে জগতে যত প্রকার মত বা পথ সৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, তাহা সকলই প্রাকৃত সহজিয়াবাদের অন্তর্গত।

———

(৮) সখীভেকি-বাদ

এই সম্প্রদায়ের মত বিবর্তবাদেরই প্রকারভেদ। ইহারা মায়িক দেহকে—কুকুর শৃগালভক্ষ্য দেহটাকে 'অপ্রাকৃত সখী' বা গোপী মনে করিয়া সেই মায়িক শরীরকে মায়িক বেশভূষায় সাজাইয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যাইতে চায় এবং এরূপ কৃত্রিমতাকেই ভজন বলিয়া কল্পনা করে। এই সখীভেকী সম্প্রদায়ের কেহ কেহ তাহাদের মায় শরীরকে 'ললিতাসখী' 'বিশাখাসখী' 'চম্পকলতাসখী' প্রভৃতি সাজাইবার জন্য পাঞ্চভৌতিক পুরুষ দেহজাত গুম্ফ-শ্মশ্রুসমূহ প্রত্যহ [illegible] করিয়া ফেলেন, কবরী বন্ধন করেন, পায়ে আলতা পরেন, নাকে নথ দেন, স্ত্রীলোকের পরিধেয় শাড়ী পরেন, হাতে অনন্ত চুড়ী, গায়ে মল প্রভৃতি অলঙ্কার পরিধান করেন এবং প্রাকৃত স্ত্রীলোকের হাবভাবের অনুকরণ করেন। ইহাদের অন্তরে পুরুষ ভাব, পুরুষদেহ, আর বাহিরে গোপীর বেশ।

—

বৈষ্ণবজন সেবা

পরোপকার কেন?

(শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি, এল্)

পরমহংস সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাগ্রন্থে ভরত ও রাজা রহূগণের উপাখ্যান প্রসঙ্গে রহূ রাজা রহূগণকে উদ্দেশ করিয়া জড়ের ব্যাজে শ্রীকৃষ্ণ মহাস্নিগ্ধ বদ্ধ জীবগণকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, মহাভাগবতগণের পদরেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস প্রভৃতি অভিমান অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদিগের উপাসনা দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান হয় না। যে সকল মহাভাগবতগণের সভায় বিষয় বার্ত্তা প্রসঙ্গ নাশন ভগবৎগুণানুকীর্ত্তন প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তিত হয়, তাঁহাদের মুখোদ্গীর্ণ সেই সকল কথা সতত আদর পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে করিতে মুমুক্ষুগণের ও মোক্ষ বাসনা দূরীভূত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবে শুদ্ধভক্তির উদয় হইয়া থাকে। গুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে প্রপন্ন না হইয়া বা তাঁহাদের সেবা হইতে বিরত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি চতুরাশ্রমবাসী কিম্বা অনিত্য তুচ্ছ ফল লাভের জন্য প্রত্যাশী অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণের উপাসনাকারী পঞ্চোপাসকগণ ধর্ম্মার্থ-কামরূপ ত্রিবর্গ লাভ করিতে পারেন, কিম্বা মোক্ষকামী ব্যক্তিগণ মোক্ষ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের চরম কল্যাণপ্রদ পদ লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। সার্ব্বভৌমাদি পদ, স্বর্গাদি রাজ্য বা মোক্ষ লাভের দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল হয় না। সার্ব্বভৌমাদি পদ লাভ করিয়া ত্রিতাপের হস্ত হইতে অব্যাহতি নাই। স্বর্গাদি রাজ্য লাভ করিয়াও পুণ্য ক্ষয়ে পুনরায় ভ্রষ্ট হইতে হয়; আবার ত্রিতাপ হইতে উদ্ধার লাভরূপ মুক্তিলাভ করিয়াও যদি ভগবৎসেবা বা কৃষ্ণপ্রেমানন্দাস্বাদন না হয়, তাহাও আত্মবিনাশরূপ অনর্থ, জীবের পরম অকল্যাণ মাত্র। ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ বিচার করতঃ যাঁহারা পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমের জন্য উদ্গ্রীব হইবেন, তাঁহারাই নিষ্কপটে বাস্তব সত্য কীর্ত্তনকারী ও চরম মঙ্গলপ্রদ পঞ্চম পুরুষার্থের সন্ধান প্রদানকারী শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মরজে অভিষিক্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হইবেন।

বৈষ্ণবগণ নিষ্কিঞ্চন ও কৃষ্ণেতর বিষয় হইতে নিবৃত্ত। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে, বিষয় সঙ্গ হইতে কাম, কামের অনুপূর্ত্তিতে ক্রোধ এইরূপ। পর পর অবস্থায় চালিত হইয়া জীবের সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। সঙ্গ হইতে আমাদের স্বভাব গঠিত হয়। কামনাই আমাদের বন্ধনের কারণ, যাহা হইতে এই ত্রিতাপভোগ। নিষ্কিঞ্চন নিবৃত্ততর্ষ বৈষ্ণবগণ কোন কামনার বশবর্ত্তী হন না, তাঁ'রা শান্ত চিত্ত। যাঁহারা ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি, বাঞ্ছার বশবর্ত্তী, তাঁ'রা সকলেই অশান্ত। ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি বাঞ্ছা রহিত নিষ্কিঞ্চন নিবৃত্ততর্ষ শান্ত হৃদয়েই কৃষ্ণের আসন প্রতিষ্ঠিত।

অনর্থ বা সংসার বাসনা যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের ভগবৎ পাদপদ্ম স্পর্শিনী মতির উদয় হইতে পারে না। সংসার বাসনা অপগত হইলে শ্রীভগবানের প্রতি আমাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হইতে থাকে। বৈষ্ণবপ্রবর প্রহ্লাদমহারাজ বলিয়াছেন, যে, নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ নিবৃত্তবিষয়াভিমান পরমহংস মহাভাগবতগণের পদরজে ইন্দ্রিয় তর্পণ পরায়ণ ব্যক্তিগণ যে পর্য্যন্ত না অভিষিক্ত হন তৎকালাবধি তাঁহাদের মতি ভগবান্ মুকুন্দের পাদপদ্মস্পর্শ করে না। অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে শুদ্ধভাবে শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবানের

প্রতি তাহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় না এবং তাহার ফলে নিত্যমঙ্গল লাভ ঘটে না। যথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে,—নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণনকারী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও এই কথার সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, 'কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥ মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥ 'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ' সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ একমাত্র সাধুসঙ্গই জীবের নিত্য কল্যাণপ্রদ।

বৈষ্ণবগণ একমাত্র বাস্তব বস্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করেন। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কাম সেবাপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যক্‌রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি—অন্যাভিলাষ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগরত বা গৃহাদিতে আসক্ত; সুতরাং হরিতে তাঁহার কোনো ভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা তিনি অসদ্বিষয়ে ধাবিত; তাঁহাতে মহদ্‌গুণের সম্ভাবনা নাই। যথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে, 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও বলিয়াছেন, 'সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে। কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ, সকলি সঞ্চারে॥ বৈষ্ণবের একমাত্র উপাস্য বস্তুই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু; ভগবানের সকল গুণই ভক্তে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রেমানন্দ লাভ বা কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ ব্যতীত জীবের আর উৎকৃষ্ট বাঞ্ছনীয় বস্তু যে থাকিতে পারে না, তাহা শ্রীভগবান স্বয়ং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জানাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।' বৈষ্ণবগণই সেই কৃষ্ণের সংসারের ভাণ্ডারের একমাত্র মালিক। তাঁহারা এত বড় শক্তিমান, অন্য ইতর বস্তুর কাকথা স্বয়ং কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত বিলাইয়া দিবার ক্ষমতা তাঁহাদের আছে। তাই কোন অপ্রাকৃত কবি বৈষ্ণব-ঠাকুরগণকে সম্বোধন করিয়া প্রাণের আবেগভরে গাহিয়াছেন,— ওহে বৈষ্ণব-ঠাকুর) কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে। আমি ত' কাঙ্গাল 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি', ধাই তব পাছে পাছে॥'

বৈষ্ণবগণ নিত্যকাল হরিকথার আলোচনা করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা নিরন্তর হরিসেবা-পরায়ণ; সুতরাং শ্রীগোবিন্দ সতত্তই তাঁহাদের হৃদয়ে বিশ্রাম করেন। 'ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম' চৈঃ চঃ। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা সেবানুভাবে ভগবানের সহিত বাস করিয়া থাকেন। সুতরাং যাঁহারা এইরূপ বৈষ্ণবগণের সেবা করেন বা তাঁহাদের নিত্যসঙ্গ লাভ করেন, তাঁহাদেরও নিত্যমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। তাঁহারা জীবের হৃদয়কে অন্যাভিলাষিতা শূন্য করিয়া তাহাতে চরম কল্যাণরূপ কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানকারী ভক্তিলতা বীজ রোপণ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণপ্রেম লাভই জীবের এই সুদুর্লভ মনুষ্যজন্মের পরম প্রয়োজন, যাহা হইতে চরম কল্যাণ বা নিঃশ্রেয় লাভ ঘটিয়া থাকে। ভোগে বা ত্যাগে জীবের নিত্যকল্যাণ হয় না। এই নিত্যমঙ্গল লাভের একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন। তাই সর্ব্ব অবতারের অবতারী অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীগৌরহরি কৃষ্ণ সেবা অপেক্ষা বৈষ্ণব সেবার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং বৈষ্ণব সেবাই কৃষ্ণ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐ উক্তি নিম্নের দুইটী ছন্দে বর্ণনা করিয়াছেন—

আমা সেবা হৈতে বৈষ্ণবের সেবা বড়।
ভাগবত আদি সর্ব্ব শাস্ত্রে কৈল দঢ়।
এতেক বৈষ্ণব সেবা পরম উপায়।

ভক্তিপথেই চিত্তশুদ্ধি সম্ভবপর

ঈশ্বরসেবারহিত ক্রিয়াকলাপে যে ধর্ম্ম [illegible] ফল অর্থ এবং [illegible] কাম বা ঈশ্বরসেবা বা ফলভোগ জন্মে, তাহা সাধককে পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম অর্থ কাম চক্রেই আবর্ত্তিত করায়। কর্ম্মবন্ধন মুক্ত অবস্থায় ঐ প্রকার নিজেন্দ্রিয়প্রীতির আবশ্যকতা নাই। কর্ম্মফলভোগ পরিহার করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মসান্নিধ্য লাভ হরিসেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। জ্ঞান বা যোগপদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে লাভ করিলে ভগবৎপ্রীতির সহিত বিরোধ ঘটে না। যে স্থলে ঈশ্বরসেবার অভাব, সে স্থলে ভোগাদিস্বরূপ বিষয়ের চেষ্টা আত্মার নিত্যবৃত্তিরূপা ভক্তি হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। এই কারণে পুরুষগণ বর্ণভেদ ও আশ্রমভেদে যে কোন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া ধর্ম্মের সুষ্ঠুতা আচরণের ফলস্বরূপ হরিতোষণই স্থির করিবেন। নিরীশ্বর কর্ম্মিসম্প্রদায় অথবা কৈতবযুক্ত সেশ্বর কর্ম্মিগণ হরিতোষণ ব্যতীত স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে আচরণ করিতে পারেন না। এই কারণে সর্ব্বক্ষণ একান্তভাবে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছা শূন্য হইয়া ভক্তজনপালক ভগবান্ শ্রীহরির রূপ গুণাদির কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন এবং তাঁহার ধ্যান ও পূজা করা কর্ত্তব্য।

যে সকল ব্যক্তি অন্যাভিলাষ শূন্য হইয়া শ্রদ্ধার সহিত ভগবান্ শ্রীহরির কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি করিতে থাকেন, মায়িক ভোগপর অভদ্রসমূহ কোন ক্রমেই আর তাহাদিগের হৃদয়ে অবস্থান করিতে পারে না; কারণ সাধু প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের বন্ধু শ্রীহরি, শব্দব্রহ্মরূপে ভক্তগনের হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদিগের হৃদয়স্থ যাবতীয় অমঙ্গলরাশিকে বিদূরিত করেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে হরিস্মরণরূপ খড়্গ ইতর চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভোগ বা ত্যাগময়ী অসৎ বাসনাসমূহকে সমূলে ধ্বংস করে। হৃদয় হইতেই ভোগের বা ত্যাগের বাসনার উদয় হয়। সেই ভোগ বা ত্যাগপ্রবৃত্তি ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিকে অজ্ঞাতসারে অনুশীলন করিতে গিয়া বহু অনর্থদ্বারা বিপন্ন হয়। অন্তর্যামী শ্রীহরি শ্রবণকীর্ত্তন দ্বারা সেবিত হইলেই জীবের ভোগ বা ত্যাগরূপ মল গ্রহণ করিবার পিপাসা থাকে না।

সর্ব্বক্ষণ বৈষ্ণব পরিচর্য্যা ও ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে অমঙ্গল অর্থাৎ অনর্থ সমূহ বিনষ্টপ্রায় হইলেই পুরুষোত্তম শ্রীহরিতে মানবের অচলা ও বিক্ষেপরহিতা ভক্তির উদয় হয়। হরিসেবাবিরোধী অভদ্র কামনাসমূহ যে পরিমাণে ক্ষীণ হয়, সেই পরিমাণে নৈষ্ঠিকী ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অসৎসঙ্গ বর্জ্জন ব্যতীত নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় সম্ভাবনা নাই। ভোগী, কর্ম্মী বা ফল্গুবৈরাগী এবং জ্ঞানীর কুসঙ্গ ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গক্রমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তখন আর অভক্তসঙ্গে কুপ্রবৃত্তি মানব হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না।

নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয়ে রজস্তমোগুণজাত যে সকল ভাব এবং কামাদি রিপুষটক্ সাধকের হৃদয়ে বর্ত্তমান ছিল, সেই সকল ভজনবিঘ্নরূপ দুঃসঙ্গে সাধকের মন অভিভূত না হইয়া শুদ্ধসত্ত্বে মগ্ন হইয়া উপশম লাভ করে অর্থাৎ পরমানন্দে আপ্লুত হয়। প্রাকৃত জগতে রজস্তমোগুণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যাদিগকে প্রসব করে ও সকল সদ্‌গুণকে নষ্ট করে। এই রজস্তমোগুণের দ্বারা চালিত হইয়া সাযুজ্যমুক্তি বা ভোগের উদ্দেশে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অচঞ্চল সত্ত্বগুণ স্থাপন করে না। সত্ত্বগুণ প্রাবল্যে অর্থাৎ জীবের নিত্যানিত্য বিবেক উদয় হইলে রজস্তমোগুণের বৃত্তিসমূহ জীবকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। তখন শুদ্ধ সুনির্ম্মল জীবাত্মা দুর্গতি স্বীকার না করিয়া, হরিসেবাময়ী চিত্তবৃত্তিতে অবস্থিত হন।

জীবের অনর্থনিবৃত্তি হইলে নৈষ্ঠিকী ভক্তিতে অবস্থিত হইয়া তিনি ভগবত্তত্ত্বের উপলব্ধি করেন। তখন তাহার চিত্ত, ভক্তিযোগ ক্রমে শোক ও অভাবের মুক্ত হইতে মুক্ত হইয়া প্রসন্নতা লাভ করে। আত্মার আত্মা পরমাত্মা ভগবানের সাক্ষাৎকার ফলে অর্থাৎ আত্মদর্শন হইলেই ভগবত্তত্ত্ববেত্তার অহঙ্কাররূপ মনের শৃঙ্খল বিনষ্ট হয়, অসম্ভাবনাদিরূপ সকল সন্দেহরজ্জু ছিন্ন হয় এবং অনারব্ধ কর্ম্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই কারণেই পণ্ডিতগণ অতি আনন্দ সহকারে ভগবান্ শ্রীহরির অর্থাৎ বাসুদেবের সর্ব্বক্ষণ মনঃশোধনী সেবা করিয়া থাকেন। যথাহি শ্রীমদ্ভাগবতের ১।২।২২ শ্লোকে বর্ণিত শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ প্রতি পরম ভাগবত শ্রীপাদ সূতগোস্বামীর উক্তি :—

"অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্॥"

ছায়াচিত্রে শ্রীচৈতন্যলীলা

গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ৯ই জুন পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক-ভারতী মহারাজ দেওয়ানগঞ্জে আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধারমণ গোস্বামী মহাশয়ের ভবনে ছায়াচিত্রে শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা দেখাইয়াছেন। এতদ্দেশের লোক এই সৌভাগ্য প্রথম পাইলেন। সকলেই পরমাগ্রহে ও উৎসুকচিত্তে শাস্ত্রীয় গভীর তথ্যপূর্ণ কথা সহজেই বুঝিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী সর্ব্বত্র প্রচার হওয়াই শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মভৃত্যগণের একমাত্র ইচ্ছা ও আন্তরিক চেষ্টা। যাহারা অচিদ্ ভোগবিলাসে নিমগ্ন তাহারা সকলকেই সেই ভোগে প্রমত্ত করাইবার প্রযত্ন করে কিন্তু উদারহৃদয় জীবদুঃখদুঃখী সাধুগণ, শ্রীচৈতন্যসেবোন্মত্ত মহাজনগণ দয়ার্দ্রহৃদয়হেতু সকলকেই সেই সেবায় প্রমত্ত করিবার প্রযত্নবিশিষ্ট।

সকলের আন্তরিক অনুরোধে পরদিনও ছায়াচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন হয়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার খুলনা জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরনিবাসী রাজকৃষ্ণ সরকার, কিশোরীমোহন সরকার প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের আগ্রহাতিশয্যে তথায় ৩দিবস শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপাঠ করেন। তথা হইতে যাত্রা করিয়া রূপাবাদা নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীপাদ রাসবিহারী দাসাধিকারীর ভবনে শ্রীমদ্ভাগবতের চতুঃশ্লোকী পাঠ করেন। মহারাজের সুমধুর ব্যাখ্যা শ্রবণে ভদ্র মণ্ডলী বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০ দশম স্কন্ধ ১২৲ সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী সুবৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—৫ক রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণভজন-পথ, শ্রীমতী কুলকুণ্ডলিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—ইত্যাদি অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রত্যেক শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিবেক। ভিক্ষা।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা।৵০ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সম্বন্ধ-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমগ্র গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভ্রান্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্তত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ।৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে টীকা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি মনোরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

[illegible]-প্রকাশ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ [illegible] করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম [illegible], উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের মর্ম্মীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটীভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তত্তুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ⁄০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য-রচিত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ [illegible] গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৸০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তত্ত্ব, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, দয়ালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতায় বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিস্তৃত [illegible]কারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রিকায় দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

প্রতারণার অদ্ভুতফন্দী
জাল এম. এ, ডিগ্রীর সাহায্যে বিবাহ

গত ১৬ই জুন এডভোকেট শ্রীযুত পশুপতি ভট্টাচার্য্য গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটী পুলিস কমিশনারের এজলাসে এই মর্ম্মে এক আবেদন পত্র দাখিল করিয়াছেন যে, জনৈক বাঙ্গালী যুবক জাল এম, এ, ডিপ্লোমা ও মেডিকেল সার্টিফিকেটের সাহায্যে বহু অভিভাবককে প্রতারিত করিয়াছে। সে তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছে, সে একজন ডেপুটী [illegible] অসহযোগ আন্দোলনের [illegible] কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে। এই প্রসঙ্গে সে এম. এ, পাশ বলিয়াও প্রকাশ করিয়াছে। এই ভাবে তিনজন অভিভাবককে সে প্রতারিত করিয়া তাহাদিগকে তাহার নিকট মেয়ে বিবাহ দিতে রাজী করাইয়াছে। সেই সম্পর্কে তাহাদিগের প্রত্যেকের নিকট হইতেই সে বহু টাকা পয়সা ও অলঙ্কার আদায় করিয়াছে।

ডেপুটী পুলিস কমিশনার এডভোকেটের বক্তব্য শুনিয়া এই সম্পর্কে খানাতল্লাস করিবার জন্য জনৈক পুলিস ইনস্পেক্টরকে পাঠাইয়া দেন। গত সোমবার সন্ধ্যার সময় এই সম্পর্কে হ্যারিসন রোডের একটা বাড়ীতে খানাতল্লাসও হইয়া গিয়াছে। এখানে একজন স্ত্রীলোককেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

তাহা ছাড়া ষাবনা চাটার্জ্জী, হরিমোহন চাটার্জ্জী ও সুশীলা দেবী নামক আরও তিন জনকেও গ্রেপ্তার করিয়া অতিরিক্ত চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। তাহাদিগের প্রত্যেককে হাজার টাকার জামানে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

গাঁজার দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং

আইন অমান্য আন্দোলনের সময় হইতেই কংগ্রেসের কাজ জোর চলিতেছে। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ স্থানীয় গাঁজার দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চালাইতেছে। সম্প্রতি একজন সহকারী দারোগা ও ছয় জন কনেষ্টবলকে এখানে মোতায়েন করা হইয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, শীঘ্রই এখানে একটি পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা হইবে।

দেশীয় নৃপতির ক্ষমতা লোপ

খয়েরপুরের মীর নিজু দেশের জনৈক দেশীয় নৃপতি ভারত সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া বোম্বাই সরকার রাজ্যের রাজস্ব লইয়া গোলমাল করিবার অপরাধে সম্প্রতি তাঁহার হস্ত হইতে যাবতীয় ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছেন।

দীর্ঘকাল যাবৎ রাজ্যের বাহিরে বাস করিয়া রাজ্যের যাবতীয় রাজস্ব একক্রমে যথেচ্ছা নষ্ট করার দরুণ এই চুড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব সচিব মিঃ টাইটনকে উক্ত রাজ্যের পরিচালক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে সঠিক জানা যায় নাই, তবে বুঝিতে পারা গিয়াছে যে রাজ্যের যাহা ক্ষমতা তাহা অতিক্রম করা হইয়াছে। মনে হয় রাজ্যের বর্ত্তমান ব্যয় অনেক পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হইবে। রাজ্যের বার্ষিক আয় ২৪ লক্ষ টাকা।

কাশীতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের জাতীয় পতাকা উত্তোলন

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ২৬ই জুন প্রাতে কাশীতে পৌঁছিলে বহু [illegible] নারী তাঁহাকে [illegible] সম্বর্দ্ধনা করেন। সেখান হইতে তাঁহাকে শোভাযাত্রা সহকারে [illegible] ভিতর দিয়া [illegible] শোভাযাত্রা দশাশ্বমেধ [illegible] শেষ হইলে, চিত্তরঞ্জন দলের [illegible] প্রথম কার্য্যস্বরূপ শ্রীযুত বসু [illegible] জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

পাঁচ আনার [illegible] বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, কে, বিশ্বাস শেখ নজুর নামক জনৈক আসামীর এক বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন। সে কর্পোরেশন [illegible] দোকান হইতে পাঁচ [illegible] চুরি করিয়াছিল। সেখ [illegible] পূর্ব্বে [illegible] জেল খাটিয়া [illegible]

দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সীমান্ত নেতার বক্তৃতা

খান আবদুল গফুর খান শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধীর সহিত [illegible] তালুকের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। বক্তৃতাপ্রদান কালে তিনি গ্রামবাসীগণ যে তাহাদের ত্যাগ দ্বারা মহাত্মা গান্ধী ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ন্যায় নেতৃবৃন্দকে মুক্ত করিতে পারিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদের প্রশংসা করেন। যদি প্রয়োজন হয় তবে ভবিষ্যতে অধিকতর দুঃখ্যাত্ ত্যাগের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিতে তিনি তাহাদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া বলেন, "আমরা গবর্ণমেণ্টের সহিত লড়াই করিতে চাহি না; কিন্তু যদি আমাদের দাবী পূরণ করা না হয়, তবে অহিংসা সংগ্রাম পুনরায় আরম্ভ করিতে হইবে।"

শ্রমিকের নিকটে পিস্তল ও টোটা

প্রকাশ, গত বুধবার অপরাহ্নে বাঙ্গলা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের লোক শিয়ালদহ গবর্ণমেণ্ট পুলিশের সহযোগিতায় শিয়ালদহ মেন ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর ওয়েটীং রুমে আবদুল জলিল ও শ্রীকিষেণ মালদা নামক জলন্ধলের দুইজন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আরও প্রকাশ যে, তাহাদের শরীর তল্লাসী করিয়া একটী পিস্তল, পাঁচটি তাজা কার্ত্তুজ ও একখানা ছোরা পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলির জন্য তাহাদের নিকট কোন লাইসেন্স ছিল না। তাহাদিগকে পুলিশ হাজতে রাখা হইয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

শিয়ালকোটে গুলী দুর্ঘটনার জের

প্রকাশ, শিয়ালকোটে গুলী দুর্ঘটনা সম্পর্কে পাঞ্জাব পুলিশ কোয়েটায় সাদীলাল, রোসনলাল এবং কেশরাম নামক তিনজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া পুনরায় ছাড়িয়া দেয়। বেলুচিস্থানের পুলিশ তাহাদিগকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়াছে। এরূপ অনুমিত হয় যে, সীমান্ত প্রদেশের আইনের ৮৬ এবং ৪০ ধারানুযায়ী তাহাদের বিচার হইবে।

দারোগার কর্ম্মচ্যুতি
পেড়োপুরে লাঠি খাজির জের

গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর পেড়োপুরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে লাঠিবাজী করার সম্পর্কে দারোগা কৃষ্ণমূর্ত্তিকে নাকি কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন

বুধবার দিন কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় পলতা জলের কলের ফিল্টার বেডের বাবদ ৯১,১৫২ টাকার কাজের জন্য মেসার্স টি. সি. মুখার্জ্জি এণ্ড কোংর টেণ্ডার গ্রহণ করিয়াছেন। উহা ১৯৩১ সনের ১লা জুলাই হইতে আরম্ভ হইয়া ১৯৩২ সনের মে মাস পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। তারপর ২১ বৎসরের জন্য সময় বৃদ্ধি করা কর্পোরেশনের ইচ্ছাধীন।

১৯৩১ সনের জুলাই মাসে গ্লাসগোতে রয়েল স্যানিটারী ইনষ্টিটিউটের উচ্চতম কংগ্রেসে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষে ডাঃ কে, সি, ভট্টাচার্য্য ও ডাঃ কে, চক্রবর্ত্তীকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইল, তাঁহারা দুইজনেই বর্ত্তমানে লণ্ডনে আছেন।

কানপুরে আবার আতঙ্ক

চেলাম রথযাত্রার জন্য সহরে আবার আতঙ্কভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে কর্তৃপক্ষ ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন। আবার কোন প্রকার অবাঞ্ছিত ব্যাপার সংঘটিত না হয় সে জন্য সর্ব্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা হইতেছে।

ধর্ম্মত্যাগিদের স্বধর্ম্মে স্থাপন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার সহকারী সম্পাদক প্রকাশ করিয়াছেন—সুনাম গঞ্জের নমঃশূদ্রগণ শীঘ্র মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিবে, এই সংবাদ সম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভা কিশোরগঞ্জ হিন্দু সভার সম্পাদক শ্রীযুত মদনমোহন আদিত্যকে প্রেরণ করিয়াছেন। স্থানীয় প্রসিদ্ধ নমঃশূদ্র নেতাগণের সহিত তিনি উক্ত স্থানে যাত্রা করিয়াছেন। ঢাকা জিলার হিন্দু সভাও তাঁহাদের কর্ম্মী শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে সুনামগঞ্জে প্রেরণ করিয়াছেন। আশু উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক হিন্দু সভা উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিতেছেন।

ডাকঘরে বোমা প্রাপ্তির জের
২ জন পুলিসের হেপাজাতে

শ্যামবাজার ডাকঘরে পার্শেল গ্রহণ স্থানে একটি সাংঘাতিক বোমা প্রাপ্তি সম্পর্কে [illegible] শ্রীযুত ফণীভূষণ দাসগুপ্ত ও শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার দেকে গত মঙ্গলবারে পুনরায় জোড়াবাগানের অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর নাসির উদ্দীন আহমেদের আদালতে উপস্থিত করা হয়।

পুলিস তদন্ত অদ্যাপি শেষ না হওয়ায় সন্দেহক্রমে ধৃত উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে আগামী ২৩শে জুন পর্য্যন্ত পুলিসের হেপাজাতে রাখিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

আখাউড়ায় মুসলমান সভা

খড়্গপুরে আখাউড়া কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্টের বাড়ীতে সংপ্রতি মুসলমান মহিলাদিগের এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় প্রায় দুই শত মুসলমান মহিলার সমাগম হইয়াছিল। মৌলভী আবদুল মালেক জাতীয় আন্দোলনে মহিলাদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন।

শ্রীধাম
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতি পংক্তি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিঙ্গল কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ৭ই আষাঢ় সোমবার ১৩৩৮, ২২শে জুন ১৯৩১

গান্ধীজী ও লণ্ডন বৈঠক

কৃষ্ণনগরে দেশবন্ধু স্মৃতিদিবস পালন

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

কৃষকদের চাঞ্চল্যে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

সমর-ঋণ

গুর্খাদের সাহায্যে চারটী গ্রামে ঘেরাও

নূতন ষড়যন্ত্র মামলা

স্বামী এবং সন্তান হত্যায় স্ত্রীলোকের ফাঁসী

বর্ম্মা বৈঠক

১৫ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা

নানা কথা

গান্ধীজি ও লণ্ডন বৈঠক

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহার আলোচনা বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু মহাত্মাজী তাঁহার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া গিয়াছে।

মহাত্মাজী এই প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, "হিন্দু মুসলিম সমস্যার যদি সমাধান না হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান গোলটেবিল বৈঠকের নিকট হইতে স্বরাজ প্রাপ্তির আশা কংগ্রেসকে ত্যাগ করিতে হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্ব সম্প্রদায় নিছক জাতীয় সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে।

তিনি বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস যতদিন অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট সমভাবে প্রিয় না হইয়া উঠিতেছে ততদিন অপেক্ষা করিয়া থাকা ভাল। কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে জোর করিয়া স্বরাজ আনয়ন করা অপেক্ষা, অপেক্ষা করা অনেক ভাল। তিনি লিখিয়াছেন,—কিন্তু আমি এখন কংগ্রেস কমিটীর প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছি, তখন আমি পূর্ণ বিশ্বাসে উহার মর্ম্ম পালন করিয়া চলিব এবং গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করা যদি আমার ভাগ্যে ঘটে তাহা হইলে আমি উহা সাগ্রহে নিবেদন করিব।

কৃষ্ণনগরে দেশবন্ধু স্মৃতি দিবস

গত ১৬ই জুন কৃষ্ণনগরে দেশবন্ধু দিবস যথারীতি পালিত হইয়াছে। কৃষ্ণনগর কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে একটি শোভাযাত্রা দেশবন্ধুর একখানি চিত্র ও জাতীয় পতাকাসহ সহরের রাজপথগুলি পরিভ্রমণ করে। রামগোপাল টাউন হল প্রাঙ্গণে বিপুল বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে মৌলভী আসরফউদ্দিন চৌধুরী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। জাতীয় মুস্লিম দলের মৌলভী সামসুদ্দিন আমেদের সভানেতৃত্বে সন্ধ্যাকালে এক জনবহুল সভার অধিবেশন হয়।

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

কৃষ্ণনগর পুলিস গত ১৭ই জুন প্রত্যুষে কৃষ্ণনগর এথেলেটিক ক্লাবের শ্রীযুত মন্মথনাথ প্রামাণিককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আরও প্রকাশ যে, তাঁহার বাটীতে খানাতল্লাসও করা হইয়াছিল, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। জনরব এইরূপ যে, তাঁহাকে বঙ্গীয় অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কৃষকদের চাঞ্চল্যে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

রায়বেরিলীতে কৃষক চাঞ্চল্যের সূচনা দেখা যাইতেছে। পণ্ডিত মাতাপ্রসাদ মিশ্র ও শ্রীযুত শীতল সাহাই পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সহিত পরামর্শ করিবার জন্য এলাহাবাদে আসিয়াছেন। ইঁহারা প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাদের সহিতও সাক্ষাৎ করিয়া এই গুরুতর অবস্থার বিষয়ে আলোচনা করিবেন।

পণ্ডিত জহরলাল আগামী সপ্তাহে রায়বেরিলী পরিদর্শন করিতে যাইবেন। অতঃপর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন। এই সম্পর্কে গঠিত তদন্ত কমিটীও রায়বেরিলীতে যাইতেছেন।

সমরঋণ

পার্লামেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশ, গত ১৫ই জুন পর্য্যন্ত গ্রেটবৃটেন ঋণ বাবদ জার্ম্মাণীর নিকট হইতে ১০,০৬,০০০,০০০ পাউণ্ড পাইয়াছে।

ফ্রান্স এ পর্য্যন্ত গ্রেটবৃটেনকে দিয়াছে ৪৩০০০,০০০ পাউণ্ড এবং আমেরিকাকে দিয়াছে ৪১,২৫২,০০০ পাউণ্ড। ইটালী গ্রেটবৃটেনকে দিয়াছে ২৩০০০,০০০ পাউণ্ড এবং আমেরিকাকে দিয়াছে ৮,২৫২,০০০ পাউণ্ড।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টি বটী থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম "আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা"।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও বহুমূত্রবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অভাবে অজীর্ণ, অম্বল, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর বিদূরিত আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ২৲ টাকা।

"স্বর্ণবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, কেশবধর্ম্মী

৯১৭৭নং হাবিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এম্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং হটন ষ্ট্রীট, বহুবাজার,

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাতায়াত এবং আহার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেলিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, বাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গাবিয়া) ৮৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। কর্পোরেশন রেটিং ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম্, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপবোধিনী কৃষ্ণকার্ষ্ণনন্দদায়িনী অমৃতবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্তরত্নাগার কৌস্তুভমণি—সকল অধিবেশ ও প্রয়োজনতত্ত্বের নিদানস্বরূপ।

ভিক্ষা একত্রে ১৷০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম্, এস্, এম্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—৭ই আষাঢ় সোমবার—১৩৩৮

অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত সংসাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক

ধারাবাহিক গবেষণা

(৯)

অন্যান্য তোতারামদাস বাবাজী কথিত ১৩টী বিদ্ধসম্প্রদায়ের মত

(৯) আর্ত্তিক বা স্মার্ত্তবাদ

যাঁহারা কর্ম্মবিপাকমহার্ণব, কর্ম্মকাণ্ড পদ্ধতি, কৃষ্ণভট্টের কর্ম্মতত্ত্বদীপিকা, কবিরঞ্জনের কলিজকৌতুক, দেবদাসের কৃত্যার্ণব, কাম্যসামাজ্ঞ-প্রয়োগতত্ত্ব, কমলাকরের নির্ণয়সিন্ধু, প্রায়শ্চিত্ত কদম্ব, প্রায়শ্চিত্ত-প্রদীপিকা, প্রেতপ্রদীপ, রঘুনাথের স্মার্ত্ত-ব্যবস্থার্ণব, রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব প্রভৃতি আর্ত্তিক, নৈতিক বা কর্ম্মজড়স্মৃতির বিধানানুসারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন, তাঁহাদের মতবাদই আর্ত্তিক বা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ। স্মার্ত্তগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনের ছলে নিজধর্ম্মার্থকাম বা আত্মপ্রীতিরূপ মোক্ষের সন্ধান করিয়া থাকেন। তাহাতে বিষ্ণুপ্রীতির কোন কার্য্য পরিলক্ষিত হয় না। ইঁহারা বিষ্ণুকে 'পরম স্বতন্ত্রপুরুষ' জ্ঞান না করিয়া কর্ম্মাঙ্গের অধীন ফলদাতা দেবতাবিশেষ জানেন; বিষ্ণুর নিত্যসচ্চিদানন্দ স্বরূপ স্বীকার করেন না, বিষ্ণুর অবতারাবলীকে, বিষ্ণুবিগ্রহসমূহকে জন্মমৃত্যুর অধীন জ্ঞান করেন; বিষ্ণুভক্তিকে তাৎকালিক বা অন্যান্য নৈমিত্তিকধর্ম্মের অন্যতম মনে করেন; বিষ্ণুভক্তিই একমাত্র উপেয় ও সাধ্য—ইহা কার্য্যতঃ স্বীকার করেন না; কেবলমাত্র বাহিরের দিকে 'ঈশ্বর-সংশ্রব', 'কৃষ্ণার্পণমস্তু', 'বিষ্ণুপ্রীতি' প্রভৃতির সজ্জা সংরক্ষণ করিয়া কার্য্যতঃ বিষ্ণুকে ভোগ করিবার চেষ্টা করেন। অন্যান্য দেবতাকে ইঁহারা স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া গীতোক্ত 'অবিধিপূর্ব্বক' বিষ্ণুপূজার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বিদ্ধা একাদশী, বিদ্ধা অষ্টমী, বিদ্ধা নবমী প্রভৃতির অনুষ্ঠানে স্মার্ত্তের আদর দেখা যায়। ইঁহারা গঙ্গাকে তাঁহাদের পাপ, অশৌচ প্রভৃতি মলরাশি ধৌত করিবার যন্ত্রবিশেষ বা প্রাকৃত তোয়-বস্তুর অন্তর্গতরূপে বিচার করেন। স্মার্ত্ত-গণের গঙ্গায় ও বৈষ্ণবে ভেদবুদ্ধি বর্ত্তমান। শ্রীবিগ্রহ সম্বন্ধে ইঁহাদের ধারণা এই যে, ভগবানের বস্তুতঃ কাঠ, পাথর, মাটি, পিতল, কেবলমাত্র তাহাতে কল্পনাবলে ভগবত্তা আরোপিত হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহের দেহ-দেহীতে ইঁহারা ভেদবুদ্ধি করিয়া থাকেন। স্মার্ত্ত মনে করেন, প্রাকৃত উভয়কুলে জাত গৌরবর্ণের নির্দ্দিষ্ট দেহটা থাকিলেই আর বাহ্য শুচি, অশুচি বিচার থাকিলেই ভগবৎ-পূজায় অধিকার লাভ হয়। 'ভূতশুদ্ধি' অর্থে ইঁহারা বাহ্যদেহের শুদ্ধিকেই মনে করেন। মোট কথা স্মার্ত্তগণ কেবল স্থূল লিঙ্গ উপাধিক দেহদ্বয়ে আপনাদের সম্বন্ধ যোজনা করিয়া কোন অভিধেয় বা সাধন অবলম্বন পূর্ব্বক আর্ত্তিকধর্ম্মতৎপর হইয়া দেহানন্দ বা চিত্তানন্দের অনুসন্ধানই করিয়া থাকেন।

(১০) জাতিগোস্বামীবাদ

ইহাদের মতে গোস্বামীত্ব ও আচার্য্যত্ব, শৌক্রবংশগত—গুরু ও শিষ্য ক্রীতদাস প্রথার ন্যায় শৌক্রবংশগত। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অনুগৃহীত, কুলাচার্য্য ব্রাহ্মণ সন্তানের বংশের যে-কোন ব্যক্তির যখন যাহা যাহা মত হইবে এবং যে যে বিধি স্থাপন করিবার চেষ্টা হইবে, তাহা বিনাবিচারে বৈষ্ণবমাত্রেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। গোস্বামী সন্তান—আচার্য্য, অতএব বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা, স্মার্ত্ত প্রভৃতি যে কোন মত যখন তিনি অনুসরণ পূর্ব্বক পালন করিতে আদেশ করিবেন, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই বৈষ্ণবতা, অবশিষ্ট যাহা কিছু স্বপেচ্ছাচারিতা।

(১১) অতিবাড়ীবাদ

উৎকলদেশে জগন্নাথদাস নামক একটী বৈরাগীর দ্বারা এই মতের উদয় হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের উপদিষ্ট শিক্ষাকে অতিমার্জ্জিত ও ভ্রমশূন্য করিবার মানসে এই বাদ সৃষ্টি আবশ্যক হইয়াছিল। এজন্য অতিশয় বাড়িয়া যাওয়ায় ইহাদের বাদটী অতিবাড়ি-বাদরূপে পরিচিত। ইহারা আপনাদের বিধিবিধান নিরূপণ করিয়া লইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কোন কোন ব্যক্তিতে দুর্নৈতিক আচরণ দেখা যায়। ইহারা নিরাকারবাদী।

---

(১২) চূড়াধারীবাদ

এই মতটী মায়াবাদেরই প্রকারবিশেষ। ইহারা নিজকে কৃষ্ণ মনে করিয়া কৃষ্ণের ন্যায় শিরে চূড়া ধারণ করে এবং বাঁশী বাজাইতে থাকে। জগতের সকল বস্তুই উহাদের ভোগের উপকরণ। নানারূপ ব্যভিচারই উহাদের সাধন।

---

(১৩) গৌরনাগরীবাদ

এই মতবাদিগণ শ্রীগৌরসুন্দরের কল্পিত নাগরমূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া তাঁহার নাম, গুণ, রূপ, লীলা সৃষ্টি করিবার প্রয়াস করেন। ইহারা কৃষ্ণের নিত্য-ঔদার্য্যময়ী লীলাকে অনিত্য মনে করিয়া সেই স্থানে মাধুর্য্যলীলা স্থাপন করিতে প্রয়াসী। গৌরনাগরীগণ গৌরসুন্দরকে 'নাগরীলম্পট', সন্ন্যাসি-শিরোমণিকে 'রাসক্রীড়ারত', লোকশিক্ষক গুরুকে 'কামুক', গুরুপত্নীকে কামুকী, ব্রজনাগরীভাবে ওমন্ত্র ভূতিকে 'বিপ্রাদি পরস্ত্রীরত নাগর', দ্বিজবরকে 'গোপ' বলিয়া কল্পনা করেন। গৌরনাগরী বলেন, গৌরই যখন কৃষ্ণ, তখন বিষ্ণুপ্রিয়াও রাধিকা! রাধিকা ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পার্থক্য এই যে, রাধিকা পারকীয়াভিমানী এবং নাগরীশিরোমণি, আর বিষ্ণুপ্রিয়া স্বকীয়াভিমানী নদীয়ানাগরী। রাধিকার আনুগত্যে গোপনাগরীগণ যেমন কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়াছেন, বিষ্ণুপ্রিয়াকে গৌর-নাগরীশিরোমণি কল্পনা করিয়া আমরাও তদ্রূপ গৌরাঙ্গের ইন্দ্রিয়তর্পণ সাধন করিব। গৌরসুন্দরের নাগরলীলায় ও মহাভাবলীলায় গৌরনাগরীর নিত্য উপস্থিত হয়। ইঁহারা কল্পনা-প্রভাবে বিষ্ণুপ্রিয়ার 'কাঞ্চনা' নাম্নী সখীর সৃষ্টি করেন। গৌর-নাগরী কৃষ্ণ ও গৌরে ভেদবুদ্ধি করিয়া মনে করেন, গৌরের হাতে যদি বাঁশী না দেওয়া যায়, দ্বিজরাজ গৌরকে যদি গোপালকে পরিণত না করা যায়, সন্ন্যাসিশিরোমণি গৌরকে যদি চেলচোর সাজান না যায়, তাহা হইলে গৌরই যে কৃষ্ণ, তাহা প্রমাণিত হয় না, কিম্বা গৌরের পূর্ণভগবত্তায়ও সন্দেহ উপস্থিত হয়। ইঁহারা গৌর-লীলায় ও কৃষ্ণলীলায় পরস্পর বৈশিষ্ট্য দর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন। গৌরনাগরী নদীয়ানাগর শব্দটী পরস্ত্রীলম্পট এইরূপ অর্থে ব্যবহার করিয়া মহাপ্রভুর উদ্দেশে গান গাহিয়া থাকেন,—"নদীয়ানাগর, রসের সাগর, যুবতীধরম চোর। মো সনে চাতুরী করে ঠারাঠারি যৌবন নহে অক্ষুর!" ইহারা পৌত্তলিক, গৌরভোগী, ভেদবাদী, লীলা-বিলাসিনী গুর্ব্বপরাধী ও রসতস্কর।

দুর্জ্জন

(শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য)

মায়াবদ্ধ সংসারে যাহাদের সুকৃতি অল্প, সেই ভাগ্যহীন জনগণ ভগবদ্ভজন বিহীন হইয়া ইন্দ্রিয়তোষণের জন্য কাম ক্রোধ লোভ পরায়ণ হওয়ায় অসুর স্বভাব বিশিষ্ট তাহারা নরাধম বলিয়া গণ্য।

মাৎসর্য্যপরায়ণ খলস্বভাব পরহিংসক ব্যক্তিগণ দুর্জ্জন। নিজের কোন মঙ্গল সাধিত না হইলেও অপরকে পীড়া দেওয়াই তাহাদের স্বভাব। আবার অনেক সময় নিজের কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অপরের তোষামোদ করে, পরে তাহার বিশ্বাস জন্মাইয়া অবসর ক্রমে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করে। দুর্জ্জন ব্যক্তি বিদ্বান হইলে আরও ভয়ঙ্কর। সেই বিদ্যাবলে অনেক অসৎ কার্য্য করিবার সুযোগ লাভ করে। সাধু মহাত্মের নিকটও কপট ভক্ত সাজিয়া তাঁহাদের উপর দৌরাত্ম্য করে। তাহারা কখনও সত্য আশ্রয় করে নাই, দয়াগুণ না থাকায় হিংসুক, অশুচি, ইন্দ্রিয়পরায়ণ যাহারা তাহাদের সঙ্গ করিবে, তাহাদের সমস্ত সদ্‌গুণ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি বৃদ্ধিহেতু আত্ম-ঘাতী হইয়া অধোগতি লাভ করিবে।
'দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতো সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ॥'
সর্পের মস্তকে মূল্যবান মণি থাকিলেও যেমন সর্প হইতে লোকে দূরে অবস্থান করে, সেইরূপ দুর্জ্জন ব্যক্তি বিদ্বান হইলেও তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করিবে।

যাহারা ভগবৎসেবা হইতে দূরে অবস্থান করে, তাহারা যতই নীতিপরায়ণ হউক না কেন তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অভক্ত, সুতরাং অসৎ, ইহাদের সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভগবদ্ভজনোন্মুখ ব্যক্তি, বিষয়ী দুর্জ্জন যোষিৎ সঙ্গীর সঙ্গে সংসার-দুঃখের নিবর্ত্তক পবিত্র শ্রীহরিগুণগাথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়া শ্রেয়ো লাভে যত্ন করিবেন।

দুঃসঙ্গ ত্যাগ না করিলে সৎসঙ্গ হয় না, আবার সৎসঙ্গ না করিলেও অসৎসঙ্গ বর্জ্জনে স্পৃহা হয় না। 'সৎসঙ্গ' করিব, মধ্যে মধ্যে অসৎসঙ্গেও থাকিব, তাহা ঠিক নহে। যদি একজন 'বৈদিক' লোক

নিবারক ঔষধ সেবন করাইবার ফলে মধ্যে মধ্যে কুপথ্য খাওয়ান যায়, তাহাতে ঔষধের ক্রিয়া না হইয়া বরং কুপথ্যের ফল স্বরূপ রোগ আরও বৃদ্ধি পাইয়া রোগীকে বিনাশের পথে লইয়া যাইবে। সেইজন্য ভব-ব্যাধির মহৌষধপ্রদাতা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

সৎসঙ্গ

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

(১)

মায়াধর্ম্মে জীবগণ স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া কাণ্ডারীহীন তরণীর ন্যায় অকূল সংসার-জলধিতে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে এবং স্বীয় একমাত্র কর্ত্তব্য শ্রীহরিসেবায় বৈমুখ্য বশতঃ অনাত্মবস্তুর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া অনন্ত দুঃখে নিমজ্জিত হইয়াছে। তাহার নির্ম্মল আত্মবৃত্তির উপর স্থূল-সূক্ষ্মভেদে দেহমনের দুইটী আবরণ আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে চেতনবৃত্তি সুপ্ত লক্ষিত হয়। অনাত্ম বস্তুর অনুশীলন চেতন জীবের ধর্ম্ম নহে; অচেতন মোহনিগড়াবদ্ধ জড়াসক্ত জীব তদীয় সহজ ধর্ম্ম শ্রীভগবানের পদারবিন্দ সেবন হইতে চ্যুত হইয়া সর্ব্বদা বিকৃত স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ঈশবহির্ম্মুখতা হেতু শুদ্ধ আত্ম-স্বরূপের মধ্যে যত প্রকার অনর্থ আসিয়া পড়িয়াছে। তৎসমুদয় হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধাত্মা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন; যে নিত্যমঙ্গলপ্রদ চরমসাধন-বলে জীবগণ সর্ব্ববিধ অবিদ্যা-নির্ম্মুক্ত হইয়া পরমানন্দপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম সম্পদে ধনী হইতে পারেন—ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীগৌরসুন্দর সেই অনর্পিতচর শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্যের কথা শিক্ষাষ্টকে "চেতোদর্পণ মার্জ্জনং" শ্লোকে সুব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের অহৈতুকী কৃপাবলে শক্তিমান হইতে না পারিলে বদ্ধজীব সম্যগ্রূপে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অধিকার লাভ করিতে পারে না।

যদিও কেহ কেহ সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার পূর্ব্বক অনর্থযুক্ত অবস্থাতে নিজ অভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা পরমানন্দ শব্দব্রহ্মের আরাধনার পরিবর্ত্তে জড়ের অর্থাৎ মায়ার কীর্ত্তনই হইয়া যায়। সুতরাং ঐ সকল অভিমান-মূঢ় অবিবেকিগণ নিঃশ্রেয়স্ লাভে নিত্যকালের জন্য বঞ্চিতই থাকিয়া যায়।

সমুদয় সৎশাস্ত্রেই সাধুসঙ্গের অপার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। পরমহংস কুলের নিত্যোপাস্য গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত উচ্চৈঃ-স্বরে কহিয়াছেন-

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্‌
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

মনোহারিণী মায়াদেবী, বহুরূপিণী সজ্জায় সাজিয়া বদ্ধজীবের নিকট বান্ধবের ন্যায় প্রতিভাত হ'ন, কিন্তু বন্ধুর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তিনি সর্ব্বদাই ভোক্তাভিমানী জীববৃন্দকে বঞ্চনা করিতেছেন।

অনাদি বহির্ম্মুখ আমরা বাঞ্ছানুকূল ধন, বিত্ত, পুত্রাদি পাইলেই মায়াদেবীকে "দয়াময়ী" বলিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার প্রসূন-ভারে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করি, কিন্তু মহাশয় [illegible] সাধুগণ [illegible] জানাইতেছেন—ঐ দয়াময়ী প্রকৃত দয়াময়ী নহেন—"মায়াময়ী"। সাধুগণই জীবের যথার্থ বান্ধব, শাস্ত্র-যুক্তিপূর্ণ উপদেশরূপ শাণিত অসিদ্বারা তাঁহারা অন্ধ কাম পীড়িত হৃদয়ের গ্রন্থি ছেদন করিয়া দেন। তাঁহারা বলেন- হে নিদ্রাভিভূত অচেতন, তুমি তোমার স্বভাবগতিতে চালিত হও, তোমার জীবনবীণার তন্ত্রীগুলি [illegible] সুরে না বাজিয়া প্রেমের [illegible] গীতি গান করুক।

[illegible] সুখ দুঃখের উপলব্ধি-মান [illegible] মালিকা না পাইবা। কিন্তু পূজার সামগ্রী আহরণেই অমূল্য জীবন নষ্ট করিবে?

নিখিল বিশ্ববাসীর অধিষ্ঠাতা ব্রজেন্দ্রনন্দনের শ্রীসেবা ব্যতীত যত প্রকার অভিলাষ তোমার মনে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদয়ই তোমার বর্ত্তমান মালিন্যের [illegible]। অতএব ইতর কামনারূপ সর্ব্ববিধ দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক স্বার্থগতি শ্রীহরি সেবায় তোমার অখিল চেষ্টা নিবিষ্ট হওয়াই তোমার স্ব স্বভাব প্রাপ্তির উপায়। যাঁহাদের নিত্যশুভদায়িনী সদ্বুদ্ধির উদয় হয়, তাঁহারাই প্রকৃত পরোপকারক সাধু ভক্তের শ্রীচরণে আত্ম স্থাপন করিয়া নিত্যানন্দ সম্পদের অধিকারী হন। মায়া পিশাচীর প্রলোভন তাঁহাদিগকে নিরস্ত কুহক সত্য পথ হইতে বিচলিত করিতে অসমর্থ। 'কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল' যে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা, তাহা সাধুসঙ্গ প্রভাবেই সঞ্জাত হয়। "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥" শ্রীভগবান্‌ স্বীয় শ্রীমুখে কহিয়াছেন,— "সাধুসঙ্গ ক্রমে আমার হৃৎকর্ণ রসায়ন কথাসমূহ আলোচিত হয়। সেই ভুবন মঙ্গল কথা নিরন্তর শ্রবণ ফলে অতিসত্বর অপবর্গ পথ স্বরূপ আমাতে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তির উদয় হয়।" বহু বহু জন্মের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে জীবের যখন সংসার বন্ধন ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই পরাগতি দায়ক সাধুসঙ্গ-সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। কলিপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের এই ভাগ্যোদয়কে নদীপ্রবাহে ইতস্ততঃ ভাসমান কাষ্ঠ খণ্ডের তটভূমি প্রাপ্তির সহিত তুলনা করিয়াছেন। কর্ম্মফলজড়িত জীবগণ ভবমহার্ণবে পতিত হইয়া কাল কর্ত্তৃক চালিত হইতেছে এবং পুণ্যফলে কখনও দেব যোনি বা মনুষ্য যোনি, আবার পাপ-কর্ম্মফলে কখনও পশুপক্ষী বা দৈত্য-দানবাদি যোনিতে বিচরণ করিয়া, মায়ার ভজন করিতেছেন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রসাদে জীব আপন দুরবস্থা অবগত হইয়া হরিসেবারূপ নিত্যধর্ম্মে রতিপ্রযুক্ত পঞ্চম পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এই কলি কপটতাবৃত যুগে অনেক অসাধু ব্যক্তি জাগতিক ধন সম্পদ ও জড় প্রতিষ্ঠাদি লাভ করে সাধুর ছদ্মবেশ গ্রহণপূর্ব্বক আত্ম-বঞ্চনা ও পরবঞ্চনা কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকে। প্রকৃত সাধু নির্ণয় বদ্ধ জীবের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। পরম করুণাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর এই নিমিত্তই নিজে স্বয়ং ভগবান হইয়াও ভগবদ্ভক্তের অলৌকিক লীলাভিনয় দ্বারা জগজ্জীবকে প্রকৃত সাধুর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথা—

"সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধু ভক্ত রূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥"

সাধকগণ সাধুসঙ্গে শ্রীভগবানের কি প্রকার আচার আচরণ করিবেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণই গৌরসুন্দররূপে নিজে আচরণ করিয়া জগদ্বাসীকে সকল শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। সাধুর লক্ষণ বর্ণন প্রসঙ্গে, অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে ২৬টী প্রধান লক্ষণের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। মনোধর্ম্ম পরিচালিত বদ্ধজীবগণ ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী অসদ্ব্যক্তিবর্গকে সাধু মনে করিয়া, তাহাদের নির্দ্দেশক্রমে নিরয় পথের পথিক হয়। তাহারা খড়ি গোলাকে খাঁটি দুগ্ধ বলিয়া পান করে, সকল ধাতুবিশেষকে বিশুদ্ধ সুবর্ণ জ্ঞানে বহুমানন করে এবং প্রাণনাশিনী অহি-বিষকে সুধা ভ্রমে আস্বাদন করে। মুমুক্ষুর প্রলাপ বচনে মোহিত হইয়া তাহারা, স্নিগ্ধবারি পরিপূরিত শীতল সরোবর ভ্রমে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হইয়া আত্ম-বিনাশ সাধন করে।

দয়ানিধি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের শ্রীমুখ বিগলিত বাণীর সহিত তুলনামূলে সমালোচনা করিয়া যদি কেহ ধীরতার সহিত ঐ সকল সাধুবেষী অসাধুর স্বরূপ চিনিতে প্রয়াসী হন তবে কাহারও কখনই প্রতারিত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না;

"কৃপালু অকৃতদ্রোহ সত্য সার।
নির্দ্দোষ বদান্য মৃদু শুচি অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণৈক শরণ।
অকাম নিরীহ স্থির বিজিতষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্ অপ্রমত্ত মানদ অমানী।
গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী॥"

সর্ব্বমহাগুণে গুণী শুদ্ধভক্তের উপরি-উক্ত প্রধান গুণাবলীর মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণত্বই স্বরূপ লক্ষণ, অবশিষ্ট গুলি তটস্থ লক্ষণ। বহুবিধ সদ্গুণরাজির দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াও যদি কাহারও অন্তঃকরণে কৃষ্ণৈক-শরণতার অভাব দৃষ্ট হয় তবে তাহাকে অসাধু জানিয়া তৎসঙ্গ বর্জ্জনে দৃঢ় সংকল্প হইতে হইবে—নতুবা সাধুসঙ্গের প্রতিকূলে যে মায়া সঙ্গ হইয়া যাইবে ইহা সুনিশ্চয়।"

ভগবৎপ্রেমরসময় চিত্ত সাধু বৈষ্ণবগণ জীবকে নিত্যকল্যাণ পথের যাত্রী করিয়া দেন,—অজ্ঞানতমযুক্ত জীবকে বাস্তব সত্য-সূর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট করেন,—তাঁহারা যে অমূল্য রত্নরাশির অধীশ্বর হইয়াছেন, জীবকে ঠিক সেইরূপ অবিনশ্বর ধনের অধিকারী করিতে যত্ন করিয়া থাকেন। তাই, তাঁহারা প্রোজ্ঝিত কৈতব পরম নিশ্চয়সন ভক্তিধর্ম্মের বৈজয়ন্তী পতাকা বাহিতে কুযোগিগণের ছলনা-বাণী কীর্ত্তন করেননা। সাধুগণ কৃপাপরবশ হইয়া সর্ব্বক্ষণ মানবের মঙ্গলের জন্য উচ্চরবে চীৎকার করিয়া কহিতেছেন,—

"অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তারমধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥"

নিশীথের ঘনান্ধকারে সহস্র সহস্র প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়াও সবিতৃদেবের মঙ্গলমূর্ত্তি দর্শন হয় কি? সূর্য্য দেবের কিরণালোকেই যদ্রূপ সূর্য্য দর্শন সম্ভবপর হয়, তদ্রূপ অপ্রাকৃত চিদালোক বিভাসিত সাধুভক্তের অহৈতুক কৃপা প্রসাদেই আমরা চিন্ময়ভাস্কর শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণারবিন্দ দর্শনের পরম সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাভিলাষিগণের কৈতবপূর্ণ জীবন স্বরূপ জ্ঞাত হইতে পারি—একমাত্র সাধুর কৃপাতেই আমরা সমগ্র ইতর বাসনা সমূলে উৎসাদনপূর্ব্বক অপ্রাকৃত কামদেবের কামসেবায় জীবনকে নৈবেদ্যস্বরূপে প্রদান করিতে পারি। নিত্যসাত্ত্বত সাধুগণ কি জীবকে মোক্ষ বা নির্ব্বাণরূপ সর্ব্বনাশের কথা বলিতে পারেন? নিখিল চেতন-সম্রাট শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ-চারণ পরিপূর্ণ বাস্তব চৈতন্যের একনিষ্ঠ উপাসকগণ চেতন রহিত জীববৃন্দকে নিত্যস্বরূপে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য গাহিতেছেন—

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল সুঅক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অন্বয়ধ্বনিকাদি-বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক উপা—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্ত্যাত্ম-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজিয়া, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, সদাচার শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মায় নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরপদাদের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগৌর বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃষ্ণ ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥৹ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগিজে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৶৹ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ।৶৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার জ্ঞাতব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶৹ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসম্বন্ধে নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীন লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সপ্রমাণ যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সঙ্কলিত ও গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে গ্রেট সু কাগিজে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা অধ্যেতৃবর্গের বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ।৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্যান্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল-গোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার চক্রাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের মার্ম্মীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, যদ্‌বিনা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্তোষণ ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধুর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় বর্ণিত এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাঁধাই ৷৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত, নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। মহাকবি রাওসাহেবের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর); মেদিনীপুর মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি, বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, মায়াবাদের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত পুষ্পমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৶০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

গৌড়ীয়-সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৷০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একটিবে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ২ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর

চট্টগ্রামে গুর্খাদের সাহায্যে চারিটি গ্রাম ঘেরাও

গত ১৮ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, বহু গুর্খা ও সশস্ত্র পুলিস বোঝাই ৫টি মোটরলঞ্চ এবং সরকারী ষ্টীমার ১৫ই জুন রাত্রিতে বোয়ালখালি থানার অন্তর্গত শ্রীপুরঘাট অভিমুখে যাত্রা করে। প্রকাশ, এই বাহিনী গিয়া শ্রীপুর, খৈয়াংপুর, ধুলে ও কানুনগোপুর গ্রাম এবং পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানগুলি ঘিরিয়া ফেলে, তাহার পর অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলার পলাতক আসামীদের সন্ধানে গৃহে গৃহে খানাতল্লাস আরম্ভ হয়। কোন ব্যক্তিকে সেই অঞ্চল হইতে বাহিরে আসিতে দেওয়া হয় নাই। আর একটি ষ্টীমারে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটও সেইস্থান অভিমুখে যাত্রা করেন। পুলিসদল এখনও সহরে ফিরিয়া আসে নাই।

বোয়ালখালি থানার অন্তর্গত শ্রীযুত সুখেন্দুবিকাশ দস্তিদার নামে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক ছাত্রকে রবিবার দিন প্রাতে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে। গ্রেপ্তারের সময় সুখেন্দু প্রবল জ্বরে ভুগিতেছিল। পুলিস তাহাকে ধাওড় করিয়া নদীর ঘাটে লইয়া যায়। সেখান হইতে শ্রীপুর ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির একজন ডাক্তারের সহিত তাহাকে সহরে লইয়া আসা হয়।

১৬ হইতে ২৫ বৎসর বয়সের হিন্দু ভদ্রলোকদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সন্দেহে অনেককে ... সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের ... করিতে হয়।

নূতন ষড়যন্ত্র মামলা

এক জনরব শুনা যাইতেছে যে, শীঘ্রই চট্টগ্রামে একটি বিরাট ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হইবে এবং বহু যুবক সেই মামলায় জড়িত থাকিবেন। শুনা গিয়াছে যে, কোন এপ্রুভারের স্বীকারোক্তির ফলেই এইরূপ ব্যাপকভাবে খানাতল্লাস ও ধর পাকড় হইতেছে।

কাঁথিতে আবার গ্রেপ্তার

ভগবানপুর থানার পুলিস গত ১৩ই জুন কাকরা চারাবাড় কংগ্রেস অফিসে হানা দিয়া জিনিষপত্র যাহা পাইয়াছিল, সব লইয়া গিয়াছে। সালিশী আদালত সংক্রান্ত কাগজ পর্যন্ত তাহারা ফেলিয়া যায় নাই। প্রকাশ, কংগ্রেস অফিসটিতে তালাচাবী দেওয়া ছিল।

... পুলিস দল অতঃপর কংগ্রেস কর্মী শ্রীযুত ধনরাম সাহুর বাটীতে উপস্থিত হয়। ... তাহারা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি দিয়া থানায় লইয়া যায়। প্রকাশ, আরও দুই কর্মীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল।

গত ১৩ই তারিখে ভীমেশ্বরী শাখা কংগ্রেস কমিটির অফিসে পুলিসের খানাতল্লাসের সময় সভাপতি শ্রীযুত বরেন্দ্রনাথ দাস ও আশুতোষ মাইতি গ্রেপ্তার হন। স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে জামীন দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

স্বামী হত্যায় স্ত্রীলোকের ফাঁসী

অষ্ট্রীয়ার বুডাপেষ্ট সহরে দুই জন স্ত্রীলোকের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোক দুইজন তাহাদের স্বামিদ্বয়কে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছিল।

ঘটনার বিবরণ এই যে, একজন ধাত্রী স্ত্রীলোক দুইটিকে বলে "তোমরা খুব সহজেই পুরুষের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিবে। তোমাদের পুরুষগুলিকে হত্যা করিলেই তোমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইবে।" স্ত্রীলোক দুইটি ধাত্রীর পরামর্শানুসারে নিজেদের স্বামী ও পুত্রগুলিকে হত্যা করিতে আরম্ভ করে। এই বীভৎস এবং অমানুষিক ঘটনা কর্তৃপক্ষের গোচর হইলে ১৯৩১ অব্দের জানুয়ারী মাসে ৩১টি স্ত্রীলোক গ্রেপ্তার হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হয়।

এই ৩১ জনের মধ্যে কয়েকজন স্ত্রীলোক খালাস পাইয়াছে। কয়েকজনের ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইয়াছে। এবং দুই জনের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে।

জলমগ্ন পোতের মৃতদেহ সনাক্ত

ফ্রান্সের উপকূলে যে জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে, তাহার ৪৫৫ জনের নাম পাওয়া গিয়াছে। নান্টে বন্দরের একটি উচ্চস্থানে মৃতদেহগুলি সারি দেওয়া হইয়াছে। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা আসিয়া তাহাদিগকে সনাক্ত করিবে, এই ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু মৃতদেহগুলির হাত পা এতই বিকৃত হইয়াছে যে, সহজে তাহাদিগকে চিনিবার উপায় নাই।

রেলওয়ে কারখানায় সত্যাগ্রহ

... মাদ্রাজ ও সাউথ মারহাট্টা রেলওয়ের পেরাম্বুরস্থ কারখানায় যে শ্রমিক ধর্মঘট আরম্ভ হইয়াছিল তাহা এখনও চলিতেছে। শ্রমিকেরা কারখানায় প্রবেশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ... কার্য্যে যোগদান করে নাই, ... অন্য সকলে চিক ... কাল ... হইতে এক নোটিশ লটকাইয়া দিয়াছেন। নোটিশে তিনি লিখিয়াছেন যে, ... যে সকল শ্রমিক কার্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে শুধু তাঁহারাই কারখানায় প্রবেশ করিতে পাইবে। অধিকাংশ শ্রমিক প্রতিশ্রুতপত্রে স্বাক্ষর করিয়া কারখানায় প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ পুনরায় সত্যাগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রকাশ, কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে, শ্রমিকেরা যদি মতি পরিবর্তন না করে, তাহা হইলে তাঁহারা কারখানা বন্ধ করিয়া দিবেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জের কাশীতে দুই জনের কঠোর দণ্ড

গত ১৮ই জুন বারাণসীর সেসন জজ গত কাশী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে অভিযুক্ত নটে এবং হরিহরকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের প্রতি তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও একশত টাকা করিয়া অর্থদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। জরিমানা অনাদায়ে তাহাদিগকে আরও তিন মাস করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

চাঁদপুর মহিলা সভা

চাঁদপুরে মাতৃমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে বাকলিয়ায় একটি বিরাট মহিলা সভার অধিবেশন হয়। ৯০ বৎসর বয়স্কা শ্রীযুক্তা আনন্দময়ী দেবী সভানেত্রীর আসন পরিগ্রহ করেন। শ্রীযুক্তা বিভাবতী ঘোষ বর্তমান রাজনীতিক আন্দোলনের ইতিহাস এবং ইহার প্রতি মহিলাদিগের কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে চরকায় সূতা কাটিয়া বস্ত্র বয়ন করিতে অনুরোধ করেন।

স্থানীয় মহিলাদিগের মধ্যে চরকার বহুল প্রচারোদ্দেশ্যে মহিলাদের ইচ্ছানুযায়ী বাকলিয়া মাতৃমঙ্গল সমিতি নামক একটি নূতন মহিলা সমিতি গঠন করা হইয়াছে। কংগ্রেসের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য স্থানীয় মহিলাগণ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

---

১৫ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা

সম্প্রতি বেনারসে নিখিল-ভারত ১৫ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইয়াছে। বেনারস-বয়েজ ইউনিয়ান ক্লাবের শ্রীযুত বাসুদেব চক্রবর্ত্তী ও বেনারস দীনবন্ধু নাট্যসমাজের মিঠাই মহলাল যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে শ্রীযুত চক্রবর্ত্তীর ৪ ঘণ্টা ১০ মিনিট লাগিয়াছিল।

ঢাকায় বঙ্গীয় মুস্লিম কনফারেন্স

আগামী ১১ই ও ১২ই জুলাই তারিখে ঢাকায় বঙ্গীয় মুস্লিম কনফারেন্সের অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে।

নিখিলভারত মুস্লিম কনফারেন্সের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য স্যার মহম্মদ ইকবালকে সভাপতির আসনগ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

বর্দ্ধা বৈঠক

বর্দ্ধা বিচ্ছেদের আলোচনা করিবার জন্য ... বৈঠক বসিবার কথা হইয়াছে। ভারতীয় ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে এই বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক হওয়ায় বৈঠক এখন কবে বসিবে, তাহা স্থির হয় নাই। খুব সম্ভব সেপ্টেম্বর মাসে যখন গোল টেবিল বৈঠক, ঠিক সেই সময়ে এই বৈঠকেরও অধিবেশন হইবে।

সুলতানদীঘিতে সশস্ত্র ডাকাতি

গোঘাট থানার অন্তঃপাতী সুলতানদীঘিগ্রামে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ডাকাতরা নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ১ হাজার টাকা লইয়া চলিয়া গিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ গত ১৩ই জুন ডাকাতগণ বন্দুকগুলি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া উক্ত গ্রামের ভীমচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে পড়ে এবং গৃহের অধিবাসীদিগকে ভয় দেখাইয়া উক্ত টাকা লইয়া সরিয়া পড়ে। পুলিসের জোর তদন্ত চলিতেছে। তবে এখনও কোন ডাকাতের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

সিরাজগঞ্জে ভীষণ দুর্ভিক্ষ অনশনে মৃত্যু, মাতার পুত্র বিক্রয় স্ত্রীর স্বামী গৃহত্যাগ

সিরাজগঞ্জে দুর্ভিক্ষের অবস্থা অত্যন্ত নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে। চার পাঁচটি থানার জনসাধারণের দুর্দশা বিশেষ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে পঁচিশ ত্রিশ হাজার লোকের গৃহে অন্ন নাই। স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া সকলে অনশনে আছে। কোন কোন গ্রামে ইতিমধ্যেই লোক খাইতে না পাইয়া মারা গিয়াছে। মা ছেলেকে বিক্রয় করিতেছে, স্ত্রী স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। এখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, বাহিরের সাহায্য ছাড়া লোকের প্রাণরক্ষা অসম্ভব প্রতিদিনই অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে।

শ্রীপাট ... নবদ্বীপ

Reg No. C.1544

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
যাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯৪তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৮ই আষাঢ় মঙ্গলবার ১৩৩৮, ২৩শে জুন ১৯৩১

নানা কথা

শান্তিপুর সংবাদ

আলি ইস্‌লাম লাইব্রেরী

শান্তিপুর আলিইস্‌লাম লাইব্রেরীর বাৎসরিক জন্মোৎসব বেশ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

প্রতিকৃতি উন্মোচন

গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্ণ ৫।০ ঘটিকার সময় শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুলহলে পরলোকগত ব্রজমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিপূজা ও প্রতিকৃতি উন্মোচন উপলক্ষে এক সভার আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম্‌.এ, ভাষাতত্ত্বরত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃষ্টির জন্য তেমন লোক সমাগম হয় নাই।

রাস্তা ও আলো

শান্তিপুর ডাকঘোলা পাড়ায় ডাঃ বিশ্বরঞ্জন বাগ্‌চি মহাশয়ের বাড়ীর উত্তরের রাস্তাটির অবস্থা শোচনীয়। ড্রেনের তো কথাই নাই। বহু রাস্তার অবস্থাই খারাপ। রাস্তায় আলো তো নাইই—বন্ধ হ'য়েছে।

গোল টেবিল বৈঠক

ভারতীয় শ্রমিকগণের সংখ্যা বৃদ্ধি ... গোল টেবিল বৈঠকে প্রতিনিধির ... বৃদ্ধি করা হইবে। ভারতীয় ব্যবসায়ী ও কলকারখানার মালিকদিগের সংখ্যা

শান্তিপুর সংবাদ

গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি

মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ

নেতাদের সঙ্গে লাটের পরামর্শ

কনষ্টেবল গ্রেপ্তার

বিষ মিশ্রিত খাদ্য ভক্ষণে নাগাসন্ন্যাসীর মৃত্যু

বন্দীদের মুক্তির দাবী

দিল্লী মহিলা সম্মেলনে লেডী-উইলিংডন্

সন্ধির সর্ত্তে জহরলাল

প্রধান মন্ত্রীর বার্লিন যাত্রা স্থির

বাড়িবে। এই সংবাদ পাইয়া ভারতীয় শ্রমিকগণের পক্ষ হইতেও প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য ভারত সচিবের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। পার্লামেন্টের ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষের সদস্যগণ যাহাতে সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন। মিঃ ফেণীর ব্রকওয়ে এই সম্পর্কে নাকি ভারত সচিবকে পত্র লিখিয়াছেন।

শ্রমিকদলের মুখপত্র 'ডেলি হেরাল্ড' এই বিষয় সম্পর্কে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। 'ডেলি হেরাল্ডের' বক্তব্য এই যে পূর্ব্বের গোলটেবিল বৈঠকে শ্রমিক অপেক্ষা বণিকের প্রতিনিধি সংখ্যা অধিক হইয়াছিল। অভিযোগ দূর করিবার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রমিক প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি করাই মিঃ বেনের পক্ষে সমীচীন।

মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ

ভূমিকর বিধি অনুযায়ী দুর্দ্দৈবের দরুণ খাজনা মকুবের জন্য মহাত্মা গান্ধী কলেক্টরের সহিত যে কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন, সেই সম্পর্কে আনন্দ তালুকের সন্দেহসর এবং গণা নামক গ্রাম তাঁহার পরিদর্শন করার কথা ছিল। মহাত্মাজীর সময় সংক্ষেপের নিমিত্ত ঐ সমস্ত গ্রামের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণ ২০শে জুন সন্ধ্যাকালে মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহাত্মাজী তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন, যাঁহাদের খাজনা দিবার ক্ষমতা আছে তাঁহারা যেন অবিলম্বে খাজনা দিয়া দেন। বন্যার ফলে তাঁহাদের যাবতীয় শস্য নষ্ট হইয়া গেলেও গ্রামবাসিগণ যেন অর্থ বাঁচাইবার নিমিত্ত প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ না করেন।

প্রতিনিধিগণ মহাত্মাজীর উপদেশ প্রতিপালন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন যে, যাহাদের সাধ্য ছিল তাহারা ইতঃপূর্ব্বেই খাজনা দিয়া দিয়াছে।

নিজেদের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিতেছে, যে সমস্ত গ্রামবাসীর সম্বন্ধে এইরূপ সন্দেহ ... মহাত্মা গান্ধী রাজস্ব কর্তৃপক্ষের ... তাহাদের নাম জানিতে চাহিয়াছেন। প্রকাশ, মহাত্মাজী আশা করেন যে, বোরসাদ এবং আনন্দ তালুকের এবম্বিধ ও অপরাপর বিষয়সমূহ আপোষে মীমাংসা হইয়া যাইবে।

ভোগবাসনা রহিত হইলে কেবল চেতন ধর্ম্ম অবস্থান করে। তাহা হরি-সেবার কাযে না লাগে, তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক। যে কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না, যে ধর্ম্মার্থকাম বিরাগপর জ্ঞানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না যে বৈরাগ্যপূর্ণ সম্বিৎ-বিকাশ ভগবৎ পাদপদ্ম সেবায় নিযুক্ত হয় না, তাহাই জড় বা অচিৎ, জীবন রহিত প্রাকৃত মাত্র। সর্ব্বাত্মা অচ্যুত হইতে চ্যুত হইয়া তাদৃশ নৈষ্কর্ম্ম্য-জ্ঞান কোন সুফল প্রসব করে না। গোময় যেরূপ পবিত্রতা সাধন করে, নগুনিষ্ঠা সেইরূপ করে না, সেই প্রকার প্রতিষ্ঠাবান কর্ম্মীগণের অনুষ্ঠিত নশ্বর কর্ম্ম নিজ আসুরিক বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিলেও তাহা ভগবদ্বিমুখ চেষ্টা হওয়ায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

হরিসেবা কর্ম্ম বা হরি-সেবন জ্ঞান নিত্য অখণ্ডরূপে বর্ত্তমান। নিত্য হরি-সেবা ছাড়িয়া যে জীব নশ্বর ভোগ প্রবৃত্তিতে ধাবিত হন, তাহার সেই অসৎ জ্ঞান কখনই চরম মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হয় না। সচ্চিদানন্দ বস্তু বর্জ্জিত অসৎ অচিৎ নিরানন্দময় ত্রিগুণবৃত্তিকায় কর্ম্ম ও জ্ঞান বৃত্তিদ্বয় জীবকে ঈশসেবাবিমুখ করায়। ঈশবৈমুখ্যই জীবের বাস্তব অশুভ আনয়ন করে। সেই ঈশবৈমুখ্য-প্রকাশ নৈষ্কর্ম্ম্য-জ্ঞান ভগবানের উদ্দেশে হরিসেবায় নিযুক্ত না হওয়াকাল পর্য্যন্ত তাহা পঞ্চম পুরুষার্থ হরিপ্রেমা উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না।

ভগবানের লীলা চেষ্টা হইতে ভেদদর্শী হইয়া অর্থাৎ ভগবানের মহিমার কথা শ্রবণ বা বর্ণনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া অন্য যে কোন প্রকার ভগবদ্বহির্ম্মুখ বিষয়াস্তরের কথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিলে তখন যে নাম ও রূপ বস্তুবাস্তবরূপে স্থাপিত হয়, সেগুলি দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া বুদ্ধি বায়ুবেগে ঘূর্ণায়মান নৌকার ন্যায় কখনও কোথাও স্থির ভাবে থাকিতে পারে না।

ভগবানের লীলাবর্ণনে বা শ্রবণে ভগবদিতর কথার সমাবেশ হইলে সে গুলির শ্রবণ-কীর্ত্তনে জীব নিত্যানন্দ হইতে বিক্ষিপ্ত হয়। অদ্বয় জ্ঞান পরতত্ত্বে বিশ্বের অন্য বস্তুর ... জীবের যে ভেদ জ্ঞান হয়, তাহা অদ্বয়জ্ঞান ভগবদিতর বস্তু প্রতীতি অনর্থের ... মনোধর্ম্ম। মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া অদ্বয়জ্ঞান প্রতীতি কৃষ্ণলীলা আবৃত হইয়া যে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রভৃতি কামনাকে স্বরূপে আনয়ন করে, তাহাতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। ভোগময়ী প্রতীতি কখনই অদ্বয়জ্ঞানের ধারণা করিতে সমর্থ হয় না।

ভক্তিহীন কর্ম্ম যে বৃথা, তাহাতে সন্দেহ নাই; ... কর্ম্মজ্ঞানই বিষ্ণুভক্তিবিহীন হইলে তত অধিক শোভা পায় না, তখন সাধন ও ফল এই উভয়কালে দুঃখরূপ কর্ম্ম, নিষ্কাম হইলেও ভগবানে সমর্পিত না হইলে ভগবদ্বহির্ম্মুখ ও সন্তোষক ভাবহীন হেতু কেন শোভা পাইবে? ভগবন্মহাত্ম্যবর্ণনোপলক্ষিত ভক্তি হইতে ব্রহ্মজ্ঞানই যখন নিকৃষ্ট, তখন সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম উভয়েই তদপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ কি অর্থাৎ তাহা বলা বাহুল্য। যথাহি শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায় দ্বাদশ শ্লোকোক্তি,—

> নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত ভাববর্জ্জিতং
> ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
> কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
> ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম নিষ্কাম, তাহার একাকার নিষ্কর্ম্মতার ভাবই নৈষ্কর্ম্ম্য। কামনাময় কর্ম্মহীন ব্রহ্মজ্ঞান উপাধি নিবর্ত্তক হইলেও অচ্যুতভাব ... বিবর্জ্জিত হইলে অধিক শোভা ...। তখন সাধন ও সিদ্ধকালে দুঃখরূপ কাম্যকর্ম্ম এবং অকাম কর্ম্ম ও যদি ভগবানে সমর্পিত না হয়, তাহা হইলে আবার কি প্রকারে শোভা পায় অর্থাৎ তাহা যে শোভা পায় না তাহা বক্তব্য, কেন না উহা বহির্ম্মুখী ও সন্তোষক ভাব হীন।

সৎসঙ্গ

শ্রীযুক্ত অপর্ণা ...

মহামায়ার বহির্ভূত পেষণপেশে সুশোভিত অসদ্বিনিশ্চিত যে সকল দ্রব্য 'ভাল ভাল' বলিয়া আমাদের চক্ষু নিপতিত করিতেছে— প্রেয়স্কামী জীবের কামনার অনুকূল সকল কথা বর্ত্তমান সময়ে ভাল কথা বলিয়া সরল লোকের ভ্রম উৎপাদন করিতেছে, যথার্থ হিতৈষী সাধুগণ আমাদিগকে তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সর্ব্বোত্তম রত্নের —অবিনাশী আনন্দপূর্ণ প্রেমধনের ক্রেতা হইতে উপদেশ করিতেছেন। গৌর নিত্যানন্দের করুণার কথা ভিন্ন আর কোন ভাল কথা নাই, কোনও দিন ছিল না বা থাকিতে পারে না, এই সর্ব্বোত্তম সত্য কথা আমরা পরম দয়াল সাধুগণের নিকটেই শ্রবণ করিতেছি। একমাত্র সাধুগণই অকপট সত্যের প্রচারক। পৃথিবীর অপরাপর ধর্ম্মব্যক্তিগণ স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধি উদ্দেশ্যে বণিগ্‌বুদ্ধি অবলম্বন করিয়াছেন; সুতরাং ... বাক্য তাহাদের ব্যবসায়ের অনিষ্ট উৎপাদক।

ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ ভিন্ন অপরাপর ব্যক্তিগণ কেহ দেহারামী, কেহ বা মনোরামী। "দেহে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম এই ভাল এই মন্দ, এই সব ভ্রম॥" এই বাস্তব বাক্যানুসারে ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী অভক্ত মনোধর্ম্মিগণ অস্থিরতা প্রযুক্ত সতত পরিবর্ত্তনশীল কুমত পোষণকারী। তাহারা কৃষ্ণভোগ্য বিষয়সমূহের প্রভু অর্থাৎ নিজেরাই কৃষ্ণ সাজিয়া বিষয় সেবা করিতে করিতে অতিরিক্ত ঔদরিকের ন্যায় ভোগ-প্রাচুর্য্যের প্রতিক্রিয়াকালে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়; আবার কখনও বা ফল্গুত্যাগীর পদানুসরণে প্রতিষ্ঠাসংগ্রহ ইত্যাদি সূক্ষ্মভোগের কামপ্রপীড়িত তাহারা মনোধর্ম্মের দ্বারা তাড়িত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভোগ্য সেবোপকরণসমূহ দারুণ বিরক্তিভরে পরিত্যাগ করিয়া অপরিণামদর্শী প্রায়োপবেশন ব্রতাবলম্বীর ন্যায় আত্মহননের অমঙ্গল রাশিকে বরণ করে। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিজাত বিষয়ভোগলিপ্সু আমাদের নিকট অসাধুর মধুপুষ্পিত কুহকবাণীই রুচিপ্রদ বোধ হয়। মঙ্গলনিদান সৎসঙ্গে উদাসীনতা বশতঃ অসতে আসক্তিই আমাদের বর্ত্তমান অকল্যাণজনক অবস্থা আনয়ন করিয়াছে।

সাধুশ্রেষ্ঠ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় আমার ন্যায় অসৎসঙ্গী জীবের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

> "অনেক যতন করি ধন তেয়াগিনু
> আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু॥
> সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
> তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধফাঁস।"

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীপাদ রামানন্দ রায়কে জীবের শ্রেষ্ঠ শ্রেয়ো সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন রায় রামানন্দ উত্তর দিয়াছিলেন—"কৃষ্ণভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর॥" অনুক্ষণ সাধুসঙ্গ প্রভাবে অবিদ্যা তিমির তিরোহিত হয়। সাধুকৃপায় আমরা মরণধর্ম্ম হইতে ত্রাণ পাইয়া নিত্য নবনবায়মান সেবা-সুষমাপূর্ণ অমর জীবন লাভ করিতে পারি। সাত্বত শাস্ত্রে সাধুসঙ্গের প্রভূত মহিমা গীত হইয়াছে। উদগ্র ইশমাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আর কতটুকু স্তুতি করিতে পারি; জিহ্বার ফলই বিষ্ণুবৈষ্ণবের গুণানুকীর্ত্তন; এই নিমিত্ত সম্পূর্ণ অযোগ্যতা সত্ত্বেও লইয়াই এইক্ষুদ্র প্রয়াস। কোনও বৈষ্ণব কবি কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

> "ভাইরে ভাই, সাধুসঙ্গ কর ভাল হইয়া।
> চৌরাশী লক্ষ জনম, ভ্রমণ করিলা শ্রম,
> তাহাতে দুর্লভ দেহ পাইয়া"

ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের ভক্তিরস-সরস চিত্তভূমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিশ্রামস্থলী; শ্রীভগবানের ভক্তাপেক্ষা প্রিয় আর কেহই নাই। ভক্তের শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শ্রীবদনে কহিতেছেন—,

> "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
> মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

সুমেধস্তিথি পালন

দিল্লী গৌড়ীয়মঠে

গত ১লা আষাঢ় ১৬ই জুন মঙ্গলবার দিবস নিউদিল্লী গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়ে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সপ্তদশ বার্ষিক বিরহ মহামহোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভায় স্থানীয় অনেকগুলি বিশিষ্ট বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক যোগদান করিয়াছিলেন। উৎসব উপলক্ষে ঠাকুরের জগদ্‌গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, চৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং অবশেষে কীর্ত্তনমুখে সমবেত ভদ্রমহোদয়গণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। এতদর্থে পরম ভক্ত শ্রীযুত নন্দলাল কুঠীওয়ালার সেবানুকূল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং ব্রহ্মচারীজি রাধারমণ চরণ শরণের অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসব সর্ব্বসাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল।

এলাহাবাদ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে

এলাহাবাদ হইতে শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী জানাইতেছেন—গত ১লা আষাঢ় মঙ্গলবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ উৎসব শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐদিবস সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীরাধাবিনোদকিশোরজীর আরতি সমাপনান্তে গুরুবন্দনা, কীর্ত্তন ও পাঠ বক্তৃতাদি হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় ১০টার সময় সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। সকলেই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয় গান করিতে করিতে মহানন্দে মহাপ্রসাদ সম্মান করিতেছিলেন।

উৎসবের যাবতীয় ব্যয় ভার শ্রীযুত বাবু গণেশ চন্দ্র দেব বহন করিয়াছেন। তাঁহার সেবা-চেষ্টা বাস্তবিকই প্রশংসাই এবং উল্লেখ যোগ্য।

আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে

বর্দ্ধমান জেলার আমলাজোড়া হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ সরকার মহাশয় লিখিতেছেন—আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে গত ১লা আষাঢ় মঙ্গলবার ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে একটী বিরহ মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ হরিকিশোর প্রভু প্রায় ১॥ ঘণ্টা কাল ঠাকুরের উদার চরিত্রের বিষয় পাঠ করিয়াছিলেন, পরে কীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরে প্রায় দুই শত যুবক, বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। শ্রীপাদ যতিরাজ প্রভু ও শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ প্রভুর উৎসাহে এবং যত্নে উৎসবকার্য্য সুসম্পন্ন হয়

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীশ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল দুগ্ধক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। স্থূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সহ-ভাষ্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুইখণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীনাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—ধাম-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ।।০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থবাস্তব জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক ব্যাপারে কিছুমাত্র অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ'পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল-গোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটীভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসাবিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

বৈদিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদসহ। ভিক্ষা।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্যোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাম্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণাবলম্বিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রণীত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

শুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাত্রিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

নেতাদের সঙ্গে লাটের পরামর্শ

গত ১৯শে জুন অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় ব্রহ্মের লাটের সহিত স্থানীয় নেতাদের এক পরামর্শ বৈঠক বসিয়াছিল।

নেতারা বলেন যে, তাঁহারা বিদ্রোহের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। ইঁহারা লাটকে জানাইয়াছেন যে একদল দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন বর্মী বিদ্রোহের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। কারণ অবস্থা ক্ষীণতর হইবার সম্ভাবনা। এই হেতু ইঁহারা সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

লাট বাহাদুর বলেন যে নেতাদের বক্তব্য কি তাহা শুনিবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন যে [illegible] কর্মচারী দিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া নেতাদের কথার সমস্ত উত্তর দিতে পারিবেন না। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে নেতাদের উপদেশ বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখা হইবে।

লাটপ্রাসাদে আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনা হইয়াছে। আলোচনার প্রধান কথা এই যে কি উপায় অবলম্বন করিলে বিদ্রোহ অচিরে উপশম হয়। নেতারা অবশ্য বুঝিয়াছেন যে, বিদ্রোহ এমন ভাবে সমাপ্ত হওয়া উচিত নহে, যাহাতে বিদ্রোহীরা মনে করিতে পারে যে তাহারা জয়লাভ করিয়াছে। সরকার ক্ষমা করিবেন বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন সেই ঘোষণা নেতাদের মনঃপূত হইয়াছে, তবে তাঁহারা বলিয়াছেন যে ঘোষণার ভাষা ভাল হয় নাই এবং ক্ষমা আরও বিস্তৃত হইলে ভাল হইত। নেতারা বলেন যে কয়েকজন সর্দারের নাম নির্দেশ করিতে হইবে। তদ্ব্যতীত আর সকল বিদ্রোহীকে ক্ষমা করা হইল বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। এই ঘোষণা দ্বারা রাজনৈতিক অপরাধের ক্ষমা করিতে হইবে। এই সকল [illegible] আলোচনা হইয়াছে মাত্র কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কোন মীমাংসা হয় নাই।

বৈঠকে নেতারা আরও বলিয়াছেন যে আক্রান্ত অঞ্চলে [illegible] আবশ্যকতা এবং বিদ্রোহীরা যদি অস্ত্র সমর্পণ করে, তাহা হইলেও তাহাদিগকে কর্ম্মদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদ্রোহীদিগকে কৃষি কার্য্যে নিয়োজিত করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। সুতরাং কৃষি ঋণের পরিমাণ আরও বাড়াইতে হইবে।

লাট বাহাদুর নেতাদের ঐ সকল প্রস্তাব বিবেচনা করিবেন বলিয়াছেন। বৈঠকে আরও কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা হওয়ার পর বৈঠকের কার্য্য শেষ হয়।

মন্ত্রির সর্ত্তে জহরলাল

১৯শে জুন সন্ধ্যাকালে পুরুষোত্তম দাস পার্কে একটি সভায় পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহার বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বেই প্রয়োজন বশে তাঁহার এলাহাবাদ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।

গোলটেবিল বৈঠকের কথা উল্লেখ করিয়া পণ্ডিতজী বলেন যে তাহারা মহাত্মাজীর উপর নির্ভর করিয়া আছেন। মহাত্মাজী একাই সমগ্র জাতির প্রতি-

যুক্তপ্রদেশের কৃষকদের দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে তাহাদের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

পণ্ডিতজী আরও বলেন যে তাহাকে অনেকে পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন চালাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি বলেন যে, তিনি মহাত্মাজীর আদেশ পালন করিবেন ও সন্ধির সর্ত্ত পালন করিয়া চলিবেন।

প্রধান মন্ত্রীর লণ্ডন যাত্রা স্থির

কাম্বারে [illegible] ডাক্তার ক্রু এবং ডাক্তার কাটিরাস ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড এবং পররাষ্ট্র সচিব মিঃ হ্যাণ্ডারসনকে বার্লিন যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হইয়াছে। আগামী ১৭ই জুলাই মিঃ ম্যাকডোনাল্ড এবং মিঃ হেনডারসন বার্লিন যাত্রা করিবেন।

'ভগৎসিং' পুস্তক সংক্রান্ত মামলা আসামিগণ জামিনে খালাস

এলাহাবাদের সেসন জজ 'ভগৎসিং' পুস্তক মামলার আসামী কে, এন, সান্যাল ও [illegible]কে গত ১৮ই জুন জামিনে খালাস দিয়াছেন।

মেদিনীপুরে বিদেশী বস্ত্র

মেদিনীপুরের বস্ত্র ব্যবসায়ীরা প্রায় ৬ মাস পূর্ব্বে তাহাদের মজুত বিদেশী বস্ত্রগুলি কংগ্রেসের লোকদিগের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে গাঁইট বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত ঐ সকল গাঁইটের বস্ত্রে কংগ্রেসের মোহর দেওয়া হয় নাই। গত সপ্তাহে কংগ্রেসের কর্ম্মীরা ঐ সকল বস্ত্রে মোহরাঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে মেদিনীপুরে বিদেশী বস্ত্রের বিক্রয় একেবারে নাই।

দেশীয় রাজ্যের উদারতা

কপূর্থলার মহারাজা রবি শস্যের জন্য তাঁহার রাজ্যের প্রজাদিগের বহুল পরিমাণে জমির খাজনা মকুব করিয়াছেন। মোট খাজনা মকুবের পরিমাণ এক লক্ষ টাকা। ক্রমে ক্রমে এই সাহায্য দেওয়া হইবে। সামান্য জমির মালিকরা খাজনা দেওয়ার দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। পঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই রাজ্যে প্রজাদিগের দাবী সহানুভূতি ও উদারভাবে বিবেচনা করা হইয়াছে।

বিষ মিশ্রিত খাদ্য ভক্ষণে নাগা সন্ন্যাসীর মৃত্যু

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে ঢাকায় কতিপয় নাগা সন্ন্যাসী আগমন করেন। কলুটোলা আখড়ায় স্থানীয় একজন বাসিন্দা তাঁহাদিগকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করেন। উহার অল্পক্ষণ পরেই তাঁহারা সকলেই পীড়িত হইয়া পড়েন [illegible]। দুইজনের এসিয়াটিক কলেরায় মৃত্যু হইয়াছে। বিষ মিশ্রিত খাদ্য ভক্ষণের ফলে তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে

রায়বেরিলিতে ১৪৪ ধারা অমান্যের সঙ্কল্প

রায়বেরিলি জিলায় ১৪৪ ধারার আদেশ জারীর জন্য কংগ্রেসের কাজে বাধা পড়িতেছে। এদিকে খাজনা আদায়ের যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইতেছে, তাহাতে প্রজারাও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ অবস্থার জন্য কংগ্রেস কর্ম্মীদের মহলে এইরূপ প্রবল গুজব রটিয়াছে যে, ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করা হইবে। প্রকাশ এ বিষয়ে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর পরামর্শ লওয়া হইতেছে। তিনি আগামী সপ্তাহে রায়বেরিলি আসিবেন। একটি তদন্ত কমিটীও অনাচারের তদন্ত করিবেন।

দিল্লী মহিলা সম্মিলনে লেডী উইলিংডন

১৮ই জুন অপরাহ্ণে দিল্লীর প্রাদেশিক মহিলা পরিষদ লেডী উইলিংডনের জন্য এক প্রীতিসম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সম্মিলনের পক্ষ হইতে অভিনন্দনের আকারে কাউন্টেসকে আন্তরিকতার সহিত অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। গত তিন বৎসরের মধ্যে মহিলা পরিষদ কি কাজ করিয়াছেন এবং সামাজিক গঠনকার্য্যের জন্য আরও কি করা কর্ত্তব্য, তাহাও উহাতে উল্লেখ করা হইয়াছিল।

উত্তরে লেডী উইলিংডন বলেন—এই বিরাট দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে কিছুই বলিবার উপায় নাই। গবর্ণমেণ্টের উপর যে দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা যতই তাহার নিজের স্কন্ধে পড়িবে, ততই তাঁহার জনসাধারণের ভিতর সহযোগিতা সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয় হইবে। ভবিষ্যতে ভারত যে সুখ ও শান্তি লাভ করিবে বলিয়া আমরা সকলেই আশা করি, তাহা সম্ভব করিবার জন্য ভারতের নারী সমাজকে সহায়তা দান করিতে হইবে।

কনেষ্টবল গ্রেপ্তার পিস্তল চুরির জের

বিদায় প্রাপ্ত মুনসেফ শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন হইতে একটি কলের পিস্তলসহ একটি টিনের বাক্স অপহরণ সম্পর্কে ওয়ারি পুলিস থানার কনষ্টেবল নামের ভজন সিং ধৃত হইয়াছে। পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

কানপুরে সশস্ত্র ডাকাতি

কানপুরের বড় বস্ত্র বাজারের চক কানুকোটার প্রসিদ্ধ বস্ত্র বিক্রেতা রাম ভরসা লক্ষ্মীনারায়ণ নামক দোকানের কেশিয়ার একদল সশস্ত্র ডাকাতের গুলীতে নিহত হইয়াছে। ডাকাতেরা তাঁহাকে হত্যা করিয়া টাকার থলিয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা সংখ্যায় ৩ জন ছিল।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ রাত্রি ৮৷৷০ ঘটিকার সময় ৩ ব্যক্তি পিস্তল লইয়া দোকানে প্রবেশ করে এবং কেশিয়ারের হাত হইতে টাকার থলিয়া ছিনাইয়া লয়। ঐ সময়ে ঘরে আর কেহ ছিল না। তিনি সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে থাকেন ও ডাকাতদের অনুসরণ করিতে থাকেন। ডাকাতেরা তাঁহাকে গুলী করে। গুলীর ফলে ৩ মিনিটের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। আততায়ীদের এখনও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ভারত সরকারের ব্যয় সঙ্কোচ সাব কমিটীর অধিবেশন

সিমলা হইতে সংবাদ প্রকাশ সাধারণ বিষয়ে ব্যয় সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে যে সাব কমিটী নিয়োগ করা হইয়াছে তাহার অধিবেশন আগামী ২৯শে জুন আরম্ভ হইবে।

Reg No C.1544

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ৯ই আষাঢ় বুধবার ১৩৩৮, ২৪শে জুন ১৯৩১

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

বিলাতী বর্জ্জনে শ্রীযুত ওয়ালচঁাদের উক্তি

পাঁচশত বাড়ী ভস্মীভূত

মিঃ বলডুইনের হাহুতাশ—ভারত সম্বন্ধে আলোচনা

বিমানযান ভূপতিত

নরহত্যার সহিত সশস্ত্র ডাকাতি

বঙ্গে অর্ডিন্যান্সের প্রকোপ

স্বরাজগঠন সমিতিতে নেতৃবর্গ

১দিনে ১৮টি ডাকাতি

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার

কৃষ্ণনগর ব্যায়াম সমিতির শ্রীমান মন্মথনাথ প্রামাণিক গত ১৭ই জুন পুলিশ কর্ত্তৃক নিজগৃহে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। বাটীও খানাতল্লাস করা হইয়াছিল কিন্তু কিছু পাওয়া যায় নাই। গ্রেপ্তারের কারণ এখনও জানা যায় নাই, পূর্ব্বে পুলিশ আরও দুইবার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল।

বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন
শ্রীযুত ওয়ালচাঁদের উক্তি

"ভারত যতদিন পূর্ণ স্বরাজ লাভ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত পূর্ণোদ্যমে বিলাতী বর্জ্জন আন্দোলন চলিতে থাকিবে।" জাতিসঙ্ঘের সভায় ভারতীয় মালিকগণের প্রতিনিধি শ্রীযুত ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ উক্ত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিদেশী শাসকগণের সহিত ভারতবর্ষ যে ভীষণ সংগ্রাম চালাইতেছেন, বিদেশী শাসক নিরস্ত্র দেশবাসীর উপর বেপরোয়া অত্যাচার করিতেছে, কিন্তু তথাপি ভারতের সঙ্কল্প ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যতদিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা অর্জ্জিত না হয়, ততদিন ভারত বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিবে।

পাঁচশত বাড়ী ভস্মীভূত
হাজার লোক গৃহহীন

টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত বাসুদেবা-নাথুর গ্রামের ইন্দ্রকুল পল্লীতে অগ্নি-কাণ্ডের ফলে প্রায় এক হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে এবং একজন দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। প্রায় পাঁচশত বাড়ী ভস্মে পরিণত হইয়াছে।

মিঃ বলডুইনের হাহুতাশ
ভারত সম্বন্ধে আলোচনা

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ গত ১৮ই জুন ম্যাকডোনাল্ডের বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ বলডুইন বলিয়াছেন, আজ ভারতের সমস্যাই আমাদের মস্তিষ্ককে অধিক আলোড়িত করিয়াছে। যদি ভারতের সমস্যা সমাধান করিতে না পারি, তবে তাহা হইলে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবে। প্রাচী আজ প্রতীচি অপেক্ষা দ্রুতগতিতে পরিবর্ত্তনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনকে আর দাবাইয়া রাখা চলে না। তবে সেপ্টেম্বরের গোলটেবিল বৈঠকে অর্থ-নৈতিক সংরক্ষণ, বৃটিশ বাণিজ্যের সংরক্ষণ, শান্তি ও শৃঙ্খলার সংরক্ষণ ও অল্প সংখ্যকদের সংরক্ষণ—এই চারি প্রকার সংরক্ষণ করিতে হইবে। ভারতের সমস্ত সমস্যা আলোচনা করিতে এখনও ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা মস্তিষ্ক বিশিষ্ট লোকদের প্রয়োজন।

বিমান যান ভূপতিত

দিল্লীর সেন্ট্রাল জেলের সম্মুখে গত ১৭ই জুন হিন্দু কলেজের কোন ছাত্র কর্ত্তৃক পরিচালিত একখানা এরোপ্লেন ভূপাতিত হইয়া যায়।

ঘটনার বিস্তৃত বিবরণে প্রকাশ, হিন্দু কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র বনবীর সিং বিমান-চালনায় বি শ্রেণীর লাইসেন্স পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বিমান-পরিচালনা দেখিবার জন্য তাঁহার কয়েক-জন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন। কিছুক্ষণ বেশ নির্বিঘ্নে কাটে, কিন্তু হঠাৎ ২ হাজার ফিট উপর হইতে এরোপ্লেনটি ঘুরিয়া নীচে পড়ে। বিমানচালক জখম হন নাই, বিমান অল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

---

১২ হাজার টাকা অপহৃত
ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটের বাটীতে চুরি

গত [illegible] রাত্রিতে পাবনার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত শিব নন্দন প্রসাদের বাটীতে একটি চুরি হইয়া গিয়াছে। ফলে নগদ টাকা ও অলঙ্কারে প্রায় ১২ হাজার টাকা অপহৃত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম্, এস্, এফ্‌ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

একটু তলাইয়া দেখিতে হইবে এবং তজ্জন্য জীবতত্ত্বের মূলের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক।

জীব—কৃষ্ণের তটস্থা শক্তিবিশেষ। জীবের স্বভাব যখন গঠিত হয়, তখন সে সময়ের কর্ম্মকর্ত্তা কেবল ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহ নহেন। জীব অণুচিৎ বস্তু, বিভুচিৎ শ্রীকৃষ্ণের অংশ; সে কারণ জীবের চিদ্ধর্ম্মের গঠনেই স্বাতন্ত্র্যধর্ম্ম অনুস্যূত। অতএব গঠনকর্তৃত্বসম্বন্ধ গঠনের সহিতই রহিল। গঠনের পর জীব যে সমস্ত কার্য্য করিতে থাকিবে, তাহাতে আদিকর্ত্তার আর সম্বন্ধ থাকে না।

এইরূপ স্বাতন্ত্র্য বা স্বতঃ কর্তৃত্বধর্ম্ম-বিশিষ্ট জীব হয় ভগবদুন্মুখ না হয় ভগবদ্বিমুখ হইবে। সেই কার্য্যই জীবের প্রথম কার্য্য অর্থাৎ হয় নিত্যকাল ভগবৎসেবা না হয় নিত্যকাল ভোগের স্পৃহা। এই কার্য্যে জীবের মুখ্য কর্তৃত্ব বর্ত্তমান। কিন্তু সেই কার্য্যসময়ে তাহার ফলদান ক্রিয়াতে ঈশ্বরের অমুখ্য কর্তৃত্ব। মায়াভিনিবেশের পর অর্থাৎ অনাদি ভগবদ্বিমুখতা লাভের পর জীব যে কার্য্যটী করিতে থাকিবেন, তাহাতে তাঁহার মুখ্য কর্তৃত্ব সর্ব্বদাই থাকে। প্রকৃতি সেই কার্য্যের সহায়তা করেন বলিয়া উহাতে তাঁহার গৌণকর্তৃত্ব এবং ফলদান বিষয়ে ঈশ্বরের অমুখ্য কর্তৃত্ব বর্ত্তমান। স্বতঃ কর্তৃত্বধর্ম্মবশে জীব মায়াভিনিবেশ করিলেও তাঁহার মুখ্য কর্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্যধর্ম্ম কখনই লোপ হয় না। অবিদ্যা প্রবেশের পর জীব যত কর্ম্ম করিতে থাকেন, সে-সকল ফলোন্মুখ হইলেই ভাগ্য নামে অভিহিত হয়। জীবের ভাগ্য জীবের কর্ম্মফলানুসারে বিচারিত ফলবিশেষ।

আর্থিক ও পারমার্থিক ভেদে কর্ম্মসকল দুই প্রকার। আর্থিক কর্ম্মে আর্থিক বা জাগতিক ভাগ্যোদয় এবং পারমার্থিক কর্ম্মে পারমার্থিক বা নিত্যকল্যাণ সম্বন্ধে ভাগ্যোদয় হয়। জাগতিক বা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য লইয়া যে সমস্ত কর্ম্ম কৃত হয়, তাহা-রাই আর্থিক। পরমার্থকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল কর্ম্ম কৃত হয়, সে সমুদয় পারমার্থিক, যথা—সাধুসেবা, তীর্থভ্রমণ ও ভগবৎসেবা প্রভৃতি। এই সকল কর্ম্ম করিলে জীবের ভক্তিবাসনারূপে এক প্রকার সংস্কার উৎপন্ন করিয়া থাকে। সে সংস্কার ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া জীবের সৌভাগ্য বা সুকৃতি নাম লাভ করে। ইহাই জীবের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি। ইহা ব্যতীত আর দুই প্রকার ভাগ্যের কথা পাওয়া যায় যথা ভোগোন্মুখী ও মোক্ষোন্মুখী। পরমার্থ রাজ্যে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিই জীবের একমাত্র বাঞ্ছনীয় বস্তু এবং তাহাই জীবের সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচিত। ভক্তগণ ভোগোন্মুখী বা মোক্ষোন্মুখী সুকৃতির জন্য লালায়িত হন না।

সেই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে জীবের সংসারবাসনা দুর্ব্বল হইতে থাকে। যখন উহা অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, তখন সংসারক্ষয়ে স্বরূপধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তির উদ্বোধক সৌভাগ্য-সংস্কার অধিকতর পুষ্টিসহকারে জীবের হৃদয়ে শ্রদ্ধা উৎপাদন করে। সেই শ্রদ্ধার ফলে জীব সাধুসঙ্গক্রমে সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করেন এবং কৃষ্ণে রতি উৎপন্ন হইলে তাঁহার সর্ব্বসিদ্ধি লাভ ঘটে। এইরূপ সৌভাগ্যের ক্রম অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি শ্রীনারদের চরিত্র সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। দেবর্ষি নারদ তাঁহার সৌভাগ্যের বর্ণন করিয়া শ্রীল ব্যাসদেবকে বলিতেছেন, —"হে ব্যাস! পূর্ব্ব জন্মে আমি কোন দাসীপুত্র ছিলাম। আমার মাতা কতক-গুলি বেদবাদী ভক্তিযোগীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্যোপলক্ষে একস্থানে বাস করিতে ইচ্ছুক হইলে আমি বালক হইলেও তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। সেই ভাগবতদিগের উচ্ছিষ্ট একবার ভক্ষণফলে আমার সমস্ত কল্মষ দূর হইয়াছিল। সেই কার্য্যফলে আমার বিশুদ্ধচিত্তে তন্মেধন-ভজনে শ্রদ্ধা জন্মিল। শ্রদ্ধা হরিকথা শুনিতে শুনিতে শ্রীহরিতে আমার প্রীতি উৎপন্ন হইল।

অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, জীবের বহু জন্মের সুকৃতির ফলে তাঁহার সৌভাগ্যের উদয় হয়। ঐরূপ ভাগ্যোদয়ে সাধুসঙ্গ প্রাপ্ত হয়। ক্রমে সেই শ্রদ্ধার ফলে ভজন, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তির পর ক্রমশঃ প্রেমের উদয় হয়, যে জীবনে ভাগ্যোদয় হয়, সে জীবনে শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়, এই জন্যই শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গকে সকল কল্যাণের মূল বলা হয়। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
কৃষ্ণ, তোমার হঙ, যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করেন পার॥"

অতএব ভাগ্য বলিতে কেবলমাত্র অন্ধ ঘটনা বলিয়া আমাদের যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তাহা সমূলে বিনষ্ট হইল। ইহাতে জীবেরই মুখ্য কর্তৃত্ব বর্ত্তমান। প্রকারান্তরে ভাগ্য জীবের নিয়ামক বলিয়া প্রতীত হইলেও জীবই স্বয়ং স্বতন্ত্র ধর্ম্মবশে তাঁহার নিজ ভাগ্যের প্রত্যেক কর্ত্তারূপে বর্ত্তমান। মূলে জীব ইচ্ছামত তাঁহার নিজ ভাগ্যের গঠন ও পরিবর্ত্তনাদি করিতে সমর্থ।

প্রতারণা

(শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য)

মনের খেয়াল, সাময়িক উত্তেজনার বশে বা হাতের জল শুদ্ধির জন্য যে গুরু-পদাশ্রয়ের অভিনয়, তাহাতে অজ্ঞান অন্ধকার দূর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নিঃশ্রেয়সপ্রার্থী শিষ্য ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর পাদপদ্মে সম্যক্ প্রকারে অভিগমন করিয়া প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন সহকারে সেবা করিবেন, কিন্তু আমি গুরু-সেবা বাদ দিয়া সর্ব্বস্ব কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণের নাম করিয়া কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দেওয়ার ন্যায় প্রতারণা করিয়া বঞ্চিত হইয়াছি, পাখীর মত মুখে বলি—

মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিনু তুয়া পদে নন্দকিশোর॥
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ও পদ বরণে॥

কার্য্যতঃ আমার যথাসর্ব্বস্ব নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণের বা আত্মীয় স্বজনের ভোগের জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিয়া থাকি এবং ব্যয়-করি। কৃষ্ণসেবায় কিছু মাত্রও ব্যয় করিতে কুণ্ঠাবোধ করি; বরং ভগবান আমার ঐ সকল রক্ষা করুন, ইহা প্রার্থনা করি। কেহ আমার সম্পত্তিতে কটাক্ষ করিলে কৃষ্ণেরই সব বলিয়া প্রতারণা করায় গুরুপাদপদ্মের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

আমার ভোগের আকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকায় অর্থ সংগ্রহের জন্য কত কষ্টই না স্বীকার করিয়া থাকি, সঞ্চিত অর্থ নষ্ট হইলে বড়ই দুঃখিত হই। কৃষ্ণসেবা হইল না বলিয়া দুঃখ হয় না। ভোগ করিতে পারিলাম না বলিয়া শোক, ইহাই আমার ভজনপথের অনর্থ, তাহা বুঝিয়াও বুঝি না। অবিদ্যা জনিত অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার জন্য শোক মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা—ষড়ূর্ম্মি সর্ব্বদাই উদ্বেগ দিতেছে। মুখে বলি, চতুর্ব্বর্গ চাই না, কিন্তু অর্থকামলাভের আশা আমার অস্থিমজ্জাগত হইয়া অন্তর প্রদেশকে সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মুখে অনেক শাস্ত্রীয় শ্লোক আওড়াইলেই বা কি হইবে। আমার কপটতা বশতঃ সদ্‌গুরুর সিদ্ধান্তবাণী শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য কিছুই হৃদয়ে ধারণা হইতেছে না। অকৃত্রিম আন সরল করিয়া গুরুদেবের শাসনাধীনে থাকা না থাকা নিজের ইচ্ছাধীন হওয়ায় শ্রীগুরুর পাদপদ্মে প্রপন্ন হইতে পারিলাম না, কায়মনোবাক্যে শরণ লইলাম না, সর্ব্বাত্মনা প্রপন্ন না হওয়ায় মায়াকবলিত রহিলাম, আদৌ গুরুপদাশ্রয় করিবার কালে আত্মসমর্পণ করিবার সময় প্রতারণা করিলাম, আমার কল্যাণলাভ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

এখনও দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিবার উৎকণ্ঠা জাগে নাই, সৎকার্য্যে রুচি জন্মিল না। এখনও প্রজল্পে বড়ই আনন্দ লাভ করি। সাধুকার্য্যে যত আলস্য জাড্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এমতাবস্থায় মঙ্গল লাভের আর আশা কি? প্রতারণা করার ফলে অহঙ্কার প্রবল হইয়া ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করিয়াছে।

'ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করি এই নিবেদন
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসার নিধি তাহে ডুবাইল বিধি
কেশে ধরি মোরে কর পার॥'
'ভরসা আমার এই মাত্র নাথ
তুমিত করুণাময়।
তব দয়াপাত্র নাই মোর সম
অবশ্য ঘুচাবে ভয়॥'

সুমেধতিথি পালনোৎসব

আসাম গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রমে

শ্রীগৌড়ীয়মঠ রক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের কৃপাদেশে গত ১লা আষাঢ় মঙ্গলবার গোয়ালপাড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রমে "ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সপ্তদশ বার্ষিক বিরহ মহোৎসব" বাসরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নগর সংকীর্ত্তন সঙ্ঘ বহির্গত হইয়াছিল, কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার দরুণ নগর পরিভ্রমণে বাধা জন্মে। সারাদিন বৃষ্টি হয়। আশ্রমেই শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, ঠাকুরের অলৌকিক জীবন কাহিনী কীর্ত্তন ও বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দুর্য্যোগ হইলেও আশাতীত লোক পরমানন্দে মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে

বিগত ৬ই জুন মঙ্গল বাসরে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ মহোৎসব সুসমাহিত হইয়াছে। উষাকীর্ত্তনের মঙ্গল-মধুর আলাপে গগন-পবন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর আবার সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। ঠাকুর মহাশয়ের স্ব-রচিত পদাবলী সুললিতস্বরে গীত হয় ও চরিতামৃত কীর্ত্তিত হয়। পরিশেষে সমাগত ভক্তবৃন্দ বিচিত্র মহাপ্রসাদের সম্মান করেন। মহোৎসবে বহুসংখ্যক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে

শ্রীধাম বৃন্দাবনের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীপাদ গণপতি ব্রহ্মচারী প্রভুর সেবা-চেষ্টায় গত ১লা আষাঢ় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পাঠ ও সঙ্কীর্ত্তনাদি এবং সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৯।৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

ঐ

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গ, ত্রিদণ্ডের দণ্ড ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী রূপভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গোপকন্যা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥৹ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা টাকা

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵৹ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার তত্ত্বাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶৹ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ'পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই —চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের তত্ত্বীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-ভক্তিমার্গী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। সপ্ত সংস্করণ, ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধ শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

নমিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত পদ্যগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ।০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজসাহেবের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, লালসাময় গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুর্ব্বষ্টক, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও নিষ্কিঞ্চনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠস্থিত তুলসীমালার ন্যায় অমূল্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রভুর বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৫ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

Reg No C.1544

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ৯৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯৬তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১০ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১৩৩৮, ২০শে জুন ১৯৩১

দিল্লীতে জহরলালজী

বর্ম্মা-বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ

পিকেটিংএ পক্ষপাতিত্ব

মহাত্মাজীর নিকট পঞ্জাব হিন্দুসভার তার

বজ্রাঘাতে ৪টী গরুর মৃত্যু

দীনেশগুপ্তের প্রাণদণ্ড রহিতের দাবী

ম্যাড্রাজে প্রবল বন্যা

মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সমস্যা

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ

সতীন্দ্রনাথ সেনের বরিশাল প্রবেশে বাধা

নানা কথা

দিল্লীতে জহরলালজী

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ২২শে জুন প্রাতে এলাহাবাদ হইতে দিল্লীতে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ রেল ষ্টেশনে যাইয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। পণ্ডিতজী সেখানে ডাক্তার এম, এ, আনসারীর বাটীতে গমন করেন। দিল্লী কংগ্রেসের নির্ব্বাচন সংক্রান্ত বিপদে পণ্ডিতজীই একমাত্র সালিশ নিযুক্ত হইয়াছেন। ঐ সম্পর্কেই তিনি দিল্লী আসিয়াছেন।

বর্ম্মা-বিদ্রোহীর আত্মসমর্পণ

প্রোমের ডেপুটি কমিশনার তারযোগে জানাইতেছেন, দয়াপ্রকাশের ঘোষণার সর্ত্ত অনুসারে ৮৩ জন বিদ্রোহী ইতো-মধ্যেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে। প্রত্যহ আরও অনেকে এইভাবে আত্মসমর্পণ করিতেছে।

হাজানার অঞ্চলে আরও কয়েকটি ডাকাতি হইয়াছে। একটি স্থানে গ্রাম-বাসীরা ডাকাতদের কার্য্যে বাধা দেয় [illegible] একজনকে আহত করিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি পরে পলাইয়া যায়।

আর একটি গ্রামে গ্রামবাসীরা একজন ডাকাতকে ধরিয়াছেন। এই ব্যক্তির [illegible] মারা যায়। [illegible]

[illegible]

মহাত্মার নিকট পাঞ্জাব হিন্দু সভার তার

পাঞ্জাব হিন্দু সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক সভায় মহাত্মাজীকে অনু-রোধ করিয়া এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, মহাত্মাজী যেন এই প্রদেশের সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরোধী এমন কোন বিষয়ে মুসলমানদের স্বপক্ষে মত না দেন। মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করিবার পূর্ব্বে তিনি যেন সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করেন।

বজ্রাঘাতে ৪টী গরুর মৃত্যু

গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ণ ৪টার সময় গোয়ালন্দের উত্তর পারে পদ্মা নদীর ধারে চানাচরে টিনের গোয়াল ঘরে একটি বজ্রপাত হয় ফলে ৪টি গরু মারা গিয়াছে।

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ

ত্রিচিনাপল্লী হইতে এক সংবাদে প্রকাশ তথায় কাল্লরি নামক সম্প্রদায়ের লোক ও অনুন্নতদের মধ্যে একটা ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ঘটনাস্থল ত্রিচি তালুকের কুঠাপল্লী নামক গ্রাম। কাল্লারগণ আদি দ্রাবিড় ও দেবেন্দ্র কালা কেল্লালার নামক অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের উপর যে সকল সামাজিক বাধা রাখিয়াছিল, তাহারই ফলে এই সংঘর্ষটা বাধিয়াছে। প্রায় এক ডজন লোক জখম হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তন্মধ্যে ৯জনের অবস্থা সাংঘাতিক।

মার হতবাদ্য হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ৭টী স্থানে চরমপন্থীরা আগুন লাগাইয়া দিয়াছে।

পিকেটিংএ পক্ষপাতিত্ব

কাণপুর ব্যবসায়িগণ অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীদের দোকানে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী পিকেটিং করা হয় নাই। এ সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য কাণপুর কংগ্রেস কমিটী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকে আহ্বান করিয়াছেন। প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধী আগামী সোমবার কাণপুরে পৌছিবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এস্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—১০ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার—১৩৩৮

অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত
সৎসাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক

ধারাবাহিক গবেষণা

(১২)

[illegible]রসিকবাদ

এই সম্প্রদায় সহজিয়াদলেরই অন্তর্গত। ইহারা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রূপগোস্বামী, জয়দেব প্রভৃতি নয়জনকে রসিক ভক্ত মনে করে এবং তাঁহাদের সহিত নয়জন প্রকৃতিকে আশ্রয় কল্পনা করিয়া আদর্শজ্ঞানে স্ব-স্ব সাধনে প্রবৃত্ত হয়। এই সম্প্রদায়ের লোক আপনাকে রসিক মনে করে। শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ পালন করা ইহাদের মতে নৈতিক। ইহারা বৈষ্ণবদিগকে বৈধ, শুষ্ক, বহির্ম্মুখ প্রভৃতি সংজ্ঞায় ভূষিত করে।

নিরাকারবাদ

এই মতে—ঈশ্বর আছেন, তাঁহার দয়া আছে, কিন্তু তাঁহার চিন্ময় নিত্যবিগ্রহ, বিশিষ্টতা-শক্তি নাই। ঈশ্বরের জড়াতীত অধিষ্ঠান আছে বটে, কিন্তু অনন্তশক্তিমত্তের কালরাজ্যাতীত চিন্ময় নিত্যবিগ্রহ থাকিতে পারে না। জীব যদিও তাঁহা হইতে উৎপন্ন, তথাপি নিত্যস্বরূপ ভগবানে তত্ত্বধর্ম্মাধিষ্ঠান থাকিলেই ধর্ম্ম অশুদ্ধ হইয়া পড়িবে। নিরাকারশক্তি ব্যতীত সাকার জড়বিপরীত শক্তি তাঁহার হইতে পারে না।

নিরীশ্বরবাদ

পরোপকার, পিতৃমাতৃ-পূজা ও প্রাচীন পন্থায় অসুবিধা হইয়া থাকিলে কাহারও অপেক্ষারহিত হইয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইবার চেষ্টাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মসাধনের চেষ্টা বা ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ করা অধর্ম্ম। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মৃত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতকে ধর্ম্ম মনে করেন।

নৈমিত্তিকদেবতাবাদ

ওলাউঠা রোগ নিবারণের জন্য ওলাদেবী, বসন্ত নিবারণের জন্য শীতলা, মুস্কিল নিবারণের জন্য সত্যপীর প্রভৃতি নানা কারণে নৈমিত্তিক দেবতার উদয় হয়। সন্তানের শুভের জন্য ষষ্ঠী, সর্পের জন্য মনসা প্রভৃতি নানা দেবতার উপাসকগণ এই বাদ অনুমোদন করে।

প্রাচীনবাদ

এই মতে—ভাল হউক, মন্দ হউক, কিছু বিচার না করিয়া যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাই পালন করিলে ধর্ম্ম পালিত হয়। নূতন যাহা কিছু ভাল জানা যাউক না কেন, প্রাচীনতা তাহা অপেক্ষা আরও ভাল। ইহাদের মতে কালক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধি কমিয়া গিয়া প্রাচীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবদ্ধ হইতেছে।

বলাহাড়ীবাদ

বলরাম নামক নদীয়া জেলার মেহেরপুরের মল্লিক বাড়ীতে পদচ্যুত হইয়া সন্ন্যাসীর বেশে আপনাকে রামের অবতার বলিয়া প্রচার করে। জগতের স্রষ্টা মানবের হাড় সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া হাড়ীবংশে তাহার জন্ম হয়। গৃহস্থ ও উদাসীন উভয় প্রকার শিষ্যই ইহাদের মধ্যে আছে। বলরামের দৈবশক্তি ছিল। এই দলে সকল জাতি প্রবেশ করিতে পারে।

ভাগবতবিরুদ্ধবাদ

এই মতে শ্রীমদ্ভাগবত—মহাপুরাণের অন্তর্গত এবং ব্যাসদেবরচিত নহে, দেবী ভাগবতই পুরাণ। ইহাদের মতে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রকে অশাস্ত্র প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই চরম প্রাপ্তি অবশ্য লভ্য হইবে।

যোগবাদ

স্থূল শরীরের প্রত্যঙ্গসমূহ যমনিয়মাদি দ্বারা আয়ত্ত করিবার পর সূক্ষ্মশরীরকে বাসনারাজ্য হইতে উঠাইয়া লইয়া ঈশ্বর প্রণিধান অথবা অন্য কোন উপায়ে স্থূল সূক্ষ্ম দ্বিবিধ আবরণ হইতে উন্মুক্ত হইয়া সমাধি লাভ করাই প্রয়োজন। সমাধিলব্ধ অবস্থায় আনন্দ থাকিলেও চিদ্‌বিচিত্রতার সম্ভাবনা নাই।

রাত্রিভিখারীবাদ

এই মতে রাত্রিকালে ভিক্ষা করা ধর্ম্মের অঙ্গবিশেষ; দিবাভিক্ষা নিষিদ্ধ, ইহাদের মধ্যে অযাচিত ভিক্ষার বিধি প্রচলিত আছে। ইহাদের সহিত গায়কদল ও ধামাধরা থাকে। ধামাধরাগণ ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য বহন করে মাত্র। ইহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া থাকে। তিন স্থানের অধিক চতুর্থ স্থানে ইহারা ভিক্ষা করে না।

রামবল্লভবাদ

কর্ত্তাভজাদলের কয়েক ব্যক্তি ভিন্ন হইয়া রামবল্লভ নামক এক ব্যক্তিকে শিবাবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্বসমন্বয় শঙ্করবাদ প্রচার করে। সমস্ত মতকে একমত করিবার প্রয়াসই ইহাদের ধর্ম্ম। কোন আচারের অধীনে [illegible] করা ইহাদের অভিপ্রেত নহে। এই মতে চৌর্য্য ও লাম্পট্য দূষণীয়। সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান, আপনাকে তৃণজ্ঞান ও পরস্পরের প্রীতিবর্দ্ধনকেই ইহারা ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করে। কালী, কৃষ্ণ, গড, খোদা প্রভৃতি সকলই এক।

রামানন্দ সম্প্রদায়বাদ

ইঁহারা রামানুজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন। রাম-সীতার উপাসনা করিলেও বস্তুতঃ ইহারা অদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্বীকার করেন না। এই সম্প্রদায় হইতেই কবির রয়দাস প্রভৃতি কয়েকটী বিভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। রামানন্দিগণ বিষ্ণুর উপাসক হইলেও অন্যাভিলাষিতাশূন্যা ভক্তির কোন উপাদেয়ত্ব বোধ করেন না। ইঁহারা আপনাদিগকে রামাৎ বলিয়া থাকেন এবং ব্রাহ্মণসংজ্ঞায় ভূষিত হন। ইঁহাদের তিলক রামানুজীয় তিলকের সদৃশ।

রূপকবাদ

এই মতে ভগবানের নিত্য চিদ্বিশেষসমূহ রূপক মাত্র। রূপকবাদী প্রকৃতপক্ষে নির্ব্বিশেষবাদী। যে কিছু চিজ্জ্ঞান, সমস্তই অমূলক। কৃষ্ণলীলা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীরই বর্ণন মাত্র, ঐতিহাসিক ঘটনা নাই।

বাবাজীবাদ

এই মতে গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ব্যতীত আর কেহই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সাধক হইবার যোগ্য নহেন। গৃহত্যাগ করিলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রেমভক্তি করতলগত হইবে এবং গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের আচার্য্যসম্মান লাভ ঘটিবে। বিশুদ্ধ কামগন্ধহীন প্রেম গৃহত্যাগী বাবাজীতে থাকুক বা নাই থাকুক, শ্রীচৈতন্যের নামে গৃহ ত্যাগ করার জন্যই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাধুতা ও ভক্তি হইয়াছে জানিতে হইবে এবং যে কোন পাপ বা কপটতা আচরণ করুন না কেন, তাঁহার গোলোকপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। কাহারও কাহারও মতে প্রকৃতিসাধন কর্ত্তব্য। এই সাধনক্রমে সন্তানাদিদ্বারা সমাজ উৎপন্ন হইবে—ইহা অভিপ্রেত নহে।

বুজরুগবাদ

ইহাদের মত এই যে, সাধুমাত্রেরই অলৌকিক শক্তি আছে। যাহার যে পরিমাণে অলৌকিক শক্তি, ধার্ম্মিকগণের মধ্যে তিনি ততদূর অগ্রসর। বুজরুগীই ধর্ম্ম; তদ্দ্বারা, মানব যাহা করিতে পারে না, তাহা সম্পন্ন করিবার শক্তি লাভ করা যায়। অনেক লোক এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

হরিবংশবাদ

ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপালভট্টের শিষ্য হরিবংশ এই বাদের স্থাপয়িতা। ইহাদের উপাস্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং সকলেই স্বকীয়বাদী। হরিবংশকে ইহারা হরিবংশ গ্রন্থের অবতার বলেন। ইহারা গোকুলায় বলিয়া খ্যাত।

হরিবোলাবাদ

ইহারা মুক্তিবাদী। গুরুর স্থূলদেহই পরমেশ্বরের মূর্ত্তি। সর্ব্বদা হরিনাম করাই ইহাদের সাধন। জপমালা দ্বারা নামসংখ্যা গ্রহণের ব্যবস্থা ইহাদের মধ্যে নাই। নারায়ণ ঠাকুরের উদ্দেশে সন্তান ভূমিষ্ট হইলে তুলসী মৃত্তিকা সন্তানের গায়ে লেপন করে। তুলসীতলায় বাতাসা ও মিষ্ট দ্রব্যাদি হরির লুঠ দিয়া ইহাদের কাম্যপূজা সমাধা হয়।

শাক্তবাদ

এই মতে শক্তিই জগতের মূলা প্রকৃতি। তিনি চেতনময়ী। শক্তি হইতে শক্তিমান্ সমূহের উদয় হয় এবং শক্তিতেই নিঃশক্তিক হইয়া শক্তিমত্তা ধ্বংস হয়। ইহাদের মতে শক্তিমানের শক্তি নয়, শক্তির শক্তিমান্। জীব—শক্তিপ্রসূত, তজ্জন্য জীবিতকাল পর্য্যন্ত শক্তিকে মাতৃসম্বোধনে পূজা করা আবশ্যক। শক্তির মাতৃত্ব সিদ্ধি হইলে পাপমুক্ত হইয়া সদাশিব পর্য্যন্ত হওয়া যাইতে পারে। সেইকালে মাতৃত্ব ধ্বংস হইয়া জীবই শক্তির পতিত্বে বরিত হন। বামাচার, পশ্বাচার, বীরাচারভেদে শক্তি বিবিধ। চরমে নির্ব্বিশেষই প্রাপ্য।

শৈববাদ

এই মতে, রুদ্র সকল দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যেহেতু রুদ্রই কাল। সকলদেবের উৎপত্তি স্থিতির পরে কালেই দেবসমূহের লয় হয়। জীব সংকর্ষণকালে রুদ্রত্বলাভে সক্ষম হয়। চতুর্দ্দশীব্রতপালন, বিভূতি-লেপন প্রভৃতি কতকগুলি আচার ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অনেক শৈব বিষ্ণু ও শিবকে একই জ্ঞান করেন। শিবের নিশ্বাস হইতে উদ্ভূত মায়িক বিষ্ণু প্রভৃতি শ্বাসগ্রহণেই কালে বিলীন হন। শিবের নির্ম্মাল্য কেহই গ্রহণ করেন না।

সৌরবাদ

ইহাদের মত এই যে, সূর্য্য হইতে প্রাণীমাত্রেরই জীবন। সমস্ত জগৎ সূর্য্যের কিরণে আলোকিত। সূর্য্যই সবিতা ও ভর্গদেব। সকল দেবতা তাঁহারই উপাসনা করেন। এই মতে সূর্য্য সাধকের চক্ষে উদিত না হইলে ভোজন কর্ত্তব্য নহে। সৌরবাদীদের অনেকেই একপদ হইয়া সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি স্থির করত সাধনা করেন।

সিদ্ধবকুলমঠের মোহান্ত মহারাজ

কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে শুদ্ধভক্তিপ্রচারকেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীপুরুষোত্তমমঠ হইতে শ্রীবৈষ্ণবগণ শুদ্ধভক্তগণ কর্ত্তৃক কয়েক বৎসর যাবৎ শুদ্ধভক্তির কথা জগতে প্রচারিত হওয়ায় অসংখ্য ব্যক্তি হরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া দুর্লভ মনুষ্যজন্মের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থিত সিদ্ধবকুল মঠের মহান্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত বলরামদাস মহোদয় এই ভুবনমঙ্গল শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের অন্যাভিলাষ-জ্ঞানকর্ম্মাদিশূন্য শুদ্ধভক্তির বিশেষভাবে প্রচারের সহায়তা ও সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্ব্বক নানাভাবে সাহায্য করিয়া মঠবাসিগণের আনন্দবর্দ্ধন হইতেছেন। উক্ত শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজপ্রবর ও সেবক শুদ্ধভক্তসমাজ তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। আমরা আশা করি, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি আচার ও প্রচারে উত্তরোত্তর উৎসাহ প্রদান করুন এবং তিনিও শুদ্ধভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে থাকুন।

দুঃখরূপিণী ভগবৎকরুণা

(১)

ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ব্যক্তিই সুখশান্তির প্রার্থী; পর্ণকুটীরবাসী নিত্য ভিক্ষোপজীবী হইতে আরম্ভ করিয়া সুরম্য সৌধোপরি দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যাশায়িত কোটিপতি, বাল, বৃদ্ধ, যুবা, নারী সকলেই চাহে স্থুলসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের কামপরিতৃপ্তি। কিন্তু জড়জগতে ভোগপ্রার্থনার আশানুরূপ পূর্ত্তি লাভ হয় না। এ সংসারে কেহই সম্পূর্ণ সুখী নহে, এমন কি, আমরা যাহাদিগকে ধন, জন, বিত্তসম্পদের প্রাচুর্য্যে বিভূষিত দেখি, অশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, তাহাদেরও একটা না একটা দারুণ দুঃখের কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, যেজন্য ধন বিত্তাদিও তাহাদের সম্পূর্ণ প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিতেছে না। ভোগকামপীড়িত প্রত্যেক জীবনেই একটা নিদারুণ হাহাকার ও অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়; মায়াকবলিত অনেক মূঢ় ব্যক্তি প্রার্থিত ভোগপ্রাপ্তিতে নিরাশ হইলে করুণাময় শ্রীভগবানের প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়া নরকপথের পথিক হয়। তাহারা বলে,—"ভগবান্ যখন আমাদিগকে এখানে পাঠাইয়াছেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ সুখবিধান করিবেন না কেন? নানাবিধ দুঃখ দিয়া তিনি কি নিষ্ঠুরতারই পরিচয় প্রদান করিতেছেন না?"

জীবজগৎ আত্মকৃত বিপাকফলে ক্লেশজর্জ্জরিত হইতেছে; বদ্ধজীবের একমাত্র সুহৃৎ শ্রীভগবান যে কাহারও অমঙ্গলের বিধান করেন না, উপরিউক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণের সেদিকে জ্ঞানের নিতান্ত অভাব।

যদি প্রাকৃত জগতে বিবিধ অভাবের তীব্র কশাঘাত বিদ্যমান না থাকিত, যদি দুঃখের অস্তিত্ব লুপ্ত হইত, তবে কি কেহ পরমমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী শ্রীনাম স্মরণ করিত? না শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সেবোন্মুখ হইত? দয়ানিধি শ্রীহরির কত করুণা যে, জীবসমূহকে স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ করিবার জন্য তিনি নানা অভাব ও অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন।

পাণ্ডবজননী পরমভক্তিমতী কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিত্য দুঃখলাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছিলেন; কেন না, শোক দুঃখের স্পর্শে সর্ব্বদা ভগবচ্চরণে চিত্ত ধাবিত হইবার সম্ভাবনা। কুন্তীদেবীর আচরিত কল্যাণময়ী শিক্ষা যদি আমরা গ্রহণ করি, তবে দুঃখের মধ্যেও দয়াল হরির কৃপাবৃষ্টির মঙ্গলপ্রবাহ দর্শন করি। প্রাণে নির্মল শান্তি পাইব। এমনই তীব্র ভ্রান্তিতে আমরা আচ্ছন্ন হইয়াছি যে, শ্রীভগবানের দয়ার কথা একবার চিন্তা করিবার পর্য্যন্ত অবকাশ বা ইচ্ছা হয় না। কলুর চোকবাঁধা বলদের মত সংসার-ঘানিতে নিরত ঘুরিতেছি, একটু বিরক্তি পর্য্যন্ত নাই। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ তরু, লতা, প্রস্তর হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্ট জীব মানব পর্য্যন্ত প্রত্যেকের প্রতিই শ্রীভগবৎকরুণার অন্ত নাই। তিনি সকলকেই কৃপা করিতে মুক্তহস্ত। আমরা যখন অনিত্য সংসারে দেহমনোধর্ম্মচালিত হইয়া অনিত্য বন্ধুবান্ধবাদি ও মাতা পিতা ভ্রাতা ইত্যাদি পরিজনবর্গের মোহাসক্তিবশতঃ ভগবৎ-চরণকমল বিস্মৃত হই, নিজ নিত্যস্বদেশ ও নিত্য স্বরূপের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করি, তখনই দয়াসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুদূতের করাল স্পর্শের ভিতর দিয়া তাঁহার করুণাধারা আমাদের ভাগ্যে প্রেরণ করেন। জড়ীয় রূপের অভিমান যখন আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, তখন তাঁহারই কৃপা—বসন্ত, কণ্ডু, দদ্রু ইত্যাদি পীড়ার মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদিগকে সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করে। অনর্থকরী ধনের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া যখন নিত্য অবিনশ্বর ধন কৃষ্ণভক্তির প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মে, তখন দস্যু তস্কর আসিয়া সেই তুচ্ছ ধনের অস্তিত্ব জানাইয়া দেয়। কিন্তু হায় অজস্র প্রকারের করুণা প্রাপ্ত হইয়াও সেই প্রেমময় শ্রীহরির চরণে কল্যাণদায়িনী শুদ্ধা ভক্তির সঞ্চার হয় না। যদি তাঁর কৃপা বিশ্বতাপনাশক পুত্রের বন্ধনপাশ হইতে মুক্ত করে, তবে কি আমরা অপ্রাকৃত স্নেহরসপালক নন্দযশোমতীর আনুগত্যে বাৎসল্য রসের একমাত্র বিষয় শ্রীগোপালের সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করি? প্রিয়তম সখার বিরহে উদ্দীপ্তবিবেক হইয়া কি উজ্জ্বল সখ্যরসের আশ্রয়বিগ্রহ ব্রজের শ্রীদাম সুদাম বসুদামাদির নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী অন্তরে নিখিলসখ্যরসের বিষয় শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে চিরবিক্রীত হই? একটীর পর আর একটী করিয়া জাগতিক দুঃখের আগমন, ইহা যেন অপার করুণাময়ের কল্যাণেচ্ছাই ব্যক্ত করে; কিন্তু আমরা তাহা বুঝি না, যদি বুঝি তবে "যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ"—এই ভগবদবাণীর গুণকীর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হইতাম না।

সুমেধাতিথি পালনোৎসব

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে

মাদ্রাজ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজ তার করিয়াছেন যে, মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিরহ দিবসে সমস্ত দিন নগর সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, মুখে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কার্য্য ও তাঁহার দানের আলোচনা, শরণাগতি কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা শ্রবণ করিয়া বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং বহু ব্যক্তি শরণাগতি কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে

শ্রীধাম পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে নিজস্ব সংবাদদাতার তারে প্রকাশ—শ্রীভগবৎকৃপাবলে ঠাকুর মহাশয়ের সপ্তদশ বার্ষিক বিরহ মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে শত শত সাধু এবং বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে নগর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। অপরাহ্নে সমাগত বহু ব্যক্তির সম্মুখে গোস্বামী শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভু ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জীবনী ও শিক্ষার বিষয় বক্তৃতা করেন। সমাগত জনগণকে ও শত শত দরিদ্রকে বিচিত্র মহাপ্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজের আনুগত্যে ব্রহ্মচারিগণের প্রাণপাত পরিশ্রমফলে উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভুর ঐকান্তিক যত্ন ও সুব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে

ঢাকা হইতে যুত বিরাজমোহন দে ভক্তিভূষণ মহাশয় তারের দ্বারা জানাইতেছেন যে, ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তিরোভাব মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহোদয় বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহোদয়ার সম্মুখে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। মঠগৃহ ও শ্রীবিগ্রহ অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়াছিল এবং সমাগত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবে প্রাণপাত পরিশ্রমের জন্য শ্রীমঠসেবকগণ সর্ব্বতোভাবে ধন্যবাদার্হ।

হাওড়া প্রপন্নাশ্রমে

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম শাখা শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল পুরুষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সপ্তদশ বার্ষিক বিরহ মহোৎসব ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামের সমস্ত লোক এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু ভদ্রলোক এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ সমাগত সকলকেই বিচিত্রতাপূর্ণ শ্রীমহাপ্রসাদ সংকীর্ত্তনমুখে বিতরণ করিয়াছেন। সকলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি ও নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয়ধ্বনি করিতে করিতে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণপাড়া যুবকদিগের মধ্যে শ্রীমান্ তারাপদ চৌধুরী, শ্রীমান বিশ্বনাথ চৌধুরী, কিশোরীমোহন চৌধুরী প্রভৃতির সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমম্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্‌-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল বৃহদক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকালঙ্কৃতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমদ্ স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও রূপসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা।৶০ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব-অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য,—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—[illegible]-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভজনরহস্য? — ভক্তিবর্দ্ধ

দীনেশ গুপ্তের প্রাণ ভিক্ষার দাবী

বিরাট সভা ও শোভাযাত্রা

গত রবিবার দক্ষিণ কলিকাতায় দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী মকুবের দাবী জানাইবার জন্য এক বিরাট মিছিল বাহির হইয়াছিল। মিছিলে বহু মহিলা ও যুবক যোগদান করিয়াছিলেন।

মিছিলটী প্রথমে হাজরা পার্ক হইতে আরম্ভ হয়। মিছিলের সহিত শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী, মোহিনী দেবী, প্রভাবতী দেবী, চপলা চৌধুরী, সরলা দেবী, সুশীলা দেবী, শ্রীযুত বঙ্কিমবিহারী দাস, দুর্গাদাস গুপ্ত, সুধীর ঘোষ, কিরণ দাস, কুমুদ ভট্টাচার্য্য, কালীচরণ জানা প্রভৃতি ছিলেন। নানাপ্রকার লেখা সম্বলিত বহু নিশান যুবক ও মহিলাদিগের হস্তে ছিল। অনেকগুলিতে "দীনেশ গুপ্ত দীর্ঘজীবি হউক", "রামকৃষ্ণ বিশ্বাস দীর্ঘজীবি হউক", "প্রাণ চাই", প্রভৃতি লেখা ছিল। মিছিলটী যখন হাজরা রোড পার হইয়া কালীঘাট সেতুর নিকটবর্ত্তী হয় তখন তিনজন পুলিশ ঘোড়সোয়ার মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। মিছিলটী আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইবার সময় পুলিশের ডেপুটী কমিশনার রায় বাহাদুর বি, এন, ব্যানার্জ্জী জেলের গেটের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। যদিও পুলিশ মিছিলের সঙ্গে দেখা গিয়াছে কিন্তু কোন গোলযোগ হয় নাই। মিছিলটী পরে হাজরা রোড, ল্যান্সডাউন রোড, এলগিন রোড ঘুরিয়া পোড়াবাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়। মিছিলে যাহারা যোগদান করিয়াছিলেন তাহারা সকল সময়ই "দীনেশ গুপ্তকী জয়" ধ্বনি করিয়াছিল।

বিরাট সভার অধিবেশন

পোড়াবাজারে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। যতীন দাসের পিতা শ্রীযুত বঙ্কিমবিহারী দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী একটি ওজস্বিনী ভাষায় কেন দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী মকুব হইবে না তাহা সকলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। তিনি জাষ্টিস্ বাকল্যাণ্ডের রায় হইতে খানিকটা শ্রোতৃবৃন্দকে পড়িয়া শুনান এবং ফাঁসী মকুবের কারণ প্রদর্শন করেন।

এক বৎসর পর্য্যন্ত ঋণ আদায় স্থগিত

প্রেসিডেণ্ট হুভার এই ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থার প্রতিকার কল্পে আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট এক বৎসরের জন্য সমস্ত রাষ্ট্রের নিকট হইতে ঋণের অর্থ আদায় করা স্থগিত রাখিতে পারেন।

সরকারীভাবে বলা হইয়াছে, আমেরিকার কংগ্রেস তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করিবে—এই ভরসায় মিঃ হুভার উপরিউক্ত প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, ১লা জুলাই হইতে যে বৎসর আরম্ভ হইবে সেই বৎসরের মধ্যে আমেরিকা অপর গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ঋণের জন্য কোন অর্থ গ্রহণ করিবে না, অন্যান্য গবর্ণমেণ্টও অপরের নিকট হইতে ঋণের অর্থ আদায় করিতে পারিবেন না। ঋণগ্রস্ত গবর্ণমেণ্টগুলি যাহাতে বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থা অতিক্রম করিয়া পুনরায় ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারেন, তজ্জন্যই আমেরিকা এই প্রস্তাব করিয়াছেন। সমর ঋণ, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি আন্তর্জ্জাতিক দেয় সমস্তই এই প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তবে ব্যক্তি বিশেষের নিকট হইতে বিভিন্ন গবর্ণমেণ্ট যে অর্থ ঋণ করিয়াছেন, তাহা এই প্রস্তাবের মধ্যে পড়িবে না।

রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের বার্ষিক উৎসব

গত ১৯শে জুন কাশীতে মহাসমারোহে ঝাঁসীর মহারাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যায় সহরের বিভিন্নস্থান হইতে প্রায় ৫০০ শত মহিলা দশাশ্বমেধ ঘাটে সমবেত হন। তারপর স্ত্রীলোক এবং পুরুষের একটি মিলিত মিছিল বাহির হয়। মিছিলটি সহরের বড় বড় রাস্তা ভ্রমণ করিয়া টাউনহল ময়দানে সমবেত হয়। অতঃপর সেখানে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের পত্নীর সভানেত্রীত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। এই সভায় শ্রীযুত শিবপ্রসাদ গুপ্ত, শ্রীযুত স্বরূপানন্দ, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ সান্যাল, পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তাগণ মহারাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন এবং নারীদিগকে তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিতে উদ্বুদ্ধ করেন। অধিক রাত্রে সভা ভঙ্গ হয়।

বোরসাদের জমী সমস্যা

গত ২২শে জুন জাজিতে শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই বোরসাদের কংগ্রেসকর্ম্মিগণের সহিত দভলপুর গ্রাম পরিদর্শন করেন। তথায় গত ২ বৎসর যাবৎ করবন্ধের দরুণ যে বারজন স্থানীয় জমীদারের জমী বাজেয়াপ্ত করিয়া নীলামে বিক্রয় করা হইয়াছে তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিবার জন্য এক সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। উক্ত জমীদারগণের অস্থাবর সম্পত্তিও আটক করা হইয়াছে।

শ্রীযুত মহাদেব দেশাই বক্তৃতাপ্রসঙ্গে স্থানীয় অন্যান্য জমীদারগণকে তাঁহাদের জমীজমা উপযুক্ত বারো জন জমীদারের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ভোগ করিতে অনুরোধ করেন। তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া ইহাও বলেন, বাজেয়াপ্ত জমীর খরিদ্দারগণ যদি ঐ সমস্ত জমী চাষ করিতে চেষ্টা পায় তাহা হইলে তাহাদের যেন বাধা দেওয়া না হয়।

শ্রীযুত দেশাই আর বলেন যে এই সকল জমীদারদের জন্য মজুরের কাজ করিতে কেহ বাধ্য নহে।

মাদ্রাজে প্রবল বন্যা

মাদ্রাজ সাউথ মারাঠা রেলের কোট্টুর ও সামেলহাল্লি শাখায় বৈয়ন্ধেরী ও গুণ্ডা রোড ষ্টেশনের মধ্যে ১১ মাইলে ৫১ নম্বর সেতুর খাটালসকল বন্যাস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। ফলে হসপেট ও সামেলহাল্লির মধ্যে ৫৩ ও ৫৪ নম্বর ট্রেন এবং হসপেট ও কট্টুরের মধ্যে ৫২ ও ৫৬ নম্বর ট্রেন রেলপথের সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত আটক থাকিবে।

সতীন্দ্র নাথ সেনের বরিশাল প্রবেশে বাধা

দার্জ্জিলিং জেল হইতে মুক্তিলাভের পর হইতেই শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন প্রত্যহ বরিশাল জেলায় তাঁহার বন্ধু বান্ধব, সহকর্ম্মী ও আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে অসংখ্য চিঠি পত্র পাইতেছেন। ইহারা সকলেই কলিকাতায় আসিয়া একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে একান্ত উৎসুক কিন্তু নানা কারণে তাহা সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। এই অবস্থায় শ্রীযুত সেন সরকারের নিকট হইতে বরিশালে একমাস অবস্থান করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে তাহা জানা যায় নাই—বোধ হয় একমাত্র কর্ত্তৃপক্ষই তাহা ভাল জানেন—তাঁহাকে সে অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সমস্যা

গত ২৬শে জুন সকালে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনায় কোন মীমাংসার আশা দেখা যায় না। কিন্তু ভূপালের নবাবের চেষ্টার ফলে মীমাংসার আশা আবার দেখা দিয়াছে।

পৃথক বনাম যুক্ত নির্ব্বাচন

সকলের মুখেই এই কথা শোনা যাইতেছে যে, পৃথক নির্ব্বাচনের সমর্থকগণ এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ যদি তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচন প্রথায় সম্মত হন তবে তাঁহারা তাঁহাদের সহিত একটী প্রকাশ্য বৈঠকে সমবেত হইতে রাজি আছেন। কিন্তু প্রকাশ, জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ এই প্রস্তাবে এখন পর্য্যন্তও রাজি হন নাই।

প্রকাশ, ভূপালের নবাব পূর্ব্বাহ্নে উভয় দলের সহিত পৃথক ভাবে সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং সমাজ ও দেশের মঙ্গল কল্পে উভয় দলকে তাঁহাদের মতবৈধ দূর করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

এই তার প্রেরণ করিবার সময় মৌলানা সৌকৎ আলীর দল পরস্পর আলোচনায় বসেন, উদ্দেশ্য এমন আর একটা খসড়া প্রস্তুত করা যাহা অপর দলের দাবী মিটাইতে পারে। ঐ খসড়া ঐ দিবস বিকাল পাঁচটায় ভূপালের নবাবের হাতে দেওয়ার কথা হয় এবং উহা তৎক্ষণাৎ ডাঃ আনসারীর দলের নিকট তাঁহাদের বিবেচনার জন্য পাঠান হইবে এইরূপ স্থির হয়।

মৌলানা সৌকতআলি বলিয়াছেন যে, আমাদের মীমাংসার আশা একেবারে লুপ্ত হয় নাই কেননা আমি নিশ্চিত জানি যে, ভূপালের নবাবের মধ্যস্থতায় আমরা আপোষের সকল পন্থাই অবলম্বন করিতে এবং সন্তোষজনক ফল লাভ করিতে পারিব, আমি সকলকেই এ আশ্বাস দিতে পারি যে, আমি এবং আমার বন্ধুগণ আপোষের জন্য খুব ব্যাকুল হইয়াছি, কেননা আমরা জানি মুসলমানে মুসলমানে বিরোধ অর্থ—সমগ্র ভারতের সহিত বিরোধ। আমি ইহাও নিশ্চিত জানি যে, ডাঃ আনসারীও মিটমাটের জন্য কোন চেষ্টাই বাকি রাখিবেন না; ডাক্তার আনসারীর উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে।

আহম্মদীয় প্রাদেশিক সম্মিলন

আগামী ২৮শে ও ২৯শে জুন খাড়িয়ায় আহম্মদীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইবে। মিঃ [illegible] সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। [illegible] সম্পর্কে এক অভ্যর্থনা কমিটী গঠিত হইয়াছে। [illegible] এই রকমের আর কোন সম্মিলন হয় নাই, কাজেই দেশের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু লোক এই সম্মিলনে যোগদান করিবার কথা।

[illegible] সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকা[শ]

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—১১ই আষাঢ় শুক্রবার—১৩৩৮

অপস্বার্থ-নিরাস

সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের অন্তরালে তিনপ্রকার পথের কথা শাস্ত্রসমূহ তারস্বরে গান করিয়া থাকেন। পথ তিনটী—আরম্ভ, প্রগতি ও ফলোৎপাদক গন্তব্য স্থান পরস্পর বৈষম্য প্রদর্শন করে। ফলবাদী তত্ত্বাতত্ত কর্ম্মের নশ্বর কর্ত্তৃগণ তাৎকালিক ফলভোগের আশায় যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাই কর্ম্মপথের বিভিন্ন 'অলিগলি'।

জ্ঞানপথের পথিকগণ দুইটী প্রধান সরণী অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাকে রাজপথ বলিয়া অভিহিত করেন। একটী—জড়-নির্ব্বিশেষতাৎপর্য্যপর, অপরটী—চিন্মাত্র-নির্ব্বিশেষতাৎপর্য্যপর। কর্ম্ম ও জ্ঞান, এই দুই প্রকার অভিযানের দ্বারা তৎপ্রাপ্য ফল ব্যতীত তৃতীয় প্রকার পথকেই 'ভক্তিমার্গ' বলে। এই পথে কোন ব্যক্তি-বিশেষের নশ্বর তাৎকালিক প্রবৃত্তিজনিত ফলাকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া ভক্তিপথের যাত্রিগণ অপস্বার্থপীড়িত না হইয়া সচ্চিদানন্দ ভগবদ্‌বস্তুরই একমাত্র সেবাতৎপর। সুতরাং প্রথমে তিনটী প্রশস্ত পথ ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়াছে। ভক্তিপথ ভগবানের সেবাতাৎপর্য্যপর হওয়ায় ভগবৎপ্রীতিই ভক্তগণের প্রয়োজনরূপে অভিব্যক্ত হয়। কর্ম্মফলের পথ নশ্বরধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া কর্ম্মকর্ত্তাকে সুখদুঃখ ভোগ করায়। জ্ঞানের পথ সুখদুঃখের তারতম্য হইতে ও নশ্বর ফলাস্বাদের উদ্দেশ্য হইতে পৃথক্ করাইয়া নির্ব্বিশিষ্টাকেই ফলরূপে কল্পনা করে। সরল ভাষায় যাহাকে ভুক্তি বলে, উহাই কর্ম্মের ফল এবং যাহাকে মুক্তি বলে, উহাই জ্ঞানের ফল।

এই দুই শ্রেণীর পথিক স্ব-স্ব অপস্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল ফল তাঁহাদের নিজ নিজ ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশে বলিয়া থাকেন, তাহাই কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। উভয়েরই নিজ নিজ ফল প্রার্থনা ব্যতীত উদারতার লেশমাত্র নাই। ভোগ ও ত্যাগ উভয়কেই অবিবেচনায় পথদ্বয়ে চালিত করিয়া নিজ সুখেচ্ছা ও দুঃখ পরিহারেচ্ছায় "মিঠীর লাড্ডু" দেখাইয়া ভগবৎসেবা হইতে বঞ্চিত করে।

প্রথমে অবস্থানকালে কুকর্ম্মীর বর্ত্ম হইতে সৎকর্ম্মীর বর্ত্ম বিপরীত দিকে অবস্থিত। কুজ্ঞানীর মার্গ হইতে পূর্ণ জ্ঞানীর নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানের পন্থাটী বিপরীত দিকে অবস্থিত। তাই বলিয়া ঐ দুই পথ বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু জীবগণের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতে না পারিয়া নিজ নিজ আত্মনিক মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত করায়।

এই সম্প্রদায়দ্বয়ের বিধিবিধান ভগবদ্ভক্তির বিধিবিধান হইতে যে যে বিষয়ে পার্থক্য স্থাপন করিয়াছে, তাহা কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের পথিকদ্বয়ের রুচিবিরুদ্ধ। ইঁহারা উভয়েই ভক্তিপথের আদর করেন না বা তাহাতে দৃঢ় শ্রদ্ধা স্থাপন করেন না। তজ্জন্য তাঁহাদের নিজ নিজ মহাজনগণ ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সকল বিধিবিধান কল্পনা করেন, তাহা ভক্তিপথের পথিকের সুযোগ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না।

কর্ম্মী ও জ্ঞানী ভুক্তি ও মুক্তির জনকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বুভুক্ষু ও মুমুক্ষার যে রুচি পোষণ করেন, তাহা কখনই ভক্তিপথের অনুকূল নহে। এজন্য ভক্তিশাস্ত্র বলেন.

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া
ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা

অভক্ত কর্ম্মী ও অভক্ত জ্ঞানী কর্ম্মমিশ্র ভক্তি বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির পর্য্যন্ত আদর করেন না। তাঁহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত ধর্ম্মেই ভক্তির অনুষ্ঠান সমূহ অবস্থিত, ইহাই জানেন এবং সাধারণ অজ্ঞ লোককে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে কর্ম্ম ও জ্ঞানপথে দ্বারা ভক্তি লাভ হয়—এই রূপ বলিয়া পথভ্রষ্ট করিবার যত্ন করেন। তজ্জন্যই ভক্তিপথে গমনশীল জনগণ বৈদিক ও লৌকিক অনুষ্ঠানকারিগণকে হরিসেবার অনুকূল করিবার জন্য সর্ব্বদা অবহিত করিয়া থাকেন।

কর্ম্মীর বেদানুগমন বা জ্ঞানীর বেদানুগমনের মধ্যে ভক্তিবিহীন নশ্বর ভাবসমূহ অবস্থান করে। কর্ম্মী ও জ্ঞানী প্রাগবস্থায় পরস্পরের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। "কর্ম্মের জনিক জ্ঞানের লাভ"—এই কথা বলিয়া কর্ম্মিগণের সহিত বিবাদ করেন না। কিন্তু বিবদমান কর্ম্মী ও জ্ঞানী ভগবদ্ভক্তের সহিত অনর্থক বিবাদ করিবার বাসনায় অভক্ত কর্ম্মী ও জ্ঞানীর সহিত ভক্তের সাম্য প্রয়াস করিয়া অভক্তের বিধিবিধান সেবাপরায়ণ জনগণের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত পরম নিপুণ ও চতুর বলিয়া অপস্বার্থপর কর্ম্মী ও জ্ঞানীর বুভুক্ষা-মুমুক্ষার আদর না করিয়া ভজনেচ্ছার প্রয়োজনীয়তা তাঁহাদিগকেও উপদেশ করিয়া থাকেন।

কর্ম্মী ও জ্ঞানীর দার্শনিক বিচার স্ব-স্ব অপস্বার্থপর অন্ধকূপে পাতিত করিয়া কৈবধর্ম্মে জাড্য উপস্থিত করায়। চেতনের স্বভাব সর্ব্বদা যে বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করে, তাহা অচিৎপ্রতীতির অন্তরালে অবস্থানকালে কর্ম্মী ও জ্ঞানী উহা বুঝিতে পারেন না। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর সংখ্যা অত্যধিক, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের সংখ্যা অত্যল্প। সর্ব্বশাস্ত্র-চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবত (৬।১৪।৩-৫) বলেন—

'রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ
তেষাং যে [illegible] শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব [illegible]
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি ॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥"

বালুকণাকে যেরূপ সংখ্যা করা যায় না, জীবদিগকেও তদ্রূপ সংখ্যা করা যায় না, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিত্যমঙ্গল অন্বেষণ করেন। যে সকল লোক শ্রেয়ঃ অন্বেষণ করেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ মুমুক্ষু। সহস্র সহস্র মুমুক্ষু লোকের মধ্যে কেহ কেহ তত্ত্বসিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্ত হন। কোটী কোটী সিদ্ধ মুক্তগণের মধ্যে কোন কোন প্রশান্তাত্মা নারায়ণভক্ত হন। অতএব নারায়ণভক্ত সুদুর্লভ।

শ্রীগীতা (৭।৩ ও ১৯) বলেন—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মনুষ্য হয়। সহস্র সহস্র মনুষ্য মধ্যে কেহ কেহ কল্যাণসিদ্ধির জন্য যত্ন করে। সহস্র সহস্র সিদ্ধদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎস্বরূপকে তত্ত্বতঃ অবগত হয়।

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।"

জীব অনেক জন্ম সাধন করিতে করিতে সৎসঙ্গ-প্রভাবে আমার স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া আমার শরণাগত হয়, পরে আমাকে লাভ করে। তখন সে "যাবতীয় বস্তুই বাসুদেব-সম্বন্ধযুক্ত," অতএব সমস্তই বাসুদেবময়—এইরূপ উপলব্ধি করে। তাদৃশ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

তদনুসরণে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য, ১৯শ পঃ ১৪৪-১৪৮) বলেন,—

"তার মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম' দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল-স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥

অতএব সংখ্যা-গরিষ্ঠতা বা সংখ্যা-লঘিষ্ঠতা অনুসারেই যে অভক্ত কর্ম্মী-জ্ঞানী ও ভগবদ্ ভক্তের যথাক্রমে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ জ্ঞান করিতে হইবে, তাহা শ্রুতি ও শ্রুত্যনুগ সজ্জন ও মহাজন বলেন না।

অভাব যায় না কেন ?

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল)

সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করিলেও এমন মানুষ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যাঁহার কোন প্রকার অভাব নাই। মানুষ মাত্রেই একটা না একটা অভাবের দাস। জড় [illegible] কোন বস্তুর জন্য [illegible] এই জড়জগতের কোন না [illegible] করিয়া থাকেন। সৎসঙ্গের অভাবজনিত [illegible]তীত কোন চিদ্‌রাজ্যের কথা চিন্তা করিবার তাঁহাদের সুযোগ হয় না। তাঁহাদের ধারণায় সর্ব্বত্রই অভাব বিদ্যমান। অভাব নাই বা থাকিতে পারে না, এমন কোন বাস্তব চিদ্‌রাজ্যের ধারণা তাঁহারা করিতে পারেন না। যাঁহার সন্তানাদি নাই, তিনি তদভাবে, যাঁহার ধন নাই, তিনি ধনের অভাবে যাঁহার বিদ্যা নাই, তিনি বিদ্যার অভাবে, যাঁহার রূপ নাই, তিনি রূপের অভাবে, যাঁহার ঐশ্বর্য্য নাই, তিনি ঐশ্বর্য্যের অভাবে সদাই কাতর।

দেখিতে পাওয়া যায়, মানুষের অভাব পূরণ হইতেছে, অথচ তাঁহার দুঃখ নিবৃত্তি হইতেছে না। যাঁহার একশত মুদ্রা আছে, তিনি সহস্র মুদ্রার জন্য, যাঁহার সহস্র মুদ্রা আছে, তিনি লক্ষ মুদ্রার জন্য, যাঁহার লক্ষ মুদ্রা আছে, তিনি রাজত্বের, যাঁহার রাজত্ব আছে, তিনি স্বর্গের আধিপত্যলাভের জন্য,

যিনি স্বর্গাধিপ, তিনি আবার ব্রহ্মার পদবী লাভের জন্য অভাব অনুভব করিয়া থাকেন। মানুষের অভাব পর পর পূরণ হইতে থাকিলেও আবার নিত্য নবনবায়মান অভাব সৃষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদ্দেশ অধিকার করিতেছে। নূতন নূতন অভাব যতই বাড়িতে থাকে, মানুষ ততই অশেষবিধ দুঃখের রাজ্যে নীত হইয়া তত্তৎপূরণের জন্য তাপত্রয়ের দ্বারা জর্জ্জরীভূত হইতে থাকে। এইরূপভাবে মানুষ যখন অশেষ দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হয়, তখন তাঁহার হৃদয়ে এই প্রশ্ন উঠে, 'অভাব যায় না কেন?

এই জড়জগতের অনিত্য আপাতরম্য বিষয়ের জন্য যতদিন আমাদের আসক্তি থাকিবে, ততদিন একটা না একটা অভাবের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইব না। এই পরিবর্ত্তনশীল জড়জগৎ মহামায়ার রাজ্য। মায়া [illegible] জীবের সংশোধনের জন্য ইহা একটী কারাগার বিশেষ। নানা প্রকার অভাব ও অসুবিধার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া [illegible] শোধন পূর্ব্বক কৃষ্ণোন্মুখ করি। দেও ই কারাকর্ত্রী মহামায়ার কার্য্য। জীব যতদিন শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়ার কার্য্য কলাপের গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করিতে না পারিবেন, ততদিন তিনি দুঃখকষ্টে অস্থির হইয়া শ্রীভগবানে দোষারোপ করিতে থাকিবেন এবং নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে থাকিবেন।

এই ভবকারাগার মানুষ বহির্ম্মুখ ভাবের [illegible] জন্য। ইহ আমাদের সুখভোগের স্থান নয়। 'সুখের আশায়, এঘর বাঁধিনু, আগুনে পুড়িয়া গেল।' [illegible] করিতে থাকিলেও আমাদের স্বভাবে শোকক্ষুদ্র না থাকায় [illegible] অদৃষ্টে জুটিয়াছে। [illegible] করিয়া [illegible] নিজ সুকৃতিত [illegible], তখন [illegible] কাম, কামপূরণের অভাব [illegible]

[illegible]

ইন্দ্রিয়জ্ঞানের [illegible] আমরা পৃথিবী হইতে এই [illegible] তাড়াইয়া দিতে চাই। আমরা [illegible] থাকিবে না, দুর্ভিক্ষ থাকিবে না, মহামারী থাকিবে না, দারিদ্র্য থাকিবে না, পরাধীনতা থাকিবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। আর আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা দ্বারা উহাদিগকে পরাজয় করিতে চাহি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা এই সকল অভাবের মূল অনুসন্ধানের জন্য কোন দিন ব্যস্ত হই না। প্রথমে গৃহের অন্ধকার দূরীভূত করিয়া পশ্চাৎ গৃহকে আলোকিত করিবার চেষ্টার ন্যায় প্রথমে মানবের অভাব তাড়াইয়া তাহাদিগকে শান্তি প্রদান করিবার জন্য আমাদের প্রযত্ন। ফলে কোনদিন অভাবও দূরীভূত হইতেছে না এবং অশান্তিও ঘুচিতেছে না। রোগের নিদান ধরিয়া চিকিৎসা না করার জন্য এই বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে।

আমরা যে এই ভবরোগে কষ্ট পাইতেছি, ইহার সবৈদ্য আছেন। আমরা সেই সবৈদ্যের অনুসন্ধান করি না। শ্রীভগবান আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহারই অভিন্নপ্রকাশ বিগ্রহরূপে সবৈদ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবকে এই [illegible] পাঠাইয়া থাকেন। আমরা তাঁহার জন্য [illegible] না হইলেও তিনি কিন্তু আমাদের দুঃখ দূরীকরণে নিশ্চেষ্ট থাকেন না। [illegible] করুণা [illegible] আমাদের উপর [illegible]। আমরা সবৈদ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের [illegible] হইয়া আমাদের [illegible] পরিহার করিলে [illegible], আমরা আমাদের স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় [illegible] অভাবের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি, আমাদের স্বভাবে ভোক্তৃত্ব নাই, মাত্র দাস্যভাব বর্ত্তমান। শ্রীহরির নিত্যদাস্যই আমাদের স্বভাব বা স্বরূপ ধর্ম্ম। এই দাস্যভাবের ব্যতিক্রম ঘটাইবার ফলে আমরা এই অভাবের রাজ্যে [illegible] হাবুডুবু [illegible]। তরিবার অন্য উপায় দেখিতেছি না। একটা অভাব তাড়াইতে না তাড়াইতেই আবার শত শত অভাব আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে।

মহাজন বলেন— 'ভগবান বিমুখের অভাব হয় মহা অন্ধ। সেই কথা কহায় যাতে হয় [illegible] ভগবান যখন আমাদিগকে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ফেলেন, তখন আমরা তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হই। কেন না বিষয়ের স্বভাবে আমাদিগের অহঙ্কার দৃঢ়তরই হইতে থাকে। কিন্তু যখন তিনি আমাদিগকে অভাবের মধ্যে ফেলেন, সেটি তাঁহার বাস্তবিকী কৃপা বলিতে হইবে। কারণ এইরূপ অভাবে নিষ্পেষিত হইয়া আমরা সহজেই ভগবদুন্মুখ হইবার সুযোগ লাভ করি এবং শীঘ্রই আমাদের চৈতন্যোদয় হয়। কিন্তু ঐশ্বর্য্যভোগের দ্বারা আমরা [illegible] তাঁহার পাদপদ্ম হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হই। উহারা আমাদের অভাবের নিবৃত্তি হইয়া সম্বন্ধই লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীহরির নিত্যদাস্যই জীবের স্বভাবের পরিচয়। ভগবানের নিত্যসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার আর জীবের প্রতি কোন অধিকার থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ধামে কোন অভাব নাই, সেখানে সকলই পূর্ণ বস্তু, সেখানে বরং অভাবেরই অভাব বর্ত্তমান। এক্ষণে দেখা গেল যে, আমাদের নিত্য স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার প্রচেষ্টা মরুভূমিতে জল সেচনের ন্যায় নিষ্ফল। 'মেপে নেওয়া ধর্ম্ম' যেখানে বর্ত্তমান, সেখানেই অভাবের তাণ্ডবনৃত্য ও তাহার আনুষঙ্গিক শোক, মোহ ও ভয়াদি বিদ্যমান। কিন্তু শোক, মোহ ও ভয়াপহ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের আশ্রিত জনগণের উপর মায়ার বা মায়াপ্রসূত অভাবের কোন অধিকার নাই। তাই মহাজন বলিয়াছেন,

কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥

ব্যর্থ কীর্ত্তি

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

কীর্ত্তি রাখিতে বিমুখ কে ভবে,
অক্ষয় যশঃ সবাই চায়।
আপনায় মানব বিপননাগরে
কীর্ত্তিস্তম্ভ তুলিতে হায়॥
[illegible] বুকে, তুঙ্গশিখরে,
[illegible], সমাধি শিখির গায়।
হেরি কত শত আশা লেখনী
আপন যশের বারতা হায়॥
আপনি আপন সমাধি-ভবন,
[illegible] মনোহর।
[illegible] প্রত্যেক রাজা,
[illegible] উচ্চশির॥
মোহ অঞ্জনে রঞ্জিত নয়ন,
বক্ষে [illegible] তৃষা।
[illegible] শান্তি পাবে নিদারুণ
[illegible] তার জ্বালার জ্বালা
[illegible]) কালভৈরব নাচে অট্ট হাসি,
দিকে দিকে উড়ে ধবল জটা।
নৃত্য [illegible] বাজায় বিষাণ
কোথা রহে তার কীর্ত্তিঘটা।
কে [illegible] অদ্য [illegible],
[illegible] মিছে কাঁদা কার?
জড়ের কীর্ত্তি না রাখিয়া ভাই,
শ্রীগুরু চরণ করগো সার॥
প্রেমকুসুমের ভোজনা [illegible]
অনুরাগ [illegible]
সুধা-স্নিগ্ধ তার শুভ পরিমল
পরশিতে নাহে কালের হাসি

সাত্বত বিধানে শ্রাদ্ধ

গত ৮ই আষাঢ় (১৩৩৮) ২৩শে জুন (১৯৩১) মঙ্গলবার প্যারামৌ জেলান্তর্গত নগরউটারীর সাব্ এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন শ্রীযুত

শ্রীনিবাস পানিগ্রাহি মহাশয় তাঁহার পরলোকগতা পত্নী শ্রীযুক্তা বিরজাকুমারী দেবীর আত্মার পরমকল্যাণ বিধানোদ্দেশে একাদশাহে পাঞ্চরাত্রিক বিধানমতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে বৈষ্ণবভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রাদ্ধে যদি বৈষ্ণব গ্রাস মাত্র অন্ন ভোজন এবং গণ্ডূষমাত্র জল পান করেন, তাহা হইলে সেই অন্ন মেরুতুল্য ও সেই জল সাগরসমান হয়। যে ব্রাহ্মণ বিদ্যারহিত বৈষ্ণবকে মূর্খ জ্ঞান করিয়া বেদজ্ঞদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস হয়, অর্থাৎ তাহা রাক্ষসে ভোজন করে। নিখিলাচার্য্যশিরোমণি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুও ঠাকুর হরিদাসকে পিতৃশ্রাদ্ধ দিবসে ভোজন করাইবার কালে বলিয়াছিলেন,—

* * তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যাহা শাস্ত্রমত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটি-ব্রাহ্মণভোজন।
এত বলি' শ্রাদ্ধ পাত্র করিল অর্পণ॥

পানিগ্রাহি মহোদয় বর্ত্তমান যুগাচার্য্যের অনুকম্পিত, সুতরাং তৎকৃপায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অবগত আছেন বলিয়া বৈষ্ণবসেবা দ্বারা পরলোকগত পত্নীর প্রকৃত মঙ্গল বিধান করিলেন। এতদুপলক্ষে শ্রীধামমায়াপুরস্থ সমস্ত বৈষ্ণবগণ বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ সঙ্কীর্ত্তনমুখে সম্মান করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন।

আনন্দ মঠে

সুমেধতিথি পালন

গত ১লা আষাঢ়, ১৩৩৮ চিরুলিয়া শ্রীআনন্দজ্ঞানানন্দ মঠে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট মহামহোৎসব মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে সমস্ত দিবস শ্রীনামকীর্ত্তন এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল। অপরাহ্নে বহু লোক সমাগত হইলে শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারীজী ঠাকুর মহাশয়ের জীবনী এবং তাঁহার দান সম্বন্ধে সরল ভাষায় বক্তৃতাদ্বারা সকলের মন শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। প্রায় দেড়ঘণ্টা বক্তৃতার পর উদ্দণ্ড কীর্ত্তন হইয়াছিল। গণেশপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র সাউ নামক জনৈক শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির আনুকূল্যে প্রায় ৫০০ লোককে শ্রীমহাপ্রসাদ দান করা হইয়াছিল। উৎসব উপলক্ষে শ্রীপাদ ভগবানদাস ব্রজবাসী এবং শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাসাধিকারী মহোদয় অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিবৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিখণ্ড ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি খণ্ডের ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষাসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অন্বয়ানুবাদ বহু-ভাষ্যব্যাখ্যা-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ, শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। য় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিপ্রের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীনামপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, বৈদিকধর্ম্ম ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সুলভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত। শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, রাগানুগভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধাই ২৲ টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে বর্ত্তমান। শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে শ্লোক ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা ৮০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিবৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা, অজ্ঞো জনের বেদান্তদর্শন পাঠোপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ।৵০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

প্রেসিডেণ্ট হুভারের ঘোষণা

ভারত সরকারের রাজস্ব সচিব অনারেবল সার জর্জ সুষ্টার স্বর্ণ আদায় স্থগিত সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট হুভারের ঘোষণা উপলক্ষে বলিয়াছেন,—এই ঘোষণা বিশেষরূপে গুরুত্বপূর্ণ। মহাযুদ্ধের অবসানের পর হইতে এ দিগন্ত উত্তম ঘোষণা আর হয় নাই। আমেরিকা সাহায্য করিবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট হইয়া উদাসীন থাকিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও এই ঘোষণা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন জগৎ বর্তমানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিশেষরূপে কামনা করে এবং প্রত্যেক জাতিগত সমৃদ্ধি আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের উপরে নির্ভর করে। এই সম্বন্ধে আলোচনা না করা সহজ, কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট এই সমস্যা সমাধানের অনুরূপ একমাত্র শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি এবং তিনি তাঁহার শক্তির উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন। তিনি পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন সমগ্র জগতের উচিত [illegible] সহকারে নূতন আকারে তাঁহার সহায়তা করা।

বোম্বায়ে নাবিকদিগের পিকেটিং

জাতীয় নাবিক সমিতির লোক বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর অফিসে পিকেটিং করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নাবিকদিগের অভিযোগ এই যে, উক্ত কোম্পানী বাহিরের লোকদিগকে কর্ম্মে ভর্ত্তি করিয়া থাকে।

চট্টগ্রামে আবার তল্লাস

গত ২২শে জুন সকালে এই জিলার গোয়েন্দাপুলিশ অনেকগুলি বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে। তল্লাসের ফলে পুলিশ নাকি দৃত কর্ণাভূষণ দত্তের বাটী হইতে ৬টি খালি কার্ত্তুজ ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার ২ জন আসামীর ফটো প্রাপ্ত হইয়াছে। ফণীবাবু এক জন চিত্রশিল্পী। পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। আর ৬ জনকে পুলিস সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করিয়া কোতোয়ালীতে লইয়া গিয়াছিল।

গত ২২শে জুনও নাক ফিরিঙ্গ বাজারের একটি বাড়ী হইতে কতকগুলি কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছিল। পুলিস ঐ স্থান হইতে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

পেশোয়ারে "রেগুলেশন" দিবস

গত রবিবারে পেশোয়ারে "রেগুলেশন" দিবস পালিত হইয়াছে। কংগ্রেস কমিটী ও নওজোয়ান-ভারত সভা শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে শাহীবাগে এক সভা বসিয়াছিল। সীমান্ত প্রদেশ শাসনের জন্য যে সমস্ত বিশেষ আইন প্রচলিত আছে তাহা উঠাইয়া লইবার নিমিত্ত ঐ সভায় একটি প্রস্তাব পাশ হইয়াছে।

পারেলপুর ধর্ম্মঘট অবসানপ্রায়
শ্রীযুত গিরির আশ্বাসবাণী

পারলপুর রেলওয়ে কারখানার দ্বার খোলা হইয়াছে। প্রায় ৫ শত শ্রমিক কার্য্য করিতেছে। সকালে যথারীতি কারখানার দ্বারে বহু শ্রমিক আসিয়া সমবেত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকে বিনা হাঙ্গামায় তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মাদ্রাজ ও সাউথ মারাট্টা রেলওয়ে সভাপতি শ্রীযুত ভি, ভি, গিরি উক্ত রেলওয়ের এজেণ্টের নিকটে এই মর্ম্মে এক তার করিয়াছেন যে, তিনি যেন সকল শ্রমিককেই কার্য্যে যোগদান করিতে [illegible] দেন। শ্রীযুত গিরি আরও [illegible] যে, তিনি শ্রমিক[illegible] উপদেশ দিয়াছেন। [illegible] [illegible] প্রতিশ্রুতি অনুসারে এজেণ্ট [illegible] সকল শ্রমিকদিগকে কার্য্যে যোগদান করিতে অনুমতি দিবেন বলিয়া [illegible] করিয়াছেন। তবে অবশ্য তাহাদিগকে নূতন [illegible] কার্য্য করিতে হইবে। এই সকল সর্ত্ত ২৩শে জুনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রবল ছিল। এজেণ্ট তদনুসারে শ্রমিকদিগের উপর নোটিশ জারি করিবার জন্য মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের উপর আদেশ দিয়াছেন।

নাগপুরে ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা
৫০ খানা বাড়ী ভূমিসাৎ

নাগপুর হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী পেরি নামক গ্রামে ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা হইয়া গিয়াছে। ফলে প্রায় ৫০ খানা বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে।

সার সি, পি, রামস্বামী আয়ার আইন সদস্যের পদে নিযুক্ত

ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ সার বি, এল, মিত্র লীগ অব নেশনের ভারতীয় সদস্যগণের নেতারূপে জেনেভায় যাইতেছেন। সুতরাং তাঁহার স্থলে সার সি, পি, রামস্বামী আয়ার ভারত সরকারের অস্থায়ী আইন সদস্যরূপে কার্য্য করিবেন। আগামী আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে সার মিত্র তাঁহাকে কার্য্যভার অর্পণ করিবেন।

ভারতের ভাবী রাষ্ট্র-গঠন

মহীশূর ব্যবস্থাপক সভার ২০ জন বেসরকারী সদস্য বড়লাট ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর নিকটে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আবেদনে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, সামন্ত রাজ্যের প্রজাবর্গের যে বৈঠকে ভারতের ভাবী রাষ্ট্র গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে, সেই বৈঠকে উপযুক্তরূপ আসন নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক।

রাণীগঞ্জে বিদেশী বস্ত্র আমদানী

রাণীগঞ্জে আবার বিদেশী কাপড় আমদানী হইতেছে। বোম্বাইতে যে প্রকার বিদেশী কাপড় বিদেশে রপ্তানী করিবার জন্য এক কোম্পানী গঠিত হইয়াছে, সেই প্রকার রাণীগঞ্জে বিদেশী কাপড় আমদানী করিবার জন্য তদ্বিপরীত এক ফার্ম্ম গঠিত হইয়াছে।

বিদেশী বস্ত্র সীল

তমলুক সহরে প্রায় সকল বস্ত্রব্যবসায়ীই কংগ্রেস কর্ম্মীদের সাহায্যে বিদেশী বস্ত্র গাঁইট বাঁধিয়া সীল করিয়া রাখিতেছেন। ইতিমধ্যে ৪।৫ জন দোকানদার ব্যতীত সকলেই সীল করিয়া ফেলিয়াছেন। যাহাদের সীল করিতে এখনও বাকি আছে, তাঁহারাও শীঘ্রই সীল করিয়া ফেলিবেন আশা করা যাইতেছে।

কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগদান

মহিষাদল থানার রামবাগ গ্রামে শতকরা ৬০।৭০ জন মুসলমানের বাস। কংগ্রেসের উদ্যোগে একটী পল্লী কংগ্রেস স্থাপিত হইয়াছে, হিন্দু ও মুসলমান সানন্দে সেই পল্লী সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং কখনও বিবাদের সূত্রপাত হইলে তাহা নিজেরা মিটাইয়া লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

ত্রিশ মণ মদ প্রাপ্তি

গত রবিবার সন্ধ্যার সময় জোড়াসাঁকো অঞ্চলের ভুবনমোহন ব্যানার্জ্জী লেনের একটা বাড়ীতে পুলিশ খানাতল্লাস করিয়া ত্রিশ মণ দেশী মদ ও মদ তৈয়ারীর কতকগুলি জিনিষপত্র হস্তগত করিয়াছে। এই সম্পর্কে দুইজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। গত ২২শে জুন তাহাদিগের বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগের প্রত্যেকের ৭০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাদিগের প্রত্যেককেই দুই মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

নূতন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা

এপ্রুভার মদনগোপাল বোষ্টাল পুলিসের ব্যবহারের সম্বন্ধে যে [illegible] অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া অভিযুক্ত ২১ জন আসামীর পক্ষ হইতে ২২শে জুন বিশেষ আদালতে একখানি দরখাস্ত দাখিল করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে, হাজতবাস সম্পর্কে এপ্রুভারদের কাইকোর্ট যে আদেশ দিয়াছেন সেই নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করা হয় নাই বলিয়া পুলিসের [illegible] সমানভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। উক্ত দরখাস্তে আরও অভিযোগ করা [illegible] সহকারী জেল অধ্যক্ষ জেলের রক্ষকগণের সহিত একযোগে জেল আইন সমূহ ভঙ্গ করিতেছেন এবং আদালতের অবমাননা করিতেছেন। এপ্রুভারদের [illegible] জেলে স্থানান্তরিত করা হউক এবং সহকারী জেল অধ্যক্ষকে কার্য্য হইতে অপসারিত করা হউক। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে যেন এপ্রুভারদের পরীক্ষা করা না হয়। আদালত [illegible] উপর নোটিশ জারি করা হইয়াছে। [illegible] জুন দরখাস্তের শুনানী হইবে।

জেলে কার্য্য করিতে অসম্মতি
আসামী দণ্ডিত

প্রেসিডেন্সী কারাগারে অবস্থিত বন্দী হীরালাল হালোয়াই কার্য্য করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিবার অভিযোগে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল মিষ্টার সুশীল সিংহের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। আসামী অপরাধ স্বীকার করায় ম্যাজিষ্ট্রেট গত মঙ্গলবারে তাহাকে ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

কৃষাণ হাঙ্গামা মামলা

বরাবাকীর কৃষাণ হাঙ্গামার অবস্থা ক্রমশঃ ভীষণ হইয়া পড়িতেছে। প্রতিদিনই গ্রেপ্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং অন্যূন ১ শত ৫০ জন কৃষাণ ও শ্রমিক এখন হাজতে রহিয়াছে। জিলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত [illegible] চাঁদ ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের [illegible] ধারা অনুসারে ধৃত হইয়াছেন।

দৈনিক "শ্রীশ্রী......" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাধারণের হার।
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ০

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বঙ্গ-প্রদেশ—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১২ই আষাঢ় শনিবার ১৩৩৮, ২৭শে জুন ১৯৩১

ঘূর্ণীতে ভীষণ ডাকাতি

প্রধান মন্ত্রীর বার্লিন যাত্রা স্থির

লক্ষ্মীপুরে ভীষণ নরহত্যা

সরকারের কার্পণ্যে রাজবন্দীর অনশন ধর্ম্মঘট

সার্জ্জেণ্ট নিহত

নিখিল ভারত কংগ্রেস সম্পাদকের বিবৃতি

চোর ধরিলে পুরস্কার

দিল্লীতে সীমান্ত-গান্ধীর বক্তৃতা

গোলটেবিলে ল্যাঙ্কাসায়ার

বোম্বাইয়ে সর্দ্দার বল্লভভাই

নানা কথা

ঘূর্ণীতে ভীষণ ডাকাতি

গত ২৩শে জুন মঙ্গলবার রাত্রি আনুমানিক ... ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগরের ... ঘূর্ণী পাগলেরিয়ার মহম্মদ নিকারীর বাটীতে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ২০।২৫ জন দুর্বৃত্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উক্ত সময়ে মহম্মদ নিকারীর বাটীতে হানা দেয়। মহম্মদ নিকারী গ্রীষ্মাধিক্যের ... ঘরের দরজা উন্মুক্ত রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। কয়েকজন দুর্বৃত্ত তদবস্থায় ... বুকের উপর বাঁশ চাপা দেয়। ... জাগরিত হইয়া উঠিলে কয়েকজন ...র মস্তকে ও শরীরের অন্যান্য ...আঘাত করে। প্রকাশ, ১৬জন ... গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ... লোহার সিন্দুকের তলদেশ ভাঙ্গিয়া ৪।৫ শত টাকার অলঙ্কারাদি লইয়া গিয়াছে। সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণনগরের ... পুলিশসাহেব রাত্রি ২॥ ঘটিকার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'ন এবং রাত্রি ...টার সময় প্রায় দুই ক্রোশ দূরে ...আজারের নিকটবর্ত্তী স্থানে ৪ ... গ্রেপ্তার করেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস সম্পাদকের বিবৃতি

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর ...সম্পাদক নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :—

বঙ্গের কংগ্রেস নির্ব্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগপূর্ণ তার ও চিঠিপত্র এখনও কংগ্রেসের সভাপতির নিকট প্রেরিত হইতেছে। বঙ্গের নির্ব্বাচন সংক্রান্ত বিবাদের সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার ভার ওয়ার্কিং কমিটী শ্রীযুত এম. এস. অ্যানের উপর অর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং বঙ্গের সমস্ত কংগ্রেস কমিটী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহাদের যে কোন অভিযোগ থাকিলে তাহা যেন তাঁহারা একেবারেই শ্রীযুত অ্যানির নিকট প্রেরণ করেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি বা কমিটীর কার্য্যালয়ে সেইগুলি প্রেরণ করিলে কোন ফললাভ হইবে না।

চোর ধরিলে পুরস্কার

বঙ্গদেশ ও আসামের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল প্রচার করিয়াছেন যে কোনও লোক কলিকাতা জেনারেল পোষ্ট অফিসের পার্শেল সটিং বিভাগ হইতে ৮ই জুনের যে ১৮০ নং পার্শেল ১১ই জুন তারিখে চুরি হইয়াছিল, সেই চুরি যাহারা করিয়াছিল তাহাদের সংবাদ প্রদান করিতে পারিলে তাহাকে ১ শত ৫০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

কংগ্রেসকর্ম্মী অভিযুক্ত

পাটনা, সদর মহকুমা হাকিম শ্রীযুত জনকপ্রসাদ সিং ও ৩৮ জন লোককে দায়রা সোপর্দ্দ করেন। সেসন জজ তাহাদিগকে জামীনে মুক্তি দিয়াছেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, মিঃার জগৎনারায়ণ লালের পত্নী ও অপর কংগ্রেসকর্ম্মিগণ বিহারের অন্তর্গত ক... সারাতে এক নিষিদ্ধ জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। নিষেধাত্মক আদেশ অমান্য হেতু পূর্ব্বোক্ত মহিলা ও অপর ... ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রায় ...০০ লোক তাহাদিগকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হয়। তৎপরে জনতা থানা ঘিরিয়া ফেলিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে থাকে। ফলে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও কতিপয় কনষ্টেবল আহত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির রিভলভার কোর পূর্ব্বক কাড়িয়া লওয়া হয়। এক শত লোক পুলিশে গ্রেপ্তার হয়, বাকী ২৫ জন তদন্তের পর মুক্তিলাভ করে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

[illegible] শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১১ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

[illegible] ইন্দ্রিয়শক্তির [illegible] ... অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সকামারি ঘৃত"

[illegible] রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য [illegible] করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"[illegible]বিলাসিনী বটিকা"

[illegible] দ্বারা ও বৃদ্ধি করিতে [illegible]। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

[illegible] আয়ুর্ব্বেদ [illegible]

১৭৭নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রিট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম যাদের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ ঝালকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১২৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, আটগোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীমহেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (আন্দার মানিক) [illegible] ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন [illegible] ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্য বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকান্তিপ্রদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমুদ্র।

ভিক্ষা একত্রে ১৷০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ষষ্ঠবর্ষ ১৮ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—১২ই আষাঢ় শনিবার—১৩৩৮

অসাম্প্রদায়িক উক্তিগুলের সহিত সৎসাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক

ধারাবাহিক গবেষণা

(১৩)

সৎসম্প্রদায়চতুষ্টয়ের সিদ্ধান্তের সহিত অপসম্প্রদায়-সমূহের মতভেদ কোথায় ?

আমরা এই প্রবন্ধের সর্ব্বপ্রথমেই সাত্ত্বিক পুরাণষট্‌কের অন্যতম শ্রীপদ্মপুরাণোক্ত ব্রহ্ম-নারদ-শিষ্য শ্রীব্যাসদেবের বাক্য উদ্ধার করিয়া কলিহত জীবের পরম শ্রেয়োলাভের জন্য ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ইচ্ছায় যে শ্রী ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক—এই চারিটী সাম্প্রদায়িক মূল হইতে কলিকালে সৎসম্প্রদায়চতুষ্টয় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক—এই চারিজন মূল আচার্য্য যে যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত মূল চারিজন প্রবর্ত্তকের সাত্বত মত ধরাধামে বিস্তার করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। এবং এই সাত্বত ধর্ম্ম যে সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে জগতে প্রচলিত আছে, উহা যে আধুনিক ধর্ম্ম নহে, তাহাও বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রদর্শিত হইয়াছে।

একটী সম্প্রদায়ের মতের সহিত অন্য একটী সম্প্রদায়ের মতের ঐক্য বা ভেদ প্রদর্শন করিতে হইলে যদি সেই দুইটী সম্প্রদায়ের মত বা সিদ্ধান্তসমূহ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বর্ণন করা হয়, তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায় দুইটীর পরস্পরের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থলে মতের ঐক্য বা ভেদ আছে, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। এই হেতু আমাদের আলোচ্য 'সৎসম্প্রদায়' ও 'অপ সম্প্রদায়'—এই দুইটী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোথায় পরস্পরের ঐক্য আছে এবং কোথায় কি কারণে পরস্পর মতভেদ জন্মিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিতে গিয়া আমরা একদিকে সৎসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের এবং অপরদিকে অন্যান্য যাবতীয় অপসম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

এইরূপভাবে সদসৎ-শ্রেণীবিভাগে উভয় সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচিত হওয়ায় আমরা প্রথমতঃ দেখিতে পাই, সৎসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক—এই মূল আচার্য্য চারি জন যথাক্রমে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, এই মত চতুষ্টয় প্রচার করিলেও তাঁহাদের প্রত্যেকের সিদ্ধান্তই ভক্তিমূলক—পরস্পরের মতের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটুকু পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও বস্তুতত্ত্ব-বিচারে সকলেরই মত—এক। চারিজন আচার্য্যই শ্রুতিকে প্রমাণশিরোমণিরূপে স্বীকার করত প্রত্যেকেই শ্রুতির এক একটী ভাষ্য রচনা করিয়াছেন; তাহাতে শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনা স্বরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই যে সম্বন্ধ, বিষ্ণুভক্তি-যাজনই যে অভিধেয় এবং বিষ্ণুপ্রীতি উৎপাদনই যে একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু, তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। একমাত্র বিষ্ণুই পরাৎপরতত্ত্ব, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, সর্ব্বকারণের কারণ 'ভগবান'-শব্দ-বাচ্য, তিনি সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ, জীবসকল তাঁহার বিভিন্নাংশ ও নিত্যদাস, বিষ্ণুসেবা ব্যতীত জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই, মুক্ত অবস্থায়ও জীবের বিষ্ণু-সেবাই একমাত্র কৃত্য, জীবের সার্ব্বকালিক, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম একমাত্র বিষ্ণু সেবা; ভগবান্, ভগবদ্ধাম, ভক্তি, শ্রীনাম, শ্রীবিগ্রহ, মহাপ্রসাদ, জীব—এই সমস্তই নিত্য চিদ্বস্তু ইত্যাদি ভক্তিসিদ্ধান্তমূলক বিষয়ে আচার্য্যচতুষ্টয়ের মধ্যে কোন মতদ্বৈধ নাই, একমাত্র আম্নায়ের উপদেশই চারিসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট আছে। কলিহত জীব এই চারিসম্প্রদায়ের যে কোন একটী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া তত্তৎসম্প্রদায়ের মূল আচার্য্যগণের আচরিত ও প্রচারিত পন্থা অনুসরণ করিলেই স্বরূপাবস্থা লাভ করত মনুষ্য জীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হইবেন। এই জন্যই চারিসম্প্রদায়কে শাস্ত্রে 'সাত্বত সম্প্রদায় সৎসম্প্রদায়' প্রভৃতি নামে সংজ্ঞিত করিয়া ইহার যে কোন একটি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির তৎসম্প্রদায়স্থ মন্ত্রগ্রহণে 'সিদ্ধিলাভ' এবং চারি সম্প্রদায়ের বহির্ভূত যে কোন অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তির সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র কখনও সিদ্ধিপ্রদ হইবে না, জানাইয়াছেন।

পক্ষান্তরে, অসাম্প্রদায়িক মতসমূহের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা এই প্রবন্ধের সর্ব্বপ্রথমে ১৪টি দার্শনিক মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণসমূহ লক্ষ্য করি। তাহাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি, চার্ব্বাক দর্শনে 'ভগবান্' বলিয়া কোন বস্তুই স্বীকৃত হয় নাই, বেদও অস্বীকৃত হইয়াছে, দেহাত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া কেবল দৈহিক সুখ-ভোগের চেষ্টাই ইহাদের একমাত্র ধর্ম্ম-রূপে নির্দ্দিষ্ট। ভক্তির নামগন্ধও তাহাতে নাই। বৌদ্ধদর্শনেও আমরা উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার নিত্যত্বের কথা দূরে থাকুক, ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়াও কোন প্রমাণ পাইতেছি না, বেদও স্বীকৃত হয় নাই, সকলই শূন্য। এইজন্য পদ্মপুরাণে মহাদেব মায়াবাদকে 'প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ' শব্দে গর্হণ করিতে গিয়া বৌদ্ধবাদকেও নিন্দা করিয়াছেন। বেদ-বিধি না মানায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বৌদ্ধগণকে 'নাস্তিক' নামে অভিহিত করিয়া বৌদ্ধবাদের অসৎসাম্প্রদায়িকতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আর্হতদর্শনেও ভগবান্ বিষ্ণুর কোন কথাই নাই, বেদও অস্বীকৃত হইয়াছে। জৈনদিগম্বর আর্হতকেই ইহারা পরমেশ্বর বলে। নকুলীশপাশুপত দর্শন ও শৈবদর্শনের মত প্রায় একরূপ। দুই দর্শনের মতেই শিবকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা বেদপুরাণাদি শাস্ত্রবিগর্হিত মত। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—যিনি পরমেশ্বর নারায়ণের সহিত ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবতাকে সমজ্ঞান করেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী। "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।" শিব—পরমেশ্বরের বিভিন্নাংশ তত্ত্ব—পরমেশ্বরের প্রিয়তম সেবক, ইহাই সাত্বতশাস্ত্র ও মহাজনানুমোদিত মত। এই উভয় দর্শনে এই সমস্ত ভক্তিবিষয়ক কোন উপদেশ নাই।

শ্রীভক্তিবিনোদস্মরণতিথি

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ লিখিত)

ভগবদ্ভক্তি সুদুর্লভা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির রাজ্যে পৌঁছিতে হইলে যে পথটী আশ্রয় করিতে হয়, তাহার নাম ভক্তিপথ। সেই পথটী আশ্রয় করিবার পূর্ব্বে সাধকের নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। আমরা শৈশবে ও যৌবনে জড়সুখে প্রমত্ত হইয়া নানাপ্রকার ভক্তিবিরোধী অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ি, তজ্জন্য নিজ কর্ম্মদোষে দেহ ও মন ভজনপ্রতিকূল হইয়া পড়ে। কেবল তাহাই নহে, স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা প্রভৃতি স্বজনাখ্য দস্যুগণও নানাপ্রকারে বাধা দেয়, তাহা ছাড়া মৎসর ব্যক্তিগণ, নানা বিঘ্ন উৎপাদনে প্রয়াস পায়, এমন কি দেবতাগণও মনে করেন যে, "এই ব্যক্তি ভক্তিবলে আমাদের পদগুলি অধিকার করিয়া লইবে, সুতরাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি-পদটী যাহাতে লাভ করিতে না পারে, তজ্জন্য ইহাকে নানাপ্রকারে বাধা দেওয়া যাউক।

বিঘ্ন বিনাশের উপায়

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

* * *

"গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ ॥

ভক্তিপথটী আশ্রয় করিতে অগ্রসর হইয়া নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও বিঘ্ন বিনাশের জন্য সহজ ব্যবস্থারও অভাব নাই। কেবলমাত্র গুরু, বৈষ্ণব, ভগবানের পাদপদ্ম-স্মরণপ্রভাবেই সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নের বিনাশ হইয়া থাকে। ভক্তগণ কি শয়নে, কি ভোজনে, অহর্নিশ স্মরণ-কীর্ত্তন করিলেও মাদৃশ বিমুখ জনগণকে নানাপ্রকারে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদির সুযোগ দান করেন, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া জীবকুলকে আহ্বান পূর্ব্বক ভব-রোগের ঔষধ ও পথ্যস্বরূপ শ্রীহরিনাম এবং শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। এই প্রকারে সাধুমুখবিগলিত শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিয়া ও ভক্তপ্রদত্ত শ্রীমহাপ্রসাদ সেবন করিয়া বহির্ম্মুখ জীবকুলেরও অজ্ঞাত সুকৃতি লাভ হয়, তাহার ফলে সাধুসঙ্গ লাভের জন্য অধিকতর রুচি বর্দ্ধিত হয়। যদিও আদরের সহিত যে কোন তিথিতে যে কোন সময়ে সাধুসঙ্গ করিলেই ফল লাভ হয়, তাহা হইলেও কতকগুলি তিথির বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। তাহাকে 'মাধব তিথি' বলে

মাধবতিথি মাহাত্ম্য

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন, "মাধবতিথি, ভক্তিজননী, যতনে পালন করি।" বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিরোভাব-তিথি, শ্রীহরিবাসর প্রভৃতি তিথিগুলি মাধবতিথি। তাহা যত্ন পূর্ব্বক পালন করিলে অর্থাৎ উক্ত তিথিতে অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তন, হরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম স্মরণাদি করিলে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নের বিনাশ হইয়া ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়।

চৈতন্যবাণীর কৃপা

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজপ্রবর ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ জীবকুলের উদ্ধারের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে মঠাদি সংস্থাপন করিয়াছেন এবং তদনুগ জনগণকে শক্তি-সঞ্চার করিয়া সকলত্রই শ্রীগৌরবাণী প্রচারের ব্যবস্থা এবং শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণকে মঠাদিতে বাস করাইয়া সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সুযোগ দান করিয়াছেন। সমস্ত মঠাদিতেই কীর্ত্তনযজ্ঞের দ্বারা মাধবতিথির আরাধনা হইয়া থাকে এবং পথ্যস্বরূপ শ্রীমহাপ্রসাদও বিতরিত হয়।

শ্রীভক্তিবিনোদ-স্মরণতিথিমাহাত্ম্য

গত আষাঢ়, ১৬ই জুলাই মঙ্গলবার তিথিটী আমাদের পরম বরণীয় তিথি ছিল। ঐ তিথিটী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ স্মরণ-তিথি। শ্রীল [illegible] বিনোদ ঠাকুরের [illegible] হইয়াছিল: [illegible] ভক্ত [illegible] উক্ত তিথির আরাধনা করেন, উক্ত তিথিতে ঠাকুরের গুণাবলীর কীর্ত্তন, স্মরণাদি করেন। জাগতিক লোক তাঁহাদের স্বজনগণের বিরহতিথিতে পরলোকগত স্বজনের স্মরণ করিয়া শোক দুঃখে অভিভূত হইয়া থাকে, মায়া মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু শ্রীগুরুবৈষ্ণবের তিরোভাব-তিথির, বৈষ্ণবের গুণাবলীর, বৈষ্ণবের পাদপদ্মের স্মরণফল তাদৃশ নহে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম অশোক, অভয় ও অমৃত। সুতরাং শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিরহ-তিথিতে তাঁহাদের পাদপদ্ম স্মরণ করিলে তাঁহাদের চিত্তদর্পণের অজ্ঞানমল, কর্ম্ম, জ্ঞানাদি প্রাকৃত মল অনায়াসে বিদূরিত হইয়া চিত্তদর্পণটী নির্ম্মল হয়, তখন নির্ম্মল অন্তঃকরণে জীব প্রকৃষ্টরূপে সেবামোদ প্রাপ্ত হন, শান্তিবিবাদ থাকে না, অপ্রাকৃত রসের উদয়ে চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে এবং সমতা লাভ করিয়া মাধুর্য্যগৌরবে নিরন্তর ভক্তিতে বিনোদ লাভ ঘটে।

শ্রীভক্তিবিনোদবিরহমহোৎসবটি সুষ্ঠুরূপে সুসম্পাদন করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক ও গৌড়ীয় সঙ্ঘপতি শ্রীপাদ অতুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু মহোৎসবের কয়েকদিবস পূর্ব্বেই কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে এবং শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভু শ্রীভুবনেশ্বর হইতে আগমন করিয়াছিলেন। মহোৎসব দিবস অরুণোদয়কালে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে একটী সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। মঠসেবকগণ শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে অরুণোদয় কীর্ত্তন করিতে করিতে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরে উপস্থিত হন, ভক্তগণ সমাধিমন্দির পরিক্রমা ও বন্দনা করিয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর পূজিত শ্রীটোটাগোপীনাথের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া কিছুক্ষণ হরিকীর্ত্তন করেন। শ্রীগোপীনাথের সেবকগণ গোস্বামী প্রভুর গলদেশে শ্রীগোপীনাথের প্রসাদী মালা পরাইয়া দিলেন। তথা হইতে ভক্তগণ শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে নগরের কিয়দংশ পরিক্রমা করিয়া শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে মঠসেবকগণ বিভিন্ন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অপরাহ্ণ প্রায় ৫ ঘটিকার সময় শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর ইচ্ছাক্রমে ভক্তগণ হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়বিগ্রহটী ভক্তিকুটী হইতে পাদকুটীতে আনয়ন করেন। শ্রীবিগ্রহটি ও গুরুবর্গের শ্রীমূর্ত্তিগুলি দিব্য পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইয়াছিলেন। সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ ও মহিলাগণ শ্রীবিগ্রহের ভুবনমোহন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন। তৎপরে শ্রীগুরুবন্দনা করি। সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। সুকণ্ঠ গায়ক হরেকৃষ্ণ দাস অধিকারী মহাশয় [illegible] শরণাগতির গান "[illegible]" কীর্ত্তন করেন, তৎপরে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ওজস্বিনী ভাষায় সাড়ে সাত ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অলৌকিক গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করেন। পরে প্রায় রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাগত শত শত সজ্জন, আবালবৃদ্ধবনিতা, দীন, দুঃখী, বিভিন্ন মঠের বৈষ্ণববৃন্দ প্রভৃতিকে বিচিত্র শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুর সুব্যবস্থা ও অক্লান্ত পরিশ্রম জন্য এবং শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভুর কার্য্যকুশলতায় মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু এবং শ্রীপাদ যাদবানন্দ, শ্রীপাদ নদীয়ানন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মচারিগণও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সেকেণ্ড অফিসার শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন পট্টনায়ক, সিদ্ধবকুল মঠের মহান্ত মহারাজ, হনুমান খুঁটিয়া প্রভৃতি সজ্জনগণ মহোৎসবে যোগদান ও পর্য্যবেক্ষণাদি করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

শ্রীযুক্ত সুদর্শন বাবুর
সেবাবুদ্ধি

শ্রীভগবান্ জগজ্জীবের উদ্ধারের জন্য অর্চ্চাবিগ্রহরূপে জগতে অবতীর্ণ হন। তিনি অভক্তের সেবা গ্রহণ করেন না, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সেবাতেই তিনি প্রীত হন। তাই আমরা যদি ভগবদ্ভক্তের আনুগত্য বাদ দিয়া —তাঁহাদের পাদরজে মস্তক অভিষিক্ত না করিয়া শ্রীবিগ্রহের সেবা করিবার অভিনয় করি, তবে সে সেবা ভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছায় না—"আমি কুলীন, আমি পণ্ডিত বা আমি ধনী—বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিবিধ উপচার দ্বারা যখন পূজা করিবার আয়োজন করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রদত্ত নৈবেদ্যাদি গ্রহণ করিবেন" অহঙ্কারবিমূঢ় চিত্তে এই প্রকার বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক আমরা যতই সেবার ঠাট দেখাইতে চেষ্টা করি না কেন, তাহা কেবল বাহ্যাড়ম্বরেই পর্য্যবসিত হয় মাত্র। আবার নিজেকে শূদ্র অভিমান করিয়া অন্য কোন ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন ব্রাহ্মণব্রুবকে বেতন দিয়া তাহার দ্বারা শ্রীবিগ্রহের সেবা করাইবার চেষ্টা করিলেও শ্রীবিগ্রহসেবা হইবে না, কারণ ভাড়াটিয়ার দ্বারা সেবা হয় না। ভাড়াটিয়া ব্রাহ্মণব্রুবগণ শ্রীবিগ্রহসেবা না করিয়া কনকের সেবা করিয়া থাকেন। তাহাদের প্রাপ্য বন্ধ করিয়া দিলেই কপটতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যদি ভাড়াটিয়া সেবককে বলা যায়,—"আমার এখন অর্থাভাব হইয়াছে আর বেতন দিতে পারিব না; তবে আমি বেতন না দিলেও তোমার নিত্য সেব্য ভগবানের সেবা যথারীতি কর।' সেই ভাড়াটিয়া তৎক্ষণাৎ বলিবে, তোমার ঠাকুর-সেবার ব্যবস্থা তুমি কর, আমি চলিলাম—টাকা না পাইলে সেবা করিতে পারিব না। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, সে ব্যক্তি কাহার সেবা করিতেছিল। এই দুনিয়ায় প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রীবিগ্রহসেবার ছলে এই প্রকার একটী বঞ্চনার কার্য্য চলিতেছে অর্থাৎ সেবার পরিবর্ত্তে সেবাপরাধ হইতেছে। জগতের অধিকাংশ লোকই গড্ডলিকাস্রোতে গা ঢালিয়া দেয়, তাহাদিগকে সত্য কথা বলিতে গেলে তাহা শুনে না—বুঝিবার চেষ্টাও করে না, বরং তাতে বিপরীত ঘটাইতে উদ্যত হয়। বঞ্চিত হওয়া ও লোকবঞ্চনা করাই কলিহত জীবের বৃত্তি। তবে কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি সৎসঙ্গ পাইলে সাধুমুখে নিষ্কপট সত্য-কথা শ্রবণ করিয়া তাহা বুঝিতে পারেন এবং বঞ্চকগণের কপটতায় না ভুলিয়া সত্য পথে চলিবার জন্য উৎসাহবিশিষ্ট হন।

পুরীনিবাসী ভূতপূর্ব্ব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু সুদর্শন দাস মহাশয় বিশেষ সৌভাগ্যক্রমে একটী বিচার অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিশয় প্রিয় স্থান বিপ্রলম্ভক্ষেত্রে আলবরনাথের নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মগিরি নামক স্থানে তাঁহার একটি বিষ্ণুসেবার ব্যবস্থা আছে। সেবাটী ভাড়াটিয়ার দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। ভাগ্যক্রমে তিনি শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর অনুকম্পিত কাহারও মুখে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, "ভাড়াটিয়ার দ্বারা সেবা—সেবাপরাধ মাত্র।" এই জন্য তিনি দেবসেবার ভার যোগ্যপাত্রে অর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

দুঃখরূপিণী ভগবৎকরুণা
(২)

অন্যাভিলাষী ঐশ্বর্য্যমদমত্ত জীবগণ নিত্য সম্পৎপূর্ণ শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়া থাকিতেই ভালবাসে। তাহারা ধনে জনে, গৃহে বিত্তে উন্মত্ত হইয়া অতিতুচ্ছ ভোগপ্রাপ্তিকেই ভগবৎকরুণা মনে করিয়া ভ্রমে নিপতিত। কিন্তু হরিভক্ত মহাজন গাহিয়াছেন,—

কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ॥
মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥

শরণাগত ভক্ত জানেন, শ্রীহরি যখন তাঁহার প্রতি যে ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা তাঁহারই কোমল করুণ কল্যাণ হস্তের দান। তাই তিনি ভাগবতীয় বাণী শিরোধারণ পূর্ব্বক একান্ত বিশ্বাসনম্র চিত্তে,—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

—এই গীতি গাহিতে গাহিতে দুঃখ-বিপদকে বৈকুণ্ঠনাথের পাদনিবাসকষ্টের স্থান জ্ঞান করেন। দুঃখ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে সম্পূর্ণ শক্তিহীন হইয়া পড়ে। কবে আমরা নিজকৃত দুর্দ্দৈবরাশি ভোগ করিতে করিতে শ্রীমদ্ভাগবতের বাস্তব উপদেশের অনুসরণে সমুদয় বাক্য, মন ও দেহবৃত্তির দ্বারা হৃষীকেশের অভয় অশোক চরণারবিন্দে প্রণতি বিধান করিব? কবে জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মচেষ্টায় শ্রীহরির কৃপাবন্দনগীতি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে? শত বেদনার বজ্রধ্বনি তখন আর ভীতি উৎপাদন করিতে পারিবে না, অশোকের করুণামৃত-লহরী শোকের শুষ্ক নিশ্বাসকে পরাভূত করিবে। বসুন্ধরাকে তখন সেব্যপ্রভুর সেবানিকেতন বলিয়া বোধ হইবে। পরমোপাস্য বাস্তব ভগবানের প্রসন্ন মধুর স্মিত হাস্যের অপূর্ব্ব দ্যুতি তখন অনন্ত দুঃখময় অন্ধকার হৃদয়কন্দরে প্রবিষ্ট হইয়া গোলোকপতির অনন্ত কৃপার কথা বিদ্যোতিত করিবে।

শত দুঃখ সুখে সম্পদে বিপদে
(কবে) প্রভুর মহিমা গাহিব।
সেবাবঞ্চিত নিরাশাপীড়িত
হৃদয়ে আলোক জ্বালিব॥
সারাটী জীবন সারা দিনমান
সারা প্রভাত সন্ধ্যা বেলা।
শ্রদ্ধা-শিশির- সিক্ত কুসুমে
কবে সাজাইব অর্ঘ্যথালা॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৪৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

— শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-তাৎপর্য্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার-সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বরভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকৃষ্ণ ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুবিমাধুর্য-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বেদান্তদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যাকারে পরিক্রমার জ্ঞাতব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে রোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৷০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

সাধনপথ

প্রধান মন্ত্রীর বার্লিন-যাত্রা স্থির

জার্ম্মাণ সচিব ডাক্তার ব্রুনিং এবং ডাক্তার কার্টিয়াস্ ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড এবং পররাষ্ট্র সচিব মিঃ হেন্‌ডারসনকে বার্লিন যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা হইয়াছে। আগামী ১৭ই জুলাই মিঃ ম্যাকডোনাল্ড এবং মিঃ হেনডারসন বার্লিন যাত্রা করিবেন।

বর্ম্মা বৈঠক

বর্ম্মা বিচ্ছেদের আলোচনা করিবার জন্য একটী বিশিষ্ট বৈঠক বসিবার কথা হইয়াছে। ভারতীয় ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে এই বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক হওয়ায়, বৈঠক এখন কবে বসিবে, তাহা স্থির হয় নাই। খুব সম্ভব সেপ্টেম্বর মাসে যখন গোল টেবিল বসিবে, ঠিক সেই সময়ে এই বৈঠকেরও অধিবেশন হইবে।

সরকারের কার্পণ্যে রাজবন্দীর অনশন ধর্ম্মঘট

বেঙ্গল অর্ডিনান্সের বন্দী শ্রীযুক্ত পান্নালাল মুখোপাধ্যায়কে কুস্মুনিতে আটক করা হইয়াছে। তাঁহার নিজের ও তাঁহার পরিবারবর্গের [illegible] জন্য কেবল মাত্র মাসিক ৪০্ ভাতা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই সামান্য টাকায় তাঁহার ব্যয় সঙ্কুলান হইতেছে না [illegible] কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তিনি ভাতা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিয়াছেন। তাঁহার আবেদনে কোন ফল না হওয়ায়, প্রকাশ, গত [illegible] জুন হইতে অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছেন। অনশনের ফলে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে

দিল্লীতে সীমান্ত গান্ধীর বক্তৃতা

গত ২৩শে জুন প্রাতে ফ্রণ্টিয়ার এক্সপ্রেসে সীমান্ত গান্ধী দিল্লী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সন্ধ্যার সময় [illegible] জহরলাল নেহরুর সহিত তিনি এক জনসভায় বক্তৃতা করেন।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু গত ২২শে জুন স্থানীয় কংগ্রেসের গোলযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। উপস্থিত তিনি কংগ্রেসকর্মী এবং [illegible] করিয়া মণ্ডলীদের বিবাদ ভাল করিতেছেন।

গোল টেবিলে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান

[illegible] জুন [illegible] অল ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের [illegible] এক [illegible] আগামী [illegible] প্রতিনিধি [illegible]

[illegible]

[illegible] সহিত [illegible] ব্যবস্থা [illegible] করিয়া [illegible] এ জন্য বিশেষ [illegible]

[illegible]

---

১০৭ ধারায় স্বেচ্ছাসেবকের অব্যাহতি

এক মাস পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কয়জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবককে ফৌজদারী [illegible] ১০৭ ধারা অনুসারে তলব করেন। জিলা কংগ্রেসের সম্পাদকের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু শেষে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যাপ্ত প্রমাণ অভাবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

সার্জ্জেণ্ট নিহত

সার্জ্জেণ্ট মেজর গুডহেল চন্দ্রপুরের রিজার্ভ পুলিশ ইনস্পেক্টার ছিলেন। তিনি জনৈক রিজার্ভ পুলিসের গুলীতে আহত হইয়া হাসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। হত্যার উদ্দেশ্য এখনও জানা যায় নাই।

গুজরাট কলেজে চাঞ্চল্য

গুজরাট কলেজের অধ্যক্ষ ১০ জন ছাত্রকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য ভর্ত্তি করিতে অস্বীকার করায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ছাত্রগণ গান্ধীজীর নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছেন। ইতোমধ্যে কলেজের ছাত্রগণ কলেজ গৃহের সম্মুখে এক সভার অধিবেশন করিয়াছেন এবং অধ্যক্ষের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করতঃ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন কারণ তাঁহার কার্য্য মহাত্মাজীকে অবমাননা করিয়াছে। তাঁহারা অধ্যক্ষকে তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করিতে বলিয়াছেন। প্রস্তাবের নকল গান্ধীজি ও ভাইস্ চ্যান্সেলারের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

আরামবাগে ভীষণ ডাকাতি

আরামবাগের অন্তঃপাতী হরিকৃষ্ণপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষের বাড়ীতে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ঘটনার দিন [illegible] বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার পিতৃব্যের বাটীতে গিয়াছিলেন। ঐ দিন রাত্রি ১১ ঘটিকার সময়ে প্রায় ৬ জন লোক দেওয়াল টপকাইয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে এবং লোহার ডাণ্ডা দিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া সুধীর বাবুর ভ্রাতা গৌর ও গোবর্দ্ধন যে ঘরে শয়ন করিয়াছিল সেই ঘরে প্রবেশ করে। প্রকাশ, ২ জন লোক নাকি গৌর ও গোবর্দ্ধনের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া তাহাদের মুখ চাপিয়া ধরে বাকী লোকেরা ইত্যবসরে কাঠের বাক্স ভাঙ্গিয়া গহনা কোম্পানীর কাগজ ও নগদ টাকা হস্তগত করিতে থাকে। দুর্ব্বৃত্তেরা এই কার্য্য শেষ করিয়া লোহার ডাণ্ডা দ্বারা এবং সুধীর বাবুর খুড়ীকে আক্রমণ করে

অতঃপর ডাকাতেরা লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া পলায়ন করে। লুণ্ঠিত দ্রব্যের পরিমাণ এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। ডাকাতেরা [illegible] পাকা বাঁশের লাঠি, ছুরা ও বৈদ্যুতিক [illegible] লইয়া আসিয়াছিল। উহারা একখানি লোহদণ্ড ও ১ বোতল কেরাসিন তৈল ফেলিয়া গিয়াছে। পুলিশের তদন্ত চলিতেছে।

লক্ষ্মীপুরে ভীষণ নরহত্যা

গত ১৯শে জুন বেলা ১১ ঘটিকার সময়ে পশ্চিম লক্ষ্মীপুর গ্রামের জোড়িবক্স নামক জনৈক আধা বাদী আহারান্তে বিছানায় বসিয়া পান চিবাইতেছিল, এমন সময়ে বাহির হইতে ছেঁচা বেড়ার ফাঁক দিয়া কোন একজন অজ্ঞাত লোক তাহাকে গুলী করিয়া মারিয়াছে। জোড়িবক্স তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত ব্যক্তির পিতার নাম রহিম বক্স ওরফে উলফাচুলি। রহিম বক্স নাকি একজন পাকা চোর ছিল এবং ৪ বৎসর পূর্ব্বে একস্থানে চুরি করিবার সময়ে নিহত হয়।

মৃত ব্যক্তির শ্বশুর লক্ষ্মীপুর থানায় পরদিন এজাহার করে। এজাহারে সে বলিয়াছে যে, মৃত ব্যক্তির সহিত তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের সহিত মামলা চলিতেছিল। ঐ গ্রামের কাদির বক্স পাটওয়ারী নামক আর এক ব্যক্তির সহিতও তাহার মামলা চলিতেছে পুলিস উহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছুম্বক আলিকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখিয়াছে।

বোম্বাইয়ে সর্দ্দার বল্লভভাই

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল শ্রীযুক্ত জয়রাম দাস দৌলতরাম এবং মণিবেন্ প্যাটেল সহ ২৪শে জুন সকালে সুরাট প্যাসেঞ্জারে বোম্বাই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে স্থানীয় কংগ্রেস-নেতৃবর্গ তাঁহাদিগকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা করেন। সর্দ্দার বল্লভভাই ও তাঁহার দলস্থ নেতৃবর্গ লেবার্ণাম রোডস্থিত শিবরাম ভবনে বসবাস করিতেছেন। তথায় সর্দ্দার ও স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মীদিগের মধ্যে বৈকালে এক পরামর্শ সভা হয়।

চট্টগ্রামে বাজী ছুঁড়ায় নিষেধ

২৪শে জুন বুধবারের অতিরিক্ত কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ, চট্টগ্রামের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ধারণা, চট্টগ্রামে বাজীর গোলা বা অন্য প্রকার বাজী ছোড়া সাধারণের শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী কর্তৃপক্ষের কাজে বাধা স্বরূপ হইতে পারে। আর, গত ২২শে এপ্রিল ফৌজদারী ১৪৪ ধারার আদেশ জারী করিয়া কোতোয়ালী, পাহাড়তলী ও ডবলমুরিং থানার এলাকার মধ্যে বোমা ও অন্যান্য প্রকার বাজী ছুড়া নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন।

স্থানীয় সরকারের ধারণা, চট্টগ্রামে যে অবস্থার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত প্রকার আদেশ দেন, সে অবস্থা এখনও বর্ত্তমান এবং বোমা ও অন্যান্য প্রকার বাজী ছুড়া লোকের জীবন ও নিরাপত্তার পক্ষে বিঘ্ন স্বরূপ হইতে পারে।

সে জন্য ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ (৬) ধারার ক্ষমতাবলে এরূপ আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, উক্ত আদেশ ২২শে জুন হইতে আরও ২ মাস কাল যাবৎ থাকিবে।

সম্পাদকের গৃহে তল্লাস

'নায়ক' পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত রামকৃষ্ণ শর্ম্মা গত ২৪শে জুন আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহাকে ৫০০০্ টাকা জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ১২৪এ ধারানুযায়ী গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বলে পুলিস তাঁহার মজঃফরপুরের গৃহ তল্লাস করিয়াছে।

ঢাকার নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার

প্রকাশ যে, ঢাকা ইউনিভার্সিটীর নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ ডবলিউ, এ, জেঙ্কিন্স আগামী ৬ই জুলাই তারিখে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। তিনি আগামী ২৮শে তারিখে ঢাকায় আগমন করিবেন।

"শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ"
প্রেরিত —
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার--নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [৯৯তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ১৪ই আষাঢ় সোমবার ১৩০৮, ২৯শে জুন ১৯০১

লাহোরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

নাগপুর রেল-শ্রমিক সঙ্ঘ—বড়লাটের নিকটে তার

গাড়ীর সহিত বাস সঙ্ঘর্ষ

শ্রীমতি ইন্দুমতীর বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ

নানা কথা

লাহোরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড
৫০ হাজার টাকার জিনিষ দগ্ধ

গত ২৫শে জুন মধ্যাহ্নকালে লাহোর ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর গুদামে আগুন লাগিয়া যাওয়ায় প্রায় ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। গুদাম ঘরের বাহিরে বাগানে কতিপয় মজুর কাজ করিতেছিল। তাহারা ঘরের ভিতর হইতে ধূম বাহির হইতেছে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। সংবাদ পাওয়া দমকল তখনই আসিয়া পড়ে। কিন্তু জলের অভাবে প্রথমতঃ অসুবিধা হইতে থাকে। কোম্পানীর সকল লোকই এই কার্য্যে যোগদান করে। অগ্নি ১ ঘণ্টার মধ্যে আয়ত্বাধীনে আনীত হয়। গুদামের সমস্ত দ্রব্যই ইনসিওর করা ছিল।

নাগপুরে রেল শ্রমিক সঙ্ঘ
বড়লাটের নিকটে তার

জি, আই, পি, রেলওয়ের শ্রমিকরা এক সভায় বসিয়া তুকারাম সুত্রধর দ্বারা বড়লাটের নিকটে নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন।

"ধর্ম্মঘটকারীরা উপস্থিত থাকা সত্বেও কারখানার ওভারসিয়ার অমর সিং শিখদিগের দ্বারা শূন্যপদ পূরণ করিতেছে। ধর্ম্মঘটকারীদিগকে বাদ দিবার উদ্দেশ্যে ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক এই কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। অবস্থা সঙ্কটজনক। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে তদন্ত করিবার আদেশ দিউন ও আমাদের অভিযোগ দূর করুন।"

এই তারের এক নকল জি, আই, পি রেলওয়ের এজেন্টের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে।

গাড়ীর সহিত বাস সঙ্ঘর্ষ

গত মঙ্গলবার রাত্রিকালে চৌরঙ্গী রোডে একখানি মোটর বাসের সহিত একখানা ঠিকা গাড়ীর সংঘর্ষের ফলে ঘোড়াটী মৃত্যুমুখে পতিত ও গাড়োয়ান আহত হইয়াছে। বাস চালককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শ্রীমতী ইন্দুমতীর বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলার আসামী শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী নিখিলবঙ্গ ছাত্র সমিতির সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুত সুধীর ঘোষের সহিত বৃহস্পতিবার দিন দিল্লী এক্সপ্রেসে দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলার আসামীদের পক্ষ সমর্থনের বিষয় পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সহিত আলোচনা করাই তাঁহার দিল্লী যাত্রার উদ্দেশ্য। আসামীগণ সরকারের ব্যয়ে উপযুক্ত ব্যবহারাজীবের দ্বারা পক্ষসমর্থন করাইবার জন্য যে দাবী করিয়াছেন, তাহা রাজপ্রতিনিধিকে জানাইবার জন্য তিনি সিমলাতেও যাইবেন বলিয়া প্রকাশ।

রেলগাড়ী দ্বারা গো শকট চূর্ণবিচূর্ণ

গত বুধবার শেষরাত্রি ৪-১৫ মিনিটের সময় একখানি ডাউন মালগাড়ী ছাতনা ও বাঁকুড়া ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী একটী গুমটী অতিক্রম করিতেছিল। এমন সময় ট্রেণখানি একখানি গরুর গাড়ীর উপরে আসিয়া পড়ে। গাড়ীখানি তখনই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু বলদ দুইটী পলাইয়া আত্মরক্ষা করে।

গাড়োয়ান গুরুতররূপে আহত হয় এবং তাহার সঙ্গী তখনই নিহত হয়। গাড়োয়ানকে বাঁকুড়া হাসপাতাল অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু পথিমধ্যে তাহার মৃত্যু ঘটে।

হাঁপানি রোগে "দ্রোণপুষ্পী"

গোবরডাঙ্গা ইছাপুর ২৪ পরগণার কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ধন্বন্তরী ঢাকার প্রসিদ্ধ স্বারস্ত শাসন পত্রে লিখিতেছেন, হাঁপানি রোগের মত কষ্টকর রোগ আর নাই। যখন হাঁপের টান হয় তখন যেন প্রাণ বাহির হইতে থাকে। রোগানুযায়ী ঔষধও ভগবান দিয়াছেন। "দ্রোণ পুষ্পী" হাঁপানী রোগে অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ।

দ্রোণ পুষ্পীকে বাঙ্গালায় হল কসা, ঘল ঘসি বা দণ্ডকলস বলে। ইহা মাঠে অনেক জন্মিয়া থাকে। ইহার গাছ এক হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। এই গাছের সাদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল সরস্বতী পূজার ব্যবহৃত হয়।

এই গাছের শিকড় সিকি তোলা লইয়া জল দিয়া উত্তম করিয়া ধুইয়া আড়াইটা গোল মরিচ সহ বাটিয়া প্রতি রবিবার প্রাতে স্নান করিয়া খাইতে হয়। এইরূপ ছয়টী রবিবারে খাইলে হাঁপানি রোগ নিশ্চয়ই ভাল হইবে।

৬ রবিবারে ৬ দিন মাত্র খাইতে হইবে। ঘোল দই প্রভৃতি ঠাণ্ডা দ্রব্য সেই সময়ে যত পারেন খাইবেন। তামাকাদি মাদক দ্রব্য সেবন একেবারে নিষিদ্ধ। রোগ সারিয়া গেলে ৩ ৪ মাস পরে মাদক দ্রব্য খাইতে পারেন। না খাইয়া থাকিতে পারিলে রোগ পুনঃ আক্রমণের কোন ভয় থাকে না। এই মুষ্টিযোগটী বিশেষরূপে পরীক্ষিত।

এই দ্রোণ পুষ্পীর পাতার রস ৫।৬ ফোটা সর্প দষ্ট রোগীকে পান করাইলে বিষধর সর্পের দ্বারা দংষ্ট রোগী নির্ব্বিবাদে জীবন লাভ করে। রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িলে কোন রকমে রক্তের সহিত মিশাইতে পারিলে রোগী জ্ঞানলাভ করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ষষ্ঠবর্ষ ৬১ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

শ্রীধাম-মায়াপুর—১৪ই আষাঢ় সোমবার—১৩৩৮

অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত সৎসাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক

ধারাবাহিক গবেষণা

(১৪)

প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনে শিবকে জগদীশ্বর ও সকলের কারণরূপে নির্ণয় করত জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার কোন ভেদ নাই, স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং উহা বেদবিরুদ্ধ ও সৎসম্প্রদায়বহির্ভূত মত। রসেশ্বরদর্শনে প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের ন্যায় মহেশ্বরকেই পরমেশ্বররূপে নির্দ্ধারিত করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে, বেদও স্বীকৃত হয় নাই। পারদ-রসের দ্বারা দেহের স্থৈর্য্য সাধনপূর্ব্বক পরমেশ্বর শিবকে সন্তুষ্ট করত জীবন্মুক্তি লাভ ইঁহাদের প্রয়োজনীয় বিষয়। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে, উপরিউক্ত কোন দর্শনেরই সৎসাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের উপদিষ্ট আত্মধর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই।

এতদ্ব্যতীত ভারতের প্রসিদ্ধ আরও ছয়টি দর্শন আছে—যাহাদের সম্বন্ধে ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—"তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি। মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি।" কারণ (১ সাংখ্য দর্শনে কপিলাদি নিরীশ্বর সাংখ্যকার প্রকৃত বেদার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, (২) পাতঞ্জলদর্শনে পতঞ্জলি প্রভৃতি রাজ-যোগী তাঁহাদের যোগশাস্ত্রোক্ত কল্পনাময় ঈশ্বরকে স্বরূপতত্ত্ব বলিয়া স্থাপিত করিয়াছেন, (৩-৪) ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনে গৌতম ও কণাদাদি ঋষিগণ পরমাণুকেই বিশ্বকারণ বলিয়াছেন, (৫, মীমাংসাদর্শনে জৈমিন্যাদি মীমাংসকগণ বেদের মূল তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে কর্ম্মের অঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছেন, (৬) শঙ্করদর্শনে শঙ্করাচার্য্য বেদের একদেশী বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক মায়াবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ, তদীয় ধাম, শ্রীনাম, মহাপ্রসাদ, ভক্তি, প্রভৃতি চিদ্বস্তুসকল মায়িক বা অনিত্য-বস্তুরূপে নির্দ্ধারিত এবং ত্রিপুটি বিনাশ করিয়া চেতনের বৃত্তিরাহিত্যই প্রয়োজনীয় বস্তুরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই সকল মতবাদ-পরায়ণ আচার্য্যগণ বেদসিদ্ধ স্বয়ং ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের খণ্ডভাবে এক একটী মত স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহাদের কাহারও মতেই পরম কারণ ঈশ্বর (বিষ্ণুকে) পাওয়া যায় না অর্থাৎ কেহই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বকারণকারণ বিষ্ণুকে মানেন না, অথচ পরমত খণ্ডনপূর্ব্বক নিজ নিজ মতবাদ স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন।

এই সমস্ত মতবাদীকে লক্ষ্য করিয়াই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

আমরা এখন পূর্ব্বোক্ত আউল বাউল তেরটী বিদ্ধ-সম্প্রদায়ের মত বা সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও যদি নিরপেক্ষভাবে একটুকু মনোযোগের সহিত আলোচনা করি, তাহা হইলে সেইগুলিরও প্রত্যেকটিই যে সৎ-সম্প্রদায়ের মতের সহিত সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিব। প্রবন্ধ বিস্তার-ভয়ে এই সমস্ত মতের পুনরালোচনা করিতে আমরা ক্ষান্ত হইলাম। তবে ইঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, ইঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহাদের মতটি মহাপ্রভুর প্রচারিত মত বলিয়া দাবী করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমতের অনুশীলনকারী। • ঐ সকল মতের সহিত অদ্বয়ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রচারিত সৎসৎ-সিদ্ধান্ত-সম্মণির কোন সম্বন্ধ নাই। শিক্ষার অভাব, কুরুচি, অপস্বার্থ, অসদভিপ্রায়, কপটতা, আত্মবঞ্চনা ও মনোধর্ম্ম হইতে উপরিউক্ত ত্রয়োদশটী বিদ্ধ মত উদিত হইয়াছে। ঐ সকল মতবাদিগণের সকলেই মনোধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অনুকরণপ্রিয়। সৎসিদ্ধান্তবিৎ শ্রৌতপন্থী সদ্গুরুর অনুসরণে আত্মানুসন্ধান করিবার পরিবর্ত্তে অনুকরণ-প্রণালীর পক্ষপাতী হইলে যে ফল ফলে, তাহারই নিদর্শনস্বরূপ উপরিউক্ত তেরটী বা তদনুরূপ অন্যান্য বিদ্ধ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সৎসম্প্রদায়-চতুষ্টয় আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। প্রবন্ধের শেষভাগে যে কতিপয় সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহাদের কোনটীতেই আত্মধর্ম্মের উপদেশ নাই—সেই সমস্তের কোন মতবাদই পারমার্থিক ধর্ম্মের অন্তর্গত নহে, সকলগুলিই নৈমিত্তিক দেহমনের ধর্ম্ম দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং সকলটীই অপসম্প্রদায়ভুক্ত। আত্মধর্ম্ম অনুশীলনের অভাবে জগতে এরূপ কত যে অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। উপসংহারে আমরা ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পরিচয় প্রদানমুখে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তের একটুকু আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

সার্থক

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

অনেক প্রসূন ফোটে কাননের বুকে,
বর্ণে গন্ধে সুধাচ্ছন্দে মনোমোহকরী।
কেহ তোলে ভোগ আশে লালসা কৌতুকে,
কেহ বা চয়ন করে পূজিবারে হরি॥

প্রফুল্ল কুসুম প্রায় নবনী কোমল,
হাসিতেছে ধরাবক্ষে কত নর নারী।
কামেরে বরিল যেই, তার কিবা ফল?
গোবিন্দের অর্ঘ্য রচে, ধন্য তাঁহারি॥

শ্যামপাদপদ্মে যেই লভিল সেবন।
স্পর্শমণি-স্পর্শ যেন, সার্থক জীবন॥

স্বভাবের পথে

(শ্রীপাদ অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী)

মানুষ সর্ব্বক্ষণ একটী না একটী অভাবে অভাবগ্রস্ত। কিন্তু বাস্তবিক তাহার কিসের অভাব, সে নিজে ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না; সে আশা করিতেছে, বর্ত্তমানে সে যে অবস্থায় আছে, সে যদি আরও কিছু অধিক উপার্জ্জনক্ষম হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তাহার অভাব কিছু মিটিতে পারিত। সে আশানুরূপ উপার্জ্জন করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার আশা ও অভাব মিটিল না, পূর্ব্বে তাহার যে অভাব [illegible], পরে তাহার অভাব ও আশা ততটা বাড়িয়া গেল। এইরূপ সে যত দিন দিন উপার্জ্জন বৃদ্ধি করিতে লাগিল, ততই তাহার অভাব ও আশা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।

জীর্ণ কুটীরবাসী দরিদ্র অথবা অট্টালিকা-বাসী ধনবান্ সকলেই যেন কি এক অভাবে অভাবান্বিত হইয়া আশার কুহকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা একবারও বুঝিতেছে না, তাহাদের অভাব কোথায়? যতদিন না জীব নিজের স্বভাবে পৌঁছে, ততদিন অভাব মিটিতে পারে না। জলের স্বভাব যেমন তরলতা এবং তাহা স্বভাবতঃ নিম্নগামী, কখনও কখনও অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা গরম লাগিয়া বিকৃতভাব ধারণ করিলেও (অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য বরফ হইয়া যায়, আবার কখনও অতিরিক্ত গরম লাগিয়া বাষ্পাকারে পরিণত হয়) উহা তাহার বিরূপের ধর্ম্ম। যখন সে বিরূপ হইতে স্বরূপে পৌঁছিবে, তখন সে স্বভাবতঃ নিম্নগামী এবং তরল।

জীব যতদিন না গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে নিষ্কপটে পৌঁছিতে পারে, ততদিন আত্মার স্বাভাবিক গতি যে কোথায়, তাহা সে বুঝিতে পারে না। জীব যে মুহূর্ত্তে গুরু-পাদপদ্মে নিষ্কপটভাবে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন সে বাস্তবিক স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তখন তাহার অভাব যে কোথায়, তাহা বুঝিতে পারে।

নদীর গতি যেমন স্বভাবতঃ সাগরের দিকে, জীবের স্বাভাবিক গতিও তদ্রূপ ভগবানের দিকে। বর্ত্তমানে আমাদের সেই স্বভাব অসৎসঙ্গরূপ ব্যবধানে অভাবে পরিণত হইয়াছে। তজ্জন্যই সাধুসঙ্গ আবশ্যক।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

বুদ্ধিমান ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিবেন। যেহেতু সাধু ব্যক্তিগণ উপদেশদ্বারা তাহার চিত্তের ক্লেশ নষ্ট করেন। যদি কোন ব্যক্তি কামনাযুক্ত অর্থাৎ অভাবের দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন, ভগবান্ তাঁহার কামনা দূর করিয়া নিজের চরণা-মৃত দানে তাহার তদিতর কামনা নষ্ট করিয়া দেন। আমরা সাধু এবং শাস্ত্র দ্বারা জানিতে পারি যে, ধ্রুব মহারাজ বিমাতার কটূক্তিতে ব্যথিত হইয়া রাজ্য-লাভেচ্ছায় নারদ উপদেশমত পদ্মপলাশ-লোচন হরির সন্ধানে বহির্গত হইয়াছিলেন। মাত্র পাঁচ বৎসরের বালক একাকী বনে বনে শ্রীহরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভগবান্ তাঁহার কঠোর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলে ধ্রুব কহিলেন,—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং,
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্॥
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

আমি সামান্য স্থানাভিলাষী হইয়া তোমার তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু দেবমুনীন্দ্রগুহ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি কৃতকৃতার্থ হইলাম, আমি সামান্য কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্য চিন্তামণি প্রাপ্ত হইলাম।

অতএব আমি আর বর যাচ্ঞা করি না। ভগবান্ পূর্ণ বস্তু, তাঁহাকে লাভ করিলে জীবের অপ্রাপ্য আর কিছুই থাকে না। আত্মার স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে আর অভাব থাকিতে পারে না।

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই জুলাই ১৯৩১

(১)

৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৪২৬/৩

ডিঃ সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সাং বাড়াদি

দেঃ কালীপদ আচার্য্য সাং ত্রিপাইত-পুর পোঃ দৌলতপুর

দৌলতপুর থানায় ঐ গ্রামে যোগীন্দ্র কুমার ভৌমিক অধীন ৩৪৮ খতিয়ানে ১২-৪৯ শঃ জমী নিষ্কর জমা দেঃ ৵০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় শীতলাই চণ্ডীপুর গ্রামে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অধীন ৩৩ খতিয়ানে ৯-৫৩ শঃ জমী নিষ্কর জমা দেঃ ।০ আনা অংশ মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে সুরেন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং অধীন ১৫৩ খতিয়ানে ৪-৯৩ শতক জমী নিষ্কর জমা দেঃ ।০ আনা অংশ মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে যোগীন্দ্র কুমার ভৌমিক দিং অধীন ১৬২ খতিয়ানে ৫৮ শতক জমী নিষ্কর জমা দেঃ ।০ আনা অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ থানায় শীতলাই চণ্ডীপুর গ্রামে ঐ মালিক অধীন ১৬৩ খতিয়ানের ১৫৯ শতক নিষ্কর জমী দেঃ ।০ আনা অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৬। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় ২৪৮ খতিয়ানের ১৭২ শতক নিষ্কর জমী দেঃ ৵০ আনা অংশ মূল্য ৫৲

৭। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় ২৫২ খতিয়ানের ৮৬০ শতক নিষ্কর জমী দেঃ ৵০ আনা অংশ মূল্য ১০৲

৮। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ২৭০ খতিয়ানের ৩০ শতক জমী দেঃ ৵ আনা অংশ মূল্য আঃ ২৲

(২)

১৩১ খাংজারী ৩১ দাবী ২৭।৬

ডিঃ কৃষ্ণদুর্গা দাসী সাং বোয়ালমারী

দেঃ গৌরহরি ঘোষ সাং শঙ্করপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

কোতয়ালী থানায় মহিষা বনগ্রাম গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৯ খতিয়ানে ৮৯ শতক জমী ৫৫১০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৩)

২৭৫ খাংজারী ৩১ দাবী ২৭৭৸৬

ডিঃ পরেশ নাথ পালচৌধুরী দিং সাং বেহরা

দেঃ কুঞ্জ সরদার দিং সাং সেনপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় সেনপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৫৯ খতিয়ানে ২৬৭৯ শঃ জমী ৪৯।৵০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪)

২৭৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৪৮।৬

ডিঃ রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী মোঃ বেলপুকুর

দেঃ শচীন্দ্রনাথ ঘোষ দিং সাং শঙ্কর-পুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় শঙ্করপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৫২৩ শঃ জমী ৫৬৷৵৬ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(৫)

১২৬৯ খাংজারী ৩১ দাবী ২৬।৵৬

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কাঠালপোতা

দেঃ জানকী সর্দ্দার দিং সাং তাঁসা-ডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় চৌগাছা তাঁসাডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১১৫ খতিয়ানে ২০৮ শঃ জমী মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১১৬ খতিয়ানে ৭০ শঃ জমী ১১৲ জমা মূল্য আঃ ৫

(৬)

১৪৫০ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৩৷৵৩

ডিঃ প্রফুল্লনলিনী দেবী দিং সাং শরপুর চ[illegible]

দেঃ গিরিকণ্ঠ বন্দোপাধ্যায় সাং ফরিদপুর পোঃ মাটিয়ারী

কালীগঞ্জ থানার চররসিয়াডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১০—১৩ ও ১৭— ৯ খতিয়ানে ৩০৩৭৭ শতক জমী ৫৩০ জমা মূল্য আঃ ২০০

(৭)

১৪৯৯ খাংজারী ৩১

ডিঃ অমিয় পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ বিশু সরদার সাং জালালখালি পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার জালালখালি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১২ খতিয়ানে ৩।৪।৵০ জমী মূল্য আঃ ২৫৲

(৮)

১৫০ খাংজারী ৩১ দাবী ১৮৵৯

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ মেছেল সেখ পেয়াদা সাং জাঙ্গিরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার সুবর্ণবিহার গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৯১ খতিয়ানে ২৪২ শঃ জমী মূল্য আঃ ১০৲

(৯)

১২৪৮ খাংজারী ৩১ দাবী ১৭০০।৵০

ডিঃ ললিতমোহন মজুমদার দিং সাং বেতাই

দেঃ শরদিন্দু শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সাং তেলিনীপাড়া পোঃ শ্রীরামপুর হুগলী

তেহট্ট থানার চিলখালি করুইগাছি ও মাগুরা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১১.২১৯ খতিয়ানের ৩৭৬।০ পত্তনী জমা মূল্য ৫০০৲

(১০)

১৫৬১ খাংজারী ৩১ দাবী ২০৫।৵৩

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ফজলহক মল্লিক সাং ধুবুলিয়া পোঃ বেলপুকুর

কোতয়ালি থানায় ধুবুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৬৫ খতিয়ানে ৫-২০ শতক জমী ওটবন্দি জোত অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(১১)

১৫৭৩ খাংজারী ৩১ দাবী ২২৮৵৬

ডিঃ গঙ্গেশ্বরী চৌধুরাণী সাং ফরিদপুর

দেঃ দাশু মুখোপাধ্যায় দিং সাং মোঃ গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ গ্রামে নন্দলাল চৌধুরী অধীন ৫ (ক) খতিয়ানে ২০ শতক জমী ১৷৵৬ জমা পাকা ইমারতাদি সহ মূল্য আঃ ১০০০৲

(১২)

১৫৭৪ খাংজারী ৩১ দাবী ৩০৫০

ডিঃ সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী

দেঃ নন্দরাণী দাসী সাং রুইপুকুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার রুইপুকুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩. খতিয়ানে ২-২৭ শঃ জমী ৫৲ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৩)

১৫৮৪ খাংজারী ৩১ দাবী ১১২৲৯

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ অশ্বিনীকুমার ঘোষ দিং সাং নলদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় নলদহ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৪৬ খতিয়ানে ৪৮০ শতক জমী ১৫।৵০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(১৪)

১৫০৬ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৭৭।৵৬

ডিঃ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সাং শান্তিপুর

দেঃ জয়দুর্গাদাসী সাং কৃষ্ণনগর কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার কৃষ্ণনগর কাঠালপোতা গ্রামে রাখালদাস সিংহ দিং অধীন ৫৩৩৭১ খতিয়ানে ৮১ শতক জমী ২০৮৵০ জমা মার পাকা ইমারত সহ মূল্য আঃ ৫০০৲

(১৫)

১৫২৮ খাংজারী ৩১ দাবী ১১১৩।০

ডিঃ মেদিনীপুর জমিদার কোং মোঃ আমঝুপী

দেঃ হরেন্দ্রকুমার সরকার দিং সাং কলাবাড়ী পোঃ দামুরহুদা

দামুরহুদা থানায় রামনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৪ খতিয়ানে ৩৭৯ শঃ জমী ১২৬০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১২৭ খতিয়ানে ৩৭২ শঃ জমী ১২৮৵০ জমা মূল্য আঃ ৪৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২২৬ খতিয়ানে ১২৮ শতক জমী ৪৷৵০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২৯৭।৩০৭।৩১১-৩১৩ খতিয়ানে ৮-৩৯ শঃ জমী ২০৵৬ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

৫। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২২৮ খতিয়ানের ৫৩১ শতক জমী ১৭৸০ জমা মূল্য আঃ ৮০৲

৬। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২১৪ খতিয়ানের ১-৫০ শতক জমী ৪৷৵৬ জমা মূল্য আঃ ২০৲

৭। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৭৩ খতিয়ানের ২২৯ শতক জমী ৮৸৵৯ জমা মূল্য ৩০৲

৮। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ২৬৩ খতিয়ানের ৬২১ শতক জমী ১৮৸৵৯ জমা মূল্য ২৯৲

৯। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ২০৯ খতিয়ানের ২২০ শতক জমী ১।৵০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

১০। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ২৭৬ খতিয়ানের ২৬ শতক জমী ২৷০ টাকা জমা মূল্য আঃ ৫৲

১১। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ২১২ খতিয়ানের ১২১ শতক জমী ৪৵৯ জমা মূল্য আঃ ১২৲

১২। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৮৮ খতিয়ানের ৮০ শতক জমী ২৷৵৬ জমা মূল্য ১৫৲

১৩। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১১ খতিয়ানের ২৮ শতক জমি ৸৵০ জমা মূল্য ৫৲

১৪। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৩০৯ খতিয়ানের ৯৭ শতক জমী ৪৷৯ জমা অদ্ধাংশ মূল্য আঃ ১০৲

১৫। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৩১০—৩১৩ খতিয়ানের ৮-৫৯ শতক জমি ২০৸৵৩ জমা অদ্ধাংশ মূল্য ৫০৲

১৬। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৮/১/০ জমি জলাশয় পুষ্করিণী মায় আকর আওলাত ইত্যাদি মূল্য ১০০৲

১৭। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৯৯।২০০— ২০৭ খতিয়ানের গিরিবালা দেবী নামীয় ১৯-২৯ শতক নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য ১০০৲

১৮। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১২১—১২৩।১৬ খতিয়ানের ৩ ৯৫ শতক জমি ১১।/৬ জমা সামিল জমী সহ মূল্য আঃ ৫০৲

১৯। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৭৫।২৯০ খতিয়ানের ৫-৬০ শতক জমি জলাশয় পুষ্করিণী সহ মূল্য ১০০৲

২০। ঐ থানায় কৃষ্ণদেবপুর গ্রামে ২০৩—২০৫ খতিয়ানে ৮-৬৭ শতক জমীর জমা ১৫৲৬ মূল্য আঃ ১০০৲

(১৬)

১৬৯১ থাংজারী ৩১ দাবী ১৫২।/৬

ডিঃ সিতিকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ফরিদপুর.

দেঃ এরফান আলি সেখ দিং সাং হরিণডাঙ্গা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় ব্রজনাথপুর ও ফরিদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৮।১৩৫ খতিয়ানে ৬ ৮৮ শঃ জমী ২৪।/২॥ :জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১৭)

১৬৯২ থাংজারী ৩১ দাবী ৫৩/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানার ব্রজনাথপুর ও ফরিদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩৬।৪২ খতিয়ানে ৪-১২ শতক জমী ৭/.৭॥ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১৮)

১৭৭৭ থাং জারী ৩১ দাবী ৮০০॥/৬

ডিঃ রাজকুমারী, প্রফুল্লনলিনী দাসী মোং বেলপুকুর দেঃ গণেশচন্দ্র ঘোষ দিং সাং শঙ্করপুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানার শঙ্করপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৩ খতিয়ানে ৬৩-৯৪ শতক জমী ২২৮॥৶৩ জমা মূল্য আঃ ২৫০৲

(১৯)

১৭৭৮ থাংজারী ৩১ দাবী ২৪৮৩

ডিঃ নিত্যকালীদেবী সাং মেহেরপুর দেঃ বিনয়কুমার রায় দিং সাং মহেশগঞ্জ পোঃ মহেশগঞ্জ

কৃষ্ণনগর থানায় রাউতারা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৪৯ খতিয়ানে ১-৬৭ শঃ জমী ৪।৶৩ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(২০)

১৭৭৯ থাংজারি ৩১ দাবী ৪২৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানায় রাউতারা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৭২ খতিয়ানে ২-২৩ শতক জমী ৮৫/২ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২১)

১৭৮০ থাংজারি ৩১ দাবী ৭৫১।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানায় রাউতারা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৫০।১৫২-১৬০ খতিয়ানে ৪৫-২৩ শঃ জমী ১০৫।/৯ জমা মূল্য ১০০৲

(২২)

১৮২০ থাংজারী ৩১ দাবী ১৪৭০৮৶৬

ডিঃ বৈদ্যনাথ পাল সাং যুগপুর

দেঃ প্রমথভূষণ পালচৌধুরী দিং মোং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

ত্রিহট্ট থানায় বেতাই জিতপুর গং গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৫৭।৬৪।২২২। ১১।১৬৭।২৯৯।২।৯৪৯ খতিয়ানে ১৩০০ টাকার পত্তনী জমা মূল্য আঃ ৫০০০৲

(২৩)

১৮৪১ থাংজারি ৩১ দাবী ৪৭॥৩

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন সাং মাটীয়ারী

দেঃ চারুবালা দাসী সাং কুঠুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় কুঠুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৯ খতিয়ানে ৮৩ শঃ জমী ৬৲ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২৪)

১৮৪২ থাংজারী ৩১ দাবী ৮৬॥৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় কুঠুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৮ খতিয়ানে ৭-৭২ শঃ জমী ২৩৶ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২৫)

১৮৪৩ থাংজারী ৩১ দাবী ৯৩৷৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ভূপতি কর্মকার সাং কুঠুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় কুঠুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৪।. খতিয়ানে ১-১৮ শতক জমী ৬।৶ জমা মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০৪।২ খতিয়ানে -০৭ শতক জমী ১/০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ সেরেস্তায় ১০৫ খতিয়ানের ১৮ শতক জমি ২॥০ জমা মূল্য ৫৲

৪। ঐ থানায় বানিনাথপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭২ খতিয়ানের -৮৩ শতক জমি ২॥৶৫ জমা মূল্য ১০৲

(২৬)

১৮৬৯ থাংজারি ৩১ দাবি ৩২।/৯

ডিঃ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাং জগন্নাথপুর

দেঃ হেদাতআলি সেখ সাং চন্দনপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় জগন্নাথপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৭২ খতিয়ানে ১-৮১ শঃ জমী ৪৸৹ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২৭)

১৩২৫ থাংজারি ৩১ দাবি ৪৭৮৶৯

ডিঃ দুর্গাদাস সরকার দিং সাং রাখাল গাছি

দেঃ শৈলবালা দাসী সাং ব্রহ্মাণপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৮ খতিয়ানে ৩-৮৯ শতক জমী ৮৲১২॥ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২৮)

১৪২৯ মনিজারি ৩১ দাবি ২৮৭॥/৯

ডিঃ দুর্গাপদ মোদক সাং গোয়াড়ী

দেঃ শরৎচন্দ্র কুণ্ডু সাং কৃষ্ণনগর চাঁদ সড়ক পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক গ্রামে নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সেরেস্তায় ২৩৩ খতিয়ানের -১২ শতক জমি ৩৶৫ জমা মায় পাকা ইমারত সহ মূল্য ১০০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ সরকারে ২৩৪ খতিয়ানের -৬ শতক জমি ২।১০ জমা মায় ইটের প্রাচীর ও পাইখানা সহ মূল্য আঃ ২০৲

(২৯)

১৩২৮ মনিজারি ৩১ দাবি ১২৭॥৶৬

ডিঃ বিজয়কৃষ্ণ রুদ্র দিং সাং করিমপুর

দেঃ ছোবান মণ্ডল সাং করিমপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল সেনপুর গ্রামে পরেশনাথ পাল চৌধুরী অধিন ৫৯৭।৫৯৮। ৫৮৬।৬১৪।৬০৭।৬২২।১২।৫৮৯।৬৪৭।৬৩০। ৪৭৩।১৫৬।৬৮৭।৬২২।১।৬৮৫।৬৬৬ খতিয়ানের ৩৬।১।৶০ জমি ১৪/৫ জমা মূল্য ৫০৲

(৩০)

১৬৮৮ মনিজারি ৩১ দাবি ৫৬৩৮৬

ডিঃ অন্নদামোহন সাহা দিং সাং সিরাজগঞ্জ পাবনা

দেঃ ভুবনচন্দ্র বসাক দিং সাং সিরাজগঞ্জ পোঃ ঐ পাবনা

থানা নবদ্বীপের সামিল নবদ্বীপ গ্রামে নন্দলাল চৌধুরী দিং সেরেস্তায় ৩৩২২ খতিয়ানের ১ শতক নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মায় দালান টিনের ঘর পায়খানা ইত্যাদি সহ মূল্য ৫০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে তারাবিলাস চট্টোপাধ্যায় দিং সেরেস্তায় ৩৩৪১ খতিয়ানের ২ শতক জমি ॥০ আনা জমা মায় পাকা কুঠারী সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য ২০৲

(৩১)

১৭৯২ মনিজারি ৩১ দাবি ১০৮৷৶৬

ডিঃ বিধুভূষণ চৌধুরী সাং স্বরূপগঞ্জ

দেঃ যতীন্দ্রমোহন তরফদার দিং সাং গাদিগাছা পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের সামিল গাদিগাছা গ্রামে বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া দিং সেরেস্তায় ১৬৩—১৬৬।১৬৮—১৭৩ খতিয়ানের ৩০.৮১ শতক জমি ৩৫৸০ জমা মূল্য ১০০৲

(৩২)

১৫৩১ মনিজারি ৩১ দাবি ৬২॥৶৩

ডিঃ শ্রীপতি সরকার সাং মীড়া

দেঃ হরেন্দ্র পাড়ুই দিং সাং গোবিন্দপুর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জ সামিল গোবিন্দপুর গ্রামে রাসবিহারী মণ্ডল দিং সেরেস্তায় ২৪১ খতিয়ানের ৬-৮৪ শতক জমি ৯॥৶০ জমা মূল্য ৩০৲

(৩৩)

১৬৩৮ দেংজারি ৩১ দাবি ৪৩৬॥/০

ডিঃ পূর্ণচন্দ্র দত্ত সাং নবদ্বীপ

দেঃ রসিকলাল সোম সাং পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ নিজনবদ্বীপ গ্রামে দণ্ডপাণিতলা পাড়া রোডের মধ্যে ২ কাঠা জমি ২৲ জমা জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য সেরেস্তার দিতে হয় মূল্য ২৫০৲

(৩৪)

১৮০৬ দেংজারি ৩১ দাবি ৯৩৯৶৬

ডিঃ হেমন্তকুমারী দাসী সাং পেপুলবাড়িয়া

দেঃ তারাপদ মণ্ডল সাং চুণারী পোঃ হাঁসখালি

থানা হাঁসখালি সামিল চুণারী গ্রামে ধীরেন্দ্রনাথ সোম দিং অধিন ২৪৪ খতিয়ানের ৩৩ ২০ শতক জমি ২৭।৶৬ জমা মূল্য ১০০৲

(৩৫)

১৫৭৬ দেংজারি ৩১ দাবি ৯১৩৮৶০

ডিঃ বৃন্দাবন দাস বৈরাগ্য সাং নবদ্বীপ

দেঃ সেক্রেটারী অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়ান ইন্ কাউন্সিল

থানা কোতয়ালী সামিল স্বর্ণবিহার গ্রামে যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস অধিনে ১৩১৩ খং ৯ ৫৪ শতক জমী ৪৬।১০ জমা মূল্য ২০০৲

(৩৬)

১৮৭০ দেংজারি ৩১ দাবি ৯২২৮৶০

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটীয়ারী

দেঃ ভগুস ঘোষ দিং সাং বাহাদুরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালি সামিল বাহাদুরপুর গ্রামে রণজিৎ পালচৌধুরী অধীন ৩৯৪—৩৯৯ ও ৪০১।৪০২ খতিয়ানের ৩১-৫২ শঃ জমি ২৪৮৶১০॥ জমা দেঃ ।৶৬॥ = অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৭)

১৮৭২ দেংজারি ৩১ দাবি ৩৯৪।৶১৫

ডিঃ ঐ

দেঃ মহোৎসব ঘোষ দিং সাং কুঠুরিয়া পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জ সামিল কুঠুরিয়া মৌজায় ডিক্রীদার দিং অধিন ১১৬ খতিয়ানের

১৬৮৪ শতক জমি ৫৪৮/ জমা মূল্য ১০০৲

২। ঐ থানায় বাণীনাথপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধিনে ৬৮১ খতিয়ানের ১-৫৩ শতক জমি ৪৮/১৫ জমা মূল্য ২৫৲

২য় মুন্সেফ আদালত

(১)

৩৩৮ থাংজারী ৩১ দাবী ৮৯৸৶৬

ডিঃ অমলাবালা হালদার সাং বালিডাঙ্গা

দেঃ রোহিনী বিবি দিং সাং কালিদহ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কল্যাণদহ গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৮৭ খতিয়ানে ৩ ১৮ শঃ জমীর ১২৷৷৶০ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(২)

৩৩৪ থাংজারী ৩১ দাবী ৪০৷৯

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কাঁঠালপোতা

দেঃ ভবরেওয়া দিং সাং সোনপুকুরিয় পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় সোনপুকুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬৩ খতিয়ানে ৮-১৬ শঃ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

১৪৮৩ থাংজারী ৩১ দাবী ৩৮৻৯

৫০৫

ডিঃ ঐ

দেঃ শুশুমান সরদা

পুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাজিৎপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬৪ খতিয়ানে ৫-১৬ শতক জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

৪০৩ থাংজারী ৩১ দাবী ১২২৶৩

১৭৮৬

ডিঃ ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু সাং মধুপুর

দেঃ কোরমান মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১ খতিয়ানে ৯ ৫৯ শঃ জমী ২৮৶/১৩৮ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৫)

৪৯২ থাংজারী ৩১ দাবী ৭৪৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মতিমণ্ডল সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২২ খতিয়ানে ২-৭৫ শঃ ৷০৶০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৬)

৪৯১ থাংজারী ৩১ দাবী ১৮৶০

১৭৪১

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচু মণ্ডল সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৭ খতিয়ানে -১০ শতক জমী ১৷৷৫ মূল্য আঃ ৫৲

(৭)

৪৯০ থাংজারী ৩১ দাবী ১০৪৷৷৶৩

১৭৮০

ডিঃ ঐ

দেঃ কোরমান মণ্ডল দিং সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৯ খতিয়ানে ৭ ৩০ শতক জমী ২২/১১ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৮)

৪৮৭ থাংজারী ৩১ দাবী ৩১৸৶০

১৭৩৭

ডিঃ ঐ

দেঃ মেহের সেখ কন্দুলে সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৮ খতিয়ানে ১-৩২ শতক জমী ৪৸৶১৭৷৷ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৯)

৪৮৮ থাজারী ৩১ দাবী ৯০৷৶৬

১৭৩৮

ডিঃ ঐ

দেঃ হাণ্ড সেখ দিং সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮১ খতিয়ানে ৪-১৬ শঃ জমী ১৫৸/১৫ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১০)

৪৮৯ থাংজারী ৩১ দাবী ৭৫৷/৩

১৭৩৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ময়জদ্দি মণ্ডল সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১৮ খতিয়ানে ৬-২৩ শঃ জমী ২৩৷৷১৭৷৷ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(১১)

৪৮৬ থাংজারী ৩১ দাবী ২০৷৷৯

১৭৩৬

ডিঃ ঐ

দেঃ নিখিল সেখ সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৩ খতিয়ানে ৫৭ শতক জমী বিঘা প্রতি ১৷০ নিরিখ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১২)

৪০৯ থাংজারী ৩১ দাবী ১৬২৸৶৬

১০৩৭

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ মেহের বিশ্বাস দিং সাং মহাখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহাখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮০ খতিয়ানে ৪-৬৬শতক জমী ওটবন্দি জোত মূল্য আঃ ২৫৲

(১৩)

৪০৫ থাংজারী ৩১ দাবী ৩৭৯৷৷৶৩

১০৩৩

ডিঃ ঐ

দেঃ সোমজান মণ্ডল দিং সাং মহাখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহাখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৯।২৩ খতিয়ানে ১৪-২ শতক জমী উটবন্দি জমা মূল্য ৫০৲

(১৪)

৯৩১ থাংজারী ৩১ দাবী ১৯৷/৬

২৫৬

ডিঃ ঐ

দেঃ তেকারালি সেখ সাং হরনগর পোঃ সোনাতলা

নাকাশীপাড়া থানায় তিলকুমারী গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১১৪ খতিয়ানে ১-০৭ শতক জমী উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৫)

৪৫৩ থাংজারী ৩১ দাবী ২৭৵৬

১৫০৫

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচু সেখ সাং পদ্মমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পদ্মমালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৮৪ খতিয়ানে ১-১৩ শঃ জমী মূল্য আঃ ১০৲

(১৬)

৪৫২ থাংজারী ৩১ দাবী ৪৮৷/৯

১৫০৪

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচু সেখ দিং সাং পদ্মমালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পদ্মমালা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬১০।৬৭৫।৭৭৮ খতিয়ানে ৩-৫৯ শতক জমী ১১ ১০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(১৭)

৪০৮ থাংজারী ৩১ দাবী ১৩০৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ নাজাতুল্লা বিশ্বাস দিং সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২১২ খতিয়ানে ৭-৯১ শতক জমী উটবন্দি জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(১৮)

৪০৭ থাংজারী ৩১ দাবী ৭৭৸৩

ডিঃ ঐ

দেঃ গফুর সেখ দিং সাং হাটখোলা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে ডিক্রীদার অধিন ১৩৩।৪৪৫ খতিয়ানে ৩-৭৩ শতক জমী ১২৸৶০ জমা মূল্য ২০৲

(১৯)

৩২৭ থাংজারী ৩১ দাবী ৪৬৷৷/৩

ডিঃ ঐ

দেঃ মোহলেম ফকির সাং গোংড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোংড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৮৪।২৮৫ খতিয়ানে ৪-৯৪ শতক জমী ১১৷৶০ জমা মূল্য ২০৲

(২০)

৪৮০ থাংজারী ৩১ দাবী ৩২৷৷/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ আমির হোসেন সরদার দিং সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭২ খতিয়ানে ১-৭১ শতক জমী ৭৷০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২১)

৪৭২ থাংজারী ৩১ দাবী ৪৩৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ ফকিরচাঁদ সেখ দিং সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৮ খতিয়ানে ২-২৯ শঃ জমী ৪৷৷৶০ জমা মূল্য আঃ ১২৲

(২২)

৪৭৪ থাংজারী ৩১ দাবী ৪২২৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ছুরমান হাজারকি সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩৭ খতিয়ানে ২১-৩৬ শঃ জমী ৮৩৷৷৶১০ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(২৩)

৪৭০ থাংজারী ৩১ দাবী ১৫৯৷/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মনিরদ্দি বিশ্বাস সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৫৩ খতিয়ানে ৬-৬৮ শতক জমী ১২৷৷৶১৫ জমা মূল্য আঃ ৩৫৲

(২৪)

৪৭৮ থাংজারী ৩১ দাবী ৭১৻৩

ডিঃ ঐ

দেঃ কাহের সরদার দিং সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শিকড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৫৯ খতিয়ানে ২-৬৩ শতক জমী ৫৸/৫ জমা মূল্য আঃ ১০৲

Reg No C.1544

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০০তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১৫ই আষাঢ় মঙ্গলবার ১৩৩৮, ৩০শে জুন ১৯৩১

বজ্রাঘাতে প্রাণনাশ

ছাত্রদের প্রতি ডাঃ আন্সারীর উপদেশ

পথিকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন

গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে লর্ড উইলিংডনের বক্তৃতা

রেলপথ আটক

শ্বেতাঙ্গের বাটীতে চুরি—খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার

দেশীমদ রাখায় বিপদ

জাতীয় মুস্লিম কনফারেন্সে প্রতিনিধি বৃন্দ

মদের দোকানে পিকেটিং

ভারত সরকারের অর্থ সাশ্রয়

নানা কথা

বজ্রাঘাতে প্রাণনাশ

কুষ্টিয়ার গত ২৬শে জুন বেলা ৩ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত ৪ ঘণ্টা ব্যাপী তুমুল বর্ষণ হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত ও অবিশ্রাম বিদ্যুৎস্ফুরণ হইয়াছিল। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে সন্নিকটস্থ হরিপুর গ্রামের ত্রয়োদশ বর্ষীয়া এক বিবাহিতা মুসলমান বালিকা বজ্রাঘাতে প্রাণ হারাইয়াছে। আরও জানা গিয়াছে পার্শ্ববর্ত্তী জৈনপুর গ্রামের একটি মুসলমান যুবকও গত ২৬শে জুন বজ্রাঘাতে মারা গিয়াছে।

ছাত্রদের প্রতি ডাক্তার আন্সারীর উপদেশ

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের গৃহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সভার কলিকাতা শাখাসমূহের এবং কলিকাতা কুল ছাত্রসভার প্রতিনিধিগণ শ্রীযুত কিরণ দাস এবং শ্রীযুত অবিনাশ ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় ডাঃ এম, আন্সারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

দেশের বর্ত্তমান সমস্যা এবং ছাত্রদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এতৎসংক্রান্ত আলোচনা হয়। ডাঃ আন্সারী ছাত্রদিগকে আপোষের সর্ত্ত প্রতিপালন করিতে বলেন। [illegible] ...দের নির্দেশ অনুসারে স্বেচ্ছাসেবক-গঠনের আবশ্যকতার উপর [illegible] ... ডাঃ আন্সারী ছাত্রদিগকে [illegible] ... [illegible] ... আপোষকে অস্থায়ী সংগ্রাম বিরতি কাল বলিয়া মনে করিতে হইবে, সংগ্রাম যে কোন মুহূর্ত্তে আরম্ভ হইতে পারে। যখনই আবশ্যক হইবে তখনই আপনাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, এ জন্য প্রস্তুত হউন। ইত্যবসরে কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত করুন"—ইহা বলিয়া [illegible] নেতা তাঁহার বক্তব্যের উপসংহার করেন।

পথিকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন

ত্রিপুরা জিলার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাল নামক জনৈক লোক সংপ্রতি চট্টগ্রাম-ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি কিছুদূর অগ্রসর হইলে একদল লোক তাঁহাকে আক্রমণ করে ও তাঁহার নিকট যাহা কিছু ছিল সমস্ত লইয়া সরিয়া পড়ে। তাহারা সংখ্যায় ৫৬ জন ছিল। ডাকাতগণ চলিয়া গেলে তিনি একপ্রকার অজ্ঞান অবস্থায় সেইস্থানে পড়িয়া থাকেন। তারপর জনৈক ছুতার মিস্ত্রীর সাহায্যে ও আনুকূল্যে তিনি সহরে তাঁহার ভ্রাতার নিকট যান।

রেলপথ আটক

চট্টগ্রামে প্রচুর বারিপাত হওয়ায় এবং আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের [illegible] ষ্টেশনের নিকটে শিলাপাত হওয়ায় রেলপথ অচল হইয়া যায়। ২ দিন পর্য্যন্ত যাত্রী পারাপার করিতে হইয়াছে।

শ্বেতাঙ্গের বাটীতে চুরি
খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার

আলিপুরে শ্বেতাঙ্গগণের বাটীতে চুরি সম্পর্কে পুলিশ গত শুক্রবার প্রাতে শিবঠাকুর লেন ও আপার চীৎপুর রোডে ২টি বাটীতে খানাতল্লাস করিয়াছে।

প্রকাশ, উক্ত খানাতল্লাসের ফলে ৩ জন পশ্চিমা ধৃত হইয়াছে। তাহাদিগকে পুলিসের হেপাজাতে রাখা হইয়াছে।

দেশী মদ রাখায় বিপদ

প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অং মাই নাম্নী জনৈকা চীনা স্ত্রীলোককে একশত টাকা জরিমানা করিয়াছেন; জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাকে দুই মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। উক্ত স্ত্রীলোকটীর অপরাধ তাহার বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া আনুমানিক বিশ হাজার টাকার দেশী মদ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ষষ্ঠবর্ষ ১০০ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীমায়াপুর—১৫ই আষাঢ় মঙ্গলবার—১৩৩৮

শ্রীগৌর-কুণ্ড

শ্রীগৌর-কুণ্ড আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহের প্রাঙ্গণে খনিত হইয়াছে এবং এখনও উহার খনন-কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই। হাওড়া মোটর ওয়ার্কসের মালিক এন্টনি বাগান লেননিবাসী পরলোকগত তিনকড়ী নন্দী মহাশয়, শ্রীযুক্ত অশ্বিনী বাবু, শ্রীহট্টের বৃন্দাবন বাবু প্রভৃতি অনেকেই এই গৌরকুণ্ড খনন করিবার ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন ও করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ বহু পরিশ্রম করিয়া শ্রীযুক্ত রাজকুমার কুণ্ডুপ্রমুখ কতিপয় মহাজনের নিকট হইতে ভিক্ষা দ্বারা এই কুণ্ডের খননকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং এখনও ঐ কুণ্ড নির্ম্মিত হইতে বহু অর্থব্যয়ের আবশ্যকতা আছে। ঐ কার্য্যে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ মহাশয়ও প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম স্বীকার ও নানাস্থানে সাহায্য লাভ করিয়া কুণ্ডের সুব্যবস্থার জন্য গত ৮।১০ বৎসর কাল যাবৎ যত্ন করিতেছেন। কএকমাস যাবৎ শ্রীমান্ নটবর দত্ত নামক এক সুবর্ণবণিক্ যুবক তাহার জ্যেষ্ঠতাত বলিয়া পরিচয় দিয়া পরলোকগত উক্ত তিনকড়ি নন্দী মহাশয়ের আংশিক পুণ্যকীর্ত্তির বিলোপ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই সুবর্ণবণিক্ যুবকের বিচার এই যে, যাঁহারা জলঅনাচরণীয় জাতির জল গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের দ্বারা পরম ভাগবত নন্দীমহাশয়ের কৃত মহদনুষ্ঠানের বাধা উৎপাদিত হউক।

আমরা বলি,—নন্দী মহাশয়ের সৎকার্য্যের অর্থাৎ দেবোদ্দেশে কৃত উক্ত আংশিক দানের ফলে অশূদ্রপ্রতিগ্রাহিগণের সেই পুষ্করিণী হইতে জলগ্রহণের বাধা উৎপাদন করাইতে পারে না। স্মার্ত্তের বিচার ধরিতে গেলেও যখন কোন অর্থ দেবমূর্ত্তির নিকট প্রদত্ত হয়, তখন ঐ অর্থ দেবতাই

[illegible]

বা দেবতার কার্য্যসম্পাদক নির্জ্জিতেন্দ্রিয়ভক্তগণ জন্য উহা গ্রহণ করেন না। সুতরাং গৌর প্রসাদরূপে শ্রীগৌরকুণ্ডের যে নীরগ্রহণ, তাহাতে কোনরূপ পাতিত্যের সম্ভাবনা নাই। এজন্য আমাদের পরম গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস প্রভুবর মধুকরের বৃত্তিলব্ধ বিত্তের দ্বারাই শ্রীগৌর-সেবা করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। যজন যাজন-জীবিসম্প্রদায় স্ব-স্ব উদরপূরণাদি ব্যবহারিক কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য জল পান করেন, তাহাতে শুদ্ধ্যশুদ্ধির বিচার নিহিত আছে বটে, কিন্তু পরলোকগত সুকৃতিমান্ নন্দী মহাশয়ের প্রদত্ত বিষ্ণুসেবোন্মুখী চেষ্টা মূলে প্রদত্ত অর্থে খনিত জলাশয়টি কেবল বিষ্ণুবিদ্বেষী জনগণের ব্যবহারের জন্য হইয়াছে, এরূপ বলিতে যাওয়া ধর্ম্ম দর্শন মাত্র, তাহা সুবর্ণবণিক্ যুবকের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করে না। তবে ইহাও শাস্ত্র ও সদাচারসম্মত বিধি যে, বিষ্ণুবৈষ্ণবের বিদ্বেষ চেষ্টামূলে উক্ত যুবক কর্ত্তৃক প্রদত্ত সকল দ্রব্যই কোন সজ্জন বা ভক্তের অস্পৃশ্য বিধায় স্পর্শ করিবেন না।

অসাম্প্রদায়িক ভক্তিবৃন্দের সহিত
সৎসাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক

ধারাবাহিক গবেষণা

(“শ্রীন” লিখিত)

(১১)

ব্রহ্ম মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায় ও অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব

অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর জগতে অবতরণের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা জানিতে পারি যে, তিনি আনুষঙ্গিকভাবে জীবের নিত্য প্রয়োজন নামপ্রেমরূপ যুগধর্ম্ম প্রচার এবং মুখ্যভাবে ব্রজের নির্ম্মল রস ভক্তি—যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বল রস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, তাহা স্বয়ং আস্বাদন ও বিতরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সৎসম্প্রদায় চতুষ্টয়ের অন্যতম ব্রহ্ম মাধ্ব-সম্প্রদায়ের কেবলাদ্বৈতপীড়া বা মায়াবাদ অতি স্পষ্টভাবে নিরাকৃত দেখিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি উক্ত সম্প্রদায় স্বীকার পূর্ব্বক চারি সৎসম্প্রদায়ের দার্শনিক বাদের চিৎসমন্বয়রূপে অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত জগতে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার অনুগত সম্প্রদায় জনসমাজে ‘ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়’ নামে পরিচিত। সৎসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের মূল আচার্য্য চারিজনের প্রত্যেকে যেরূপ ব্রহ্মসূত্র হইতে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক এক একটী ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, এই ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়েরও ব্রহ্মসূত্রের একটী অকৃত্রিম ভাষ্য আছে, তাঁহার প্রণয়নকারী ব্রহ্ম-নারদ-শিষ্য ব্রহ্মসূত্রকার স্বয়ং ব্যাসদেব। এই ভাষ্যের নাম—শ্রীমদ্ভাগবত। এতদ্ব্যতীত এই সম্প্রদায়ের আরও একটী প্রসিদ্ধ ভাষ্য আছে। যখন গলতার গাদিতে রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের এই অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতকে অস্বীকার পূর্ব্বক গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণকে সৎসম্প্রদায়ের বহির্ভূত বলিয়া প্রমাণিত করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দজীউর সেবাধিকার হইতে তাঁহাদিগকে চিরতরে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীগোবিন্দজীর আদেশে সাত দিনের মধ্যেই ব্রহ্মসূত্রের ‘গোবিন্দভাষ্য’ নামক একটী পরম চমৎকার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করত একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগজনগণই যে শ্রীগোবিন্দজীর সেবার সম্পূর্ণ অধিকারী তাহা প্রমাণিত করিয়াছিলেন।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে সার্ব্বভৌম শিক্ষায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখের সেই মহাবাক্যগুলির তাৎপর্য্য এই যে, প্রণব অর্থাৎ ওঁকারই কৃষ্ণের গূঢ় নাম, বেদের আদিবীজ এবং সর্ব্ববেদময় শব্দব্রহ্ম। প্র+নু (স্তুতি-করা)+অন্ এই প্রকারে প্রণব সাধিত হইয়াছে। বস্তুত প্রণবই বেদবীজ মহাবাক্য এবং বেদের অন্যাংশ সমস্তই প্রাদেশিক বাক্যবিশেষ। মায়াবাদবক্তা শ্রীশঙ্করাচার্য্যস্বামী প্রণবের মহাবাক্যতাকে আচ্ছাদিত করিয়া ‘অহং ব্রহ্মাস্মি,’ ‘প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম,’ ‘তত্ত্বমসি,’ ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্—এই চারিটী প্রাদেশিক বেদবাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বেদবীজ প্রণব শুদ্ধভক্তি-প্রবর্ত্তক বলিয়া ঐ মতের আচ্ছাদন করার প্রয়োজন হওয়ায় অন্য কএকটী বাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে মায়াবদ্ধ জীবের সত্তা মায়ানির্ম্মিত। ব্রহ্মের ঈশ্বরতা মায়ার আশ্রয়ে মাত্র, ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা মায়াবিচ্ছেদই জীবের মুক্তি—এই সকল কথা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে পরব্রহ্মের সহিত জীবের যে শুদ্ধ সম্বন্ধ, তাহা লুক্কায়িত করা হইয়াছে। বেদের সর্ব্বাঙ্গ বিচার হইতে নাই। এ জন্যই শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বামী কোন কোন শ্রুতিবাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন তাহাতেও বেদের সর্ব্বাঙ্গ বিচার না থাকায় সম্বন্ধতত্ত্ব প্রস্ফুটিত হইল না। শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে সম্বন্ধজ্ঞানের পূর্ণতা প্রদর্শন করেন নাই। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামীও সেইরূপ কতকটা অসম্পূর্ণতা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামীও তদীয় প্রকাশিত শুদ্ধাদ্বৈত মতে একটু অস্পষ্টতা রাখিয়া গেলেন। মহাপ্রভু প্রেমদাস্যের নিত্যতা স্থাপনোদ্দেশে অচিন্ত্যভেদাভেদ দ্বারা সম্বন্ধজ্ঞানের সম্পূর্ণ শুদ্ধতা শিক্ষা দিয়া জগৎকে বিতর্করূপ অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। মহাপ্রভু বলেন, একমাত্র প্রণবই মহাবাক্য, তাহাতে যে অর্থ, তাহা উপনিষৎগুলিতে দেদীপ্যমান আছে। উপনিষৎ যাহা শিক্ষা দেন, তাহা ব্যাসসূত্রের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। ব্যাসসূত্রের ভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত। ব্যাসদেব প্রথমে ‘জন্মাদ্যস্য যতঃ’ এই সূত্রে পরিণামবাদই সত্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” এই বেদমন্ত্রেও তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ভাগবতেও সেই অর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। ‘পরিণামবাদে ব্রহ্মবিকারী হইয়া পড়েন,—এই আশঙ্কা করিয়া শঙ্করস্বামী বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মাবর্ত্তই সকল দোষের মূল। পরিণামবাদই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধ সত্যতত্ত্ব। পরমেশ্বরের শক্তির নিত্যতা না মানিলে পরিণামবাদে পরমেশ্বরের বিবর্ত্ত-বিকারাদি মহাদোষ হয়, কিন্তু পরব্রহ্মের নিত্য স্বাভাবিকী পরাশক্তি মানিলে আর সে সব দোষ থাকে না। শক্তির যে বিচিত্র ব্যাপার, তাহা হইতেই বিশ্ব হইয়াছে, ইহাই সত্য। ব্রহ্ম বিকারী নহেন। ব্রহ্মশক্তির বিকারের ফল—এই জড়জগৎ ও জৈবজগৎ। মহাপ্রভু যে ‘মণি হইতে অর্থ প্রসব হইলেও মণি অবিকৃত থাকে’ এই উদাহরণ দিয়াছেন, ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, কৃষ্ণশক্তিই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছে, অথচ কৃষ্ণ তাহাতে বিকারী হন না। সমস্তই শক্তিপরিণাম। চিচ্ছক্তির পূর্ণ পরিণামে—বৈকুণ্ঠাদি ধাম, নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও অণুপরিণামে চিৎকণ জীবসমূহ। মায়াশক্তির পরিণামে—সমস্ত

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। খুব মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভবসিদ্ধান্তাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিজ্জিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমধ্ব স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিদণ্ডের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীবলদেব ও মদনগোপাল, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—শক্তি, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে বোর্ড বাঁধাইতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা, গ্রন্থ প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ অপ্রত্যাশিতভাবে মুদ্রিত। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একখানি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি মনোরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-[illegible] জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই [illegible] বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-[illegible] সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। [illegible] গোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত [illegible] হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার [illegible] দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, [illegible] সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ [illegible] ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-[illegible] প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা [illegible] পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও [illegible] পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ [illegible] আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের [illegible] বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির [illegible] সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-[illegible] ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

[illegible]সিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা।০ আনা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, স্বাদ্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চারিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা [illegible] আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। নাড়াজোলের রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (ল্যাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন যুগের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রভুর বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

গান্ধী আরউইন চুক্তিতে লর্ড উইলিংডনের বক্তৃতা

লর্ড উইলিংডন ২৭শে জুন রাত্রিতে চেমসফোর্ড ক্লাবের ভোজ-সভার বক্তৃতায় গান্ধী আরউইন চুক্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, আমি এই চুক্তির সম্পূরণের ভার গ্রহণ করিয়াছি। আমি প্রাদেশিক গবর্ণর সমূহের সহায়তায় চুক্তির সর্ত্ত যাহাতে পালিত হয় তাহার জন্য অকপট ভাবে চেষ্টা করিব। আমি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, আমার বেশ বিশ্বাস আছে যে, মহাত্মা গান্ধীও চুক্তির সর্ত্ত পালন করিবার জন্য অকপট অভিলাষ পোষণ করিতেছেন।

তবে আমি দেখিতেছি যে, কেহ কেহ বিবৃতি দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই সন্ধি যুদ্ধ-বিরতির চুক্তিমাত্র এবং এতদ্বারা আবার আন্দোলন চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইবার অবসর পাওয়া গিয়াছে। চুক্তির সর্ত্ত পালন করিতে হইলে এই ভাব পোষণ সুসঙ্গত নহে।

আমি শান্তির প্রয়াসী। যুদ্ধ বিরতির সন্ধির পক্ষপাতী নহি এবং আমি অনুরোধ করিতেছি যে, সকলেই যেন ভারতের মঙ্গল হৃদয়ে পোষণ করতঃ চুক্তি পালনে নিরত হয়েন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমরা শান্তিতে থাকিয়াই ভারতের আর্থিক ও রাজনৈতিক মঙ্গল গড়িয়া তুলিতে পারিব।

আমি ভারতের সকল অধিবাসীর নিকট এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা সাধারণ অধিবাসীই হউন বা সরকারী কর্ম্মচারী হউন, তাঁহারা যেন আমাকে নিশ্চিন্তে সহায়তা করেন।

আমার যে সকল দেশবাসী বিলাতে রহিয়াছেন আমি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেন ভারতের সমস্যাকে সাম্রাজ্যের সমস্যা বলিয়া ধরিয়া লয়েন এবং এই সমস্যাকে যেন তাঁহারা দলবিশেষের আলোচ্য বিষয় বলিয়া মনে না করেন।

অতঃপর লর্ড উইলিংডন বলেন যে, ভারত নিশ্চয়ই বৃটেনের সহিত সম্বন্ধ ছেদন করিবে না এবং ভারতের ভাবী শাসন-যন্ত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতাকাতলে পরিচালিত হইবে।

[illegible]

কংগ্রেসকর্ম্মীর উপর আবার নোটিশ

[illegible] কংগ্রেসকর্ম্মী [illegible] অমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুত [illegible] চৌধুরী ও শ্রীযুত [illegible] জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] কারা-আইনের [illegible] ছাপ্রে দেওয়ার জন্য নোটিশ জারী করা হইয়াছে। এই তিনজন কর্ম্মীর প্রত্যেকের প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তারপর গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা কারামুক্ত হইয়াছেন।

জাতীয় মুস্লিম কনফারেন্সে কুমিল্লার প্রতিনিধিবৃন্দ

মৌলভী আসরাফউদ্দিন আমেদ চৌধুরী, মৌলভী হবিবর রহমান চৌধুরী মিষ্টার আবদুল মজিদ, মৌলভী সৈয়দ আবদুল মজিদ মিষ্টার আলি আমেদ চৌধুরী, মিষ্টার সিরাজউদ্দিন আমেদ, মিষ্টার আবদুল আজাদ ও মহম্মদ আনোয়ারউল্লা ফরিদপুরে নিখিলবঙ্গ জাতীয়তাবাদী মুস্লিম কনফারেন্সে যোগদানের নিমিত্ত গত রবিবার রাত্রে কুমিল্লা ত্যাগ করিয়াছেন।

মদের দোকানে পিকেটিং
১২ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

মদের দোকানে পিকেটিং করিবার সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অশান্তি উৎপাদনের অভিযোগে চুঁচুড়ায় প্রায় ১২ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার প্রিচার্ডের এজলাসে উপস্থিত করা হয়। আসামীগণ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলে, তাহারা শান্তিপূর্ণ ভাবে কার্য্য করিয়াছে। আগামী এই জুলাই পর্য্যন্ত মামলার শুনানী স্থগিত আছে।

বহরমপুরে অভাবের সূচনা

মফঃস্বল হইতে যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে প্রকাশ বহু স্থানে অন্নক্লেশ দেখা দিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে যে বারিপাত হইয়া গিয়াছে তাহাতে আউশ ধান্যের ফসল নষ্ট হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই হেতু দেশবাসীর ক্লেশ আরও বাড়িয়া উঠিতেছে।

মহাত্মাজীর বোম্বাই ত্যাগ

গত ২৬শে জুন বৈকালে মাধবাগে মহাত্মাজী এক বিশাল নারীসভায় বক্তৃতা দিয়াছেন। গত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময়ে মহিলারা যে প্রশংসনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, মহাত্মাজী সেই কার্য্যের উল্লেখ করিয়া মহিলাদিগের গুণকীর্ত্তন করেন। মহাত্মাজী মহিলাদিগকে পিকেটিং চালাইতে অনুরোধ করেন এবং খদ্দর প্রচার করিতে উপদেশ দেন। [illegible] মহাত্মা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে বর্ত্তমান গত আন্দোলনের সময়ে যোগদান [illegible] মুসলমান নারীরা পর্দা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে অনেকেই পিছাইয়া গিয়াছেন।

সর্দ্দারজী ও শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সকালে মহাত্মাজী তালইয়ার খাঁর বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

অনুন্নত সম্প্রদায়ের কয়েকজন প্রতিনিধি বালুর নেতৃত্বে মহাত্মাজীর সকাশে আইসে। ইহারা মিশ্র-নির্ব্বাচন সম্পর্কে মহাত্মাজীর অভিমত জানিবার জন্য আসিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল ও শ্রীযুত দৌলতরাম জয়রাম দাস মেলযোগে বোরসদ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। মহাত্মাজী পথিমধ্যে বুলসরে অবতরণ করিবেন। তথা হইতে তিনি বোরসাদ গমন করিবেন। সর্দ্দার বল্লভভাই বার্দ্দৌলীতে যাইবেন

মহিলাদের আবগারী দোকানে পিকেটিং

খুলনা কংগ্রেস কমিটী মহিলাগণ দ্বারা গাঁজা ও মদের দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং করাইতেছেন। মহিলাগণ যুক্তকরে ক্রেতাদিগকে গাঁজা ও মদ ক্রয় না করিতে অনুরোধ করিতেছেন। ফলে মদ ও গাঁজার বিক্রয় অনেক কমিয়া গিয়াছে।

রায়বেরিলী জেলে
১১ জন বন্দী প্রোথিত

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, রায়বেরিলী জেলে ২ জন বন্দী নিহত হইয়াছে। জেলের মধ্যস্থ একটী শস্যের গুদাম হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ায় ১১ জন বন্দী চাপা পড়িয়া যায়। জেল কর্ত্তৃপক্ষ ও জেলের অন্যান্য বন্দীরা উক্ত বন্দীদিগকে পরে উদ্ধার করে ১১ জন বন্দীর মধ্যে ২ জনের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে।

ভারত সরকারের অর্থ সাশ্রয়

ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, বৃটিশ সরকার, প্রেসিডেন্ট হুভারের যুদ্ধ-ঋণ আদায় স্থগিত রাখার প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় ভারত সরকারের বাজেটে বর্ত্তমান বর্ষে ২,৪৬০০০ স্বর্ণমুদ্রা এবং আগামী বর্ষে ৩,৬২,০০০ স্বর্ণমুদ্রা সাশ্রয় হইয়াছে।

গত ৩১শে মার্চ যুদ্ধ-ঋণের মোট পরিমাণ ছিল ১,৬৭,৪১,০০০ স্বর্ণমুদ্রা। প্রতি বৎসর যুদ্ধ-ঋণ বাবদ বৃটিশ সরকারকে ভারত সরকারের দেয় সুদের [illegible] ৬,৩০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা। এই অর্থ বাৎসরিক ছয় মাস অন্তর দুই কিস্তীতে দিতে হয়। যুদ্ধ-ঋণ আদায় স্থগিত থাকায় আগামী জুলাই হইতে কার্য্যকরী হইবে প্রথম ষাণ্মাসিক কিস্তী বাবদ সুদের ৪,১৮,০০০ স্বর্ণমুদ্রা বাজেটে থাকিয়া যাইবে।

১৯৩১-৩২ ও ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের যুদ্ধ-ঋণ আদায় বাবদ প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ বাৎসরিক আনুমানিক ২,২৮,৩০০ স্বর্ণমুদ্রা। উপরিউক্ত সর্ত্তানুযায়ী যথাক্রমে ১,৭২,০০০ ও ৫৭,০০০ স্বর্ণমুদ্রা আদায় স্থগিত থাকিবে।

৬ দিনে ভারতবর্ষ যাতায়াত

প্রকাশ কাপ্তেন নেভিলে ষ্টাক ও চ্যাপলিন ডিকার্থ নেপিয়ার বাই প্লেনে ৬ দিনে ভারতবর্ষ যাতায়াত করিবার জন্য কয়দিনের মধ্যেই যাত্রা করিবেন। এই বিমানেই তাঁহারা গত ১৫শে জুন পোল্যাণ্ড যাতায়াত করেন। সে উপলক্ষে তাঁহারা ১৩॥ ঘণ্টায় ২ হাজার মাইল অতিক্রম করেন।

যুক্তপ্রদেশে কৃষির দুরবস্থা

ভারতীয় বণিক সমিতি সমবায়ের সভাপতি মিঃ জামাল মহম্মদ রাজপ্রতিনিধির নিকট এক তার প্রেরণ করিয়া যুক্ত প্রদেশের কৃষককুলের দুরবস্থার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি টাকার মূল্য ১৮ পেন্স না রাখিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

দুর্দ্দশাগ্রস্ত স্থানে পণ্ডিত জহরলাল

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বরাবনকীর পথে রায়বেরিলিতে গিয়াছেন। বরাবনকীর কৃষকদের দুরবস্থা দিন দিন ভীষণতর হইয়া পড়িতেছে।

গান্ধীর সহিত আলোচনা

গত ২৪শে জুন সন্ধ্যাকালে বোম্বাইয়ের বিদেশীবস্ত্র ব্যবসায়িগণ মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে ব্যবসায়ের অবস্থা জ্ঞাপন করেন। প্রকাশ, বিদেশী বস্ত্র রপ্তানী কোম্পানী আমেদাবাদ হইতে [illegible] সম্পর্কে পর্য্যাপ্ত কর্ম্মতৎপরতার আশ্বাস পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া মহাত্মাজীর নিকট অভিযোগ করিয়াছেন। মহাত্মাজী এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন [illegible]

[illegible]

Reg No C.1544

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০১ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১৬ই আষাঢ় বুধবার ১৩৩৮, ১লা জুলাই ১৯৩১

লণ্ডনে প্যাটেলের বক্তৃতা

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনী

ব্রহ্ম বিদ্রোহের অবস্থা

মহাত্মার দাবী রক্ষার প্রতিশ্রুতি

মোটর দুর্ঘটনা

থানায় বোমা বিস্ফোরণে দারোগা খুন

নানা কথা

লণ্ডনে মিঃ প্যাটেলের বক্তৃতা

লণ্ডনে ভারতীয় জাতীয় দলের সম্মেলনে মিঃ ভি, জে, প্যাটেল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, "ভারতে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ব্রিটিশের নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে শক্তি হস্তান্তর করিয়া ভারতীয়দিগের হাতে না দিলে সন্তোষের সৃষ্টি হইবে না।" মিঃ প্যাটেল বলেন যে, মহাত্মা গান্ধী লণ্ডনের গোল টেবিল সম্মেলনে যদি যোগদান করেন এবং পূর্ণ ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া যাইতে সমর্থ হন, তথাপি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই শাসনতন্ত্র [illegible] গ্রহণ করাইতে মহাত্মা গান্ধীর [illegible] ছুটিতে হইবে না।

[illegible] প্যাটেল আরও বলেন, "এই দেশের রক্ষণশীল নেতাগণ চেষ্টা করিতেছেন যে, আমরা যাহাতে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কতকগুলি রক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি—এই ব্যবস্থা ভারতের স্বার্থের জন্যই হউক, কিম্বা নাই হউক। ইহাই যদি গবর্ণমেণ্টের অভিসন্ধি হইয়া থাকে, তবে গান্ধী আরউইন চুক্তি অবশ্যই এক টুকরা কাগজ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে এবং এই [illegible] দায়িত্ব ব্রিটিশের স্কন্ধেই নির্ভর [illegible]।

সেপ্টেম্বর মাসের গোল টেবিলের সম্মেলন যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তবে তাহার অর্থ হইবে—ভারতে ব্রিটিশের বাণিজ্য চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস এবং ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সম্পর্কিত রাখিবার সমস্ত আশা ও আপোষ চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দেওয়া।

লণ্ডনে স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র

ভারতের নবনিযুক্ত হাই কমিশনার স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র ২৭শে জুন লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। তিনি ১লা জুলাই তারিখে হাই কমিশনারের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। ডেপুটি হাই কমিশনার ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত জয়রাম দাস দৌলতরাম বম্বাই হইতে জানাইতেছেন যে, আগামী ৭ই জুলাই অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় বোম্বাইতে ওয়ার্কিং কমিটির আগামী অধিবেশন হইবে।

থানায় বোমা বিস্ফোরণে দারোগা খুন

গত ২৮শে জু[illegible] [illegible]র সময় পাটনা পীরবহর থানার এলাকাধীন [illegible] ঘটে। এই বোমা বিস্ফোরণের ফলে একজন দারোগা নিহত হইয়াছে এবং একজন হেডকনেষ্টবল গুরুতরভাবে জখম হইয়াছে। হেডকনেষ্টবলকে হাসপাতালে আনয়ন করা হইয়াছে, তাহার অবস্থা সঙ্কটজনক। দুইজন লোককে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাদের নাম হাজারিলাল এবং সূরজনাথ চৌবে। হাজারিলাল দিল্লীর ষড়যন্ত্র মামলার একজন ফেরারী আসামী।

ব্রহ্ম-বিদ্রোহের অবস্থা

২৮শে জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে ব্রহ্ম দেশের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে:- অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। থারাওয়াডী জেলায় ৪টী ডাকাত দলের বিনাশ সাধন করা হইয়াছে। ইনসিন জেলায় একটী দলকে বিনষ্ট করা হইয়াছে। ঐ ডাকাত দলের নেতা ও তাহার দুইজন সহকারীকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে। হেনজাদা জেলায়ও একটা বড় ডাকাত দল ধরা পড়িয়াছে। ঐ দলের নেতাকে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রোম জেলায় ১৩০ জন আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আরও অনেকে খুব সম্ভব শীঘ্রই আত্মসমর্পণ করিবে। পিয়েটমিয়ো ও হেনজাদা জেলায় ডাকাতির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ভারতীয়দের উপর জুলুমবাজীও খুব কমিয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র পেগু ও [illegible] জেলায় ভারতীয়দের উপর অত্যাচার কিছু কিছু চলিতেছে। সরকার [illegible] পক্ষেরও মারা গিয়াছে; একজন সামরিক পুলিশ ও একজন [illegible] আহত হইয়াছে। বিদ্রোহীদের হতাহতের সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই। অর্থনৈতিক অবস্থা একটু [illegible] কাজও ভালই চলিতেছে।

বর্ষ ১০১ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই আষাঢ় বুধবার—১৩৩৮

সেবা-ভারগ্রহণ

করুণারত্নাকর শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট সম্প্রতি চাকদহের অন্তর্গত কাঁটালপুলি পল্লীতে অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ঐকান্তিকী ইচ্ছাক্রমে ঐ শ্রীপাটবাটীর সকল সেবাভার শ্রীগৌড়ীয় মঠ গ্রহণ করিলেন। তদুপলক্ষে গত রবিবার ৬ই আষাঢ় (১৩৩৮) গৌরজয়োদশী তিথিতে শ্রীপাট বাটী-প্রবেশ-মহোৎসবের দিন ধার্য্য হইয়াছিল। পূর্ব্বাহ্নেই কলিকাতা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ এবং শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ সদলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হন। নির্দ্দিষ্ট দিবস প্রাতঃকালে ভক্তগণ বিরাট সংকীর্ত্তন বাহিনী, বিচিত্র বর্ণের পতাকা, আসাসোঁটা প্রভৃতি লইয়া চাকদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হন এবং সঙ্কীর্ত্তন-রোলে ষ্টেশন মুখরিত করিয়া তোলেন। বেলা ৯ ঘটিকার সময় গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কলিকাতা হইতে আগমনের কথা ছিল। ট্রেণ প্লাটফরমে আসিয়া পৌঁছিলে ভক্তগণ আনন্দবিহ্বল চিত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী'র জয়ধ্বনিদ্বারা আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিলেন। প্রভুপাদ প্লাটফরমে অবতরণ করিবামাত্র শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ প্রভুপাদের গলদেশে সুগন্ধি পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন এবং উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলেই সাষ্টাঙ্গে মুখ্যাচার্য্যের পদপ্রান্তে নিপতিত হইলেন।

ভক্তগণের ঐকান্তিকী ইচ্ছাক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ বিবিধ কারুকার্য্যখচিত ও নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারে বিমণ্ডিত শিবিকায় আরোহণ করিলে ভক্তগণ অতিযত্নে মহাপুরুষকে স্বয়ং স্কন্ধে বহন করিয়া শ্রীপাট বাটীতে উপস্থিত হন।

প্রভুপাদ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া সমাধি মন্দির পরিক্রমা ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অতঃপর তিনি শ্রীপাটবাটী স্থিত শ্রীশ্রীরেবতীবলরাম, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সকলেই তাঁহার অনুসরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

অতঃপর প্রভুপাদ "মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল। ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল॥"—এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত বাণী প্রেমবিবশ চিত্তে অভিনব ভাবে ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর ইঙ্গিতক্রমে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু 'শুদ্ধ ভকত-চরণ রেণু ভজন অনুকূল" গীতিটী তাঁহার স্বভাব সুলভ সুললিত কণ্ঠে গান করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন।

অতঃপর বিপুল সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে ভোগারতি সমাপ্ত হইলে ভক্তগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। তৎপরে পুনরায় কীর্ত্তন চলিতে থাকে। বেলা প্রায় সাড়ে তিন ঘটিকার সময় সপার্ষদে শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা অভিমুখে শুভ বিজয় করিলেন।

অপরাহ্ণ প্রায় ৫ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ অরণ্য মহারাজ উপস্থিত বিপুল জনতার মধ্যে 'গুরুতত্ত্ব' সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় আবেগ ভরে বক্তৃতা করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের তারতম্যবিচারক একটী বক্তৃতা দ্বারা তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

উক্ত স্থলে উপস্থিত বহু ব্যক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে আগত আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ যদুবর দাসাধিকারী এম, এ বি এল ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অনুপম ভাগবৎকোবিদ, শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ সর্ব্বাচরণ রায় ভক্তিবিজয়, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে সমাগত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজপ্রমুখ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের শিক্ষকগণ, চাকদহের রাইস মিলের প্রোপ্রাইটর শ্রীযুত জিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সুতারগাছি), শ্রীযুত রামজীবন রায় (চাঁদুড়িয়া), শ্রীযুত রাইচরণ ভট্টাচার্য্য (নায়েব চাকদহ কাছারী), শ্রীযুত ললিতমোহন গোস্বামী (যশড়া শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের পাট), শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র পাল (কাঁটালপুলি), শ্রীকৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় (যশড়া), শ্রীযুত অন্নদাপদ দত্ত (কাঁটালপুলি), শ্রীযুত পরীনাথ রায় (কবিরাজ চাকদহ), শ্রীযুত নিবারণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মুড়িয়া) শ্রীযুত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় (কাঁটালপুলি), শ্রীযুত তারাপদ ভট্টাচার্য্য (কাঁটালপুলি), শ্রীযুত হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (রাণাঘাট), শ্রীযুত ভুজেন্দ্রনাথ মল্লিক (জমিদার রাণাঘাট), শ্রীযুত কুমুদভূষণ মল্লিক (রাণাঘাট) ইত্যাদি।

পৈশুন্য পীড়া

খলস্বভাব মৎসর জনগণ সংসারে নানাপ্রকারে নিন্দিত ও অপদস্থ হইয়াও স্বীয় অসৎ স্বভাব পরিবর্জ্জনের জন্য যত্ন করেন না। তাঁহারা লোকপ্রতারণাকল্পে নানাপ্রকার চরভিসন্ধি ও চক্রান্ত-কার্য্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত করেন।

এই শ্রেণীর লোকের 'লোকের চক্ষে ধূলি দেওয়া' চুরির যাহাকে 'জ্যাকামি' বলে—তাহার অভাব নাই। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে—যেমন, পৈশুন্যপীড়াগ্রস্ত একটী রোগী স্বীয় রোগযাতনায় প্রপীড়িত হইয়া পরলোকগত ভোলানাথ চন্দ্রের Travels of a Hindu নামক পুস্তকের ৬১পংক্তিতে শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান গঙ্গাগর্ভে নিপতিত হইয়াছে বলিয়া বর্ণনাটি লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন।

এই উক্তিকে প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া পরবর্ত্তি সময়ের অনুসন্ধানের ফল স্বীকার করার আর আবশ্যকতা নাই!—এইরূপ সিদ্ধান্তকে নিঃসন্দেহে 'প্রমাণ' বলিতেছেন! ধন্য বিচার শক্তি!! দুরভিসন্ধি আর কাহাকে বলে?

খ্রীষ্টিয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভ্রমণকারীর কথার পূর্ব্বে 'প্রাচীন নদীয়া কৃষ্ণনগরের সমতটে ছিল'—এই উক্তিতে 'পূর্ব্ব' শব্দের অর্থে মহাপ্রভুর সময়ে ছিল,—এইরূপ নির্দ্দেশ তিনি কোথায় পাইলেন? মহাপ্রভুর পরবর্ত্তি সময়ের ও লেখকের উক্তিকালের ব্যবধান প্রায় ২৫০ বৎসর। সুতরাং এই ২৫০ বৎসরের কোন সময়ে গঙ্গার গতি বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপের পশ্চিমে ছিল, উহা যে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে অবস্থিত ছিল—এইরূপই নির্দ্দেশ করিতেছে, জানা যায়।

'পূর্ব্ব' শব্দের অর্থ যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ—এই কথা নিঃসন্দেহভাবে কিরূপে স্থির হইল ও তাহা কোন্ স্থানে সিদ্ধ হইল, আমরা জানিতে চাই। এইরূপ অপূর্ব্ব যুক্তিমণ্ডিত দুরভিসন্ধি বুঝিবার লোক বঙ্গদেশে নাই—এরূপ ধৃষ্টতা কালজ্ঞানের অভাব হইতে দৃষ্ট হয় না কি?

আর একটী পৈশুন্যপীড়িত রোগী বলেন,—শ্রীধাম মায়াপুরের নিকট 'বয়রা' গ্রাম নাই। কিন্তু শ্রীমায়াপুরের ৮।১০ মাইলের মধ্যেই 'বয়রা' নামক একটী গ্রাম এখনও অবস্থিত আছে। বয়রা নামক গঙ্গার ধারাবিশেষ শ্রীধাম মায়াপুরের নিকট দিয়াই যে প্রবাহিত ছিল, ইহা রেনেলের সাহেবের ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের মানচিত্র প্রমাণ করিতেছে। বয়রা গ্রাম হইতেই বয়রা পরগণার নামকরণ হইয়াছে। ঐ বয়রা গ্রামটী রাণাঘাট ও শান্তিপুরের মধ্যবর্ত্তিস্থানে অবস্থিত।

যেখানে যেখানে 'মায়াপুর' শব্দ পাওয়া যাইবে, সেখানেই শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান হইবে, একথায় অধিক যুক্তি প্রদর্শন করা যায় না। আর সেইখানেই যে মৌলানা সিরাজুদ্দিনের কবর থাকিবে, এরূপ যুক্তিও অভিনব গবেষণার দৃষ্টান্ত ও ফলাবশেষ!!

কৃত্রিম স্বর্ণ (Chemical gold) নির্ম্মাণ স্থানে যে কবরটী আছে, তাহা ১৩৫ বৎসর

পূর্ব্বের একটী কবর মাত্র এবং উহা মৌলানা সিরাজুদ্দিনের কবর নহে এবং বর্দ্ধমান জিলার সীমান্তপ্রদেশে অবস্থিত নহে। কিন্তু প্রাচীন বর্দ্ধমান জেলার সামান্তে বর্ত্তমান বামনপুকুরের যে কবরটী আছে, উহা ৪০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন। উক্ত মৌলানা হোসেন সাহ সৈয়দ-ই মক্কার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, তাঁহার সমাধি ১৫০ বৎসরের স্থাপিত সমাধি নহে। বিশেষতঃ প্রাচীন শ্রীধাম মায়াপুর বা বর্ত্তমান বামনপুকুর গ্রামে অধিষ্ঠিত সমাধিস্থান হইতে বর্দ্ধমান জেলার চর কাশালীর সীমানা কএক গজের মধ্যেই অবস্থিত—একথা পৈশুন্য-পীড়িত দলের অনেক বাণীসেবকের কাগজে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও দুরভিসন্ধিমূলে কেন পুনঃ পুনঃ সেই কথা চাপা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে ও হইতেছে? এই অবৈধ চেষ্টা যে দুরভিসন্ধিমূলে জাত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

রাণাঘাট শান্তিপুর নবদ্বীপঘাট লাইট রেলওয়ের এখানে একটি ষ্টেশনের কথাও প্রত্যেক নদীয়াবাসীর জানা আছে। দুরভিসন্ধিমূলে বয়রা গ্রাম ও বয়রা পরগণার কয়েকটি স্থান হুগলী জেলার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়াই একটি ভ্রামক কৃষক-পল্লীকে শ্রীধাম মায়াপুর বলিয়া ভ্রান্ত হইতে হইতে হইবে না।

এইরূপ ভ্রান্তিবশেই পরলোকগত মাধব দত্ত নামক এক ব্যক্তি কাঁচড়াপাড়ার নিকট কুলিয়া নামক এক গ্রামকে 'নবদ্বীপ-নগর' নামে নামকরণ করিয়া তথায় এক মেলা বসাইয়াছে। তাঁহার পরিচিত এক পিশুন ব্যক্তি বয়রাপরগণার জমির সহিত উক্ত স্থানটীকে এক করিয়া সেখানে নবদ্বীপ বসাইবার অসৎ পিপাসা পোষণ করিতেছে, এইরূপ দুরভিসন্ধি নিতান্ত ঘৃণ্য ও আদৌ অনুমোদনোচিত নহে।

কৃত্রিম মেটেরের কারখানা যে গ্রামে আছে, সেই গ্রাম হইতে শ্রীধামমায়াপুর সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীধাম মায়াপুর বল্লালদীঘির তীরে অবস্থিত ছিলেন। সার উইলিয়াম হান্টার সাহেবের "I am told" শব্দগুলির প্রয়োগ ও তাহার বিচারানুসারে কুলিয়া নবদ্বীপের নিকটে পড়িতেকে যেরূপ প্রমাণ বলিয়া স্থাপন করিবার দুরভিসন্ধিমূলে চেষ্টা হইতেছে, তাহাও পৈশুন্যপীড়িত ব্যক্তির রোগবিশেষ।

এমন কি, কএক বৎসর পূর্ব্বেও কাল্না মহকুমার অধীনস্থ এই সমাধি হইতে কএক গজ দূরবর্ত্তী স্থানের রক্তজ খাসমহালের অন্তর্গতরূপে আদায় হইয়া বর্দ্ধমানের সাব্ ট্রেজারী কাল্নাতেই জমা হইত। ২০।২৫ বৎসর পরে এই সকল কথা লোক বিস্মৃত হইলে দুরভিসন্ধিমূলে লোকপ্রতারণা করিবার আরও সুযোগ হইবে।

খলস্বভাব ব্যক্তিগণ লোকের চোখে ধূলি দিতে গিয়া লোকের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া যে মিথ্যা কথা প্রচার করে, তাহাতে মৎসরতা অন্তর্নিহিত আছে, বুঝা যায়। কপটতাধারা লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিলে যে অমঙ্গল প্রসূত হয়, তাহা মরণশীল জীবগণ চিন্তা না করিলে তাঁহাদের পাপে প্রবৃত্তি হয়। সেরূপ পাপ করিবার জন্য দুরভিসন্ধির অভাব হয় না।

বৃন্দাবনকে 'মমিনাবাদ' করাইবার দুষ্প্রবৃত্তি যদি কএকটী হিন্দুনামধারী ব্যক্তির জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রীধামমায়াপুর যবনোষ্ঠি ভাষায় কথিত শব্দ দ্বারা সংস্কার-বিপর্য্যয়-সাধনের চেষ্টা দুরভিসন্ধি পোষণ করিতে পারে। যাঁহাদের সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগ আছে, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষাকে দুরভিসন্ধিমূলে যবনোষ্ঠি ভাষার অপভ্রংশরূপে প্রতিপাদন করিবার দৌরাত্ম্য করেন না।

পৈশুন্যপীড়িত খল জনগণ বুঝিয়াও বুঝে না যে, খলতা ধরা পড়িলে লোকে তাহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে না। খলতা পরিত্যাগ করাই সত্যানুসন্ধিৎসুর একমাত্র ধর্ম্ম।

আলেকজাণ্ডার পোপ বলেন—"আমরা মনে করি, আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঊর্দ্ধতন পুরুষগণ কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, সুতরাং আমরাও এই নীতি আশ্রয় করিয়া ভাবিকালের পৈশুন্যপীড়িত জনগণের নিকট নির্ব্বোধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। প্রকৃত প্রস্তাবে মূর্খমিশ্রিত দল এক নহে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের দল এক তৌলে পরিমিত হইতে পারে না। দুরভিসন্ধি ও লোকহিতৈষণা সমজাতীয় নহে।

যাহাদের প্রত্যহ তিন অবস্থা, সেই মনোধর্ম্মী ভক্তিবিরোধী জনগণ ভক্তের নিকট পূজা আকাঙ্ক্ষা করেন। ভক্ত তাহাদিগকে পূজা না করিয়া অবৈধ মানদানের অভিনয় করিয়া অপসারিত করেন। তাহাতে সন্তুষ্ট না হইলে অসন্তুষ্ট পৈশুন্য-জীবিসম্প্রদায় নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শনে নিজেদেরই অমঙ্গল সাধন করেন। সুতরাং এই সকল ব্যক্তিকে পৈশুন্যপীড়া হইতে মুক্ত করিবার জন্য ভাগবতধর্ম্মের প্রচারের আবশ্যকতা আছে; কেননা, সেই প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় ভগবদ্ভক্তের চরণে সর্ব্বতোভাবে অপরাধী।

অসাম্প্রদায়িক ইতিবৃত্তের সহিত সৎসাম্প্রদায়িকের তুলনামূলক

ধারাবাহিক গবেষণা

("শ্রীন"-লিখিত)

(১৩)

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। তাঁহার পার্ষদবৃন্দ তাঁহার আজ্ঞাক্রমে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মহাপ্রভু স্বয়ং জীবগণকে সূত্ররূপে 'শিক্ষাষ্টক' নামক আটটী শ্লোক দিয়াছেন, তাহাই ভক্তগণের কণ্ঠমণিহার। তাহাতে তাঁহার শিক্ষা সমস্তই আছে। ভক্তগণ সেই গূঢ়তত্ত্ব বিচার করিয়া দশমূল রচনা করিয়াছেন। সেই দশমূলে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন বিচারে সাধ্যসাধন সূত্ররূপে কথিত আছে। দশমূলের প্রথমটী প্রমাণতত্ত্ব ও শেষ নয়টী প্রমেয় তত্ত্ব। সমষ্টি শ্লোকের সার এই—গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায়। বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতিশাস্ত্র, তথা তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণই প্রমাণ। সেই প্রমাণ দ্বারা স্থির হয় যে, হরিই পরম তত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু; মুক্ত ও বদ্ধ—দুই প্রকার জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ; বদ্ধজীব মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব মায়ামুক্ত; চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণ-প্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তে কোন প্রকার অসৎসাম্প্রদায়িকতা বা সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়িকতা থাকা দূরের কথা, তাঁহার অপেক্ষা জীবের আত্মার পরিপূর্ণ উদার বিকাশের কথা পূর্ব্বে আর জগতে প্রকাশিত হয় নাই। বৈষ্ণবাচার্য্যচতুষ্টয় যে ভক্তিধর্ম্মের কথা উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে শান্ত-দাস্যরসের আশ্রয়ে পরব্যোমধামস্থ বৈকুণ্ঠের শ্রীনারায়ণ-উপাসনার কথাই পরিস্ফুট আছে। বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধাংশে গোলোক বৃন্দাবনে ৬০টী অপ্রাকৃত পূর্ণগুণশালী নারায়ণ অপেক্ষা আরও অপূর্ব্ব ৪টী অধিক গুণযুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বলোকচমৎকারি লীলাকল্লোলবারিধি, অতুল্যপ্রেমশোভা-বিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলী-গীতগানকারী ও অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যশালী শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যমাধুরী, ক্রীড়ামাধুরী, বেণুমাধুরী ও শ্রীবিগ্রহমাধুরী—এই চতুর্ব্বিধ পরম চমৎকার অসাধারণ গুণের দ্বারা পরিশোভিত থাকিয়া বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা আরও অতিরিক্ত আড়াইটী রসের আশ্রিত ভক্তগণের দ্বারা নিত্যনিরবচ্ছিন্নভাবে সেবিত হইতেছেন। ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যের চমৎকারিতা অত্যধিক ও অত্যন্ত উপাদেয়। ঐশ্বর্য্যগত নিত্যমুক্ত জীবগণ বৈকুণ্ঠে পরব্যোমপতির পার্ষদ, মাধুর্য্যগত নিত্যমুক্ত জীবগণ গোলোক বৃন্দাবননাথের পার্ষদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরহরির হৃদয়ের সঙ্গোপিতম ভাব রাধাকুণ্ড সেবাকেই পরম পরাকাষ্ঠা সেবারূপে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা শ্রীনিম্বার্কাদি সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবের বা গৌরভক্তিহীন মধুর রসাশ্রিত ভক্তগণেরও সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয় ও অগম্য।

ভজনবিবেকী পুরুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রদর্শন করিতে গিয়া শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভু বলিতেছেন,—পরব্যোমধামস্থ বৈকুণ্ঠ অন্য ধাম অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ভগবানের জন্ম নিবন্ধন মাথুরমণ্ডলের শ্রেষ্ঠতা। কৃষ্ণের রাসস্থলী বৃন্দাবন মথুরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বচ্ছন্দ-বিহারস্থলী গোবর্দ্ধন বৃন্দাবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণপ্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র বলিয়া গোবর্দ্ধন অপেক্ষা রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। অতএব কোন্ সুবিচক্ষণ সজ্জন গোবর্দ্ধন গিরিতটে প্রকাশমান শ্রীরাধাকুণ্ডসেবা বর্জ্জিত হইয়া অন্য সেবায় মনোনিবেশ করিবেন?

আবার ভজনকারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে গিয়া বলিতেছেন,—সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মী হইতে চিদনুসন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণ-মধ্যে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্ত মধ্যে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্বগোপীমধ্যে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত প্রিয়। যেরূপ রাধিকা প্রিয়, সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং যাঁহার পরম সুকৃতি থাকে, তিনি অবশ্য শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করত শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকাল ভজন করিবেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় একটী শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতের সার উপদেশটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্‌মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম. স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল সুঅক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যান্বিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমদ্ স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, শিষ্যের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্‌ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ও গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলি—"শ্রীধাম" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
যাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০৩য় সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই আষাঢ় শুক্রবার, ১৩৩৮, ৩রা জুলাই ১৯৩১

কৃষ্ণনগরে বোমার মামলা

মহাত্মা গান্ধীর পত্নী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের সফর

ল্যাঙ্কাসায়ারে মহাত্মাজী

ছুরিমারা সম্পর্কে কংগ্রেস কর্ম্মী ধৃত

আপন দৌহিত্রী হত্যা

কুষ্ঠিয়ায় শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী

চাঁদপুর ষ্টেশনে চোটা

শ্রীযুত সতীন সেন প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের সভাপতি

বন্দুক চুরির জের

নানা কথা

কৃষ্ণনগরের বোমার মামলা

সম্প্রতি কৃষ্ণনগর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে কৃষ্ণনগর বোমার মামলার আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

বীরেন্দ্র কুমার ব্যানার্জ্জী প্রমুখ কয়েকজন লোক এই সম্পর্কে অভিযুক্ত হইয়াছে। গত ২৬শে জুন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি ১৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। এই মামলার বিচারের সময় বাহিরের কোন লোকজনকেই আদালতের ভিতর যাইতে দেওয়া হয় না। সর্ব্বত্র পুলিসের কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করা হয়।

মহাত্মা গান্ধীর পত্নী ও রাজেন্দ্র প্রসাদের সফর

গত ২৯শে জুন রাত্রিতে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ মহাত্মা গান্ধীর পত্নীর সমভিব্যাহারে রাস গ্রাম পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে এক জনসভার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ সেই সভায় বক্তৃতা করেন তিনি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, গত সার্ব্বজনীন আইন অমান্য আন্দোলনের সময় গুজরাটের কৃষক সম্প্রদায় বিশেষভাবে স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছিল। তারপর তিনি এই সম্পর্কে আর কয়েকটি কথা বলিয়া বিহারের জন সাধারণ এই আন্দোলনের সময় কি ভাবে কাজ করিয়াছিল তাহা বিবৃত করেন।

ল্যাঙ্কাসায়ারে মহাত্মাজী

ভারতের সহিত ল্যাঙ্কাসায়ারের ভবিষ্যৎ বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনার নিমিত্ত মহাত্মাজীকে ল্যাঙ্কাসায়ারে নিমন্ত্রণ করা হইলে মহাত্মাজী কি করিবেন সেই সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে মহাত্মাজী বলেন, যদি আমি লণ্ডন পর্য্যন্ত যাইতে সক্ষম হই এবং আমি যদি ল্যাঙ্কাসায়ার পরিদর্শনের জন্য নিমন্ত্রিত হই তাহা হইলে অপরাপর কার্য্য ফেলিয়া রাখিয়া আমি অবশ্যই তথায় যাইব। সেখানে যাইয়া তথাকার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে কংগ্রেসের অবস্থা সব খুলিয়া জানাইব। বিদেশী বস্ত্র বহিষ্কার সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি লইয়া যে ভীষণ ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা বিদুরীত করিবার চেষ্টা পাইব। কংগ্রেসের অবস্থা সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব স্থায়ী থাকিবে, পূর্ব্বাহ্নেই ইহা স্থির ধরিয়া লইলেও ভারত এবং ইংলণ্ড উভয় দেশের মঙ্গল যাহাতে সংঘটিত হয় সেইমত প্রস্তাব উপস্থিত করিতে আমি কোনরূপ অসুবিধার আশঙ্কা করি না।

ছুরি মারা সম্পর্কে কংগ্রেস কর্ম্মী ধৃত

বাখরগঞ্জ থানার অন্তর্গত স্বাহেবগঞ্জ কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্মী শ্রীযুত অমিয়রঞ্জন বসুকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, কলসকাঠীর ছুরি মারা সম্পর্কে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাকে বরিশালে লইয়া আসা হইয়াছে।

আপন দৌহিত্রী হত্যা

বিকৃত মস্তিষ্ক বৃদ্ধের কাণ্ড

লাহোর ভাসিন নামক স্থানের কোন প্রাচীন অধিবাসী তাহার সাত বৎসর বয়স্কা দৌহিত্রী হত্যা করে। পুলিসের প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ বলে—"আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি, কারণ, ঈশ্বর আমাকে তাহাই করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

মড়কের ফলে সব কয়টী পুত্রের মৃত্যু হইলে বৃদ্ধ তাহার কন্যার বাটীতে যায় এবং সেইখানেই মস্তিষ্কের বিকৃত অবস্থায় এই কাজ করিয়া বসে।

প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলন

শ্রীযুত সতীন সেন সভাপতি

পাবনা হিন্দু সভার এক অধিবেশনে শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ সেন আগামী বাঙ্গালা প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনের বর্দ্ধমান অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাঁইট ৷৶৹ আনা, বোতল ১৶৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

রতিকার্য্যে বল ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, স্বল্পে ঝরণাভ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বড়ি ১৲ এক টাকা।

"অপুৎসকামাদি ঘৃত"

ধ্বজভঙ্গাদি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য হইয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"ব্রজবনবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বড়ি ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত কবিলাল সিংহ, ১২৭, সোণারাটোলা ষ্ট্রীট, চাটগোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পাবিয়া) ৮৩ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ইষ্টিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৶১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমুদ্র।

ভিক্ষা একত্রে ১৫৹ আনা মাত্র।

ষষ্ঠবর্ষ ১০৩তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিত্যপাঠ্য বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ

বেদাদি সমস্ত সাত্বত-শাস্ত্রের অকৃত্রিম ব্যাখ্যাতা

সমগ্র ভারতে একমাত্র সুলভ

দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর—১০ই আষাঢ় শুক্রবার—১৩৩৮

গৌরবিরোধীর কপটতা

(১)

আমাদের সংবাদ-দাতার মুখে জানিলাম যে, অনৈক ভিক্ষে বেরাল ছাই মাখিয়া ইন্দ্রাসনের সাহায্যে ধূম্রমার্গের পথিক হওয়াকেই ধর্ম্মের যাজন জানিয়াছেন। তিনি এখন আর লুকাইয়া থাকিতে না পারিয়া নিজস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন।

আজকাল ধর্ম্মধ্বজিগণ লোকের চক্ষে ধূলি দিবার জন্ত গায়ে ছাই মাখেন, বৈরাগ্যের ভান দেখান, ছাঁটপা কৌপ্ড়াইয়া ফেলেন, ভাবলাব দেখাইয়া দশায় পড়েন। কেহ বা কেবলাদ্বৈতবেদান্তের সহিত আমার সম্বন্ধ নাই বলিয়া কেবলাদ্বৈতবাদের অপকৃষ্টাংশকে আশ্রয় করিয়া 'বৈষ্ণব-বৈদান্তিকব্রুব' নামে প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করেন।

এই সকল ভেকাবেরালগণের সহিত গৌড়ীয়মঠের কোন সম্বন্ধ নাই। গৌড়ীয়মঠ জানেন,—মর্কট বৈরাগ্য করিয়া ছাই মাখিলে—গোপনে শিষ্য সংগ্রহ করিলে—আমি ইন্দ্রাসন পান করিতে পারি, এই বাহাদুরীরূপ আত্মেন্দ্রিয়ের নষ্ট ধূম্র উদ্গীরণ করিলেও তাহাদের জড়ভোগ থামিয়া যায় না।

এই মিথ্যাচারিগণ মনে মনে ধ্যান-ধারণা করিবার ছলনায় সাধনভজন দেখাইতে গিয়া পূর্ব্বে গোপনে গোপনে গৌড়ীয়মঠের নিন্দা করিতেন; তাঁহারাই এখন ঢাক ঢোল বাজাইয়া ভিক্ষেবেরালগিরির আড়ালে সেতার বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ব্যবহার-জগতে লোকে যেরূপ ওকালতির দ্বারা পসার করিয়া যে কোন পক্ষ সমর্থন করার সুবিধাকে আদর্শ বলিয়া জানে, তাহার অনুকরণে ধর্ম্মজগতেও তদ্রূপ ঐ ব্যবহার-প্রণালী চালাইবার চেষ্টা কিছুদিন পূর্ব্বে খরপাগলা সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু খরপাগলাগণ বাহিরে ভিক্ষে বেরাল সাজিয়া প্রচারতাণ্ডব চালাইবার যত্ন করিলেও তাহাদের পাটোয়ারী ওকালতি চাল হরিভজনচতুর লোকেরা সহজেই ধরিয়া ফেলিতে পারেন।

সর্ব্বতোভাবে ভগবানের সেবাবুদ্ধি না করিয়া, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট না হইয়া, যদি মায়াবাদাশ্রয়ে কপটতা করিয়া আমরা কেহ শিক্ষাষ্টকের বিরোধী দশশ্লোকী ব্যাখ্যা করি, তাহা হইলে আমাদিগকে কেহই শুদ্ধভক্ত বলিবে না। শিক্ষাষ্টকের বিরোধ করিতে করিতে শ্রীগৌরবিরোধ, অপ্রাকৃত বিচার-বিরোধ, কীর্ত্তনবিরোধ, বৈষ্ণববেদান্তবিরোধ প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যদি পাঁচমিশালা অবিবেচনার হস্তে পড়ি, তাহা হইলে চিত্ত স্থির করার বদলে ইন্দ্রাসনের তাড়াই দল বাঁধ করিয়া ফেলি। কিন্তু এই দল বাঁধ করিয়া ফল কি?

রাধাকুণ্ড আশ্রয় করিয়া কৃত্রিম ফল্গু-ত্যাগের পরাকাষ্ঠা বাহিরে দেখাইতে গিয়া আমাদের যে ভুক্তিলাভ ঘটে, তাহার অকর্ম্মণ্যতা দেখাইবার জন্তই কলিকাতার গৌড়ীয়মঠের উচ্চ সৌধ শোভিত।

আমাদের পরমগুরুদেব একদিন গোপনে ব্যভিচার রত আত্মীয়কে শিক্ষা দিবার জন্ত পরমহংসবেশ ছাড়িয়া শান্তিপুরে পেড়ে কাপড় কোঁচাইয়া পরিয়াছিলেন। যশোহরের প্রসিদ্ধ বাক্যোস্তী পরলোকগত রায় বাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর একদিন তাঁহাকে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখিয়া ভজনকারীর বেশে দেখিয়াছিলেন।

এইসকল কৌশল সুচতুর ভজনবিজ্ঞ জনগণই বুঝিতে পারেন। তাই প্রচুর বিরুদ্ধ বিচারসঙ্কুল "মায়ার ব্রহ্মাণ্ড" কলিকাতা রাজধানীতে তাঁহারই একজন 'সেবক' নামে পরিচিত ব্যক্তি শেঠের ঠাকুরবাড়ী, লালাবাবুর ঠাকুরবাড়ী প্রভৃতির অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া কীর্ত্তনাখ্যভক্তির মন্দির স্থাপন পূর্ব্বক আচার্য্যনাট্যমন্দিরে সত্য যুগের ধ্যানিগণের বিকৃত আনুকরণিক ভিক্ষে বেরালগণের সহিত কায়মনোবাক্যে পৃথক্ হইয়া "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" ও "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা" শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন।

সুতরাং ভাই পাঠকগণ, সাবধান!! ভিক্ষে বেরালগণের নির্জ্জনভজনপদ্ধতি বা তাৎকালিক অনিত্য Social Service holderগণের পরোপকার নীতির প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া গৌড়ীয়মঠের প্রচারপ্রণালীর উৎকর্ষদর্শনে বিমুখ হইবেন না। উহাতে বিমুখ হইলেই কৃষ্ণবৈমুখ্যপ্রভাবে ভোগী বা অবৈধ ত্যাগী হইয়া পড়িবেন।

পরোপকার

পণ্ডিত মূর্খ, স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকল জীবকে, গোলোকের মাধুর্য্যবিগ্রহ স্বভক্তিশোভা প্রদানের জন্তই পতিতপাবনাবতারী শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি জগতে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

অন্যান্ত ভগবদবতারে যে পরম গোপ্য প্রেমসম্পদ্‌ভাণ্ডার কখনই উন্মুক্ত হয় নাই, সেই অনর্পিতচর প্রেমভক্তিফল বিলাইবার নিমিত্তই—তদীয় প্রিয়জনের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের আজ্ঞা—

"যাহাঁ তাহাঁ প্রেম ফল দেহ' যারে তারে॥"

প্রেমভক্তিহীন বহির্ম্মুখ জীবের প্রতি সদয় হইয়া শ্রীচৈতন্যপ্রেমামরকল্পতরু বিনামূল্যে প্রেমফল বিতরণ করিয়া নিঃশ্রেয়সপ্রদ পরোপকারের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য প্রকাশিত করিয়াছেন। কবিকুলমুকুটমৌলি কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য মালাকারের অদ্ভুত দানের কথা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন—

"পাকিল যে প্রেমফল অমৃত মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী, নাহি লয় মূল॥
ত্রিজগতে যত আছে ধনরত্নমণি।
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি॥
মাগে বা না মাগে কেহ, পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে, দিয়ে মাত্র॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি' ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে॥"

নামপ্রেম প্রচার একাকী অসম্ভব দেখিয়া দয়াময় শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকে আহ্বান করিয়া অযাচিতভাবে প্রেমভক্তি সুধা বিতরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন।

যে সুকৃতি ভাগ্যবন্তগণ শ্রীচৈতন্যগণের পদাশ্রয়ে বঞ্চিত-জগতে এই সংকীর্ত্তন নিধি প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ হিতসাধক, তাঁহারাই—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥

এই ভাগবতী বাণীর পরমোজ্জ্বলা নিজ জীবনের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন।

হে জ্ঞানবান্ বিচারকবৃন্দ, জীবজগতের বহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধ জীবের সম্পূর্ণ শক্তি অদ্ভুত জানিয়া, তাহার অন্যথা অভাবমূর্ত্তি দর্শনের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণচরণ-সরোজ-নিষ্কিঞ্চন মূল অমন্দায়নীর মূলোচ্ছেদে ব্রতী হউন। অনন্ত দুঃখদৈন্য বেদনাভরা মর জগতে অমৃত লাভের সম্ভাবনা কোথায়? তাই শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ অক্ষর আনন্দধাম বৈকুণ্ঠপথের যাত্রী হইবার জন্ত পরম পিতার বিদ্রোহী সন্তানকে সতত মধুর স্বরে আহ্বান করিয়া গাহিতেছেন,—

ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া কৃষ্ণনাম সর্ব্ব ধর্ম্মসার॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

উজ্জ্বল প্রেমরস ভাণ্ডারের মালিক শ্রীল স্বরূপ-রূপ-সনাতনপ্রমুখ গোস্বামীবর্গের তিরোধানের পরে তাঁহাদের অনুগত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, ঠাকুর শ্রীল শ্যামানন্দ, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের আত্মোদ্দেশক মন্ত্রে বিমুখ বিশ্বে নামপ্রেমপ্রচারে লীলা-ধারা সজীব রাখিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহাদের প্রকট পরিত্যাগের কতকদিবস পর হইতেই আউল, বাউল, সহজিয়া, নেড়ানেড়ি, কর্ত্তাভজা, গৌরনাগরী, ইত্যাদি ইন্দ্রিয়তর্পণপর প্রাকৃত সহজিয়ামতাবলম্বী ধর্ম্মধ্বজীদলের তাণ্ডব নৃত্যে, সত্যধর্ম্মের—শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনময়ী পরোপকার-ধর্ম্মের অমল প্রভা সাময়িক ভাবে লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তৎকালে সামাজিক মানবগণ পরমদয়ানিধি শ্রীগৌরনিত্যানন্দের বিতরিত পরমশ্রেষ্ঠ প্রেমপ্রচারণরূপ পরোপকারের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ধর্ম্মধ্বজী সাহজিক কূপের অস্বাস্থ্যকর নিকৃষ্টকচির কদর্য্যতাকেই শুদ্ধভক্তি বলিয়া বরণ করিতে অভ্যস্ত হয়। শুদ্ধাবঞ্চক নানা কল্পিত মতবাদকেই সত্যাকাঙ্ক্ষী বলিয়া আদর করিতে থাকে। শুদ্ধবৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে অপধর্ম্মের করাল মূর্ত্তিকেই পূজা করিতে থাকে। অধিকন্ত শ্রোত্রিয়াভিমানিগণ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবতার অপলাপপূর্ব্বক অভক্তি মায়াবলম্বী স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের আনুগত্য-পথে দীক্ষিত হওয়াকেই গৌরবজনক মনে করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

এই প্রকারে বাস্তবধর্ম্মপ্রচারক-ভাস্করের অভাবে প্রায় তিনশত বৎসকাল গৌড়ীয়গগন, ঘোর তমসাবৃত ছিল। কেবল দুই চারিটী বিবিক্তানন্দী মহাপুরুষ নিজ নিজ সাধনভজন করিয়া গিয়াছেন, শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মে বহির্ম্মুখজনগণের প্রবল অনাস্থা দর্শন করিয়া তাঁহারা তৎকালে অযাচিতভাবে নাম-প্রেম প্রচারকার্য্যে বিরত ছিলেন। গৌড়ীয় ঐতিহাসিকগণ সেই দুষ্টাশয়দুষ্ট অতীত কালকে "গৌড়ীয়ের অন্ধকারযুগ" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্রাকৃত সহজিয়া, অসুরতুল্য লম্পটগণ যখন নিজেরা কৃষ্ণ-ভোগ্য সমুদয় পদার্থের প্রভু সাজিয়া, সরল লোকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনপূর্ব্বক তাহাদিগকে অতি দ্রুতগতিতে অমঙ্গলের অশুচি-গর্ত্তে নিক্ষেপ করিতেছিল—যখন, লোকবঞ্চক ভণ্ড দলের, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহাশ, প্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃত বিকার প্রদর্শনের বিকৃত চেষ্টাই বৈষ্ণবতা বিকাশের চরম পরিণতি বলিয়া লোকসমাজে সম্মান পাইতেছিল, তখন জীবজগতের দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া গৌরপ্রেষ্ঠ কারুণ্য-বিগ্রহ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় প্রাক্তে অবতরণ করিলেন। সেই জীব-দুঃখহর ভ্রান্ত জগদ্বাসীকে আবার সেই করুণা-বতার শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের অসীম দয়ার বার্ত্তা শুনাইলেন। পরদুঃখদুঃখী তাঁহার দয়ার্দ্র হৃদয় জীবকুলের ঘোর দুর্দ্দশা দর্শনে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। তাই, তিনি নিখিল গোস্বামি শাস্ত্র মন্থনপূর্ব্বক প্রেমানন্দমধু-সমৃদ্ধ পরিপূরিত গ্রন্থরাজি প্রকাশ করিয়া বদ্ধজীবের নিকট গোলোকের অমল মধুধারা প্রকাশিত করিয়া দিলেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানচালিত বিশ্বসংসার জড়ীয় বিষয়ে উন্মত্ত ছিল, কাণ্ট, হেগেল, চার্ব্বাক, জৈমিনি ইত্যাদি দেশী বিদেশী নাস্তিক দর্শন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করাকেই তথাকথিত সভ্য সমাজ মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ লাভ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তৎকালে পাশ্চাত্য শিক্ষার নবীনালোকপাতে অনেক শিক্ষিতমন্য ব্যক্তি আবার বৈষ্ণবকুলগণের করুণাতার প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ ইউরোপীয়ান ধর্ম্মমতের আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া প্রচলিত সমাজবন্ধ ত্যাগ করিতেছিলেন। পাশ্চাত্য মনীষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় বাস্তব সত্যবস্তু দেবকে কৃষ্ণকে ধ্যান বলিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। কিন্তু বহির্ম্মুখতাবপীড়িত বিশ্বমানবের সম্মুখে পরোপকারক-শ্রেষ্ঠ শ্রীল ভক্তি-বিনোদপ্রভু এক পরম বাস্তব অপ্রা-লৌকিক অভিনব রাজ্যের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দিলেন। মায়াকবলিত জীববৃন্দের কাণে সুধাকর্ণরসায়নী বৈজয়ন্তী শ্রীচৈতন্য-বাণীর চেতন-ঝঙ্কার প্রবিষ্ট করাইয়া তাহা-দিগকে নিত্য অমরতার ভাগী করিয়া দিলেন। এই দাতাশিরোমণি রূপানুগ মহাজনের করুণার পারতম্যের সহিত আধুনিক খণ্ড উপকারকগণ তাঁহাদের উপকারের পরিমাণ তৌল করিতে পারি-বেন কি? করুণ চিত্ত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুর মহাদানের কথা সমসাময়িক জীব-সাধারণ ভক্ত সুষ্ঠুরূপে বুঝিতে সমর্থ হয় নাই; অনেকে তাঁহাকে শুধু একজন ভক্তিসিদ্ধান্ত-নিপুণ গ্রন্থকার বলিয়াই জানিত; নিষ্কপট শুদ্ধ সেবাবৃত্তির অভাবে তদীয় শ্রীচরণকমলের অপূর্ব্ব দয়ার স্বরূপটী অনেক বঞ্চিত জীবের নিকট লুক্কায়িত রহিয়া গিয়াছিল। পরাশক্তিতেই যাঁহার চিত্তের বিনোদন, গৌরকৃষ্ণের অভীষ্টপূরক সেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের অপার করুণার সারাসার মহাবদান্যবর কৃষ্ণ-প্রেম-প্রদাতা শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীমুখ নিঃসৃত কীর্ত্তনের উচ্চারময় সম্যক্‌রূপে প্রচার করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান যুগাচার্য্যবর করুণাসাগর শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছেন।

"কলি [illegible] ধর্ম্ম কৃষ্ণ [illegible]।
[illegible] তাহা নহে প্রবর্ত্তন ॥"

[illegible] যথাযথ সম্পাদন করিয়া গৌর-কৃষ্ণ-ভক্তি শ্রীল আচার্য্যদেব আজ [illegible] করিয়া বিমুখ জীবের দ্বারে দ্বারে চৈতন্যদেবের সেবারূপে পর্য্যটন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণনামের অখিল মঙ্গল-নিলয় বৈকুণ্ঠ-মহিমা, শ্রীনামের অপূর্ব্ব কারুণ্যসীমা শুদ্ধচৈতন্যসরস্বতী ভিন্ন আর কে কীর্ত্তন করিতে পারে? ধন্য তাঁহারা—ধন্যাতিধন্য তাঁহাদের জীবন—যাঁহারা সর্ব্বস্ব আত্মনিবেদন করিয়া তদীয় কোটিচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্মে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন। কবে চিরবঞ্চিত আমরা জগদাচার্য্যবরের অভয়চরণে আত্মনিবেদন করিয়া পরমার্থ ধনের অধিকারী হইব?

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে বিজ্ঞপ্তি

(শ্রীমতী অপর্ণা দেবী)

তুমি প্রভু কৃপাসিন্ধু, অনাথ জনের বন্ধু,
তুমি দেব গুণের সাগর।
তুয়াপদ পরম, দীনজনবল্লভ,
তুয়া বিনে গতি নাহি আর॥
বিষয় বিষম-বিষে, জ্বারে দেহ অহর্নিশে,
জুড়াইতে না দেখি উপায়।
সতত বিষয়ে টানে, মোহময় আকর্ষণে,
রাখ পঁহু রাঙ্গা পদছায়॥
ভুলিনু তোমার নাম, অখিল অমৃতধাম,
বিস্মৃত হইনু নিজ দেশে
নিজ কৃত্য ভুলি' হায়, ধাইতেছি অন্ধপ্রায়
অভিমান বিরূপের বেশে

অনিত্য অসত দেহ, তাহে মানি নিত্য গৃহ,
মনকেই 'আত্মা' বলি' মানি।
মাংস, মেদ মজ্জাযুতা, দারাবন্ধু সুত সুতা,
আত্মীয়তা তাতে দৃঢ় জানি

কি হবে উপায় মম, ঘনায় মরণ তমঃ
শেষান হৈল আয়ু বেলা।
তব অভয় চরণ পদ্ম, নিঃশ্রেয়সদাতা সদ্ম
তাহা নাহি কৈনু পার ভেলা॥

ধামবাসী জনগণ, কর কৃপা বিতরণ,
তোমরা ত হও কৃপাময়।
নাশ মম মায়া ঘোর, বদ্ধপাশ সংসারের
নাশ কৃষ্ণ ধর্ম্মাদিময়॥

যথার্থ সত্য

(আচার্য্য শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী)

দেহাভিমান-বশতঃ জীবনিবর্গের 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ চেতনা হয়, এই জন্য সংসারে আমার শত্রু, মিত্র, বন্ধু, হন্তা, পালনকর্ত্তা, নিন্দক, হিংসক প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। যে দেহের জন্য অভিমান, সেই দেহের নাশ হইলে সবই নষ্ট হয়।

ভগবান্ বিষ্ণুই সকলভূতের আত্মা ও অদ্বিতীয়। বদ্ধ জীবের ন্যায় তাঁহার 'আমি' 'আমার' ইত্যাকার অভিমান নাই; অতএব তাঁহার দ্বেষ্য বা প্রেষ্ঠ কেহই নাই, তবে যে তিনি অসুরগণের দণ্ড বিধান করেন, সে কেবল তাহাদের হিতের নিমিত্ত।

ভক্তি পূর্ব্বক, কামবশতঃ, স্নেহবশতঃ, দ্বেষ বশতঃ, ভয় বশতঃ—এই পঞ্চবিধ চিন্তা দ্বারা পরাগতি লাভ হইতে পারে।

গোপীগণ কামবশতঃ, কংস ভয়বশতঃ, শিশুপাল প্রভৃতি নৃপতিগণ শত্রুতা বশতঃ পাণ্ডবগণ স্নেহবশতঃ, নারদাদি ঋষিগণ ভক্তি বশতঃ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু নাস্তিক বেণ রাজা এই পঞ্চবিধ চিন্তার মধ্যে কোন উপায় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেন নাই, সুতরাং তাহার মোক্ষগতি হয় নাই, অতএব যে কোন উপায়েই হউক, শ্রীকৃষ্ণে মনো নিবেশ করিবে।

যে সকল গৃহাসক্ত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করিতে পারে নাই এবং বিষয়সমূহে আসক্ত হইয়া সংসারসুখ লাভের জন্য সতত চেষ্টা করিয়া কেবল কষ্ট পায় এবং বার বার দুঃখভোগ করিয়াও যদি নিজের বুদ্ধিদ্বারা বা অপর কোন বুদ্ধিমানের পরামর্শে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভয়পাদপদ্মে মনোনিবেশ না করে, তাহা হইলে অসংযত ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঘোর অন্ধতামিস্র নরকে পতিত হয়।

আবার যাহারা বিষয়াসক্ত কামিগণকে গুরুরূপে বরণ করিয়া কাম্যকর্ম্ম ফল-ভোগরূপ নানাবিধ পুষ্পিত বেদবাদে তুষ্ট হইয়া কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, তাহারা অন্ধ-চালিত অন্ধব্যক্তির ন্যায়, একমাত্র স্বার্থ-গতি যে বিষ্ণু, তাঁহার সন্ধান না পাইয়া প্রকৃত পথ ভুলিয়া সংসারগর্ত্তে পতিত হয়।

অনর্থরূপ সংসার নিবৃত্তির জন্য ভগ-বানের পাদপদ্মে বুদ্ধি নিবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। নিষ্কিঞ্চন বিষয় নিবৃত্ত পরম-হংস বৈষ্ণবগণের পদরজে যে পর্য্যন্ত ঐ সকল ইন্দ্রিয়তর্পণরত ব্যক্তি অভিষিক্ত না হয়, তৎকালাবধি তাহাদের মতি ভগবান্ উরুক্রমের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না অর্থাৎ তাহারা মহৎ বা বৈষ্ণবগণের পদধূলি বরণ না করা পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি তাহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় না।

মহাজনগণের পন্থা অনুসরণ করা সকলের কর্ত্তব্য। প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়া-ছেন,—সকলের আদি এবং অনন্তগুণশালী ও সর্ব্বকারণস্বরূপ সেই ভগবান পরিতুষ্ট হইলে ভক্তগণের কি আর কিছু অপ্রাপ্য থাকে?

ধর্ম্মার্থ কাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষাত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ

(ভাঃ ৭।৬।২৬)

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—ত্রিবর্গ বলিয়া অভি-হিত। তন্মধ্যে আত্মবিদ্যা, কর্ম্মবিদ্যা, তর্ক, দণ্ডনীতি এবং কৃষি প্রভৃতি বিবিধ জীবিকা এই সমস্তই ত্রৈগুণ্য বিষয় বেদের প্রতিপাদ্য, সুতরাং ইহাদিগকে আমি নশ্বর বলিয়া মনে করি। পক্ষান্তরে, পরমপুরুষ শ্রীবিষ্ণুতে যে আত্মসমর্পণ উহাকেই আমি যথার্থ সত্য বলিয়া মনে করি।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
দান ব্রত তপঃ শৌচ বেদ অধ্যয়ন।
কৃষ্ণের ভজন বিনা সব বিড়ম্বন॥

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ মহতরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪৩০২

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই মন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধ্বানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জনচিত্ত বকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—গোকুলনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীবাসদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, সেবকপ্রবর শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী [illegible] এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবড়দর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীশ্রেয়োরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীশ্যামাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমধুরানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদ্গৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীদামবামন ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীমদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীমদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমণ্ডলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপ্রকাশ ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীবনী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীনরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীদীনকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

মহাত্মাজীর প্রতিবাদ
আনন্দ তালুকে ক্রোক

আনন্দ তালুকের গাণা গ্রামে ক্রোক চলিতেছে। এই গ্রামের খাজনার টাকা মকুবের জন্য মহাত্মাজী ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার বিবরণের মধ্যে ধরিয়াছিলেন। মামলাতদার এক দল পুলিশ লইয়া শনিবার উক্ত গ্রামে গমন করেন এবং ৪টি মহিষ ও অন্যান্য জিনিষ পত্র প্রজাদের বাকী খাজনার জন্য ক্রোক করেন। কেহ যাহাতে ক্রোক করা জিনিষপত্র ক্রয় না করে, সে জন্য আনন্দ তালুক কংগ্রেসের সম্পাদক আবেদন বাহির করিয়াছেন।

এই ক্রোকে তাঁর প্রতিবাদ করিয়া মহাত্মা গান্ধী কালেক্টরকে লিখিয়াছেন। মহাত্মাজী বলিয়াছেন—এই ক্রোকের ব্যবস্থায় দিল্লী চুক্তি ভঙ্গ করা হইতেছে।

যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

চাঁদপুর ষ্টেশনে টোটা প্রাপ্তি

শনিবার প্রাতে চাঁদপুর রেল ষ্টেশনে পুলিস ২টি প্যাকেটে ১০টা করিয়া ২০টা টোটা পাইয়াছে। নোয়াখালী শাখার ২ নম্বর ডাউন ট্রেনে একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় টোটাগুলা পাওয়া গিয়াছে। টোটায় সরকারী "শরের পলা"র চিহ্ন আছে। ট্রেনটা ভোর ৪টার সময় চাঁদপুর আসিয়া পৌছে। ট্রেজারীর প্রহরীদিগকে যেরূপ টোটা দেওয়া হয়, এ টোটাগুলা সেই রকমেরই বলিয়া প্রকাশ। এখনও কেহ গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

অর্থকষ্টে যুবকের আত্মহত্যা

শ্যামপুকুর থানার অধীন শ্যামপুকুরের অধিবাসী যুবক সুশীলকুমার দত্ত সম্প্রতি নাইট্রীক এসিড সেবন করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

তদন্তকালে পুলিস মৃত ব্যক্তির জামার পকেটে এই মর্ম্মে লিখিত একখানি পত্র প্রাপ্ত হয় যে, সে কোনও সওদাগরী অফিসে সামান্য বেতনে কর্ম্ম করিত। তাহার দ্বারা কোনও কর্ম্ম সংগ্রহ করিতে পারে নাই: উক্ত সামান্য আয়ে পরিবার প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া ও পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছে। মৃতদেহটী পরীক্ষার জন্য শবব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরণ করা হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

চট্টগ্রামে পিটুনি পুলিস

চট্টগ্রাম জিলার মধ্যে ৫২টি গ্রামে পিটুনি পুলিস বসিয়াছিল। সে নোটিশের বলে এই পুলিস বসিয়াছিল ঐ নোটিশ গত ২৯শে জুন শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সরকার কর্ত্তৃক আরও ৪ মাস কাল পুলিস বহাল থাকিবে বলিয়া নোটিশ জারি হইয়াছে। গত ২ মাসে এই বাবদে ১৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

লোকনাথ বলের মূর্চ্ছা

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার অন্যতম আসামী লোকনাথ বল ২৯শে জুন একজন সাক্ষীকে জেরা করিবার কালে হঠাৎ মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যায়েন। বেলা ৩টার সময় এই ঘটনা বটে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাহাকে জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। প্রকাশ, রক্তের চাপ বশতঃ ঐরূপ মূর্চ্ছা হইয়াছে।

কুষ্টিয়ায় শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা

কুষ্টিয়ার যতীন্দ্রনাথ স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে যতীন্দ্রনাথের জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে মনোনীত সভানেত্রী শ্রীযুক্তা বিমল প্রতিভা দেবী কুষ্টিয়ায় আসিলে স্থানীয় বহু ভদ্রলোক ও মহিলা তাঁহাকে সুসম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন

গত ২৭শে জুন তারিখে শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা পরলোকগত শিবকালী মণ্ডলের মৃত্যু উপলক্ষে এক সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শিবকালী স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। শিবকালী গত বৎসর ২৮শে জুন তারিখে কৃষ্ণনগর জেলে ম্যালেরিয়া জ্বরে মারা গিয়াছিলেন।

পতাকা অভিবাদন উৎসব

গত ২৮শে জুন প্রাতঃকালে পাবনায় পতাকা অভিবাদন উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী স্থানীয় ব্যায়াম সমিতির সভ্যগণ ও হেমাইতপুরের শক্তি মন্দিরের সদস্যবৃন্দ কাপ্তেন অমূল্যপ্রসাদ মিত্র আই, এম, এস এর নেতৃত্বাধীনে টাউনহল প্রাঙ্গণে সমবেত হন। জাতীয় সঙ্গীত গীত হইবার পর জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার পতাকা উত্তোলন করেন। শীতলাইয়ের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র সময়োপযোগী একটি সংক্ষিপ্ত হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। তদনন্তর স্বেচ্ছাসেবকগণ সামরিক প্রথায় পতাকা অভিবাদন করে। স্বেচ্ছাসেবকদল কুচকাওয়াজও প্রদর্শন করে।

জাতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রায় ৫৫ জন একপক্ষকাল শিক্ষালাভ করিয়া পারদর্শিতায় প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ডাক-বিমানে পোষ্টকার্ড

ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ আগামী ১৫ই জুলাই হইতে ভারত হইতে যুক্তরাজ্যে বিমানপোতে পোষ্টকার্ড প্রবর্ত্তন করিবার অধিকার প্রদত্ত হইবে। ঐ তারিখ হইতে বিমান পোষ্টকার্ড বড় বড় ডাকঘরে বিক্রীত হইবে এই প্রকার কার্ডের মূল্য চারি আনা বা ৮ খানির প্যাকেট ২ টাকা।

টেক্স বন্ধ ব্যাপারে দণ্ডিত

শিউহার থানার শ্রীযুত রাধামোহন ও অপর ৬ জন লোক চৌকিদারী টেক্স বন্ধ আন্দোলন সম্পর্কে বলপূর্ব্বক জিনিষ পত্র কাড়িয়া নেওয়ায় ও দাঙ্গা করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি সেই মোকদ্দমার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৪ মাস পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমা চলিতেছে এবং সমস্ত আসামীগণই দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাদের উপর ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

অর্ডিনান্সে ছাত্র গ্রেপ্তার

রাজসাহী কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র লাহিড়ীকে গত ২৭শে প্রাতঃকালে ফৌজদারী সংশোধন আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। একবার এক অধ্যাপকের বেতন চুরি সম্পর্কে এবং অন্যবারে দেওয়ানী আদালতের কর্ম্মচারী বামন সাহার বাড়ীতে ডাকাতির সম্পর্কে তাহাকে পূর্ব্বে আরও দুইবার গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। প্রথম মামলায় তিনি মুক্তি পাইয়াছিলেন, দ্বিতীয় মামলায় তাঁহাকে জামীনে খালাস দেওয়া হইয়াছিল।

মার্কিণ বিমান-বিহারী
দিনে ভূ-প্রদক্ষিণের চেষ্টা

মার্কিণ বিমানচারী উইলি এবং হেরল্ড গ্যাটি ১০ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণের চেষ্টা পাইতেছেন। ইঁহারা ইতঃপূর্ব্বে অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়াছেন। ২৮শে জুন প্রাতে বিমানচারিদ্বয় খাব্বারোভস্কে আগমন করেন। এই স্থান হইতে ২৫ শত মাইল অতিক্রম করিয়া নোম আলাস্কায় যাইবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। ঐ স্থান হইতে তাঁহারা এডমন্টন, আলবার্টা ক্লীভল্যাণ্ড এবং ওহাইয়ো হইয়া নিউইয়র্কে পৌঁছিবেন।

বন্দুক চুরীর জের

সাব ডেপুটী কলেক্টর শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ রায়ের একটী বন্দুক চুরী সম্পর্কে ধৃত আসামী প্রেমাংশু দাসগুপ্ত, নন্দদুলাল ঘোষ ও দেবেন্দ্রনাথ দাস নামক ৩টি যুবকের পক্ষ হইতে মোক্তার শ্রীযুত চিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায় সেদিন বরিশালের সদর মহকুমা হাকিমের এজলাসে জামিনের আবেদন করেন। বাদীপক্ষ আপত্তি করায় প্রেমাংশু ও নন্দদুলালের জামীনের আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়। গত ২৭শে জুন দেবেন্দ্রের জামিনের দরখাস্ত গ্রাহ্য করিয়া তাহাকে ৫০০৲ জামিনে মুক্তি দিবার আদেশ হইয়াছে।

গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে মামলা
ট্যাক্স প্রদানে অসমর্থ

সম্প্রতি কুসুমুন্দি ও কালিয়াগঞ্জ থানার প্রতি পুলিসের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। আর্থিক দুর্গতি হেতু গ্রামবাসিগণ চৌকিদারী ট্যাক্সপ্রদানে অসমর্থ হওয়ায় গোলযোগের উদ্ভব হইয়াছে। তথায় ফৌজদারী বিধির ৩০৭ ও ১৪৫ ধারার বহুল পরিমাণে প্রয়োগ করা হইতেছে। জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানার বলে লোকদিগকে ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত করা হইতেছে। সরকারী কার্য্যে সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে বাধা দেওয়ার অভিযোগে সে দিন কতকগুলি লোককে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৬ ধারানুযায়ী গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেওয়া হইয়াছে বাকী ট্যাক্স আদায়ের জন্য পুলিশ প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী দ্রব্যাদি ক্রোক করিবার সময় আসামীগণ বাধাপ্রদান করে।

বোম্বায়ে প্রভাত ফেরী আটক

গত ২৮শে জুন পুলিশ একদল প্রভাতফেরীর গতিরোধ করিয়াছিল। পুলিশ ইহাদিগের নিকট শোভাযাত্রা করিবার অনুমতি পত্র দেখিতে চাহে। ফেরীদল লাইসেন্স দেখাইতে পারে নাই বলিয়া তাহাদিগকে ১ ঘণ্টাকাল থানায় আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল।

বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি স্থির করিতেছেন যে, এইরূপ ব্যাপার যদি আবার ঘটে তাহা হইলে সত্যাগ্রহ করা হইবে। ঐ দিবস সন্ধ্যাকাল হইতে তাড়ির দোকানে পিকেটিং চলে। কংগ্রেস কমিটীর দ্বারা এই কার্য্য পরিচালিত হয়।

ভারতের সর্ব্বত্র বঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০৪র্থ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৯ই আষাঢ় শনিবার, ১৩৩৮, ৪ঠা জুলাই ১৯৩১

বিদ্রোহী ও পুলিশে যুদ্ধ

আদালতের মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেটকে আক্রমণ

হোসিয়ারপুরে ভীষণ দাঙ্গা

বোমা প্রস্তুতকারক বালক দণ্ডিত

পাদ্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

আকাশযানে ২৫ হাজার মাইল ভ্রমণ

বঙ্গীয় বাস সিণ্ডিকেট

ভারতীয় রক্ষণশীল দলের সভা

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

সরকারী বিমান ব্যাপারে ভারত

নানা কথা

বিদ্রোহী ও পুলিসে যুদ্ধ

ওয়াসিংটনস্থিত পুলিশের দারোগা সংবাদ পান যে, বিদ্রোহীগণ পাড়ায়ুং হইতে ... পশ্চিমে দুইটী নদীর সংযোগস্থলে অকসিং পাহাড়ে এক ঘন জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে পুলিশের লোকেরা ২৯শে জুন বৈকালে উপরিউক্ত পাহাড়ে যাইয়া উপস্থিত হয়। আনুমানিক ৪০ জন বিদ্রোহী দারোগাকে গুলী করিতে থাকে। তাহাদের সঙ্গে বন্দুক, দা ও বর্শা ছিল। বিদ্রোহিগণ পুলিসের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করে। তাহারা ৪টি মৃতদেহ, ৭টি তাজা কার্ত্তুজ, দা, প্রভৃতি পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিল। বনে গাঢ় অন্ধকারের কারণ পলায়মান বিদ্রোহীদের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ

৬০ জন বিদ্রোহী গত ৩০শে জুন আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

...জী জেলার খেনেজা নামক স্থানে ...পুলিশ কতিপয় বিশিষ্ট বিদ্রোহীকে ২৯শে জুন সন্ধ্যাকালে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদের নিকট পিস্তল ও ...অস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। বিদ্রোহ ...দে ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিদ্রোহী কর্ত্তৃক গ্রাম লুণ্ঠন

বিদ্রোহিগণ দলবাঁধিয়া দা ও স্থানীয় ...কদের দ্বারা প্রস্তুত বন্দুকে সজ্জিত হইয়া থয়েটমিও জিলার বার খানি গ্রাম আক্রমণ করে। তাহারা গ্রাম্য দলপতিগণের গৃহে ঢুকিয়া তাহাদের জিনিষ পত্র লুটপাট করিয়াছে ও সরকারী দলিলাদি নষ্ট করিয়া দিয়াছে। গ্রামের একখানি গ্রামে গ্রামবাসিগণ তাহাদিগকে বাধা প্রদান করে। তাহারা তীর ধনুক দিয়া বিদ্রোহীদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেয়। পাঁচজন বিদ্রোহী আহত হইয়াছে। পেগুবিভাগের কমিশনার গ্রামবাসীদিগকে তাহাদের সাহসিকতার জন্য কার্যের অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

বিদ্রোহীদের মুক্তি

তৃতীয় থারাবডী বিদ্রোহ মামলার বিচারকারী বিশেষ আদালত কর্ত্তৃক ছত্রিশ জন বিদ্রোহীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ইতোপূর্ব্বে আরও চৌদ্দ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। অপর বন্দীদিগের বিরুদ্ধে রাজার বিপক্ষে যুদ্ধ

কবিবার অপরাধে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। উক্ত বন্দিগণ কিমংগী পুলিসফাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে দুইজনের বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগও আনয়ন করা হইবে।

আদালতের মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেটকে আক্রমণ

পকেট মারার অভিযোগে একজন পশ্চিমা আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া, বিচারার্থ পুরুলিয়া আদালতে হাজির করা হয়। মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে সে বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেটকে লক্ষ্য করিয়া দুইটি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে আদালতে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শ্রীযুত শৈলকুমার চট্টোপাধ্যায় নামক একজন বিশিষ্ট উকিল ম্যাজিষ্ট্রেটকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করায়, একটী প্রস্তরখণ্ড তাঁহার মস্তকে পতিত হয়, ফলে তিনি গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন। মানবাজারের সাব ইনস্পেক্টর পরে ম্যাজিষ্ট্রেটের রক্ষার্থ অগ্রসর হন আসামী তাঁহাকেও কিল ও ঘাস মারে।

মুদ্রা প্রস্তুতের সরঞ্জাম হস্তগত

গত ২৯শে জুন প্রাতঃকালে রাজসাহী পুলিস সহরের সেলদাপাড়া অঞ্চলের শ্রী... দেবেন্দ্রকুমার কর্ম্মকার নামক এক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির গৃহ তল্লাস করিয়াছে। প্রকাশ পুলিস জালমুদ্রা প্রস্তুতের জন্য আবশ্যকীয় কতকগুলি সরঞ্জাম লইয়া গিয়াছে, এবং শ্রীযুক্ত কুমারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

উষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

যক্ষায় হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।
অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।
শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার শালিখা, ৪৭, ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্ট্রীট ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।• আনা, পাঁইট ৷৵• আনা, বোতল ১৵• আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধব ও বাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অত্যাধিক ক্রন্দন, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সত্বর বিশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব অশ্বগন্ধাদি ঘৃত"

শুক্রতারল্যাদি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বপ্নবিলাসিনী বটিকা"

ব্যবহারে সত্বর সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আশুতোষ রায়, কবিরত্ন
১৭৭নং কর্ণওয়ালিস রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অর্থ সিদ্ধান্তিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তরত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ ভিক্ষা একত্রে ১৸• আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ | ১৭ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৯শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৪ জুলাই ইং ১৯৩১ শনিবার | ১০৪তম সংখ্যা।

গৌরবিরোধীর কপটতা

(২)

ছাইমাথা ভিক্ষে বেরালের সম্বন্ধেই "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্" শ্লোকের অবতারণা। বিষয়ী লোকগুলির বিষয়পিপাসা ছাড়াইবার জন্য যথাযোগ্য বিষয়গ্রহণের ভান করিয়া মহাভাগবতের যে চেষ্টা লক্ষিত হয়, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচারক। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম বৈঠক—বদরিকাশ্রমে, দ্বিতীয় বৈঠক—শুকরতলে, তৃতীয় বৈঠক—নৈমিষারণ্যে, চতুর্থ বৈঠক—শ্রীধামমায়াপুরে ও পঞ্চম বৈঠক—কলিকাতার শ্রীগৌড়ীয়মঠে বসিতেছে। ইহা পাঁচমেশালী সম্মিলনী নহে, পরন্তু ঐকান্তিকী হরিসেবার অপ্রাকৃত স্থান

বিষয়ভোগের কপট চেষ্টার দ্বারা মানবগণের যে ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ লাভের বাসনা হয়, তাদৃশ অকিঞ্চিৎকর তাৎকালিক অনিত্য Social service বা ছাইমাথা ত্যাগীর পোষাকের দ্বারা ভগবানের দয়া পাওয়া যায় না।

জীবে দয়া করাই প্রয়োজন। বৈষ্ণবের সেবা করিলেই জীবে দয়া হয়। অবৈষ্ণবের কুতার্কিকতা পোষণ করিলে বৈষ্ণবের প্রভু হওয়ার চেষ্টা হয়। উহাই অমঙ্গলের আকর।

যে সকল ব্যক্তি বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও মিছাভক্তের পোষাকে সাম্প্রদায়িকতা বা অসাম্প্রদায়িক সগুণ বা নির্গুণ উপাসনার নামে ভোগ বা ত্যাগ বাঞ্ছা করেন, গৌড়ীয়মঠ তাঁহাদের অধিক প্রশংসা করিতে পারেন না।

শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু প্রভৃতি মহাজনগণ যেরূপ বাহ্যাড়ম্বরে নিষ্কপটতা প্রদর্শন করিয়া পরমসত্য পরমেশ্বরের ভাগবতী কথা জগতে বিস্তার করিয়াছেন, কর্ম্মী ভোগিকুল, জ্ঞানী ত্যাগিকুল বা যথেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ স্ব-স্ব ত্রৈবর্গিকী বাসনা বা মোক্ষবাসনার বশে ভোগী বা ত্যাগীর সজ্জায় যে সকল ক্রিয়াকলাপদ্বারা বিগত ৫০ বৎসর কাল বাঙ্গালাদেশে অবতার সাজিয়া গুরুগিরি চালাইয়াছেন, তাহাতে গোপনে তাঁহাদের প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন ভোগের অনলবেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও পরমহংস বাবাজী মহারাজ ঐ গুলির অকর্ম্মণ্যতা লোকের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

তাঁহাদেরই পদত্রাণ ও পদরেণু শিরোভূষণ করিয়া গৌড়ীয়মঠ Exoteric চেষ্টাবিশিষ্ট ফক্কাকারী জনগণের ফক্কাগেরো ও Esoteric চালাক চতুর জনগণের দাবার চাল ধরাইয়া দিয়া হরিসেবার কর্ত্তব্যতা জানাইতেছেন এবং চতুর্ব্বর্গবাসনাদি সমস্তই যে পার্থিব জড়ধারণাতেই অভ্যুদিত, তাহা দেখাইতেছেন

সেই গৌড়ীয়মঠের বিরোধ আচরণ করিবার জন্য সাকুণ্ডিগ্রাম আখড়াধারীর বা হরিনামের ভেক্কা বেরালের গৌরবিরোধিনী চেষ্টা বা দক্ষিণের লোকের তাৎকালিক অনিত্য Social service এর চেষ্টা গৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালীর অনুকূলা নহে। তবে প্রতিকূলতাটি কি জিনিষ, ইহা দেখাইবার জন্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর উঁহাদিগকে নানা বলে বলীয়ান্ করিয়া গৌড়ীয়মঠের সহিত সমরক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছেন। সুতরাং চিন্ময় বল কাহার অধিক, তাহা দেখাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর এইবার পৃথিবীর সর্ব্বত্র অর্থাৎ মানবজাতির সকলের নিকটই ন্যূনাধিক অবতরণ করিবেন। তখন কলিকালে "নামরূপে কৃষ্ণ অবতার"—এই কথার সার্থকতা হইবে,—"কলেদোষনিধে রাজন্" শ্লোকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

গৌড়ীয়মঠের প্রচারপ্রণালীতে জগতের কাহারও নিন্দাবাদ নাই বটে, কিন্তু মঠবিরোধী ব্যক্তিগণের চেষ্টাসমূহ ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূলা চেষ্টা মাত্র। এই অভক্তসম্প্রদায় কবে গৌড়ীয়মঠের দ্বারে উপনীত হইয়া, শ্রীশ্রীভগবানের চরণে অবলুণ্ঠিত হইয়া শুদ্ধভক্তির সৌন্দর্য্য দেখিতে পারিবেন?

তাহাদের বহির্জ্জগতের মূর্খদিগকে ধোঁকা দেওয়া সঙ্কীর্ণ বিচার-তৃণ কবে গৌড়ীয়মঠের প্রচারিত পরম সত্যের প্রবল স্রোতের নিকট ভাসিয়া যাইবে? সেইদিন কি উপস্থিত হইয়াছে—যেদিন গৌড়ীয়মঠের বিজয়পতাকা নিম্নগা ভক্তির অপব্যবহারকারী জনগণের কপট চেষ্টাসমূহ উৎসাদিত করিবে? কবে তাঁহাদের ভোগময়ী কপটতার দুর্গ ভেদ করিয়া সেই দুর্গে হরিনামের থানা বসাইবে? অদৈববর্ণাশ্রম প্রভৃতি বিচার প্রবল করিয়া যে-সকল ভক্তিবিরোধ-চেষ্টা দেখান হয়, তাহা সত্যযুগ হইতে অদ্যাপি ভক্তিমঠের রেণু স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। সৌভাগ্যের বিষয়, আজ সেই ভুবন পাবন রেণু জগদ্বাসী ও ভবিষ্যদ্বিশ্ববাসী সকলেই পাইবার সুযোগ পাইতেছেন।

ভোগময় দর্শনে ভগবানের অধিষ্ঠান নাই

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, বি,এল)

জড়জগতের অধিবাসী আমরা জড় জগতের যাবতীয় বস্তু লইয়াই আমাদের সম্পর্ক। যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বাল্যকাল হইতে আমরা লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইতেছি বা হইয়াছি, তাহাতে জড় বিষয়ের শ্রবণ, অধ্যয়ন, চিন্তন প্রভৃতি চিন্তাস্রোতের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। জড়াতীত কোন অপ্রাকৃত রাজ্যের অস্তিত্ব থাকিতে পারে, তাহা আমাদের স্বপ্নাতীত বলিয়া মনে হয়। তৃতীয় মানের বস্তু ব্যতীত চতুর্থ বা তদূর্দ্ধ মানের বস্তুর অনুভূতি আমাদের জড়েন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয় না। তাই জড়শব্দে অভিজ্ঞ আমরা 'কৃষ্ণ' এই শব্দটীকেও অন্যান্য জড় শব্দেরই ন্যায় একটী আভিধানিক শব্দ বলিয়া মনে করি।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ঐরূপ অক্ষজ ধারণার অন্তর্গত বস্তু নহেন।

যে কোন বস্তু বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, তাহার নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়াই একমাত্র সহায়। উহাদের দ্বারাই বস্তুর নিরর্থকতা দূরীভূত হইয়া সার্থকতা প্রতিপাদিত হয়। জড়জগতের বস্তুসমূহের নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়াসমূহ অনিত্য, নশ্বর ও পরস্পর ভিন্ন। উহাদের পরস্পরের মধ্যে মায়িক ব্যবধান বর্ত্তমান। জগতের কোন একটী বস্তুকে যদি ধরা যায়, তাহা হইলে তাহার রূপ, গুণ ও ক্রিয়া কিছু সেই সাক্ষাৎ বস্তুটী নহে। যেমন 'অক্ষয়' বলিয়া যদি কাহারও নাম ধরা যায়, তাহা হইলে এই নামটী হইতে ঐ ব্যক্তির স্বরূপ ও উহার ব্যক্তিত্ব পৃথক্। অক্ষয় এই নামটী উচ্চারণ করিলে ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বা রূপ, গুণ, ক্রিয়াদি উপলব্ধি বা উপভোগ করিতে পারা যায় না।

কিন্তু 'কৃষ্ণ' এই নামটীতে কৃষ্ণস্বরূপ বা সাক্ষাৎ কৃষ্ণবিগ্রহের কোনই ভেদ নাই। জড়জগতের নাম ও অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-নামের এই খানে ভেদ। 'কৃষ্ণ' এই নামটীর কীর্ত্তনের দ্বারা (নামাপরাধ বা নামাভাস বর্জ্জন পূর্ব্বক সম্যক্ কীর্ত্তনের দ্বারা) সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপটী—কৃষ্ণের চিদ্বিলাসময় বিগ্রহটী উপলব্ধ হয়। প্রাকৃত বস্তুর নামের দ্বারা কিন্তু ঐরূপ হয় না। সুতরাং কৃষ্ণই একমাত্র পরম অর্থ অর্থাৎ নিত্য রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ, শব্দযুক্ত নিত্য বাস্তব বস্তু। তিনি জড়মনের দ্বারা চিন্তনীয় বিষয় না হইয়া কেবল মাত্র চিন্ময় আত্মার চিন্তনীয় ব্যাপার অর্থাৎ তিনি আত্মার চিদিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাস্তব বস্তু।

আমাদের জড়েন্দ্রিয়সমূহ মায়ানির্ম্মিত। যাহাদ্বারা মাপিয়া লওয়া যায়, তাহারই নাম মায়া। যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু, তাহাকে আমরা মাপিয়া লইতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ মায়ার অধীশ্বর। মায়াপ্রদত্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মায়ার অধীশ্বরকে মাপিয়া লওয়া যায় না। তাই শ্রীকৃষ্ণকে অধোক্ষজ বস্তু বলা হইয়া থাকে। অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না। তাহা হইলে শাস্ত্রে যে হৃষীকের (ইন্দ্রিয়ের) দ্বারা হৃষীকেশের সেবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কি প্রকার? যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশের সেবার কথা উল্লেখ আছে, তাহা এই বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা নহে। বর্ত্তমান কালে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, যে চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বকের দ্বারা কাদা, জল, মাটী, গাছ, পাথর, স্ত্রী, পুত্র, পুরুষ, শত্রু, মিত্র, বাড়ী, ধনদৌলতাদি ভোগ করিতেছি, সেই ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা নহে। তাহা ছাড়া হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবার কথাই শাস্ত্র বলিয়াছেন। 'সেবা' কথাটী সেব্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জীবাত্মার দ্বারাই সম্ভব। কারণ উভয়েই সমজাতীয় চিন্ময় বস্তু। সমজাতীয় বস্তু না হইলে সেবা সম্ভবপর হয় না। জগতের বস্তু এই চক্ষুকে আকর্ষণ করে, জগতের রূপে চক্ষু মুগ্ধ হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মুক্ত অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়রহিত আত্মার বা জীবের অপ্রাকৃত চক্ষুর অর্থাৎ অপ্রাকৃত সেবাভিলাষী অক্ষির গোচরীভূত হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্ব বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। শ্রীকৃষ্ণকে আংশিকভাবে ধারণা করিলে তাঁহার ধারণা সুষ্ঠু হইবে না। অপ্রাকৃত জগতে যাবতীয় নাম, রূপ, গুণ, লীলা সেই কৃষ্ণবস্তুরই। তাঁহারই হেয় বিকৃত প্রতিফলন যাহা কিছু আমরা এই জগতে দেখিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আমাদিগকে সেই সমগ্র কৃষ্ণবস্তুটী প্রদান করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। অপ্রাকৃত নামে, রূপে, গুণে ও ক্রিয়াতে যে আনন্দ বর্ত্তমান, তাহাই নিত্যানন্দ। কিন্তু উহার বিকৃত প্রতিফলন এই জগতে যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহাতে হেয়তা, অবরতা, পরিচ্ছিন্নতা ও পরিমেয়তা প্রভৃতি ধর্ম্ম বর্ত্তমান। ঐ সকল ব্যাপার কালের মধ্যে আসে, আবার কালের মধ্যেই চলিয়া যায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ঐরূপ নশ্বর বস্তুতে আবদ্ধ হন না। ইহজগতের আনন্দস্রোত শুকাইয়া যায়, কেননা, উহা সীমাবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা গৃহীত হয়।

'কৃষ্ণ'শব্দ দ্বারা কেহ কোন একটী ঐতিহাসিক পুরুষের চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারেন, কিম্বা কোন কবির কল্পনা-প্রসূত একটী নায়ক বলিয়া কল্পনা করিতে পারেন, কেহ বা তাঁহাকে জনৈক ব্যাধের বাণদ্বারা বিদ্ধ হইবার যোগ্য সামান্য নর বিশেষ বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু ঐ সমস্ত বিচার অক্ষজবাদী মনোধর্ম্মিগণের অপরাধময়ী চেষ্টা মাত্র। শ্রীচৈতন্যদেব, যিনি স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ জানাঞা সব বিশ্ব কৈলা ধন্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া দিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে বলিয়াছেন এবং শ্রীব্রহ্মসংহিতা হইতেও দেখাইয়াছেন,—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।" শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তিনি কালাধীন অসৎ অচিৎ তত্ত্ব নহেন। তিনি নিত্য পরাৎপর তত্ত্ব ও নিত্য সদ্‌বস্তু, কাল তাঁহার অধীন। তাঁহার আদিতে আর কেহ নাই। তিনি গোবিন্দ, 'গো' অর্থে পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, বিদ্যা, গাভী প্রভৃতি। এই সকলের মূল পালনকর্ত্তা যিনি, তিনিই গোবিন্দ, তিনি সকল কারণের কারণ। তিনি পরিপূর্ণ সত্য ও চেতনময় বস্তু, তিনি নিত্যানন্দ-বিশিষ্ট। 'সৎ' বলিতে একমাত্র তাঁহাকেই বুঝায়, নিত্যকাল আনন্দময় বস্তুই সৎ।

শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয় বস্তু এবং অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব। তিনি জীবের মাপিয়া লইবার বস্তু নহেন। মায়িক বস্তু মাত্রেই মাপিয়া লইবার যোগ্য। যাঁহাকে মাপিয়া লওয়া যায় না, সেই অদ্বয় তত্ত্বই জীবের অসম্যক্ প্রতীতিতে ব্রহ্ম, আংশিক প্রতীতিতে পরমাত্মা এবং পূর্ণ প্রতীতিতে বৈকুণ্ঠ বা শ্রীভগবান্। মাপিয়া লওয়া ধর্ম্ম যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে সেব্য বস্তুর অনুশীলনের কোন কথা নাই, ঐরূপ ধর্ম্ম ভোগমাত্রে পর্য্যবসিত। সেটা জীবের পরম ধর্ম্ম নহে। যদি কেহ আত্মার সুপ্রসন্নতা চাহেন এবং ভগবৎস্বরূপের উপলব্ধিক্রমে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিয়া ভগবানের নিত্যসেবায় নিত্যানন্দ লাভের অভিলাষী হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥' এই উপদেশানুযায়ী তাঁহাকে অধোক্ষজ ভগবানের সেবা করিতে হইবে।

জগতে হাজার হাজার মনীষি হাজার হাজার ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু শুক্তিতে যদি আমরা রজত ভ্রম করি, রজ্জুতে সর্প ভ্রম করি, আভিধানিক শব্দে বা অক্ষরকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া ভুল করি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইব। আত্ম-ধর্ম্মের কথায় ভোগবাঞ্ছামূলক ধারণা নাই। বুদ্ধিমান জনগণ হাজার হাজার দোকানদার-দিগের মনোহারী দ্রব্যে আকৃষ্ট না হইয়া বাস্তবসত্যের উপাসক হইয়া বাস্তব ভগবানে প্রপন্ন হন। কারণ তাঁহারা জানেন যে, একমাত্র শরণাগত জনেরই নিকট সেই স্বয়-প্রকাশিত বস্তু কৃপাপূর্ব্বক স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার যোগ্যতা ভগবত্তায় নাই। ঈশ্বরকে আমরা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুরূপে দর্শন করিতে চাই। ভগবান্ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হইলেই তিনি ভোগের বস্তু হইয়া পড়েন। কিন্তু তিনিই একমাত্র সেব্য বস্তু, আর সমুদয় পদার্থই তাঁহার ভোগের উপকরণ মাত্র। যেখানে ভোগ, সেখানে কৃষ্ণ নাই। তাই শ্রীমদ্-ভাগবত ও তৎতত্ত্বপ্রচারকারী শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর বলিয়াছেন যে, ভোগময় জ্ঞানে বা দর্শনে ভগবানের অধিষ্ঠান নাই।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে

(২)

(গুরুদেব!)

আর কি করুণা করি, এ জীবের কেশে ধরি,
দিবে স্থান ব্রজকুঞ্জে কভু?
আর বা পামর করে, নয়নেতে নিরখিবে,
ঔদার্য্যবিগ্রহ নিত্য প্রভু॥
মায়াপুরবাসী যত গৌর-কাম-স্ফূর্ত্তি-রত
কর সবে কৃপা বিলোকন।
ছেদি' মম কর্ম্ম পাশ কর পদরেণুদাস
পতিত কাঁদিছে গতিহীন॥
চির অন্ধ মম আঁখি কভু তাই নাহি দেখি
শ্রীধামের শোভা অপ্রাকৃত।
গৌড়ভূমি চিন্তামণি চিদানন্দ রত্নখনি
লতাগুল্ম চিদ্‌বিভাসিত॥
চিন্ময় শ্রীকুঞ্জজল দেয় জীবে ভক্তিফল
গঙ্গা গাহে বিপ্রলম্ভ-গীতি।
পশু পক্ষী মধুস্বরে গৌরস্তুতি গান করে
মোর তাহে মায়িক প্রতীতি॥

শ্রীএকায়নমঠে নলকূপ

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায় ইঁসাড়া গ্রামনিবাসিনী পরমা ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা মনোমোহিনী রায় চৌধুরাণী মহোদয়া তদীয় স্বামী পরলোকগত সব্‌জজ রামকুমার রায় চৌধুরী জমিদার মহোদয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ শ্রীধামমায়াপুর নবদ্বীপস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা হংসক্ষেত্রস্থ শ্রীএকায়ন মঠে একটী নলকূপ স্থাপনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

জলদান সর্ব্বদানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ জলের একটী নাম 'জীবন'। জলদান অর্থে জীবনদান। দান অনেকেই করিতে পারেন, অনেকেই পুষ্করিণী খননাদি দ্বারা ইতর সাধারণের সেবার্থ জলদানের ব্যবস্থা করিতে পারেন; কিন্তু শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার্থ যে দান, তাহা সামান্য দান মাত্র নহে, তাহাতেই দানের প্রকৃত সার্থকতা। ইতর দানের ফলে একটু পুণ্যমাত্র সঞ্চয় হয়, তাহা ভোগান্তে ক্ষয় হইয়া যায়। কিন্তু বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবার্থে যে দান, তাহা অক্ষয় ও অব্যয়।

শ্রীযুক্তা চৌধুরাণী মহোদয়া এই মহতী সেবাফলে পরলোকগত স্বামীর এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে নিজেরও যথেষ্ট মঙ্গল বিধান করিলেন। আশা করি, তাঁহার ঐরূপ বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া অন্যান্য সজ্জনের আদর্শস্থানীয় হইবে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য-ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমান ৫৲ মাত্র।

চৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় লিখিত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমায় দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—ভাব-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ।।০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

বৈদিক-প্রতীয়া-প্রকাশ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাজ্যে কিছুরই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল-গোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত অন্বয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিরাগী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা।০ আনা মাত্র।

সাধনপথঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধ্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজ তীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামচট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

পাদ্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

আসামীর প্রতি সমন

ধ্যান সিং নামক জনৈক ব্যক্তি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ ধারানুসারে ছাপরার আর, ভি, এম, ইউ, মিশনের পাদ্রী মিষ্টার জি, জে ব্রুক ও এডভোকেট মিষ্টার রামচন্দ্র সিংহের বিরুদ্ধে সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, বাদী ধর্ম্ম প্রচারকের ও তাঁহার পত্নী মিষ্টার ব্রুকের অধীনে বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেন। গত ১লা জুন তারিখে মিষ্টার ব্রুক বিনা কারণে বাদী ও তাহার পত্নীকে পদচ্যুত করেন। বাদী ও তাহার স্ত্রী বাকী বেতন ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য তাহাদের উকীল নযরুল আলির দ্বারা মিষ্টার ব্রুকের প্রতি নোটিশ জারি করেন। বাদী আরও জানাইয়াছেন যে, গত ১৮ই জুন মিষ্টার ব্রুকের পক্ষ হইতে এডভোকেট শ্রীযুত রামচন্দ্র সিংহ তাহার উকিলকে জানান, বাদী ও তাহার পত্নীর কার্য্য অতীব অবৈধ ও অসন্তোষজনক এবং তাহাদের শৈথিল্য, অবহেলার জন্য মিশনের কার্য্যের ক্ষতি হইতেছে। এইরূপ ভাষা ব্যবহার করায় সাধারণের নিকট বাদী হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ ধারানুসারে বিচারার্থ হাজির হইবার জন্য এডভোকেটের প্রতি সমন জারী করা হইয়াছে।

হুভারের প্রস্তাবে পার্লামেণ্ট

মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের আনন্দ

বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিকৃত সকল রাজ্যই প্রেসিডেণ্ট হুভারের প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছেন। ২৯শে জুন মিঃ ম্যাকডোনাল্ড পার্লামেণ্ট সভায় এই কথা প্রকাশ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড, সাউথ আফ্রিকা ও ভারত মিঃ হুভারের প্রস্তাব মানিয়া লইয়া বলিয়াছেন যে, ক্ষতিপূরণের টাকা প্রত্যর্পণ বন্ধ রাখা বিষয়ে যে সকল দেশ জার্ম্মাণীর নিকট টাকা পাইবেন তাঁহারা যদি আদায় এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখেন তাহা হইলে কানাডা প্রভৃতি দেশসমূহ তাহাতে খুবই সম্মত আছেন। সমর-ঋণ সম্বন্ধে গ্রেট বৃটেনের নিকট যে দাবির ঐ দাবির সম্বন্ধে বৃটেন যে উদারতা দেখাইয়াছেন তজ্জন্য বৃটেনের অধীনস্থ রাজ্যসমূহ কৃতজ্ঞ। তবে সমর-ঋণ সম্বন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মতি দেন নাই।

হোসিয়ারপুরে ভীষণ হাঙ্গামা

২ জন আহত ও ২৯ জন ধৃত

সংপ্রতি হোসিয়ারপুর গ্রামে এক ভীষণ হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। মাঠে গরু চরাইবার সম্পর্কে দুই দলে বাক-বিতণ্ডা হয়। তারপর এক হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। সেই সময় একদল অন্য দলকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়ে। ফলে দুইজন লোক আহত হইয়াছে। এই সম্পর্কে ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আকাশ যানে ২৫ হাজার মাইল

পৃথিবী পর্য্যটকদ্বয় মেসার্স পোষ্ট ও গ্যাটি বিমানযোগে লণ্ডন আসিয়া পঁহুছিয়াছেন।

খাবারস্ক হইতে ২৫ হাজার মাইল পথ ১৬ ঘণ্টা ৮৫ মিনিটে ভ্রমণ সম্পন্ন হইয়াছে। বৈমানিকেরা ৭ ঘণ্টা বিশ্রাম করিবার পর ফেয়ারব্যাঙ্ক অভিমুখে পুনরায় যাত্রা করিয়াছেন।

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

১ জন লোক হত ও ১ জন আহত

প্রাতঃ ভেলোরে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ফলে ১ জন [illegible] বৎসরের বালক হত ও আর একজন ১৯ বৎসরের বালক আহত হইয়াছে।

কংগ্রেস সম্পাদক গ্রেপ্তার

বেতুলের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পরোয়ানা-বলে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক, তিলক বিদ্যালয়ের শ্রীযুত এস টি, ধর্ম্মাধিকারীকে গত ২৯শে জুন রাত্রিতে নাগপুর দণ্ডবিধির ১২৪ ক ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাকে তখনই বিচারের জন্য বেতুলে লইয়া যাওয়া হয়। প্রকাশ, তিনি বেতুল কনফারেন্সে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, গ্রেপ্তার সেই সম্পর্কে।

বোমা প্রস্তুতকারক বালক অপরাধীর দণ্ড

চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা শ্রেণীর ছাত্র নারায়ণ প্রসাদ চৌধুরী (১৫ বৎসর বয়স) বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৪ 'খ' ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিল। অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীযুত এস, বসু তাহার প্রতি ৩ বৎসর বোরষ্ট্যাল বিদ্যালয়ে বাস করিবার আদেশ দিয়াছেন। বিচারক বলেন যে, চট্টগ্রামের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য এবং বালকটি বোমা তৈয়ারী করিতে জানে বলিয়া, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে না।

২৯শে জুন চৌধুরী জজের নিকট অপরাধ স্বীকার করে। জজ আসামীর পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, পুত্রের ভবিষ্যৎ আচরণ সম্বন্ধে তিনি দায়ী থাকিতে পারিবেন কিনা, পিতা তাহাতে সম্মত হইলে, জজ উপরিউক্ত প্রকার আদেশ প্রদান করেন।

প্রকাশ, গ্রেপ্তারের পর চৌধুরী যে স্বীকারোক্তি প্রদান করে, তাহাতে সে কি করিয়া বোমা তৈয়ারী করিতে শিখিল তাহা বর্ণনা করিয়াছিল।

খাদি প্রদর্শনী উদ্বোধন

আগামী ২৬শে জুলাই হইতে ১লা আগষ্ট পর্য্যন্ত নিখিল ভারত কাটুনী সমিতির বিহার শাখার উদ্যোগে পাটনায় একটি প্রাদেশিক খাদি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইবে। ঐ সপ্তাহে এক যুবক সম্মিলন ও প্রাদেশিক মহিলা সমিতির অধিবেশনেরও আয়োজনের চেষ্টা করা হইতেছে। ঐ প্রদেশে মহিলাদের একটি কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্যে মহিলা সভা আহ্বানের উদ্যোগ চলিতেছে। পরিকল্পিত মহিলা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা কেবল যে নারী জাতির অবস্থা উন্নত হইবে তাহা নহে সাধারণ ভাবে জাতীয় কার্য্যও প্রসার লাভ করিবে।

সরকারী বিমান ব্যাপারে ভারত

বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিমান বিভাগে ভারত সরকার যে আত্মকুল্য করিতেছেন তাহা নিতান্ত শোচনীয়। পার্লামেণ্টের সভায় অনৈক সদস্য এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ওয়েজউড্ বেন বলেন যে, ভারত সরকার বর্ত্তমান অবস্থায় শুধু বে-সামরিক বিমান ব্যাপারে অর্থ ব্যয় করিবেন। আর যেটুকু পরিহার করা একান্ত অসম্ভব, শুধু সেটুকুতেই ভারত সরকার অর্থদান করিবেন। তবে বর্ত্তমানে বৃটেন হইতে করাচিতে যে, বিমান যাতায়াত চলিতেছে তাহা অব্যাহত থাকিবে। তবে মিঃ বেন বলিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক বিমান ব্যাপারে ভারতের যে দায়িত্ব আছে সে সম্বন্ধে তিনি পরে কথাবার্ত্তা চালাইবেন।

ভারতীয় রক্ষণশীল দলের সভা

সার জন সাইমনের বক্তৃতা

সার জন সাইমন পার্লামেণ্ট সভায় ভারতীয় রক্ষণশীল কমিটীর সভায় এক অপ্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি রাষ্ট্রবিধি সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন সত্য, তবে তাহাতে সমালোচনার কোন আভাস পাওয়া যায় নাই। অতঃপর সভায় সাধারণ বিষয়ের আলোচনা হয়। রাষ্ট্র বিধি ঘটিত সমস্যার প্রতি এই সভা বেশ অনুকূল ভাব পোষণ করেন বলিয়া বোধ হইতেছে।

ডাক্তার আনসারীর সম্বর্দ্ধনা

গত ২৮শে জুন সন্ধ্যাকালে অম্বিকা ময়দানে ফরিদপুর জিলা কংগ্রেস কমিটী, মহিলা রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ, জিলা যুবক সমিতি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সমিতি ও নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি, ডাক্তার এম, এ, আনসারীকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। সহরের বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তার আনসারী গত ২৮শে জুন রাত্রে ঢাকা মেলে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার যাত্রার পূর্ব্বে জাতীয়তাবাদী মুস্লিম স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী সামরিক প্রথায় তাঁহাকে অভিবাদন করে।

বঙ্গীয় বাস সিণ্ডিকেট

গত ২৮শে জুন অপরাহ্ন ৩টার সময় বঙ্গীয় বাস সিণ্ডিকেটের একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৩১—৩২ খৃষ্টাব্দের জন্য আগামী বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন পর্য্যন্ত সিণ্ডিকেটের কর্ম্মচারী ও সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—সভাপতি—মিষ্টার এ, এইচ, সি, রইন, সহকারী সভাপতি—শ্রীযুত আর, পি, মুখোপাধ্যায়, মিষ্টার কে, ডব্লিউ রস, সম্পাদক—মিষ্টার আর, এন, সিন্হা কোষাধ্যক্ষ মিষ্টার বি, সি, নায়ক, মামলার পরামর্শদাতা শ্রীযুত কে, সি, চক্রবর্ত্তী, কনসাল্টিং ইঞ্জিনীয়ার মিষ্টার আর, কে, ভট্টদত্ত সাধারণ সদস্য শ্রীযুত চমন সিং গিল শ্রীযুত বক্তিয়ার সিং, শ্রীযুত নারায়ণ সিং, মিষ্টার ডি, ডি, খান্না, যুত পি, টি, রায়, শ্রীযুত এম, এম, বসু, মিষ্টার এ, এ, সুলতান, শ্রীযুত মহেন্দ্র সিং, মিষ্টার এন, জেঙ্ক ;

বড়বাজারে ৫৫ শিশি কোকেন প্রাপ্তি

বড়বাজার থানার পুলিস সংবাদদাতা প্রাপ্ত হইয়া গত শনিবারে বড়বাজার থানার অধীন রায় লেনে অবৈধভাবে প্রচুর পরিমাণে কোকেন রাখিবার অভিযোগে বলদেও পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। খানাতল্লাসের ফলে পুলিস একটা কাঠের বাক্সের মধ্য হইতে ৫৫ শিশি কোকেন পাইয়াছে।

টেলি— "শ্রীপ্রাণ"
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্ববিধ মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০৫ম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে আষাঢ় সোমবার, ১৩৩৮, ৬ই জুলাই ১৯৩১

নদীয়া জিলা ছাত্রসম্মিলন

মিঃ ভি, ভি, গিরির বিরাট সভায় বক্তৃতা

ইন্স্পেক্টর নিহত

রিভলভার দেখাইয়া সরকারী অর্থ লুণ্ঠন

বোতলের মধ্যে বোমা

নূতন হাই কমিশনার স্যার ভূপেন্দ্রনাথ

মাতৃহত্যার অভিযোগ

দীনেশগুপ্তের প্রাণভিক্ষায় হালিডে পার্কে জনসভা

পিতাকর্ত্তৃক পুত্রহত্যা

ডাকাত ও পুলিশে সংঘর্ষ

নানা কথা

নদীয়া জিলা ছাত্র সম্মিলন

বর্ত্তমান মাসের শেষ সপ্তাহে নদীয়া জিলা ছাত্র সম্মিলনের অধিবেশন হইবে উক্ত সম্মিলন সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আবশ্যক পন্থা অবলম্বনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত গত ৩০শে জুন কুষ্টিয়া ছাত্রবৃন্দের এক সভায় শ্রীযুত নিশীথরঞ্জন আচার্য্যকে সভাপতি ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এবং শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ ভৌমিককে যুক্ত সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিয়া একটি অস্থায়ী অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হইয়াছে।

আরও জানা গিয়াছে, নদীয়া যুবক সম্মিলনের অধিবেশনও এক সময়ে আরম্ভ হইবে।

মিঃ ভি, ভি, গিরির বিরাট সভায় বক্তৃতা

ভারতীয় রেলওয়ের শ্রমিক সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট মিঃ গিরি গত বুধবার রাত্রে খড়্গপুরে পৌঁছিয়া খড়্গপুর শাখার কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর সভ্যদের সহিত সাক্ষাৎ করেন; পরবর্ত্তী দিবস তিনি প্রায় ১৫ সহস্র রেলওয়ে শ্রমিকদের সভায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি এই বলিয়া রেলওয়ে বোর্ডের নিন্দা করেন যে, তাহারা সালিশী বোর্ড গঠনে অস্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি শ্রোতৃবর্গকে বলেন, ভারত গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় আগামী ৬ই জুলাই তারিখে তাঁহার ও রেলওয়ে বোর্ডের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই বৈঠকের ফল সম্বন্ধে তিনি বড় আশান্বিত নহেন। উপসংহারে তিনি রেলওয়ে কর্ম্মীদিগকে বলেন, আবশ্যক হইলে নিজস্ব উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

ইন্স্পেক্টর নিহত

গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিসের নিকট বিহার উড়িষ্যার গভর্ণর নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন:—

সপারিষদ গভর্ণর শ্রীযুত রামনারায়ণ সিং নামক সব ইন্স্পেক্টরের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। স্বয়ং তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকট তাঁহার সমবেদনা জ্ঞাপন করিবার জন্য তিনি আপনাকে অনুরোধ করিতেছেন তাঁহার বিশ্বাস যে, হেড্-কনেষ্টবল বীরেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার গুরুতর আঘাত হইতে আরোগ্যলাভ করিবেন। আপনি সকল পুলিস কর্ম্মচারীর নিকট তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা জ্ঞাপন করিবেন।

রিভলভার দেখাইয়া সরকারী অর্থ লুণ্ঠন

আসাম বেঙ্গল রেলপথে গৌরীপুর-ময়মনসিংহ জংসনের নিকট আবার একটা ভীষণ ট্রেণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, দেওয়ানী আদালতের লোকজন ঈশ্বরগঞ্জ দেওয়ানী আদালতের কর্ম্মচারীবর্গের মাহিনানা দিবার জন্য ১৯৯৬ টাকা কয়েক আনা—সরকারী অর্থ লইয়া যাইতেছিলেন। ট্রেন গৌরীপুর হইতে ছাড়িলে ৩ জন লোক চলন্ত ট্রেনে উঠে। তাহাদের ২ জনের নিকট রিভলভার ও একজনের নিকট ছোরা ছিল। তাহারা রিভলভার দেখাইয়া টাকাগুলি দাবী করে। অমনই সমস্ত টাকা তাহাদের দিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারাও ট্রেণ হইতে নামিয়া পলাইয়া যায়। লোকগুলি ট্রেন হইতে নামিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে যাত্রীদিগকে সাবধান করিয়া দেয় যে, তাহারা যেন এই বিষয় লইয়া হৈ চৈ না করে।

সুভাষবাবুর মালাবার গমন

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু কুন্দাপোয় ও এরোদে দুই সাধারণ সভাপতিত্ব করিয়া আসিয়া জুলাই মাসের মাঝামাঝি কেরেলে আসিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। তিনি প্রায় সপ্তাহকাল মালাবারে থাকিতে পারেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ধাতু শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১২৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রিট, বাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার সাথিয়া) হগ্ ষ্ট্রিট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্টেটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমমাত্রা ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অত্যাচারে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুংসকতারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসঞ্চার করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সঙ্গমশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

বৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ষ্ণনন্দদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্তরত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের বিচারসমূহ

ভিক্ষা একত্রে ১৶০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ | ২০ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৫, ২১শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৬ জুলাই ইং ১৯৩১ সোমবার | ১০৫তম সংখ্যা।

বিষয়-বাসনা

যত দিন যাইতেছে, বিষয়-বাসনা ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতাক্রমে বিষয়াসক্তি শিথিল হইয়া আসিবে, শোকে তাপে রোগে যন্ত্রণায় দুঃখে বিপদে জর্জ্জরিত হইয়া সংসারসাগরে যত হাবুডুবু খাইতে থাকিব, ততই বিষয়বৈরাগ্য আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে। কিন্তু হায়, তাহা হইল কৈ? দুঃখ তাপ ত' যথেষ্টই পাইয়াছি, সুখের আশায় দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানরহিত হইয়া ইতস্ততঃ যত ছুটাছুটী করিয়াছি, মায়া-পিশাচীর কবলগত হইয়া নিরাশার গভীর অন্ধকারে তত বেশী নিমজ্জিত হইয়া কেবল অব্যক্ত যন্ত্রণাই উপভোগ করিয়াছি।

দুঃখের কথা কাহাকে বলিব? আমার দরদের দরদী হইয়া আমার প্রতি একটুখানি—কার্য্যতঃ না হউক—মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের ভার কথঞ্চিৎ লঘু করিয়া দিবে, এমন কোন হৃদয়ের হিতৈষী বন্ধু ত' আজ পর্য্যন্ত চোখে পড়িল না। তবু যখন যাহাকে দেখিতে পাই, তাহারই নিকট ছুটিয়া গিয়া হৃদয়ের গুরুভার উন্মুক্ত করিয়া দেখাইবার যথাসাধ্য প্রয়াস করি; শেষে মনে হয়, আমার ব্যথার কথাগুলি ঠিকমত বলা হইল না; আর যাহাকে বলিলাম, সেও কিছু বুঝিল না। এমনি করিয়া দিনের পর দিনগুলি আমাকে ব্যঙ্গ করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে, আমার দুরবস্থার কোন প্রতিকার হয় নাই, বরং যে অবস্থায় ছিলাম, তাহা হইতে আরও অধিক দুর্দ্দশায় নিপতিত হইয়াছি। তথাপি আমার বিষয়বাসনা, বিষয় আসক্তি লেশমাত্রও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই।

কেন?—বিষয় আমাকে এমন কি সুখ বা সুখের আশা প্রদান করে, যাহার জন্য এত দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যেও বিষয়কথা, বিষয়চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না? হা—সুখ দেয় বই কি! ঘন জলদাবৃত অমানিশার প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে দামিনীবিকাশের ন্যায় কিম্বা 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম' কাঞ্চনের তরে একটু আলেয়ার আলো, একটু মরীচিকার রস, একটু প্রতিবিম্বিত সুখের আশা দিয়া যায় বৈ কি! সেই সুখের আশার নেশা আমাকে এমনই পাই য়া বসিয়াছে যে, এই মায়ারাজ্যের শত শাসন—সহস্র লাঞ্ছনা—অযুত উপেক্ষা কেমন করিয়া যে সহিয়া চলিয়াছি, তাহা আমি অনেক সময় টেরই পাই না।

আমার এই দুরবস্থার কথা খুব গভীর ভাবে চিন্তা করিতে করিতে মনে হয়, আমি যেন ঠিক এই নিরানন্দ রাজ্যের লোক নই, বিশেষ কিছু অন্যায়—বিশেষ কোন অপরাধের ফলে কোন্ অজানা অনাদি কাল হইতে কোন অচিন্ত্য শক্তিমান কর্ত্তৃক এই দুষ্পার দুঃখসাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। এই দুঃখমহার্ণবে ডুবিতে ডুবিতে যখন নিতান্তই হাঁপাইয়া উঠি, যখন একান্ত কাতর হইয়া 'ত্রাহি ত্রাহি' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকি, তখন কে যেন একটু আলো—একটু আশা—একটু সুখাভাস প্রদান করিয়া কিয়ৎক্ষণ নিশ্বাস ফেলিবার অবসর দেয়। যেই একটু বল লাভ করি, অমনি সুখের মোহে আত্মবিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বভুক্ত দুঃখের কথাগুলি একেবারেই ভুলিয়া যাই। এই সুযোগে আমার ক্ষীণ ইন্দ্রিয়গুলি সবল হইয়া সুপ্তোত্থিত কুম্ভকর্ণের ন্যায় বিষয়গ্রাসী ক্ষুধা লইয়া যথাসাধ্য জগৎ ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। দেখিতে দেখিতে এই সুখের দিনগুলি পুনরায় কোন মন্ত্রবলে সহসা অন্তর্হিত হইয়া যায়, আবার পূর্ব্বের মত দুঃখমহাসাগরে নিমজ্জিত হই।

এখনও কি অবিশ্বাস করিব—ভগবান নাই? আমার পশ্চাতে সম্মুখে পার্শ্বে উর্দ্ধে এক সহস্রচক্ষুর দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ নিবদ্ধ আছে। একটু অনুধাবন করিলে যাহা সহজেই উপলব্ধি হয়, আজ তাহা কোন সাহসে, কোন্ যুক্তিবলে অস্বীকার করিব? সুতরাং ভগবান্ যে সত্য সত্যই আছেন এবং তাঁহার সহিত আমার যে একটা বিশেষ রকম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তৎপক্ষে সন্দেহ করিবার হেতু কি আছে? তাই স্বভাবতই প্রশ্ন উদয় হয়, আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? এত দুঃখরাশি আমাকে আমার একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভোগ করিতে হইতেছে কেন? ভগবানের সহিত আমার কি সম্বন্ধ? কল্পনানেত্রে বা মানসনেত্রে তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি বা অনুমান ব্যতীত তাঁহাকে এই সহজ নেত্রে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি না কেন? এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর পাইবার জন্য আমার ব্যথিত অন্তর অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়াছে।

অনেক মঠ মন্দির, আখড়া আশ্রম—অনেক বন জঙ্গল, কুটির গুহা—নানা দেশ, নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে মহাসৌভাগ্যবলে এক অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের কৃপায় এই সব প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়াছি।

এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি—আমি চরাচর নিখিল বিশ্বের একমাত্র অধীশ্বর সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় স্বরাট্ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবক দাসানুদাস মাত্র, কোন এক পরম অশুভ মুহূর্ত্তে আমার মনের গোপন কোণে আমার নিত্যপ্রভুর নিত্যানন্দময় সেবাচেষ্টার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণভোগ্য বস্তুতেই ভোগবুদ্ধি জন্ম লাভ করিয়াছিল, মঙ্গলময় অন্তর্যামী সেই মুহূর্ত্তেই তাহা জানিতে পারিয়া আমাকে সুচির কালের জন্য অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠরাজ্যের বিকৃত প্রতিফলন হেয় নশ্বর কুণ্ঠাধর্ম্মযুক্ত এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। তদবধি এই কামনা-বাসনাময় ভোগরাজ্যের অতিথি হইয়া ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য নানার দাবি খাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমার নিত্য বাসস্থলী নয়, আমার দুর্ব্বাসনার দণ্ডস্বরূপ শিক্ষায়তন কারাগৃহ মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের ছায়াশক্তিস্বরূপিণী কারাকর্ত্রী ঠাকুরাণী আমার স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করিয়া আমার মন বুঝিয়া আমার রোগের যথোপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন। তাঁহার চিকিৎসাধীনে থাকিয়া আমার ব্যাধির উপশম হইলে—শোকে তাপে জর্জ্জরিত হইয়া 'আর নাবে বাপ' বলিয়া বিষয়-ভোগবাসনায় কায়মনোবাক্যে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে কারাকর্ত্রী ঠাকুরাণী প্রসন্ন হইয়া ছুটী প্রদান করিবেন। তখন আমার কৃষ্ণসেবায় পুনরধিকার জন্মিবে। তখনই প্রকৃত সুখ, অনাবিল আনন্দের অধিকারী হইতে পারিব।

এমনই একদিন বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল

ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয়ের অন্যতম মহাতপা রাবণ তপোবলে বলী হইয়া বৈকুণ্ঠলক্ষ্মী সীতাদেবীর প্রতি ভোগবুদ্ধি পোষণ করিয়াছিল। অন্তর্যামী তাহার সম্মুখে মায়াসীতা উপস্থাপিত করিয়া তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাহাকে সবংশে ধ্বংস পূর্ব্বক সমুচিত দণ্ডদানলীলা বিস্তার করিয়া লোকশিক্ষা বিধান করিয়াছিলেন। আজ রাবণের ক্ষুদ্র সংস্করণ আমার ন্যায় ভোগপিপাসু জনগণের নয়নসমক্ষে প্রকৃত বৈকুণ্ঠবস্তুর পরিবর্ত্তে মায়িক জগৎ বিরাজমান। রাবণ সীতাভোগের দুর্দ্দমা আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও নলকুবরের অভিশাপভয়ে যেমন তাহার ভোগপিপাসা চরিতার্থ করিতে সক্ষম হয় নাই, আজ আমিও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দুর্দ্দমা ভোগপিপাসা লইয়া মরুমরীচিকার পশ্চাতে ভ্রাম্যমাণ অভিশপ্তের ন্যায় অবস্থাগ্রস্ত—ভোগ করিতেও পারিতেছি না, পিপাসারও নিবৃত্তি হইতেছে না। আমার উপায় কি হইবে? ক্ষমাশীল মহাভাগবত পরমহংস বৈষ্ণবগণের কৃপায় জয়বিজয় তিন জন্মেই নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন, বৈষ্ণবকৃপালেশহীন নিত্যবদ্ধ আমার পক্ষে লক্ষ লক্ষ জন্মেও উদ্ধারের আশা দেখিতেছি না। এখনও কি আমার রোগের ঔষধ, আমার অপরাধের যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদত্ত হয় নাই? জানি না, আরও কতদিনে আমার চিত্তের প্রধান ব্যাধি অহং-মমবুদ্ধি অপগত হইয়া যথার্থ কৃষ্ণসেবকাভিমান এবং চরাচর যাবতীয় বস্তুতে কৃষ্ণভোগ্য বুদ্ধি উদিত হইবে। জানিনা আমার ন্যায় বৈষ্ণবসেবাবিমুখ জীবের ভাগ্যে আরও কতদিনে কৃপা পারাবার সর্ব্বেশ্ব বৈষ্ণব ঠাকুরের নিষ্কপট কৃপা বর্ষিত হইবে?

উল্‌টা বুঝিলি রাম

শাস্ত্র বলিয়াছেন, "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" অর্থাৎ ধর্ম্মের তত্ত্ব অতিশয় গুহ্য বস্তু, অতএব মহাজনগণের পথই প্রকৃত পথ। অনর্থযুক্ত ও জড়াহঙ্কারপ্রমত্ত আমরা অজ্ঞজ্ঞানদৃপ্ত হইয়া শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে গিয়া অনেক সময় বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকি। প্রাকৃত জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন ও সীমাবিশিষ্ট। ত্রিকালজ্ঞ শাস্ত্রকারগণের সমাধিলব্ধ জ্ঞানগরিমার সহিত তুলনায় প্রাকৃত জ্ঞান অতি তুচ্ছ এবং হেয়, কিন্তু তথাপি আমাদিগের এমনই দুর্ব্বুদ্ধি যে, আমরা ঐরূপ প্রাকৃত জ্ঞানের অভিমান লইয়া অপ্রাকৃত শাস্ত্রের উপদেশগুলিকে পরিমাপ করিবার চেষ্টায় উহাদিগকে নিজ নিজ ভোগেন্দ্রিয়ের উপযোগী করিবার জন্য অনেক সময় শাস্ত্রবাক্যের দোহাই দিয়া থাকি। আমাদের ঐরূপ বুদ্ধির দোষে আমরা শিব গড়িতে বাঁদর গড়িয়া বসি।

সাধু মহাজনগণের সঙ্গাভাব বশতঃ বুঝিবার অবকাশ হয় না যে, সদ্গুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসহ প্রপন্ন হইয়া সেবোন্মুখ না হওয়া পর্য্যন্ত সাত্বতশাস্ত্রের গুহ্য তত্ত্বগুলি জীবের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না। একদেশী বিচারের প্রাবল্যহেতু সামঞ্জস্য করিতে না পারায় শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাস উপস্থিত হইয়া জীবের সর্ব্বনাশ ঘটিতে থাকে। সেবোন্মুখ না হওয়া অবস্থায় শাস্ত্রের গুহ্যার্থ আমার নিজের মনোধর্ম্মের চশমায় দেখিতে গিয়া নিজেই অমঙ্গল বরণ করিয়া থাকি। মায়াবদ্ধাবস্থায় ভোগই আমাদের একমাত্র লক্ষ্যীভূত বস্তু হওয়ায় যাঁহারা আমাদিগের সেই ভোগানলে ইন্ধন যোগাইবার ব্যবস্থাপত্র দিতে পারেন, তাঁহাদিগের কথা আমাদের বড় রুচিপ্রদ ও হিতকর বলিয়া মনে হয়।

সাত্বতশাস্ত্রকারগণ আমাদিগের নিত্য সুখ ও নিত্য মঙ্গলের জন্য শাস্ত্র ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রের প্রকৃত গুহ্য অর্থ উপলব্ধি করিবার জন্য আমরা মহাজন বা সদ্গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিব না, কারণ তাহাতে আমাদের যে আত্মেন্দ্রিয় তোষণে বাধা ঘটিবে। তাই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে শাস্ত্রব্যবস্থার কদর্থ বা বিকৃত অর্থ গ্রহণ করিয়া সুখ বা মঙ্গলের পরিবর্ত্তে দুঃখ বা অমঙ্গলই বরণ করিতে থাকিব। আর শাস্ত্রের দোষ দিয়া বলিতে থাকিব যে, শাস্ত্রবাণী মান্য করিয়া সুখের চেষ্টায় দিবারাত্রি গাধার মত পরিশ্রম করিয়া শেষে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই প্রাপ্ত হইলাম—'এ কেয়া দিয়া রাম, চড়নেকো বাস্তে ঘোড়া মাঙ্গা থা, লেকেন ঘোড়া মেরে পর চড় লিয়া।'

মানুষ বদ্ধজীবের সাধারণ প্রবৃত্তিই হইতেছে—জগতে আসিয়াছি, ভোগ করিব, মজা লুটিব। পশুধর্ম্মেও কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্য কথা কিছুই নাই। আহার, নিদ্রা, ভয় ও ইন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টা লইয়াই বদ্ধভাব, সংসার। এ জগতে ভোগেরই আধিপত্য। দেহে আত্মবুদ্ধি যাহার আছে, তাহার মুখেই ঐ এক কথা—ভোগ। তবে যাঁহারা একটু বুদ্ধিমান, তাঁহারা একটু বুঝিয়া চলেন। তাঁহারা ভোগটাকে এমনভাবে নিয়মিত করেন, যাহাতে বেশী দিন চালান যায়। মানুষের স্বভাবচেষ্টা যখন বদ্ধাবস্থায় ভোগেরই দিকে, তখন তাহাতে কোন রকমে একটু সুবাতাস পাইলে আর যায় কোথা?

ঐরূপ অবস্থায় ভাগবত হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিতে কিন্তু বোধ করি না যে, বিবাহটা ইন্দ্রিয়তর্পণ ছাড়া আর কি? যজ্ঞ সকল মাংস ভক্ষণের আয়োজন ছাড়া কি? সৌত্রামণির ব্যবস্থা মদ খাওয়ার হুকুম দেওয়া ছাড়া আর কি? ওসব ব্যবস্থা শাস্ত্রেই আছে। বেদের গুহ্যার্থ আমরা আমাদের মনোধর্ম্মের চশমায় দেখিতে যাইয়া নিজের সর্ব্বনাশ আনয়ন করিতেছি। বেদে যখন যজ্ঞে পশুবধের কথা আছে, তখন আর কি? পশুমাংস ভোজন কর। বিবাহের আদেশ যখন আছে, তখন বিচারশূন্য হইয়া যখন তখন সুবিধা পাইলেই পাশবিক ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর। সৌত্রামণির ব্যবস্থা যখন আছে, তখন সুরাপানে মত্ত হও। কিন্তু বেদই বলিয়াছেন, 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি' বেদের এই আদেশ ভাসিয়া গেল। আর বেদ যখন ঐ সব ব্যবস্থার বেশ ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছেন তখন ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত হইবে জানিয়া অন্ধ সাজিয়া রহিলাম। হায়! হায়! মায়াদেবীর কি মহীয়সী শক্তি। এমনি ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন।

সর্ব্ববেদসার শ্রীমদ্ভাগবত মাদৃশ মোহান্ধ মায়ামুগ্ধ জীবের মোহ নাশপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—"লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা। ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥" অর্থাৎ জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ ও সুরাপান প্রভৃতি সকল প্রাণীরই নিত্য অর্থাৎ তত্তৎবিষয়ে প্রাণীদিগের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে। উহার জন্য আর বেদ পৃথক করিয়া হুকুম দেন নাই। শাস্ত্রের যে বিধি দেখা যায়, তাহার অকরণে প্রত্যবায় নাই। তবে তদ্বিষয়ে বিবাহ, যজ্ঞ ও সুরাগ্রহাদির যে ব্যবস্থা হইয়াছে অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ, যজ্ঞীয় আমিষের ভক্ষণ এবং যজ্ঞে সুরাপান প্রভৃতির নিয়ম করা হইয়াছে, ঐ সকল নিয়ম জীবের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি নিরস্ত করিবার জন্যই নির্দ্ধারিত জানিতে হইবে। বেদের 'নিবৃত্ত' উদ্দেশ্যটাকে ঠিক উল্‌টো করিয়া লইয়া আমরা বলিতেছি যে, বেদ আমাদিগের বেশ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণের পোষকতাই করিয়াছেন। বেদের ঐ 'নিবৃত্তিরিষ্টা' এবং মনুসংহিতায় 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা' এই বচনের 'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা—এই দুই উপসংহার হইতে আমাদিগের বুঝা উচিত যে, শাস্ত্র আমাদিগকে নিবৃত্তি মার্গেরই উপদেশ দিতেছেন

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, মানুষের যাহা খুব প্রিয় বস্তু, তাহাতে আসক্তিই সকল দুঃখের মূল, যে অকিঞ্চন ব্যক্তি ইহা বুঝেন, তিনিই সুখী। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে খাদ্য তিনপ্রকার। পবিত্র, হিতকর, সহজে পাওয়া যায় এমন আহারই সাত্ত্বিক আহার, যাহাতে ইন্দ্রিয়ের বেশ তৃপ্তি হয়, তাহাই রাজসিক আহার, আর অশুচি, কষ্টদায়ক আহার—তামসিক। ভগবানে নিবেদিত প্রসাদী বস্তুই নির্গুণ। ভগবানে ত আর মাছ মাংস নিবেদন করা যায় না, করিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন না। ঐ সমস্ত দ্রব্য অমেধ্য বা ঠাকুর সেবার অযোগ্য। মানুষ যখন কোন কামনা সিদ্ধির জন্য ঠাকুরের পূজা করে, তখন রজ আর তমো গুণের আশ্রয়ে করিয়া থাকে। ঐরূপ পূজা সাত্ত্বিক নহে, নির্গুণ ত নহেই। কাজেই ঐরূপ নিবেদন করিলেও উহা ভগবানের প্রসাদ হয় না। ঐ সব খাইলে রজোগুণ তমোগুণ বাড়িতে থাকিবে অর্থাৎ মায়ার সংসারে আমরা আরও অধিকতর ভাবে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইতে থাকিব। যাঁহারা ঐরূপ বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাইবার অভিলাষী, তাঁহারা নির্গুণ প্রসাদী জিনিষ পাইবেন। আমরা নির্ব্বোধ, তাই এই সমস্ত বিচার না জানিয়া কেবল স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্ররোচনায় ঐ সমস্ত অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে বিজ্ঞপ্তি

(৩)

হবে বা জড়ীয় জ্ঞান, হবে মম অন্তর্দ্ধান,
অপ্রাকৃত হইবে দর্শন।
শ্রীমায়াপুরের স্মৃতি, হায় মোর বিস্মৃতি,
আশীবিষে তেঁই দংশে মন॥
তেঁই মম জিহ্বাধারে, নামস্মৃতি নাহি স্ফুরে
স্ফূর্ত্তি নহে বৈষ্ণববন্দন।
নামরূপ, গুণ, লীলা, চিত্তে কভু না স্পর্শিলা
পাষাণে কি ফোটে পুষ্পগণ?
প্রভুর বৈবেদ্য তলে ফুটিয়াছে থরে থরে
স্বর্ণক্ষেত্রে চিন্ময় কমল।
অপূর্ব্ব সুষমাভার জড়াতীত গুণ তার
কৃষ্ণস্মৃতি জাগায় কেবল॥
চর্ম্মচক্ষে হেরি তায় প্রাকৃত বৈষ্ণবপ্রায়
নহে তাহা প্রাকৃত সম্পদ্।
কলিজীবে দয়া করি কৃপা নিধি গৌরহরি
ধামরূপে প্রপঞ্চে উদিত॥
অনুভব নহে চিন্তা, ধামের চিন্ময় ক্রিয়া
উপলব্ধি জড়ীয় বিষয়।
হায়, হায়, কি দুর্ম্মতি অমৃত ত্যজিয়া দ্রুতি
বিষপূর্ণ বিষয়-আলয়॥
ক্রন্দন করিব সার, করুণা না হৈলে পার,
হে পতিত জনের আশ্রয়।
বিষম জড়তি ছেদি' গলে কৃপাডোর বাঁধি'
দুঃখীজনে রাখ রাখ ত্বায়॥
করি' দয়া দীনহীনে, অভিন্ন শ্রীবৃন্দাবনে,
দিয়াছিলে সাধু জন সঙ্গ।
বলবতী দৈবী মায়া ছাড়াইয়া পদছায়া
সুখদশা করিল যে ভঙ্গ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারাংশ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৸৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৸৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৸৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীনন্দাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৸৹ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৶৹ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶৹ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুপ্রাপ্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৸৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে দাম মাত্র ভিক্ষা ।৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুমাত্র অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিবৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় উদ্ধৃত স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাট্যভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসাত্মক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত নিত্য ভজন, আরাত্রিক প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদসহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীউপদেশামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চারু পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রভুর বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস ধারাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৫০০ শত উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, সরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, সরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, মধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে ইঁহার প্রতিষ্ঠা আছেন। এই ভক্ত-সদ্মালয়ে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও ভক্তগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব সরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ হয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ সরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীদিগ্বিজয় ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীজগন্নাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, সেবক শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস ব্রজবাসী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কুঞ্জবিহারী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীমহেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবত-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদ্গৌর দাসাধিকারী, শ্রীমধুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিদাস কুটীর, নারায়ণগঞ্জ, বালিয়াটী ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীগৌর-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সখীগোপাল, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯০ নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী শ্রীসংকর্ষণ ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-মদন-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপতিতনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান; রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবনকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রাধের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধানাথ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫ নং গোপীভবন,ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীলকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

"শ্রীধাম"
ফোন— নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

শ্রী

সাময়িকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

—সারস্বতের অনির্দিষ্ট মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে আষাঢ় মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ৭ই জুলাই ১৯৩১

অনাহারে মৃত্যু

দীনেশ ও রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সম্পাদকের বিবৃতি

সংগ্রামে ৫ জনের মৃত্যু

বিচারাধীন আসামীর প্রায়োপবেশনে—সাতজন গ্রেপ্তার

৭ শত লোক অভিযুক্ত

পিতা পুত্র বিবাদে ২ জন নিহত ৯ জন আহত

পীড়ায় আত্মহত্যার চেষ্টা

মহাত্মাজীর সহিত বণিকদের পরামর্শ

খুলনায় গ্রামরক্ষীদল গঠন

পিলখানায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ৪ লক্ষ টাকার ক্ষতি

নানা কথা

অনাহারে মৃত্যু
মতিহারী জিলায় দুর্ভিক্ষ

মতিহারী থানায় ২৫ খানারও অধিক গ্রামে শিলাবৃষ্টির জন্য দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। স্থানীয় প্রজাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। গোবাড়ী নামক স্থানে একজন লোক অনাহারে মারা গিয়াছে। আর একজন লোক মরণোন্মুখ।

জিলা কংগ্রেস কমিটির ১৩ই জুনের সভায় লোকজনের দুর্দশার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য বিপিন বাবু প্রভৃতিকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হয়। তাহার পর বিপিন বাবু ও অন্যান্য ব্যক্তিরা বিপন্ন গ্রামগুলিতে গমন করেন। বিপিন বাবু, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান জিলা ইঞ্জিনীয়ারের সহিত পরামর্শ করিয়া মতিহারী রাম গাড়োয়ান রাস্তাটির সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিতে সম্মত হইয়াছেন। অতঃপর অনেক শ্রমিক উক্ত পথের কাজে নিযুক্ত হইয়াছে।

দীনেশ ও রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সম্পাদকের বিবৃতি

দীনেশ রামকৃষ্ণ রক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত দুর্গাদাস গুপ্ত নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন,—

'শ্রীযুত দীনেশ গুপ্তের ভ্রাতা শ্রীযুত জ্যোতিষ গুপ্ত ৪ঠা জুলাই প্রাতঃকালে কারাগারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি দীনেশকে প্রফুল্লচিত্ত দেখিয়াছেন। রামকৃষ্ণকে পৃথক প্রাঙ্গণে স্থানান্তরিত করায় জেলকর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যে দীনেশ বিশেষ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এতদিন পর্য্যন্ত দীনেশ এবং রামকৃষ্ণকে পরস্পর সংলগ্ন কুঠুরীতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাঁহারা একে অন্যকে না দেখিতে পারিলেও উভয়ে উভয়ের কথা শুনিতে পাইতেন। শ্রীযুত দীনেশ গুপ্ত ও শ্রীযুত রামকৃষ্ণ বিশ্বাস বর্ত্তমানে প্রকৃতপক্ষে নির্জ্জন কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। যে সামান্য কয়েকদিন তাঁহারা পৃথিবীতে থাকিবেন, সে কয়েকদিন কেন যে উভয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে সক্ষম হইবেন না, ইহার কিছু কারণ বুঝা যায় না। এই বিচ্ছেদ উভয় বালকের পক্ষে দুঃখসহ শাস্তি বিশেষ।

অধিকন্তু জানিতে পারা গিয়াছে, এখনও দীনেশের ফাঁসীর তারিখ নির্দিষ্টরূপে স্থির হয় নাই সম্রাটের নিকট দয়া ভিক্ষা করিয়া যে আবেদন করা হইয়াছে, তাহার শেষ সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ফাঁসীর দিন স্থগিত রাখিবার জন্যও স্থানীয় সরকার কোনরূপ আদেশ দেন নাই।

পিতা পুত্রে বিবাদে
২ জন নিহত ৯ জন আহত

প্রকাশ যে, নাড়িয়াদ কোলির নিকটস্থ কোন গ্রামে এক ভীষণ কলহের ফলে দুইজন নিহত এবং ৯ জন আহত হইয়াছে। প্রকাশ পুত্র ১০ টাকা বায় করায় পিতার সহিত বিবাদ বাধে। প্রতিবেশীগণ তাহাদের শান্ত করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাতে ফল হয় না। কলহ ক্রমশঃ দাঙ্গায় পরিণত হয়, এক পক্ষে ৭ জন এবং অপর পক্ষে ৪ জন ছিল। দাঙ্গার ফলে দুইজন নিহত ও আর সকলে আহত হইয়াছে। পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে উপনীত হইয়া ৯ জনকে গ্রেপ্তার করে।

বেকার পীড়ায় আত্মহত্যার চেষ্টা

কমলাসাগর নিবাসী শ্রীযুক্ত অমূল্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম, এ দীর্ঘকাল যাবৎ বেকার অবস্থায় ছিলেন। প্রকাশ, [illegible] জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া, [illegible] তারিখে [illegible] গলা কাটিয়া ফেলেন। ইঁহার বয়স ২৫ বৎসর মাত্র [illegible] বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার বিবাহ হইয়াছে। কুমিল্লা হাসপাতালে তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, অম্লশূল প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন:

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত ডাক্তার, ডি, ১১৭, সোণাগাছিয়া ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী। জমিদার গাসিয়া। ৮নং ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

কেশরঞ্জন প্রস্তুতকারক কবিরাজের প্রকাশিত
কেশরঞ্জন

কেবল গুড়

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

কেন গ্রাহকগণ

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

মোহিনীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার গুণ ও সার্ব্বভৌমিক, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অত্যাচারে শুক্রপাত, মেহমেহ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকারারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগে দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"মদনবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১৩ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী
— ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যাবিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নাগারের কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমুদ্র।

ভিক্ষা একত্রে ১৷০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ | ২১ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৫, ২২শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৭ জুলাই ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার | ১০৬তম সংখ্যা

বক্তৃতার চুম্বক

[৪]

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠের সাবর্ণ্ড নাটমন্দির

বিষয়—'জনমত ও পরমার্থ'

বক্তা—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি, এ

জগতের সমস্ত লোক বলছেন,—সাধনা ও সাধ্য পৃথক্ পৃথক্। যেমন ব্রহ্মে লীন হওয়া—উপেয়, ধ্যান-ধারণা—উপায়। আমি রাজসূয়যজ্ঞ করছি—স্বর্গাদি লাভের জন্য, স্বর্গে উপস্থিত হলে আর যজ্ঞাদি থাকল না—উপেয় পেয়ে গেলে আর উপায় রইল না—কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মে আমরা কি দেখ্‌তে পাই? শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—সাধন যা', সিদ্ধিও তা'ই—উপায় ও উপেয় এক। মুক্ত অবস্থায় ভক্তিটা পরিপক্ক-ভাবে প্রগতি হ'বে, বদ্ধাবস্থায় অপক্কাবস্থায় থাক্‌বে. এ কথা জনমত স্বীকার করবেন না। জনমত বলবেন,—এখানে খেটে যাওয়া গেল, পরজগতে পেন্‌সন ভোগ করব। কিন্তু পরমার্থরাজ্যে পেন্‌সন ভোগ করা যায় না। এই জগতের দাসত্ব ও পরজগতের দাসত্ব এক নহে। সেই জগতের নিত্যদাস্যকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যই এখানে সাধন। কাজেই এখানে জনমতের সঙ্গে পরমার্থিগণের পার্থক্য।

জনমত বল্‌বেন,—বর্ত্তমানকালে দুঃখ, দারিদ্র্যাদি কত অসুবিধা রয়েছে, সেকালে কত সুবিধা ছিল, এখন তা নাই, সুতরাং এখন পূর্ব্বের ন্যায় পরমার্থানুশীলন হতে পারেনা। জনমতের এই ধারণা ভুল; কারণ, বদ্ধাবস্থায় জীবের [illegible]লিক বা নৈমিত্তিকধর্ম্ম বিভিন্ন প্রকার থাকলেও মুক্তাবস্থায় আত্মার সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম পূর্ব্বে যেমন, বর্ত্তমানেও তেমনি, অনন্তকালেও সেইরূপই [illegible] মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী, এরোপ্লেন ছিল না, এখন এই সব প্রস্তুত হয়েছে; এই গুলিকে ভগবৎসেবার উপকরণ ক'রে নিতে হবে, তাই ব'লে আত্মার ধর্ম্ম ছেড়ে দিতে হবে না। আমাদের যত জিনিস আছে, সব গুলিকেই ভগবদ্ভক্তগণের অনুকূল ক'রে নিলে নিত্য মঙ্গলের উদয় হবে। যারা আধুনিক, তারা "খোল-টোলগুলো ভেঙ্গে ফেলে দাও—ঘটা জলে ফেলে দাও"—এই সব বল্‌বে।

আমরা জানি, যখন পলাসীর যুদ্ধ হয়েছিল, তখন বাঙ্গালা দেশের গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু সেখানে বেদান্ত লিখ্‌ছিলেন; কিন্তু তিনি পলাসীর যুদ্ধের কথা কিছুই লিখেন নাই। কেবল শেষে লিখেছেন,—এখন পলাসীর যুদ্ধের সময়। আমরা মহাপ্রভুর সময় দেখতে পাই—শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত যখন আলোচনা করি, তখন দেখতে পাই,—যায়গায় যায়গায় নৃপতিগণ শূল পেতেছিলেন, রাজায় রাজায় মহা বিবাদ ঘটেছিল। তখন মহাপ্রভু ভক্তগণসহ হরিনামকীর্ত্তনে নিযুক্ত ছিলেন—জীবের দ্বারে দ্বারে নামপ্রেম বিতরণ করছিলেন। যখন মুসলমান কাজী কীর্ত্তনের খোল ভেঙ্গে দিলেন, তখন মহাপ্রভু কি ক'রেছিলেন?—সমস্ত প্রতিকূল বিষয়কে অনুকূল ক'রে নিলেন। এখন ত' আমরা সেরূপ অনাচার দেখতে পাই না। মহাপ্রভু যখন মথুরায় গিয়েছিলেন, তখন বিধর্ম্মিগণ সেখানে শালগ্রামকে মাংস বিক্রয় করবার বাটখারা ক'রেছিল। মহাপ্রভু তাতে ভেঙ্গে গেলেন না, তিনি বলেন নাই,—"এখন ঘণ্টাকণ্টা সব ফেলে দেওয়া যাউক—এখন সেই দিন নাই—এখন আর হরিভজনটজন চল্‌বে না"। মহাপ্রভু অচল অটলভাবে সমস্ত প্রতিকূলভাবকে, অনুকূল ক'রে নিয়েছিলেন—বিষদন্ত সর্পকে দন্ত উৎপাটিত ক'রে অনুকূল ক'রে নিতে হবে।

এইরূপ ভাবে জনমত যখন আমাদিগকে যতই নানা অসুবিধা অভাবের কথা জানাবে, তখন আমরা যাঁরা অচল, অটলভাবে ভগবদ্ভজন করছেন, তাঁদের পদানুসরণ ক'রে চলব। জনসমষ্টি পরমার্থানুশীলনে যতই আমাদিগকে বাধা প্রদান করতে উদ্যত হবে ততই আমাদের আত্মা আরও উচ্ছলিত গতিতে সেই অভয়, অমৃত, অশোক পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করবে। সংসারী পুরুষ হরিগুরুবৈষ্ণবসেবাবিমুখ জীবগণকে, নিদ্রিত ভূতসকলকে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলেন,—

> উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান নিবোধত।
> ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
> দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

—হে জীবগণ, নানাবিধ বিষয়চিন্তা হতে নিবৃত্ত হও, অনর্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্বরূপে উদ্বুদ্ধ হও, মহদ্ব্যক্তির নিকট হতে কৃপা লাভ ক'রে ভগবানকে জানবার জন্য সচেষ্ট হও। ক্ষুরের ধারের ন্যায় সংসার অতীব তীক্ষ্ণ অর্থাৎ বহু দুঃখ কর, দুরত্যয়া অর্থাৎ ভগবজ্জ্ঞান ব্যতীত সংসার উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব। বিদ্বদ্‌ব্যক্তিগণ সেই সংসারনিবর্ত্তক ব্রহ্মকে অতি দুর্গ প্রাপ্য ব'লে কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে সযত্নে ভগবদনুশীলন ব্যতীত সংসারত্যাগের আর উপায় নাই।

আমরা এরূপ মুক্ত পুরুষের—অতিমর্ত্ত্য মহাজনের উপদেশ শ্রবণ করব, তাঁর পদানুসরণ করব। আমার নিকট যে সংবাদটির জগৎ চকবাল দিয়া সত্য প্রতীয়মান হচ্ছে, সেখান হতে সংসারী বলেন, তুমি জনমতে মুক্ত হইও না। বর্ত্তমানে আমরা শতকরা ৯৯ জন বা ততোধিক লোক বল্‌ছে—বহু লোক যাকে মানবে তাকে আমরা মানব—বহু লোক যাকে ধর্ম্ম বল্‌বে, তাই শুনব। কিন্তু বাস্তবসত্য জান্‌তে হলে জনমতের কোন কথা না শুনে প্রকৃত মহাজনের কথা শুনা কর্ত্তব্য। সত্যের গ্রাহক খুব কম। এইজন্য আমরা উন্নত বৈকুণ্ঠপদানুসরণ করব—শ্রীচৈতন্যের পদানুসরণ করব। শাস্ত্র ব'লেছেন,—ভক্তিতে নরমাত্রেরই অধিকার আছে; কিন্তু ভক্তির আবরণ খুল্‌তে হবে। এই আবরণটী হচ্ছে—জনমত। পরমার্থরাজ্যের পথে ইহা বিরাট্ আবরণ—বিরাট্ মোহ, যা' দ্বারা আমরা পরমার্থের সন্ধান পাচ্ছি না। কিন্তু জাগতিক এই জনমতরূপ ভক্তিপথের আবরণকে—প্রতিকূলকে অনুকূল করবার ব্যবস্থা করছেন,—শ্রীচৈতন্যদেব। "সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।" এই সংকীর্ত্তন কাহাকে বলে?—"বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্।" বহু ব্যক্তি মিলে যে কীর্ত্তন, তার নাম সংকীর্ত্তন, বহুজন বাস্তবসত্যের কথা জানেন না, কিন্তু

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়-ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্য বিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বি[illegible] সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমধ্বাচার্য্যদেবের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণানুশীলন-পথ, শ্রীমতী রসভাবনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গোবিন্দকথা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীমদ্বলদেবের বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় লিখিত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়-সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সমন্বিত। উৎকৃষ্ট [illegible] রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) ২৲ ভিক্ষা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, মূল ও [illegible]

ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৫০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্বীপব্যাপ্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

বৈষ্ণবকণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে রোজ রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তদুপরি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রকাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপাদের বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পন্যাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গোস্বামিবর ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত [illegible] সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর [illegible] পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট। (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷০ আনা, আর বোর্ডে বাঁধাই রাজসংস্করণ ৲৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার স্থানসূচী, সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। নূতন সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ৷৹ আনা মাত্র।

উপদেশামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধয় ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত ভজনযোগ্য গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

সাধন-কণা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচার বর্ণ, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত সানুবাদ ভিক্ষা ৷৹ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনে দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৹ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৹, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দাদাদের গীত, শ্রীনামমন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।৹ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

লুঠের মামলায় ৭১ জন আসামীর কারাদণ্ড

ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ বেঞ্জামিন ২রা জুলাই রোহিতপুর লুঠের মামলার রায় দিয়াছেন। এই মামলা ঢাকার গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফল। মামলায় স্থানীয় মুসলমানদের ১২৮ জন আসামী শ্রেণীভুক্ত ছিল। অভিযোগ—ষড়যন্ত্র ও ডাকাতির। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হুকম আলি প্রভৃতি ৭১ জন আসামী ২ বৎসর হইতে ৯ মাস পর্য্যন্ত সময়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। একটি বালক জামীনে আবদ্ধ হইয়াছে। জামীন—দুই বৎসর শান্তভাবে থাকিবার। মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ২৭শে মে ঢাকায় যখন দাঙ্গা চলিতেছিল, তখন সহর হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরবর্ত্তী রোহিতপুরে লোক পাঠান হয়। স্থানীয় য়ুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও মমতাজুদ্দিন প্রভৃতি একটি চক্রান্ত করে। ফলে রোহিতপুরের বাজারের ৩৬ খানা দোকান ও ১২১ খানা বাড়ী আক্রান্ত ও ২০ দিনের মধ্যে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয় পুলিশ ১৮৭ জনকে চালান দেয়। তাহার পর ১৩৮ জন দায়রা সোপর্দ্দ হয়। বিচার ফল জানিবার জন্য আদালতে দর্শকের ভিড় হইয়াছিল। তাহাদিগকে সংযত রাখিবার জন্য সশস্ত্র কনেষ্টবল স্থাপন করা হইয়াছিল।

পার্লামেণ্টে প্রহরীদের সহিত সদস্যদের ধস্তাধস্তি

গত ২রা জুলাই অপরাহ্নে পার্লামেণ্ট মহাসভায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। চরমপন্থী শ্রমিক দলের সদস্য মিঃ ম্যাকস্টোর্ণকে সাসপেণ্ড করার প্রস্তাবের পক্ষে ৩১৫ ও বিপক্ষে মাত্র ১৪ ভোট হওয়ায় তাঁহাকে সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতে বলা হয়। কিন্তু তিনি তাহাতে অস্বীকার করেন। গোলযোগ ক্রমশঃ এত বাড়িয়া যায় যে, বক্তা সভার অধিবেশন ২০ মিনিট কাল স্থগিত রাখিতে বাধ্য হন। উক্ত দলের অন্য কতিপয় সদস্য মিঃ ম্যাকস্টোর্ণকে সমর্থন করিতে থাকেন। মহাসভার প্রহরীরা মিঃ ম্যাকস্টোর্ণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিলে, উক্ত সদস্যদের সহিত তাহাদের ধস্তাধস্তি বাধিয়া যায়। অতঃপর স্পীকার মিঃ ম্যাকস্টোর্ণকে ৫ দিন সাসপেণ্ড করার পরিবর্ত্তে এই অধিবেশন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সময়ের জন্য সাসপেণ্ড করেন। এই ব্যবহারের জন্য তিনি শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করেন।

৭ শত লোক অভিযুক্ত

যুক্তপ্রদেশে যে জমি জমা সংক্রান্ত গণ্ডগোল আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেই সম্পর্কে ফৌজদারী বিধির ১০৭ ধারা অনুসারে প্রায় সাত শত লোককে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহাদিগকে বলা হইয়াছে তাহারা যদি তাহাদিগের নিকট প্রাপ্য সমস্ত খাজনা আদায় করে ও এই মর্ম্মে এক প্রতিশ্রুতি লিখিয়া দেয় যে তাহারা কখনও সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আন্দোলনে যোগদান করিবে না তাহা হইলে তাহাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করা হইবে। অনেকে এই প্রকার প্রতিশ্রুতিতে নাম সই করিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। এখনও ধর পাকড় চলিতেছে সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ জিলা কংগ্রেস কমিটির সহঃ স্বামী গৌরব কংগ্রেস কর্ম্মী পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত ও জমিদার মিঃ ঠাকুর নারায়ণ সিং প্রভৃতিকেও জমি জমা সংক্রান্ত গোলের সম্পর্কে ফৌজদারী বিধির ১০৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

খুলনায় গ্রামরক্ষীদল গঠন

গত ২৯শে জুন তারিখ সাতক্ষীরা মহকুমার এক দরবার উপলক্ষে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে সদর ইউনিয়ন বোর্ড সমূহের সভাপতিগণ, দারোগাগণ, পুলিশ ইনস্পেক্টরগণ, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও মহকুমা হাকিমের এক মিলিত সম্মেলন হইয়াছে। কয়েকজন সভাপতি অভিযোগ করেন যে, তাঁহাদের সংবাদ অনুযায়ী কোন কাজই করা হয় নাই। অবশেষে ইহা স্থির করা হয় যে, অন্ততঃ প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করিয়া গ্রামরক্ষীদল গঠন করিতে হইবে।

পিলখানায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড
৪ লক্ষ টাকার ক্ষতি

রেঙ্গুণ হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, যে, গত ২রা জুলাই প্রাতে পিলখানা বাজারের কোন ভারতীয়ের দোকানে আগুন লাগিয়া প্রায় ৪ লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে। এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের কারণ কি তাহা জানা যায় নাই একটী অট্টালিকার ছইটি ব্লকে অনেকগুলি বড় বড় দোকান ছিল; ছইটি ব্লকই সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট হইয়াছে

য়ুরোপীয় হত্যার ষড়যন্ত্র
কতকগুলি বালক ধৃত

য়ুরোপীয়দিগের হত্যার ষড়যন্ত্র ও বোমা প্রস্তুতের জন্য রাসায়নিক দ্রব্য এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার অভিযোগে কতকগুলি বালককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কোলাপুরে ৩টী বালক গ্রেপ্তার হইয়াছে, ইহাদের নিকট নাকি সিদ দেওয়ার যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

পুনায় আরও খানাতল্লাস এবং গ্রেপ্তার হইয়াছে। খানাতল্লাসের ফলে রাইফেল ও বন্দুক পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ধৃত বালকদিগের বয়স ১৩ ও ১৮ বৎসরের মধ্যে।

মহাত্মাজীর সহিত বণিকগণের পরামর্শ

শেঠ অম্বালাল সারাভাই, শেঠ কস্তুর ভাই লালভাই প্রভৃতি আমেদাবাদ স্বদেশী সভার কতিপয় সদস্য ৩রা জুলাই বোরসাদে আসিয়াছেন এবং বিদেশী বস্ত্র ক্রয় সম্বন্ধে মহাত্মাজীর সহিত পরামর্শ করিয়াছেন। এইরূপ অনুমান হইতেছে যে, এই সকল বণিকের মধ্যে মতবিরোধের সূচনা হইয়াছে। অবশ্য এই মতবিরোধ মূল নীতি অবলম্বনে নহে। ইহা কয়েকটী সামান্য সামান্য ব্যাপার হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই বিরোধ অচিরে বিদূরিত হইবে।

সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল বোরসাদে আসিয়াছেন। তিনি ৩রা জুলাই সারাদিন মহাত্মাজীর নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎপরে বোরসাদ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

জহরলালজীর সহিত সরকারের
খাজনা সমস্যার আপোষ

রায়বেরিলির কংগ্রেস কর্ম্মীদের উপর কার্য্যবিধির ১৪৭ ধারার যে নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল, প্রকাশ,—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তাহার ফলে সে সকল প্রত্যাহৃত হইয়াছে। কেবল একটী তহশীলের ১৪৪ ধারার নোটিশ প্রত্যাহৃত করিয়া, কংগ্রেস কর্ম্মীদের উপর আবার কার্য্যবিধির ১০৭ ধারার সমন জারী করা হইয়াছে। ৬৩ জনের প্রতি নাকি ঐরূপ সমন জারী হইয়াছে।

প্রকাশ, এলাহাবাদের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট পণ্ডিত জহরলালের নিকট বন্ধুভাবে এক পত্র লিখিয়া বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটীং স্থগিত রাখিতে বলেন। কিন্তু জহরলালজী তাহাতে অস্বীকার করিয়াছেন। এলাহাবাদে শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটীং চলিতেছে।

সংগ্রামে পাঁচ জনের মৃত্যু

গুন্টুর হইতে এক সংবাদে প্রকাশ গত শুক্রবারে গুন্টাকালের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে ৫ ব্যক্তির মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ, কোন ফৌজদারী মামলায় ২টী বিরোধী দলের মধ্যে সংগ্রামের ফলে উক্ত ৫ ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। উহারা গুন্টী ফৌজদারী আদালত হইতে ফিরিয়া আসিবার কালে পথিমধ্যে মারামারি করে।

এক ব্যক্তির গলা কাটা অবস্থায় আর ১ ব্যক্তি মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে এবং তাহার পাগড়ী কিছু দূরে পড়িয়া আছে দেখা যায় অপর ব্যক্তিকে গুলী করা হইয়াছে। এই ব্যক্তিকে হাসপাতালে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে।

শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ রাও নামক বেলারীর জনৈক উকীল গুলীতে আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন দেখা গিয়াছে। ইহার অধিক বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

বিচারাধীন আসামীর প্রায়োপবেশনে সাতজন গ্রেপ্তার

ইতঃপূর্ব্বে শ্যামবাজার পোষ্টাফিসে পার্শেলের কাউন্টারের উপর যে বোমা পাওয়া গিয়াছে সেই সম্পর্কে মোট সাত জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদিগের সকলের প্রতি জেল হাজতের ব্যবস্থা হইয়াছে। গত ৪ঠা জুলাই তাহাদিগের মধ্যে ফণীন্দ্রভূষণ দাসগুপ্ত ও প্রফুল্লকুমার দে নামক মাত্র দুইজন আসামীকে জোড়াবাগানের অতিরিক্ত চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। বাকি ৫ জন আসামী প্রায়োপবেশন করিয়াছে। বলিয়া আর তাহাদিগকে আদালতে উপস্থিত করা হয় নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট আগামী ১৪ই জুলাই পর্য্যন্ত সকল আসামীর প্রতিই হাজতবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভেদোল্লেখ হেতু সেই পরমাত্মা জীব হইতে ভিন্ন। যিনি আদিত্যমণ্ডলে বাস করিলেও আদিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মপুরুষ জীবের মন প্রাণ প্রভৃতিকে শাস্তৃপ্রভাবে পরিচালিত করিয়া থাকেন। অতএব তিনি জীব হইতে সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন।

৩। সমস্ত বস্তুই আকাশ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে এবং পরিণামে আকাশেই লয় পাইবে। সেই আকাশ আবার ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত এবং প্রলয়ে ব্রহ্মে কারণাবস্থায় লীন হইয়া থাকে। এই কারণে উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রসকল সর্ব্বশক্তিমান পরব্রহ্মকেই জগতের একমাত্র কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি সকল বস্তুর কারণ বলিয়া তাঁহাকে প্রাণ-শব্দে [illegible] করা হইয়াছে। রূঢ়ি বৃত্তিতে প্রাণ-শব্দে বায়ুবিকার বুঝাইলেও শব্দের মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তিতে 'প্রাণ' শব্দে পরব্রহ্মকেই বুঝায়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড—ব্রহ্মের একপাদ বিভূতি। বৈকুণ্ঠ, গোলোক, নবদ্বীপ-মায়াপুর প্রভৃতি চিন্ময় ধামসমূহ ত্রিপাদ বিভূতির অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জ্যোতিঃ শব্দে সেই চরাচরস্রষ্টা পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করে।

৪। গায়ত্রী ব্রহ্মের সাদৃশ্য ভাবে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় এবং গায়ত্রীমন্ত্রে ব্রহ্মে চিত্তার্পণের উপদেশ থাকায় গায়ত্রী ব্রহ্মের বিভূতি, ইহা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। গায়ত্রী ছন্দরূপে অবতীর্ণ হইলেও তিনি ব্রহ্মের ধ্যানোপদেশ প্রদান করায় ব্রহ্মরূপা গায়ত্রী নামনামীর অভেদত্ব হেতু ব্রহ্মেরই বিভূতি বলিয়া বুঝিতে হইবে। আমরা মায়ার কবলে কবলিত হইয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশ বশতঃ ঘটপটাদি বস্তুসমূহ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্বশীল বলিয়া মনে করি, সাধুগুরু কৃপায় অবিদ্যা তিরোহিত হইলে বস্তুমাত্রে ব্রহ্মসত্তা স্ফূর্ত্তি পাইবে, তখন ব্রহ্মেতর বস্তুসমূহকেও এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত বস্তু বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। গায়ত্রী সাধককে জগৎ ও ব্রহ্মের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ বুঝাইয়া তাঁহাদের অদ্বয়ত্ব স্থাপনপূর্ব্বক সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত গুণাগুণবিশিষ্ট নির্গুণ ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করত তাঁহাতেই চিত্তার্পণের উপদেশ করেন।

কনকের দ্বারে
মাধবের সেবা
(১)

সুবর্ণের সোণালী নেশা কে না ভালবাসে? কনকের কনককিরণ সম্পাতে ভোগীর [illegible] অন্তরদেশ হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠে; আনন্দের মলয়হিল্লোল বহিতে থাকে। মোহিনী আশা ভোগার্ত্ত মনের দ্বারে উঁকি দিয়া কতই সুখময়ী রাগিণী আলাপ করে। কামনাযাদুকরীর মোহন করস্পর্শ যেন সহসা অতীত দুঃখবেদনার অমানিশা অপসারিত করিয়া নবারুণরাগদীপ্ত কল্যাণী উষার শুভ আগমনী ঘোষণা করিতে থাকে। কাঞ্চনই শুধু কনক নহে; কনকের ব্যাপক অর্থে ধন, বিত্ত, রাজ্য, সম্পদ্, ইত্যাদি প্রকাশ করে।

লালসাপিষ্ট মানব এই কনকের আকর্ষণী শক্তিতে এতই মুগ্ধ যে, ইহার লোভে প্রায়ই হিতাহিতজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়। এতদ্বিষয়ে ইতিহাসে বহুচিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। ধনাসক্তি মনুষ্যকে হিংস্র পশুর অপেক্ষাও ঘৃণ্য, অসভ্য বর্ব্বর জাতির অপেক্ষা হীন এবং নিষ্ঠুরতায় নরভোজী রাক্ষসতুল্য স্বভাব প্রদান করে। জ্ঞানগরিমায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াও কাঞ্চনপ্রাপ্তির উন্মাদনায় এমন কোনও অসাধ্য বা ভয়াবহ কর্ম্ম নাই, যাহা মানব না করিয়াছে। কনকের প্রদীপ্ত করে হতজ্ঞান হইয়া মানুষ গৃহস্থালীর শান্তিপূর্ণ, আকাঙ্ক্ষিত বিশ্রামকক্ষস্বরূপ সুখের সংসারে অশান্তির কালাগ্নি ধরাইয়া দেন, সাধ্বী পত্নীর প্রীতিবন্ধন উপেক্ষা করিয়া অসতী বারবনিতার পদে আত্মসমর্পণ করে, বার্দ্ধক্যগ্রস্ত জনকের বিমলস্নেহের প্রতিদানে তাঁহাকে অন্ধকার কারাকক্ষে নির্ব্বাসিত করিয়া ভোগপ্রদ কাঞ্চনের আরাধনা করে। স্বর্ণকিরীটিনী ভারতভূমি অতুল সম্পৎশালিনী বলিয়াই না অতীতযুগে কত শতবার লোভী দস্যুগণের কামকলুষিত হস্তে নিপীড়িত হইয়াছে। অনর্থপ্রদ কনক জড়দেহে আত্মবুদ্ধিকারী মায়াদাসগণের ভোগবাসনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। হরিদাস্যবিস্মৃত ভোগিকুল জড়েন্দ্রিয়তর্পণকেই জীবনের একমাত্র কৃত্য বলিয়া জানে। কামপ্রপীড়িত ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তি সম্পাদনেই তাহাদের সমুদয় চেষ্টা; তাই কাঞ্চন সংগ্রহে সকলেরই অদম্য উৎসাহ লক্ষিত হয়। আত্মবঞ্চিত মায়াদাসগণ জড়ভোগ এবং ঐ জড়ভোগেরই রূপান্তরিত পরিবর্ত্তন ফল্গুত্যাগ—অনন্ত চাতুর্য্যময়ী মায়াদেবীর এবম্বিধ প্রবঞ্চনার বঞ্চনাতেই অনাদিকাল যাবৎ অভ্যস্ত। বদ্ধজীবের যখন একমাত্র ভোক্তা শ্রীমাধবের সেবাসম্বন্ধীয় বিষয়গুলি নিজে ভোগ করিবার অসৎ কামনা উদিত হয়, তখনই সে কনকাদি যাবতীয় হরিসেবোপকরণকে আত্মভোগের বস্তুরূপে দর্শন করে। সেব্য বস্তুর উপর যখন ভোক্তৃপুরুষাভিমান জন্মে, তখন ভোগবাসনানলের ইন্ধনশ্রেষ্ঠ অর্থ অনর্থের আকররূপে দেখা দেয়।

বৈষ্ণবের দয়া

(আচার্য্য শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিরত্ন)

আমরা ইহসংসারে যত প্রকার দয়া দেখিতে পাই, তন্মধ্যে বৈষ্ণবের দয়ার বৈশিষ্ট্য আছে। বৈষ্ণবের দয়া অসীম উহা সীমাবদ্ধ বা দেশকালপাত্রে আবদ্ধ নহে। বৈষ্ণব জাতিবর্ণনির্বিশেষে আচণ্ডাল আপামরে দয়া বিতরণ করিয়া দয়ার মর্য্যাদার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। ব্রহ্মাণ্ডে যে কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি বৈষ্ণবের দয়ার লেশ মাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি তদিতর ক্ষণভঙ্গুর মায়ামিশ্রিত দয়ার জন্য তিলমাত্রও লালায়িত নহেন। বৈষ্ণবের দয়ার মহিমা অনুভব করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। একমাত্র বৈষ্ণবের দয়া ভিন্ন বৈষ্ণবের দয়ার গুরুত্ব অনুভূতির বিষয় হয় না। তাহার প্রমাণ আমরা ইতিহাসে ও বর্ত্তমান লোকচরিত্রে যথেষ্টই পাইয়া থাকি।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যখন যবনশাসক কর্ত্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, তখন কারাগারের অন্যান্য কয়েদীগণের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"থাক তোমরা এখন আছহ যেমন!" কয়েদিগণ শ্রীল হরিদাসঠাকুরের এবম্বিধ লৌকিক নিষ্ঠুর বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া মনে মনে বড় দুঃখ পাইয়াছিলেন। তখন শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, "এখন তোমরা কারাগারে থাকিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে অন্যায় কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছ না। এখানে আবদ্ধ না থাকিলে এতদিনে আরও বহু অন্যায় কার্য্য করিয়া দীর্ঘদিন জেলবাসের যোগ্যতা লাভ হইত। এখন এমন অভিজ্ঞ অবস্থায় শান্ত হইয়া বিপদে বিপদভঞ্জন মধুসূদনের কথা স্মরণ কর, এই প্রকার চিত্তবৃত্তি যেন জেলখালাসের পরেও থাকে, ইহাই আমার আশীর্ব্বাদের তাৎপর্য্য।"

আমাদিগের যে বস্তুতে অত্যধিক আসক্তি হয় অর্থাৎ যে বস্তুর মালিকটাকে ভগবদ্বিস্মৃতি উপস্থিত হয়, পরম করুণাময় ভগবান সেই বস্তুটী আমাদিগের ভোগের সীমা অতিক্রান্ত করিয়া তফাতে রাখেন; তদভীষ্টসাধক বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবৎকার্য্যের অনুমোদন করিয়া বলিয়া থাকেন,—"কৃষ্ণ কৃপাময়, তাই জীবের অত্যাসক্তির বস্তুর অভাব ঘটাইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মস্মৃতির সাহায্য করিয়াছেন।" বাক্যটী জাগতিক বিচারে অতিশয় অপ্রিয় হইলেও অতি সত্য কথা, কিন্তু দৈবী মায়া আমাদিগকে উহা একেবারেই বুঝিবার অবকাশ দেয় না।

আমাদের বিবেচনায় ইহা কি প্রকার বিচার? এত ভালবাসার স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বিয়োগ ঘটিল, এত প্রাণঢালা পরিশ্রমের অর্থ ক্ষয় হইল, এত কষ্টার্জ্জিত প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইল, তবুও যাঁহারা বলেন, "মঙ্গলের জন্য হইয়াছে, ইহা কৃষ্ণের কৃপা।" এমন কৃষ্ণ আমরা চাই না, এমন কৃষ্ণভক্তের কথাও আমরাও মানি না। যাঁহারা পরদুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী নহেন, তিনি আবার কি প্রকার ভগবান্, আর তাঁহারাই বা কি প্রকার ভগবদ্ভক্ত? যে অভক্ত আমাদের স্ত্রীপুত্রবিয়োগের সময়, বিপদ্ আপদের সময় আমাদেরই শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া আমাদের সুরে সুর মিশাইয়া রোদন করেন না, তাঁহাদের আবার দয়ার পরিচয় কোথায়? এই প্রকার দয়াই আমরা চিরকাল চাই, সেজন্য এহেন অকিঞ্চিৎকর দয়ার লালসা হইতে নিষ্কৃতি লাভ ঘটিতেছে না

আমরা জন্মজন্মান্তর ভরিয়া আমাদের মনোমত দয়া ভিক্ষা করিতে থাকিলেও এবং প্রার্থনাতীত দয়ায় ভরপুর হইলেও আমাদিগের আত্যন্তিক দুঃখের কিছুমাত্র লাঘব হইবে না। কারণ, এসংসারে 'সুখ' বলিতে বাস্তব কোন বস্তুই নাই, যাহা সংসারিগণ অপরের দুঃখমোচনে ব্যয় করিয়া যথার্থ দয়ার পরিচয় দিতে পারেন? আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিই—ছোট, বড়, ধনী, নির্ধন রাজা, পণ্ডিত, মূর্খ, কুলীন, কুলহীন, সকলেই অভাবগ্রস্ত দুঃখী, দয়ার ভিখারী। সুতরাং 'দয়া' বলিতে কোন বাস্তব বস্তু সাংসারিকগণের নিকট থাকিতে পারে না।

ইহ জগতে দুই চারিটা সমবেদনার উদাহরণ মিলে বটে এবং তাহা পাঠ করিয়া ও শুনিয়া অনেকেরই দুই চারি ফোঁটা নেত্রবাষ্প নির্গতও হয় বটে, কিন্তু এই প্রকার সাময়িক চিত্তবিক্ষেপের উত্তপ্ত নয়ননীরে হৃদয়ের মলিনতা বিধৌত হয় না উহা কল্পিত দুঃখের সাময়িক বিশ্রাম মাত্র, পরদুঃখকাতরতা নহে, কিন্তু মায়ার উলট্ পালট্ এপীঠ ওপীঠ কারসাজি মাত্র। আমরা মায়ার প্ররোচনাকে 'দয়া' বলিয়া গ্রহণ করিতে যতই প্রধাবিত হই না কেন, বাস্তব দয়া তাহা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। আমরা বাস্তব দয়া লাভে বঞ্চিত থাকিয়া জন্মমরণাদি সংক্লেশে ক্লিষ্ট হইতেছি। এই সকল ক্লেশ নিরাকরণার্থ অমন্দোদয়া দয়ার মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্যধামে বৈষ্ণবরূপে অবতীর্ণ হন। তাঁহার জীবে দয়া বিতরণ ব্যতীত দ্বিতীয় কার্য্য নাই। তিনি জাগতিক যাবতীয় দয়ার আবরণযুক্ত নিষ্ঠুরতা অপনোদন করিয়া অমন্দোদয়-দয়া বিতরণ করিয়া থাকেন। আমরা যদি তাঁহার প্রত্যেকটী কার্য্যই আমাদের কল্যাণার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম, তবেই বুঝিতাম যে, "বৈষ্ণবের দয়াই" বাস্তব দয়া।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৴০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীদর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, প্রতি শ্লোকের প্রথম চতুর্থ পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যোক্ত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'নামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনকালে এই সংহিতা উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের মীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় চতুষ্ক স্থানের বিবরণ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৸০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজন-গীতিগুচ্ছের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা করিবার সুবিধা পাইবেন। নব সংস্করণ, ভিক্ষা ✓১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতগুচ্ছ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্তোষণ ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গান। প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ✓০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা। (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজাসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ-মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৬৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দাসীদাসের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠশিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সংক্ষেপে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ হস্ত উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রস্থানত্রয়ী—বেদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী এবং সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরিন্দম ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিপথ-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই অঙ্গ-সমবায়ে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই মঠালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হার্ম্মনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীআনন্দদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, সেবাপরা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী-শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজয়গৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীদামদামোদর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীম ভক্ত ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাণীবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং অগস্ত্যানন্দপুরা, কাশী।

গো:-সনাতনপ্রভু সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম দাস দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু, কাবড়া

এখানে ... মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, শ্রীবনমালী ব্রহ্মচারী।

২৮ দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

... গোপীনাথ-ডাকার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

টেলি— শ্রীপ্রকাশ
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

[illegible]   [illegible]

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৪শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার, ১৩০৮, ৯ই জুলাই ১৯৩১

কালেক্টর ও গান্ধীজী

ভারতবাসীদের প্রতি অত্যাচার

বোম্বাইয়ে ভীষণ দাঙ্গা

সৈনিক পুত্রের সমাধিস্থান পরিদর্শন

৬৭ ঘণ্টা ১৮ মিনিট সন্তরণ

মৈমনসিংহে স্ত্রী ও সন্তান হত্যা

হাথোয়া ডাকাতির মামলা

সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান

মৈমনসিংহে ট্রেণ ডাকাতি

মাদ্রাজে লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড

নানা কথা

কালেক্টর ও গান্ধীজী

গত ৫ই জুলাই মধ্যাহ্নে মহাত্মা গান্ধী কালেক্টরের সহিত তাঁহার ডাক বাংলোয় প্রায় এক ঘণ্টাকাল কথা বার্ত্তা কহেন।

প্রকাশ, উভয়ের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতভেদ ছিল, সে সকল সমস্যার সব গুলিরই সমাধান হইয়াছে। যে সকল প্রজা বকেয়া খাজনা দিতে অসমর্থ মহাত্মাজী এইবার তাহাদের একটা তালিকা প্রস্তুত করিবেন। বর্ত্তমান বৎসরের খাজনা সম্বন্ধে কালেক্টর এক তালিকা অনুযায়ী যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছেন, বর্ত্তমানটির সম্বন্ধেও সেরূপ করিতে তাঁহার কোন অসুবিধা হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

বোরসাদ তালুকের গানা ও মণ্ডেশ্বর প্রভৃতি সকল গ্রাম হইতে খাজনা আদায় হইতেছে। শেষোক্ত গ্রাম দুইটাকে মহাত্মাজী খাজনা হইতে রেহাই দিতে বলিয়াছেন। কালেক্টর এই বিষয় বিবেচনা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বোরসাদে প্রায় ৪০ হাজার টাকা খাজনা আদায় হইতে বাকী। ইহার মধ্যে বাকী খাজনাও আছে। মহাত্মাজী দিল্লী চুক্তির সর্ত্ত পালনের যে চেষ্টা করিতেছেন, কালেক্টর তাহাতে সন্তুষ্ট।

রাস গ্রামে যে মাতাদার আইন অমান্য আন্দোলনে পদত্যাগ করিয়াছিলেন, সরকার তাঁহাকে পুনর্নিয়োগ না করিবার আদেশ দিয়াছেন। তাঁহাকে পুনরায় নিযুক্ত করিলে বাজেয়াপ্ত জমীর ক্রেতাগণ বিপন্ন হইবে বলিয়া আশঙ্কা করে। অন্যান্য গ্রামে পুরাতন সর্দ্দার দিগকেই পুনর্নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদিগকে স্থায়ীভাবে নিয়োগের আশ্বাস দিলেও মহাত্মাজী নাকি এই বিষয়ে বোম্বাই সরকারের সহিত আবার পত্র ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন। গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে যে সকল মামলা ছিল, সে সকল প্রায় সব এমন কি, হিংসামূলক কার্য্যের অভিযোগও স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীরা শান্তিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টির প্রত্যাশায় প্রত্যাহার করিয়াছেন।

ভারতবাসীদের প্রতি অত্যাচার

মিয়াংমিয়া এবং পিয়াপোন হইতে ভারতবাসীদের ঘরের গাদা জ্বালাইয়া দেওয়ার খবর আসিয়াছে। থিয়েটমিওতে প্রায় ৫০ জন বিদ্রোহী বন্দুকে সজ্জিত হইয়া আমানসিন্দর নিকটে একখানা গ্রামের ১২ খানা বাড়ী লুণ্ঠন করে। ৩রা জুলাই ৮৭ জন বিদ্রোহী প্রোমে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। হেনজাদা, প্রোম, পেগু এবং থারাবাড়ী হইতে এখনও ডাকাতির খবর আসিতেছে।

হাথোয়া ডাকাতির মামলা

ছাপরার দায়রা জজের এজলাসে হাথোয়া ডাকাতির মামলার রায় দেওয়া হইয়াছে। ১৩ জন আসামীর মধ্যে দুই জনকে খালাস দেওয়া হইয়াছে। অপর সকলকে ৫ হইতে ৭ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে ভীষণ দাঙ্গা

বোম্বাই সহরের কামাটিপুরা নামক পল্লীতে একদল হিন্দু ও একদল মুসলমানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে এক জন হিন্দু মারা গিয়াছে এবং ৪ জন লোক আহত হইয়াছে। গত ৫ই জুলাই কতিপয় হিন্দু ও মুসলমান খেলোয়াড়ের মধ্যে মতান্তর ঘটে ও দাঙ্গার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। বহু চেষ্টায় ব্যাপার থামাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ৬ই জুলাই রাত্রিতে উভয়দলে ঢিল ও বোতলের সাহায্যে লড়াই আরম্ভ করে। দাঙ্গায় ছোরাও চলিতে থাকে। পুলিশ উপদ্রুত স্থানে টহল দিয়া ফিরিতেছে। বর্ত্তমানে অবস্থা অনেক শান্ত।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

I had occasion to address the assembly composed of the teachers and the taught regarding the main aims and object of the Institution.

I was present on the opening day and had the good fortune to listen to the inaugural speech of His Divine Grace, the President of the Institution and this is the 2nd time I visited in its infant stage when I was pleased to observe the good demeanour of the teachers which is a living example for the students to follow and to find that they had by this short time been able to impress on the minds of the young learners the fundamental ethical and theistic principles on which it is based.

It is justly named after that great Prophet Thakur Bhakti-Vinode who appeared in this world in 1838 and was visible up to 1914. His whole life was devoted to weed out the field of devotion sadly adulterated by the Pseudo-Vaishnabs in the middle of the 19th century. He also established before the world the ideal life of a true devotee of the Supreme Lord. It is He who located the Holy Birth-Site of Sree Chaitanya Mahaprabhu at Sree Mayapur and it was His heart's desire that such education be spread all over the world from this centre like the old university of Nabadwip—the then Oxford of Bengal.

On the 21st April last while His Excellency, the Governor of Bengal was pleased to grant me an interview, I spoke to His Excellency about this Institution being started to impart true education to young boys on the basis of religion and morals to prevent them from going astray. The Hon'ble Minister of Education, Khaza Nizamuddin M. A., Bar at-Law, was also delighted to listen to the object of this Academy and expressed his sympathy for such a unique noble cause.

In fine, I fervently invoke the blessings of His Divine Grace for the success and welfare of this Institution.

Sri Mayapur
4th July 1931

Sd/ A. C. Banerjee
Bhaktisastri
President, Editorial
Board "Gaudiya",

অনুবাদ—পূজ্যপাদ প্রধান শিক্ষক স্বামী ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কর্তৃক আহূত হইয়া অদ্য আমি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষকবৃন্দের স্কুল পরিচালনা-সম্বন্ধে যে সভা হয়, সেই সভায় যোগদান করি এবং তাঁহার অনুরোধে শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দপরিবেষ্টিত সভায় ইন্‌ষ্টিটিউশনের প্রধান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার সুযোগ হইয়াছিল।

স্কুলের উদ্বোধন দিবসে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং পূজ্যপাদ প্রেসিডেণ্ট মহোদয়-প্রদত্ত প্রথম আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা শ্রবণ করিবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। অদ্য আমার এই স্কুল পরিদর্শনের দ্বিতীয় দিবস। আমি শিক্ষকবৃন্দের আদর্শ চরিত্র এবং ব্যবহার দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। তাঁহাদের চরিত্র বাস্তবিকই ছাত্রদের জীবন্ত আদর্শস্বরূপ। আরও আনন্দের বিষয় এই যে, তাঁহারা এই অল্পকাল মধ্যেই এই স্কুলের মূল উদ্দেশ্য [illegible] ঈশ্বরবিশ্বাস সম্বন্ধে কোমলমতি ছাত্রবৃন্দের চিত্তে রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আচার্য্যপ্রবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের নামানুসারে এই স্কুলের স্থাপন ঠিকই হইয়াছে। তিনি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহজগতে আবির্ভূত হইয়া ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রকট ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিকৃতবৈষ্ণবগণ কর্তৃক ভক্তিরাজ্য দূষিত এবং কণ্টকিত হইলে সেই কণ্টকগুচ্ছ সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ও [illegible] করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর [illegible] আবির্ভাবস্থানের প্রকাশক। ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তাৎকালিক শিক্ষাকেন্দ্র—বাঙ্গালার অক্সফোর্ড নবদ্বীপের ন্যায় এইস্থান হইতে শিক্ষা জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক।

গত ২১শে এপ্রিল তারিখে সম্মানিত [illegible] লাট বাহাদুর যখন আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন, সেই সময় আমি তাঁহাকে প্রসঙ্গক্রমে [illegible] ও নীতির [illegible] প্রতিষ্ঠিত এবং কোমলমতি বালকদিগকে বিপথ [illegible] রক্ষা করত শিক্ষাপ্রদানকারী এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের কথা বলিয়াছিলাম।

মাননীয় শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী সাহেব খাজা নিজামুদ্দিন এম্‌ এ, বার-এট্‌-ল মহোদয়ও এই শিক্ষামন্দিরের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং এই অতুলনীয় মহদুদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পরিশেষে আমি শ্রীভগবানের নিকট এই ইন্‌ষ্টিটিউশনের সাফল্য এবং মঙ্গল প্রার্থনা করি।

শ্রীমায়াপুর
৪-৭-৩১

স্বাঃ এ. সি ব্যানার্জি
ভক্তিশাস্ত্রী
প্রেসিডেণ্ট, এডিটোরিয়াল
বোর্ড 'গৌড়ীয়'

কনকের দ্বারা
মাধবের সেবা
(২)

যাঁহারা উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, সেই মায়াবাদী মুমুক্ষুগণ ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় দ্রব্যই মায়িক ও অসৎ বোধে কনকাদি ত্যাগের কপটতাযুক্ত। তাঁহার ফল্গুচেষ্টা প্রদর্শনমুখে নির্ব্বিশেষব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্তির অভিলাষী হইয়া ঘৃণ্য জড়ানন্দেরই প্রার্থী হন। স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুস্পর্শে কোন কোন ত্যাগীবরের (?) হস্ত নাকি স্বভাবতই বক্রাকার ধারণ করে কেহ বা 'যেই টাকা সেই মাটী'—এইরূপ জপ করেন, অতএব তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, ইত্যাকার বহুবিধ ফল্গুত্যাগ চেষ্টার কুনাটী মায়াহত জীবগণের ভ্রম উৎপাদন করিতেছে। জগৎ সংসারে কনকাশা ত্যাগী বলিয়া পরিচিত হওয়ার যে সুচতুর বাসনা, তাহাও যে জড়ভোগেচ্ছারই অন্য প্রকার পোষাকপরিহিত সজ্জা, স্থূল ভোগি-সমাজ তাহা জানে না বলিয়াই অভক্ত ত্যাগীকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করে। ধর্ম্মাকামী ভোগলুব্ধ কর্ম্মী এবং আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিলিপ্সু, শুষ্কজ্ঞাননিষ্ঠ ত্যাগবাদী, উভয়েই মনোধর্ম্মী; অচিৎ ধর্ম্মের অনুশীলন দ্বারা অধোক্ষজ অপ্রাকৃত সেবাবিজ্ঞানে পারঙ্গত হওয়া যায় না। অকিঞ্চন হরি গুরুবৈষ্ণবসেবানিপুণ শুদ্ধভক্ত ভিন্ন শ্রীরাধা-মদনমোহনের চিন্ময় ইন্দ্রিয়তোষণের অপূর্ব্ব সুকৌশলটী আর কেহই অবগত নহেন। তাই প্রাকৃত জগতের কামচিন্তামণিস্বরূপ ভোগপ্রদ কনকের সাহায্যে অধোক্ষজ কৃষ্ণ-চিন্তামণির সেবোপকরণসাধনের কথা,—মদনের মদনমোহন দ্বারা অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যবিগ্রহ অপ্রাকৃত কামদেবের কাম পূর্ত্তির কথা ভোগী বা ত্যাগী কখনমাত্র ধারণা করিতে পারেন না।

জড়কামনা-চক্রগত নানাদেবদেবী-পূজা-নিরত কর্ম্মী বলেন,—'অর্থ না থাকিলে কোন ব্রত হয় না।' ভোগিগণ জড়ভোগপ্রাপ্তির অনুকূল লৌকিক ধর্ম্মাচরণের নিমিত্তই কনক সংগ্রহকে প্রয়োজনীয় মুখ্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। প্রাকৃত জনগণের প্রত্যেক কার্য্যে লাভের চিন্তা, এমন কি সুদে আসলে বহু গুণে বর্দ্ধিত ফলফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে তাঁহারা বৃথা একটী পদক্ষেপও করেন না। তাই পুণ্য ফললাভেচ্ছু হইয়া তাঁহারা গঙ্গাসাগর বা পুষ্করাদি তীর্থে গমন করেন, পতিতাই অক্ষয় স্বর্গবাস কামনায় সাবিত্রী ব্রত ইত্যাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; তাঁহাদের ঐ সকল পুণ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত অর্থের বিশেষ আবশ্যক। আবার জগতে কালিকাদেবীর পূজায় আড়ম্বর করিয়া দেবীপ্রসাদ (?) মৎস্য মাংসাদির দ্বারা উদর-সর্ব্বস্ব কলিকালজনগণকে ভোজন করাইলে দেবীভক্ত ও সামাজিক বলিয়া খ্যাতি হয়, অতএব তাহাদের কর্ম্মিগণের ধনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

বাহ্যতঃ যাঁহাদিগকে ভক্তসজ্জায় সজ্জিত দেখা যায়, পঞ্চোপাসকগণের অন্যতম বিষ্ণু-আরাধক বিদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও উপর্য্যুক্ত কর্ম্মিগণেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত। তাঁহারাও নানা ইতর কামনাপ্রণোদিত হইয়াই বিষ্ণু-বিগ্রহ সমীপে ভোগরাগাদি প্রদানের অভিনয় করেন। 'কনকের দ্বারা মাধবের সেবা' এই অপূর্ব্ব বাক্যটীর মর্ম্ম গ্রহণে তাঁহারাও অসমর্থ। কৃষ্ণৈকশরণতাপূর্ণ অকিঞ্চন সেবাবৃত্তি বিদ্ধ বৈষ্ণবের মধ্যে নাই। "যদি পুত্রটী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বি এ' ডিগ্রী পায়, পেঁড়া সন্দেশাদি দিয়া ঠাকুরের নৈবেদ্য প্রস্তুত করিব" তাহাদেরও এই প্রকার কামকলুষিত চিত্তবৃত্তি দৃষ্ট হয়। অর্থাদি ব্যয় করিয়া ঐ প্রকার বিষ্ণুপূজনও জড়েন্দ্রিয়তোষণেরই নামান্তর মাত্র।

চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড সহ বৈকুণ্ঠ ও গোলোক-পুরের একমাত্র চিন্ময় নিত্যপতি শ্রীরাধা-মাধবের পাদপদ্মসেবায় এবং কৃষ্ণদাসগণের মনোহভীষ্ট কৈঙ্কর্য্যে যে কনক ব্যয়িত হয়, তাহা প্রাকৃত গুণসম্বলিত স্বর্ণ নহে। স্বর্ণ নামক জড় ধাতুবিশেষ প্রাকৃত বদ্ধজীবের প্রধান ভোগসহায়ক হইয়া তাহাকে নরকের দিকে চালিত করে; আর যে কনকসাহায্যে হরিসেবার যোগ্যতা হয়, সর্ব্বভোক্তা শ্রীমধুসূদনের পরমাশ্চর্য্য করুণা-রাশির অমল বার্ত্তা দিকে দিকে বিঘোষিত করিয়া ধরাবাসীর নিত্যমঙ্গল বিধান করে, সে কনক মাধবসম্বন্ধীয় বস্তু চিন্তামণিরূপ সাক্ষাৎ চিন্তামণি স্বরূপ।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা দিল্লী গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ হিন্দুস্থানের বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের কথা ইংরেজী, বাঙ্গালা ও হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় প্রচার করিতেছেন। তিনি আলমোরা, নৈনিতাল, রাণীখেত প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া সম্প্রতি সিমলাতে অবস্থান করিতেছেন।

গ্রন্থ পরিচয়

ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈকুণ্ঠসিদ্ধান্ত-রত্নমালায় কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমদ্ স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥৹ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵৹ আনা মাত্র

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵৹ আনা

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসঞ্চয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—গুরুসেবা—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। দাম মাত্র ভিক্ষা ॥৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমহাপ্রভুর একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকালে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার, ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৷১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত; নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

[illegible]

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কয়েকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। সাব্‌ডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, 'বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতায় বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

৬৭ ঘণ্টা ১৮ মিনিট সন্তরণ

গত ৩রা জুলাই শুক্রবার প্রাতে ৬টা ২১ মিনিটের সময় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু শ্রীমান প্রফুল্লকুমার ঘোষকে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের হেদুয়া পুষ্করিণীতে সন্তরণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। সেই দিন হইতে সমগ্র স্কোয়ারটি দিবা রাত্রি সর্ব্বদাই সহস্র সহস্র নরনারী প্রফুল্ল কুমারের সন্তরণ পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

বিশেষতঃ বৈকালে এত লোক সমাগম হইত যে, আর প্রবেশের স্থান পাওয়া যাইত না।

১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যকালে কেশব একাডমীতে বিদ্যাশিক্ষা করেন। ৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতৃহারা হন।

১৯২১ সাল হইতে তিনি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়া, ১০০ গজ ২০০ গজ, ৪৪০, ৮৮০, এক মাইল, ১১ মাইল, ১৮ মাইল, ২২ মাইল এবং ২৮ মাইল সন্তরণ করিয়া বহু পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ১৯২৮ সালে বোম্বাই ভিক্টোরিয়া সন্তরণ বিভাগের শিক্ষকতার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯২৯ সালে ২৮ ঘণ্টায় ২৭৮ বার হেদুয়া এপার ওপার হইয়াছিলেন। ১৯৩০ সালে ৬১ ঘণ্টা ১০ মিনিট সময় সন্তরণ করিয়াছিলেন। ১৯৩১ সালে ৬৭ ঘণ্টা ১৮ মিনিট সন্তরণ করিয়া গত শনিবার রাত্রি ১২টা ৪৫ মিনিট সময় ঘুমে কাতর হইয়া জলে ডুবিবার উপক্রম হয়, এবং সমস্ত শরীর জড়তাপ্রাপ্ত হয় এবং কঠিন অবসাদগ্রস্ত হইয়া অচেতনাবস্থা হইবার লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে জল হইতে তুলিয়া লওয়া হয়।

রাত্রে পাছে নিদ্রাভিভূত হইয়া জলে ডুবিয়া যায় সে জন্য রাত্রে ৩.৪ জন করিয়া লোকদা সঙ্গে থাকিতে হইত, মধ্যে মধ্যে বন্দুক, কামান পটকা প্রভৃতির জোর শব্দ করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিতে হইয়াছে। কলের গান, রেডিও গান প্রভৃতির সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

মৈমনসিংহ ট্রেণ ডাকাতি

গৌরীপুর ট্রেণ ডাকাতি সম্পর্কে আরও বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মেসের আলী, মনোহর দত্ত এবং সনাতন দে নামক তিনজন পিওন ঈশ্বরগঞ্জের মুন্সেফ ও তথাকার আদালতের কর্ম্মচারীবৃন্দের বেতনের টাকা নিয়া ঈশ্বরগঞ্জ যাইতে ছিল। তাহাদের নিকট যথাক্রমে ৫ টাকা ৭ আনা, ১,৯০ টাকা এবং ২৩৪ টাকা ১১ আনা ছিল।

৩৮নং ডাউন ট্রেণ গৌরীপুর ষ্টেশন পরিত্যাগ করিলে ৪জন যুবক উপরিউক্ত পিওনদের নিকট টাকা চাহে। যুবকদের হস্তে রিভলভার ছিল। একজন রিভলভার হস্তে দরজার নিকট দাড়াইয়া পাহারা দেয় ও অপরাপর যাত্রীগণকে নড়িতে নিষেধ করে। মেসেরআলী ও মনোহর তাহাদের টাকা দিয়া দেয় কিন্তু সনাতন টাকা দিতে অস্বীকার করে। অতঃপর যুবকগণ চলন্তট্রেন হইতে নামিয়া পলায়ন করে। সাথে সাথেই যাত্রিগণ বিপজ্জনক শিকল ধরিয়া টানে, কিন্তু উহাতে কোনই ফল হয় না। ঈশ্বরগঞ্জে ট্রেণ পৌছিলে পুলিশের জনৈক এসিষ্টাণ্ট সাব ইনস্পেক্টার ঘটনার তদন্ত আরম্ভ করেন।

এক্ষেত্রে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, কিছুকাল পূর্ব্বেও অনুরূপ এক ট্রেণ ডাকাতির সময় গাড়ীর শিকল ধরিয়া টানায় কোনই ফল হয় নাই।

এই ডাকাতিতে এখানে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ডাকাতদের এপর্য্যন্ত কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

মাদ্রাজে রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড

গুন্টুর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গুন্টাকুলের নিকটবর্ত্তী কোনাকুণ্ডালা গ্রামে পাঁচটি খুন হইয়াছে।

প্রকাশ যে, দুইটি বিরোধীদল গুন্টুর আদালত হইতে ফৌজদারী মোকদ্দমা করিয়া ফিরিতেছিল। পথে তাহাদের মারামারি হয়—ফলে, পাঁচজনের মৃত্যু ঘটে। যেখানে এই দুর্ঘটনা ঘটে সেখানে একজন লোক গলাকাটা অবস্থায় জ্বলন্ত পাগড়ী শুদ্ধ, অপর এক ব্যক্তি এবং বন্দুকের গুলীতে আহত তৃতীয় ব্যক্তিকে পাওয়া যায়। আহত লোকটিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই তাহার মৃত্যু ঘটে। ইহা ভিন্ন আরও দুইজন লোক মারা গিয়াছে।

লক্ষ্মীনারায়ণ রাও নামে জনৈক উকীলকে একটি গুলীর আঘাতে আহত অবস্থায় পাওয়া যায়। অন্যান্য বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

সৈনিক পুত্রের সমাধি স্থান পরিদর্শন

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় যে সকল নিগ্রো সৈনিক মারা গিয়াছিল, তাহাদিগকে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের নানা স্থানে সমাহিত করা হইয়াছে। এই সমস্ত সমাধিস্থান পরিদর্শনের অভিপ্রায়ে ৪০ জন নিগ্রো মহিলা প্যারিস আসিয়াছেন। অন্য ১২ জনকে লণ্ডনে প্রেরণ করা হইয়াছে। তথায় তাহাদিগকে ফ্রকটন সমাধিক্ষেত্র পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়া হইবে। তথা হইতে প্যারিসে ফিরিয়া আসিয়া এই সমস্ত নিগ্রো মহিলা যুদ্ধক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। প্যারিসে ইহাদিগকে অভ্যর্থনা করা হইবে।

মৈমনসিংহে স্ত্রী ও সন্তান হত্যা

মৈমনসিংহের নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে একটি লোককে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইয়াছে। এই লোকটী তাহার স্ত্রী ও দুইটী সন্তানকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে। অপরাধের কারণ এখন পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

মানহানিকর বিজ্ঞাপন মুদ্রণের জের

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত নামক জনৈক প্রেসের মালিক তাঁহার প্রেস হইতে কতকগুলি বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিয়াছিলেন। উক্ত বিজ্ঞাপনে সিরাজগঞ্জের কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ রায়ের নামে মানহানিকর বিষয় মুদ্রিত হইয়াছিল সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর বিগত নির্ব্বাচন সময়ে উক্ত বিজ্ঞাপন সমূহ প্রচারিত হয় শ্রীযুত দত্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এই অপরাধে ২ শত টাকার অর্থদণ্ড অনাদায়ে ৪ মাস বিনাশ্রম কারা দণ্ডে দণ্ডিত হন।

এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে পাবনার জেলা ও দায়রাজজ শ্রীযুত কে, সি চন্দ্রের আদালতে আপীল হইয়াছিল। জজ আপীল নামঞ্জুর করিয়া দণ্ডাদেশ বহাল রাখিয়াছেন।

উত্তর শান রাজ্যে প্রজাবিদ্রোহ

উত্তর শান রাজ্যে বিদ্রোহীদের উপস্থিতির কথা যে সত্য মাসিওর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কয়েকটিসূত্রে সে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পিন-ব নামক স্থানে তিনশত লোকের একটী সভা হয়, এইসব লোকদের নিকট প্রায় একশত বন্দুক ছিল। সভায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বক্তৃতা হয়।

গোবওয়ার একটী সংবাদে প্রকাশ একদল বিদ্রোহী সি-ব নামক স্থানে একটী পুলিশদলের উপর গুলী চালায়। গবর্ণমেণ্ট পক্ষের একজন লোক আহত হয়, বিদ্রোহীদের পক্ষে অনেক হতাহত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত গ্রামে দেড়শত র অধিক বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

চোরাই রূপা বাজেয়াপ্ত

পণ্ডিচেরী হইতে ৫ হাজার তোলারও অধিক পরিমাণ চোরাই রূপা আসিয়াছিল। ভেলিকুপ্পম, ভলাকুর এবং অন্যান্য স্থানে তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান

গত ৫ই জুলাই রাত্রে বোম্বাইয়ে এক জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ বলিয়াছেন "এই যুদ্ধ-বিরতি যদি স্থায়ী শান্তিতে পরিণত না হয় তবে তাহা কংগ্রেসের কোন চেষ্টার ত্রুটিতে হইবে না।"

অতঃপর তিনি বলেন "কংগ্রেস সন্ধির সর্ত্তগুলি পালন করিবার জন্য তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও সেইরূপ করিতে থাকিবে। লাঠির আঘাতে মাথা ভাঙ্গা কিম্বা কারারুদ্ধ হওয়া কংগ্রেস কর্ম্মীদের পক্ষে আনন্দদায়ক নহে। কিন্তু একদিকে এই সমস্ত, অন্য দিকে দাসত্ব—এই দুইয়ের মধ্যে একটী বাছিয়া লইবার সময় যখন হইবে তখন তাঁহাদের সম্মুখে আর অন্য পন্থা থাকিবে না। গবর্ণমেণ্ট যদি জোর করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া তোলেন তবে দেশবাসীকে সেজন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আগামী সংগ্রাম পরবর্ত্তী সংগ্রাম অপেক্ষা আরও ভীষণ হইবে।

অতঃপর বক্তা চম্পারণে মহাত্মা গান্ধীর কার্য্যাবলী বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, সে সময়ে তিনি যে কাজ করিয়াছিলেন তাহা কয়েক বৎসরের মধ্যে পূর্ণ ফলপ্রদ হইলেও চা-করার প্রকৃত প্রস্তাবে চম্পারণ পরিত্যাগ করিয়াছিল। সেইরূপ স্বরাজের সংক্রান্ত ও আপাত দৃষ্টিতে সাফল্যমণ্ডিত না হইতে পারে, কিন্তু অবিলম্বে যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দৈনিক—শ্রীগৌরাঙ্গ / নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রত্যেকবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১০৯তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে আষাঢ় শুক্রবার, ১৩৩৮, ১০ই জুলাই ১৯৩১

আলিপুরে দীনেশের ফাঁসী

ব্রহ্মবিচ্ছেদ-বিরোধী নেতা, বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ

জনসভায় পণ্ডিত জহরলাল

পাবনায় সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

শিউড়ী জেলে অনশন

.বোম্বাই মিলে ধর্ম্মঘট—

২৫ হাজার শ্রমিকের কর্ম্মত্যাগ

দেশীয় রাজ্যে সত্যাগ্রহ

ডাকাতের সঙ্গে বৃদ্ধের লড়াই

করাচীতে বিস্ফোরণ

নানা কথা

আলীপুর জেলে দীনেশের ফাঁসী

গত ৭ই জুলাই প্রত্যুষে ৪টার সময় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কর্ণেল সিমসনের হত্যা মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত দীনেশচন্দ্র গুপ্তের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টি কারাপ্রাঙ্গণের মধ্যেই হিন্দু প্রথানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

দীনেশচন্দ্র ঢাকা জিলার টঙ্গীবাড়ী থানার যশোলং গ্রামের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুপ্তের তৃতীয় পুত্র। তাঁহার বয়স ২০ বৎসর হইয়াছিল। গত জুলাই মাসে তিনি ঢাকা কলেজের বি, এ চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় পড়াশুনা ত্যাগ করেন।

তাহার পর গত ৮ই ডিসেম্বর বাঙ্গালার কারা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল এন, জি, সিমসনের হত্যার অব্যবহিত পরেই তাঁহাকে কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিংএ গ্রেপ্তার করা হয়। গুলীর আঘাতে গলদেশে আহত হওয়ার ফলে তাঁহাকে অজ্ঞান অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে পাঠান হয়। হাসপাতালের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভের পর তাঁহাকে হাজতে পাঠান হয়।

ফাঁসীর দিবস সহরের পথের মোড়ে২ পুলিসের অতিরিক্ত ব্যবস্থা দেখা যায়। আলিপুর, ভবানীপুর এবং বড়বাজারে সশস্ত্র পুলিশ এবং সার্জ্জেণ্ট মোতায়েন করা হয়। সকালবেলা প্রত্যুষে ফাঁসীর সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে সহরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে ও বড়বাজার, কলেজ ষ্ট্রীট, বহুবাজার, ভবানীপুর ও সহরের অন্যান্য অঞ্চলের দোকান পাট বন্ধ হইয়া যায়। জনসাধারণ শান্তিপূর্ণ হরতাল করেন।

ঠিক সংবাদ জানিবার জন্য কারাগারের দ্বারে প্রাতঃকালেই বিরাট জনসমাবেশ হয়, কিন্তু পুলিস তাহাদের বিতাড়িত করে। এতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল যে, প্রাতে আলিপুর রোডের দিকে ট্রাম ও বাস চলিতে দেওয়া হয় নাই।

সোমবার দিন প্রাতঃকালে দীনেশচন্দ্রের পিতা মাতা যখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন দীনেশ তাঁহার মানসিক ধৈর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। সেই বিদায় দৃশ্য বড়ই মর্ম্মন্তুদ, বৃদ্ধা জননী আসন্ন পুত্রবিচ্ছেদসম্ভাবনায় অবিশ্রান্ত ভাবে অশ্রুপাত করিতেছিলেন এবং পুত্র শান্ত,সংযত ভাবে মাতাকে সান্ত্বনা দিবার বৃথাচেষ্টা করিতেছিল। দীনেশচন্দ্রের পিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার কোন কথা বলিবার আছে কি না। দীনেশচন্দ্র তাহাতে বলেন, তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তেই তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট যাইতেছেন। তাঁহার এই একটিমাত্র বাসনা অপূর্ণ রহিয়া যাইল যে, তিনি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে মাতৃভূমিকে সম্পূর্ণ স্বাধীন দেখিয়া যাইতে পারিলেন না

ব্রহ্মবিচ্ছেদ-বিরোধী নেতা বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ

ব্রহ্ম দেশীয় স্বরাজ দলের পরিচালক মিঃ আরওয়াড়ি ইউ, পিউ এবং জি, সি, বি এর সভাপতি মিঃ ইউ, সিউ গত শুক্রবার কলিকাতায় আগমন করিয়া কারমাইকেল কলেজ হাসপাতালে ভিক্ষু উত্তমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও বড়লাটের সহিত আলাপ সম্পর্কে তাঁহার সহিত আলোচনা করেন। প্রকাশ, ইহারা গোল টেবিল বৈঠকে বিচ্ছেদ বিরোধী দল হইতে উপযুক্ত সংখ্যায় প্রতিনিধি প্রেরণ জন্য বড়লাটকে অনুরোধ করেন। ইহারা প্রথমে ৫জন প্রতিনিধির কথা বলেন, পরে ৪জন প্রতিনিধি প্রেরিত হইলেই সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন বড়লাট এ বিষয়টি সদয়ভাবে বিবেচনা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সমাগত নেতৃদ্বয় ভিক্ষু উত্তমকে তাঁহাদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশে যাইতে অনুরোধ করেন কিন্তু অসুস্থতার জন্য তিনি অনুরোধে সম্মত হন নাই। গত রবিবার প্রাতে মিঃ পিউ এবং মিঃ সিউ স্বদেশে যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিসম্বুদ্ধ এম্, এস্, এল্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ   ২৪ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৫শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১০ জুলাই ইং ১৯৩১ শুক্রবার   ১০৯তম সংখ্যা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে

বক্তৃতা

বিষয়—স্বাস্থ্য ও অর্থ

গত ১৯শে আষাঢ় ৪ঠা জুলাই শনিবার অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় শ্রীধাম মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বন্দনানন্তর শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পাদপদ্ম-কৃপায় 'স্বাস্থ্য ও অর্থ' বিষয়ে যে শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

অদ্যকার সভায় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু বল্‌বার যোগ্যতা আমার নাই। তবে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এবং বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকবর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি গুরুবর্গের আদেশ মস্তকে ধারণ ক'রে, শ্রীগুরুপাদপদ্মকৃপা সম্বল নিয়ে কিছু বল্‌বার চেষ্টা করব।

'স্বাস্থ্য ও অর্থ'সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃগণ যা' ব'ল্‌লেন, জাগতিক বিচারে তা খুবই ঠিক অর্থাৎ জগতে থাক্‌তে হ'লে স্বাস্থ্য ও অর্থ দু'য়েরই আবশ্যকতা আছে। জাগতিক প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দুইটী বিষয়ের দ্বারা যে আরও কিছু অধিক প্রয়োজন সম্পাদিত হ'তে পারে, সেই বিষয়েই আমি কিছু বল্‌তে ইচ্ছা করি।

প্রথমতঃ স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে প্রকৃত অর্থ কি, তাই জানা দরকার। 'স্বাস্থ্য' কথাটী বল্‌লেই আমরা মনে করি যে, দেহের স্বাস্থ্য অর্থাৎ বেশ সবল-সুস্থভাবে জীবিত থাকা। কিন্তু বাস্তবিক ক'রে আমরা কি দৈহিক স্বাস্থ্য লাভ ক'রে নিত্যকাল বেঁচে থাক্‌তে পারি অথবা যতদিন বাঁচব, ততদিন বেশ সুস্থভাবে অবস্থান কর্‌তে পারি? তা পারি না, কারণ "শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্" এ শরীরটী ব্যাধির আগার। আমাদের বদ্ধাবস্থার ফলে মায়াদেবীর প্রদত্ত ত্রিতাপ যন্ত্রণার অন্যতম আধ্যাত্মিক তাপ আমরা ভোগ কর্‌তে বাধ্য অর্থাৎ যতদিন বাঁচব, আধ্যাত্মিক তাপের যন্ত্রণা দৈহিক রোগ ও মানসিক শোকাদি ভোগ না ক'রে পারব না। তা ছাড়া এ দেহ নিত্য এক ভাবে থাকে না। শাস্ত্রমতে দেহের স্বভাবে ছয়টী অবস্থা বর্ত্তমান—"জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, পরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতীতি ষড়্‌ভাব বিকারঃ" অর্থাৎ—দেহের জন্ম হয়, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্‌বুদের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু জগতে কিছুকাল এর অস্তিত্ব থাকে, আবার ইহা এক ভাবে অবস্থান করে না, ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি এবং একটী একটী পরিণামপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ শিশু থেকে বালক, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য প্রভৃতিতে পরিণতি লাভ করে। তৎপরে 'অপক্ষয়', যেমন ক্রমভাবে বর্দ্ধিত হ'য়েছিল, সেইরূপ ভাবেই শক্তি প্রভৃতির হ্রাস হ'তে থাকে, পরিশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখন হাজার হাজার চিকিৎসক এসে, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় ক'রে, এমন কি দুনিয়ার যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও এদেহের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে সমর্থ হয় না। সেই জন্য 'স্বাস্থ্য' কথাটী দেহের জন্য প্রয়োগ করা যায় না। তবে তাহার একটী গূঢ় অর্থ আছে, আমরা সে বিষয়ের অনুসন্ধান করি না। বড় বড় পণ্ডিতও শাস্ত্রের কাঙ্গাল, কিন্তু 'স্বাস্থ্য'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ টা তলিয়ে বুঝ্‌বার চেষ্টা করেন না। স্বস্থ + স্বার্থে ষ্ণ্য ক'রে স্বাস্থ্য-পদ নিষ্পন্ন হ'য়েছে। স্বস্থের ভাবকে 'স্বাস্থ্য' বলে। 'স্ব' অর্থাৎ আত্মা, স্থ অর্থাৎ অবস্থিতি। আত্মায় স্থিত হ'তে পারলেই স্বাস্থ্য লাভ করা যায়। যাঁহারা আত্মজ্ঞ, আত্মারাম, তাঁহারই স্বাস্থ্যবান্।

দ্বিতীয়তঃ, 'অর্থ' শব্দে কি বুঝায়? আমরা অর্থ বললেই 'টাকা' বুঝি, কিন্তু শাস্ত্রে ব'লেছেন—

> সদ্দ্বরত্নাকরা ভূমি ধানানি পশবস্ত্রিয়ঃ।
> অর্থস্তু কার্য্যযোগিত্বাৎ অর্থ ইত্যভিধীয়তে॥

সদ্দ্বরত্নাকরা ভূমি, ধান্য, (গৃহপালিত) পশু স্ত্রী (পুত্রাদি আত্মীয়স্বজন) প্রভৃতিও অর্থের কার্য্যযোগী ব'লে এ সমস্তকেই অর্থ বা প্রয়োজনীয় বস্তু বলে। যে বস্তু আমাদের স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক, তাহাই অর্থ। জাগতিক বিচারে অর্থের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, সংসারী লোকের নানাপ্রকার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য বহু অর্থের দরকার। তজ্জন্য অনেক ক্লেশও স্বীকার করতে হয়। কিন্তু অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার তাতে হয় না। টাকা-কড়ি খরচ ক'রে খেয়ে দেয়ে যদি মরেই গেলাম, তবে আর তাতে অর্থের কি সার্থকতা হল?

অর্থ দুইপ্রকার—এক জাগতিক অর্থ, আর এক পরমার্থ। জাগতিক বা লৌকিক অর্থ—অনিত্য, তা থাকে না, বহু ক্লেশ স্বীকার ক'রে প্রাণঢালা পরিশ্রমের ফলে যে অর্থ সংগ্রহ করলাম, তা একমুহূর্ত্তে চোর-ডাকা'তে নিয়ে যেতে পারে, আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে কিম্বা অকস্মাৎ ভূমিকম্প হ'য়ে অর্থ নিজ আধার-সহ পৃথিবীর অতল গর্ভে প্রবেশ কর্‌তে পারে। কিন্তু পরমার্থ কেউ কেড়ে নিতে পারে না। তাহা নিত্য, তার একটুকু সঞ্চয় কর্‌তে পারলেও অনন্তকাল ধরে তা অক্ষয়, অব্যয়ভাবে অবস্থান করে, কিছুতেই নষ্ট হয় না। কারণ স্বয়ং শ্রীহরি এর রক্ষক। জাগতিক অর্থ খরচ কর্‌লে ফুরিয়ে যায়, আর পরমার্থ যতই খরচ করুন না কেন, ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

জাগতিক অর্থে পঞ্চদশ প্রকার অনর্থ আছে। ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর চরিত্র আলোচনা করলে আমরা এবিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারি।

পূর্ব্বকালে অবন্তীনগরীতে একজন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি বাণিজ্যাদি দ্বারা কিছু ধন সঞ্চয় করেছিলেন, কিন্তু জ্ঞাতি বা অতিথিগণের অর্থের দ্বারা কোন রূপ সেবা করা দূরের কথা, মিষ্টবাক্যেও তাদের সৎকার করতেন না। এজন্য তাঁর গৃহে কেউ যাতায়াত করত না, তিনি একাই যক্ষের ন্যায় ধন আগলে বসে থাক্‌তেন। এই রকমে ধর্ম্মার্থকামবিহীন সেই ব্রাহ্মণের কৃপণতার জন্য পঞ্চযজ্ঞভাগী দেবতারা পর্য্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনাদর করায় পুণ্যভ্রষ্ট সেই ব্রাহ্মণের অর্থ সকলও নষ্ট হয়ে গেল। কতক জ্ঞাতিগণ, কিছু দস্যুতস্করাদিতে, কিছু অগ্নিদাহে, কিছু অন্য লোকে, কতকটা রাজা গ্রহণ করায় তিনি একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়্‌লেন। তখন সেই

ধনহীন ব্রাহ্মণের পরম দুঃখ ও নৈরাশ্যফলে নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়ায় তিনি বল্‌তে লাগলেন,—আমি এতদিন ধর্ম্মার্থকামাদি কোন কিছুই সাধন না ক'রে বৃথা অর্থের জন্য প্রয়াস কর্‌লাম। কিন্তু ধনে সুখ পেলাম না। কদর্য্য লোকের ধনসম্পত্তি প্রায়ই সুখের নিমিত্ত হয় না, তাদের ইহলোকে প্রায় অনুতাপ এবং পরলোকে নরক লাভ হ'য়ে থাকে। যেমন সামান্য মাত্র কুষ্ঠ পরম রূপবানেরও রূপ নষ্ট ক'রে ফেলে, তেমনি ধনলোভে যশস্বীদিগেরও যশ এবং গুণবানের গুণ বিনষ্ট হয়ে যায়। অর্থ সর্ব্বদাই কষ্টদায়ক, তার সাধন ও বর্দ্ধনে আয়াস, রক্ষণে চিন্তা, ব্যয় ও উপভোগে ত্রাস এবং নাশে ভ্রম হ'য়ে থাকে। আর চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, বিস্ময়, মত্ততা, ভেদ, শত্রুতা, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, দ্যূত ও মদ্য এই পঞ্চদশ প্রকার অনর্থ অর্থের মধ্যে আছে, সুতরাং শ্রেয়স্কামী ব্যক্তি দূর হ'তে এই অনর্থরূপ অর্থকে পরিত্যাগ করবেন। ধনের জন্য ভ্রাতৃভেদ হয়। স্ত্রী, পুত্র, পিতা, বান্ধব সকলের সঙ্গেই অপ্রীতি হয় এবং অতিপ্রিয় লোকও শত্রু হয়ে উঠে। ধন থাক্‌তে যে ব্যক্তি দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত, জ্ঞাতি, বন্ধু এবং আত্মাকে বিভাগ ক'রে না দিয়ে যক্ষবিত্ত অবলম্বন করে, সে অধঃপতিত হয়। এতকাল ব্যর্থ অর্থচিন্তায় প্রমত্ত হ'য়ে আমার অর্থ, বয়স, বল সবই গেল, এখন বৃদ্ধকালে আমি কি করি? বিদ্বান্ ব্যক্তিও অর্থের চিন্তায় নানা ক্লেশ ভোগ করে। অতএব-

নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ।
যেন নীতো দশামেতাং নির্ব্বেদশ্চাত্মনো প্লবঃ॥

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আজ সর্ব্বদেবময় শ্রীহরি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যেহেতু আমার সংসার উত্তরণের উপায়স্বরূপ এই নির্ব্বেদ উপস্থিত হ'য়েছে, এটী শ্রীভগবৎকৃপা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এইরূপে ঐ ব্রাহ্মণ অনর্থরূপ অর্থের পরিণাম দর্শন ক'রে কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবৎপাদপদ্মসেবায় আত্মনিয়োগ ক'রেছিলেন। (ক্রমশঃ)

[illegible]

মাধবের সেবা

(৩)

হরিভক্তগণ নিখিল বিষয়সমূহের দ্বারা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনপদ্ধতি জানেন বলিয়াই তাঁহারা জীবন্মুক্ত। ব্রহ্মাণ্ডের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত উত্তম ভক্তের মহিমা কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে কহিতেছেন,—"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা। নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥" কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধযুক্ত শুদ্ধভক্তদাস ব্যতীত কেহই কনকাদি বিষয়ের যথার্থ সদ্ব্যবহার জানেন না। সেই জন্যই গৌরপার্ষদশ্রেষ্ঠ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥" —এই শ্লোকের অবতারণা দ্বারা বস্তুত্যাগ চেষ্টার নিরর্থকতা ব্যক্ত করিয়াছেন। অহৈতুক দয়াময় গোস্বামিবরের সিদ্ধান্তমর্ম্ম আরও সুবিস্তৃত করিয়া ভ্রান্ত জগদ্বাসীর হিতসাধনকল্পে করুণার্দ্র চিত্ত জগদাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অতি সহজ ভাষায় অপ্রাকৃত সুরে গাহিলেন,—'শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল। 'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥" শ্রীহরিসেবায় আনুকূল্যকারী বিষয়সমূহ প্রাপঞ্চিকবোধে বর্জ্জন করা যে অজ্ঞজনের ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াও জড়-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহেরই কুবাসনা, তাহা শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্মপরাগলব্ধ ভাগ্যবান্ জন ভিন্ন ভোগী বা ত্যাগীকুল বুঝিতে পারে না। "তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব। আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ সহিত, বিষয়সমূহ সকলই মাধব॥" প্রাকৃত মনোধর্ম্মীসঙ্ঘের প্রচারিত অসন্তোষ তমিস্রাবৃত যবনিকা ভেদ করিয়া উপরিউক্ত পরম বাস্তব সনাতন বাণী-সূর্য্যের অমল আভা ভূলোকে গোলোকের সম্পৎ-শোভা বিস্তার করিতেছে। মহাবদান্য গৌরপ্রেষ্ঠ আচার্য্যবরের করুণাবিগলিত এই শ্রীমুখবাণী, ভুক্তি মুক্তি-পিশাচীর মনোহর রূপমুগ্ধ জীববৃন্দকে মায়াগর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়া পরম সেব্য অপ্রাকৃত কামদেবের কামতর্পণ-চেষ্টায় নিযুক্ত করিতেছে। নিখিল জগতের যাবতীয় বস্তু দ্বারা নিরন্তর হরিসেবা করাই যে শুদ্ধজীবস্বরূপের একমাত্র কৃত্য, তাহাই যে অর্থদ্বারে পরমার্থ সেবন, এই অলৌকিক সত্যবাণী প্রোজ্ঝিতকৈতব ভাগবতধর্ম্মের মুক্ততম আচারবান্ প্রচারক আচার্য্যদেব ভিন্ন কে জানাইতে পারিত? অনর্থের কুহক-বিপণি অর্থ যে ভোগের চরম লক্ষ্য ভোগবতী স্বর্গ বা লোকের বিপুল প্রলোভন ত্যাগ করিয়া আত্মারাম মুনিগণেরও অলভ্য কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা-সৌরভে সুরভিত পরমার্থের অতুলসম্ভারে সুশোভিত হইতে পারে, ইহা যিনি বাস্তব দৃষ্টান্তের দ্বারা মুক্ত কণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেছেন, সেই পরমোদার মহাপুরুষের অপূর্ব্ব করুণালোক আমাদের অন্ধকার চিত্তগুহাতে উদ্ভাসিত হউন। তদীয় পাদপদ্মসুধাসিক্ত ভক্তগণের শ্রীচরণেই আমরা কনকের ব্যবহার সম্বন্ধে সুশিক্ষা পাইতে পারিব, অপরের নিকট নহে।

কলিযুগে ধ্যান অসম্ভব

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি, এল)

আমাদের অনেকেরই ধারণা—ধ্যানই শ্রেষ্ঠ সাধন; কারণ উহাতেই প্রকৃত তৃপ্তা সাধিত হইয়া থাকে, প্রাণায়ামের ধ্যান-ধারণাদি দ্বারাই চিত্ত স্থির হইয়া থাকে। আমাদের চিত্তবৃত্তি বড়ই চঞ্চল। চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করা বা স্থির করা বড়ই কঠিন। আমাদের বিশ্বাস, বায়ুর ন্যায় চঞ্চল চিত্তবৃত্তিকে দমন করিতে হইলে নির্জ্জনে ধ্যান দ্বারাই বিক্ষিপ্ত চিত্তকে প্রত্যাহৃত করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। অতএব ধ্যানই শ্রেষ্ঠ সাধন। বর্ত্তমান কাল—কলি অর্থাৎ বিবাদ বা তর্কের যুগ। এখন শ্রৌতপথের পরিবর্ত্তে তর্কপথেরই অধিক আদর। তাই প্রত্যেক কথাতেই আমরা যুক্তিতর্কের আবাহন করিয়া থাকি। 'কলিযুগে ধ্যান অসম্ভব' এই কথাটী সহজে আমরা গলাধঃকরণ করিতে প্রস্তুত হই না, যুক্তি-তর্কের দ্বারা ইহার মীমাংসার আবাহন করিতে থাকি।

সাত্বত শাস্ত্র কিন্তু বলিতেছেন যে, কলিকালে ধ্যানের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। লোকের চিত্তবৃত্তি সদাই বিক্ষিপ্ত সুতরাং এখন বিষ্ণুর ধ্যান করিতে গিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণপর বিষয়ে আমরা অভ্যস্ত হওয়ায় ধ্যানের প্রারম্ভে বিষয়ই আমাদের ধ্যানের গোচরীভূত বস্তু হইয়া পড়ে। কাজেই অধোক্ষজ ধ্যানের সম্ভাবনা অতি অল্প। ধ্যান-প্রণালী আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই আমাদের বিচার করা আবশ্যক যে, কে ধ্যান করিতেছেন, কাহার ধ্যান করিতেছেন এবং সেই ধ্যানই বা কি? আমরা মনোধর্ম্মী জীব, মনোধর্ম্মই আমাদের প্রবল। আমাদের মন যখন বিষয়কার্য্যে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে সাময়িক বিশ্রাম দিবার যে চেষ্টা বা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা, তাহাই মনোধর্ম্মী সম্প্রদায়ের 'ধ্যান' বলিয়া কথিত। যেখানে ধ্যাতা ও ধ্যেয়ের নিত্যত্ব নাই, সেখানে ধ্যানটিও অনিত্য উপায়বিশেষ, উহা নিত্য উপেয় নহে। ঐরূপ সাময়িক নশ্বর ধ্যানধারায় কোন লাভ হয় না।

ধ্যানধারণাদি দ্বারা চিত্তের পরিশ্রান্ত ভাবের ক্ষণিক লাঘব ঘটিলেও তন্মুহূর্ত্তেই চঞ্চলস্বভাব মন ধ্যানীকে নানাপ্রকার বিষয়সাগরে মগ্ন করায়। ধ্যেয় বস্তুর স্থিরতা রাখিতে না দিয়া ধ্যান প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন নূতন ধ্যেয় বস্তু গ্রহণ করে ও পুরাতন ধ্যেয় বস্তুকে ভাঙ্গিয়া দেয়। ধ্যানী নিজের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারায় সে জানিতে পারে না যে, বঞ্চক মনের পাল্লায় পড়িয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মনকে বশীভূত করিতে গিয়া, মনের প্রভু সাজিতে গিয়া, ধ্যানী মনের বশ বা দাস হইয়া পড়ে। বিষয়ের ধ্যানকেই সে 'ধ্যান' বলিয়া মনে করে এবং বিষয়গুলিই তাহার ধ্যেয়—এইরূপ আত্মবঞ্চনামূলক প্রতীতি আসিয়া উপস্থিত হয়। ধ্যানধারণাদি আরোহবাদের চেষ্টায় পরমার্থ দুর্লভ, তাহাতে মনুষ্যজীবনের অতি মূল্যবান্ সময় নষ্ট হয় মাত্র। যে ধ্যানে ধ্যাতা ও ধ্যেয়ের নিত্যত্ব নাই, সেইরূপ শুষ্ক চিত্তের তত্ত্বাবধান কখনও আদৃত হইতে পারে না।

ধ্যানের দ্বারা বাহিরের বেগ বা চাঞ্চল্য রোধ হইলেও অন্তরের বেগ অর্থাৎ মানসিক চাঞ্চল্য বন্ধ হয় না। আরোহবাদী ধ্যানী অজিত ভগবানকে নিজ বুদ্ধে পুরুষকার দ্বারা জয় করিবার বৃথা চেষ্টা দেখাইয়া ভগবচ্চরণে অপরাধী এবং ব্যাকুল হইয়া পড়েন। অনবিজ্ঞ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ নিজ চেষ্টায় ভগবানকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না। অন্ধকার রাত্রিতে নিজ চেষ্টায় সূর্য্যদর্শন করিবার চেষ্টার ন্যায় ভগবানকে দর্শন করিবার ঐরূপ চেষ্টা একবারে নিষ্ফল হইয়া থাকে। তাঁহার তুষরাশিতে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া তণ্ডুল পাইবার আশার বৃথা ক্লেশ স্বীকার করেন মাত্র। কলিযুগে হরিকীর্ত্তন যেমন একাধারে উপায় এবং উপেয় উভয়ই, ধ্যান কিন্তু সেরূপ নহে। ধ্যান অধিকারী ও অনধিকারী বিচার করে, তাই ধ্যান সকল অবস্থায় সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না।

ধ্যেয় বস্তু বাস্তবসত্য বস্তু হওয়া আবশ্যক, ধ্যানের বাস্তব নিত্যসত্তা থাকা আবশ্যক এবং ধ্যানক্রিয়াও নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় অপ্রতিহতভাবে বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। নতুবা প্রকৃত ধ্যান হয় না। বর্ত্তমানকালে বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিতে কলিকলুষপূর্ণ হৃদয়ে ধ্যেয় বস্তু সর্ব্বদা বিরূপ পরিবর্ত্তন করিতেছে। যে সকল বিষয় আমরা জড়েন্দ্রিয় দ্বারা দেখি, তাহাই আমরা ধ্যান করি। আমাদের জড়েন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়গুলিই আমাদের ধ্যেয় বস্তু হয়, নিত্য বাস্তব অধোক্ষজ বস্তু আমাদের ধ্যানের গোচরীভূত হন না। সত্যযুগে বাস্তব অধোক্ষজ ধ্যানের গোচরীভূত হইতেন, কিন্তু বর্ত্তমান বিবাদযুগে সত্য অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে, সুতরাং সত্যের সাধনপ্রণালী কলিযুগের বিক্ষিপ্তচিত্তের পক্ষে কার্য্যকরী হয় না; বিক্ষিপ্ত মনের দ্বারা প্রাকৃত ধ্যেয় বস্তুর ধ্যান হইয়া যায়। আমরা কর্ম্মমার্গের পথিকস্বরূপে যে সকল বিষয় ধ্যান করি, তাহা ধ্যান করিলে আমাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তিই বাড়িয়া যাইবে। কলিকালে আমাদের যোগ্যতার নিপাত, নির্জ্জন অবিক্ষিপ্ত চিত্তের অভাবনিবন্ধন ধ্যান সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারাংশ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত মূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২।০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১।০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষ্যভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি [illegible] উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই মাত্র [illegible] ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১।০ টাকা মাত্র

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণমঙ্গলদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক— ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৹ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার স্থানাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, বর্ণাশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—তত্ত্বপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্লোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৷৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

বৈদিক প্রদীপ-প্রকাশ

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৶১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৶০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিব[illegible] গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিব[illegible] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এব[illegible] গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদি পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST

OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ব[illegible] ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হ[illegible] নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ [illegible] টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

জনসভায় পণ্ডিত জহরলাল

বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটীর যে সভা হইবে, তাহাতে যোগদান করিতে যাইবার পূর্ব্বে কোন গ্রামের এক জনসভায় বক্তৃতাকালে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বলেন—কবে আমাদের আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইবে, কবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই। তিনি ইতিমধ্যে কৃষকদিগকে তাহাদের সংগঠন শক্তিবৃদ্ধি করিতে বলেন, পণ্ডিতজী আরও বলেন যে, অত্যাচারের সম্মুখে জনসাধারণ যে নির্ভীক হইতে শিখিয়াছে, গত আন্দোলনই তাহার প্রমাণ এবং গবর্ণমেণ্ট বিব্রত হইয়া শান্তির কথাবার্ত্তা কহিবার জন্ত আপোষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি প্রজাদের অহিংস হইবার উপদেশ দিয়া বলেন যে, স্বরাজ বা 'পঞ্চায়তীরাজ' প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাদের ও অভাব দূর করা হইবে।

ডাকাতের সঙ্গে বৃদ্ধের লড়াই

ডিব্রুগড় হইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী নাগাখুলি নামক স্থানের জনৈক মাড়বারী দোকানদারের বাড়ীতে ডাকাতি হইবার উপক্রম হইয়াছিল ঘটনার দিন মধ্যরাত্রিতে ১৮ জন লোক দা ও লাঠি লইয়া ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করে কিন্তু অশীতিপর বৃদ্ধ গৃহস্বামী তাহাদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন দুর্ব্বৃত্তেরা তাঁহাকে কয়েক বার দা'র কোপ মারে বৃদ্ধের বর্ষীয়সী কন্যাও আসিয়া পিতাকে সাহায্য করে সেও দা'র আঘাতে গুরুতররূপে জখম হয় ঘটনার দিন রাত্রিতে একজন অতিথি আসিয়া ঐ বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল সেই ব্যক্তিও ডাকাতদের সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তি করিবার চেষ্টা করিলে দুর্বৃত্তরা তাহার অঙ্গেও কয়েকস্থানে প্রচণ্ড কোপ মারে পরিশেষে ডাকাতেরা ভীত হইয়া কিছু না লইয়াই মোটরে আরোহণ করিয়া পলায়ন করে।

বগুড়া জেলা কংগ্রেসে গোলযোগ

গত ৫ই জুলাই শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বসুর সভা নেতৃত্বে বগুড়া কংগ্রেস কমিটীর বাৎসরিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে, প্রবেশের জন্য টিকিট প্রথা প্রচলন করা হইয়াছিল। ইহা সত্বেও আনুমানিক পাঁচশত বাজে লোক কংগ্রেস সভায় যোগদান করিয়াছিল। কলিকাতা হইতে এই উপলক্ষে ডাক্তার দাশগুপ্ত তথায় গমন করিয়াছিলেন খাঁটী কংগ্রেস সভাগণ ব্যতীত যাহারা সভায় যোগদান করিয়াছিল তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল সভার কার্য্য পণ্ড করা। এই উদ্দেশ্যে তাহারা এক স্থগিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করে। প্রতিপক্ষের ভোটে উহা বাতিল হইয়া যায় এবং সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে সভা শেষ হয়।

শিউড়ী জেলে অনশন

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বিচারাধীন আসামী অম্বিকা বাবু যিনি বর্ত্তমানে চিকিৎসার জন্য শিউড়ী জেলে আছেন। গত ২৮শে জুন হইতে সকালে ৬টা, বেলা ১২টা ও বৈকালে ৬টায় দৈনিক এই তিনবার করিয়া তাঁহার পাত্রবস্ত্র তল্লাস করা হয় বলিয়া প্রতিবাদ-স্বরূপ তিনি প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন।

আয়েষায় ও অপরাপর অস্ত্র তাঁহার কক্ষের প্রাঙ্গণে রহস্যপূর্ণভাবে আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া জেল কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ হওয়ায় এই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ তল্লাসের ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

অম্বিকা বাবু যক্ষ্মা রোগে ভগ্নস্বাস্থ্য দিনের পর দিন প্রায়োপবেশনের ফলে মারাত্মক ভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন।

খারাপ খাদ্য দেওয়ায় ও চিঠি পত্র কলিকাতার গোয়েন্দাদের তদারকের ফলে তাঁহার নিকট পৌঁছায় না বলিয়া প্রতিবাদস্বরূপ অম্বিকাবাবু প্রায় এক মাস পূর্ব্বে একদিনের জন্য প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

দেশীয় রাজ্যে সত্যাগ্রহ

ভারতীয় রাজ্য ও সত্যাগ্রহী শীর্ষক প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধী "... জীবন" পত্রে লিখিয়াছেন, সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে যে আপোষ হইয়াছে; ভারতীয় রাজ্য সম্বন্ধে তাহা প্রযোজ্য নহে। ভারতীয় রাজ্যে আইন অমান্য আন্দোলন চালান হয় নাই। ইচ্ছা করিলেও সরকার বর্ত্তমান আপোষের সর্ত্তে ভারতীয় রাজ্যগুলিকে বাধ্য করিতে পারিতেন না। আপোষের সর্ত্তে দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজারা ও শাসকগণ কেহই বাধ্য নন, কাহাকেও উহার নীতিতে বাধ্য করা যাইবে না। প্রজারা সত্যাগ্রহ চালাইতে ও আইন অমান্য করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা যদি অযথা ভাবে সত্যাগ্রহ করিয়া তাঁহাদের শক্তি ক্ষয় করেন, তাহা হইলে স্বরাজ বিলম্বিত হইবে।

মহাত্মাজী প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতীয় রাজ্যের প্রজারা যদি আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকেন এবং তাঁহারা গঠন কার্য্যে মনোযোগ দেন, তাহা হইলে উদ্দেশ্যটা সহজেই সিদ্ধ হইবে। বৃটিশ ভারত যখন স্বরাজ লাভ করিবে, তখন ভারতীয় রাজ্যের অনেক সমস্যার সমাধান আপনা-আপনিই হইয়া যাইবে।

করাচীতে বিস্ফোরণ

সিন্ধু ক্লাবের ষ্টুয়ার্ড মিঃ এ, স্কুচার তাঁহার স্ত্রী ও বন্ধু সেন্ট্রাল হোটেলের ম্যানেজারের সহিত শনিবার রাত্রিতে ভিক্টোরিয়া রোডে বেড়াইতেছিলেন। এমন সময় পশ্চাৎদিক হইতে এক ব্যক্তি সাইকেলে আসিয়া কি একটা জিনিষ তাঁহাদের উপর নিক্ষেপ করে। জিনিষটা খুব শব্দ করিয়া ফাটিয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ আহত হয় নাই। কিন্তু তাঁহারা ধাক্কা সামলাইয়া উঠিবার পূর্ব্বে সাইকেল-আরোহী অন্তর্হিত হয়। জিনিষটা পটকা বলিয়া মনে হয়। বিস্ফোরণটা সিন্ধুর কমিশনারের অফিসের সম্মুখে ঘটে। রাস্তার অপর পার্শ্বে য়ুনিয়ন জ্যাক ক্লাব। ক্লাবের বাটী সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। ক্লাবটি সৈন্যদের উপকারার্থে।

বোম্বাই মিলে ধর্ম্মঘট
২৫ হাজার শ্রমিকের কর্ম্মত্যাগ

বোম্বাইয়ের ওয়াদেলার মিলের ২৫ হাজার শ্রমিক বেতন বৃদ্ধি দাবী করে। পরে তাহারা কাজ করিতে অসম্মত করে ও মিল ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া যায়। ফলে ৬ই জুলাই ঐ মিল একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

পেডী হত্যার মামলা

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডীর হত্যার মামলার দিন গত ২রা জুলাই তারিখে ধার্য্য ছিল। জ্যোতিঃজীবন ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। রামশঙ্কর চক্রবর্ত্তী ও বিবেকানন্দ বসু—এই ৪ জন আসামীকে ঐদিন বিচারক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে সময় প্রার্থনা করিয়া বলেন যে, পুলিশ এখনও তদন্ত শেষ করিতে পারে নাই।

আগামী ১৬ই জুলাই পর্য্যন্ত এই মামলা পুনরায় মুলতুবী রহিল।

রেঙ্গুনে বিদ্রোহী নিহত

ব্রহ্মের বিদ্রোহের যে বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ গত শনিবারে বিদ্রোহীদিগের সহিত শান রাজ্যে সরকারী ফৌজের যে সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে তাহাতে ১৫০জন বিদ্রোহীর মধ্যে ৪০ জন নিহত হইয়াছে। বিদ্রোহীদের ২১টি বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রও হস্তগত হইয়াছে।

বেলুচি বাহিনী জেনজাদা জিলার ইয়েন ষ্টেশনের ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত বিদ্রোহীদের একটা শিবির আক্রমণ করিলে বিদ্রোহীরা দেশী কামানের সাহায্যে গোলা বর্ষণ করিতে থাকে।

বেলুচি বাহিনীর আর একটী দল গভীর জঙ্গলের মধ্যে বিদ্রোহীদের আর ১টি দলকে আক্রমণ করে। এইদলের ১৫ জন বিদ্রোহীর প্রতি তখনই গুলী বর্ষণ করা হয়।

উক্ত উভয় সংগ্রামে বিদ্রোহী দলে যে কতজন হতাহত হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই, তবে সরকারপক্ষে কেহ হতাহত হয় নাই।

পারাবড়ি জিলার সশস্ত্র বিদ্রোহীরা অলঙ্কারাদি লুট করিয়াছে এক স্থানে পুত্র সহ এক ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। উহারা পরে পিতাকে হত্যা করিয়াছে, কিন্তু তাহার পুত্রকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

ইনসিন জিলায় সশস্ত্র ডাকাতেরা ২টি স্থানে ডাকাতি করিয়াছে। একটি স্থানে তাহারা গৃহস্বামিনীকে হত্যা করিয়াছে।

প্রোমে গত সপ্তাহে আরও ২০৯ জন বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

ব্রহ্মের গভর্ণর ও টাঙ্গোয়া অঞ্চলের কমিশনার গত ৫ই জুলাই প্রোম যাত্রা করিয়াছেন। ৬ই সকালে তিনি থাই-য়েটমাইও পঁহুছেন।

পাবনায় সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত

গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ের বাৎসরিক সভার নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশ-চন্দ্র দাসগুপ্ত ৫ই জুলাই প্রাতে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে পাবনায় আগমন করিলে পর তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা করা হয়।

কংগ্রেস কার্য্যালয় প্রাঙ্গণে জিলা কংগ্রেস কমিটী এবং পাবনা নারীসত্যাগ্রহ কমিটী শ্রীযুত দাসগুপ্তকে অভিনন্দন প্রদান করেন। অভিনন্দনপত্র খদ্দরে মুদ্রিত ছিল এবং সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

শ্রীযুত দাসগুপ্ত উভয় অভিনন্দনের উত্তর যুক্তভাবে প্রদান করেন এবং সভায় সকলকে চরকা ও খদ্দর ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়া বলেন চরকা ও খদ্দর ভিন্ন স্বরাজ লাভ অসম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে তিনি কংগ্রেস কমিটীর বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ করিয়া সকল কংগ্রেসকে প্রাণিযুক্ত করার জন্ম সকলকে অনুরোধ করেন। তিনি ইহাও বলেন যে, কেবল মাত্র সত্যের ভিত্তির উপর আমাদের বর্ত্তমান সংগ্রাম জয়যুক্ত হইতে পারে।

Reg No C.1544

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তি স্বতন্ত্র
[illegible]

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৮৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২।৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ [illegible]-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬] সম্পাদক—শ্রীজতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১০তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে আষাঢ় শনিবার, ১৩৩৮, ১১ই জুলাই ১৯৩১

বর্ম্মা সমস্যায় মহাত্মাজী

নবাবের হারেমে ৯টী অপহৃতা যুবতী আবিষ্কার

ডাকাত ও পুলিশে লড়াই

বড় লাটের কথায় আপত্তি

মহিলা সভায় মালব্যজী

মহাত্মাজী কর্ত্তৃক বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাব

বোম্বাই যুব সঙ্ঘ

আমেদাবাদ জনসভায় মালব্যজী

শান্তিসর্ত্ত পালনে গান্ধীজী

নানা কথা

বর্ম্মা সমস্যায় মহাত্মাজী

বর্ম্মার ভারতীয়দের প্রতিনিধি-মণ্ডলীর শ্রীযুক্ত এস, এন. হাজী, আদ্ম, গোপাল আয়েঙ্গার ও ডাঃ আর, কি ভুশন—যাঁহারা বার্ম্মার বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে বড়প্রতি রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহারা গত ৭ই মহাত্মা গান্ধীর বাসভবনে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা বার্ম্মার বর্ত্তমান অবস্থা, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ হইতে বার্ম্মার বিচ্ছেদ সংক্রান্ত ব্যাপার সম্পর্কে আলোচনা করেন।

নবাবের হারেমে ৯টী অপহৃতা যুবতী আবিষ্কার

নবাব নাসিরজঙ্গ বাহাদুর নামক হায়দ্রাবাদের একজন বিখ্যাত সম্রান্ত ব্যক্তি ও জায়গীরদারের প্রাসাদের মধ্যে পুলিস ৯টী অপহৃতা যুবতীর সন্ধান পাইয়াছে। যুবতীদের মধ্যে ৮ জন মুসলমান এবং এক জন হিন্দু। এই ব্যাপার অবলম্বনে হায়দ্রাবাদের জনসাধারণের মধ্যে যুগপৎ ক্ষোভ ও আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। এই যুবতীদিগকে কিছু [illegible] খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে-

প্রকাশ, পুলিশ ৮ জন নারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই সকল নারী অপহরণের জন্য দায়ী। এই ব্যাপার অবলম্বনে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

ডাকাত ও পুলিসে লড়াই

লাহোর লাংখিয়ানা নামক স্থানে ডাকাত ও পুলিসদের মধ্যে লড়াই হইয়া গিয়াছে এবং সেই সংঘর্ষের মধ্যে উভয় পক্ষই গুলী চালাইয়াছিল। প্রকাশ, একদল ডাকাত উক্ত গ্রামে হানা দিতে যাইতেছে শুনিয়া মোঘার ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একদল পুলিস লইয়া তথায় যান এবং যে স্থানে ডাকাতগণ লুকাইয়াছিল, তাহা ঘিরিয়া ফেলেন। প্রায় ৪ ঘণ্টা ধরিয়া উভয় পক্ষের গুলী-বর্ষণ চলিয়াছিল।

লড়াইয়ের ফলে সুন্দর নামক একজন ডাকাতের মৃত্যু হয়। দুইটি হত্যাকাণ্ড এবং ১৫টি ডাকাতী সম্পর্কে পুলিস তাহার খোঁজ করিতেছিল। তাহার সঙ্গিগণ কয়েকটি দুনলা বন্দুক ও ১৮টা অব্যবহৃত কার্ত্তুজ ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করে।

বড় লাটের কথায় আপত্তি

পার্লামেণ্ট মহাসভার রক্ষণশীল দলের সদস্য মিঃ ব্র্যাকেন এই মর্ম্মের এক প্রস্তাবের নোটীশ দিয়াছেন যে, রাজপ্রতিনিধি লর্ড উইলিংডনের ২৮শে জুনের বক্তৃতা নিন্দনীয়। মিঃ ব্র্যাকেন এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, অবিলম্বে শাসন সংস্কারের ব্যবস্থায় ভারত সরকারের অনেক কাজ কমিয়া যাইবে বুঝিয়া তিনি আশা করেন, লর্ড উইলিংডনের এইরূপ কথায় দুর্ব্বলতা ও পরাজয়ের ভাব সূচিত হয়। তাহাতে ভারত সরকারের কর্ত্তৃত্ব নিশ্চয় ক্ষুন্ন হইবে।

শান্তিসর্ত্ত পালনে গান্ধীজী

মহাত্মাজীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাইয়ের নিকট গান্ধীজী লণ্ডনে কোথায় থাকিবেন, এই প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে, [illegible] কিছুই স্থির করা হয় নাই। তিনি আরও বলেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি মিস্ মুরিয়েল লেষ্টারের নিকট তাহার বাড়ীতে একটু থাকিবার স্থান হইবে কিনা, এইজন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আর কিছুই স্থির করা হয় নাই। মহাত্মা গান্ধী বড় লাটের নিকট শান্তি সর্ত্ত সম্পূর্ণরূপে পালিত হইতেছে কিনা, তাহা বিচার করিবার জন্য সালিশী বোর্ডের প্রার্থনা করিয়া শেষ ঘোষণা প্রেরণ করিয়াছেন—এইরূপ যে সংবাদ রটিয়াছিল, মিঃ দেশাই তাহা অস্বীকার করেন। কিন্তু তিনি ইহা বলেন যে, মহাত্মা গান্ধী শান্তি সর্ত্ত সংক্রান্ত সকল ব্যাপারই ওয়ার্কিং কমিটীর নিকট উপস্থাপিত করিয়া ইহার বিচার [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রাচীন

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

যাহা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম "আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা"।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয়। আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ ঝালকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, চাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিয়া) লন্স ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্টেটঃ ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় রোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইণ্ট ৷৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

ধাতুর দোষ ও বায়ুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, বহুমূত্র, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি সকল দোষ নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপুংসকারাতি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অতুলনীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, কেশবজী
নং ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে মিস্ত্রী পাঠাইবার জন্য জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মবহুধাবোধিনী কৃষ্ণকান্তিসম্বোধিনী জীবকল্যাণীর বাণী—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ভাণ্ডারের কৌস্তুভমণি—সমস্ত অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমুদ্র।

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম্, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ } ২৫ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৬শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১১ জুলাই ইং ১৯৩১ শনিবার ১১০তম সংখ্যা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে

বক্তৃতা

বিষয়—স্বাস্থ্য ও অর্থ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০৯তম সংখ্যার পর)

পাঁচ বৎসরের বালক প্রহ্লাদ তাঁ'র সহপাঠীদিগের নিকট যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই কথাগুলি শিক্ষার্থিমাত্রেরই শোনা দরকার। তা'হলে তাঁরাও প্রহ্লাদের আদর্শে জীবন গঠন কর্‌তে পার্‌বেন। অর্থসম্বন্ধে তাঁর বাণী এই (ভাঃ ৭।৬।১০)—

কোঽর্থতৃষ্ণাং বিসৃজেৎ প্রাণেভ্যোঽপি
য ঈপ্সিতঃ।
যং ক্রীণাত্যসুভিঃ প্রেষ্ঠৈস্তস্করঃ
সেবকো বণিক্॥

যে অর্থ প্রাণাপেক্ষাও অভীষ্টতর, সেই অর্থের তৃষ্ণা কোন্ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ত্যাগ কর্‌তে সমর্থ হয়। তস্কর, সেবক এবং বণিক্—ইহারা নিজের প্রিয়তম প্রাণকে বিপন্ন ক'রেও অর্থোপার্জ্জনের জন্য যত্ন করে।

পুনরায় বল্‌ছেন,—

রায়ঃ কলত্রং পশবঃ সুতাদয়ো
গৃহা মহী কুঞ্জরকোষভূতয়ঃ।
সর্ব্বেঽর্থকামাঃ ক্ষণভঙ্গুরায়ুষঃ
কুর্ব্বন্তি মর্ত্ত্যস্য কিয়ৎ প্রিয়ং চলাঃ॥

অর্থ, ভার্য্যা, গবাদি পশু, পুত্রাদি, গৃহ, ভূমি, হস্তী, ধনাগার, ঐশ্বর্য্য, অর্থ, কাম এবং মানুষের পরমায়ু—সমস্তই অত্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর; সুতরাং ঐ সকল অস্থায়ী বস্তু মানুষের কি প্রিয়কার্য্য কর্‌তে পারে? বিশেষতঃ তাঁ'র দুর্ল্লভ মনুষ্যত্বই অনিত্য।

সেইজন্যই প্রহ্লাদ অসুরবালকগণকে ব'লেছিলেন,—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্
ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মনুষ্য জন্ম লাভ ক'রে সুখার্থ অন্য প্রয়াস পরিত্যাগ ক'রে কৌমার বয়সেই ভাগবতধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্‌বেন। কারণ, সংসারে মনুষ্যজন্ম অতি দুর্ল্লভ, তাতে আবার অনিত্য; কিন্তু অর্থদ অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী হ'লেও তার দ্বারা অর্থ লাভ করতে পারা যায়। কি 'অর্থ'? মনুষ্যজীবনের চরম ও পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম, এই অর্থ সাধনের জন্যই মানুষজন্ম।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, অর্থ দুই প্রকার অর্থ ও পরমার্থ। যাঁরা পরমার্থ সাধন করেন, তাঁদের আর অর্থ সাধন করতে হয় না। পরমার্থের মধ্যে অর্থটাও রয়েছে। পরমার্থ—পরম অর্থ অর্থাৎ যেমন টাকা, আর অর্থ—একটা পয়সা। অবশ্য টাকা ও পয়সার পরিমাণ অনুপাতে যে কেবল পরমার্থের শ্রেষ্ঠতা, তা নয়, তদপেক্ষা অনেক গুণে—অনন্ত অসংখ্য গুণে পরমার্থ অর্থের চেয়ে বড়। তবে জাগতিক ভাব প্রবণ আমরা জাগতিক দৃষ্টান্ত না হ'লে গ্রহণ করতে পারি না ব'লে টাকা-পয়সার উদাহরণ দেওয়া গেল। পরমার্থ লাভ হলে যে তার অর্থটাও পাওয়া হয়ে যায়, তার জলন্ত দৃষ্টান্ত ধ্রুব মহারাজ। তিনি যখন শ্রীহরির আরাধনা ক'রে ভগবৎ-পাদপদ্ম দর্শন পেলেন, তখন ভগবান্ ধ্রুবকে বর চাইতে বল্‌লেন। ধ্রুব তার উত্তরে কি বল্‌লেন,—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নম্
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

ধ্রুব বল্‌লেন,—আমি স্থানাভিলাষী হয়ে আপনার আরাধনায় নিযুক্ত ছিলাম, বড় বড় মুনিগণ এবং দেবতাগণের নিকটেও যে আপনি গূঢ়ভাবে অবস্থান করেন, আমি সেই আপনাকেই লাভ করেছি, সুতরাং কৃতার্থ হয়েছি। সামান্য কাচ অন্বেষণ করতে গিয়ে দিব্য রত্ন (অপ্রাকৃত চিন্তামণি) আপনাকে পেয়েছি, আর কিছুই আমার প্রার্থনা নাই। যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরাও এই ধ্রুবকে অনুসরণ ক'রে থাকেন অর্থাৎ সামান্য অর্থের কাঙ্গাল না হয়ে পরমার্থ সাধনের জন্য চেষ্টা করেন।

আমরা যতটা অর্থের জন্য পরিশ্রম করি, আমাদের দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের মহামূল্য সময় ব্যয় করি, ততটা অর্থচেষ্টায় আমাদের কি প্রয়োজন? অর্থী ও পরমার্থীর মধ্যে ভেদ এই যে, অর্থী যে কদিন বাঁচবে, তদনুসারী নিজ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চেষ্টা না ক'রে সারা জীবন 'অর্থ' 'অর্থ' করে কেবল অনর্থই বৃদ্ধি করে; কিন্তু পরমার্থীর বুদ্ধি হচ্ছে—

যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥

তাঁরা নিজেদের দেহরক্ষার জন্য যেটুকু অর্থের দরকার হয়, ততটুকু অর্থ সংগ্রহ ক'রে অবশিষ্ট সময় পরমার্থলাভে যত্ন করেন, ভোগীর ন্যায় অধিক সংগ্রহে যত্ন করতে গিয়ে দুর্ল্লভ সময়ের অপব্যবহারও করেন না, আর মুমুক্ষুর ন্যায় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে শুকিয়েও মরেন না, তাঁরা যুক্তবৈরাগী।

অর্থের দ্বারা আমরা দুইপ্রকার বস্তু সাধন কর্‌তে পারি। এক হচ্ছে—অনর্থ, আর একটা—পরমার্থ. অর্থ যখন আমাদের নিজভোগে নিযুক্ত করি, তখনই তা' অনর্থ বৃদ্ধি করে, কিন্তু সেই অর্থ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণে নিযুক্ত কর্‌লে তা'র দ্বারাই পরমার্থ লাভ করা যায়। তাই মহাজন বল্‌লেন,—

ভোগের কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।

অর্থ দিয়ে ভগবৎসেবা ক'রে আমরা ভগবানের কোন একটা বস্তুর অভাব মিটিয়ে দিতে পারি না। তাঁর ত কোন বস্তুরই অভাব নাই, তিনি যে নিজলাভপূর্ণ. তবে আমরা তাঁর সেবা কর্‌লে তিনি তাঁ'র বিনিময়ে তাঁকেই বিলিয়ে দেন। কিন্তু তার মধ্যে একটা কথা আছে। ধনীদের দাম্ভিকতার সহিত লক্ষ লক্ষ মুদ্রার দ্বারা ভগবৎসেবাভিনয়েও ভগবানের কিছুমাত্র প্রীতি বিধান কর্‌তে পারে না। কিন্তু দীনের ভক্তিমখান একটা কপর্দ্দক, কেবল একটা কপর্দ্দক কেন, অতিতুচ্ছ বস্তু একগণ্ডূষ জল আর একটা তুলসী মঞ্জরী দ্বারাও ভগবানকে আকর্ষণ ক'রে আন্‌তে পারে।

গীতার "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং" শ্লোকও এস্থলে আলোচ্য।

শিবাবতার আচার্য্য শঙ্কর তাঁর মোহমুদ্গরের মধ্যে অর্থের অনর্থত্বই বর্ণন ক'রেছেন এবং অর্থের অনিত্যতা চিন্তা ক'রে দুর্ল্লভ সাধন করতেই উপদেশ দিয়েছেন। যথা—

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ
সর্বত্রৈষা বিহিতা রীতিঃ॥
তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে
পরিহর চিন্তাং নশ্বর-বিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥

অর্থকে নিত্য 'অনর্থকর' ব'লেই চিন্তা কর, তাতে বাস্তবিক সুখের লেশমাত্রও নাই। ধনবান্‌দিগের পুত্র থেকেও ভয় আছে, সর্বত্রই এই প্রকার রীতি দেখতে পাওয়া যায়।

সর্বদা মনোমধ্যে তত্ত্ববস্তুর (অদ্বয়-জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের) চিন্তা কর, আর ক্ষণ-ভঙ্গুর অর্থের চিন্তা পরিত্যাগ কর। এই সংসারে ক্ষণকাল মাত্র সাধুসঙ্গ ভবসাগর-পারের নৌকাস্বরূপ হ'য়ে থাকে অর্থাৎ কেবল সাধুসঙ্গফলেই এই দুস্পার ভবজলধি উত্তীর্ণ হওয়া যায়; কিন্তু অর্থের দ্বারায় কিছু লাভ হয় না।

শঙ্করাচার্য্য আবার বল্লেন,—

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্ত-
স্তাবন্নিজপরিবার-রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে
বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥

যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ বিত্তোপার্জ্জনে সমর্থ হয়, ততদিন তার নিজ পরিবারবর্গ তাকে ভালবাসে, তার পরে যখন বার্দ্ধক্যে দেহ জর্জ্জরিত হয়, তখন আর কেউ বড় একটা কথাও জিজ্ঞাসা করে না।

সুতরাং উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, স্বাস্থ্য ও অর্থ এই দুইটী যদি আত্মার সেবায় নিযুক্ত হয় তাহলেই মঙ্গল, নতুবা বৃথা দেহের পোষণ ক'রে শৃগাল কুকুরের খাদ্যের যোগাড় ক'রে দেওয়া হয় মাত্র।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর এই শ্লোকটি আলোচনা করা কর্ত্তব্য,—

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ।
কিমর্থং কস্য বা হেতোর্দ্দেহং পুষ্ণাতি পামরঃ॥

জ্ঞান দ্বারা বিধৌতচিত্ত ব্যক্তি আত্মাকে জানতে পারলে যখন সমস্তই লাভ করতে পারেন, তখন তা' না ক'রে পামরগণ কি কারণেই বা কেবল দেহপুষ্টির জন্য যত্ন করে?

"পোষাকী নারদ"

('শ্রীঅ'-লিখিত)

(১)

বর্ষণমুখর আষাঢ়ের এই বাদ্‌লা সাঁঝে বহু পুরাতন একটা গল্প বার বার মনের কোণে উঁকি দিচ্ছে। হয়ত এই ছোট গল্প আমার মত অলস কাহো কাহো, স্নিগ্ধ সজল আষাঢ়ের দীর্ঘ-বেলার একটু অংশ অধিকার করিয়া কিঞ্চিৎ প্রীতিদায়ক হইতে পারে; এই আশায় বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সে অনেকদিনের কথা, এখনকার মত তখন থিয়েটার বায়স্কোপের ছড়াছড়ি ছিল না। বড় বড় যাত্রার দলই তখন সব দেশে সমাদর পাইত। দুর্গোৎসব, বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদিতে ধনীরা যাত্রার দল বাড়ীতে আনিয়া আমোদের ব্যবস্থা করিতেন।

কনকপুর একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের মল্লিকেরা বিশেষ বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি। মল্লিক বাড়ীর বৃদ্ধ কর্ত্তা মহাশয়ের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইলে উপযুক্ত চারি পুত্র বিশেষ ঘটা করিয়া দানসাগর শ্রাদ্ধ করিলেন। ভূরি ভোজনে তৃপ্ত হইয়া সমাজের ব্রাহ্মণেরা 'সাধু সাধু' বাদে মল্লিকদের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গ্রামস্থ ছেলেরা শুধু আহারে তৃপ্ত নয়, তাহারা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থার জন্য জেদ ধরিল। ছেলেদের আগ্রহে ও দেশের নাম করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ যাত্রার দলকে আনাইলেন, চুক্তি হইল তিন রাত্রির অভিনয়ে ৩০০৲ টাকা ও একখানি কাশ্মীরী শাল। উৎসাহী ছেলের দলে আনন্দের রোল পড়িল, সকলেই যাত্রার সাজ দেখিতে ব্যস্ত। একটু বড় ছেলেরা দশাননের দশ মুণ্ড, বিশ হাত কিরূপে হইল, তার গবেষণা করে। তার চেয়ে ছোটর দল হনুমানের লেজ ও নিন্দুকের পাকা দাড়ি কি করিয়া হইল, চোখ ডাগর করিয়া তাই ভাবে। কেউ রাণীমার জরির সাজ, কেউ বা রাজামশায়ের বাবরি চুলের তারিফ করে, কোন ছোট ছেলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া 'সং' গুলির হাব ভাব দেখে। অভিনয় দেখার চেয়ে 'সাজ' দেখিতেই তা'দের বেশী লোভ। গ্রামের বৃদ্ধদের মুখে আবার পোষাকের চেয়ে অভিনয়েরই বেশী প্রশংসা। সমস্তটা দিন তাহারাও রাত্রি আগমনের আকুল অপেক্ষায় কাটায়।

উৎসবের দিন শীঘ্রই ফুরায়; অনেক পুরস্কার লইয়া 'ঘোষেদের দল' গ্রাম হইতে চলিয়া গিয়াছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের মুখেই ঐ যাত্রার' কথা। তখন পৌষমাস কনকনে শীতের কুয়াসাঘেরা সন্ধ্যাবেলায় দত্তদের বৈঠকখানা-গৃহ পল্লীর বৃদ্ধদের হাসি-গল্পে বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। কেহ বা র‍্যাপার গায়ে, কেহবা শাল জড়াইয়া গল্পের নেশায় মস্‌গুল। নানা কথার মধ্যে ঘোষ-দলের অদ্ভুত কৃতিত্বের কথা উঠিল।

একজন বলিলেন—"ভাই যাই বল, আমার কিন্তু নারদকে সব চেয়ে মনে ধরেছে। কি গানই যে ক'রেছিল, যেন সুধাবৃষ্টি, কাণে যেন লেগে রয়েছে। কীর্ত্তন করতে করতে ভাবে গদ্গদ হ'য়ে যে কেঁদেছিল, তা' কি দেখনি? নারদের বীণায় কি মিষ্টি সুর! কথক ঠাকুরের ব্যাখ্যায় যে নারদের বীণা বাজানোর কথা শুনেছিলাম, এতদিনে তা' সত্যি দেখে ধন্য হ'য়েছি।" একণে যাহার যেটা ভাল লাগিয়াছিল, সে সেইটীর ব্যাখ্যা করিয়া আবার উপভোগ করিতেছে। এমন সময় হঠাৎ দত্তদের একটী ছোট ছেলে ঘরের কোণ হইতে "কচিগলা'য় বলিয়া উঠিল—"ও জেঠামশায়, নারদ শুধুই বীণা বাজায় না, আমি দুপুরবেলা তা'দের ঘরে গিয়ে দেখেছি, পোষাক খুলে, হাতের বীণা রেখে আবার তামাকও খায়।" সরল ছেলেটীর কথা শুনিয়া চারিদিকে হাসির একটা তরল স্রোত বহিয়া গেল। ছোট্ট ছেলে, কাজেই সে ত অপ্রস্তুত; আবার ছেলেটি বলিতে লাগিল—"বলুন না জেঠামশায়, অমন সুন্দর গান ফেলে, অমন বীণা বাজানো ছেড়ে নারদ আবার তামাক খাচ্ছিল কেন?" ছেলেটির বাবাও ঐ দলেই ছিলেন, তিনি বলিলেন, "ওরে বোকা ছেলে, ওকি সত্যিকারের সেই নারদ নাকি, যে সবসময়ই ভগবানের গুণ গান করে? ওযে যাত্রার দলের "পোষাকী নারদ," যখন দরকার, তখন সেজে আসরে আসে।"

ক্রমে রাত্রি বেশী হইয়া উঠিল, ঝিল্লীরব-মুখরিত নীরব গ্রাম্যপথ দিয়া যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গেল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ ছেলেটীর উপর নিদ্রাদেবীর কৃপাপরশ সঞ্চারিত না হইয়াছিল, সে ভাবিতেছিল, তাইত "সে যে পোষাকী নারদ।" এখন গল্পের কথা ছাড়িয়া আমাদের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের কিছু মজাদার কথা বলিব।

এই সুজলা সুফলা বাংলার সরস হাওয়ার গুণে, দেশবাসীর ভাবুকের(?) প্রাণ বড়ই সরস?; ইহাতে আর সংশয়ই বা কি? কেননা, ফুলের সাজে সজ্জিত ভাগবতপাঠক গোস্বামী (?) মহোদয়ের নাগর ছাঁদের দিব্য বেশভূষা, তাদের নাকি বৃন্দাবিপিনচন্দ্র নবীন মদনের অপ্রাকৃত রূপমাধুরীই ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করাইয়া দেয়। তাই দেখি,—পল্লীর কোনও গৃহের যখন বৃন্দাবনতুল্য (?) ভাগ্যোদয় হয়, অর্থাৎ অভিন্ন বৃন্দাবন-রসশেখর (?) গোঁসাইটাদের শুভ পদার্পণে যখন গৃহবাসীর আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না—তখন চারিদিকে একটা কোলাহল পড়িয়া যায়। সকলেরই মুখে শুনি—"একি যে সে বংশ, প্রভু যে সাক্ষাৎ অদ্বৈত-বংশ, শান্তিপুরে প্রভুর নিবাস, কি ভাগবত ব্যাখ্যা, যেন মধু ঝরে, বচনের কি বিজুলী ভাই, রাধারাণীরই মিঠে বুলি!" এ-প্রকার পতিতপাবন গোস্বামীবংশের (?) প্রাবল্যসংবাদই বা কি কম? বাড়ীর বড়, ছোট, মাঝারী সব রকমের পাত্রগুলি পর্য্যন্ত ভরি করিয়া আবার আশেপাশের বাড়ী হইতে কাঁসের কেন ঘড়াইবার ঘটিবাটী পর্য্যন্ত চাহিয়া আনিতে হয়। একবার আমাদের বাড়ীর একটী নূতন বউ, গোঁসাইয়ের কোন বাড়ীর ছোট মেয়েটী কথা কহিতে আসিয়াছিল, তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"এত চরণজল কি হবে ঠাকুরঝি? এ'দিকে যে লোক দুরে মরার মত হয়ে যায়!" বাড়ীর ঝিয়েরা ঘরের মেয়ে, জানিত না কিছু, তাই এমনটা বলিয়াছিল। তখন সেই মেয়েটি ঠিক যেন বাঁধিয়ে উত্তর দিয়েছিল,—"তোমরা ত মেয়ে, চরণ-জলের মহিমে কি জানবে ছাই? বেশ, বাড়ী-বাড়ী না বিলুলে যে 'জীবে দয়া' হয় না; গোঁসাই ঠাকুরের পেন্নামী আর 'চন্নামেত্ত' না বিলুলে যা বলেছেন আত্মার নাকি কৃপণ ব'লে নিন্দেও হয়। গোঁসাই মহোদয়ের চরণামৃতের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমাদের হয়ত একটু চক্ষু ফুটিল; এখন দেখা যাক, সাক্ষাৎ আচার্য্যসন্তানের (?) "ধনরক্ষক" ভাগবত ব্যাখ্যাশ্রবণে পাষাণ অন্তঃকরণ গলে কিনা?

অনবসর-উৎসব

গত ২৫ পুরুষোত্তম ২৮শে আষাঢ় শনিবার প্রাতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়-বিগ্রহ শ্রীমঠস্থ ভক্তগণ এবং অন্যান্য বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে 'অনবসর' উপলক্ষে বিভূষিত বিপ্রলম্ভ ক্ষেত্র শ্রীআলালনাথে শুভ বিজয় করিয়াছেন।

আলালনাথের সেবকগণ এবং তথাকার বহু ভক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লইবার জন্য পূর্ব্বাহ্ণেই শ্রীপুরুষোত্তম মঠে উপস্থিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। উপরিউক্ত দিবস বেলা প্রায় ১১ ঘটিকার সময় শ্রীমন্মহা-প্রভুর বিজয়বিগ্রহ সগণে শ্রীআলালনাথে পৌঁছিয়াছেন। তথায় গত শনিবার হইতে দিবসত্রয়ব্যাপী অনবসর মহামহোৎসব হইতেছে। এতদুপলক্ষে কীর্ত্তন ও যাত্রা-মহোৎসবাদি বিবিধ অনুষ্ঠান হইতেছে।

শ্রীল প্রভুপাদ

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত বুধবার ইংরেজী ৬ জুলাই তারিখে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শুভ-বিজয় করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমৎ-[illegible]-কৃত ভাবার্থ-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও [illegible], তথ্য ও বিবৃতি-বিভূষিত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রারম্ভে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণভাবে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; [illegible] ৩৩৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৬৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা [illegible] ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত "রসিক-রঞ্জন" [illegible] ভাষাভাষ্যবিশিষ্ট; অধ্যায়সূচী, বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও [illegible]-বিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী শ্রীমায়াপুর[illegible] কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ্য[illegible] শ্রীমদ্-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের পদ্ধতির—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিজ্জিজ্ঞাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমূহ।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমায় দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—[illegible]—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্লু ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলোকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ়ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীস্তবকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত স্তবগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য-রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তত্ত্ব, ঐতিহ্য, প্রেম ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, লালসার গীত, শ্রীনামষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌরমণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

কংগ্রেসকর্ম্মিগণের সফর

ভবনগরের পুলিশ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা না লইয়া, কয়েকটি কংগ্রেস অফিস তল্লাস করিয়া কতিপয় কংগ্রেসকর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করে। ফলে গত ২৩শে জুন মহকুমা কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক অধিবেশন হয়। ইহার সিদ্ধান্তানুযায়ী কাঁথি কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র মাল, স্থানীয় আদালতের উকীল শ্রীযুত আশুতোষ সিংহ ও শ্রীযুত সত্যরঞ্জন সেনকে সঙ্গে লইয়া কংগ্রেসের কার্য্য ও সম্প্রতি পুলিস অনাচারের তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে ভবনগরে গমন করিয়া সমগ্র অঞ্চল পরিদর্শন করেন। গোপীনাথপুর, চরহাট, ভাঁমেশ্বরী, ভেরীবাজার, ইতনপুর ও মহম্মদপুরে ছয়টি জনসভার অধিবেশনে বহু মহিলা যোগদান করেন। বক্তৃগণ পুলিসের কংগ্রেস অফিস ভঙ্গের নিন্দা বিনা পরোয়ানায় কংগ্রেস অফিস খানাতল্লাস ও কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তারের নিন্দা এবং শ্রীযুত রজনী কান্ত প্রধান ও শ্রীযুত বলরাম সাহুকে থানার হাজতে মারপিঠ করার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বিশদভাবে গান্ধী-আরউইন চুক্তির ব্যাখ্যা করেন এবং সকলকে অহিংস থাকিয়া বিশ্বস্তভাবে কংগ্রেসের আদেশ পালন করিতে অনুরোধ করেন।

বোম্বাই যুব সঙ্ঘ

৫ই জুলাই অপরাহ্নে বোম্বাই যুব সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনে মিষ্টার নরীম্যান সভাপতি ও মিষ্টার মেহের আলি সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ, ১ হাজার ১ শত সদস্যের মধ্যে ৫ শত জন সত্যাগ্রহ করিয়া এবং কংগ্রেস বুলেটিনের সম্পাদকতা করিয়া ২০ জন কারাবরণ করেন।

সরকার সাময়িক মীমাংসার সর্ত্তগুলি প্রতিপালন না করায় পুনরায় সত্যাগ্রহ ও কর বন্ধের আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অনুরোধ করিয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

আমেদাবাদ জনসভায় মালব্যজী

৬ই জুলাই সন্ধ্যায় এক জনসভায় বক্তৃতাকালে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলেন—"যখন স্বরাজ পাইব" তখনই কেবল পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। যদি আমাদের দাবী পূরণ করা না হয়, তাহা হইলে আবার আমাদের যুদ্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইতে পারে।"

পণ্ডিত মালব্য আরও বলেন যে, তাঁহারা যদি গোলটেবিল বৈঠক হইতে মহাত্মা গান্ধীর সাহায্যে সার বস্তু কিছু পাইতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদের তাঁহাকে সমর্থন করিতেই হইবে এবং যুদ্ধবিরতির সময় গঠনমূলক কার্য্য করিয়া তাঁহার বাহুবল বৃদ্ধি করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের দাবী পূরণ করেন, ভালই; নতুবা তাঁহাদের আবার খাজনা বন্ধের আন্দোলন আরম্ভ করিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমানকে একতা স্থাপন করিতে বলিয়া মালব্যজী বলেন যে, দাবী সম্মিলিতভাবে না করা হইলে তাঁহাদের কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে না। সর্ব্বজনবাঞ্ছিত স্থায়ী একতা অর্জ্জনের পথে যে সব বাধা আছে, সেগুলি তিনি সকলকে দূর করিতে বলেন। তখন স্বরাজের জন্য তাঁহাদের যে দাবী, তাহা অগ্রাহ্য করা সম্ভব হইবে না।

পণ্ডিত মালব্যের মতে পৃথক্ নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনই এই সকল গোলযোগের কারণ। যুদ্ধবিরতির সময় অলস ভাবে বসিয়া থাকিতে তিনি সকলকে নিষেধ করেন এবং তাঁহাদের খাদি প্রভৃতির প্রচার কার্য্য চালাইতে বলেন। কারণ, যুদ্ধ যদি আবার অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাঁহারা যুদ্ধের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হইয়া থাকিতে পারিবেন।

উপসংহারে মালব্যজী বলেন—"আপনাদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিয়া যান তাহা হইলেই দ্বাদশ মাসের মধ্যে আপনারা স্বরাজ অর্জ্জন করিবেন।"

শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনিও একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন।

টেগার্টের বিরুদ্ধে মামলা

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পুলিশ কমিশনার সার চার্লস্ টেগার্টের বিরুদ্ধে চন্দননগর হাঙ্গামা সম্পর্কে শ্রীযুত শশধর আচার্য্য ও তাঁহার পত্নীর পক্ষ হইতে মামলা আনয়নের অনুমতি চাহিয়া দরখাস্ত করা হইয়াছিল। গতকল্য প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি পিয়ারসন উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আরও তিনবার হাইকোর্ট কর্ত্তৃক আলোচ্য মামলায় বিচারের আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছিল।

গত ২রা সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় কতিপয় ফেরারী আসামী গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে সার চার্লস টেগার্ট কতিপয় বৃটিশ সমভিব্যাহারে শ্রীযুত শশী আচার্য্যের বাড়ী ঘেরাও করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে গোলাগুলী চলিয়াছিল এবং একজন যুবক হত ও কয়েকজন আহত হইয়াছিল। আবেদনকারিগণের পক্ষ হইতে বলা হয়, চন্দননগর হাঙ্গামা সম্পর্কে শ্রীযুত শশধর আচার্য্যের পক্ষ হইতে যাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে সেই তথ্য সম্বন্ধে কাহারও কিছু আপত্তি করিবার নাই। যাবতীয় ঘটনা স্বীকার করা হইলেও মোকদ্দমার শুনানী সম্বন্ধে আইনের নিষেধ বশতঃ এই মোকদ্দমার বিচার হইতে পারে নাই।

ট্রেড য়ুনিয়ন মিলন সমিতির অধিবেশন

বিভিন্ন ট্রেড য়ুনিয়নগুলি প্রোথিত ঐক্য সংস্থাপন সম্পর্কে আত্মমতগুলির আলোচনা করিবার জন্য আগামী ১০ই ও ১২ই জুলাই বোম্বাই ট্রেড য়ুনিয়ন মিলন কমিটীর অধিবেশন হইবে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু উক্ত কমিটীর সভ্য হইতে সম্মত হইয়াছেন। তিনি উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিবেন।

কংগ্রেসের প্রতি রোষ

জাতীয় পতাকা উত্তোলন সম্বন্ধে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাঙ্গালোর সিটি কংগ্রেস কমিটীর উপর এক কঠোর আদেশ জারি করিয়াছেন। সম্প্রতি মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ একটি বিস্ময়কর আদেশ জারি করিয়াছেন। বাঙ্গালোর সিটি কংগ্রেস কমিটী ধর্ম্মবুদ্ধি নদীর নিকটে একখানা বাটী নির্ম্মাণ করিতেছেন। মিউনিসিপ্যালিটী এই কমিটীর উপর এক আদেশ জারি করিয়া জানাইয়াছেন যে, ঐ বাটী যেন ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

মহিলা সভায় মালব্যজী

গুজরাট প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য আমেদাবাদ আসিয়াছেন। গত ৫ই জুলাই অপরাহ্নে তিনি এক মহিলা সভায় বক্তৃতাকালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় গুজরাটী মহিলাদের কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলেন, আপনাদের অন্তঃকরণে একমাত্র অভিলাষ রাখিতে হইবে—সে অভিলাষ ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা।

তিনি মহিলাদের বিদেশী বর্জ্জন করিতে স্বদেশী গ্রহণ করিতে এবং তাঁহাদের শিক্ষা দিতে উপদেশ দেন।

সরকারী ফৌজ আক্রান্ত

ম্যান্ডিলে হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, সরকারের একটি ছোট ফৌজ বিদ্রোহীদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল গত ৫ই জুলাই রাত্রিকালে এই ফৌজ আক্রান্ত হইয়াছিল। ২ জন সিপাহী নিহত হইয়াছে ও ২ জন আহত হইয়াছে।

আর একটি সংবাদে প্রকাশ ১৪ জন পলাতক বিদ্রোহীকে কয়েকখানি গ্রামে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

জাতীয় পতাকার আপত্তি

বাঙ্গালোর সহরে এবং তাহার নিকট ৪ঠা জুন হইতে ৩ মাসকালের মত জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ করিয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিস আইনঅনুসারে এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন।

গত ৫ই জুন সবাজী নামক এক ব্যক্তি নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গান্ধীজীর সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য শ্রীযুত ভাশ্যম এবং রামস্বামী আয়েঙ্গার বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন।

মহাত্মাজী কর্ত্তৃক বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাব

একথা ন গুজরাটী পত্রিকায় প্রকাশ, ওয়ার্কিং কমিটীর আগামী অধিবেশনে মহাত্মাজী একটি মীমাংসা বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাব করিবেন। সন্ধির সর্ত্ত যাহাতে যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হয় এই বোর্ড তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবেন। নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে যদি বোর্ড স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে মহাত্মাজী গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন না। তিনি বড়লাটকে এই বিষয় পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

সরকারী উকিলকে গুলী উকালের স্ত্রী নিহত

করাচী সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, গত সোমবার রাত্রিতে সরকারী উকিল মিঃ শের মহম্মদকে কে বা কাহারা গুলী করিয়াছিল। তখন তিনি নিদ্রা যাইতে ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছেন।

পাটনা বোমা বিস্ফোরণ

পাটনা থানায় সম্প্রতি যে বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছে, তাহার সংস্রবে হাজারীলাল এবং অপর ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়। বিস্ফোরণের ফলে হাজারীলাল গুরুতররূপে আহত হয়। হাসপাতাল হইতে থানায় লইয়া যাইবার পর তাহাকে বাঁকীপুর জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে। হাসপাতালে অবস্থানকালে তাহার শরীর হইতে বোমার এটি টুকরো বাহির করা হইয়াছে।

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বাঙ্গলা-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে আষাঢ় সোমবার, ১৩৩৮, ১৩ই জুলাই ১৯৩১

কৃষ্ণনগরে বোমার মামলা

বিদ্রোহীদের ছাউনী ও দুর্গ সৈন্য দল কর্ত্তৃক দগ্ধ

য়ায় হরতাল

নীতি পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে মহাত্মাজীর নিকট প্রশ্ন

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের আপীল

চট্টগ্রাম জেলে আবার প্রায়োপবেশন

জাতীয় পতাকা সমস্যা

বড়লাটের নিকট অভিনন্দন

আত্মহত্যার চেষ্টা

মহাত্মাজীর বেশ সমস্যা

নানা কথা

কৃষ্ণনগর বোমার মামলা
৫০ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ

গত ৮ই জুলাই কৃষ্ণনগর সদর মহকুমা হাকিমের এজলাসে কৃষ্ণনগর বোমার মামলার আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। অদ্যাবধি সরকার পক্ষ ৫০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। অবশিষ্ট সাক্ষিগণের মধ্যে কেহ-কেহ চট্টগ্রামে গিয়াছেন কিংবা হাইকোর্টের দায়রা বিচারে ব্যাপৃত থাকায়, সরকার পক্ষের কৌঁসুলি খান বাহাদুর আজিজুর হক ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলেন, আসামীদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা যাইতে পারে এবং নিয়মিত সাক্ষিগণের জবানবন্দী পরে গ্রহণ করিলেও চলিবে। তদনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীগণের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন।

ধীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক আসামী পূর্ব্বে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যে স্বীকারোক্তি করিয়াছিল, এখানেও তাহার পুনরুক্তি করিয়াছে, নূতন কিছুই বলে নাই।

আসামী আবদুল বদল ধলিএল ও সমর কুমার মুখোপাধ্যায় নিজদিগকে নিরপরাধ বলে এবং স্বীকারোক্তির ফলে কেবল ধীরেন্দ্র মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া, আগামী ২৩ই জুলাই পর্য্যন্ত মামলা স্থগিত রাখিবার আদেশ দেন। পুনরায় মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হইবে এবং সাক্ষী পাওয়া গেলে, তাহাদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হইবে।

কুষ্টিয়া সংবাদ
ট্রেণ ডাকাতির চেষ্টার জের

কুমারখালি থানার অন্তর্গত যদুবয়ড়া গ্রামের অধিবাসী সমরেন্দ্রনাথ মুন্সী, শচীন্দ্রনাথ মুন্সী এবং মনীমোহন কর নামক তিনটী যুবককে গত সোমবার রাত্রিতে কুমারখালি রেল ষ্টেশনে ডাকাতীর চেষ্টা সম্পর্কে ৮ই প্রাতে, গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

৯ই জুলাই প্রাতঃকালের ট্রেণে ধৃত ব্যক্তিদের কুষ্টিয়ায় আনিয়া হাজতে রাখা হইয়াছে। তাঁহাদের হাতে হাতকড়া এবং কোমরে দড়ি বাঁধা ছিল।

কুষ্টিয়ায় হরতাল

দীনেশ গুপ্তের ফাঁসীর সংবাদ প্রাপ্তি-মাত্র ৮ই জুলাই কুষ্টিয়ায় হরতাল পালন করা হইয়াছে। বিদ্যালয়গুলি বন্ধ ছিল। অপরাহ্নে একটি শোভাযাত্রা বাহির হয় ও একটী জনসভার অধিবেশন হয়।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের আপীল

চাঁদপুরে পুলিস ইন্সপেক্টর তারিণী মুখোপাধ্যায়কে হত্যা করিবার অপরাধে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণকে নাকি জেলে আবার সেলের মধ্যে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। মৃত দীনেশচন্দ্র যে সেলের মধ্যে আবদ্ধ থাকিত এই সেলটি তাহারই সংলগ্ন। গত ১০ই নাকি রামকৃষ্ণের ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছিল। তবে সম্প্রতি সে বেশ ভাল ও প্রফুল্ল আছে।

রামকৃষ্ণের পক্ষে প্রিভি কাউন্সিলে যে আপীল করা হইয়াছিল ১১ই জুলাই ঐ আপীলের শুনানী আরম্ভ হয়।

শালদা ডাকাতীর মামলা

শালদা ডাকাতীর মামলার বিচার আগামী ২০শে জুলাই তারিখে আরম্ভ হইবে। স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে এই মামলার বিচার হইবে। এই মামলায় ১০ জন আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৫ ও ১২০-বি ধারামতে অভিযুক্ত হইয়াছে। আসামীদের মধ্যে নাকি একজন এপ্রুভার রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ | ২৬ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৭শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১২ জুলাই ইং ১৯৩১ সোমবার | ১১১তম সংখ্যা

ঐকান্তিকতা

গরুড় পুরাণ মুক্তকণ্ঠে একায়নবিচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতার স্থান সর্ব্বোপরি দিয়াছেন। গরুড় পুরাণ বলেন—মানবজাতির মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সসীম পরিচ্ছিন্ন বস্তু-বিজ্ঞানে দক্ষ জনগণ অপেক্ষা সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ বস্তুর সেবকগণই 'ব্রহ্মজ্ঞ' নামে পরিচিত। এরূপ সহস্র ব্রহ্মজ্ঞ অপেক্ষা যজ্ঞানুষ্ঠানপর ব্যক্তিকের শ্রেষ্ঠতা আছে। সহস্র ব্রহ্মজ্ঞ আনুষ্ঠানিক যাজ্ঞিক অপেক্ষা বেদান্তবিৎ জড়বিশেষরহিত-বিচারপর বৈদান্তিক শ্রেষ্ঠ, কোটি বেদান্তবিৎ অপেক্ষা অনন্ত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন নারায়ণের ভক্তগণ শ্রেষ্ঠগণ। তাদৃশ সহস্র ভক্ত অপেক্ষা মধুর-রসাশ্রিত অমিশ্র কেবলাভক্তির যাজী ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্ত শ্রেষ্ঠ।

বরাবর-বিচার ব্যক্তিগত রুচির পরিচায়ক। তমোগুণচালিত বিচার বিশুদ্ধ সত্ত্বের আদর করেন না। রজোগুণচালিত জনগণ স্ব স্ব-মনশ্চাঞ্চল্যবশে রজস্তমোগুণের সহিত সত্ত্ব-গুণের সমত্ব্য প্রয়াস করেন। রজস্-তম-গুণের সহিত সত্ত্বগুণকে সর্ব্বতোভাবে সমশ্রেণীস্থ জানিলে যে বিষময় ফল-লাভ ঘটে, তাহার প্রলয়বিদারক দৃশ্য আমরা প্রতি পদেপদেই দেখিতে পাই।

বসুমতী ভাস্করের চারিদিকে ভ্রমণ করেন, এ কথা জানিয়া যখন অভিজ্ঞ ব্যক্তি অজ্ঞের ভ্রম সংশোধন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে প্রাণদণ্ড দিতে হইয়াছিল। পরলোকের কথা উঠাইয়া দিয়া—পরলোকের কথার অজ্ঞ জীবগণকে অমঙ্গলমার্গ প্রচার করিবার জন্য [illegible] উজ্জ্বল [illegible] সম্প্রদায়কে পাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, তখন মুসারকথিত বিধি-বিধান হইতে পার্থক্য লাভ করিতেছে জানিয়া ফেরিসিগণ করুণহৃদয় মরিয়মতনয়কে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া বধ করিয়াছিলেন।

শ্রীলক্ষ্মণদেশিকাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের পঞ্চভিমত সাত্বত বিচারে যে কালে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার অরিকুল বিভিন্ন পথের পথিক হওয়ায় তাঁহার স্তাবকগণকে অশেষ যন্ত্রণায় নিপাতিত করিয়াছিলেন। রজস্তমোগুণের সহিত সত্ত্বগুণের সমপর্য্যায় বিচার অথবা গুণাধিপতি দেবগণের মধ্যে বিষ্ণুর প্রাধান্যের কথা বলায় সেই অপরাধে শ্রীলক্ষ্মণদেশিকাচার্য্যকে তিরুনারায়ণপুরে দ্বাদশবর্ষকাল অজ্ঞাতভাবে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল। ঐতিহ্যের পাঠকগণ এ সকল কথা সুষ্ঠুভাবে জানেন।

শ্রীশিবজ্ঞরদেব যেকালে স্বীয় আচরণ-দ্বারা অভিজ্ঞজনগণকে জানাইতেছিলেন যে, পুরুষোত্তম তত্ত্ব নিঃশক্তিক বিচারে আংশিক দর্শন মাত্র, কেবল আংশিক মাত্র নহে, ইহা অংশের বহুবৃত্তির মধ্যে অন্যতম একটিমাত্র বৃত্তিসূচক ধারণামাত্র, বস্তুধারণা হইতে পৃথক্। তজ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দর সাত্বত ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে—

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং
দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥"

—এই কথা প্রচার করিতে গিয়া [illegible] কীর্ত্তনের বিষয় করিয়াছিলেন।

তদীয় সেবন বর্জনে ভগবদ্‌বিমুখ জনসঙ্গ পরিত্যাগ করাই মানবের প্রয়োজনীয় বিষয়। এই কথার প্রচারক লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরসুন্দর একদিন পড়ুয়া অজ্ঞ দাম্ভিকগণের দ্বারা তাচ্ছিল্যাস্পদ হওয়ায় যে অসহিষ্ণুতা ধর্ম্ম প্রদর্শন করেন, তাহাতে শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরবাসী অনেকের বীতরাগভাজন হন এবং আক্রমণেরও পাত্র হইয়াছিলেন। ভগবান্ বা তদীয় ভক্তগণের প্রতি নিন্দা বিদ্বেষ বা আক্রমণকারিগণের অসচ্চেষ্টা কখনও সহ্য করা উচিত নহে। শ্রীরূপপ্রভু ভক্তন্যাই চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ বর্ণন প্রসঙ্গে (ভাঃ ১০।৭৪।৪০)—

"নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ
সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥"

এই আকর প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে গিয়া তদবলম্বনে ভক্তির প্রবেশ-দ্বারে উহাই পরম প্রয়োজন বলিয়া "কৃষ্ণ-তদ্ভক্ত বিদ্বেষ-বিনিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা" বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন।

অভিজ্ঞজনগণ বলেন,—শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, রাধাকৃষ্ণ-মিলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দরই একমাত্র বিষয়। বিষয়ান্তরে যে কৃষ্ণেতর জ্ঞান, উহা রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের চিন্তায় আবদ্ধ। এই সকল রূপরসাদি বিষয়ের সেবাকার্য্যে ভগবদ্বিমুখ জীবের চক্ষুঃ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক ও মন, এই ছয়টী করণ নিযুক্ত থাকে অর্থাৎ জড় চক্ষুঃ প্রভৃতি কৃষ্ণের অচিদ্ বস্তুরই সেবা করে। কৃষ্ণ অখণ্ড কেবলচেতন; বিষয়ান্তর—অচিৎ ও খণ্ডিত। যেস্থলে শ্রীকৃষ্ণের সেবা, সেস্থলে কর্ত্তার বিষয়-ভোগপিপাসা নাই। যেস্থলে বিষয়ভোগ-পিপাসা, সেস্থলে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত রূপরসগন্ধাদির লোভে লুব্ধ জীব কামক্রোধাদি ষড়্‌রিপুর দাস। যেস্থলে ঐকান্তিক ভজন, সেস্থলে কর্ত্তৃত্বমুখে রূপ-রসাদির ভোগপিপাসা থাকে না।

প্রহ্লাদ স্বীয় নিষ্ঠা পিতাকে বলিয়াছিলেন,—যাহাদের গৃহই একমাত্র ব্রত, অর্থাৎ সংসারভোগ ব্যতীত যাহারা আর কিছু বুঝে না, তাহাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি কৃষ্ণেতর খণ্ডিত অচিদ্‌বস্তুর রূপরসাদিতে নিযুক্ত হইয়া অভক্তিরাজ্যে ভ্রমণ করিবার প্রবল চেষ্টা করে। তাহারা দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন না করিয়া দুঃসঙ্গকে বহুমানন করিতে করিতে কৃষ্ণসেবায় বৈমুখ্য লাভ করে। কিন্তু হৃষীকেশের সেবনই সমগ্র ইন্দ্রিয়গণের একমাত্র নিত্যবৃত্তি।

যাহারা ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণের ভজন করে না, অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি তাহাদিগকে ব্যভিচারে নিযুক্ত করে। বৈকুণ্ঠ, গোলোকে ব্যভিচার বলিয়া কোন কথা নাই, যেহেতু ঐসকল ধাম—ঐকান্তিক ভজনরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। অনৈকান্তিকগণ নানাপ্রকারে ভগবৎসেবাবৃত্তিরহিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নশ্বর অচিদ্ বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। ঐকান্তিক ভক্ত তাহাদের এইরূপ চাঞ্চল্যের আদর করেন না। দ্বিতীয়াভিনিবেশই জাগতিক ভীতির কারণ। সত্যের নির্দ্ধারণের অভাবহেতু জীবের ভ্রান্তি বা বিবর্ত্তই ভয়, শোক ও মোহ উৎপাদন করে। অধোক্ষজ কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবার বলেই জীবের শোক, মোহ ও ভয় অপসারিত হয়।

অনেক সময় কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা-বিমুখ জনগণ ভেদ-জগতে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্য করে। তাহারা [illegible] বৈ কৃষ্ণসেবকের সেবা না করিয়া ইতর কার্য্যে স্ব-স্ব চেষ্টা দেখাইয়া থাকে। তজ্জন্য তাহাদের কোন মঙ্গল হয় না। যাহারা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের নিন্দা করে, আক্রমণ করে বা আঘাত করে, তাহাদিগকে কৃষ্ণভক্তের সহিত বা কৃষ্ণের সহিত সমজ্ঞান করিয়া যে উদারতার ছলনা, তাহা ঐকান্তিক ভক্তগণ আদর করেন না। উহা 'ব্যভিচার' বলিয়া তাঁহারা স্বতন্ত্র বিচার অবলম্বন করেন। তাঁহারা বলেন যে, অসহিষ্ণুতা-বৃত্তিটি যদি ঐরূপ ভগবান্ ও তদীয় ভক্তের প্রতি আক্রমণস্থলে প্রযোগ করা না যায়, তাহা হইলে ভোগে প্রমত্ত হইবার সময় সহিষ্ণুতা আসিয়া উপস্থিত হইলে ভক্তি-বিচ্যুতি বা মরণ অনিবার্য্য।

"পোষাকী নারদ"

('শ্রীঅ'-লিখিত)

(২)

প্রভু মহার্ঘ ব্যাসাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিতেছেন; ভক্ত শ্রোতৃমণ্ডলী ভক্তিপ্লুতভাবে বিভোর হইয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণকেই যেন দেখিতেছেন আর কি? গোঁসাই প্রভুর 'প্রভুশরীরে' রুদ্রাভিন্ন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অবিকৃত রক্তধারা (?) প্রবহমান কিনা, তাই রুদ্রের মতই তাঁর কালকূটপানের যোগ্যতা! আর আমরাও শুনিয়াছি প্রভুপদজলসুধা পানে সে যোগ্যতা নাকি প্রেমরসরসিক (?) শ্রোতৃগণের হৃদয়ে তড়িদ্ গতিতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে! মহাভাবস্বরূপিণী-গোবিন্দানন্দিনী বার্ষভানবীর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ দশার এক একটী খেদোক্তির মর্ম্ম বিন্যাস হইতেছে, আর কি প্রেম আস্বাদনের (?) ঘটা! এখন সকলেই যেন এক একটি গোপীদেহ (?) লাভ করিয়াছেন। অশ্রু, কম্প, পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের প্লাবন আসিয়াছে! নয়নের গঙ্গাধারা (?) মর্ম্মভেদী হা হুতাশ, আর প্রভুবরের চরণ-স্পর্শের নিমিত্ত বিজয়ীবীরের দুর্গদখলের অপেক্ষাও তুমুল 'হুড়াহুড়ি' চক্ষুতে দেখিয়াও এমন নরাধম কেই বা আছে, যে 'গোলোক' দর্শন হয় নাই বলিবে; এইরূপ রস আস্বাদন ও উদ্দণ্ড নর্ত্তন কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া 'মহাভাবের' পাঠ ত শেষ হইল। এখন শ্রোতৃগণের বিদায় দণ্ডবতের পালা! মুগ্ধ জনমণ্ডলী 'প্রভুর' রূপ-গুণ-লীলারস পানে পরম পরিপূর্ণ হইয়াছেন; হইবেন না কেন? সোজা কথা! সাক্ষাৎ প্রভুবংশ?

কেহ পাঁচ, কেহ দশ, এইরূপে দেখিতে দেখিতে ব্যাসাসনের [illegible] রজত পাত্রে [illegible] স্তূপ পরিণত হইল। গৃহে [illegible] পথে একটি বৃদ্ধার কাতর ক্রন্দনে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মা [illegible]?" সে বলিল—"কাঁদবো না? বল কি? প্রভু এসেছেন, পাঠ পর্য্যন্ত শুনালেন,—কত কিছু দিয়ে সেবা করবো—তা আমার পোড়া কপাল—একটা টাকা পায়ে রেখে দণ্ডবৎ করবো কিনা, তাই কাঁদছি।" আমি বলিলাম—"প্রভু ত অনেক টাকাকড়ি পেলেন, তবে এত দুঃখ করছ কেন? এত টাকা দিয়ে তিনি কি করবেন?" এই বাক্যে বৃদ্ধাটি উৎসাহের সঙ্গে বলিতে লাগিল—"এ কি কথা! ওঁদের তো বেশী করেই দিতে হবে। [illegible] সম্বল, সেটা ত আমাদেরই দিতে হবে। ওনারা যে গোঁসাই প্রভু, জাননা, [illegible] যে 'পায়ে টাকা'। টাকা দিয়ে [illegible] কাজ, এবার ছেলেটির বিয়ে দেবেন, বউয়ের গয়না গড়াতেও তো হাজার পাঁচেক লাগবে। তা আমার ভাগ্যে নাই! হরি বোল হরি বোল।

এখন আমরা বাদলা সাঁঝের সেই "পোষাকী নারদের" গল্পটার একটা মানে পাইলাম। আমাদের প্রভুসকল [illegible] দলের নারদের মতই পোষাকী অপ্রাকৃত চিন্ময় প্রেমসুধা আস্বাদনের সৌভাগ্য ও অপরকে [illegible] গ্রহণের যোগ্যতা দিবার ক্ষমতা ত বিন্দুমাত্রও নাই; পরন্তু এই গোস্বামী নামধারী আচার্য্য ব্রুবগণ জগতে প্রাণনাশিনী বিষের স্রোত প্রবাহিত করিতেছেন। ভাগবতের মর্ম্মার্থ ইহারা কস্মিন্ কালেও জানেন না। নিজেরই অনুরূপ শিষ্যসমাজে ইহাদের অবাধ প্রতিপত্তি, কলির মূর্ত্তিমান চরস্বরূপ ইহারা সর্ব্বোত্তম আসনে উপবিষ্ট হইয়া কি যে জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করিতেছেন, তাহা কি চক্ষুষ্মানগণ দেখিয়াও দেখিবেন না? অমল ভক্তি-ধর্ম্ম অপহরণকারী দস্যুতুল্য এই সকল ভাগবতপাঠক আচার্য্যসন্তান, প্রভুবর-দিগের অনুগমনে পরমার্থ ত দূরের কথা, নৈতিক চরিত্রের পর্য্যন্ত অবনতি কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয়। ইহারা—"গর্দ্দভ শৃগাল তুল্য শিষ্যগণ লঞা। কেহ বলে আমি রঘুনাথ ভাব গিয়া॥" শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে কলিকুলশেখর বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কহিয়াছেন—"সে বা কেনে ভাগবত পড়ে বা পড়ায়। ভক্তির প্রভাব নাহি যাহার জিহ্বায়। শাস্ত্রের না জানি মর্ম্ম অধ্যাপনা করে। গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে। এই মত শাস্ত্র বহে অর্থ নাহি জানে। অধম সভায় অর্থ অধম বাখানে॥" অজ্ঞ লোকেরা প্রভুসন্তানদের কৃত্রিম অশ্রুকম্পাদি দেখিয়া তাঁদের প্রেমিকশিরোমণি জ্ঞান করিয়া বঞ্চিত হইতেছে। কিন্তু উহা [illegible] অপ্রাকৃত প্রেম নহে। কামকলুষিত ইন্দ্রিয়-বৃত্তির তাণ্ডবনৃত্য। উহা ইন্দ্রিয়ের [illegible] বঞ্চনাকারিণী ছলনা। [illegible] হের মনোবৃত্তিসম্পন্ন [illegible] গুলি ঐ প্রকার জড়ীয় অভিনয় দেখাইয়া লোকের নিকট হইতে অর্থাদি সংগ্রহ করেন। কৃষ্ণবিগ্রহ ভাগবতকে পণ্যরূপে বিক্রী করি। কামিনীর কামযজ্ঞের ইন্ধন যোগাড় করেন। পরীক্ষিৎ মহারাজকে ভাগবত শুনাইয়া শুকদেব কত লক্ষ মুদ্রা লইয়াছিলেন? হায় অন্ধ সমাজ, তোমার মানবমনীষা না অজ্ঞ জ্ঞানের স্পর্দ্ধা করে? তুমি কি মায়ার এই কৃষ্ণযবনিকা ভেদ করিয়া সত্যের অমলরশ্মি পাইবে? [illegible] তোমার আধ্যাত্মিক [illegible] মূর্চ্ছিত হইয়াছে!

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ত্রিবিধ পাঠক

(ভক্তিরত্ন শ্রীপাদ রাধাচরণগোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকগণকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর পাঠক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গ্রন্থালোচনায় প্রবৃত্ত হন; কারণ, গ্রন্থখানি কি প্রকার? তাহার ভাষা কিরূপ? রচনা ও ভাবের সমাবেশ আছে কিনা? প্রভৃতি জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল জন্মে এবং সেই ভাবেই পাঠে নিযুক্ত হন।

আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি স্বীয় অমঙ্গল লাভের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া, দেহমনোধর্ম যুক্তির অনুকূল প্রমাণাহরণে যত্নশীল থাকিয়া পাঠে প্রবৃত্ত হন। ইদানীং জগতের সর্ব্বত্রই তথাকথিত অমঙ্গলপিপাসু পাঠক ও শ্রোতার প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। ইঁহারা শ্রীগ্রন্থে যাহাই পাঠ করুন না কেন, তাহাদের পূর্ব্বগলাধঃকৃত আউল, বাউল, সহজিয়াবাদের বদহজমের উদ্গারের পূতি-গন্ধ দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে।

তৃতীয় শ্রেণীর পাঠক আত্মকল্যাণ-লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্য্য ও অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়নে যত্নশীল থাকিয়া সত্যানু-শীলনের জন্য পাঠের যথার্থ ফল লাভ করেন। এই তিন প্রকার পাঠকের মধ্যে ইঁহারা উত্তম পাঠক। ইঁহাদিগের পাঠে আত্মপর-বঞ্চনারূপ প্রয়াস নাই। ইঁহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ হইয়া পাঠে প্রবৃত্ত হইবার প্রবৃত্তি রাখেন না। বরং তাড়াদোষ অপনোদনার্থে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থটিকে নিত্যপাঠ্য জানিয়া বরণ করেন। [illegible] কর্ত্তব্য বুদ্ধি ও পরিনামদর্শী উচ্চতর্কে প্রতিষ্ঠিত [illegible] কালে মঙ্গলময় মার্গে [illegible] বহু বহু উপকারে নিযুক্ত [illegible]।

প্রথমোক্ত কৌতূহলী পাঠকগণ পাঠ করিতে করিতে হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠক-দিগের ন্যায় আত্মঘাতী [illegible] নতুবা তৃতীয় শ্রেণীর [illegible]কামী পাঠকগণের শ্রেণীতে আসিয়া প্রবিষ্ট হইয়া পড়েন। কিন্তু [illegible] অর্থাৎ যাহারা আচারবান্ আচার্য্য বা [illegible]দের শ্রীমুখবিগলিত শ্রীচৈতন্যচরিত-সুধা-বাণী আস্বাদন করিবার সুযোগ পান নাই, তাঁহারা স্বীয় ভ্রান্ত ধারণায়, প্রমাদের তাড়নায় বঞ্চনেচ্ছাবশে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অপটুতায় নিত্য (সনাতন) পূর্ণ শুদ্ধ ও নিরপেক্ষ সত্য গ্রহণে অক্ষম।

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষচতুষ্টয়ের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে শ্রৌতপথানুসরণ অবশ্যই কর্ত্তব্য। অশ্রৌত বা তর্কপথ কখনই তাহাদিগকে প্রকৃত সত্যে উপনীত হইতে দিবে না। সেই নিমিত্ত জাগতিক বিদ্যা সম্বল লইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার ধৃষ্টতা বা প্রগল্ভতা প্রদর্শন করা উচিত নহে। নৈসর্গিক পাণ্ডিত্যে যথেষ্ট পারদর্শী হইলেও শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে প্রবৃত্ত হইলেই আত্মকল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে।

— —

তুমি ও আমি

তুমি মহা চিন্ময় ভাস্কর।
চেতনের সম্পূর্ণ আকর॥
আমি তব কিরণের কণ।
তব জ্যোতি আমার জীবন॥
তুমি যেন অনন্ত অনল।
পূর্ণ শক্তিধর মহাবল॥
অণু আমি বিস্ফুলিঙ্গপ্রায়।
চেতনতা তোমার দয়ায়॥
মায়াধীশ তুমি ভগবান্।
লীলাময় পুরুষ প্রধান॥
আমি দীন 'তটস্থ গঠন'।
মায়াবশযোগ্য অনুক্ষণ॥
যন্ত্রী তুমি ওহে বিশ্বপিতা।
যন্ত্র আমি তব পাদার্পিতা॥
নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময় তুমি।
মোর ইচ্ছা তব অনুগামী॥
নিত্য সেব্য প্রভু তুমি মম।
আমি তব নিত্য দাসাধম॥
ভয়হারী ওহে জনার্দ্দন।
(তুমি) জগতের একান্ত শরণ।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ; তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৫১৸৹; দশম স্কন্ধ ১১৲; সমগ্র ৮০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সারব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পরিপাটীর সহিত মূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী শ্রীবস্তু-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবদর্শন-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের জ্ঞান-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীধামবিভাবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—বক্তা ও বিদ্যা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের কথা ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-দাসের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরামানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৹ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৴৹ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা।৴৹ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, শাস্ত্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সুন্দর যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধামপরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

[illegible]

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সারর ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৴০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹০ আনা

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷০ আনা, আবাঁধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতায় বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগোক্রমমণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত জন্মস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা পুরাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠবাসে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅবধূত ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নগেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদার্থ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীজয়বল্লভ মল্লিক দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীজগন্নাথ সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমারাম। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধবদাস অধিকারী, সেবকগণ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরলীলার শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

স্বরূপগঞ্জ, গোদ্রুম (নদীয়া)

এখানে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিভূষণ আজার ব্রহ্মচারী কুঞ্জবিহারী এম, এস, এস।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবাসুদেব ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল দ্বিজবাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবদন ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীজগদীশ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগমোহনদাসাধিকারী, শ্রীরঘুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৪০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ চিদ্ঘনানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীবামনাচরণ ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিতাই।

(২০) শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ

আঠারনালা, ব্রজপিটি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসনাতন প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং প্রসন্নকুমার পুরী, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীপশুপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রাধেশ সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগোরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীসুন্দরলাল ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কাশ্মীরীগেট

৫নং গোপীনাথ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) মোহনপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

পাঞ্জাব সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্মেলনের প্রস্তাব

"যদি কংগ্রেস এখনও তাঁহার কার্য্য-ধারার পরিবর্ত্তন করে এবং ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রে যদি জাতীয়তাবাদের সহিত সাম্প্রদায়িকতাবাদের কোনও আপোষ না থাকে এবং প্রত্যেক ভারতবাসীই ভারতের জন্য কার্য্য করিবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়, শুধু তখনই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমস্যার সমাধান হইতে পারে।"

৪ঠা জুলাই সন্ধ্যায় পাঞ্জাবের সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায় সমূহের (হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান) সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সর্দ্দার বাহাদুর মেহতব সিংহ তাঁহার অভিভাষণে উপরিউক্ত মন্তব্যটি প্রকাশ করেন।

অতঃপর তিনি সাম্প্রদায়িকতার তীব্র নিন্দা করিয়া বলেন যে, সাম্প্রদায়িক রাজের অধীন কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারিবে না।

সম্মেলনের সভাপতি মিঃ কে, এল, রল্লিরাম (খৃষ্টান) তাঁহার অভিভাষণে, মহাত্মা গান্ধী গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দান করিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে সাম্প্রদায়িক নীতিতে নির্ব্বাচক মণ্ডলী হওয়ার কথা মোটেই সঙ্গত হয় নাই। কারণ সাম্প্রদায়িকতাবাদ সহ সংস্কার কার্য্যে এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে চালিত করে। এসম্পর্কে তিনি বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উল্লেখ করেন।

সম্মেলনে প্রায় ২৫০ জন প্রতিনিধি ছিলেন। রাজা নরেন্দ্রনাথ, ভাই পরমানন্দ এবং ডাঃ মুঞ্জে প্রভৃতিও সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

কেবল স্বদেশী লবণ বিক্রয়

দিনাজপুরের স্বদেশী লবণ বিক্রেতাগণ এক সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, অতঃপর তাঁহারা স্বদেশী ভিন্ন আর কোনপ্রকার লবণ বিক্রয় করিবেন না। তাঁহাদের এই প্রস্তাবটী ঢোল সহরতে ঘোষণা করা হয়।

চট্টগ্রাম জেলে প্রায়োপবেশন

ইতঃপূর্ব্বে দেওয়ান বাজারের বিস্ফোরক দ্রব্য প্রাপ্তি সম্পর্কে বিজন নাগ, জ্ঞানরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুবিমল সেন, প্রামার দাশগুপ্ত ও হৃদয় দাসকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, এ সংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। তাহাদিগের সকলকেই চট্টগ্রাম জেল হাজতে রাখা হইয়াছে সংপ্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, গত ছয় দিবস যাবৎ তাহারা অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছে গত ৩রা জুলাই হইতে নাকি তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক খাওয়ান হইতেছে।

মেকী মুদ্রায় নয়মাস কারাদণ্ড

মজহর হোসেন নামক জনৈক লোক কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে একটা মেকী টাকা ও একখানি মেকী আধুলী চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া জোড়াবাগানে চতুর্থ প্রেসিডেন্সী মিঃ এইচ. কে দের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে তাহার প্রতি নয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

মিথ্যা টিকেট ব্যবহারে দণ্ড

সত্যচরণ অধিকারী নামক এক ব্যক্তি বিগত ২২শে এপ্রিল তারিখে ব্যবহৃত একখানা রেলওয়ে টিকেট লইয়া ই, বি, রেলওয়ের ৪৩ আপ ট্রেণে দমদমা হইতে ইচ্ছাপুর গমন করিতেছিল; অবশেষে ধৃত হওয়ায় শিয়ালদহের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কোলার এজলাসে বিচারার্থ আনিতে হয়। বিচারক আসামীর প্রতি ২০ টাকা অর্থদণ্ডের অন্যথায় ১০ দিন বিনাশ্রম কারাবাসের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ক্ষমার যোগ্য বিদ্রোহী ব্যক্তিদের নাম প্রকাশপ্রায়

একখানি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, যে সকল বিদ্রোহী নেতা ও তাহাদের সহকারী, সরকার কর্ত্তৃক ক্ষমার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে তাহাদের নাম প্রস্তুত করা হইতেছে। এই সম্পর্কে সত্বরই এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া প্রতি জিলায় বিদ্রোহীদিগকে জানান হইবে। একজন স্পেশ্যাল কমিশনার উক্ত নামের তালিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। অপরাধী নেতাদের সংখ্যা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

প্রোম জিলার এ পর্য্যন্ত ৬ শত বিদ্রোহী আত্মসমর্পন করিয়াছে।

দক্ষিণ ভারতে ৫ হাজার তোলা চোরাই রৌপ্য ধৃত

পণ্ডিচেরী সরকারী কাষ্টম বিভাগের কর্ম্মচারীরা ৫ হাজার তোলা চোরাই রৌপ্য ধরিয়া ফেলিয়াছে। প্রকাশ, এই রৌপ্য নাকি পণ্ডিচেরী হইতে গোপনে আনীত হইয়াছিল। গত ২রা জুলাই রাত্রিতে উক্ত কর্ম্মচারীরা ভেল্লীপুরম ভিলুপুরম ও ওলাকুরে এই সকল রৌপ্য পাইয়াছে। এত অধিক পরিমাণ চোরাই রৌপ্য আর কখনও ধরা পড়ে নাই।

বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং

একটী দলে ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক কোয়েম্বাটুর সহরের বিদেশী বস্ত্রের দোকানসমূহে পিকেটিং করিতেছেন। ব্যবসায়ীরা আর নূতন করিয়া বিদেশীবস্ত্র আমদানি করিতেছেন না। কোয়েম্বাটুরের প্রায় সমস্ত কলগুলি কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে।

পুষ্করিণীতে বালিকার মৃতদেহ

প্রকাশ, রংপুর দেওয়ানী আদালতের নকলনবীশ মৃত জনার্দ্দন দাসের ছয় বৎসর বয়স্কা পৌত্রীর মৃতদেহ তাহার গৃহ সন্নিকটস্থ পুষ্করিণীতে সন্দেহজনক অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। উক্ত স্থান সহর হইতে অধিক দূরে নহে এবং কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত।

সংবাদ পাইয়া পুলিস অবিলম্বে ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইয়া পুষ্করিণী হইতে মৃতদেহ বাহির করে। বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া মৃতদেহের কয়েকটি স্থানে আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় এবং অসদুদ্দেশ্যে এই শোচনীয় কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা হয়। পুলিশ মৃতদেহটি মর্গে পরীক্ষার্থ প্রেরণ করে। প্রকাশ ধনঞ্জয় দাস নামক পরলোকগত জনার্দ্দন দাসের জনৈক প্রতিবেশীর তাহার পরিবারবর্গের সহিত শত্রুতা থাকায় তাহাকে সন্দেহবশতঃ গ্রেপ্তার করিয়া পুলিসের হেপাজতে রাখা হইয়াছে। এ বিষয়ে আরও তদন্ত চলিতেছে।

সিকান্দ্রাবাদ দাঙ্গার সত্য সংবাদ

পাঞ্জাব সরকার একখানি ইস্তাহার প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, সিকান্দ্রাবাদের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রচার করা হইয়াছে তাহা সত্য। মুলতান জিলার সুজাবাদের নিকট সিকান্দ্রাবাদ অবস্থিত।

ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, টাকা লইয়া বাদানুবাদ হইবার পর হাঙ্গামা বাধে। এই হাঙ্গামায় ৪ জন মুসলমান আহত হইয়াছিল। অতঃপর কয়েকখানি বাড়ীতে লুঠ হয় ও কতকগুলি বাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া হয় এবং ২০ জন হিন্দু ৫ জন মুসলমান আহত হইয়াছিল আহত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু ঘটে নাই অথবা কোন ধর্ম্মস্থানের কোন অনিষ্ট হয় নাই। কোন নারী বা বালক বালিকার অঙ্গে দাঙ্গাকারীরা হস্তক্ষেপ করে নাই। হাঙ্গামা বর্ত্তমানে করায়ত্ত হইয়াছে।

সিকান্দ্রাবাদ হইতে পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, পাঁচ শত মুসলমান ঢোল বাজাইতে বাজাইতে যে গ্রামে দাঙ্গা বাধিয়াছিল সেই গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হয়। অতঃপর শতাধিক দোকানে ও বাড়ীতে আগুন দেওয়া হয় ও দাঙ্গায় ৩০ জন হিন্দু ও ৭ জন মুসলমান আহত হয়। ৩ জন আহত ব্যক্তির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। ৫ জন দাঙ্গাকারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শুকদেবরাজের আবেদন গৃহীত

বিচারাধীন বন্দীরূপে গৃহীত হওয়ার জন্য শুকদেবরাজ যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহা হাইকোর্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। হাইকোর্টের বিচারপতি জষ্টিস ভাইড এবং জষ্টিস টাপ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আসামীকে জেলে বিচারাধীন বন্দীরূপে রাখার জন্য আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা ট্রাইবিউন্যালের আছে। তদন্তের পর এ সম্বন্ধে আবশ্যক আদেশ প্রদান জন্য বিচারপতিদ্বয় ট্রাইবিউন্যালকে আদেশ দিয়াছেন।

ট্রাইবিউন্যাল ইতঃপূর্ব্বে সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, জেল কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে শুকদেবরাজকে বিচারাধীন বন্দীরূপে রাখা উচিত, কিন্তু আসামী-পক্ষের কাউন্সিল হাইকোর্টে এই বলিয়া আবেদন করেন যে, জেল কর্ত্তৃপক্ষ ট্রাইবিউন্যালের সুপারিশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

মুসলমান যুবকদের মহোৎসাহে কংগ্রেসের প্রচার-কার্য্য

মৌলভী হাজি মফিজ উদ্দিন, রাজসাহী জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ সেন ও সহ সভাপতি শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী বাগমারা থানার অন্তর্গত শাকোয়া নামক স্থানে এক জনবহুল সভায় লোকদিগকে স্বদেশী দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে অনুরোধ জানাইয়া বক্তৃতা করেন। শ্রীযুত লাহিড়ী সকলকে কংগ্রেসের লক্ষ্য এবং আদর্শকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন এবং তাহাদিগকে কংগ্রেসে যোগ দিতে বলেন। ইহাতে বহু লোক কংগ্রেস সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ, অসহযোগ আন্দোলন শেষ হওয়াবধি জিলায় মুসলমানগণ কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্য পূর্ব্বে কখনও এত আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করে নাই। জিলার তরুণ কংগ্রেসকর্ম্মীরা মহোৎসাহে কংগ্রেসের প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন।

নবদ্বীপ

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

খণ্ড]   সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি   [১০৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৪শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ৯ই জুলাই ১৯৩১

কালেক্টর ও গান্ধীজী

ভারতবাসীদের প্রতি অত্যাচার

বোম্বাইয়ে ভীষণ দাঙ্গা

সৈনিক পুত্রের সমাধিস্থান পরিদর্শন

৬৭ ঘণ্টা ১৮ মিনিট সন্তরণ

মৈমনসিংহে স্ত্রী ও সন্তান হত্যা

হাথোয়া ডাকাতির মামলা

সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান

মৈমনসিংহে ট্রেণ ডাকাতি

মাদ্রাজে লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড

নানা কথা

কালেক্টর ও গান্ধীজী

গত ৫ই জুলাই মধ্যাহ্নে মহাত্মা গান্ধী কালেক্টরের সহিত তাঁহার ডাক বাংলোয় প্রায় এক ঘন্টাকাল কথা বার্ত্তা করেন।

প্রকাশ, উভয়ের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতভেদ ছিল, সে সকল সমস্যার সব গুলিরই সমাধান হইয়াছে। যে সকল প্রজা বকেয়া খাজনা দিতে অসমর্থ মহাত্মাজী এইবার তাহাদের একটা তালিকা প্রস্তুত করিবেন। বর্ত্তমান বৎসরের খাজনা সম্বন্ধে কালেক্টর এক তালিকা অনুযায়ী যেরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছেন, বর্ত্তমানটির সম্বন্ধেও সেরূপ করিতে তাঁহার কোন অসুবিধা হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

বোরসাদ তালুকের গামা ও বণ্ডেশ্বর প্রভৃতি সকল গ্রাম হইতে খাজনা আদায় হইয়েছে। শেষোক্ত গ্রাম দুইটিকে মহাত্মাজী খাজনা হইতে রেহাই দিতে [illegible] কালেক্টর এই বিষয় বিবেচনা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বোরসাদে প্রায় ৪০ হাজার টাকা আদায় হইতে বাকী। ইহার মধ্যে বাকী খাজনাও আছে। মহাত্মাজী [illegible] পালনের যে চেষ্টা [illegible] করেছেন, কালেক্টর তাহাতে সন্তুষ্ট। [illegible] যে সাতজন আইন আমান্য [illegible] পদত্যাগ করিয়াছিলেন, পুনর্নিয়োগ না করিবার [illegible]। তাঁহাকে পুনরায় [illegible] কেন্দ্রা

ধরলাগণ বিপন্ন হইবে বলিয়া আশঙ্কা করে। অন্যান্য গ্রামে পুরাতন সর্দ্দারদিগকেই পুনর্নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদিগকে স্থায়ীভাবে নিয়োগের আশ্বাস দিলেও মহাত্মাজী নাকি এই বিষয়ে বোম্বাই সরকারের সহিত আবার পত্র ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন। গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে যে সকল মামলা ছিল, সে সকল প্রায় সব এমন কি, হিংসামূলক কার্য্যের অভিযোগও স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীরা শান্তিপূর্ণ অবহাওয়া সৃষ্টির প্রত্যাহৃত করিয়াছেন।

ভারতবাসীদের প্রতি অত্যাচার

মিয়াংপিয়া এবং পিয়াপোম হইতে ভারতবাসীদের খড়ের গাদা জ্বালাইয়া দেওয়ার খবর আসিয়াছে। পিয়েটমিওতে প্রায় ৫০ জন বিদ্রোহী বন্দুকে সজ্জিত হইয়া আলানমিওর দক্ষিণে একখান গ্রামের ২২ খানা বাড়ী লুণ্ঠন করে। ৩রা জুলাই ৮১ জন বিদ্রোহী প্রোমে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। হেনজাদা, প্রোম, পেগু এবং থারাবাড়ী হইতে এখনও ডাকাতির খবর আসিতেছে।

হাথোয়া ডাকাতির মামলা

ছাপরার দায়রা জজের এজলাসে হাথোয়া ডাকাতির মামলার রায় দেওয়া হইয়াছে। ১৫ জন আসামীর মধ্যে দুই জনকে খালাস দেওয়া হইয়াছে। অপর সকলকে ৫ হইতে ৭ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে ভীষণ দাঙ্গা

বোম্বাই সহরের কামাটীপুরা নামক পল্লীতে একদল হিন্দু ও একদল মুসলমানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে এক জন হিন্দু মারা গিয়াছে এবং ৪ জন লোক আহত হইয়াছে। গত ৫ই জুলাই কতিপয় হিন্দু ও মুসলমান খেলোয়াড়ের মধ্যে মতান্তর ঘটে ও দাঙ্গার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। বহু চেষ্টায় ব্যাপার থামাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ৬ই জুলাই আজিকে দুইদলে ঢিল ও বোতলের সাহায্যে দাঙ্গা আরম্ভ করে। সঙ্গে ছোরাও চলিতে থাকে। পুলিস উপদ্রুত স্থানে টহল দিয়া ফিরিতেছে। বর্ত্তমানে অবস্থা অনেক শান্ত।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ | ২৩ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৪শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৯ জুলাই ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার | ১০৮তম সংখ্যা

ধর্ম্মের আবরণে কলঙ্কাগ্নেয়গিরি

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভা আজ ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে। এই সভা বঙ্গদেশের বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত। শ্রীধামপ্রচারিণী সভা মহদুদ্দেশ্য লইয়া প্রাচীন নদীয়ার বিলুপ্ত ও বিস্মৃত বিষয়সমূহের উদ্ধারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন।

বিবদমান জগতে প্রতিপক্ষের ও প্রতিকূল চেষ্টাবিশিষ্ট জনগণের অভাব নাই। এজন্য বৈকুণ্ঠজগতের নিত্যসত্যকেও আক্রমণ করিবার অযোগ্য জনগণের পরাঙ্মুখতা না। সৎপন্থিগণের প্রতিকূলে কুরূপথের—কাপট্য-পথের যাত্রিগণ সেই পথে না চলিয়া নিজ নিজ কুপথ আবিষ্কার করে।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভা—সাধারণ সভা, আর ষড়যন্ত্রকারী কুচক্রিদলের কতিপয় ব্যক্তি সেই সাধারণ সভার সভ্যগণের প্রতি ব্যক্তিগত ঈর্ষায় প্রণোদিত হইয়া যে মৎসরতার তাণ্ডব নৃত্য করে, তাহা নিতান্ত অবজ্ঞ।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিশিষ্ট কএকজন সভ্যের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে ঈর্ষা ও মৎসরতা-চালিত হইয়া দুরভিসন্ধির আবাহনে উক্ত সভার ইতিহাসপাঠকগণের অবিদিত নহে। অদ্যাপি হুগলির মৃত মোক্তার কালিচন্দ্র রাহি, চুঁচুড়ার কদমতলার সাত্ত্বিক শৈবনিষ্ঠাপরায়ণ জনৈক ভক্তিবিদ্বেষী কৃতী পুরুষ, থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর ভূতক প্রচারক বীরভূমের মল্লিক মহাশয়, সারুটিয়ার জনৈক ভেকধারী, কলিকাতার মা-গোস্বামীর বাড়ীর কতিপয় 'গোস্বামি'নামধারীর অনুগত দল, অমনা বাবাঠাকুরের সন্তান পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ও সম্প্রতি গৃহিবাউলদলের নেতা জনৈক ব্যবহারজীবী, 'না পড়িয়া পণ্ডিত' ও 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল', বহু ভাষাবিৎ, সর্ববিষয়ে পল্লবগ্রাহী জনৈক বিদ্যমন্য প্রভৃতি কতকগুলি লোকের ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও মৎসরতা চরিতার্থতা করিবার জন্য জনৈক প্রসিদ্ধনামা লোকপ্রিয় কর্ম্মপদের ভূম্যধিকারী মহোদয় উক্ত মোক্তার ব্যতীত অন্যান্য লোকগুলির দ্বারা প্ররোচিত হইয়া এবং পাটোয়ার ভৃত্যগণের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সহিত গত পঞ্চদশ বর্ষকাল প্রবলভাবে বিরোধ করিয়াছিলেন।

শিষ্টাচারবিরুদ্ধ চেষ্টাকে কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া স্বদেশহিতৈষিগণের ও ব্রহ্মাণ্ডবাসী ত্রিকালের সমগ্র মানবজাতির বিরুদ্ধে উঁহাদের আয়োজনের অনুসরণে ইদানীন্তন একটী অবরবর্ণ যুবক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তাহাতে তাহার প্রকৃতিস্থতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

শুনা যায়, শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সাধারণ বিভাগের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট সম্প্রতি তিনি সম্পূর্ণ অশিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া বিকৃতমস্তিষ্ক-জনোচিত একখানি পত্র লিখিয়া নিজস্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন। 'চিরনদীয়া' নামক গ্রন্থসঙ্কলনকর্ত্তৃত্বের সম্পাদকপ্রবরের নিকট ঐ প্রকার জ্যাঠামি করিয়া পত্র লেখায় লেখকের মস্তিষ্কের প্যাঁচ ঠিক আছে, তাহা গৌড়ীয় হাসপাতালে অনেক চিকিৎসকের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। এই রোগী কি দৈশুণ্যদোষে পীড়িত, না স্বাভাবিক ষড়রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া মাৎসর্য্য-রোগে পীড়িত, না অন্য কোন রোগে রোগী, তাহার নিদান সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক।

ইহার গতিবিধি দুই বৎসর পূর্ব্বেকার এলবার্ট হলের অবৈধ নদীয়া আলোচনী সভার কিছু পূর্ব্ব হইতে লক্ষিত হইতেছে। কখনও বা গ্রাম্যবার্ত্তাবহাদির অঙ্গ ইহার উদ্ধত অশিষ্টাচারে কলুষিত হইতেছে, কখনও বা নানাপ্রকার অশ্রাব্য অশিষ্টাচারের কথা, মিথ্যা কথা, জ্যাঠামিজনক অজ্ঞতার কথা শ্রীধামপ্রচারিণীসভার বিরুদ্ধে ও ব্যক্তিগতভাবে ঈর্ষার কথা নানা আকারে পল্লবিত হইয়া তাহা অনবগাহনশীলতা কৃষ্ণাভক্ত ব্যবহারজীবিগণের চেষ্টায় স্ফুটিত বাহির হইতেছে এবং জড়সাহিত্য পানির কতিপয় ভূতপূর্ব্ব চালকের দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য!

শ্রীধামপ্রচারিণীসভা এই প্রকার ষড়যন্ত্রকারিগণের চক্রান্ত বা লোকবিদ্বেষকর কার্য্যকে জনহিতকর কার্য্য বলিয়া চালাইবার বাপদেশে স্তব্ধ নহেন। কৃষ্ণভজন না করিলে দুর্দ্দৈবগ্রস্ত জীবগণের এই প্রকার দুর্গতিই ঘটিয়া থাকে। তাহারা বিষ্ণু বিদ্বেষ, বৈষ্ণব বিদ্বেষ, ভক্তির বিদ্বেষ করিতে গিয়া স্ব-স্ব কামাদি রিপুবর্গের মহিমা প্রচাররূপ তাণ্ডব নৃত্য করিয়া থাকেন। শ্রীধামপ্রচারিণীসভার সভ্যগণ এইরূপ কলঙ্কিত চিন্তাস্রোতকে সহস্র যোজন দূরে রাখিয়া ভগবৎসেবা করেন। Milton-এর বর্ণনে যেরূপ পাপের কথা পাওয়া যায়, সাত্বতগণের প্রাকৃতিক জনগণের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে যেরূপ স্থগিত পাপের চিত্র পাওয়া যায়, সেরূপ পাপানুষ্ঠানকারীকে শ্রদ্ধালুগণ আদর করেন না। তবে কেন শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিরুদ্ধে লোকনিন্দাকারীর চেষ্টা কলিকালে পুষ্টি লাভ করিতেছে, বুঝা যায় না। গৌরসুন্দর কি ইহাদের জন্য কৃপা প্রদর্শিত করিয়া ইহাদিগকে নিজৌদার্য্যের মহিমা জ্ঞাপন করাইবেন না?

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীধাম মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট পরিদর্শন করিয়া যাহা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে সানুবাদ প্রকাশিত হইল,—

Being invited by the revered Head Master—His Holiness Swami Bhakti Pradip Tirtha Maharaj I attended today the conference of the teachers of the Thakur Bhakti Vinode Institute and as requested by His Holiness

ad occasion to address the
mbly composed of the
:hers and the taught regarding
main aims and object of the
titution.

I was present on the opening
and had the good fortune to
en to the inaugural speech of
: Divine Grace, the President
he Institution and this is the
l time I visited in its infant
ge when I was pleased to
erve the good demeanour of
teachers which is a
mple for the students to fol-
and to find that they had by
: short time been able to im
ss on the minds of the young
ners the fundamental ethical
l theistic principles on which it
ased.

It is justly named after that
at Prophet "Thakur Bhakti-
node who appeared in this
ld in 1838 and was visible up
1914. His whole life was devo-
to weed out the fie'd of devo-
sadly adulterated by the
udo-Vaishnabs in the middle
the 19th century. He also
blished before the world the
l life of a true devotee of the
reme Lord. It is He who
ted the Holy Birth-Site of
: Chaitanya Mahaprabhu at
Mayapur and it was His
rt's desire that such education
pread all over the world from
centre like the old university
Nabadwip—the then Oxford
Bengal.

On the 21st April last while
Excellency, the Governor of
gal was pleased to grant me
nterview, I spoke to His Ex-
ncy about this Institution
g started to impart true edu-
on to young boys on the
of religion and morals to
ent them from going astray.
Hon'ble Minister of Educa
Khaza Nizamuddin M. A.,
at-Law, was also delighted
isten to the object of this
demy and expressed his
athy for such a unique noble

n fine, I fervently invoke the
ings of His Divine Grace for
success and welfare of this
tution.

ayapur | Sd/ A. C. Banerjee
ly,1931 | Bhaktisastri
| President, Editorial
| Board "Gaudiya",

অনুবাদ—পূজ্যপাদ প্রধান শিক্ষক স্বামী ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া অদ্য আমি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষকবৃন্দের স্কুল পরিচালনা-সম্বন্ধে যে সভা হয়, সেই সভায় যোগদান করি এবং তাঁহার অনুরোধে শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দপরিবেষ্টিত সভায় ইন্‌ষ্টিটিউসনের প্রধান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার সুযোগ হইয়াছিল।

স্কুলের উদ্বোধন দিবসে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং পূজ্যপাদ প্রেসিডেণ্ট মহোদয়-প্রদত্ত প্রথম আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা শ্রবণ করিবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। অদ্য আমার এই স্কুল পরিদর্শনের দ্বিতীয় দিবস। আমি শিক্ষকবৃন্দের আদর্শ চরিত্র এবং ব্যবহার দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। তাঁহাদের চরিত্র বাস্তবিকই ছাত্রগণের জীবন্ত আদর্শস্বরূপ। আরও আনন্দের বিষয় এই যে, তাঁহারা এই অল্পকাল মধ্যেই এই স্কুলের মূল উদ্দেশ্য নীতি এবং ঈশ্বরবিশ্বাস সম্বন্ধে কোমলমতি ছাত্রবৃন্দের চিত্তে রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আচার্য্যপ্রবর শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের নামানুসারে এই স্কুলের স্থাপন ঠিকই হইয়াছে। তিনি ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহ জগতে আবির্ভূত হইয়া ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রকট ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্ধবৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক ভক্তিরাজ্য দূষিত এবং কণ্টকিত হইলে সেই কণ্টকসমূহ সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি জগৎ সমক্ষে ভাগবদ্ভক্তের আদর্শ জীবন স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলীর প্রকাশক। ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তাৎকালিক শিক্ষাকেন্দ্র—বাঙ্গালার অক্সফোর্ড নবদ্বীপের ন্যায় এইরূপ শিক্ষা জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক।

গত ২১শে এপ্রিল তারিখে সদাশয় বাঙ্গালার গবর্ণর বাহাদুর যখন আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন, সেই সময় আমি তাঁহাকে প্রসঙ্গক্রমে ধর্ম্ম ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কোমলমতি বালকদিগকে বিপথ গমন হইতে রক্ষা করত প্রকৃত শিক্ষাপ্রদানকারী এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের কথা বলিয়াছিলাম

মাননীয় শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী সাহেব খাজা নিজামউদ্দিন এম্ এ, বার-এট্-ল মহোদয়ও এই শিক্ষামন্দিরের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং এই অদ্বিতীয় সদনুষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পরিশেষে আমি শ্রীভগবানের নিকট এই ইন্‌ষ্টিটিউসনের সাফল্য এবং মঙ্গল প্রার্থনা করি।

শ্রীমায়াপুর | স্বাঃ এ. সি ব্যানার্জ্জি
৪-৭-৩১ | ভক্তিশাস্ত্রী
| প্রেসিডেণ্ট, এডিটোরিয়াল
| বোর্ড 'গৌড়ীয়'

কনকের দ্বারা
মাধবের সেবা
(২)

যাঁহারা উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, সেই মায়াবাদী মুমুক্ষুগণ ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় দ্রব্যই মায়িক ও অসৎ বোধে কনকাদি ত্যাগের কপটতাযুক্ত। তাঁহার ফল্গুচেষ্টা প্রদর্শনমুখে নির্ব্বিশেষব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্তির অভিলাষী হইয়া ঘৃণ্য জড়া-নন্দেরই প্রার্থী হন। স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুস্পর্শে কোন কোন ত্যাগীবরের (?) হস্ত নাকি স্বভাবতই বক্রাকার ধারণ করে কেহ বা 'যেই টাকা সেই মাটী'—এইরূপ জপ করেন, অতএব তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, ইত্যাকার বহুবিধ ফল্গুত্যাগ চেষ্টার কুনাট্য মায়াহত জীবগণের ভ্রম উৎপাদন করিতেছে। জগৎ সংসারে কনকাশা ত্যাগী বলিয়া পরিচিত হওয়ার যে সুচতুর বাসনা, তাহাও যে জড়ভোগেচ্ছারই অন্য প্রকার পোষাকপরিহিত সজ্জা, স্থূল ভোগি-সমাজ তাহা জানে না বলিয়াই অভক্ত ত্যাগীকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করে। ধর্ম্মার্থকামী ভোগলুব্ধ কর্ম্মী এবং আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিলিপ্সু শুষ্কজ্ঞাননিষ্ঠ ত্যাগবাদী, উভয়েই মনোধর্ম্মী; অচিৎ ধর্ম্মের অনু-শীলন দ্বারা অধোক্ষজ অদ্বয়সেবাবিজ্ঞানে পারঙ্গত হওয়া যায় না। অকৃত্রিম হরি গুরুবৈষ্ণবদাস্যনিপুণ শুদ্ধভক্ত ভিন্ন শ্রীরাধা-মদনমোহনের চিন্ময় ইন্দ্রিয়তোষণের অপূর্ব্ব সুকৌশলটী আর কেহই অবগত নহেন। তাই প্রাকৃত জগতের কামচিন্তামণিস্বরূপ ভোগপ্রসূ কনকের সাহায্যে অধোক্ষজ কৃষ্ণ-চিন্তামণির সেবাসৌন্দর্য্যসাধনের কথা,—ধনের সদ্ব্যবহারের দ্বারা অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যবিগ্রহ অপ্রাকৃত কামদেবের কাম-পূর্ত্তির কথা ভোগী বা ত্যাগী জনসমাজ ধারণা করিতে পারেন না।

জড়কামনা-চঞ্চল নানাদেবদেবী-পূজা-নিষ্ঠ কর্ম্মী জানেন,—'অর্থ না থাকিলে কোন ব্রত হয় না।' ভোগিগণ জড় ভোগপ্রাপ্তির অনুকূল লৌকিক ধর্ম্মাচরণের নিমিত্তই কনক সংগ্রহকে প্রয়োজনীয় মুখ্য-কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। প্রাকৃত জনগণের প্রত্যেক কার্য্যে লাভের চিন্তা, এমন কি সুদে আসলে বহু গুণে বর্দ্ধিত কর্ম্মফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে তাঁহারা বৃথা একটী পদক্ষেপও করেন না। তাই পুণ্য-ফললাভেচ্ছু হইয়া তাঁহারা গঙ্গাসাগর বা পুষ্করাদি তীর্থে গমন করেন, পরিণামে অক্ষয় স্বর্গলাভ [illegible] ইত্যাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; তাঁহাদের ঐ সকল পুণ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত স্বর্গের বিশেষ [illegible]। [illegible] কালিকাদেবীর পূজায় আড়ম্বর করিয়া দেবীপ্রসাদ (?) মংস্য মাংসাদির দ্বারা উদর-পূর্ত্তি করিয়া [illegible] দেবীভক্ত ও সামাজিক বলিয়া খ্যাতি হয়, [illegible] প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

বাহ্যতঃ [illegible] দেখা যায়, পঞ্চোপাসকগণের অন্তর্গত বিষ্ণু-আরাধক বিদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও উপর্য্যুক্ত কর্ম্মিগণেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত। তাঁহারাও নানা ইতর কামনাপ্রণোদিত হইয়াই বিষ্ণু-বিগ্রহ সমীপে ভোগরাগাদি প্রদানের অভিনয় করেন। 'কনকের দ্বারা মাধবের সেবা' এই অপূর্ব্ব বাক্যটীর মর্ম্ম গ্রহণে তাঁহারাও অসমর্থ। কৃষ্ণৈকশরণতাপূর্ণ অকিঞ্চন সেবাবৃত্তি বিদ্ধ বৈষ্ণবের মধ্যে নাই। "যদি পুত্রটী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বি এ' ডিক্রী পায়, পেঁড়া সন্দেশাদি দিয়া ঠাকুরের নৈবেদ্য প্রস্তুত করিব" তাহাদেরও এই প্রকার কামকলুষিত চিত্তবৃত্তি দৃষ্ট হয়। অর্থাদি ব্যয় করিয়া ঐ প্রকার বিষ্ণুপূজনও জড়েন্দ্রিয়তোষণেরই নামান্তর মাত্র।

চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড সহ বৈকুণ্ঠ ও গোলোক-পুরের একমাত্র চিন্ময় নিত্যপতি শ্রীরাধা-মাধবের পাদপদ্মসেবায় এবং কৃষ্ণদাসগণের মনোহভীষ্ট কৈঙ্কর্য্যে যে কনক ব্যয়িত হয়, তাহা প্রাকৃত গুণসম্বলিত সুবর্ণ নহে। স্বর্ণ নামক জড় ধাতুবিশেষ প্রাকৃত বদ্ধ-জীবের প্রধান ভোগসহায়ক হইয়া তাহাকে নরকের দিকে চালিত করে; আর যে কনকসাহায্যে হরিসেবার যোগ্যতা হয়, সর্ব্বভোক্তা শ্রীমদনমোহনের পরমাশ্চর্য্য করুণা-রাশির অমল বার্ত্তা দিকে দিকে বিঘোষিত করিয়া ধরাবাসীর নিত্যমঙ্গল বিধান করে, সে কনক মাধবসম্বন্ধীয় বস্তু চিন্তামণিরও সাক্ষাৎ চিন্তামণি স্বরূপ।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা দিল্লী গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ হিন্দু-স্থানের বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের কথা ইংরেজী, বাঙ্গালা ও হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় প্রচার করিতেছেন। তিনি আলমোরা, নৈনিতাল, রাণীক্ষেত প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া সম্প্রতি সিমলাতে অবস্থান করিতেছেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমজ্জীবগোস্বামী-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। স্থূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই গ্রন্থ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ নিষ্কাম্যবাহিনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্ত্যের বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায় —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমন্নিত্যানন্দের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিবরক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের উপদেশ-শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমুচ্চয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোল্ড রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্তত্তত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে দাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল; প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খান একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি উত্তম বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভ্রাতার নিকট চিঠি

রাত্রি সন্ধ্যা), ৬।৭।৩১

স্নেহের ভাইটী,

বেণ্টু, তুমি আমাকে চিঠি লিখিতে বলিয়াছ বিস্ত লিখিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে জীবন-সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

যাবার বেলায় তোমাকে আর কি বলিব? শুধু এইটুকু বলিয়া আজ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি নিঃস্বার্থপর হও, পরের দুঃখে তোমার হৃদয়ে করুণার মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হউক।

আমি আজ তোমাদের ছাড়িয়া যাইতেছি বলিয়া দুঃখ করিও না, ভাই। যুগ যুগ ধরিয়া এই যাওয়া-আসাই বিশ্বকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে, তার বুকের প্রাণ-স্পন্দনকে থামিতে দেয় নাই। আর কিছু লিখিবার নাই। আমার অশেষ ভালবাসা ও আশীষ জানিবে।

তোমার "দীনেশ দা"

বৌদির নিকট চিঠি

৫-১৫ মিনিট, ৬।৭।৩১

বৌদি,

এইমাত্র তোমার চিঠিখানা পাইলাম। আমার জীবন-কাহিনী জানাইবার সুযোগ হইল না। কিই বা জানাইব বলতো। আমার সব কথাই তো তোমাদের বুকে চিরকাল আঁকা থাকিবে। তুচ্ছ কালির আঁচড় কি তাহাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিবে? আমার সব অপরাধ ক্ষমা করিবে—এজন্মের মত বিদায়। ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

তোমার—"ঠাকুরপো"

দীনেশ গুপ্তের ফাঁসীতে নানাস্থানে প্রতিবাদ

দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির প্রতিবাদ এবং তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া কাঁথি, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, ধুবড়ী, দিনাজপুর, জামালপুর, পুরুলিয়া, মেমারি (বর্দ্ধমান), আমতা (হাওড়ায়), বারাসাত, বর্দ্ধমান, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে সভা, মিছিল ও হরতাল হইয়াছে।

গান্ধীজীর প্রতি ভারতবাসীর পরামর্শ

"ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় গান্ধীজী এক স্বাক্ষরযুক্ত প্রবন্ধে কোন আমেরিকা প্রবাসী ভারতবাসীর দীর্ঘপত্রের কতকগুলি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহাতে উক্ত ভারতবাসী গান্ধীজীকে আমেরিকায় যাইতে নিষেধ করিয়াছেন, কারণ—'আমেরিকার অধিবাসিগণ ডলার এবং সেণ্ট ব্যতীত আর কিছুই ভাল বুঝে না। আমাদের জাতীয় আবশ্যকতার জন্য সহানুভূতি অর্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া আপনি যদি আমেরিকায় আসেন, তাহা হইলে ফল হয় ত সম্পূর্ণ বিপরীত হইতে পারে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্যবুদ্ধি

গত ৯ই জুলাই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী সম্পর্কে সভা ও শোভাযাত্রা হইবে বলিয়া কয়েকজন কংগ্রেসকর্ম্মী যখন হাণ্ডবিল বিতরণ করিতেছিলেন, সেই সময় রাজসাহীর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বিভাগীয় কমিশনারের সহিত মোটরে করিয়া সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন।

হাণ্ডবিল বিতরণ হইতে দেখিয়া তিনি কংগ্রেসকর্ম্মীদের ... "ট্রাক" উপরে বসিয়াছিলেন তাহা থামাইয়া হাণ্ডবিলগুলি কাড়িয়া লন এবং চলিয়া যান।

৫৫ জন ডাকাত ধৃত

নেপাল তরাইয়ের বনবিভাগের চীফ অফিসার কর্ত্তৃক ৫৫ জন ডাকাত ধৃত হইয়াছে। এই অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে যে ২৩টি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, তৎসম্পর্কেই এই গ্রেপ্তার।

কংগ্রেস অফিসে তল্লাস

নেত্রকোণা কংগ্রেস আফিস ও কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের গৃহে খানাতল্লাস করিয়াছে এবং কংগ্রেস অফিসের সাইন বোর্ডখানা লইয়া গিয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

পাটনা বোমার জের

গত ২৬শে জুন তারিখের পাটনায় যে বোমা বিস্ফোরণ হইয়া গিয়াছে, সেই সম্পর্কে পুলিসের তদন্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। তবে এখনো শুধু বিস্ফোরক পদার্থের পরীক্ষকের রিপোর্টের অপেক্ষা মাত্র।

এই সময়ের শেষ ভাগে এই মামলার শুনানী উঠিবে এইরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

আরও প্রকাশ, পুলিস নাকি কঙ্করবাগ হত্যাকাণ্ডের সহিত এই বোমার ব্যাপারে একটা সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে। কঙ্করবাগে একজন যুবক পিস্তলের গুলীতে প্রাণ হারাইয়াছিল এবং ঐ ব্যাপার এখনও রহস্যাবৃত আছে।

আবগারী আইনে দণ্ড

রাম সিং নেপালী এবং অমর সিং নেপালী গত বুধবার কেনেল সাউথ রোডের এক বাড়ীতে মদ প্রস্তুত করার কালে গ্রেপ্তার হয়। গতকল্য শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট আবগারী আইনের ৪৬ (ক) ধারায় উহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া উহাদের প্রতি ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড বিধান করিয়াছেন।

ধানবাদে কংগ্রেস সভা

ধানবাদ কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে ধানবাদ টাউনহলে এক জন-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বাঁকুড়ার শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায় ঐ সভায় বক্তৃতা করেন। ধানবাদ কংগ্রেস কমিটী ও কয়লা খনির ভারতীয় কর্ম্মচারী সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কে, এন, সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রায় বিস্তৃত ভাবে জাতীয় সংগ্রাম এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি যুবকগণকে জাতীয় সংগ্রামে যোগদান পূর্ব্বক জাতীয় আন্দোলন সফল করিতে অনুরোধ করেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত সভায় বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায় ধানবাদ ও ঝরিয়ায় আরও কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছেন।

নূতন গ্রহ

পৃথিবী হইতে ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ মাইল দূরে একটি নূতন গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া কিয়োটো মানমন্দির সংবাদ দিয়াছেন। 'অশোকা' নামক তারকামণ্ডলের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এই গ্রহটির ব্যাস ১১ হাজার মাইল।

শিখদের প্রতি বড়লাট

শিখসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিমণ্ডলী বড়লাটের নিকট যে সকল অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন করেন, তদুত্তরে বড়লাট আশ্বাস দিয়া বলেন যে, বিভিন্ন সংখ্যাল্প সম্প্রদায় ও তাঁহাদের স্বার্থের প্রতি যাহাতে সুবিবেচনা করা হয়, সেজন্য তিনি সকল প্রকার চেষ্টা করিবেন। প্রতিনিধিমণ্ডলীর পক্ষ হইতে গোলটেবিল বৈঠকে শিখদের অতিরিক্ত প্রতিনিধি গ্রহণের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা তিনি ভারত-সচিবকে জানাইবেন। আইন-ব্যবসায়ে যদি কোন শিখ বিশেষ বিচক্ষণতা অর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের হাইকোর্টের জজের পদে নিয়োগ করা সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে।

উপসংহারে বড়লাট বলেন—আমার দৃঢ় বিশ্বাস বর্ত্তমানকালে পরস্পর বিরোধী দাবী, প্রতিদ্বন্দ্বী স্বার্থ, বাধা এবং জটিলতার যে ঘনমেঘ রাজনৈতিক আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কাটিয়া গিয়া আবার নীল, নির্ম্মল আকাশ আত্মপ্রকাশ করিবে। পরস্পরের বোঝাপড়া এবং সহযোগীতাই কেবল এই কুয়াসা দূর করিতে পারে; নির্ম্মল আকাশ আবার দেখা দিবে—আমার এই বিশ্বাসকে কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া আমি আপনাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করিব এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিব।

লণ্ডনে বক্তৃতার আয়োজনে গান্ধীজী

মিঃ গান্ধীকে বক্তৃতা দিবার জন্য কমনওয়েলথ অফ ইণ্ডিয়া লীগ যে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। লীগের পক্ষ হইতে লণ্ডন ও ম্যাঞ্চেষ্টারের নানাস্থানে মিঃ গান্ধীর বক্তৃতায় আয়োজন হইতেছে। গান্ধীজী লীগকে জানাইয়াছেন যে, লণ্ডন যাইলে তিনি তাঁহাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন। কিন্তু ভারতবর্ষে আপোষ মীমাংসা সম্বন্ধে যেরূপ গোলযোগ দেখা যাইতেছে, তাহাতে তাঁহার লণ্ডনে যাওয়া নাও হইতে পারে।

কংগ্রেসকর্ম্মীগণের মুক্তিলাভ

মোহিতপুর কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত নিরুপম মিত্র, খুলনা জিলা ছাত্র-সমিতির যুক্ত সম্পাদক শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য ১৩ জনকে কয়ড়া ডাকাতীর সম্পর্কে গত ১০ই জুন গ্রেপ্তার করা হয়। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, পুলিস তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত করিতে না পারায়, তাঁহাদিগকে গত ৬ই জুলাই তারিখে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

নিদ্রিত ব্যক্তিকে হত্যা

৬ই জুলাই তারিখে মানিকাদার অধিবাসী প্রহ্লাদচন্দ্র দাস নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার ঘরে নিহত হইয়াছেন। প্রকাশ কে বা কাহারা গভীর রাত্রিতে ঘরে ঢুকিয়া কোন অস্ত্রের সাহায্যে তাঁহাকে হত্যা করিয়া গিয়াছে। টাকা কড়ি তাঁহার কোমরে বাঁধা ছিল বলিয়া দুর্বৃত্তগণ তাহা লইতে পারে নাই। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে, কিন্তু এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

শ্রীশ্রীমায়াপুর
দৈনিক—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৩৮, ১৫ই জুলাই ১৯৩১

নবদ্বীপে সভ

গান্ধীজীর নিকট বড়লাটের চিঠি

অর্থের বদলে জীবননাশ

চীন ও জাপানে যুদ্ধের সম্ভাবনা

অনশনে আত্মহত্যা

তিন হাজার তোলা রূপা অপহরণ

বড়লাটের সফর

কংগ্রেস মর্ম্মীদের প্রতি মহাত্মা গান্ধী

দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলা

কান্দিয়া গ্রামে ভীষণ দাঙ্গা

নানা কথা

গান্ধীজীর নিকট বড়লাটের চিঠি

মহাত্মা গান্ধী গত ১১ই জুলাই রাত্রে বড়লাটের নিকট হইতে এক চিঠি পাইয়াছেন। চিঠিখানি বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের মারফত মহাত্মা গান্ধীর হাতে দেওয়া হইয়াছে ১২ই জুলাই সকাল বেলায় ওয়ার্কিং কমিটীর সভা আরম্ভ হইলে চিঠিখানি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। প্রকাশ, সদস্যগণ বড়লাটের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী ১১ই রাত্রে সুরাট যাত্রা করিয়াছেন। সুরাট হইতে তিনি সিমলায় যাত্রা করিবেন এবং বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

ওয়ার্কিং কমিটী যে বড়লাটের চিঠিতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহার একটা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

সাব কমিটীর রিপোর্ট

সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সম্পর্কে সাব কমিটী প্রস্তাবের যে খসড়া পেশ করিয়াছেন ওয়ার্কিং কমিটী সে বিষয়ে আরও আলোচনা করিয়াছেন। অতঃপর ওয়ার্কিং কমিটির সভা ১১ই জুলাই সন্ধ্যায়ই শেষ হয়।

গান্ধীজীর লণ্ডন গমন নিশ্চিত

প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধীর লণ্ডন যাওয়া সম্বন্ধে এখন আর কোন সংশয় নাই। গান্ধীজীর লণ্ডন যাত্রার ঠিক পূর্ব্বে—আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে সম্ভবতঃ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইবে।

১৫ই তারিখ সিমলা গমন

বড়লাটের সহিত আলোচনা

বড়লাটের সহিত আলোচনা করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী ১৫ জুলাই সিমলায় গমন করিবেন।

কংগ্রেস কর্ম্মীদের প্রতি মহাত্মা গান্ধী

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সরকারী কর্ম্মচারিগণ গান্ধী-আরউইন সন্ধি সর্ত্ত ভঙ্গ করিতেছেন—এইরূপ অভিযোগ করিয়া বহু কংগ্রেস নেতা এবং কর্ম্মী মহাত্মা গান্ধীর নিকট চিঠি লিখিতেছেন। মহাত্মাজী এই সব পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া ৯ই জুলাই তারিখের "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিতেছেন :—

"বহু স্থান হইতে অভিযোগ আসিতেছে যে, স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ দিল্লীর চুক্তি ভঙ্গ করিয়া খণ্ডবিখণ্ড করিতেছেন এবং সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে, যেন গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেইজন্য প্রায় প্রত্যেক কংগ্রেস কর্ম্মীকেই তাঁহারা সন্দেহের চোখে দেখিতেছেন। আমি এই সব চিঠি অনেক দিন চাপা দিয়া রাখিয়াছিলাম এই আশায় যে, স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট ঐ সব অভিযোগ সম্বন্ধে দরখাস্ত করিলে তাঁহারা উহার প্রতিকার করিবেন। কিন্তু আমার আশা ভঙ্গ হইয়াছে।

অতঃপর মহাত্মাজী যুক্ত-প্রদেশের সুলতানপুর ও মথুরা, পাঞ্জাবের অমৃতসর, আম্বালা, লুধিয়ানা এবং রোটাকের কয়েকখানি চিঠি উদ্ধৃত করিয়া বাঙ্গলার অন্তর্গত কাঁথি কংগ্রেস কমিটীর একখানি তার উদ্ধৃত করিয়াছেন।

উক্ত তারের তারিখ ২০শে জুন। চিঠিতে বলা হইয়াছে—

'কাঁথির সরকারী কর্ম্মচারিগণ সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিতেছেন এবং গঠন মূলক নিরত কংগ্রেস কর্ম্মীদিগকে গ্রেপ্তার করিতেছেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেস সালিশীবোর্ডের সাফল্যে শঙ্কিত হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহারা এই সমস্ত গ্রেপ্তার দ্বারা সন্ধি নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বড়লাটকে তার করা হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিঃ ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ ২৯ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৪৫, ৩০শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৫ জুলাই ইং ১৯৩১ বুধবার } ১১৩তম সংখ্যা

পুরীধামে শ্রীল প্রভুপাদ

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রেরিত)

গত ৮ই বৈশাখ হইতে পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মাসত্রয়ব্যাপী মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। বিষয়কার্য্যে ব্যস্ত জনগণকে জীবের একমাত্র বিষয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এবং ভজনপিপাসুগণকে কৃষ্ণকার্য্যসেবায় নিরন্তর নিযুক্ত রাখিবার জন্যই কৃষ্ণকীর্ত্তনৈক জীবন, শ্রীকৃষ্ণের নিজজন পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের ঈদৃশী জীবেদয়ার আয়োজন। গত তিন মাস কাল যাবৎ তাহাতে বিভিন্ন দেশ হইতে বহু সৌভাগ্যবন্ত জন এই দয়াগ্রহণে বঞ্চিতপক্ষ হইতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ নিজের অনুগতজনের দ্বারা শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন প্রচার করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন, স্বয়ং পর্ব্বত-শিখর দুর্জ্জয়লিঙ্গ, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে শুভবিজয় করিয়া নিজ প্রাণনাথের সেবা প্রচার করিতেছিলেন। কিন্তু শ্রীপুরুষোত্তম মঠবাসী ভক্তগণ ও স্থানীয় প্রধান সজ্জনমণ্ডলীর একান্ত প্রার্থনায়, বিশেষতঃ অনবসরকালে আলবরনাথক্ষেত্রে গৌড়ীয়নাথের লীলামোদে প্রমত্ত হইয়া গত ২৩শে আষাঢ় ৮ই জুলাই বুধবার পুরী এক্সপ্রেসে পরমারাধ্য প্রভুপাদ পুরীধামে যাত্রা করেন। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের মঠাধ্যক্ষপ্রমুখ বহু ভক্ত এবং সহরবাসী গণমান্য অনেকগুলি সজ্জন হাবড়া ষ্টেসনে তাঁহারই অনুগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীহরিকীর্ত্তনের বিরাম নাই। গাড়ীতে বসিয়াই সকলকে শ্রীহরিসেবার উপদেশ দিতেছেন।

ক্রমে ক্রমে শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শ্রীল প্রভুপাদও তদ্গত চিত্তে কীর্ত্তন করিতেছেন। এমন সময় ট্রেণ ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সকলের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল। কেন না, অনতিবিলম্বেই অপার্থিব সঙ্গ ছাড়িয়া গোলোকের কীর্ত্তন শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। সকলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছেন, এমন সময় গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

পরম দয়ালু প্রভুপাদ গাড়ীর দরজার ভিতর দিয়া ভক্তগণকে দর্শন দিতে লাগিলেন। গাড়ী চলিতেছে, সুতরাং অল্পক্ষণ পরে ভক্তগণ দূরে পড়িলেন।

গাড়ী দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। শ্রীল প্রভুপাদ তখন শ্রীমালিকায় সংখ্যানাম করিতেছেন। লোকশিক্ষক লোকপাবন প্রভুপাদ শ্রীহরির প্রিয়তম জন হইয়াও সংখ্যানাম গ্রহণে আগ্রহ দেখাইয়া—

আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥

—এই প্রভু-আচরণের অনুসরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীচৈতন্য-আদেশ—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
মহা) প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।

—পালনে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট প্রচারেরই আদর্শ দেখাইলেন।

সংখ্যানাম পূর্ণ হইলে পরিপূর্ণবস্তু বিজয়কারী প্রভুপাদ রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মাদৃশ অধমের প্রতি কৃপা পূর্ব্বক শ্রীগৌরের বহু লীলাবিক্রমের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি ভাগ্যহীন। কেননা:—

দৈবী মায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোর
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া॥

নিদ্রাদেবী আমাকে জোরে আকর্ষণ করিলেন। পরম পাবন প্রভুপাদের শ্রীমুখে পবনপাবনী শ্রীহরিকথা শুনিবার সৌভাগ্য হারাইলাম। এই ভাবে অনেক সময় চলিয়া গেল। অতি প্রত্যূষে প্রভুপাদ আমাকে ডাকিলেন। আমি ব্যস্তভাবে উঠিয়া লজ্জিতভাবে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম। দেখিলাম, তিনি শ্রীমালিকায় শ্রীনাম গ্রহণ করিতেছেন। একটু হাসিয়া বলিলেন—"ঘণ্টা বাজিয়াছে। গাড়ী কটকে আসিল, দরজা খুলুন।" দরজা খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে কটক র‍্যাভেন্স কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম,এ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর মহোদয় আসিয়া প্রভুপাদকে প্রণাম করিলেন। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবকগণের ও সেবাকার্য্যের সংবাদাদি লইতে লইতে গাড়ী ছাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর বাবুও নামিয়া গেলেন।

২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই বৃহস্পতিবার ৭টা ১৫ মিনিটের সময় পুরী ষ্টেসনে গাড়ী পৌঁছিল। পূর্ব্বদিবস শ্রীপুরুষোত্তম মঠের ভক্তগণ তারযোগে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের পুরীতে শুভাগমনের সংবাদ পাইয়া পূর্ব্বাহ্ণেই শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন-প্রমুখ ভক্তগণ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। গাড়ী ষ্টেসনে থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলেই দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের জয় ঘোষণা করিলেন। ত্রিদণ্ডিপাদগণ শ্রীল প্রভুপাদকে পূজা করিলেন। বানপ্রস্থ, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারিগণ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণামে শ্রীগৌরগৌরবের পূজা করিলেন।

সুসজ্জিত মোটরযানে শ্রীল প্রভুপাদকে উঠাইয়া শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আনয়ন করিলেন, সঙ্গের ভক্তগণও প্রভুপাদের অনুসরণ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ মোটর হইতে নামিয়া সাষ্টাঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধা-বিনোদ মাধবজীউকে বন্দনা করিলেন। প্রভুপাদ পরে অন্যত্র আসন পরিগ্রহ করিলে সহরের বহু লোক আসিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং প্রভুপাদের শুভাগমনে পরমানন্দ প্রকাশ করিলেন।

বৈকালে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ বাহির হইলেন। প্রথমে ঠাকুর হরিদাসের সমাধি মন্দিরে যাইয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে সমাধি পরিক্রমা করিলেন। ভক্তগণও তদনুসরণ করিলেন। ভাবভারাক্রান্ত প্রভুপাদ কত ভাবে কত কি ভাবিলেন, তাহা আমরা না বুঝিলেও তাঁহার বদনমণ্ডলে অনেক ভাব প্রকাশিত হইল।

তৎপরে পাথরকুণ্ডীতে আসিয়া কোথায় পাঠকীর্ত্তন হয়, কোন্ কোন্ ঘরে কোন্ কোন্ ভক্ত অবস্থান করেন, সন্ধান লইয়া আসন পরিগ্রহ করিয়া সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া একটী শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। সমুদ্র দর্শনে যমুনাবিহারলীলা-দর্শনকারী শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তিই সেই শ্লোক। প্রভুপাদ ভাববিভোর হইয়া ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেছেন, এমন সময় সিদ্ধবকুল

মঠের মহান্ত মহারাজ শ্রীবলভদ্র দাস গোস্বামী মহাশয় আসিলেন। তিনি বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলে প্রভুপাদ আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং পৃথক্ উচ্চাসনে বসিতে বলিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যের সম্মানজ্ঞাতা মহান্ত মহারাজ সেই আসনে না বসিয়া ভূমিতেই উপবেশন করিলেন। কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবা-বিজ্ঞানপ্রদাতা প্রভুপাদও ভূমিতে উপবিষ্ট হইলেন।

মহান্ত মহারাজ নানাসেবাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় প্রাতে প্রভুপাদের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে যাইতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। প্রভুপাদও তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া শ্রীহরিকথা আরম্ভ করিলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন হইলে সন্ধ্যারাত্রিকের সময় উপস্থিত দেখিয়া মহান্ত মহারাজ অনিচ্ছাসত্ত্বে এবং দুঃখিতচিত্তে 'আগামী কল্য পুনরায় আসিব', বলিয়া বিদায় লইলেন।

রাজর্ষি-দুহিতা

দিনাজপুরের রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় বেদান্তভূষণ এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয়ের শুদ্ধভক্তিপ্রচারে আন্তরিকতা, বদান্যতা ও সেবোৎসাহিতার আদর্শ শ্রীপত্রের পাঠকগণ অবগত আছেন। রাজর্ষি বাহাদুরের অন্তর্গমনে তদীয় সুযোগ্যা পরমা ভক্তিমতী দুহিতাও কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ এবং শুদ্ধভক্তিপ্রচারে যেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাও বাস্তবিক জগতে আদর্শস্থানীয়। রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয়ের পরমা ভক্তিমতী কন্যা শ্রীগৌড়ীয়মঠকেই বর্ত্তমানকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগ গোস্বামিবর্গের প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-পুনঃপ্রচারের একমাত্র জীবন্ত প্রতিষ্ঠানরূপে উপলব্ধি করিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ প্রচারের জন্য আনুকূল্য করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, উক্ত ভক্তিপ্রাণা মহোদয়া বর্ত্তমানে কন্যাশোক-কাতরা ও শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন রোগশয্যায় শায়িতা থাকায় স্বয়ং শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিবার একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও আসিতে অসমর্থ হওয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক প্রভুর নিকট শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গসেবার্থ ২৫০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্ত পিতার আদর্শের অনুসরণকারিণী ভক্তিমতী দুহিতা জগতে দুর্ল্লভ। কিন্তু আজ রাজর্ষি প্রাজ্ঞ মহোদয় ও তদীয় কন্যার মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্তেরও আদর্শ দর্শন করিয়া আমাদের আনন্দের সীমা নাই। সুখের বিষয় এই যে, কুমার বাহাদুর হরিজন ও প্রকৃতিজনের সমন্বয় না করিয়া এতদুভয়ের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আমাদের প্রার্থনা—এহেন শুদ্ধভগবদ্ভক্ত পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিতা, লোকোত্তমা ভক্তিমতী দুহিতার চিত্তবৃত্তি একান্তভাবে শুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক।

ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর বি, এ, ভক্তিশাস্ত্রী)

(২)

স্ত্রীচরিত্র দেবগণেরও দুজ্ঞেয়, মনুষ্যের কথা কি? দারুপ্রকৃতি যোগারূঢ় তপস্বীর চিত্তহরণে সমর্থ। অতএব সাধুগণ ব্রহ্মচারী ও বিরক্তদিগকে যোষিন্মূর্ত্তি অবলোকন হইতেও অতীব সতর্ক হইতে উপদেশ দান করিয়াছেন। এই বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ছোট হরিদাস-বর্জ্জনলীলা প্রত্যেকেরই স্মরণ করা আবশ্যক। সরলচিত্ত বিপ্রনারায়ণ দেবদেবীর কাপট্যপূর্ণ বচনাবলীকে যথার্থ মনে করিয়া তাহাকে উদ্যানপালনে নিযুক্ত করিলেন। তদবধি দেবদেবী কাবেরীতে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া, ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ও তুলসীমালিকা দ্বারা সজ্জিত হইয়া বিপ্রপাদপদ্মে ত্রিকালবন্দনা সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহার নির্দ্ধারিত সেবায় নিরত থাকিল। বিপ্রও মাধুকরবৃত্তিতে প্রাপ্ত খাদ্যাদি শ্রীবিষ্ণুকে সমর্পণ করিয়া নিজের ভোজনাবশেষ দেবদেবীকে ভোজন করাইতেন। এইপ্রকারে সমুদয় পুষ্প, তুলসী প্রভৃতি বৃক্ষের মূলখনন, আলবালবন্ধন, জলসেচন প্রভৃতি পরিচর্য্যায় নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিয়া, প্রচণ্ড বায়ু, বর্ষা, শীত, আতপ সহন পূর্ব্বক দেবদেবী সর্ব্বভোগবর্জ্জন দ্বারা অগ্রজার শেলতুল্য বাক্য স্মরণ করিতে করিতে কিয়ৎকাল যাপন করিতে লাগিল।

এইপ্রকারে প্রায় ষণ্মাস অতিক্রম হইতে চলিল, দেবদেবী নিজাভীষ্টসিদ্ধির কোন প্রকার লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হইল এবং রঙ্গেশ-সমীপে অতীব কাকুতিসহকারে দুঃখাহঙ্কারপূর্ণ প্রতিজ্ঞার বিষয়ে আপনাকে ধিক্কৃত করিতে লাগিল। সেই বিপ্রবরের কঠোর বৈরাগ্য, তাদৃশরূপলাবণ্যবতী কামিনীর দর্শনে পরাঙ্মুখতা, রাত্রদিবাদিপীড়নেও নিজাভাব, আরাম-সেবানির্দ্দেশে বিরতি, এমন কি, বনবৃক্ষাদির তুল্য স্নেহশূন্যতার অনুযোগপূর্ব্বক শ্রীরঙ্গেশ্বরের শরণাগতা হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার সাফল্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। শ্রীভগবান্ ভক্তবৎসল রঙ্গনায়ক প্রকৃতিজনের শিক্ষাদানার্থ তাহার প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন।

একদা বর্ষারাত্রিকালে ঝঞ্ঝাপ্রবাহের সহিত ভীষণ বারিপাত হইতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ বিদ্যুৎস্ফুরণ ও অশনিসম্পাতে বহিঃস্থিতা দেবদেবী জীবনভীতা হইয়া পর্ণশালাভ্যন্তরগত বিপ্রনারায়ণের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। রঙ্গেশপ্রসাদে তদীয় চিত্তে দেবদেবীর প্রতি করুণার আবির্ভাব হওয়ায় তিনি তাহাকে কুটীরাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন। সেই বারনারীও সুযোগ পাইয়া মধুর বাক্য প্রয়োগ ও পাদসম্বাহনাদি কার্য্যে বিপ্রকে ক্রমশঃ আত্মসাৎ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ অগ্নির নিকটস্থ ঘৃতের ন্যায় সেই সুবর্ণা যুবতীর সমীপে যৌবনারূঢ় বিপ্রনারায়ণের চিত্ত দ্রবীভূত হইল এবং উভয়ে সম্পূর্ণরূপে কামশরাহত হইয়া নানাবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিল। এতাদৃশ বৈরাগ্যবান, আজন্ম দৃঢ়ব্রত সেই ব্রহ্মচারী যোষিদ্রূপা বৈষ্ণবী মায়া অতিক্রম করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া সেই কোকিলভাষিণী কমলনেত্রার কৃত্রিম স্নেহে একান্ত বশীভূত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। ক্রমে দেবদেবী আপনাকে প্রাতঃকালে উত্তীর্ণা বিবেচনা করিয়া গৃহে আগমন পূর্ব্বক বিবিধ বসন ভূষণদ্বারা স্বীয় অঙ্গলাবণ্য বর্দ্ধিত করিয়া নানাবিধ ভোগোপকরণসহ সেই নন্দনতুল্য কাননের কুঞ্জমধ্যে বিপ্রনারায়ণের সহিত সুরতক্রীড়ায় রত থাকিলে বিপ্রও ক্রমে সন্ধ্যাবন্দন, দেবসেবাদি স্বধর্ম্মানুষ্ঠান বিস্মৃত হইয়া সেই পিশাচীর করলে আত্মসমর্পণ করিলেন, সেই বিপ্র বারবনিতাগৃহে সর্ব্বদা সেই বেশ্যাভোগে নিরত থাকিয়া সুচিরনিষ্ঠা রঙ্গেশসেবা একবারেই পরিত্যাগ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

(১)

"বহুভির্মিলিত্বা যৎকীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্।"—সাধুমহাজনগণ কৃষ্ণসংকীর্ত্তন শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত কলিকল্মষাবৃত মন্দমতি জীবের পক্ষে নিত্য নিঃশ্রেয়সপ্রদ অপর কোনও সাধন নাই। সঙ্কীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরসুন্দর সনাতন উপাসনার এই পরম সুকৌশলটি জানাইবার জন্য কলিযুগকে ধন্যাতিধন্য করিয়া প্রপঞ্চে শুভ প্রাকটলীলা সুবিস্তার করিয়াছিলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চতুর্যুগের অভিধেয় এক নহে; সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে বিষ্ণুপরিচর্য্যা ও কলিতে হরিকীর্ত্তন সৎশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট চরমপন্থা। চারিযুগের এই চতুর্ব্বিধ নিত্যকৃত্য তত্তদ্যুগোচিত ভাবে কৃষ্ণতোষণের উপযোগী।

পরমহংসকুলোপাস্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থিত হইয়া, দশবিধ-নামাপরাধ বর্জ্জনপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে নিরন্তর হরিকীর্ত্তনই সুদুর্ল্লভ কলিজীবের 'কৃষ্ণপ্রেমা' লাভের একমাত্র উপায়। মায়াহত কলিজীবের ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চনাদি সাধনের সম্পূর্ণ অসামর্থ্য দর্শনে মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই নামপ্রেম-মহামণি বিতরণ দ্বারা সর্ব্ব অবতারে অদত্ত পরম গোপ্য নিধিপ্রদানকারী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যাবতারে শ্রীহরি নিজেই স্বভক্তিসুষমার প্রদাতা।

অধর্ম্মাশ্রিত কলির মানব মনোধর্ম্মপরায়ণ; অসৎ চিন্তা, অসত্য কলুষ আমাদিগকে পূর্ণভাবে গ্রাস করিয়াছে। বিরূপ দশাক্রান্ত আমরা ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলে বাস্তব সত্যবস্তুর ধ্যানের পরিবর্ত্তে স্ত্রী, পুত্র, সংসার ও বিষয় সম্পত্তিরই ধ্যান করিব, মায়াদেবীর বহুবিধ চিত্তচমৎকারিণী লীলা আমাদের নিকট ধ্যেয়-বিগ্রহরূপে প্রতিভাত হইবে। আবার বিবাদশীল এই কলিযুগে ত্রেতাযুগীয় মানবের মত বহুবিধ যজ্ঞসম্ভারের দ্বারা সুষ্ঠুরূপে যজ্ঞক্রিয়া করিবার সামর্থ্য, সুযোগ ও আয়ুঃ কাহারও নাই, সুতরাং যজ্ঞবিধি-পালনে যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর তুষ্টিসাধন কলির জীবের সাধ্যাতীত। দ্বাপরযুগে অনুষ্ঠিত বিষ্ণুপরিচর্য্যাও এইকালের বদ্ধজীবের পক্ষে অসম্ভব। কারণ, তাহাতে স্থান, কাল, পাত্র ও নৈবেদ্যাদির শুদ্ধাশুদ্ধির প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি ও সূক্ষ্মবিচারের অত্যাবশ্যকতা রহিয়াছে। কলির মনুষ্য সন্তান—স্বল্পায়ুঃ ও চঞ্চল; সংসার-নির্ব্বাহের তাড়নায় সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত, তাহার জীবনের অল্প সময়ের মধ্যে শৌচাশৌচ ও কালাকালের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া পরিচর্য্যা-সাধনে নিঃশ্রেয়স লাভ সুদূরপরাহত। তজ্জন্য পরমদয়ানিধি অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন নবদ্বীপ-পুরন্দর শ্রীগৌরহরি কলিকবলিত দুঃস্থ জীবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুসাধ্য কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিধিটী প্রবর্ত্তন করিয়া নিখিল জগতের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পারচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মর উদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বেদান্তসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ময়ত্ব-অচিন্ত্যাদি-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা ॥০ দ০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মহান্তের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীদেব স্বামিগণ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-দাসের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী দয়িতানুবর্ত্তিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের উক্ত শিক্ষা-প্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, ধর্ম্মাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয় কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য,—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা দ০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রকাশিতভাবে মুদ্রিত। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ।।০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা দ০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ়ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থটি উদিত হইয়াছে ... কথাসার সম্বদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় উক্ত স্থানের নির্দ্দেশ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও ভজনপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ ... গ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভ... গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ. ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা।০ আনা মাত্র।

সাধনপথঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় লিখিত এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কয়েকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজা সাহেবের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবপ্রণাম, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিজনের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রিকায় দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ দণ্ড উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রহ্মপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, সরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সাক্ষাৎ নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত স্বানন্দ ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শুদ্ধসত্ত্বাবাসে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হার্ম্মনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্ধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, সেবকশ্রেষ্ঠ শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রকাশকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণবাহিনী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীবামনাশ্রম ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অগস্ত্যকুণ্ড নবপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীগজানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ নাড়ু, হাওড়া

এখানে ষড়ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

সহিষ্ণুতাই শক্তি

মহাত্মাজী পর পর চিঠিগুলির আলোচনা করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন :—

"অধৈর্য্য কংগ্রেস কর্ম্মিগণ এই সমস্ত অভিযোগের তালিকা পাঠ করিয়া হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন—আমরা কতদিন অপেক্ষা করিব এবং ইহা সহ্য করিব ?"

"গত সপ্তাহে আমি যে উত্তর দিয়াছিলাম এ সপ্তাহেও তাহাই দিতেছি—ওয়ার্কিং কমিটী যতক্ষণ প্রয়োজন মনে করিবেন ততক্ষণ তোমাদিগকে অপেক্ষা করিতেই হইবে। দুইটী অন্যায়ে একটি ন্যায় হইবে না। কোন কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি অন্যায় করিয়াই থাকেন, তবে কংগ্রেসের সেরূপ করিবার কোন যুক্তি নাই। সন্ধি সম্বন্ধে আমাদের যে কর্ত্তব্য তাহা আমরা করিতেই থাকিব। যদি ইহা ভাঙ্গিয়াই যায় তবে যেন তাহা কংগ্রেসের ভিন্নরূপ চেষ্টা সত্ত্বেও ভাঙ্গিয়া যায়। আমাদের সহিষ্ণুতা যত বেশী হইবে—আর সহিষ্ণুতা নির্য্যাতন ভোগেরই নামান্তর মাত্র—শক্তিও আমাদের তত বৃদ্ধি পাইবে।

নবদ্বীপে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর বক্তৃতা

গত ১২ই জুলাই রবিবার নবদ্বীপে এক মহতী সভায় জনপ্রিয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয় ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ সহযোগে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ঐ সভায় নদীয়া জেলার বিশিষ্ট নেতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন। নবদ্বীপবাসী ভদ্র মহিলা, ভদ্র মহোদয় এবং ছাত্রবন্ধুগণ এই সভায় যোগদান করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন।

মোস্লেম সম্মেলন বর্জ্জন

প্রকাশ, ঢাকা সাবাগে যে মোস্লেম সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছে জাতীয়তাবাদী মোস্লেম সঙ্ঘ ও জাতীয়তাবাদী মোস্লেম দল তাহা বর্জ্জন করিবেন স্থির করিয়াছেন। উক্ত সঙ্ঘের সভাপতি মৌলবী ইব্রাহিম সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির একজন সদস্য হইয়াছেন। সঙ্ঘ তাঁহাদের প্রস্তাব মৌলবী ইব্রাহিমের নিকট পাঠাইয়াছেন তিনি উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক। এইজন্য তিনি সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পরিত্যাগপত্র গ্রহণ করা হইয়াছে।

অনশনে আত্মহত্যা

নোয়াখালী জিলার পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত ফেনী, বসুরহাট, সেনবাগ প্রভৃতি থানার এলাকাধীন গ্রামসমূহে ভীষণভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। ঐ সকল অঞ্চলের লোকের আর্থিক অবস্থা কিরূপ চরমে উঠিয়াছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। অধিকাংশ স্থান হইতে প্রায়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিগণের অনশনের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বহু গ্রামের নরনারীগণ অনশনে বা অর্দ্ধাশনে কালাতিপাত করিতেছে—তাহাদের পরিধানে শতছিন্ন বস্ত্রখণ্ড। উচ্চ সুদে কোথাও ধারকর্জ্জ পাওয়া যায় না। সম্প্রতি সেনবাগ থানার অন্তর্গত বসন্তপুর গ্রাম নিবাসী সেকেন্দার মিয়ার যুবতী স্ত্রী ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া গলায় দাড় দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলা

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী উঠিলে আসামীগণ ট্রাইবুন্যালের প্রেসিডেণ্টের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের কৌস্নলী সম্বন্ধে এখনও কিছু স্থির করেন নাই। গত বৃহস্পতিবার তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহার অতিরিক্ত কিছুই বলিতে চান না।

ইহাতে প্রেসিডেণ্ট তাঁহাদিগকে জানান যে, তাঁহারা কোন সিদ্ধান্ত করুন আর নাই করুন—সোমবার হইতে নিয়মিত শুনানী আরম্ভ হইবে।

মহাত্মা গান্ধীর লণ্ডন যাত্রা

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, মহাত্মা গান্ধী ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এইচ, ডবলিউ, এমার্সনের নিকট হইতে তাঁহার পত্রের উত্তর পাইয়াছেন। তাহাতে সালিশী বোর্ড গঠন জন্য মহাত্মাজীর অনুরোধ গ্রহণে গবর্ণমেণ্টের অক্ষমতা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

মিঃ এমার্সনকে এরূপ পত্র লেখা ছাড়া মহাত্মা গান্ধী বড়লাটকে জানান যে, ইতিমধ্যে কোনরূপ গোলযোগ না হইলে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান জন্য সম্ভবতঃ লণ্ডনে যাইবেন।

অতঃপর বড়লাটের নিকট হইতে মহাত্মাজী উত্তর পাইয়াছেন। মহাত্মাজীর লণ্ডন যাত্রার সিদ্ধান্তে বড়লাট আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং কোন অসুবিধায় পড়িলে তাঁহার সাহায্য পাইবেন বলিয়া নিশ্চয়তা দিয়াছেন।

এই উত্তর পাইয়া মহাত্মা গান্ধী বড়লাটকে টেলিগ্রাফ করিয়া জানাইয়াছেন যে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টসমূহ কর্ত্তৃক সন্ধি সর্ত্ত ভঙ্গ তাঁহার অশেষ অসুবিধা। মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের নিকট হইতে উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছেন। উহা যদি অনুকূল হয়, তাহা হইলে বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি সীমলা যাত্রা করিতে পারেন।

যাঁহারা ভিতরের সংবাদ রাখেন তাঁহাদের বিশ্বাস, মহাত্মা গান্ধীর লণ্ডন যাত্রা একরূপ নিশ্চিত এবং তিনি ১৫ই আগষ্ট লণ্ডন যাত্রা করিবেন। সুতরাং অবস্থা সম্পূর্ণ আশাজনক।

অর্থের বদলে জীবন-নাশ

গত ৯ই জুলাই রাত্রে চারিজন বিদ্রোহী থারাবাড়ির উত্তর-পশ্চিম দিকস্থ এক গ্রামে যা যা উপস্থিত হয় এবং গ্রামবাসীদের নিকট টাকা পয়সা ও জিনিষপত্র দাবী করে। গ্রামবাসীরা তাহাদের আক্রমণ করিয়া দুইজনকে নিহত করে; বাকি দুইজন পলাইয়া যায়।

থায়েটমাইওতে ৫০ জন বিদ্রোহী ৪০টী বন্দুক লইয়া গত ৬ই ও ৭ই জুলাই চারিটী গ্রাম আক্রমণ করে এবং কিছু টাকা লুট করিয়া লইয়া যায়।

প্রোমে একদল পুলিশ গভীর বনের মধ্যে একখানি কুটীরের ভিতর একজন বিদ্রোহীকে দেখিতে পায়, দেখিয়াই তাহাকে হত্যা করে।

গত দুই দিনের মধ্যে ৩৬জন বিদ্রোহী প্রোমে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

কান্দিয়া গ্রামে ভীষণ দাঙ্গা

গত ২৮শে জুন কটক জিলায় আউল ষ্টেটের কান্দিয়া গ্রামে খান্দায়ত এবং গোয়ালাদের মধ্যে এক হাঙ্গামার ফলে দুইজন লোক নিহত এবং সাত জন আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, খান্দায়েতগণ লাঠীসহ গোয়ালাগণকে আক্রমণ করে। প্রথমোক্ত দলে একশত এবং অপর দলে ৮০ জন লোক ছিল। দাঙ্গার কারণ এখনও জানা যায় নাই। কেন্দ্রাপাড়া মহকুমার মহকুমা হাকিম, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-সহ গ্রাম পাহারা দিতেছেন।

বড়লাটের সফর

বর্ত্তমান বন্দোবস্ত অনুসারে বড়লাট এবং লেডি উইলিংডন অল্প সংখ্যক কর্ম্মচারী সহ আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সিমলা ত্যাগ করিয়া পুনরায় এক মাস পরে ফিরিয়া আসিবেন। তাঁহাদের এই স্বল্পকাল সফরে তাঁহারা দিল্লী, কলিকাতা, রাঁচী, কানপুর এবং নৈনিতাল পরিদর্শন করিবেন।

চীন ও জাপানে যুদ্ধের সম্ভাবনা

কোরিয়ায় দাঙ্গার ফলে চীন ও জাপানের মধ্যে মনান্তর ঘটিয়াছে। সম্প্রতি কোরিয়া হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া একান্ত বিচিত্র নহে।

সিউলের চৈনিক দূতাবাসে প্রায় ১৫০০ জন চৈনিক ভীত হইয়া আশ্রয় লইয়াছিল। কোরিয়ার অধিবাসীরা সেই দূতাবাস আক্রমণ করে। ফলে ৫০০ জন চৈনিক আহত হইয়াছে এবং চীনের দূত নিজে পলাইয়া যাইয়া গবর্ণর জেনারেলের বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছেন।

তিন হাজার তোলা রূপা অপহরণ

কাষ্টম সাব ইন্সপেক্টার পদ্মিচারী হইতে অপহৃত তিন হাজার তোলা রূপা চারিজন লোক হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। রূপাগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই বিষয়ে আরও তদন্ত সাপেক্ষে আসামিগণকে জামিনে মুক্তিদান করা হইয়াছে।

৬৬৪ জন কয়েদীর মুক্তিলাভ

গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পাঞ্জাব জেল শাসন সম্পর্কে যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ঐ বৎসর সৎস্বভাবের জন্য ৬৬৪ জন কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। উক্ত রিপোর্টে ইহাও দেখা যায় যে, ৩৫৩৭ জনকে তাহাদের দণ্ডকাল শেষ হওয়ার পূর্ব্বে ছাড়িয়া দেওয়ায় ঐ সংখ্যা আর বৃদ্ধি পায় নাই। না হয় আরও অনেক কয়েদীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত

শ্রীশ্রীপ্রাচ্য,
গৌড়-
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক
ষাণ্মাসিক ৩৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

[illegible] —নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১৪তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩১শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ১৬ই জুলাই ১৯৩১

কালীগঞ্জে রাহাজানি

কনষ্টেবলের প্রতি গুলীবর্ষণ

রেঙ্গুণে গীর্জ্জায় চুরি

গোলটেবিলবৈঠকের সদস্য নির্ব্বাচন

মোর্ভিরাজ্যে সত্যাগ্রহ

নৈশ পুলিসকর্ত্তৃক ডাকাতদল ধৃত

কাশীতে বঙ্গের গভর্ণর

বরিশাল ও নোয়াখালীতে আর্থিক দুর্দ্দশা

অর্থাভাবে জমিদারী নিলামে

মিঃ মং মংজীর কলিকাতা হইয়া রেঙ্গুণ যাত্রা

নানা কথা

কালীগঞ্জে দিবালোকে রাহাজানি
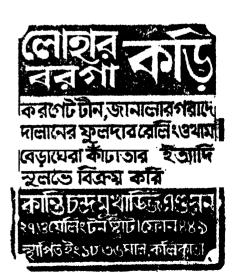
নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ স্কুলের জনৈক মুসলমান ছাত্র রাধাকান্তপুর গ্রাম হইতে কামারী আসিবার কালীন ঘাট গাছার সন্নিকটে সকাল সাত ঘটিকার সময় তাহার নিকট হইতে এক মুসলমান ছক্ব্ত্তের টাকা কয়েক আনা প্রকাশ্য দিবালোকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। স্থানীয় পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। সন্দেহবশতঃ এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া পরে ছাড়িয়া দিয়াছে।

কনষ্টেবলের প্রতি গুলীবর্ষণ

শ্রীযুত নগেন্দ্রচন্দ্র দে, ময়মনসিংহের রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ রায়ের পৌত্র শ্রীযুত সুধীন্দ্রকুমার রায় ও শ্রীযুত সুকুমার মজুমদার জামালপুর খেয়াঘাটে জনৈক কনষ্টেবলের প্রতি রিভলভারের গুলীবর্ষণ করার অপরাধে সদর মহকুমা হাকিমের এজলাসে অভিযুক্ত হন। প্রকাশ, উক্ত কনষ্টেবল একজন পলাতক আসামীকে যখন অনুসরণ করিতেছিল, তখন আসামী-গণ তাহার প্রতি গুলীবর্ষণ করেন। দীর্ঘ তদন্তের পর সদর মহকুমা হাকিম শ্রীযুত সুকুমার মজুমদারকে মুক্তি দিয়াছেন এবং অপর আসামীদ্বয়কে ভারতীয় দণ্ড-বিধির ৩০৭ ও অস্ত্র আইনের ১৯ এফ ধারানুসারে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

রেঙ্গুণে গীর্জ্জায় চুরি

এক পক্ষ কালের মধ্যে রেঙ্গুণের ২টি প্রধান গীর্জ্জা—রেঙ্গুণ ক্যাথিড্রাল ও সেন্ট

প্রাতঃকালীন উপাসনার জন্য গীর্জ্জার দ্বার খুলিতে যাইয়া ব্যাপারটা দেখিতে পায়।

সেন্ট মেরির গীর্জ্জায় কিছু দিন পূর্ব্বে চুরি হয়। চোর এখনও ধরা পড়ে নাই।

বরিশালে আর্থিক দুর্দ্দশা

জমীদার এবং কৃষকদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রমিকদের পারিশ্রমিক কমিয়া গিয়াছে। এমন কি, এক মুঠা ভাতের বিনিময়েও সমস্ত দিন এক জনকে দিয়া কাজ করাইয়া লইয়া যায়। উপবাসী কৃষকগণ কাজের সন্ধানে দলে দলে সহরে ছুটিতেছে।

প্রকাশ, সরকারের খাজনার মাত্র কিছুর অর্দ্ধেক, এমন কি এক তৃতীয়াংশ দিলেও জমিদারী এষ্টেট বিক্রয় করা হইবে না বলা হইলেও, খাজনা দিতে না পারায়, ১৪টি জমিদারী এষ্টেট বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সমস্ত জিলায় যে আর্থিক দুরবস্থা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা ক্রমেই ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে।

কাশীতে বঙ্গের গভর্ণর
পুলিশের বিশেষ সতর্কতা

সিমলা হইতে কলিকাতায় ফিরিবার পথে বঙ্গের গবর্ণর বাহাদুর গত ১০ই সন্ধ্যায় কাশীতে আসিয়াছিলেন। কাশী ষ্টেটের কুমার সাহেব এবং ষ্টেট ও গভর্ণ-মেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ ক্যাণ্টন-মেণ্ট ষ্টেশনে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। প্রথম হইতেই পুলিসের কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং যে স্পেশাল ট্রেণটিতে গভর্ণর বাহাদুর আসিয়াছিলেন, সশস্ত্র পুলিস ক্রমাগত উহা ঘিরিয়াছিল। রেলওয়ে ওভারব্রীজ ক্যাণ্টনমেণ্টের কাশী ষ্টেটের টাকশালে পুলিশের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। প্রকাশ, গভর্ণর বাহাদুর রামনগর প্রাসাদ পরিদর্শন করিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দেখিবার জন্য নাগোয়ায় আসিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি স্পেশাল ট্রেণে কলিকাতা যাত্রা করেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

[illegible]

মদন মঞ্জরী

স্নায়বিক দুর্বলতা ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অজীর্ণ, অম্ল, বুকজ্বালা, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"[illegible] ঘৃত"

[illegible] রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ৫ তোলা ১৲ টাকা।

"[illegible] বটিকা"

বীর্য্যধারণ করত সন্তোষশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য নারায়ণজী, কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

হইবেন

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম গাড়ী খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ ঝালকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন ;

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত কপিলদেব সিংহ, ১২৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, কাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৮৩ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হেল্থ ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যাধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকান্তানন্দদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নাগার কৌস্তুভমণি—সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের [illegible]

ভিক্ষা একত্রে ১৸০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ষষ্ঠবর্ষ | ১৭ বামন গৌরাব্দ ৪৪৫, ৩১শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৬ জুলাই ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার | ১১৪তম সংখ্যা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতা।

গত ৫ঠা জুলাই শনিবার অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক এবং গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীধাম মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারই সারাংশ নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

(শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বন্দনানন্তর) স্বাস্থ্য ও অর্থ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনলাম। আমাদের বৈষ্ণব-স্কুল ; সুতরাং বৈষ্ণবের ভাষায় কিছু বলব। আজকার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে লৌকিক ও পারমার্থিক উভয় প্রকারই অনেক কথা হয়েছে। আমারও সময় অল্প, সুতরাং একটু মাত্র ঐ বিষয়ের আলোচনা ক'রেই আমার কথা শেষ করব।

প্রত্যেক শব্দের তিনটী বৃত্তি—অজ্ঞরূঢ়ি, সাধারণ রূঢ়ি ও বিদ্বদ্রূঢ়ি। সেই জন্য স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ঐ ত্রিবিধ বিচারে দেহের স্বাস্থ্য, মনের স্বাস্থ্য আর আত্মার স্বাস্থ্যকে বুঝায়। অজ্ঞ ও সাধারণ ব্যক্তিগণের বিচারাপেক্ষা বিদ্বদ্‌গণের বিচার শ্রেষ্ঠ তাঁরা স্বাস্থ্য বল্‌তে আত্মার স্বাস্থ্যকে বুঝে থাকেন, যে কথা আমার পূর্ববর্ত্তী বক্তা শ্রোত্রী মহারাজও বল্লেন। আত্মার স্বাস্থ্য—স্বরূপে অবস্থিতি। আত্মার স্বাস্থ্যবিধানের উপায়—শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন। দেহ-মনের স্বাস্থ্য থাক্‌লেও আত্মার স্বাস্থ্যে প্রতিষ্ঠিত না হ'লে কোন মঙ্গল নাই। যখন আমরা স্বরূপে অবস্থিত হ'তে পারব, তখন বুঝ্‌তে পারব আমাদের কর্ত্তব্য—শ্রীভগবৎসেবা ; তা'তেই আত্মার স্বাস্থ্য, আনন্দ।

ধনের বিষয়েও ঐ কথা বলা যেতে পারে। ঠাকুর মহাশয় গেয়েছেন,—"ধন মোর নিত্যানন্দ"। জাগতিক অর্থ আগমাপায়ী ; নিত্য নয় ; সুতরাং তাতে নিত্য আনন্দ নাই, কিন্তু নিত্যানন্দকে 'ধন' ব'লে বরণ করতে পারলে নিত্য অফুরন্ত আনন্দ লাভ করতে পারা যায়। নিত্যানন্দ প্রভু আমাদের নিত্যানন্দ বিধান ক'রে থাকেন। যাঁরা নিত্যানন্দের অনুচর, তাঁদের যাঁরা অনুচর হতে পেরেছেন,—তাঁদের যাঁরা ধন করতে পেরেছেন, তাঁরাই প্রকৃত ধনী।

'অর্থ' বল্‌তে প্রয়োজন বুঝায়। আমাদের কি প্রয়োজন ? বলা যেতে পারে—আনন্দ। ছেলেপিলে লাড্ডু বা খেল্‌না পেলে সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু সে আনন্দ পরিবর্ত্তনশীল, কিছুক্ষণ পরে আর ভাল লাগে না। এমনই জগতের প্রত্যেক বস্তু, কোনটীতেই বাস্তব আনন্দ বা নিত্যানন্দ লাভ করা যায় না। কিন্তু যাঁরা "অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলি সদৃশং বিচিন্তয়" ব'লে কৃষ্ণপাদপদ্মকে বরণ করতে পেরেছেন, তাঁরাই প্রকৃত ধনের সন্ধান পেয়েছেন।

"যদি থাকে বহু ধন, নিজে হও অকিঞ্চন; বৈষ্ণবের কর উপকার।" অর্থ দিয়ে যদি বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবা হয়, তবে সেই অর্থই যথার্থ সার্থক, নতুবা তা'তে অনর্থ বৃদ্ধি করে মাত্র ; অর্থের অনর্থত্ব দূর ক'রে প্রকৃত অর্থে নিযুক্ত করা অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত না ক'রে পরমার্থে ন্যস্ত করাই অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার।

আত্মার স্বাস্থ্য বিধানের জন্যই এই এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা এই স্কুলে admission পেয়েছেন, তাঁরা বাস্তবিকই সৌভাগ্যবান্। এখানে ভর্ত্তি হ'য়েও যদি কেউ জড়জগতের বিচারে দাবিত হন, তবে অনেক ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করতে হবে ; তা হ'লে জানতে হবে যে, তাঁর ন্যায় দুর্ভাগা আর কেউ নেই। কিন্তু "মহাজনের যেই পথ, তা'তে হব অনুরত।" শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নামে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলে ভর্ত্তি হ'য়ে তাঁ'র অনুগমন করতে পারলেই প্রকৃত অধ্যয়ন হবে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রাণধন গৌরসুন্দরের সেবায় নিযুক্ত হ'তে পারলেই সব ঠিক, নতুবা জগতের অমঙ্গলকর তাদৃশ স্বাস্থ্য বা ধনে ধিক্। স্বাস্থ্য বা অর্থ নিশ্চয়ই অর্জ্জন করব, যদি তা' মাধবসেবায় লাগে, নচেৎ অনেক গুণ্ডাকে বেশ স্বাস্থ্যবান্ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু তারা জগতের মঙ্গল না ক'রে জগজ্জঞ্জাল আনয়ন ক'রে। খুব ধন উপার্জ্জন ক'রে, খেয়ে দেহের স্বাস্থ্য অর্জ্জন করলাম। কিন্তু একদিন আমাশয় ধর্‌লেই সব গেল।

দেহ-মনের স্বাস্থ্য বিধান ক'রেও যদি আত্মার স্বাস্থ্যবিধান না হয়, তবে কিরূপ জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হয়, তদ্বিষয়ে একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা আছে। কোনও এক বিধবা তার পুত্রটীকে সঙ্গে নিয়ে এক জমীদারের নিকট গিয়ে বল্লেন,—"আমার স্বামীর অর্থাদি কিছুই নাই, এই পুত্রটির ভরণপোষণ নিয়ে আমি বড়ই চিন্তিত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হ'য়েছি। আপনি কৃপা ক'রে আমাকে এ দায় থেকে নিষ্কৃতি দি'ন।" জমিদার তাঁর আর্ত্তি দেখে পুত্রটিকে নিজ সংসারে রেখে লেখাপড়া শিখালেন। ছেলেটী বেশ স্বাস্থ্যবান হ'ল ; দেশে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হ'ল, কিন্তু অন্নদাতার সর্ব্বনাশ করলে, তাঁর বিধবা কন্যার চরিত্রে কলঙ্ককালিমা অর্পণ ক'রে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতার (?) পরিচয় দিলে। জমিদার ছেলেটির দেহের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য খাদ্য এবং মনের স্বাস্থ্য জন্য অপরাবিদ্যা প্রদান করলেন ; কিন্তু আত্মার স্বাস্থ্যের জন্য কিছু না করায় তাঁরই সর্ব্বনাশ করলে। সুতরাং বুঝতে পেরেছেন যে, আত্মার স্বাস্থ্য না হ'লে দেহমনের স্বাস্থ্য নিয়ে দুর্ম্মুক্তির হাত হ'তে এড়াতে পারা যায় না, সুতরাং দুঃখও যায় না।

অনেকে মনে করেন, অর্থের পশ্চাতে আনন্দ আছে, অর্থ পেলে কি না করা যায় ? কিন্তু কেউ যদি বলে, তোমা'র ছেলেপিলে সব কেটে দিয়ে তোমাকে দু'কোটি টাকা দিচ্ছি, তা' হ'লে কেমন আনন্দ হয় ?

জগতে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ দুটী পথ। প্রেয়ঃপন্থীদের অর্থ আদরের বস্তু হ'তে পারে, কিন্তু শ্রেয়ঃপন্থীর পরমার্থ তম বস্তু অর্থ নয়। সকল ইন্‌ষ্টিটিউসনে প্রেয়ঃকথারই আলোচনা হয়, দুনিয়ার সমস্ত ইন্‌ষ্টিটিউসনের মূল ভিত্তিই প্রেয়ঃ, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ ; কিন্তু এই শ্রীধাম মায়াপুর বিষ্ণুক্ষেত্র। প্রভুপাদ এই স্কুলের মৃত্তিকা খনন ক'রে শ্রেয়ের বীজ

র্পণ ক'রে গেছেন, তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছাত্রগণ শ্রেয়ঃপথের অনুশীলন করুন।

মাধব—লক্ষ্মীপতি। রাবণ সেই জগন্মাতা লক্ষ্মীকে হরণ ক'রে ভোগ করবার ইচ্ছা ক'রেছিল, একথা মনে হ'লে কার না হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার হয়? লক্ষ্মী—রামভোগ্যা, তাঁকে যে ভোগ করবার চেষ্টা করে, সে অসুর।

লক্ষ্মী—ধনাধিষ্ঠাত্রী। সুতরাং ধন দিয়ে লক্ষ্মীপতির সেবাই কর্ত্তব্য। তা' না ক'রে যদি আমরা নিজের ভোগে লাগাই, তবে আমরাও রাবণের এক একটী ক্ষুদ্র সংস্করণবিশেষ।

দৈহিক স্বাস্থ্যবিশিষ্ট খুব হৃষ্ট পুষ্ট লোক দেখ্‌লে অনেকে ব'লে থাকে,—'লোকটা যেন অসুর।' বজ্রাঙ্গজী খুব বলবান্ ছিলেন, কিন্তু কেউ তাঁকে অসুর বল্‌তো না; কারণ তিনি শ্রীরামচন্দ্রের অনুচর, তাঁর দেহ নারায়ণের সেবায় নিযুক্ত হ'য়েছিল। সুতরাং দৈহিক স্বাস্থ্য লাভ ক'রে শ্রীহরিসেবা না করলে 'অসুর' নামে পরিচিত হ'তে হয়।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, ভক্তিতে যাঁর বিনোদ অর্থাৎ আনন্দ, সেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নামে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত। তাঁর স্কুলে প্রবেশাধিকার পেয়ে যদি সকলেই ভক্তিবিনোদনের চেষ্টা করতে পারেন, তা'হ'লেই এ স্কুলে অধ্যয়ন-অধ্যাপনের সার্থকতা হবে, নতুবা তাহাই জঞ্জাল আনয়ন করবে।

ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু

(৩)

এইরূপে দেবদেবী স্বগৃহে সাধ্বী স্ত্রীর ন্যায় সেই বিপ্রের সেবাপরায়ণা থাকিলে তাহার ধনলুব্ধা মাতা বিপ্রনারায়ণের সমস্ত বিত্ত অপহরণ করিয়া দারিদ্র্যহেতু তাঁহাকে দেবদেবীর গৃহ হইতে নির্দ্দয়ভাবে বাহির করিয়া দিল। কিন্তু ঐ বিপ্র সেই বেশ্যার মোহপাশে সুগ্রথিত থাকিয়া অতীব লজ্জিত ভাবে ও সর্ব্বাঙ্গ আবরণপূর্ব্বক বহির্দ্দেশে শায়িত থাকিলেন। অনন্তর রঙ্গেশ লক্ষ্মীসহ সেই রজনীতে সেই পথে ভ্রমণ করিতে করিতে তাদৃশ মানব দেখিয়া প্রিয়ার কৌতূহল নিবারণার্থ নিজভক্ত পুষ্পমালাপ্রদ বিপ্রের দুর্দ্দশার বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। জগন্মাতা রঙ্গেশবাক্যে অতীব দুঃখিতা হইয়া ভক্তের দুঃখমোচনের অনুযোগ জানাইলেন। রঙ্গেশ স্বয়ং দাসবেশে আপন সুবর্ণনির্ম্মিত পঞ্চপাত্র হইতে একটী পাত্র লইয়া দেবদেবীকে আহ্বানপূর্ব্বক সেই বিপ্রের প্রেরিত পরিচয়ে উহা প্রদান করিলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন মার্গে বিপ্র-নারায়ণকেও সেই দেবদেবীর প্রীতিপূর্ণ আকর্ষণ জানাইলেন। পূর্ব্ববৎ উভয়ের মিলনে রাত্রি অতিবাহিত হইল।

পরদিন প্রভাতে সেই সুবর্ণপাত্রের অপহরণ-সংবাদ ক্রমশঃ চোলরাজের গোচর হইলে তাঁহার আদেশে রঙ্গেশপরিচারকগণ রজ্জুবদ্ধ হইয়া প্রহার লাভ করিতে করিতে কারাগারে চলিল। দেবদেবীর এক দাসী জলাহরণার্থ কলসকক্ষে বহির্গত হইয়া বন্দিগণমধ্যে নিজ বিটকে দেখিয়া কারণজিজ্ঞাসায় সমস্ত বৃত্তান্ত লোকমুখে অবগত হইল। অনন্তর উপপতির প্রতি কশাঘাত-সহনে অসমর্থা দাসী দেবদেবীর গৃহে সুবর্ণপাত্র প্রদান বিবরণ বিবৃত করিল। তখন দণ্ডধারকগণ দেবদেবীর গৃহে অনুসন্ধান করিয়া সেই সুবর্ণপাত্র পাইলে বিপ্রনারায়ণের সহিত দেবদেবীকে বন্ধনপূর্ব্বক রাজসমীপে উপস্থিত করিল। রাজা স্বৈরিণীমুখে বিপ্রনারায়ণের ভৃত্য রঙ্গদাস কর্ত্তৃক পাত্রপ্রদান এবং বিপ্রের বাক্যে ভৃত্যাভাব ও পাত্রবিষয়ে অজ্ঞানাদি শ্রবণ করিয়া উভয়কেই অপরাধী বিবেচনায় দেবদেবীর সমুদয় বিত্ত গ্রহণপূর্ব্বক রঙ্গেশ্বরকে প্রদান করিলেন ও বিপ্রের কারা-দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন।

এদিকে ভক্তের ক্লেশে শ্রীরঙ্গেশের চিত্ত চঞ্চল হইল। তিনি রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে ভূপালের প্রতি আত্মকৃত সুবর্ণপাত্রপ্রদান লীলা নিবেদনপূর্ব্বক বিপ্রনারায়ণকে পূর্ব্ববৎ শ্রীমাল্যসেবায় নিয়োগের অনুমতি করিলেন। নৃপতি প্রভাতে মন্ত্রিগণকে সমস্ত অবগত করাইয়া বিপ্রনারায়ণকে সম্মুখে আনাইয়া স্বীয় অজ্ঞতাহেতু কৃতাপরাধের ক্ষমাপন পূর্ব্বক তদীয় পূর্ব্বসেবা নির্দ্দেশ করিলেন। ইত্যবসরে বিপ্রও অনুতাপগ্রস্ত হইয়া তদ্দোষনিবারণার্থ অনুসন্ধান করিয়া বৈষ্ণবচরণের জলপান ও ধূলি শীর্ষে ধারণ একমাত্র প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে অঙ্গীকার করিলেন। এক্ষণে বিপ্র আপনার পূর্ব্বপরিচয় একান্ত বিস্মৃতির নিমিত্ত ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু নামে পরিচিত হইতে একান্ত বাসনা করিলেন। ভক্তবৎসল রঙ্গেশ অর্চ্চকদ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পূর্ব্ববৎ সেবায় নিরত থাকিতে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ভগবদ্দর্শনে সর্ব্বাভীষ্টের পূরণ হইয়াছে, জানাইয়া বিপ্র কেবল ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু নামে আপনাকে পরিচিত হইবার বর যাচ্ঞা করিলেন। রঙ্গেশ তাঁহাকে পরভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যসহ অভীষ্ট বর প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলে ক্রমে বিপ্রনারায়ণ 'ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু' নামে ও বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ভক্তির জন্য সর্ব্বত্র প্রথিত হইলেন।

দেবদেবী ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর এবংবিধ মহৎ পরিণামে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মহাপ্রভুর সহিত নিজবৈভবসমূহ শ্রীরঙ্গনাথকে সমর্পণ করিল এবং পবিত্রচিত্তে সম্মার্জ্জনাদি ক্ষুদ্র-কৈঙ্কর্য্যে রত হইল। কিয়ৎকাল গত হইলে দেবদেবী রঙ্গেশসেবাফলে পুনর্জ্জন্মমালা উত্তরণপূর্ব্বক নিত্যদেহে বিষ্ণুলোকে গমন করিল। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া রঙ্গেশ্বরকেই মাতা, পিতা, সখা ভ্রাতা, বন্ধু, গুরু, সম্পদ্, বিদ্যা ও সর্ব্বস্ব মনে করিয়া নিরন্তর বিবিধ পুষ্প ও তুলসী দ্বারা উৎকৃষ্ট মাল্য রচনা পূর্ব্বক প্রীতি-সংকারে রঙ্গেশ-ভূষণসেবায় নিরত থাকিলেন। অনন্তর তিনি 'শ্রীমালা' নামে দিব্যপ্রবন্ধ রচনা করিয়া শ্রীরঙ্গেশকে শ্রবণ করাইলেন। পুনরায় রঙ্গেশবিষয়ে পঞ্চ[illegible]সমন্বিত গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন এবং তথায় নিত্যবাসরত ও সেবা-নিবিষ্ট থাকিয়া ভূতলে বহুকীর্ত্তি রাখিয়া একশত পঞ্চ বর্ষ বয়সে শ্রীরঙ্গেশের নিত্যধামে প্রয়াণ করিলেন। কথিত আছে যে, এই 'শ্রীমালা' গ্রন্থ যিনি উত্তমরূপে অধ্যয়ন না করিয়াছেন, তাঁহার পরমার্থ বিষয়মূঢ়তার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। অতএব ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ শ্রীবিষ্ণুর বনমালার অংশাবতার ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু নামে প্রসিদ্ধ রঙ্গেশমালাপ্রদ "শ্রীমালা"প্রণেতা মণ্ডঙ্গুড়িনাথক গুণনিধি বিপ্রবরকে আমরা নিরন্তর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত বিধান করি।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন

(২)

জড়বুদ্ধিগর্ব্বিত অনেকানেক অকজ্ঞ বাদী বলেন,—"শ্রীগৌরসুন্দর শুধু ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর প্রাণের ঠাকুর, তদীয় প্রবর্ত্তিত নামভজনও ভাবুক বঙ্গবাসীরই আদরের ধন; অন্যদেশ বা ভিন্ন জাতীয়দের জন্য এ' ব্যবস্থা চলিতে পারে না।" তাঁহারা অচৈতন্য সুপ্ত বিশ্ববাসীর চৈতন্যপ্রদাতা পরম চৈতন্য পুরুষোত্তম শ্রীমহাপ্রভুর মহামহা বদান্য-লীলার স্বরূপ জানেন না বলিয়াই ঐপ্রকার ভ্রান্তমতের পদলেহী। শুধু বঙ্গ বা উৎকলের জন্য নহে, সমুদয় জগতের, ঊর্দ্ধ ও অধোদেশের সমগ্র স্থানের সমগ্র প্রাণীর, এমন কি, বৃক্ষ, লতা, প্রস্তরাদির পর্য্যন্ত যথার্থ মুক্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু পরম রসপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তের মুখে বীর্য্যবতী নাম-সংকীর্ত্তন শ্রবণে অচেতন পদার্থও চেতনতা প্রাপ্ত হয়। মায়াপ্রতারিত মানবজাতি শ্রীনামভজনের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম না করিতে পারিলে কখনই প্রকৃত কল্যাণ পাইবেন না।

শ্রীনাম গ্রহণ করিতে দেশ, কাল ও পাত্রের কোন প্রতিবন্ধক নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ, স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, যুবা যে কোন ব্যক্তি ভোজন, শয়ন, জাগরণ, ভ্রমণ ইত্যাদি যে কোন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া চিন্ময় নামপ্রভুর আরাধনা করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যলীলা-মৃতপ্রবাহিনী শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে,—

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল পাত্র নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
'কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত' কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥"

লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু এতাদৃশ করুণাশক্তিসমন্বিত নামসাধনেও বদ্ধ জীবের অরুচি দর্শনে ব্যথিত হইয়া স্বীয় শ্রীবদনে কহিয়াছেন,—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি।
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

প্রোজ্ঝিতকৈতব শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনে অনুরাগের অভাবই আমাদের প্রধান দুর্দ্দৈব। যাঁহার যতটুকু শুদ্ধভগবৎদাস্য-বৃত্তির উদয় হইবে, তিনি ততটুকু পরিমাণে শ্রীনামে রুচিবিশিষ্ট হইবেন যদি আমরা অন্তরে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির ষোল আনা বাসনা রাখিয়া লোকদেখানোভাবে হরিনাম করি, তবে কোটী কল্পযুগেও শুদ্ধনামের বলে যে প্রেম, তাহা লাভ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতে পারিব না। ইতর কামনার আন্দোলিতচিত্ত লইয়া হরি কীর্ত্তনের ছল-প্রদর্শনের দ্বারা বাহিরে কিছু প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ হইতে পারে, কিন্তু নামাপরাধ-ফলে অতি শীঘ্র অমঙ্গলের বিষ্ঠাগর্ত্তে নিপতিত হইতে হইবে। আমরা যদি নামীপ্রভুর সেবার জন্য নামকীর্ত্তন না করিয়া অপর কোন বাঞ্ছামূলে মায়ার কীর্ত্তনের বহুমানন করি, প্লেগ ও ওলাউঠা নিবারণের জন্য অনুষ্ঠিত বারোয়ারীদলের কীর্ত্তনকে যদি পরমনির্ম্মৎসর সাধুমুখকীর্ত্তিত শুদ্ধ শ্রীহরিনামের তুল্য জ্ঞান করি, অথবা যদি কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোভী ভাড়াটীয়ার হাটে মাঠে, ঘাটে কীর্ত্তিত রাইকানুর রসকীর্ত্তনকে বৃন্দাবনীয় অপ্রাকৃত রসকেলিবার্ত্তাভ্রমে গ্রহণ করি, তবে কখনই পরম রসময়, নিত্যমুক্ত, শুদ্ধ-কৃষ্ণনামের কৃপাকণ লাভের অধিকারী হইব না।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিচ্ছিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমধ্ব স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ৷০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, বর্ণাশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ... এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ'পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনকরে এই গ্রন্থরত্ন উত্থিত হইয়াছে ... ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। ... গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ শব্দের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে ...। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ।০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ... সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধ-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা।০ আনা মাত্র।

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কয়েকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওলাকের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্‌, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ যো ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দাসাদের গীত শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রভুর বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদি পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ... নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ... টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০ দণ্ড উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাংখ্য-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ-গীতা-সূত্র-ভাগবত-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ও কয়েকটি মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধুমঙ্গল, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কুঞ্জবিহারী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ হট, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীবামন ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসর্ব্বেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ীর পুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরামকৌশলজী, শ্রীসনাতন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীনরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপী ভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য নির্ব্বাচন

পারলামেণ্ট সভায় মিঃ ব্র্যাকেন যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তাহার উত্তরে প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, গোলটেবিল বৈঠকের আগামী অধিবেশনে কে কে উপস্থিত থাকিবেন তাহা এখনও স্থির হয় নাই; মিঃ ওয়েজউড বেন গত ৯ই জুলাই তারিখে যে উক্তি করিয়াছেন, প্রধান মন্ত্রী তদতিরিক্ত কিছু বলিতে পারেন না।

মিঃ ব্র্যাকেন তৎপরে জিজ্ঞাসা করেন যে, সার জনসাইমনকে কি বৈঠকে সদস্য রূপে লওয়া হইবে? প্রধান মন্ত্রী এই বিষয়ে কোন উত্তর দেন নাই।

কাশীতে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন

সর্ব্বপ্রকার বিদেশী বস্ত্র পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিবার জন্য কাশীতে উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। সাধারণ বস্ত্র ও রেশমী বস্ত্র ব্যবসায়ীদের মজুদ মাল পরীক্ষার জন্য কাশী টাউন কংগ্রেস কমিটী বিশেষ ব্যস্ত আছেন। পরিদর্শন কার্য্য যথানিয়মে এবং পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে, সেই সঙ্গে, কয়েকজন বস্ত্রব্যবসায়ী নূতন কাপড় আমদানী করায় কয়েকটী দোকানে আবার পিকেটিং আরম্ভ হইয়াছে এবং নূতন আমদানী মালগুলি কংগ্রেস শীল করিয়াছেন।

বাঙ্গালীটোলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত রামগতি গঙ্গোপাধ্যায়ও জনসাধারণকে সর্ব্বপ্রকার বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিতে অনুরোধ করিয়া এক আবেদন বাহির করিয়াছেন।

মিঃ মংমংজীর বোম্বাই হইতে কলিকাতা হইয়া রেঙ্গুণ যাত্রা

ব্রহ্ম বিচ্ছেদ-বিরোধী দলের নেতা মিঃ মংমংজী বোম্বাই হইতে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যগণের সহিত ব্রহ্মের আধুনিক রাজনৈতিক অবস্থা এবং গোলটেবিল বৈঠক ও রাষ্ট্ররূপ নির্দ্ধারণ কমিটিতে যথাযোগ্য প্রতিনিধি লইবার জন্য বিচ্ছেদ-বিরোধী দলের যুক্ত দাবী সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করিয়া রবিবার প্রাতে কলিকাতায় পৌছেন।

তিনি তৎক্ষণাৎ মঙ্গলবার দিবস রেঙ্গুণ পৌছাইবার ডাক-ষ্টীমারে রেঙ্গুণ যাত্রা করিয়াছেন।

ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়গণের প্রতিনিধি মিঃ এস, এন, হাজী; আর, জি, আয়েঙ্গার; এবং ডাঃ আর, এ, মুগাল রেঙ্গুণের পথে শনিবার কলিকাতায় পৌছেন। মঙ্গলবার তাঁহারা রেঙ্গুণে পৌছেন।

কলিকাতা, বোম্বাই, সিমলা প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের যথেষ্ট সহানুভূতি পাইয়াছেন। যেখানে তাঁহারা গিয়াছেন, সেইখানেই নেতৃবৃন্দ মনোযোগের সহিত তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণকরিয়াছেন এবং ব্রহ্মে ভারতীয় বিদ্বেষ ও আগামী রাষ্ট্রতন্ত্রপ্রণয়নে ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়গণের প্রতিনিধি সমস্যা সম্বন্ধে সর্ব্বান্তরিকভাবে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

গবর্ণর জেনারেল ও ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের সদস্যগণের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে যে, তাঁহাদের মনোরথ অচিরেই পূর্ণ হইবে।

বোম্বাইয়ে মহাত্মা গান্ধী, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং অন্যান্য কংগ্রেস ও মডারেট দলের নেতাগণের সহিত দীর্ঘ আলোচনার ফলে তাঁহারা তাঁহাদিগকে ব্রহ্মে ভারতীয়গণের আধুনিক অবস্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ আশা করেন যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে সর্ব্বপ্রকার সমস্যার সমাধান করিয়া ব্রহ্ম জাতীয় গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবে। তাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের জনগণের প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দের শুভেচ্ছা বহন করিয়া ব্রহ্মে যাইতেছেন।

নৈশ পুলিশ কর্ত্তৃক ডাকাতদল ধৃত

গত শুক্রবার গভীর নিশীথে পাহারায় নিযুক্ত একদল পুলিশ শিবপুরে আন্দুল রোডে যখন দলবদ্ধভাবে অগ্রসর হইতেছিল তখন এগারজন লোককে একত্রিত হইয়া উক্ত রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে দেখিতে পায়। তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের হস্তে অস্ত্রশস্ত্রাদি ছিল। পুলিশ দেখিবামাত্র উক্ত লোকগুলি ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে থাকে। পুলিশের লোকেরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক কৌশলের সহিত দশজনকে ধরিয়া ফেলে একজন লোক পলায়ন করিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের গাত্রবস্ত্র তল্লাস করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা ভোজালী টর্চ লাইট এবং সিঁধ কাটিয়া ডাকাতি করিবার উপযোগী নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন ভারতীয় খৃষ্টান ও একজন নেপালী। উহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ১০৯ ধারামতে মামলা আনয়ন করা হইয়াছে।

জজের সহিত জুরীগণের মতানৈক্য

রাজসাহীর অভয়পদ মুখোপাধ্যায় এবং গৌর দত্ত বিস্ফোরক আইনে ৩০৭ ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। আসামী পক্ষের উকীল শ্রীযুক্ত এন, মুন্সী তাঁহার সওয়াল জবাব শেষ করিয়াছেন। জজ সাহেবকে পাঁচঘণ্টাকাল-ব্যাপী জুরীগণকে চার্জ্জ বুঝাইয়াছেন। পাঁচজন ভদ্রলোক এই জুরীর সদস্য ছিলেন। তাঁহারা আসামীগণকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। কিন্তু জজসাহেব তাঁহাদের সহিত একমত হইতে না পারায় উহা হাইকোর্টে পাঠাইয়াছেন।

বরিশালে উকীলের ছেলে গ্রেপ্তার

গত ১০ই জুলাই রাত্রিতে আমানতগঞ্জস্থিত শ্রীযুত অবনী বন্দ্যোপাধ্যায় উকীলের বাড়ীতে পুলিশ হানা দেয় এবং তাহার ছেলে ভবানী শঙ্করকে গ্রেপ্তার করে। ভবানীকে ১১ই তারিখে আদালতে রাখা হইয়াছে।

অস্ত্র আইনানুযায়ী স্কুলের ছাত্র অভিযুক্ত

শেখরনগর হাইস্কুলের জনৈক ছাত্র জ্যোতিভূষণ চন্দকে গ্রেপ্তার করিয়া গত ১১ই জুলাই মুন্সীগঞ্জে আনয়ন করা হয় এবং ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারানুযায়ী অভিযুক্ত করিয়া সদর মহকুমা হাকিম শ্রীযুত কে, মৈত্রের এজলাসে হাজির করা হয়।

প্রকাশ, পুলিশ সংবাদ পাইয়া তাহার বাড়ী খানাতল্লাস করে এবং ২৭টি তাজা কার্ত্তুজ পায়। মুন্সীগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এন, মজুমদারের নিকট জ্যোতিভূষণ স্বীকারোক্তি করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

আসামীকে ৫০০ টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। আরও বিস্তৃত পুলিশ তদন্তের জন্য মামলা মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

"ভগৎ সিংহের জীবনী" কংগ্রেস কর্মীর গৃহে খানাতল্লাস

সিমলা কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট ডাঃ এন, এল, বর্ম্মার আবাস ভবনে "ভগৎ সিংহের জীবনী" নামক একখানা বহির তল্লাসে পুলিশ হানা দেয়, প্রকাশ, সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই

অর্থাভাবে বহু জমিদারী নীলামে

বরিশালের কৃষক জমিদারগণের আর্থিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। অল্প পয়সায়ই শ্রমিক পাওয়া যায়। একদিনের খোরাক দিলেই একজন লোককে খাটান যায়। অনশনক্লিষ্ট কৃষকগণ কাজের জন্য সহরে সমবেত হইতেছে।

প্রকাশ 'গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের মার্চ্চ কিস্তির অর্দ্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ দিতে পারিলেই আর জমিদারী ইষ্টেট নিলামে উঠিবে না এই সুবিধা প্রদান করা সত্বেও মার্চ্চ কিস্তির রাজস্ব দিতে না পারায় অন্যূন ১৪টী ইষ্টেট নিলামে উঠিয়াছে। বৎসর যতই চলিতেছে সমগ্র জিলার আর্থিক দুরবস্থা ততই জটিলতর হইতেছে।

মোর্ভি রাজ্যে সত্যাগ্রহ শ্রীযুত মহাদেব দেশাইয়ের যাত্রা

মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই গত ১১ই জুলাই আমেদাবাদ পৌছিয়াই মোর্ভি যাত্রা করেন। তথায় স্বেচ্ছাসেবকগণ রাজ্যেপ্রবেশের তাঁহাদের অধিকার প্রতিপন্ন করিবার জন্য দলে দলে সত্যাগ্রহ করিতে যাইতেছেন।

এপর্য্যন্ত ছয়দল সত্যাগ্রহ করিয়াছেন। নেতৃগণ সকলেই ধৃত হইয়াছেন, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকগণকে দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া গিয়া পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

মোর্ভি রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আপোষের কথাবার্ত্তা চালানই শ্রীযুক্ত দেশাইয়ের পরিদর্শনের উদ্দেশ্য বলিয়া জানা গিয়াছে। ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর আদেশে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হইয়াছে।

নোয়াখালীতে অর্থকষ্ট নিবারণার্থে রিলিফ কমিটি গঠিত

সমগ্র জিলায় আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ সাধারণের মধ্যে যে ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নিবারণকল্পে সেদিন প্রাতে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, আর, সেনের সভাপতিত্বে সরকারী ও বে-সরকারী প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে লইয়া এক সভা হইয়া গিয়াছে। কিয়ৎকাল আলোচনার পর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সভাপতি ও উকীল শ্রীযুত নগেন্দ্র কুমার সুর এবং মৌলভী মহম্মদ ফজলুল্লা এম, এল, সিকে যুক্ত সম্পাদক রূপে নির্ব্বাচিত করিয়া এক রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে।

টেলি: শ্রীপ্রকাশ, নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১লা শ্রাবণ শুক্রবার, ১৩৩৮, ১৭ই জুলাই ১৯৩১

গান্ধীজীর সিমলা যাত্রা

সেকেন্দ্রাবাদ দাঙ্গার জের—১৩ জন হিন্দু ও ১০ জন মুসলমান আহত

হিন্দু মুসলমানে ঐক্য

মতিহারীতে দুর্ভিক্ষ—অনশনে বালকের মৃত্যু

পুলিসের সহিত সংগ্রাম

প্রোমে ১০১৭ জনের আত্মসমর্পণ.

ভারতীয়ের সহিত মিলন

বরিশালে অর্ডিন্যান্সের ধুম

ঢাকায় কৃষিমন্ত্রী

নানা কথা

গান্ধীজীর সিমলা যাত্রা

গান্ধীজী ১৪ই জুলাই প্রাতে সদলবলে ফ্রন্টিয়ার মেলে সিমলা যাত্রা করিয়াছেন। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বারদৌলী যাত্রা করিয়াছেন।

সুরাটের কালেক্টর গত ১০ই জুলাই রাত্রিতে ৯টার সময় স্বরাজ আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সর্দ্দার বল্লভভাইও তথায় উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া কথা-বার্ত্তা হয়।

কথা কি সম্বন্ধে হয়, তাহা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হইয়াছে। তবে শুনা যাইতেছে বারদৌলী তালুকের কোন কোন গ্রামের কতিপয় কৃষকের খাজনা প্রদানের অক্ষমতা সম্বন্ধেই আলোচনা প্রধানতঃ হইয়াছিল। আরও জানা গিয়াছে যে, কথাবার্ত্তা বিশেষ সন্তোষজনক।

জম্বুসর তালুকে যে জমী বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল সেই সম্পর্কে বোচ গিয়াছিলেন; গত ১৩ই জুলাই সন্ধ্যাকালে তিনি তথা হইতে ফিরিয়াছেন।

সেকেন্দ্রাবাদ দাঙ্গার জের ১৩ জন হিন্দু ও ১০ জন মুসলমান আহত.

পঞ্জাব সরকারের এক ইস্তাহারে মুলতান জিলার অন্তর্গত সেকেন্দ্রাবাদের হিন্দু মুসলমান হাঙ্গামার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩ জন হিন্দু ও ১০ জন মুসলমান আহত, ৮৭ খানা দোকান ও গৃহ লুণ্ঠিত তন্মধ্যে ৩২ খানা দোকানঘর ভস্মীভূত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ

হিন্দু মুসলমানে ঐক্য মৌলানা সৌকৎ আলির উক্তি

বাঙ্গালোর মিউনিসিপালিটীর প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে মৌলানা সৌকৎ আলি হিন্দু মুসলমান [illegible] দিয়া বলেন যে, তাহাদের রাজনীতিক ও আর্থিক উন্নতির পক্ষে [illegible] প্রয়োজন।

হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর পরিকল্পিত কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ইহাতে মুসলমান সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। উদার অন্তঃকরণ ও দূরদৃষ্টি ব্যতীত ভারতের তাহা পরিবর্ত্তিত হইবে না। তিনি শান্তি ভালবাসেন কিন্তু যদি জোরপূর্ব্বক তাহার সহিত কলহ করা হয় তাহা হইলে তিনি শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইবেন। যদি তাহার পূর্ব্বতন সর্দ্দার গান্ধীজীর সহিত বিরোধ বাধে তবে তিনি তাহা দুঃখজনক বলিয়া বিবেচনা করিবেন। ঐরূপ সংগ্রামে কোন আনন্দ নাই। সুতরাং তিনি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মানজনক শান্তি প্রতিষ্ঠার কামনা করিতেছেন।

রাজস্ব আদায়কারী আক্রান্ত

রায় বেরিলীর ডেপুটী কমিশনার জানাইয়াছেন যে, একজন রাজস্ব আদায়কারী সরকারী কর্ম্মচারী মুস্তাফাবাদের অন্তর্গত কোন স্থানে সম্পত্তি ক্রোক করিতে গিয়াছিলেন। ইহার মাথায় একটি হাতুড়ীর বাড়ি মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং তৎপরে পাটকেল ছুড়িয়া ইহাকে মারিতে আরম্ভ করা হয়; পুলিশ সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে যাইয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিলে জনতা শাবল, হাতুড়ি ও লাঠি লইয়া তাহাদের আক্রমণ করে। পুলিশ অগত্যা গুলীবর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। গুলীর ফলে ৩ ব্যক্তি জখম হয়, তন্মধ্যে ২ জন পরে মারা যায়।

ডেপুটি কমিশনার ঘটনাস্থলে যাইয়া তদন্ত করেন। অবস্থা বর্ত্তমানে শান্ত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ধাতু শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মস্তিষ্কের স্নিগ্ধতা ও শিরঃপীড়ার জন্য ৬ আঃ শিশিতে সীলকৃত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ‖৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

রেজেষ্টারীকৃত

মদন মঞ্জরী

বটিকার বল ও বাজীকরণ, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, অকালে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নির্দোষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক। মূল্য ৩০ বটী ১৲ এক টাকা।

"অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া শক্তিসম্পন্ন করে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"রমণীবিলাসিনী বটিকা"

বীর্য্যধারণ কাল সম্ভোগশক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অত্যাশ্চর্য্য। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

ডাক্তার সান্যালের ফার্মেসী, কেশবজী
৬৩ ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
২৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

৪১ দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, আহিরীটোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পানিহাটী) ৬৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্ট্রীট: ডিপা টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

লেটার হেডিং, মেমো, ফরম, খাম, জমিদারী চেক, বিল প্রভৃতিই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংয়ের হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি শীঘ্র হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যাবিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ষ্ণিসম্বন্ধদায়িনী জীবন্তবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত রত্নরাজির কৌস্তুভমণি—বহু অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের সিদ্ধান্তসমূহ।

ভিক্ষা একত্রে ১৮০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ও ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ | ১৮ বামন গৌরাব্দ ৪৪৫, ১লা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৭ জুলাই ইং ১৯৩১ শুক্রবার | ১১৫তম সংখ্যা

বক্তৃতার চুম্বক

(৫)

বিষয়—জনমত ও পরমার্থ

বক্তা—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

আদৌ শ্রদ্ধা, আপনারা ঐ যে সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান ক'র্‌ছেন, হরিকথাকীর্ত্তন শুনছেন, তাতে আপনাদের শ্রদ্ধার উদয় হবে, তৎফলে আপনারা সাধুসঙ্গ করবেন। তা'তে ক্রমশঃ বুঝতে পারবেন—আমরা যে সমস্ত লোকসমষ্টি দর্শন করছি, তাদের অনেকেই অনিত্য বিষয়ে মুগ্ধ, সুতরাং এসব মায়ামুগ্ধ, ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক, ভ্রম প্রমাদাদি দোষযুক্ত মত গ্রহণ করলে পরম মঙ্গল সাধিত হ'বে না, ভগবদ্ভজনের—কৃষ্ণভক্তের—প্রকৃত মহাজনের কথা শ্রবণ করলে আমাদের নিত্যমঙ্গল লাভ হবে। যখন এ কথাটীর যাথার্থ্য আমরা উপলব্ধি করি, তখন অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ করবার প্রবৃত্তি আমাদের হ'য়ে থাকে। তখন কি প্রণালীর অনুসরণ করলে ভগবানে প্রীতির উদ্ভব হয়, তা জানবার একটা লৌল্য হবে। তৎপরে ক্রমশঃ অনর্থের নিবৃত্তি হতে থাকবে। অনর্থ শব্দে—যা' অর্থ বা প্রয়োজন নহে; এই জগতে দেহ-মনের নানারূপ সুখ ভোগ করন—এটা জনমতের দ্বারা প্রয়োজনরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। আমরা যখন বুঝতে পারব—এটা ত প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রয়োজন নয়, এটা ছলনা মাত্র, তখন এই অনর্থরূপ অপ্রয়োজন নিবৃত্তি হয়ে যা'বে। তখন নিষ্ঠা ও তদনন্তর পরমার্থে আসক্তি হবে। আমরা এখন ভগবানের কথা শুনছি, ভাল মনে করছি; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই যখন জনমতের মধ্যে পড়ে যাচ্ছি, তখন এটা আর ভাল বোধ হচ্ছে না; কারণ এখনও আমাদের ভগবৎকথায় নৈরন্তর্য্য হয় নাই। ভগবৎকথায় নিষ্ঠা জন্মালে সব সময় আমরা ভগবানের কথা কীর্ত্তন করব। আমাদের প্রকৃত স্বভাবটী উদিত না হওয়ার বুদ্ধি জাগ্রত না হ'লে পরমার্থনিষ্ঠা জন্মে না। দশে বৌদে ভগবৎকথায় রুচি উৎপাদন করাতে গেলে তা' বেশী সময় টিকবে না, স্বাভাবিকভাবে নৌকা বা রুচি উৎপাদিত হ'লে তা' স্থায়ী হ'বে। গোলাপ ফুলে যাঁর রুচি হয়, তিনি সব সময় তার গন্ধ পাবার জন্য চেষ্টা করেন। কোন বস্তুকে ছেড়ে না থাকতে পারলে তা'র নাম সেই বস্তুতে আসক্তি। আমাদের স্বভাব এখন হচ্ছে,—ভগবানকে ভজন না করলে ভাল হয়, কিন্তু যখন ভগবানে রুচি জন্মাবে, তখন হ'বে—ভগবানকে ভজন না ক'রে থাকতে পারি না। তারপর 'ভাব' ব'লে একটা জিনিষ আছে, সেটি স্থায়ী ভাব—নিত্যকাল থাকবে, বদ্ধ ভূমিকা থেকে অসংখ্য জনমত এসে ভ্রংশ করতে প্রস্তুত হ'লেও আমাকে তিলমাত্র টলা'তে পারবে না। তারপর সেই ভাব হ'তে প্রেম উৎপন্ন হ'বে অর্থাৎ তখন আমি সমস্ত প্রাতিকূল্য বিষয় দ্বারা—সমস্ত আত্মা দ্বারা—সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল ভগবৎসেবা করব।

শ্রীচৈতন্যদেব বল্লেন,—সবসময় সজ্জনের সঙ্গ কর, কেবল মাত্র সাধুসঙ্গে হরিনাম কর, বহু জনের সঙ্গ করো না—বহু জনের সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন করলে সুবিধা হ'বে না। আমি যদি নিজে দুর্জ্জন হ'য়ে অসদ্‌বস্তুসঙ্গে বিলাসাতুর ব্যক্তিগণের সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন করি, তা' হ'লে আমার মঙ্গল লাভ হ'বে না। কিন্তু সজ্জন, সাধুগণের সঙ্গে হরিনাম করতে হ'বে, তা'তে আমার নিত্যমঙ্গলের উদয় হ'বে। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু বলছেন,—

অসাধু-সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম অপরাধ।
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥

অতএব আমরা সজ্জনের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে মহাপ্রভুর আচার-প্রচারের অনুসরণ করব। আমরা মনে করব না যে, মহাপ্রভু মাত্র সাড়ে চারিশত বৎসর কালের; তিনি যে কথা ব'লেছেন, তা'ও আধুনিক কথা, আমাদের এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। মহাপ্রভু—নিত্য পরাৎপর বস্তু, তিনি নিত্যকালের—অনন্তকালের কথা ব'লে গিয়েছেন, তিনি আচার-প্রচার-লীলায় যা' কিছু প্রদর্শন ক'রেছেন, সবই নিত্য। তিনি যে বিগ্রহপূজার কথা—গতির কথা বলছেন, তা' সমস্তই নিত্য। জগতের ঘণ্টা দিয়ে নিত্যবস্তু শ্রীবিগ্রহের পূজা হয় না প্রাকৃত বস্তু কখনও অপ্রাকৃত বস্তুর নিকট পৌঁছতে পারে না। চেতনের ঘণ্টা দিয়েই তাঁর পূজা হ'য়ে থাকে। তিনি যে শব্দব্রহ্মের উপাসনার কথা বলছেন, তা'ও নিত্য। তিনি কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্। আমরা যদি বলি, আমরা ইহা স্বীকার করব না, মহাপ্রভুকে যদি আমরা অবতার, আচার্য্য প্রভৃতি যা'র যেমন ইচ্ছা ব'লে থাকি, তা'তে মহাপ্রভুর কিছু ক্ষতি হ'বে না, আমাদেরই ক্ষতি হ'বে—আমরাই বঞ্চিত হ'ব। মহাপ্রভু যা' জগতে দান ক'রেছেন, তা' অনর্পিতচর, তিনি চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির হৃদয়ে উদিত হ'য়েছিলেন। তিনি "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ॥" আমরা যদি কোন প্রকোষ্ঠে বসে ঘোড়দৌড় দেখতে গিয়ে যতটুকু সময় ঘোড়াকে দেখি, ততটুকু সময় মাত্র তা'র অস্তিত্ব, যতক্ষণ ঘোড়া দৃষ্টিগোচর হয় নাই ততক্ষণ উহা ছিল না, যখন দৃষ্টির বহির্ভূত হ'য়ে পড়ল, উহা আর নাই মনে করি, তা' হ'লে এরূপ ধারণা যেরূপ ভ্রমপূর্ণ—অথবা দরজা জানালা বন্ধ ক'রে কোন গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক সূর্য্যকে না দেখে যদি মনে করি যে, সূর্য্য উদিত হয় নাই, তবে তা' যেরূপ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, পরমেশ্বর বস্তু যতক্ষণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হন, ততক্ষণ তাঁ'র অস্তিত্ব, দৃষ্টিগোচর হ'বার পূর্ব্বে বা পরে তাঁ'র অস্তিত্ব ছিল না বা নাই—এরূপ ধারণাও তদ্রূপ সম্পূর্ণ ভুল। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর অনন্তকাল যাবৎ আছেন ও থাকবেন। আমাদের প্রাকৃত চক্ষু ও জ্ঞানের দ্বারা তাঁ'কে দেখতে ও বুঝতে পারছি না ব'লে যদি আমরা তাঁ'কে মর্ত্ত্য বা অনিত্য বস্তু মনে করি, কিম্বা তাঁ'র উপদেশকের তাৎকালিক বা সাময়িক মনে করি, তা' হ'লে আমরাই বঞ্চিত হব—অমঙ্গলের পথে ধাবিত হ'ব।

অতএব আমরা যদি বাস্তবিকই আমা-

দের আত্মকল্যাণ চাই, আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ চাই, তা' হ'লে বহির্ম্মুখ গণসমষ্টির কোন কথা না শুনে সদ্গুরুপদাশ্রয়ে সযত্নে ভগবদনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

(৩)

আজকাল ভাড়াটিয়া কথক ও কীর্ত্তনীয়াদিগের যে কৃষ্ণকীর্ত্তনচেষ্টা দৃষ্ট হয়, তাহা শুদ্ধ নামকীর্ত্তন ত নহেই, উহা বিমুখ-মোহিনী মায়ার অপর একপ্রকার মূর্ত্তি মাত্র। ইতর বাসনাপূর্ত্তির জন্য যে কীর্ত্তনের অভিনয়, তাহা কৃষ্ণসেবার নামে কৃষ্ণকে নিজের সেবায় নিযুক্ত করাইবার অপরাধময়ী ভীষণ কুবুদ্ধি বলিয়া পরিগণিত। তটস্থশক্তি জীবস্বরূপের গঠনে মায়াবশ-যোগ্যতা অনুস্যূত রহিয়াছে; সেই নিমিত্তই সে অনাদি-বহির্ম্মুখতাক্রমে জড়-বিষয়ের ভোক্তা সাজিয়া দুঃখার্ণবে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আত্মস্বরূপের বিস্মৃতিবশতঃ অনাত্মধর্ম্মে আসক্ত হইয়া ভবমহাদাবদাহে দগ্ধীভূত হইতেছে। মায়াকবলিত জীবকে শুদ্ধ আত্মবৃত্তিতে স্থাপিত করিবার জন্য দয়ালশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সপ্তচেতন-ময়ী জিহ্বাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জন-কারী; ভোগোন্মুখচিত্ত ইতর কামনা-ধূলিতে ধূসরিত হইয়া পড়িয়াছে। বহু কুটীনাটী, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির কুবাসনারূপ অনর্থ তাহার শুদ্ধ বৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনে সমুদয় অনর্থাবলী বিদূরিত হইয়া চিত্তমুকুর সর্ব্বশোভার মূল আকর বস্তু শ্রীশ্যামসুন্দরের অপ্রাকৃতরূপমাধুরী প্রতিফলিত হইবার উপযুক্ত হয়। কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই ভবমহাদাবাগ্নির নিবৃত্তিকারক এবং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনরূপ পৌর্ণমাসীর উদয়ে অখিল কল্যাণকুমুদ বিকশিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন পরবিদ্যাবধূর প্রাণস্বরূপ, পতির স্নেহানুগতা বধূ যে প্রকার স্বাতন্ত্র্যাচরণ করিতে অক্ষম, পরবিদ্যাসুন্দরীও তদ্রূপ সঙ্কীর্ত্তনপতি শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ বশীভূতা। পরবিদ্যামণ্ডিত সমস্ত পাণ্ডিত্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ক্রোড়ীভূত। কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন—অনুক্ষণ ভক্তের সেবানন্দলহরী-বর্দ্ধনকারী এবং পদে পদে গোলোকের সুধাসারের স্বাদপ্রদাতা; কৃষ্ণের যথার্থ সঙ্কীর্ত্তন হইলে কীর্ত্তনকারীর সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণপ্রেমামৃতসিন্ধুতে স্নাত হয়; সেই অত্যদ্ভুত বৈকুণ্ঠানন্দের সহিত ব্রহ্মসাযুজ্যাদির সুখের কোনই তুলনা হইতে পারে না। সর্ব্বাত্মস্নপনকারী কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই আত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রসন্নতাদায়ক। কৃষ্ণ-বিমুখ জীববৃন্দকে প্রতারিত করিবার জন্য মায়াদেবী সহস্র সহস্র লোকমনোমোহকর রূপপণ্যবিপণি উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রলোভনে পতিত হইবার প্রবল আশঙ্কা বিদ্যমান। স্বয়ংপ্রকাশ অদ্বয়জ্ঞানবস্তু শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের প্রতি কৃপাবশতঃ নিজে জগতে আবির্ভূত হইয়া যে স্বপ্রকাশ নামসূর্য্যমহিমা বিঘোষিত করিয়াছেন, তাহার নিষ্কপট আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত আমাদের পরমশ্রেয়ঃ প্রাপ্তির কোনই উপায় নাই।

> সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
> সংকীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য॥
> সেই ত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
> সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার॥

বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলসূত্র

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি এল)

বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসক দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ ভেদ বুঝিতে হইলে পঞ্চোপাসনার কথা আসিয়া পড়ে। পঞ্চোপাসনামূলে নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানতৎপরতাই পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চোপাসকগণের বিচার—ব্রহ্ম নিরাকার। নিরাকার ব্রহ্মের ভজন করা যায় না, অতএব কল্পিত সাকার অবলম্বন করিয়া স্বার্থসাধন করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হয়—তাঁহাদের বিশ্বাস, 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'—এই কল্পিত সকাম উপাসনা করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে ক্রমে গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে আর উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা-ভেদ থাকে না, জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়।

সত্ত্বগুণাশ্রিত ব্যক্তিগণ বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকেন। সত্ত্বরজোগুণাশ্রিত, সত্ত্বতমোগুণাশ্রিত, রজস্তমোগুণাশ্রিত এবং তমোগুণাশ্রিত ব্যক্তিগণ যথাক্রমে সূর্য্য, গণেশ, শক্তি ও শিবের উপাসনা করিয়া থাকেন। এইরূপে বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, শাক্ত ও শৈব—এই পঞ্চবিধ সকাম উপাসকগণ কল্পিত সাকার ভজন করিয়া চরম নিষ্কাম অহংগ্রহোপাসনাকে লক্ষ্য করেন। অন্যান্য দেবদেবীর পূজাদি এই অহংগ্রহোপাসনারই অন্তর্গত। ইহাঁরা কেহ বিষ্ণুমন্ত্রে, কেহ সূর্য্যমন্ত্রে, কেহ বা গণেশমন্ত্রে, কেহ বা শক্তিমন্ত্রে, কেহ বা শিবমন্ত্রে উপাসনা করিয়া থাকেন। এই পঞ্চোপাসনামূলক যে বিষ্ণুর উপাসনা, তাহাই মায়াবাদ অর্থাৎ এইরূপ বৈষ্ণবের বিশ্বাস—জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম মায়াভিভূত হইয়া এই জগৎ কল্পনা করিয়াছেন ও নিজকে জীব অভিমান করিতেছেন। এইরূপ বৈষ্ণব শুদ্ধবৈষ্ণব নহেন।

শুদ্ধবৈষ্ণবগণের বিচার অন্য প্রকার। তাঁহারা জানেন যে, শ্রীভগবানের শুদ্ধ চিদ্বিগ্রহ আছে অর্থাৎ আমাদের মত তাঁহার প্রাকৃত জড় আকার বা অঙ্গাদি না থাকিলেও তাঁহার অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত চিন্ময় স্বরূপ ও চিন্ময় অঙ্গাদি আছে, যাহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বস্তু নহেন অর্থাৎ অধোক্ষজ বস্তু।

মায়াবাদিগণ অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনার সহিত শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা সমান ভাবিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে শ্রীবিষ্ণুর 'তদীয়' বুদ্ধি করিতে না পারিয়া তৎস্থ হইতে স্বতন্ত্র ও তৎসম ভাবিয়া মায়াবাদ আশ্রয় করত মহা অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হন। শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত 'যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ'—এই শ্লোকার্থ তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিলেও ইহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না।

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ভক্তিযোগে শ্রীভগবানের চিৎস্বরূপের উপলব্ধি করিয়া তাঁহার নিত্য-সেবা লাভ করিয়া থাকেন। তাহার ফলে শ্রীভগবানে তাঁহাদের নিত্য প্রেম লাভ ঘটিয়া থাকে, যাহার নিকট অন্যান্য চারিটী পুরুষার্থ অতিশয় হেয় ও তুচ্ছ।

যাঁহারা মায়াবাদশূন্য শুদ্ধবৈষ্ণবের চরণপ্রান্তে আনুগত্য ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক নিজকে নিত্য কৃষ্ণদাস জ্ঞানে ভজন করিতে থাকেন, তাঁহারাই শুদ্ধবৈষ্ণব নামে পরিচিত; যেখানে মায়াবাদ-পূতিগন্ধ বর্ত্তমান, সেখানে শুদ্ধবৈষ্ণবতার অভাব জানিতে হইবে। যাঁহারা একমাত্র কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাকাল যাঁহারা কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য ইতর কার্য্যে মনোনিবেশ করেন না, এইরূপ সাধু মহাপুরুষগণই আমাদিগকে মায়াবাদ-দুর্গন্ধ হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকৃত নিত্যমঙ্গলের পথে লইয়া যাইতে এবং যথার্থ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে পারেন। তাঁহাদের পাদরজে অভিষিক্ত হইয়া, আমরা দুর্ব্বুদ্ধির হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া যথার্থ জ্ঞানালোকে প্রবেশ করিতে পারি। নচেৎ যাহারা অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া আপনাদিগকে বিবেকী ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল বিপথগামী অন্ধব্যক্তি অন্ধ ব্যক্তিদ্বারা পরিচালিত অপর অন্ধের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে।

নির্ভয়ে শুদ্ধভক্তিপথে প্রবেশ করিতে পারিলে প্রেয়ঃপ্রদায়িনী চতুর্ব্বর্গকে পদদলিত করিয়া নিত্য শ্রেয়ঃপ্রদায়িনী পঞ্চম পুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমের অধিকারী হইতে পারা যায়। এই প্রকার চরম কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের পদরজে আত্মার অভিষেক করিতে হইবে, কারণ আত্মার ঐরূপ অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদিগের উপাসনা দ্বারা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। প্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন,—যাবৎ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদধূলি দ্বারা জীব অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ গৃহব্রতগণের মতি অনর্থনাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

অন্য কোন উপায়ে চরমফল পাওয়া যায় না। কেবল মহাপুরুষগণের শ্রীচরণাশ্রয়ে জীবের সুবিধা হইতে পারে। যিনি নিষ্কিঞ্চন, জড়বিষয়ে যাঁহার কোন চেষ্টা নাই, যিনি কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট, কৃষ্ণসেবা ব্যতীত যাঁহার অন্য কোন ক্রিয়া নাই, যাঁহার জড়েন্দ্রিয়-প্রীত্যর্থে ধর্ম্ম, অর্থ কাম, মোক্ষাদি স্পৃহা নাই, যাঁহার সমস্ত ক্রিয়াই হরিসেবানুকূল, চতুর্ব্বর্গ কেবল নিজসেবার্থ জানিয়া তাহার পরিত্যাগে যিনি যত্নপর; কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই যাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ও ব্রত, তিনিই মহাপুরুষ। যিনি কৃষ্ণসেবার ছল করিয়া শিষ্যের নিকট হইতে বা অন্য কাহারও নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজেন্দ্রিয়-তোষণ বা কুটুম্বভরণে তাহা ব্যয়িত করেন, তিনি মহাপুরুষ নহেন। মহাপুরুষ ব্যতীত অন্য কাহারও আশ্রয়ে জীবের নিত্যমঙ্গল নাই। শুদ্ধবৈষ্ণবে প্রপত্তিই জীবের একমাত্র অবশ্য কর্ত্তব্য। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ মুক্ত পুরুষ, তাঁহারাই আমাদের ভব-বন্ধন মোচনে সক্ষম। তাঁহাদের চরণাশ্রয় কখনও নিষ্ফল হয় না। আজ যাহা আমরা কঠিন ও দুঃসাধ্য ভাবিতেছি, সাধুগুরুপাদাশ্রয়ে কল্য তাহা সহজ ও সুসাধ্য হইয়া যায়। তাঁহাদের শক্তি কি ভাবে কার্য্য করে, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত। আর কোন উপকরণের আবশ্যকতা নাই, চাই কেবল আনুগত্য ধর্ম্ম। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৈধধর্ম্মের মূল সূত্রটী এইরূপ ভাবে জানাইয়াছেন,—

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'।

তারের সংবাদ

পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ১৩ই জুলাই তারে জানাইতেছেন যে, ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ আলালনাথের বার্ষিক মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিয়া এবং তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া গতকল্য প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি আগামী শুক্রবার ১লা শ্রাবণ শ্রীপুরুষোত্তমমঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনার্থ এখানে অপেক্ষা করিতেছেন। এখানে প্রত্যহই বহু সংখ্যক যাত্রীসমাগম হইতেছে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয়, সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৶৹ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৶৹ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷৷৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে ভিক্ষা ৷৷৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ, ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এরূপ সরল ও হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মতানুসারে ... গ্রন্থটি ভূষিত হইয়াছে। ... ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলা, বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶৹ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আলাপচ্ছলে পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌বিশ্বাসী ও ভক্তিপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-ভিক্ষা ।৹ আনা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶৹ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴৹ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তি-বিষয়ের পুস্তক। ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাদি, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত। মাত্র ... ভিক্ষা ।৹ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গদেশে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কয়েকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৹ আনা, আবাঁধাই ।৶৹ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. (প্রাক্তন লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হঃ) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸৹, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দাসাদের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও নিষ্কিঞ্চনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶৹, বাঁধাই ৷৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতী বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সংক্ষেপে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶৹ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতী বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶৹ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের স্থান নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।৹ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

তিহারীতে দুর্ভিক্ষ
অনশনে বালকের মৃত্যু

দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে লোকে রাস্তা সংস্কারের কার্য্য করিতেছে। বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় বহু দরিদ্র শ্রমিকের জীবিকা-নির্ব্বাহের সুবিধা হইবে। একটী বালক চারি দিন অনাহারে থাকিয়া ক্ষুধা শান্ত করিবার আশায় একটী জাম বৃক্ষে আরোহণ করে। এবং ঐ বৃক্ষ হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থানীয় লোকদিগকে পুনরায় ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। প্রকাশ, ব্যাঙ্ক এই বৎসর কিস্তী আদায় স্থগিত রাখিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। এবং পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া জনসাধারণের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

প্রোমে ১০১৯ জনের আত্মসমর্পণ

বিদ্রোহী পো টেক বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়াছিল। সে এখন সারিয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ, গত ২৩শে ডিসেম্বর থারাবডী জিলায় উই নামক গ্রামে সে একজন য়ুরোপীয় সরকারী কর্ম্মচারীকে হত্যা করে। লোকটা ১১ই জুলাই আত্ম-সমর্পণ করে।

বিদ্রোহের জায়গা হইতে বহু ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন ডাকাতিতে নরহত্যাও হইয়াছে।

প্রোম জিলায় ১০১৯ জন বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

ভারতীয়দের সহিত মিলন চেষ্টা

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রতি মিলন সংঘটনের উদ্দেশ্যে এবং বিশেষরূপে ব্রহ্ম-দেশবাসী ও ভারতীয়গণের মধ্যে মিলন স্থাপনের চেষ্টার অনেটায়ে এবং বাগানের নেতৃত্বে সায়ান্দী ও ফুঙ্গী সম্প্রদায়ভুক্তগণ জনসাধারণের নিকট আবেদনপত্র প্রকাশ করিতেছেন। রেঙ্গুণে ভারত সমিতি উক্ত আবেদনপত্র ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেছেন।

পুলিসের সহিত সংগ্রাম

হেনজাদার গত ১০ই জুলাই [illegible] একদল ডাকাতের সহিত পুলিসের সাক্ষাৎলাভ ঘটে। একজন ডাকাত পুলিসের হস্তে নিহত হইয়াছে। কিছু টাকাকড়ি ও কয়েকখানি দা ইহাদের নিকট হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে।

১০ই জুলাই তারিখের রেঙ্গুণ গেজেটে প্রকাশ মিঃ টমসন কতিপয় পুলিসসহ ওয়ানেৎবঙ ও তায়াকিফ সহরের দিকে গমন করেন। ইহারা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একদল বিদ্রোহীর সন্ধান করেন। তুনসিন নামক এক ব্যক্তি এই বিদ্রোহীদলের নেতা ছিল। পুলিস-দল বহুক্ষণ অনুসন্ধানের পর কয়েকজন বিদ্রোহীকে দেখিতে পায়। উহারা অমনি গুলী করিতে থাকে। গুলীতে কেহই আহত হয় নাই, তবে মিঃ টমসনের টুপীর ভিতর দিয়া একটি গুলি চলিয়া গিয়াছিল।

পুলিসও তৎপরে গুলী করিতে থাকে। তুনসিন ও তাহার ১ জন সহকারী গুলীতে নিহত হইয়াছে। পুলিশ অতঃপর উহাদের আড্ডা আক্রমণ করে। আড্ডা হইতে পুলিশ ২টা দেশী বন্দুক কতকগুলি কারতুজ ও দা হস্তগত করিয়াছে।

পুলিস দলের কেহ নাই

কোয়েটায় সামরিক ঘাঁটী আক্রান্ত

কোয়েটা হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, যে, আফগান সীমান্ত হইতে সুলেমান খেল এবং আহোতি উৎকাহির ও অন্য হইতে এক হাজার লোকের একটি লস্কর আসিয়া জড়ো হয় এবং ৪ঠা জুলাই তারিখে আপেওয়ার্ত্তিত কোন সামরিক ঘাঁটি আক্রমণ করিয়াছিল। আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করা হইয়াছে এবং শত্রু পক্ষের কয়েকজন হত ও আহত হইয়াছে। ঘাঁটির একজন নিহত হয়। শেষ সংবাদে প্রকাশ যে, লস্কর এখনও ছত্রভঙ্গ হয় নাই। সকল প্রকার আবশ্যক সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে; ঘাঁটিগুলিতে অতিরিক্ত সৈন্য সমাবেশ হইয়াছে এবং স্থায়ী সৈন্যদলের পাহারা বসিয়াছে। লস্করের বর্ত্তমান গতিবিধি নির্দ্ধারণের জন্য রাজকীয় বিমান বাহিনী ঐ অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

গত ১৩ই জুলাই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আহোর রেঞ্জপাতে শান্তির চিহ্ন দেখা যাইতেছে। সকলের যে খবর আসিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, শত্রুভাবপূর্ণ লস্করগণ পলায়ন করিয়াছে।

রাজসাহী বোমার মামলা

শ্রীযুত অভয়পদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত গৌর দত্ত ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৭ ধারা ও বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৩ ও ৪ ধারা অনুসারে দায়রা জজের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন, এ সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন। জুরীগণ একবাক্যে আসামীদিগকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করায় জজ তাঁহাদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া শেষ সিদ্ধান্ত জন্য মামলার কাগজ পত্র হাইকোর্টে প্রেরণ করেন। আসামিগণকে জামিনে মুক্তিদান করিবার জন্য উকিল মিষ্টার এন, মুন্সি দায়রা জজের নিকট আবেদন করেন। সরকারী উকিল উক্ত আবেদনে আপত্তি করায় উহা অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

মহিলা সমিতির বয়ন বিভাগের উদ্বোধন

গত ৮ই জুলাই তারিখে জামালপুর মহিলা সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়। ঢাকার বিপিনবিহারী সেন সভা-পতির আসন পরিগ্রহ করেন। সমিতির সদস্যগণ ব্যতীত প্রায় ২০০ মহিলা সভায় যোগদান করেন। বার্ষিক রিপোর্ট ও আয়ব্যয়ের হিসাব গৃহীত হইলে ১৩৩৮-সালের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন হয়।

[illegible] সেন বয়ন বিভাগের নূতন [illegible] উদ্বোধন করেন। আড়াই বৎসর [illegible] স্থাপিত হইয়াছে, তদবধি উহা ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

বরিশালে অর্ডিন্যান্সের ধুম

গত [illegible] জুলাই প্রত্যুষে কলিকাতা হইতে [illegible] সময় বরিশাল এক্সপ্রেস ট্রেণ হইতে অবতরণ করিবামাত্র বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের বলে শ্রীযুত অমলাংশু সেনকে [illegible] ষ্টীমার ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শ্রীযুত সেন ব্রজমোহন কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং এই বৎসর আই, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গত ১লা জুন হইতে বরিশালে ১৪ জনকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের বলে আটক করা হইয়াছে।

ব্রহ্ম বিচ্ছেদ বিরোধী নেতার রেঙ্গুণ যাত্রা

ব্রহ্ম বিচ্ছেদ বিরোধী নেতা মিষ্টার মাং মাং কা মহাত্মা গান্ধীর সহিত আলোচনা করিয়া বোম্বাই হইতে ১২ই জুলাই প্রাতে কলিকাতায় উপনীত হন। ব্রহ্মদেশের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা এবং গোল টেবিল বৈঠকে ও রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন কমিটীতে বিচ্ছেদ বিরোধী দলের দাবী উপস্থিত করিবার সম্পর্কে তিনি পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যান্য সদস্যগণের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি রেঙ্গুণ ডাক ষ্টীমারে রেঙ্গুণ যাত্রা করিয়াছেন।

ঢাকায় কৃষি মন্ত্রী

কৃষি ও শ্রম বিভাগের মন্ত্রী অনারেবল ফারোকি, গত ১০ই জুলাই অপরাহ্নে ঢাকা আগমন করিয়াছেন। প্রধান কর্ম্ম-চারী, কমিশনার ও পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী মহোদয় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের সহিত করমর্দ্দন করতঃ তাঁহার বাসস্থানে গমন করেন। অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, তাঁহার সহিত অপর মন্ত্রী খাজে নাজি-মুদ্দিনের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

বোম্বাই কংগ্রেসে নির্ব্বাচন

গত ১২ই জুলাই বোম্বাই কংগ্রেস কমিটীর নির্ব্বাচনে মিঃ নরীম্যান সভাপতি মাস্টার নথিবদাস সহকারী সভাপতি, শ্রীযুত আবিদ আলী ও প্যাটেল—সম্পাদকদ্বয় ও শ্রীযুত কৃষ্ণ আম্বার কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অন্যান্য সদস্যগণ পূর্ব্বের মতই আছেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর জন্যও নির্ব্বা[illegible]ন। ফলে মিঃ নরীম্যান, আবিদআলী, দেশাই, পাপুলা মুলরাজ, কর্ণদাস এবং মথুরাদাস ত্রিকমদাস প্রভৃতির মধ্যে ৬ জন উঁহাদের নাম প্রত্যাহার করেন [illegible] ৫ জন পরাজিত হন। গত ১১ই জুলাই নূতন বি, পি, সি, সির সভাও হইয়াছিল।

মরভী রাজ্যে সত্যাগ্রহ
আপোষের চেষ্টায় শ্রীযুত দেশাই

গান্ধীর সেক্রেটারী শ্রীযুত মহাদেব দেশাই গত ১১ই আমেদাবাদ আসিয়াই মরভী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রচারকার্য্য চালাইবার উদ্দেশ্যে এই রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েক-দল স্বেচ্ছাসেবক সত্যাগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছিল। এ পর্য্যন্ত ছয়টি দল সত্যাগ্রহ করিয়াছে এবং সকল দলের নেতারা ধৃত হইয়াছেন। স্বেচ্ছা-সেবকদিগকে দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছিল। [illegible]

প্রকাশ, রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার জন্যই শ্রীযুত দেশাই তথায় গিয়াছেন। ইতিমধ্যে গান্ধীজীর আদেশ অনুসারে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হইয়াছে।

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি ... ১৲

প্রতি কলম ৮৲

... কলম ২৲

চুক্তির দর

স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২দ৵
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

... মুখপত্র

... বর্ষ] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১৬তম সংখ্যা

... শ্রীমায়াপুর—২রা শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩৮, ১৮ই জুলাই ১৯৩১

সিমলায় গান্ধীজী

গান্ধীজীর মালব্যসহ বিলাত যাত্রা

মহীশূরে সৌকৎআলি

গান্ধীজী লণ্ডনে গেলে ইংরেজ কৃষকরা ছাগদুগ্ধ যোগাইবে

বহরমপুরে ভীষণ চাঞ্চল্য

সাবইন্‌স্পেক্টার হত্যার মামলা—৬ ব্যক্তির দ্বীপান্তর

গান্ধীসকাশে মরভিনেতা

হিন্দুমুসলমান দাঙ্গায় কমিটী নিযুক্ত

ধলভুম সমস্যা

গান্ধীজীর সরাষ্ট্রসচিবের সহিত আলোচনা

সিমলায় মহাত্মা গান্ধী

শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাঈ গান্ধী ও শ্রীযুত মহাদেব দেশাই সমভিব্যাহারে মহাত্মা গান্ধী ১৫ই জুলাই মধ্যাহ্নের অল্প পূর্ব্বে সিমলায় গিয়া পৌঁছিয়াছেন। মহাত্মা জী ফারগ্র লোকে রায় বাহাদুর মোহনলালের বাটিতে অবস্থান করিতেছেন।

লোকে আশা করিয়াছিল, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলও মহাত্মাজীর সহিত আসিবেন, কিন্তু তাঁহারা আসেন নাই।

গান্ধীজী বলিয়াছেন, তিনি সিমলায় দুই তিন দিন থাকিতে পারেন। পণ্ডিত জহরলাল ও সর্দ্দার বল্লভভাই আসিবেন কি না, তিনি বলিতে পারেন না। তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইবে কি না, তাহাও তিনি বলিতে পারেন না, তবে তাঁহারা সে জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

গান্ধীজীর বিলাত যাত্রা
সহযাত্রীরূপে মালব্যজী

জানা গিয়াছে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য গান্ধীজীর সহযাত্রীরূপে আগামী ১৪ই আগষ্ট তারিখে মূলতান নামক জাহাজে চড়িয়া বিলাত যাত্রা করিবেন। একই জাহাজে সার তেজ বাহাদুর সপ্রুরও বিলাত যাত্রা করিবার কথা।

মহীশূরে সৌকৎ আলী

মিঃ সৌকৎআলি ১২ই জুলাই প্রাতঃকালে গুণ্টাকল মেল ট্রেণে বাঙ্গা-লোরে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি গত ১৩ই জুলাই প্রাতে মিউনিসিপ্যালিটীর অভিনন্দন গ্রহণ করিয়াছেন। এ স্থানে দুই দিন থাকিয়া শ্রীরঙ্গপট্টমের পথে তিনি মহীশূর যাত্রা করিবেন স্থির করিয়াছেন।

গান্ধীজী লণ্ডন গেলে ইংরেজ কৃষকরা ছাগ-দুগ্ধ যোগাইবে

গান্ধীজী কিংস্লিহল সেটেলমেণ্ট ইষ্টএণ্ডে অবস্থান করিবেন বলিয়া মনস্থ করিবার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় মিস মুরিয়েল লেষ্টার দেশের কৃষকদিগের নিকট হইতে বহু আবেদন পত্র পাইয়াছেন। তাহারা জানাইয়াছে যে, মহাত্মা গান্ধীর লণ্ডনে অবস্থান কালে তাহারা তাঁহাকে ছাগলের দুধ প্রদান করিবে।

মহাত্মাজী-সকাশে মরভী-নেতা

মরভী সত্যাগ্রহের নেতা শ্রীযুক্ত ...চাঁদ পারেখ মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে, মরভী কর্ত্তৃপক্ষ কংগ্রেসের কার্য্যকলাপে বাধা দিবেন না বলিয়া রাজী হইয়াছেন। ফলে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হইয়াছে।

প্রবল বৃষ্টিপাতে রেলপথ ভঙ্গ

সেকান্দ্রাবাদ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের ফলে মনমাড় বিভাগের উমরি ও শিবর্ণার মধ্যবর্ত্তী স্থানে রেলপথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রেলগাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া গমনাগমন সম্ভব হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে, গত ১০ই জুলাই উমরি ও শিবর্ণার মধ্যবর্ত্তী স্থানে একখানি মালগাড়ী ও এঞ্জিন লাইনচ্যুত হয়। ঐ গাড়ীর গার্ড ও এঞ্জিনের চালকগণ একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। শ্রমিকগণ তাহাদিগের উদ্ধার সাধন করিয়াছে। গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া গমন করা অসম্ভব বিধায় প্রায় ৮০ জন আরোহী উমরি হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছে। জনৈক যাত্রী প্রকাশ করিয়াছেন, শীলার জলে জিলাটি প্লাবিত হইয়াছে।

মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ ... ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ   ১৯ বামন গৌরাব্দ ৪৪৫, ২রা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৮ জুলাই ইং ১৯৩১ শনিবার   ১১৬তম সংখ্যা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে

বক্তৃতা

তাং—২৬শে আষাঢ় ১১ জুলাই শনিবার

বিষয়—যন্ত্রশক্তি ও মনুষ্যশক্তি

বক্তা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

অদ্যকার সভায় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শিতা আমার নাই। তবে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজের আদেশ এবং শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ ক'রে, সাধ্যানুসারে কিছু ব'লবার চেষ্টা করব।

আমরা ইহ সংসারে দুটী বস্তুর পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য সর্ব্বদাই লক্ষ্য ক'রে থাকি—যথা যন্ত্রী ও যন্ত্র, ইঞ্জিনীয়ার ও ইঞ্জিন। প্রথমটী চেতন, আর দ্বিতীয়টি অচেতন। এই অচৈতন্যময় বিশ্বে চেতনের কথা প্রথমমুখে অভিনব ব'লে বোধ হয়, কিন্তু অচেতন অপেক্ষা চেতনের শ্রেষ্ঠতা সুধীমাত্রেই সমস্বরে কীর্ত্তন ক'রে থাকেন। যারা চলে, বলে, এবং ইচ্ছাধর্ম্মবিশিষ্ট, তারাই চেতন, আর যে সব বস্তু চলতে কিম্বা বলতে পারে না, মৃতবৎ অবস্থিত থাকে এবং যাদের ইচ্ছাধর্ম্ম নাই, তারাই অচেতন বা জড় বস্তু।

মনুষ্যশক্তি এবং যন্ত্রশক্তি—প্রথমটা চিৎ এবং দ্বিতীয়টা অচিৎ; প্রথমটা যন্ত্রী, দ্বিতীয়টা যন্ত্র। যন্ত্রের স্বতন্ত্রেচ্ছাশক্তি নাই, যন্ত্রীর সাহায্য ব্যতীত যন্ত্রের কোন শক্তিই পরিলক্ষিত হয় না। মানুষ যদি যন্ত্রকে না চালায়, তবে যন্ত্রের কোন ক্রিয়া দেখা যায় না। [illegible] উভয়ের মধ্যে [illegible]। চেতনের অচেতনের উপর কার্য্য করার ক্ষমতা আছে বলে চেতন সর্ব্বকালেই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই দুটী বস্তুই শক্তি, শক্তিমান কেউই নয়, এটী আলোচ্য বিষয় থেকেই প্রমাণ হচ্ছে।

শক্তিমাত্রেই জড়, শক্তিমানের সাহায্য ব্যতীত এই শক্তি কোন কাজ করতে পারে না। সুতরাং মানবশক্তি চেতন হ'লেও তা' কোন শক্তিমানের সাহায্যের অপেক্ষা করে। গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিতে আমরা এই শ্লোকটী পাই,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

ঈশ্বর সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে অবস্থিত। তিনিই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা। জীব যেরূপ কর্ম্ম করে, ঈশ্বর তদনুরূপ ফল প্রদান করেন। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমন ভ্রামিত হয়, জীবসকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্ব ধর্ম্ম হ'তে জগতে ভ্রামিত হয়। পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে জীবপ্রবৃত্তি ঈশ্বরপ্রেরণা দ্বারা কার্য্য করে। এস্থলে ঈশ্বর স্বয়ং কার্য্য করেন না। 'মায়য়া' অর্থাৎ নিজ মায়া দ্বারা। মায়া তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি, তিনিও স্বতন্ত্রেচ্ছাবিশিষ্টা নহেন, ঈশ্বরের প্রেরণাবশেই কাজ করেন মাত্র

তাহলে বুঝা গেল যে, মায়া—ভগবানের শক্তি, এবং মানবও (জীব)—ভগবানের শক্তি। উভয়েরই শক্তিত্ব ভাব বিদ্যমান, শক্তিমানের শক্তিতে ইহারা কাজ করেন।

ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার॥
কৃষ্ণ কর্ত্তা, মায়া তার করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্রদণ্ডাদি উপায়॥

চক্রদণ্ডাদি থাকলেও তারা যেমন কুম্ভকারের সাহায্য ব্যতীত কোন কাজ করতে পারে না—তা দিয়ে ঘট তৈরী হ'তে পারে না, তদ্রূপ শক্তি শক্তিমানের প্রেরণা ব্যতিরেকে কোন কাজ করতে পারে না।

শ্রীভগবানের প্রকাশবিগ্রহ বলদেব প্রভুই মায়ার নিয়ন্তা। তিনি মায়াতে ঈক্ষণ করলে তবে মায়া কাজ করতে পারে।

গীতাতেও এই দুই প্রকার শক্তির কথা ব'লেছেন,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় এইরূপ বিচার ক'রেছেন,—

শাস্ত্রে কৃষ্ণের স্বাভাবিকী ত্রিবিধা শক্তি কথিত হইয়াছে। বল (সন্ধিনী), জ্ঞান (সম্বিৎ) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী) শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান—অভিন্ন, ইহাই সর্ব্ব-শাস্ত্রের সার, তথাপি অচিন্ত্যশক্তির কার্য্য হইতে ভেদবৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। নাম, রূপ, গুণ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার সন্ধিনী শক্তির কার্য্য। চিদ্গত সন্ধিনী ও মায়াগত সন্ধিনীভেদে প্রাপঞ্চিক ও বৈকুণ্ঠগত সত্তার ভেদ সিদ্ধ হইয়াছে। চিদ্গত সম্বিৎ ও মায়াগত সম্বিদ্ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। সেইরূপ চিদ্গত হ্লাদিনী ও মায়াগত হ্লাদিনীভেদে হ্লাদিনী শক্তি হইতে চিৎসুখ ও মায়িক সুখ এই দ্বিবিধ সুখ সিদ্ধ হইয়াছে। হ্লাদিনী শক্তি—কৃষ্ণপ্রিয়দাসী শ্রীস্বরূপিণী। তিনি মহাভাবস্বরূপা বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা।

উক্ত [illegible] শক্তিপ্রভাবদ্বারা চিজ্জগৎ, জৈবজগৎ [illegible] জড়জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রত্যেক [illegible] সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা তিনটী বৃত্তি লক্ষিত হয়। চিচ্ছক্তির [illegible] সন্ধিনীবৃত্তি, তাহার কার্য্যরূপে চিদ্ধাম, চিদ্বপু, চিদুপকরণ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার চিদ্বৈভব উদিত হইয়াছে। কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলা—সমুদয়ই সন্ধিনীকার্য্য। চিচ্ছক্তির যে সম্বিদ্বৃত্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত চিজ্জ্ঞান-ভাবোদয় হইয়াছে। চিচ্ছক্তির যে হ্লাদিনী বৃত্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ সমস্ত প্রেমানন্দানুশীলন হইতেছে।

জীবশক্তিতে যে সন্ধিনী, তাহার কার্য্য স্বরূপ জীবের চিন্ময় সত্তা, নাম ও স্থান সমুদিত হইয়াছে, তাহাতে যে সম্বিৎশক্তি, তাহার কার্য্যস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানাদির উদয় হয়। তাহাতে যে হ্লাদিনী, তৎকার্য্য-স্বরূপ ব্রহ্মানন্দক্রিয়া লাভ করে। অষ্টাঙ্গ-যোগগত সমাধি সুখ বা কৈবল্যসুখও তাহার কার্য্যবিশেষ।

মায়াশক্তিতে যে সন্ধিনীবৃত্তি আছে, তাহার কার্য্যস্বরূপ চতুর্দ্দশ লোকময় জড় বিশ্ব, বদ্ধজীবের জড় ও লিঙ্গশরীর, বদ্ধ-জীবের স্বর্গাদি লোকগতি ও সমস্ত জড়-ক্রিয়াদি নির্ম্মিত হইয়াছে, বদ্ধজীবের জড়ীয় নাম, জড়ীয় রূপ, জড়ীয় গুণ ও জড়ীয় কার্য্য সমস্তই তদ্ভূত। মায়াতে যে সম্বিদ্বৃত্তি,

তদ্দ্বারা জড়বদ্ধ জীবের চিন্তা, আশা, কল্পনা ও বিচার সমুদয় উৎপন্ন হয়। মায়াতে যে হ্লাদিনীবৃত্তি, তদ্দ্বারা স্থূল জড়ানন্দ ও স্বর্গাদি সূক্ষ্ম জড়ানন্দ উদিত হইয়াছে।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীবৃত্তিত্রয় চিচ্ছক্তিতে নির্ম্মল ও নিরুপাধিকরূপে পূর্ণতার সহিত নিত্য-ক্রিয়াবতী। জীবশক্তিতে পরমাণুপ্রায় হইয়া অতি ক্ষুদ্রভাবে প্রকাশ পায়। মায়াশক্তিতে বিকৃতভাবে তত্তদ্‌বৃত্তির আভাসমাত্র দেখা যায়। জীবের পক্ষে মায়াবৃত্তিসকল হেয়। জীবশক্তির স্বীয় বৃত্তি সমুদয় হেয় নয়, কিন্তু অপ্রচুর, চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনী-সংযোগ ব্যতীত জীব পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারে না, তাহা কেবল কৃষ্ণকৃপা ও কৃষ্ণ-পাত্রের কৃপা ব্যতীত কখনই সম্ভব হয় না।

অতএব উপসংহারে বক্তব্য এই যে, শক্তি ও শক্তিমান-বিচার অনুশীলন ... 'আমি শক্তিমান নই শক্তিমাত্র, শক্তিমানের অধীন থাকাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য'— এই ভাব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিলে আর ... অসুবিধা লাভ করিতে হয় না।

সংসার কি বস্তু ?

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি এল

অনেকে হয়ত বলিবেন, 'সংসার কি বস্তু' ইহার আবার পরিচয় আবশ্যক কি? যেখানে আমরা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বিষয়-বৈভব, বন্ধুবান্ধবাদি পরিবেষ্টিত হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বসবাস করিতেছি, তাহাই আমাদের সংসার। ইহার আর অন্যথা কি আছে? যাদৃশ বদ্ধজীবগণ, যাঁহারা এই ভবসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছেন, অথচ ইহাকেই আবার 'সোণার সংসার' মনে করিয়া ইহাতে প্রচুর আসক্তির পরিচয় দিতেছেন, তাঁহাদের কোনদিনই 'এই সংসার কি বস্তু', তাহা জানিবার আবশ্যক হইবে না। যদি কোনদিন সুকৃতির উদয় হয়, তবেই জীব শোক, মোহ, ভয়, জরা প্রভৃতি পরিপূর্ণ এই সংসারসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য যত্নবান হইয়া থাকেন

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, 'পুত্রদারাপ্ত বন্ধুনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ। অনুদেহ বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥' অর্থাৎ পুত্র, স্ত্রী, আত্মীয় ও বন্ধুগণের সহিত সঙ্গম—পান্থশালাস্থিত ব্যক্তিগণের সঙ্গমতুল্য। যেমন নিদ্রাকালে দৃষ্ট স্বপ্ন নিদ্রা-অবসানে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মমতাস্পদীভূত পুত্রদারাদিও প্রতিদেহে বিনাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহারাও স্বপ্নের ন্যায় নশ্বর। তবে কি এই সংসারটী মরীচিকা মাত্র, ইহাতে কি কোন নিত্য সুখ নাই বা ইহার অধিবাসিগণের সহিত সম্বন্ধ নিত্য নয়? জীবের হৃদয়ে যখন এইরূপ প্রশ্নের উদয় হয়, তখন তিনি নিজ তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য চেষ্টিত হন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিভুচৈতন্য বাস্তব বস্তু; জীব তাঁহার অণুচৈতন্য ও শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ মাত্র। জীবের অবস্থা দুই প্রকার—মুক্ত ও বদ্ধ। যিনি কেবল মাত্র কৃষ্ণের সেবাভিলাষ করেন, যাঁহার অন্য কোন প্রকার ইতর বাসনা নাই, তিনি শুদ্ধভক্ত, তাঁহার কখনও মায়াবন্ধ নাই, তিনিই মুক্ত পুরুষ। আবার যিনি কৃষ্ণকৃপায় মায়িক জগৎ হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন, তিনিও মুক্ত অর্থাৎ তাঁহারও মুক্তাবস্থা। আর যিনি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া স্বয়ং ভোক্তা সাজিয়াছেন ও কৃষ্ণের নিত্য দাস্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই মায়ার কবলে পড়িয়া বদ্ধদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার অবস্থাই বদ্ধাবস্থা। মায়ামুক্ত জীব চিন্ময়, তাঁহার জড়াভিমান নাই, কৃষ্ণের নিত্যদাসই তাঁহার স্বরূপ। এই জড়জগতে তাঁহার অবস্থিতি নাই। বৈকুণ্ঠ চিন্ময় জগতে তাঁহার নিত্য অবস্থান। তিনি প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত।

মায়াবদ্ধ জীবের সংখ্যাও অনন্ত। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দোষ জন্য মায়াদেবী কর্ম্মবশে ইহাদিগকে তাঁহার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই ত্রিবিধ গুণের তারতম্য বশতঃ বদ্ধজীবের অবস্থাও বিচিত্রতা লাভ করিয়াছে। জীবের শরীরের বিচিত্রতা, ভাবের বিচিত্রতা, রূপের বিচিত্রতা, স্বভাবের বিচিত্রতা, স্থানের বিচিত্রতা, প্রকৃতির বিচিত্রতা প্রভৃতি। জীব সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক একটি নূতন অভিমান বরণ করিয়া থাকে। শুদ্ধাবস্থায় কৃষ্ণের নিত্যদাস্যাভিমান ব্যতীত জীবের আর অন্য অভিমান থাকে না। কিন্তু বদ্ধাবস্থায় আমি মনুষ্য, আমি দেবতা, আমি পশু, আমি রাজা, আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ, আমি পিতা, আমি মাতা, আমি পুত্র, আমি সুশ্রী, আমি ধনী, আমি নির্ধন, আমি দাতা, আমি ব্রাহ্মণ, আমি চণ্ডাল আমি দরিদ্র, আমি শত্রু, আমি মিত্র, আমি পণ্ডিত, আমি বলবান, আমি সুখী, আমি দুঃখী প্রভৃতি কত রকমের অভিমান উপস্থিত হইয়াছে। ইহারই নাম জীবের অহংতা। এই অহংতার সঙ্গে সঙ্গে আবার 'মমতা' বলিয়া আর একটি ব্যাপার হইয়াছে। আমার গৃহ, আমার ধন, আমার বিষয়, আমার শরীর, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র-কন্যা, আমার বাপ, আমার জাতি-বল, আমার বিদ্যা প্রভৃতি কত প্রকারের মমতা হইয়াছে। এই যে 'আমি' ও 'আমার' অভিমান লইয়া একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার দেখা যাইতেছে, ইহারই নাম সংসার।

শুদ্ধ বা মুক্ত অবস্থার 'আমি' ও 'আমার' হইতে বদ্ধাবস্থার 'আমি' ও 'আমার' সম্পূর্ণ পৃথক। মুক্তাবস্থায় 'আমি' ও 'আমার'—সব চিন্ময় ও নির্দ্দোষ। মুক্তাবস্থায় জীবের শুদ্ধস্বরূপে অবস্থান। সেখানেও চিদ্‌রসভেদে জীবের বহুত্ব বর্ত্তমান, সংসারে যতপ্রকার অহন্তা আছে, তাহা বস্তুতঃ জীবসম্বন্ধে সত্য নয় অর্থাৎ জীবের পক্ষে মিথ্যার পরিচায়ক। সুতরাং সংসারে সমস্ত পরিচয়ই অনিত্য ও ক্ষণিক সুখদুঃখপ্রদ। মায়িক জগৎ মিথ্যা নয়, সত্য। কিন্তু এই জগতে প্রবিষ্ট হইবার পর আমাদের যতপ্রকার অহন্তা, তাহাই মিথ্যা। জগৎকে যাঁহারা মিথ্যা বলেন, তাঁহারা মায়াবাদী, সুতরাং কৃষ্ণচরণে অপরাধী।

অবিদ্যাবস্থায় জীব যখন কৃষ্ণসম্বন্ধ ভুলিলেন না, তখন তিনি চিচ্ছক্তির বল লাভ করিয়া চিজ্জগতে আকৃষ্ট হইলেন—নিত্যপার্ষদ হইয়া কৃষ্ণসেবানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া ভোগ ... করিলেন, মায়াশক্তি বলে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া ... স্থূল উপাধিদ্বারা ভূষিত করিয়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার ফল ভোগ করিবার জন্য এই সংসার কারাগারে তাঁহাদিগকে রাখিয়া দিলেন। ইহাই আমাদের বদ্ধদশা বা সংসার দশা। আমরা আমাদের প্রকৃত পরিচয় ভুলিয়াছি ... অভিমান লইয়া এই মায়িক জগতে আবদ্ধ রহিয়াছি।

যদি কোন দিন আমাদের সুকৃতির উদয় হয়, তবেই এই সংসারবন্ধনের কথা ভাবিবার অবসর ঘটে এবং ইহা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য চেষ্টার উদয় হয়। আমাদের চেষ্টা দুইপ্রকার—উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত। চেষ্টা উপযুক্ত না হইলে আমাদের মিথ্যাভিমান দূর হয় না। অনুপযুক্ত চেষ্টাদ্বারা সত্যস্বভাব উদিত হইতে পারে না। কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিব অথবা নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা মায়াকে জয় করিব, ইহা উপযুক্ত চেষ্টা নহে। অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা সমাধিযোগে চিন্ময় অবস্থা লাভ করিব, ইহাও উপযুক্ত নয়। এই সকল চেষ্টাদ্বারা বাঞ্ছিত ফল পাইবার অনেক ব্যাঘাত সম্ভাবনা অধিক। যাহার প্রতি অপরাধ করিয়া আমাদের এই দশা হইয়াছে, তাঁহার কৃপা ব্যতীত আমাদের এই দশা ঘুচিবার নহে। সাধুসঙ্গ ও কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপত্তি বা শরণাগতি দ্বারাই ইহা সম্ভব। তাই শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদবর শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—'মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥ কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥'

ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল

(১)

সবুজরং-এর পোষাক পরা নানারকমের তৃণকীট শস্যক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় হরিৎ তৃণ, গুল্ম ও উদ্ভিদাদির মধ্যে আত্ম-গোপন করিবার জন্য এই জাতীয় কীট-পতঙ্গাদির নানাপ্রকার বর্ণ ধারণের খেয়ালের কথাও হয়ত অনেকেই জানেন। অতি ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ, স্ব স্ব কার্য্য-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাহাদেরও কি আশ্চর্য্য কৌশলজাল বিস্তারের চেষ্টা! উহারা নগণ্য হইয়াও যদি এতটা সুদক্ষ হয়, তবে আর আমাদের বলবান্ ইন্দ্রিয়সমন্বিত ব্যক্তি 'সুনিপুণ ঐন্দ্রজালিক' বলিয়া খ্যাতি পাইবে না কেন?

ইন্দ্রজাল-বিদ্যা-বিশারদগণ নানা অদ্ভুত ক্রীড়া দেখাইয়া আমাদের কতই না বিস্ময় উৎপাদন করে! কিন্তু যে অদ্ভুত ঐন্দ্র-জালিকের প্রভাবে আমরা প্রতিনিয়ত চালিত হইতেছি, যাহার মোহন স্পর্শে সম্মোহিত হইয়া নিজ আত্মাকে পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছি, সেই ঐন্দ্রজালিকের পরিচয় লাভে আমরা বড়ই উদাসীন! চক্ষু-কর্ণাদি দশটি ইন্দ্রিয়ের উপর "জোর হকুমের" অসীম বিক্রম প্রকাশ করিয়া ঐন্দ্রজালিক-শ্রেষ্ঠ মন যে সর্ব্বদা কিরূপ 'খেয়ালখুসী'তে বিভোর হইয়া আছে, তাহার আর আমরা কতটুকু সন্ধান রাখি? রাখার প্রয়োজনও অনুভূত হয় না। কারণ, মনই প্রভু, মনই কর্ত্তা, মনই যাহা কিছুর সম্বল; তাই মনের চঞ্চল খেয়ালখুসিকেই আমরা এক-মাত্র সুনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তা বলিয়া মানিয়া লই; যেন উহা প্রতিপালন করা ভিন্ন আমাদের কিছুতেই চলিবে না! উহার আদেশ যে অমান্য করা যায়, এতবড় বিপ্লবের কথা কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারে না।

ক্রীতদাস কি প্রভুর অন্তরের গোপনদেশের সব অভিসন্ধির খবর জানে? তাহা যেমন অসম্ভব, (মনোদেবের গুপ্তভাবে নিষ্পেষিত) অপরাপর ইন্দ্রিয়গ্রামের পক্ষে একচ্ছত্র সম্রাট্ মনোদেবতার অত্যাশ্চর্য্য কৌশলরহস্য অবগত হওয়াও তেমনই অসম্ভব। যদি আমরা নিষ্কপট সেবাবৃত্তির সহিত আচার্য্যপাদপদ্মে অভিগমন করি, যদি নিরপেক্ষ সত্যের উপাসক হই, তবেই আপাতমোহকরী ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল বা ছলনা-রহস্য বুঝিতে পারি, নতুবা শত শত জন্ম কাটিয়া গেলেও মায়ার ইন্দ্রজালে বুদ্ধি-ভ্রষ্ট আমরা কোনদিনই সত্য বস্তু দর্শনে অধিকারী হইব না।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও শব্দার্থ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী শব্দসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; একত্রে ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পরিপাটীর সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৩০০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বেদ-বেদান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানবাদের মৌলিক তথ্য—শঙ্করাদি ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্ত্যাদি-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণা—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷৵০ আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের প্রয়োজন কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, জীবের স্বাভিমান ও [illegible], শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী রসভাবানন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমা—শ্রীনাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি সহ একত্রে ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তদুপরি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিবৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রাকাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও টীকাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ।।০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মতোদধি মন্থনকরে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা ইহাকে সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই —চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তি

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ ভিক্ষা।০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্তোষন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত সচ্ছপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ⁄০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা৷০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ। স্যার বি রাজাবাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্‌, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ যোগে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দয়ালের শ্রী শ্রীনামমন্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, শ্রীগৌরসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাগ্রস্থ তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদি পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা বিশেষ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৩ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে বাহির হইতেছে। নানাবিধ বিজ্ঞ-বৈষ্ণবগণই ইহার উপস্থিত লেখক। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা সডাকমাশুলসহ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

গান্ধীজীর স্বরাষ্ট্র সচিবের সহিত আলোচনা

গান্ধীজী ১৫ই জুলাই সন্ধ্যা ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত পূর্ণ তিন ঘণ্টা কাল স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ এইচ, ডব্লিউ এমার্টনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন। ঐ দিনকার আলোচনা দিল্লীর চুক্তি সম্পর্কে হইয়াছিল। গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব ও কেরল প্রদেশে সন্ধি সর্ত্তানুযায়ী কার্য্য সমূহ দূর করা হইতেছে। সেই সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে।

তিনি বলেন গোলটেবিলবৈঠকে কংগ্রেস প্রতিনিধি প্রেরণ সম্পর্কে পুনরালোচনার উদ্দেশ্যে তিনি রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এই সংবাদ ভুল।

মিঃ এমার্টন ও রাজপ্রতিনিধির সহিত আলোচ্য বিষয় বহুবিধ ও অতিমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া সময় সাপেক্ষ। তদনুযায়ী মহাত্মাজী রবিবার পর্য্যন্ত সিমলায় থাকিবেন বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

সাব ইন্‌স্পেক্টর হত্যার মামলা ৬ ব্যক্তির দ্বীপান্তর দণ্ড

দাসপুরে জনৈক সাব-ইনস্পেক্টরকে হত্যা করার এবং অপর একজন সাব-ইনস্পেক্টরকে লুক্কায়িত রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত এবং মেদিনীপুরের স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত ২ ব্যক্তি কলিকাতা হাইকোর্টের স্পেশ্যাল বেঞ্চের বিচারে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। চীফ জাষ্টিস, পিয়ার্শন এবং বিচারপতি এস, কে, ঘোষ দ্বারা স্পেশ্যাল বেঞ্চ গঠিত হইয়াছিল।

এই মামলার সংস্রবে যে অপর ৬ ব্যক্তি ট্রাইবিউন্যালের বিচারে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়, বিচারপতিগণ তাহাদের দণ্ড অব্যাহত রাখিয়াছেন। অপর ৫ জন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির ২ জনকে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অপর ৩ জনকে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

এই মামলায় যে ৫ জন লোক দাঙ্গার অভিযোগে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাহাদের ৪ জনের দণ্ড রহিত করা হইয়াছে, অপর ব্যক্তির ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড অব্যাহত রাখা হইয়াছে।

সর্ব্বসমেত ১৮ ব্যক্তি ট্রাইবিউন্যালের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করেন। ইহাদের মধ্যে ৬ জন দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করেন; ৭ জনের দণ্ড সমর্থিত হইয়াছে এবং ৫ জনের দণ্ড হ্রাস পাইয়াছে।

ধলভূম সমস্যা

নূতন উড়িষ্যা প্রদেশ গঠনকালে সিংভূম জেলা উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত কি না, তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য ৮ই জুলাই, বুধবার দিবস বেলা ৪ ঘটিকার সময় বহড়া-গোড়া মোকামে শ্রীযুত জটারাম মাইতির সভাপতিত্বে ধলভূম হিতৈষী সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে প্রায় তিন শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল—ভৌগোলিক অবস্থান, অধিবাসিগণের গঠনপ্রণালী, সামাজিক রীতি, নীতি এবং ভাষা ও শিক্ষার বিষয় বিচার করিয়া এই সমিতি সিংভূম জেলাকে প্রস্তাবিত নব উড়িষ্যা প্রদেশের সহিত সংযোগ সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।

সিংভূম জেলাকে কোন প্রদেশের সহিত সংযুক্ত করা উচিত বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য সমগ্র ধলভূম অধিবাসিগণের আরও একটি সাধারণ সভার অধিবেশন করা হইবে।

বিহারের আর্থিক অবস্থা

বিহার প্রদেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত ও রিপোর্ট প্রদান এবং গয়া জিলার প্রজাদিগের দুরবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী দুইটী কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষে সাহায্য প্রদান

বরিশালের প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ঝিকরী থানার এলোকাধীন মেমের হাটে নব গঠিত কৃষক ও শ্রমিক সমিতি স্থানীয় অনশনক্লিষ্ট ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে অর্থ ও খাদ্য দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য করিতেছেন। প্রকাশ, বহু ব্যক্তি উক্ত সমিতি হইতে নিয়মিত চাউল ও অর্থসাহায্য পাইতেছে।

ঢাকা হাঙ্গামার জের

ঢাকার অতিরিক্ত সেসন জজ গত ঢাকা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময়ে মারপিট ও দাঙ্গা করিবার অপরাধে গোপালচন্দ্র রায় কর্ম্মকার ও অপর ৫ জন হিন্দুকে ৩ বৎসর হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। আসামিগণ সেসন জজের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করে। বিচারপতি এস, সি, মল্লিক ও বিচারপতি পেটারসন আপীল অগ্রাহ্য করিয়া নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখিয়াছেন।

প্রকাশ, গত বৎসরের দাঙ্গাকালে উপরউক্ত আসামিগণ বসিরুদ্দীন নামক জনৈক মুসলমানকে বেদম প্রহার করে এবং কিছু পরে তাহারা এক মুসলমান বস্তি ও প্রহৃত মুসলমানটীর অঙ্গে আগুণ ধরাইয়া দেয় ফলে ঐ মুসলমানটী মারা যায়।

ব্রহ্ম অভিমুখে ভারতীয় সৈন্য

প্রকাশ, ২৫শ মারহাট্টা পদাতিক ও অষ্টাদশ ভারবাহী সেনাদলের পুণা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদেশে যাত্রা করিবার কথা ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে উক্ত সেনাদলের প্রস্থান স্থগিত রহিল। তদস্থ করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে ২৫শ মারহাট্টা সেনাবাহিনী আগামী আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে পুনা নগরী পরিত্যাগ করিবে। সেকেন্দ্রাবাদে অবস্থিত রাজপুতনা রাইফেল সৈন্যদল বর্ত্তমান মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উক্ত সেনানিবাস ত্যাগ করিবে।

বহরমপুরে বিষম চাঞ্চল্য

বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান প্রজ্জ্বলিত লণ্ঠন না লইয়া কেহ রাত্রে রাস্তায় বাহির হইতে পারিবেনা, বলিয়া এক আদেশ জারি করেন। ঐ আদেশ ভঙ্গ করিবার অপরাধে গত শনিবার রাত্রিকালে পুলিস প্রায় ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে। সম্প্রতি বহরমপুর সহরে চুরি ও সিঁদেল চুরির প্রাদুর্ভাব হওয়ায় উক্ত আদেশ জারি করা হয়।

দিবালোকে ৬ শত টাকা লুণ্ঠিত

গত ১০ই জুলাই কানপুরে দিবালোকে এক ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। আদালতের পিয়ন করমসের খাঁ ডিক্রী জারি দ্বারা প্রাপ্ত ৬ শত টাকা লইয়া যখন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন সশস্ত্র ব্যক্তিগণ আসিয়া তাহাকে প্রহার করে এবং তাহার টাকা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়।

"রক্তের বিনিময়ে রক্ত"

কানপুর হইতে ১৩ই জুলাই 'লাল ইস্তাহার' সম্পর্কীয় মামলার আসামী তত্র সেন এক স্বীকারোক্তি প্রদান করিয়াছে। অপর আসামী রামচন্দ্র ঘোষ অভিযোগ অস্বীকার করে। মামলা ১৮ই জুলাই পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে সেই দিন আসামী পক্ষ হইতে একটী লিখিত বিবৃতি দাখিল করা হইবে।

উক্ত ইস্তাহারে লিখিত ছিল—'রক্তের বিনিময়ে রক্ত' এবং তাহাতে গোয়েন্দা কর্ম্মচারী ও কংগ্রেস নেতাদের প্রাণের ভয় দেখান হইয়াছিল।

টীৎপুর দাঙ্গা

শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, এন, দত্তের এজলাসে ফকির আহীর ও অপর ৯ ব্যক্তিকে 'টীৎপুরের পুলিশ অভিযুক্ত করিয়াছে। অভিযোগে বলা হইয়াছে, অভিযুক্তগণ এক বে-আইনী দলের লোক। উহারা রামস্বরূপ দাস ও তাহার ভ্রাতাকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে লাঠি লইয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ রোডে গমন করে এবং লোষ্ট্র দ্বারা যোগী আহীর এবং অপর ৫ ব্যক্তিকে আহত করে। শুনানী মুলতুবী আছে।

হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় কমিটী নিযুক্ত

সম্প্রতি সেকেন্দ্রাবাদে হিন্দু মুসলমানের যে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ও বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য সংগ্রহ করিবার জন্য এবং দাঙ্গা সম্পর্কিত যে সকল তথ্য পুলিস বাদ দিয়াছে বা লিপিবদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য পঞ্জাব প্রাদেশিক হিন্দু সভা একটি কমিটী রিপোর্ট প্রদান করিবার অব্যবহিত পরেই তাহা আদালতে উপস্থাপিত করিতে হইবে।

হিন্দু সভা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে উক্ত দাঙ্গা সম্পর্কিত রিপোর্ট পাইয়া সভা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বিশেষতঃ পুলিস যেভাবে তদন্তকার্য্য পরিচালন করিয়াছে তাহা সন্তোষজনক নহে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া কমিটী গঠিত হইয়াছে। এডভোকেট রায় বাহাদুর বক্সি শোহনলাল, রায় বাহাদুর সেবকরাম এম, এল, সি, এডভোকেট মিঃ রামচন্দ্র মানচন্দ, এডভোকেট দেওয়ান কিষণচন্দ্ররাম, রায় বাহাদুর সর্দ্দার শিব সিং, এডভোকেট মেহটা টেকচাঁদ।

শ্রীশ্রীগৌরাব্দ
তৈরি— ———
পুরুষোত্তম ।

Reg No C.1544

অগ্রিম মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত ... একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৪ঠা শ্রাবণ সোমবার, ১৩৩৮, ২০শে জুলাই ১৯৩১

নানা কথা

জগন্নাথদেবের নবকলেবর

এবার পুরীতে রথযাত্রা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এ বৎসর ভারতের নানাস্থান হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর এত যাত্রী সমাগম হইয়াছিল যে, গত ৩০ বৎসরের মধ্যে এরূপ দেখা যায় নাই। জগন্নাথদেব এ বৎসর নব কলেবর ধারণ করিয়াছেন। এই হেতু যাত্রীসমাগম এত অধিক হইয়াছে। এক মাইল ব্যাপী দীর্ঘ নরসমুদ্র সত্যই একটি প্রত্যক্ষ করিবার বিষয় হইয়াছিল। নূ্যনকল্পে প্রায় লক্ষাধিক যাত্রী এ বৎসর পুরীতে আসিয়াছিলেন।

বেলা ১ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার মূর্ত্তি মন্দির হইতে বাহির করিয়া আনিয়া রথে স্থাপন করা হয়। তৎকালে যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহা বিরাট ও অপূর্ব্ব। এই অনুষ্ঠান শেষ হইলে পর পুরীর রাজা কৌলিক প্রথামত রাজবেশ পরিধানপূর্ব্বক রথচালনার কার্য্যে মনোনিবেশ করেন।

পুরীসেবাসমিতি পরিশ্রান্ত যাত্রীগণকে সুবিধা বিধান, আহতদিগের সেবা প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

চীন সরকারের জয়লাভ

নানকিন হইতে প্রকাশ, ক্যান্টন হইতে লাল বিদ্রোহীদল তাড়াইয়া দিবার জন্য চল্লিশ হাজার সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছে। এই বাহিনীর নায়ক চিয়াং কাইশেখ

জগন্নাথদেবের নবকলেবর

বি, পি, সি, সির প্রতি কমিটীর দোষারোপ

যতীন্দ্রমোহনের পরিবর্তে — ঘুকুৎসায় দাসগুপ্ত

পদুকোটা রাজ্যে সশস্ত্র পুলিস পরাজিত

চীন সরকারের জয়লাভ

ধলভুম হিতৈষী সমিতির সভাপতি—

যুত কৃষ্ণচন্দ্র ওঝার অভিভাষণ

গান্ধীজীর সম্বর্দ্ধনা হইবে না

শান রাজ্যে ৯২ জন গ্রেপ্তার

বহরমপুরে পিকেটিং

তারযোগে জানাইতেছেন, ভীষণ যুদ্ধের পর গভর্ণমেণ্টের সৈন্যদল কমিউনিষ্ট বাহিনীর দক্ষিণ ধার ভেদ করিয়া কিয়ান সিফু কয়েন সীমান্তে কোয়াংচং অবরোধ করিয়াছে। কমিউনিষ্ট বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিয়াছে।

সম্প্রতি নানচাঙ্গে বক্তৃতাকালে চিয়াং কাইসেখ বলিয়াছিলেন, শত শত গ্রাম ভূমিসাৎ করা হইয়াছে, হাজার হাজার নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণ সংহার করা হইয়াছে, অসংখ্য স্ত্রীলোকের উপর বীভৎস অত্যাচার করা হইয়াছে। অতএব আসুন, কিয়াংসি প্রদেশের কমিউনিষ্ট-দলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা যাক্ ইহারাই যত অনর্থের মূল, ইহারাই এই সকল অন্যায়, অত্যাচার করিয়াছে। এই অস্ত্র-ধারণ সফল হইলে শুধু যে কেবল চীনের জাতীয় দল এবং চীন সরকারই নিরাপদ হইবে তাহা নহে, সমগ্র চীন জাতিও বিপদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

হাঙ্গামার অপর বিবরণ

মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স বৃদ্ধি হওয়ায় পদুকোটার জনসাধারণ সভাপতির বাঙ্গালায় যাইয়া তাহাদের প্রার্থনা নিবেদন করে। কিন্তু সভাপতি তাহাতে সম্মত না হওয়ায় জনতা উন্মত্ত হইয়া উঠে। ইহারা অতঃপর সরকারী অফিস নষ্ট করিয়া কোন কোন স্থানে আগুন লাগাইয়া দেয়। পুলিস তৎপরে গুলী চালায়, গুলীতে একজন হাঙ্গামাকারী নিহত হয়।

অতঃপর জনতা সভাপতির বাঙ্গালা লুঠ করে ও আদালতের কাগজপত্র ও বার লাইব্রেরীতে আগুন লাগাইয়া দেয়। এই স্থানের অবস্থা খুব খারাপ।

গান্ধীজীর সম্বর্দ্ধনা হইবে না

কংগ্রেসের লণ্ডন শাখা হইতে মিঃ সাকলাৎওয়ালাকে সরাইয়া দিবার প্রস্তাব ১৩ই জুলাই তারিখের সভায় অগ্রাহ্য হইয়াছে। মিঃ গান্ধীকে সম্বর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত একটী কমিটী গঠন করিবার প্রস্তাবও এই সভায় অগ্রাহ্য হইয়াছে। তবে ইহা সকলের অভিমত হইয়াছে যে, ইংলণ্ডে যে সকল কংগ্রেস ডেলিগেট আসিতেছেন, কংগ্রেস সেক্রেটারী ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিতে পারেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ষষ্ঠবর্ষ | ২১ বামন গৌরাব্দ ৪৪৫, ৪ঠা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২০ জুলাই ১৯৩১ সোমবার | ১১৭তম সংখ্যা।

পিতামাতা ও সদ্‌গুরু

জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য আমাদের পিতামাতা। কারণ, তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা ভোগময় দেহ লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের কৃপায় এই ভূলোকে প্রথম সূর্য্যালোক দর্শন করিয়াছি, পিতামাতা কত ক্লেশ সহ্য করিয়া আমাদের মানুষ করিয়াছেন—শিশুকালে আমাদের আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিয়া আমাদের এত বড়টী করিয়াছেন—ব্যাধি হইলে রোগ শয্যাপার্শ্বে কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন। আমাদের সুখ দেখিলে—প্রতিষ্ঠার কথা শুনিলে উল্লাসে তাঁহাদের বুক ফুলিয়া উঠিত—আবার আমাদের বিন্দুমাত্র দুঃখকষ্ট দেখিলে তাঁহারা যেন আমাদের অপেক্ষাও শতগুণে অধিক ক্লেশ অনুভব করিতেন। নিজে এতটা অভাব-অসুবিধা, দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াও যাঁহারা আমাদের জন্য এতটা স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের পূজ্যতম—আমাদের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম। আমাদের সকল স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়াও তাঁহাদের করুণার বিনিময়ে কায়মনঃপ্রাণে তাঁহাদের সেবা করা উচিত। যে তাহা না করিবে, তত্তুল্য অকৃতজ্ঞ আর জগতে নাই,—ইহাই বিজ্ঞবাণী।

পিতামাতার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা এই—সংসারে যাহাতে তাঁহাদের সন্তানের কোন কষ্ট না হয়, যাহাতে কোন ভোগে ত্রুটী না হয়, জগতের যত বড় বড় যশস্বী আছে, তাহাদের নামতালিকার শিরোভাগে যেন নিজ সন্তানের নামটী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলেই তাঁহাদের আনন্দ, তাহাতেই তাঁহাদের সুখ, তাহাতেই শান্তি।

সদ্‌গুরু কে? যিনি আমাদের জ্ঞান দাতা—অজ্ঞানতমো বিনাশ করিয়া চিৎ সূর্য্যের আলোকপ্রদাতা। লোকের মস্তক জ্বালায় উঠিলে যেমন তাহা শীতল করিবার নিমিত্ত জলসমীপে গমন করে, তদ্রূপ জন্মমরণাদিপূর্ণ সংসারানলে সন্তপ্ত ব্যক্তিগণ সংসার তাপ হইতে শান্তি লাভ করিবার নিমিত্ত শ্রীগুরুসমীপে গমন করেন।

শ্রীগুরুদেব—সর্ব্বদা পরদুঃখকাতর ও দয়ার সাগর। আমরা সংসার-ভোগে বিরত না হইলেও প্রকৃত সদ্‌গুরু যিনি, তিনি আমাদিগকে, মৃত্তিকাভোজী বালককে মোদক প্রদানের ন্যায় বলপূর্ব্বক ভক্তিরস পান করাইয়া—অতিমর্ত্ত্য বস্তুর আস্বাদন প্রদান করিয়া জড়ভোগ হইতে বিরত করিতে সতত সচেষ্ট।

পিতামাতা আমাদের সংসারের জন্য চিন্তা করেন অর্থাৎ আমরা কিরূপে এই সংসারে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিব—কিরূপে এই সংসারে মৌরসী-পাট্টা লইয়া বসিতে পারিব, তাহার জন্য তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া থাকেন। যাহাতে আমরা জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া এই ত্রিতাপপূর্ণ দুঃখের আগারে সুখমরীচিকার পশ্চাতে পশ্চাতে নিয়ত তৃষাতুর হরিণের ন্যায় ধাবমান হইতে পারি, তজ্জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা যত্নশীল।

যদি আমরা মদ্যপানাদি অথবা বারাঙ্গনাতে আসক্ত হই, তাহা হইলে বর্ত্তমান জগতের ধারানুসারে তাঁহারা আমাদের জন্য ততটা দুঃ[illegible] কিন্তু যদি আমরা কোনরূপে [illegible] করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে তাঁহাদের চক্ষে বা তাঁহাদের প্রাণে উহা কোন প্রকারে সহ্য হইবে না। অমন লোকের দেহ কি কখনও বৈরাগ্যের মধ্যে থাকিতে পারে? তাহা হইলে সংসারে [illegible] পুনঃ ধারারক্ষা করিয়া ত্রিতাপগ্রস্ত [illegible] আকাশ-কুসুম কে রচনা করিবে?

আর প্রকৃত সদ্‌গুরুর চেষ্টা—যাহাতে আমরা কোনরূপে ঐহিক দুঃখে হাবুডুবু না খাই। সন্তানগণ না খাইলে পিতামাতা যেরূপ কত আদর, সোহাগ ও যত্নে তাহাদের খাওয়াইয়া থাকেন, শ্রীগুরুদেবও তদ্রূপ শিষ্যকে দেবদুর্লভ ভক্তিরস পান করাইতে নানা প্রকার কৌশলজাল বিস্তার করিয়া থাকেন। পিতামাতার স্নেহের অভ্যন্তরে স্বার্থবিজড়িত। তাঁহারা সন্তানের বাল্যকালে সেবা করিয়া নিজেদের বার্দ্ধক্যাবস্থায় সন্তানের নিকট হইতে সেবা পাইবার দাবী রাখেন, কিন্তু গুরুদেবের স্নেহ—নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম, নিষ্কপট।

স্থূলবুদ্ধি জনগণের বিচারাপেক্ষা সূক্ষ্ম-বুদ্ধিগণের বিচার অনেকটা গূঢ়। যাঁহারা জগতের বড় বড় মনীষি, তাঁহাদের গবেষণাপূর্ণ ধারণা অপেক্ষা মননশীল মুনিগণের চিন্তাশক্তি ও বিচারশক্তি অধিক। কিন্তু ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব-বর্জ্জিত বিজ্ঞগণের গবেষণা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা ঐহিক পারত্রিক সমস্ত লাভ-লোকসান খতাইয়া দেখিয়া সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাদৃশ গুণপূর্ণ বেদব্যাসাদি আর্যবিজ্ঞগণের সিদ্ধান্ত সমূহ সকল বুদ্ধিমান, সকল বিচারক ও সকল শ্রেয়স্কামী ব্যক্তিরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

মায়ামুগ্ধ জীবের অজ্ঞানাপনোদনার্থ স্বয়ং ভগবান বেদব্যাসরূপে শাস্ত্রাদি প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা তৎকৃত শাস্ত্রবিচার সুসমাহিত চিত্তে শ্রবণ এবং তদনুযায়ী কার্য্য করেন, তাঁহারাই সুখশান্তির অধিকারী। শ্রীমদ্ ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।৫।১৮ শ্লোকে) বলিতেছেন,—

> গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
> পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
> দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
> ন মোচয়েদ্যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥

যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন, সেই স্বজন 'স্বজন'-শব্দবাচ্য নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন, সেই মাতা 'মাতা' নহেন, সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন, আর সেই পতিও 'পতি' নহেন।

সুতরাং পিতামাতা যদি সন্তানগণের প্রতি প্রচুর স্নেহধারা বর্ষণ করিয়াও তাহাদের সাক্ষাৎ মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিতে না পারেন, তবে তাঁহারা পিতৃ-মাতৃ নামের অযোগ্য।

নারদপঞ্চরাত্রেও এইরূপ উক্তি দেখা যায়,—

> স্তনদাত্রী গর্ভধাত্রী স্নেহকর্ত্রী সদাম্বিকা।
> জন্মদাতান্নদাতা স্যাৎ স্নেহকর্ত্তা সদা পিতা॥
> ন কুর্য্যাতৌ চ পিতরৌ পুত্রস্য কর্ম্ম খণ্ডিতুম্
> করোতি সদ্‌গুরুঃ শিষ্যকর্ম্মমূলনিকৃন্তনম্॥

অর্থাৎ জননী—স্তন্যদাত্রী, গর্ভধারিণী ও স্নেহকর্ত্রী, পিতাও জন্মদাতা, অন্নদাতা

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥"

এবং স্নেহকর্ত্তা হইলেও তাঁহারা পুত্রের সুখদুঃখাদিপ্রাপক প্রারব্ধাপ্রারব্ধ কর্ম্ম খণ্ডন করিতে পারেন না। কিন্তু সদ্গুরু শিষ্যের কর্ম্মমূল পর্য্যন্ত সম্যক্ প্রকারে উৎপাটন করিয়া দিতে সমর্থ।

পিতামাতার দয়া—মন্দোদয়া, আর গুরুদেবের দয়া অমন্দোদয়া, পিতামাতার দয়া খণ্ডিত, অনিত্য ও দুঃখজনক, আর শ্রীগুরুর দয়া অফুরন্ত, নিত্য, শাশ্বত সুখের জনক।

পিতামাতা সন্তানের প্রতি যতই স্নেহশীল হউন না কেন, যখন দৃঢ়পাশে সন্তানকে বন্ধন করিবার জন্য যমদূতগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাঁহাদের স্নেহের বাঁধন ডোরে পুত্রকে আটকাইয়া রাখিতে পারেন না, কিন্তু গুরুদেবের কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্ম সর্ব্বদা অভয়। যমদূতগণ তাঁহার নিকট আসিতে সাহসী না হইয়া সর্ব্বদা দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া পলায়ন করেন। জীব একবার নিষ্কপটে 'গুরু তোমার হও' বলিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে আর সংসার-যাতনা পাইতে হয় না—শোক, মোহ, ভয়-মৃত্যুর হাত হইতে চিরতরে অব্যাহতি লাভ করিয়া অশোক, অভয়, অমৃতধামে নিত্যবাসের অধিকারী হইতে পারেন।

আত্মতত্ত্ব শিক্ষার চতুষ্পাঠী কোথায় ?

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি,এল্)

কেবল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিলেই গৃহস্থ হয় না। উপযুক্ত পাত্রীর পাণি গ্রহণ করিয়া যে গৃহ পত্তন করা যায়, তাহাই গৃহ-শব্দবাচ্য। এইরূপ অবস্থায় যিনি অন্যান্য আধিকারিক দেবদেবীর উপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ও কৃষ্ণেতর বিষয়-বাসনা বর্জ্জন করিয়া একমাত্র কৃষ্ণভজনকেই জীবনের সার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনিই গৃহস্থ ভক্ত। গৃহস্থ ও গৃহব্রতের মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। যাঁহারা স্বয়ং ভোক্তা সাজিয়া নিজেন্দ্রিয়-তোষণকল্পে বিষয়রসে উন্মত্ত হইয়া অত্যাসক্তির সহিত স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি লইয়া সংসার পত্তন পূর্ব্বক গৃহে বসবাস করেন, তাঁহারা গৃহব্রত বা গৃহমেধী।

গৃহব্রতগণের চরিত্র ও গতি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি গৃহে আসক্তচিত্ত, পুত্র ও ধনৈষণায় আতুর এবং স্ত্রৈণ ও অল্পমতি, সেই মূঢ় ব্যক্তি 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ জ্ঞানে বদ্ধ হয়। হায়! আমার বৃদ্ধ মাতা-পিতা, শিশু সন্তানবিশিষ্টা ভার্য্যা এবং সন্তানগুলি আমা বিনা অনাথ ও দুঃখিত হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবন ধারণ করিবে,—এইপ্রকার গৃহাভিলাষে আক্ষিপ্তচিত্ত অসন্তুষ্ট ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি পুত্রকন্যাদিগকে সর্ব্বদা ধ্যান করে এবং মৃত্যুর পর 'অন্ধ' নামক অতি তামসী যোনিতে প্রবেশ করে। এইরূপ গৃহব্রতগণের ভাগ্য নিতান্তই মন্দ।

মায়াবদ্ধ জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ের সহিত পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় লাভ করিয়াছেন। ঐ পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারে জীব জড়বিষয়ে প্রবেশ করিয়া থাকেন। চক্ষুদ্বারা আকার ও বর্ণ দর্শন করেন। কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করেন। নাসিকা দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করেন, ত্বক্ বা চর্ম্ম দ্বারা স্পর্শসুখ অনুভব করেন। জিহ্বার দ্বারা রস গ্রহণ করেন। এই পাঁচটি হৃষীকের দ্বারা যদি হৃষীকেশের সেবা না করিয়া জীব উহাদিগকে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার উপকরণ সংগ্রহে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে তিনি এই পাঁচটি দরজা দিয়া জড়জগতে প্রবিষ্ট হইয়া জড়াভিনিবিষ্ট হইয়া পড়েন। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগৎ পরস্পর বিপরীতভাবে অবস্থিত তাই জীব যতই জড়ে আসক্ত হইতে থাকেন, ততই তিনি স্বীয় প্রাণনাথ হৃষীকপতি কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে দূরে চলিয়া যান। যাঁহারা সংসারিক বিষয়ে মত্ত, তাঁহারাই বিষয়ী নামে পরিচিত। জীবের যখন ঐরূপ অবস্থা ঘটে, তখন তাঁহার বহির্ম্মুখ সংসার।

কৃষ্ণভক্তগণ বিষয়ীপ্রায় থাকিয়াও বিষয়ীদের ন্যায় বিষয়ে কেবল নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ অনুসন্ধান করেন না। তাঁহারা ইহ জগতের যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্বন্ধ করিয়া অনাসক্তভাবে জীবন যাপন করিতে থাকেন। তাঁহারা জাগতিক সমস্ত বস্তুকে ভগবচ্ছক্তিসম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে করেন। সকল বস্তুতে চিচ্ছক্তিসম্বন্ধ দৃষ্টি থাকিলে আর বহির্ম্মুখ ভোগ হয় না। অন্তর্ম্মুখ জীবের সম্বন্ধে জগতে যাহা শরীরযাত্রার জন্য গ্রহণ করা আবশ্যক হয়, সেই সকলই ভগবৎ-প্রসাদ বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে আর অধঃপতন হয় না, বরং চিত্তবৃত্তি পরিশুদ্ধ হইতে করিতে পারে। তাই ঈশোপনিষৎ বলিয়াছেন, "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥" তাঁহারা ধর্ম্মপত্নীকে কৃষ্ণদাসী, পুত্রকন্যাগণকে কৃষ্ণের পরিচারক ও পরিচারিকা বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের চক্ষু শ্রীবিগ্রহ ও কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তু দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করে। তাঁহাদের কর্ণ হরিকথা ও সাধুজনের প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হয়। তাঁহাদের নাসিকা কৃষ্ণার্পিত তুলসী ও সুগন্ধি সকল গ্রহণ করিয়া আনন্দ ভোগ করে। তাঁহাদের জিহ্বা কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ বা ভক্তগণের প্রদত্ত মহাপ্রসাদ আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করে। তাঁহাদের ত্বক্ ভক্তাঙ্ঘ্রিস্পর্শসুখ লাভ করে। তাঁহাদের যাবতীয় আশা, কামনা, ক্রিয়া, আতিথ্য, দেবসেবা সমস্তই কৃষ্ণসেবার অধীন। তাঁহাদের সমস্ত জীবনই 'জীবে দয়া' 'নামে রুচি' ও 'বৈষ্ণবসেবন' এই ত্রিবিধ মহোৎসবময়। অনাসক্ত হইয়া বিষয়ভোগ কেবল কৃষ্ণভক্তেরই সম্ভব।

মোট কথা কৃষ্ণের সংসার পত্তন করিতে পারিলেই উহা ভক্তির অনুকূল হয়। সমস্ত কর্ম্মের সহিত ভক্তিগন্ধ মিশ্রিত করিতে পারিলেই কর্ম্মের কর্ম্মত্ব চলিয়া যায়। ব্যবহারিক জগতে বাস করিয়া ব্যবহারিক ক্রিয়া অনাসক্ত ও বিরক্তভাবে করিয়া পরমার্থে পারমার্থিক ক্রিয়া ভক্তগণের সহিত করিতে পারিলেই আর এই সংসার বন্ধনের কারণ হয় না।

শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা যখন আপনার স্বরূপ ভুলিয়া মনকে আত্মা বলিয়া অভিমান করেন এবং ইন্দ্রিয়দ্বারে বহির্বিষয়ে আকৃষ্ট হন, তখন তাঁহার বহির্ম্মুখ বা পরাক্ প্রবৃত্তি, আবার জড় বিষয় হইতে মনে ও সূক্ষ্ম মন হইতে আত্মার প্রতি যখন প্রবৃত্তিস্রোত বহিতে থাকে, তখন তাহার অন্তর্ম্মুখ বা প্রত্যক্ প্রবৃত্তি হয়। প্রবৃত্তি অন্তর্ম্মুখিনী হইলেই জীবের চরম কল্যাণের পথ পরিষ্কার হয়। রথাভক্তির আশ্রয় লইলেই জীবের প্রবৃত্তি সঙ্কোচিত হইয়া অন্তর্ম্মুখিনী হইতে থাকে। গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত জীবের ঐরূপ সৌভাগ্যোদয় হয় না। গুরু পাদপদ্মপ্রান্তে নিষ্কপটে অবস্থানই আত্মতত্ত্ব শিক্ষার চতুষ্পাঠী।

ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল

ইন্দ্রিয়াধিপতি কত প্রকারে ভোগা দিয়া যে আমাদের দ্বারা তাহার ভোগানুকূল স্বার্থ সংগ্রহ করিয়া লইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুমেধা গুরুসেবকগণ ভিন্ন কেহই এই ঐন্দ্রজালিকের প্রভাব-নির্ম্মুক্ত নহেন। স্বভাবধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধ জীবাত্মা মনোধর্ম্মের করলীকৃত বস্তু নহে বলিয়া একমাত্র তাঁহারাই উহার প্রকৃত স্বরূপ ও 'বদ্-খেয়ালের' বিচিত্র প্রয়াসের কথা জানেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পরাগ-বিভূষিত গুরুসেবকগণের অহৈতুক কৃপা বাঞ্ছা করিয়া অদ্য আমরা ঐন্দ্রজালিক মনের প্রকারবৃত্ত ইন্দ্রজালের সম্বন্ধে সামান্য একটু দিগ্দর্শনের প্রয়াস পাইতেছি। কিন্তু ঐন্দ্রজালিকের অন্যান্য ক্রীড়াকৌতুকের কথাগুলি ছাড়িয়া দিয়া—শুধু ধর্ম্মসাধনের নাম দিয়া সে যে কত কুহকরাশি প্রসারিত করিতেছে, তাহাই অদ্যকার আলোচ্য বিষয়।

'ধর্ম্ম' কথাটার একটা উন্মাদিনী শক্তি আছে। বহু অন্যায় ও অধর্ম্মাভিমানের 'ধর্ম্ম' বাক্যনামাঙ্কিত পতাকা দৃষ্ট হয়। এই জন্যই-ধর্ম্মের-প্ররোচনায় প্ররোচিত করিয়া 'খেয়ালী' মনও সর্ব্বদা আমাদিগের উপর সম্মোহিনী প্রভাব বিস্তার করিতেছে। মন বলে,—"কানন-কুন্তলরাজি-সুশোভিত রত্নাকর মেখলা—বিশ্বসাম্রাজ্য বিশ্বপিতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি; উহা দর্শন করিলেই স্রষ্টার প্রতি ভক্তির উদয় হইবে। গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘার মেঘমালায় অদ্ভুতলীলা, ধবল গিরির ধ্যানরত সৌম্যমূর্ত্তি, পার্ব্বত্য-নির্ঝরিণীর মধুস্রাবী কুলু কুলু ধ্বনি, আরণ্য পুষ্পের মৃদু মধুর সৌরভসুধা বিশ্বশিল্পীর মহিমাগানে রত; অতএব যাও, সৌন্দর্য্য-দেবতার দর্শনের জন্য বাহির হও। অবনত শিরে উহার আদেশ পালনে কি লজ্জা হয়? না, অন্যস্থানে শ্রীভগবানের চরণে শুদ্ধভক্তি লাভের পরিবর্ত্তে অতি অলক্ষিতে জড়েরই তর্পণ হইয়া যায়। নবোদিত প্রভাতে তপনের স্বর্ণকরচ্ছটায়, শারদ-চন্দ্রমার শুভ্র কৌমুদী রাশিতে চিরতরে প্রকৃতির দাস হইয়া পড়ি। হায়, নয়নের দ্বারা ভোগলুব্ধ ঐন্দ্রজালিক স্বকার্য্য সিদ্ধ করে।

মন যুক্তি দেয়—যে যে ভাবেই ভগবানের নাম গান করুক, তাহা শুনিলেই ধন্য হইবে, চিত্ত ভক্ত্যুন্মুখী হইবে, তাই, ফনোগ্রাফে ও বেতার যন্ত্রে বিশ্বাপতির রসকীর্ত্তন শুনিতে যাই, 'থিয়েটার হলে সুরসুন্দরী-বিনিন্দিত নারীকণ্ঠে জয়দেবের গীতগোবিন্দ শ্রবণে স্পৃহা হয়, ভুক্তপাঠক গোস্বামিসন্তানের সুললিত ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহাভাব ও শ্রীমতীর প্রেমপরাকাষ্ঠার মাধুর্য্যসীমা অবগত করিতে চাই, তথাকথিত হরিসভা (?) বা গ্রামের বারোয়ারী তলায় পানাসক্ত ব্যক্তিগণের প্রতিযোগে কৃত কুচেষ্টাকে 'দশায় পড়া' বলিয়া মাথুর কীর্ত্তনের গুণানুবাদ করি। এমন কি, ঐরূপ কার্য্যকে প্রেমগম্ভীর ভাববারিধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভদশার সঙ্গে তুলনা করিতে পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ করি না। আবার কখনও বা প্রসাদগ্রহণের নামে জিহ্বাবেগেরই দাসত্ব করিতে ধাবিত হই; যেমন,—যাহার যাহা রুচিকর, তাহাই ভগবানকে দিলে ভগবান তাহা গ্রহণ করেন, এই বিচারের অধীন হইয়া অনেকে চা, মদ্য, কাফি, এমন কি মৎস্যমাংসাদি অমেধ্য এবং অহিফেন, তাম্রকূটাদি পর্য্যন্ত ভগবৎপ্রসাদ (?) কল্পনা করিয়া মহোৎসব (?) করিবার বাতুলতা দেখাইতে কুণ্ঠিত হন না। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'কাঁসাইভোগের' মৎস্যোৎসব আলোচনার যোগ্য। এগুলি যে জড় সুখোন্মত্ত মনের কতদূর কুচক্রান্ত, তাহা সুসূক্ষ্ম দিব্যদৃষ্টি ব্যতীত লক্ষীতব্য হয় না। এইপ্রকারে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিই চতুর-চূড়ামণি মনের ক্রীড়ামৃগ হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি ও-ভাষ্যবিবরণ-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্ম্যাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৶০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৶০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৶০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের উক্ত শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, ধর্ম্মাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সংস্কৃত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীনাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷০ আনা, অতি সুষমা বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনকল্পে এই গ্রন্থ উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভি

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত প্রত্যেক ভগবদ্‌বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীস্বকল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চারিতামৃতের প্রমাণ, সাধয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ⁄০ আনা।

প্রেম ভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক পদের পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে বঙ্গানুবাদে এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে গোড়্‌শাখায় দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কয়েকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵৹ আনা মাত্র।

চিত্রে

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি-তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নগরকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ অ্যালবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতীবিদ্যাবিনোদ-প্রভুর বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতীবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST

OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে চারিমাসের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বি, পি, সি, সির প্রতি কমিটীর দোষারোপ

গত ২৪শে এপ্রিল তারিখে শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্তের আগমন উপলক্ষে সে শোচনীয় কাণ্ড সংঘটিত হয়, তৎ-সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিটী নিযুক্ত করা হয়। গত ১৬ই জুলাই উক্ত কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১৯২৯ সালে ময়মনসিংহে নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মিলনের অধিবেশন হওয়া অবধি বিরোধের মূল কারণ বিশ্লেষণ করিয়া কমিটী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর দলের লোকেরা মেদিনীপুর নির্য্যাতিত রাজবন্দী সম্মিলন ও ময়মনসিংহে নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির অধিবেশনে শ্রীযুত জে, এম, সেনগুপ্তের সভাপতিত্ব পছন্দ করিতেছিলেন না।

রিপোর্টের একস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে, জিলা কংগ্রেস কমিটীর কতিপয় স্থানীয় সদস্য ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কয়েকজন সদস্যের উদ্যোগে শ্রীযুত সেনগুপ্তকে বাধা দেওয়াছিল, এই সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহারা বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রসমিতির সভ্যদিগকে কতকগুলি কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বেচ্ছাসেবক ও ভাড়াটিয়া গুণ্ডা সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত করে এবং তাহাদিগের সাহায্যে শ্রীযুত সেনগুপ্তের প্রতি এই ঘৃণিত আচরণ প্রদর্শন করে।

বি, পি, এস এর সম্পাদকের সাক্ষ্যে কমিটী জানিতে পারিয়াছেন যে, তাহার কমিটীর পূর্ব্ব দিন শ্রীযুত সেনগুপ্তকে বাধা দিবার সঙ্কল্প করে; সাক্ষ্যপ্রদান-কালে উক্ত সম্পাদক এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, তাঁহারা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

রিপোর্টে আরও প্রকাশ পাইয়াছে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর ও তাহার পক্ষীয় লোকেরা এই চিন্তা করিয়া নিশ্চয়ই লজ্জায় অধোবদন হইবেন যে, মফঃস্বলে তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহারই স্বার্থের অনুকূলে কিরূপ ঘৃণিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে।

তদন্ত কমিটী এই অভিমত করিয়াছেন, এই সকল ব্যক্তিদিগকে কংগ্রেস ও উহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি হইতে বিতাড়িত করা উচিত।

পদুকোটা রাজ্যে সশস্ত্র পুলিস পরাজিত

"মিউনিসিপালিটীর ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদকল্পে গত মঙ্গলবারে ত্রিচিনপল্লীতে হরতাল হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপার অবলম্বনে পদুকোটা রাজ্যে জনতা খুব উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে ১৫ই জুলাই সমস্ত দিন তথায় দাঙ্গা চলিয়াছে।

পুলিস জনতার প্রতি গুলী বর্ষণ করে, তাহাতে একজন লোক নিহত ও কতিপয় আহত হইয়াছে। কিন্তু জনতা ইহাতে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে ও পুলিস এবং সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করে। ইহারা অতঃপর সরকারী অফিস আক্রমণ করে। উন্মত্ত জনতা তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া জেল আক্রমণ করে ও জেলের ফটক ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে ও জেলারকে প্রহার করে। অতঃপর ইহারা জেলের বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেয়। ত্রিচিনপল্লী হইতে সমরবাহিনী প্রেরিত হইয়াছে।

শাসন-পরিষদের সভাপতি ও অন্যান্য বড় বড় কর্ম্মচারীকে পাহারা দিয়া নিরাপদ স্থানে পঁহুছিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তথা হইতে তাঁহারা ত্রিচিনপল্লীতে আসিয়াছেন। পদুকোটা রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান গণপতি শাস্ত্রীর চেষ্টায় উন্মত্ত জনতা পরে শান্ত হয়।

"ইভনিং নিউজ অব ইণ্ডিয়া" পত্রিকার সংবাদদাতা তারযোগে পদুকোটার ভীষণ দাঙ্গার সংবাদ জানাইয়াছেন। সংবাদে প্রকাশ, দাঙ্গাকারীরা পুলিস ও ফৌজকে পরাজিত করিয়া জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে, পুলিস কমিশনারকে নির্য্যাতন করিয়াছে ও সরকারী কর্ম্মচারীদিগের গতিবিধি বন্ধ করিয়া দিয়াছে। শাসন পরিষদের সভাপতিকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে ইহারা তাঁহার বাটী আক্রমণ করিয়াছিল।

বুধবার সকাল ৯টা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত হাঙ্গামা অবাধে চলিয়াছে। এই সময়ের পরেও হাঙ্গামা উপশান্ত হয় নাই।

ত্রিচিনপল্লী হইতে ১৬ই জুলাই একদল বাহিনীকে পদুকোটায় প্রেরণ করা হইয়াছে। পদুকোটা রাজ্যের অধীশ্বর নাবালক শাসন-পরিষদ দ্বারা এই রাজ্যের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে।

শান রাজ্যে ৯২ জন গ্রেপ্তার

শান রাজ্য হইতে এই মর্ম্মে শেষ সরকারী সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সৈন্যেরা বিদ্রোহ অঞ্চলের গ্রামগুলিতে খুঁজিয়া ও সন্দেহভাজন লোকদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। মোট ৯২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ফলে, এখন ঐ অঞ্চল শান্ত হইয়াছে। বিদ্রোহী দলপতি তাহার কয়েকজন লোক সমভিব্যাহারে তথা হইতে চলিয়া গিয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। এখনও তাহার অনুসরণ করা হইতেছে। প্রয়োজন অনুসারে কাজ করিবার জন্য অল্পসংখ্যক সামরিক পুলিসকে তথায় রাখিয়া অবশিষ্ট সদরে ফিরিয়া যাইতেছে।

ধলভূম-হিতৈষী সমিতির সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র ওঝার অভিভাষণ

আজ ২ বছরের উর্দ্ধতম কাল হতে ধলভূম হিতৈষী সভা নামে আমরা একটি সমিতি গঠিত করেছি। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে উক্ত সমিতি গঠিত করা হয়েছে, তার কাজ আজ পর্য্যন্ত কিছুই অগ্রসর হয় নাই। তার মূলীভূত কারণ, সমিতি পরিচালনা করবার উপযুক্ত কর্ম্মী এবং অর্থাভাব। আপনারা জানেন, উড়িষ্যাকে পৃথক্ প্রভিন্স করবার জন্য উড়িষ্যাবাসিগণ বহুদিন হতে চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু উড়িষ্যার অন্তর্গত রাজ্যগুলি বাদ দিলে বাকী যে কয়টি জিলা থাকে, সেই কয়টী জিলার আয়ে একটি প্রদেশের ব্যয় চলা অসম্ভব। এই কারণে উড়িষ্যার নেতার উড়িষ্যার অঙ্গ এবং আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গঞ্জাম প্রদেশের কতক অংশ, মেদিনীপুর জিলার নয়াবাসান পরগণা ও কাঁথি অঞ্চল এবং সর্ব্বপ্রকার ধাতব পদার্থের উৎপাদস্থল এই সিংভূম জিলাকে একটি প্রধান আয়ের জায়গা ভেবে উড়িষ্যার অন্তর্গত করবার চেষ্টা করছেন। উড়িষ্যা থেকে এসে যে কয়জন সিংভূমে বসবাস করেছেন, তাঁরা স্বদেশপ্রীতির মোহে অন্যের সুখস্বাচ্ছন্দ্য পদদলিত করে নিজ নিজ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে যাতে সিংভূমকে উড়িষ্যার অন্তর্গত করা হয়, তার চেষ্টা করছেন।

এই সিংভূম জেলায় আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই শ্রেণীর লোকের বাস আছে। তন্মধ্যে অনার্য্য যারা, তারা এখানকার পুরাতন অধিবাসী বলে পরিচিত আর আর্য্য জাতিরা বিভিন্ন স্থান হতে এসে এখানে বাস করছেন। ইহাই প্রবাদ বচন। এইজন্য সিংভূম বঙ্গের সামিল থাকা কালে কোন প্রশ্ন না উঠিলেও সিংভূম বিহার উড়িষ্যার অন্তর্গত হওয়ার পর হতে অনার্য্যরা এখানকার নেটিভ এবং উড়িয়ারা উড়িষ্যা হতে আসা পরিচয়ে তারাও নেটিভ শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন। আর অন্যান্য আর্য্যসন্তানরা অন্য কোন স্থান হতে এসেছেন, কি এখানকার আদিম অধিবাসী, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ দিবার চেষ্টা না করায় তাঁরা সব এখানকার ডমিসাইলড হয়ে পড়ে আছেন। এখন সিংভূম জেলা উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হলে এখানকার উড়িয়ারা যে নেটিভ, সেই নেটিভ থেকে সমস্ত সুবিধা ভোগ করবেন। ফলে এখানকার অন্য আর্য্য ও অনার্য্য জাতি সমস্তই ডমিসাইলড হবে। আর সিংভূম উড়িষ্যার হাত ছাড়া হয়ে অন্য কোন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হলে এখানকার উড়িয়ারা এখানকার ডমিসাইলড হয়ে পড়বেন। এইজন্য তাঁরা ভিতরে এত চেষ্টা করেছেন ও করছেন। পাছে তাঁদের স্বার্থে ব্যাঘাত পড়ে, এই জন্য তাঁরা তাঁদের মনোগত ভাব এতদিন সাধারণ্যে প্রকাশ করতে সাহস পান নাই। বহড়াগোড়ার হাইস্কুল ব্যাপারে, তারপর আদম সুমারী ব্যাপারে তাঁদের অভিসন্ধি এখন সাধারণে প্রকাশ হয়ে পড়ছে।

সিংভূম বা ধলভূম উড়িষ্যার সামিল হলে সকলকে বাঙ্গালা শিক্ষা ও ভাষা ত্যাগ করে উড়িয়া শিখতে হবে। বিহারের সামিল হলে হিন্দি শিখতে বাধ্য হতে হবে। কারণ, কেবল ধলভূমের জন্য বাঙ্গালা থাকবে বলে মনে হয় না। আর দুই প্রদেশের যে কোনটায়ই যাক, আমাদের ভাগ্যে সেই ডমিসাইলডই থাকবে।

বুকুৎসায় দাসগুপ্ত

বুকুৎসা এষ্টেটের বিরুদ্ধে রায়তগণের তথাকথিত অভিযোগগুলির সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত বুকুৎসায় গমন করিয়াছেন। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। অনন্তর, শ্রীযুত বীরেশ্বর প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমক্ষে শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী রায়তদিগের লিখিত বর্ণনাপত্র উপস্থিত করেন। রায়তদিগের অভিযোগগুলির সত্যাসত্য অবধারণ জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। উক্ত তদন্তের ফলে উক্ত এষ্টেটের কর্তৃপক্ষের সহিত কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের কোনরূপ মনোমালিন্য উপস্থিত হয় নাই। শুনা যাইতেছে, নেতৃবৃন্দ জমিদারের লোকদের সহিত মিলিত হইয়া তথ্য অবধারণ জন্য প্রত্যেক গ্রামে গমন করিবেন।

বহরমপুরে পিকেটিং

বহরমপুর খাগড়া বাজারে, স্থানীয় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকেরা বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ করিয়াছেন।

Reg No C.1544

নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১১৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৫ই শ্রাবণ মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ২১শে জুলাই ১৯৩১

কৃষ্ণনগর বোমার মামলা

বড়লাট ও গান্ধীজীর আলোচনা

প্রভাত-ফেরী

বড়লাট ও পণ্ডিত জহরলাল

নদীয়ার স্বাস্থ্য

নিখিল-ভারত কংগ্রেস সভা

ষ্টেশন হাঙ্গামার জের

অজগরের জীবন্ত মানুষ উদরস্থ

গান্ধীজী আপোষে সম্মতি

যুক্তপ্রদেশের কাউন্সিল

নানা কথা

কৃষ্ণনগর বোমার মামলা
আসামীগণ দায়রা সোপর্দ্দ

গত ১৭ই জুলাই সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে কৃষ্ণনগর বোমার মামলা শেষ হইয়াছে। তিন জন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন ও তাহাদিগকে দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছে।

আসামী সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩, ৪ ও ৬ ধারার এবং দণ্ডবিধির ১২০ বি ধারার অভিযোগ আনা হইয়াছে। প্রকাশ, আসামী বীরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় স্বীকারোক্তি করিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনের ৩ ধারা ও দণ্ডবিধির ১০০ বি ধারার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। আব্দুল মান্নান মিঞার বিরুদ্ধে উক্ত আইনের ৩ ও ৪ ধারার উক্ত দণ্ডবিধির উক্ত ধারায় অভিযোগ আনা হইয়াছে।

প্রভাত-ফেরী

বগুড়ার দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ ২১৪ জন যুবক গত ১৯শে জুলাই কৃষ্ণনগর ও গোয়াড়ীতে প্রভাতফেরী দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন।

নদীয়ার স্বাস্থ্য

বর্ষার প্রকোপে নদীয়া জেলার অনেক স্থানেই অনেক লোকের জ্বর, সর্দ্দি ও কাশি হইতেছে। মশার উপদ্রব ভীষণ হইতেও ভীষণতর [illegible]।

বড়লাট ও গান্ধীজীর আলোচনা

বড়লাট লর্ড উইলিংডনের অনুমতি অনুসারে গত ১৮ই জুলাই পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ মিঃ হইতে রাজপ্রতিনিধির সিমলা-প্রাসাদে তাঁহার সহিত গান্ধীজীর কেবল পূর্ণ দুইঘণ্টা দিল্লীর প্যাক্টের বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। উক্ত আলোচনার সময় মিঃ ইমারসন উপস্থিত ছিলেন। এই দিবস আলোচনা সম্পূর্ণ হয় নাই। ২১শে তারিখে তাঁহাদের পুনরায় আলোচনা হইবার সম্ভাবনা।

মহাত্মাজী রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদ হইতে প্রত্যাগমনের পর এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, তিনি গত ১৫ই জুলাই সিমলায় উপস্থিত হইয়াছেন। সে সময়ের অবস্থা অপেক্ষা উক্ত আলোচনায় কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। উক্ত প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে তিনি আরও জানাইয়াছেন যে রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদে, মিঃ ইমারসনের বাসভবনে ও স্যার জেমস্ ক্রেয়ারের বাসভবনে তিনি সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন, লর্ড উইলিংডন অত্যন্ত অমায়িক এবং দয়ালু।

প্রকাশ, দিল্লী-চুক্তি অনুযায়ী কয়েকটী বিষয়ে সরকারের সহিত গান্ধীজীর মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে অবিলম্বে কোন আপোষ হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা কংগ্রেস মহলের আলোচনায় কিছু জানা যায় নাই।

দিল্লীর প্যাক্ট ব্যতীত আগামী গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কেও মহাত্মাজীর বড়লাটের সহিত আলোচনা হইবে।

ষ্টেশন হাঙ্গামার জের

প্রকাশ, কুমারখালী রেল-ষ্টেশনের গুলিমারা হাঙ্গামায় আহত কুমারখালির পোষ্ট অফিসের ডাক হরকরা আবদুল কফিল মোল্লা তথাকার দাতব্য চিকিৎসালয়ে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

বর্ম্মায় সৈন্য প্রেরণ

প্রকাশ, বর্ম্মায় অতি সত্বর মারাট্টা লাইট পদাতিক দল প্রেরিত হইবে। এইরূপ আদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

নিখিল-ভারত কংগ্রেস সভা

৬ই আগষ্ট তারিখে বোম্বাই সেরালিয়া ট্যাঙ্ক মহাবীর জৈনবিদ্যালয়ে নিখিল-ভারত-কংগ্রেস কমিটির পরবর্ত্তী সভা হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় কোটবোতলের নিম্নপরি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, প্যাকেট ৷৵৹ আনা, বোতল ১৶৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

মদন মঞ্জরী

বটিকায় ধ্বজ ও ধাতুবিকার, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য হ্রাস, অকালে স্বপ্নদোষ, মধুমেহ, বাধাদোষ, বুক ধড়ফড়ানি, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ সত্বর নিঃশেষ আরোগ্য হয়। বল, বীর্য্য, মেধা বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয় টনিক! মূল্য ৪০ বটী ১৲ এক টাকা।

"নপুংসকত্বারি ঘৃত"

পুরুষত্বহানি রোগে মাত্রপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়া থাকে। মূল্য ২ তোলা ১৲ টাকা।

"স্বরূপবিলাসিনী বটিকা"

যৌবনবৎ সঞ্চয়শক্তি স্থায়ী ও বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। মূল্য ১০ বটী ১৲ এক টাকা।

রাজবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদবর্ত্তী, কেশবর্ত্তী — ১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিয়া) ৮৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ১৫টং ডিপা টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই সব পাইবেন

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ　　২২ বামন গৌরাব্দ ৪৪৫, ৫ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২১ জুলাই ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার　　১১৮৩ম সংখ্যা।

গুণ্ডিচা-মার্জ্জন

১৭ই বামন, ৪৪৫ গৌরাব্দ শুভ গুণ্ডিচা মার্জ্জনের দিবস ছিল। যাঁহারা রথযাত্রা উপলক্ষে পুরী গমন করেন নাই,—অথবা গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের অধিকাংশই 'গুণ্ডিচা মার্জ্জন' ব্যাপারটী কি, তাহা অবগত নহেন। অথচ এতদ্বিষয়ের অজ্ঞানতা পরম ও চরম কল্যাণের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাই শ্রীধাম মায়াপুরস্থ সকলের নিত্যমঙ্গলার্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্ত বিষয় পাঠ এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক, ছাত্র ও শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ-সহ সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানদ্বারা গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন-লীলারহস্যটী বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে গুণ্ডিচা মন্দির নামক একটী শ্রীমন্দির আছে। শ্রীরথযাত্রার সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীশ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রার সহিত তথায় গমন করিয়া থাকেন। কল্যাণ-মহাবারিধি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় আমরা জানিতে পারি যে, এই গুণ্ডিচা-মন্দিরই সুন্দরাচল বা অভিন্ন শ্রীবৃন্দাবন ভূমি এবং রথযাত্রা-ব্যাপারটীতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কুরুক্ষেত্র হইতে বৃন্দাবন-গমনের লীলা প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

কথিত আছে যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন উক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তদীয় ভক্তিমতী পত্নীর নামানুসারে ঐ মন্দিরের নাম 'গুণ্ডিচা-মন্দির' রাখিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বহুদিন পর বৃন্দাবনে আসিতেছেন। তাই ব্রজবাসিগণের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। তাঁহারা কৃষ্ণগত-প্রাণ, সর্ব্বক্ষণই তাঁহাদের কৃষ্ণধ্যান—কৃষ্ণস্মৃতি। কৃষ্ণাগমনের পূর্ব্বাহ্নে তাঁহারা মহোল্লাসে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রবে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া কৃষ্ণের বসতিস্থল শ্রীমন্দির ও সিংহাসনাদি পরিষ্কার করিতেছেন। স্বয়ং ভগবান কারুণ্যাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর জীবগণকে ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টার আনন্দাম্বুধিতে ভাসমান করিবার নিমিত্ত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সুন্দরাচলে আগমনের পূর্ব্বাহ্নে অর্থাৎ রথযাত্রার পূর্ব্ব দিবস 'গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন'-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিপ্রলম্ভ বিগ্রহ ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজও প্রতি বৎসর রথযাত্রাকালে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে উপস্থিত থাকেন এবারও ইতঃপূর্ব্বেই তথায় শুভবিজয় করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অনুগমনে যাঁহারা তথায় অবস্থানের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহারা তাঁহার আনুগত্যে গুণ্ডিচা মার্জ্জন ও তাহার রহস্য অবগত হইবার সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তির সহজ সরল সুগম পথ-প্রদর্শক আচার্য্যপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধভক্তিপথ-পথিকের বর্ত্ম প্রদর্শনার্থ এই গুণ্ডিচা মার্জ্জনের রহস্যটী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের স্বরচিত অনুভাষ্যে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বহুবার আলোচিত হইলেও কৌতূহলী পাঠকবর্গের কৌতূহল নিরসনার্থ এস্থলে প্রকাশিত হইল।

"জগদ্গুরু মহাপ্রভু এই লীলাটীর দ্বারা এই শিক্ষা দিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে যদি কোন ভাগ্যবান্ জীব স্বীয় হৃদয় সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার হৃদয়ের মল ধৌত করা উচিত। হৃদয়টীকে নির্ম্মল, শান্ত ও ভক্ত্যুজ্জ্বল করা আবশ্যক। হৃদয়ক্ষেত্রে কণ্টকপূর্ণ তৃণ বা আগাছা, ধূলি ও কঙ্করাদিরূপ অনর্থ কিছুমাত্র থাকিলেও পরমসেব্য ভগবানকে বসান যায় না। হৃদয়ের ঐ মল বা আবর্জ্জনাগুলি অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগচেষ্টাদি ব্যতীত আর কিছুই নয়। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

যেখানে ভক্ত্যেতর অন্যাভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-তপস্যাদি বা ভক্তিপ্রতিকূল ভাব দ্বারা আত্মার নিত্য স্বাভাবিকবৃত্তি ভক্তি আবৃত হইয়াছে, সেখানে শুদ্ধভক্তি নাই। শুদ্ধসত্ত্বময়ী শুদ্ধভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না।

অন্যাভিলাষ অর্থাৎ জগতে যতক্ষণ থাকিব, কেবল নিজ ইন্দ্রিয়েরই তর্পণ করিব, এইরূপ ইতর অভিলাষ। উহা কণ্টকময় তৃণের মত শুদ্ধ জীবের সুকোমলা হৃদ্বৃত্তি কেবলা ভক্তিকে বিদ্ধ করে। কর্ম্মচেষ্টা অর্থাৎ যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা স্বর্গাদি উচ্চলোকে সুখ বা ইহলোকে সুখ ভোগ করিব—এইরূপ বাসনাময়ী ক্রিয়া। উহা—ধূলিসদৃশ। কর্ম্মানন্তের ঘূর্ণীবায়ুতে বাসনারূপ ধূলিরাশি আমাদের স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয়-দর্পণকে আবৃত করিয়া দেয়। সৎ ও অসৎ কর্ম্মের বাসনারূপ অসংখ্য ধূলিরাশি হরিবিমুখ জীবের হৃদয়কে কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মলিন করিয়াছে, তাই তাহার কর্ম্মবাসনা দূর হইতেছে না। হরিবিমুখ জীব মনে করেন, কর্ম্মের দ্বারা বোধ হয় কর্ম্মজালের নির্হরণ হইতে পারে, ঐ ধারণা ভুল। তদ্বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কেবল আত্মবঞ্চিত হইতে থাকেন মাত্র। হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলে যেমন হস্তী আবার গায়ে ধূলি মাখিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মবাসনা বিদূরিত হয় না। একমাত্র কেবলাভক্তি দ্বারাই জীবের সমস্ত অসুবিধা দূর হয়, তখন তাঁহার সেই নির্ম্মল হৃদ সিংহাসনেই শ্রীভগবান্ বিশ্রাম-যোগ্য স্থান লাভ করিয়া থাকেন। এজন্য ভক্তকবি গাহিয়াছেন,—"ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম।"

নির্ব্বিশেষ ও কৈবল্যযোগ বা জ্ঞান-যোগাদি চেষ্টা ঠিক কঙ্করের মত। তদ্দ্বারা শ্রীহরির তোষণ বা সেবা হওয়া ত দূরের কথা, শ্রীহরির দেহে [illegible] করিবারই প্রয়াস করা হয়, [illegible] 'নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানে প্রথমে মুমুক্ষু অবস্থায় শ্রীহরির নামাদি গৌণভাবে স্বীকার করা হয়, কিন্তু মুক্ত বা ব্রহ্ম অভিমানকালে তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না, সুতরাং ভগবান তাদৃশ দুর্ভাগা বিমুক্তাভিমানী জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হন না। সেই জন্য শ্রীগৌরসুন্দর ঐ সকল তৃণ, ধূলি, ঝিঁকুরাদি

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥"

আবর্জ্জনারাশি ভগবন্মন্দিরের চতুঃসীমানার ভিতরও রাখিলেন না। পরন্তু নিজ বহির্ব্বাস দ্বারা তাহাদিগকে বাহিরে ফেলিয়া দিলেন—পাছে বাতাসের সহায়তায় ঐ সকল জঞ্জাল পুনরায় সেই মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে।

অনেক সময় কর্ম্মজ্ঞানাদি-চেষ্টা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মল থাকিয়া যায়, উহাকে কুটিনাটি, প্রতিষ্ঠাশা, জীবহিংসা নিষিদ্ধাচার, লাভ-পূজা প্রভৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কুটিনাটি-শব্দে কপটতা; প্রতিষ্ঠাশা-শব্দে নির্জ্জনভজনাদি বা বৃদ্ধ সাজিয়া 'নির্ব্বোধ লোক আমাকে একজন বড় সাধু বা মহান্ত বলুক' এইরূপ জড়ীয় সম্মানাদির আশা অথবা বিষয়-ভোগক্রমে স্বার্থপূরণোদ্দেশে কাঠিন্যপ্রাপ্ত হৃদয়ে কৃত্রিম বিকারাদি ভাবাভাস প্রদর্শন দ্বারা ভক্ত বা অবতার সাজিবার আশা; জীবহিংসা-শব্দে শুদ্ধভক্তিপ্রচারে কুণ্ঠা বা কৃপণতা, মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাঁহাদের মন রাখিয়া কথা বলা; লাভপূজা-শব্দে ধর্ম্মের নামে হরিনাম-মন্ত্র-বিগ্রহ ও ভাগবতজীবী হইয়া নির্ব্বোধ লোককে ঠকাইয়া ধনাদি অথবা সম্মান-প্রাপ্তি; নিষিদ্ধাচার-শব্দে স্ত্রীসঙ্গ, এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ বুঝায়।

এইরূপে একবার বহুদিনের সঞ্চিত বড় বড় কাঁকর, তৃণ, ধূলিরাশি প্রভৃতি ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর দুই তিনবার করিয়া মন্দিরের সমগ্রাংশ মার্জ্জন ও জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবার পর যদি কোথাও আবার কোনও সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে, তজ্জন্য তিনি নিজের পরিধেয় শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা ঘষিয়া ঘষিয়া শ্রীমন্দির ও ভগবৎপীঠস্থানরূপ সিংহাসন মার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এত করিয়া প্রক্ষালন-মার্জ্জন-ঘর্ষণাদির পর শ্রীমন্দিরে আর ধূলিকণার লেশ, এমন কি, একটী সূক্ষ্ম দাগও নাই, শ্রীমন্দিরটী স্ফটিকবৎ নির্ম্মল, কেবল তাহাই নহে, আবার সুশীতলও হইল অর্থাৎ সাধকের হৃদয়টী 'রবিতপ্ত-মরুভূমিসম'-তাপহীন অর্থাৎ বিষয়ভোগ বাসনাজনিত আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়-অনল-জ্বালারহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্যাভিলাষ ও কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি চেষ্টারূপা ভুক্তিমুক্তি-কামনা বিদূরিত হইয়া আত্মবৃত্তি শুদ্ধভক্তি প্রকটিত হইলে উহা এইরূপই শান্ত ও সুশীতল হয়।

অনেক সময় সমস্ত কামনা বাসনা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ের কোনও কোনও অজ্ঞাত কোণে এক একটী সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে, তাহা নির্ব্বোধ জীব বুঝিতে পারে না, উহাই 'মুক্তিকামনা'। নির্ব্বিশেষবাদীর সাযুজ্যমুক্তিকামনা ত' দূরের কথা, অপর চতুর্ব্বিধ মুক্তিকামনারূপ সূক্ষ্ম দাগকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় বস্ত্রদ্বারা ঘষিয়া উঠাইলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দর, কিরূপে সাধক স্বীয় হৃদয়কে বৃন্দাবনরূপে পরিগণিত করিয়া স্বরাট্ কৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ বিহারস্থল করিবার জন্য, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার জন্য, মহোৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণার্থে স্ব হৃদয় মার্জ্জন করিবেন, তাহা জীবের মঙ্গলার্থে আপনাকে জীবাভিমান করিয়া জগদ্গুরুরূপে স্বয়ং শিক্ষা দিতে লাগিলেন—"যত্নপালাঃ ভক্তৈঃ কার্য্যো কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিসংযোগেন।" মহাপ্রভু প্রতি ভক্তের নিকট গিয়া হাতে ধরি। মন্দির মার্জ্জনসেবা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যাঁহার কার্য্য ভাল হইয়াছে, তাঁহাকে প্রশংসা এবং যাঁহার সেবা কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিময়ী শ্রীগুরুর ভাবসম্বলিত প্রভুর নিজ মনোমত হয় নাই, তাঁহাকেও পবিত্র ভর্ৎসনাপূর্ব্বক হাতে ধরিয়া কৃষ্ণ-সেবা-প্রণালী শিক্ষা দিলেন। শুধু তাহাই নহে, চৈতন্যশিক্ষানুগত ভজনকৌশল, অদ্বয়জ্ঞানে ভক্তি যোগযুক্ত গুরুজন। ভক্তগণকে অপর বিমুখ ও বদ্ধগণের আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্যও আদেশপূর্ব্বক উৎসাহান্বিত করিলেন। আবার, যিনি যত বেশী পরিমাণ অন্তর্দ্দোষ হৃদয় হইতে আগ্রহপূর্ব্বক পরিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি তত বেশী প্রভুপ্রিয় হইবেন এবং যাঁহার অন্তর্দ্দোষ সামান্য ঘটিয়াছে, তাঁহার পক্ষে শাস্তিস্বরূপ হরিগুরু বৈষ্ণবসেবাই বিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

বেদান্ত সিদ্ধান্ত সমাহৃতি

(৩)

বেদশাস্ত্রে ব্রহ্মকেই প্রসিদ্ধ বস্তু বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে, জীবকে নহে।

ব্রহ্মের প্রাকৃত শরীর না থাকিলেও অপ্রাকৃত চিন্ময় শরীর আছে, শুদ্ধভক্ত ভক্তিভাবিত চিত্তে ঐ পরব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। জীব মন ও প্রাণবিশিষ্ট হইলেও তাহার মন প্রাণ ব্রহ্মশক্তিতেই পরিচালিত। ব্রহ্মই তাহার মন ও প্রাণের কারণ এবং তিনি অপ্রাকৃত মন ও চক্ষু-বিশিষ্ট।

শ্রুতিকথিত গুণগুলি পরব্রহ্মেই সংশ্লিষ্ট, জীবে নহে। সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, ইত্যাদি বিশেষণগুলি ব্রহ্মেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে জীবে উল্লিখিত গুণগুলির অসঙ্গতি-হেতু জীব ব্রহ্ম নহে। কর্ম্ম ও কর্ত্তৃভেদ-প্রযুক্ত জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক। জীব ভক্তিদ্বারা নিখিল মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া অবিদ্যাজনিত ক্লেশসাগর হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইয়া থাকেন।

পরমাত্মা জীবের উপাস্য। জীবের উপাসকত্ব ও পরমাত্মার উপাস্যত্ব শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। শব্দের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের বিভিন্নত্ব লক্ষিত হয়। ছান্দোগ্যে "সে" অর্থাৎ শরীর পদে ষষ্ঠীবিভক্তিদ্বারা এবং উপাস্য পরমাত্মায় প্রথমা বিভক্তিদ্বারা ব্রহ্মই উপাস্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। অতএব পরমাত্মা জীবের উপাস্য—ইহা শব্দ প্রমাণদ্বারা স্থিরীকৃত হইল।

যদি বল, পরমাত্মার সম্বন্ধে 'অণু হইতেও অণু' প্রভৃতি শব্দ শ্রুতিতে থাকায় তিনি উপাস্য নহেন, তাহাতে বক্তব্য এই শ্রুতি তাঁহাকে আবার 'মহৎ হইতেও মহীয়ান' বলিয়াছেন। কারণ, তিনি অপরিচ্ছিন্ন, ভক্তের হৃদয়বিনোদন নিমিত্ত ভক্তের অল্প ভক্তিবিশিষ্ট হৃদয়াকাশে আপনাকে অণুভাবে প্রকট করিলেও তাহাতে তাঁহার বৃহত্ত্ব ধর্ম্ম পরিচ্ছিন্ন হয় না। ব্যষ্টি জীবহৃদয়ের অন্তর্যামিরূপে তিনি জীবের যেমন উপাস্য, মুখ্য ক্ষেত্রজ্ঞরূপেও তদ্রূপ নিখিল জীবের উপাস্য বস্তু।

জীবহৃদয়ে পরমাত্মার সহিত একত্র অবস্থান হেতু জীবের ন্যায় তাঁহার সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, কারণ, জীবের সহিত তাঁহার বিশেষত্ব লক্ষিত হইয়াছে। জীব কর্ম্মফল ভোগ করেন, পরমাত্মা নির্লিপ্তভাবে জীবের সুখদুঃখের সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন, শ্রুতি একথা বলিয়াছেন; শাস্ত্রে স্থাবর-জঙ্গম তাঁহার ভোগ্য এবং তিনি ভোক্তারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় তাঁহা হইতেই সাধিত হইয়া থাকে। যিনি বিষ্ণুর পরমপদের ভজন করেন, তিনি মায়ামুক্ত হইয়া থাকেন—একথা স্বয়ং বেদশাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। চরাচর বস্তু ব্রহ্মের ভোগ্য, মৃত্যু তাঁহার অন্নোপসেচন ঘৃতের ন্যায়, অতএব সেই পরাৎপর পরব্রহ্ম পরম পুরুষ বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য; জীব, জড় ও প্রকৃতি উপাস্য নহেন কিম্বা হইতে পারেন না।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো" কঠোপনিষদের এই বাক্যে "সেই পরব্রহ্মকে ব্যাখ্যার দ্বারা, কিম্বা তর্কযুক্তি ও বহু শাস্ত্রাভ্যাসে পাওয়া যায় না, তিনি যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনি তাঁহাকে লাভ করেন" এরূপ উল্লেখ থাকায় জীবের উপাসকত্ব এবং পরমাত্মার উপাস্যত্ব নিরূপিত হইয়াছে। জীব বহু হইলেও পরমাত্মা এক, প্রকাশ-ভেদে বহুত্ব দৃষ্ট হইলেও স্বরূপতঃ তিনি এক। জীবে জীবে ভেদ আছে, কিন্তু পরমাত্মার বহু প্রকাশেও তিনি অদ্বিতীয় ভেদরহিত। তিনি ব্যাপকধর্ম্মবিশিষ্ট হওয়ায় তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া স্বতন্ত্র-ভাবে কোন বস্তুর অবস্থিতি সম্ভবপর নয়, সুতরাং সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত। তাহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব ব্রহ্ম-শক্তিপরিণামক্রমে সাধিত হওয়ায় ব্রহ্মের সহিত তাহারা অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধবিশিষ্ট; অতএব ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাহাদের অদ্বয়ত্বও সিদ্ধ হইতেছে।

ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল

(৩)

ধর্ম্মার্জ্জনের মিথ্যা আশায় ভ্রান্ত তাহারা দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন এবং স্পর্শন সমুদয় ব্যাপারেই মনের তীব্র-শাসনে পরিচালিত হইয়া মঙ্গলের নামে অমঙ্গলের বিভীষিকা বরণ করিতেছে—আপাত রম্য—পরিণামে ভীতিপ্রদ, প্রেয়কে শ্রেয়ঃ বলিয়া পূজা করিতেছে। হায়! সর্ব্বজীবশ্রেষ্ঠ মানববুদ্ধিও ঐন্দ্র-জালিকের বহুরূপিণী মূর্ত্তি চিনিতে পারিতেছে না? কত কল্যাণকুসুমের আবরণে তৃণকীটেরই মত আত্মগোপন করিয়া সে সতত মনুষ্যকে দিয়া তাহার পাদসম্বাহন করাইয়া লইতেছে। যাঁহারা ভোগত্যাগী মনের গতির বিরুদ্ধে ভোগত্যাগের কষ্টচেষ্টা প্রদর্শন করেন, বস্তুতঃ তাঁহাদিগকে মনোদর্পণ দুষ্ট হইলেও পরমাদরে তাঁহারাও ঐ ঐন্দ্র-জালিক মনেরই কড়া হুকুম তামিল করিতে আত্মদান করিয়াছেন।

ধন, জন গৃহ, কামিনী, প্রতিষ্ঠা কিছুই চাই না,—ইহা প্রচারের ফলে বিশ্বসভায় যে প্রতিষ্ঠার মুকুট লভ্য হইবে, সেই আশার আবেশে অনেক সময় সুনষ্ট মন, অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলিকে কষ্টব্রতগ্রহণে নিয়োজিত করে। কিন্তু যুক্তবৈরাগ্যের মূর্ত্ত আদর্শ গৌড়ীয়গণ মনের এই দুষ্প্রবৃত্তি অতি সহজেই ধরিয়া ফেলিতে পারেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, মন কে? তাহার স্বরূপ কি? শ্রুতি কহেন,—"মন আত্মার প্রতিনিধি। মনের সম্পাদকত্বে আত্মা সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। চিত্তই জীবাত্মার বন্ধন বা মুক্তির কারণ। রাজা যেমন তাঁহার বিশ্বস্ত মন্ত্রীর উপর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বভার দিয়া স্বয়ং সুখ-ভোগ্য বিষয়সমূহ উপভোগ করিতে থাকেন, কিন্তু মন্ত্রী যদি কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তাহা হইলে নৃপতির প্রাণসঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে, সেইপ্রকার আত্মার প্রধান প্রতিনিধি মন বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইলে আত্মার বন্ধনদশা উপস্থিত হয়, আর পরম সেব্য শ্রীহরির চরণারবিন্দে আসক্ত হইলেই আত্মার বন্ধনদশা হইতে মুক্তি লাভ হয়।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১১৲; সমগ্র ৬০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৫০০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালায় কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব, শ্রীপার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-দাসের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৵৹ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার তত্ত্বাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵৹ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, বর্ণাশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷৷৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে স্রোজ রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীনাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৷৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ১ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একান্তিক ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ. ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবস্থান দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দয়ালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরাবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাত্রীদের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ২ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্ত্ত শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বৈষ্ণবচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅধদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী বৃহৎ মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, ও হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভুবনেশ্বর দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চ-তত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোক-নাথাখ্য গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমা-নাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীচাঁদদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, সেবাপূজা শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তি-শাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জাননগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনৃসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদ্গৌর দাসাধিকারী, শ্রীশম্ভুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা রক্ষক—শ্রীপূর্ণব্রহ্ম ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরি-কিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীগঙ্গানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা। রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুনুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রাধের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, শ্রীনবদ্বীপরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) মোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

বড়লাট ও পণ্ডিত জহরলাল

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু গত ১৮ই জুলাই প্রাতে সিমলায় উপস্থিত হইয়া অপরাহ্ন ৪টা ৩০ মিঃ সময় অশ্বারোহণে রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদে গমন করেন। সার ফজলু হোসেন উক্ত প্রাসাদের দ্বারদেশে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া সার জর্জ্জ সুষ্টারের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দেন।

এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, পণ্ডিতজীর সহিত বড়লাটের ৪০ মিনিট কাল আলোচনা হয়। প্রধানতঃ মধ্যপ্রদেশে সরকারের দিল্লী চুক্তিভঙ্গের বিষয়েই এই আলোচনা। প্রকাশ, কতিপয় প্রস্তাব বিবেচনার্থ উপস্থিত করিতে পারিবেন বলিয়াই পণ্ডিত জহরলালজী লর্ড উইলিংডন কর্ত্তৃক আহুত হইয়াছেন। শীঘ্রই পণ্ডিতজীর পুনরায় বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা।

ভুরভুরিয়ার ডাকাতির মামলা আসামীদ্বয়ের মুক্তিলাভ

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন টাঙ্গাইলের শিক্ষক শ্রীযুত গিরীন্দ্রনাথ দাস ও শ্রীযুত মতিলাল বিশ্বাস ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারানুসারে ভুরভুরিয়াচর ডাকাতি মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন। ঐ ডাকাতিতে মেসার্স আর, সিম এণ্ড কোম্পানীর ১৫,০০০ টাকা দস্যুরা লুণ্ঠন করে। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার জন, কে, আচার্য্য আসামীদিগকে প্রমাণাভাবে মুক্তি দিয়াছেন।

পদুকোটায় পরবর্ত্তি-বিবরণ

পদুকোটার দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিস্তৃত বিবরণে প্রকাশ, গত ১৫ই জুলাই দাঙ্গার সময় জনতার লোকজন রাজ-সরকারের সৈন্য, পুলিশ ও শাসন পরিষদের সদস্যদের উপর ইট পাটকেল ছুড়িয়াছিল। সেনাপতি ও পুলিস কমিশনার গুরুতর আহত হইয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুত গণপতি শাস্ত্রী ঘটনাস্থলে আসিয়া সহরবাসীদের অভিযোগের প্রতীকারের আশ্বাস দিয়া জনতাকে শান্ত করেন। শাসন পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত রাঘোবিয়া ও তাঁহার সহযোগীদিগকে শ্রীযুত শাস্ত্রী তাঁহাদের স্ব স্ব বাটীতে পঁহুছাইয়া দেন।

পদুকোটা রাজ্যের শাসন-পরিষদের সভাপতির নিকট হইতে এসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ পাইয়াছেন যে গত বুধবারে পুলিস একবার মাত্র গুলী চালাইয়াছিল এবং গুলীর ফলে মাত্র একজনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। এক্ষণে অবস্থা শান্ত মূর্ত্তিতে আছে।

যে বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, বড়লাটের এজেণ্ট কর্ণেল প্রিচার্ড ও পাঞ্জাবী বাহিনী পদুকোটায় আসিয়াছে। এই বাহিনী সরকারী অফিস সমূহে পাহারা দিতেছে। অবস্থা অনেক ভাল দেখা যাইতেছে।

সহরে ১৪৪ ধারার নোটীশ জারি করিয়া আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে ৫ জন বা ততোধিক লোক একত্রে বেড়াইতে পারিবে না। দোকান ও বাজার এখনও বন্ধ আছে।

"হিন্দু" পত্রিকা সংবাদ দিতেছেন যে, জনতা যখন জেল আক্রমণ করে, তখন তাহার দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে ও জেলারকে হত্যা করে।

রাজ দরবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা অতঃপর করবৃদ্ধির আদেশ প্রত্যাহার করিলেন।

জার্ম্মাণীকে ঋণ দান

প্যারী হইতে শুনা যাইতেছে, জার্ম্মাণীকে ১০০,০০০,০০০০০ ষ্টার্লিং ঋণ দেওয়া হইবে। বৃটেন এবং যুক্ত রাষ্ট্র ঋণ দিতে রাজী হইয়াছেন। ফ্রান্স ও যাহাতে রাজী হন তাহার প্রস্তাব হইতেছে। ঋণের গ্যারাণ্টি হইবে জার্ম্মাণীর কাষ্টম।

এই ঋণ সম্বন্ধে কোনও রাজনৈতিক গ্যারাণ্টি লওয়া হইবে না। রিচ বাজেটে যেরূপ দেখানো হইয়াছে তাহা ছাড়া অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতির জন্য জার্ম্মাণী ব্যয় করিতে পারিবেন না। ঋণের সর্ত্তে ইহাই থাকিবে। অষ্ট্রো জার্ম্মাণ কাষ্টম য়ুনিয়ন সম্পর্কে কোনও সর্ত্ত থাকিবে না। ঋণের বেশীর ভাগ ফ্রান্সই প্রদান করিবেন।

চাঁদপুরে কংগ্রেস কর্ম্মীর শোচনীয় পরিণাম

১৬ই জুলাই প্রাতঃকালে চাঁদপুরে একটি শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য নামক ২২ বৎসর বয়স্ক একজন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, সে গত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কাশী কেন্দ্রে কারাবরণ করিয়াছিল। তাহার আত্মহত্যার কারণ জানিতে পারা যায় নাই।

ও'ডায়ারের বাণী

'মর্ণিং পোষ্ট' পত্রিকায় স্যর মাইকেল ও'ডায়ার লিখিতেছেন—গান্ধী-আরউইন চুক্তি পত্রে ভারতে ইংরাজের স্বার্থরক্ষার কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। বিলাতের কোনও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোক এ চুক্তি সমর্থন করিবেন না। ভারতের জন্য নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইবে, এই রচনার সম্পূর্ণ ভার যাহাতে পার্লামেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হয়, রক্ষণশীলদলের প্রতিনিধিগণকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সংরক্ষণ-নীতিরচনার ব্যপদেশে বৃটিশ স্বার্থের যাহাতে হানি না হয়, এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে যত্নবান হইতে হইবে।

একই সময়ে ভারতে ও ইংলণ্ডে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ও রাষ্ট্রগঠন কমিটীর সভ্যতালিকা প্রকাশিত হইবে। এই বৈঠকে আর কোনও অতিরিক্ত ইংরাজ প্রতিনিধি নিয়োগ করা হইবে কি না জানা যায় নাই। তবে এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে, রক্ষণশীল ও শ্রমিকদলের পক্ষ হইতে আরও দুইজন হিসাবে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হইবে। অবশ্য এ সম্বন্ধে কোনও সরকারী সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই।

পাটের বাজারের পরিণাম

মুন্সীগঞ্জ মহকুমা একটি পাটের প্রধান জন্মকেন্দ্র; কিন্তু পাটের দাম অত্যন্ত হ্রাস পাওয়ায় তত্রস্থ জনসাধারণ বিষম বিপদে পড়িয়াছে। চাষিগণ জমিদার ও মহাজনদিগকে টাকা প্রদান করিতে পারে না এবং সর্ব্ব শ্রেণীর লোকই এই দারুণ আর্থিক দুরবস্থার জন্য বিশেষভাবে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। অধিক সুদেও টাকা পাওয়া যাইতেছে না। এই বৎসর মণ প্রতি ৩ টাকারও কম দামে পাট বিক্রী হইতেছে। কিন্তু ইহা উৎপন্ন খরচারও কম। অন্যান্য শস্যের অবস্থাও ভাল নহে। নিম্ন জমিতে হঠাৎ জল উঠার জন্য শস্য নষ্ট হইয়া যায়। উচ্চ ভূমিতে এখনও শস্য কাটা আরম্ভ হয় নাই এবং এক শ্রেণীর কীট পাটের পত্রসমূহ সেবন করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। কচুরিপানার জন্য ধান্যও নষ্ট হইয়া যাইতেছে। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পাটের ভবিষ্যৎ অবস্থা প্রচারিত হইলেও পাটের বাজার শীঘ্র চড়িবে না।

মহকুমার সর্ব্বত্র দারুণ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। মুন্সীগঞ্জের মহকুমা হাকিম শ্রীযুত কে, মৈত্রেয় সঠিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মহকুমার সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। অদ্যাবধি তিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িতগণকে ২ সহস্র টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন এবং ৮ হাজার টাকা কৃষিঋণ প্রদান করিয়াছেন। মহকুমা হাকিমের তত্ত্বাবধানে সাহায্য কেন্দ্রসমূহ খোলা হইয়াছে। কতিপয় য়ুনিয়ন বোর্ড কচুরীপানা পরিষ্কার করিবার জন্য প্রত্যেককে প্রত্যহ ৪ আনা প্রদান করিতেছে। কিন্তু দিনের পর দিন যেরূপ দুরবস্থা বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে এই সকল সাহায্য মোটেই যথেষ্ট নহে।

অজগরের জীবন্ত মানুষ উদরস্থ

রেঙ্গুন গার্ডিয়ানের সংবাদে প্রকাশ, মেসার্স ক্লুথেন কোম্পানীর সাব্ এজেণ্ট মাংচিট বোং শিকার করিতে যাইয়া এক অজগর সাপের উদরস্থ হইয়াছেন। তাঁহার ৪ জন সঙ্গী তাঁহাকে খুজিতে খুজিতে এক জায়গায় তাঁহার লুঙ্গী ও জুতা দেখিতে পান, আর তাহারই নিকটে একটা বিরাট অজগরকে পড়িয়া থাকিতে দেখেন। তাঁহারা গুলী করিয়া সাপটাকে মারিয়া ফেলিয়া গার্ডনের হাসপাতালে আনেন। তথায় সাপটাকে কাটিলে দেখা যায়, উল্লিখিত মিঃ মাংচিট বোংকে সাপটা গিলিয়া ফেলিয়াছিল। সে তাঁহার পায়ের দিক হইতেই প্রথমে গিলিতে আরম্ভ করে তাঁহার দেহের হাড়গুলা খুব চুরমার হইয়া গিয়াছে।

"গান্ধীজী আপোষে সম্মত"

'নিউজ ক্রনিকেল' পত্রের ভূতপূর্ব্ব সংবাদদাতা মিষ্টার রবার্ট বার্ণেল, 'ওয়ার্লডস্ প্রেস নিউজের' সংবাদদাতাকে বলিয়াছেন :—"ভারতে বিলাতী বাণিজ্যের বিষয় ভাবিলে বুঝিতে পারা যায় যে ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। তবে আমরা কতকগুলি সংরক্ষণ সুবিধা দাবী করিব। গান্ধীজীও ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন, ভারতের স্বার্থরক্ষা হেতু তিনি কয়েকটী সংরক্ষণ সুবিধা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। আমার মনে হয় গান্ধীজী লণ্ডন আসিলে ইংরেজ জনসাধারণ বুঝিতে পারিবে যে, তিনি আপোষে অসম্মত নহেন।"

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু-কনফারেন্সে কাশিমবাজার-মহারাজা সভাপতি

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভার ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতি কাশিমবাজারের মহারাজা বাহাদুর শনিবার প্রাতে ১০টা ২০ মিনিটের সময় লাহোর এক্সপ্রেস যোগে বর্দ্ধমান যাত্রা করিবেন। ডাক্তার বি, এস, মুঞ্জে; শ্রীযুত যে, এল, এনে, ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিও উক্ত ট্রেণে যাত্রা করিবেন।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নগদ প্রতি সংখ্যা /৫

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবাচস্পতি [১১৯ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর—৬ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৩৮, ২২শে জুলাই ১৯৩১

বিরাট জনসভা

বেথুয়াডহরীতে শান্তিপূর্ণ পিকেটীং

মহিলা সমিতি

মোটর চাপায় ২ জন নিহত ১৭ জন আহত

দারোগার অর্থদণ্ড

ভুমিকম্পে দুইটী গীর্জ্জা ভুমিসাৎ

৬৮ দিন অনশনে

একাধিক্রমে ২৯ দিন ব্যাপিয়া নর্ত্তন

ইন্দোরে ধর্ম্মঘট

রাজমহেন্দ্রীতে স্বেচ্ছাসেবকদিগের লাঞ্ছন

নানা কথা

বেথুয়াডহরীতে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং

প্রকাশ ৩ মাস হইতে "সত্য-ব্রতী দলের শাখা বেথুয়া পল্লী-মঙ্গল প্রতি ষ্ঠানের কর্ম্মীরা স্থানীয় মদ গাঁজার দোকানে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চালাইতে-ছেন। তাহা ছাড়া গোপাডাঙ্গা, রাটী পাড়া হাটে বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং চলিতেছে; ফলে, মদ, গাঁজা ও বিলাতী কাপড় বিক্রয় একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বিরাট জনসভা

নাকাশী পাড়া ও কালীগঞ্জ থানা কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্মী ও মহিলা কর্ম্মীদের উদ্যোগে গত ৯ই জুলাই পলাশীপাড়ায় শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও ১০ই জুলাই রাধানগরে শ্রীযুক্ত ছমিরুদ্দিন বিশ্বাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে ২টী মহতী সভার অধিবেশন হয়। প্রকাশ, প্রত্যেক সভায় প্রায় ২।৩ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিলেন গ্রামস্থ ব্যক্তিদের কর্ম্মদক্ষতায় পলাশীপাড়ায় একটি চরকা-সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে। রাধানগরে ১০০ শত জন স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

মহিলাসমিতি

'সত্যব্রতী' দলের নারীকর্মী শ্রীযুক্তা বিমলা দেবী ও শ্রীযুক্তা সাবিত্রী দেবী উদ্যোগে পলাশীপাড়া, গোপীনাথপুর ও রাধানগর গ্রাম লইয়া একটী মহিলা সমিতি গঠিত হইয়াছে। প্রায় ১৫০ জন মহিলা উক্ত সমিতির সভ্যা হইয়াছেন। প্রকাশ উক্ত সমিতি কর্ত্তৃক পলাশীপাড়ায় একটী জাতীয় মহিলা স্কুল স্থাপিত হইবে।

ভুমিকম্পে দুইটি গীর্জ্জা ভুমিসাৎ

নিউ ইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ,টিকো দরের অন্তর্গত লা ভোয়াম্গো নামক স্থানে ভুমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ইহাতে এক জন নিহত এবং বহুলোক আহত হইয়াছে। সিটি হল, দুইটী গীর্জ্জা এবং অনেক বাড়ী ভুমিসাৎ হইয়াছে।

ভুমিকম্পের পূর্ব্বে প্রচণ্ড শব্দ শোনা গিয়াছিল

নারীহরণ

গাইগাছার জনৈক বৈদ্য জাতীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের একটী অবিবাহিতা কন্যা ও ভাগিনেয় বধূ আজ ২ মাসের উপর নিরুদ্দিষ্ট। মেয়েটির বয়স ১৫।১৬ বৎসর এবং বধূটির বয়স ২০।২১ বৎসর হইবে। খুব সম্ভব কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতির লোক ষড়যন্ত্র করিয়া ইহাদিগকে ফুসলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। পুলিশে এতৎসম্বন্ধে সংবাদ প্রেরণ হইয়াছে, কিন্তু পুলিশ এখনও মেয়ে দুইটীর উদ্ধার করিতে সক্ষম হয় নাই।

একাধিক্রমে ২৯ দিন ব্যাপিয়া নর্ত্তন

ক্লান্ত না হইয়া কে কত দিন ক্রমাগত নৃত্য করিতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য ফ্রান্সে প্রতিযোগীতা হইতেছে। একজন যুবক এবং একজন যুবতী মিলিত হইয়া এক সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন। এরূপ চারিটী দল এবং পোলাণ্ডের অধিবাসী এক ব্যক্তি একাকী বিগত ২৯ দিন ধরিয়া ক্রমাগত নৃত্য দেখাইতেছে। প্রতি ঘণ্টায় তাঁহারা ১৫ মিনিট করিয়া বিশ্রাম করেন। ঔষধ-পত্রাদি সঙ্গে লইয়া কয়েকজন ডাক্তার এই নৃত্যবিলাসীদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। এখন নাকি ইহারা একটু ক্লান্তি বোধ করিতেছেন।

মিলধর্ম্মঘটের আশঙ্কা

বাঙ্গালোর হইতে প্রকাশ যে বিনি মিলের কতিপয় শ্রমিককে ভাতা প্রদান করিতে অস্বীকার করায় অধিকাংশ শ্রমিক মিল কর্ত্তৃপক্ষের আচরণের প্রতিবাদে কার্য্য করিতে অস্বীকার করে। আকস্মিক সঙ্কটের জন্য পুলিসবাহিনী প্রস্তুত রাখা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ | ২৩ বামন গৌরাব্দ ৪৪৫, ৬ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২২ জুলাই ইং ১৯৩১ বুধবার | ১১৯তম সংখ্যা।

সাময়িক সংবাদ

আলালনাথ-প্রসঙ্গ

"অনবসরে জগন্নাথ না পাইয়া দরশন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন॥"

স্নানযাত্রার পর শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন না পাইয়া ভুবনমঙ্গলাবতারী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণবিরহে আলালনাথ গমন করিয়াছিলেন। আজ তাঁহারই মনোভীষ্টপ্রচারকবর জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কৃষ্ণবিরহের পরমোৎকর্ষতা শিক্ষাপ্রদানের জন্য সগণে পুরী হইতে আলালনাথ-বিজয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অনুগত দাসগণ এবং আলালনাথবাসী পাণ্ডাগণ এসংবাদে বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন।

সকল গৌরমহিমা-পরিব্যাপ্তকারী গৌরজন শ্রীল প্রভুপাদ এবার অভিনব-ভাবে আলালনাথ-বিজয় করিবার কথা বলিলেন। শ্রীজগন্নাথ হইতে আলবরনাথে শ্রীগৌড়ীয়নাথকে শুভবিজয় করাইয়া তথায় শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথের ভজনবিজ্ঞান-প্রদানলীলা অভিনয় করিবেন জানিয়া গত ২৫শে আষাঢ় ১০ই জুলাই শুক্রবার আলালনাথের পাণ্ডাগণ এবং কয়েকটী সংকীর্ত্তনমণ্ডলী বিমানসহ শ্রীগুরুগৌড়ীয়-নাথকে লইবার জন্য পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আগমন করিলেন। সেই রাত্রি শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, কীর্ত্তন ও মহা-মহোৎসবে সঙ্কীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরনিত্যা-নন্দের মহাসেবা হইল।

২৬শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই, শনিবার, শ্রীহরিবাসর দিবসে অতি প্রত্যূষে মঙ্গলা-রাত্রিকের পর শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞায় সকলে স্নানাদি সমাপন করি। নিত্যকৃত্য-সমাপনান্তে সুসজ্জিত বিমানে শ্রীগৌড়ীয়-নাথকে আরোহণ করাইয়া "শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর জয়" গানান্তে সকলে আলালনাথের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। সে দৃশ্য ভাষায় বর্ণনার বিষয় নহে, বিজ্ঞাপনের দ্বারা বাহিরে প্রকাশের বিষয় নহে, কেবল সেবোন্মুখচিত্ত-নয়নে ভাবিবার ও দেখিবার বিষয়।

সর্ব্বাগ্রে শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীরূপসনাতনাভিন্নবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ, তৎপশ্চাৎ উড়িয়া-গৌড়ীয়-ভক্তমিলিত সঙ্কীর্ত্তনসঙ্ঘ, পরে বিমানোপরি শ্রীগৌড়ীয়ার প্রাণ গৌড়ীয়নাথ। পশ্চাতে ত্রিদণ্ডি-পাদগণ, কীর্ত্তনসঙ্ঘ এবং অবশেষে বহুসংখ্যক গো-যান শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মহা-মহোৎসবের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বহন করিয়া চলিতেছে। শ্রীগৌরহরির নামে দিগ্ দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া শ্রীল প্রভু-পাদপরিচালিত কৃষ্ণকীর্ত্তনবাহিনী শ্রীটোটা-গোপীনাথের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আচার্য্য প্রবর সাষ্টাঙ্গে নিজ অভীষ্টদেবকে প্রণাম করিয়া তদনুগত জনগণকে তদনু-সরণের সুযোগ দিয়া ধন্যাতিধন্য করিলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন হইল।

ভাববিভাবিত শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগোপী-নাথের মন্দির হইতে বাহির হইয়া শ্রীগৌড়ীয়নাথের পশ্চাতে শিবিকারোহণে আলালনাথে যাত্রা করিলেন। ভক্তগণ সংকীর্ত্তনমুখে সংকীর্ত্তনশিক্ষককে লইয়া অলৌকিক ভাবাবেশে গমন করিতে লাগিলেন।

অপরাহ্ণ দেড় ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়নাথ আলালনাথে পৌঁছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ লইয়া গ্রামবাসিগণ শ্রীগৌড়ীয়-নাথকে গ্রামে লইয়া নরনারীবৃন্দের দর্শন-সৌভাগ্যের সুযোগ প্রদান করিলেন, পরে শ্রীআলবরনাথের শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে লইয়া বহুক্ষণ নৃত্যগীতাদির পর শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়-মঠের নবনির্ম্মিত গৃহে সিংহাসনোপরি স্থাপন করিলেন। বিহিত কৃত্যাদি সমাপনান্তে ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ পূর্ব্বক যথার্থ শ্রীহরিসেবার মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।

সন্ধ্যার আরাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীল প্রভুপাদের আদেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদিলীলা ১৭শ পরিচ্ছেদ হইতে—

> যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন।
> চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন॥
> মাধুর্য্য রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে।
> রাধা-ভাব অঙ্গীকরিয়াছে ভাল মতে

ইত্যাদি অংশসমূহ পাঠ করিলেন। কিছু-ক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ থাকার পর শ্রীল প্রভু-পাদ ভাবে গদ্গদ হইয়া ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য রসে শ্রীকৃষ্ণভজন অপেক্ষা মধুররসে এবং সেই মধুররসে গোপীকুলশিরোমণি শ্রীমতী রাধারাণীর আনুগত্যে রাধাগোপীনাথের ভজনের পরাকাষ্ঠার কথা বলিতে বলিতে অপূর্ব্ব ভাবাবলীতে আবিষ্ট হইয়াছিলেন।

২৭শে আষাঢ় ১২ই জুলাই রবিবার ঊষায় ঊষাকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এদিকে মহামহোৎসবের আয়োজন। বিভিন্ন স্থানে জলদ্বারা শ্রীগৌড়ীয়নাথের মহাভিষেক, পূজা এবং আরাত্রিকাদি হইল। যথাসময়ে কীর্ত্তনমুখে ভোগরাগাদি হইল। বহুভক্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবনে এবং কীর্ত্তন-শ্রবণকীর্ত্তনে ধন্য হইলেন।

অপরাহ্ণ ৫টায় শ্রীল প্রভুপাদ সগণে শ্রীআলবরনাথ দর্শনার্থ শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন। শ্রীমন্দিরের পূজারী এবং অন্যান্য পাণ্ডা সেবকগণ শ্রীল প্রভুপাদকে অতি যত্নে শ্রীমন্দিরের ভিতর শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে লইয়া গিয়া বহু প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন এবং প্রসাদী তুলসী-চন্দনাদি অর্পণ করি-লেন। বিপ্রলম্ভের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীল প্রভুপাদ ভগবানের ঐশ্বর্য্যময় মূর্ত্তিদর্শনে অধিকতর বিপ্রলম্ভে কাতর হইলেন।

শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইয়া শ্রীল প্রভু-পাদ শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইলেন। পূজারী মালাপ্রসাদ আনিয়া তাঁহার গলদেশে অর্পণ করিলেন। শ্রীমদ্ভারতী মহারাজ প্রভু-আজ্ঞায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগৌরহরির আলালনাথপ্রসঙ্গগুলি কীর্ত্তন-মুখে পাঠ করিলেন। তদনন্তর সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাগমন করিলেন।

সন্ধ্যার পর ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শিত হইয়াছিল। আলালনাথ, ব্রহ্ম-গিরি প্রভৃতি গ্রামসমূহের বহু নরনারী শ্রীগৌরলীলার ছায়াচিত্র দর্শনে এবং শ্রীপাদ

পরমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর মুখে উড়িয়া ভাষায় বিবৃতি শ্রবণে সাত্ত্বিক আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

২৮শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই, সোমবার শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে সকলেই পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে পুনরাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন

গত ১৮ বামন গৌরাব্দ ৪৪৫, ১লা শ্রাবণ ১৩৩৮ শুক্রবার শ্রীরথযাত্রা দিবস শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের পুরীস্থ শাখা শ্রীপুরুষোত্তম মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপনকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বহু ভক্তসমভিব্যাহারে শ্রীভক্তিকুটীর সম্মুখস্থ ভূমিতে বিরাট্ সংকীর্ত্তনমুখে স্বহস্তে শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। এই ভূমি ময়ূরভঞ্জের স্বধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে সংগৃহীত হইয়াছে।

রথাগ্রে নৃত্য

শ্রীচৈতন্যানুগ শুদ্ধভক্তগণ শ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে বিপুলভাবে সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্যাদি করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সন্তোষ বিধান করিয়াছেন। এবার নবকলেবর দর্শনের জন্য পুরীতে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। বহু লোকের শ্রীপুরুষোত্তম মঠে অবস্থান ও শ্রবণ কীর্ত্তনাদির সুযোগ ঘটিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যমঠে রথযাত্রা-উৎসব

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে রথযাত্রাদিবস মঙ্গলারাত্রিক সম্পন্ন হইবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের আনুগত্যে সঙ্কীর্ত্তনসঙ্ঘ শ্রীযোগপীঠ পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা করিবার পর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর রথাগ্রে নৃত্য' সম্বলিত অধ্যায় পাঠ হয়। তৎপরে সমাগত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

পুনরায় সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীচরিতামৃতোক্ত রথযাত্রা সংক্রান্ত অধ্যায় পাঠ করিয়া সমবেত শ্রোতৃগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

তারের সংবাদ

সিমলা ১৭ই জুলাই, ১৯৩১

সিমলা হইতে শ্রীযুক্ত এন, রায় মহোদয় তার করিয়াছেন,—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ সিমলায় 'শ্রীচৈতন্যদেবের বিশ্বপ্রীতি' সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন।

গত ১৭ই জুলাই তারিখে কমার্সের মেম্বর মাননীয় মিঃ ডড্ ডেভের সহিত স্বামিজীর দীর্ঘকাল কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি স্বামিজীকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং গৌড়ীয়-মিসনের মহৎ উদ্দেশ্যের নিমিত্ত হার্দ্দ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গত ১৬ই জুলাই ইণ্ডাষ্টীর মাননীয় মেম্বরের সহিত স্বামিজীর সাক্ষাতের সুযোগ হইয়াছিল। তিনিও সার্ব্বজনীন শান্তি ও সুখ আনয়নকারী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আদর্শের কথা শ্রবণে বিশেষ প্রীত হইয়াছেন।

সিমলার অধিবাসিগণ স্বামিজীর প্রচারে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল

(৪)

অসদভিলাষী চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করিয়া স্থির করিবার জন্য নানাশাস্ত্রে নানা পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি প্রক্রিয়াবলম্বনে মনোনিগ্রহের ব্যবস্থা জ্ঞানী, যোগী ও তপস্বীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল প্রণালী অবলম্বনেও দুর্ব্বার বলশালী চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করা যায় না; ইহা বাস্তবসত্য, কারণ বহু সহস্রবর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যারত যোগীও ঐন্দ্রজালিক চিত্ত কর্ত্তৃক পরাভূত হ'ন। অনেক যত্নেও ক্রীড়া-লোলুপ শিশুর মত অস্থির মনকে বাঁধিয়া রাখা যায় না। একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্ম-চিন্তনেই তাহার স্থিরতা সংসাধিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় মনোনিগ্রহের সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

আবার ঐন্দ্রজালিক চিত্তকে আত্মাধীন পূর্ব্বক নিঃশ্রেয়স লাভের অতি সহজ পন্থা আবিষ্কার করিয়া কলিযুগপাবনাবতারী দয়ানিধি শ্রীগৌরসুন্দর কহিয়াছেন,—

কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥
ইহা হইতে সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥

সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুশীলনমুখী হরিভক্তগণের আমাদের ন্যায় মনের কোন স্বতন্ত্র কামনা নাই। তাঁহাদের চিত্ত মনই অপ্রাকৃত ব্রজ কিশোর-কিশোরীর নিত্য বিহারক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনসদৃশ। তাঁহারা সেই অপূর্ব্ব রাসস্মৃতি উদ্ভাসিত বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র শ্যামসুন্দরের নাম, রূপ, গুণ, লীলা কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন।

কৃষ্ণপাদারবিন্দে মনকে সমর্পণ করিতে পারিলেই গোলোক বৃন্দাবনের স্ফূর্ত্তি সম্ভব, নতুবা প্রাকৃত সহজিয়াগণের মত কৃত্রিম উপায়ে মন্মথেরই বিক্রম প্রকাশ পায়।

ভক্তভাগবতের লীলাভিনয়কারী অভিন্ন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব গাহিয়াছেন—

"আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাহে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥

ঐন্দ্রজালিক মনের কুপরামর্শে যে কামিনী সঙ্গের লোভে বহির্ম্মুখ জগৎ উন্মত্ত, নিষ্কাম ভক্তগণের উপর তাহার মোহও বিস্তৃত হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন,—

"যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥"

ধর্ম্ম কি ?

(শ্রীপাদ সুদর্শন সনাতন ভক্তিশাস্ত্রী)

(১)

মানব জীবন একটী অপূর্ণ তত্ত্ব। তাই পূর্ণতার সন্ধান-প্রচেষ্টা তাহার মর্ম্মস্থানকে আবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। সান্ত স্রোতস্বতী বিভিন্ন বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উন্মত্তভাবে অনন্ত সমুদ্রের উদ্দেশে ছুটিয়াছে, সে চায়, বৃহত্তের আশ্রয়ে তাহার জীবনের সার্থকতা সাধন করিবে। দীনের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা—মহত্তের আনুগত্য। বিশ্ব-চেতনের প্রগতিপথে সর্ব্বত্রই এই একই গতিভঙ্গিমা।

শুধুই যে বিন্দু সিন্ধুর সন্ধানে লালায়িত, অণুচেতন বিভুচৈতন্যের প্রেমালিঙ্গনে প্রমত্ত, তাহাই নহে। বিরাট্ স্বীয় বিপুল আকর্ষণে বিশ্বের অণুশক্তিকে আকর্ষণ করিতেছে। সেই বিরাট্ আকর্ষণের প্রতিধ্বনি জাগিতেছে অণুর হৃদয়ে, অণুকে মুখরিত করিতেছে। তাহার পূর্ণতার অভাব উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে। এই অভাবের অনুভূতিই অণুচেতনের স্বকীয় প্রকৃতি, ইহারই নাম ধর্ম্ম-জাগরণ।

অনন্ত অখণ্ড পূর্ণশক্তিমান্ পরমপুরুষের শ্রীকরে শোভিত মোহন মুরলী। সেই মধুর বংশীরবে সমগ্র বিশ্বের অণুশক্তি আকৃষ্ট হইতেছে। বিভুচেতনের প্রেমাকর্ষণে অণুচেতন প্রেমাকুল হইয়া উঠিতেছে। তাই সে ব্যাকুল প্রাণে প্রেমাস্পদের অভিসার-নিরত। ইহাই চেতনের প্রকৃতি পরিচয়—অণুচিৎ মানব হৃদয়ে বিভুচিৎ বিরাটের সেবাবৃত্তি উন্মেষণ। এই প্রেম-ভাব—ধর্ম্মের অনুপ্রেরণা—অন্তরের অন্তর্নিহিত ব্যাপার। মানবাত্মার সনাতন স্বভাব—নিত্যধর্ম্ম। মানবের মুক্ত ও বদ্ধভেদে দ্বিবিধ অবস্থা। মুক্ত ভূমিকায় মানব তাহার আত্মিকবৃত্তিবলে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরমাত্ম-পুরুষের সেবানন্দে নিমগ্ন। অপরিপূর্ণ মানবাত্মার পূর্ণতার পরিচয় এইখানে।

আর বদ্ধ অবস্থানে মানব প্রাকৃত বিক্রমাধীন। প্রকৃতির আবরণে ও বিক্ষেপণে তাহার আত্মিকশক্তি প্রতিহত ও বিপর্য্যস্ত। তাই অপাণ্ডের আবাহন গীতি—মোহন মুরলীর মধুর নিনাদ তাহার শ্রবণ বিবরে কুহরিত হয় না। বাধা দেয় মায়িক শব্দ জঞ্জাল—প্রাপঞ্চিক আবর্জ্জনা।

মায়ামৃগ মারীচের মায়িক আহ্বান মানবের চিত্তকে বিকলিত করিতেছে। বহু বিচিত্র নিসর্গ-চিত্রের সৌন্দর্য্যমোহে অন্ধ সে স্বভাবের পথ হইতে পরিভ্রষ্ট—বিপথে প্রধাবিত। তাই দেখিতে পাই—মানব বিভিন্ন পথের পথিক। ইহাই তাহার বিকৃত ধর্ম্মের পরিচয়।

একদিকে অপাণ্ডের আবাহন, অন্যদিকে মায়িক আহ্বান। একদিকে অমৃত-গতি, অন্যদিকে মরণের নরক নিয়তি। বদ্ধ-ভূমিকায় প্রকৃতির প্রভাবে আত্মশক্তির অপ্রাচুর্য্য লক্ষিত হয় সত্য, কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের স্বাধীনতা লুপ্ত হয় না। কোন্ পথ বরণীয়, তাহা কেবল আমাদের স্বতন্ত্রতা-সাপেক্ষ, শক্তিসাপেক্ষ নহে।

আমার ধর্ম্ম কি? এই জিজ্ঞাসা-মীমাংসার পূর্ব্বে আমার আমিত্বের সন্ধান সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। 'আমি কে'—না জানিলে আমার ধর্ম্মের সন্ধান মিলিবে কেমনে? মানবাত্মাই মানবের স্বরূপ, সে সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। কিন্তু আমার আত্মিক পরিচয় পাই কিরূপে?

বর্ত্তমান ভূমিকায় প্রকৃতি আমার চিৎস্বরূপের উপর একটী সূক্ষ্ম আবরণ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। প্রাকৃত মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারই সেই সূক্ষ্ম আবরণ। এই সূক্ষ্মাবরণপ্রসূত আমিত্বরূপ অহঙ্কার আমার প্রথম জড়োপাধি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি এই উপাধিকাণ্ডের শাখাপ্রশাখাস্বরূপ। পাপপুণ্যাত্মক সুখ-দুঃখময় ভোগমূলক বাসনাসমূহ তাহার পত্র ও পুষ্পনিচয়; আর আধ্যাত্মিক ব্যাধিজনিত সন্তাপই এই উপাধির ফল।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৩৩৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত মূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৩৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৶০ আনা

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে শ্রেষ্ঠ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্-শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসহ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ বক্ষের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ত্রিদণ্ডিগোস্বামি শাস্ত্র-মহোদধি মহোদয়ের এই গ্রন্থ উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও ভজনপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎ-সেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীস্তবকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত অনুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভ

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবতার দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, অবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ। রাজর্ষি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন (নাটোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ ... ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, 'বাউলসঙ্গীত', নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ ও গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে যে স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহের পরিচয় সহ যাতায়াতের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ঐ নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ... টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

মোটর চাপায় ২ জন নিহত ও ১৭ জন আহত

শাহদারা রোডে একটি ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। আরোহীপূর্ণ একখানা মোটরলরী তীরবেগে ছুটিয়া যাইবার সময় একটি টোঙ্গার সহিত ধাক্কা লাগাইয়া উল্টাইয়া দেয়। ফলে টোঙ্গার লোকগুলি আহত হয় বটে; কিন্তু তাহাদের আঘাত তেমন গুরুতর হয় নাই।

লরীখানি তবুও অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে থাকে; একটা কুকুরকে চাপা দিয়া একটা গাছের সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগায়। তাহারই ফলে লরীখানি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। আরোহীদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক এবং একটি শিখ পুরুষ মারা গিয়াছে। লরীর চালক সমেত আরও ১৭ জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

দারোগার অর্থদণ্ড

শ্রীহট্ট সহরের থানার দারোগা মৌলবী মনোহর আলি শ্রীহট্ট সহরের নিকটবর্ত্তী ঝালপাড়ার কতিপয় মুসলমানকে প্রহার করায় অপরাধে অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ৫৫ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বোম্বাই গভর্ণরের বিদায়-কালবৃদ্ধি

সংবাদ বিভাগের ডিরেক্টরের সংবাদে প্রকাশ, সপারিষদ ভারত সচিব বোম্বাইর গভর্ণর সার ফ্রেডারিক সাইক্সের বিদায়কাল আরও ২ মাস বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

গোলটেবিলের ব্যয় মঞ্জুর ৫০ সহস্র পাউণ্ড

লণ্ডনের ১৮ই জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, অতিরিক্ত বাজেটে আরও ৬ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে। ইহা হইতে আগামী গোল টেবিল বৈঠকের জন্য ৫০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করা হইবে। এই পরিমাণ ব্যয় ভারতবর্ষকেও বহন করিতে হইবে।

রাজমহেন্দ্রীতে স্বেচ্ছাসেবকদিগের লাঞ্ছনা

প্রকাশ, গত ১৭ই জুলাই রাত্রিতে স্বেচ্ছাসেবকেরা বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করার পর যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন তখন রিজার্ভ কনষ্টেবলগণ তাঁহাদিগকে লাঞ্ছিত করে। ডাঃ সুব্রাহ্মনিয়াম এ বিষয়টি শ্রীযুত গান্ধীজীর গোচরীভূত করিয়াছেন।

অধ্যক্ষ বদলী

প্রেসিডেন্সী কলেজের মিঃ আর, এন, সেন কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়াছেন, ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ এ, কে, চন্দ চট্টগ্রামে বদলী হইয়াছেন।

গীর্জ্জায় চুরি

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে সহরের দুইটি প্রধান গীর্জ্জায় চুরী হইয়া যাইবার পর, সেনা-নিবাসের মধ্যে অবস্থিত [illegible] জন রোমান ক্যাথলিক গীর্জ্জায় [illegible] হইয়া গিয়াছে। চোরগুলি প্রধান প্রবেশপথের নিকটবর্ত্তী দ্বার ভাঙ্গিয়া সাহায্য আদায়ের বাক্স হইতে টাকাকড়ি বাহির করিয়া লয়।

সরকারী উকীলের পদত্যাগ

বাখরগঞ্জের জুনিয়ার সরকারী উকীল শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৭ই জুলাই ত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন। প্রকাশ, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডনোভান সি, আই, ই-র সহিত তাঁহার দীর্ঘকাল ধরিয়া যে মতভেদ চলিয়া আসিতেছিল তাহাই পদত্যাগের কারণ।

মৌলানা সিরাজীর মৃত্যুতে সুভাষচন্দ্র

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সিরাজগঞ্জের স্বর্গীয় মৌলানা ইস্মাইল হসেন সিরাজীর পুত্র মৌলানা আসাদুল্লা সিরাজীকে নিম্নলিখিত ভাবে তার করিয়াছেন—

"শোকাবহ সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আমাদের গভীর সহানুভূতি গ্রহণ করুন। ক্ষতির জন্য বাঙ্গালা দুঃখ করিতেছে।

ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ

সিমলা জিলা রাজনৈতিক সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিবার কালে ডাক্তার সত্যপাল সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করেন, সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিয়াছে বলিয়া ইহা আমাদিগকে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে সাহায্য করিবে না। তিনি বয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকার ও মিশ্র নির্ব্বাচনের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিদের নিন্দা করেন। তিনি সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে দিল্লী চুক্তির জন্য অযথা কাল হরণ না করিতে অনুরোধ করেন।

যুক্তপ্রদেশের কাউন্সিল

যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশন ২০শে জুলাই তারিখে লক্ষ্ণৌএ বসিবে। গবর্ণর সার ম্যালকম হেলী নাইনীতাল হইতে তথায় যাইতেছেন। ব্যবস্থাপক সভার উদ্বোধনে তিনি বক্তৃতা করিবেন।

ইন্দোরে ধর্ম্মঘট

ইন্দোরের সংবাদে প্রকাশ, তথাকার স্বদেশী মিলে ধর্ম্মঘট চলিতেছে। প্রধান মন্ত্রী এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ফলে তদন্ত কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে। রাজ সরকারের কর্ম্মচারী শ্রীযুত তালচরকার আপোষের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রমিক সমিতি ও কলের প্রতিনিধিদিগকে সেদিন শ্রম শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অফিসে আহ্বান করা হইয়াছিল।

---

৬৮ দিন অনশনে

ভিজাগাপট্টম হইতে প্রকাশ রাজনৈতিক কয়েদী শ্রীহরি রাওকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। ৬৮ দিন প্রায়োপবেশনের পর অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুত কালেশ্বর রাওএর অনুরোধে আজ আহার গ্রহণ করিয়াছেন। রাজনৈতিক কয়েদীর উপযুক্ত ব্যবহার না পাইয়া শ্রীহরি রাও অনশন করেন। সরকার তাঁহার অভিযোগের প্রতীকার না করায় তাহাতে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য গত ১৬ই জুলাই একটা বিরাট শোভাযাত্রা জেলখানা পর্যন্ত গিয়াছিল। জেল কর্তৃপক্ষ ২ লরী রিজার্ভ পুলিস আনান। কিন্তু তাহারা জেলের ফটকে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শোভাযাত্রা শেষ হইয়া যায়।

কাঁচি চালনায় দুই বৎসর

পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সস্ত্রীক সিংহল ভ্রমণের পর প্রত্যাবর্ত্তনের দিন—১৬ই জুলাই রাত্রিতে আবদুল করিম নামে এক ব্যক্তি রেল ষ্টেশনে গোলমাল করিয়াছিল। সে কাঁচির সাহায্যে ৩ জন লোককে জখম করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। ১৭ই জুলাই রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচারে তাহার ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। ইহার মধ্যে এক মাস কাল তাহাকে নির্জ্জন কারাবাস ভোগ করিতে হইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, লোকটা ধর্ম্মোন্মত্ত হইতে পারে, তবে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে জখম করা যে তাহার উদ্দেশ্য ছিল, সেরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

পাটনায় লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড

পাটনা জিলার ফুলওয়ারী থানার অন্তর্গত কারকুরি গ্রামের সওদাগর সিং ও রামবরণ সিং নামক দুই ব্যক্তি ৯ই জুলাই রাত্রিতে নিহত হইয়াছে। ১০ই তারিখে পুলিস সংবাদ পায় যে, এই ২টি লোক নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধানে পুলিস একটি কূপের মধ্য হইতে থলিয়ার মধ্যে বদ্ধ তাহাদের মৃতদেহ আবিষ্কার করে। শুনা যায় যে, ৩ বৎসর পূর্ব্বে এই লোক দুই জন তাহাদের ২ জন আত্মীয়কে হত্যা করিয়াছিল। তখন হইতে এই ২ জন লোকের মধ্যে ভীষণ শত্রুতা ছিল। অধিকন্তু সওদাগর সিং এবং রামভজন সিং জমিদার থাকায় পুলিস তাহাদের যে সকল প্রজার উপর সন্দেহ করিত তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা উপস্থাপিত করিয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। পুলিশ এ সম্বন্ধে জোর তদন্ত করিতেছে।

আরকোণাম্ রেলওয়ে কারখানায় সত্যাগ্রহ

মাদ্রাজের আরকোণাম্ নামক স্থানে অবস্থিত এম, এস, এম, রেলওয়ে কারখানার ১২ শত শ্রমিক গত ১৭ই জুলাই সত্যাগ্রহ করিয়াছে। কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ একপক্ষ কালের মধ্যে ২০ জন শ্রমিককে কর্ম্মচ্যুত করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় সত্যাগ্রহের সৃষ্টি হয়। শ্রীযুত জি, ভি, গিরি রেলওয়ের এজেণ্ট ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের সহিত গত ১৮ই অপরাহ্নে দীর্ঘকাল আলোচনা করেন। সোমবারে কারখানা খুলিবার কথা।

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২০তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৭ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ২৩শে জুলাই ১৯৩১

কুষ্টিয়ায় দারুণ অন্নাভাব

লণ্ডনের পল্লীগ্রামে বাটী নির্ম্মাণ

নিগ্রো হাঙ্গামা

জাল মুদ্রা তৈয়ারীর অভিযোগে দুইজন গ্রেপ্তার

শ্বেতাঙ্গের প্রাণদণ্ড

বড়বাঁকীতে এখনও ধরপাকড়

ডাকলুট সম্পর্কে গ্রে

বাঙ্গালোরে ৫ জন নিহত ও ১০০ জন আহত

বৃটিশ কন্সাল নিরুদ্দেশ

বালিকা বিদ্যালয়ে অনশন ধর্ম্মঘট

নানা কথা

কুষ্টিয়ায় দারুণ অন্নাভাব

ভেড়ামারা হইতে প্রকাশ, কুষ্টিয়া মহকুমার আর্থিক দুরবস্থার নানক প্রতিকারের জন্য [illegible] কংগ্রেস দুর্ভিক্ষ নিবারিণী সমিতি ইতোমধ্যে কয়া ও ভেড়ামারায় দুইটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন। শ্রীযুত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নামক স্থানীয় ২ জন বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী এখন কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদিগকে কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সাহায্য লইয়া অবিলম্বে কুষ্টিয়ায় আসিবার জন্য ভার দেওয়া হইয়াছে এবং এই সম্পর্কে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

নিগ্রো হাঙ্গামা

এলবামা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, আটজন নিগ্রোর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এই আদেশের প্রতিবাদ করিয়া কয়েকজন নিগ্রো অসন্তোষ প্রদর্শন করিয়াছিল। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাহাদিগের বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং গুলীবর্ষণ হইতে থাকে। ফলে একজন নিগ্রো মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং গবর্ণমেণ্টের দুইজন কর্ম্মচারী আহত হয়। আর একজন নিগ্রো আহত হইয়াও পলাইয়া যায়। কিন্তু পলায়নকারীর বাটীতে হানা দিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিয়া হত্যা করা হয় এবং আরও আটজন নিগ্রোকে গ্রেপ্তার করা হয়। কমিউনিষ্ট দলপতি বলিয়া কয়েকজন নিগ্রোকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। একদল সরকারী কর্ম্মচারী পলাতক নিগ্রোদিগের অনুসন্ধানে বহু সংখ্যক ডালকুত্তা লইয়া বাহির হইয়াছে।

শ্বেতাঙ্গের প্রাণদণ্ড

লাহোর হইতে প্রকাশ, রাওলপিণ্ডির সেসন জজ পত্নীহত্যার অপরাধে উইলিয়ম ড্রামণ্ড নামক এক শ্বেতাঙ্গের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। হাইকোর্ট উক্ত আদেশ মঞ্জুর করিয়াছিলেন। ২০শে জুলাই প্রাতঃকালে সেণ্ট্রাল জেলে তাহার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গত ২৩শে জুলাই সন্ধ্যাকালে ড্রামণ্ড খানা খাইবার ছুরীর সাহায্যে গলায় আঘাত করিয়া আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। জেল কর্ম্মচারীদের চেষ্টায় সে পরে জ্ঞানলাভ করিয়াছিল।

জাল মুদ্রা তৈয়ারীর অভিযোগে দুইজন গ্রেপ্তার

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ যে ১৫ই জুলাই সন্ধ্যাকালে পুলিস বিনায়ক বিল্ডিংয়ে হানা দিয়া সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র ইন্দ্র সিংহের ঘরে খানাতল্লাস করিয়া জালমুদ্রা তৈয়ারীর অভিযোগে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। ইন্দ্র সিংহের চাকর বলিয়া আর একজনকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, ইন্দ্র সিংহের ঘর হইতে পুলিস কতকগুলি নকল রৌপ্যমুদ্রা পাইয়াছে। আরও তদন্ত চলিতেছে।

লণ্ডনের পল্লীগ্রামে বাটী নির্ম্মাণ

গ্রেট বৃটেনের পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া বহু সংখ্যক কৃষক সহরে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে। ফলে সহরে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অবস্থার উন্নতি বিধানার্থ বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এক আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়াছেন। কমন্স সভায় এই আইনের তৃতীয় দফা আলোচনা হইয়া গিয়াছে। পল্লী অঞ্চলে ৪০,০০০ বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রদান করিবেন, এরূপ [illegible] করা হইয়াছে এই সমস্ত বাড়ীতে প্রতি সপ্তাহে ৪৷৹ শিলিং ভাড়া হিসাবে কৃষক শ্রেণীর লোককে বসবাস করিতে দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থা করিলে প্রায় এক লক্ষ লোকের কাজের সংস্থান হইবে এবং প্রায় ৩ লক্ষ লোকের বাসস্থান নিরূপিত হইবে—গভর্ণমেণ্ট ইহাই স্থির করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত লোকের রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত ও ফোটবোতলের সমপরিমাণ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস- ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম গাড়ীর খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বাটগোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পাবিয়া) ৮৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ইষ্টিং ডিপা টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার- গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই পাইবেন।

ম্যানেজার- গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এস্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ | ২৪ বামন গৌরাব্দ ৪৪৫, ৭ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৩ জুলাই ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার | ১২০তম সংখ্যা।

সাময়িক সন্দর্শন

গত ১৫ই জুলাই বুধবার প্রাতে মানভূম জেলার জয়পুরের ভূম্যধিকারী মহাশয় শ্রীধাম পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তি-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে প্রায় এক ঘণ্টাকাল গৌরসুন্দরের অমন্দোদয়-দয়ার কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন ও শুরু-গৌরাঙ্গ-সেবায় আনুকূল্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

ঐদিবস সন্ধ্যাকালে স্থানীয় এমার মঠের মহান্ত মহারাজ শ্রীযুত গদাধর রামানুজ দাস মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমন করেন। তিনি আলোয়ারনাথের সিংহদ্বারের অসম্পূর্ণ কার্য্যটী সমাপ্ত করিতে অঙ্গীকার করিয়া শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভুর নিকট অর্থানুকূল্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারক সন্তগণকে নানাভাবে সাহায্য ও আশ্রয় প্রদান করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন,—একথাও জানাইয়াছেন।

শ্রীযুত মহান্ত মহারাজ আলোয়ারনাথের নিকট কএকবর্ষ পূর্ব্বে দ্বাদশজন আলোয়ারের অর্চ্চা দর্শন করিয়াছিলেন; এখন তাঁহাদের যথাবিধি পূজার্চ্চন চলিতেছে না জানিয়া নিতান্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তিনি স্বয়ং শ্রীশ্রীসীতারঘুনাথজীউর সম্পত্তির তত্ত্বাবধারক এবং বর্ত্তমান পুরীরাজের দীক্ষাগুরুদেব।

আমরা আশা করি, গোস্বামী মহারাজ শ্রীসম্প্রদায়ের সদাচারপরায়ণ, শাস্ত্রনিপুণ ও সাম্প্রদায়িক মতবেত্তা পণ্ডিতের নিকট কেবলাদ্বৈত মতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্তের পার্থক্য সুষ্ঠুভাবে অবগমন করতঃ দয়াময় হইয়া শুদ্ধ ও সদ্বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সন্তগণের বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবার প্রবৃত্তিতে উৎসাহ উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধন করিতে থাকুন।

বৎসর রথযাত্রা দিবস পাণ্ডুবিজয় (পহাণ্ডি) সম্পন্ন হইতে অপরাহ্ণ প্রায় ৫টা বাজিয়া যাওয়ায় আর রথাকর্ষণ হয় নাই। পর দিবস প্রাতে রথ টানা হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীচৈতন্যানুগ শুদ্ধভক্তসম্প্রদায় শ্রীরথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

রথযাত্রা দিবস শ্রীপুরুষোত্তম মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি যথাবিধি সংকীর্ত্তনমুখে সংস্থাপিত হইয়াছে—এসংবাদ পাঠকগণ ইতঃপূর্ব্বেই অবগত আছেন। এতদুপলক্ষে বহু স্ত্রী-পুরুষ বর্ষার আক্রমণ হেতু উন্মুক্ত ভূমিতে দাঁড়াইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ বাবু সমগ্র বৈষ্ণবজগতের একান্ত বান্ধব এবং গুরুগৌরাঙ্গসেবা প্রাণতার জন্য কৃতজ্ঞতার পাত্র। বর্ত্তমান যুগাচার্য্য প্রবরকেই একমাত্র শুদ্ধ সৎসম্প্রদায়-সংরক্ষক জানিয়া কৃষ্ণপ্রসাদ বাবু প্রভুপাদের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিয়া বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণের অন্যতম শ্রীপাদ বৈষ্ণবচরণ দাস অধিকারী মহোদয় গত ২রা আষাঢ় ১৮ জুলাই তারিখে ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বাল্যাবধি সত্যানুসন্ধিৎসু ছিলেন। ভজন প্রণালীঃ ভিন্নপথ অবলম্বন করতঃ তাহাতে প্রকৃত সত্যের পথ দেখিতে না পাইয়া চৈত্যগুরুর কৃপায় শুদ্ধভক্তিসম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীমৎ প্রভুপাদের সন্ধান লাভ করেন এবং অবিলম্বে তাঁহার পাদপদ্মসেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। তাঁহার বৈষ্ণবসেবায় সুদৃঢ় অনুরাগ ও ঐকান্তিক আদর্শ দর্শনে শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে 'শ্রীবৈষ্ণবানন্দ ব্রজবাসী'—এই আশীর্ব্বাদসূচক তৃতীয়াশ্রমীর নাম প্রদান করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা হইতে 'ভক্তিশাস্ত্রী' উপাধিতে বিমণ্ডিত হন। তাঁহার ভগবদ্ভজনে উত্তরোত্তর ঐকান্তিক অনুরাগ ও দৃঢ়তা দর্শনে কায়-মনোবাক্যে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবসেবায় অধিকার প্রদানেচ্ছু হইয়া শ্রীল পরমহংস মহারাজ তাঁহাকে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রদান করিয়া চতুর্থাশ্রমে উন্নীত করিলেন। শ্রীপাদ বৈষ্ণবানন্দ প্রভু 'মুকুন্দসেবনব্রত' অঙ্গীকার করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন নামে শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজে খ্যাত হইলেন।

গ্রন্থ সমালোচনা

আমরা মাদ্রাজের নর্থগোপালপুরম স্থানে অবস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত তামিল ভাষায় অনূদিত একটী 'শরণাগতি'-গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থটি বৈষ্ণবসমাজমুকুটমণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বঙ্গভাষায় রচিত 'শরণাগতি' নামক গীতি-গ্রন্থেরই তামিল ভাষায় অনুবাদ পুস্তক। যাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণবাম্নায়ে ঠাকুর মহাশয়ের উক্ত গ্রন্থখানি পাঠের সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট উহার পরিচয় অবিদিত নাই। তাঁহারা গ্রন্থের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিয়া যথেষ্ট লাভবান্ হইয়াছেন। বঙ্গদেশে এই গ্রন্থখানির ২৫০০ সংখ্যার নয়টি সংস্করণ ইতোমধ্যেই সমাপ্তপ্রায়। বিশেষতঃ গীতচ্ছন্দে ভজনরাজ্যের রহস্যগুলি সরল বঙ্গভাষায় পাঠ করিতে সকলেরই কৌতূহল জন্মে। উড়িয়া ভাষায়ও উক্ত গ্রন্থের একটী অনুবাদ হইয়া উড়িষ্যাবাসী শরণাগতিলিপ্সু ভক্তের শরণাগতি-শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করিতেছে।

প্রায় সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশ একদিন গৌরসুন্দরের পূত পদাঙ্ক বক্ষে ধারণ করি । কৃতকৃতার্থ হইয়াছিল—যেখানের অধিবাসিগণ নবদ্বীপ-বাসী অপেক্ষা গৌরসুন্দরের অধিক কৃপার অধিকারী হইয়াছিলেন, কালপ্রভাবে আজ তাঁহারা সেই অমন্দোদয়-দয়াবতারী গৌরবিগ্রহের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃতির অতল

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥"

সাগরে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। তাই কৃপাবারিধি গৌরনিজ-জন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের পুনঃসৌভাগ্য প্রদানে ইচ্ছুক হইয়া ইতোমধ্যেই দাক্ষিণাত্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গমন ও স্থানে স্থানে গৌরপদচিহ্ন স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদের হৃদয়ে গৌরস্মৃতি পুনরুদ্বোধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, যাহাতে তথায় শ্রীচৈতন্যবাণী ঘরে ঘরে প্রচারিত হইতে পারে, তজ্জন্য নিজ অনুগত প্রচারকগণকে তথায় অবস্থান করাইয়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার অনুগত শ্রীপাদ বন মহারাজপ্রমুখ ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণের ঐকান্তিকী চেষ্টার ফলে মাদ্রাজের নর্থগোপালপুরম্ (পোঃ ক্যাথেড্রাল) নামক স্থানে কএকমাসযাবৎ একটী শুদ্ধভক্তিপ্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

সম্প্রতি এই 'শরণাগতি' নামক গ্রন্থখানি তামিল ভাষায় অনূদিত হওয়ায় তত্রত্য অধিবাসিগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত পি, এন, শঙ্করনারায়ণ আয়ার বি.এ, বি.এল কর্ত্তৃক তামিল ভাষায় অনূদিত ও শ্রীযুত সি, ভি, কৃষ্ণস্বামী আয়ার কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের সম্পাদকত্বে তত্রত্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের একটী ইংরেজী 'মুখবন্ধ' তাহাতে সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থটীর গৌরব ও মর্য্যাদা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং সকলেরই উক্ত মুখবন্ধ পাঠমাত্রে গ্রন্থতাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গমের যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছে। আশা করি, দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রদ্ধালু মাত্রেরই উহা পরম মঙ্গল বিধান করিবে।

মাদ্রাজ জর্জটাউনে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা

মাদ্রাজ ৬ জুলাই ১৯৩১ তারিখের তারের সংবাদে প্রকাশ,—গতকল্য পূর্ব্বাহ্ন ৮টা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ সহরের লিঙ্গীচেটী, পাম্বুচেটী ষ্ট্রীট এবং রায়াপুরম্ নামক স্থানের কিয়দংশ দিয়া এক বিরাট্ নামসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা পরিচালিত করেন। ত্রিশতাধিক লোক শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের স্বামিপাদগণই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রীতি সর্ব্বপ্রথমে এই সহরে প্রচার করেন। বাঙ্গালার মৃদঙ্গ-বাদ্যের বৈশিষ্ট্য এবং বাঙ্গালার ভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রীতি দর্শকগণের এক অদ্বিতীয় হৃদয়াকর্ষক ব্যাপার হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণ জর্জটাউনের বিভিন্ন রাজপথসমূহ অতিক্রম করিয়া ৭৮নং লিঙ্গীচেটী ষ্ট্রীটে উপস্থিত হন এবং প্রচলিত অনুষ্ঠান মহোৎসবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা শ্রীমূর্ত্তি তথায় স্থাপিত করেন।

জর্জটাউনস্থ পাণ্ডারপুরের শ্রীতুকারাম জীর অনুচরবর্গ 'সঙ্কীর্ত্তনসংসদ' নামক একটী সম্প্রদায় গঠন পূর্ব্বক মহোৎসবে যোগদান করেন। ১২ ঘটিকার সময় মহাসমারোহে অনুষ্ঠান-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

ধর্ম্ম কি ?

(২)

তাহার পর দ্বিতীয় উপাধির বিভব-বিভূষা। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক [illegible] দেশকালপাত্র—[illegible] সম্পত্তি [illegible] জন্মস্থিতিভঙ্গ [illegible] অবলম্বন করেন। আজ এই [illegible] উপাধি-দ্বয়ের [illegible] আমাদের শুদ্ধ চিদংশের বিলুপ্তপ্রায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরমপুরুষ বিষ্ণু-[illegible]র প্রতি শুদ্ধ মানবের স্বাভাবিক প্রেমাকর্ষণই তাহার সনাতন স্বভাব, তাহাই মানবের নিত্যধর্ম্ম। প্রথম উপাধিসঞ্জাত ভোগমূলক বাসনা, কামনা, কল্পনা ও [illegible] বিভাবনা মানবের মনোধর্ম্ম, আর স্থূলদেহগত [illegible] উপাধি সংযোগেই যাবতীয় দেহধর্ম্মের উৎপত্তি।

মানবমনন্যার স্বাভাবিক বিচারই এই যে, মানবের ধর্ম্ম কখনও বহু হইতে পারে না। ধর্ম্ম—মানবের নিত্য বস্তু, সুতরাং উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রভেদে ধর্ম্মের পার্থক্য সম্ভবযোগ্য নহে। তবে ধর্ম্ম বহুরূপী কেন ?

ধর্ম্মের বহুত্ব সোপাধিক মানবের উপাধিরূপ ব্যাধিপ্রসূত। নিরুপাধিক অবস্থায় ধর্ম্ম একই এবং উহাই মানবের নিত্য সত্য সনাতন ধর্ম্ম—বিশ্বমানবের একমাত্র মহা সম্মিলনক্ষেত্র।

জড়োপাধিপ্রাপ্ত মানবের দেশ কাল-পাত্র ভেদে প্রকৃতি-পার্থক্যক্রমে সোপাধিক ধর্ম্ম সহজেই পৃথক্ ভাবাপন্ন। বস্তুজ্ঞান-বিহীন কতীয় দর্পদম্ভযুক্ত উপাধিসঞ্জাত ব্যাধিকসই ধর্ম্মজগতে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বালিত করিতেছে এবং করিতে থাকিবে। প্রাকৃত কবির কল্পনাপ্রসূত বিশ্বধর্ম্ম সোপাধিক সমাজে শান্তির স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করিতে পারে নাই এবং কখনও পারিবে না। মানবসমাজের নিরুপাধিক অবস্থাই একমাত্র ধর্ম্মসমন্বয় ও মহামিলনের শান্তিময় নিকেতন।

বিচার বিশ্লেষণ-ফলে আমরা দেখিতে পাইতেছি, মানবের বিবিধ অবস্থা—মুক্ত বা নিরুপাধিক অবস্থা এবং বদ্ধ বা সোপাধিক অবস্থা। মুক্ত ভূমিকায় শুদ্ধ আত্মার বিভুচৈতন্যের আনুগত্য বা সেবা ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। কিন্তু বদ্ধাবস্থায় দেহমনোধর্ম্মের বহুবৈচিত্র্য-বশতঃ মানব বহুরূপী এবং ধর্ম্মও সেখানে বহুরূপী।

নিরুপাধিক আত্মধর্ম্মের নাম পারমার্থিক ধর্ম্ম, আর দেহমনোধর্ম্মের নামান্তর আধিক ধর্ম্ম। পারমার্থিক সাধনে মানবাত্মার একমাত্র পরমাত্মপ্রীতি ভিন্ন অন্য স্পৃহা থাকে না। দেহের তৃপ্তিসাধন-প্রচেষ্টাই দেহমনোধর্ম্মের পরিচায়ক। আধিক ধর্ম্মফলে অনিত্য জাগতিক অভ্যুদয় হয়। উহা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক [illegible]। আত্মপ্রসাদক প্রবৃত্তি যখন পরমপুরুষের সেবাসুখবৃত্তিতে [illegible] হয়, তখনই পারমার্থিক সত্য স্বরূপ তাহাদের প্রকটিত হয়। পারমার্থিক অভ্যুদয়ই আমাদের আত্মপ্রীতি—ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনের চরম ও পরম কল্যাণ-প্রদ সকলের লক্ষ্য [illegible]। আর আধিক [illegible] সেই পারমার্থিক ধর্ম্মের [illegible] হইতে তাহা [illegible] সাময়িক [illegible]। আধিক অভ্যুদয়-প্রচেষ্টা যখন পারমার্থিক আত্মার [illegible] ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করে, তখনই মানবসমাজে যাবতীয় অনর্থের সৃষ্টি হয়—তখনই প্রাকৃত সুখ ভোগ হয় আমাদের [illegible] কামনা—জীবনের [illegible] পরিণত।

কাম ও প্রেম

(১)

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই ছয়টী মানবের প্রধান শত্রু। কিন্তু পাঁচটী রিপুর নেতৃত্বপদ গ্রহণ করি। কামই সদর্প পদবিক্ষেপে জগতে নিজ আধিপত্য বিশেষভাবে ঘোষণা করিতেছে। কামেরই প্রলোচনায় অন্যগুলি চালিত হইয়া মনুষ্যের অনর্থ উৎপাদন করে। কামের ন্যায় ভীষণ রিপু মানবের আর নাই। উহার দ্বারা আক্রান্ত হইলে এমন কোন অধর্ম্ম বা অন্যায় কার্য্য নাই, যাহা মানুষ না করিতে পারে। উহার প্রভাবে নিতান্ত গর্হিত আচরণকেও সদাচার বলিয়া বোধ হয়; পাষণ্ডতাকেও দয়া, অকর্ত্তব্যকেও কর্ত্তব্য এবং অমঙ্গলের অমানিশাকেও মঙ্গলের শুভ্র জ্যোতি বলিয়া বরণ করিতে একটুও কুণ্ঠা হয় না

অন্ধধর্ম্মোন্মত্ত 'জেসুইট' পাদ্রীরা জীবন্ত মনুষ্যকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ভস্মীভূত করিয়া কি কামেরই তর্পণ করে নাই? নররুধিরলোলুপ 'কাপালিক' দস্যু দেবী-পূজা ও ধর্ম্মসাধনের নামে নরবলি দিয়া ঐ দুর্দ্দান্ত কামদানবেরই পূজা করে। আমরা যদিও আপনাদিগকে নৈতিক এবং ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করিতেছি তথাপি বিমল সত্যজ্ঞানের অভাবে ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেই কামের উপাসক হইয়া পড়িয়াছি। অধোক্ষজ, প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা ব্যতীত আমরা নীতি ও ধর্ম্মবিচারের দোহাই দিয়া আর যাহাই করি না কেন, সকলই কামতর্পণ। আপাত প্রেম-উপদেশক অসৎ শাস্ত্রের মধুপুষ্পিত বাক্যে বিমোহিত-মতি আমরা যে চতুর্ব্বর্গ সাধনকে এত বহুমানন করি, সেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ কৈতববাক্যও কেবল কামের পূতি-গন্ধে পরিপূর্ণ। কামনাসনাক্রমেই জীবের এই দুঃখদৈন্যভরা সংসারগতি লাভ হইয়া থাকে এবং মায়ামোহিত জীবগণ নিত্যই নব নব কামকল্পনার দ্বারা নিজের অনন্ত দুঃখের সৃষ্টি করে। ব্রহ্মাদি [illegible] মনুষ্যত্ব মানব হইতে আরম্ভ করিয়া পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকল প্রাণীই এই মোহকর কামের রূপে মুগ্ধ।

উপভোগের দ্বারা কামের পরিতৃপ্তি হয় না; বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় বাসনার শিখা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। জগতে যে বিশ্বগ্রাসী কামনার 'ক্ষুধা' জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা এই অতৃপ্তিরই জন্য। সৎশাস্ত্র কহিয়াছেন,—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।" প্রবৃত্তি-কামিগণের জন্য স্ত্রীগ্রহণ, পশুবধ, সুরা-পানাদির ব্যবস্থা শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। নৈসর্গিক প্রবল প্রবৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে সংযত হইয়া নিবৃত্তিমার্গে প্রবেশের উপযুক্ত হইবে, ইহাই ঐ প্রকার বিধানের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহা হইতে উদ্দেশ্যানুরূপ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অতি অল্প। বহু ভোগেও ভোগের ক্ষুধা মিটে না; কেবল বাড়িতেই থাকে। তাই কামিগণ 'দেহি' 'দেহি' ধ্বনিতে গগনপবন মুখরিত করিয়াও শান্ত হইতেছে না। তরঙ্গোদ্বেল নীলাম্বুধির ঘূর্ণাবর্ত্তগুলি কে বর্ণন করিতে পারে? কামনার উদ্দাম স্রোতগুলিও অনন্ত অসীম। সাত্বত শাস্ত্র ও জীববান্ধব সাধুগণ কহিতেছেন,—"কাম জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম নহে" বিরূপের রূপাগ্নিলুব্ধ ভ্রান্ত জীব কামকেই উপাস্যবিগ্রহ জ্ঞানে আরাধনা করে।

মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে প্রেমের অস্তিত্ব নাই। তবের হাটে, 'প্রেম' নামে যে চাকচিক্য-যুক্ত দ্রব্যটির খরিদ-বিক্রয় হইতেছে, সেটী অন্তঃসারশূন্য কামেরই প্রতিমা। অতি ঘৃণ্য অপদার্থের বিনিময়ে প্রেম বলিয়া কামপণ্যের ব্যবসার চলিয়াছে।

গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৬/০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীকবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৫০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, টীকা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি ভাবব্যাখ্যা-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মার সম্পোষিণী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বেদবেদান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-পাবনচরিত-শিক্ষক—ত্রিবিধাসচ্চিন্মাত্র-অচিন্ত্যাদি-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যবস্তুর মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷৵০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, লোককল্যাণ ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব গরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায় সূচী, বিষয়সূচী, প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সহিত উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, ধর্ম্মাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ সংগৃহীত। এইরূপ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধিশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্ব ভিন্ন পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রেয়াল নীল কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধামমাহাত্ম্যের সংস্কৃত প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীগৌর নবদ্বীপ পরিক্রমা—জীব-বাণী পঞ্জিকা—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্রে ভিক্ষা ৷৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রাকৃতভাবে পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে টাকা মাত্র

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত আলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। (চন্দ্রামৃত ও শতক উভয়ই ২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৷৵০ আনা, অতি উত্তম কাগজে রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুরই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলবেদশাস্ত্র-মহোদধি মন্থনকরে এই অমৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার রুচিরতর সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২, টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানীদের পাঠের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের মূল সহ পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ান্তর্গত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়শাস্ত্রের কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২, টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কয়েকটী সারবান মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ, পিঃ তে ২, টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ অ্যালবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ প্রভুর বক্তৃতার বিশদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ অ্যালবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিশদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবশিয়ালাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়ও সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ইংরাজ-গণের নিকট-বৈষ্ণবধর্ম্ম লইয়া উপস্থিত হইতেছে—কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ২ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রহ্মপত্তনে আচার্য্যবর শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যার অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা প্রমাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠির কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগত্তারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জনচ্ছিদ্ধকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথবর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, সেবক শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রী[illegible] বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)।

শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কুঞ্জবিহারী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জামগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-কেন্দ্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীমধুমঙ্গলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীহরিসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাসাধিকারী, শ্রীলক্ষ্মীনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ প্রেমানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণব্রহ্ম ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবন্ধনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসর্ব্বেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসদানন্দ, শ্রীমোহন ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং অগস্ত্যকুণ্ড, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীজানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঝুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীস্নেহপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় কৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীনরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

বড়বাঁকীতে এখনও ধরপাকড়

কতকগুলি গ্রামে যদিও এখনও ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৭ ধারা অনুসারে ধর-পাকড় চলিতেছে, তাহা হইলেও বড়বাঁকীর অবস্থার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। এই জিলার কয়েকজন বড় বড় জমীদার ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রজাদের খাজনা কতকাংশে মাফ করিবেন; ফলে ক্ষুদ্র জমীদারগণও এইরূপ প্রস্তাব লইয়া প্রজাদের সম্মুখীন হইতেছেন।

মেজাজকে হত্যার চেষ্টা

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, সার্ভে অব ইণ্ডিয়া অফিসের কর্ম্মচারী আলি মহম্মদ উক্ত অফিসের কর্ত্তা কাপ্তেন হিলীর প্রাণ সংহারের চেষ্টা করায় উত্তর তিভুইনের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ৩ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সরকার পক্ষ ঐ দণ্ড বৃদ্ধির জন্য হাইকোর্টে আপীল করেন। বিচারপতি মিঃ মুসলী ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

ই, আই আর কর্ম্মচারী সঙ্ঘ

পণ্ডিত কর্ণামণনাথ মিশ্রের সভাপতিত্বে গত ১৬ই জুলাই ই, আই, আর রেল কর্ম্মচারী সঙ্ঘের এক সভা হইয়া গিয়াছে। নূতন বৎসরের কর্ম্মকর্ত্তাদের নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। কারওয়ার ব্রজেশ সিং সঙ্ঘের সভাপতি এবং জে, কে, ব্যানার্জ্জী সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ডাকলুঠ সম্পর্কে গ্রেপ্তার

ঢাকা হইতে প্রকাশ যে বিক্রমপুরের চুরাইন নামক গ্রামের অরবিন্দ দত্ত নামে এক যুবক ডাকলুট সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কলুটোলার নগেন্দ্র মুখুজ্যে নামক আর একজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাকে পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

কাণপুরে গুলীর আঘাতে একব্যক্তি আহত

১৯শে জুলাই অপরাহ্নে গুলীবর্ষণ কাণ্ডের ফলে একজন হিন্দু আহত হইয়াছে। ইহা বিপ্লবী দলের কার্য্য বলিয়া মনে হয়। পুলিশ অশ্বিনীকুমার দাস নামে জনৈক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাকে নাকি রক্তমাখা মেঝে পরিষ্কার করিতে দেখা গিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী অসুস্থ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে শরীর অসুস্থ বলিয়া শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী আরও কয়েক দিন প্যারিসে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ২১শে জুলাই তারিখে "গোলটেবিলের পরবর্ত্তী অধ্যায়" সম্পর্কে ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনে তাঁহার বক্তৃতা করিবার কথা ছিল। এই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন।

বাঙ্গালোরে ৫ জন নিহত ও ১০০ জন আহত

গত ১৮ই জুলাই রাত্রিতে বাঙ্গালোর বিন্নি মিলের শ্রমিকদের এক জনতার উপর পুলিশ গুলী চালায়। ফলে ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যায় এবং ৪০ জন গুরুতর আহত হয়।

মিলের বোনাস সম্পর্কেই গোলযোগের সৃষ্টি হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের বাজার মন্দার দরুণ মিলকর্ত্তৃপক্ষ বোনাস দিতে না পাওয়ায় শ্রমিকগণ মিলের মধ্যে প্রবেশ করে এবং শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ অবলম্বন করে, পুলিশ তাহাদিগকে অন্যত্র যাইতে বলে। কিন্তু তাহারা ইহাতে অস্বীকৃত হয়; পুলিশ প্রথমেই তাহাদের উপর লাঠি চালায়, পরে গুলীবর্ষণ করে। আহতদিগকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে, অবস্থা এখন শান্ত কিন্তু উত্তেজনা কমে নাই।

'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' পত্রে বাঙ্গালোর হইতে প্রাপ্ত যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, গত ১৮ই জুলাই সন্ধ্যায় বিন্নি মিলস্মূহের সম্মুখে জনতার উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ পুলিশের গুলীবর্ষণের ফলে পাঁচ জন নিহত ও একশত জন আহত হইয়াছে। কতকগুলি অভাব অভিযোগ জন্য ১৮ই তারিখে শ্রমিকগণ কাজ করিতে অসম্মত হয়। পুলিশ তাহাদিগকে মিলপ্রাঙ্গণ হইতে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। ইতিমধ্যে এক উত্তেজিত জনতা মিলের বাহিরে সমবেত হয় এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপ করিতে থাকে। লাঠি চালনা ফলদায়ক না হওয়ায় পুলিশ গুলী চালাইতে বাধ্য হয়।

প্রভুকে ফেলিয়া শত্রুর কাছে ঘোড়ার আত্মসমর্পণ

লাহোর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে কয়েকজন পলাতক আসামীকে পুলিশ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। পুলিশ জানিতে পারে যে, লয়ালপুর জিলায় ২৯ চক গ্রামে পলাতকেরা একটা মাঠে লুকাইয়া আছে। ঐখানে গিয়া পুলিশ উহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য চীৎকার করিয়া বলে; কিন্তু ইতিমধ্যেই একটি লোক ছাড়া বাকী সকলে চম্পট দেয়।

ঐ হতভাগ্যের পায়েই পুলিশের গুলী গিয়া লাগে। কিন্তু লোকটি ছাড়িবার পাত্র নয়; সেও নিজের রিভলভারটি বাহির করিয়া কয়েকটা গুলী চালাইয়া দেয়; ফলে কয়েকজন পুলিশ এবং তাহাদেরই একটী ঘোড়া আহত হয়।

ঘোড়াটীর অতঃপর কি দুর্ব্বুদ্ধি হইল; সে তাহার প্রভুকে পিঠ হইতে নরাশায়ী করিয়া ঐ পলাতক আসামীর দিকেই ছুটিয়া গেল। আসামী সুযোগ বুঝিয়া লাফ দিয়া ঘোড়াটির পিঠে চাপিয়া যথাস্থানে উধাও হইয়া গেল।

লয়ালপুর হাসপাতালে আহত পুলিশ কর্ম্মচারীগণকে ভর্ত্তি করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে বেতনভোগী কর্ম্মচারি-সঙ্ঘ

গত ১৭ই জুলাই মিঃ বেলভিল সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ের বেতনভোগী কর্ম্মচারী সঙ্ঘের এক সভা হয়। সভায় সরকারী ও বেসরকারী বাজেটকোচের প্রতিবাদ করা হয়।

দুর্ভিক্ষের ফলে চুরির সংখ্যা বৃদ্ধি

বরিশাল ডিস্ট্রিক্ট ভিজিলী ৭ মেহেন্দিগঞ্জ থানা পরিদর্শন করিয়া ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। দুর্ভিক্ষের ফলে বাড়ীঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টিতে কৃষকের ফসল মাঠে মারা গিয়াছে, লোকেরা অর্থহীন, অন্নহীন ও বস্ত্রহীন। অবস্থা দিন দিন চরমে উঠিয়াছে। ক্ষুধিতের আর্ত্তনাদে পল্লীতে পল্লীতে মর্ম্মভেদী হাহাকার উঠিয়াছে। দৈনিক মজুরের কাজ জুটে না। গোবিন্দপুর গ্রামে ১২টী পরিবারের প্রায়ই অনাহারে দিন অতিপাত করিতে হয়, বস্ত্রাভাবে তাহারা লজ্জা নিবারণ করিতে অক্ষম। কেহ কেহ মুষ্টি ভিক্ষার দ্বারা সামান্য চাউল ভক্তের সাহায্যার্থে বিতরণ করিতেছেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতায় এই সাহায্য মরুভূমিতে বারিবিন্দুবৎ অকিঞ্চিৎকর। চারিদিকে যে সব অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যেন পেটের দায়ে লোক জেল বরণ করিতেও ইচ্ছুক। ক্ষুধার তীব্র যাতনায় লোকে রাত্রিযোগে গোপনে পরের রান্না ঘরের ভাত খাইয়া যায়, পথিকের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়, দলে দলে বুভুক্ষিত গ্রামবাসী বাড়ী বাড়ী উপস্থিত হইয়া খাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাকে চুরির সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। নিঃসহায় বিধবাগণ বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ভাতের ফেনের জন্য পাত্র রাখিয়া আসেন।

বৃটিশ কন্‌সাল নিরুদ্দেশ

মিঃ রেজিনাল্ড আর্থার লী জাপানের সাংহাই বন্দরে থাকিয়া বৃটিশ ভাইস কনসালের কাজ করিতেন। ১৯১০ সালের ৫ই জুলাই হইতে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এই রহস্য ভেদ করিবার জন্য পুলিশ অনেক চেষ্টাই করিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

সম্প্রতি জাপানের কোরী বন্দর হইতে সংবাদ পাওয়া গেল, ওখানকার এক জন রাসায়নিকের স্বীকারোক্তি হইতে মিঃ লীর মৃত্যু রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার নেতৃত্বে একদল জাপানী নানা দেশে বেআইনী কোকেন চালান দিত। মিঃ লী ইহাদের গতিবিধি জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে ধরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাই তাহারা তাঁহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়া সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করে। এই অবস্থায় জলে ডুবিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রকাশ্য রাজপথে ডাকাতি

প্রকাশ যে, গত শুক্রবার রাত্রে হাওড়া ষ্টেশন হইতে বালী পর্য্যন্ত যাতায়াতকারী একটি বাসকে এক ডাকাতের দল হাওড়া ভবগন রোডে আটক করিয়া তাহার কণ্ডাক্টারকে প্রহার করে ও তাহার নিকট হইতে পঞ্চাশ টাকা ছিনাইয়া লয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, শালকিয়া চৌরাস্তা ছাড়িবার পরই গুণ্ডারা উক্ত বাসে আরোহণ করে। কয়েকব্যক্তি চালকের পার্শ্বস্থ আসনে ভিড় করে। চালক ইহার প্রতিবাদ করিলে তাহারা চালকের সহিত ঝগড়া বাধায়। বাস ভবগন রোড পৌঁছিলে তাহারা ছোরা মারিবার ভয় দেখাইয়া চালককে বাস থামাইতে বাধ্য করে। দলের মধ্যে যাহারা বাসের ভিতর ছিল, তাহারা কণ্ডাক্টারকে ছোরা দেখায় এবং তাঁহাকে প্রহার করিয়া তাহার নিকট হইতে ৫০ টাকা ও কিছু টিকিট কাড়িয়া লয়।

গোলাবাড়ী পুলিশ এসম্বন্ধে জোর তদন্ত করিতেছে। এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

'শ্রীপ্রাম'
টেলি—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১,
প্রতি কলম ৬,
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২,
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯,
ষান্মাসিক ৫,
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১,
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই শ্রাবণ শুক্রবার, ১৩৩৮, ২৪শে জুলাই ১৯৩১

চলন্ত ট্রেণে খানাতল্লাস

কুষ্ঠিয়া অর্থ-সংস্থায় সাহায্য দানের ব্যবস্থা

লোকাল বোর্ডের নির্ব্বাচন

ট্রেণে ডাকাতির সন্দেহে আসামী ধৃত

দফাদার হত্যার মামলা

২০ খানি হাজার টাকার জালনোট

বিদ্যালয়ে অর্থানুকূল্য

মেটা সিংহের কারামুক্তির সম্ভাবনা

কাইসারের তৃতীয় পুত্র

কলিকাতায় আসাম কর্ম্মী গ্রেপ্তার

নানা কথা

কুষ্ঠিয়া অর্থ সমস্যায় সাহায্য দানের ব্যবস্থা

কুষ্টিয়া মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে বিশেষ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষ ঋণ আইনের বিধানানুসারে বাঙ্গালা সরকার ইতঃপূর্ব্বে ৩১ হাজার ১ শত ৬ টাকা কৃষিঋণ প্রদান করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে সরকার গত শনিবারে ৬ শত টাকা জুনিয়াদহ মুন্সিদের বিভিন্ন গ্রামে কৃষিঋণ প্রদান করিয়াছেন। সাহায্য দানের কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় কংগ্রেস একটি সাহায্য সমিতি গঠন করিয়াছেন। কংগ্রেসের উদ্যোগে ভেড়ামারা ও কয়াতে ২টি সাহায্য-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। কলিকাতার মাড়োয়ারী সাহায্য সমিতিও ভেড়ামারা ও জুনিয়াদহতে সাহায্য দান কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে, বিপন্ন ব্যক্তিগণকে প্রতি সপ্তাহে একদিন ১৮ মণ চাউল বিতরণ করা হইতেছে। এই সমিতি বিতরণের জন্য বস্ত্র আমদানী করিবার আদেশ দিয়াছেন। বিপন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে ৫০ খানি বস্ত্র ও ২ শত ৫০ টাকা বিতরণ করিবার জন্য কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন।

কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি উকীল শ্রীযুত তারাপদ মজুমদারের সভাপতিত্বে সাহায্য সমিতি গত ১৮ই জুলাই ভেড়ামারা, দৌলতপুর ও মীরপুর থানার অধীন বিভিন্ন গ্রামে ৩ মণ চাউল বিতরণ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, আগামী কল্য ঐ সকল স্থানে আরও ৩০ মণ চাউল বিতরণ করা হইবে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, বিপন্ন ব্যক্তিগণের সাহায্যের জন্য রায়টা রেল ষ্টেশন হইতে ভেড়ামারা থানার আল্লারদর্গা গ্রাম পর্য্যন্ত একটি রাস্তার সংস্কার শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

চলন্ত ট্রেণে খানাতল্লাস

প্রকাশ খুলনার কয়েকজন পুলিস ইন্‌স্পেক্টার সাব্‌-ইন্‌স্পেক্টার ও গোয়েন্দা পুলিসকর্ম্মচারী এবং প্রায় ১২ জন কনেষ্টবল সঙ্গে লইয়া শ্রীঅনন্ত সিংহের ... শ্রীযুক্তা ইন্দুমতী দেবীকে অনুসরণ করে এবং বাগেরহাটে আসিবার সময় রূপসা ষ্টেশনে বিনা পরোয়ানাতে তাঁহার দ্রব্যাদি খানাতল্লাস করে। পুলিস তাঁহার কোন দ্রব্যাদি গ্রহণ করে নাই কিন্তু ট্রেণ ছাড়িতে ১৫ মিনিট বিলম্ব হয়। ইহাদের মধ্যে ইউরোপীয় পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপস্থিত হন এবং মহিলাটিকে তাঁহার গন্তব্য স্থানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে জানান যে, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় আসামীগণের পক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি পয়সা সংগ্রহ করিতে বাহির হইয়াছিলেন।

ট্রেণে ডাকাতির সন্দেহে আসামী ধৃত

৬ই জুলাই রাত্রিকালে কুলবেড়িয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে মেল ডাকাতির চেষ্টার সন্দেহে মজুমদার গ্রাম নিবাসী শচীন্দ্রনাথ মুন্সী, নরেন্দ্রনাথ মুন্সী এবং ননীগোপাল কর ৮ই জুলাই তারিখে গ্রেপ্তার হন। ইহাদের জামিনের জন্য যে আবেদন করা হইয়াছিল প্রকাশ তৎসম্বন্ধে আগামী ৩০শে জুলাইয়ের পূর্ব্বে মহকুমা হাকিম কোন আদেশ দান করিবেন না।

২০ খানি হাজার টাকার জালনোট

প্রকাশ, আবদুল মাজিদ নামক হাজার টাকার একখানি নোট জাল করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে উপস্থিত করা হইয়াছিল, ২২শে তারিখ পর্য্যন্ত সময়ের জন্য তাহাকে হাজতে পাঠান হইয়াছে। পুলিশ তদন্তে প্রকাশ, নোট জালের জন্য একটী দল আছে, উহারা ইতিমধ্যে ২০ খানা হাজার টাকার নোট জাল করিয়াছে। আসামী নোট জালের জন্য উপযুক্ত ব্লক তৈয়ার করিতেছিল।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এম্, এ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

॥শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ॥

ষষ্ঠবর্ষ | ২৫ বামন গৌরাব্দ ৪৪৫, ৮ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৪ জুলাই ইং ১৯৩১ শুক্রবার | ১২১তম সংখ্যা।

ভগবানের নিষ্ঠুরত

নিতান্ত অজ্ঞ ও অল্পবুদ্ধি শিশুগণের ভালমন্দ বা কোন কার্য্যের দ্বারা কষ্ট বিচার করিবার আদৌ সামর্থ্য থাকে না। এক্ষণে আমরা যদি কোন বিজ্ঞ ও সুবুদ্ধিমান পিতা ঐরূপ কোন শিশুর হস্তে শাণিত অস্ত্র প্রদান করেন এবং ঐ শিশু শাণিত অস্ত্রের অসদ্ব্যবহার করিয়া তাহা নিজের অনিষ্ট আনয়ন করিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আমরা সকলেই ঐ শিশুকে দোষী সাব্যস্ত না করিয়া পিতাকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকি। কারণ, শিশুর কোন জ্ঞান না থাকিলেও পিতা ত জানেন যে, শিশুর হস্তে শাণিত অস্ত্র পড়িলেই তদ্দ্বারা তাহার সমূহ ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা, তথাপি তিনি যদি ঐরূপ কার্য্যের প্রশ্রয় দে[illegible] তাহা হইলে তাঁহার পুত্রের প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হয়, এবং তজ্জন্য তিনিই দোষী বলিয়া গণ্য হন।

উক্তপ্রকার প্রকৃত বিচারের অহমিকা লইয়া খণ্ড সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা যখন আমরা অখণ্ড অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত লীলার কথা আলোচনা করিতে যাই, তখন আমরা সম্পূর্ণ ভ্রমে পতিত হই এবং তাঁহার অপার করুণার গাম্ভীর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, তাঁহার করুণাকেই 'নিষ্ঠুরতা' বলিয়া ধারণা করিয়া তাঁহাকেই আমাদের সাংসারিক ত্রিতাপক্লেশের জন্য দোষী সাব্যস্ত করিয়া বসি। ইহার ফলে ভগবচ্চরণে আরও অধিকতরভাবে অপরাধী হইয়া পড়ি।

শ্রীভগবান্ জীবকে স্বতন্ত্রতারূপ একটী অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছেন। পুত্রকে ধন দান করাটা পিতার পক্ষে কিছু দোষের কার্য্য নয়। পুত্র ইচ্ছা করিলে সেই ধন বৃদ্ধি করিয়া সুখী হইতে পারে এবং [illegible] সে সেই ধনের অপব্যবহার করিয়া [illegible] [illegible] দোষ নাই। যাঁহারা [illegible] করেন, তাঁহারা নিত্যই [illegible] কৃষ্ণ শ্রীভগবানের [illegible] নিত্যকাল সেবানন্দ [illegible]। কিন্তু যাঁহারা [illegible] আশায় সেই স্বতন্ত্রতার [illegible] অসদ্ব্যবহার করেন, তাঁহারা তৎফলে [illegible] বিস্মৃত হেতু জড়ভোগের আশায় [illegible] এই ত্রিতাপময় সংসারে কারারুদ্ধ হইয়া অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতে থাকেন। শ্রীভগবান্ বিজ্ঞ, কিন্তু জীব ত মূর্খ। শ্রীভগবান্ বিজ্ঞ হইয়াও মূর্খ জীবের হস্তে শাণিত অস্ত্রসদৃশ এই স্বতন্ত্রতা প্রদান করিলেন কেন? যদি তিনি এই স্বতন্ত্রতা প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে তাহার অপব্যবহার ফলে জীবকে আজ এই সংসারে ত্রিতাপে দগ্ধীভূত হইতে হইত না। শ্রীভগবান্ ত জানেন, জীব এই স্বতন্ত্রতা পাইলে তাহার অপব্যবহার করিবেই করিবে। অতএব তিনি দয়াময় হইয়া জীবের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরতা করিলেন কেন? এইরূপ প্রশ্ন অনেক সময় আমাদের মনের মধ্যে উদয় হইলে আমরা ভগবানকে ইহার জন্য দোষী বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

শ্রীভগবানের লীলা মানব-চিন্তার অগম্য, তাই তাহা অচিন্ত্য; তর্ক বা বিচার বুদ্ধির দ্বারা তাহার সীমা নির্দ্দেশ করা জীবের সাধ্য নাই। কৃষ্ণ-করুণাময় হইয়াও বাধার আশায় নানাভাবে তিনি জীবের সহিত লীলা করিবার বাসনায় জীবকে স্বতন্ত্রতারূপ রত্নটী প্রদান করিয়াছেন। [illegible] স্বতন্ত্রতা লাভ জীবের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যসূচক বলিতে হইবে, কেননা স্বতন্ত্রতাটি [illegible] বস্তু-জড় বস্তু, তাহা নিত্যই এবং [illegible] তুচ্ছ। জীবের এই স্বতন্ত্রতা থাকার দরুণ তিনি শ্রীভগবানের সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান পাইয়াছেন এবং জড় জগতের প্রভুতা লাভ করিয়াছেন।

ক্লেশ ও 'সুখ' মনের গতি। যাহাকে আমরা 'ক্লেশ' বলি, উদাসক্ত ব্যক্তি তাহাকেই 'সুখ' বলে। সমস্ত বিষয়-সুখের চরম ফল দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই শ্রীগীতা বলিয়াছেন, মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ। চরমে বিষয়াসক্ত পুরুষ দুঃখ পায়। সেই দুঃখ কঠিনতর হইলেই অমিশ্র সুখের বাসনা জন্মায়। সেই প্রকার বাসনা জাগরিত হইলেই, তাহা হইতে ক্রমশঃ বিবেক, জিজ্ঞাসা, শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গ লাভ হয়। তার পর ক্রমশঃ, জীব উন্নত অধিকারে অধিকারী হইতে পারেন। অতএব দেখা যায় যে, মূলে এই ক্লেশটী চরমে শুভদ। মলযুক্ত কাঞ্চনকে দগ্ধ করিলে ও পেষণ করিলে স্বর্ণ নির্ম্মল হয়। জীবও সেইরূপ মায়াভোগ ও কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ মলযুক্ত হইলে মায়িক কারাগাররূপ হাপরে দগ্ধীভূত হইয়া এবং এই জগদ্রূপ পীঠের উপর নিপীড়িত হইয়া সংস্কৃত হইয়া যান। অতএব বহির্ম্মুখ জীবের যে ক্লেশ, তাহা শুভদ এবং ভগবৎকরুণার পরিচয়। কৃষ্ণলীলায় জীবের যে ক্লেশ, তাহা অদূরদর্শীর নিকট ক্লেশরূপে দৃষ্ট হইলেও দূরদর্শীর নিকট মঙ্গলপ্রদ।

এইরূপ ক্লেশ চরমে শুভদ হইলেও আপাততঃ কষ্টকর হওয়ায় আমরা মনে করি যে, সর্ব্বশক্তিমান কৃষ্ণ কি অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন না। তাঁহার লীলা বহুবিধ ও বিচিত্র। ইহাও তাঁহার একপ্রকার বিচিত্র লীলা। তিনি স্বেচ্ছাময়, স্বকর্ম্ম [illegible] ইচ্ছা লীলা করিতে পারেন। যেখানে লীলা, সেখানে লীলার উপকরণদিগের কোন না কোন প্রকার কষ্ট অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তিনি স্বতন্ত্র স্বরাট্ স্বেচ্ছাময় পুরুষ এবং কর্ত্তা। জীব তাঁহার ভোগের উপকরণ বলিয়া স্বরাট্ পুরুষের অধীন এবং কর্ত্তারূপ পুরুষের করুণার বিষয়। কর্ত্তার ইচ্ছার অধীন হইতে হইলেই কিছু না কিছু কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক। সে কষ্ট চরমে সুখ দেয়, তবে সে কষ্ট কষ্টই তাই কোন মহাজন বলিয়াছেন,—"যে বোব সেবার, দুঃখ হয় যত, সেও ত পরম সুখ। সেবা-সুখ দুঃখ, পরম সম্পদ, নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥" কৃষ্ণেচ্ছা ও কৃষ্ণলীলা পোষণের জন্য জীবের ক্লেশই সুখময়। স্বতন্ত্র বাসনার অপব্যবহার করিয়া জীব মায়াভিনিবেশজনিত যে ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে জীবেরই দোষ, কৃষ্ণের কিছু মাত্র দোষ নাই।

শ্রীভগবান্ জীবকে এই স্বতন্ত্রতা দিয়াও আবার নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। উহার অপব্যবহারফলে জীব ক্লেশ ভোগ করিবে, ইহা জানিয়া তিনি করুণাপূর্ব্বক

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥"

স্বীয় অচিন্ত্য লীলা প্রপঞ্চে উদয় করাইয়া, কখনও বা আচার্য্যরূপে বা জগদ্গুরু যুগাচার্য্যরূপে কখনও বা নিজ পার্ষদ ভক্তগণের দ্বারা জীবের শিক্ষা বিধান করিতেছেন। তিনি সাধু, শাস্ত্র ও গুরুরূপে জগতে নিজেকে প্রকট করিয়া জীবকে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, তিনি জীবকে স্বতন্ত্রতা দিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন; যাঁহার এত বড় করুণা, তাঁহাকে আমরা কোন্ সাহসে নিষ্ঠুর বলিতে পারি?

কাম ও প্রেম

(২)

অশুচি কলুষচিত্ত ব্যক্তিই জগতে প্রেমিক। কিন্তু যদি আমরা শ্রীগুরুকৃপায় সুদর্শন লাভ করি, তবে দেখিব, উহারা প্রেমিক নহে, কামুক। শুদ্ধ প্রেমে কাপট্যের কুনাট্য নাই। কৃষ্ণসেবা-লোলাহানতারূপ কপটতা বিদ্যমান থাকিতে প্রেমোদয়ের কোনই সম্ভাবনা নাই। অনেক সময় ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হইয়া আমরা কামতর্পণকেই গোবিন্দ-সেবন বুঝিয়া আত্মবঞ্চিত হই। কিন্তু সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করিলে কাম ও প্রেমের তারতম্যসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়ের ছলনা ধরিয়া ফেলিবার মত বল লাভ হয়। মনঃশিক্ষার ভাষা-গানে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

কপটতা হৈলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পূর
জীবের হৃদয় ধন্য করে।
অতএব বহু যত্নে আনিবারে প্রেম-রত্নে
কাপট্য রাখহ অতি দূরে॥

সর্ব্বপ্রকার কাম অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাম দূর হয় না। কাম পরমসেব্য শ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের অপ্রাকৃত কাম পূরণে পর্য্যবসিত না হইলে কি প্রকারে প্রেম রত্ন লভ্য হইবে? চরম প্রয়োজন চিন্ময় প্রেম ও কলুষিত কামে কি প্রকার প্রভেদ, তাহা কবিকুলমুকুটমৌলি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতে অতি উজ্জ্বল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। তাহা এই,—

"কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা, ধরে 'প্রেম' নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য প্রেম ত প্রবল॥
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখমর্ম্ম॥
দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমসেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধ তমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥

ইহা হইতে অতি স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার নাম 'কাম' এবং তাহা—অন্ধতম সদৃশ। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিরূপ চিন্ময় প্রেমপ্রভাকরের উদয়েই তাহার অপগম হয়। অপ্রাকৃত প্রেমিকা ব্রজগোপিকাগণের সেবাবৃত্তি কামগন্ধহীন এবং তাঁহাদের সর্ব্ববিধ কার্য্য কৃষ্ণ-সুখের অনুসন্ধান করে। তাঁহারাই একমাত্র নিষ্কাম। আর যাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবলে নিষ্কাম প্রীতির মর্ম্ম বুঝিয়া সেই চরম সাধনায় আত্মদান করেন, তাঁহারাও কামগন্ধশূন্য। অপ্রাকৃত প্রেমরসিকগণের প্রেমময় শ্রীভগবানের সুখ তাৎপর্য্য ভিন্ন অন্য কোন বাসনা নাই। এমন কি, স্বয়ং ইচ্ছাময় শ্রীহরি যদি তাহাদিগকে দুঃখ দিয়া সুখী হন, তবে তাঁহারা তাহাতেই সুখী। তাঁহাদের কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ কোনও সুখ কামনারই নিতান্ত অভাব। প্রাণ-প্রভুর শ্রীবদনে আনন্দোজ্জ্বল মধুর হাস্যদর্শনে তাঁহারা আত্মদুঃখকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য করেন। যথা,—

"না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে মোর তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥"

প্রেমের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ ইহাপেক্ষা আর কি হইতে পারে? শুদ্ধ ব্রজজনের আনুগত্য ভিন্ন জড় সাহজিক সমাজের ধারণা এই প্রকার অপূর্ব্ব ভাবের শুদ্ধ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না; সেই জন্যই তাহারা হেয় জড় কাম ও চিন্ময় প্রেমকে সমপর্য্যায়ভুক্ত মনে করিয়া নরকগামী হয়। প্রেম ও কামের পার্থক্য না বুঝিবার দরুণ বর্ত্তমান জগতে ভীষণাদপি ভীষণ অনর্থরাশির তাণ্ডব-লীলা চলিতেছে। নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মের নাম দিয়া গৌরনাগরী প্রমুখ তেরটী অপসম্প্রদায় কামকেই হৃদ্‌আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কাম ও প্রেমের স্বরূপজ্ঞান লাভ না করা পর্য্যন্ত জগতে এইরূপ যথেচ্ছাচারিতা অবাধে চলিতে থাকিবে। প্রেমধর্ম্মের নামে কত জঘন্য কথা লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছিল। নীতিজ্ঞান পর্য্যন্ত বিবর্জ্জিত, লম্পট, লোভী, বর্ণজ্ঞানহীন অশিক্ষিত ব্যক্তি, 'বাবাজী', 'বৈরাগীঠাকুর' 'গোঁসাই প্রভু' ইত্যাদিরূপে প্রাকৃত কৃষ্ণত্বের আরোপ করিয়া শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে বিষস্রোত প্রবাহিত করিতেছিল। অজ্ঞ কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা উহাদের যত কিছু অন্যায় অত্যাচার নির্ব্বিবাদে সহ্য করাকেই যেন পরম কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল, সেই জন্যই অন্ধতম কামের দ্বারা আচ্ছন্নমতি সমগ্র জগদ্‌বাসীকে নির্ম্মল প্রেম-ভাস্কর-প্রভায় উদ্ভাসিত করিবার জন্য স্বরূপরূপানুগবর বর্ত্তমান যুগাচার্য্যদেব কৃপাবশতঃ প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছেন। পূর্ব্ব তোরণে অরুণের অংশুকণরেখা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে অতিক্রান্ত অন্ধকার অপগমের ন্যায়, যত কামুক কপটী সম্প্রদায় আজ সেই অপ্রাকৃত শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত জ্যোতিঃ সংঘে অগম্য হইয়া পেচকের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। গৌরাঙ্গসাক্ষাৎ ও গৌরনাম প্রচারের ছলনায় তাহারা ইন্দ্রিয়তর্পণের যে দশধারা 'বন্দোবস্ত' সমাজদেহের উপর গড়িয়া দিয়াছিল, আজ সেই সাধে 'বালি' পড়িয়াছে। নিরপেক্ষ সুবুদ্ধি জনমণ্ডলী আচার্য্যদেবের অপূর্ব্ব সুদর্শন-বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া 'প্রেম ও কাম', 'চিন্ময় তর্পণ ও ভর্ৎসন', 'ভোগ ও ত্যাগ' এই কথাগুলির যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইতেছেন।

স্বপ্নভ্রম কোথায়?

আমরা পরিদৃশ্যমান জগতে যাহা দর্শন করিতেছি, সবই নশ্বর। অনিত্য দেহ-মনোধর্ম্মে অবস্থান করিতে করিতে আমাদের চেতনের বৃত্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল মনোধর্ম্মী জীবের স্বকৃত কর্ম্ম বিপাকেই বিবর্ত্তবুদ্ধিতে আবৃত হইয়া অসত্যে সত্যভ্রম, অনিত্যে নিত্য ভ্রম, অচেতনে চেতন ভ্রম স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমরা জড়াবরণে মুগ্ধ হইয়া স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধিরূপ মোহ-গরিমায় বিজৃম্ভিত হইয়াছি। অজ্ঞান অন্ধকার হইতে দিব্যালোকের রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিলেই চেতনের দর্শন সম্ভব হয়। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত অবাস্তব ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের মাপকাঠিতে অপ্রাকৃত অধোক্ষজ বস্তু মাপিতে যাওয়া সম্পূর্ণ নির্ব্বুদ্ধির পরিচয়।

আমরা রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় যে স্বপ্ন দর্শন করি, তৎকালে তাহা সত্যই স্থির করি। পরে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে মনে করি, আমি আজ অমুক অমুক বিষয় স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি। কিন্তু স্বপ্নের অস্তিত্ব যেমন কিছুই নাই, আমাদের জাগ্রতের অবস্থাও তাহাই। জাগ্রতে যাহা দর্শন করিতেছি, তাহাও থাকিবে না, তবে স্বপ্নভ্রম কোথায়?

আমরা আপাতঃ মনোরম মধুপুষ্পিত বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া ভক্তিরাজ্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। কৃষ্ণস্মৃতিবিস্মৃত স্বরূপ-ভ্রষ্ট মাদৃশ পতিত জীবের প্রতিই ভগবান্ নিরন্তর তাঁহার ত্রিগুণমোহিনী মায়া বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন।

যেদিন আমরা এ জড়াবরণ পরিত্যাগ করিয়া পতিতপাবন আচার্য্যবরের অভয় চরণাম্বুজে নিষ্কপটে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সেবোন্মুখ হৃদয়ে অগ্রসর হইব, সেদিন আমাদের চেতনের বৃত্তি উদ্ভাসিত হইয়া অখিলামৃতধাম কৃষ্ণনামকীর্ত্তনের সৌভাগ্য লাভ হইবে। কর্ম্মের গৌরব, জ্ঞানের গৌরব হৃদয় হইতে দূরে অপসারিত হইয়া সত্য সত্য চিৎসূর্য্যালোক দর্শন হইবে, তখন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-লাভের জন্য আর লালায়িত হইয়া ছুটিব না। তখন যথার্থ অবিদ্যাবিধ্বংসিনী জীবাত্ম-স্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণকার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ যুগাচার্য্যদেবের পাদপদ্মান্তিকে অবস্থিত হইয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ পিপাসাই বলবতী হইয়া উঠিবে। গৌরপ্রেষ্ঠ কারুণ্যবিগ্রহ জগদ্গুরুবরের শ্রীমুখবিগলিত শুদ্ধ সনাতনীবাণী আমাদের অচেতন-বৃত্তি বিনষ্ট করিয়া হৃদ্দেশ অধিকার করিবে। পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যবর্য্যের করুণা কটাক্ষে আমাদের সন্তাপিত হৃদয় স্নিগ্ধ হইয়া ভগবান উরুক্রমের গুণগাথা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে। তখন নশ্বর প্রাকৃত জগতের মোহিনী প্রকৃতি তার সংসার-গর্ত্তের অনিত্য প্রবাহে নিপাতিত করিতে পারিবে না। তখনই আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে যে, স্বপ্নভ্রম কোথায়? নিদ্রিত-জাগ্রতের ভ্রম কোথায়?

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে রথযাত্রা মহোৎসব

গত ১লা শ্রাবণ ১৭ই জুলাই শুক্রবার শ্রীশ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীশ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখা শ্রীশ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারীজীর পর্য্যবেক্ষণে ও সুনৈপুণ্যে মহামহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। সমাগত সজ্জন মণ্ডলী আনন্দের সহিত কীর্ত্তনমুখে প্রসাদ-সেবা করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হন। শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ-কিশোরজীউর ভোগ-আরতি প্রভৃতি ভক্তাজ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দজীর সুললিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সমাগত সকলেই পরম আনন্দে আপ্লুত হন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্ত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২০/৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষ্যভাবসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ৫০টি অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায়ে বৈভববিজ্ঞানাবলীর মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন জীবনচরিত্র-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্তামণি অচিন্ত্যভেদ-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যাদির মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসপূজা, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম ও মনোধর্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম ও শ্রৌতসঙ্গ, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীহরির স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিষ্ণুর ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী রসভাবনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভাগবত

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রণীত বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ৷০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ৷৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, বর্ণাশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৷৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সারসমন্বয় গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম—আশ্রম-ধর্ম—শুদ্ধপ্রাপ্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোল্ড রূ কাপিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধামমাহাত্ম্যের সম্পূর্ণ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্রে ভিক্ষা ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অত্যুত্কৃষ্টভাবে মুদ্রিত। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীসম্প্রদায় প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও পাঠ্যপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৷০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

বিদ্যালয়ে অর্থানুকূল্য

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ যে, শ্রীমতি গোলাপমণি দাসী পাহাড়হাটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণকল্পে ৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীযুত চারুচন্দ্র পাল মুগাডাঙ্গার রামকৃষ্ণ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণকল্পে ১০ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

কাইসারের তৃতীয় পুত্র

বার্লিন হইতে প্রকাশ যে ভূতপূর্ব্ব কাইসারের তৃতীয় পুত্র জার্ম্মাণ সোসিয়ালিষ্টদিগের পক্ষে প্রচারকার্য্য করিতেছেন। হেমোলিনের পথে তাঁহাকে একদল লোক ঘেরাও করিয়া বলে, তাঁহার পক্ষে এরূপ কার্য্য সঙ্গত নহে। কথা ছাড়িয়া হাতাহাতি আরম্ভ হয়। প্রকাশ, কাইসার পুত্র ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

পুরীতে রথযাত্রায় কলহের ফলে দাঙ্গা

প্রকাশ, দৈত্যারি অর্থাৎ বেশকারক প্রভৃতির সহিত রাজার কলহের ফলে দর্শক ও মন্দির-পুলিসের মধ্যে দাঙ্গা হইয়াছে। জনরবে প্রকাশ, খুনও হইয়াছে পুরীতে প্রায় ২০ হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছেন।

মেটা সিংহের কারামুক্তির সম্ভাবনা

পঞ্জাবের মাষ্টার মেট সিং ১২৪ এ ধারানুসারে সালেম সেন্ট্রাল জেলে এ শ্রেণীর বন্দীর ন্যায় আবদ্ধ ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাকে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এক সপ্তাহের মধ্যে সম্ভবতঃ তিনি মুক্তিলাভ করিবেন, কারণ ঐ সময়ে তাঁহার ২ বৎসর কারাদণ্ডের মিয়াদ পূর্ণ হইবে।

মেদিনীপুরে অধ্যাপকদ্বয়

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য অধ্যাপক আবদুর রহিম এবং মৌলবী জালালুদ্দিন হাসেমি মেদিনীপুরে আসিয়াছেন। টাউন কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে তাঁহাদের ষ্টেশনে আন্তরিকতার সহিত সম্বর্দ্ধনা করা হয়।

কাণপুরে বিপ্লবীর গুলী

১৯শে জুলাই অপরাহ্নে কাণপুরে গুলীমারা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে একজন হিন্দু আহত হইয়াছে। বিপ্লবীরা গুলীবর্ষণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিস অশ্বিনীকুমার দাসকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, যুবককে রক্তমাখা মেঝে পরিষ্কার করিতে দেখা যায়।

উড়িষ্যা নারীসম্মেলন

আগামী ২রা এবং ৩রা আগষ্ট তারিখে বালেশ্বরে শ্রীযুক্তা কুন্তলকুমারী দেবীর সভানেত্রীত্বে নিখিল উড়িষ্যা নারী সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। এই প্রকারের সম্মেলনের এই প্রথম অধিবেশন প্রকৃত উড়িষ্যার নারীগণ ব্যতীত সমস্ত রাজ্যের নারীগণও এই সম্মেলনে যোগদান করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই সম্পর্কে একটী স্বেচ্ছাসেবকদল গঠিত

কলিকাতায় আসামকর্ম্মী গ্রেপ্তার

গতকল্য সোমবার ৭নং বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটস্থ কামরূপ প্রেস হইতে তেজপুর জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত মহাদেব শর্ম্মাকে সুকিয়া ষ্ট্রীট পুলিস তেজপুরের ডেপুটী কমিশনারের পরোয়ানাবলে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, ১৪ দিন পূর্ব্বে দারং জিলার রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের উক্ত শর্ম্মা এক বক্তৃতা দিয়াছেন।

গ্রেপ্তার করিয়া স্থানীয় থানায় তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়। তিনি বর্ত্তমানে হাজার টাকার জামিনে মুক্ত আছেন।

লোকাল বোর্ডের নির্ব্বাচন

বরিশাল হইতে সংবাদে প্রকাশ, বাখরগঞ্জের সদর মহকুমার লোকাল বোর্ডের নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। মোট ২০টি নির্ব্বাচিত আসনের মধ্যে ১২ জন মুসলমান ও ০৮ জন হিন্দু সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। বর্ত্তমান সদস্যদের মধ্যে বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুত শরৎচন্দ্র গুহ, শ্রীযুত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার দাস গুপ্ত নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই।

জুনাগড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

প্রকাশ, জুনাগড় রাজ্যের অন্তর্গত ভেরাভলে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার ফলে ছয় জন হিন্দু নিহত ও ছয় জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

গুলীর জের

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কনভোকেশনে গুলীবর্ষণের মামলার সওয়াল জবাব শেষ হইয়াছে। 'মিলাপ'এর স্বত্বাধিকারী মহাশয় কুশলচাঁদের পুত্র মিষ্টার রণবীর সিং বি, এ ও মিষ্টার চমনলাল ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট প্রাথমিক তদন্তের জন্য প্রেরিত হন। তিনি গত ৫ মাস যাবৎ সাক্ষ্য সংগ্রহ করার ফলে ফরিয়াদী পক্ষ ১০০ জন সাক্ষী ও একজন রাজসাক্ষী আদালতে উপস্থিত করেন। ২৩শে জুলাই পর্য্যন্ত মামলা স্থগিত আছে।

বালিকা বিদ্যালয়ে অনশন ধর্ম্মঘট

প্রকাশ, মালবীপুর তোনারাম বালিকা বিদ্যালয়ের বোর্ডিংয়ের ছাত্রীবৃন্দ কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় ব্যবহার ও অপর্য্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ করিবার প্রতিবাদে অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছে।

দফাদার হত্যার মামলা

গত ১৮ই জুলাই মুন্সীগঞ্জের মহকুমা হাকিম মিঃ কে, চৈত্র [illegible] থানার [illegible] দফাদার হত্যার মামলার আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারানুসারে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, গত ৬ই জুন প্রাতঃকালে [illegible] ইউনিয়ন বোর্ডের দফাদার [illegible] মোল্লা সাতজন চৌকিদার সহ একটা প্রসিদ্ধ পলাতক আসামী [illegible] মামুদ আলি দারীকে গ্রেপ্তার করিতে যান। মামুদ আলি একখানা কুঁড়ে ঘরে ছিল, দফাদার যখন মামুদ আলিকে ধৃত করে, তখন সে একখানা দা ও তীক্ষ্ণ ছোরা দ্বারা দফাদারের দুই হাতে গুরুতররূপে আঘাত করে। চৌকিদারগণ মামুদ আলিকে গ্রেপ্তার করে। দফাদারকে ঢাকায় মিট ফোর্ড হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়, তথায় পর দিন সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট কতিপয় সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারানুযায়ী আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করিয়া আসামীকে দায়রা সোপর্দ্দ করেন।

শোভাযাত্রা হাঙ্গামায় আসামীগণের কঠোর কারাদণ্ড

গত ১৯শে জুলাই স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার সি, আর মুখোপাধ্যায় নীলফামারিতে সরস্বতী পূজার শোভাযাত্রা হাঙ্গামার মামলার রায় দিয়াছেন।

আরব আলি সদাগর, আবদুল বারি সদাগর ও আবদুল ওয়াহেদ সদাগর এবং মসজিদের ইমাম রহিম বক্স ও বসিরুদ্দিন ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৭ ও ১৪৭ ধারানুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হইয়া প্রত্যেক ধারায় ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। বইজউদ্দিন ঈশান, দৌলতবড়ুয়া ও আমীর প্রত্যেককে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তাহাদের প্রত্যেককেই ফৌজদারী বিধির ১০৬ ধারানুযায়ী এক বৎসরের জন্য ১০০৲ টাকা জামিন মুচলেকা প্রদান করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রথমে ১৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়; তন্মধ্যে ২জন মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং প্রমাণাভাবে ৪ জন মুক্তি লাভ করে।

টোঙ্গা ও মোটরে সংঘর্ষ

গত ১৮ই জুলাই সাহাদারা রোডে ভীষণ মোটর সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। যাত্রীপূর্ণ একখানা লরী পূর্ণ বেগে যাইবার সময় একখানা টোঙ্গার সহিত তাহার সংঘর্ষ ঘটে। টোঙ্গার লোকজন অল্প জখম হয়। কিন্তু লরীখানা অসাবধানতার সহিত চালিত হওয়ায় ভীষণ বেগে একটা গাছের উপর যাইয়া পড়ে। ফলে লরীখানা খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় এবং একজন স্ত্রীলোক ও একজন শিশু মারা যায় এবং লরীচালক ও আর ১৬ জন গুরুতর জখম হয়।

বিনা লাইসেন্সে মদ তৈয়ার করায় আসামী গ্রেপ্তার

কালীচরণ সাহা নামক জনৈক লোককে সম্প্রতি পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে নাকি বিনা লাইসেন্সে দেশীয় মদ তৈয়ারী করিতেছিল। এই সম্পর্কে পুলিস কুমারটুলীর গোপী রায় লেনের একটা ঘরে খানাতল্লাস করিয়া প্রায় দুই মণ দেশীয় মদ হস্তগত করিয়াছে। তাহারা চন্দ্রকান্ত ও কুশী নামক দুই জন লোককেও গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই সম্পর্কেই পুলিসের আরও তদন্ত হইতেছে।

সারণ দায়রা বিচারে ৩ জনের প্রাণদণ্ড

সারণের দায়রা বিচারক মিঃ আর, বি, বীভার আই, সি, এস, রাফিউদ্দীন মাবুদ এবং আলিম নামক ৩ ব্যক্তিকে নরহত্যার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া উহাদের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

"শ্রীশ্রীমঃ"
টেলি—
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রত্যবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ,৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩৮, ২৫শে জুলাই ১৯৩১

নানা কথা

বন্দীর শোচনীয় অবস্থা

গত বৎসর এপ্রিল মাসে কুষ্টিয়ার শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন আচার্য্যকে বঙ্গীয় অর্ডিনান্স মতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যখন হইতে তিনি প্রেসিডেন্সী জেলে আটক আছেন সেই হইতে তিনি কর্ণমূল বেদনায় বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন। কখনও কখনও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁহার চিকিৎসা করা হইত। প্রকাশ কিছুদিন ধরিয়া তাঁহাকে আর চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হয় না। ফলে বর্ত্তমানে তাঁহার রোগ ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে এবং তাঁহার দৃষ্টি শক্তিরও ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা।

ননীগোপালের ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

জজ জুরীদিগের রায় গ্রহণ করতঃ ননীগোপালকে ১০ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট ১৬ জন আসামীকে ৯ মাস হইতে ২ বৎসর পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন মিয়াদে দণ্ডিত করিয়াছেন।

আদালতে রায় ঘোষণার পরে ননীগোপাল জজকে আহ্বান করিয়া বলে—আপনার দণ্ড আপনার পকেটে রাখুন, আমি তাহাকে তৃণজ্ঞান করি।

বন্দীর শোচনীয় অবস্থা

ননীগোপালের ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

রজকের কীর্ত্তি

গভর্ণরের প্রতি গুলী নিক্ষেপ

কাণপুরে পিস্তলের গুলী

রেঙ্গুণ বিদ্রোহীর ক্যাম্প ধ্বংস—

বহু বন্দুক ও কামান হস্তগত

মেদিনীপুরে প্রভাত ফেরী

ব্রহ্মে ডাকাতদের আরও উপদ্রব

কলেজ ষ্ট্রীট হত্যার জের

রজকের কীর্ত্তি

পিয়ারীলাল নামক জনৈক ধোপা নদীয়া নামক জাহাজে চড়িয়া উক্ত জাহাজের অপর ধোপা মথুরার সহিত বচসা করিয়া, একখানি কলম কাটা ছুরী দিয়া মথুরাকে আহত করে। অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার করিয়া পিয়ারীলালের চল্লিশ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তিনমাস কারাদণ্ড ভোগের আদেশ দিয়াছেন।

গভর্ণরের প্রতি গুলী নিক্ষেপ

রিভলভারসহ আততায়ী ধৃত

বোম্বায়ের অস্থায়ী গভর্ণর স্যার আর্নেষ্ট হটসন আজ পূর্ব্বাহ্নে যখন পরিদর্শনের জন্য পুণা ফার্গুসন কলেজের লাইব্রেরীতে প্রবেশ করেন, সেই সময় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পর পর দুইটী গুলি করা হয়। প্রকাশ, লাট বাহাদুর অদ্য মধ্যাহ্নে ফার্গুসন কলেজ পরিদর্শনে গমন করিলে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ মিষ্টার মহাজনী ও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে লাইব্রেরীতে লইয়া যান। গভর্ণর লাইব্রেরী গৃহে প্রবেশ করিবার সময় বাসুদেব বলবন্ত গোগেট নামক একটী ছাত্র ২২ পয়েণ্ট শক্তি বিশিষ্ট একটি রিভলভার বাহির করিয়া লাট সাহেবের প্রতি দুইবার গুলী বর্ষণ করে।

প্রথমবার লাট বাহাদুরের বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্বের পকেটের পুরু পকেটবুকের ধাতু নির্ম্মিত বোতামে লাগিয়া ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় গুলী তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া যায়। তৃতীয় গুলী বর্ষণের পূর্ব্বেই গভর্ণর আততায়ীকে জাপটাইয়া ধরিয়া ফেলেন এবং তাহার হস্ত হইতে রিভলভারটী কাড়িয়া লন। পুলিশ তৎক্ষণাৎ আততায়ীকে ধরিয়া ফেলে। রিভলভারটী পরীক্ষা করিয়া উহার মধ্যে ১টি তাজা গুলী দেখিতে পাওয়া যায়।

আততায়ীর পকেটে আরও একটী গুলীভরা রিভলভার পাওয়া গিয়াছে। আসামীকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়। সৌভাগ্য বশতঃ গভর্ণর বাহাদুর কোন আঘাত প্রাপ্ত হন নাই। গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে ফারগুসন কলেজের মধ্যে এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইল। প্রকাশ, পুলিশ আততায়ী গোগেটের বাসগৃহ খানাতল্লাস করিয়া ৫টি তাজা কার্তুজ পাইয়াছে।

... ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্ এস্ এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ | ২৬ বামন গৌরাব্দ ৪৪৫, ৯ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৫ জুলাই ইং ১৯৩১ শনিবার | ১২২তম সংখ্যা।

চিরনূতন

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষ্বপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অনেক মনোধর্ম্মী ব্যক্তির মুখে প্রায়ই শুনা যায়,—"সর্ব্বদা এক কথা কি ভাল লাগে? 'নদীয়া-প্রকাশ', গৌড়ীয় ইত্যাদি পত্রে ও প্রচারকবর্গের প্রচারে এক ভগবৎকথারই "চর্ব্বিত চর্ব্বণ" চলিতেছে, একটুকু অন্যান্য কথার সঙ্গে মিশাইয়া বলিলে নূতন ও রুচিপ্রদ হইত।" এই সকল 'নবীনের উপাসকগণ' সতত পরিবর্ত্তনশীল অনিত্য ও অসদ্ বস্তুর বাহ্যরূপে বিমোহিত বলিয়াই এইপ্রকার বলেন। "তিক্তরসযুক্ত (?) আত্মধর্ম্ম গলাধঃকরণ করিবার নিমিত্ত মনোধর্ম্মের আস্বাদপূর্ণ 'চাট্‌নী' প্রস্তুত করিব,—চেতনকে আয়ত্ত করিবার জন্য জড়ের সাহায্য গ্রহণের দরকার আছে, নতুবা সর্ব্বসাধারণের প্রীতিকর হয় না" একদল লোকের এইপ্রকারের ভ্রান্ত ধারণা আছে। কিন্তু জড়ধর্ম্ম যে চেতনের সম্পূর্ণ বিপরীত, ইহা তাহাদের বোধগম্য হয় না।

পূর্ব্বাভিমুখী ব্যক্তি যেরূপ পশ্চিম প্রদেশের বিপরীতদিকেই অগ্রসর হইতে থাকে, তদ্রূপ আত্মধর্ম্মানুশীলনকারিগণ বাস্তব বেদ্য শ্রীভগবানে রোচমানা প্রবৃত্তি সহকারে সেবানুকূল-পথেই অভিগমন করেন, তাহাতে দেহমনোধর্ম্মরূপ ঔপাধিক বিরুদ্ধ চর্চ্চার অবকাশ নাই। নিখিল সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যরসের আলয় শ্রীশ্যামসুন্দরের নিত্য শুদ্ধ, নাম, রূপ গুণ, লীলা প্রভৃতি কীর্ত্তন করিতে যাইয়া প্রেমরসিক ভক্ত এত তন্ময় হইয়া পড়েন যে, প্রেমময়ের মহিমাগানের নিমিত্ত কোটি জিহ্বা প্রার্থনা করেন, আবার সেই অপূর্ব্ব গুণাবলীর নিরন্তর শ্রবণলোলাবশতঃ অপটু একটী শ্রবণেন্দ্রিয়কে ধিক্কার প্রদান করিয়া অযুত শ্রবণপ্রাপ্তির লালসা হয়। শ্রীগোবিন্দের অপ্রাকৃত শোভা-সন্দর্শন-প্রয়াসিনী ব্রজরামাগণ পলকযুক্ত নয়নের নিন্দা করিয়া পলকহীন কোটি চক্ষুর প্রার্থনা করিয়াছেন। উপাস্য প্রভুর সেবার জন্য সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়াও ভক্তপ্রাণের আর্ত্তি যেন আর পরিতৃপ্ত হয় না। সেই প্রীতির স্বভাবই ক্রমবর্দ্ধনশীল। অভক্তগণ চিদ্বৈচিত্র্যের মর্ম্মাবধারণে সম্পূর্ণ অক্ষম। কবিকুলশেখর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী গাহিয়াছেন,—

"হৃদয়ে ধরয়ে যেই চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥
এ'সব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥"

যাঁহারা শুষ্ক ভজনের 'পুঁজিপাটী'র পক্ষে ভগবান্‌কে মাপিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আবার অন্যত্র কহিয়াছেন—

"অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞাননিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে॥"

রসজ্ঞ ভক্ত কোকিলগণ কৃষ্ণভক্তিরসরূপ চূতমুকুলে বিচরণ করিয়া প্রেমোৎফুল্ল পঞ্চম তানে শ্রীভগবানের গুণগান করেন, জ্ঞানরূপ নিম্বফলের বাহ্য চাকচিক্য তাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও মধুরিমা ভগবদ্ধামেরই বিকৃত প্রতিফলন এবং যে জড়রস সমূহ বদ্ধজীবের চিত্ত বিভ্রম উৎপাদন করিতেছে, তাহাও সর্ব্বপ্রকার আবিলতাশূন্য অতি উপাদেয় চিন্ময় গোলোকরসেরই কুণ্ঠাযুক্ত হেয় প্রতিবিম্ব। যাহারা অনন্ত মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অমৃত, অশোক, অভয়পদ আলোচনাতে পরিতোষ না পাইয়া জড়ীয় বিকৃত বিষয়ের 'চাট্‌নি' দিয়া উহা মুখরোচক করিতে চাহেন, তাঁহাদের বিশেষ 'কুগ্রহের' সঞ্চার হইয়াছে, সন্দেহ নাই। নিখিল শাস্ত্রগণ তারস্বরে গাহিতেছেন,—কৃষ্ণই একমাত্র নবীন,—তিনি নিত্যসনাতন হইয়াও নিত্য নূতন, তিনি—নব নব নবীনতার আদি ও অক্ষয় প্রস্রবণ। তিনি—সমগ্র যশঃ, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অবিনশ্বর আধার। চেতনাচেতন যাহা কিছু, তাঁহা হইতেই সম্প্রকাশিত, আবার তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে মহাপ্রলয়ে সমস্ত ধ্বংস হইলেও একমাত্র তিনিই বিদ্যমান থাকিবেন। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি-অবয়ব নিখিল চেতনের আকর্ষণকারী শোভাবিশিষ্ট। তাহাতে জড়দেহদেহীর মত খণ্ড ব্যবধান নাই। সেই সুন্দরতম শ্যামসুন্দরের "পদকমলতলরূপ থাল্মেন্দিশোভাতে আকৃষ্ট হইয়া জয়শ্রী অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকা স্বাধবরজনিত সুখ লাভ করিতেছেন।"

হায়, জাগতিক নশ্বর রূপ-রসের মোহে আসক্ত মানব জানে না যে,—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভাতি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

শ্রীহরির গুণকথন, বিস্তা নবসুধাময়ী কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্যশ্রবণ কিম্বা কীর্ত্তন করিলে শ্রীহরি অতি সত্বর স্বয়ং ভক্তের হৃদয়ে উদিত হন। হরিকথামৃতই চিত্তের পরম পাবন, বর্ষাকালীন বেগবতী জাহ্নবী-প্লাবনে দিগ্‌দেশ নির্ম্মল হওয়ার ন্যায় হরিকথামৃতা সরিৎপ্রবাহে চিত্তের সমগ্র অভদ্র বাসনারাশি সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। হরিকথা শ্রবণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবত উচ্চরবে কহিতেছেন,—

"পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥"

কমলদলবিহারী মধুকর কখনও বিষ্ঠার কুণ্ডে গমন করে না। যাঁহারা গৌড়ীয় বা নদীয়া-প্রকাশ পাঠের অভিনয় করিয়া অন্তরে জড়েরই জয় গাহেন, তাঁহারা বিদ্ধাভক্তির নানাবিধ মুদ্রা প্রদর্শন করিলেও ভক্তগণ তাহাদের "বিষকুম্ভ-পয়োমুখ" স্বরূপটা বুঝিতে পারেন।

নব নব রসধাম শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণলীলা-পরিকরাদির কথাও নিত্য নবনবায়মান রসযুক্ত, যতই আস্বাদন করিবেন, ততই নব নব স্বাদ অনুভব করিতে পারিবেন।

তারের সংবাদ

মাদ্রাজ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ পরলোকগত স্যার সদাশিব আয়ারের কনিষ্ঠ পুত্র টি এস রামচন্দ্র আয়ার আই, সি, এস, সাব কলেক্টর বাহাদুর আকস্মিক মাদ্রাজ

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥"

শ্রীচৈতন্য মঠের শাখা মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহের সেবার্থ প্রায় একবিঘা ভূমি দান করিয়াছেন। উক্ত মঠের সেবকগণ আরও একবিঘা ভূমি খরিদ করিয়া আগামী রবিবার দিবস (২৬শে জুলাই) বিরাট সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে উক্ত জমি দখল করিবেন।

বিশ্বধর্ম্ম-প্রসঙ্গে

(শ্রীপাদ সুদর্শনসনাতন ভক্তিশাস্ত্রী)

আজ বিশ্ব-মানব-সমাজ ভোগের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্ন-ভাবে ঐহিক ভোগ-সুখ-লিপ্সাই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যষ্টিগত-ব্যাধি মহাব্যাধিরূপে সমষ্টিতে সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছে। ভোগসুখ-লালসায় সমাজ আজ স্বার্থপর ও দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য। সমাজ জীবনে ধর্ম্মের স্থান নাই। স্বেচ্ছাচারিতাই ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে। তাই ব্যভিচারের বিষময় পরিণাম আজ সমাজশরীরের সর্ব্বত্র প্রকটিত।

আমাদের দুর্ভাগ্য, নিরপেক্ষ বিচার এখন আর আমাদের নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতাস্রোত-প্রবাহে আমরা গড্ডলিকার ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছি। পাশ্চাত্য সমাজ আমাদের জীবন-যজ্ঞের ভাগ্যনিয়ন্তা—শিক্ষা ও দীক্ষা-গুরু। নিত্য-সত্য-স্বরূপ বেদধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা—মোক্ষমূলর। বেবের, বেনফী, হুইটনী, বেনিয়ের, কীলহর্ণ, বর্ণেল—আমাদের শাস্ত্রোপদেষ্টা। টলষ্টয় এখন মানবধর্ম্মশাস্ত্ররচয়িতা ব্রহ্মার মানস পুত্র মনুর আসনে সমাসীন।

আমরা বিচারবিমূঢ় ও আত্মবিস্মৃত হইয়া এই পারমার্থিক ভারতে পাশ্চাত্যের ভোগবিলাসবিভ্রমরূপ মরণের পথকেই বরণ করিয়া লইয়াছি। নাস্তিক্যবাদমূলক স্বেচ্ছাচারিতাময় ব্যভিচারের বিকট বীভৎস-তাণ্ডবলীলা আজ নগ্নমূর্ত্তিতে সমাজের সর্ব্বত্র প্রকটিত।

স্বেচ্ছাচারিতার পূতিগন্ধময় ব্যভিচারের আবরণ ভেদ করিয়া যেখানে আর্থিকধর্ম্মের অভিনয় চলিতেছে, সেখানে পারমার্থিক-ধর্ম্ম-সম্বন্ধস্মৃতি ভোগ-সাগরের অতল তলে নিমজ্জিত। আর্থিক ধর্ম্মানুশাসনগুলি দেহ ও মনের প্রিয়ঙ্কর প্রয়োজন সাধনে বিশ্রান্ত। মানবসংহিতাশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য যে ভোগাত্মকপ্রবৃত্তিপ্রবর্দ্ধক নহে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সে আদর্শ হইতে আমরা পথভ্রষ্ট! দৈববর্ণাশ্রমকে ভোগ-বুদ্ধিবশে শৌক্রবর্ণাশ্রমে পরিণত করিয়া স্বার্থসিদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছি।

জড়ধর্ম্মাক্রান্ত চেতন পুরুষ মানবাত্মার ভোগবুদ্ধি নিসর্গপ্রভাবে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠে। সেই ভোগ-পরায়ণতাকে সংযমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া নিরস্তিপরায়ণ স্বরূপবৃত্তিরূপ আত্মধর্ম্মাভি-মুখী করাই যে সংহিতাধর্ম্মের চরম লক্ষ্য, সে তত্ত্ব আজ আমাদের লক্ষ্যের বহির্ভূত। আমরা আজ পারমার্থিক ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত ও মায়ামরীচিকার পশ্চাতে প্রধাবিত।

প্রাকৃত জগতের ভোগ-বিলাস-বুদ্ধি-বিজৃম্ভিত ভাবধারা আজ মানবজীবনের চরম ও পরম কল্যাণপ্রদ পারমার্থিক চিন্তাধারাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। বিকৃতমস্তিষ্ক মানব যেমন তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ-সঞ্চালন-সামর্থ্য সত্ত্বেও জীবনের প্রকৃত প্রয়োজন সাধনে সফল হইতে পারে না, সেইরূপ আজ আমাদের পারমার্থিক সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন কর্ম্মজীবনের সকল চেষ্টা, সকল অনুষ্ঠান জীবন-যজ্ঞের কোন সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারিতেছে না।

আমাদের স্বকপোলকল্পিত পরোপ-কারিতা—স্বদেশহিতৈষিতা প্রভৃতি বিসদৃশ আদর্শের বিকৃত উচ্ছ্বাসগুলি প্রাকৃত জগৎকে উদ্বেলিত করিয়া একটি মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেছে সত্য, বিশ্ব মানবজগতের নিত্য কল্যাণসাধন ক্ষেত্রে কেবল অভিনয় মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িতেছে।

প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্নভাবে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ অশান্ত মানব জীবনে বিশ্বশান্তির কল্পনা—অলীক স্বপ্ন মাত্র। যে নিজ জীবনের মঙ্গলের সন্ধান জানে না—দশের মঙ্গল—দেশের মঙ্গল—বিশ্বের মঙ্গল তাহার পক্ষে শুধু বিড়ম্বনা নয়, বাতুলতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আমরা বর্ত্তমান শিক্ষাসভ্যতার বিভ্রান্ত আদর্শে আত্মহারা হইয়া সমাজ-সংস্কারের চেষ্টায় কখন কখন সমাজ-সংহারে প্রবৃত্ত হইতেছি। আর্য্য ঋষিগণের অমর অবদান আর্যপ্রজ্ঞানসম্ভূত বিধিবিধান-বিহিত সংযম নিয়মপূত দৈববর্ণাশ্রম-সমাজবন্ধন আজ আমাদের দেহ ও মনের প্রিয়ঙ্কর নিরঙ্কুশ ভোগবিলাস পথে বিষম অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। দেহারামী মনোধর্ম্মী আমরা ধর্ম্মকে একটা কল্পনার বস্তু বলিয়া বোধ করি। ফলে ধর্ম্ম যখন আমাদের ভোগ-পথের পরিপন্থী হয়, তখন কাল্পনিকতার বলে ধর্ম্মাদর্শের রূপান্তর ঘটাইয়া সংস্কার-ছলে আমরা দশের ও দেশের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিতে পশ্চাৎপদ হই না।

বিশ্বমানবতা বিশ্বমানবধর্ম্ম, চিজ্জড়-সমন্বয় প্রভৃতি বৈষম্যময় জড়তত্ত্বে সাম্যবাদ বা সমন্বয়প্রচেষ্টা দ্বারা বিশ্বকল্যাণের বিবর্ত্তে আমরা অকল্যাণের মাত্রাই বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছি।

একমাত্র বিশুদ্ধ নিত্য সত্য সনাতন আত্মধর্ম্মরূপ বিশ্বমানবের কল্যাণবিধায়কক্ষেত্রে বিশ্বধর্ম্মের মহাসমন্বয় সম্ভব। আর সেই আত্মধর্ম্মের অনুসরণই বিশ্বের পরম ও চরম কল্যাণপ্রদ।

আমাদিগের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সকল নীতিই পারমার্থিক সত্যধর্ম্মনীতির আনুগত্যে সুষ্ঠুতা লাভ করে। যেখানে পারমার্থিক ধর্ম্মের আনুগত্য নাই, সেখানে সকল শুভানুষ্ঠান-চেষ্টাই জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই পারমার্থিক ধর্ম্মই নিত্যসত্য সনাতন আত্মধর্ম্ম—শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম।

আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য—বিশ্ববাসীর পরম সৌভাগ্য, এই পার-মার্থিক ভারতের প্রধান কেন্দ্র কলিকাতা মহানগরীতে বিভিন্ন বৈজাত্য বিধর্ম্মকে বিদলিত করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে সেই বিশুদ্ধ আত্মধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী সংরোপিত হইয়াছে। আজ গৌড়ীয়মঠরাজ বিশ্বমানবকে বিশ্বমানবতার মূলতত্ত্ব বিশ্ব মঙ্গল বিশ্বমানবধর্ম্ম শ্রীশ্রীচৈতন্যধর্ম্মবাণীর মহাসঙ্কীর্ত্তনক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছেন।

হে ভারতবাসি, হে বিশ্ববাসি, আসুন সকলে আজ এই মহাসঙ্কীর্ত্তনে যোগদান পূর্ব্বক পরস্পর বিবদমান অশান্তিময় দেহ ও মনোধর্ম্মের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করি। ভুবনমঙ্গল আত্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করি।

বেদান্ত সিদ্ধান্ত সমাহৃতি

(৮)

আনন্দময় পরম পুরুষই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিত্যানন্দময় ও পরিপূর্ণতম বস্তু, তাঁহার ভজন ব্যতীত জীব পূর্ণ হইতে পারে না। অক্ষিপুরুষ প্রতিবিম্ব নহেন, পুরুষাদি অবস্থান না করিলে দর্পণে প্রতিবিম্ব পতিত হয় না। ছায়া—পরাধীন, স্বাধীন সত্তা তাহার নাই, সুতরাং অক্ষিপুরুষ প্রতি-বিম্ব হইলে তাঁহার ভজনের উপদেশ নিরর্থক হইত। অন্তর্য্যামী শব্দে জীব বোধিত হয়েন না, কেন না জীব কিঞ্চিজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ নহেন, কিন্তু শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে, অন্তর্য্যামী পুরুষ সর্ব্বলোক, সর্ব্বযজ্ঞ এবং সর্ব্ববেদের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা-দিগকে প্রকাশ করিতেছেন,—স্ববশে আনয়ন করিতেছেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং সেই সত্যসঙ্কল্প পুরুষোত্তম ব্যতীত অপর কেহ অন্তর্য্যামী-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না।

যোগিগণের যোগবলে সকলের হৃদয়ে প্রবেশ ও মনের ব্যাপার বিদিত হইবার কথা শ্রুত হয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের সেই কিঞ্চিৎ সামর্থ্য অবিচিন্ত্যশক্তিশালী পরম পুরুষের শক্তিতেই লাভ হইয়া থাকে। তাঁহাতে এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণরূপে বর্ত্তমান। পরমাত্মপুরুষের অদৃশ্যত্বাদি-গুণগুলি স্বতঃসিদ্ধ, উক্ত গুণাবলী অন্যপদার্থে নাই, তাঁহাতেই আছে, শাস্ত্র এইরূপ কহিয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষৎ তাঁহাকে সর্ব্বগত ও অতিসূক্ষ্ম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বিভীষিকাভিনিবেশবিশিষ্ট ইতর ব্যক্তি তাঁহার দর্শন পান না, কিন্তু ভেদকনিষ্ঠ ভক্ত ভক্তিবিচ্ছুরিত প্রেমলোচনে তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে ভিন্ন। প্রকৃতি ও জীব ব্যাপ্য, তিনি ব্যাপক। তাঁহার প্রাকৃত হস্তপদ না থাকিলেও অপ্রাকৃত চিন্ময় পাণিপাদ বিদ্যমান আছে। তাঁহার এক ইন্দ্রিয়ে সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

প্রকৃতি ও জীব অন্তর্য্যামী নহেন, কারণ তাঁহাদের অন্তর্য্যামিত্বধর্ম্মের সম্ভাবনা নাই। বিশেষণ ও ভেদ বিদ্যমান থাকায় প্রকৃতি ও পরমাত্মা নহেন। "যঃ সর্ব্বজ্ঞ" ইত্যাদি শ্লোকে যিনি একাকালে সকলকেই জানেন, এইটি অন্তর্য্যামী পুরুষের বিশেষণ। অতএব বিশেষণ ও ভেদ নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় প্রকৃতি বা পুরুষের অন্তর্য্যামিত্ব সম্ভবপর নহে—সুতরাং তাহারা ব্রহ্ম নহে।

প্রশ্নোত্তর

প্রঃ। চোখে ত বেশ দেখ্‌ছি ভালো,
সুপ্ত তবে বল্‌ছো কারে?

উঃ। চাওয়া চোখও ঘুমিয়ে থাকে
সেই নিদালি অন্তরে॥

প্রঃ। ধরমবিহীন আচারভ্রষ্ট,
বল্‌ছো মোদের কোন্ দোষে?

উঃ। ধরম তোদের শাস্ত্রপূজন,
আচার যত কর্ম্মফাঁসে॥

প্রঃ। ক্ষ্যান্ত জীবন কর্‌ছি ধারণ,
কইছ তবু অচেতন?

উঃ। চেতন কোথায় অসার প্রাণে,
(শুধু) প্রেতের নৃত্য অনুক্ষণ॥

প্রঃ। গড়্‌ছি না কি নূতন জগৎ,
নবীন আলোর অভ্যুদয়?

উঃ। স্বরাট্ প্রভুর আসন বিনা
অতি বার্থ সমুদয়।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৴০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, গ্রন্থ, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিদণ্ডের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, ধর্ম্মাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি সহ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে। ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও সর্বদর্শী গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নির্বিশেষবাদী শাস্ত্র-মতেও ... এই গ্রন্থারম্ভ উদিত হইয়াছেন। ... কথামৃত ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ ... করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনরনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনে দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, অবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST

OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদি দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ শত উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রহ্মপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঠ বিরাজমান।

এই স্থান সাত্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি-বেদাঙ্গসমূহ, পরবিদ্যায় অন্তর্গত কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, তথা পুরাণ-উপনিষদ্-গীতা-সূত্র-প্রস্থান-চতুষ্টয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর্ব্ব ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিগত কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রমুখ সজ্জনগণ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্ত-সঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দ জীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সুপ্রচারোদ্দেশে শ্রীমঠে সংলগ্ন একটী সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম-প্রচারার্থ এই যন্ত্রালয় হইতে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র, দি হারমনিষ্ট মাসিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি-লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে। মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগত্তারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ কৃষ্ণগোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীসুন্দরানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ধকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম ন্যায়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—লোকনাথাদর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, সেবক শ্রীতারকব্রহ্ম।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী। এখানে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সমাধি এবং শ্রীগৌরগদাধর এবং শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান

রক্ষক—ভক্তিভূষণ ডাক্তার ব্রহ্মচারী কুঞ্জবাসিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত গৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীগদাধর দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র—

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত দীনদয়াল।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলীর প্রচার-ক্ষেত্র।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাসাধিকারী, শ্রীমঞ্জুনাথ পাণ্ডা, ভক্ত বিশ্বনাথ

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র, এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীপ্রাণগৌর ব্রহ্মচারী, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা

রক্ষক—শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী।

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা, বালিয়াটি ঢাকা

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনিমাই।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

জগন্নাথদেবের অনবসর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

গৌর-পদাঙ্কপূত সনাতন-শিক্ষাস্থল।

এখানে গৌরসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীযানকীনাথজী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজ-মোহনজীর সেবা।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও শ্রীগৌর-বিনোদ বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঝুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম। ইহা শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখা। রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম তীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল। এখানে শ্রীগৌরবিনোদ-রামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ—কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন, ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

কলেজ ষ্ট্রীট হত্যার জের

কলেজ ষ্ট্রীট হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ২ জন মুসলমান যুবকের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হওয়ার প্রতিবাদকল্পে গত মঙ্গলবারে ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রগণ একদলে ক্লাশ হইতে বাহির হইয়া আইসে। প্রকাশ ছাত্ররা বেলা ১১ ঘটিকার সময়ে যথারীতি ক্লাশে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু ১ ঘণ্টা পরে তাহারা দণ্ডপ্রাপ্ত যুবকদ্বয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে ক্লাশ হইতে বাহির হইয়া আসে। কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ হারলি ছাত্রদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা প্রথমতঃ ফলবতী হয় নাই। পরে ক্লাশে খুব কম ছাত্রই প্রবেশ করিয়াছিল।

রেঙ্গুণে বিদ্রোহীর ক্যাম্প ধ্বংস
বহু বন্দুক ও কামান হস্তগত

থায়েটমিয়োর জিলা পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অশ্বী পুলিস সহ ২৪ ঘণ্টায় ৪০ মাইল পথ যাইয়া গত ২০শে জুলাই টন সহরের উত্তরপশ্চিমে একটী পাহাড়ে বিদ্রোহীদের একটী ক্যাম্পে হানা দেয়। বিদ্রোহীদের মধ্যে একজন নিহত ও অনেকে আহত হইয়াছে; এবং একজনকে বন্দী করা হইয়াছে। সরকারপক্ষে একজন বন্দুকধারী পুলিস সামান্য জখম হইয়াছে। ২৮টী দেশী বন্দুক ও ৩টী কামান এবং অগণিত দা ও বর্শা পাওয়া গিয়াছে। বিস্তর খাদ্যদ্রব্য ও বারুদসহ ক্যাম্পটী ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মে ডাকাতদের আরও উপদ্রব

রেঙ্গুণ হইতে সংবাদে প্রকাশ যে গত ১৮ই জুলাই বেসিন সহরে হেনজাদা জিলার বিদ্রোহী একজন নামজাদা বার্ম্মী ডাকাত গ্রেপ্তার হইয়াছে। গত ১৯শে জুলাই প্রোমে ১৪ জন, থারাবড়িতে ১৭ ও থায়েটমিয়োতে ১ জন বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

থায়েটমিয়োরের সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একদল পুলিসসহ যাইয়া গত ১৮ই জুলাই প্রোমের উত্তরে একখানা গ্রাম ঘেরাও করেন। তিনি ৫ জন বিদ্রোহীকে অতর্কিত অবস্থায় বন্দী করেন; তাহাদের নিকট একটী বন্দুক ছিল।

হেনজাদা জিলায় এক জায়গায় গ্রামবাসীরা ডাকাতদিগকে বাধা দেয়। একজন ডাকাতকে তাহারা একটা বন্দুক ও বিস্তর টোটা সহ গ্রেপ্তার করিয়াছে। থায়েটামিয়ো জেলায় গ্রামবাসীরা একজন ডাকাতকে নিহত করিয়াছে। কিন্তু প্রোমে একজন গ্রামবাসী ডাকাতদের হস্তে নিহত হইয়াছে।

ইনসিন জেল হইতে গত ১৯শে জুলাই যে ৫ জন কয়েদী পলাইয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ২ জনকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ৩ জন এখনও পলাতক।

কাণপুরে পিস্তলের গুলী

১৮ই জুলাই নয়না বাজারে যে গুলী বর্ষণ হয়, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ২০শে জুলাই তারিখে সে সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সরকারী সংবাদ বাহির করিয়াছেন,—

গত ১৮ই জুলাই প্রাতে নয়না বাজারে এই ঘটনাটী ঘটে, বীরেন্দ্র তেওয়ারীর উপর পিস্তলের গুলী চালাইবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু গুলী তাহাকে লাগে নাই। একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বাজেয়াপ্ত পুস্তক-পুস্তিকার জন্য কর্ণেলগঞ্জে শ্রীযুত বাকেসচাঁদ শেঠের বাড়ীতে এবং মেষ্টক রোডে যুবসঙ্ঘ ও বেকার সংঘের আফিসে খানাতল্লাস করা হয়। গত ১৯শে জুলাই বেলা ১২টা পর্য্যন্ত খানাতল্লাস চলে। উভয় স্থান হইতেই কিছু কাগজ পত্র লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

ধৃত লোকটির নাম কিশোরচন্দ্র গুপ্ত; প্রকাশ, সে দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী।

মেদিনীপুরে প্রভাত-ফেরী

কলিকাতার শ্রীমতী শান্তি দাস ও জ্যোৎস্না মিত্রের চেষ্টায় মেদিনীপুরের মহিলারা প্রভাতফেরীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহিলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সহকারী সভানেত্রীর নেতৃত্বে বহু মহিলা ২০শে জুলাই প্রাতে জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া বিভিন্ন রাজপথে পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

উৎকল কংগ্রেস-কমিটী

পুরীর ২০শে জুলাইর সংবাদে প্রকাশ উৎকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকরী কমিটী গত ১৮ ও ১৯ জুলাই তারিখে আচার্য্য হরিহর দাসের সভাপতিত্বে সম্মিলিত হন। উৎকলের সহিত পার্শ্ববর্তী অন্যান্য প্রদেশের সীমার মীমাংসা, শাখা-কংগ্রেস কমিটীসমূহ সম্বন্ধে শাসনমূলক নিয়মাবলী এবং দেশের প্রয়োজনীয় সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর অনুসরণ করিয়া উৎকল কংগ্রেস কার্য্যকরী কমিটী দেশের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থার আলোচনা করেন। এই প্রদেশের জন্য ভবিষ্যতে কি কার্য্যপন্থা অবলম্বিত হইবে, তাহা স্থির করার জন্য আগামী ১লা আগষ্ট তারিখে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর এক সভা হইবে।

ছাপরা কংগ্রেসের বিবাদ

পাটনা হইতে প্রকাশ, ছাপরা কংগ্রেস কমিটীর বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং শ্রীযুত অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ ২০শে জুলাই প্রাতে ছাপরা যাত্রা করিয়াছেন।

আসামীর অসীম সাহস
কাটগড়া হইতে দায়রা জজকে আক্রমণ

গত ২১শে জুলাই আলিপুরের অতিরিক্ত সেসন জজ মিঃ জে, এন, তালুকদারের এজলাসে এক চাঞ্চল্যকর কাণ্ড হইয়া গিয়াছে।

জজ জুরীদিগকে এক মামলা বুঝাইয়া দেওয়ার পরেই একজন আসামী কাটগড়ার রেলিং টপকাইয়া জজকে আক্রমণ করে। যাহারা তাহাকে বাধা দেয়, সে তাহাদিগের সকলকেই ছোরার আঘাতে আহত করে। কার্ত্তিকচন্দ্র দে নামক একজন আসামীও তাহাকে বাধা দিয়াছিল। ফলে সেও গুরুতরভাবে আহত হয়। প্রকাশ, তাহাকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। সেখানেই সে মারা গিয়াছে।

আসামী ননীগোপাল কাটগড়ার রেলিং টপকাইয়া অপর আসামী কার্ত্তিকচন্দ্র দে কর্ত্তৃক বাধা পাইয়া তাহার বুকে ছুরী বসাইয়া দেয়। তৎপরে বাধাপ্রদানকারী ২ জন কনষ্টেবলকে ছুরীর আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে। তৎপরে পেস্কারের টেবিলের উপর দিয়া জজের টেবিলের উপর লাফাইয়া পড়ে। পেস্কার শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ বাধাপ্রদান করিলে তাহার পৃষ্ঠে ছুরী বসাইয়া দেয়। জজ এই সময় একটু সরিয়া যাওয়ায় ব্যাপার বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সুপুলিস পারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জেমস্, অ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনার ও কতিপয় সার্জ্জেণ্ট আসিয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলে। আহত ৪ ব্যক্তির মধ্যে অন্যতম আসামী কার্ত্তিকচন্দ্র দে হাসপাতালেই মারা গিয়াছে। অপর ৩ জন ক্রমশঃ ভাল হইতেছে। প্রকাশ ইহার অধিকাংশের বাড়ীই পূর্ব্ববঙ্গে। ঘটনা সম্বন্ধে জোর তদন্ত চলিতেছে।

গুণ্টুরে ১৪৪ ধারা জারী

টেম্পারেন্স পার্টি ব্রবাটসপেট মদের দোকানে পিকেটিং করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করায় প্রথম শ্রেণীর স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বেদব্যাস চারিয়া কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে ইউক্ত ও, জি, রাজাগোপাল নাইডু ও আর ৭ জনের বিরুদ্ধে আদেশ জারী করিয়াছেন। ইঁহারা হিউম্যানিটেরিয়ান লীগ ও টেম্পারেন্স ফেডারেশনের লোক। ইহাদিগকে ব্রবাটসনপেট, চামরাজপেট, এণ্ডারসনপেট উরগী গ্রাম, পেদাপল্লী ও বেলোনহাল্লির আবগারী দোকানগুলির ২ ফারলং এর মধ্যে ২ মাস কাল পিকেটিং করিতে, বক্তৃতা দিতে অথবা কোন প্রকার আন্দোলন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। রবার্টসনপেটে শৃঙ্খলা রক্ষার ও সর্ব্বপ্রকার গোলযোগ থামাইবার জন্য পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। একদল সশস্ত্র রিজার্ভ পুলিসকে প্রস্তুত রাখা হইয়াছে।

অনেক পিকেটার সমবেত হইয়াছিল, কিন্তু নেতারা তাহাদিগকে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ বুঝাইয়া দিবার ও তাহা ঘোষণার পর তাহারা শান্তভাবে ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

বলপূর্ব্বক টাকা কাড়িয়া লইবার অপরাধে ২ জন গ্রেপ্তার

প্রকাশ ২১শে জুলাই একজন উৎকলবাসী হ্যারিসন রোড দিয়া যাইতেছিল সেই সময় দুইজন হিন্দুস্থানী তাহাকে ধরিয়া তাহার নিকট হইতে ১০টি টাকা কাড়িয়া লয়। তারপর তাহারা যখন তাড়াতাড়ি পলাইবার চেষ্টা করে তৎক্ষণাৎ পুলিস তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। আরও প্রকাশ তাহাদিগের নিকট নাকি সেই টাকাও পাওয়া গিয়াছে। ধৃত লোক দুই জনের প্রতি হাজতবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও তদন্ত হইতেছে।

সরস্বতী প্রেসে পুলিসের হানা

গত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা পত্রে প্রকাশিত "স্বাধীনতা দিবস" নামীয় চিত্র সম্পর্কে পুলিস গত মঙ্গলবার অপরাহ্নে কলিকাতার সরস্বতী প্রেসে খানাতল্লাস করিয়াছে। এপর্য্যন্ত পুলিশ কিছু আপত্তিজনক জিনিষ পায় নাই।

Reg No C.1544

শ্রীধাম-নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১১ই শ্রাবণ সোমবার, ১৩৩৮, ২৭শে জুলাই ১৯৩১

বিশ্ব—ভগবৎ প্রতিম, ভগবান্ নহে

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে শ্রীনারদ বেদব্যাসকে বলিয়াছিলেন—

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো
যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ।
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে
প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্॥

অর্থাৎ যাঁহা হইতে (যাঁহার শক্তি হইতে) বিশ্বের স্থিতি, প্রলয় এবং সৃষ্টি হইতেছে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সেই ভগবান্ হইতে অভিন্ন হইলেও ভগবান্ এই বিশ্ব হইতে পৃথক্ অথবা জড় বা অচেতন হইতে যাহাকে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, সেই চেতন জীবও ভগবদিতর নহে অর্থাৎ ভগবান্ এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব বলিয়া চেতনাচেতন প্রপঞ্চের বহুস্বভাব অর্থাৎ তদ্ব্যতিরিক্ত হইয়া অবস্থান নাই। শ্রুতি প্রমাণবলে আপনি নিজেই তাহা জানেন, তৎসত্ত্বেও আমি আপনার নিকট সে সম্বন্ধে একদেশমাত্র প্রকাশ করিলাম।

শ্রুতিতে আছে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। ব্রহ্ম ভগবানেরই একরূপ বিশেষ অর্থাৎ ভগবানের দিব্যদেহের কান্তি বা জ্যোতিঃস্বরূপ। তাহা হইলে কেন ভগবানের এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য, তদুত্তরে উপরিউক্ত শ্লোক কথিত হইয়াছে। এই বিশ্ব ভগবানের ন্যায় প্রতীত হয়, কিন্তু ভগবদভিন্ন নহে, কেননা তিনি বিশ্ব হইতে পৃথক্। বিশ্ব ভগবানের ন্যায় কেন প্রতীত হয়, কেনই বা ভগবান্ বিশ্ব হইতে পৃথক্, তদুত্তর—বিশ্ব তাঁহার কার্য্য হওয়ায় অংশদ্বারাই ভগবদ্রূপ নিরূপিত হয়। কিন্তু ভগবান্ বিশ্বের কারণ হওয়ায় তাঁহারই পরমতা বা ঐশ্বর্য্য। অন্য শ্রুতিতেও আছে,—"তাঁহার সমান বা অধিকও দেখা যায় না"। তদ্দ্বারাও ভগবানের অদ্বিতীয়ত্ব স্থাপিত হইয়াছে।

ভগবান্ হইতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে, ভগবান্ হইতে তটস্থাখ্য জীব আবির্ভূত হইয়াছে। ভগবানই জীব ও বিশ্বের কারণ। বিশ্ব ও জীব ভগবৎকারণের কার্য্য, এরূপ বিচার করিলে ভগবান্ হইতে তাহাদিগের অনন্যত্ব সিদ্ধ হয়। এতদুভয় কার্য্যরূপে গৃহীত হইলে ভগবান্ হইতে তাহাদিগের অনন্যত্বসিদ্ধি। এইজন্য সমস্তই ব্রহ্ম, চেতন ও অচেতন সকল উপলব্ধিই ব্রহ্মময়, শ্রুতিতে এরূপ বর্ণিত আছে। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে পার্থক্য নাই, তাহাদের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। শক্তি ও শক্তিমানের প্রতীতিদ্বয় এক নহে। বাস্তববস্তুর সংখ্যাগত পার্থক্য না থাকিলেও তাহাদের বিশেষগত নিত্যভেদ অবশ্যই জ্ঞাতব্য। শক্তিমৎ-তত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞান, শক্তিতত্ত্বে নানা বৈচিত্র্য থাকায় তাহার অদ্বয়জ্ঞানের সহিত পৃথক্ বস্তুরূপে ভেদ দৃষ্টি হয় না। এই জন্যই এখানে ভগবানকে পরতত্ত্ব ও কারণরূপে বর্ণন করিয়া বিশ্ব ও জীব ভগবদংশস্বরূপ বলিবার উদ্দেশে ভগবৎপ্রতিম কিন্তু ভগবান্ নহেন, বলা হইয়াছে। প্রাকৃত বিশ্ব ভগবানের তুল্য বা অধিক নহে। জীবও ভগবানের তুল্য বা অধিক হইতে পারেন না। উহারা উভয়েই ভগবানের আশ্রিত। ভগবানের সহিত জীবের কারণ বিচারে তুল্যত্ব স্থির হইলেও বিভুত্ব ও অণুত্ব বিচারে তাঁহাদিগের মধ্যে বৈষম্য নিত্যাবস্থিত। সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বসম্বন্ধি জৈবজ্ঞান ভগবৎপ্রতীতির তুল্য বা অধিক নহে। শক্তিপরিণত বিজাতীয় জগৎ ও শক্তিপরিণত স্বজাতীয় জীব ভগবৎসদৃশ হইলেও ভগবান্ নহেন। কার্য্যকারণ ও শক্তি-শক্তিমানের বৈচিত্র্যে উদাসীন হইয়া কেহ যেন বিশ্ব ও জীব ভগবান্ হইতে উদিত বলিয়া জীব ও বিশ্বকে ভগবান্ মনে না করেন। তাঁহারা ভগবান্ হইতে পৃথক্ও নহেন। তাঁহাদের অধিষ্ঠানে কেবল ভগবত্তা নাই। ভগবানের সহিত জীবের বা এই বিশ্বের তুল্যত্ব বা আধিক্য হইতে পারে না। তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলিতেছেন, তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও তোমার অপরিতোষভাবই ইহার প্রমাণ।

মানব জীবনের কর্ত্তব্য

পৃথিবীতে নিয়তই বহুবিধ সমস্যার উদ্ভব হইতেছে এবং আধুনিক মনীষিমহোদয়গণও সততই সমস্যাসমূহের সমাধানার্থ প্রকৃত গবেষণাকার্য্যে লিপ্ত আছেন। বিচার করিলে প্রতীত হয় যে, জীবন সমস্যাই সকল সমস্যার প্রধান। অন্যান্য সমস্যাগুলি এই জটিল জীবনসমস্যারই অন্তর্ভুক্ত। জীবন-সমস্যা নূতন বা অসমীচীনও নহে; এই যে বাত্যাচঞ্চল পদ্মপত্রে সলিলবিন্দুর ন্যায় মনোহর অথচ ক্ষণভঙ্গুর মানবজন্ম, খনিগর্ভজাত মহামণি অপেক্ষাও সুদুর্লভ ও সর্ব্বোত্তম জীবনরত্ন, ইহার প্রকৃত ব্যবহার ও চরম কর্ত্তব্য কি, এতৎসম্বন্ধে চিন্তাশীল প্রত্যেক মানব-অন্তঃকরণেই প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু এই দুরূহ বিষয়ের মীমাংসা কে করিবে? আর মীমাংসা গ্রহণ করিবেই বা কে? ভগবৎ-পাদারবিন্দ-সেবাবিচ্যুত সমুদয় জগজ্জীব মায়াদ্বারা আবৃতলোচন, কামাসক্তির গুরুভারে জরাগ্রস্ত, অবিদ্যাপিত্ত-পীড়ায় পীড়িত; এ অবস্থায় কে তাহাদিগকে সবল সতেজ হস্তে আকর্ষণ করিয়া প্রকৃত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সত্যপথে লইয়া যাইবে? এক অন্ধ কি অপর অন্ধের পথপ্রদর্শক হইতে পারে? কঠশ্রুতি বলেন,—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

—অর্থাৎ পরমাত্মবিবেকহীনগণ অবিদ্যা বা অজ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত হইয়া আপনাকে আপনি বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করেন। এই সকল কুটিলচিত্ত মূঢ়গণ অন্ধ কর্ত্তৃক পরিচালিত অন্ধের ন্যায় অত্যন্ত ক্লেশপ্রদ জন্মমরণাদি ভোগ করিতে থাকেন।

জীবনের লক্ষ্য ও কৃত্য এই কথাটিকে আমরা কি ভাবে গ্রহণ করি, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক। জীবনের কর্ত্তব্য বুঝিতে আমরা হাজারকরা নশত নিরানব্বই জন লোকই বুঝি,—সুখাদ্য দেহমনের প্রচুর তর্পণ, চাকচিক্যময় ইন্দ্রিয়বৃত্তির সেবায় ক্রীতদাসের মত আত্মনিবেদন—ভোগের সন্ধানেই যাবতীয় একাগ্র চেষ্টা। বিচিত্র ধরণীতে জীবনকর্ত্তব্য-সম্বন্ধে মীমাংসাকারী ব্যবস্থাপক সভাসমিতিরও কিছু মাত্র অভাব নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এম্, এস্, এক, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর, প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই আগষ্ট ১৯৩১

(১)

২২৭২ থাংজারী ৩০ দাবী ৫৫/৬

ডিঃ মন্মথনাথ পালচৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ দেওয়ানি মণ্ডল দিং সাং বালিয়াডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ২৬ খতিয়ানে ·৮২ শঃ জমী বার্ষিক জমা ৫।/৫ মূল্য আঃ ১০৲

(২)

২৩৯০ থাংজারী ৩০ দাবি ১৮৫৮৮/৩

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল সাং দেবগ্রাম

দেঃ পান্নাবালা দাসী দিং সাং চাপাতলা থানা মহিষপুর পোঃ মহিষপুর জেলা যশোহর

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ১৫১নং তৌজীর সামীল থানা কৃষ্ণনগর অধীন মৌজে হরিহরনগর ও যশোহরের অন্তর্গত থানা মাহনাপুরের অধীন মৌজে কুশলপুর ও চাপাতলা গ্রামে শালিয়ানা ৩৫৮৷৶২ টাকা দেনদারগণের নামে ডিক্রীদারের অধীন পত্তনী বাকী পড়া জমার মূল্য আঃ ১০০০৲

(৩)

১৪৲ থাংজারী ৩১ দাবী ১৪।৶৩

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ লক্ষীমনি সর্দ্দারা সাং হাজরাপোতা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় হাজরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীন ৪৬৮ খতিয়ানে ১৪ একর জমী জমা ১।০ মূল্য আঃ ৫৲

(৪)

২১৩ থাংজারী ৩১ দাবী ২৩।৶০

ডিঃ সরোজরঞ্জন পাল চৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ মানিক মালাকার সাং মিরা পোঃ কালিগঞ্জ

কলিগঞ্জ থানায় ৬নং হাজরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ২০০ খতিয়ানে ১ ১৪ জমী ২॥/৬ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৫)

৩৮০ থাংজারী ৩১ দাবী ১১২।৶০

ডিঃ নৃসিংহ পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ অঘোর ঘোষ দিং সাং সোনাতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় সোনাতলা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৫২৪ খতিয়ানে ৭-২৪ একর জমীর রায়তী স্থিতিবান্ জমা ১৫॥৶৬ মূল্য আঃ ২৫৲

(৬)

৩৮৬ থাংজারী ৩১ দাবী ২৬৮।/০

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমীনবাজার

দেঃ যদু ধাড়া দিং সাং গোয়ালপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় গোয়ালপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১১৬ খতিয়ানে ১২·৭ একর জমীর বার্ষিক জমা ৪৬৷৶১৫ মূল্য আঃ ৫০৲

(৭)

৫৮৭ থাংজারী ৩১ দাবী ১৬৭॥৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানায় গোয়ালপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৫ খতিয়ানে .২ ৮৪ এঃ জমীর বাকীপড়া জমা ২৯।১০ মূল্য ৩০৲

(৮)

৪৩৩ থাংজারী ৩১ দাবী ১৫৭।৩

ডিঃ কাশিমবাজারের রাজ ওয়ার্ড ষ্টেটের ম্যানেজার মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী এম এ, এম-এল সি সাং কাশিমবাজার

দেঃ অক্রুরচন্দ্র প্রামাণিক সাং ঘূর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় মৌজা গোয়াড়ী ১নং ওয়ার্ডের ১১২০নং হোল্ডিং গোয়াড়ী রাস্তার ২·৩০ একর জমী মায় তদুপরিস্থিত ৬ কুঠারী পাকা দ্বিতল ইমারত মূল্য ১০০৲

(৯)

৪৪১ থাংজারী ৩১ দাবী ১৪৬৷৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ পরেশ মণ্ডল দিং সাং ঘোলগাছি পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় ঘোলগাছি গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৮ খতিয়ানে ৪৫-২ একর জমী জমা ৭৬।০ মূল্য আঃ ৭৫৲

(১০)

৪৫৭ থাংজারী ৩১ দাবী ৩৭৯॥৷৯

ডিঃ রজনীকান্ত দত্ত সাং বারুইহুদা

দেঃ শ্রীমতী জয়দুর্গা দাসী সাং কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার সামীল ৯২ কৃষ্ণনগর মৌজায় জয়দুর্গা দাসী দিং অধীনে ৫৩৩৬।১ খতিয়ানভুক্ত ·৮১ শতক জমীর বার্ষিক জমা ২০৮৶০ মায় তদুপরিস্থিত পাকা ইমারতাদি মূল্য আঃ ২০০

(১১)

১৪৯০ থাংজারী ৩১ দাবী ৪৪॥৶০

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ ভগীরথ ঘোষ সাং উসিদপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় ৫৮নং উসিদপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৬৫২ খতিয়ানে ·৮২ শতক জমী মূল্য আঃ ৪৲

(১২)

১৪৯১ থাংজারী ৩১ দাবী ২২৮/৩

ডিঃ ঐ দেঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানায় ৫৮নং উসিদপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৬০ খতিয়ানে ১ ৪০ জমী বার্ষিক জমা ১৲ মূল্য আঃ ৬৲

(১৩)

১৫৮১ থাংজারী ৩১ দাবী ১৩৲৯

ডিঃ ঐ

দেঃ বিনোদবিহারী দাস দিং সাং কৃষ্ণনগর চকেরপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় মৌজে ৯২নং কৃষ্ণনগর মধ্যে ২১২৫ খতিয়ানে ·১১ শতক জমীর বাকীপড়া জমা ১৶৯ মূল্য আঃ ৫৲

(১৪)

১৫৮২ থাংজারী ৩১ দাবী ১৮॥৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ সুরেন্দ্র দফাদার সাং পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় মৌজা ৯২নং কৃষ্ণনগর মধ্যে ২৬৩৫ খতিয়ানে ·০৯ শতক জমী জমা ২।/০ মূল্য আঃ ৫৲

(১৫)

১৬৮০ থাংজারী ৩১ দাবী ১৫৪৶০

ডিঃ সতীশচন্দ্র রায় দিং সাং রামনগর

দেঃ সেকেন্দর মণ্ডল দিং সাং জামালপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় ৩১নং জামালপুর গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীন ৫১৪ খতিয়ানে ও অধীন খতিয়ান ৭১১ মধ্যে ৬·৮২ জমী জমা ২৪০।১০ মূল্য আঃ ৭৫৲

(১৬)

১৬৮১ থাংজারী ৩১ দাবী ৮২৷৯

ডিঃ ঐ

দেঃ সেকেন্দর মণ্ডল দিং সাং জামালপুর ডাকনাম মুক্তাপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় ৩১নং জামালপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৪ ১৫ একর জমী রায়তি স্থিতিবান জমা ১৩৷৶৩ মূল্য আঃ ৪০

(১৭)

১৮১৮ থাংজারী ৩১ দাবী ১০৬/৯

ডিঃ রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাটীয়ারী

দেঃ যামিনীমোহন চক্রবর্ত্তী দিং সাং মাটীয়ারী পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় চান্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ৬৯ নং খতিয়ানে ৮-৮৮ একর জমীর রায়তী জমা ১৭৸০ মূল্য ২৫৲

(১৮)

১৯২৪ থাংজারী ৩১ দাবী ১৭০২॥৶৯

ডিঃ জিতেন্দ্রনাথ কর সাং মহাপদ

দেঃ কানাই লাল সিংহ রায় দিং সাং সোনাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

কৃষ্ণনগর থানায় গোয়াড়ী গোবিন্দপুর সড়ক গ্রামে মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের অধীন ৮১১ খতিয়ানে ·৩৯ শতক জমীর ১০৶৪ জমা মায় আকরখা ভিটাভূমি মূল্য আঃ ২০০৲

(১৯)

১৯৭৯ থাংজারী ৩১ দাবী ৭৪।৬

ডিঃ পাঁচুমতি দাসী দিং সাং পলাশী

দেঃ আয় মাদার সেথ সাং পলাশী পোঃ পলাশী

কালীগঞ্জ থানায় পলাশী গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীন ২৪ নং খতিয়ানে ৪-১৬ জমীর জমা ৬৸১০ মূল্য আঃ ২৬৲

(২০)

১৯৯০ থাংজারী ৩১ দাবী ১০।৶৩

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং ঘূর্ণী

দেঃ বৈদ্যনাথ ঘোষ দিং সাং রাধানগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় রাধানগর গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীন ৮৯ খতিয়ানে ·১৮শঃ জমী মৌরসী জমা ৭৲ মূল্য আঃ ২৲

(২১)

১০০ ০ থাংজারী ৩১ দাবী ১৫৮৯

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ নসিব ঘোষ দিং সাং প্রতাপনগর পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় রুদ্রপাড়া গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ৩৪৯।৩৫ ও ৬৭৩, ৩৪৯।৩৬ খতিয়ানে ৪-০৭ জমী মূল্য আঃ ৫০৲

(২২)

২০১৯ থাংজারী ৩১ দাবী ৬৬৸৯

ডিঃ তারাপদ সরকার দিং মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ জিন্নত বিবি দিং সাং হরনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় গোবরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ১২ খতিয়ানে ২-৮৯ জমী বাকীপড়া জমা ৯॥৶৬ মূল্য আঃ ২০৲

(২৩)

২০৮২ থাংজারী ৩১ দাবী ১৩/০

ডিঃ রামরেণু বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাটীয়ারী

দেঃ হরেন্দ্রমণ্ডল সাং মাটীয়ারী পোঃ কালিগঞ্জ

কালিগঞ্জ থানায় মাটীয়ারী গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১০০৭ নং খতিয়ানে ·৬৩ শতক জমীর জমা বিঘা প্রতি ১।/১০ মূল্য আঃ ৫

(২৪)

২০৮৩ থাংজারী ৩১ দাবী ৭।৬

ডিঃ ঐ

কালিগঞ্জ থানায় মাটীয়ারী গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১০১০ খতিয়ানে ·৯ শতক জমীর মূল্য আঃ ৫৲

(২৫)

২০৮৪ থাংজারী ৩১ দাবী ২৪১/৩

ডিঃ অমিয়পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ তকেল তরফদার দিং সাং জালালখালি পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় জালালখালি গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীন ১০৫ নং খতিয়ানে ১৮-৮৮ জমীর মূল্য আঃ ৫০৲

(২৬)

২১১৩ খাংজারী ৩১ দাবী ২২৯৷৶০

ডিঃ মন্মথপালচৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ দীনু সরদার সাং গোয়ালপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় গোয়ালপাড়া গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীন ৬০ নং খতিয়ানে ২২-৩৮ জমী জমা ৪৮৷৵১০ মূল্য আঃ ৫০৲

(২৭)

২১১৪ খাংজারী ৩১ দাবী ২২২৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ হেমন্ত দাসী দিং সাং গোয়াল-পাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় গোয়ালপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৬নং খতিয়ানে ১৪-২৮ জমীর জমা ৩৩৶১৷০ মূল্য আঃ ২৫৲

(২৮)

২১৬২ খাংজারী ৩১ দাবী ২৭৭৷৯

ডিঃ ঐ

দেঃ হাজারী সর্দ্দার দিং সাং গোয়াল-পাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় গোয়ালপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৪ নং খতিয়ানে ২০-২৩ জমীর জমা ৭৯৷৶১৮ মূল্য আঃ ৫০৲

(২৯)

২১৬৬ খাংজারী ৩১ দাবী ২৬১।৬

ডিঃ ঐ

দেঃ যোগেশ সাঁওরা সাং গোয়াল-পাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালী থানায় গোয়ালপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৪ নং খতিয়ানে ১৫-৪৯ জমী জমা ৩২৮৵১ মূল্য আঃ ৪০৲

(৩০)

২২০২ খাংজারী ৩১ দাবী ৩৭৷৵৯

ডিঃ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দিং সাং বেলপুখুরিয়া

দেঃ উপেন সেথ দিং সাং বেলপুকুর পোঃ বেলপুকুর

কৃষ্ণনগর থানায় সোণডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১১৯ খতিয়ানে -৩৬ শতক জমীর মূল্য আঃ ১০৲

(৩১)

২২১৪ খাংজারি ৩১ দাবী ৪৭৷৵৯

ডিঃ বিনোদ মালা দেবী সাং কৃষ্ণনগর নেদিয়ারপাড়া

দেঃ মহম্মদ মণ্ডল দিং সাং সোনডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় সোনডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৫ খতিয়ানে ২-২৭ ও ১২০৮ নং খতিয়ান ভুক্ত ১-২৪ জমীর জমা ১১৸০ মূল্য আঃ ৩০৲

(৩২)

২২২১ খাংজারি ৩১ দাবী ৫৩।৶৯

ডিঃ ব্যোমকেশ সান্যাল দিং সাং কুলগাছি

দেঃ ক্ষেত্রমণি দেবী দিং সাং কালীগঞ্জ পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় ১৮নং কালীগঞ্জ মৌজে ডিক্রীদার অধিন ৯৫ খতিয়ানে ২-৮২ জমী জমা ৮৲ মূল্য আঃ ১০৲

(৩৩)

২২২২ খাংজারি ৩১ দাবী ১৫৫৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ শ্যামাসুন্দরী দেবী সাং কালিগঞ্জ পোঃ কালিগঞ্জ

কালিগঞ্জ থানায় ১৮নং কালিগঞ্জ মৌঃ ডিক্রিদার দিং অধীন ১০০৯ ও ১০১০ খতিয়ানে ৭-৯২ জমীর জমা ২৩৸৶১০ মূল্য আঃ ৪০৲

(৩৪)

২২৪৮ খাংজারি ৩১ দাবী ১৫৩৩।৶০

ডিঃ দাসী সুন্দরী দাসী ওরফে দাসীমণী দাসী সাং কুমারী

দেঃ সৈয়দ আসবাফ আলি সাং ঝাউদিয়া ওরফে মতি মিয়া দিং পোঃ কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া থানায় ঝাউদিয়া গ্রামে ডিক্রিদার ঐ অধীন ১০নং খতিয়ানভুক্ত ও মাজপাড়া গ্রামে ২২নং খতিয়ানভুক্ত রঃ ৶ ৪।১৮ অংশেরুদর মৌরসী জমা ২৭৯৲ মূল্য ৩২৫৲

(৩৫)

২২৬১ খাংজারি ৩১ দাবী ৬৯৷৶০

ডিঃ রায় নলিনাক্ষ দত্ত বাহাদুর সাং কাশীয়াডাঙ্গা

দেঃ কালি ঘোষ দিং সাং নপাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

কোতয়ালী থানায় চয়ঘরিয়া গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ২২ খতিয়ানে ৩.৩৫ জমীর ১৮০ এ ধারা মতে জমা ১০৶৫ মূল্য আঃ ৩০৲

(৩৬)

২৩১৫ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৲৵০

ডিঃ শরৎকুমারী দাসী দিং সাং পোড়াগাছা

দেঃ নুরজান বিবি দিং সাং নলদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় নলদহ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৯০—৫৯৫ খতিয়ানে ৬.৭৩ জমীর জমা ১৭৷০ মূল্য ২৫৲

(৩৭)

২৩২০ খাংজারী ৩১ দাবী ১৮৬২৵৭

ডিঃ শ্রীবাসচন্দ্র দত্ত সাং বজরাপুর

দেঃ জয়দুর্গা দাসী দিং সাং কাঁটালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

১। কোতয়ালী থানায় ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজে রাখাল দাস সিংহ দিং অধীন ৫৩৩৩১ খতিয়ানে -৮১ শতক জমীর জমা ২০৸৵০ মায় তদুপরিস্থিত দেনদারগণের এজমালি পাকা ইমারত ও সাজসরঞ্জাম ও জলকর জমি মূল্য আঃ ১০০০৲

২। নদীয়া কালেক্টরীর ৩১৫৯ নং তৌজীভুক্ত মৌজে কৃষ্ণচন্দ্রপুর থানায় মিঃ এম্. পাল চৌধুরী দিং অধিন ১৯৫নং খতিয়ানে এবং চাপড়ায় ১৫ নং খতিয়ানে শালিয়ানা ৭১০৷১০ ছেপত্তনি জমার ৷০ আনা অংশ মূল্য আঃ ৫০০৲

(৩৮)

২৩৫৪ খাংজারি ৩১ দাবী ৬২৷৵৯

ডিঃ সরলাবালা দাসী হাল সাং গোয়াড়ী ছুতারপাড়া

দেঃ পঞ্চানন ঘোষ সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় ৯৪ নং গোবিন্দসড়ক মৌজে ডিক্রিদারগণ অধীন ৭০৩ খতিয়ানে -১৪ শতক জমীর জমা ১০৷৶৴ মূল্য ২০৲

(৩৯)

২৩৮০ খাংজারী ৩১ দাবী ১১৩৶৯

ডিঃ রণজিৎলাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ সূর্য্যকান্ত ঘোষ দিং সাং হরিশপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় সুবর্ণবিহার গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪১৩ খতিয়ানে ১১.৩৪ জমীর জমা ২৫।৵ মূল্য ২৫৲

(৪০)

১৪০৮ দেংজারী ৩০ দাবী ৬৪৷৶১৫

ডিঃ জ্যোতেচন্দ্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং মুড়াগাছা

দেঃ ইসাতন বিবি দিং সাং সিংহাটী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালী থানায় সিংহাটী গ্রামে ৪০৮ নং খতিয়ানে ডিক্রীদারগণের অধীনে ২৵ জমা ১৮০ শতক জমি ৶১০ অংশের মূল্য আঃ ১৫৲

(৪১)

১৩৩১ দেংজারি ৩১ দাবি ১৫২৭৶৫

ডিঃ শ্রীমতী যোগমোহিনী দাসী সাং চাঁদপুর

দেঃ শুভানী মণ্ডল দিং সাং এলাহনগর থানা তেহট্ট

তেহট্ট থানায় মৌজে চাঁদপুরের দক্ষিণদর ১১৫নং জেলা মুর্শিদাবাদ কালেক্টরীর ২২১ নং তৌজির মহাল পরগণে পাটীরাবাড়ী খতিয়ান নং ১৯ জমিদার মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিমিটেড অধিনে শালিয়ানা ৯৩৸৶ টাকার জমা ১৩ ১১ একর জমির মূল্য আঃ ২০০৲

(৪২)

১৪১৬ দেংজারি ৩১ দাবি ৪২৭৸১৫

ডিঃ রাইপুর গ্রাম্য যৌথ ব্যাঙ্ক সাং রাইপুর

দেঃ সত্যকিঙ্কর দাস বৈরাগ্য দিং সাং রাইপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালিগঞ্জ থানায় অধিন জালালপুর মৌজায় ৫০১ ও ৫০২ খতিয়ানভুক্ত মোট ৫.৬৩ একর জমির বার্ষিক মৌরসী জমা ১৭৶১০ জমিদার বাবু সতীশচন্দ্র রায়দিগের সেরেস্তায় মূল্য ১০০৲

(৪৩)

১৮০৪ দেংজারী ৩১ দাবি ২৭১৷০

ডিঃ অবনীতোষ সরকার দিং সাং ধেনাসী

দেঃ সিদ্ধেশ্বর সাওরা দিং সাং সাতকুলিয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

১। কৃষ্ণনগর থানায় সাতকুলিয়াপাড়া ধেনাসী গ্রামে হরি সাতরার আম্র বাগিচার পশ্চিমে ১৵০ বিঘা চারুশীলা দাসীর মুচি-পাড়ার আম্র বাগানের দক্ষিণে ২৵৭ বিঘা এবং মৌজা সাতকুলিয়া গ্রামে শ্রীরাম সাতরার জমির উত্তরে ২৷০ কাঠা মোট ৫৷০ বিঘা নিষ্কর জমির মূল্য আঃ ৫০৲

(৪৪)

১৮৭১ দেংজারি ৩১ দাবী ৫৫৩৷১০

ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ সেন সাং মাটীয়ারী

দেঃ হরি সর্দ্দার সাং ভোলাডাঙ্গা পোঃ গাংনী

গাংনী থানার অধীন ৭২ নং মৌজে ভোলাডাঙ্গা গ্রামে ডিক্রীদার অধীনে সেঃ ১৬১ নং খতিয়ানভুক্ত ৩.২৭ একর জমির জমা ২৯৸৶৬ টাকা মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৫)

১৮৮৪ দেংজারী ৩১ দাবী ৫৮০।৵১৫

ডিঃ ঐ

দেঃ ছৈয়দালী সর্দ্দার দিং সাং ভোলা-ডাঙ্গা পোঃ গাংনী

গাংনী থানার ৭২নং মৌজা ভোলাডাঙ্গা মৌজার ডিক্রীদার অধীনে সেঃ ৫৪ নং খতিয়ানভুক্ত ৩.০৪ একর জমির জমা ৯৶৯ পাই মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৬)

১৯১৫ দেংজারি ৩১ দাবী ৩০৪৲১৫

ডিঃ সুরেন্দ্রকুমার বসু সাং গোয়াড়ী

দেঃ বড় রসিক দাস মুচি দিং সাং ঘূর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় ঘূর্ণী মুচিপাড়া গ্রাম মধ্যে শ্রীক্ষেত্রনাথ গাঙ্গুলীর সেরেস্তায় হাল বৃদ্ধি সমেত ১।৵১০ টাকা জমা ৷০ দশ কাঠা জমি ও তদুপরিস্থিত গৃহাদি এবং ১৯৫নং মৌজে কৃষ্ণনগরের ৫২ ও ৫৩নং খতিয়ানে ১৫ শতক জমি ও তদুপরিস্থিত বৃক্ষাদির মূল্য আঃ ১২৫৲

(৪৭)

২০০০ দেংজারী ৩১ দাবি ৫৫৬৷৵৬

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিঃ সাং ঘূর্ণী

দেঃ এব্রাহিম মোল্লা দিং সাং জয়পুর পোঃ হাঁসখালী

হাঁসখালী থানায় ৩৯ নং মৌজা জয়পুর গ্রামে ডিক্রীদারদিগের অধীনে সেঃ ৬৪.

৩১২, ৮২৪ ও ৬২০৪ নং খতিয়ানে ৮-৯৯ একর জমির জমা ৩৬॥১৮॥

(৪৮)

২১০৬ দেংজারী ৩১ দাবী ২৮৩৵০

ডিঃ ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস সাং জাগা

দেঃ অশ্বিনী কুমার ঘোষ দস্তুরী দিং সাং হুদা পোঃ বাঙ্গালঝি

কৃষ্ণনগর থানার ৯৯নং মৌজা নলদহ গ্রামে জমিদার বাবু সরোজরঞ্জন সিংহ দিগের অধীনে সেঃ ১১২১ ও ১০৯৭ খতিয়ানে মোট ৮-৪৭ জমির মূল্য আঃ ৫০৲

১১২১ খতিয়ানের জমির মকররী জমা ৮৴

(৪৯)

২১২১ দেংজারী ৩১ দাবী ১৪৯৵১০

ডিঃ হরিপদ মুখোপাধ্যায় সাং কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক

দেঃ সৃষ্টিধর ঘোষ সাং গদখালী পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানার অধীনে মৌজা গদখালী গ্রামে ডিক্রীদার সরকারে ১৬৮ ১৬৯ ও ১৭০নং খতিয়ানে ৩৮-০৮ জমির রায়তি স্থিতিবান জমা ১৪৭।৵০ মূল্য আঃ ১২০৲

(৫০)

২১২২ দেংজারী ৩১ দাবী ১৭৯২॥৵৫

ডিঃ পঞ্চানন মিত্র সাং ফুলবাড়ী

দেঃ সুনাশীনী দাসী ওরফে পঞ্চাননী দাসী সাং ফুলবাড়ী পোঃ চুয়াডাঙ্গা

থানা চুয়াডাঙ্গার অধীন মৌজে ফুলবাড়িয়া গ্রামে সেঃ ২৮৭ হইতে ২৯৩, ২৯৫ হইতে ৩১৯, ৩২১ হইতে ৩৩২, ৪১৭, হইতে ৬১৯, ৪২১, হইতে ৪২৮, এবং ৪৩০ হইতে ৪৩৬ খতিয়ানে মোট ৮২ একর ৯ শতক জমির মধ্যস্বত্ববিশিষ্ট চিরস্থায়ী কায়েমী মৌরশী মকররী জমা ১৩০।৵০

(৫১)

২১৯১ দেংজারী ৩১, দাবী ১৫৬৭।৴.৫

ডিঃ কুমারখালী ব্যাঙ্কিং করপোরেশন লিমিটেড সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ ননীগোপাল দাস দিং সাং কৃষ্ণনগর নাজিরেপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় ৯০নং মৌজা কৃষ্ণনগর নাজিরেপাড়ায় জমিদার যুগলকিশোর রায়ের সেরেস্তায় ৩১৮৪নং খতিয়ানে -০৫ জমীর জমা ॥৵৭ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত ইটের প্রাচীরাদি সমেত আঃ ১৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজে জমিদার রাখালদাস সিংহের অধীনে ৩০৬৬ খতিয়ানে ৩৬ শতক জমির জমা ১০৲ মায় বৃক্ষাদি ॥০ অংশের মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজে জমিদার রণজীৎপালের অধীনে ৩১৮২নং খতিয়ানে ও তদধীন ৩১৮৩ ও ৩১৯২ খতিয়ানে মোট ১-৬৭ জমীর জমা ৭৻২, দেন্দারের ॥০ অংশ ; ৩১৮২নং খতিয়ানে ৫৯ শতক জমিতে দেন্দারের ষোল আনা অংশ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ১১০৲

(৪) ঐ থানার ঐ মৌজে যুগলকিশোর রায়ের অধীন ৩১৮৩ নং খতিয়ানে -০৬ শতক শালিয়ানা খাজনা ৴৯ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৩০৲

(৫) ঐ থানার ঐ মৌজে ৩২৯৭ ও ৩২৯৮ নং খতিয়ানে মোট ৩০ শতক জমির জমা ২৶০ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৪০৲

(৬) ঐ থানার ঐ মৌজে সেঃ ৪০৬৪ খতিয়ানভুক্ত ২৩ শতক জমির দরমৌরশী জমা ২॥ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৭৫৲

৭) ঐ থানায় ঐ মৌজে ৪০৯৪ খতিয়ানে ৯২ শতক জমির জমা ৬৴ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত ৩০ ঝাড় বাঁশ আঃ ৮৫৲

(৮) ঐ থানার ঐ মৌজে ৪০৬৭।১ নং খতিয়ানের অধীন ১ একর জমির চিরস্থায়ী মকররী জমা ১৫৲ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত ৬০ ঝাড় বাঁশ আঃ ১৫০৲

(৫২)

২১৯২ দেংজারী ৩১ দাবী ১৪১৩৵৫

ডিঃ যশোহর লোন কোম্পানী লিমিটেড যশোহর

দেঃ অবনীভূষণ দত্ত দিং সাং পোঃ রাণাঘাট

রাণাঘাট টাউনের মধ্যে মিড্‌ল রোডস্থিত ।৩ কাঠা জমির কায়েমী জমা রাণাঘাট পালচৌধুরীদের অধীনে ১৶৯ তদুপরিস্থিত ইমারত ৪ কুঠারী প্রভৃতি সমেত মূল্য আঃ ১০০০৲

(৫৩)

২৩২৭ দেংজারী ৩১ দাবী ২১২॥০

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র মোদক সাং কৃষ্ণচন্দ্রপুর

দেঃ পাঁচাই মণ্ডল দিং সাং কৃষ্ণচন্দ্রপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালী থানার সামিল ৩৯ নং মৌজা কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামে জমিদার মন্মথ পালচৌধুরী অধীন ৩৫৩ খতিয়ানভুক্ত ১২-৪৫ জমির জমা মায় সেস ৩৮।৶০ উহাতে দেন্দারের ॥৵০ আনা অংশ মূল্য আঃ ১৫০৲

(৫৪)

২৩৩৯ দেংজারী ৩১ দাবী ২১৯॥৵

ডিঃ নিস্তারিণী বিবি সাং পাঁচবেড়িয়া

দেঃ সাধুলাল দফাদার সাং পাঁচবেড়িয়া পোঃ কৃষ্ণনগর

১। কোতোয়ালী থানার অধীন পাঁচবেড়িয়া গ্রামে নদীয়ার রাজসরকারে ৮৪৬ খতিয়ানভুক্ত ৴০ কাঠা জমির মোকররী মৌরশী জমা ১৴০ মূল্যমায় তদুপরিস্থিত ইটের দেওয়াল খড়ুয়া ঘর ইত্যাদি আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ জমিদারের অধীনে ৭৩৫ নং খতিয়ানভুক্ত ॥০ কাঠা জমির মৌরশী জমা ॥৵১০ মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৫)

১৪৭৭ দেংজারী ৩১ দাবী ১৫৮৬ ৸৵৫

ডিঃ আমির আলি মণ্ডল দিং সাং মল্লিক দীপচন্দ্রপুর

দেঃ সুরত মল্লিক সাং পীতাম্বরপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

১। চাপড়া থানার ৩১নং পীতাম্বরপুর মৌজায় জহুরুন্নাদাসী দিং অধীনে ১৪ নং খতিয়ানভুক্ত ৪৭.৯. একর জমির রায়তি স্থিতিবান জমা ৪২৸৵.০, ৯ নং খতিয়ানে ২৭-৯৪ একর জমির জমা ৫০৸৵.০ ১২নং খতিয়ানে ৬-৫০ একর জমির জমা ৫৴ ২৬৯নং খতিয়ানে ৪-১২ একর জমির জমা ১০।৵৫ ; এই সকল জমির এক সপ্তমাংশের মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২০০৲

(৫৬)

২২৭০ দেংজারী ৩১ দাবী ১২৪০০

ডিঃ কৃষ্ণচন্দ্র সাহা সাং চুয়াডাঙ্গা

দেঃ গোকুলচন্দ্র সাহা সাং ও পোঃ চুয়াডাঙ্গা

১। চুয়াডাঙ্গা থানায় চুয়াডাঙ্গা গ্রামে মুন্সী সানছাদ্দিন আহাম্মদ জোয়ার্দ্দার দিগের অধীনে সেঃ ৭৯৩ নং খতিয়ানে ॥০ কাঠা জমির জমা ১৵ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ১০০

২। ঐ গ্রামে ঐ অধীনে সেঃ ১৮০৫ নং খতিয়ানে ॥০ কাঠা জমির জমা ৵০৵ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত গৃহাদি আঃ ৫০০৲

(৫৭)

৩৬৮ মনিজারী ৩১ দাবী ৮০৭।৵৩

ডিঃ হাজি ওসমান গনি সাং ১নং চন্দ্রমাধব রোড, ভবানীপুর কলিকাতা

দেঃ দেবনন্দন মুখোপাধ্যায় মোঃ ৪৮নং মনোহর পুকুররোড ভবানীপুর কলিকাতা

কালীগঞ্জ থানায় নদীয়া কালেক্টরীর ৪৩১ নং তৌজি মহাল পরগণা পলাসী ও মুর্শিদাবাদ কালেক্টরীর ২০৮।৩১৮ নং তৌজি মহাল কাস্তনগর ডিহি মঙ্গলপাড়া ও আকনাথপুর ওগয়রহ যাহার বার্ষিক ৫১৩৮২॥৶৬ পত্তনী জমা কাশিমবাজার মহারাজকে দিতে হয়। উক্ত পত্তনি সত্ত্বের মূল্য আঃ ৫০০৲

(৫৮

৪৪৩ মনিজারী ৩১ দাবী ২২০৸৵

ডিঃ বিধুভূষণ দত্ত একজিকিউটার সাং দেবগ্রাম

দেঃ রাধাগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী হাল সাং ও পোঃ কাঁদরা জেলা বর্দ্ধমান

১ কালীগঞ্জ থানার অধীন ৬০ নং মৌজা দেবগ্রামে ১০৫২ নং খতিয়ানে ২৬ শতক নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমির মূল্য ১০৲

২। ঐ থানার ঐ মৌজে ১০৫৩ নং খতিয়ানে ০৮ শতক নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির মূল্য আঃ ৫৲

(৫৯)

১৭৪৪ মনিজারী ৩১ দাবী ৮৯৸৴৩

ডিঃ জগৎরাম মণ্ডল সাং মাটীয়ারী

দেঃ বিনোদিনী দাসী সাং মাটীয়ারী পোঃ কালিগঞ্জ

১। কালীগঞ্জ থানায় মাটীয়ারী গ্রামে জমিদার রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দিং অধিনে ৯৮৯ নং খতিয়ানে ০৭ জমির জমা ১৸১১ হারাহারি মতে দেন্দারের ॥০ আনা খাজনা দিতে হয়। মূল্যআঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ অধীন ১১২ নং খতিয়ানে -২ শঃ জমির দেন্দারের হারাহারিমতে ।৴৩ খাজনা দিতে হয়, মূল্য আঃ ১৫৲

(৬০)

১৭১৮ মনিজারী ৩১ দাবী ২৭।৴৬

ডিঃ শ্রীমতী প্রভাতকুমারী দাসী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ বিভূতিভূষণ কর্ম্মকার সাং ঘূর্ণী হাজারীবেড় পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় ৯০ নং মৌজে কৃষ্ণনগর চৌরাস্তায় ডিক্রীদারের অধীনে ২৯৯ নং খতিয়ানভুক্ত -০৭ শতক জমির খাজনা ৩।০ মূল্য আঃ ১০৲

(৬১)

২০৫৯ মনিজারী ৩১ দাবী ১৩৮৪৴

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ ভড় সাং ৫৭।১৮ নং মনোহর দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা

দেঃ শ্রীমতী জ্ঞানদা সুন্দরী দাসী দিং সাং ও পোঃ রাণাঘাট

১। রাণাঘাট থানায় সেঃ ১৫৫ নং মৌজা রাণাঘাট গ্রামে শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সেরেস্তায় ৮৮০ নং খতিয়ানে -০২ শতক জমির চান্দিনা চিরস্থায়ী জমা ৪॥০, মূল্য মায় তদুপরিস্থিত দোকানঘর আঃ ১০০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজে রবীন্দ্রনাথ পালচৌধুরীর অধীনে ৭১৭ নং খতিয়ানে -০৩ শতক জমির জমা ১৲ তদুপরিস্থিত দালান সমেত মূল্য আঃ ২০০৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজে শ্রীশচন্দ্র নন্দী রায় বাহাদুরের অধীনে ২০৯৪ নং খতিয়ানে ১ ০৭ একর জমির জমা ৸৵০ তদুপরিস্থিত কোঠাবাড়ী সমেত মূল্য আঃ ১২০৲

৪। ঐ থানায় ঐ মৌজে ঐ অধীনে ১৮৬৫নং খতিয়ানে ০.৯ শতক জমীর জমা ৩॥৶২ ; তদুপরিস্থিত দালানসহ মূল্য আঃ ১৫০৲

(৬২)

২০৮৭ মনিজারী ৩১ দাবী ৩৯৷৷৶৩

ডিঃ শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য সাং সুবর্ণবিহার দেঃ অয়ছদ্দি মণ্ডল সাং তিওরখালি পোঃ স্বরূপগঞ্জ

থানা নবদ্বীপের অধীন ১৫নং মৌজা তিওরখালী গ্রামের জমিদার মন্মথ পাল চৌধুরী দিগর অধীন ২১১নং খতিয়ানে -৩৭শতক জমির জমা ৩৸৵১ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ২৫৲

(৬৩)

২০৮৮ মনিজারী ৩১ দাবী ১০০৷৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ জোবান সেখ সাং তিওরখালী পোঃ স্বরূপগঞ্জ

১। থানা নবদ্বীপের অধীন ১৫নং তিওরখালী মৌজায় জমিদার রনজিৎপাল চৌধুরীর অধীনে ১৪৫নং খতিয়ানে ৩-৩৭ একর জমির জমা ৫৸৩ দেনদারের একপঞ্চমাংশ মূল্য ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজে ঐ অধীন সেঃ ২৬৫নং খতিয়ানে ৮-৮০ একর জমির জমা ১৮৴০ দেনদারের একপঞ্চমাংশ মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজে শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায় দীং অধীনে ৩৯৪নং খতিয়ানে ১-৩৯ একর জমির জমা ১২৲ দেনদারের একপঞ্চমাংশ মূল্য আঃ ২০৲

(৬৪)

২০৮৯ মনিজারী ৩১ দাবী ৪৪৷৵

ডিঃ ঐ

দেঃ মতরেজ সেখ সাং তিওরখালী পোঃ স্বরূপগঞ্জ

১। নবদ্বীপ থানার ১৫ নং তিওরখালী গ্রামে জমিদার মন্মথ নাথ পালচৌধুরী দিং অধীনে ২৪নং খতিয়ানে -১৯ শতক জমির জমা ১৷৶২ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজে তাইজদ্দিন সেখ অধীনে ১৬৬ নং খতিয়ানে -৭ শতক জমি মায় আকর আওলাত মূল্য আঃ ২০৲

(৬৫)

২১৫৬ মনিজারী ৩১ দাবী ৮৫৸৩

ডিঃ বিনোদ মণ্ডল দিং সাং নওপাড়া

দেঃ মোক্তার মণ্ডল সাং সোনাতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

১। কৃষ্ণনগর থানায় ১০০ নং মৌজা চরমহৎপুর মধ্যে সোনাতলা চরের পাড়ায় জমিদার মন্মথ পালচৌধুরী অধীনে ৮৷৷১৷৷ বিঘা জমির বার্ষিক জমা ২৪৷৷৵.০ মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজে রামগোপাল পুর চরে ঐ অধীনে ৪৸৩ বিঘা জমির জমা ১৪/১০ মূল্য আঃ ১৫৲

(৬৬)

১৫৩১ মনিজারী ৩১ দাবী ৬২৷৷৶৩

ডিঃ শ্রীপতি সরকার সাং বীড়া

দেঃ হরেন্দ্র পাকুই দিং সাং গোবিন্দপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার ২৮নং গোবিন্দপুর মৌজায় জমিদার শ্রীবাস বিহারী মণ্ডল দিং অধীনে ২৪ নং খতিয়ানে ৬-৮৪ একর জমির জমা ৯৷৷৵ মূল্য আঃ ৩০৲

২য় মুন্সেফ আদালত

(১)

২২১ মণিকারী ৩১ দাবী ৭৯৶০

ডিঃ নকু মণ্ডল সাং দক্ষিণপাড়া

দেঃ আব্দুল মজিদ বিশ্বাস সাং দক্ষিণপাড়া পোঃ হাঁসখালী

হাঁসখালি থানায় ৩৮নং দক্ষিণপাড়া মৌজে কামাক্ষ্যা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীনে ৮৬ ও তদধীন ৮৭—৯২ খতিয়ান ৫ ৮৮ একর জমির খাজনা ৭৲ ঐ জমার বরাত ৩৬নং ফুলবাড়িয়া মৌজায় ৩৮নং খতিয়ানে ১-৫ শতক জমি দেনদারের ।০ আনা অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(২)

৪২৪ মণিজারি ৩১ দাবি ৫২।০

ডিঃ দামোদর চক্রবর্ত্তী সাং গোয়াড়ী

দেঃ কুলনন্দ বিশ্বাস দিং মোঃ গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

চাপড়া থানার সামিল ৭৩নং মৌজা মহিষপুর গ্রামে অপূর্ব্বকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের অধীন ২৭৮ নং খতিয়ানভুক্ত ও তদধীন ২৭৯—২৮৯ খতিয়ান মোট ২৮ ৮৬ জমির বার্ষিক রাইয়তি মকররি জমা ১৬৷৶৬ পাই দেনদারের ১৪ পাই অংশ মূঃ ৪৫৲

(৩)

৬৭৫ মণিজারি ৩১ দাবি ১৭৪৶০

ডিঃ মহেন্দ্রনাথ ঘোষ সাং বড় মুড়াগাছা

দেঃ রায় সুখময় চৌধুরী বাহাদুর সি, আই, ই সাং ও পোঃ শ্রীহট্ট

১। হাঁসখালি থানায় ৬৬নং সাহাপুর মৌজায় আশুতোষ খাঁর অধীন ৫১৫ খতিয়ানে ও তদধীনে ৫১৬—৫২৯ খতিয়ানে মোট ১৩-৪৫ একর নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির ।/৪ পাই অংশ মূঃ আঃ ১০৲

২। ঐ জেলায় ৫৫নং মুড়াগাছা মৌজে ক্ষেত্রমোহন ঘোষ দিং অধীনে ৬১১ ও তদধীন ৬১২—৬১৪ খতিয়ানে ৯ ৮২ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির ।/৪ অংশ মূঃ আঃ ১০৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজে ঐ অধীনে ৬২৩—৬২৫ খতিয়ানে ৭-৫৬ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির ।/৪ অংশ মূঃ আঃ ৮৲

৪। ঐ থানায় ঐ মৌজে ঐ অধীনে ৬৩১ ও তদধীন খতিয়ানে ২৯-৮১ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি ।/৪ অংশ মূঃ আঃ ৩০৲

৫। ঐ থানায় ৫৭নং হলদীপাড়া মৌজায় নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দিং অধীন ২৫২ ও তদধীন খতিয়ানে ২১-২৮ একর নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির ।/৪ অংশ মূঃ আঃ ৭৲

৬। ঐ থানায় ঐ মৌজে ঐ অধীনে ২৩৬ খতিয়ানভুক্ত ২১-১০ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমীর ।/৪ পাই অংশ মূঃ আঃ ১০

৭। ঐ থানায় ৫৫নং মুড়াগাছা মৌজায় রাজা হৃষিকেশ লাহার অধীন ১৮৪ নং খতিয়ানে ৩ ৮৯ একর নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির ।/৪ অংশ মূঃ আঃ ৫৲

৮। ঐ থানার ঐ মৌজে ঐ অধীন ১৯০নং খতিয়ানে ৩-৩৫ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির ।/৪ অংশ মূঃ আঃ ৫৲

৯। ঐ থানা ঐ মৌজে ঐ অধীন ১৯৪নং খতিয়ানে ৩ ৪৭ একর নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির ।/৪ অংশ মূঃ আঃ ১০৲

ঐ থানায় ৫৬ নং হলদীপাড়া মৌজে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অধীন ২৬৯।১ ও ২৭০ খতিয়ানে ১-০৭ একর নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির ।/৪ অংশ মূল্য ৫৲

১১। ঐ থানায় ৬৯ নং বগুলা মৌঃ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অধীন ২৫৬। ২৫৭ নং খতিয়ানে ৩-৩৪ একর নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির মূল্য আঃ ২০৲

১২। ঐ থানার ৫৮ নং হাতীশালা মৌজায় ৩২৩ নং খতিয়ানভুক্ত ২-৭১ একর নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির ।/৪ অংশ মূল্য ২০৲

১৩। ঐ থানায় ৩৩৭ নং পায়রাডাঙ্গা মৌজে ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং অধীনে ৪৪৫নং খতিয়ানে ১২-৪৮ একর নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমির মূল্য আঃ ১৫৲

(৪)

৬৭৭ মনিজারী ৩১ দাবি ২২৯৷৷৵০

ডিঃ শ্রীমন্মথ পালচৌধুরী

দেঃ সতীশ খ্রীষ্টান দিং হাল সাং বানানন্দ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার লক্ষ্মণ মৌজার ডিক্রীদার সরকারে দেনদারের নামে ৫।০৸৵০ বিঘা ৫টবন্দী জমির জমা লালবিল নিরিখে ।৶ ডেঃ লাল নিরিখ ১৷৵০ হিসাবে বার্ষিক ৭৷৶।৫ মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

৬৭৯ মনিজারী ৩১ দাবী ৩১৲

ডিঃ সরোজরঞ্জন পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দেঃ বরদারঞ্জন পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ২৭ নং খতিয়ানে পরগণে বাগোয়ান থাহার সদর জমা রাজস্ব ৯৫৫৸৵১১ মূল্য আঃ ৩৫৲ দেনদারের ৫৭ = ৪ অংশ

(৬)

৬৮৫ মনিজারী ৩১ দাবী ১৩৩৸৶

ডিঃ ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু মোঃ কাছারী মধুপুর

দেঃ কপিল সেখ সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ৪৬ নং মধুপুর মৌজায় ডিক্রীদার অধীনে ৪৩ নং ও ৫৩ নং খতিয়ানে ১-৩৯ একর ৫টবন্দী জোতের জমা প্রতি বিঘা ১।০ আনা নিরিখে বার্ষিক ৫।২৷৷ মূল্য আঃ ১৫৲

(৭)

৬৮৮ মনিজারী ৩১ দাবী ৬২।/০

ডিঃ ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু মোঃ কাছারী মধুপুর

দেঃ ছলেমান বিশ্বাস সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার ৪৬ নং মধুপুর মৌজার ডিক্রীদার অধীনে ৫৩ নং খতিয়ানে ৬৭ শঃ ৫টবন্দী জমির জমা বিঘাপ্রতি ১০ নিরিখে বার্ষিক ২৷৷১২৷৷ মূল্য আঃ ১০৲

(৮)

৬৯২ মনিজারী ৩১ দাবী ১২৫৸০

ডিঃ গাজিসাহা ফকির সাং ডোমপুখুরিয়া

দেঃ কছরদ্দি মণ্ডল দিং সাং ডোমপুখুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার অধীন ডোমপুখুরিয়া গ্রামে শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণাদাসী দিং অধীনে সেঃ ৮৫২ নং খতিয়ানে ৭ ৩১ একর রায়তি স্থিতিবান জমা ৯১৬ মূল্য আঃ ৫০৲

(৯)

৬৯৪ মনিজারী ৩১ দাবী ২৪৯৷৶

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সাং ঘূর্ণী

দেঃ তোরাপ আলি সেখ দিং সাং জয়পুর পোঃ হাঁসখালী

হাঁসখালী থানার অধীন জয়পুর গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীনে ১১৫৬,৬১৪ ১১৯৬ ও ৭৬৩ নং খতিয়ানে ৩-৪১ একর জমির জমা ১১৸৭৷৷ মূল্য আঃ ৩০৲

(১০)

৬৯৫ মনিজারী ৩১ দাবী ২৫৪৷৷০

ডিঃ গিরিজা সুন্দরী দেবী সাং মৌরহাট

দেঃ কাদের মণ্ডল সাং ও পোঃ পায়রাডাঙ্গা

হাঁসখালি থানার ৩০ নং পায়রাডাঙ্গা গ্রামে ২৮৬ নং খতিয়ানে ও তদধীন ২৮৭—৩১১ খতিয়ানে মোট ৫৩ ০২ একর জমির বার্ষিক জমা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং অধীনে ৫৯৷৵২ দেনদারের ।/৬৷ = অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(১১)

৬৯৯ মনিজারী ৩১ দাবী ৫৩৫৵

ডিঃ বিষ্ণুপদ হালদার সাং কলিঙ্গা

দেঃ মতীন্দ্রনাথ প্রামাণিক দিং সাং পিপীড়াগাছি, পোঃ বাঙ্গালঝি

১। চাপড়া থানায় ৬২নং পিপীড়াগাছি মৌজায় গগন চন্দ্র বিশ্বাস দিং অধীনে ৩৪ নং খতিয়ানে ৬-০৯ একর রায়তি মোকররী জমা ৯/৪ মূল্য আঃ ২৫০৲

২। ঐ থানার ঐ মৌজে ঐ অধীনে ২১১ নং খতিয়ানে -১৭ শতক জমির মোকররী জমা ৸৫।১নং দেনদারের ৷৷০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(১২)

৭০০ মনিজারী ৩১ দাবী ১০৬৮/

ডিঃ ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাং চাপড়া

দেঃ নলিন ঘোষ সাং মালমগাছা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার অধীন ৩৮ নং মৌজা মালমগাছা গ্রামে সরোজরঞ্জন সিংহ রায় দিগর অধীনে ৫নং খতিয়ানের অধীনে ১০৩ নং খতিয়ানভুক্ত মোট ২৮-৩২ শতক জমির রায়তি স্থিতিবান জমা ৪৮৲ দেন্দারের একষষ্ঠাংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(১৩)

৬০৬ খাংজারী ৩১ দাবী ৬৪৶

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ কালী খ্রীষ্টান সাং লক্ষীপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার লক্ষীপুর মৌজে ডিক্রীদার সরকারে ১০/৩/৶ বিঘা কাত কলতার নমতে ১৪৷/১০ টাকা জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১৪)

৬৫৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১৮৩৬/

ডিঃ মুরারী মোহন মুখোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী

দেঃ দ্বারিক মল্লিক সাং মোটাঘাওরা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার ৯৭ নং দোগাছিয়া মৌজে জমিদার কানাইলাল সিংহ রায় দিং অধীনে ১১৮-১১৯, ১নং ও-১২২৯ খতিয়ানে ১৮-০৭ একর জমির জমা ১৩৷৶১০ মূল্য আঃ ২০০৲

(১৫)

১২৭৪ খাংজারী ৩০ দাবী ২৭৮০

ডিঃ প্রমথনাথ ঘোষ ম্যানেজার চেৎলাদিয়া ওয়ার্ড ষ্টেট সাং গোয়াড়ী

দেঃ দেদার ভূঁঞি দিং সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

হাসখালি থানার হরুরপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২২৯, ৮৭০ নং খতিয়ানে ৫-৭৬ একর জমির বার্ষিক জমা ১১৷৶৫ মূল্য আঃ ৪০৲

(১৬)

১৭৭৬ খাংজারী ৩০ দাবী ১০৫৷০

ডিঃ সৈয়দমহম্মদ আলি সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ এরাদুল মণ্ডল সাং বেতনা পোঃ হাঁসখালী

কৃষ্ণনগর থানার বেতনা গ্রামে শ্রীনগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় দিং অধীনে ১০৫৬ নং খতিয়ানে ৭-২০ একর জমির জমা ১৬৷০ মূল্য আঃ ৫০৲

(১৭)

১৮৯৮ খাংজারী ৩০ দাবী ৪১৮৶৬

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দেঃ রতিচরণ পাড়ুই সাং গোতীপুর পোঃ নাকাশীপাড়া থানার গোতীপুর গ্রামে ১০৫ নং ও তদধিন ১০৬৷১০৭ খতিয়ানে ১১-৩৭ একর জমির রায়তী স্থিতিবান্ জমা ১৮৶৯ ডিক্রিদারের সরকারে দেয়।

(১৮)

২১২৬ খাংজারী ৩০ দাবী ২৩৶৯

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ মোকাম কৃষ্ণনগর

দেঃ ছায়েম সেখ মোল্লা সাং বাদলাঙ্গী পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার বাদলাঙ্গী গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধিনে ১৪০নং খতিয়ানে ৭-৩০ ওটবন্দি জোত মূল্য আঃ ১৫৲

(১৯)

৩৫ খাংজারী ৩১ দাবী ২৫৯৷৶

৮০২

ডিঃ পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য ষ্টেটের রিসিভার ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী সাং গোয়াড়ী

দেঃ শ্রীমতী কৈলাস কামিনী দেবী দীং সাং কুড়ারীগাছি পোঃ জামুড় হুদা

চাপড়া থানার বেদবাড়িয়া মৌজায় মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিমিটেড দিং অধিনে ষোল আনা রকম দরপত্তনী সত্ব সমেত তদন্তর্গত জলকর বিল জিম্বা সালি আনা দরপত্তনী জমা ১৮০০৲ মূল্য ২৫০৲

(২০)

১৫০ খাংজারী ৩১ দাবী ২৭৮/৬

ডিঃ নৃসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দেঃ বাছাই মল্লিক সাং পোঃ বেলপুকুর

নাকাশীপাড়া থানায় চেঙ্গা গ্রামে ডিক্রিদারের অধিনে ২৯ নং খতিয়ানে ১-০৬ একর ওটবন্দি জোত আঃ ২০৲

(২১)

২০৫ খাংজারী ৩১ দাবী ২৬৷৶৩

ডিঃ সরোজ রঞ্জন সিংহ দিং পোঃ কৃষ্ণনগর কাঠালপোতা

দেঃ ভৈরব সেখ দিং সাং সোমপুখুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার সোমপুকুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৮৩ খতিয়ানে ৩-৫২ একর জমী মূল্য আঃ ১০৲

(২২)

৫০৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৫৮৩

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ প্রহ্লাদ সেখ সাং ভোলাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার শালিগ্রামের মধ্যে ৬০৫ খতিয়ানে ১-৭০ একর উটবন্দি জোতের জমা বিঘা প্রতি লাল ১৷০, খিচা ৪/১০ মূল্য আঃ ২৫৲

(২৩)

৩৩৬ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৩৶৬

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কৃষ্ণনগর কাঠালপোতা

দেঃ দিদু সেখ সাং সোমপুকুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় সোমপুকুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৪৫ খতিয়ানে ৮-৬৬ একর জমী মূল্য আঃ ২০৲

(২৪)

৩৮৬ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৩৶০

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ তাহার সেখ সাং ধনঞ্জয়পুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ধনঞ্জয়পুর মৌজে ডিক্রীদারের অধীনে ১১০ ও ১১১ খতিয়ানে ৪ ১০ জমীর জমা ১৫৶৩ মূল্য ৫০৲

(২৫)

৪৪১ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৩৮/০

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ আকবর সেখ দিং সাং ভোলাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ভোলাডাঙ্গা মৌজে ডিক্রীদার অধীনে ১৭ খতিয়ানে ৫-২০ একর জমীর মূল্য আঃ ৫০৲

(২৬)

৪৫০ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৫৶০

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ভাদুড়ী সাং শ্রীরামপুর

দেঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র দে সাং বড়আন্দুলিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার অধীন ১৩নং মৌজা চরহাটরা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীনে ২৭৭ খতিয়ানে ৪৮৩ বিঘা জমীর জমা ৭৷/১০ মূল্য আঃ ২৫৲

(২৭)

৪৫৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৪০৮৶৯

ডিঃ শ্রীসতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাংনাটু দহ

দেঃ এবাদৎ মণ্ডল দিং সাং দেদারদিয়ার পোতা, পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার মৌজে দক্ষিণ রাজিদা পোতায় ডিক্রীদার অধীন ১৭ খতিয়ানে ২-৬৬ একর জমীর রায়তি স্থিতিবান জমা ৯৶৩ মূল্য আঃ ১০৲

(২৮)

৪৬৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১৫৪/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ রাখালচন্দ্র প্রামানিক দিং সাং শিকড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার শিকরা মৌজে ২২০নং খতিয়ানে ডিক্রীদার অধীনে ৪-৭৩ একর উটবন্দী জমির জমা ২৷৶১৫ মূল্য আঃ ২৫৲

(২৯)

৪৭৩ খাংজারী ৩১ দাবী ১৪১৷০

ডিঃ ঐ

দেঃ আজগর সেখ দিং সাং শিকরা পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়া শিকরা মৌজে ২৪৫নং খতিয়ানে ডিক্রীদার অধিনে ৫-৯৬ একর জোতের জমা ১২৶০ মূল্য আঃ ২৫৲

(৩০)

৪৭৫ খাংজারী ৩১ দাবী ১৯৲৯

ডিঃ ঐ

দেঃ আমিনদ্দি সেখ সাং শিবচন্দ্রপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার শিকড়া মৌজে ৭১ নং খতিয়ানে ডিক্রীদার অধীনে ১-৫২ একর ওটবন্দী জোতের জমা ৩/১৫ মূল্য আঃ ১০৲

(৩১)

৪৭৬ খাংজারী ৩১ দাবী ২১০৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ গিরু মালিতা সাং শিকরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার শিকরা মৌজে ডিক্রীদার অধীনে ৪৪১ নং খতিয়ানে -৬৩ শতক উটবন্দী জোতের জমা কলতারনমতে ১১৫ মূল্য আঃ ১০৲

(৩২)

৪৭৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৫৷৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ রাখাল চন্দ্র প্রামানিক দিং সাং শিকরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার শিকরা মৌজে ডিক্রীদার অধীন ৪০২ নং খতিয়ানে ২-০৯ একর ওটবন্দী জোতের জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৩)

৪৯৫ খাংজারী ৩১ দাবী ২০২৸৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ নেছেরালি সেখ সাং ছোট আন্দুলিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ছোট আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় সেঃ ১২৩ নং খংভুক্ত ৩৫-৫৬ একর উটবন্দী জোতের জমা কলতারনমতে ১০২৮/৯ মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৪)

৪৯৬ খাংজারী ৩১ দাবী ১৪৪৸০

ডিঃ ঐ

দেঃ ভুবন সেখ দিং সাং ছোট আন্দুলিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার ছোট আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীনে ২৬ খতিয়ানে ৫০-৩৭ এঃ ওটবন্দী জোতের জমা কলতারনমতে ১৪১৶০ মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৫)

৪৯৭ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৫৷৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ আশু মণ্ডল সাং ছোট আন্দুলিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ছোট আন্দুলিয়া গ্রামে ডিক্রীদারের অধীনে ৪৭নং খতিয়ানে ৩-৪৬ একর ওটবন্দী জমীর জমা কলতারনমতে ১১৸০ মূল্য আঃ ২৫৲

(৩৬)

৪৯৯ মণিজারী ৩১ দাবী ২১০।৬

ডিঃ বিনোদমোহিনী দেবী সাং শিবনিবাস

দেঃ ছুটু ঘোষ সাং কৃষ্ণপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার মৌজে গড় চন্দননগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীনে ৯৯ নং খতিয়ানে ৭-৪৩ একর জমীর রাইয়তি মকরবী জমা ৩৩৸০ মূল্য আঃ ৭৫৲

(৩৭)

৫১১ খাংজারী ৩১ দাবী ২৩৬৷৵৬

ডিঃ রামপদ পাড়ে সাং ময়ূরহাট

দেঃ আব্দুলগনি মিস্ত্রী দিং সাং মদনা, পোঃ হাঁসখালী

হাঁসখালি থানার ৬৪নং মদনা মৌজায় ডিক্রীদার অধীনে ১০৫ খতিয়ানে ও তদধীন ১০৬-১১০ নং খতিয়ানে ৪০৲ টাকা কোর্ফা জমার ১৮-৬১ একর জমি ও ৬৮ নং পশ্চিম হরিণডাঙ্গা মৌজায় ১০৫ নং খতিয়ানে ১-১৩ একর জমির মূল্য ৫০৲

(৩৮)

৫১৩ খাংজারি ৩১ দাবী ৫২।৶৬

ডিঃ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ছেনারদ্দি হাজরা সাং গোংরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার গোংরা মৌজে ২৫২নং খতিয়ানে ১-০৫ একর জমির জমা ২৸১০ মূঃ আঃ ৫৲

(৩৯)

৫১৪ খাংজারি ৩১ দাবী ১০২।৴৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ছেয়াদি সেখ বারাদি দিং সাং গোংরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার গোংরা মৌজে ডিক্রীদার অধিনে ১১৭নং খতিয়ানে ৪-১০ জমির জমা কনভারসন মতে ৯।৶১৫ মূঃ ১০৲

(৪০)

৫১৬ খাংজারি ৩১ দাবী ১১৮ ৬

ডিঃ ঐ

দেঃ আশু বিশ্বাস দিং সাং গোংরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় গোংরা মৌজে ডিক্রীদার অধীনে ২১৮ ও ২১৯ খতিয়ানে ৫-৬৭ একর জমির কনভারসন জমা ১৫।০ মূঃ আঃ ২০৲

(৪১)

৫২২ খাংজারি ৩১ দাবী ১২৬৵৬

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং মোঃ কাছারী আড়ংঘাটা

দেঃ রামপদ পাড়ে সাং ময়ূরঘাট পোঃ হাঁসখালী

হাঁসখালি থানায় ৬৪নং মদনা মৌজে ডিক্রীদার অধীনে ১৪৫—১৬৪ খতিয়ানে ৩৮-৩১ একর জমি এবং ৬৮নং পশ্চিম হরিণডাঙ্গা মৌজায় ২৭৩নং খতিয়ানে ও তদধীন ২৭৫নং খতিয়ানে ১-৩১ একর জমি উক্ত জমির জমা ৫৯৵৭৸ দেনদারের ৷৷০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(৪২)

৫৪২ খাংজারী ৩১ দাবী ৭৬৪৲৩

ডিঃ জিতেন্দ্রনাথ কর সাং মহানাদ

দেঃ কানাইলাল সিংহ রায় দিঃ সাং সোনাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানার মৌজে পাটাশীপাড়া, মুক্তাপুর, রাজাপুর, সনাইপুর, পলাশডাঙ্গা জলকর আবাদি প্রভৃতি মহাল চারে দেনদারগণের ৴১৮ আনা অংশ জমিদারী স্বত্ব উক্ত তৌজির ষোলআনা রাজস্ব ৬১০৭৶ মূল্য আঃ ২৫০৲

(৪৩)

৫৫৭ খাংজারী ৩১ দাবি ৩১।৵৩

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং সাং মাটীয়ারী থানা কাসীগঞ্জ

দেঃ ফকিরচাঁদ মল্লিক সাং ঘুগরাগাছী পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

১। কৃষ্ণগঞ্জ থানার ঘুগরাগাছী গ্রামে ৩৬ নং খতিয়ানে -২৩ শতক জমির জমা ৸৶ মূল্য আঃ ২৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ৯৭নং খতিয়ানে -১৯ শতক জমির জমা ২৸৭ মূল্য আঃ ২৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ১৮২ খতিয়ানে -৪৯ শতক জমির জমা ২৲ মূল্য ২৲

(৪৪)

৫৫৮ খাংজারি ৩১ দাবি ৬২৴৬

ডিঃ ঐ

দেঃ করমালি বিশ্বাস সাং ঘুঘুরাগাছি পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার ঘুঘুরাগাছি গ্রামে ৩৯নং খতিয়ানে -২৬ শতক জমির কোর্ফা জমা ৸৵৫ মূল্য আঃ ২৲

২। ঐ থানা ঐ মৌজে ১৯ খতিয়ানে -৫ শতক জমির কোর্ফা জমা ১।০ মূল্য আঃ ২৲

(৪৫)

৫৫৯ খাংজারি ৩১ দাবী ৩৫৸৵৬

ডিঃ ঐ

দেঃ দেদার মণ্ডল দিং সাং ঘুঘুরাগাছি পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

১। কৃষ্ণগঞ্জ থানার ঘুঘুরাগাছি গ্রামে ৩৮নং খতিয়ানে -২২ শতক জমির জমা ৷৷৴৯ মূল্য আঃ ২৲

২। ঐ থানার ঐ মৌজে ৫৫ নং খতিয়ানে ১-১৪ জমির জমা ২৶৮ মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানার ঐ মৌজে ৫৬ নং খতিয়ানে ৬-২৭ একর জমির জমা ২১।৵৫ মূল্য ১৫৲

৪। ঐ থানার ঐ মৌজে ১১৫ নং খতিয়ানে -২৭ শতক জমির কোর্ফা জমা ৸৶ মূল্য আঃ ২৲

৫। ঐ থানার ঐ মৌজে ৪০ নং খতিয়ানে -১৩ শতক জমির জমা ৷৷১০ মূল্য আঃ ১৲

৬। ঐ থানার ঐ মৌজে ৫৪ নং খতিয়ানে -১০ শতক জমির কোর্ফা জমা ৷৷৶ মূল্য আঃ ২৲

(৪৬)

৫৫০ খাংজারী ৩১ দাবী ৬৪ ৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ইজ্জত বিশ্বাস সাং ঘুঘুরাগাছি পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

১। কৃষ্ণগঞ্জের অধীন ঘুঘুরাগাছি মৌজে ৪৯ নং খতিয়ানে -৯৩ শতক জমির রায়তি জমা ২৶৮ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৫১ নং খতিয়ানে ৩-৯৬ একর জমির রায়তি জমা ১৷৷৵ মূল্য ১৫৲

৩। ঐ থানার ঐ মৌজে ২০৫ নং খতিয়ানে ১-৮৭ একর নিষ্কর জমির মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ থানার ঐ গ্রামে ২০৬ নং খতিয়ানে ৫-০২ একর নিষ্কর জমির মূল্য আঃ ২৫৲

৫। ঐ থানায় ৮নং জয়ঘাটা মৌজায় ২নং খতিয়ানে ১-৬১ একর নিষ্কর জমির মূল্য আঃ ৫৲

(৪৭)

৫৫৩ খাংজারী ৩১ দাবি ১১৯৷৵৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ মিঞাজান বাঙ্গাল সাং গোংরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার গোংরা মৌজে ২৭৭।২৭৮ খতিয়ানে ৫-৯৫ জমি কনভারসনমতে জমা ১৫।১০ মূল্য আঃ ২০৲

(৪৮)

৫৫৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৬৮৲৯

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং ঘূর্ণী

দেঃ মকিম মণ্ডল দিং সাং যাত্রাপুর পোঃ হাসখালী

হাসখালী থানায় জয়পুর মৌজে ডিক্রীদার অধীনে ৮৬৩ খতিয়ানে ৭-১৯ একর জমীর জমা ১৪।৴০ মূল্য আঃ ২০৲

(৪৯)

৫৬১ খাংজারি ৩১ দাবি ৮৬৸৬

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ বিনোদ মণ্ডল দিং সাং গোপালচাঁদপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় জবাকিপুর মৌজায় ১২৩নং খতিয়ানে ডিক্রীদার অধীন ১৮-৬৮ একর ওটবন্দী জমীর মূল্য ৭০৲

(৫০)

৫৭৪ খাংজারী ৩১ দাবী ১১।৵৯

ডিঃ অমিয় পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ রেয়াজদ্দিন মণ্ডল সাং ফুলবাড়ী পোঃ হাসখালি

হাসখালি থানায় বকিলপাড়া গ্রামে ৬২৪নং খতিয়ানে ৮-৯৪ বাকিপাড়া জোত জমীর মূল্য আঃ ৫০৲

(৫১)

৫৮৯ খাংজারী ৩১ দাবী ১০৭৮।৵৯

ডিঃ সেবায়েত জিতেন্দ্রনাথ কর

দেঃ নফরচন্দ্র পালচৌধুরী মোঃ গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার ৯৪নং মৌজে গোয়াড়ী গোবিন্দসড়ক গ্রামে ৬৯৪নং খতিয়ানে -১১ শতক জমীর জমা ১১।০ মূল্য মায় আকর আওলাত আঃ ৫০০৲

(৫২)

৫৯১ খাংজারী ৩১ দাবী ৪৮৶৩

ডিঃ তারাপদ সরকার দিং মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ পাঁচুগোপাল পালচৌধুরী দিং সাং ও পোঃ নাটুদহ

চাপড়া থানায় মধুপুর মৌজায় ১৮৮নং খতিয়ানে ৩-৭০ একর জমীর চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব জমা ৫৸৶০ মূল্য আঃ ১০৲

(৫৩)

৮০৯ খাংজারী ৩১ দাবী ৪০৫৸৶৯

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ তারাপদ সিংহরায় সাং হাতীশালা পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

চাপড়া থানায় হাতীশালাগ্রামে ডিক্রিদার অধীনে ১০১১ খতিয়ানে ও তদধীন ১০.২ হইতে ১০৫০ ও ১২১৩, ১২৫৬ হইতে ১২৯১ খতিয়ানে ৬৯-৩৩ জমীর জমা ৫৮৷৷৩ মূল্য মায় অকর আওলাত আঃ ২০০৲

(৫৪)

৮২৮ খাংজারি ৩১ দাবি ২৪০৷৷৶

ডিঃ কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস দিং সাং বানপুর

দেঃ বেনোয়ারীলাল বিশ্বাস দিং সাং গাদিয়া পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার ৫১ নং গাদীয়া মৌজায় ৬১৬ খতিয়ানে ও ৫২ নং মাটিয়ারী মৌজায় ১৭৪৫ নং খতিয়ানে মোট ৩৩-৬৩ একর জমির জমা ৬২৷৷ মূল্য আঃ ৫০৲

'শ্রীগৌরাঙ্গ'
চৈদি— নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২৪তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই শ্রাবণ মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ২৮শে জুলাই ১৯৩১

নানা কথা

নদীয়া জেলা মহিলা সম্মেলন

মহিলা সম্মেলনের সমস্ত আয়োজন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রকাশ জিলার সমস্ত অংশ হইতে অভ্যর্থনা সমিতিকে সমর্থন করিবে বলিয়া আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে। বহু মহিলা প্রতিনিধি ও কর্ম্মী সভায় উপস্থিত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। ১লা আগষ্ট হইতে ৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত একটী প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হইয়াছে। উহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিবার সম্ভবনা। সভানেত্রী শ্রীযুক্তা অশোকলতা দাস, শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, এবং বিমলপ্রতিভা দেবী সহ ৩১শে আগষ্ট কৃষ্ণনগরে ফিরিবেন। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী দ্বার উদ্ঘাটন এবং শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবেন। আগামী ১লা আগষ্ট সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

নদীয়ায় দেশী বস্ত্রাদি বিক্রয়ের জন্য প্রতিশ্রুতি

বস্ত্র ব্যবসায়ীদের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ

নদীয়ার স্বদেশী প্রচার সমিতির প্রতিনিধি শ্রীযুত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুত গোপীনাথ মজুমদার ও শ্রীযুক্তা প্রভাবতী সান্যাল প্রভৃতি বিশিষ্ট কর্ম্মীদের উদ্যোগে জেলায় বিভিন্ন স্থানে সভাসমিতি হইতেছে এবং লোকের নিকট হইতে স্বদেশী গ্রহণের প্রতিশ্রুতি লইতেছেন।

নদীয়া জেলা মহিলা সম্মেলন

নদীয়ায় দেশী বস্ত্রাদি বিক্রয়ের জন্য প্রতিশ্রুতি

ছাত্র ও যুব সম্মিলনী

অসুস্থ রাজবন্দী সরোজরঞ্জনের অবস্থা

আশ্চর্য্যরূপে জীবন রক্ষা

পাটনা সহরে বোমার প্রাচুর্য্য

রাজবন্দীর দুরবস্থা

চলন্তট্রেণে সামরিক অফিসার খুন

লণ্ডনে গান্ধীজীর অভ্যর্থনা

খনিতে তিনজনের জীবন্ত সমাধি

কৃষ্ণনগরের বস্ত্র ব্যবসায়িগণ আর বিদেশী বস্ত্র বিক্রয় করিবেন না এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন।

ছাত্র ও যুব সম্মিলনী

আগষ্ট মাসের প্রারম্ভে কুষ্টিয়া নদীয়া জেলা ছাত্র ও যুব সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। এতদুপলক্ষে যুবকগণের বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইতেছে। অর্থ সংগ্রহ ও প্রচারকার্য্যের জন্য কর্ম্মিগণ মহকুমার বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়াছেন। শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন রায়ের অধিনায়কত্বে স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রত্যহ কুচকাওয়াজ করিতেছেন।

অসুস্থ রাজবন্দী সরোজরঞ্জনের অবস্থা

কুষ্টিয়ার অন্তরীণ বন্দী শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন আচার্য্য বহুদিন হইতে নানাপ্রকার ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার মাতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সরকার অনুমতি প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আশ্চর্য্যরূপে জীবন রক্ষা

সাংহাই হইতে প্রকাশ যে চীনের রাজস্বসচিব মিঃ টি, ভি, সুং অল্পের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছেন। তিনি জাপানীমন্ত্রী সিঙ্গ-মিৎসুকে সঙ্গে লইয়া সাংহাই রেল ষ্টেশন হইতে বাহির হইতেছিলেন, এমন সময় কাল পোষাক পরিহিত কয়েকজন চীনা তাঁহাকে আক্রমণ করে। আততায়ীগণ বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং গুলী ছুড়িয়াছিল। মিঃ সুং এক স্তম্ভের পশ্চাতে আশ্রয় লইয়া প্রাণরক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহার সেক্রেটারীর মৃত্যু হয়। অতঃপর দেহরক্ষীবৃন্দ গুলী করিলে আততায়িগণ পলাইয়া যায়।

পাটনা সহরে বোমার প্রাচুর্য্য

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গত ২২শে জুলাই রাত্রে ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে শিবগঞ্জ মহল্লায় সখীচাঁদের পায়খানার উপর নারিকেলের মালার আকারের দুইটি বোমা আসিয়া পড়ে এবং একই প্রকারের আর একটী বোমা মারুগঞ্জ মহল্লায় উত্তমচাঁদের মদের দোকানে পড়িয়াছে বলিয়া প্রকাশ, ফলে কিছু অনিষ্ট হয় নাই।

ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	পুরী
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মান্দ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মান্দ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্র দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নয়কোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাশ্রম গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবকপ্রবর শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল. এম. এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধব ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীপ্রেমাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

নারায়ণগঞ্জ, প্রভাস ষ্ট্রীট

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবনবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃপানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীবঙ্কিমলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীশ্যামানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, নারায়ণগড়, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীরমানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকেশবজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগঙ্গানন্দ ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীজগৎপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ সেবধরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীমদনগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ আমু, হাবড়া

এখানে বড় সুন্দর শ্রীগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাময়।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীরমন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মান্দ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দশরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরসুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্যামসুন্দরগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ — ২৯ বামন গৌরাব্দ ৪৪৫, ১২ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৮ জুলাই ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার — ১২৪তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পুরীতে বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন,—এসংবাদ শ্রীপত্রের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। অতঃপর তিনি কটকবাসী ভক্তগণের এবং সজ্জনমণ্ডলীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে গত ৪ঠা শ্রাবণ, ২০শে জুলাই সোমবার প্রাতে ৮টায় পুরী হইতে রওনা হইয়া বেলা ১২টার সময় কটক ষ্টেসনে উপস্থিত হন। পূর্ব্ব হইতেই তারযোগে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগৌর-নিজজন শ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য পুষ্পমাল্যাদি উপায়ন-হস্তে প্রফেসর শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, এম এ; শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুদর্শনসনাতন ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বিলাসবিগ্রহদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সজ্জনমণ্ডলী এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ প্রমুখ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের ভক্তগণ ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন।

ট্রেণ কটক ষ্টেশনে পৌছিবামাত্র সকলেই উচ্চৈঃস্বরে "জয় পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কি জয়" বলিয়া জয়ধ্বনি করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ গাড়ী হইতে নামিবার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পমাল্য চন্দনাদির দ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া সকলেই সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। পরে সুসজ্জিত বাষ্পীয় যানে পরমারাধ্য প্রভুপাদকে উঠাইয়া কাঠযুড়ি নদীর ধারে একটী সুবৃহৎ দ্বিতলগৃহে আনয়ন করিলেন। তথায় দেওয়ান বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র ও কটক র‍্যাভেন্স কলেজের কতিপয় অধ্যাপক শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

কীর্ত্তনামোদী শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট বহুক্ষণ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সন্ধ্যায় শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শুভাগমন করেন, শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বাৎসরিক মহামহোৎসব উপলক্ষে একটী সুবৃহৎ মণ্ডপ নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ তথায় উপস্থিত হইলে তদ্দর্শনপিপাসু বহু ব্যক্তি আনন্দভরে প্রণামাদির দ্বারা তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

শ্রীহরিকীর্ত্তনই যাঁহার জীবন—শ্রীহরিই যাঁহার প্রাণনাথ, হরিভজনেই যাঁহার মোদ, সেই শ্রীহরির নিজজন মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদ স্বরূপবিস্মৃত জীবকুলকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্যই এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং তিনি মুহূর্ত্তমাত্রও অন্যকে শ্রীহরিকীর্ত্তন হইতে বিরত থাকিবার সুযোগ প্রদান করেন না বা তদনুগ জনগণকে তদ্বিষয়ে বিরত দেখিতেও ইচ্ছা করেন না। তাই শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে প্রবেশ করিয়াই সচ্চিদানন্দ শ্রীগোবিন্দের গুণানুকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

সেই রাত্রেই কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা থাকায় প্রভুপাদ দীর্ঘকাল শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীহরিজনের সঙ্গ সুদুর্লভ,—ঈদৃশ উপলব্ধিবিশিষ্ট জনগণ শ্রীল প্রভুপাদের অদর্শনাশঙ্কা উপলব্ধি করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। তবে স্বতন্ত্র ভগবানের স্বতন্ত্রজন নিজ প্রভুর সেবোদ্দেশে যিনি যথায় অবস্থান করেন, প্রভুমনোভীষ্ট-সম্পাদনেই তাঁহাদের সুখ, এই বুঝিয়া প্রভুর ইচ্ছায় নিজ ইচ্ছা মিলাইয়া থাকেন।

ঐদিবস রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় কলিকাতা অভিমুখে প্রভুপাদের যাত্রার সময় বহুলোক তাঁহাকে কটক ষ্টেসনে উঠাইয়া দিয়া প্রভুর বিরহবেদনায় দুঃখিত হইয়া নিজ নিজ সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ ২১শে জুলাই মঙ্গলবার প্রাতে হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রমুখ ভক্তবৃন্দ প্রভুপাদকে যথাবিধি বন্দনাদি করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের মোটরযানে তাঁহাকে শ্রীগৌড়ীয় মঠে লইয়া গেলেন। প্রভুপাদের সহিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ও ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সজ্জনানন্দজীও শ্রীধাম পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সঞ্জীবনী লিখিতেছেন,—কুচবিহারের মহারাণী ইন্দিরা দেবী তাঁহার পুত্র প্রিন্স ইন্দ্রজিৎ ও দুই রাজকুমারী-সহ পুরীতে রথ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সঞ্জীবনীর মতে মহারাণী উহাতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সকল আশা চূর্ণ করিয়াছেন। রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ—গুণত্রয়াবলম্বী তিন শ্রেণীর লোক বিষয়কার্য্য ছাড়িতে পারিলে রথোপরি ভগবানের দর্শন লাভ করেন। ভোগিসকল নিজ নিজ মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য বিষয় ত্যাগ করেন। সুতরাং জগতের নাথ দর্শন করিবার সৌভাগ্য কেশব বাবুর ছিল না—একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

বরোদার রাজকন্যা কেবল নির্ব্বিশেষবাদী হইবেন এবং কুচবিহারের রাজকুমারী চিরদিনের জন্য ভগবদ্দর্শন-বৈমুখ্য লাভ করিবেন—ইহাই কি কেশবচন্দ্রের আশা-ভরসা।

নিরাকার নির্ব্বিশেষ ক্লীব ব্রহ্মের সীমা ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত। বাসুদেব জগন্নাথের দর্শন নির্ব্বিশেষবাদীর ভাগ্যে দুর্ঘটনীয় হইলেও দারুব্রহ্মের চরণ দুইখানি দেখিবার সুযোগ তাঁহাদের নাই।

ভগবানকে উড়াইয়া দিয়া যে চারিপ্রকার বিচার জগতে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহা অতিক্রম করিয়া বাসুদেব জগন্নাথ পুরুষোত্তমের দর্শন ও তাঁহার চিন্ময় রথ—উক্ত মনোধর্ম্মজীবির সীমার বাহিরে সনাতনধর্ম্মে চির অবস্থিত।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, হাওড়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র পাল শ্রীচৈতন্যমঠের রঙ্গমঞ্চের জন্য এক সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন। এই রঙ্গমঞ্চে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবনে ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন। পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন, এই চারু বাবু এক্ষণে একটী হাইস্কুলের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য মুখাজোড়ায় ১০০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। বদান্যবর চারুবাবু ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, সুতরাং শ্রীধামের বিদ্যালয়-গৃহের জন্য তাঁহার ততোধিক দান প্রার্থনীয়।

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯ বামন গৌরাব্দ ৪৪৫

মানব জীবনের কর্ত্তব্য

(২)

আমরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাদাতা সভার সদস্য-খাতায় নাম লিখাইয়া জনমতের বহুমানন পূর্ব্বক তুমুল উদ্যমে কর্ত্তব্য ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছি। এজন্যই প্রত্যেকের জীবন-কর্ত্তব্যগতি বিভিন্নতার পরিচয় দিয়া থাকে। আত্মরুচির অনুকূল ব্যবস্থাপ্রদাতা উপদেশকের উপদেশকে প্রীতিমাল্যে অভিনন্দিত করিয়া কেহ মনে করেন,—"আমার অপোগণ্ড শিশুসন্তানগুলি এবং সুকোমলা প্রেয়সী ভার্য্যা আমারই আশ্রিতা; অতএব আমি যদি প্রাণপণে তাহাদের জন্য অর্থ সঞ্চয় না করি, গৃহ বিত্তাদি রক্ষায় প্রচুর পরিশ্রম না করি, তবে কিরূপে সংসারধর্ম্ম পালন হইবে? ইহাই আমার বিধিনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মকার্য্য।" কেহ ভাবেন—"পরোপকারজনক কার্য্যে আত্মদানই যখন মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য; তখন, দুঃস্থ রোগীর শুশ্রূষা, তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দেশে সাহায্য প্রেরণ, নারীমঙ্গল, শিশুমঙ্গল ইত্যাদির সেবন বা অশিক্ষিত সমাজে শিক্ষাকিরণ প্রদান ইত্যাদি পরমঙ্গল ব্রতে ব্রতী হওয়া অপেক্ষা অন্য কোন কার্য্যেই জীবনের সার্থকতা সাধিত হয় না।" আবার কোনও ব্যক্তি মাৎসর্য্যপরবশ হইয়া পরম নির্ম্মৎসর সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অযথা আক্রমণ, শুদ্ধ হরিভক্তগণের অমল চরিত্রে অমূলক কলঙ্ককালিমা লেপন এবং সাধু ও শাস্ত্রাচারবিগর্হিত অসদাচরণ প্রতিপালন করাকেই জীবনের একান্ত কৃত্য বলিয়া জানেন। এই প্রকার ধর্ম্মবিশিষ্ট মৎস্যমাংসলোভী ব্যক্তিগণ আবার মনে করেন,—"ভগবান যখন আমাদিগকে 'খা-দন্ত' দিয়াছেন এবং নদী তড়াগাদিতেও বিস্তর মৎস্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন কুকুরের 'কুকুরদন্তের' সদ্ব্যবহারের ন্যায়, জলজন্তুকুলের নির্ম্মূলতা সাধন ও নধর ছাগশিশুগুলির মাংস ভক্ষণই আমাদের জীবনের উচিত কর্ম্ম। নতুবা সমাজের মর্য্যাদা রক্ষা হইবে কিপ্রকারে?

মনোধর্ম্মী জগতে কর্ত্তব্য সংখ্যার আর শেষ নাই। ধর্ম্মকামী ব্যক্তি সূর্য্যোপাসনা, অর্থকামী গণপতির আরাধনা, কামকামী শক্তির এবং মোক্ষকামী রুদ্রোপাসনাকেই শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি কোন সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি পরাত্মনিষ্ঠায় পরিনিষ্ঠিত শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাপত্তি সহকারে শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা করেন কিম্বা বাস্তব-স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সাধুমহাজনগণের অমল জীবন-বেদ অধ্যয়ন করিবার মত মেধাবিশিষ্ট হন, তবে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, বহুরূপিণী মায়ার মনোরম বাণীগুলি, যাহা জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া অজ্ঞ মানবকে বিপথে ভুলাইতেছে, তাহা নিতান্তই অসার, তাহা নিতান্তই 'মেকী'। প্রতারকের প্রস্তুত নকল স্বর্ণ যেরূপ অগ্নিতে দিলে বা 'নিকষ পাথরে' যাচাই করিলে তাহার কৃত্রিমতা ধরা পড়িয়া যায়, তদ্রূপ যথার্থ সাধুজীবনের বাস্তব আচার আচরণের সহিত তুলনা করিলেই মেকী অসদ্বাণীর কপটতা ও অসারতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। সাধুজীবনের পূত আদর্শ—প্রভাকরের দীপ্ত মূর্ত্তির মত স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু, তাহাই নিখিল মানব জীবনের কর্ত্তব্যনির্দ্দেশক একমাত্র ধ্রুবতারা। বাস্তব কর্ত্তব্য কখনও বহু হইতে পারে না। বহু আপাতলোভন সেবা কখনও শুদ্ধজীবাত্মার ধর্ম্ম নহে। গীতী সভ্য গণমতের যতই অর্চিত কর, যতই কষ্টপ্রদ, যতই অমনোনীত হউক না কেন, বাস্তবের বাস্তবতার বিমল প্রভায়, অবাস্তবের অহঙ্কার অঙ্গারের ন্যায় মালিন্য প্রাপ্ত হইবেই হইবে। পরম শ্রেষ্ঠ মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য কি শুধু শূকরীবিষ্ঠাতুল্য প্রতিষ্ঠার অনুসন্ধান, না কণ্টকভোজী উষ্ট্রের ন্যায় ক্লেশক্ষতনাশক ভোগ্য বিষয়ের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ? অথবা নির্ব্বিশেষবাদীর কুপরামর্শে চিরতরে আত্মহনন? নবারুণ আলোকে অন্ধকারের তিরোধানের ন্যায় আমাদের এই সকল অজ্ঞান-তিমির বলদেবের অভিন্নপ্রকাশ শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিনব প্রোজ্জ্বল জীবন-ভাতিতে চির বিদূরিত হইতে পারে। তদীয় সুমহতী অলৌকিকী কৃপা, মানব-সংশয়ের বিরাট হিমালয়, কৈতবের প্রবল মায়াগ্রপ্রপাত এক নিমিষে ধ্বংস বিধ্বংস করিয়া মানবজীবনের একান্ততম সুনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যই যে হরিভজন, আত্মার অবিনাশী অকৃত্রিম-সম্পদই যে হরিভজন—ইহা অজস্র প্রকার সেবাসুন্দর আদর্শের দ্বারা সুপ্রমাণিত করিয়া দিয়াছে।

কলিহননিতাইচাঁদ জগদাচার্য্যবরের দিব্য সুশীতল শ্রীপাদকমলে আত্মনিবেদন করিতে পারিলে আমরা জীবনের চরম কর্ত্তব্যের সেবাগোস্বামীর সন্ধান পাইব; মুকুন্দপাদারবিন্দ-সেবনেই যে সনাতনী আত্মবৃত্তির শুভ্র সৌন্দর্য্য—তাহাতেই যে মনুষ্যজনমের নিগূঢ় সার্থকতা, এই গুহ্যতম সারতত্ত্ব জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারিব।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

(১)

অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ অপ্রপঞ্চ হইয়াও প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইতে পারেন, এরূপ শক্তিসম্পন্ন। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ সেই ভগবান্ লোকলোচনের নিকট আসিয়াও ভাগ্যহীন জনগণের নিকট তাঁহাদেরই ন্যায় জীবশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া প্রতীত হইয়া তাঁহাদিগকে পরমাত্মস্বরূপ-দর্শনে অধিকার দেন না।

সেই ভাগ্যহীন অনধিকারি জনগণ মনে করে যে, ভগবানকেও তাহারা তাহাদের ন্যায় কর্ম্মফলবাধ্য জীববিশেষে পরিণত করিয়া তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে! ভগবদবস্থ অযোগ্য বাল্য দ্বারপালি অসুরগণ ভগবানকেও তাহাদের ন্যায় সঙ্কীর্ণ বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। সেই ধারণাফলে শীতাহরণাদি ব্যাপারে তাহাদের কুক্রিয়াসক্তিই দেখা যায়।

মূঢ় জনগণ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ভগবানের যেরূপ বিকৃত ধারণা করেন, ভগবানের স্বরূপ-বৈভবসমূহের অবতরণসমূহেও সেইরূপ ভোগময় পরিকল্পনা করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ভজনবলই ভগবৎস্বরূপ, ভগবদ্রূপবৈভব, জীবস্বরূপ ও গুণজাত জগতের পরস্পর বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ।

রুদ্ধ কাচপাত্রের মধ্যস্থিত মধুপান যেরূপ বহিঃস্থিত মক্ষিকার পক্ষে সম্ভব নয়, কামাদি রিপুর বশীভূত জনগণ তদ্রূপ কেবল চেতন বস্তুর সন্ধান পান না। তাহাদের নিকট 'চিন্ময়' শব্দটি আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক চিন্তাপ্রসূত শব্দবিশেষ। এরূপ প্রাকৃত জগতের অন্যতম বস্তুজ্ঞানে যাহারা ভগবানের চিন্ময় অবতরণস্থলকেও নির্ণয় করিবার প্রয়াস করেন, ভগবন্মায়া স্বীয় বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী শক্তিদ্বারা তাহাদের পথ রোধ করিয়া বাস্তবসত্য হইতে দূরে রাখেন।

অসুর রাবণ ভগবান্ দাশরথীর পত্নীকে হরণ করিয়া লাভবান্ হইবার যত্ন করিয়াছিল। ভগবদ্ভক্তের আরাধ্যা চিন্ময়ী অনুভূতিকে জড়ভোগের অন্যতম জানিয়া যে-সকল ভোগী কুতার্কিক তাঁহাতে অপবিত্রতা আনয়ন করিবার মানসে ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া ষড়রিপুর দাস্য করে, তাহারা ভগবদ্ধামাদির কোন সত্যানুভূতি বা ধারণা করিতে সমর্থ হয় না।

যৎকিঞ্চিৎ

(ব্যক্তিগত)

শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী বি-এজি, বি-টি মহাশয়ের সহিত শ্রীযুক্ত জীবেশ্বর গোস্বামী কাব্য তর্ক-ন্যায়তীর্থ আসাম দেশের 'টিহু' নামক স্থানে বিগত ১৯শে জুলাই তারিখ হইতে চারি দিন সকাল সন্ধ্যা ও বিপ্রভক্তি, দৈব ও অদৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বিষ্ণুনৈবেদ্য ও ইতর ভোজ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিচার করেন। বিচারে গৌড়ীয় মঠের প্রচারিত সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জীবেশ্বর গোস্বামীর মত পণ্ডিত আসাম দেশে নাই,—ইহাই প্রচারিত।

প্রথম দিনে সেবাতীর্থ মহাশয়ের শাস্ত্রপ্রমাণমূলে বিচার শ্রবণ করিয়া শ্রীযুক্ত জীবেশ্বর গোস্বামী ব্যতীত আর কোনও লৌকিক ব্রাহ্মণ বিচারসভায় আসিতে সাহস করেন নাই। দুইজন অধ্যাপক জীবেশ্বর গোস্বামীকে বিচারকালে সাহায্য করিয়াছিলেন মাত্র। সেবাতীর্থ মহাশয় তাঁহাদিগকে ৮টি প্রশ্ন করিয়াছেন। উত্তর পাইলে সেবাতীর্থ মহাশয় উহার পুনরায় প্রতিবাদ করিবেন।

শঙ্করদেবীয়, হরিদেবীয় ও দামোদরীয় এই তিন সম্প্রদায়ের শূদ্র শিষ্যগণ সেবাতীর্থ মহাশয়কে লৌকিক পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে আহ্বান করিয়াছিলেন। উক্ত কতকটা সামাজিক ব্যবহারগত সাম্প্রদায়িকতা-মূলে গঠিত হয়। তাহাতে ইঁহাদের লৌকিক পাণ্ডিত্যে অধিকার নাই, দেখা গিয়াছে।

নির্য্যাণ

মেদিনীপুর জেলায় নারমানিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন দাস অধিকারী সাহিত্যভূষণ মহোদয় গত ২৬শে আষাঢ় শনিবার শ্রীহরিবাসর দিবস দিবা দুই ঘটিকার সময় নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। তিনি ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্য। তিনি বৈষ্ণবোচিত বিবিধ সদ্গুণে বিভূষিত ছিলেন। তাঁহার রচিত প্রবন্ধ ও কবিতা শুদ্ধবৈষ্ণব জগতে বিশেষ প্রীতিদায়ক ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ও শ্রীগৌড়ীয় পত্রদ্বয়ের সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার অকাল প্রয়াণে আমরা বিশেষ অভাব ও দুঃখ অনুভব করিতেছি।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্‌-চাৰ্য্য-কৃত তাৎপৰ্য্য-নিৰ্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী র-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও তদর্থ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী য়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম গজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ ন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম তে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১‌৷৴০; দশম স্কন্ধ ১২৲; ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া কাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও চ্যক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। চ্যক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, দপ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের তু জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে াপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের তি মূল বড় অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত ড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-ী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের ংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত তেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি কাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ধ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত য়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী দাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া শ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী কাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে দ্ধক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি প্রাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই গ্রন্থ করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০। মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র অচিন্ময়-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীব্যাসভাবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক প্রবন্ধে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ৷৴০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা।৴০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সাম্প্রদায়িক এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাপ্তি—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্লোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্রে। ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিবৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৷০ আনা, অতি মনোরম বাঁধাই রাজসংস্করণ, ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-খণ্ডের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিত্যলোকাশ্রিত-শাস্ত্র-মন্থোন-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। অধ্যায় সূচিবদ্ধ সূচী, কথাসার উদ্ধৃত দ্বারা বিশেষ সহজ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আবশ্যক পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনবাক্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

স্বকল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ সহ। ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চারতাম্যতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ৷০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷০ আনা, আবাধাই ৷৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত, ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রী নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউল, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যাবশ্যক বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-স শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ ও গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহের পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৷০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি বারে ৩২ নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

যাহা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের ন্যায় ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাইট ॥৵৹ আনা, বোতল ১৷৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট
কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন;

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন বিল্ডিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রাজবন্দীর দুরবস্থা

শ্রীযুত বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী প্রকাশ করিয়াছেন যে—

"আমার ভ্রাতা—রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীকে গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩১) বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়। রবীন্দ্রনাথ পাবনা জেলার ছাত্রসঙ্ঘের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট এবং স্থানীয় কলেজের বি, এস, সি, ক্লাসের ছাত্র। বর্ত্তমানে তাহাকে সন্দ্বীপে অন্তরীণ রাখা হইয়াছে, মাসিক তাহাকে ৪০৲ টাকা করিয়া দেওয়া হয় বটে কিন্তু তাহাতে তাহার যাবতীয় খরচ চলে না অধিকন্তু উক্তটাকাও রীতিমত পাওয়া যায় না। কোনও পুস্তক কিম্বা সংবাদপত্রও তাঁহার পাওয়া সম্ভাবনা নাই যে ঘরে তাহাকে থাকিতে হয়, তাহা সম্পূর্ণ স্যাঁতসেঁতে এবং বাসের অযোগ্য, বর্ষার সময়ে ঐ স্থানে জোয়ারের জলে দিনে দুইবার প্লাবিত হয়। উপরন্তু ঐ স্থানে যথেষ্ট সর্পভয় রহিয়াছে, এ পর্য্যন্ত শোবার ঘর হইতে ছয়টি সর্পকে মারা হইয়াছে। এ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হইয়াছে কিন্তু কোনই প্রতিকার এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তাহার খুড়া এবং মাতাও তাঁহাদের বরাদ্দ টাকা রীতিমত পান না।

লণ্ডনে গান্ধিজীর অভ্যর্থনা

লণ্ডনের বিভিন্ন সভা সমিতির প্রতিনিধিগণ কমন্স সভার গৃহে এক সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। গান্ধিজীকে লণ্ডনে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটী কমিটী এই সভায় গঠিত হইয়াছে।

মিঃ ম্যাক্সে এম-পি, মিঃ ফোরাসিন এম পি, মিঃ ব্রকওয়ে এম-পি, মিসেস্ ত্রিভলাল নেহেরু, মিসেস হেরাল্ড লাস্কি, মিস্ মোরিয়াল লেষ্টার, মিঃ পোলক, রেভাঃ এণ্ডরুজ, মিঃ জন হেচার, মিঃ হোরেস আলেকজেণ্ডার এবং মিঃ কৃষ্ণ মেনন (সম্পাদক)।

ইণ্টার ন্যাশানাল মিসনারী কাউন্সিল এবং ইণ্টার ন্যাশনাল মহিলা সঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ এই সমিতিতে যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

খনিতে তিনজনের জীবন্ত সমাধি

গত ২২শে জুলাই মহীশূর খনির ই, বোর সাফটের ৩২ হাজার ফুট নিম্নে পর্ব্বতগাত্র বিদীর্ণ হওয়ায় একজন মিস্ত্রী ও দুইজন কুলির জীবন্ত সমাধি হইয়াছে। ইহাদের দেহ উদ্ধার করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, উক্ত তিন ব্যক্তি ব্যতীত আরও একজন লোক পাথর চাপা পড়িয়া জখম হইয়াছে। ইহাদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

উক্ত খনির এডগার নামক তলে এক জন স্ত্রী মজুরের সাড়ী হঠাৎ ট্রাক এঞ্জিনের কলে আটকাইয়া যায়। এঞ্জিনের বেগে ঐ নারী কলের তলে যাইয়া পড়ে। কলের চক্র নিমেষের মধ্যে তাহার উরু-দেশের উপর আসিয়া পড়ায় তাহার উরু চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কয়েক ঘণ্টা পর এই স্ত্রীলোকটী হাসপাতালে মারা গিয়াছে।

বড়বাজার মহিলা সভা

গত ২৩শে জুলাই তুলসী ভবনে (১৬নং সেট্রাল এভিনিউ) অপরাহ্ন ৪ঘটিকার সময় বড়বাজার মহিলাদিগের এক সভা হয়। সভায় বড়বাজার হইতে ৫জন প্রতিনিধি নিখিল বঙ্গ নারী শক্তির কেন্দ্রীয় সমিতিতে নির্বাচিত করা হয়। বড়বাজারের মহিলাদিগকে সভায় যোগদান করিতে অনুরোধ করা হয়।

অনশনে রাজবন্দী পঙ্কজকুমার

প্রকাশ, বরিশালের (ভোলা) শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গত একবৎসর যাবত চক্ষুর ও তলপেটে বেদনা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাইতেছে। তাঁহার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে মেডিকেল কলেজে নেওয়ার জন্য বলা হয়। কিন্তু সরকার হইতে এবিষয় কোনও বন্দোবস্ত করা হইবে না এইরূপ জানিতে পারায় পঙ্কজবাবু উহার প্রতিবাদকল্পে গত ৯ই জুলাই হইতে অনশন আরম্ভ করেন। তাঁহার শরীরের এমন অবস্থায়ও তাহাকে হিজলী বন্দীশালায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সেখানেও তিনি অনশন ধর্ম্মঘট ভঙ্গ করেন নাই।

মৌলানা সফি দাউদীর বড়লাটের নিকট তার

পাটনা হইতে সংবাদে প্রকাশ যে, নিখিল ভারত মুস্লিম কন্‌ফারেন্সের সম্পাদক মৌলানা সফি দাউদী এম্, এল্, এ, বড়লাটের নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন।

"মিঃ গান্ধীর সিমলা গমনের ফলে গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় আগামী গোলটেবিল বৈঠকে মুসলমান জন সাধারণের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া মুসলমানগণের প্রতিনিধি হিসাবে সার আলি ইমাম ও ডাঃ আনসারীকে লইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের এরূপ আচরণ মুসলমানের দাবীর অনুকূল নহে এবং মনে হইতেছে যে, তাঁহারা বোধ হয় কংগ্রেস সমর্থিত সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব জোর করিয়া মুসলমানগণের প্রতি চাপাইয়া দিতেছেন। মুসলমানগণ ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন ও ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না পরন্তু গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান সম্পর্কে তাহাদের মতামত বদলাইতে বাধ্য হইবেন।

পেগু জেলায় স্থায়ীভাবে পুলিশ নিযুক্ত

থেয়াটমেতে সহকারী পুলিশ সুপারিটেণ্ডেণ্ট সৈন্যবাহিনী সহ বিগত ১১ই জুলাই কোনও এক গ্রামে ৮জন বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে ফলে বিদ্রোহীদের মধ্যে ২জন নিহত ও ৩জন আহত হয় অবশিষ্ট বিদ্রোহিগণ পলায়ন করে। একটা বন্দুক ও কতিপয় কার্ত্তুজ পুলিশের হস্তগত হয়।

জেনজাদাতে তিনটি এবং থেয়াটমেতে ৮টী ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

পেগু জিলার অধিবাসীদের আচরণ ও তথাকার অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক বলিয়া একবৎসরের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রাখার নিমিত্ত সরকার অনুমোদন করিয়াছেন।

বাস চালকের উপর গুলী

প্রোমের সরকারী বিবরণে প্রকাশ, গত ২৩শে জুলাই অপরাহ্নে বার্ম্মা রাইফেলের একদল সৈনিক যখন পউনং হইতে ফিরিতেছিল তখন পংড়েলের নিকট একটী বাস হইতে একজন আরোহী তাহাদের উপর একটী বোতল ছুঁড়িয়া মারে। ইহাতে তিন জন সৈনিক সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হয়। সৈনিকগণ তখন বাসটীর অনুসরণ করিয়া গুলি চালায়। বাসের টায়ার ফাটিয়া যাওয়ায় চালক উহা থামাইতে বাধ্য হয়। সে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলে সৈন্যগণ তাহার প্রতি বন্দুক ছোড়ে, সে তখন গুরুতর রূপে আহত হইয়া পড়ে। একজন আরোহীও আহত হইয়াছে। বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

চলন্তট্রেণে সামরিক অফিসার খুন

ভুসাওয়াল হইতে প্রকাশ যে, দুইজন সামরিক অফিসার পাঞ্জাব মেলে পুণা যাইতেছিলেন। তাঁহারা প্রথমশ্রেণীর কামরায় ছিলেন। ২৫শে জুলাই প্রাতে তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে ছোরার আঘাতে গুরুতর জখম করা হইয়াছে। তাঁহাদের কুকুরটিকে হত্যা করা হইয়াছে। আক্রমণকারীরা পলাইয়া গিয়াছে। একজন অফিসার নিম্নের "বার্থে" অপর ব্যক্তি উপরের "বার্থে" নিদ্রা যাইতেছিলেন। আক্রমণকারীরা সম্ভবতঃ খাণ্ডোয়ায় ট্রেণে উঠিয়াছিল। ট্রেণ যখন পূর্ণবেগে চলিতেছিল সেই সময় তাহারা ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মাণ্ডোয়া চাঁদনীর জঙ্গলে পলাইয়া গিয়াছে। একজন আহত সামরিক অফিসারের অবস্থা সাংঘাতিক, অন্য অফিসারটির জীবনের আশঙ্কা নাই। তাঁহাকে ভুসাওয়ালের রেলওয়ে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

আহত অফিসার দুইজনের একজন —পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের লেফ্টেন্যাণ্ট জি, আর, হেক্‌সট্ ও রয়্যাল আর্টিলারীর ২৮নং ফীল্ড ব্রিগেডের লেফ্টেন্যাণ্ট ই, এম, শীহান।

লেফ্টেন্যাণ্ট হেক্‌সট্ বার্থে অবস্থান করিতেন, লেফ্টেন্যাণ্ট শীহান থাকিতেন লাহোরে। তাঁহারা পুণার সিগ্‌ন্যাল স্কুলে যাইতেছিলেন। ২৫শে জুলাই প্রত্যূষে যখন তাঁহারা নিদ্রিত ছিলেন এবং ট্রেণটা বোম্বাই হইতে প্রায় ৩৫০ মাইল দূরে ডাক্তারণী ও মাণ্ডোয়ার মধ্যে ছিল, সেই সময় তাঁহারা তাঁহাদের কুকুরের চীৎকারে জাগিয়া উঠেন। তাঁহারা দেখেন, ২ জন লোক ছোরা হস্তে তাঁহাদের কামরায় উঠিয়াছে। দেখিতে না দেখিতে তাহারা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। আহত অফিসারেরা তখনই ট্রেণ থামাইবার শিকল টানেন। ট্রেণ মাণ্ডোয়ায় থামে তথায় আক্রমণকারীরা ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে।

বারহানপুর ষ্টেশনে অফিসারদের আঘাতের প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁহাদিগকে ভুসাওয়াল রেলওয়ে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং তথায় ১ জনের মৃত্যু হয়।

উদারনৈতিক দলের আর একজন সদস্য

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে আগামী গোলটেবিল বৈঠকে উদারনৈতিক দলের আর একজন সদস্যকে প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা হইবে। খুব সম্ভব মিঃ হেনরী গ্রেহাম হোয়াইটকে নির্ব্বাচিত করা হইবে।

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৹

সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তভূষণ [১২৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৩৮, ২৯শে জুলাই ১৯৩১

পত্নীর দায়ে স্বামী আত্মহত্যা

ধর্ম্মযাজকগণের বেতন হ্রাসের প্রস্তাব

সুমেরু ভ্রমণে জেপেলিন

কংগ্রেস কর্ম্মীর সন্তরণ কৌশলে অকৃতকার্য্যতা

সুরাট মিউনিসিপ্যালিটী

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ফ্রান্সের বহু কোটী টাকা উত্তোলন

ভুপালের নবাব

আদালত প্রাঙ্গণে ভীষণ জনতা

চিত্রগুপ্তের নিকাশ

নানা কথা

পত্নীর দায়ে স্বামীর আত্মহত্যা

হুগলী জেলার কাপাসরিয়া গ্রামে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই নিহত হইয়াছে।

বরুণ পাত্রী নামক জনৈক যুবক (বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর) তাহার স্ত্রীর (বয়স প্রায় ১৮ বৎসর) চরিত্রে সন্দেহ করিয়াছিলেন এবং তাহা লইয়া উভয়ে মাঝে মাঝে ঝগড়া হইত। বৃহস্পতিবার প্রাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার স্ত্রীর গলা কাটিয়া ফেলে। তাহার পর পুলিশের ভয়ে সে প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ একটা প্রকাণ্ড তালগাছে উঠিয়া তথা হইতে লাফাইয়া পড়ে। ইহাতে সে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। ইতি মধ্যে পুলিশ আসিয়া পড়ে এবং পাত্রীকে শ্রীরামপুর হাসপাতালে ও তাহার পত্নীর মৃতদেহ শবব্যবচ্ছেদাগারে পাঠাইয়া দেয়। হাসপাতালে পৌছিবামাত্রই বরুণ পাত্রীর মৃত্যু হয়।

ধর্ম্মযাজকগণের বেতন হ্রাসের প্রস্তাব

রোমান ক্যাথলিক গীর্জ্জা ও ধর্ম্মযাজকগণের সহিত ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক গবর্ণমেন্টের যে সম্পর্কে থাকিবে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে স্পেনের অধিবাসী ক্যাথলিকগণের বিশেষ আতঙ্কের কারণ হইয়াছেন।

এই বিধান করা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যয় সঙ্কোচের জন্য ধর্ম্মযাজকের সংখ্যা ... আর লোক নিযুক্ত করা হইবে না। এই বিধানের ফলে প্রথম বৎসরেই পাঁচলক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হ্রাস হইবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন।

যে সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় এখনও তাহাদের সম্পত্তির পরিমাণ ঘোষণা করেন নাই, তাহাদিগকে এই বলিয়া ভয় দেখান হইয়াছে যে, অচিরে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ না করিলে তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া দেশ হইতে তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করা হইবে।

প্রতি বৎসর সরকারী তহবিল হইতে ধর্ম্মযাজকদিগকে ২০,০০,০০০ পাউণ্ড সাহায্য করা হইত। এই সাহায্য বন্ধ করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে মোটের উপর ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের কার্য্যে নিযুক্ত ধর্ম্মযাজকদিগকে সাহায্য দেওয়া হইবে এবং বিশপ প্রভৃতি বড় বড় পদস্থ কর্ম্মচারীদের বেতন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে—ইহাই বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়।

সুমেরু ভ্রমণে গ্রেফ্ জেপেলিন

বার্লিন হইতে প্রকাশ যে ফ্রেডারিক-সেফেন হইতে গ্রেফ জেপেলিন ২৪শে জুলাই সুমেরু অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করাই এই অভিযানের উদ্দেশ্য। বার্লিন যাইয়া গ্রেফ জেপেলিন একবার অবতরণ করিবে। তথা হইতে রওয়ানা হইয়া রাত্রি প্রভাতে লেনিন গ্রেডে পৌছিবার কথা। লেনিন গ্রেড হইতে আর্কেঞ্জেল হইয়া গ্রেফ জেপেলিন সুমেরু প্রদেশে গিয়া পৌছিবে।

কংগ্রেস কর্ম্মীর সন্তরণ কৌশলে অকৃতকার্য্যতা

২৪শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ বড়ুইকান্দী গ্রামের জ্যোতিভূষণ চক্রবর্ত্তী নামক একজন কংগ্রেস কর্ম্মী ব্যায়াম কৌশল দেখাইতে গিয়া শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। উক্ত যুবক কোমরে দশসের ওজনের একটা ভার বাঁধিয়া একটী পুষ্করিণী পার হইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু পুষ্করিণীর অর্দ্ধেক অংশ পার হইবার পরই সে ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে কিন্তু কোনও রূপ সাহায্য পাইবার পূর্ব্বেই যুবকটী সলিল সমাধি লাভ করে। জ্যোতিভূষণ একজন কংগ্রেস কর্ম্মী ছিলেন গৃহে তাহার অল্প বয়স্কা স্ত্রীও আছে।

ভুপালের নবাব

ভুপালের নবাব গত ২১শে জুলাই হইতে কঠিন ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাগত হইয়াছেন।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীস ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	পুরী
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসুধাকর	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীক কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৩১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমঙ্গলানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিৎ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নবকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাখ্য গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবক শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবৈরাগ্য ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ষ্ট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীযতিদাস ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সাক্ষীগোপাল? পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীগুণনিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জগন্নাথপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপকানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীপ্রাণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুমুরকুণ্ড, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দাস, শ্রীরামতীর্থ সেবধরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীভুবনেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

সর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসুধাকর, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরভজনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাদশগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীদেবপ্রসাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ ৩০ বামন গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৩ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৯ জুলাই ইং ১৯৩১ বুধবার ১২৫তম সংখ্যা।

সাময়িক সন্দেশ

গত শনিবার ৯ই শ্রাবণ শ্রীহরিবাসর দিবস অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচৈতন্য মঠে শুভাগমন-সন্দেশ বহন করিয়া পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু গত শুক্রবারে ৮ই শ্রাবণ সন্ধ্যায় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে শুভাগমন করেন।

গত ৯ই শ্রাবণ শনিবার শ্রীহরিবাসর দিবস অপরাহ্ণ প্রায় সার্দ্ধ দুই ঘটিকার সময় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ উদ্ধবদাস অধিকারী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তদেব ব্রহ্ম প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেনে উঠিয়া সন্ধ্যাকালে শ্রীনবদ্বীপঘাটে উপস্থিত হন।

পথিমধ্যে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশনে শ্রীভাগবত প্রেসের ম্যানেজার শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ তাঁহার দর্শনবন্দনাদির সুযোগ লাভ করেন।

পরমারাধ্য প্রভুপাদ নবদ্বীপঘাটে অবতরণ করিলে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজপ্রমুখ শ্রীচৈতন্য মঠের ভক্তবৃন্দ যুগাচার্য্যবরের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া তাঁহার অভিনন্দন করিলেন।

বর্ষা-প্রভাবে ছাড়িগঙ্গার জল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় পতিতপাবন প্রভুপাদ নৌকাযোগে শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের সন্নিকটে কদলী কানন-সমীপে অবতরণ করেন। তাঁহার সঙ্গে কলিকাতার ভক্তগণও আগমন করিয়াছিলেন।

তৎপরে শ্রীচৈতন্যমঠের যানে আরোহণ করিয়া তাঁহারা রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্য মঠে উপস্থিত হন। চৈতন্যমঠের তোরণে অবস্থিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুপ্রমুখ ভক্তবৃন্দ দূর হইতে প্রভুপাদের শকট দর্শন করিয়া পুলকোৎফুল্ল চিত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিলেন।

আচার্য্যপ্রবর প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য মঠে অবতরণ করিয়াই শ্রীমন্দিরে গমনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে ভক্তগণও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তৎপরে প্রভুপাদ যথাস্থানে আসিয়া উপবেশন করিলে সকলেই তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন।

গত ১০ই শ্রাবণ রবিবার প্রাতঃকালে বহু ভক্ত প্রভুপাদপ্রান্তে উপবেশন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সম্বন্ধে লৌকিক ধারণার বিষয় উল্লেখ করিয়া তৎসম্বন্ধে একটি অপূর্ব্বতত্ত্ব বর্ণন করেন।

এতৎসম্বন্ধে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথ দর্শন—অনবসরকালে দর্শন না পাইয়া আলালনাথ দর্শন, তাঁহার চতুর্ভুজ স্থানে দ্বিভুজ দর্শন, তৎপ্রসঙ্গে গোপীগণের সমীপে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন ও শ্রীরাধার নিকট তাহার প্রকাশ রক্ষণে অসামর্থ্য প্রভৃতি বর্ণন করি। ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে শ্রীগোপীনাথের প্রকট-কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানাইলেন যে, শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীপাদ (“হেনান্ত পথের আসি”) শ্রীগোপীনাথ প্রকটিত হইলেন।

শ্রীজগন্নাথদেব অধোক্ষজ তত্ত্ব। তিনি কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু নহেন যে, আমরা আপনার ইচ্ছা ও জ্ঞানের প্রভাবে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিব। তাঁহার কৃপা যাঁহার প্রতি বর্ষিত হইবে, তিনিই শ্রীভগবৎকৃপাবলে ভগবদ্দর্শনের অধিকারী হইবেন। নতুবা পুরুষাভিমানে ভোগবুদ্ধি লইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেই তাঁহার হস্ত পদ রহিত দর্শন ঘটিবে।

রজস্তমোগুণতাড়িত ব্যক্তিগণের ভগবদ্দর্শন হইতে পারে না। যতদিন জীব ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হইতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বাসুদেবের প্রকাশ তাহাদের চিত্তে প্রকটিত হইবে না।

ব্রহ্মার ন্যায় ব্যক্তি—যিনি আমাদিগের হইতে কত কত গুণে শ্রেষ্ঠ, তিনিও নিজ অক্ষজ দর্শনে তাঁহাকে মাপিতে গিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। অবশেষে যখন ভগবান্ তাঁহার চেষ্টা দর্শন করিলেন, তখন তিনি তৎসমীপে উদিত হইয়া বলিলেন,—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

অর্থাৎ আমি স্বরূপতঃ যে পরিমাণ ও সত্তাবিশিষ্ট এবং যে যে রূপ, গুণ ও লীলাবিশিষ্ট, তুমি সেই সকল বিষয়ের যথাযথ অনুভব আমার কৃপায় সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও।

এস্থলে “মদনুগ্রহাৎ” কথাটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভগবদনুগ্রহই একমাত্র কারণ। ভোগবুদ্ধিরহিত হইয়া অনন্যচিত্তে ভগবদ্দর্শনে যত্ন করিলেই ভগবৎকৃপার অধিকারী হওয়া যায়।

তত্ত্ববিজ্ঞানের অভাবে চেতনরহিত অজ্ঞানকে ‘বিজ্ঞান’ বলিয়া যাঁহাদের ভ্রান্তি হয়, তাহারা ভগবানের আকার, রূপ, নিত্যলীলা ও নিত্য গুণের উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। নিত্য অনুভবকারী অনুরূপ জীব বিজ্ঞানে অবস্থিত না হইলে—বিজ্ঞানে নিজের স্বরূপাধিষ্ঠান বুঝিতে না পারিলে নানাপ্রকার অজ্ঞানের মধ্যে পতিত হন। ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত বিজ্ঞান-রহস্য সংযুক্ত অজ্ঞান স্বরূপের উপলব্ধি ঘটে না।

গুণমায়া চালিত হইয়া গুণাতীত বস্তুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নির্দ্ধারণে যত্ন করা কৈতবযুক্ত অজ্ঞানেরই প্রচণ্ড নৃত্য। শৌক্রপথ অতিক্রম করি। ভগবজ্জ্ঞান লাভ ঘটে না। ভগবজ্জ্ঞান লাভের নিদর্শনই ভজনকারীর ভজনীয় বস্তুর সেবাবৃত্তিতে অবস্থান।

“জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥”

মানব জীবনের কর্ত্তব্য

(৩)

কলুষিত কাম ও চিন্ময় প্রেম, ইন্দ্রিয়-তোষণ ও অধোক্ষজেন্দ্রিয়তর্পণ, সেবা ও ভোগ যে এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে, যেই মঙ্গল প্রাতে আমরা জানিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিব, তখন দুষ্ট কামক্রোধাদির আদেশপালনে প্রমত্ত হইয়া পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে, নিমেষে, নিমেষে, যে অমূল্য-জীবনকাল নষ্ট করিয়া দিয়াছি, যে সুবর্ণ-প্রবাহকে অবহেলায় পদদলিত করিয়াছি, তজ্জন্য গভীর মর্ম্মপীড়া, অতি তীব্র বেদনা অনুভূত হইবে। ব্রজরস-ভাণ্ডারী মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মপরাগ-বলে বলীয়ান হইলে, একবার তদীয় রাতুলচরণে আত্ম-বিক্রীত হইয়া যাইতে পারিলে আর সাংসারিক অশেষবিধ তুচ্ছ কর্ত্তব্যের প্রয়োজন আমাদিগের সেবাসঙ্কল্পকে বিচালিত করিতে অথবা ইতর কামনার উচ্চগর্জ্জিত সেবাপথের স্বতঃউৎসারিত জীবনধারাকে প্রতিহত করিতে পারিবে না। তখনই অপূর্ব্ব আর্ত্তির সহিত,—

"লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখমর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন॥"

—ইত্যাদি সমগ্রপ্রতিকূল প্রতিবন্ধক নির্দ্দয় দলনে দলিত করিয়া শ্যামবৃন্দারণ্যের নবীন যুগলকিশোরের কামযজ্ঞে ইন্ধনপ্রদানের নিমিত্ত উন্মুক্ত জীবনকেই উপহারস্বরূপ লইয়া সেই গোলোকপুরের সেবা-ভূমিতে ছুটিয়া যাইব।

অজ্ঞানান্ধ হইয়া আমরা অনেক সময় মনে করি, সংসারের পরিচর্য্যায় দাসখত না দিয়া ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিলে বুঝি বা কোন অধর্ম্ম কিম্বা প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হইবে—বুঝি বা পাপ স্পর্শ করিবে। কিন্তু এ'ধারণা যে নিতান্তই ভিত্তিহীন, তাহা শ্রীভগবানের অভয়বাণীতেই সুব্যক্ত হইয়াছে। শুধু পার্ষদশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে নহে, অর্জ্জুনের শিক্ষাচ্ছলে ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র চঞ্চল জীববৃন্দকে পরিপূর্ণভাবে আহ্বান করিয়া ঐ যে ভবভয়হারী হৃষীকেশের গম্ভীর বাণী ধ্বনিত হইতেছে,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥"

নিখিল ভবের ভবারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের এই পরাক্রমশালী চরণাদেশের পরেও কি আমরা পচা কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়া ঘৃণ্য মায়াপিশাচীর কপট স্নেহেই অভিভূত থাকিব? তদীয় রোষকষায়িত আরক্ত লোচনের রুদ্র দৃষ্টির ভয়ে কি নিত্যকালই জড়ের পদসেবা করিব? যিনি রাক্ষসী পুতনাকে পর্য্যন্ত ধাত্র্যুচিতা পরাগতি এবং দুষ্ট কংস জরাসন্ধাদিকে ব্রহ্মলোকে স্থান দিয়াছিলেন, সেই অপার করুণানিধির শ্রীহরিপাদপদ্মসেবনে কি কখনই নিষ্কপট আর্ত্তি উদিত হইবে না? ধিক্ আমাদের সংসার মোহ! ধিক্ জড় কর্ত্তব্যের মোহিনী-প্রেরণা! সাংসারিক মনীষিসঙ্ঘ আধ্যাত্মিক সমিতি হইতে আমাদের নাম খারিজ করিয়া দেয়, দিউক্, পরিজনবর্গ কর্ত্তব্যচ্যুত অমানুষ বা নরপশু বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রচার করে, করুক্, আমরা আত্মার সহজ স্বাস্থ্য-লাভে যত্ন করিবই করিব, অনাদি কালের হরি-বিমুখতা ব্যাধিদূষিত কন্ঠের মত সমস্ত শুনিয়া লইয়াছে, এবার আর না, স্বাস্থ্যসম্পন্ন আদর্শ ঐ যে জীবন্ত মূর্ত্তিতে নিরাশ প্রাণে নবীন আশার প্রেরণা চালিতেছে; কবে শ্রীগুরুকৃপাপ্রসাদে মাদৃশ পাতকীদিগের এই প্রকার শুভদায়িনী বুদ্ধির উদয় হইবে?

কবিকুলশেখর ভক্ত গাহিয়াছেন,—

"নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা-মৃদুতনুলতা নন্দনে নাপি রন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥"

শুধু ভীষণ নরক-যাতনা হইতে মুক্তি লাভ কি, নন্দন-সুরসুন্দরীগণের সঙ্গীত-সুধা উপভোগের জন্য অথবা সসাগরা ধরিত্রীর একচ্ছত্র সাম্রাজ্যলাভের আশায় নহে, পরন্তু কেবল ভক্তিমন্দাকিনীর সুধা-সরিৎপ্রবাহে অভিষিক্ত হইবার জন্য আমরা নিত্য নবনবায়মান সেবাপ্রাপ্তির জন্য সেই অখিলপূজ্য রাধামাধবের শ্রীপাদপদ্মকে হৃদয়মণিমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব?

মরীচিমালীর কনক করস্পর্শে শতদলের প্রস্ফুটনের ন্যায় চিন্ময় প্রভাকর শ্যামসুন্দরের কৃপালোকে শরণাগত জীবনপদ্মের সহস্র দল পরে পরে বিকশিত হইয়া উঠে। কোন নশ্বর সৌন্দর্য্যের সহিত সে অব্যয় অক্ষয় সৌন্দর্য্য-মধুরিমার তুলনা করা চলে না। পরমদেবের পাদপদ্মে আপনাকে অর্ঘ্যস্বরূপে প্রদান করিয়া সেবকের যে বিমল আনন্দানুভূতি, তাহার সঙ্গে মোক্ষ ও স্বর্গসুখের তুলনাই হইতে পারে না।

অনন্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের আকরবিগ্রহ শ্রীশ্যামসুন্দরের সুন্দর বদনের মধুর হাস্য কে দর্শন করিবার যোগ্য? শাস্ত্র বলেন,—"যিনি তাঁহার অপ্রাকৃত কামোৎসবে নিবেদিতাত্মা,— যিনি জড়ের অপূর্ণ, কদর্য্যময় সৌন্দর্য্যে পুরস্কার প্রদান করিয়া সেই মদনমোহনমোহনের পদনখমণিকিরণে উদ্ভাসিত, তিনিই সেই হেমগৌরী বৃষভানু-কুমারীর নিত্যালিঙ্গিতবিগ্রহ হরির মুখের চন্দ্রাননের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য অবলোকন করেন।" এইপ্রকার সৌভাগ্য প্রার্থনাই জীবাত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদময় কর্ত্তব্য।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

(২)

১৩০০ বঙ্গাব্দে যে সময় শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণীসভা সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ভগবৎকৃপাবলে শ্রীধামের শোভা-বর্দ্ধনে পুনঃ প্রবৃত্ত করেন, তৎকালের অব্যবহিত পরেই মায়াদেবী কতিপয় ব্যক্তির চিত্তের উপর বল প্রকাশ করিয়া সত্যানুভূতি হইতে তাহাদিগকে বিক্ষিপ্ত করেন। শাস্ত্র বলেন,—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" সেই শাস্ত্র পাঠ করিয়া কতকগুলি লোক বৈষ্ণবাপরাধক্রমে সংশয়াপন্ন হইয়া কুতর্কের জনক ও আধার হইবার প্রয়াস করেন।

—

যাহারা কৃষ্ণপাদপদ্মসেবায় সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাহাদের নিকটই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নানাপ্রকার জড়ীয় ধারণার উপযোগী তাৎকালিক আবৃত রূপ প্রদর্শন করেন। কিন্তু যাঁহারা সত্যরক্ষক হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভগবদ্ভজন করেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মণ্যাচ্ছ্রীরূপ-ফল-স্বরূপ সদ্বুদ্ধি প্রদান করেন। এই সদ্বুদ্ধিই চৈত্তগুরুরূপে উদিত হইয়া বদ্ধজীবের কর্ম্মবন্ধন উন্মোচন করিয়া তাহাকে দিব্যজ্ঞান লাভ করান। দিব্যজ্ঞানলাভের সুযোগ উপস্থিত হইলে ভগবান্ মহান্তগুরুর মুখে আত্মবাণী প্রচার করেন।

—

অনেকে মনে করেন—ভগবদ্বাণী যেরূপ শুদ্ধভক্তের শ্রীমুখ হইতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ ভগবদ্বাণী অনর্থযুক্ত রজস্তমো-গুণতাড়িত দাম্ভিক কৃষ্ণেতর বস্তুর দাস অভক্তসম্প্রদায়েও পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহাদের ভ্রান্তির কারণ এই যে, কস্তুরী না হইয়া বস্তু নিরূপণে চেষ্টা করিতে গেলে ভ্রমময়ী ধারণা যেরূপ উক্ত অনভিজ্ঞ জীবকে বঞ্চনা করে, তদ্রূপ আত্মম্ভরিতাবশে বদ্ধজীব বঞ্চিত হইয়া অসত্যকে সত্য বলিয়াই জ্ঞান করে; উহা শ্রীঠাকুর নরোত্তমের উক্তি হইতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

—

রিপুষট্কের বশবর্ত্তী হইয়া মূঢ় অনর্থযুক্ত ব্যক্তি মনে করে যে, শ্রীঠাকুর নরোত্তম যখন ব্রাহ্মণকুলেতর কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং আমরা যখন সকলেই ব্রাহ্মণেতর কুলে জাত, তখন আমরা সকলেই শ্রীনরোত্তম-সদৃশ; কিন্তু শ্রীঠাকুর নরোত্তমে যেরূপ প্রেমভক্তি দেখা যায়, সেরূপ প্রেম-ভক্তি রজস্তমোগুণতাড়িত ব্রাহ্মণেতর সকলের মধ্যেই যে বর্ত্তমান আছে, এরূপ ভক্তিবিরুদ্ধ নির্ব্বোধের চিন্তাস্রোত কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই পোষণ করিবেন না।

যৎকিঞ্চিৎ

(ব্যক্তিগত)

'আর্য্যগৌরব' নামক মাসিকপত্রের শ্রাবণ সংখ্যায় সম্পাদক শ্রীমন্মথ আচার্য্য বেদশাস্ত্রী যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অনেকগুলি ভাল কথা থাকিলেও প্রাকৃত সহজিয়াদলের ভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাসকে শ্রীগৌরভক্তের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার দোষ নাই, পরন্তু তাঁহার অনভিজ্ঞতাকেই দোষ দেওয়া যাইতে পারে।

—

মানবে দেবত্বারোপ বা Apotheosis এর কেহই আদর করিতে পারেন না। দুরভিসন্ধিবশে মানুষকে 'অবতার' (?) সাজাইবার চেষ্টা যে সর্ব্বতোভাবে গর্হণীয়, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাকৃত সহজিয়াগণের ধারণা—শ্রীগৌরসুন্দর অধোক্ষজ বস্তু নহেন, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের ভোগ্য বিষয়জাতীয় বস্তু মাত্র।

—

কিন্তু উপাস্য অধোক্ষজ অবতারী শ্রীগৌরহরি—ঐতিহ্যমাত্রসম্বল মানবের বা রূপকমাত্র-সম্বল তার্কিকের দুর্গম বস্তু। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ ও অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চিন্ময় মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য ভূমিকায় নিত্যকাল অবস্থিত হইয়া প্রপঞ্চ হইতে উন্নত মুক্তপুরুষগণেরই আরাধ্য বস্তু।

—

সুতরাং আধ্যক্ষিকের দৃষ্টপটে সমাগত ঐতিহ্যপুষ্ট বা রূপক-কল্পিত সাম্প্রদায়িক গুরুদেবগণ বা কাশিমবাজার রাজ্যের অধিবাসী ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় মহাবদান্য কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা 'কৃষ্ণচৈতন্য' নামক ঔদার্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণকে আধ্যক্ষিকের সম্পুটে পুরিবার ব্যবস্থার আমরা আদর করিতে পারিলাম না।

—

দয়ানন্দ মহাশয়ের আধ্যক্ষিক বিচার-প্রণালী—নিত্য অভজনকারিত্বহেতু সনাতন ধর্ম্ম হইতে প্রাকৃতসহজিয়ার বিচারানুসারে ভূতাকাশের শব্দখচিত বেদবিপ্লবকারী চিন্তাস্রোতেই আসক্ত। উহাতে শব্দের বিষয়রূঢ়িবৃত্তির কোন অবকাশ না থাকায় তাহা অজ্ঞরূঢ়ি বিচারে আবদ্ধ মাত্র। তজ্জন্য বেদশাস্ত্রী মহাশয়ের আধ্যক্ষিক বিচারটি তাঁহার কথিত বিভিন্ন প্রাকৃত সাহজিকের অন্যতম সাম্প্রদায়িক অবতারপুঞ্জের চিন্তা-স্রোতকে অবশ্যই পোষণ করিবে। ইহাই আমাদের বিপুল আশা।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৫।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের অর্দ্ধাংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ছায়া, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

— শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অনুবন্ধিকাদি বিবিধ-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি-সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থে এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও টীকাপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে। নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিতে পারমার্থিক রাজ্যে কি, অজ্ঞান না থাকিবে না। এরূপ গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বজনপ্রিয় গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিপ্রদীপ-মহারাজ এই গ্রন্থ উদ্ধৃত হইয়াছেন। আধার অবিস্মৃত সূচী, বর্ণানুক্রমিক সূচী ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুমধুর ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পারমার্থিক ভক্ত সজ্জনের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপাটীভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ✓১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা।৵ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনপদের গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ✓০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, সঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ✓০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধিকতম দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই।৵০ আনা মাত্র।

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামচট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অমূল্য কণ্ঠধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার লিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা।৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার লিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়াছিলেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহের পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিবরণী সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

যাহা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম, 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৹ আনা, পাইট ।৵৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে, কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ মিত্র, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ইষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার— গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ফ্রান্সের বহু কোটি টাকা উত্তোলন

বিগত একপক্ষ কালের মধ্যে "ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক" হইতে ১৯,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ ফ্রান্সে প্রেরিত হইয়াছে। এখনও প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ ফ্রান্সে যাইতেছে ইহাতে ইংরাজেরা বিস্মিত হইয়াছেন।

গত সপ্তাহে মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন প্যারিসে গিয়াছিলেন। তখন নানা জটিল বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। প্রকাশ যে, মিঃ হেণ্ডারসন তখন এমন কোন শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন—যাহা হইতে ফ্রান্সের মনে এই ধারণা হয় যে, জার্ম্মাণীর লেনদেন স্থগিত রাখার বন্দোবস্ত হইলে ইংলণ্ডের পক্ষ হইতেও লেন-দেন স্থগিত রাখার উপায় করা হইবে। তাহা হইলে আমানতী অর্থ উঠাইয়া লইতে পারিবেন না ভাবিয়া হয়ত ফরাসী ধনিকগণ ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদের অর্থ উঠাইয়া লইতেছেন।

বিগত ২৪শে জুলাই তারিখে সাত খানি বিমানপোতে ভর্ত্তি করিয়া ১০ টন সোণা ফ্রান্সে প্রেরিত হইয়াছে।

আদালত প্রাঙ্গণে ভীষণ জনতা

হাওড়া কোর্টে এক ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। আদালত প্রাঙ্গণে উত্তেজিত জনতা কর্ত্তৃক দুইজন গোট্টা কুলী চালানকারীকে প্রহার করে মহকুমা হাকিম ও কোর্টের অন্যান্য কর্ম্মচারী বাহিরে গোলমাল শুনিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং গোলমাল সাময়িক ভাবে মিটাইয়া দেন।

বলবন্ত সিং ও অন্য এক কুলী চালানকারী উৎকলের তালচর রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ৩১ জন লোককে লইয়া আসে এবং তাহাদিগকে বলে যে, খড়্গপুর ও হাওড়ার মধ্যবর্ত্তী রেল লাইনে কাজ করিতে হইবে। কিন্তু হাওড়ায় আসিয়া তাহাদিগকে অন্য ট্রেণে উঠিতে বলায় তাহারা আপত্তি করে। এই সূত্রে গোলমালের সৃষ্টি হয়।

মহকুমা হাকিম মিঃ বি, কে, দাসের এজলাসে কুলীও কুলী চালানকারীদের মোকর্দ্দমা করিতে আদেশ দেওয়া হয়। উকীল মহাশয়গণ গরীব কুলীদের পক্ষে বলেন যে, তাহাদিগকে বাড়ী যাইবার ভাড়া মঞ্জুর করা হউক মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সে সম্বন্ধে আশ্বাস দেন। তৎপরে কুলী চালানকারীরা তখন হাওড়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইবার জন্য পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করায় তাহা মঞ্জুর করা হয়।

সুরাট মিউনিসিপ্যালিটী

গত ২৩শে জুলাই বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে সুরাট মিউনিসিপ্যালিটীর কুশাসনের দরুণ উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীকে গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে এক বৎসরের জন্য গবর্ণমেণ্ট হাতে লওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে আদেশ দিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী এক বর্ণনা প্রদান করেন তিনি তাহাতে বলেন, গবর্ণমেণ্ট এই সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য এক কমিটী নিয়োগ করিয়াছিলেন। কমিটী তদন্ত-কার্য্য শেষ করিয়াছেন। আগামী ১৫ই আগষ্ট নূতন ভোটারের তালিকা প্রকাশিত হইবে। নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম ১লা অক্টোবর প্রকাশিত হইবে। ঐ মাসের শেষে নির্ব্বাচন কার্য্য শেষ হইলে। আগামী নবেম্বর মাসে উহা প্রত্যর্পণ করা হইবে।

সেচ বিলের আলোচনা হওয়ার পর আগামী শুক্রবার পর্য্যন্ত সভা মুলতুবী থাকে।

চিত্রগুপ্তের হিসাব কলেরা খাতে

বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্বাস্থ্যবিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ, গত ১৮ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উক্ত সপ্তাহ বাঙ্গালার তিনটী জেলায় কলেরাতে মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নিম্নে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল :—

	আলোচ্য সপ্তাহ	পূর্ব্ব সপ্তাহ
হাওড়া	২৪	১০
মালদহ	১০	০
চট্টগ্রাম	৪২	৩৪
নোয়াখালী	১০	১০
আসানসোল দার্জ্জিলিং		
সেটলমেণ্ট	৫	১১
মেদিনীপুর	১৯	২০
হুগলী	৭	১৪
২৪ পরগণা	১২	১৭
কলিকাতা	২৮	৩৪
ত্রিপুরা	৫	২১

বসন্ত খাতে

বসন্ত রোগে বর্দ্ধমানে ১২ জন, রঙ্গপুরে ৫, মৈমনসিংহে ৪, কলিকাতায় ৩, মেদিনীপুর এবং হুগলীতে ২, হাওড়ায় ২ মারা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বীরভূম, বাঁকুড়া ২৪ পরগণা, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী, কুচবিহার, ঢাকা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে ১জন করিয়া মারা

টাইফয়েড জ্বর খাতে

কলিকাতায় টাইফয়েড জ্বরে ৬৬ জন মারা গিয়াছে।

সিউড়ী সিনেমা হইতে লেপ্টেন্যাণ্ট হেকমটের সমাধি

কুসাওয়ালি রেলওয়ে হাসপাতালে গত ২৩শে জুলাই বৈকাল বেলা লেপ্টেন্যাণ্ট হেকমট মারা গিয়াছেন। ২৪শে জুলাই নাগপুর এক্সপ্রেসযোগে তাঁহার মৃতদেহ কোলাবার বৃটিশ মিলিটারী হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় এবং ঐ দিবস সন্ধ্যাবেলা সিউরী সিমেটারীতে তাঁহার মৃতদেহের কবর দেওয়া হইয়াছে।

বস্ত্র ব্যবসায়ীগণের কংগ্রেস প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর

ঈশ্বরদি কংগ্রেস কমিটীর অধীন ব্যাপারীর বস্ত্রব্যবসায়িগণ আর বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিবে না বলিয়া কংগ্রেস প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে শুনা যায়। ঈশ্বরদি বাজারের যে সকল বস্ত্র ব্যবসায়ী অন্যান্যের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিয়াছিল তাহারাও অবশেষে প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে।

ব্যাঙ্কের কাগজপত্র লোপাট

গত ৩রা শ্রাবণ সকাল প্রায় ৯॥০টার সময় প্রকাশ হয় যে, জাজপুর ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সমস্ত প্রয়োজনীয় খাতাপত্র চুরি গিয়াছে। বাহিরের দরজায় দুইটি তালা পূর্ব্ববৎ আবদ্ধ ছিল, ঘরটীর চতুর্দ্দিক বাহির দেখ হইতে আটকান কিন্তু বাহির হইতে প্রবেশ করিবার মত কোন সুবিধা বা ছিদ্র নাই, অথচ ভিতরের আলমারীতে খাতাপত্রগুলি সজ্জিত থাকা সত্বেও লোপাট হইয়াছে। কোন তালা বা বাক্স ইত্যাদি ভাঙ্গিবার চিহ্ন মাত্রও নাই। থানায় এসম্বন্ধে এজাহার দেওয়া হইয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত কোন প্রকার অনুসন্ধান হয় নাই।

শকট চালকদের ভীষণ দাঙ্গা

প্রকাশ, সিডেনহাম রোডে হিন্দু শকট চালকদের দুই দলের মধ্যে ভীষণ মারামারি হয় ফলে চারজন লোক সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। তাহাদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা শোচনীয়। মারামারির সময় লাঠি ও ছোরা ব্যবহার হইয়াছিল। বিশেষ বিবরণে প্রকাশ যে একটি নারী লইয়াই নাকি এই দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসিবার পূর্ব্বেই দাঙ্গাকারীরা পলায়ন করে।

টাইমসে লর্ড ইকলেশের উক্তি

লণ্ডনের "টাইমস" পত্রিকায় লর্ড ইকলেশ লিখিয়াছেন,—লর্ড আরউইনকে বড়লাট না করিয়া ধর্ম্মপ্রচারক বিশপরূপে ভারতে পাঠাইলেই ভাল হইত।

তিনি আরও লিখিয়াছেন,—অবসর প্রাপ্ত ভারতের বড়লাট হিসাবেও লর্ড আরউইন যে বলিতে চান, ভারতবাসিকে অরাজকতার মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া আসাই বৃটিশের কর্ত্তব্য।

ভ্রম সংশোধন

গত ২৭শে জুলাই সোমবার তারিখে নদীয়া-প্রকাশে ৮ই আগষ্ট তারিখের নীলাম ইস্তাহার প্রকাশ হইয়াছে। সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ ইস্তাহারে নিম্নলিখিত ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন।

প্রথম মুন্সেফ কোর্ট

ক্রমিক নং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(৫৩)	২৩২৭	২৩২৭এ
	ফেব্রুয়ারী ৩১	ফেব্রুয়ারী ৩১

এতদ্ব্যতীত (২১) ক্রমিক নম্বরে খাংকারীর নং ২০০০।৩১ হইবে, এই নম্বরটী স্পষ্ট উঠে নাই।

দ্বিতীয় মুন্সেফ কোর্ট

ক্রমিক নং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
(১৩)	৬৭৬	৬৭৩
	খাংকারী ৩১	মনিকারী ৩১
(৩৬)	৪১১	৪৪৮
	মনিকারী ৩১	খাংকারী ৩১

মিল বন্ধ হওয়ায় ২০০০ লোকের বেকার অবস্থা

প্রকাশ সিমপ্লেক্স মিলে আংশিক ধর্ম্মঘট হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ ২৪শে জুলাই এই মর্ম্মে এক নোটিশ জারি করিয়াছেন যে, কিছু কালের জন্য মিল বন্ধ রাখিয়া দেওয়া হইল। ফলে প্রায় দুই হাজার শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে অন্য কোন বিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

টেলি—শ্রীমায়াপুর / নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ⁄০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২৫তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৪ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ৩০শে জুলাই ১৯৩১

আলিপুরে জিলা জজ নিহত

নদীয়া জেলা ছাত্র সমিতি

হত্যায় স্বরাজ মিলিবে না

বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ে মুসলমান সমাজ

অগ্নিকাণ্ডে শোচনীয় মৃত্যু

হেতুয়ায় নূতন বীরের দীর্ঘ সন্তরণের উদ্যম

গান্ধীজীর চরম পত্র

স্পেনীয় গবর্ণমেণ্টের নূতন বিধান

ছোরা মারার মামলা

চন্দ্রকোণারোডে ওঝার কৃতিত্ব

নানা কথা

নদীয়া জেলা ছাত্র সমিতি

নদীয়া জেলা ছাত্র সমিতির শাখা সমিতিগুলিকে জানান যাইতেছে, আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সমিতিগুলি বর্ত্তমান বর্ষের জন্ত গঠিত করা হয়। শাখা সমিতিগুলির নির্ব্বাচন শেষ হইলে জেলা ছাত্র সমিতির নির্ব্বাচন হইবে। জেলা ছাত্র সমিতির নির্ব্বাচনের দিন পরে জানান হইবে। যে সকল সমিতির নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে তাহাদের কার্য্য-নির্ব্বাহকদের নাম নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

শ্রীসমরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়— সম্পাদক।

আলিপুরে জিলা জজ নিহত

২৪ পরগণার জিলা ও দায়রা জজ মিঃ আর গারলিক সোমবার জলযোগের পর বেলা প্রায় আড়াইটার সময় যখন তাঁহার এজলাসে যাইয়া আসন গ্রহণ করেন, সেই সময় একজন অপরিচিত যুবক মঞ্চের উপর উঠিয়া তথায় গোয়েন্দা বিভাগের যে কনষ্টেবল পাহারায় ছিল, তাহাকে গুলী করে। মিঃ গারলিক নিকটেই ছিলেন। যুবক তাঁহার মগ লক্ষ্য করিয়া গুলী করে। মিঃ গারলিক তৎক্ষণাৎ মারা গিয়াছেন।

এ দিকে ঘটনাস্থলে যে সার্জ্জেণ্ট পাহারায় ছিল, সে আক্রমণকারীকে গুলী করে। ফলে যুবকও সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়াছে। আক্রমণকারীর পকেট হইতে ১০টি টোটা ও কিছু পয়সা পাওয়া গিয়াছে।

আততায়ীর পকেটে একখণ্ড কাগজ পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে লিখা আছে—

"ধ্বংস হও; দীনেশ গুপ্তকে অবিচারে ফাঁসী দিবার পুরস্কার লও। ইতি
—বিমল গুপ্ত।"

যে কনষ্টেবল প্রথমে আহত হয়, তাহার অবস্থা সাংঘাতিক। শুনা যাইতেছে, এই বিমল গুপ্তই নাকি মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডীর হত্যাকারী।

গান্ধীজীর চরম পত্র

সুরাট হইতে প্রকাশ যে, রাজস্ব আদায় ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষ যে পীড়ন-নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে গান্ধীজী লজ্জিত হইয়াছেন তিনি বড়লাট বোম্বাইয়ের গবর্ণর ও কালেক্টরের বরাবর চরমপত্র প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, ১৫দিনের মধ্যে যদি উক্ত উপায়ে গৃহীত রাজস্ব প্রত্যর্পণ করা না হয়, তাহা হইলে আপোষ ও চুক্তি ভাঙ্গিয়া যাইবে।

গান্ধীজী সুরাট জিলার কর্ম্মীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই কঠোর সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

ছোরা মারার মামলা

নবীনগর হাই স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, মহাশয়কে, পাথাচং ষ্টেশনে চলতি ট্রেণে ৪।৫ জন লোক ছোরা মারে। তাহার ফলে ধরপাকড় আরম্ভ হয়। শ্রীমান বীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, শ্রীমান বিনয় ভূষণ দত্ত ও শ্রীমান মুণীন্দ্রচন্দ্র পাল গ্রেপ্তার হইয়াছেন যোগেশ বাবুর শ্যালক বিনয় ও মুণীন্দ্রকে সনাক্ত করিয়াছে।

স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালের চিঠি

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, শুকদেব রাজের অভিযোগ শ্রবণ করিয়া স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যাল ২৫শে জুলাই জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছেন যে আদালতের আদেশ কি ভাবে প্রতিপালন করা হইতেছে এবং শুকদেব রাজকে জেলের অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর বন্দীগণের সহিত মেলামেশা করিতে দেওয়া যাইতে পারে কিনা, তৎসম্বন্ধে সত্বর অত্র আদালতে যেন জানান হয়।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	পুরী
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	পুরী

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনানুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, মোহিনীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধুমঙ্গল, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবতারণ চন্দ্র ধকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নারকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথেশ্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধব দাস অধিকারী, সেবকশ্রেষ্ঠ শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীহৃদয় ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রী[illegible] অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রীবাসুদেবপুর

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীহরিসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীমদনগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমুক্তিপদ ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীগিরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগন্নাথনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুমুরকুন্ডা, চিরকুন্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুবনমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীরতন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুঞ্জেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জয়ানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রী[illegible]স্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরভগবান্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বালগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বর্ষ ১ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৪ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৩০ জুলাই ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার { ১১৬তম সংখ্যা।

সাময়িক সন্দেশ

রবিবার ১০ই শ্রাবণ (১৩৩৮)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীধামে অবস্থিতি করিতেছেন। অদ্য প্রাতে তিনি দীর্ঘকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা শ্রীযোগ-পীঠ অভিমুখে গমন করেন।

লোকশিক্ষক আচার্য্যের পদিমধ্যে শ্রীঅদ্বৈতভবন ও শ্রীবাস-অঙ্গনের শ্রীবিগ্রহ-গণের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া অন্যকে তদনুসরণের শিক্ষা প্রদান করিলেন। তৎপরে শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ শ্রীবিগ্রহগণের বন্দনানন্তর অপ্রাকৃত ভবন, নিতাইকুণ্ড, অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভুর গৃহাদির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রায় ১০ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্য মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণ ১॥০ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লইয়া জানগ্রামের জনৈক ভক্তিমতী মহিলার নবনির্ম্মিত গৃহে নবপ্রবেশ উপলক্ষে শ্রীযোগপীঠে গমন এবং যথানিয়মে গৃহপ্রবেশকার্য্য সম্পাদন করেন।

অপরাহ্ণ প্রায় ছয় ঘটিকার সময় আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর ভক্তিবিজয় মহোদয় কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গত ৬ জুলাই বর্দ্ধমানের জজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বঙ্কশ্যাম দত্ত মহাশয় শ্রীধাম দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি শ্রীযোগপীঠের রক্ষক শ্রীযুত ধনানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মভিটা সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান কোথায়, তাহার সম্যক্ পরিচয় লাভ করেন।

মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ 'দি হিন্দু' পত্রের ২০শে জুলাই সোমবারের সংখ্যার ৪র্থ পৃষ্ঠায় মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের নগরসংকীর্ত্তন সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে প্রকাশিত হইল।—

NAGAR SANKIRTANAM IN GEORGE TOWN

(From a Correspondent).

On Saturday the 18th instant there was a big Nagar Sankirtanam starting at 6-30 p. m. from Sri Krishna temple, Coral Merchant street, headed by the Swamijis of Sri Gaudiya Math, Madras and proceeding to Ponder Nilayam, 93 Coral Merchant Street. Large numbers of devotees from all parts of the city joined the procession and the Bengal Sankirtan followed by the singing of "Haribol" as inaugurated by Sri Chaitanya Deva. The procession reached Pander Nilayam at 7-30 p.m. when His Holiness Tridandiswami B. R. Sridhar Maharaj delivered an interesting discourse on the 'Mission of life' explaining the importance of Sri Harinam Sankirtanam as propounded by Sri Chaitanya Deva.

After necessary Pooja and Sankirtanam, the gathering dispersed.

অনুবাদ

জর্জ্জ টাউনে নগরসঙ্কীর্ত্তন

(দি হিন্দু সোমবার ২০ জুলাই ১৯৩১)

গত ১৮ই জুলাই শনিবার অপরাহ্ণ সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় কোরাল মার্চ্চেণ্ট ষ্টিটস্থ শ্রীকৃষ্ণমন্দির হইতে মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের স্বামীদিগের কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া একটী বিরাট নগরসঙ্কীর্ত্তন বাহির হয় এবং ৯৩ নং কোরালমার্চ্চেণ্ট ষ্টিটস্থ পাণ্ডারনিলায়ম্ পর্য্যন্ত উহা গমন করে। সহরের সকল স্থান হইতেই বহু ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মহাপ্রভুর অনুগমনে বাংলা সংকীর্ত্তন "হরিবোল" ধ্বনিদ্বারা মুখরিত করিয়া উক্ত নগরসঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা সাড়েসাত ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা পাণ্ডারনিলায়মে পৌঁছিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ব্যাখ্যা করিয়া "মানবজীবনের উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে বিশেষ চিত্তাকর্ষক একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

আবশ্যকীয় পূজা এবং কীর্ত্তনাদি শেষ হইলে ক্রমশঃ জনতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়

গত ১লা শ্রাবণ ১৭ জুলাই শুক্রবার দিবস ময়মনসিংহ শ্রীশ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রথম বার্ষিক রথযাত্রা-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিক সমাপনান্তে উষাকীর্ত্তন হইয়াছিল। অতঃপর মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনাদি হইলে পর বহু ভক্ত শ্রীমঠে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। তৎপরে শ্রীপাদ যদুবর দাস অধিকারী এম, এ, বি, এল ভক্তিশাস্ত্রী এবং শ্রীপাদ উদ্ধব দাস অধিকারী মহোদয়দ্বয়ের ঐকান্তিকী চেষ্টায় একটী সঙ্কীর্ত্তনদল শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ময়মনসিংহ সহরস্থানের রথ পরিক্রমা করত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর রথাগ্রে নৃত্য বর্ণনমূলক পদাবলী কীর্ত্তন করিতে থাকেন। অতঃপর সকলেই শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে [illegible] শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রথযাত্রা প্রসঙ্গ [illegible] পাঠ করেন, তৎপরে [illegible] মহান্ দানাধিকারী মহোদয়ের [illegible] হয়। এইরূপে [illegible] অতীত হইলে সকলেই সংকীর্ত্তনমুখে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

মুকুন্দসেবা ও অষ্টাঙ্গযোগ

বদ্ধজীব মৎসরতাক্রমে কামক্রোধ লোভাদির ক্রীড়াপুত্তলী। কামাদির হাতে তাহার স্বতন্ত্রতা বিক্রীত হওয়ায় ইহজগতে বাস করা তাহার পক্ষে বড়ই কঠিন ও ক্লেশকর হইয়াছে। সেই জন্য যোগিগণ চিত্তবৃত্তির নিরোধার্থ যে অষ্টাঙ্গযোগপথের উপদেশ করেন, তদনুগমনে অনেকের প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগসাধনপথে অভীষ্টলাভের পূর্ব্বেই কামাদি বৃত্তিসকল পুনঃ পুনঃ বিঘ্ন উপস্থিত করাইয়া সিদ্ধির ব্যাঘাত করে। মুকুন্দের সেবা করিবার কালে সেইরূপ কোন প্রতিবন্ধক আসিয়া কিছুই করিতে পারে না।

মুকুন্দ—পূর্ণ, শুদ্ধ, মুক্ত ও নিত্যবস্তু। তাঁহার পরিচর্য্যা নিত্য, মুক্ত, পূর্ণ ও শুদ্ধ ব্যতীত হইতে পারে না অর্থাৎ অনিত্য, অশুদ্ধ, অপূর্ণ ও সাপেক্ষ ধর্ম্মের বশবর্ত্তিতায় মুকুন্দসেবা সম্ভবপর নহে। অষ্টাঙ্গযোগাদির পন্থায় ঐ অভাবগুলি সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান। কেননা, অসুবিধা নিরাকরণ জন্য যেসকল সাধনের প্রস্তাব যোগিগণ করিয়া থাকেন, তাদৃশ সাধন-কালে সেই অসুবিধার ফলে জীবের ফল-প্রাপ্তি দুঃসাধ্য। কিন্তু মুকুন্দসেবোপকরণ, সেবাকারী ও সেব্য কেহই কোনপ্রকার বিঘ্নের অন্তর্গত নহেন বলিয়া অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত নাই অর্থাৎ মুকুন্দসেবা হইতে মুকুন্দ ব্যতীত অন্যবস্তু সেবারূপ অনর্থের বিদ্যমানতা নাই।

অসংযত ব্যক্তি অষ্টাঙ্গযোগের 'যম' পদ্ধতি অবলম্বন করেন। অনিয়ত ব্যক্তি 'নিয়মে' বাধ্য হন। যথোপযোগী আসনের অভাবে চিত্তবৈক্লব্য ঘটে। ভোগবাসনা বা ইচ্ছারূপ পূরক, অনিচ্ছারূপ রেচক ও বাসনোপযোগী কুম্ভক পরিহার করিয়া অষ্টাঙ্গযোগের 'প্রাণায়াম' রিপুচরিতার্থতার পরাবসিত হইবার যোগ্য। ঈশপ্রতিকূল ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ হইতে অবসর পাইবার জন্য 'প্রত্যাহারে'র ব্যবস্থা। প্রতিকূল পরিহাররূপ উপবাসাদি সময় সময় সাধককে বিপন্ন করিয়া ফেলে। ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় বস্তুর নশ্বর উপলব্ধিতে খণ্ডিত কাল 'ধ্যান'-সাধনের উদ্দেশ্য ফলবান্ হইতে দেয় না। 'ধারণা' ও সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক চঞ্চল মনের দ্বারা সাময়িক বৃত্তির অভাব উৎপাদন করে। 'সমাধি'র কৈবল্যভাব চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের অভাবহেতু ইতর কামোপাস্য অবস্থাবিশেষ। এই সকল কারণে যোগসাধনের অষ্টাঙ্গ নানাপ্রকারে বিপন্ন।

মুকুন্দপাদপদ্ম অভয়, অশোক, নিস্পৃহ, অপরিত্যজ্যযোগ্য ও অলোভনীয়। হরি-সম্বন্ধি বস্তু বিঘ্নরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় সকল সময়ই মুকুন্দ ভাবকগণকে সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষা করেন। মুকুন্দসেবকের অনুষ্ঠানসমূহের নিত্যতায় কেহই বিঘ্ন সাধন করিতে পারে না। অনাত্ম স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ কালক্ষোভ্য হওয়ায় ঔপাধিক অনিত্য সাধনপ্রণালী চরম মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ নহে।

হরিসেবক, হরিসেবা ও হরি—ত্রিবিধ বিচিত্রতায় বৈকুণ্ঠবস্তু মায়িক ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগের অন্যতম ব্যাপার নহেন। হরিবিস্মৃতিফলেই জীবের সেবাপ্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া সুখদুঃখে নিযুক্ত হয়। তাহাতে নিত্যত্ব এবং অপক্ষয়রহিত জ্ঞান ও আনন্দ নাই। যে স্থলে উপায় ও উপেয়ে ভেদ বর্ত্তমান, তথায় বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে উপায় ও উপেয় স্বতন্ত্র নহে।

ভক্তি ব্যতীত অন্য প্রস্তাবিত সাধন-প্রক্রিয়া জীবের অনর্থ নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে—এক হিংস্রজন্তুসমাকুল অরণ্যাভ্যন্তরে জনৈক মানব প্রবিষ্ট হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বৃক্ষ হইতে যষ্টি সংগ্রহ করিয়া পশুকুলকে বিতাড়িত করিতে পারিলেই তিনি নির্ভয়ে বনবাসী হইতে পারেন। তাদৃশ যষ্টিসংগ্রহ করিতে গিয়া তাঁহাকে হিংস্র পশুগণ আক্রমণ করিল। ফলে তাঁহার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিল, অভীষ্ট সিদ্ধির কিছুই হইল না। যষ্টিসংগ্রহের চেষ্টাও তাঁহার সাধনফল উৎপাদন করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বিফল-মনোরথ করাইল। সাধনকালে রক্ষকের অভাবে যে ফল-লাভের অসুবিধা ঘটিল, তাহা দীনবৎসল ভগবানের শ্রীচরণসেবা পরিহারের জন্য। ইহা তাঁহার মৃত্যুকালে সুস্পষ্ট উপলব্ধি ঘটিল। যদি তিনি সংরক্ষিত হইয়া ভগবদাশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ প্রকার বিপদ্ ঘটিত না।

অতএব নিরন্তর কামলোভাদি রিপুর দ্বারা বশীভূত অশান্ত মন মুকুন্দসেবা দ্বারা যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগমার্গ অবলম্বন করিলে তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

"আশার ছলনা"

ধূ ধূ ধূ ধূসর, মরুভূ-ঊষর,
দীরঘ পথের বিরাম নাহি।
চলেছে পথিক নাহি দিকাদিক্
তৃষায় কাতর জীবন বাহি'॥
কোথায় শান্তি? একি রে ভ্রান্তি!
শান্তিউজল সে ধাম কই?
তুহিনশীতল পরশ কোমল
মাগিছে মানব অমলঠাঁই॥

-প্রসঙ্গ

(৩)

শ্রীঠাকুর নরোত্তম জমিদারের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, তাহাতে সকল জমিদারের সন্তানগণই যে ঠাকুর নরোত্তমতুল্য,—একথা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট ও সমর্থিত হয় না। পতনযোগ্যতাবিশিষ্ট জীব শ্রীঠাকুর নরোত্তমের খেতুরীবাসকে তাহাদের নিজ ভোগাগারে বসিয়া বিষয় গ্রহণের সহিত এক করিয়া ফেলায় তাহাদের বিষম ভ্রম উপস্থিত হয়।

ভগবান্ যাঁহাকে নিজজন বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদের দর্শন ভগবদ্ভজনরহিত সাত্ত্বিকগণের ধারণা হইতে যে পৃথক্, একথা তার্কিক সমাজও সরলান্তঃকরণে বুঝিতে পারেন।

সভাতোষণযুক্ত জনগণ. আপনাপেক্ষা উন্নত জনগণের সঙ্গ প্রার্থনা করেন। কাম-প্রপীড়িত জনগণ কামুককেই গুরুরূপে বরণ করে। ক্রুদ্ধ জনগণ ক্রোধী ব্যক্তিকেই গুরুরূপে বরণ করে। কাপট্যশিক্ষার্থিগণ কপটকেই গুরুপদে বরণ করিয়া নিষ্কপটগণের সহিত তর্কের ছলনায় লোক-প্রতারণা করিয়া থাকে। রিপুবশবর্ত্তিতাই এই সকল ব্যক্তির ভাল লাগে। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—সমশীল জনগণের ভজন বিষমশীল ভজনকারীর সহিত কখনও সমন্বিত হইতে পারে না।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বলেন—যাহারা কাম-ক্রোধাদি রিপুষট্‌কের দাস্য করিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহারা কৃষ্ণের সেবা করিতে অসমর্থ। আমরাও বলি, যাহারা শ্রীগৌরধামে নিত্য বাসস্থান স্থাপন করিতে পারে নাই, তাহারা বিষয়-ভোগে প্রমত্ত হইয়া অন্যান্য অভক্তিচেষ্টা করিয়া থাকে।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের শ্রীধাম-শতকের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, কামাদি রিপুভূমিকায় বিচরণকারী জনগণের শ্রীধামে বাস করিয়া ভগবদ্ভজন করিবার সম্ভাবনা কোনদিনই নাই। তাহারা শ্রীধামাপরাধফলে নিজ নিজ কামাদি রিপুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শ্রীধাম নিরূপণ করিতে গিয়া স্বীয় অসামর্থ্যের তাণ্ডবনৃত্য প্রদর্শন করে।

অবান্তর উদ্দেশ্যবিশিষ্ট জনগণের প্রচেষ্টা দ্বারা শ্রীধাম নিরূপিত হয় না, যেহেতু তাহাদের ধাম—কাম-ক্রোধ-লোভাদি-মণ্ডিত। সুতরাং যেস্থলে কাম, ক্রোধ, লোভাদির বিপুল আমদানী, তাহারা সেই ক্ষেত্রকে শ্রীধাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া তাহাতে হাবুডুবু খাইবার অনুরাগ প্রদর্শন করে।

যৎকিঞ্চিৎ

(ব্যক্তিগত)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২৫ সংখ্যার পর)

শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য-নিজ-জনগণ বিশ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি আকর্ষণ করিয়া যেসকল শব্দ ও ভাব বিকাশ করেন, তাহা, প্রাকৃত-সাহজিক আর্য্যসামাজিকগণের বিচার-প্রণালীতে যে সকল দোষ আসিয়াছে, তাহাও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া দেয়।

বিরোধ, সংঘর্ষ প্রভৃতি প্রেমশূন্য ভাব-সমূহ ঐতিহ্যকোটরে আবদ্ধ ভূতাকাশের অন্তর্গত শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আর্য্যগৌরবের সম্পাদক মহাশয়ের লৌকিক বিচার তাঁহারই ন্যায় চিদ্বিলাসরাজ্যে অনভিজ্ঞ সমাজের আদরের বস্তু হইবে।

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" সুতরাং অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তির আশ্রিত শব্দবিচারে লব্ধ বদ্ধাবস্থা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অধোক্ষজ বস্তুর বাস্তব বিচারে অর্থাৎ আম্নায়পথ বা শ্রৌতসরণীতে প্রবেশ লাভের অধিকার অধিরোহবাদী প্রাকৃত-সাহজিক মানবজাতির নাই; সুতরাং শ্রীআনন্দতীর্থের শ্রৌত ও তর্কপথের বিচার আলোচনা করিলেই বেদশাস্ত্রী মহাশয় অধিক লাভবান্ হইবেন, আশা করি।

(২)

আমরা অবগত হইলাম, জনৈক বণিক যুবক আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবর লইয়া মাথা ঘামাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহার একাযো গূঢ় অভিসন্ধি কি, উহা আমরা শীঘ্রই লোক-গোচরে প্রকাশ করিয়া দিব।

শুনিলাম, বণিক যুবক শ্রীনটবর দত্ত সারুটিক্রার ভেকধারীর কেউ ধরিয়া শ্রীশ্রী-নবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার সাধারণ সমিতির সম্পাদক রাজর্ষি শ্রীশরদিন্দু নারায়ণ রায় বেদান্তভূষণ এম, এ, প্রাজ্ঞ মহোদয়ের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়া অনধিকার চর্চ্চা করিয়াছেন। তাহার যথাযথ উত্তর গৌড়ীয় সভাপতি শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে যথাসময়ে পাইয়া আমরা শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পত্রে প্রকাশ করিব।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্ত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৩০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালায় কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়; আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷৷ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ভ্রম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়যুক্ত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ; ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন-তত্ত্ব ও তদুপযোগী এরূপ গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই। নিত্যধর্মের শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সরলভাবে এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। আবার ঐতিহ্যবৃত্ত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পারিভাষিক দুরূহ স্থলের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র

ভজনরহস্য

ভজনকালীয় নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অতুল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটীভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরত্নের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতপুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীশ্রীগ্রন্থ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তগণের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাবস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তত্ত্ব, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷০, ভিঃ পিঃ [illegible] ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্ট আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ ক[illegible] ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার [illegible] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার [illegible] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। [illegible] ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহের পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয় [illegible] সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে [illegible] নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৯ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

হত্যায় স্বরাজ মিলিবে না

গান্ধীজী "নবজীবন পত্রিকায় লিখিতেছেন—'বোম্বাইয়ের অস্থায়ী গভর্ণরের প্রাণ নাশের চেষ্টা করিবার উদ্দেশ্য কি হইতে পারে? এই ভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করিতে গিয়া ছাত্রটি শত্রুতার ভাবকে তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। এই ভাবে সে ছাত্রজীবনের খ্যাতিকে কলঙ্কিত করিয়াছে। উপরন্তু এই ঘটনার সহিত একটা প্রতারণাও জড়িত রহিয়াছে। গভর্ণর ফারগুসন কলেজের অতিথি হইয়া গিয়াছেন, অতিথিকে রক্ষা করাই ধর্ম। আরব দেশের লোক শত্রুকে বধ করে না। তিনি যখন অতিথি, তখন হিংসায় বিশ্বাসীসঙ্ঘগুলির সংযত হওয়া কি উচিত ছিল না? কেহ যদি আমাদের বিরুদ্ধে এইরূপ প্রতারণা করিত তাহা হইলে আমরা দুঃখিত হইতাম। যে কাজ কেহ আমাদের প্রতি করিলে সুখী হইতাম না, তাহাই আমরা অন্যের সম্বন্ধে করিব কেন? এইরূপ কার্য্যে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি হয় না, বৃদ্ধি পায় দুর্নাম, এইরূপ কার্য্যের দ্বারা স্বরাজের যোগ্যতাও বৃদ্ধি পায় না, উহা কমিয়া যায়, স্বরাজ আসিতে বিলম্ব ঘটে এত বড়, এত প্রাচীন দেশের স্বরাজ কখন প্রতারণাপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের দ্বারা অর্জ্জিত হয় না। স্বরাজের অর্থ ইহা নয় যে, কেবল ইংরাজেরা ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইবে। ইহার অর্থ—দেশের কার্য্যের জন্য জনসাধারণের দ্বারা এবং জনসাধারণের জন্য যে অধিকার, তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া হউক। ইংরাজ ভারত ত্যাগ করিয়া গেলে বা তাহাদের বিনষ্ট করিলেই এই শক্তি মিলিবে না, এই শক্তি মিলিবে অসংখ্য যুব জনকের সেবায়, ধরিয়া লওয়া যাউক যে, কয়েক সহস্র হত্যাকাণ্ডের দ্বারা সমস্ত ইংরাজকে মারিয়া ফেলা হইল, কিন্তু তাহাতেই কি ভারত শাসন পরিচালনা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে? তখন, হত্যার মত্ততায় তাঁহারা যাহাদের পছন্দ করিবেন না, তাঁহাদেরও হত্যা করিবেন।

চন্দ্রকোণারোডে ওঝার কৃতিত্ব

সেদিন অতুল মাঝি একটা গোক্ষুরা সর্প ধরিবার কালে হঠাৎ উক্ত সর্পের দ্বারা দংশিত হইয়া জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিষ মস্তকে উঠিয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় জনৈক ওঝা ঝাড় ফুঁক করিয়া বিষ নামাইতে সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমানে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে।

ইক্ষুর চাষ সম্পর্কে গবেষণা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে ইক্ষুর চাষ সম্পর্কিত গবেষণা বিষয়ক সাম্রাজ্য সম্মেলনের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। সম্মেলনে স্থির করিয়াছেন, বার্ব্বাডস, ভারতবর্ষ, মরিশাস ও অষ্ট্রেলিয়া—এই চারিস্থানে ইক্ষু উৎপাদনের জন্য চারিটী কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে। ইক্ষুর মধ্যে যে পোকা উৎপন্ন হয় তাহা যাহাতে এক দেশ হইতে অপর দেশে সংক্রামিক হইতে না পারে তজ্জন্য ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে একটি ষ্টেশন স্থাপন করা আবশ্যক এই অভিপ্রায়ও সম্মেলনে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

হেদুয়ায় নূতন বীরের দীর্ঘ সন্তরণের উদ্যম

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের তত্ত্বাবধানে হেদুয়ার পুকুরে সুকুমার ভড় দীর্ঘকাল সন্তরণ করিয়া রেকর্ড রাখিবেন বলিয়া আয়োজন চলিতেছে। আগামী ৬ই আগষ্ট সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ইনি সন্তরণ আরম্ভ করিবেন সুকুমার বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত এস, পালের শিক্ষাধীনে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন।

সিদ্ধান্তবাগমারায় ভীষণ চুরি

গত ১৯শে জুলাই রাত্রে সিদ্ধান্তবাগমারা গ্রামের রহিম সেখের বাড়ীতে ভীষণ চুরি হইয়াছে। ২টি প্রকাণ্ড সিঁদ কাটিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বড় একটি কাঠের বাক্স ভাঙ্গিয়া চারিশত টাকা নগদ এবং অনেক টাকার দলিল, দাখিলা হিসাবের কাগজ ইত্যাদি চোরেরা লইয়া গিয়াছে ২১শে জুলাই পুলিস তদন্ত হইল। চোরের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

অগ্নিকাণ্ডে শোচনীয় মৃত্যু

পিটস্বার্গে, ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে আশ্রয়হীনা বালিকাদের আশ্রমটি ভস্মীভূত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ৩০ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ২০ জনকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এবং ১০০ জনকে দগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে তাহাদের দেহগুলি দগ্ধ হইয়া এমনই বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে যে, দেখিয়া কোন্‌টী কাহার মৃতদেহ তাহা বলিবার উপায় নাই।

আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক সন্ন্যাসিনীগণ অবশ্য যথেষ্ট সৎসাহস দেখাইয়াছেন। বিপন্ন আশ্রমবাসীদিগকে উদ্ধার করিবার খুব চেষ্টা হইয়াছিল; তথাপি অনেকের মৃত্যু হইয়াছে কেহ কেহ আগুনের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া উপর হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িয়াছিল। যাহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই—তাহাদেরও মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ছোরার আঘাতে আবদুলের মৃত্যু

শনিবার প্রাতে শ্রীরামপুরে এক দোকানে আবদুল আজিজ ও আর দুই জন মুসলমানের মধ্যে বিবাদের ফলে আবদুল ছোরার দ্বারা আহত হয়। তৎক্ষনাৎ ওয়ালস্ হাসপাতালে যায় এবং পৌছিবামাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আবদুলের বয়স অনুমান ৩০ বৎসর।

পুলিশ ঐ সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে যায় এবং উক্ত মুসলমানদ্বয়কে গ্রেপ্তার করে।

রেসিডেন্ট সার্জ্জন ডাঃ হরেন্দ্র নাথ বাগচী শবব্যবচ্ছেদ করেন। তিনি বলেন যে, হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন হইয়া যাওয়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

স্পেনীয় গবর্ণমেণ্টের নূতন বিধান

স্পেন দেশের গোলমালের সময় রাজতন্ত্রী দলের লোকেরা ব্যাঙ্কের অনেক নোট চুরি করিয়াছিল। ইহাদিগকে জব্দ করিবার জন্য বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এক বিধান জারী করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ব্যাঙ্কের সমস্ত নোটের উপর "গণতান্ত্রিক স্পেন" এই ছাপা মারিয়া লইতে হইবে। সেপ্টেম্বর মাসের ৯ই তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ নোট পাইলে এই ছাপ মারিয়া ফেরৎ দিবেন; কিন্তু তাহার পর আর এরূপ ছাপা দেওয়ার পথ থাকিবে না। যে নোটের উপর উপরোক্ত ছাপা থাকিবে না—তাহা ২০শে সেপ্টেম্বরের পর আর সরকারী কার্য্যালয়সমূহে গৃহীত হইবে না।

লণ্ডন সম্মেলনের প্রস্তাব

লণ্ডন সম্মেলনের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিয়া জার্ম্মাণীকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটীর বৈঠক আরম্ভ হইয়াছে। ইটালী ফ্রান্স, জাপান, জার্ম্মাণী, বেলজিয়াম, আমেরিকা ও জাপানের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ এই কমিটির সদস্য এবং সার এক, লীথ রস সভাপতি হইয়াছেন।

লণ্ডন সম্মেলনের সিদ্ধান্তের কথা জ্ঞাপন করিয়া মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বাসেলের আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক তার করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ ইহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া জানাইয়াছেন, সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করিবার জন্য তাঁহারা যথাশক্তি চেষ্টা করিবেন।

বিদেশী বস্ত্রব্যবসায়ে মুসলমান সমাজ

ভারতের মুসলমান বস্ত্র ব্যবসায়ী এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র উৎপাদনকারিগণের মধ্যে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য দিল্লীতে একটি লিমিটেড কোম্পানী গঠিত হইতেছে, এই সংবাদ রাষ্ট্র হওয়ার পর লণ্ডনের কোনও মসজিদের ইমাম সাহেব—পাঞ্জাবের আহম্মদীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আর একটী কথা প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে বলা হইয়াছে, হিন্দুদের বয়কট আন্দোলন ব্যাহত করিবার জন্য এবং ইংরাজ ও মুসলমানের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য পাঞ্জাবের আহম্মদীয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে একটী বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে। ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিভিন্ন কেন্দ্রে এই কোম্পানীর শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া বিলাতী কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইবে।

এবিসিনিয়ায় ক্রীতদাসপ্রথা নিষেধ

এবিসিনিয়ায় দাসত্ব প্রথা এখনও প্রচলিত আছে, এই কলঙ্ক মোচনের জন্য সম্রাট রাসতেফারি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন।

লণ্ডনে দাসত্ব প্রথা নিরোধ এবং আদিম অধিবাসীদিগকে আশ্রয় দানের জন্য একটী সমিতি আছে। সেই সমিতির নিকট এবিসিনিয়ার সম্রাট রাসতেফারি লিখিয়াছেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য হইবার সময় যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মর্ম্মানুসারে তিনি এবিসিনিয়া হইতে ক্রীতদাস প্রথা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

মানভূম জেলার কংগ্রেস সভাপতিদের গ্রেপ্তার

বাকুড়া হইতে প্রকাশ যে, মানভূম জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, বাসন্তী দেবী, ঊর্ম্মিলা ঘোষ এবং বাঁকুড়ার শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায় সম্প্রতি মন্ত্রাহারে কংগ্রেসের কাজে জেলার সর্ব্বত্র ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাময়িকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই শ্রাবণ শুক্রবার, ১৩৩৮, ৩১শে জুলাই ১৯৩১

নদীয়া জেলা মহিলা সম্মিলনী

নদীয়া জেলা পাঠাগার সম্মেলন প্রথম অধিবেশন

নদীয়া জেলায় গো মড়ক

মহীশূর রাজপরিবারের স্বর্ণখনি পরিদর্শন

মাহীগঞ্জ ডাকাতির জের

চলন্ত ট্রেণে সৈনিক কর্ম্মচারী আক্রান্ত

লাটের দপ্তরখানায় রী

সিরাজগঞ্জ জেলে রৈ রৈ কাণ্ড

বিধবা বিবাহ

বিষ সেবনে যুবকের আত্মহত্যা

নানা কথা

নদীয়া জেলা মহিলা সম্মিলনী

নদীয়া জেলা মহিলা সম্মিলনীতে যোগ দিবার জন্য যে সকল প্রতিনিধি ও দর্শক বিদেশ হইতে আসিবেন, তাঁহারা নিজেদের ব্যবহারার্থ অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন। ষ্টেশনে সর্ব্বদা স্বেচ্ছাসেবক উপস্থিত থাকিবে। দর্শক ও প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনার জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

নদীয়া জেলা পাঠাগার সম্মেলন প্রথম অধিবেশন

সবিনয় নিবেদন,

নদীয়া জেলার লাইব্রেরীগুলির উন্নতি-সাধন, জনসাধারণের মনে পাঠানুরাগ বর্দ্ধন ও লাইব্রেরীর সাহায্যে জনশিক্ষার অধিকতর বিস্তার সাধন উদ্দেশ্যে নদীয়া জেলায় একটী গ্রন্থাগার পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এতদুদ্দেশ্যে আগামী ২রা আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ন ছই ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর টাউন হলে নদীয়া জেলা পাঠাগার সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হইবে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। আপনাদের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

নবীন গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ বি, এল, মহাশয় ছায়াচিত্রযোগে 'লাইব্রেরী আন্দোলন' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

বিনীত—
শ্রীইন্দুভূষণ ভাদুড়ী
সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতি
কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
২২শে জুলাই, ১৯৩১

নদীয়া জেলার গোমড়ক

অদ্য প্রায় ২০।২২ দিন হইতে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বল্লালদিঘী, শ্রীমায়াপুর ও ভারুইডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম সমূহে প্রতিদিন অনেক গো মহিষ বসন্তরোগে মারা যাইতেছে। ইহাতে কৃষকদের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে এবং উপযুক্ত চিকিৎসা অভাবে মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট জানান হইতেছে তাঁহারা এ বিষয়ে অনুগ্রহপূর্ব্বক দৃষ্টি প্রদান করিলে সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে।

মহীশূর রাজ পরিবারের স্বর্ণখনি পরিদর্শন

উরগাঁও হইতে প্রকাশ যে মহীশূরের যুবরাজ এবং তাঁহার পুত্র কুমার জয়চমরাজ ওয়াদীয়র এবং মহীশূর রাজ পরিবারের কতিপয় ব্যক্তি ২৮শে জুলাই কোলার স্বর্ণখনি পরিদর্শন করিয়াছেন। খনির সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাদিগকে ভূগর্ভস্থ চত্বারিংশৎ স্তরে লইয়া গিয়াছিলেন।

মাহীগঞ্জ ডাকাতির জের

রংপুর হইতে প্রকাশ যে মাহীগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অপর ৫ ব্যক্তিকে কোতোয়ালী পুলিস কোতোয়ালী থানার এলাকাধীন মাহীগঞ্জের শ্রীযুক্ত পরমানন্দ মোহান্ত নামক জনৈক সঙ্গতিপন্ন মহাজনের বাটীতে গভীর নিশীথে ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করে।

ধৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র চৌধুরীকে প্রমাণাভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অপর ব্যক্তিদিগকে পুলিশ তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পুলিশের হেপাজতে থাকিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সর্দ্দা আইনে দণ্ড

হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু) সর্দ্দা আইনের বলে ৩টি মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে একটী মামলার বর ও তাহার পিতার ২০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে। আর যে ব্রাহ্মণ ক্রিয়া সমাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারও ১০৲ জরিমানা হইয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ- পারমার্থিক পত্র

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	পুরী
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	কলিকাতা	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসুন বোধায়ন	পুরী

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপাদ নীচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধ্বানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভগবদ্ভক্তিহৃদকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নাথোবিদ্, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাভয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধনদাস অধিকারী, সেবক শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধি পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তস্বামী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(১১) শ্রী.বাসক্রমহত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনৃসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীরতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

ছিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভাগবতানন্দজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপদ্মনাভ, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভূতনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

তুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, কাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরকৃষ্ণ, শ্রীভূপশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) সোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাশরণ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথিড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিহৃদয় বন মহারাজ। সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ শ্রী ভক্তি [illegible] ভক্তিসার, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রী নৃসিংহস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরজনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বালগোপাল পাট

কাঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রী[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ ২ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৫ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৩১ জুলাই ইং ১৯৩১ শুক্রবার ১২৭তম সংখ্যা।

সাময়িক সন্দেশ

রবিবার ১০ই শ্রাবণ (১৩৩৮)

সন্ধ্যার প্রাক্কালে পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীভক্তিবিজয় ভবনে প্রাসাদের উপর উপবেশন করিয়া আছেন। পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, অবসরপ্রাপ্ত গভর্ণমেণ্ট ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী, শ্রীযুত অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর, কাব্যব্যাকরণতীর্থোপাধিক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী উপদেশক প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ প্রভুপাদ-সমীপে উপবিষ্ট।

শ্রীযুত ভক্তিগুণাকর প্রভু বলিলেন,—গোস্বামী প্রভুর পুত্র প্রভুর শ্রীমুখে কিছু হরিকথা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করেন। সতত কৃষ্ণকীর্ত্তনপ্রিয় প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈক্যলক্ষণম্। বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥"—এই শ্লোকটী দীর্ঘ ৩ ঘণ্টাকাল যাবৎ ব্যাখ্যা করেন।

উক্ত শ্লোকের মধ্যে যে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—ত্রিবিধ তত্ত্ব বর্ণিত আছে, তাহা প্রভুপাদ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সমবেত শ্রোতৃগণকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দেন।

"বস্ত্বদ্বিতীয়ং" শব্দে দ্বিতীয়রহিত অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করে। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বস্তু।

শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ অবতার দ্বারা তাঁহার অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয় না। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তাঁহার অংশ কলাদিক্রমে বহু প্রকাশ স্বীকার করিলে তাঁহার পূর্ণতার হানি হয়। এইরূপ বিচার ভ্রমাত্মক।

মূল সঙ্কর্ষণ, যিনি গোলোকে আদি চতুর্ব্যূহে অবস্থিত, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন প্রকাশ। তাঁহারই বিলাস মহাসঙ্কর্ষণের অংশ—প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু। এই কারণোদশায়ী মহাবিষ্ণুর কলা গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণু ও ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু। এই ত্রিবিধ পুরুষাবতারই জগতের কারণ।

যেমন এক দীপ হইতে বহু প্রদীপ প্রজ্বলিত হইলেও মূল প্রদীপের কোন ক্ষতি হয় না; বরং সকল প্রদীপ সমানধর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ অংশী ও অংশগণের বিচার।

শ্রীভগবান্—অচিন্ত্যশক্তিমান্। সুতরাং তাঁহার বহুরূপে প্রকাশের অদ্বিতীয়ত্বের বা পূর্ণতার হানি হয় না। শ্রুতির 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং' শ্লোক এস্থলে আলোচ্য।

শ্রীমদ্ভাগবত— সর্ব্ববেদান্তসার। তজ্জন্যই গরুড়পুরাণ ইঁহাকে 'ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য'-রূপে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠার বিষয়ই ইহাতে আদি, মধ্য, অন্তে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠাই—অভিধেয় বা উপায়।

"কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্" শব্দে একমাত্র কৈবল্যই জীবের প্রয়োজনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। 'কৈবল্য' শব্দে মুক্তি নহে, শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ক্রমসন্দর্ভ টীকায় লিখিতেছেন,—কৈবল্য-শব্দে প্রোজ্ঝিতকৈতব অর্থাৎ মোক্ষাদিকামনারহিত প্রেমলক্ষণা ভক্তি। তদ্ব্যতীত জীবের অন্য কোন প্রয়োজন নাই বা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত অন্য বস্তুর প্রয়োজনীয়তা ক্ষণিক, তাৎকালিক ও নশ্বর।

মাদ্রাজ হইতে নিজস্ব সংবাদ-দাতার ২৮শে জুলাই তারিখের তারে প্রকাশ,—মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠকে প্রদত্ত ভূমিটী প্রচলিত প্রথানুসারে গতকল্য যথারীতি দখল করা হইয়াছে। ভূমিদাতাকে ধন্যবাদ প্রদান ও মানবজীবনের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে উপদেশ করা হইয়াছিল। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নগরসঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। নগরসংকীর্ত্তন মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে রয়াপেটা বাজার রোড, লয়েড্স্ রোড, রয়াপেটা হাইরোড, পোরকার ষ্ট্রীট দিয়া পরিভ্রমণ করতঃ ময়লাপুর লজ, চার্চ্চরোড মাউব্রেজ রোড দিয়া গমন করিয়াছিল। অতঃপর নূতন স্থানে আগমন করে। তথায় সমাগত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বন মহারাজ শ্রীযুত শঙ্করনারায়ণ আয়ারের সহিত আগামী ২রা আগষ্ট শুক্রবারে কলিকাতায় পৌঁছিবেন।

গত ২রা শ্রাবণ, ইং ১৮ জুলাই শনিবার হইতে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহ উষায় ঊষাকীর্ত্তন, সন্ধ্যায় আরাত্রিক কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। প্রত্যহ সহরের গণ্যমান্য শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ এবং মহিলাবৃন্দ যথাসময়ে শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের মুখে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত ভক্তিসিদ্ধান্তসম্বলিত অপূর্ব্ব ভাগবতবাণী শ্রবণ করিতেছেন।

ভোগের আগার এই বিশ্বে ভোগলোলুপ ভোগিগণ কৃষ্ণসেবার উপকরণসমূহে ভোগবুদ্ধিবশতঃ যে আত্মঅহিত বরণ করিতেছে, তাহা ভাবিবার, বুঝিবার এবং দেখিবার লোক কেহই নাই। অন্ধের মেলায় যেমন সকল অন্ধই বিপথে গমন করিয়া নাশ লাভ করে, তেমনি ভোগান্ধ জীবগণের মেলায় সকলেই ভক্তি বা ভগবানের সেবাপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া দূরে সরিয়া আত্মবিনাশের সুযোগ লাভ করিতেছে।

এহেন ভাগ্যহীন ব্যক্তিগণকে পরম মঙ্গল প্রদানদ্বারা সৌভাগ্যবান্ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিজজন শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বত্র কৃষ্ণকীর্ত্তন মহোৎসবের—সেবা-মহোৎসবের আয়োজন করিতেছেন। আচার্য্যের এই আদর্শ অনাচারিগণ না বুঝিলেও তাঁহারই অপার করুণায় শ্রদ্ধালুজন ও আপনাদিগের অসদাচার বুঝিতে পারিয়া অনাচার ছাড়িয়া সদাচারপালনে রত থাকিলে তদানুগত্যে আচার্য্য হইতে পারিবেন।

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥"

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অবতারবিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সর্ব্বাঙ্গে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২।৵০; দশম স্কন্ধ ১১৲; সমগ্র ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রবেশে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাইকাতোর সাইজ স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিরচিত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী বাস্তব-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বেদবেদান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্ত্যাদ্বয়-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাসভবনে, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যধর্ম্ম, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, বিদেশে ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন, শ্রীগৌর মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী রাধাভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১৷০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-কেশরী শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী
উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। ত্রিপদী ছন্দাকারে পরিক্রমার স্থানাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের উপদেশ শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ১৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুগুম্ফিত শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ রং কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তদুপরি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৸০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগ করণার্থ উহা করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুরই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ এরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। সিদ্ধান্তগোস্বামী শাস্ত্র-মহোদধি মন্থনকরে এই গ্রন্থটি উদিত হইয়াছেন। অনেক চিত্র কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বয়াটি গদ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই— ৬র্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের মীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় কঠিন স্থলের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৴০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুবাদ; নিখিল শাস্ত্রের নির্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবৎ-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴৹০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ ক্রমে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

বদিকেজমুকুটমণি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত অনুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম প্রণীত প্রেমভক্তিবিষয়ক পদের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মা ।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনমালা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত সমন্বিত। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শপর্য্যন্ত দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে নানাবিধ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কয়েকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷০ আনা, আবাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। নাড়াজোল রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাচ্য (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট ছাপা; মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্তন, প্রেমধ্বনি, ধাউনাকীর্তন, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্ট, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আনবাটি হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতীবিদ্যাবিনোদ-প্রভুর বক্তৃতার বিস্তৃত পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুপ্রকাশে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আনবাটি হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতীবিদ্যাবিনোদপ্রভুর প্রদত্ত বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ ও গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়ও সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ১০ আনা।

THE HARMONIST

OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ওর নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৯ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

চলন্ত ট্রেনে সৈনিক কর্ম্মচারী আক্রান্ত

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে পার্লামেণ্ট মহাসভায় সে দিবস মিঃ বলডুইন ভারত সচিব মিঃ বেনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :—লেঃ হেক্ট ও লেঃ সাহানকে যে আক্রমণ করা হইয়াছিল তাহার সম্বন্ধে তিনি কোনও বিবৃতি প্রকাশ করিতে পারিবেন কি না।

মিঃ বেন—এই লোমহর্ষণ ঘটনার কোনও সরকারী বিবরণ আমার হস্তগত হয় নাই সরকারী বিবরণ হস্তগত হইলে যত শীঘ্র সম্ভব তিনি তাহা সভায় দাখিল করিতে পারিবেন। যে সেনানীর মৃত্যু হইয়াছে তাহার আত্মীয় স্বজনকে আমি সহানুভূতি জানাইতেছি। আশা করি সভাস্থ সকলেই তাহাতে সম্মতি প্রদান করিবেন।

লাটের দপ্তরখানায় ছুরী

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ যে যুক্ত প্রদেশের সরকারের পাবলিক হেল্থ ডাইরেক্টর বাহাদুরের হেড্ এসিষ্টাণ্ট খাঁ সাহেব হাফিজ মহিউদ্দিন ২৭শে জুলাই মধ্যাহ্নের অল্প পরেই তাঁহার অফিস ঘরে একজন পাঠান আততায়ীর হস্তে আহত হইয়াছেন। সংবাদে প্রকাশ, নবী আহম্মদ নামক জনৈক পাঠান যুবক স্যানিটারী ইনস্পেক্টারশিপ শেষ পরীক্ষায় ফেল হইয়াছিল। এই যুবক ঐ তারিখে খাঁ সাহেবের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। সে খাঁ সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার পরীক্ষার পত্র ও প্রাপ্ত নম্বরের তালিকা দেখিতে চাহে। খাঁ সাহেব উত্তরে বলেন যে ঐরূপ করিবার অফিসের নিয়ম নাই। অতঃপর ঐ যুবক ডাইরেক্টর কর্ণেল ডানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে। খাঁ সাহেব তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলেন এবং বলেন যে ডাইরেক্টর ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। এই কথায় যুবকের সহিত খাঁ সাহেবের বচসা হয়। যুবকটী নাকি তখনই একখানি ছুরি ছোরা বাহির করিয়া খাঁ সাহেবের বাম স্কন্ধে বসাইয়া দেয়। আহত খাঁ সাহেবকে তখনই বলরামপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আততায়ী যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিষ সেবনে যুবকের আত্মহত্যা

চাঁদপুর থানার এলাকাধীন খেকদিয়া গ্রামবাসী পরলোকগত জগবন্ধু রায়ের বিশ বৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র রায় নামক এক টি যুবককে চাঁদপুর কালীবাড়ী ষ্টেশনের বিশ্রাম কক্ষে রাত্রি ১১টার সময় অজ্ঞানাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাকে তৎক্ষণাৎ এলগিন হাসপাতালে পাঠান হয় কিন্তু যথাসম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াও তাহার জীবন রক্ষা হয় নাই।

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যুবকটি বিষ সেবনে আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহাকে সর্ব্বশেষে তাহার খুল্লতাত মদ্যবিক্রেতা শ্রীযুত হরিমোহন রায়ের বাটীতে দেখা গিয়াছিল। তাহার পকেটে একখানা পত্র পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। উক্ত পত্র পাঠে জানা যায় সে জীবনে হতাশ হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, এই জন্য সে অন্য কাহাকেও দায়ী করে নাই।

বিধবা বিবাহ

রাজবাড়ী হইতে প্রকাশ যে ফরিদপুর জিলার কৃষ্ণনগর গ্রাম নিবাসী পরলোকগত ইন্দুভূষণ মিত্রের কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্ল বালা অল্প বয়সেই বিধবা হন। গত সপ্তাহে গোয়ালন্দের অন্তর্গত জয়পুরের বিশ্বনাথ ঘোষের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। রাজবাড়ীর পণ্ডিত যতীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থের বাড়ীতে বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে

লাহোরে পলাতক আসামীদের আত্মীয়বর্গের উপর নোটীশ

লাহোর হইতে প্রকাশ যে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামীদের কতিপয় আত্মীয় ও সহযোগীর উপর পুলিস এই মর্ম্মে এক নোটীশ জারি করিয়াছে যে তাঁহারা যদি পলাতক আসামীদিগকে আশ্রয় দেন বা তাঁহাদের সংবাদ পুলিসের গোচরে আনয়ন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১৬ ধারামতে দণ্ড দেওয়া হইবে। এই ধারা অনুসারে তাঁহাদের ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাস ও পলাতক আসামীদের অপরাধের তারতম্য অনুসারে জরিমানা হইবে।

শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদের খদ্দর প্রদর্শনী উদ্বোধন ও বক্তৃতা

পাটনা হইতে প্রকাশ যে নিখিল ভারত কাটুনী সমিতির বিহার শাখার উদ্যোগে একটী খদ্দর প্রদর্শনী শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ১লা আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। আঞ্জুমানী ইসলামিয়ার প্রশস্ত হলে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে এবং এতদুপলক্ষে হলটি বিশেষ ভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের খদ্দর আন্দোলনের ইতিহাস বিবৃত করেন। খদ্দর এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে ইহা রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদেও স্থান পাইয়াছে। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইহা দ্বারা বিপন্ন জন সাধারণের ক্লেশ দূর হইতে পারে।

সিরাজগঞ্জ জেলে হৈ হৈ কাণ্ড

সম্প্রতি সিরাজগঞ্জ জেলে ২০ জন বিচারাধীন আসামীর পলায়নের চেষ্টা সম্পর্কে সিরাজগঞ্জের মহকুমা হাকিম মিষ্টার এ, সি, কার্টিস আই, সি এস, এর এজলাসে একটি চাঞ্চল্যকর মামলার শুনানী চলিতেছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, কয়েক জন বন্দী জেল হইতে পলায়নের চেষ্টা করে, ঘটনার দিন তাহাদিগকে নাস্তা জল দেওয়ার সময়, জনৈক বন্দী পায়খানায় যাইতে চাহিলে প্রহরী তাহাতে অস্বীকার করে এবং ইহাতে গোলযোগের সূত্রপাত হয়। প্রকাশ, প্রায় ২০ জন হাজতী আসামী প্রহরীকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে পরাজিত করে, ফলে সে আহত হয়, ইহার পরে আসামীরা ভিতরের দরজা জোর পূর্ব্বক খুলিয়া ফেলিয়া বাহিরের সদর দরজা পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। প্রহরীদের হস্ত হইতে একটি গুলীপূর্ণবন্দুক তাহারা ছিনাইয়া লইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। অতঃপর বাহিরের জনসাধারণ পুলিস ও প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট জেলের প্রবেশ দরজার নিকট উপস্থিত হন। বহু শ্রম ও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া শান্তি স্থাপন করা হয় এবং ক্ষিপ্ত বন্দীদিগকে তাহাদের স্ব স্ব কক্ষে আটক রাখা হয়।

জেলে আর কোন গোলযোগের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

আততায়ীর সহিত জেরাক্রুজের গভর্ণরের হাতাহাতি

জেরাক্রুজের গভর্ণর আহত হইয়াছেন। অনেকগুলি লোক হত হইয়াছে। চারিটী গির্জ্জা অগ্নিদাহ হইয়াছে। সামরিক আইন জারি হইয়াছে। ধর্ম্ম সংক্রান্ত গোলমাল লইয়াই এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। গভর্ণরের সহিত তাঁহার হাতাহাতি হইয়াছিল। উভয়েই একটা থামের আড়ালে আশ্রয় লইয়া রিভলভার ছুড়িয়াছিলেন। গভর্ণর অল্প বিস্তর আহত হইয়াছেন এবং তাঁহার আততায়ী গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে। গভর্ণরের আততায়ী একজন রোমান ক্যাথলিক যুবক। এই ঘটনার পরে উপাসনার সময় দাঙ্গাকারীরা গির্জ্জায় আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল।

ইরাকের স্বাধীনতা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, কমন্স সভায় ইরাক সম্পর্কে আলোচনার সময় প্রশ্ন উঠিয়াছিল, ইরাকের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অসুবিধা হইবে কিনা।

উপনিবেশ সমূহের ভারপ্রাপ্ত অণ্ডার সেক্রেটারী ডাঃ ড্রামণ্ড শিল্‌স উত্তরে বলিয়াছেন :—সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার্থে যে বিধান করা হইয়াছে, ইরাক তাহা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া লইবে। অতঃপর বৃটিশ সৈন্য ইরাকে থাকিয়া ইরাকের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে এরূপ কেহ মনে করিবেন না। তাহাতে বৃটিশের চলাচলের সুবিধা হয় এবং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ বজায় থাকে, ইরাকস্থ বৃটিশ সৈন্য তাহাই দেখিবে।

মৌলানা সিরাজীর মৃত্যুতে আচার্য্য রায়ের পত্র

সৈয়দ আসাদুল্লা সিরাজীর পিতা মৌলানা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর অকালমৃত্যুতে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সৈয়দ আসাদুল্লাকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছেন—

প্রিয় মিঃ সিরাজী মৌলানা সিরাজী সাহেবের মৃত্যুতে আমি অভিভূত এবং শোকে নিমজ্জিত হইয়াছি। এই সন্ধিক্ষণে সিরাজী সাহেবের মত এক জন মানুষ এবং জাতীয়তাবাদী নেতার মৃত্যু দেশের দুর্ভাগ্যস্বরূপ। দেশের জন্য তিনি শুধু সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন নাই, এমন কি কারাবরণ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, তাঁহার আত্মা যেন শান্তিলাভ করে।

প্লাবনে রেলপথ ভগ্ন সোণাতলায় প্রবল বর্ষা

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সোণাতলা ষ্টেশনে গত ২৭শে জুলাই যে দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে তাহার সম্পর্কে পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে সেতুটির যে অংশ ভাঙ্গিতে বাকী ছিল, তাহাও প্রবল বেগে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত দিনের বেলায় যাত্রী ও মাল পারাপার করা হইতেছে। ২৮শে জুলাই তারিখ হইতে ৫ দিনের মধ্যে পূর্ব্ববৎ রেল চলাচল করিবার আশা নাই।

টেলি—শ্রীপ্রকাশ, নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রাপ্তিস্থানে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চক্তির হার
স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴০

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২৮তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩৮, ১লা আগষ্ট ১৯৩১

বিমল গুপ্ত কে

২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

ডাকাতের দৌরাত্ম্য

বন্দুক চুরীর খানাতল্লাসে সশস্ত্র ডাকাতি

কান্দীতে ডাকাতি

সার তেজবাহাদুরের লক্ষ্ণৌ পরিদর্শন

কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

কয়েকজন পাটনায় পিকেটীংয়ে গ্রেপ্তার

প্রতারণার অভিযোগ

প্যাটেলের অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন

নানা কথা

বিমল গুপ্ত কে?

সংবাদে প্রকাশ, মিঃ পেডীর হত্যাকারী বলিয়া বিমল গুপ্তকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। মিঃ পালিকের হত্যাকারী বিমল গুপ্তের মৃতদেহ সনাক্ত করাইবার জন্য তাহার পিতাকে পুলিস মেদিনীপুর হইতে কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছেন। তিনি কিন্তু সনাক্ত করিবার কালে মৃত আততায়ী যে তাঁহার পুত্র বিমল গুপ্ত এমন কথা বলিতে পারেন নাই। সুতরাং এই সনাক্ত ব্যাপার লইয়া পুলিস মহা মুস্কিলে পড়িয়াছে, কারণ বিমল গুপ্তের কোন ফটো পুলিসের নিকট নাই।

২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে পুষ্পলা নাম্নী এক বারবনিতাকে কে বা কাহারা যে খুন করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। এই সম্পর্কে হাইকোর্টের সেসনে লক্ষ্মীনারায়ণ বসাক ও হীরালাল পালিত নামক ২ জন লোক অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত ২৯শে জুলাই এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। হাইকোর্ট সেসনের বিচারপতি মাননীয় লর্ট উইলিয়ামস তাহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম করিয়াছেন

ডাকাতের দৌরাত্ম্য

লৌহাজং হইতে প্রকাশ যে, সম্প্রতি জোয়ারের শ্রীযুত বিনোদবিহারী কুণ্ডুর বাড়ীতে এক ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। ডাকাতরা নগদে ও অলঙ্কারে সাড়ে তিন হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে এখনও কাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। পুলিশের তদন্ত চলিতেছে।

বন্দুক চুরীর খানাতল্লাসে সশস্ত্র পুলিস

খুলনা ও বাগেরহাট হইতে আগত সশস্ত্র ও সাধারণ পুলিস সমভিব্যাহারে ফকিরহাট থানার পুলিস শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুত নারায়ণ সেন ও কংগ্রেসের আর একজন ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মীর বাটীতে গত ২৪শে তারিখ অপরাহ্নে হানা দেয়। ভূপেন বাবুর বাড়ীর প্রায় ২০ খানা ঘর ও ঘরের সকল বাক্স তোরঙ্গ পুলিস তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাস করে। প্রকাশ, মূলঘরের বন্দুক চুরির সম্পর্কে এই খানাতল্লাস।

কান্দীতে ডাকাতি

কান্দী হইতে প্রকাশ যে কয়েক দিন পূর্ব্বে খড়গ্রাম থানার অন্তর্গত বেলিয়া গ্রামে হরি বাড়ইয়ের বাড়ীতে এক অসমসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে ডাকাতগণ সংখ্যায় দ্বাদশের অধিক ছিল। তাহারা মারাত্মক অস্ত্রসহ বাহিরের দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং বাটীর স্ত্রীপুরুষের নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া প্রায় ৬০০৲ টাকার জিনিষ পত্র লইয়া পলায়ন করে।

সার তেজবাহাদুরের লক্ষ্ণৌ পরিদর্শন

সার তেজবাহাদুর সপ্রু এই সপ্তাহের শেষে লক্ষ্ণৌতে আগমন করিবেন। তিনি ছত্রির নবাবের বাসভবনে বিশিষ্ট জমিদারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলাপ আলোচনা করিয়াছেন।

কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

তিনেভেলী হইতে প্রকাশ যে সম্প্রতি পুলিস ইলাংগো নামক জনৈক যুবক কংগ্রেসকর্ম্মীকে ফৌজদারী বিধির ১০৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে নাকি আপত্তিজনক বক্তৃতা করিয়াছে।

গঞ্জাম জিলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

ডাঃ গোপবন্ধু চৌধুরীর নেতৃত্বে গঞ্জাম জিলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয়। উৎকলে দিল্লী চুক্তি ভঙ্গের কয়েকটি উদাহরণ দেখাইয়া এবং স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য অনুরোধ করিয়া সভায় প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ — ৩ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৬ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১ আগষ্ট ইং ১৯৩১ শনিবার — ১১৮তম সংখ্যা

সাময়িক সন্দেশ

রবিবার ১০ই শ্রাবণ (১৩৩৮)

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত ১২ই শ্রাবণ ২৮শে জুলাই মঙ্গলবার বেলা ৮॥০টার সময় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয়ার্থ রওনা হইয়াছেন।

———

শ্রীল প্রভুপাদ শকটারোহণ করিলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীমঠের অন্যান্য সেবকবৃন্দসহ সমবেতস্বরে অতিমর্ত্ত্য শ্রীগুরুদেবের জয়ধ্বনি করিলেন—সৌভাগ্যবন্ত জনগণ শ্রবণ করিলেন, সেই জয়ধ্বনি দিগ্ দিগন্তে আচার্য্যবর্য্যের অনুষ্ঠিত সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের শুভবিজয়বার্ত্তা বিঘোষিত করিলেন।

———

ত্রিদণ্ডিপাদদ্বয় অপরাপর সেবকবৃন্দসহ কৃষ্ণকথানন্দে বিভোর হইয়া স্বরূপগঞ্জের ঘাট পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিলেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ উদ্ধবদাস দাসাধিকারী, ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণভক্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিবৃহন্ম ও অপরাপর কতিপয় ভক্তসহ গঙ্গাপারার্থ নৌকারোহণ করিলে স্বামিজীদ্বয় পুনরায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জয়ধ্বনি করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গঙ্গা পার হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে কৃষ্ণনগরগামী ট্রেণ আরোহণ করিলে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী প্রভু, শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ প্রভু ও অপরাপর কতিপয় ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বেলা ১০-৪০ মিনিটের সময় ট্রেণ কৃষ্ণনগরসিটী ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। কলিকাতাগামী ট্রেণের কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে পৌঁছিতে তখনও দেড়ঘণ্টারও অধিক বিলম্ব ছিল। এদিকে শ্রীভাগবত প্রেস হইতে ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীল প্রভুপাদকে লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের কৃতবিদ্য ডাঃ শ্রীযুক্ত শান্তিপদ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের নিমিত্ত তাঁহার মোটর ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং প্রভুপাদ শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু সহ উক্ত মোটরে শ্রীভাগবত প্রেসে শুভবিজয় করেন। তথায় যন্ত্রার সুযোগ্য চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত উকীল, ডাঃ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দত্ত প্রমুখ সজ্জনগণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ অল্পক্ষণ পরেই উক্ত মোটরে ষ্টেশনে পৌঁছিলে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ উদ্ধবদাস দাসাধিকারী সহ কলিকাতাগামী ট্রেণে আরোহণ করিয়া বেলা প্রায় ৩টার সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন।

———

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ মহোদয় গত ২৮ জুলাই তারিখে তারে জানাইতেছেন,—

সচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহামহোৎসব অতি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রত্যহই শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি প্রত্যহই শ্রীমঠে আগমন করত পাঠাদি শ্রবণ করেন। শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ দাস অধিকারী ও অন্যান্য ব্রহ্মচারিগণ সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রত্যহই মহাপ্রসাদে পরিতৃপ্ত করা হইতেছে। এখানকার আকাশের অবস্থা ভাল এবং উৎসবের কার্য্যাদি উত্তমরূপে ও সন্তোষজনকভাবে নির্ব্বাহিত হইতেছে।

———

গত ১৩ই শ্রাবণ বুধবার দিবস নদীয়া জেলার রাববালী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত সুধীরকুমার বাগচী মহাশয় সপরিবারে শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমন্দিরে যে সময়ে গমন করেন, তখন শ্রীবিগ্রহের মাধ্যাহ্নিক শয়নকাল। সুতরাং তাঁহারা শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে পান নাই। কিন্তু সুধীরবাবু শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে না পারিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মায়াবাদীর বিচার স্থান পাইয়াছে।

———

শ্রীবিগ্রহের ভোগ দেওয়ার প্রয়োজন নাই বা তাঁহার বিশ্রামাদিরও আবশ্যকতা নাই, কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নিজেদের স্বেচ্ছানুসারে শ্রীমূর্ত্তির উপরে দৌরাত্ম্য করিতে হইবে—এরূপ বিচারের প্রশংসা বুদ্ধিমানমাত্রেই করেন না।

———

শ্রীবিগ্রহকে কাঠ, মাটী, পাথরের পুতুল বুদ্ধি করিলে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। মায়াবাদীর বিচারে শ্রীবিগ্রহের অবজ্ঞা করিলে নারকী হইতে হয়—এইরূপ পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন।

———

গত ২৯শে জুলাই বুধবার দিবস নদীয়া জেলার হাঁসখালিনিবাসী শ্রীযুত আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিয়া নিজ পুত্রকে এই স্কুলে ভর্ত্তি করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি বগুড়া ষ্টেটের নায়েব।

———

শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের রক্ষক শ্রীযুক্ত রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামি-মহোদয়ের সহিত তাঁহার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপনার নিয়মাবলী সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীযুত বিশ্বাস মহাশয় এই স্কুলের শিক্ষার বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে শ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়াছেন।

———

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥"

নীলাচলে শ্রীরথ-যাত্রা

(২)

প্রত্যেক ভক্তের দত্ত নানা সুমিষ্ট উপহার যখন প্রভুসেবক গোবিন্দ প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিয়া প্রভুর সেবার সময় উপস্থিত করিতেন, তখন প্রভুও ভক্তের উপহৃত সেই চিন্ময় দ্রব্যগুলির কতই না প্রশংসা করিয়া গ্রহণ করিতেন। গোবিন্দের কৃপাপ্রসাদে বৈষ্ণবগৃহিণীগণ সেই শুভবার্ত্তা শুনিয়া পরমপুলকে আত্মহারা হইয়া জীবন সফল জ্ঞান করিতেন।

শ্রীবার্ষভানবী-ভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে যে অলৌকিক নর্ত্তনলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অদ্য আমরা সেই চিন্ময় লীলাসমুদ্র হইতে একবিন্দু স্বচ্ছ নীর উত্তোলন করিয়া নিত্যবান্ধব গৌরভক্তবৃন্দের শ্রীহস্তে অর্পণ করিবার প্রয়াস পাইব।

জগদাচার্য্যের লীলাভিনেতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীরথযাত্রার দিবস নিশাবসানের পূর্ব্বেই গণসহ প্রাতঃস্নান করিয়া আসিলেন। শ্রীনীলাচলনাথের পাণ্ডুবিজয় বা পাহাণ্ডি-দর্শনের জন্য ভক্তবৃন্দের ব্যাকুলতার সীমা নাই; সমগ্র ভক্তগোষ্ঠী-সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু পাহাণ্ডি দর্শনে গমন করিলেন। উড়িষ্যাধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র সমুদয় প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত নিজে উপস্থিত থাকিয়া মহাপ্রভুর গণকে পাণ্ডুবিজয় দর্শন করাইতে লাগিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, জগদানন্দ, স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু পুলকপরিপূর্ণ চিত্তে শ্রীভগবানের রথারোহণলীলা দেখিতে লাগিলেন।

শ্রীজগন্নাথের প্রিয়সেবক মত্তহস্তীতুল্য বলিষ্ঠ 'দয়িতা'গণ শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম এবং শ্রীসুভদ্রা দেবীকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া অতি যত্নসহকারে রথারোহণ করাইতে লাগিলেন। শুভ্রতুলার দ্বারা দৃঢ় ও উচ্চ গদি নির্ম্মাণ করিয়া প্রভুর বিজয়পথের স্থানে স্থানে পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু মহাবলী শ্রীবিগ্রহের পদস্পর্শে প্রচণ্ডবেগে তুলীগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া লঘুমেঘের ন্যায় চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তমকে কেহ চালাইতে পারে না, দয়িতাগণ সেবার উপলক্ষ্য মাত্র, স্বেচ্ছাময় হরি লীলাবিহারার্থ নিজেই রথারোহণ করিলেন।

মহারাজ প্রতাপরুদ্র, স্বর্ণ সম্মার্জ্জনীর দ্বারা জগন্নাথদেবের রথ-বিজয়ের পথ মার্জ্জন করত সুবাসিত চন্দন-বারিতে সমস্ত পথ ধৌত করিয়া দিতে লাগিলেন। ব্যবহারিক জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইয়াও আন্তরিক দৈন্য-আর্ত্তি সহকারে এই তুচ্ছ সেবা করিলেন বলিয়া ভক্তবৎসল শ্রীগৌরসুন্দর প্রতাপরুদ্রের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইলেন।

যে তিনখানি শ্রীরথে শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রাদেবী আরোহণ করিলেন, তাহার সজ্জা অতি পরিপাটী; দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং ঐ শ্রীরথসমূহের নির্ম্মাতা। কাঞ্চনময় সুমেরুআকৃতি রথ নানামণি-মুক্তাদির ঝালর, শত শত সুচামর দর্পণে, নির্ম্মল রত্ন চন্দ্রাতপে, বিজয়পতাকায়, শ্রীরথশোভা ঝলমল করিতেছিল। বহুমূল্য বিচিত্র বর্ণের রেশমীবস্ত্রে রথ নিমণ্ডিত হইয়া তদুপরি সুগন্ধি পুষ্পমালিকা-শ্রেণী মন্দমলয়-স্পর্শে দোদুল্যমান হইতেছিল। ঘাগর, কিঙ্কিণী ও ঘণ্টাদির নিক্কণে অতি মধুরশব্দ উত্থিত হইতেছিল। যে চিন্ময় রাজপথ দিয়া ভগবান্ যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহার শোভা অতি মনোহর। যথা,—

"সূক্ষ্ম শ্বেতবালু পথে পুলিনের সম।
দুই দিকে টোটা সব যেন বৃন্দাবন॥
রথে চড়ি' জগন্নাথ করিলা গমন।
দুই পার্শ্বে দেখি' চলে আনন্দিত মন॥"

উৎকলীয় গোয়ালাদিগকে 'গৌড়' কহে। সেই গৌড়গণ পরমানন্দের সহিত রথরজ্জু ধারণ করত রথ টানিতে লাগিল। কখনও দ্রুত গতি, কখনও মন্দ মন্দ গতি, কখনও বা স্থিরভাবে বিশ্রাম, এইপ্রকারে স্বেচ্ছায় জগন্নাথের রথ অগ্রসর হইতে লাগিল। শিক্ষাগুরু ভগবান্ শ্রীগৌরহরি প্রথমে পরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে স্বীয় শ্রীহস্তে প্রসাদী মালাচন্দন পরাইয়া দিয়া তৎপরে প্রধান কীর্ত্তনীয়া শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে মাল্যচন্দন দানে সমাদর করিলেন। সকল ভক্ত কীর্ত্তনীয়াকেই মহাপ্রভু মালাচন্দন দিলেন। প্রভুর শ্রীহস্তের দিব্যপরশ লাভে সকল ভক্তের প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্ত্তনীয়াগণের সম্প্রদায় সুশৃঙ্খলা করিয়া বিভাগ করিতে লাগিলেন। বিভাগক্রমে সাতটী কীর্ত্তন-সম্প্রদায় গঠিত হইল।

শান্তির বার্ত্তা

শুনি সদা ধরামাঝে করুণ রোদন,
মৃত্যু-শোক স্মৃতি দগ্ধ আকুল বেদন
ঔষধি কোথায়, ক্ষতে করিতে লেপন ?
কৃষ্ণভক্তি 'বিস্মরণীলতা'
ভুলাইবে মর্ম্মক্ষত-ব্যথা,
মানসঅঙ্গনে তায় কর গো রোপণ।
মৃত্যু নাশি' বিতরে সে শাশ্বত জীবন॥

শ্রীধাম প্রসঙ্গ

আমরা যাবতীয় এম্-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ বা বি-এল-পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণকে ভগবদ্ভক্তিতে পারঙ্গত জানিতে পারি নাই। যেখানে যত বসুবংশ্য আছেন, সকলেই যে শ্রীরামানন্দ বসুর বংশ্য হইবেন,—এরূপ ধারণাও আমাদের নাই।

শ্রীরামানন্দ বসুর অন্বয় বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে গিয়া যদি কেহ উক্ত ভক্তরাজের বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাহা হইলে সেই বংশ-পরিচয় দ্বারা শ্রীরামানন্দকেই কলুষিত করা হয় জানি।

শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর—কৃষ্ণলীলার দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। তাই বলিয়া যাবতীয় সুবর্ণবণিককুলের দত্ত উপাধিধারী ব্যক্তি সকলেই কিছু 'গোপাল' হইতে পারিবেন না।

উক্ত দত্ত ঠাকুরের জ্ঞাতিবংশগণ সেইরূপ পরিচয়ে "গোপাল ঠাকুর" হইতে গেলে তাঁহাদের আর শ্রীনিত্যানন্দ-সেবায় বিমুখতা, নিষ্কপটতার দাস্য ও পরমভাগবতগণের নিন্দা-প্রশংসায় পারঙ্গত বলিয়া দেখা যাইবে না।

বংশোচিত গৌরবাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ পূর্ব্ব মহাজনের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া কামক্রোধাদির সেবানিরত হইলে তাঁহারা নির্ম্মৎসর হইতে পারেন না। নির্ম্মৎসর না হইলে তাঁহাদিগকে 'পরমহংস' বা 'ভক্ত' বলা যাইবে না।

বংশগত পরিচয়ের দ্বারা ডাক্তারের বংশ, মোক্তারের বংশ, পোদ্দারের বংশে সকলেই যে ডাক্তার, মোক্তার বা পোদ্দার হইবেন—এরূপ প্রমাণ নাই। সুতরাং ছেঁড়া কাথায় শুইয়া পূর্ব্বপুরুষের লক্ষ টাকার বিলাসিতা এখনও আছে বলিয়া মনে করিলে 'আলনস্কর' হইয়া যাইতে হইবে।

আলনস্করীয় চিন্তাস্রোত যদি বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় বা আলালের ঘরের দুলালগণের মধ্যে যদি তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়ে, তবে তাহার বিষময় ফল ভোজন করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া তথাকথিত বৈষ্ণবম্মন্য সমাজ সেই বিষে জর্জ্জরিত হইবে, সন্দেহ নাই।

যৎকিঞ্চিৎ

১

শ্যামসুন্দরের উপাসক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু

সুরুচি বলিয়া নর কুরুচিরে পূজে,
কুরূপে 'স্বরূপ' বলি' মানসে বসায়;
হীরক-আকর ত্যজি' 'কাচমণি' খুঁজে,
সুন্দরের উপাসনা এই কিরে হায় ?
শিখাচ্ছ অযত্নজনে সুন্দরের গীতি,
অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের দিতেছ সুসন্ধান;
ঢালিছ অন্তরমাঝে স্নিগ্ধ শুদ্ধ ভাতি,
অভ্যুদিত গৌড়াকাশে এক জ্যোতিষ্মান॥

জড় চক্ষু নাহি হেরে শ্যাম-মুখহাসি;
সুন্দর-পুরুষ-স্পর্শ দর্শনীয় নয়,
সেবা-স্পর্শ আঁকেনি কবি প্রাকৃত পরশি'
'সুন্দর সাহিত্য' তার দেয় পরিচয়।

সে' স্নিগ্ধ তারিকা নিতি গাহে মধুস্বরে,
"বৈষ্ণবের গান শুধু বৈকুণ্ঠের তরে।"
সুন্দরের পূজা লাগি হে সৌম্য তাপস।
নিখিল জীবের তরে কাঁদে তব হিয়া,

হরিতে বিশ্বের ব্যথা চির অনলস,
দিবানিশি রচিতেছ গোলোক অমিয়া;
কৃষ্ণকান্ত বাগ্মী তুমি, বক্তা অনর্গল;
সুধীমান্, দার্শনিক, সিদ্ধান্তনিপুণ।

প্রভুপাদকথ্যবাণী-প্রকাশ-বিহ্বল,
কবি তুমি; দাতা-শ্রেষ্ঠ সেবা-সুনিপুণ॥
শরতের শতদল, বরষার যূথী,
বসন্তের গোলাপের অপূর্ব্ব সুবাস,
চম্পক চামেলী সনে মল্লিকা মালতী,
মিশায়ে রচিছ মালা সেবন-সহাস॥
ভক্তদের ধ্যানমগ্ন হে পূজারী সুন্দরের।
নিবেদি ও' পদযুগে ভক্তিঅর্ঘ্য অন্তরের॥

অমৃতসরে গিরিমহারাজ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ অমৃতসরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। তিনি তথাকার কালীবাড়ীতে সনাতন শিক্ষা-সম্বন্ধে কটী চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বহু বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন।

স্বামিজী অতঃপর রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র বিশ্বাস ও রায় সাহেব তারাপদ রায় হোম ডিপার্টমেণ্টের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ দ্বারা মানবজীবনের কর্ত্তব্য বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্ত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৬।/০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৭০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাবানুবাদসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম. প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, ঈশ্বর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূত্রীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ।।০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। এরূপ গ্রন্থ পৃথিবীতে এই রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলশোস্ত্রাদি শাস্ত্র মতোবাদি মহনকরে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুচিবদ্ধ সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই – চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় কঠিন স্থানের অর্থ এবং গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকালীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান ; নিখিল শাস্ত্রের নির্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পারিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌরাঙ্গকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদ-সহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে শাস্ত্রবিহিত সম্বোধন ভাষা, বিবৃত সিদ্ধান্ত, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধারণ ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত অন্তর্দ্দর্শী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলেশ্বর শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণ্য লীলা সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে গোড়শাবধি দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। নাগদি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, দাদাদের গীত শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর সাধক গান, শ্রীনামকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, শিক্ষাষ্টকগীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীরূপপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা — ও মালিকা ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ রক্ষে পারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সুন্দর আকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের বিষয় সুন্দরাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপারিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কয়েকজন পাটনায় পিকেটিংয়ে গ্রেপ্তার

শ্রীযুত শিউধারী সিং, তুলসীপ্রসাদ ও ও ব্রহ্মদেও সিং মাসাদুরীতে শ্রীযুত রাম সাহুর বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটীং করিতেছিলেন। পুলিস ২৫শে তারিখে তাঁহাদিগকে দণ্ডবিধির ৩৪১ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্যাটেলের অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন

প্রোফেসার মোলেক শ্রীযুক্ত বিঠলভাই প্যাটেলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াছেন। পরীক্ষাকালীন বোম্বায়ের ডাক্তার ভারুচা এবং লাহোরের ডাক্তার মেহর মিরাজকার উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তারদিগের পরামর্শে স্থির হইয়াছে অর্শ রোগের জন্য একটি ও তলপেটের বেদনা নিবারণের জন্য একটি—এই দুইটি অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হইবে। শ্রীযুত প্যাটেল ডাক্তার রমনের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। ভিয়েনার বিখ্যাত ডাক্তার মিঃ লোরেঞ্জ তাঁহার অস্ত্রোপচার করিবেন।

প্রতারণার অভিযোগ

শীতল মুখোপাধ্যায়, অনাদিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গোপালচন্দ্র চৌধুরী ও মন্মথনাথ দাস নামক কয়েকজন লোক জোড়াবাগানের তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজিদ আলির এজলাসে ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে গত ২৯শে জুলাই এই মামলার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে আসামীরা অপরাধ অস্বীকার করিয়াছে। তাহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহারা জনসাধারণকে প্রতারিত করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়াছে মামলা মুলতুবী রহিয়াছে।

কঙ্করবাগ হত্যার মামলায় আসামীদের অব্যাহতি

পাটনা হইতে প্রকাশ যে কঙ্করবাগ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সন্দেহে ধৃত—জামীনপ্রাপ্ত শ্রীযুত নরেন চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র প্রসাদ ও ইন্দ্রদেও তেওয়ারী ও হাজতে অবস্থিত অনিলবিহারী ঘোষ ওরফে রতন গত ২৭শে জুলাই সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে প্রমাণাভাবে মুক্তি পাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুত অনিলবিহারী ঘোষকে ছাড়া পাওয়ার অব্যবহিত পরেই আবার কার্য্যবিধির ১১০ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গান্ধীজীর কটিবাস রাজপ্রাসাদে চলিবে কিনা

গান্ধীজী লণ্ডনে আসিলে তাঁহার কটিবাস সমন্বিত ফটো লইবার জন্য ফটোগ্রাফারগণ বিশেষ উদ্গ্রীব হইয়াছেন।

গান্ধীজী বলিয়াছেন—বেশী শীত পড়িলে তিনি গাউন পরিবেন। 'সাণ্ডে এক্সপ্রেস' বলিতেছেন—"বাকিংহাম প্যালেসে গান্ধীজীর নিমন্ত্রণ হইবে। সেখানে অনেক বড় বড় রাজ-কর্ম্মচারী থাকিবেন। তথায় কটিবাস পরিয়া গেলে একটা বীভৎস ব্যাপার ঘটিবে।

আবহাওয়া বিভাগের কর্ম্মচারী বলিয়াছেন—সেপ্টেম্বর মাসে বেশী শীত পড়িবার সম্ভাবনা। তখন গান্ধীজী কটিবাস পরিয়া লণ্ডনে উপস্থিত হইলে তাঁহার বাঁচিবার আশা থাকিবে না।

টেম্‌স্ তটে পাঁচজনের মৃত্যু

টেম্‌স্ নদীর নীচে টানেল তৈয়ারী করিতে গিয়া পাঁচজন লোক ২০ ফুট কাদার মধ্যে ডুবিয়া যায়। উইলিয়ম ও চেম্বেল উহাদিগকে বাঁচাইতে গিয়া নিজেও কাদায় ডুবিয়া মারা গিয়াছেন। চারিমাস ধরিয়া টানেল তৈয়ারী হইতেছে, এ পর্য্যন্ত কিন্তু কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

ফারগুশন কলেজে ছাত্রবৃন্দের কাপুরুষোচিত আক্রমণের নিন্দা

২৭শে জুলাই ফারগুশন কলেজের ছাত্রগণ তাহাদের স্ব স্ব শ্রেণীতে সমবেত হইয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিলে কলেজের অধ্যক্ষ মিষ্টার মহাজনি তাহাদিগের নিকট নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী পাঠ করেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হয়।

আমরা ফারগুশন কলেজের ছাত্রমণ্ডলী গত ২২শে জুলাই তারিখে বোম্বাইয়ের গভর্ণরের কলেজ পরিদর্শন কালে তাঁহার প্রতি কাপুরুষোচিত আক্রমণের তীব্র নিন্দা করিতেছি।

ঈশ্বরানুগ্রহে লাট বাহাদুরের জীবন রক্ষা হওয়ায় আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

কতিপয় ছাত্র গভর্ণরের প্রস্থান কালে তাঁহার প্রতি যে উদ্ধত অশিষ্ট আচরণ প্রদর্শন করিয়াছে, আমরা সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুমোদন করিতেছি।

তৈল ব্যবসায়ীর বিপত্তি

মাদারীপুর হইতে প্রকাশ যে কয়েক দিবস পূর্ব্বে মাদারীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত অনাথবন্ধু রায় একটী মামলার বিচার নিষ্পন্ন করেন ঐ মামলার ফরিদপুরের স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুত হেমেন্দ্রলাল বসু বাদী ও মুগফতগঞ্জের তৈলব্যবসায়ী শ্রীযুত মথুরামোহন ভৌমিক আসামী ছিলেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ২০শে মার্চ্চ তারিখে বাদী আসামীর দোকানে সরিষার তৈল পরীক্ষা করিতে গমন করিলে আসামী তাঁহার পরীক্ষা কার্য্যে বাধা দেন এবং তাঁহাকে গালাগালি দিয়া দোকান হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন।

আসামী পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, বাদী তাহার নিকট উৎকোচ লইতে চাহে অন্যথায় ভেজাল আইনানুসারে তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করিবার ভয় দেখায়। আসামী উৎকোচ প্রদান করিতে অস্বীকার করায় তাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন

বিদেশী বস্ত্র বিক্রয়ে নিষেধ

কতিপয় বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি সংবাদ দেন যে, জিলার মফঃস্বলে ও সদরে কোন কোন বস্ত্রব্যবসায়ী বিদেশী বস্ত্র ও সূতা আমদানী করিতেছেন এবং নিষিদ্ধ বিদেশী বস্ত্রের বাণ্ডিলের শীল ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া ঢাকা জিলা কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকরী সমিতির একসভা বসান হয়। কমিটীর নবাবপুর অফিসে সহকারী সভাপতি স্বামী তুরীয়ানন্দ ভারতীর সভাপতিত্বে সভা বসে। এই সকল অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিবার জন্য ৭ জন সদস্য লইয়া একটী কমিটী গঠিত হয়।

স্বামী তুরীয়ানন্দ, শ্রীযুত শীরেন সেন, পূর্ণেন্দু সেন, কবিরাজ মুরারিমোহন ঘোষ ও শ্রীযুত বীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী—উক্তকার্য্যকরী সমিতির এই কয়জন সভ্য গত ২৬শে জুলাই নবাবপুরে কয়েকখানা সূতা ও কাপড়ের দোকান পরিদর্শন করিতে যান। তাঁহারা কোন কোন দোকানে জাপানী মালপত্র দেখিয়া ব্যবসায়ীদিগকে জানাইয়া আসিয়াছেন, যদি তাঁহারা অবিলম্বে এই সকল বিদেশী সূতা ও কাপড়ের কারবার বন্ধ না করেন, তাহা হইলে পিকেটিং আরম্ভ করা হইবে।

বিলাতে আতঙ্কের সঞ্চার

বিলাতী সংবাদপত্র মহলে প্রকাশ, এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতে চারিজন ইংরাজকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইল। তাহার মধ্যে কলিকাতায় মিঃ গার্লিক ওয়ীর আদালতে নিহত হইলেন। সংবাদপত্রে এই খুনে জখমের সংবাদ বড় বড় হেডিং দিয়া প্রকাশ করায় আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে।

'ডেলী মেল' পত্রিকা তাহার প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন, ভারতীয় শার্দ্দুলকে বিড়ালের মাংস দিয়া পরিতুষ্ট করিবার নীতি অবলম্বন করায় শার্দ্দুলের খুন করিবার প্রবৃত্তি আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

শ্রমিক প্রতিনিধির বিলাত-যাত্রা

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ যে মিঃ বি, শিবরাও গোল টেবিল বৈঠকের সংখ্যালঘু দল সাব কমিটীতে শ্রমিক দলের প্রতিনিধি হইবেন। প্রকাশ, তিনি মিঃ এণ্ড্রুজ, যোশীর সহিত আগামী ১৫ই আগষ্ট তারিখে মুলতান নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া বিলাত যাত্রা করিবেন।

রেল ষ্টেশন দাঙ্গায় কেশব বাবুর কারাভোগের পর মুক্তি

২৪শে জুলাই শুক্রবার রাত্রি ১২॥টার ট্রেণে রাণাঘাট কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মিত্র মহাশয় মেদিনীপুর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া রাণাঘাটে পঁহুছিয়াছেন। তিনি গত বৎসর রেল দাঙ্গার মোকদ্দমায় গ্রেপ্তার হইয়া ১॥০ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। মুক্তির নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বেই তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

রথ-যাত্রায় ব্রাহ্মণ পাচকের মৃত্যু

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ যে উল্টা রথ উপলক্ষে যখন রথ টানা হইতেছিল, সেই সময় অর্দ্ধেক পথ যাইবার পর গোপাল নামক একজন পশ্চিমা ব্রাহ্মণ পাচক রথের একখানা চাকার নীচে পড়িয়া জখম হয়। হাসপাতালে লইয়া যাইবার পথে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আরও ২ জন লোক অল্প জখম হইয়াছে।

লর্ড আরউইন

'টাইম্‌স্' পত্রিকায় লর্ড হীকেপ লিখিতেছেন:—বড় লাটরূপে না পাঠাইয়া লর্ড আরউইনকে ধর্ম্মযাজকরূপে ভারতে পাঠাইলেই ভাল হইত লর্ড আরউইন ভারত ছাড়িয়া আসিয়াছেন। তিনি যেন এখন বলিতে চান ভারতবাসীকে অরাজকতার মধ্যে ছাড়িয়া স্বদেশে চলিয়া আসাই বৃটিশের কর্ত্তব্য।

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৸০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩০তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে শ্রাবণ মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ৪ঠা আগষ্ট ১৯৩১

কৃষ্ণনগরে মহিলা সম্মেলন

ছাদ হইতে পতনে বালিকার মৃত্যু

জেলে রাজবন্দীর অনশন

সুরাট কালেক্টর সকাশে মহাত্মাজী

কৃষ্ণনগরে সাহিত্য সম্মেলন

রাজেন্দ্রপ্রসাদের বোম্বাই যাত্রা

নৃশংস স্ত্রীহত্যা

প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যাকাণ্ড

শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধী

ক্ষুধার্ত্ত খিলাফতির জিঘাংসা

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে মহিলা সম্মেলন

শনিবার ও রবিবার কৃষ্ণনগর টাউনহলে মহিলাবৃন্দের অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে বহু কৃতবিদ্য মহিলা কৃষ্ণনগরে সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা গত শুক্রবার কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে পৌঁছিলে তাঁহাদিগকে পুষ্পমাল্য সহকারে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে মহিলাগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেকে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগরে সাহিত্য সম্মেলন

গত রবিবার বেলা ২ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর কলেজে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে নদীয়া জেলার পাঠাগার সম্মেলনের প্রথম বার্ষিক উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। উক্ত সভায় জেলা সাহিত্য সঙ্ঘের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক প্রভৃতি সর্ব্ববাদি সম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইল। এবং ছায়াচিত্রে সাহিত্য চর্চ্চার অনেকগুলি বিষয় প্রদর্শিত হইল। বিশেষ বিবরণ আগামী কল্যকার পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

ছাদ হইতে পতনে বালিকার মৃত্যু

কুষ্টিয়া হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ২৯শে জুলাই প্রাতঃকালে প্রায় ৯ ঘটিকায় কুষ্টিয়া বাজারের একটি ত্রিতল অট্টালিকার ছাদ হইতে স্থানীয় জনৈক সম্পত্তিপন্ন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের একটী তিন বৎসর বয়স্কা কন্যা ভূমিতলে পতিত হইয়া গুরুতররূপে আহত হয়, ফলে অ বলম্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

জেলে রাজবন্দীর অনশন

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ যে, মেল ডাকাতি চেষ্টা সম্পর্কে ষড়যন্ত্রের শ্রীযুক্ত ননীগোপাল কর অপর তিন ব্যক্তির সহিত কামারখালিতে গ্রেপ্তার হইয়া কুষ্টিয়া হাজতে প্রেরিত হন। পরে তাঁহাকে কৃষ্ণনগর জেল হাজতে স্থানান্তরীত করা হয়। শ্রীযুত কর খাদ্যাদির সুবন্দোবস্তের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেন কিন্তু অদ্যাবধি ও এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। প্রকাশ তিনি গত তিন দিন যাবৎ অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছেন।

ক্ষুধার্ত্ত খিলাফতির জিঘাংসা

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ যে মোসাখেল অঞ্চলে (মোমান্দ উপজাতিদের এলাকায়) উপজাতিদের মধ্যে এক ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। উপজাতিদের এক দলে খিলাফতিরা ও অপর দলে স্থানীয় অধিবাসীরা ছিল। সংবাদে প্রকাশ, খিলাফতিরা একটী গ্রামে যাইয়া বলপূর্ব্বক খাদ্য গ্রহণ করিতে প্রয়াস পায়। গ্রামবাসীরা এই প্রকার কার্য্যে অসম্মতি প্রকাশ করে। ইহার ফলে উভয় দলে সংগ্রাম বাধিয়া যায়। সংগ্রামের ফলে ১ জন খিলাফতি নিহত ও আর ১ জন আহত হয়।

নৃশংস স্ত্রীহত্যা

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ যে বেগমগঞ্জ থানার দামুরা গ্রামের তারকচন্দ্র কুরি ২২ বৎসর বয়স্কা তাহার স্ত্রী মণি কুরিকে হত্যা করিবার অভিযোগে চালান দিয়াছে। প্রকাশ, গত ২৫শে প্রাতে ১০টার সময় আসামী দা'র সাহায্যে তাহার স্ত্রীকে ১০ জায়গায় আঘাত করে। ঐ আঘাতের ফলে স্ত্রীলোকটী সেই স্থানেই মারা যায়। হত্যার উদ্দেশ্য জানা যায় নাই। আসামী এখন হাজতে আছে।

রাজেন্দ্রপ্রসাদের বোম্বাই যাত্রা

বিহার জননায়ক শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ২রা আগষ্ট ছাপড়া যাত্রা করিয়াছেন, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে যোগদানের জন্য তিনি ছাপড়া হইয়া বোম্বাই যাইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ | ৬ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৯শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৪ আগষ্ট ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার | ১৩০তম সংখ্যা।

সাময়িক সন্দেশ

মহাকারুণ্যাবতারী শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত চরিত্রে যে কত মহতী শিক্ষা নিহিত আছে, তাহা আমরা অক্ষজ জ্ঞানে বুঝিতে পারি না কিম্বা অজ্ঞানতমসাবৃত নেত্রে দেখিতে পাই না, কিন্তু যখন শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপাবলে—জ্ঞানাঞ্জনশলাকাদ্বারা সেই অজ্ঞানতমোরাশি বিদূরিত হইয়া দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়, তখনই অতিমর্ত্ত্য চরিত্রবান চৈতন্যচন্দ্রের চমৎকারময়ী লীলার বিচিত্রতা আমাদের চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে।

শ্রীচৈতন্যদেবের মহত্তো মহীয়ান্ চরিত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রণেতা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীচৈতন্যমঙ্গলরচয়িতা শ্রীলোচনদাস ঠাকুর প্রভৃতি অপ্রাকৃত কবিকুলশিরোমণিগণের লেখনীতে পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহারা আলস্যপরায়ণ কলি-জীবের সহজবোধ্য বঙ্গভাষায় উহা অঙ্কন করিয়া সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞগণেরও কতই না পাঠের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

বিষয়জ্ঞানে মত্ত থাকাকালে অমন্দোদয় দয়াবারিধি বৈষ্ণবঠাকুরগণের এতাদৃশী মহতী কৃপা আমরা বুঝিতে পারি না। কত কত বার ধরিয়া লোকে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থ প্রায় সর্ব্বত্রই সকল লোকের নিত্যপাঠ্যরূপে বিরাজিত আছেন, কিন্তু যে শাস্ত্রের একটী মাত্র শ্লোক সুষ্ঠুভাবে বুঝিতে পারিলে জীব ধর্ম্মার্থকাম হইতে পারে—মহামঙ্গল লাভের অধিকারী হইতে পারে, তাহার সমগ্র পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়াও আমাদের কোন সুবিধাই হয় না। তাহার কারণ, আমরা যে চক্ষে বস্তু দর্শন করিতে যাই, তদ্দ্বারা বস্তুর সম্যক্ দর্শন হয় না। বস্তুর আভ্যন্তরীণ দর্শন ত দূরের কথা, তাহার বহিরঙ্গ প্রতীতিও সম্পূর্ণরূপে আমাদের দৃগ্গোচর হয় না। কিন্তু যখন প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি আমাদের চোখের ছানি ঘুচাইয়া দিয়া, তাহাতে অঞ্জন প্রলেপ দিয়া, চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া বস্তুর স্বরূপ প্রদর্শন করেন, তখন আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাই, আর নিজের দুর্বুদ্ধির বিষয়, দৃষ্টিহীনতার বিষয় স্মরণ করিয়া নিজেকে কতই না ধিক্কার প্রদান করিতে থাকি।

শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির দয়ার কথা—অপ্রাকৃত চরিত্রের কথা আমরা আধ্যক্ষিক জ্ঞানে বুঝিতে গিয়া তাঁহার চরিত্রে নানা প্রকার সন্দেহ কিম্বা বিকৃত বা বিষম ধারণা করিয়া বসি। অনেকে সামান্য পয়ারগ্রন্থ বলিয়া ঐ চরিত-গ্রন্থগুলিকে উপেক্ষা করিতেও পশ্চাৎপদ হই না। তজ্জন্যই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছাক্রমে তদীয় নিজ জন এ প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া ঐ পয়ারগুলির মধ্য হইতে কত অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদর্শন করেন। জগতের বড় বড় বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ জন্মজন্মান্তর ধরিয়া জ্ঞানালোচনা করিয়াও যে জ্ঞানভাণ্ডারের এক কণেরও সন্ধান পান না, অতি-মর্ত্ত্যচরিত্র বৈষ্ণবগণের কৃপায় প্রাকৃত বিদ্যায় অনভিজ্ঞ জনগণও অবহেলাক্রমে তাহা বুঝিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যদেব নিজ ভক্তগণের দ্বারে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যেমন—

রামানন্দ-দ্বারে কন্দর্পের দর্প নাশে।
দামোদর দ্বারে নৈরপেক্ষ্য পরকাশে॥
হরিদাস দ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল।
সনাতন-রূপ-দ্বারে দৈন্য প্রকাশিল।
(ভক্তিরত্নাকর)

এইরূপ তাঁহারই অন্যতম ভক্ত কৃষ্ণদাস বিপ্রের চরিত্রে যে কত শিক্ষা নিহিত আছে, তাহা আমরা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর নিষ্কপট সেবক, শ্রীগৌড়ীয়সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর লেখনীতে দেখিতে পাইলাম।

যাঁহারা গত ৪৯শ সংখ্যা গৌড়ীয় পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই অপ্রাকৃত কবিবরের প্রকৃত পাণ্ডিত্যের পরিচয় অবগত হইয়াছেন।

এই গৌড়ীয় সংখ্যায় আমরা কৃষ্ণদাসের চরিত্রের সম্যক্ বিশ্লেষণ দেখিতে পাই। তন্মধ্যে বিশেষ লক্ষীতব্য বিষয়—সাক্ষাৎ ভগবানের সঙ্গে তদীয় সেবায় অবস্থান করিয়াও জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে দুর্গতি লাভ, জীবের ভোগপ্রবৃত্তির পক্ষ-সমর্থনে বিবিধ চেষ্টা ও যুক্তিপ্রদর্শন, ভগবানের ত্রিবিধা শক্তির প্রকৃত পরিচয়, চেতন ও অচেতনের পার্থক্য, ভেদাভেদ-প্রকাশের সদৃষ্টান্ত অর্থ, জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহারের ফল, আর সদ্গুরুর কৃপার বল।

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু আরও বিশেষ ভাবে বুঝাইয়াছেন—শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীমন্নিত্যানন্দের কৃপার বৈশিষ্ট্যের বিষয় এবং তাঁহাদের কৃপার কথা জগতে বিবিধ-ভাবে প্রচার করিতেছেন যে অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ, সেই নিত্যানন্দাভিন্ন জগদ্গুরু-বরের মহামহীয়সী কৃপার কথা।

হে সহৃদয় পাঠকগণ, আপনারা জগদ্-গুরুদেবের পরমোদার লীলার কিয়দংশ শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর ভাষায় পাঠ করুন,—"আমাদের এমন পরদুঃখদুঃখী শ্রীগুরু-পাদপদ্ম দর্শন করিবারও অভূতপূর্ব্ব মহাসৌভাগ্য হইয়াছে—যে মহাপুরুষ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্যে মহৌদার্য্যলীলা নিত্য প্রকট করিয়া মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর পূর্ণতমা সেবা ও পূর্ণতম মনোভীষ্ট প্রচার করিতেছেন।

মহাপ্রভুর নিজজন, শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্নবিগ্রহ সেই গুরুপাদপদ্ম অনুক্ষণ আমার ন্যায় যে কত কত আবৃত-কৃষ্ণদাসকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক উদ্ধার করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কৃষ্ণদাস বিপ্র একবার মাত্র অসৎসঙ্গের কবলে কবলিত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই মহাপ্রভু বিপ্র কৃষ্ণদাসকে বর্জ্জন করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ

(৪র্থ পৃষ্ঠার ২য় কলমের শেষে দ্রষ্টব্য)

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥"

আসক্তি

(১)

জীবমাত্রেই আসক্তির দাস। সকলেই কোন না কোন একটী বস্তুতে আসক্ত হইয়া কাল যাপন করে, ক্ষণকাল মাত্রও কাহার অনাসক্তভাবে থাকিবার যো নাই। আসক্তি-রাক্ষসী এমনভাবে সকলকে তাহার করালকবলে কবলিত করিয়া রাখিয়াছে যে, কিছুতেই তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—সকলেই রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন, গৃহ, অর্থ প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া দিনাতিপাত করে। কাহারও কোন আসক্তির বস্তু না থাকিলে অন্ততঃ কুকুর, বিড়াল, লাঠি, ছাতা প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া ঐ সকলে চিত্ত স্থাপনপূর্ব্বক সময় অতিবাহিত করে। আসক্তি না থাকিলে সংসার থাকিত না। আসক্তিই মায়ার সোণার কাঠি, যাহার স্পর্শে জীবগণ অচৈতন্য হইয়া পড়ে।

আসক্তির কারণ অনুসন্ধান করিলে চিত্তকেই তাহার প্রধান হেতু বলিয়া জানা যায়। নিখিল শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন—

চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্।
গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে॥

চিত্তই জীবাত্মার বন্ধন ও মুক্তির কারণ, ঐ চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলেই জীবের সংসার-বন্ধন উপস্থিত হয়, আর পরম পুরুষ শ্রীভগবানে নিযুক্ত হইলেই তাহার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

জীবের আসক্তির নেশা এত প্রবল যে, তাহা দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য করিয়া তুলে। রূপে আসক্ত পতঙ্গ বহ্নিকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া দগ্ধ হইয়া যায়, কুরঙ্গ সুশ্রাব্য সঙ্গীতে আসক্তিবশতঃ ব্যাধের জালে আবদ্ধ হয়, মাতঙ্গ স্পর্শসুখের নেশায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, ভ্রমর মধুপানাসক্তিবশে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, আর মৎস্য চারের গন্ধে লুব্ধ হইয়া বড়িশে বিদ্ধ হয়। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আসক্তির এক মাত্র কারণ—ভোগবাঞ্ছা। গীতাতেও বলিয়াছেন,—ভোগের নিমিত্ত বিষয়সকলের ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি জন্মে, তাহা হইতে কাম, ক্রোধ, সম্মোহ, স্মৃতিবিভ্রম, বুদ্ধিনাশ এবং পতন ঘটে। ভোগের নেশা প্রবল হইলেই মায়াপিশাচীর কুহকে পড়িয়া জীব সংসার-বন্ধন লাভ করত জড়াসক্ত হইয়া পড়ে।

শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণনিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥

পণ্ডিতবর শ্রীপাদ জগদানন্দ গোস্বামীও বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
'আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু॥

এইরূপে বিভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখন জীব অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইতে থাকে—সংসারের ত্রিতাপে দগ্ধীভূত হইতে থাকে, তখন "কেন বা ভাঙ্গিনু মায়া করে হায় হায়।" কিন্তু কিরূপে মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে? কেহ হয় ত উপদেশ করিলেন,—ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারিলেই মুক্তি—"মরণং বিন্দুপাতনাৎ জীবনং বিন্দুধারণাৎ।" অমনি বীর্য্যধারণে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কেহ বা বায়ু সংযমনের দ্বারা প্রাণকে আয়াম অর্থাৎ বিস্তার করিতে উপদেশ দিলেন, অথবা কেহ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া জ্ঞানের উপাসনা করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। কিন্তু "বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।" কোন বস্তুতেই সুবিধা হইল না। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত—কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপত্তি ব্যতীত দুরত্যয়া মায়াকে অতিক্রম করা যায় না। কৃষ্ণপাদপদ্মে আসক্তি ব্যতীত মায়াসক্তি ত্যাগ করা যায় না।

প্রভু মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সঙ্গ ও সেবা হইতে সুদূরে রাখিয়া কৃষ্ণদাসের প্রতি কৃপাপ্রদর্শনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু আমার ন্যায় দুরাচার শত সহস্রবার পুনঃ পুনঃ বিপ্র কৃষ্ণদাসের পতনোন্মুখতার আদর্শ অনুসরণ করিলেও শ্রীগৌর নিত্যানন্দের অভিন্নতনু যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহামহাবদান্য স্বভাব আমার দুর্দ্দশা-দুর্দ্দৈবে একান্ত দুঃখিত হইয়া আমার পুনঃ পুনঃ দুরাচারের জন্য আমাকে বর্জ্জন করিবার পরিবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ কেবল সাক্ষাৎ সঙ্গ ও সাক্ষাৎ সেবা প্রদান পূর্ব্বক আমাকে শোধন ও কৃতার্থ করিতে অনুক্ষণ ব্যস্ত, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঔদার্য্যসীমার কথা আর কি বলিব।"

শ্রীধাম প্রসঙ্গ

আসল ও মেকী

(২)

শুদ্ধভক্তের অনুভূতি—আসল, আর মিছাভক্তের অনুভূতি—মেকী। মেকীভক্ত শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান শ্রীযোগপীঠ দেখিতে পায় না। তাহারা মিছাভক্তিবলে অপ্রাকৃত ধাম শ্রীযোগপীঠকে স্থানান্তরিত করিয়া মেকী মায়াপুর নির্ম্মাণ করিতে ব্যস্ত হয়। যাহারা তাহাদের ধুরবহনকারী, তাহারাও সেই মেকী মায়াপুরকেই আসল মায়াপুর বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়। মিছাভক্তের স্তাবকসূত্রে তাহারা "বেগুন খাইলে মুখ লাগে, বেগুন বড় ভাল খাদ্য, কলায় গলা ধরে"—ইত্যাকার বিভিন্ন প্রলাপ বকিতে থাকে। কারণ, তাহারা বলে যে, আমরা বেগুনেরও উপাসক নই আর কলারও সেবক নাই, কিন্তু আমরা মিছাভক্তের ধুরবহনকারী, তাহাদেরই পক্ষ সমর্থন করিব—তাহাদেরই কথার অনুকরণ করিব—দৃষ্টি খুলিয়া আসল নকল বিচার করিব না।

যে প্রেমদৃষ্টিতে শুদ্ধভক্ত ও তদনুগ-সম্প্রদায় স্বয়ংপ্রকাশবস্তু শ্রীমায়াপুর দর্শন করেন, মেকীভক্তের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও কামিনী কাঞ্চনলাভে অনুরাগ থাকায় তাদৃশ দৃষ্টির অভাব হেতু তাহারা কখনই শ্রীধাম দর্শন করিতে পারে না। সুতরাং ধাম লইয়াও নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা করিতে প্রস্তুত হইয়া কপট ভক্তগণ স্থানান্তরকে মথুরা, বৈকুণ্ঠ বা মায়াপুর বলিয়া স্থাপন করিতে প্রয়াস করে।

মেকী বুদ্ধির এরূপ দৌরাত্ম্য যে, আসল বস্তুকেও মেকী বলিয়া তাহার ভ্রম হয়। যেমন কামলা-রোগবিশিষ্ট ব্যক্তি শুভ্রবস্তুকেও হরিদ্রাবর্ণ দেখে, লাল চশমা পরিহিত ব্যক্তি শুভ্রবর্ণকেও লাল বলিয়াই দেখে, তদ্রূপ মেকীদৃষ্টিবিশিষ্ট ব্যক্তি "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" ন্যায়ে আসল মায়াপুরকেও নকল বলিয়া মনে করে। তাই বলি,—মেকী ও আসল শুদ্ধভক্তগণই চিনিতে পারেন, আর কামিনী-কাঞ্চনপ্রতিষ্ঠাশা-লোলুপ মিছাভক্তগণ মেকী জিনিস লইয়াই দিনাতিপাত করে, আসল বস্তু তাহাদের দৃষ্টিপথে আসে না।

চেতনের বৈশিষ্ট্য

অনুভূতি সেই ত জীবন।
ঢেউগুলি বহে তরঙ্গিনী,
ঊর্ম্মিহীন স্তব্ধ রত্নাকর
নিস্তরঙ্গ হলে নাহি চিনি॥

যৎকিঞ্চিৎ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২৯ সংখ্যার পর)

গৌড়ীয়গণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া স্বয়ং শ্রীদর্শন বা শ্রীসম্মার্জ্জন করিতে যান না। সুতরাং কপটতাক্রমে মাতৃমন্দিরাদির উপাসক হইয়া প্রচ্ছন্ন ভোগবুদ্ধিও তাহাদের চিত্তে স্থান পায় না।

শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলে কখনই আচারবান প্রচারক হওয়া যায় না। তাহা হইলে তাদৃশ প্রচারক 'প্রতারক' খ্যাতি লাভ করেন।

যাত্রা-থিয়েটারের অভিনয় শ্রবণ করিয়া বীররস, হাস্যরস, করুণরসাদির কথা শুনিয়া অনেকের চিত্ত তাৎকালিক ভাবপ্রবণতা লাভ করে। তাহা কিছু দীর্ঘকাল থাকে না এবং তাদৃশ যাত্রা-থিয়েটারে বহির্ম্মুখ জনোচ্চারিত শাস্ত্রাদি বাক্যে যেমন কাহারও বাস্তব মঙ্গল হয় না, তদ্রূপ অবৈষ্ণব মুখোদ্গীর্ণ হরিকথা অক্ষর মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। সর্পের উচ্ছিষ্ট দুগ্ধ পান করিলে যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটে, অবৈষ্ণবের মুখোচ্চারিত ভাগবতবাণী শ্রবণ করিলেও জীবের তাদৃশ দুর্গতি লাভ হয়।

ভাগবত পাঠের বা সঙ্কীর্ত্তন প্রদানের বা অধিকারী কে হইতে পারে, শ্রীমদ্ভাগবত তাহা সুষ্ঠুরূপে বর্ণন করিয়াছেন। নিবৃত্ত-তর্ষ না হইলে ভাগবতবক্তা হইতে পারে না। বিষয়ভোগ-পিপাসা, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা, বৈষ্ণববিদ্বেষ, শ্রীধামবিরোধ প্রভৃতি দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিলে কখনই নিবৃত্তর্ষ হওয়া যায় না।

প্রমাদ-সংশোধন

আমাদের প্রবন্ধে কিছু ভুল হইয়াছে। বণিক্ যুবক নটবর দত্ত যে পত্রখানি রাজর্ষি প্রাজ্ঞ বেদান্তভূষণ মহোদয়কে লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যুত্তর দিবার জন্য উক্ত কুমার বাহাদুর গৌড়ীয় মঠের সম্পাদকের নিকট উহা পাঠাইয়াছিলেন। গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ঐ পত্রোক্ত বিষয়টি নদীয়াপ্রকাশ-সম্পাদকের আলোচ্য জানিয়া উহা সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছেন। সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইলে পর ঐ পত্রের উত্তর গৌড়ীয় সম্পাদক গোস্বামী মহোদয় দিবেন, বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে আমরা উক্ত বণিক্ যুবকের পত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাইবার আশা করি না। আমরাই উহার আলোচনা করিব।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৬০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের গদ্যব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত্র-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্ত্যাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায়—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবাষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার ক্রমব্যাখ্যি-বিষয়ক। ভিক্ষা।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পত্রে বিবৃত। ভিক্ষা।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব-অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ব্রহ্ম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধপ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোল্ড রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত লোকের রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম **আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা**।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমস্ত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

ভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ [illegible], বাখরগঞ্জ।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত [illegible] সিংহ, ১২৭, বেলিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, চাটগোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৬৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন [illegible] ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

সুরাট কালেক্টর সকাশে মহাত্মাজী

২৯শে জুলাই তারিখে মহাত্মা গান্ধী কয়রার কালেক্টরের বাংলোয় যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে কয়েকঘণ্টা আলোচনা হইয়াছে। কতিপয় গ্রাম্য কর্ম্মচারীর পুনর্নিয়োগ, বোরসাদ তালুকের ১৪টি গ্রামের কৃষকদের গত বৎসরের বাকী খাজনা, মাতার তালুকের বিদেশগত কৃষকগণ, যজ্ঞেশ্বর মামলা এবং রাস গ্রামের বর্ত্তমান বৎসরের খাজনা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। বোরসাদ তালুকের যে সমস্ত কৃষক কষ্টের কিস্তি এবং বাকী খাজনা পরিশোধ করিতে অসমর্থ মহাত্মাজী তাহাদের নামের একটী তালিকা পেশ করিয়াছেন।

এপর্য্যন্ত আলোচনার ফলাফল জানা যায় নাই, তবে অবস্থা আশাপ্রদ বলিয়াই মনে হয়।

গতকল্য মহাত্মাজী জিলার কর্ম্মীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে কয়েকটী পরামর্শ দিয়াছেন।

মহাত্মা ৮ই আগষ্ট বিলাত যাত্রা করিবেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভিত্তিহীন বলিয়া জানা গিয়াছে।

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল গতকল্য বার্দ্দোলী গিয়াছেন।

মহাত্মাজী আগামীকল্য প্রাতে আমেদাবাদে যাইবেন; তথা হইতে তিনি বোম্বাই রওনা হইবেন।

রামমোহন রায় হলে সভা

গত বুধবার অপরাহ্ণে রামমোহন রায় হলে বিদ্যাসাগরের চত্বারিংশত স্মৃতি বার্ষিকী সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বহু ছাত্র ও অধ্যাপক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এবং ধনী দরিদ্র তাঁহাদের চির-আরাধ্য পুরাতন ও নূতনের সংযোজক বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র ও শিক্ষক প্রায় সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিদ্যাসাগর কলেজের প্রিন্সিপাল জে, আর, ব্যানার্জ্জী, রায় বাহাদুর চণ্ডীচরণ ব্যানার্জ্জী, পণ্ডিত রাধারমণ বিদ্যাভূষণ, অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী ও শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধী

৩০শে জুলাই শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধী কোহাট অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি এসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধির নিকট প্রকাশ করিয়াছেন—

"সংবাদপত্রে আমি যে সকল সংবাদ পাঠ করিয়াছিলাম, তদপেক্ষা অনেক অধিক বিষয় আমি সীমান্ত দেশ পরি ভ্রমণ করিয়া জ্ঞাত হইয়াছি এবং আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি তাহাতে অভিভূত হইয়া গিয়াছি।

শ্রীযুত দেবীদাস এখানে আসিয়া অবধি ব্যস্তভাবে নানাস্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি পেশোয়ার, চারসাদ্দা নওসেরা ও মর্দ্দনের লালকোর্ত্তাদের গ্রামগুলি পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। অদ্য সন্ধ্যাকালে তিনি কোহাটে পৌছিবেন। কোহাট হইতে তিনি বন্নু জেলায় যাইবেন। তথা হইতে আগামী ১লা আগষ্ট তারিখে তিনি পুনরায় পেশোয়ারে আসিবেন।

শেষ সংবাদ

শ্রীযুক্ত বিঠলভাই প্যাটেলের জ্বর প্রশমিত হইয়াছে। জ্বরের জন্য যে অস্ত্রোপচার স্থগিত রাখা হইয়াছিল, অদ্য তাহা হইবে।

গাইবান্ধা

১৫।২০ দিন যাবৎ গাইবান্ধায় অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। তন্মধ্যে গত ৩।৪ দিন বৃষ্টির পরিমাণ এত বেশী হইয়াছে যে রাস্তাঘাট বাড়ীঘর সমস্ত ডুবিয়া গিয়াছে। এরূপ বন্যা গাইবান্ধায় পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। লোকে আউস এখনও সম্পূর্ণ কাটিয়া উঠিতে পারে নাই। ফুলছড়ি ও সাঘাটা থানার এলাকা সম্পূর্ণ এবং সুন্দরগঞ্জ ও গাইবান্ধা থানার পূর্ব্বাঞ্চল জলে একাকার হইয়া গিয়াছে। চর অঞ্চলে ও তিস্তা নদীর তীরবর্ত্তি অনেক গ্রামে বহু গরু বাছুর ও লোক ভাসিয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কামারকানির নিকটবর্ত্তী কড়াইবাড়ী প্রভৃতি গ্রামে এত জল বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, গ্রাম ছাড়িয়া লোক পলাইয়া আসিয়াছে। যাহারা আছে তাহারাও টিনের ঘরের চালায় রান্না করিয়া খাইতেছে। পাকা আউস ধান জলে ডুবিয়া যাওয়ায় লোকে হাহাকার করিতেছে। গাইবান্ধা হইতে রঙ্গপুর অভিমুখে যে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা গিয়াছে ঐ রাস্তা ৩।৪ স্থানে ডুবিয়া গিয়াছে। বোনারপাড়া ও সুখানপুকুরের মধ্যবর্ত্তী রেল লাইনের কতক স্থান জলে ডুবিয়া গিয়াছে।

মৈমনসিংহ

গতকল্য মৈমনসিংহ হইতে যে শেষ সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, হঠাৎ ব্রহ্মপুত্র নদীর জল বৃদ্ধি পাওয়াতেই সেখানে বন্যা হইয়াছে। বহু বৎসর এরূপ ভীষণ বন্যা আর হয় নাই। আউশ ধান এবং অন্যান্য শস্য বিনষ্ট হইয়াছে। জগন্নাথগঞ্জ ঘাট এবং সরিষাবাড়ী ষ্টেশনের মধ্যে স্থানে স্থানে রেললাইন জলে ডুবিয়া গিয়াছে। চরের অধিবাসীদের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের বহু গো মহিষ ভেড়া ছাগল ইত্যাদি জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের তার

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মৌলবী আবদুস সমাদ, খুরশেদর চৌধুরী, হাসনাবী, এমাজুল হক, জালাল উদ্দিন হাসেমী, আজিজর রহমান আবদুলগণি চৌধুরী, মহম্মদ ফজলুল্লা বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট নিম্নের তারখানি পাঠাইয়াছেন—

"জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতৃগণকে গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া সকল রাজনৈতিক মতাবলম্বী লোককেই বৈঠকে স্থান দেওয়ার জন্য আমরা বড়লাটকে অনুরোধ করিতেছি।

প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যাকাণ্ড

অমৃতসরের কাথিয়ানওয়ালা বাজারে ৩১শে জুলাই প্রকাশ্য দিবালোকে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। রাজকাউর নাম্নী শাম্ভ সিংয়ের ২৫ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী একখানি টোঙ্গায় চড়িয়া সকালে কাথিয়ানওয়ালা বাজারের মধ্য দিয়া রেল ষ্টেশনের দিকে যাইতেছিল। ঐ সময় লছমন সিং নামক এক ব্যক্তি কৃপাণ লইয়া স্ত্রীলোকটিকে আক্রমণ করে। ফলে স্ত্রীলোকটি তৎক্ষণাৎ মারা যায়। স্ত্রীলোকটিকে সাহায্য করিতে উদ্যত সের সিং গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। ঘাতককে বাজারের লোকেরা হাতে হাতে ধরিয়া ফেলিয়াছে।

দুইখানি মোটরকারের ক্ষতি

সানিং ডেল মোটর ক্লাব হইতে মোটরে চড়িয়া যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ বাহির হইয়াছিলেন, এমন সময় আর একখানি মোটর গাড়ীর সহিত যুবরাজের মোটরের সংঘর্ষ হয়। সৌভাগ্য বশতঃ যুবরাজ আহত হন নাই; তবে তাঁহার গলে ঝাকুনি লাগিয়াছে। অপর মোটরের মধ্যে দুই জন মহিলা ছিলেন। তাঁহারা সামান্য আহত হন। যুবরাজ উহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ছুটিয়া গিয়াছিলেন।

কালেক্টর ও গান্ধীজী
বর্ত্তমান সমস্যার আলোচনা

গান্ধীজী গত ২৯শে জুলাই সন্ধ্যাকালে করা জিলার কালেক্টরের বাংলোয় গিয়া তাঁহার সহিত কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া কথাবার্ত্তা বলেন। কতিপয় গ্রাম্য কর্ম্মচারীর পুনর্নিয়োগ, বোরসাদ তালুকের ১৪ খানা গ্রামের কৃষকদের— যাহারা এখনও গত বৎসরের খাজনা দেয় নাই, তাহাদের খাজনা সমস্যা, মাতার তালুকের যে সকল কৃষক গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহাদের বিষয়, যজ্ঞেশ্বর মামলার প্রত্যাহার, রাস গ্রামের বর্ত্তমান বৎসরের খাজনা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হয়। বোরসাদ তালুকের যে সকল কৃষক ঋণের টাকার কিস্তি ও বাকী খাজনা দিতে অসমর্থ, গান্ধীজী তাহাদের একটা তালিকা কালেক্টরকে প্রদান করিয়াছেন।

কথাবার্ত্তার ফলাফল এখনও জানা যায় নাই। কিন্তু অবস্থা আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে।

পরে গান্ধীজী গত ৯ই তারিখে জিলা বন্দীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকে কিছু উপদেশ দেন।

জেলে ভগিনী ও আর একজন আত্মীয়ের সাক্ষাৎ

গত ১৯শে জুলাই রামকৃষ্ণের ভগিনী ও তাঁহার এক আত্মীয় শ্রীযুত ফণীন্দ্র লাল দাস আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উহাদের সাক্ষাতে অনুমতি দিতে কোন আপত্তি করেন নাই রামকৃষ্ণের স্বাস্থ্য বর্ত্তমানে ভালই আছে এবং আসন্ন মৃত্যু সংবাদেও তাহার মনে কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় নাই। সে সর্ব্বদা কোন না কোন পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠ করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছে। সম্প্রতি সে তাহার কোন আত্মীয়ের নিকট কবি নবীন সেনের কয়েকখানি পুস্তক চাহিয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ
জয়তঃ
Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সংবাদপত্রের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১২৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই শ্রাবণ সোমবার, ১৩৩৮, ৩রা আগষ্ট ১৯৩১

গান্ধীজীর তার
বৃটীশ রাজস্ব সচিবের ঘোষণা
কংগ্রেসকর্ম্মী অভিযুক্ত
বৃক্ষের সহিত সংঘর্ষে ৪জন আহত
পলাতক আসামী গ্রেপ্তার
রাজস্ব আদায়ের জন্য দমননীতি
"সোনার বাংলা
অর্থলোভে বীভৎস হত্যাকাণ্ড
বিধবা বিবাহ
মিঃ লয়েড জর্জ্জের স্বাস্থ্য

নানা কথা

বৃক্ষের সহিত সংঘর্ষে ৪ জন আহত

কুষ্টিয়া হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে গত ২৮শে জুলাই অপরাহ্নে মেহেরপুর রোডে একটি বৃক্ষের সহিত সংঘর্ষ হওয়ায় ফলে ৪ জন আরোহী আহত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২ জনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

গান্ধীজীর তার

গত ৩০শে জুলাই রাত্রিতে গান্ধীজী চাঁদপুর রিলিফ কমিটীর সম্পাদকের নিকট তারযোগে জানাইয়াছেন যে, চাঁদপুর দাঙ্গার মামলার আসামীদের অর্থদণ্ড রহিত করা এখনও বাঙ্গালা সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে, উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা অনাদায়ের মিয়াদ আরও বাড়াইয়া দিবার জন্য সরকার থানার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তার করিয়াছেন, টাকা আদায় করিবার দিবস শেষ তারিখ ছিল।

বৃটিশ রাজস্বসচিবের ঘোষণা

"এপ্রোপ্রিয়েসন" বিল সম্পর্কে দ্বিতীয়বার আলোচনার সময় কমন্স সভায় বৃটিশ রাজস্ব সচিব মিঃ স্নোডেন বলেন,—যথেষ্ট ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা না হইলে আগামী বৎসরের বাজেট সম্পর্কে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইবে।

তথাপি তিনি বলেন যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় বৃটেনের বাজেট মোটেই নৈরাশ্যজনক নহে। আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষা একান্ত প্রয়োজন, বাজেটের মধ্যে যাহাতে সেই ব্যবস্থা করিতে পারা যায়—তাহার চেষ্টা করিব হয় ত তজ্জন্য অনেক অপ্রিয় উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু জাতীয় উন্নতির খাতিরে গবর্ণমেণ্টকে তাহা অবশ্যই করিতে হইবে। এ কথা যদি কেহ মনে করেন যে, বৃটেনের অবস্থা অনেকটা দেউলিয়ার মত হইয়াছে—তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তিনি ভুল করিয়াছেন।

জাতীয় রাজস্বের উপর প্রধান বোঝাই হইল—সমরঋণ। আমি তাহা কৌশলে এক প্রকার ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিব যাহাতে ইহার অনেকটা প্রতিকার হইবে।

ব্যয় সঙ্কোচ কমিটীর রিপোর্ট সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। এখনও বৃটেনের আর্থিক অবস্থা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বিদেশীর অর্থ খাটাইবার সুযোগ এখনও লণ্ডনেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অর্থ নৈতিক ব্যাপারে বৃটিশের সুনাম রক্ষার জন্য আমরা বিশেষ যত্নবান হইব।

ইটালীর নিমন্ত্রণ রক্ষা

ইটালীর গবর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য জার্ম্মাণ রাজস্ব মন্ত্রী ডাঃ ব্রুয়েনিং এবং পররাষ্ট্র সচিব ডাঃ কার্টিয়াস শীঘ্রই রোম অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

লর্ড কিলসেন্টের কারাদণ্ড

রয়াল মেল ষ্টিম প্যাকেট কোম্পানীর চেয়ারম্যান লর্ড কিলসেন্টের মিথ্যা অনুষ্ঠানপত্র প্রচার করার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। হিসাবপরিক্ষক মিঃ মুরল্যাণ্ডকে এই সম্পর্কে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। বিচারে লর্ড কিলসেন্টের প্রতি এক বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। মিঃ মুরল্যাণ্ড অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।

ব্যারিষ্টার স্যর জন সাইমন জানাইয়াছেন, তিনি লর্ড কিলসেন্টের পক্ষ হইতে আপীল করিবেন।

বিধবা বিবাহ

যশোহর জিলার ঝিনাইদহ থানার অধীন পবহাটী গ্রামের জমীদার বংশের শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মজুমদারের ১ম পুত্র শ্রীমান নির্ম্মলকুমার মজুমদারের সহিত ঐ গ্রামের মৃত উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দাসীর শুভ বিবাহ গত ৬ই শ্রাবণ তারিখে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। গ্রামস্থ কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ | ৫ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৮ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৩ আগষ্ট ইং ১৯৩১ সোমবার | ১২৯তম সংখ্যা।

সাময়িক সন্দেশ

রবিবার ১০ই শ্রাবণ (১৩৩৮

[illegible] মঙ্গলবার ১২ই শ্রাবণ [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত 'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি' নামক একটী প্রবন্ধ সমবেত শ্রোতৃগণের সমক্ষে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা উহারই কিঞ্চিন্মাত্র পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

অনেকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে এক বলিয়া মনে করেন; তাহা নয়। ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন যথা,—শ্রদ্ধা [illegible] ভক্ত্যঙ্গং কিন্তু কর্ম্মণ্যসমর্থবিষয়াদনস্থাপ্যাং ভক্তৌ অধিকারীবিশেষণমেব। অর্থাৎ শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নয়, কিন্তু অনন্যভক্তির অধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মাধিকারনিবারক বিশেষণ মাত্র। ভাগবতে যথা—তাবৎ কর্ম্মানি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা শ্রবণাদৌ বা যাবচ্ছ্রদ্ধা ন জায়তে॥ কৃষ্ণকথা শ্রবণকীর্ত্তনাদি-ক্রিয়ারূপা ভক্তি। তাহাতে যখন শ্রদ্ধা হয়, তখনই সেই ভক্তিতত্ত্বে অধিকার জন্মে। কর্ম্মাধিকার সেই সময় হইতে নিবৃত্ত হয়। অতএব আম্নায় সূত্রে কথিত হইয়াছে:—অন্যোপায়বর্জ্জং ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ। জ্ঞান ও কর্ম্ম প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় নয়, ভক্তিই একমাত্র বিশুদ্ধ উপায়। এরূপ শাস্ত্রবিশ্বাসের সহিত অনন্য ভক্তির প্রতি যে চিত্তবৃত্তি, তাহারই নাম শ্রদ্ধা।

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তিকে এক বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন। ভক্তি-সন্দর্ভে:—

কর্ম্মপরিত্যাগহেতুত্বেনাভিধানাচ্ছ্রদ্ধা-শরণাপত্ত্যোরৈকার্থং লভ্যতে। তচ্চাপ্যুক্তং শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থবিশ্বাসঃ। শাস্ত্রঞ্চ তদশরণস্য ভয়ং তচ্ছরণস্যাভয়ং বদতি। অতো জাতায়াঃ শ্রদ্ধায়াস্তৎশরণাপত্তিরেব লিঙ্গমিতি।

'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত' ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে শ্রদ্ধাকেই কর্ম্মত্যাগের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করায় শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তি একার্থ সূচক বলিয়া স্থির করা হয়। শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শাস্ত্রার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত না হইলে জীবের ভয়, তাঁহার শরণাগত হইলে আর ভয় নাই। অতএব শ্রদ্ধা জন্মিবামাত্র শরণাপত্তি-লক্ষণে তাহা লক্ষিত হয়।

সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনা করিলেই এই সার সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তরূপ শ্রীভগবদ্গীতার চরম শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥

হে অর্জ্জুন! তুমি কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগতি লাভ কর। তাহা হইলে আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকার কল্মষ হইতে উদ্ধার করিব, শোক করিও না।

'শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রপত্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই আমার মঙ্গল নাই, অতএব আমি সেই অভয়পদে শরণাপন্ন হইলাম।' এই দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা, শরণাপত্তি বা প্রপত্তি। এবম্প্রকার শরণাগত ব্যক্তিগণ যেরূপ উক্তি করিয়া থাকেন, তাহা শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুবাক্যে বিচার করুন,—

কামাদিনাং কতি ন কতিধা
পালিতা দুর্নিদেশা
তেষাং জাতা মযি ন করুণা ন ত্রপা
নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

প্রভো! কামক্রোধাদির বশীভূত হইয়া আমি তাহাদের কত না কত দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি তথাপি তাহারা আমাকে দয়া করে নাই, তাহাদের লজ্জা বা উপশান্তিও উদয় হয় নাই। হে কৃষ্ণ! সম্প্রতি শ্রবণগুরুর নিকট হইতে আমি শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি কৃপা করিয়া এখন আমাকে নিজ দাস্য প্রদান কর।

অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টোঽ-
প্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন
কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা॥

হে মহাত্মান্! এই মানবজন্ম বহু দোষযুক্ত হইলেও ইহাতে সাধুসঙ্গরূপ একটী গুণ বিরাজমান। সেই গুণকে আশ্রয় করিয়া আমাদের মুক্তিবাঞ্ছা ক্ষীণা হইয়া পড়িল।

ধ্যানাতীতং কিমপি পরমং
যেতু জানন্তি তত্ত্বং
তেষামাস্তাং হৃদয়কুহরে
শুদ্ধ চিন্মাত্র আত্মা।
অস্মাকন্তু প্রকৃতি মধুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো
মেঘশ্যামঃ কনকপরিধিঃ পঙ্কজাক্ষোঽয়মাত্মা॥

যাঁহারা বলেন যে, ধ্যানাতীত কোন নির্ভেদ তত্ত্ব তাঁহারা অবগত হইয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়কুহরে চিদ্বিলাসরহিত চিন্মাত্র আত্মা অবস্থিতি করুন। তাহাতে আমাদের কোন কথা নাই। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে স্বভাবতঃ মাধুর্য্যময় হাস্যবদন, অরবিন্দনেত্র, পুরট সৌন্দর্য্য-সুবলিত মেঘশ্যামবর্ণরূপ আমার আত্মা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিত্য বিরাজ করুন।

দশমে অক্রূরবাক্য,—

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্-
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য॥

হে ভগবন, আপনি ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃদ্ ও কৃতজ্ঞ। কোন পণ্ডিত জন আপনা ব্যতীত অন্যের শরণাপন্ন হইবে? ভজনশীল সুহৃদ্ জনকে আপনি সমস্ত কাম ও স্বসত্তা পর্য্যন্ত দান করেন, তথাপি আপনার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই।

প্রৌঢ়, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে শ্রদ্ধা তিন প্রকার। অতএব উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ-ভেদে শ্রদ্ধাবানও তিন প্রকার। যথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে শ্রীরূপবাক্য,—

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ় শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স
ভক্তাবুত্তমো মতঃ॥
যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ।
যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স
কনিষ্ঠো নিগদ্যতে॥

(৪র্থ পৃষ্ঠার ২য় কলমের শেষে দ্রষ্টব্য)

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥"

অসুর কাহারা ?

(১)

(শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল.)

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, 'দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥' ইহজগতে নানাশ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়, উহারা দৈব ও আসুর নামে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ঐ সমস্ত শ্রেণীর লোকদিগের ধারণাগুলিও এক নহে, বিভিন্ন প্রকারের। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত, তাঁহারা দৈব এবং তদ্বিপরীত সকলই আসুর। এই অসুরগণ বহুপ্রকারের হইলেও ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটী শ্রেণী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের চিন্তাস্রোত বিচার করিয়া ইহাদিগকে ভুক্তি-পিপাসু ও মুক্তিপিপাসু এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। জগতে আসিয়া যাহারা 'খাব' দাব, সুখে থাকিয়া কেবল নিজেন্দ্রিয়তর্পণ করিতে করিতে চলিয়া যাইব,—এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী অর্থাৎ যাহারা কেবল মাত্র ভোগ চায়, তাহারাই ভুক্তি-পিপাসু। কিন্তু যাঁহারা ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান এবং জাগতিক ভোগের অসারত্ব, অনিত্যত্ব ও হেয়ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা ভোগ চান না, ভোগ হইতে মুক্তি চান। ইহারাই মুক্তি-পিপাসু।

ভুক্তিপিপাসুগণ আবার চারিভাগে বিভক্ত। যথা,—(১) পশুবৎ বিচারহীন, (২) জড়বাদী, (৩) কর্ম্মবাদী, (৪) সিদ্ধিকামী হঠযোগী। সকাম কর্ম্মবাদী ও নিষ্কাম কর্ম্মবাদিভেদে কর্ম্মবাদিগণ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

ভুক্তিপিপাসু জনগণের মধ্যে পশুবৎ বিচারহীন জনগণের আচার-ব্যবহার ঠিক পশুর মত। মাত্র মনুষ্যের দেহ ধারণ করিয়া তাহারা আচার ব্যবহারে পশুগণের ন্যায় আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন লইয়াই কালাতিপাত করে। ঐ চারিটি পশুধর্ম্ম ব্যতীত ইহাদিগের জীবনে আর অন্য কোন ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য নাই। তবে ইহাদিগের সহিত পশুদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পশুগণ এই চারিটি ব্যাপারে যথালাভে সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু এই শ্রেণীর মানবগণ অধিকতর বুদ্ধি-সম্পন্ন হওয়ায় ঐ আহার, নিদ্রা, ভয়ও মৈথুনরূপ পশুধর্ম্মগুলি পূর্ণমাত্রায় চালাইবার জন্য প্রত্যহ নূতন উদ্যমে যত্নশীল। সুতরাং ইহারা পশু হইতেও অধম।

ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিবিশিষ্ট জড়বাদিগণ এই জগৎকে অসংখ্য অণু ও পরমাণু দ্বারা গঠিত বলিয়া ধারণা করেন। এই সকল অণু পরমাণু বহুপ্রকারের আছে। ঐরূপ বিভিন্ন প্রকারের অণু পরমাণু মিলিত হইয়া এক একটী বস্তু সৃষ্টি হয় এবং মিলনের সময় তাহাতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা একটী শক্তি উৎপন্ন হয়। এইরূপ অসংখ্য অণু পরমাণু একত্রে সম্মিলিত হইয়া মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, মাটি, জল, অগ্নি প্রভৃতি যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমাদি সৃষ্ট হইয়াছে এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়াযোগে উহাদের জীবনী শক্তি ও কার্য্যকরী ক্ষমতা উৎপন্ন হইয়াছে। কালস্রোতে ঐ জীবনীশক্তি বা কার্য্যকরী ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গেলেও ঐ সকল অণু পরমাণুর ধ্বংস হয় না। ঐসকল সম্মিলিত অণু পরমাণুগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে মিলিত অবস্থায় উহারা যে শক্তি বা চেতনধর্ম্ম লাভ করিয়াছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইয়া যায়। উহারা পুনরায় অন্য অণু পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া অন্য বস্তু গঠন করিয়া থাকে।

তাঁহাদিগের মতে এই জগৎ অণু পরমাণুর একটী ক্রীড়া মাত্র। যদ্দ্বারা এই মিলন ও বিচ্ছেদ সংসাধিত হয়, তাহা উহাদের প্রকৃতি। এই প্রকৃতিই অণু পরমাণুর সাহায্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সংসাধিত করে। ইহাদিগের জীবনেও উপরিউক্ত প্রকার আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতি ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য লক্ষ্য নাই। প্রকৃতকে অতিক্রম করিয়া কোন অপ্রাকৃত বস্তুর ধারণা ইহাদের চিন্তার বিষয় হয় না।

কর্ম্মবাদিগণ কর্ম্মেরই উপাসক। তাঁহারা কর্ম্মকে তিনভাগে বিভক্ত করেন, যথা—শুভকর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম। শুভ কর্ম্ম যথা—পরোপকার, সমাজ গঠন, নীতি শিক্ষা, নানা দেবদেবীর উপাসনা প্রভৃতি—যদ্দ্বারা জীবের মহাসুখে বহুকাল স্বর্গ-ভোগ লাভ হইয়া থাকে। ইহ জগৎ অপেক্ষা স্বর্গে অধিক সুখ বিদ্যমান, অতএব শুভকর্ম্মের দ্বারা সেই সুখই বাঞ্ছনীয়।

শুভ ও অশুভ কর্ম্মের অকরণকে অকর্ম্ম বলা যায়। কোনপ্রকার কর্ম্ম না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও জীব রোগ শোক, মৃত্যু ইত্যাদি-তাপপূর্ণ ইহজগতে নিরন্তর একইভাবে তাপিত হইতে থাকে। শুভ ও অশুভ কোন কর্ম্ম না করার দরুণ তাহাকে স্বর্গসুখ বা নরকদুঃখ ভোগ করিতে হয় না।

শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ হইয়া যিনি সর্ব্বদা দৃঢ়নিশ্চয়, তিনি প্রৌঢ়শ্রদ্ধ, তিনিই ভক্তির উত্তমাধিকারী। যিনি শাস্ত্র-যুক্তিতে বিশেষ নিপুণ নহেন; অথচ দৃঢ়শ্রদ্ধ, তিনি ভক্তির মধ্যমাধিকারী। যিনি পরম্পরাগতিতে কিছু শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্র যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, তিনি কোমলশ্রদ্ধ। সাধুসঙ্গ হইলে শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসের সহিত তিনিও ক্রমশঃ প্রৌঢ়শ্রদ্ধ হইতে পারেন।

শ্রীধাম প্রসঙ্গ

আসল ও মেকী

(১)

শ্রীগৌরসুন্দর যেকালে নশ্বর অনুভূতি বিশিষ্ট মানবের উপাস্য, সেকালে গৌর-সুন্দরের ধারণা উপলক্ষে যে রূপ-প্রতীতি, তাহা আসল নহে; তাহা—মেকী; আর সদ্ভক্ত যেকালে আত্মবৃত্তিতে প্রেমাঞ্জন-চ্ছুরিত ভক্তি-বিলোচন দ্বারা শ্রীগৌর সুন্দরের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করেন, গুণের উপলব্ধি করেন, অপ্রাকৃত লীলায় প্রবেশ করেন, তৎকালে তাহা—আসল।

শ্রীগৌরসুন্দর প্রপঞ্চে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভূমি বৈভবও তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন।

প্রপঞ্চে আবির্ভূত হওয়ায় শ্রীগৌর-সুন্দর বা তদ্রূপবৈভব শ্রীনবদ্বীপধাম নশ্বর প্রতীতির অনুভবনীয় মেকি বস্তু নহেন। অপ্রাকৃত ভক্তের উপাস্য গৌরহরি কিছু কপট মেকি নয়নের দৃশ্যবস্তু নহেন।

— —

মহাজনের উক্তি,—

স্বরূপ শক্তির যেই সর্ব্বশক্তিপ্রভাব।
তার পরিণতি এই ধামের স্বভাব॥
প্রভু-লীলাপীঠরূপে ধাম নিত্য হয়।
অচিন্ত্য শক্তির কার্য্য প্রাপঞ্চিক নয়॥
তবে যে এ ধামে দেখে প্রপঞ্চের সম।
বদ্ধজীবে তাহে হয় অবিদ্যাবিভ্রম॥
মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু দেখে সূর্য্য আচ্ছাদিত।
দিবাকর নাহি কভু হয় মেঘাবৃত॥
সেইরূপ এ গৌড়মণ্ডল চিদাকার।
প্রাপঞ্চিক জন দেখে জড়ের বিকার॥
নিত্যানন্দকৃপা যার প্রতি কভু হয়।
সে দেখে আনন্দ ধাম সর্ব্বত্র চিন্ময়॥
স্বরূপশক্তির ছায়া মায়া বলি যারে।
প্রভুর আজ্ঞায় নিজ প্রভাব বিস্তারে॥
বহির্ম্মুখ জীবচক্ষু করে আবরণ।
চিদ্ধামপ্রভাব সবে না পায় দর্শন॥

— —

প্রপঞ্চে তদ্রূপবৈভব শ্রীনবদ্বীপ আবির্ভূত হওয়ায় তাহা ভক্তের আবাসভূমি; প্রাকৃত অভক্ত তাহার আদৌ দর্শন পায় না। এমন কি, সেই ভূমি স্পর্শ করিবার সামর্থ্যও তাহাদের নাই।

যেরূপ স্বচ্ছ কাচের অভ্যন্তরস্থ মধু বহিঃপ্রদেশস্থ মক্ষিকার লভ্য হয় না, তদ্রূপ তদ্রূপবৈভবও প্রাকৃত নয়নের গোচরীভূত হন না।

যৎকিঞ্চিৎ

(ব্যক্তিগত)

ভণ্ডক ভাগবতবক্তা বেল্লিক মহাশয় রাঁচিতে টিকা লইয়া বক্তৃতা প্রদানকালে স্থানীয় শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসত্য, কপটতা ও সংসারত্বই প্রকাশিত হইয়াছেন।

অর্থের বিনিময়ে ভাগবত পাঠ-বক্তৃতা দ্বারা গলাবাজি করিলে—'ভাগবতরত্ন', 'ভাগবতশাস্ত্রী' প্রভৃতি উপাধি নামের পশ্চাতে বসাইলে—বীররস, করুণরস প্রভৃতির সাহায্যে জনমনোরঞ্জন করিলেই কি 'ভাগবত' হওয়া যায় না।

শুদ্ধভক্তের আনুগত্য না করিলে শুদ্ধভক্ত হওয়া যায় না। শুদ্ধভক্তের বিদ্বেষ করিলে, স্বার্থে হানি হওয়ায়—কনক কামিনী প্রতিষ্ঠাশার বিঘ্ন হওয়ায় মৎসরতাবশে শুদ্ধভক্তের বিরোধাচরণ করিলে কখনই ভক্ত হওয়া যায় না। কৃষ্ণভক্ত—নির্মৎসর। যাহাতে মৎসরতা বিদ্যমান, সে ব্যক্তি কখনও কৃষ্ণভক্ত—ভাগবত হইতে পারে না।

বহুজন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতি না থাকিলে, কাহারও শুদ্ধভক্তির প্রতিষ্ঠান শ্রী... মঠে প্রবেশাধিকার হয় না। দ্রবিণ, দেহ সুহৃদাদিতে ভয় যাহার আছে, কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার দাস, অন্যের লোভে অপসিদ্ধান্তের আদরকারী, গৃহমেধী, স্ত্রীসঙ্গী, কৃষ্ণাভক্ত কখনই শ্রীগৌড়ীয় মঠের ত্রিসীমানায় গমন করিতে পারে না।

— —

গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিলে—গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গ করিলে তখন আর মৎসরতা-ধর্ম্ম থাকে না। গৌড়ীয়-ভক্তসঙ্গে শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিলে জীবের ভোগপিপাসা বিদূরিত হয়। তখন আর অনর্থরূপ অর্থের দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

গৌড়ীয়-গণে নাম লিখাইতে পারিলে স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ, ধামবিরোধীর সঙ্গ, কপট মিছাভক্তের সঙ্গ, ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতিষ্ঠান-গুলির সঙ্গ করিতে অভিলাষ জন্মে না।

গৌড়ীয়গণ—শ্রীচৈতন্যের উপাসক। তাঁহারা গৌরসুন্দরের উপদেশ ও আচার যথাযথ পালন করিয়া থাকেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিস্তৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অর্থের সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ... সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ... মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকারে। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা, মেৎ ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমন্মধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রথম ও দ্বিতীয়—দুই খণ্ড একত্রে লইলে ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা, ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

প্রমেয়রত্নাবলী

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত বৈষ্ণবদর্শন, সন্দর্ভ ও গোবিন্দ-ভাষ্যাদি পড়িবার প্রথম গ্রন্থ। উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা। সুবিস্তৃত টীকা ও প্রাঞ্জলবঙ্গানুবাদ-সাহায্যে অতি সহজে বালকেরও বোধগম্য হইয়া থাকে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—ব্রহ্ম, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও তৎকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে রোয়্যাল কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ; ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ ম্নেব্র জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় দর্শনবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম

রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত রসগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুবাদসহ। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

সাধনপথঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসম্মত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি ওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ. প্রমুখ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট ( ) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীমন্নামকীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, মায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, ভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠস্থিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যেসকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল এল. এম. এস. ... কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"সোনার বাংলা"

(শ্রীকৃষ্ণমোহন বিষ্ণু বি, এস সি)

"সোনার বাংলা দেশ,
মোদের, সোনার বাংলা দেশ"

কবি গেয়েছেন "সোনার বাংলা দেশ"
আমরাও গাই "সোনার বাংলা দেশ"

বাংলার শস্যশ্যামল প্রান্তর—বাংলার পল্লীর নবপল্লব-কুসুম-দাম-বিভূষিত বসন্তের কোবিদ কোকিল-কল-কূজন-গুঞ্জিত কুঞ্জ কানন পুঞ্জ,—

"তারাও যে গাহিতেছে গান,
সমস্বরে মিলাইয়া তান।"
"সোনার গড়া সযতনে
নখ হ'তে তার মাথা'র কেশ।
আমার সোনার বাংলা দেশ॥"

এত সোনা, এত রত্ন এত সম্পদ যার ভাণ্ডার ভরা—সে বাংলার সুখের আনন্দের উৎসধারা কেন আজ প্লাবিত বিমোহিত করে দেয় না জগৎকে তার হাসির বন্যায়। কে বলিবে ধনী—সহরের সুরম্য সৌধে শত বিদ্যুদ্দীপ্তিঝলকিত সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের কোমল মখমল-বিমণ্ডিত পালঙ্কে আপন দেহভার ন্যস্ত করে দৈন্যের নগ্ন বুকে পদাঘাত কর্চ্ছে।

আর :—

বারবালা-কুল-কুণ্ডল-দাম-কুসুম-কণ্ঠগ্রাণে,
নৃত্য-মুখর সুন্দরপদ কিঙ্কিণী রসুতানে।
সুললিত-কলকণ্ঠ-রাগিণী
পঞ্চমসুরে প্রাণবিমোহিনী
চিরসুন্দর নন্দনপুর চিরসুখ বাসে প্রাণে।
জীবন মন যৌবন ধন সার্থক করি মানে।"

আর দরিদ্র—বুভুক্ষা-পীড়িত জীর্ণ-শীর্ণ দেহযষ্টিকে লম্পট ধনীর দুয়ারে দুয়ারে নিয়ে ধন্না দিচ্ছে—আর তাদের সুখভোগ্য করযষ্টিব উপভোগ্য হচ্ছে। পোষ্যবর্গ অনাহারে ছট্ ফট্ কচ্ছে, কুলবধূগণ শত-ছিন্ন জীর্ণবসনে লজ্জায় অন্তঃপুরের অন্তরালে আজীবন অন্তরীণ হয়ে রয়েছে।

দোষ কার—আমাদেরই শত সহস্র নরনারী যে আজ দৈন্যের তাড়নে আত্ম-হত্যা কর্চ্ছে তার জন্য দায়ী কে?

আজ বাংলা মায়ের এ দুর্দশা কেন? যে বাংলা একদিন বীর্য্যেশ্বর্য্যে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল—যে বাংলা আপন উদ্বৃত্ত শস্যসম্পদ অকুণ্ঠিতচিত্তে জগতের দ্বারে দ্বারে বিলিয়ে দিয়েছিল, কোন বিধির কুটিল কুচক্রে প'ড়ে তার আজ এ দুর্দ্দশা?

দোষ কারো নয়—নিজের। অদৃষ্টের নয়—কর্ম্মের। কবি নগরের সুখশয্যায় শয়ন ক'রে কল্পনানেত্রে দেখতে পান পল্লীর নিরুদ্বেগীর জীবন কি শান্তিময়! কিন্তু তারা কি জানেন—সেই পল্লীর নীরবতা ভঙ্গ ক'রে কেমন ক'রে তারা ভাই-ভাই লড়াই কর্চ্ছে—পিতাপুত্রে দ্বন্দ্ব কর্চ্ছে আর মোকদ্দমা করে সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছে?

যারা শিক্ষিত ব'লে গর্ব্ব করেন, তারা ত পল্লীর ছায়াটি পর্য্যন্ত মাড়ান না—কে তাদের শিখিয়ে দেবে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করার কি ফল—মোকদ্দমা করার কি ফল? তাই তারা আপন পায়ে আপনি কুঠারাঘাত কর্চ্ছে।

পল্লী যে বাংলার জীবন—পল্লীর ধনধান্য বাংলার জীবনধারণের উপায়—পল্লীর কৃষক নিরন্ন দুরবস্থাপন্ন হ'লেও বাংলার যে কত গৌরবের—তাহা কে ভাবিয়া দেখিবে? মনিব জমীদার যে তাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ ক'রে তাদের পথের ফকির করেছে।

ধনি! একটীবার চেয়ে দেখ তোমারই ভাই—তোমারই পল্লীর রূপবরণ যদি অনাহারে হাহাকার ক'রে প্রাণত্যাগ করে, তবে তোমার সোনার পাহাড় বা উপরিওয়ালার চরণরেণু তোমার ক্রন্দন নিবৃত্ত ক'রবে না।

কবি! অমন করে যেও না। একবার এস—এসে স্বচক্ষে এদের দুর্দ্দশা দেখে প্রাণভাবে সেই চারণের [illegible] গাও।

"কিসের শোক করিস ভাই
আবার তোরা মানুষ হ'।"

অর্থলোভে বীভৎস হত্যাকাণ্ড

চুঁচুড়া হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত আইমাডাঙ্গা গ্রামে দুই তিন দিন পূর্ব্বে একটী বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। ৪৫ বৎসর বয়স্কা এক স্থানীয় হিন্দু বিধবাকে হত্যা করা হইয়াছে। গ্রাম্য চৌকীদার সংবাদ পাইয়া, ঘটনাস্থলে গিয়া দেখে যে, মহিলাটী তাঁহার ঘরে রক্তে ভাসমান অবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্নও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। মহিলাটীকে নগ্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। ঘরের বাসনপত্র চারিদিকে ছড়ান ছিল এবং ঘরের মাটী দুই এক স্থানে খুঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রকাশ, অর্থলোভেই কেহ এই কাণ্ড করিয়াছে। কারণ তাঁহার গলায় যে হার ছিল তাহা এবং আরও কয়েকটী জিনিষ পাওয়া যাইতেছে না তিনি একাই তাঁহার ঘরে শয়ন করিতেন, সুতরাং ঘটনার দিনও কেহ তাঁহার নিকট ছিল না।

পুলিস প্রবল উদ্যমে তদন্ত করিতেছে, কিন্তু এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

কংগ্রেসকর্ম্মী অভিযুক্ত

কাঁথী, ভীমেশ্বরীর কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত বরেন্দ্রনাথ দাস অনধিকার প্রবেশ, বে-আইনী জনতা করা প্রভৃতির অভিযোগে অভিযুক্ত আছেন। উকীল শ্রীযুত মন্মথনাথ দাস অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ১৯শে জুলাই ঐ মামলা স্থানান্তরের আবেদন সম্পর্কে সওয়াল জবাব করেন। এখনও রায় দেওয়া হয় নাই।

পলাতক আসামী গ্রেপ্তার

লাহোরের কেন্দ্রানি পত্রিকা লিখিতেছেন যে, শ্রীযুত রামকৃষ্ণ গ্রেপ্তার হইয়াছেন। শ্রীযুত রামকৃষ্ণ কিছুকাল নওজোয়ান ভারত সভার সভাপতি ছিলেন। প্রকাশ ইনি না কি নূতন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার একজন পলাতক আসামী। ইহার গ্রেপ্তারের জন্য পঞ্জাব পুলিস ৫ শত টাকার পুরস্কার ঘোষণা করিয়া এক হুলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীযুত রামকৃষ্ণকে গত ১৯শে জুলাই চারসাদ্দায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং কড়া পুলিস পাহারায় ইঁহাকে পেশোয়ার জেলে আনয়ন করা হইয়াছে।

বস্ত্রের মধ্যে পিস্তল প্রাপ্তি

গত ২৮শে জুলাই অমৃতসর হইতে প্রকাশ যে রাত্রি প্রায় তিনটার সময় লোহগড় গেটের নিকট ফতেশা বুরুজীতে গোয়েন্দা বিভাগের একদল পুলিস খানাতল্লাস করিয়া ৪ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, তাহারা তখন খোলা জায়গায় ঘুমাইতেছিল। সেই সময় পুলিস সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে গিয়া হাজির হয় ও তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত লোক ৪ জনের মধ্যে দুইজন হিন্দু ও দুইজন মুসলমান। একজনের পরিহিত বস্ত্রের মধ্যে একটা পিস্তল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই সম্পর্কে আরও তদন্ত হইতেছে। ৪ জনকেই লাহোর কোর্টে রাখা হইয়াছে।

কাবুল পার্লামেণ্ট

কাবুল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, মিঃ আবদুল আজাদ খাঁ জাতীয় পার্লামেণ্টের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন এবং পার্লামেণ্টের নিয়মিত অধিবেশন হইতেছে।

পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ প্রদেশগুলি হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, খুগেয়ানখেল অঞ্চলের সামান্য আভ্যন্তরিক অশান্তি ব্যতীত সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। শিনওয়ারী অঞ্চলের খাসাদার ঘাটিগুলি সরকারী সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়াছে; সেগুলি এখন স্থানীয় মালিকদের অধিকারে।

নাভানের আফগানবাহিনীতে দুইশত ব্যক্তি ভর্ত্তি হইয়াছে।

রাজস্ব আদায়ের জন্য দমননীতি

কাসুর তহশীলের গ্রামগুলি হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে রাজস্ব আদায়ের জন্য তীব্রভাবে দমননীতির অনুসরণ করা হইতেছে। গ্রামে গ্রামে তহশীলের পিয়নরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নালণী গ্রামের এক সংবাদে প্রকাশ ভাই ঠাকুর সিং খাজনা দিতে গেলে তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি পায়ে শিকল দিয়া আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল। পরের দিন তাঁহার নিকট খাজনা ব্যতীত আরও অতিরিক্ত কয়েকটা টাকা দাবী করা হয়। তাহাকে বাধ্য হইয়া তাঁহার ভাইয়ের নিকট প্রাপ্য খাজনাও দিতে হইয়াছে। আরও একজন লোককে বাকী খাজনার জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল কিন্তু প্রকাশ, তহশীলদার পিয়নকে এক বোতল মদ খাইতে দেওয়ায় তাহাকে নাকি অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে। ধুন গ্রামের দুইজন [illegible] খাজনার জন্য হাজতে [illegible] হইয়াছে।

পুরুলিয়ায় ১৪৪ধারা জারী

শ্রীযুত বীররাঘব আচার্য্যের প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারার নোটীশ জারী করিয়া তাঁহাকে বালদা থানার এলাকায় রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। তাঁহাকে ঐ অঞ্চলে এমন সকল কার্য্য করিতেও বারণ করা হইয়াছে, যাহাতে লোকে শান্তিভঙ্গকর কার্য্য করিতে উত্তেজিত হইতে পারে। শ্রীযুত বিভূতিভূষণ দাসগুপ্তের প্রতিও ঐরূপ নোটিশ জারী করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাঁহাদিগকে আগামী ৭ই আগষ্ট আদালতে উপস্থিত হইয়া কারণ দেখাইতে বলা হইয়াছে যে, কেন তাঁহাদের প্রতি প্রদত্ত উক্ত আদেশ পাকা হইবে না।

মিঃ লয়েড জর্জ্জের স্বাস্থ্য

মিঃ লয়েড জর্জ্জের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে বুলেটিন প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে গত ২৯শে জুলাই রাত্রিতে তিনি শান্তিতে কাটাইয়াছেন। তাঁহার দেহের শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে এবং সাধারণ অবস্থা সন্তোষজনক।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯,
ষাণ্মাসিক ৫,
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১,
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩১তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৩৮, ৫ই আগষ্ট ১৯৩১

বলপূর্ব্বক খাদ্যদ্রব্যের দাবী

তিনজনের মৃত্যুদণ্ড একজনের নির্ব্বাসন

নারীর পুরুষে রূপান্তর

ব্রহ্মদেশে সরকারী মোকায় গুলীবর্ষণ

দেশবন্ধু পাঠাগার

নাগপুরে স্বেচ্ছাসেবক ছাউনি

রেল ষ্টেশনে চোরের কীর্ত্তি

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রবল জ্বর

নারী চুরির মামলা

সোভিয়েট অফিসে পুলিসের হানা

নানা কথা

বলপূর্ব্বক খাদ্যদ্রব্যের দাবী

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ যে, ...দেশ অঞ্চলে (মোমন্দ উপজাতিদের এলাকায়) উপজাতিদের মধ্যে এক ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। উপ... এক দলে খিলাফতিরা ও ... স্থানীয় অধিবাসীগণ ছিল। সংবাদে প্রকাশ, খিলাফতিরা একটী গ্রামে যাইয়া বলপূর্ব্বক খাদ্য গ্রহণ করিতে প্রয়াস পায়। গ্রামবাসীরা ঐ প্রকার কার্য্যে অসম্মতি প্রকাশ করে। ইহার ফলে উভয় দলে সংগ্রাম বাধিয়া যায়। সংগ্রামের ফলে ১ জন খিলাফতি নিহত ও আর ১ জন আহত হয়।

তিনজনের মৃত্যুদণ্ড ও একজনের নির্ব্বাসন

ছাপরা হইতে প্রকাশ যে সারনের দায়রা জজ মিঃ আর ডি, বিভোরের এজলাসে রাজবংশী পাণ্ডে, রামদেনি পাণ্ডে, মালা পাণ্ডে এবং ধনমন পাণ্ডে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ৩৪ ধারানুযায়ী অভিযুক্ত হয়, বিচারে মালা পাণ্ডের (১৭ বৎসর) নির্ব্বাসন দণ্ড ও অপর তিনজনের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়াছে হাইকোর্ট হইতে বহালের সাপেক্ষাধীন রহিয়াছে।

নারীর পুরুষে রূপান্তর

বহরমপুর হইতে প্রকাশ যে, খড়গ্রাম থানার বাজিতপুর গ্রামের লেকজান মণ্ডলের কন্যা জেয়াতন বিবির ৮.৯ বৎসর বয়সে নবগ্রাম থানার কচুবাড়ী গ্রামের এছাহার সেখের পুত্র জানবক্স সেখের সহিত বিবাহ হয়। বিবাহের পর ২।৩ বৎসর স্বামী-গৃহে বাস করিয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তথায় হঠাৎ একদিন তাহার পুরুষ লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং লোকজন পরে উক্ত বিষয় জ্ঞাত হয়। তৎপর উহার চুল কাটিয়া গহনা আদি খুলিয়া লওয়া হয়। ১৮।১৯ বৎসর বয়স কালে বিশ্বনাথপুরের উমর সেখের কন্যা নুরজান বিবির সহিত তাহার বিবাহ হয়। বর্ত্তমানে উক্ত জেয়াতন বিবির নাম সোমাজদ্দি সেখ হইয়াছে। সোমাজদ্দি কৃষিকার্য্য চালাইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছে।

ব্রহ্মদেশে সরকারী মোকায় গুলীবর্ষণ

রেঙ্গুনের বিভিন্ন স্থানে এখনও ডাকাতি চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। পাল্লাবাড়ী এবং প্রোমে বিদ্রোহীরা দলে দলে আত্মসমর্পণ করিতেছে। বিদ্রোহীদিগকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে থেয়াটমেয়োর বিভিন্ন গ্রামের কতিপয় গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গত ২৯শে জুলাই মিন্সনের কোনও এক গ্রামে কাপ্তান মুরের সহিত ৫ জন বিদ্রোহীর সংঘর্ষ হয়। একজন বিদ্রোহী নিহত ও একজন আহত হয়। ২৮শে জুলাই বিদ্রোহীরা পেগু নদীর উপরিস্থ ২ খানি সরকারী মোটর বোটের উপর গুলী বর্ষণ করে। ফলে, দুইজন পুলিশ কনষ্টেবল সামান্য আহত হয়।

সরকারী কর্ম্মচারীর বেতন হ্রাস
মার্কেটিং ও বোর্ড রহিত

ব্যয় সংকোচ সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এক কমিটী গঠন করিয়াছিলেন। এই কমিটীর রিপোর্ট সম্প্রতি পার্লামেণ্ট সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে।

কমিটীর সদস্যগণ মন্তব্য করিয়াছেন, অসমর্থ ব্যক্তিদিগকে সাহায্যদানের যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাহা হইতে ৬৬,৫০০,০০০ পাউণ্ড কমাইয়া দিতে হইবে এবং এম্পায়ার মার্কেটিং বোর্ড তুলিয়া দিতে হইবে।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রবল জ্বর

চাঁদপুরের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর তারিণী মুখার্জ্জিকে হত্যা করা অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত রামকৃষ্ণ বিশ্বাস গত মঙ্গলবার হইতে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া প্রকাশ। গত শুক্রবার নাকি তাহার শারীরিক উত্তাপ ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। গত রবিবার দিন উত্তাপ ছিল ১০১ ডিগ্রী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ ৭ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ২০শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৫ আগষ্ট ইং ১৯৩১ বুধবার ১৩১৬তম সংখ্যা।

সাময়িক সন্দেশ

গত ৩০শে জুলাই বৃহস্পতিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ কালিদাস নাগ এম, এ, ডি-লিট্ মহাশয় বেলা সাড়ে চার ঘটিকার সময় কলিকাতাস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ-দর্শনে আগমন করেন। পণ্ডিত শ্রীযুত কপ্যচন্দ্র দাস অধিকারী বি এ এবং শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী বি, এ মহাশয়দ্বয় অধ্যাপক মহাশয়কে যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া মঠে লইয়া যান এবং সমগ্র মঠটির চতুর্দ্দিক প্রদর্শন করেন।

অতঃপর প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা কথার পর শ্রীযুত অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ চতুর্ব্বিধ নিরীশ্বর-বাদের তারতম্য এবং চতুর্ব্বিধ সেশ্বর ভক্তিভূমিকার উত্তরোত্তর চমৎকারিতার বিষয় অনর্গলভাবে প্রায় একঘণ্টা কাল কীর্ত্তন করেন।

নাস্তিক্য, সগুণ, নির্গুণ ও ক্লীবব্রহ্মবাদ এবং (অপ্রাকৃত) পুরুষ, মিথুন, স্বকীয় (একপত্নীব্রতত্ব ও বহুবল্লভত্ব) এবং পারকীয় (গোপীজনবল্লভত্ব) বিষয়ে এত অল্প সময়ের মধ্যে অধ্যাপক মহাশয় সেশ্বর ও নিরীশ্বর মতের পার্থক্য পূর্ণভাবে শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন,— আজ আমি জীবন্ত গৌড়ীয় মঠ (শ্রীল প্রভুপাদকে) দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতান্তে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পর বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিত স্বরে 'কেশব তুয়া জগৎ বিচিত্র' গীতিটী গান করেন।

শ্রীযুত অধ্যাপক মহাশয়ের সৌজন্য ও সহিষ্ণুতা বিশেষভাবে প্রশংসার্হ।

অধ্যাপক শ্রীযুত নাগ মহাশয় বিদায়-কালে গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের শুদ্ধ ভক্তি প্রচার ও প্রসার বিষয়ে স্কুলভাবে যখনই সাহায্যের প্রয়োজন হইবে, তখনই তিনি সর্ব্বতোভাবে তাহা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত আছেন।

বারাণসীক্ষেত্রস্থ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী প্রত্যহ অপরাহ্ণে শ্রীচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন শিক্ষা বিষয়ে পাঠ করিতেছেন। অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা প্রত্যহই পাঠ শুনিতে আগমন করেন। ভাগ্যবন্তজনগণ সনাতনশিক্ষাস্থলী বারাণসী ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যোপদিষ্ট সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনাত্মক অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইতে-ছেন; কিন্তু জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রী জনগণ শ্রৌতবাণী শ্রবণে বিমুখতা প্রদর্শন দ্বারা দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের সার্থকতা-সাধনে শৈথিল্যহেতু বঞ্চিত হইতেছেন।

কেহ কেহ বা দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্বেশ্বরের পদবী লাভের জন্য লালা-য়িত। তাদৃশ ব্যক্তির কাশীতে বাসের চেষ্টা মায়ার ফাঁসিতে আত্মহত্যা করিবার উদ্যম মাত্র। বৈষ্ণবরাজ শম্ভুকে বৈষ্ণব-বুদ্ধিতে দর্শন করিয়া তদানুগত্যে কৃষ্ণভজনের চেষ্টাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, নতুবা ভবানী-ভর্ত্তৃ-অভিমান-দ্বারা ভবসমুদ্র হইতে কোন দিনই উদ্ধার হইবে না।

গত ৩০ বামন বুধবার দিবস শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব উপলক্ষে শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে নাম সংকীর্ত্তন, শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও মহাপ্রসাদ বিতরণাদির দ্বারা মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মার স্বরূপোদ্বোধিনী সকল সংশয় নিরসনী ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসম্বলিত বক্তৃতাবলী তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা, শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগ-বতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন, হরিসেবার নিত্যতা প্রভৃতি নয়টী অপূর্ব্ব সুদার্শনিক বিচার গ্রথিত হইয়াছে।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে মঠবাসী সেবকগণ প্রত্যহ সহরের ধনী, নির্ধন, উচ্চ, নীচ সকলের গৃহে গমন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম-প্রেরিত শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। কলি বা বিবদমান যুগে নানা প্রকার ধর্ম্মবাণী (?) প্রচারিত থাকিলেও সকল প্রকার কথাই যে জীবের আত্মধর্ম্ম বা নিত্য স্বভাবের উদ্বোধনের সহায়কারিণী, তাহা নহে। অধিকাংশই ধর্ম্মকথার ছলনায় অন্যাভিলাষ বা যথেচ্ছাচারিতা, যথাযোগ্য বিষয়গ্রহণের নামে কেবল ভোগবাদ এবং ত্যাগের নামে ফল্গুত্যাগ বা আত্মবিনাশ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আচরিত এবং প্রচারিত নিষ্কপট কৈবল্যধর্ম্মের কথা একমাত্র জগদ্গুরু পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদই প্রচার করিতেছেন।

গৌরবিহিত কীর্ত্তনমুখে, পাঠ ও ব্যাখ্যা-মুখে প্রত্যহ মহাজনবাণী ও শাস্ত্রকথা প্রচা-রিত হইলেও জনসাধারণের সহজ বোধের জন্য গত ১১ই শ্রাবণ ২৭শে জুলাই মঙ্গলবার পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র গোস্বামী, ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ছায়াচিত্রে অর্থবন্তগণের অর্থের অসদ্ব্যবহার, বিদ্বান্‌গণের বিদ্যার কুফলানুগমন, ধার্ম্মিক নামধারিগণের অধর্ম্ম-বিধর্ম্মাদির আচরণ, কুযোগিগণের কুযোগানুশীলন প্রভৃতি বিষয় শাস্ত্রোক্তি ও চিত্রের সাহায্যে প্রদর্শন করিয়া কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকৃষ্ণের অবতার ও আচার-প্রচারবাদ এরূপ বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, অতি কঠিন বিষয়গুলিও সহজবোধ্য হইয়াছে। প্রায় ৫।৬ শত ভদ্রলোক ও মহিলা দুইঘণ্টাকাল নির্বাক্ হইয়া মনোযোগ সহকারে চিত্রদর্শন ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন।

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥"

মায়িক শৃঙ্খল মোচনের উপায় কি ?

। শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি এল

রাজার রাজ্যে বাস করিতে হইলে রাজবিধি যথাযথ পালন করিতে হয়, নচেৎ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়। রাজা অপরাধী প্রজাদিগের সংশোধনের জন্য তাহাদিগের প্রতি দয়া করিয়া কারাগার স্থাপন করেন। প্রজাগণকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া রাজার উদ্দেশ্য নয় ; তাহাদিগকে কারাগারের যন্ত্রণা ভোগ করাইয়া সংশোধন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান, যথা,—স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি, জীবশক্তি বা তটস্থাশক্তি এবং মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গাশক্তি। মায়া—স্বরূপশক্তির ছায়া, অতএব শুদ্ধশক্তির বিকার ; এবং ঈশবিমুখ জীবকে সংস্কার করিবার হাপর বা তাহাকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার উপায়। মায়া—কৃষ্ণের কিঙ্করী, কৃষ্ণবিমুখ জীবগণকে দণ্ড দিয়া ও চিকিৎসা করিয়া শুদ্ধ করিয়া থাকেন।

'আমি—কৃষ্ণের নিত্য দাস'—এইটীই জীবের স্বরূপবৃত্তি এবং কৃষ্ণের নিত্যসেবাই জীবের আত্মার নিত্যবৃত্তি ; আর ঐরূপ কার্য্যে ব্রতী থাকাই জীবের পক্ষে ভগবানের আদেশ পালন। এই কথাটী ভুলিয়া যাওয়াই চিৎকণ স্বরূপ জীবের পক্ষে অনুচিত ও দোষ ; সেই দোষে দুষ্ট হইলেই জীব মায়াপিশাচীর দণ্ড্য হইয়া পড়েন।

এই মায়িক জগৎটা দণ্ড্যজীবের কারাগার। রাজা যেমন কারাগার স্থাপন করিয়াছেন, সেইরূপ রাজার রাজা যিনি, সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অমোঘ তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও জীবের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করত জড়জগৎরূপ কারাগার এবং জড় মায়ারূপ কারাকর্ত্রীকে স্থাপন করিয়াছেন।

কারাগারে অপরাধিগণকে বদ্ধ করিবার জন্ম যেমন শৃঙ্খলের ব্যবস্থা আছে, এই মায়িক কারাগারেও জীবকে বন্ধন করিবার জন্ম মায়িক শৃঙ্খল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্বরূপে জীব শুদ্ধ, চিন্ময় এবং ত্রিগুণাতীত ; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তিনি মায়িক ভোগের জন্ম লালায়িত হন, তখন হইতেই তিনি গুণময়ী মায়ার কবলে কবলিত হইয়া মায়ার প্রদত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ ত্রিগুণের বশীভূত হইয়া পড়েন।

শ্রীকৃষ্ণের অপরা প্রকৃতি মায়াদেবীর যে এই তিনটী গুণ আছে, তাহা জীব জানিতে না পারিলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাহা তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া গীতায় জানাইয়া দিয়াছেন।

আসক্তি

(২)

কৃষ্ণপাদপদ্ম উপেক্ষা করিলে কেহই মায়াসক্তি ছাড়াইতে পারেন না। আত্মেন্দ্রিয়তোষণপর কর্ম্মে আসক্ত হইলেই যখন অসুবিধা, তখন উহা ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মানুষ কি লইয়া থাকিবে ? একটা কিছু তাহার চাই, নচেৎ জড়াসক্তি দূর হয় না। "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে॥" (—গীতা) অর্থাৎ যাহার চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই, তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করিলেই কি হইবে ? সেই ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়গণের বিষয় আলোচনা করিতে থাকিবে। সেই মূঢ়কে মিথ্যাচারী বলা যায়।

সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেও বা কি হইবে ? শ্রীমদ্ভাগবত তাহারই ঘোষণা করিতেছেন,—

তাবৎ প্রেমস্থ গেহেঽপি গ্রাহঃ
যাবৎ স আত্মে মত ষট্ সপত্নঃ।

যাহারা জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়, তাহাদের বনে গমন করিলেই বা কি হইবে ? তথায়ও তাহার দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ভয় বা সংসার হইতে পারে। যেহেতু সে মন ও বুদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চক—এই ছয় রিপুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই অবস্থান করে।

তাহা হইলে জড়াসক্তি নিবৃত্তির উপায় কি ? ভগবান শ্রীকপিলদেব পুনরায় বলিতেছেন,—

প্রসঙ্গমজরং পাশং আত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্॥

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, (স্ত্রীপুত্রমিত্রাদিতে) আসক্তিই জীবাত্মার পক্ষে দৃঢ়বন্ধনস্বরূপ। তাহা যদি সাধুপুরুষে কৃত হয়, উহাই মোক্ষের দ্বারস্বরূপ হইয়া থাকে, সাধুদিগের প্রতি আসক্তি হইতে ভগবানের মাহাত্ম্যসূচক কথা শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমে ভগবৎপাদপদ্মে শ্রদ্ধা এবং সাধুসঙ্গে ভজনক্রিয়া আরম্ভ করিলে অনর্থনিবৃত্তি, অনন্তর নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি জন্মিলে জড়াসক্তির পরিবর্ত্তে ভগবদাসক্তি আসিয়া জীবচিত্ত অধিকার করিবে, তখন বক্তরামাগণের আনুগত্যে বলিতে পারিবেন,—

চিত্ত কাঢ়ি তোমা হৈতে
বিষয়ে চাহি লাগাইতে
যত্ন করি নারি কাঢ়িবারে।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, আসক্তিই আমাদের সুখ দুঃখের কারণ। জড়াসক্তি দুঃখজনক, আর ভগবদাসক্তি—নিত্যসুখজনক।

শ্রীধাম প্রসঙ্গ

বিদ্ধাংকের আবরণীয় বস্তু যাহা, তাহা তাহার ভোগ্য জড়বস্তু মাত্র। উহা কখনই পরতত্ত্ব নহে। তদ্রূপদৈকত্ব শ্রীমায়াপুর শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নতত্ত্ব, তাহা জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ নহে।

শ্রীধাম মায়াপুর—অভিন্ন বৃন্দাবন। বৃন্দাবন দর্শন সকলের ভাগ্যে হয় না। যাহার অর্থ আছে, তিনিই অর্থসাহায্যে অনায়াসে বৃন্দাবন গমন করিয়া তথায় গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে পারেন, কিন্তু যাহারা পাষণ্ড, তাহাদের সে সামর্থ্য নাই—এরূপ বিচারও মায়িক বস্তুতে প্রযোজ্য হয়। অর্থের দ্বারা, গায়ের জোরে বা লোকদিগের স্বেচ্ছাবিশে শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন, দর্শন বা বাস হয় না। তাহাদের নিকট যাহা ধাম বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা ধামের বাহ্য আবরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শ্রীধামদর্শনের অধিকারী কে, তাহা শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বর্ণন করিয়াছেন,—

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন,
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥

পুনশ্চ—

হরি হরি আর কবে পালটিবে দশা।
এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবনধামে
এই মনে করিয়াছি আশা॥
ধন, জন পুত্র, দারে, এসব করিয়া দূরে,
একান্ত হইয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি, বৃন্দাবনে বাস করি'
মাধুকরী মাগিয়া খাইব॥

সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ধন, জন, পুত্র, দারাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিতাইচাঁদের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া একান্ত মনে গোবিন্দচরণ চিন্তা করিলে নিতাইকৃপায় শ্রীধাম বৃন্দাবন বা তদভিন্ন শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন অথবা তাহাতে অবস্থানের সৌভাগ্য লাভ ঘটে।

কিন্তু যাহারা নিতাইচাঁদের বিরোধী, বৈষ্ণববিরোধী, শ্রীধামবিরোধী, দৈন্য, বিষয়ী, কপট, মিছাভক্ত, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাকাতর, এবং অসত্যের আদরকারী, তাদৃশ ব্যক্তির গায়ের জোরে বিজ্ঞাপন দ্বারা বা গলাবাজি করিয়া ধাম দর্শন, ধাম আবিষ্কার বা ধামে বাসের কল্পনা পাগলের প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যৎকিঞ্চিৎ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩০ সংখ্যার পর)

কপটতার প্রশ্রয় দিলে কখনই গৌরসুন্দরের প্রীতি উৎপাদিত হয় না। শ্রীগৌরসুন্দর আদর্শ আচারবান্ প্রচারকের প্রতিই কৃপা বর্ষণ করিয়া থাকেন। তজ্জন্যই লোকশিক্ষক শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী গাহিয়াছেন,—

গোরার আমি গোরার আমি মুখে
বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার
করিলে ফল ফলে॥
লোক দেখান গোরা ভজা তিলক
মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥

যাঁহারা শুদ্ধভক্ত, তাঁহারা কখনই নদীয়ানাগরের প্রশ্রয় দেন না বা বক্তৃতাদি দ্বারা কখনই সত্ত বেরেলের উপাসনার কথা প্রচার করেন না।

কর্ণের দ্বারা লোকরঞ্জন করিতে হইলে লোকের মন ভুলান কথা বলিতে হয়। সেইকথা পরিত্যাগ করিয়া সেইকথার প্রচারক হইলে হাজার লোকের প্রীতি উৎপাদিত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতি জন্মে না। তজ্জন্যই জগদানন্দ পণ্ডিত বলেন,

কুটিনাটি ছাড় মন কর সরল
গৌরহরি লোকরক্ষা একবে নিষ্কপটে
হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই।
একসাথে দুই কভু না হবে এক ঠাঁই॥
অতএব বলে যদি একনিষ্ঠ না হইবে।
দুইনায়ে নদীয়ারের দুঃখ পাইবে॥

(১)

শ্রীযুত পুণ্ডরীকাক্ষ ব্রজবাস স্মৃতিভূষণ মহাশয় বিগত ১২শে আষাঢ় স্বধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব সামাজিক জাতির কল্যাণের জন্ম বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। তজ্জন্য সেই সমাজ তাঁহার নিকট সর্ব্বতোভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁহার বিনয়নম্র স্বভাব তাঁহাকে সাত্বত-ব্রাহ্মণশ্রেণীতে সুষ্ঠুভাবে স্থাপিত করিয়াছে।

পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত জনগণ যে সাত্বত ব্রাহ্মণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে সাত্বতী ব্রাহ্মণসমাজের সহিত যুক্ত ব্রাহ্মণগণকে সমশ্রেণীস্থ বলিয়া বিবেচনা করিতে গেলে বহির্ম্মুখ প্রাদেশিক ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হয়।

সাত্বত ব্রাহ্মণগণ প্রাদেশিক ব্রাহ্মণসন্তান অপেক্ষা উন্নতস্তরে অবস্থিত। জাতিবৈষ্ণবসমাজ—কুলোদ্ভূত মাত্র, অচ্যুতগোত্রীয়গণ আম্নায়-পারম্পর্য্যে শৌক্রকুলের পরিচয়ে গৌরবান্বিত নহেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সর্ব্বাঙ্গে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১॥৵০ দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, স্থান, পাত্র প্রভৃতির অনুক্রম সূচী ও গ্রন্থকারের [illegible] জীবনী সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত সুন্দর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৩৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের একরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মুল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী **গোস্বামী মহারাজের** সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাষ্ণ-আনন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বেদবেদান্তসিদ্ধান্ত-রত্নমঞ্জুষার কোস্তুভমণি—সম্প্রদায় ভেদবিজ্ঞানবাদের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়সূত্র—মহাজন-জীবনচরিত্র-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্ত্যাদি-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বেদদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজন, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম [illegible] বেদান্ত, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম,

৷৵০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড** শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যাবৃত্তি, শ্রীদশ অবতার ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, নিত্যের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমন্মাধবেন্দ্রের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী রসভাবাধিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমন্মাধবেন্দ্রের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৵০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অন্বয়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসংগ্রহ অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণ ধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুন্দর শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি একত্রে ভিক্ষা ৷৵০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রাপ্যশিক্ষার্থীর সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও টীপন্যাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে। ভিক্ষা ৷৵০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ [illegible] টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থপাঠের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ'পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি নানা বিশেষ সংযুক্ত করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২, টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈধীবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵৹ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কত বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সাধারণ লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত; ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৴৹ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা .৹ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, পদ্যানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴৹ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।৹ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা বা গুণসৌরভ

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২, টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৹ আনা, আবাধাই ।৵৹ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবটী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸৹, ভিঃ পিঃ তে ২, টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দশাদেশের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, নাড়ীসঙ্কীর্ত্তন, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-পদ্ধতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত ভজনমালার ন্যায় অমূল্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵৹, বাঁধাই ৷৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আমবাটী হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রভুর বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵৹ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আমবাটী হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵৹ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের স্থাবর নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা .৹ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ঐ নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ২, টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

'দেশবন্ধু পাঠাগার'

গত ৩০শে জুলাই অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় হ্যালিডে হলে একটি সভা হয়। সভায় "দেশবন্ধু পাঠাগার" নামে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করা স্থির হয় এই লাইব্রেরীতে জাতীয়ভাবের পুস্তকই বেশী থাকিবে।

নাগপুরে স্বেচ্ছাসেবক ছাউনি

নাগপুর কংগ্রেস কমিটী ১লা আগষ্ট হইতে স্বেচ্ছাসেবকদের শিক্ষার ছাউনী খুলিতেছেন। শিক্ষা একমাসকাল দেওয়া হইবে। স্বেচ্ছাসেবকদিগকে তাহাদের কথাবার্ত্তায় হিন্দী ভাষা ব্যবহার করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

রেল ষ্টেশনে চোরের কীর্ত্তি

জনৈক শ্রান্ত পথিক নৈহাটী ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে নিজের সুটকেস পাশে রাখিয়া নিঃসঙ্কোচে নিদ্রা যাইতেছিল। এই সময়ে মহাদেব কাহার নামক একজন দাগী চোর উক্ত সুটকেসটী সরাইয়া ফেলে। শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, এল, দত্ত মহাদেব কাহারের উপরোক্ত অপরাধে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম দিয়াছেন।

অবৈধ অত্যাচারের চেষ্টা

জুরীর সহিত একমত হইয়া চুচুড়ার জিলা ও দায়রা জজ মিঃ এস, সেন, চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কোন বিবাহিতা বালিকার উপর অত্যাচারের চেষ্টা করিবার অপরাধে ৩১শে জুলাই অপরাহ্নে আনন্দ চৌধুরীর প্রতি ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। অভিযোগে প্রকাশ, গত ১৯শে এপ্রেল তারিখে রাত্রি প্রায় দুইটার সময় আসামী বালিকার গাত্রবাস সরাইয়া ফেলিলে বালিকাটী চীৎকার করিয়া উঠে এবং তখন তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশের হস্তে সমর্পণ করা হয়।

সোভিয়েট অফিসে পুলিসের হানা

বুয়েন্স আয়ার্সের একটী সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট কমার্শিয়াল হেড কোয়াটার্সের আফিসসমূহে পুলিসের হানা হইয়া গিয়াছে। অফিসের সমগ্র কর্ম্মচারী যাহাদের সংখ্যা ১৬০ জন হইবে এবং ১৫ জন স্ত্রীলোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। উক্ত কমার্শল হেড কোয়াটার্স 'আমতর্গ' নামে প্রখ্যাত।

বরিশালে খানাতল্লাস

সহরের অনেক বাড়ীতে—বাগুরায় শ্রীযুত রণজিৎ চক্রবর্ত্তীর বাটিতে ও কালীবাড়ী ওয়ার্ডে কলেজ ছাত্রদের আবাসেস প্রভৃতিতে কোতোয়ালী পুলিশ ৩০শে জুলাই অপরাহ্নে খানাতল্লাস করে। কোথাও কোনও সন্দেহজনক জিনিস পাওয়া যায় নাই বা কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

বড়লাটের নিকট পাতিয়ালা

সিমলা হইতে প্রকাশ যে,পাতিয়ালার মহারাজা গত ৩০শে জুলাই প্রতিনিধি র সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা ও তাঁহার জননী ছোট মহারাণী সপত্নীক রাজ-প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করেন।

তাড়ির দোকান সমস্যা

কোয়েম্বাটুরের মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল ও স্থানীয় কালেক্টরের মধ্যে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটীতে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, সহরের মিউনিসিপ্যাল এলেকার মধ্যে বা বাহির ৩ মাইলের মধ্যে তাড়ির দোকান থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। কালেক্টর উত্তরে জানান —৫ বৎসর আর অনুরূপ ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নহে। মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল উত্তরে জানাইয়াছেন এখনও দেরী হয় নাই। তাঁহারা এই বিষয় সরকারকে জানাইবেন।

ডাকাতের দৌরাত্ম্য

মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা) হইতে প্রকাশ সম্প্রতি ভোজগাঁয়ের বিনোদলাল কুণ্ডু নামক জনৈক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়ীতে এক ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। ডাকাতরা সংখ্যায় প্রায় ২৫ জন ছিল। তাহাদিগের সঙ্গে নানাপ্রকার অস্ত্রাদি ছিল। তাহারা বাড়ীতে ঢুকিয়া নগদ প্রায় ১০০ টাকা ও প্রায় ৮০ তোলা সোনার অলঙ্কার লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

বন্যাপীড়িতদের সাহায্যে কংগ্রেস

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু জানাইতেছেন যে বাঙ্গালার নানাস্থানে প্লাবনের যে ভীষণ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে ঐ সকল অঞ্চলের লোকদিগকে সাহায্য করা নিতান্ত আবশ্যক। কংগ্রেস কমিটী এই জন্য অর্থাদি সংগ্রহ করিবার জন্য একটী বিভাগ খুলিয়াছেন। যাঁহারা বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থে অর্থ বস্ত্রাদি সাহায্য করিবেন, তাঁহারা যেন উহা ১নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি বা সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন।

নারী চুরির মামলা

মৌলভীবাজার হইতে প্রকাশ যে পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, বিনোদিনী দাসী নাম্নী জনৈকা মহিলা পাল্কীযোগে তাঁহার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যায় ও একটি গোপন স্থানে লুক্কায়িত রাখে। পরদিন পুলিস সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করে।

ডিষ্ট্রিক্ট দায়রা আদালতে এই মামলার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। জজ বিচারে আসামী সোনাই মিঞাকে ৫ বৎসরের সশ্রম ও অপর ৩ জন আসামীর প্রত্যেকে ৪ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড আর ১ জন নাবালক আসামীকে কি ভাবে দণ্ডিত করিতে হইবে তাহার উপদেশ প্রার্থনা করিয়া জজ হাইকোর্টকে জানাইয়াছেন।

চতুর্দ্দিকে প্রহরী চিয়াংকাইসেককে মারিবার চেষ্টা

নানকিং হইতে প্রকাশ যে প্রেসিডেণ্ট চিয়াংকাইসেককে হত্যা করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা হইতেছিল। প্রেসিডেণ্ট খুব কড়া পাহারার অন্তরালে অবস্থিত রহিয়াছেন।

কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারী ধরা পড়িয়াছে। তাহারা স্বীকার করিয়াছে, ক্যান্টনিজ গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে চিয়াংকে খুন করিবার হুকুম দিয়াছে।

কাশ্মীর মহারাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ যে কুলগাঁ তহশীলে মুসলমান নায়েব তহশীলদারের প্ররোচনায় ফলে কয়েকটা গোহত্যা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইহা কাশ্মীর রাজ্যের আইনের বিরোধী। প্রকাশ, উক্ত মুসলমান কর্ম্মচারী এইরূপ প্রচার করিতেছেন যে, মহারাজ সে অঞ্চলে গোহত্যার অনুমতি দিয়াছেন এই বিষয় ঊর্দ্ধতম কর্ত্তৃপক্ষকে জানান হইয়াছে। আরও প্রকাশ, উক্ত সরকারী কর্ম্মচারী মহারাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্য অর্থসংগ্রহ করেন।

শ্রীযুত বল্লভভাই প্যাটেল

১লা আগষ্ট প্রাতঃকালে শ্রীযুত বল্লভভাই প্যাটেল আমেদাবাদে আসিয়া পৌছিয়াছেন। গুজরাট বিদ্যাপীঠের বাড়ীতে তিনি মহাত্মাজীর সহিত পরামর্শ করিতেছেন এবং কংগ্রেস কমিটীর প্রাঙ্গণে এক জনসভায় তিনি বক্তৃতা করিবেন স্থির হইয়াছে।

বড়লাট প্রাসাদে রিভলভারের গুলীতে পুলিসের মৃত্যু

সিমলা হইতে প্রকাশ যে, রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদে একজন পুলিস একটি রিভলভার পরিষ্কার করিতেছিল এমন সময় সহসা একটি গুলী বহির্গত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী দণ্ডায়মান অপর একটি পুলিসের দেহে বিদ্ধ হয়, ফলে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রিভলভারের গুলীতে সাংঘাতিকভাবে আহত ব্যক্তির নাম মের খাঁ। সে একজন সশস্ত্র কনেষ্টবল ছিল। অপর ব্যক্তির নাম আব্বাস আলি, সে লাহোর পুলিসের একজন অস্থায়ী কনষ্টেবল। মের খাঁর বক্ষঃস্থলে গুলী বিদ্ধ হয়। উপযুক্ত চিকিৎসা করা সত্ত্বেও সে অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করে।

বন্দুকদ্বারা ভীতি প্রদর্শন

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ যে আইস হাউস রোডের জনৈক তাড়ি বিক্রেতার দ্বারা মিঠার শানমুগ সুন্দরাম গ্রামনি গত ২০শে জুলাই পিকেটারদিগকে একটি দোনালা বন্দুক বাহির করিয়া ভয় দেখাইবার অপরাধে পুলিস কর্ত্তৃক অস্ত্র আইনের ১১ ও ফৌজদারী বিধির ১০৬ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছে। এবং শান্তিরক্ষার্থে কেন তিনি বাধ্য থাকিবেন না তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে বলা হইয়াছে।

দৈনিক — অগ্রদ্বীপ / নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ।৵
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩২তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ৬ই আগষ্ট ১৯৩১

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসী

মিষ্টার বিঠলভাই প্যাটেলের উক্তি

কলেজের ছাত্র জলমগ্ন

বেনারস বস্ত্রের কলে গোলমাল

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

গ্রামে আড়াই হাজার ডাকাতের আত্মসমর্পণ

সেনাদলের কুচকাওয়াজ

অর্ডিন্যান্স জারীর অধিকারে বাধা

রাজবন্দী স্থানান্তরিত

নারায়ণপুর মেল ডাকাতির জের

নানা কথা

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসী

দক্ষিণ কলিকাতার এক টেলিফোণের সংবাদে প্রকাশ, গত ৩রা আগষ্ট রাত্রি এক ঘটিকার সময় চাঁদপুরের ইন্সপেক্টর তারিণী মুখোপাধ্যায়ের হত্যা সম্পর্কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

মিষ্টার বিঠলভাই প্যাটেলের উক্তি

ভিয়েনা হইতে প্রকাশ যে মিঃ বিঠলভাই প্যাটেল ক্রমশঃই আরোগ্য লাভ করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন যে গোল টেবিল বৈঠকে তিনি উপস্থিত থাকিবেন।

কলেজের ছাত্র জলমগ্ন

পাবনা হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুত অতুল কৃষ্ণবাগচী নামক স্থানীয় কলেজের জনৈক ছাত্র গত ৩১শে জুলাই ইচ্ছামতী নদীতে স্নান করিতে গিয়া জলমগ্ন হয়। পরে তাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

বেনারস বস্ত্রের কলে গোলমাল

বেনারস বস্ত্রের কলের কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, শ্রমিকদিগের বেতন শতকরা সিকি কমাইয়া দেওয়া হইবে। এই ব্যবহার প্রতিবাদকল্পে শ্রমিকরা ৩রা আগষ্ট ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ফলে কলের সকল বিভাগের কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

আবার বোমা বাহির

পাটনা হইতে প্রকাশ যে সাহাবাদ জিলায় আবার একজন লোকের নিকট বোমা পাইয়া পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। একজন ব্রাহ্মণ যুবক পুলিসকে এই সংবাদ দিয়াছিল। লোকটিকে গ্রেপ্তার করিলে সে নাকি বলিয়াছে যে, উক্ত ব্রাহ্মণ যুবকই তাহাকে বোমাটি দিয়াছিল। পুলিস এই ব্রাহ্মণ যুবককেও গ্রেপ্তার করিয়াছে।

চুচুড়ায় শ্রীযুত সেনগুপ্ত

শ্রীযুত জে, এম সেনগুপ্ত গত ৩১শে জুলাই সন্ধ্যাকালে চুচুড়া গমন করিয়া দেশবন্ধু উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ করেন। তদনন্তর শ্রীযুত সেনগুপ্ত পত্নীসহ মোটরারোহণে ডাচ ডিগায় গমনকালে তাঁহার পত্নীকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়।

সেনাদলের কুচকাওয়াজ

সশস্ত্র গুর্খা সেনাদল রাত্রিকালে নারায়ণগঞ্জের রাজপথে পাহারা দিতেছে। স্থানীয় য়ুরোপীয় ও এংলো ইণ্ডিয়ানগণ এবং গুর্খা সৈন্যগণ কামান ও বন্দুক দ্বারা লক্ষ্যভেদ কৌশল অভ্যাস করিতেছে।

চাঁপাহাটী সংবাদ

গত ১লা আগষ্ট শনিবার চাম্পাহাটী ক্যাম্পে তিলক বার্ষিকী স্মৃতিদিবস উপলক্ষে প্রাতে প্রার্থনা ও বৈকালে ৩ টার সময় মিছিল ও ৭টার সময় সভাধিবেশন কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

চাম্পাহাটী হইতে গত ২৯শে জুলাই বুধবার রাত্রি অনুমান ২॥টার সময় বর্দ্ধমান জেলার আউস গ্রামের বটকৃষ্ণ মুখার্জ্জি নামক একটী স্বেচ্ছাসেবক কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। কেহ তাহার খোঁজ পাইলে অনুগ্রহ করিয়া এই ক্যাম্পে জানাইবেন।

গত ৩১শে জুলাই শুক্রবার হাওড়া জেলার ভুবেশ্বর গ্রামের মণিমোহন দাস নামক একজন স্বেচ্ছাসেবক কলেকসন বক্স কলেকসন করিতে বাহির হয়; কিন্তু অদ্যাবধি ফিরিয়া আসে নাই যদি কেহ খোঁজ পাইয়া থাকেন তবে অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন।
অখিল চন্দ্র বিশ্বাস।

রাজবন্দী স্থানান্তরিত

মৈমনসিংহ জেলায় গফরগাঁও থানার এলেকাধীন উপধী গ্রাম নিবাসী রাজবন্দী শ্রীযুত সুবোধকুমার বসুকে বক্সা বন্দীশালা হইতে নোয়াখালী জেলার রামগতি দ্বীপে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা,
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিসুধাকর শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হাওড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কটক

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি জী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীমদ্ধেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুতারণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পাঠক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নরোত্তম, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাদর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবকপ্রবর শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তি এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীমচ্চন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমাধ্বক্রমচন্দ্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতীর, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিতাইচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবাসনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

চাঁদনীবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীবনী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীবল্লভ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রেমানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ ৮ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ২১শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৬ আগষ্ট ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার ১৩২তম সংখ্যা

সাময়িক সন্দেশ

গৌড়ীয়: সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৯ম বর্ষ ১০শ সংখ্যা পাঠে অবগত হইলাম,—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রেয়াস্পদ শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের আরব্ধ ও অভীপ্সিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির, শ্রীসারস্বত-নাট্যমন্দির এবং সেবকগৃহাদির অবশিষ্ট কার্য্য ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের ইষ্ট-পূর্ত্তৈকব্রতদীক্ষা পরমা ভক্তিমতী শ্রেয়াস্পদা সহধর্ম্মিণীদেবীর ঐকান্তিকী ইচ্ছায় ও শ্রীগৌড়ীয় মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীল কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভুর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবৈকতৎপরতায় বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত আরব্ধ হইয়াছে। আশা করা যায়, শ্রীগৌড়ীয় মঠের আগামী উৎসবের মধ্যে শ্রীমন্দির ও নাট্যমন্দিরাদির কার্য্য আমরা সমাপ্ত দর্শন করিতে পারিব।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ আসন সারস্বত-নাট্য-মন্দিরে শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের একটী সুবৃহৎ আলেখ্য ও ইতোমধ্যে সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উৎসব-মধ্যে ভক্তিরঞ্জনের সেবাদর্শের উজ্জ্বল মূর্ত্তি গৌড়ীয়গণের হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য ভক্তিরঞ্জন-আলেখ্যের উন্মোচন-উৎসব হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠরক্ষক প্রভু এবৎসর শ্রীগৌড়ীয়-মহোৎসবের মহতী আগমনী-গীতি গাহিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সংলগ্ন যে ভূখণ্ডে গত বৎসর উৎসবের সময় পারমার্থিক প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, সেইস্থানে ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সমাধি স্থাপিত হওয়ায় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সন্নিকটস্থ বাগবাজার ষ্ট্রীটের উপরে করপোরেশনের চারি বিঘা পরিমিত বিস্তৃত ভূখণ্ড প্রদর্শনীর জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। এবৎসর এই সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রদর্শনী উদ্ঘাটিত হইলে বিপুল লোকসঙ্ঘের দর্শনের কোনই কুণ্ঠা হইবে না, আশা করা যায়।

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক, প্রচার সবা। সুবক্তা, বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ প্রভৃতি সেবকবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্টস্বরূপ পারমার্থিক প্রদর্শনীর সেবার জন্য মদ্রদেশ হইতে কলিকাতায় শুভবিজয় করিতেছেন।

গৌড়ীয়সম্পাদক-সঙ্ঘপতি গোস্বামী শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ প্রভু শ্রীপুরুষোত্তম মঠের শ্রীমন্দিরনির্ম্মাণ-কার্য্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে, তজ্জন্য অসামান্য প্রয়াস করিতেছেন।

আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভুর বিশেষ সেবা ও উদ্যোগে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা এই সময়ে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। আচার্য্য শ্রীপাদ বিদ্যারত্ন প্রভুর সেবানিষ্ঠা আমরা শ্রীআলালনাথ শ্রীমন্দির সংস্কারের বিভিন্ন কার্য্যেও দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতেছি।

বৈষ্ণব মহারাজ মাননীয় ময়ূরভঞ্জাধিপতির আনুকূল্য, যাহা আমরা গৌড়ীয়মঠ সঙ্ঘাধিপতি ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজের গুরুকৃপাশক্ত সেবাফলে লাভ করিয়াছি, তৎসঙ্গে আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রভুর সেবাচেষ্টা সংযোজিত হওয়ায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অদ্বিতীয় লীলাস্থলী শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের নূতন শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপিত হইতে পারিল।

সঙ্ঘপতি শ্রীল গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা শুভবিজয় করিবেন

গত ২৬শে জুলাই রবিবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠে প্রাত্যহিক সান্ধ্য কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠান্তে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্বামিজীর ভক্তি-সিদ্ধান্তসমন্বিত ব্যাখ্যাশ্রবণে আবালবৃদ্ধ বনিতা শ্রীহরিসেবার প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন। স্বামিজীর ব্যাখ্যায় একাধারে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ এবং শিশুবোধ্য সহজ সুললিত ভাষা প্রযুক্ত হওয়ায় সকলেরই অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইতেছে।

গত ১৩ই শ্রাবণ ২৯শে জুলাই বুধবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার প্রচার-লীলা ছায়াচিত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন। সহরের বহু গণ্যমান্য লোক এবং ভদ্রমহিলা সাগ্রহে চিত্রসন্দর্শন ও চিত্রবর্ণন শ্রবণে বিদ্ধাভক্তের কপটতা, সাধুভক্তের সরলতা, ভক্তির স্বতন্ত্রতার বিষয় বিশেষভাবে বুঝিবার অবকাশ পাইয়াছেন। বিবিধ উপায়ে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত, জীবের আত্মধর্ম্মের উদ্বোধনের চেষ্টা দেখিয়া অনেক সজ্জন বলিতেছেন,—"আপনারা আমাদিগকে শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য যেরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন এবং যে প্রকারে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে আমরা আপনাদিগের নিকট চিরঋণী।"

গত ২৯শে জুলাই প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রফেসর শ্রীযুত নিশিকান্ত সান্যাল এম এ ভক্তি-সুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের সহিত মঠ হইতে বাহির হইয়া গভর্ণমেণ্ট প্লীডার এবং Law Lecturer, Professor চিন্তামণি আচার্য্য, প্রফেসর রত্নাকর পতি, প্রফেসর লোকনাথ পতি, প্রফেসর পরশুরাম মিশ্র, প্রফেসর দেবব্রত মুখোপাধ্যায় এবং প্রফেসর গোরক্ষনাথ সিং প্রভৃতি বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত ও আচরিত বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহারা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া মঠে আসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵৹ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥৹।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, বহু বিধ শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ।৵৹ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ।৵৹ আনা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵৹ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵৹ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক নব পুস্তক। ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।৹ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥৹ আনা, আবাধাই ।৵৹ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওলাজের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ [illegible] ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, দাসদাসের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টোত্তর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর আ[illegible], আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵৹, বাঁধাই ॥৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্মেলনে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵৹ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্মেলনে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ ও গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵৹ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেশবিভাগের পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৹ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ঐ নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

হাঁপ শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাইট ৷৶৹ আনা, বোতল ১৶৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

ভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ ঝালকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১২৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, আটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৮৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্টেটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পাটনা বোমার মামলায় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সাক্ষ্য

বাঁকীপুর জেলে মিঃ আর জগমোহন আই, সি, এস, জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাটনা বোমা মামলার আসামী হাজারিলালের বিচারের আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। সরকারী তরফ হইতে তিনজন চিকিৎসকের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে।

পাটনা প্রিন্স অব ওয়েলস্ মেডিক্যাল কলেজের অস্ত্রবিদ্যার অধ্যাপক মেজর এইচ, জি, এলেকজাণ্ডার বলেন যে আসামীকে ২৮শে জুন সন্ধ্যায় হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। তাহার শরীরে আটটি আঘাতের চিহ্ন ছিল।

অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ডাঃ বি, চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে, সাব্-ইনস্পেক্টার রামনারায়ণ সিংহের শবব্যবচ্ছেদ তিনিই করেন এবং যে সকল আঘাত তাহার শরীরে তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে এই আঘাতের ফলেই তাহার মৃত্যু ঘটে।

পাটনা জেনারেল হাসপাতালের হাউস সার্জ্জন ডাঃ এস. চৌধুরী তাঁহার সাক্ষ্যে হেড কনষ্টেবল বীরেন্দ্রনাথ সেনের আঘাতগুলির বর্ণনা করেন।

আগামী ৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী আছে।

ঢাকার বিখ্যাত চিকিৎসকের মৃত্যু

ডাঃ নেপালচন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া গত ৩০শে জুলাই ঢাকায় এক বিরাট জন-সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে :—

"এই সভা ডাঃ নেপালচন্দ্র রায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। ডাঃ রায়ের মত একজন নিঃস্বার্থ নীরব অক্লান্ত কর্ম্মীর অকাল বিয়োগে এই সহর অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ঢাকা সহরের বহু জনহিতকর কার্য্যে তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সভা ভগবৎ চরণে তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করিতেছে। এই প্রস্তাবের অনুলিপি তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের নিকট প্রেরিত হউক।

প্রধান চীফ এক্সিকিউটিব অফিসারপদে মিঃ ইয়াকুব

প্রকাশ যে, গত ২রা আগষ্ট মোস্লেম কাউন্সিলার সমিতির এক অধিবেশনে মিঃ এস, এম, ইয়াকুবকে প্রথম ডেপুটী চীফ এক্সিকিউটিব অফিসার পদে দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত করা হইয়াছে। আরও জানা যায় যে, সমিতি মেসার্স আব্দার রেজ্জাক এবং রফিককে মিঃ ইয়াকুবের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কংগ্রেস দলের সহিত আলোচনার্থে পাঠাইয়াছেন।

চুরির অভিনব ফন্দি

পাঁশকুড়া হইতে প্রকাশ যে শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহে চাচিয়ারা গ্রামে সেখ দিলু নামে একজন মুসলমান ও সুন্দরনগর গ্রামে চন্দ্রসামন্ত নামে জনৈক হিন্দু আততায়ী কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। উক্ত গ্রামদ্বয়ের ব্যবধান প্রায় এক মাইল। এতদঞ্চলে চোরেরা ঘরে সিঁদ দিয়া চুরির পরিবর্ত্তে জানালার গরাদের গোড়ার কাঠ কাটিয়া গরাদে সরাইয়া চুরির এক নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছে। জানালার ফ্রেমের ভিতর দিকে উপরে ও নীচে লোহার পাত দিয়া গরাদে বসাইলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে বলিয়া সকলে ঐ উপায় অবলম্বন করিবে ভাবিতেছে।

নারায়ণপুর মেল ডাকাতির জের

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, গত ২৯শে জুলাই বৈঠকখানা পাড়ায় অবস্থিত নরেন্দ্রনাথ গুপ্তরায় ও সহরের মধ্যে বাজার রোডে অবস্থিত ভুবনমোহন দত্তের বাটী খানাতল্লাস হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ উক্ত তদন্তের ফলে আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায় নাই বা কোন গ্রেপ্তার ও করা হয় নাই। নারায়ণপুর মেল ডাকাতি সম্পর্কেই এই সমস্ত খানাতল্লাস করা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

ছেড়ে দিয়ে ছেড়ে ধরা

হাওড়া জেলার আমতা থানার সিংটী শিবপুর অঞ্চলে গত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় স্থানীয় বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কর্ম্মীগণ কাজ করিতেছিলেন। সিংটী ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় ২৯ জন কর্ম্মীর বিরুদ্ধে ১০৭ ধারায় মামলা করেন। পরে গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুযায়ী এই মামলা প্রত্যাহৃত হয়। পুনরায় ২৮ জন কর্ম্মীর বিরুদ্ধে উক্ত প্রেসিডেণ্ট ১০৭ ধারায় মামলা চালাইয়াছেন। এই মামলা উলুবেড়িয়া কোর্টে হইতেছে।

আসামীগণের কলসকাঠী ছোরার মামলার জামীন ব্যবস্থা

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, কলসকাঠী ছোরা মামলা সম্পর্কে বিভিন্ন তারিখে ধৃত নারায়ণ দত্ত, পরিমল সেন এবং তারাপদ গাঙ্গুলী নামক কতিপয় যুবকের প্রত্যেককে ৮০০৲ শত টাকা হিসাবে জামীন দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ৫ই আগষ্ট আসামীদের আবেদন সম্পর্কে শুনানীর দিন ধার্য্য হইয়াছে।

প্রোমে আড়াই হাজার ডাকাতের আত্মসমর্পণ

সিমলা হইতে প্রকাশ যে ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মের অবস্থা সম্পর্কে এই সপ্তাহের যে রিপোর্ট পাইয়াছেন অভিন্যান্স জারী হওয়ায় তাহা প্রকাশ করা দরকার।

উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ, অনেক ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের আক্রমণ গ্রামবাসীগণ কর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়াছে এবং প্রোম জেলায় এ পর্য্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার ডাকাত আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

কুকীদের প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হইতেছে এইরূপ আশা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

তবে ডাকাতির সংখ্যা এখনও খুব বেশী। মধ্যে মধ্যে ভারতীয় ও চীনাদের উপর আক্রমণ চলিতেছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য কিছু আছে কিনা সন্দেহ।

জমিদার অভিযুক্ত

ছাপরার প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াকিল এ, খানের এজলাসে মসরকের বিশিষ্ট জমিদার বাবু কিরনিপ্রসাদ সিংহ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪২, ২৮০, ৪৫৪, ৩৮০ এবং ১০০ ধারানুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রকাশ, মসম্মত রামকেলিয়া এই মর্ম্মে অভিযোগ আনিয়াছেন যে, আসামী তাহার (ফরিয়াদীর) গৃহে প্রবেশ করিয়া মসম্মত গঙ্গালিয়াকে জোরপূর্ব্বক অন্যত্র নিয়া আটক রাখে এবং তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া তাহার অলঙ্কারাদি ছিনাইয়া নেয়।

স্থানীয় পুলিশ জোর তদন্ত করিয়া আসামীর বিরুদ্ধে উপরোক্ত ধারানুযায়ী চার্জ্জ আনয়ন করে।

অর্ডিন্যান্স জারীর অধিকারে বাধা

সিমলা হইতে প্রকাশ যে সেপ্টেম্বর মাসে ব্যবস্থা পরিষদের যে অধিবেশন বসিবে, তাহাতে আলোচনার জন্য মিঃ সি, এস, রঙ্গআয়ার নিম্নলিখিত প্রস্তাবটির নোটিশ দিয়াছেন।

"এই সভা সপরিষদ গবর্ণর জেনারেলকে সুপারিশ করিতেছে যে, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সম্মতিসহ নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি ভারত সম্রাটকে জানান হউক।"

"এই সভার মতে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেলের অধিকার কানাডার গবর্ণর জেনারেলের অধিকারের সমতুল্য না হওয়া পর্য্যন্ত কোন প্রকার শাসনতন্ত্রই ভারতবাসীর গ্রহণীয় হইবে না। সুতরাং আইনের তালিকায়, গবর্ণর জেনারেলের অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তন কিম্বা অন্যান্য যে সকল অতিরিক্ত ক্ষমতার উল্লেখ আছে, তাহা আর থাকিবে না এবং শাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইন সভা সমূহের হাতেই বর্ত্তমান থাকিবে।

মাদুরায় অগ্নিকাণ্ড ২৫০০০৲ ক্ষতি

৩১শে জুলাই রাত্রিকালে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে একটী বৃহৎ কফি হোটেল ও দুইখানি কাপড়ের দোকান সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ২৫০০০৲ টাকা বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

নীলাম ইস্তাহার

নীলামের দিন ৮ই আগষ্ট ১৯৩১

প্রথম মুন্সেফ আদালত

১৮২০ খাং জারী ৩১ দাবী ১৫৭২ৡ৶০

ডিঃ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ পাল দিং সাং কৃষ্ণপুর

দেঃ শ্রীপ্রমথভূষণ পালচৌধুরী দিং মোং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

জেলা নদীয়া কালেক্টরীর ৪২ নং তৌজিভুক্ত মহাল ডিহি বেতাইর সামীল মৌজে বেতাই দীঃ বাবত শালিয়ানা ১৩০০৲ তেরশ টাকা পত্তনী জমায় মৃত নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নামে ডিক্রীদারগণের সেরেস্তায় প্রচলিত আছে। উক্ত বাকীপড়া পত্তনী জমা যোল আনা মূল্য আন্দাজ ৫০০০৲ টাকা।

থানা তেহট্ট এলাকা মৌজে বেতাই-জিতপুর খং নং ৫৫৭, মৌজে চন্দ্রনারায়ণপুর খং নং ৬৪, মৌজে ভাটপাড়া খং নং ২২২, মৌজে ছিটকা খং নং ১১, মৌজে বাগাডোব খং নং ১৬৭, মৌজে মোবারকপুর খং নং ২৯৯, মৌজে ইমানগঞ্জ খং নং ২, মৌজে বেতাই খং নং ৯৫৯ ও থানা মেহেরপুরের সামিল মৌজে ইদাখালি খং নং ৮৩ ও থানা করিমপুরের সামিল মৌজে মোক্তারপুর খং নং ৪২, মৌজে জয়নাবাদ খং নং ১০।

"শ্রীপ্রকাশ"
টেলি: নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১
প্রতি কলম ৮
অর্দ্ধ কলম ৪৷০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাধারণের জন্য হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২২শে শ্রাবণ শুক্রবার, ১৩৩৮, ৭ই আগষ্ট ১৯৩১

নদীয়া জেলা মহিলা সম্মেলন

৬ জন বাঙ্গালী যুবকের কারাদণ্ড

হিন্দু মহিলার আত্মহত্যা

ত্রিশ কোটী মার্কের প্রফারেন্স সেয়ার

বোরষ্টাল জেলে দাঙ্গা

বন্দুক গ্রহণের চেষ্টার মামলা

পুরুলিয়ায় ১৪৪ ধারা

শ্রীযুত সত্য মূর্ত্তির উক্তি

আকস্মিক মৃত্যু

বরিশালে থানাতল্লাস

নানা কথা

নদীয়া জেলা মহিলা সম্মেলন

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ যে গত ১লা আগষ্ট স্থানীয় টাউন হলে শ্রীযুক্তা অশোকলতা দেবীর সভানেত্রীত্বে নদীয়া জেলা মহিলা সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। ১০০ প্রতিনিধি সহ জিলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ৩০০ মহিলা সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

বালিকাদের দ্বারা 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটি গীত হইলে সম্মিলনের কাজ আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী নিস্তারিণী ঘোষ অত্যন্ত শক্তিপূর্ণ এক অভিভাষণ প্রদান করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা বিভা দেবী জিলা ও জিলার বিশিষ্টা মহিলা কর্ম্মীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত তার ও পত্রগুলি পাঠ করেন। সভানেত্রী বরণের পর শ্রীযুক্তা অশোকলতা দেবী তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন পরদিন ৩টা পর্য্যন্ত সম্মিলন মুলতুবী রাখা হয়।

২রা আগষ্ট তারিখে প্রায় ৪ ঘণ্টা ধরিয়া বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে আলোচনা চলিয়াছিল। ৪টার সময় সম্মিলনের অধিবেশন হইলে, কলকারখানার শ্রমিক রমণীদের দুর্দ্দশার প্রতীকার, শিশু ও মাতৃমঙ্গলের ব্যবস্থা করিবে বলিয়া কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হিন্দু মহিলার আত্মহত্যা

শ্যামপুকুর থানার এলাকাধীন নন্দ ঘোষের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্তা অমিয়বালা বিশ্বাস নামক ৩২ বৎসর বয়স্কা জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পত্নী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি প্রায় ৯টি সন্তানের জননী ছিলেন। তাঁহার আত্মহত্যার কারণ জানিতে পারা যায় নাই।

পুরুলিয়ায় ১৪৪ ধারা

পুরুলিয়ার সদর মহকুমা হাকিম ১৪৪ ধারা জারি করিয়া পুরুলিয়ার শ্রীযুত বীর রাঘব আচারি ও শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ দত্তকে উত্তেজনামূলক বক্তৃতা করিতে ও ঝালদা থানার এলাকাধীন কোন স্থানে সাধারণের শান্তি ভঙ্গ হইতে পারে এইরূপ কোন কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহাদের উপর আর একটি নোটিশ জারি করিয়া তাঁহাদিগকে বাগমুণ্ডী থানার অধীন ঐরূপ বক্তৃতা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে এবং এই আদেশ যেন বলবৎ হইবে না। আগামী ১২ই আগষ্টের মধ্যে তাহার কারণ দেখাইতে বলা হইয়াছে।

বোরষ্টাল জেলে দাঙ্গা

গত ২রা আগষ্ট রাত্রিতে স্থানীয় বোরষ্টাল জেলে এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল, সামান্য একটা বিষয় লইয়া তিন জন শিখ ও একজন মুসলমান কয়েদীর মধ্যে বিবাদ বাধে, এবং শেষ পর্য্যন্ত উহা হাতাহাতিতে পরিণত হয় ফলে মুসলমানটী আহত হয়। পাহারায় নিযুক্ত প্রহরীরা বিপদ জ্ঞাপন করিলে কর্ম্মচারীরা সময় মত উপস্থিত হওয়ায় ঘটনা আরও গুরুতর হইতে পারে নাই।

ত্রিশ কোটি মার্কের প্রেফারেন্স সেয়ার

বার্লিন হইতে প্রকাশ যে সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ জার্ম্মান সরকার শতকরা সাতটাকা সুদের ত্রিশকোটি মার্ক প্রেফারেন্স সেয়ার গ্রহণ করিতেছেন। এই পরিমাণ প্রেফারেন্স সেয়ার গ্রহণের ফলে জার্ম্মানীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্ক সমূহের উপর সরকারের বিশেষ আধিপত্য হইবে। ঐ পরিমাণ অর্থ অনতিবিলম্বে ব্যাঙ্কে প্রদত্ত হইবে।

রাজবন্দী স্থানান্তরিত

সাগরপাড়ার শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় আইনানুসারে এখানে আটক ছিলেন। গত ৩রা আগষ্ট তিনি অপর ৭ জন রাজবন্দীর সহিত হিজলী জেলে প্রেরিত হইয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীস ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হাওড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কটক

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠির কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ. শ্রীসর্ব্বেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়াদ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট. পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধব দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধ্বানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নারকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—গোকুলনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরাধেদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবকপ্রধান শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীঅকৃষ্ণ ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল. এম. এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবক্রেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম. এ. বি. এল. সহকারী—শ্রীউদ্ধারণ ভক্তিশাস্ত্রী. শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

আল্লাপুর. প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমাধবেন্দ্রমঠ

মাউগাছি, জামগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদ্গৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমণ্ডিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭' শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন. ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী. শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নন্দগোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

কুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ড. মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরাসতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রদ্যুম্নজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া. পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীনাথ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরক্ষক, শ্রীভুবনেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণরজ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি রঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) মদনগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ ৯ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ২২শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৭ আগষ্ট ইং ১৯৩১ শুক্রবার ১৩৩তম সংখ্যা

সাময়িকী

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে অধ্যাপক শ্রীযুত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গত ৩রা আগষ্ট তারিখের তারে জানাইতেছেন,—

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে বার্ষিক মহোৎসব গতকল্য সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে, বহুসংখ্যক ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা মনোরমদর্শন শ্রীগৌরবিনোদরমণজীউর দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভুর সেবা সৌষ্ঠবে শ্রীবিগ্রহ অতি রমণীয়ভাবে সজ্জিত হইয়াছিলেন।

সমাগত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের একটী চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা অতীব মনোযোগসহকারে শ্রবণ করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু মহোৎসবের উদ্দেশ্য-বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বোধায়ন মহারাজ এবং শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় সকলেই এক একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি এবং অন্তে সুললিত সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। তিনঘণ্টা কাল সমবেত জনমণ্ডলী নীরবে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সকলেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্নপ্রভু এবং অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু অদ্য অপরাহ্ণে পুরী যাত্রা করিতেছেন এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ অরণ্য মহারাজ ও বোধায়ন মহারাজ অদ্য রাত্রে প্রচারে বহির্গত হইতেছেন।

গত ৩০শে জুলাই পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় শ্রীধাম মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট পরিদর্শন পূর্ব্বক যে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

Being requested by the revered Hd. master Swami Bhakti Pradip Tirtha Maharaj I visited the Thakur Bhakti Vinode Institute today with a friend of mine. We had the good fortune to listen to the instructive discourse of the respected Hd. master Mahashaya explaining the aim and objects of the school. This is an Institution quite unique in its kinds. Its object is to impart the boys modern education with a religious back ground.

It aims to give the boys an idea of the Spiritual Self and mould their character like a true Brahmachari. Education is going to be imperted irrespe tive to all Hindu and Mahammedans. This school is really a boon to the society in its present condition. The boys are fortunate that they have got a Hd. Master like Tirtha Maharaj.

I pray to God that He will give prosperity to this institution.

30. 7. 31. { Harikumar Gupta
Dy. Supdt. of Police
C. I. D. Bengal.

অনুবাদ—পূজ্যপাদ স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের অনুরোধে আমার একজন বন্ধুসহ আমি অদ্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট পরিদর্শন করিলাম। এই বিদ্যালয়ের যে কি উদ্দেশ্য, তাহা মাননীয় হেডমাষ্টার মহাশয়ের উপদেশপূর্ণ ভাষায় শ্রবণ করিবার পরম সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। এবম্প্রকারের বিদ্যালয় পূর্ব্বে কোথাও স্থাপিত হয় নাই। বালকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষার সহিত আধুনিক শিক্ষা-প্রদানই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।

বালকগণের যথার্থ ব্রহ্মচারীর ন্যায় চরিত্র গঠন করা ও মানসিক উন্নতিবিষয়ক শিক্ষা দেওয়াও অপর একটী উদ্দেশ্য। এ বিদ্যালয়ে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রবৃন্দকে সমভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্যালয় সমাজের যথেষ্ট উপকার করিতেছেন। পরম সৌভাগ্য বশতঃ বালকগণ তীর্থ মহারাজের ন্যায় হেডমাষ্টার পাইয়াছেন। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধান করেন।

৩০।৭।৩১ { শ্রীহরিকুমার গুপ্ত
ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
অব পুলিস্ সি, আই ডি,
বেঙ্গল

গত ৩০ বামন পূর্ণিমা দিবস প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে বহু লোক সমাগম হইয়াছিল। তথায় শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জীউ শ্রীবিগ্রহ বড়ই মনোরম-দর্শন, সমাগত জনগণ শ্রীবিগ্রহের দর্শন লাভ করিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন।

গত ৩০শে জুলাই বৃহস্পতিবার দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বোধায়ন মহারাজ কটক মেডিক্যাল কলেজে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তনার্থ গমন করিয়াছিলেন। তথায় জনৈক এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন "পরমেশ্বর কে এবং কাহার ভজন করা উচিত ?" এইরূপ প্রশ্ন করিলে শ্রীপাদ বোধায়ন স্বামীজী প্রায় এক ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার প্রশ্নের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ উত্তর প্রদান করেন।

গত শনিবার ১ আগষ্ট ১৬ই শ্রাবণ তারিখে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের' ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতিস্থানে 'অদৃষ্ট ও পুরুষকার' বিষয়ে একটী নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন। এই দুইটী বিষয় লইয়া যাঁহারা দ্বন্দরত, আশা করি এই অভিভাষণ পাঠ করিলে তাঁহারা লাভবান্ হইতে পারিবেন। আমরা বারান্তরে উহা শ্রীপত্রে প্রকাশিত করিব।

আগামী শনিবার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের বাদানুবাদ- ভায় বিদ্যা ও ধন সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

ভক্তিবৃদ্ধি হয় না কেন ?

"সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার-নাশন
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম ॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন ।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন ॥"

অর্থাৎ সংকীর্ত্তনপ্রভাবে নামাশ্রয়কারীর অহংমমবুদ্ধিরূপ সংসারের বিনাশ হয়, স্বরূপভ্রম, অসৎতৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ প্রভৃতি অনর্থচতুষ্টয়ের নিবৃত্তি হইয়া চিত্তদর্পণটী নির্ম্মল হয়; এইরূপে ক্রমে ক্রমে রুচি, আসক্তি, ভাব এবং সর্ব্বশেষে কৃষ্ণপ্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ হয়। তখন তিনি কৃষ্ণসেবামৃত সমুদ্রে নিমজ্জিত হন।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, শ্রীনামাশ্রয় করিয়াছি, শ্রীনামকীর্ত্তন করিতেছি বলিয়া অভিমানও করিয়া থাকি, কিন্তু কই, আমার হৃদয়ের মধ্যে পাপসংসারের ত বিনাশ হয় নাই। যদিও আমি ত্যাগীর বেষ গ্রহণ করিয়াছি—সাধারণ লোকের নিকট বিশেষ সম্মানের পাত্র হইয়াছি, তথাপি যদি একবার নিরপেক্ষ হইয়া চিত্তবৃত্তিগুলি বিচার করি, তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারিব যে, আমার হৃদয়ের মধ্যে সংসারের স্রোত পূর্ণমাত্রায় প্রবাহিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যবাণী আমার কানাকড়ি-ছিদ্র-সম কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই, তাই আমার হরিকীর্ত্তন না হইয়া নামাপরাধ, বিষয়কীর্ত্তন বা ছুঁচোর কীর্ত্তন হইয়া পড়িয়াছে—আমার আচারবিহীন প্রচার হইতেছে—আমার প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত কথাগুলি গ্রামোফোনের মত প্রাণহীন, তাই তাহার দ্বারা আত্মমঙ্গল হইতেছে না বা পরউপকার করিতে পারিতেছি না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" এই বাণীটী কি আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে? এই শ্লোকটী কি আমার কণ্ঠহার হইয়াছে? আমার আচারে, প্রচারে, আমার প্রতি কথায়, প্রত্যেক কার্য্যে, কি শয়নে, কি ভোজনে, কি জাগরণে অহর্নিশ এই শ্লোকটী কি আমার অন্তরে ও বাহিরে স্ফুর্ত্তি পাইতেছে? যদি সত্য কথা বলিবার আমার সাহস থাকে, তবে আমি বলিতে বাধ্য হইব যে, ঐ বাণীটী শত শত বার শ্রবণের ভাণ করিয়াও উহা আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই, তাই আমার আচরণে তৃণাদপি সুনীচতার পরিবর্তে দাম্ভিকতা দেখা যাইতেছে, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু না হইয়া অতিশয় অসহিষ্ণু হইয়া পড়ি, আমার কোন গুণ না থাকিলেও প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ নৃত্য করিতেছে বলিয়া অমানী হইতে পারি নাই এবং সর্ব্বজীবে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়ারূপ মানদ-ধর্ম্মও আমার দেখা যায় না।

আমার মত বঞ্চিত ও বঞ্চকের মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি মানস তোহার ।
পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার ॥
তৃণাধিক হীন দীন অকিঞ্চন ছার ।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি অহঙ্কার ॥
বৃক্ষসম ক্ষমা-গুণ করবি সাধন ।
প্রতিহিংসা ত্যজি অন্যে করবি পালন ॥
জীবন-নির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে ।
পরউপকারে নিজ সুখ পাসরিবে ॥
হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয় ।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি কর অমানী হৃদয় ।
কৃষ্ণঅধিষ্ঠান সর্ব্বজীবে জানি সদা ।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা ॥
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন ।
চারিগুণে গুণী হই করহ কীর্ত্তন ॥

হরিকথায় রুচি উদয়ের উপায়

হরিকথায় শ্রদ্ধাবানের রুচি কি প্রকারে উদিত হয়, তৎস্বরূপণে শ্রবণকারী বা রুচির গ্রাহকের পক্ষে দুইটী সেবা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ভগবদ্ভক্তের হৃদয়—পুণ্যতীর্থ এবং ভগবদ্ভক্তের অধিষ্ঠিত ভূমিও পুণ্যতীর্থনামে কথিত হয়। এই দুই প্রকার তীর্থ হইতে উদ্দীপনযোগে হরিকথায় রুচি হয়। তীর্থসেবা ব্যতীত রুচ্যুৎপত্তির অপর কারণ মহতের সেবা। কৃষ্ণেতর বিষয়বিরক্ত সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্ন হরিজনগণই মহান্। কৃষ্ণভজনহীন সঙ্কীর্ণহৃদয় ভোগলুব্ধ জনগণ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক। সেই সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তিগণ নিজ নিজ সঙ্কীর্ণতা বুঝিতে পারিয়া যাবতীয় সঙ্কীর্ণবুদ্ধি জনগণকে সমন্বয় করিতে গিয়া মহত্ত্বের চিত্র অঙ্কন করেন, কিন্তু তাহাতে হরিসেবা না থাকায় তাহা কৃষ্ণেতর বিষয়সেবামাত্র হইয়া যায়। এই উদারব্রুব কুসাম্প্রদায়িকগণ ক্ষুদ্রের সেবা করিতে করিতে মহৎ হরিজনকেও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনে করেন। যেকালে তিনি অসতের সহিত সমন্বয়ভাব পরিত্যাগ করিয়া মহৎ সজ্জনের সঙ্গ করেন, তৎকালে তাঁহার অসৎ কুরুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া হরিকথায় রুচি হয়। শ্রীমান্ ভগবানের সেবানিরত হইলেই বদ্ধজীবের ইতর বিষয়ে রুচিগত সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত হয়। মহতের সেবায় জীবের যথেচ্ছাচারজাত তর্কপথ নিরস্ত হয়। তিনি তখন হরিকথাশ্রুতির পথ গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির আশ্রয় করেন। কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি হরি ও মায়ার সহিত সমন্বয়পন্থা ত্যাগ করি কেবল হরিসেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

ধাম প্রসঙ্গ

শ্রীধাম কিছু মেটে বস্তু নহে, যে গায়ের জোরে তাহাকে নিজ আয়ত্তাধীন করিয়া ফেলিব। মহাজনগণ বলেন,—

মাথুরমণ্ডলে ষোলক্রোশ বৃন্দাবন ।
গৌড়ে নবদ্বীপ তথা দেখুক নয়ন ॥
একের প্রকাশ দুই অনাদি চিন্ময় ।
প্রভুর বিলাসভেদে শুদ্ধ ধামদ্বয়॥
প্রভুর অচিন্ত্যশক্তি অনাদি চিন্ময়ে ।
জীব নিস্তারিতে আনে প্রপঞ্চনিলয়ে ॥
সেই কৃষ্ণকৃপাবলে জড়বদ্ধজন ।
বৃন্দাবন নবদ্বীপ করুক দর্শন ॥
যোগ্যতা লভিয়া সব জীবেন্দ্রিয়গণ ।
চিন্ময় বিশেষ সুধা করে আস্বাদন ॥
অযোগ্য ইন্দ্রিয় তাহা আস্বাদিতে নারে ।
ক্ষুদ্র জড়বলি তারে নিন্দে বারে বারে ॥
কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তকৃপা যোগ্যতা কারণ ।
জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে যেই জন ॥
জ্ঞানকর্ম্মযোগে সেই যোগ্যতা না হয় ।
শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয় ।
জড়জ্ঞান জীবেন্দ্রিয়েছাড়ে যেই ক্ষণ ।
জীবচক্ষু করে ধামশোভা দরশন ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান দর্শন করিবার দুইপ্রকার বুদ্ধি আছে। মেকীবুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মেকী চক্ষুর সাহায্যে মেকী স্থানকেই মায়াপুর বলেন। মেকী মায়াপুরকে আসল বলিয়া চালাইতে গিয়া প্রাচীন মায়াপুর নাম দেন। তদ্দ্বারা উঁহাদের কপটতা ধরা পড়িয়া যায়।

মিছাভক্তের কথায় মিছাভক্তগণই আসল বস্তু ছাড়িয়া মেকীর আদর করেন। তাহারা উহার আদর করিলেই যে মেকীটা আসল হইয়া যাইবে, তাহা কখনই হইতে পারে না।

শুদ্ধভক্তের চিন্ময় চক্ষেই শ্রীগৌরজন্মস্থান প্রতীত হইয়া থাকেন। উঁহা কখনই কপট, মিছাভক্ত, স্ত্রীসঙ্গী, মৎসরপ্রকৃতির দৃশ্য বস্তু নহেন।

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।"

শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া তাহা প্রাকৃত স্থান নহে, কিন্তু অপ্রাকৃত ধাম। সুতরাং প্রাকৃত বস্তুর গোচরীভূত হইতে পারে না। প্রাকৃত ব্যক্তির প্রাকৃত বুদ্ধিবলে অপ্রাকৃত ধাম আবিষ্কৃত হইতে পারে না। বিষয়ী, স্ত্রীসঙ্গী, অন্যাভিলাষী, কপট, মিছাভক্ত, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশায়ুক্ত ভোগী মানবের দর্শন ত দূরের কথা, অপ্রাকৃত ধাম তাহাদের চিন্তার ও বহুদূরে। নিষ্কপট গৌরসেবাপরায়ণ হইতে পারিলে—গৌরমনোভীষ্টপ্রচারৈকরত হইতে পারিলে গৌরসুন্দরের কৃপায় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠের অপ্রাকৃত আলোক দর্শন লাভ ঘটে।

যৎকিঞ্চিৎ

(ব্যক্তিগত)

যাহারা ভাড়াটিয়া পাঠক বা প্রচারক, তাহাদের উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জ্জন করা। সুতরাং যে বৃত্তিতে অধিক অর্থ লভ্য হয়, তাদৃশ বৃত্তিই তাহাদের অবলম্বনীয় হইয়া থাকে।

যাহারা প্রকৃত ভাগবতকীর্ত্তনকারী, তাহাদের উদ্দেশ্য ভগবান ও ভাগবতের প্রীতি উৎপাদন করা; কিন্তু অর্থকামীর অভিলাষ অন্যরূপ, তাঁহারা ভগবান্ বা ভাগবতের সেবার জন্য ভাগবত কীর্ত্তন করেন না। যদি ভাগবত কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে অধিক অর্থাগম হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ভাগবত-ব্যাখ্যা বা প্রচার পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠা বোধ করেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে ১৭শ অধ্যায়ের ৩৮শ শ্লোকে কলি স্থানের বর্ণন আছে। যথা,—

"অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥"

রাজা পরীক্ষিৎ কলির প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বাসোপযোগী যে যে স্থানে দ্যূত অর্থাৎ অবৈধ ক্রীড়া, পান অর্থাৎ মদ্যপান, ধূম পান, চা পান, তাম্বূল সেবন, নস্য, গাঁজা, অহিফেনাদি সেবা, স্ত্রী অর্থাৎ অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ অথবা অত্যন্ত স্ত্রী আসক্তি এবং সূনা অর্থাৎ যথায় জীবহিংসা অবস্থিত,—এই চতুর্ব্বিধ অধর্ম্মস্থান কলিকে প্রদান করিলেন। সুতরাং সুধী ভাগবদ্ভক্তগণ উহা কলির স্থান বুঝিয়া ঐ সকল স্থান হইতে অপরকে সতর্ক করিয়া থাকেন। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বয়ং ভাগবতবক্তা হইয়া ভাগবতের এই বাণী যথাযথ পালন না করেন, স্বয়ং আচরণ করিতে বা অন্যকে আচরণ করাইতে না পারেন, তিনি কখনই 'ভাগবতবক্তা' হইতে পারেন না। ভাগবত-বাণী পালন না করিয়া ভাগবত-স্পর্শ—অপরাধজনক।

সাত্বতপুরাণের অন্যতম পদ্মপুরাণ বলেন—

কলৌ ভাগবতীবার্ত্তা গেহে গেহে জনে জনে।
কারিতা ধনলোভেন কথাসারস্ততো গতঃ॥

কলিকালে গৃহে গৃহে জনে জনে ভাগবতবক্তা হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তাদৃশ ভাগবতকথা শ্রবণের কোনও মূল্য নাই। কারণ তাহা কথা মাত্রে পর্য্যবসিত, সাধারণ কথা, গ্রাম্য কথা, নাটক, নভেল উপন্যাসাদির কথায় সমান হইয়া যায় মাত্র। নাটক নভেলাদির অসৎকথা শ্রবণে বা পাঠে যেমন কোন লাভ হয় না, পরন্তু বিপরীত ফল আনয়ন করে, ইহাও তদ্রূপ।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী, বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২।৵০; দশম স্কন্ধ ১২্; সমগ্র ৯০্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, ভাব, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত সুন্দর অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ৯০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫্ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫্ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২্।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী আকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী নামধেয়া ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বিবিধবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজসংস্করণের ভিক্ষা ২্ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাম্যানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বেদান্তবিদ্যা-রত্নাকর কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভবসিদ্ধান্তাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীনন্দাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীনদ স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌরধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজনপথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌবিকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১্ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২্ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২্ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২্ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধামমাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থযাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২্ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১্ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-পাঠের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় ক্লিষ্ট স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলি অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটীভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।/১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত; ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত; নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাম্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতামৃত প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্বজ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ ও ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালাজ্যের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুণ-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে নানা বিষয়ের বিভব-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিকবারে
প্রতি ইঞ্চি ...
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ,৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩৪ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩৮, ৮ই আগষ্ট ১৯৩১

দেবীদাসকে গুলীর চেষ্টা

গান্ধীজীর বোম্বাই প্রত্যাবর্ত্তন

ঢাকা ডাকাতির জের

আমেদাবাদে প্রধান সেনাপতি

শিখদিগের প্রতিবাদ

গান্ধীজীকে পরামর্শ দিবার জন্য প্রতিনিধি

চীৎপুরে ভীষণ দাঙ্গা

২ দিনের রোগে মহারাজের মৃত্যু

পাটনা বোমার জের

প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

নানা কথা

গান্ধীজীর বোম্বাই প্রত্যাবর্ত্তন

মহাত্মা গান্ধী পুণা হইতে বোম্বাই ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি দাদর ষ্টেশনে অবতরণ করিলে সর্দ্দার বল্লভভাই পাটেল ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতা কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। তিনি মোটরে গমন করিয়া ৭টার সময় মণি ভবনে পৌঁছেন।

সরকারের সহিত কথাবার্ত্তার ফল

বোম্বাই হইতে সংবাদে প্রকাশ যে, গান্ধীজী দাদরে আসিয়া পঁহুছিলে তিনি পুণায় বোম্বাই গবর্ণরের সহিত সাক্ষাতে আশ্বস্ত হইয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করায় প্রত্যুত্তরে বলেন যে, তিনি আশ্বস্তও নহেন, অনাশ্বস্তও নহেন এবং এ বিষয়ে বেশী কিছু বলিতে পারেন—তা' তাঁহারা যাহা সুবিধাজনক ও উপযুক্ত বিবেচনা করেন।

গান্ধীজীর ১৫ই আগষ্ট লণ্ডন যাত্রা নিশ্চিত কি না, তিনি বলিতে পারেন না।

দেবীদাসকে গুলীর চেষ্টা

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত দেবীদাস গান্ধী, খাঁ বাহাদুর গফুর খাঁ প্রমুখ কয়েকজন যে মোটরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, উহাতে গুলীবর্ষণের চেষ্টা সম্পর্কে সীমান্ত গান্ধী গফুর খাঁ বলিয়াছেন "এই গুলীবর্ষণের চেষ্টা পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল এবং উহা ভাড়াটিয়া লোকের কাজ। বন্ধ থাকায় এবং চালক পূর্ণবেগে উহা চালাইয়া দেওয়ায়, আক্রমণকারীরা গুলী বর্ষণে কৃতকার্য্য হয় নাই মনে হয়, পাঠানরা যে বর্ব্বর, লুণ্ঠন-প্রিয়, বিশ্বাসের অযোগ্য এবং শক্তিশালী গবর্ণমেণ্ট না থাকিলে তাহারা যে হিন্দুদের তাড়াইয়া দিবে তাহাই ভারতের অবশিষ্ট অংশকে দেখাইয়া দিবার জন্য এই চক্রান্ত হইয়াছিল।"

তিনি আরও বলেন,—"আমি যে কয়জন রাজনৈতিক বন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, তাঁহারা খারাপ খাদ্য এবং দুর্ব্ব্যবহারের অভিযোগ করিয়াছেন। এই গ্রীষ্মের দিনেও তাঁহাদের পায়ে গুরুভার বেড়ী সমেত যাতা কলে কাজ করিতে হয়।"

ঢাকা ডাকাতির জের

মিউনিসিপ্যাল ফটকের সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, এখনও কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

ঢাকায় এরূপ ঘটনা এবার লইয়া এই ৫ বার হইল। প্রথম ঢাকা ইণ্টার-কলেজের ঘটনা, দ্বিতীয় ডাওয়াল কর্ম্ম-চারীকে গুলী, তৃতীয় ফরিদাবাদ পোষ্ট অফিসের ব্যাপার, চতুর্থ ঢাকার জেনারেল পোষ্ট অফিসের নিকট লুণ্ঠন-চেষ্টা সকল ঘটনাতেই হৃত ব্যক্তিদিগকে প্রমাণা-ভাবে অব্যাহতি দিতে হইয়াছে।

মোটরের সহিত ট্রেণ সংঘর্ষ

পাইডমণ্ট টারটোনের নিকট কাষ্টি-নোভোর লেভেল ক্রসিং এ রেলওয়ে ট্রেণের সহিত একখানি মোটর গাড়ীর সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। গাড়ী খানিতে ৮জন রমণী ছিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ নিহত হইয়াছেন, মোটর চালকও সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে।

শিখদিগের প্রতিবাদ

লাহোর হইতে প্রকাশ যে জাতীয়তা-বাদী শিখদিগকে গোল টেবিল বৈঠকে স্থান দেওয়া হয় নাই বলিয়া শিরোমণি আকালী দলের ওয়ার্কিং কমিটী এক প্রতিবাদমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

শিখলীগের সেক্রেটারী গিয়ানী কর্ত্তার সিং এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি বাহির করিয়াছেন।

আমেদাবাদে প্রধান সেনাপতি

৫ই আগষ্ট সন্ধ্যায় প্রধান সেনাপতি স্পেশ্যাল ট্রেণযোগে বরোদা হইতে আমেদাবাদে আগমন করেন। তিনি সাহিবাগে ২ ঘণ্টা অবস্থান করিয়া পুনরায় বরোদায় ফিরিয়া গিয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কটক	৯। শ্রীভক্তিরক্ষণ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা।
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	মাদ্রাজ	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	হাওড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কটক

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীনন্দেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্রাণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবতারণ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নাট্যকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—গোকুলবাধাবর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীবামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবকপ্রবর শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, জামগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীসর্ব্বানন্দজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীনবকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৯নং অগস্ত্যকুণ্ডপুরা, কাশী।

রক্ষক ব্রহ্মচারী শ্রীভূতভাবনজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীনাথ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীভূতশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়াড়পাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীশ্যামসুন্দর

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি গুণ ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাসুদেবগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ | ১০ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৩শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ৮ আগষ্ট ইং ১৯৩১ শনিবার | ১৭৩তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কলিকাতার পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সরলহৃদয় সদাশয় ব্যক্তি। তিনি বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি প্রায়ই সন্ধ্যার পর শ্রীভাগবতপ্রেসে আসিয়া প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীপাদ কুঞ্জকান্তি ভক্তিভূষণ ও শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর নিকট

অধিকাংশ সময় কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া এবং বিষয়-সেবায় অতিবাহিত করিয়াও বৃদ্ধ বয়সে বৈষ্ণবের কৃপায় অনিত্য মনুষ্য-জীবনের সুদুর্লভত্ব ও অর্থদত্ব উপলব্ধি করিয়া শ্রীযুত বসু মহাশয় যে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর প্রতি সশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ।

অনেকে হয়ত প্রশ্ন করিবেন,—বৃদ্ধ বয়স ত ধর্ম্মালোচনার নিমিত্তই, সুতরাং বসু মহাশয় বিশেষ একটা কি করিলেন, যাহার নিমিত্ত তিনি প্রশংসার্হ? ইহার প্রথম উত্তর এই যে, যখনই মানবের চিত্ত আত্মধর্ম্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাঁহার প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য-নাম-ধারণের সার্থকতা এবং তখন হইতে প্রকৃত মঙ্গলজনক কার্য্যে নিযুক্ত হন বলিয়াই প্রশংসার্হ। যাহারা মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া আত্মধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত নহে, শাস্ত্রে তাহাদিগকে মনুষ্য-চর্ম্মাবৃত শ্বাপদ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা আত্মঘাতী।

উপরিউক্ত প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর এই যে, জীবনের অধিকাংশ সময় ভোগবিলাসে প্রমত্ত থাকিয়া বৃদ্ধকালে ইন্দ্রিয় শিথিল হইলেও ভোগপ্রবৃত্তির প্রশমন বা ভোগ-পিপাসু মনের গতি পরিবর্ত্তিত হয় না। পক্ষান্তরে যযাতিরাজোক্ত—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" শ্লোক আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে, ঐ অবস্থায় বরং মনের ভোগপিপাসা প্রবল হইতে প্রবলতর হয়। সুতরাং এহেন বার্দ্ধক্যে ভগবদনুশীলনের প্রবৃত্তি—সৌভাগ্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের সহিত শ্রীভাগবত প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষের প্রথম আলাপের সময় শ্রীমদ্ভাগবতের "লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং" শ্লোক-টীর শ্রীগুরুমুখশ্রুত সারমর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। তাহাতে মনুষ্যজীবনের সুদুর্লভত্ব, অনিত্যত্ব এবং বর্ত্তমান মনুষ্যজন্ম-লব্ধ জনের পক্ষে উহার মূলতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়সমূহ সুষ্ঠুরূপে বর্ণনানন্তর একমাত্র ভগবদ্ভজনদ্বারাই যে মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা বর্ণিত হয়।

অপর একদিন—কলিযুগে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনপথ, তদ্বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ বদ্ধজীবের নিকট একই বস্তু বলিয়া প্রতীত হইলেও ঐগুলি যে এক জিনিষ নহে এবং তাহাদের ভিতর আকাশ-পাতাল প্রভেদ বর্ত্তমান, তাহাও উদাহরণসহ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

আর একদিন করুণাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকের প্রথম দুই শ্লোকা-বলম্বনে শ্রীনাম প্রভুর অপার করুণার বিষয় 'তৃণাদপি' শ্লোক ব্যাখ্যাদ্বারা নাম ভজনের প্রণালী বর্ণিত হয়। 'তৃণাদপি' শ্লোক সুষ্ঠুরূপে পালন না করিলে যে কেহ শ্রীনাম প্রভুর শ্রীচরণ-সমীপে উপস্থিত হইতে পারে না, তাহা বর্ণনানন্তর উক্ত শ্লোকের নিষ্কপট সেবা এবং প্রতিষ্ঠার আশায় কপটতার সহিত তৃণাদপি সুনীচ তার ভানের মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা মঠাধ্যক্ষ মহাশয় বর্ণন করেন।

মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম প্রভু তৎ-প্রসঙ্গে বলেন, শ্রীধামে বাস করিবার অভি-নয় করিয়া শ্রীনামসেবার পরিবর্ত্তে ব্যব-সায়াদি দ্বারা উদরপূর্ত্তির চেষ্টা যে প্রকার ধামাপরাধ সৃষ্টি করে, তদ্রূপ কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের 'তৃণা-দপি সুনীচেন' শ্লোকের সুষ্ঠু আচরণ না করিয়া প্রতিষ্ঠা বারবনিতার আলিঙ্গন লাভার্থ 'আকু-পাকু' ভাব প্রদর্শন—ভীষণ-তম নামাপরাধের সৃষ্টিকর্ত্তা।

'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের সারার্থ অপ্রাকৃত রসিক কবি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অমৃত ভাণ্ডার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (অন্ত্য ২০শ অঃ)—

"উত্তম হঞা আপনারে মানে তৃণাধম"

পয়ারে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভজনোন্নতিলাভে উত্তম হইয়াও আমার কিছুমাত্র ভজন হইল না, আমি শ্রীকৃষ্ণের কিছুমাত্র সেবা করিতে পারিলাম না, অতএব আমার জীবন বৃথাই অতিবাহিত হইতেছে,—হৃদয়ে এই প্রকার ভজনের অভাবময় বোধই 'তৃণাদপি' শ্লোক ব্যক্ত করিতেছে।

শ্রীহরিনাম করিতে হইলে 'তৃণাদপি' শ্লোক সুষ্ঠুরূপে পালন করিতে হইবে। নতুবা হরিনাম না হইয়া অন্য কিছু হইবে। তাহাতে—

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।

অথচ শ্রীনাম একবার মাত্রও জিহ্বাগ্রে উদিত হইলে প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ সর্ব্বপ্রকার পাপ, পাপ-বীজ অবিদ্যা প্রভৃতি সমূলে ধ্বংস করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে বিশুদ্ধা ভক্তির উদয় করাইয়া থাকেন।

গত ১লা আগষ্ট শনিবারে মান্দ্রাজ গৌড়ীয় মঠে কৃষ্ণস্বামী নামক একটী যুবক আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজদ্বয়ের নিকট বহুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিয়া-ছিলেন।

স্বামিপাদগণের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অভিনব বলিয়া মনে হইয়াছিল। তিনি এরূপ সুদার্শনিক বিচার আর কোথাও শুনেন নাই—এইরূপ ভাব প্রকাশ করত স্বামিপাদগণের বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় শ্রীমঠে আগমনের ইচ্ছা জানাইয়া গিয়াছেন।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

আকর্ষণ

(১)

চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড-সহ অগণিত বিশ্বের রাজরাজেশ্বর শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রীতি সাধনোদ্দেশে আমাদের কোনই আকর্ষণ নাই। তবে আকর্ষণের বস্তু কি? কে সেই মনোহরণ-দেবতা? কাহার বিলাস-লাস্যযুক্ত ললিত নর্ত্তনভঙ্গীতে ও মধু-মনোহর বচনবিন্যাসে মুগ্ধ হইয়া আজ আমরা মৃত্যুহারী অমৃত-ভাগে বঞ্চিত? আজ আমরা অসুর! কে সেই ছিদ্রবেশী প্রচ্ছন্ন শত্রু? একনিষ্ঠ সেবার প্রতিদানে কাহার নিকট হইতে পুষ্পমাল্যের আবরণে কৃষ্ণ-অহিকে প্রাপ্ত হইয়াছি। যাহার বিষ-দংশনের তীব্র বেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া দিবা রজনী অতিবাহিত হইতেছে। এই বিষজ্বালা নিবারণের যোগ্য সুস্নিগ্ধ প্রলেপ কে দিবে? পুনঃ পুনঃ দংশন বিষে জর্জ্জরিত হইয়াও সেই নয়নরঞ্জন কৃষ্ণসর্পের মোহ ছাড়াইতে পারিতেছি না, তাহার মস্তকে উজ্জ্বল 'রক্তমণি'র জ্বালাময়ী শিখা—সেই-দীপ্ত-ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ আমরা। অন্তরাত্মা ক্রন্দন করে, তথাপি মণিলুব্ধ মন ঐ অজগরকেই আলিঙ্গন করিতে ছুটিতেছে! ঐযে চিন্ময় করুণাঘনমূর্ত্তি লোকপাবন সাধুগণ এই প্রপঞ্চাতীত মহাগারের শান্তিনিকেতন হইতে গুরুগম্ভীর উদাত্তস্বরে গাহিতেছেন,—"ওরে ভাগ্যহত বিদ্রোহীদল, বিষ্ণুদাসী-স্বরূপিণী মায়াদেবীকে ভোগদৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছ, যোষিৎসঙ্গীদের ন্যায় তর্কবুদ্ধি বশতঃ ভগবৎপূজানৈবেদ্যের অগ্রভাগ অপহরণ করিয়া নিজেন্দ্রিয় তর্পণ করিয়াছ; জড়া প্রকৃতির তাণ্ডবনৃত্য তোমার মন হরণ করিয়াছে। তোমার আরাধ্যাদেবী—জগজ্জননী মা ঠাকুরাণী; তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান কৃষ্ণের ছায়াশক্তি। তোমার স্বরূপধর্ম্ম—ভগবৎসেবা, তাহাই তোমার স্বভাবের সদ্ব্যবহার। তটস্থ শক্তির অপব্যবহার-দোষে তুমি বিমুক্তজীবের বন্ধনকর্ত্রী মহামায়ার নিকট হইতে কৃষ্ণ-অভক্তিরূপ সংস্কৃতিক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছ। জড়া প্রকৃতির সম্মোহন-মন্ত্র তোমার বিবেকবুদ্ধি বিনাশ করিয়াছে। তোমার আকর্ষণের একমাত্র সুধাস্নিগ্ধ বাস্তব বস্তু—অদ্বয়জ্ঞান শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন হরির অভয় অশোক পাদপদ্ম। এখনও আইস,—সেই দয়ানিধির শ্রীপাদারবিন্দদ্বয়ে লুণ্ঠিত হও।

"তোমারে তারিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
নবদ্বীপে অবতার।
তোমাহেন কত, দীনহীন জনে,
করিলেন ভব পার॥"

অসত্যের পিচ্ছিলপথে পঙ্কলিপ্ত বিদ্রোহী সন্তান,—নিত্য বহির্ম্মুখ পাষণ্ড সন্তানাধম,—তাহার প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের করুণার সীমা নাই; সাধুগুরুরূপে, মানবের বেশে, মানবের ভাষায় সততই কৃপাবর্ষণ করিতেছেন; কিন্তু স্বভাব বিপর্য্যস্ত, আসুরিক ভাবাপন্ন আমাদের শ্রবণে সেই অপ্রাকৃত স্বরলহরী প্রবিষ্ট হয় না। হইবে কেন? জড়শব্দ তরঙ্গে কর্ণপটহ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মায়ার ক্রীড়ামৃগ আমরা—তাই প্রাণঘাতক ব্যাধের, মায়া-বংশীর মরণ-রাগিণীই আমাদের চিত্তাকর্ষক। বিশ্বাত্মা বিভুচেতন শ্রীকৃষ্ণের করধৃত গোলোক-মুরলীর সুধা-মধুর ধ্বনিশ্রবণের যোগ্যতা আমাদের নাই।

চেতন লোকে পরিপূর্ণ চেতন-সম্রাটের অমৃত আহ্বান। স্বাভাবিক চেতনধর্ম্ম আমাদের বিলুপ্ত; স্থূল সূক্ষ্ম ঔপাধিক ভূমিকা ও অসংযম-ভাবের ঘনকৃষ্ণ যবনিকা সেই অণুচেতন নির্ম্মল স্বরূপকে আবৃত করিয়াছে। তাই আজ আমরা অসুর; চণ্ডাসুরঘাতিনী মহিষাসুরমর্দ্দিনী বিষ্ণুমায়া সেইজন্যই আমাদের বক্ষে তাঁহার শূল বিদ্ধ করিয়াছেন। করুণাবারিধি শ্রীহরির মূর্ত্তপ্রকাশ শ্রীগুরুদেব, এই ভয়াবহ যাতনাপ্রদ অবস্থা হইতে মুক্ত করিবার জন্য কতই না যত্ন করিতেছেন; কিন্তু হায়, অসুর আমরা সেই মরণহরণবাণী শুনিলাম না। পতিতপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন ঝারিখণ্ড-বনপথ দিয়া শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, তখন সিংহ, শার্দ্দূল, মত্তকরীযূথ এবং মৃগগণ পর্য্যন্ত তদীয় শ্রীবদন-বিনিঃসৃত কৃপাহ্বানে সচেতন হইয়াছিল। তাঁহারাও পরমানন্দের সহিত 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' উচ্চারণ করিয়া শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের প্রেমাকর্ষণের আরতি করিয়াছিল; নিবিড় বনানীর মুক্ত বিহঙ্গকুল এবং নৃত্যচঞ্চল ময়ূর ময়ূরীগণ পর্য্যন্ত মধুর কাকলীতে গৌরাহ্বানের প্রত্যভিনন্দন করিয়াছিল। শ্রীপ্রভুর প্রেমগদ্‌গদ উচ্চ হরিধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া অরণ্যজাত প্রফুল্ল কুসুমসমূহ বৃক্ষচ্যুতিচ্ছলে সেই লোকাকর্ষণ-বিগ্রহের শ্রীপদে অর্ঘ্যাঞ্জলি নিবেদন করিতেছিল।

অচেতন স্থাবর বস্তুও সেই দুর্লভ নিধির অর্চ্চন করিয়াছিল; যথা-

"ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবারে উন্মত্ত॥"

আর আমরা? আমাদের বজ্রসদৃশ কঠিন হৃদয়; তাই জগৎপতির শ্রীচরণার-বিন্দ পূজনে একবিন্দুও আকর্ষণ নাই। আমরা শ্রবণ করি—মায়ার নৃত্যগীতি, কীর্ত্তন করি—মায়ার গুণাবলী; আমরা স্মরণ করি—মায়িক প্রতিমাগুলি; আর দিবা-নিশি সোৎসাহে জড়ের পাদসম্বাহন করি। সমুদয় শ্রেষ্ঠ দ্রব্যগুলি—যে গুলি একমাত্র শ্রীগোবিন্দেরই পূজাযোগ্য—সেগুলি দিয়া পরমাগ্রহে প্রকৃতির পূজা করি।

শ্রীধাম প্রসঙ্গ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান কোথায়?—এই বিষয় লইয়া অনেকে আন্দোলন করিতে-ছেন। কিন্তু এতদ্বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত হইতে না পারিয়া বিভিন্ন লোকে বিভিন্নরূপ অভি-মত প্রকাশ করিতেছেন।

কেহ কেহ বলেন যে, গৌরজন্মস্থান ভাগীরথীগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের এরূপ বিচারের কোন মূল্য নাই। মনোধর্ম্মবশে ভাগবতবাণীকে উড়াইয়া দিতে গেলে বিদ্বৎসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

শ্রীভগবানের আবির্ভাবভূমি—তাঁহার নিত্যলীলাক্ষেত্র। বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গাদেবী কখনও উক্ত স্থানের অস্তিত্ব লোপ করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ উক্তি আছে যে, শ্রীহরি দ্বারকালীলা অপ্রকট করিলে সমুদ্র তাহার চতুর্দ্দিক জলে প্লাবিত করিয়াছিল; কিন্তু শ্রীহরিধাম স্পর্শ করিতে পারে নাই। অদ্যাপি তাহা অক্ষুণ্ণ-ভাবে বর্ত্তমান। শ্রীগৌরধামও তদ্রূপ।

অনেকে গায়ের জোরে—বক্তৃতার জোরে—বিজ্ঞানের জোরে, যুক্তির জোরে স্বকপোলকল্পিত অপস্বার্থ সাধনের উদ্দেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানকে স্থানান্তরিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু শ্রীধাম মায়াপুর সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রমাণেরই অভাব নাই।

(১) প্রাচীন ইতিহাস, (২) প্রাচীন ভৌগোলিক তথ্য (৩) শাস্ত্র, (৪) প্রত্যাদেশ, (৫) মহাজনবাক্য, (৬) স্থানীয় প্রাচীন-গণের শ্রুত সুপ্রাচীন প্রবাদ, (৭) নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞজনমণ্ডলীর স্বীকারোক্তি, সকলেই একবাক্যে বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীধাম মায়াপুরকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

রাজর্ষি রায়সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ বেদান্তভূষণ মহাশয়ের সঙ্কলিত 'চিত্রে নবদ্বীপ' নামক গ্রন্থখানি (গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত) যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বিভিন্ন মতবাদের অসত্যতা উপ-লব্ধি করিয়া বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীধাম মায়াপুরকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বর্ত্তমানকালে ঐতিহ্যবিদ্‌গণের সম্রাট। তিনিও উক্ত চিত্রে নবদ্বীপ গ্রন্থের পরিচয় মধ্যে শ্রীমায়াপুরের অবস্থিতি এবং মহাপ্রভুর জন্মস্থান সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে ভাগীরথীর পূর্ব্বভাগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়া-পুরের অবস্থিতির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

যেস্থানকে এখন রামচন্দ্রপুর বলা হইতেছে তাহা বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জের অন্তর্গত। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নামানুসারে 'দেওয়ানগঞ্জ' নাম হয়। পরে যখন গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ঐস্থানে রামসীতার মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তখন দেওয়ানগঞ্জের কতকাংশের নাম 'রামচন্দ্রপুর' বলিয়া খ্যাতি লাভ করে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানকে যাঁহারা রাম-চন্দ্রপুরে অপসারিত করিতে চাহেন, তাঁহা-দের ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ, তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে পাঠকবর্গকে অবগত করাইব।

যৎকিঞ্চিৎ

(ব্যক্তিগত)

কবিরাজ শ্রীযুত কিশোরীমোহন গুপ্তের সম্প্রতি কলিকাতায় নিবাস। ইনি মহেশ্বরপাশার জনৈক অধিবাসীর নিকট অনুগ্রহ লাভ করেন। দৌলৎপুর কলেজের অধ্যাপক থাকিয়া পরে ব্যাকরণতীর্থ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং চিকিৎসা-বিত্তার্জ্জনে নিযুক্ত আছেন।

কবিরাজ অধ্যাপক মহাশয় দৈববর্ণাশ্রমের বিষয়ে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তিনি অদৈব-বর্ণাশ্রমের বিচার লইয়াই স্বীয় কর্ত্তব্য ও কালে ব্যস্ত থাকেন। "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" শ্লোকটীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

হরিভক্তিবিলাসেও তাঁহার অধিকার নাই, দেখা যায়। হরিসেবাবিমুখ স্মার্ত্তের বিচারই তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানে অবলম্বন। তজ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দরে তাঁহার প্রীতির অভাব।

কেবল যে শ্রীগৌরসুন্দরেই তাঁহার প্রীতির অভাব, এরূপ নহে; গৌরজনগণের সহিতও তাঁহার মতদ্বৈধতা থাকায় তিনি মহাভাগবতবিরোধী হইয়াছেন। ভারতের 'অনুশাসন' পর্ব্ব বলেন—"শূদ্রোহপ্যাগম-সম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ"—এই কথায় তাঁহার আস্থা নাই। কিন্তু 'অনুশাসন'পর্ব্ব লিখিত অনুলোম সঙ্করদিগকে তিনি পিতৃ-জাতীয়ত্বে বিচার করিতে ব্যস্ত আছেন। কিন্তু কুল্লুকভট্ট বলেন—মাতৃজাতির বিচারে অনুলোমগুলিকে বিচার করিতে হইবে।

নারদপঞ্চরাত্রেও তাঁহার অধিকার নাই, দেখা যায়। "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"—এই শ্লোকের অর্থগ্রহণেও তিনি পশ্চাৎপদ।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৹; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৬০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি ওঁ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৹ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই আশঙ্কা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় দৈববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ময়ত্ব-অচিন্ত্যত্ব-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম ও মনোধর্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা।৵৹ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আত্মাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসম্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম—আশ্রম-ধর্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি শাস্ত্র-মতোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵৹ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥৹।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্‌বিশ্বাসী ও জ্ঞানপন্থের পাঠকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভাবসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত; নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতামৃত একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

সাধনপথঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সন্দোহন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতামৃত প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৵৹ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵৹ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵৹ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।৹ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক পাণ্ডিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শপত্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় বর্ণিত এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥৹ আনা, আবাধাই ৷৵৹ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্তন লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বায় সাহেব শ্রীল নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (বোর্ড) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২৷৹, ডিঃ পিঃ ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবপ্রণাম, দয়ালের ... শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৵৹, বাঁধাই ॥৹ মাত্র

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৵৹ মাত্র

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ৵৹ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহের পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৹ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল প্রভুপাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ... টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

গান্ধীজীকে পরামর্শ দিবার জন্য প্রতিনিধি

নাগপুর হইতে প্রকাশ যে, বেরারের সর্ব্বদল সম্মিলন যে কমিটী নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শেষ সভায় সম্পাদকদের খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী স্থির হইয়াছে যে, গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজীও অন্যান্য প্রতিনিধিদিগকে পরামর্শ দিবার জন্য শ্রীযুত আর এ কানেটকর এম এল সিকে বেরারের পক্ষ হইতে পাঠান হইবে। বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশনে বেরারের স্বতন্ত্রীকরণ সম্বন্ধে জেদ করা হইবে। এই প্রতিনিধি-প্রেরণের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ১০ হাজার টাকা তুলা হইতেছে।

সাইকেলে টোকিও হইতে গ্লাসগো

সাইকেলে টোকিও হইতে গ্লাসগো যাত্রী মিঃ এন, বি, মহম্মদ গত মাসে কলিকাতায় আসেন। তিনি আরোগ্য লাভের পর গত ৩রা আগষ্ট এস্প্লানেড হইতে আবার যাত্রা করিয়াছেন। তিনি গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া পাটনা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও লাহোর হইতে বোম্বাই যাইবেন। তাঁহার যাত্রাকালে অনেক লোক সমবেত হইয়াছিল।

চিৎপুরে ভীষণ দাঙ্গা

চিৎপুর রোডে দাঙ্গা ও কয়েকখানি বাস ও পুলিশের উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপের অভিযোগে গত ৫ঠা আগষ্ট মঙ্গলবারে ৪ ব্যক্তিকে উত্তর বিভাগের ডেপুটী পুলিস কমিশনারের নিকট উপস্থিত করা হয়।

প্রকাশ, গত ৩রা আগষ্ট চিৎপুর ও গ্যালো ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে একখানি মোটর বাসের সহিত একখানি ইষ্টক বোঝাই গরুর গাড়ীর সংঘর্ষ হয়। পরে গাড়োয়ান ও বাস চালকের সহিত বচসা হওয়ায় উক্ত গাড়োয়ান বাস চালককে মারপিঠ করিতে চেষ্টা করে। জনৈক কনেষ্টবল এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে গাড়োয়ান তাহাকে প্রহার করে। ইত্যবসরে ঘটনাস্থলে বিস্তর লোক সমবেত হয় এবং গাড়োয়ানগণ উক্ত রাস্তায় কোন মোটর বাস চলাচল করিতে দেখিবামাত্র তাহার উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে থাকে। স্থানীয় পুলিস সংবাদ পাইবামাত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় এবং ৪ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া স্থানীয় থানায় লইয়া যায়।

ডেপুটী কমিশনার সকল আসামীকে বিচারার্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে প্রেরণ করিয়াছেন।

পাবনা দুর্ভিক্ষে সাহায্য

পাবনা জিলায়, সিরাজগঞ্জ মহকুমায় দুর্ভিক্ষের প্রতিকারকল্পে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে একটি সাহায্য-সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং সাহায্যের জন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ কয়েকজনের স্বাক্ষরযুক্ত একটি আবেদনও বাহির হইয়াছে। প্রকাশ লাহোরের ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, উহার কলিকাতা শাখার মারফত পাবনা জিলা কংগ্রেসের সাহায্যসমিতির সভাপতির নিকট বেশী কিছু টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

পাটনা বোমার কেস

পাটনা জেনারল হাসপাতালে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হওয়া গিয়াছে যে রামবাবুর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে গত ৩১শে জুলাই পাটনা সহরের একটি বাটীতে বোম বিস্ফোরণ হইয়াছিল।

এই বোমার ব্যাপার সম্বন্ধে আর কোন নূতন তথ্য এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

দিল্লীতে পীতবসনে ৫০ জন মহিলার পিকেটীং

দিল্লীর বিদেশী বস্ত্রব্যবসায়ীদিগকে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করিবার জন্য কয়েক সপ্তাহ অনুরোধ করার পর গত ২রা আগষ্ট প্রাতঃকাল হইতে দিল্লীতে পিকেটীং আরম্ভ হইয়াছে। চাঁদনীচকে ক্লক টাওয়ারের নীচের দোকানগুলিতেও ঐ তারিখে পিকেটীং করা হয়। শ্রীমতী সত্যবতী, বেদকুমারী ও ইন্দ্রের নেতৃত্বে পীতবসন-পরিহিতা প্রায় ৫০ জন মহিলা প্রাতে পিকেটিংএ বাহির হয়। বলা বাহুল্য, দোকানদারেরা তাঁহাদের ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তবে কোন গোলমাল হওয়ার সংবাদও পাওয়া যায় নাই।

ভীষণ বন্যা
বিক্রমপুরের অবস্থা

বিক্রমপুর এখনও জলমগ্ন অবস্থাতেই আছে। উন্নতির কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। পদ্মার জল এখনও বাড়িতেছে। ফলে শস্য হানি হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষকগণের দুর্দ্দশাও বর্দ্ধিত হইতেছে। তার উপর লৌহজং, ব্রাহ্মণগাঁও, কালিকল প্রভৃতি অঞ্চলের লোক কীর্ত্তিনাশার কোপে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। ঐ সকল স্থানে কীর্ত্তিনাশা তাহার ধ্বংস কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। সমৃদ্ধশালী গ্রাম লৌহজং একরূপ নিশ্চিহ্ন হইতে বসিয়াছে। ধানকুনিয়ার বিখ্যাত বাজার প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে উহা এখন জলশূন্য।

বোম্বাই দাঙ্গায় ১৫জন আহত

৩রা আগষ্ট সন্ধ্যায় জাতীয়তাবাদী মুসলমান সভায় দাঙ্গার ফলে ১৫ জন আহত হইয়াছেন।

বিরোধী দলের কয়েকজন সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্তের নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করেন এবং তাঁহাদের দ্বারা দিল্লীর মুসলিম সম্মিলনের দাবীগুলি সমর্থিত হয়।

কংগ্রেস হাসপাতালে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে ১৫ জনের সম্বন্ধেই সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় ১০ জনের আঘাত গুরুতর বলিয়া তাঁহাদের হাসপাতালে রাখা হইয়াছে।

জাতীয় মুসলমান দল হইতে যে বিবৃতি বাহির করা হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, মিঃ ব্রেলভি, ছাগলা ও নরীম্যান প্রভৃতি আহত হইয়াছেন। মিঃ নরী ম্যানের মোটর চুরমার হইয়া গিয়াছে।

২ দিনের রোগে মহারাজের মৃত্যু

কাশীর মহারাজ স্যার প্রভুনারায়ণ সিং বাহাদুর ৫ঠা আগষ্ট প্রাতে ৬টার সময় নন্দেশ্বর প্যালেসে মারা গিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল মহারাজ মাত্র ২ দিন অসুস্থ হইয়াছিলেন। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জ্ঞান ঠিক ছিল।

প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মীর গ্রেপ্তার

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ যে প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী আবুমিয়া ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৭ ধারায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তিনি প্রজাদিগের সমক্ষে এই বলিয়া বক্তৃতা করেন যে, জমিদারদিগকে যেন খাজনা না দেওয়া হয়। তাঁহাকে জামীনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আগামী ২০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী আছে।

ট্রেণ চলাচলের হ্রাস

শিয়ালদহ হইতে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের ডিবিসনাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জানাইতেছেন:—

গোয়ালন্দে নদীর জল বর্দ্ধিত হওয়ায় ট্রেণের সংখ্যা কমাইয়া দিয়া সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছে। বেঙ্গল ৮১ আপ ও ৮২ ডাউন ট্রেণ এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেল ট্রেণগুলি গোয়ালন্দ ঘাট পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতেছে। অন্যান্য ট্রেণগুলি রাজবাড়ী পর্য্যন্ত যাইয়া থামিবে সুতরাং যাত্রীদিগের ট্রেণ বদল করিবার প্রয়োজন হইবে। নদীর জল হ্রাস হইলেই স্বাভাবিক ভাবে সকল ট্রেণ চলাচল করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

আফগান রাজ্যে বৃটিশ সৈন্য

সিমলা হইতে ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, আফগানিস্থানের রাজা বৃটিশ বাহিনীকে তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন, এই সংবাদ একেবারেই ভিত্তিহীন।

পোষ্টাফিসে বোমার জের
আসামীগণের হাজতবাস

শ্রীযুত ফণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ও অপর ৬ ব্যক্তিকে শ্যামবাজার পোষ্টাফিসে একটি তাজা বোমা প্রাপ্তি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাদিগকে পুনরায় গত ৪ঠা আগষ্ট জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর এম, এফ, করিমের এজলাসে হাজির করা হয়।

তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সকল আসামীকে আগামী ১৯ই আগষ্ট পর্য্যন্ত পুলিসের হেপাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বাজার দর
চাউলের দর

দাদখানি	১০৲
কাটারি ভোগ	৬৲
বাদশা ভোগ	৫৸০
মাঝো বাঁকতুলসী (সরেশ)	৬৷০
ঐ কোরা	৫।০ হইতে ৫॥০
ঐ আতপ	৬৲ হইতে ৬॥০
ভাগামাণিক	৪॥০ হইতে ৪৸০
নাগরা অথবা ঝিঙ্গাশাল	৪।০ হইতে ৪॥০
পাটনাই (সরেশ)	৪।০ হইতে ৪৸০
কলমা	৪৲ হইতে ৪৵০
ছাঁচ মোটা	৫॥৵০ হইতে ৫৸০
ছাটা বালাম	৫।৵০ হইতে ৫৸০

বজলক্ষ্মী চাউলের আড়ৎ, ৩নং মহেন্দ্র সরকার লেন

আটা-ময়দা

পেটেণ্ট ময়দা	৪৶০—৪।০
উৎকৃষ্ট	৪৶০—৪।৶০
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৵০—৪৶০
সুজী	৪।৵০—৪।৶০
আটা (বি)	৪৵০—৪৶০
আটা (২)	৩৸০—৩৸৵০
আটা (এস)	৩॥৵০—৩॥৶০
আটা (৩)	২।৵০—২॥৵০
পোলাও	২৵০—২।০
ব্রাণ	২৵০—২।০

Reg No C.1544

"শ্রীপ্রাক"

নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি ইঞ্চি ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩||০

সিকি কলম ২৲

স্থায়ীর হার স্বতন্ত্র

সাহায্যের হার

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৸৹

মাসিক ১৲

নগদ

প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩৫ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে শ্রাবণ সোমবার, ১৩-৮, ১০ই আগষ্ট ১৯৩১

কৃষ্ণনগরে জনসভা

কিশোরগঞ্জের লোক পুরুলিয়ায় গ্রেপ্তার

ঢাকা সহর জলতলে

বন্যা সাহায্য ভাণ্ডারে গভর্ণরের অর্থ দান

ব্রহ্মে সেনাদল আক্রান্ত

গান্ধীজীর লণ্ডনগমনে সংশয় দূর

পুরুলিয়ায় অর্থকষ্ট

ঢাকায় ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি

আলিপুর হত্যার জের

উপাসনা মন্দিরে পুলিস

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে জন-সভা

২রা আগষ্ট তারিখে কৃষ্ণনগর কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে কৃষ্ণনগরে একটি জনসভা হইয়া গিয়াছে। মহিলা সম্মিলনের সভা-নেত্রী শ্রীযুক্তা অশোকলতা দাসী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাবনার সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভায় দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

কিশোরগঞ্জের লোক পুরুলিয়ায় গ্রেপ্তার

এক বিকৃতমস্তিষ্ক যুবক পুলিস কর্ত্তৃক পুরুলিয়াতে গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহার বাড়ী ময়মনসিংহ জিলায় কিশোরগঞ্জের অধীন ক্যাণ্ডলিয়া বলিয়া প্রকাশ। কয়দিন হইল সে পুরুলিয়াতে আসিয়াছিল। কিশোরগঞ্জের দাঙ্গার সময় যে কৃষ্ণচন্দ্র রায় সপরিবারে নিহত হন, যুবকটি তাঁহারই আত্মীয় বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেছে। তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

ঢাকায় ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি

ঢাকা জেনারেল পোষ্ট-অফিস সশস্ত্র ডাকাতির সংশ্রবে যে সকল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহাদিগকে ৭ই আগষ্ট মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে জ্যোতি-প্রসন্ন রায়কে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ব্রহ্মে সেনাদল আক্রান্ত

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ যে গত ৬ই আগষ্ট প্রত্যুষে এক দলে প্রায় ২০ জন বিদ্রোহী কামা সীমান্তের নিকটে পদায়ুন সহরের এলাকাধীন একটী গ্রামে একটি ক্ষুদ্র অব্যবস্থিত সেনাদলকে আক্রমণ করে। এই সংঘর্ষের ফলে একজন বিদ্রোহী নিহত এবং কয়েকজন আহত হয় ঐ সেনাদলের মধ্যে কেহ হতাহত হয় নাই।

কতিপয় দস্যু পিনু নামক রক্ষিত বটিনের মধ্যে একখানি কুটীর আক্রমণ করিলে গ্রামবাসীরা তাহাদিগকে বাধা দেয়, ফলে তিন জন গ্রামবাসী নিহত এবং ৫ জন আহত হয়।

থারাবড়ি ও প্রোমে বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ চলিতেছে।

টুঙ্গুতে একজন মোড়ল আহত হইয়াছে এবং তাহার বন্দুক এবং গুলী প্রভৃতি দস্যুরা লইয়া গিয়াছে।

ঢাকা সহর জলতলে

গত ৬ই আগষ্ট হইতে ঢাকায় প্রবল বাত্যা বহিতে থাকে, ফলে জল এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, সাকল্যাণ্ড বাঁধ একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। সহরের অনেকগুলি রাস্তাও জলতলে নিমগ্ন হইয়াছে। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রোডও ডুবিয়া গিয়াছে। নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত মোটর চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মফঃস্বলের অধিবাসীদের কষ্টের পরিসীমা নাই।

পুরুলিয়ায় অর্থ কষ্ট

পুরুলিয়া জিলায় বিশেষ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, অধিকন্তু যথাসময়ে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় অর্থ কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে ইহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছে।

বন্যা সাহায্য ভাণ্ডারে গভর্ণরের অর্থদান

গোহাটি হইতে প্রকাশ যে সরকারী ও বে-সরকারী লোকদিগের চেষ্টায় বন্যা-পীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থে যে অর্থ ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে আসামের গভর্ণর ৫ শত টাকা দান করিয়াছেন।

চট্টগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশনে কার্ত্তুজভরা পার্শেল আবিষ্কার

সংবাদে প্রকাশ কোতোয়ালীর জনৈক দারোগা চট্টগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশনে একটী পার্শেল পাইয়াছেন। এই পার্শেলের মধ্যে ৫টি কার্ত্তুজ, কিছু বারুদ ও ১ খানি সন্দেহজনক পত্র পাওয়া গিয়াছে। পুলিসের জোর তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
৮। শ্রীভক্তিরক্ষণ পুরী	কটক
৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
১৩। শ্রীভক্তিসুধীর শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীননাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীশ্যামানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নবকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথস্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

আল্লাপুর, প্রয়াগ ই. আই. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীহরিচরণদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমুক্তিদাস অধিকারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীনগবাক্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীচন্দ্রকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীযাদবেন্দ্র পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৭নং জঙ্গমবাড়ী নরপুরা, কাশী।

রক্ষক ব্রহ্মচারী ভূতেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীজগন্নাথজী, শ্রীননী-গোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে মঠ কুলমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫০নং গোপীরমণ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নথ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি [illegible] ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরভূষণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ | ১২ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৫শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১০ আগষ্ট ইং ১৯৩১ সোমবার | ১৬১তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ৩০শে জুলাই শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের রক্ষক শ্রীপাদ সর্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারীজী বারসাতঁনগাঁ নামক স্থানের অধিবাসী শ্রীযুত অভয়চরণ দে মহাশয়ের আহ্বানে তদীয় গৃহে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্তন করিতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি বহু শ্রোতার সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

শ্রোতাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করেন যে, বর্ত্তমান সমস্যাময় যুগে শ্রীহরি-কীর্ত্তনে কি ফল লাভ হইবে? বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান না হইলে হরিকীর্ত্তনে রুচি জন্মিবে কেন?

উত্তরে ব্রহ্মচারীজী বলেন,—শ্রীহরি-কীর্ত্তনে বিরক্তির জন্যই জগতে যাবতীয় অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনই কলিকালের যুগধর্ম্ম, কিন্তু ভোগবুদ্ধিপরিচালিত হইয়া আমরা ভোগের বস্তু সংগ্রহে রুচিবিশিষ্ট। এই ভোগসমস্যার সমাধান কোনদিনই হইবে না। কারণ, আমরা ভোগবাঞ্ছা লইয়াই এ জগতে আগমন করিয়াছি। আর আমাদের সকলেরই প্রয়াস, উদ্যম এবং আশা—ঐ ভোগের নিমিত্ত; কিন্তু ভোগানলে যতই ইন্ধন প্রদান করুন না কেন, ভোগপ্রবৃত্তির শান্তি কিছুতেই হইবে না। কৃষ্ণভক্তি গ্রহণ করিতে পারিলেই পরি-শান্তির অধিকারী হইতে পারা যায়। তাহাতেই সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল লাভ হইবে; পরন্তু হরিকীর্ত্তনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ইতর বিষয়ের প্রয়াসে সমুহ অমঙ্গল ও অশান্তি আনয়ন করিবে।

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

বাঙ্গালপাড়া প্রপন্নাশ্রমে গত ১১ই শ্রাবণ তারিখে শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম পরিচালক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গমন করিয়াছেন। তথায় প্রত্যহ পাঠ কীর্ত্তন হইতেছে। বহু সজ্জন স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা শুনিয়া পরমানন্দিত হইতেছেন। নিকটবর্ত্তী ত্রিপুরাপুর গ্রামের শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস মহাশয়ের আন্তরিক উৎসাহক্রমে মহারাজের শুভাগমন উপলক্ষে শ্রীগৌরসুন্দরকে বিচিত্র ভোগ প্রদান পূর্ব্বক উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ দান করা হয়। আমরা যজ্ঞেশ্বর বাবুর নিষ্কপট সেবাবৃত্তির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিই। শ্রীমঠের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে এবং তিনি বহুভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় সহায়তা করিতেছেন। তিনি শ্রীমঠের জন্য একটী বড় Clock দিয়াছেন এবং শ্রীমঠে যখন যাহা প্রয়োজন হয়, যজ্ঞেশ্বর বাবু কায়মনো বাক্যে তাহাই সম্পাদন করেন। তাঁহার নিষ্কপট সেবাবৃত্তি আদর্শস্থানীয়।

গত ৩০।৭।৩১ তারিখে বড়দলপ্রবাসী শ্রীযুত কাশিলাল দাস অধিকারীপ্রমুখ বাবসায়ী ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ নীলরতন ব্রহ্মচারী ও শ্রীহরিচরণ ভক্ত সহ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস পর্ব্বতমহারাজকে পুনরায় মেলে বড়দলে প্রচারার্থ প্রেরণ করেন।

তাঁহারা গত ৩রা আগষ্ট অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলে স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্র বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, গুজরাটী প্রভৃতি যাবতীয় ব্যবসায়ীবৃন্দ এবং পল্লী গ্রাম্য সুধীবৃন্দ বিচিত্র পতাকা, শঙ্খ, ঘট, কদলী বৃক্ষ, পুষ্পমালা, ধূপ ধূনা ইত্যাদি সহ এবং বহু দলে বিভক্ত হইয়া সংকীর্ত্তনসহ স্বামিজী মহারাজকে ষ্টীমার হইতে অভ্যর্থনা করেন।

ষ্টীমার বহু দূরে দৃষ্ট হইতেই বন্দর হইতে তোপধ্বনির ন্যায় গগন পবন মুখরিত করিয়া ঘন ঘন শ্রীল প্রভুপাদের জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। মহিলাগণ উলুধ্বনি ও শঙ্খ নিনাদ করিতেছিলেন। বাদ্যকরগণ সানাই ও জগঢক্কার নিনাদে শ্রীমৎ প্রভুপাদের জয় ঘোষণা করিতেছিল।

স্বামিজী ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিলে পুষ্পমালা দ্বারা স্বামিজীর অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। বন্দরে বহু গৃহ বিচিত্র বর্ণের পতাকাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং বহু বহু স্থান কদলীবৃক্ষ ও মঙ্গলঘট আম্রপল্লবাদি সংযোগে সজ্জিত এবং বিজয় বিজয়-তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিরাট শোভাযাত্রা এবং সংকীর্ত্তনের দল স্বামিজী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া বন্দরের প্রধান রাস্তা দিয়া নর্ত্তন কীর্ত্তন করিয়া পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কনককান্তি দাস অধিকারী মহোদয়ের বিপণিতে আগমন করেন। তথায় সুসজ্জিত গৃহে বক্তৃতার স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও জনতাপ্রবাহ বশতঃ স্বামিজী মহারাজ গৃহের বাহিরে আগমন পূর্ব্বক সুউচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কিয়ৎকাল যাবৎ শ্রীহরিনাম-মাহাত্ম্য এবং জীবমাত্রেরই শ্রীহরিনাম আশ্রয় করা কর্ত্তব্য,—এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

গত ৩০শে জুলাই প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের কটকে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এইচ, সি, পাত্রী এবং ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, এন, পট্টনায়কের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীযুত পাত্রীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি বিশেষ প্রীতি আছে। তিনি ছিকাকোলে শ্রীগৌরপাদ-পীঠাচ্চার শ্রীমন্দিরাদি-নির্ম্মাণকার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া যেকালে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সগণে শ্রীগৌর-পাদপীঠাচ্চা স্থাপনের নিমিত্ত তথায় শুভ-বিজয় করিয়াছিলেন, তৎকালে ইঁহার সগোষ্ঠী আন্তরিক প্রবরের সেবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ শ্রবণে উভয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং শ্রীহরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবানিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত

কর্ম্মকাণ্ডনিরত গৃহব্রতকে প্রায়শ্চিত্তাদি বিধান কখনই পাপ হইতে মোচন করিতে সমর্থ হয় না। কর্ম্মকাণ্ডগত প্রায়শ্চিত্তে ফলভোগ অন্তর্নিবিষ্ট থাকায় ফলভোগ দ্বারা ফলভোগজনিত বিপর্য্যয়ের সংশোধন সম্ভবপর নহে। পঙ্কপূর্ণ জল দ্বারা পঙ্ক বিধৌত হয় না, কেননা পঙ্কজলেই পঙ্কের অবস্থিতি। সুরাপায়ী পুনরায় সুরাপান করিলে সুরাপান-দোষ নষ্ট হয় না। যজ্ঞে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণার্থ পশুবধ করিয়া যে হিংসার উৎপত্তি হয়, পুনরায় হিংসা দ্বারা সেই পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না।

যাঁহারা গৃহমেধীর কর্ম্মকাণ্ডদ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে মনে করেন, তাঁহাদের গৃহমেধীয় শ্রৌতবিধি পুনরায় তাঁহাদিগকে কর্ম্মকাণ্ডেই নিযুক্ত করে। কিন্তু শ্রীনারায়ণকথিত পাঞ্চরাত্রিক হরি-সেবাকর্ম্ম দ্বারা জীবের ভোগপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়। হরিসেবা ব্যতীত গৃহমেধীয় কর্ম্ম কখনই জীবকে ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারে না। গৃহমেধিগণ পুনঃ পুনঃ পাপ ও পুণ্যে আবদ্ধ হন। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে পরীক্ষিত এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন,—

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং যৎপাপং জানন্নপ্যাত্মনোঽহিতম্।
করোতি ভূয়ো বিবশঃ প্রায়শ্চিত্তমথো কথম্॥

—পাপ করিলে ইহ লোকে রাজদণ্ড ও লোকনিন্দাদি ভয় এবং পরলোকে নরক পাতাদি ঘটিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া শুনিয়া জীবগণ পাপকে অহিতকর বলিয়া জানিতে পারে। কিন্তু জানিয়াও, প্রায়শ্চিত্তের পরেও বিবশভাবে পুনঃ পুনঃ সেই পাপকর্ম্মই করিয়া থাকে। অতএব দ্বাদশ বার্ষিকব্রতাদিকে কিরূপেই বা 'প্রায়শ্চিত্ত' বলা যাইতে পারে? অর্থাৎ ঐ সকলের দ্বারা যখন প্রায়শ্চিত্তের পরও পুনঃ পুনঃ পাপপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তখন উহারা প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত শব্দবাচ্য নহে।

শ্রীশুকদেব উত্তরে বলিতেছেন,—

কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্॥

পাপাচরণ-সমূহ—কর্ম্ম, আবার চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তসমূহও কর্ম্ম, অতএব কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের সমূলে উচ্ছেদ সাধন করা যায় না। কারণ, ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মের অধিকারিগণ সকলেই অবিদ্যাগ্রস্ত পুরুষ। তাঁহাদের অবিদ্যা-ধ্বংস না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা একবার পাপক্ষয় হইলেও সংস্কারবশতঃ পুনঃ পুনঃ পাপাঙ্কুরেরই অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে। হে রাজন, আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন,—'প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত কি'? তদুত্তর এই যে, অবিদ্যা নিবর্ত্তকার্থ ভগবজ্জ্ঞানই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

আকর্ষণ

(২)

আমরা বন্দনা করি কাহার? অতি হেয় অপস্বার্থ—অভিদুষ্ট জড়কামের বন্দন মালিকা-গ্রন্থনেই নিযুক্ত আছি। কত সচন্দন কুসুমস্তবক সন্দনার নাম দিয়া কামনা বাসনার প্রদীপ্তানলে নিক্ষেপ করিতেছি। ক্রীতদাসাপেক্ষাও সহস্রভক্তি ধারণ করিয়া নির্ব্বিবাদে সেই রাক্ষসী মায়াবিনীর চরণ-দাসত্বে আত্মনিয়োগ করিয়াছি। দুষ্টার চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত কত অন্যায় কার্য্য—কত অসৎ আদেশ পালনে দ্বিধা বোধ করিতেছি না। আর সখ্যের কথা কি বলিব! মায়িকসংসারে কি যে প্রীতির সহিত মোহময় সখ্য স্থাপন করিয়াছি, তাহা আধুনিক কবিগণের লিখিত উচ্ছ্বাসময় কবিতাগুলির স্বাদগ্রাহী রসিক (?) ব্যক্তিরা ভালরূপেই জানেন। তাঁহারা সংসারপ্রীতিবশে, "মদিরেক্ষণা কৃষ্ণ-কুন্তলা মধুরভাষিণী" প্রভৃতির রূপ-মধু পানের জন্য কোটী কোটী বার এই রঙ্গিনী ধরিত্রীসুন্দরীর স্নেহবক্ষে (?) আশ্রয় পাইতে চাহেন।

আত্মনিবেদনের বিষয়ে বলাই বাহুল্য; কেননা মায়ার গোলাপী মদিরাসক্ত কোন্ ভাগ্যবান (?) ব্যক্তিই বা জড়ীয় বিভব বিভূমার নিকট আত্মাকে বিক্রয় না করিয়াছেন? মনোধর্ম্ম-মহাজনের নিকট স্বীয় নিরপেক্ষ চেতনবৃত্তিকে 'বন্ধক' দিয়া আমরা ত সম্পূর্ণরূপেই তদীয় আনুগত্য করিতেছি। হায়, নিত্যবিমুখ আমাদের আত্ম স্বরূপবিস্মৃতির ফলে কি দারুণ দুর্গতিই না ঘটিয়াছে!

একটী শত্রুর বৈরিতায় কত ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, আর কৃষ্ণপাদপদ্মবৈমুখ্য বশতঃ আমরা দশটি ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াধিরাজ 'মন,' এই একাদশ শত্রুর ক্রোধানলে দগ্ধীভূত হইতেছি। অতৃপ্ত তাহারা আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট না হইয়া সর্ব্বদা দুর্দ্দান্ত আমাদের কেশাকর্ষণ করিয়া ঘুরাইতেছে। পরমহংসসজ্জনের নিত্যোপাস্য শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত বিষয়াসক্ত আমাদের দুর্গতির সম্বন্ধে অনন্ত প্রমাণ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥"

অর্থাৎ হে অচ্যুত, বিষয়রসলিপ্সু অসতী জিহ্বা প্রবল লালসা-সহকারে মধুরাদি রসের দিকে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে; শিশ্ন ও ত্বক্ এক একদিকে আকর্ষণ করিতেছে। ক্ষুধায় জঠরানল উদ্দীপ্ত হইয়া যে কোন অমেধ্য বস্তুর প্রতি ধাবিত হইতেছে। শ্রবণ, ঘ্রাণ ও চপল নয়ন-যুগল নানাবিধ বিষয়ের প্রতি এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ বিভিন্ন কর্ম্মের প্রতি আমাকে সবলে আকর্ষণ করিতেছে। কামুকী সপত্নীগণ যেমন হতভাগ্য গৃহপতিকে ব্যতিব্যস্ত করে, তদ্রূপ উক্ত ইন্দ্রিয়গুলিও বিভিন্ন দিকে আমাকে আকর্ষণ করিয়া নিয়ত বিব্রত করিতেছে।

ভবব্যাধিবিনাশন শ্রীশ্রীগুরুদেবের শোকমোহভয়াপহ শ্রীচরণাব্জে নিষ্কপট শরণাপত্তি স্বীকার না করা পর্য্যন্ত আমরা নিজচেষ্টায় কখনই এই ক্লেশকর অবস্থা হইতে মুক্ত হইব না।

শ্রীধাম প্রসঙ্গ

বামনপুকুরের চড়া বা কাঁকড়ার মাঠ নামক স্থান ও কাজীর বাড়ী কোনদিন ভাগীরথীর একতীরবর্ত্তী ছিল না এবং থাকিতেও পারে না। ঐরূপ কল্পিত হইলে কাজি-দলন-দিবসের সংকীর্ত্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কাজীর বাড়ী আসিতে গঙ্গাপার হইতে হয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, কাজি দলনের দিবস নগর-সংকীর্ত্তন-কালে মহাপ্রভু গঙ্গা পার হন নাই।

কাঁকড়ার মাঠ কাজির বাড়ী হইতে প্রায় ৪।৫ মাইল দূরে। ঐস্থান হইতে গঙ্গানগর হইয়া বামনপুকুর আসিতে হইলে রুদ্রপাড়া (একটী প্রসিদ্ধ স্থান) পার না হইলে আসিবার উপায় নাই। কিন্তু কীর্ত্তনের পথে গঙ্গার তীরে তীরে কয়েকটী ঘাট পার হইয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু গঙ্গানগরে পৌঁছিয়া সিমুলিয়া (বামনপুকুর) কাজির বাড়ী আসিয়াছিলেন।

রুদ্রপাড়াই রুদ্রদ্বীপ এবং ইহা বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জ ও গঙ্গানগরের মধ্যবর্ত্তী স্থান। অধিকন্তু কাঁকড়ার মাঠ হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে সমগ্র কীর্ত্তনের পথটী ২৫।২৬ মাইল দীর্ঘ হইয়া যায়। ইহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের ভ্রমণ-বৃত্তান্তেও আমরা দেখিতে পাই, অন্তর্দ্বীপ হইতে শ্রীনিবাস আচার্য্য সিমুলিয়া গিয়াছিলেন। অদ্যাপি কাজির বাড়ী ও সমাধি—সিমুলিয়া হইতে শ্রীমায়াপুরের পথে অবস্থিত। এক্ষণে কাঁকড়ার মাঠে (যাহা বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জের সহিত মিলিত হইয়াছে) জন্মস্থান অপসারিত এবং ঐস্থানকে অন্তর্দ্বীপ মায়াপুররূপে গঠন করিতে চাহিলে ঐস্থান হইতে সিমুলিয়া যাইতে রুদ্রপাড়া বা রুদ্রপুর (যাহা ভক্তিরত্নাকরে 'রুদ্রদ্বীপ' বলিয়া লিখিত হইয়াছে) পার না হইয়া সিমুলিয়া যাইবার উপায় নাই।

যৎকিঞ্চিৎ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩৪তম সংখ্যার পর)

শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত তত্ত্বসাগর-বচন তাঁহার আমলেই আসে না—"তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্" এই শ্লোকের 'নৃণাম্' পদের অর্থ তিনি ঋষিকুলকেই লক্ষ্য করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 'নৃণাম্' পদে মানবমাত্রকেই বুঝায়। ইহাতে তাঁহার হয় কোষজ্ঞানের অভাব, নতুবা নির্ম্মৎসর ভাগবতগণের বিচার প্রণালীতে দোষারোপ বশতঃ যেরূপ মৎসরতাই প্রকাশ পায়, তাহারই অনুগমন হইয়া পড়ে।

কবিরাজ মহাশয়ের "আগমপ্রামাণ্য" প্রয়োজন নাই। তিনি ভাগবতগণকে অব্রাহ্মণ বলিতে উদ্গ্রীব। তাঁহার বিশ্বাস-মতে, সংস্কারবর্জ্জিত ব্যক্তির অন্যমার্গে অধিকার আছে; কিন্তু ইহা শাস্ত্রবিশ্বাস নাও হইতে পারে। বৈষ্ণবগতিগণের প্রতি বীতরাগ হওয়ায় তিনি গৃহে বাউল-মতে দৃঢ় থাকিতেই বাসনা করেন। সুতরাং গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়ে তাঁহার প্রবেশ কষ্টসাধ্য। কৃষ্ণেতরাভিলাষী হইয়া অন্যাভিলাষী থাকিলেই তাঁহার মতে শুদ্ধভক্তি অর্জ্জিত হয়। তজ্জন্য তিনি সহজিয়াগণের ছড়াগানের পক্ষপাতী। তজ্জন্যই তিনি বিষ্ণুবৈষ্ণবগণের সভার বক্তা হইয়া রুদ্ধবাক্ হইতে বাধ্য হন।

কবিরাজ মহাশয়ের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, কএকবৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণপাড়ার এক সভায় তাঁহার বাণী রুদ্ধ হইয়াছিল।

---

(২)

অধ্যাপক এম, টি, নরসিংহ আইয়ার মায়াবাদীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ২৩ বৎসর ধরিয়া বি এ এবং এম-এর পরীক্ষক ছিলেন। এক্ষণে "ভগবদবতার" (?) সাজিয়াছেন। বাঙ্গালা-দেশেই কএকটি মানব অবতার হইতেছিলেন। এক্ষণে এই সংক্রামকব্যাধি মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, মহীশূরেও ব্যাপ্ত হইল।

এই নরসিংহ আয়েঙ্গার আপনাকে বিষ্ণু (?), নৃসিংহ (?), শ্রীচৈতন্যদেব (?) প্রভৃতি বলিয়া আত্মনির্দ্দেশ করায়, হয় লোকটীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, না হয় মায়াবাদ-দোষে দুষ্ট হইয়া হিতাহিত জ্ঞান-রহিত হইয়াছে।

শ্রীযুত ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার ত্রিদণ্ডি-স্বামিপাদ কার্য্যোপলক্ষে বাঙ্গালোরে গিয়াছিলেন। এই নবীন অবতারের কথা তিনিও বোধ করি শ্রবণ করিয়াছেন।

নরসিংহ আয়েঙ্গার আপনাকে সজ্জনের কল্কি বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যপঞ্চক' নামক পাঁচটি শ্লোকে আপনাকে ভগবদভিন্নাস হইতে বঞ্চিত করিয়া নানা অমঙ্গলের কথা বলিয়া মানবে দেবত্বারোপবাদে স্বয়ং দুষ্ট হইয়াছেন। এই শ্রেণীর মায়াবাদ নিরসন করিবার জন্যই গৌড়ীয়মঠের প্রচার-চেষ্টা।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী পদ্যসূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সহ-কাপড়বাঁধাই-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও রসসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীরূপাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিষ্ঠা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেরইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমগ্র গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্ব ভিন্ন পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ রু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে উজ্জ্বল। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে। ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

ধাতু দৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৩ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমগ্র ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাইট ৷৵৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

২৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাটী, বশোহর।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত [illegible] সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীমনীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পানিহাটী) ৬৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্টেটিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এস্, এফ্. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আলিপুর হত্যার জের

গত ৫ই আগষ্ট গোয়েন্দা পুলিসের বিশেষ বিভাগের কর্ম্মচারিগণ খানাতল্লাসী পরোয়ানা লইয়া সরকার বাই লেনে ও চীৎপুর স্কোয়ারে অবস্থিত দুইটী মেস বাটীতে হানা দেয়। তথায় বহুক্ষণ ধরিয়া খানাতল্লাসের ফলে পুলিস কতকগুলি কাগজপত্র হস্তগত করে। প্রকাশ, গোয়েন্দা কর্ম্মচারীগণ তিনটী যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া স্থানীয় থানায় লইয়া যায়। তথায় জবানবন্দী লিখিয়া লইয়া তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

আলিপুরের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ গারলিকের হত্যা সম্পর্কে এই খানাতল্লাস হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে।

কাশ্মীর হাঙ্গামার মূল কারণ

শ্রীনগর হইতে প্রকাশ যে সংপ্রতি কাশ্মীর রাজ্যে যে গোলযোগ ঘটিয়াছিল আবদুল কাদিরই তাহার মূল কারণ। স্থানীয় জেলে দণ্ডবিধির ১২৪ এ ধারার অভিযোগে তাহার বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছিল। তাহাকে কাশ্মীর রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করা হইয়াছে।

গান্ধীজীর লণ্ডনগমনে সংশয় দূর

সিমলা হইতে প্রকাশ যে গান্ধীজী লণ্ডন যাইবেন কিনা সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ দেখা যাইতেছে না, কেন না শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বড়লাট ভবনে এক তার করিয়া জানাইয়াছেন যে, 'মুলতান' জাহাজে তাঁহার জন্য যেন একটী কক্ষ রিজার্ভ করা হয়।

ফেরীওয়ালা বালক নিহত

গয়া হইতে প্রকাশ যে মকদ্দমগঞ্জ মহল্লায় মহাদেব নামক ১৮ বৎসর বয়সের একটি বালককে তাহার বাড়ীতে কে বা কাহারা হত্যা করিয়াছে। গত ৪ঠা আগষ্ট বেলা ৪॥টার সময় সে কাপড় ফেরী করিয়া বাড়ী ফিরে, বৈকালে ৫॥টার সময় তাহাকে নিহত দেখা যায়। পুলিস ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

পার্লামেণ্ট সদস্যের কারাদণ্ড

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, মিঃ জে, ম্যাকগভর্ণ একজন পারলামেণ্টের সদস্য কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহার আচরণে কমন্স সভায় মারামারি আরম্ভ হইয়াছিল। এই অপরাধে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়। ৪ঠা আগষ্ট বিচার হইয়া গিয়াছে, বিচারে ম্যাক গভর্ণের ৩ পাউণ্ড জরিমানা বা ২০ দিনের জন্য কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। স্থানীয় ময়দানে বিনা আদেশে সভা করিয়াছেন বলিয়া আসামীর এইরূপ শাস্তি বিধান হইয়াছে।

এই সঙ্গে আরও ৭ জনের শাস্তি হইয়াছে। আসামী বলিয়াছেন, আমি জরিমানা দিতে পারিব না। আমি জেলে যাইব।

লয়েড জর্জ্জ আরোগ্যের পথে

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, উদারনীতিক দলের নেতা মিঃ লয়েড জর্জ্জ চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতেছেন।

মৎস্য শিকারে দাঙ্গা

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ যে, কিশোরগঞ্জ ফৌজদারী আদালত হইতে প্রায় ২ মাইল দূরবর্ত্তী দীঘিরপাড় গ্রামে দাঙ্গার ফলে স্থানীয় উকিল শ্রীযুত হরেন্দ্রকুমার দেব বক্ষঃস্থলে গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও অল্পবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্রও সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে।

দাঙ্গার কারণ চণ্ডীচরণ দীঘি নামক একটা পুষ্করিণীর অধিকার প্রতিপন্ন করিবার জন্য বহু মুসলমান তথায় মৎস্য শিকার করিতে আইসে। ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুত দেব পুলিসে সংবাদ দিবার জন্য একজন চৌকিদার ডাকিয়া পাঠান। তাহার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মুসলমানগণ তথায় উপস্থিত হইয়া মৎস্য ধরিতে আরম্ভ করে। ফলে উভয় পক্ষে দাঙ্গা বাধিয়া যায়, মুসলমানদিগের পক্ষে একজন গুরুতররূপে আহত ও কয়েক জন অল্প বিস্তর আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

উভয় পক্ষেরই বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। শ্রীযুত দেব ও তাঁহার ভ্রাতা পুলিসের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহারা এখন জামীনে মুক্ত আছেন। পুলিস প্রায় ২২ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

পেডী হত্যার মামলা

গত ৩রা আগষ্ট মেদিনীপুরে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ সেনের এজলাসে মিঃ পেডী হত্যার মামলা উঠে। আসামী জ্যোতিজীবন ঘোষ, বিবেকানন্দ বসু, ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তী ও অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—যাঁহারা ১০ হাজার টাকা হিসাবে জামীনে মুক্ত ছিলেন, তাঁহারা আদালতে হাজির হয়েন। মামলা ৩রা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

কানপুরে আবার সশস্ত্র ডাকাতি

৬ই আগষ্ট প্রকাশ্য দিবালোকে কালুকুঠি নামক প্রধান বস্ত্র বাজারে এক সশস্ত্র ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে এই স্থানে প্রায় ২ মাস পূর্ব্বে এইরূপ একটি ডাকাতী হইয়া গিয়াছে।

ঐ তারিখে ডাকাতীর বিবরণে প্রকাশ রামস্বরূপ নামক দোকানের বিল কালেক্টর সূর্য্যপ্রসাদ প্রায় ১১ শত টাকা আদায় করিয়া দোকানে ফিরিবার সময় পথিমধ্যে ২ জন রিভলভারধারী যুবক তাঁহাকে আক্রমণ করে। সুন্দর সিংহ ও দীনদয়াল নামক ২ জন পথিক ঐ সময়ে ঘটনাস্থলে আসিয়া সূর্য্যপ্রসাদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়েন। দুর্বৃত্তেরা তখনই তাঁহাদের প্রতি গুলী করে। পথিক ২ জন গুরুতররূপে আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হইয়াছেন। হাসপাতালে তাঁহাদের অঙ্গে অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছে। দীনদয়ালের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পুলিস পরে একজন আততায়ীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। উহারা কোন টাকাকড়ি লইয়া পলাইতে পারে নাই।

বি, এ, ক্লাসের ছাত্র ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার

রংপুর হইতে প্রকাশ যে ৩১শে জুলাই তারিখে মহীগঞ্জে ডিমলা জমেদের যে ডাকাতির চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার সহিত সম্পর্ক আছে মনে করিয়া স্থানীয় পুলিস ৫ই আগষ্ট প্রাতে ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এবং বিমলাকান্ত মৈত্র নামক বি, এ, ক্লাসের দুইজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাঁহাদিগকে হাজতে রাখা হইয়াছে এবং তদন্ত চলিতেছে।

পুলিসের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ

নাগপুর হইতে প্রকাশ যে, পণ্ডিত শুক্ল 'এ' শ্রেণীর সত্যাগ্রহী বন্দীরূপে কিছুকাল জেলে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি জেলে থাকিবার কালে পুলিস তাঁহার নিকট হইতে জোর করিয়া আঙ্গুলের ছাপ লইয়াছিল। পণ্ডিত শুক্লের পক্ষে সার হরি সিং গৌর উক্ত অভিযোগে সিওনীর ডেপুটী কমিশনার মিঃ সীম্যান ও অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার মিঃ পেস্কারকারের বিরুদ্ধে ১৫ হাজার টাকার দাবীতে এক ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করিয়াছেন।

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা

যে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার বিচার হইতেছে, ঐ ট্রাইব্যুনালে আসামী শঙ্করানন্দ পোদ্দারের পক্ষে জামিনের আবেদন করা হইয়াছিল। আসামীর স্বাস্থ্য খারাপ বলিয়া ট্রাইব্যুনাল ইহাকে ২ মাসের মেয়াদে জামিনে খালাস দিয়াছেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীর অনশন

পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ভাগরাম বর্ত্তমানে লাহোরের সেন্ট্রাল জেলে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রকাশ, গত ৯দিন যাবৎ তিনি প্রায়োপবেশন করিতেছেন।

পিকেটিং মামলায় আসামীদের ৩ মাস কারাদণ্ড

আগ্রার মদের দোকানে পিকেটিং সম্পর্কে প্ররোচনা ও বে-আইনী আটকের অভিযোগে অভিযুক্ত শ্রীযুত নটেসন, যাদেবনাথ, জোরাইস্বামী, চিন্নস্বামী এলাপ্পন ও বরলুর সাব ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে গত ৪ঠা আগষ্ট ৩ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

গোল টেবিলে সদস্য মনোনয়ন

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে গোলটেবিল সম্মেলনের এবং সংখ্যায় লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ নির্দ্ধারক সাব কমিটির নব মনোনীত সদস্যগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন মুসলমান সদস্যের এবং বৈদেশিকগণের স্বার্থ সংরক্ষক সদস্যগণের আধিক্য এবং জাতীয় ভাবাপন্ন মুসলমান সদস্যের অভাব দেখিয়া স্থানীয় বাজারে এবং রাজনৈতিক মহলে নিতান্ত হতাশার সৃষ্টি হইয়াছে।

উপাসনা অন্তিমে পুলিশ

ডিলনা হইতে সংবাদ আসিয়াছে একদল গুপ্ত পুলিস সীমান্ত রুমিয়ার একটি গ্রামে ক্যাথলিকদিগের গির্জ্জায় অত্যাচার করিয়াছে। উহারা সাতজন লোককে গুলী করিয়া মারিয়াছে এবং উপাসনা করিবার সময় ১৪৫ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

পুলিসের কর্ত্তা বলিয়াছেন গির্জ্জার ভিতর বিপ্লববাদীদিগের একটা সভা হইবে শুনিয়া আমি তথায় দলবল লইয়া গিয়াছিলাম তথায় পৌঁছিবার পর গির্জ্জায় প্রবেশ করিবার অনুমতি না পাওয়ায় পুলিসের দল ক্ষেপিয়া এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

[illegible] বাড়িতেছে

ন[illegible]ীর চেষ্টা

নন্দনগাদিতে [illegible]ান [illegible]ক্যের কথা

কোচম্যানের কীর্ত্তি

সালিশী কর্ম্মীর নামে ১০৭ ধারা

বরিশালে জনসভা

গোল টেবিলের প্রতিনিধি

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ডাঃ এম, এ, আন্সারী ভূপালের নবাবের সহিত তাঁহার চিকিৎসকরূপে বিলাত গমন করিতেছেন। ভূপালের [illegible] এই সংবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলিতে-ছেন [illegible] আন্সারী নবাবের [illegible]রূপে [illegible]তেছে

ধুবড়ীতে জনসভা

শ্রীযুক্তা সাধনা দেবী নাম্নী একজন মহিলা কর্ম্মী গৌহাটী হইতে গত ৬ই তারিখে প্রাতঃকালে ধুবড়ীতে পৌঁছিয়াছেন। এবং সন্ধ্যায় গৌরীপুর ময়দানে ওজস্বিনী ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে প্রায় ১ সহস্র ব্যক্তি মুগ্ধ হইয়াছিল। উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে মহিলা ও বালিকার সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক ছিল। তিনি মহিলা-দিগকে খদ্দর ও চরকা গ্রহণ করিতে এবং মাসের মধ্যে এক দিন সভাধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়া দেশের অভাব ও অভি-যোগের আলোচনা করিতে অনুরোধ করেন।

কোচম্যানের

জনৈক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া গাড়ীর ছাদে নিজের মালপত্র বোঝাই দিয়া গাড়ীতে চাপিয়া কোচম্যানকে বড়বাজারের বাসাবাড়ী [illegible] গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ করেন। তথায় পৌঁছিয়া মালপত্র গাড়ী হইতে নামাইবার সময় একটি বাক্স কম দেখা গেল। উক্ত বাক্সে মূল্যবান গহনা ও দামী কাপড় জামা বোঝাই ছিল। কোচম্যানকে বাক্সটির কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে কোচম্যান সদুত্তর দিতে পারে নাই। সন্দেহক্রমে কোচম্যানকে পুলিসে ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বড় বাজারের পুলিস এই বিষয়ে তদন্ত করিতেছে।

বরিশালে জন-সভা

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশে বরিশালবাসীর পক্ষ হইতে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য গত ৬ই আগষ্ট সন্ধ্যায় রায় বাহাদুর নিবারণচন্দ্র দাস-গুপ্তের সভাপতিত্বে অশ্বিনীকুমার হলে এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত সেন এম, এ, বি, এল, সার সুরেন্দ্রনাথের জীবন ও কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্বর্গীয় মহাপুরুষ সম্বন্ধে সভাপতি [illegible] শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর সভা ভঙ্গ

রেঙ্গুণ ব্যারিষ্টারের মৃত্যু

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে ৮ই আগষ্ট প্রাতঃকালে ব্যারিষ্টার মিঃ ই, এ, জিলা নিমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করিয়া-ছেন। ইনি ফৌজদারী আদালতের একজন বিখ্যাত ব্যবহারাজীব এবং সুনিপুণ খেলোয়াড় ছিলেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা,
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠবাসে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপদ্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধ্বানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধনচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নাট্যকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথ প্রভু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, দেবশর্ম্মা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনবন্ধু দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, বি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্‌লিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীনরকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জঙ্গমবাড়ী শিবপুরা, কাশী।

রক্ষক- ব্রহ্মচারী ভূতেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রকাশানন্দ ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীপণ্ডিতনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভূমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীজগন্নাথজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ-দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীনাথ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীভুবনেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাবল্লভ

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরভজনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

কাঁচরাপাড়া, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ | ১৩ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৬শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১১ আগষ্ট ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার | ১৩৬৩তম সংখ্যা।

সাময়িকী

গত ২০শে শ্রাবণ ৫ই আগষ্ট বুধবারে ঢাকাস্থ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে পণ্ডিতবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু 'শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা' সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্দ্বারা সমাগত জনগণকে ভবরোগের ঔষধস্বরূপ শুদ্ধভাগবতবাণী শ্রবণের সুযোগ দিয়া পথ্যস্বরূপ বিচিত্র শ্রীমহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছিল। ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীযুত জিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শুভাগমন করিয়াছেন।

মাদ্রাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার গণেশ নারায়ণ গত ৪ঠা আগষ্ট কতকগুলি ভদ্রলোকের সহিত মাদ্রাজগৌড়ীয়মঠে গমন করিয়াছিলেন। তিনি মাদ্রাজগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গত ২৯শে জুলাই তারিখে "বাবু কানাইলাল থিয়েটার হলে" "গীতার বাণী" সম্বন্ধে ইংরাজীতে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। লালা কেশোরাম শিপরী, স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ এ্যাড্ভোকেট ও লুধিয়ানা মন্দির সভার সভাপতি উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন এবং স্থানীয় বহু উচ্চ শিক্ষিত উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার, প্রফেসার ও ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বিশেষ মনোযোগের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

উক্ত স্থানে প্রচারের জন্য রায় সাহেব বসন্ত লাল, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইনকমট্যাক্স কমিশনার, বাবু লালচাঁদ এম এ, ইনকামট্যাক্স অফিসার, মিঃ জি, আর সেঠী, বাবু হরনাম দাস ডেভিসার, বি, এ, বাবু নলিনাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, গভর্ণমেণ্ট উইভিং ইনষ্টিটিউটের প্রিন্সিপাল, মিঃ বি, সি, দত্ত, রায়সাহেব হরিরাম কোহলী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। ইহা ছাড়া বাবু ব্রজমোহন মেহরা, বাবু চুনীলাল প্রভৃতি ভদ্রলোকগণও প্রচারকার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, গত ৭ই জুলাই হইতে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে এবং গত ২রা আগষ্ট রবিবার তারিখে সাধারণ মহা মহোৎসব সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। মহামহোৎসবের বিস্তারিত বিবরণ কৌতূহলী পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

যাহাতে বহু নরনারীর শ্রীহরিকথা-শ্রবণের বিশেষ সুবিধা হয়, তজ্জন্য মহোৎসবের পূর্ব্ব হইতে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত সুদর্শনসনাতন দাস অধিকারী মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে একটী সুবৃহৎ অস্থায়ী নাট্যমন্দির রচিত হইয়াছিল এবং ভক্তগণ তাহা নানাপ্রকারে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন।

মহোৎসবের দিন মঙ্গলারাত্রিকের পরই শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা ও শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক-কীর্ত্তনান্তে 'জীব জাগ, জীব জাগ' প্রভৃতি অরুণোদয় কীর্ত্তনে এবং খোল করতালের ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া পড়িল। সেই ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া আবালবৃদ্ধ জনগণ মঠের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন।

শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ মহোৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য যোগ্যতা বুঝিয়া মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণকে বিভিন্ন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টী, শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের রক্ষক, স্থাপত্যবিদ্যা বিশারদ ও কারুকার্য্যে সুনিপুণ শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভু শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ-রমণজীউর শ্রীমঞ্চ ও শ্রীমন্দির সুসজ্জিত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি তাঁহার প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরবিনোদরমণ-জীউকে এবং শ্রীমন্দিরটীকে বিচিত্র পত্র, পুষ্প, পুষ্পমাল্য ও বিভিন্ন সেবোপকরণ দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া সর্ব্বচিত্তাকর্ষক করিয়াছিলেন। দর্শকগণ দর্শন করিবার সময় মনে মনে ভাবিতেছিলেন—যিনি এই শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহকে এইরূপ অপূর্ব্ব ভাবে সজ্জিত করিয়াছেন, না জানি, তিনি তাঁহার হৃদয়মন্দিরে শ্যাম-সুন্দরের কিরূপ ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন!

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের সেবক শ্রীপাদ নদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারীজী বিবিধ পাককার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

সুকণ্ঠগায়ক শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ দাস অধিকারী মহাশয় মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

গৃহস্থভক্তগণের কিরূপে প্রাণ, অর্থ, বাক্য ও বুদ্ধিদ্বারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করা কর্ত্তব্য, তাহার আদর্শ শ্রীপাদ সুদর্শন সনাতন দাসাধিকারী প্রভু দেখাইয়াছেন।

কটকবাসীর সৌভাগ্যক্রমে এবৎসর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু মহোৎসবের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে অবস্থান করায় এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সর্ব্বদা পরিদর্শন ও পরিচালন করায় মহামহোৎসবটী সর্ব্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

আর একটী আনন্দের সংবাদ এই যে, মহোৎসবের দিন অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে দুইবার আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং মনে হইতেছিল, এখনই মুষলধারে বারি বর্ষিত হইয়া আনন্দোৎসবের বিঘ্ন ঘটাইবে, কিন্তু সহরের কোন কোন স্থানে প্রবলভাবে বারি বর্ষিত হইলেও শ্রীমঠে এবং নিকটস্থ পল্লী সমূহে দুই এক মিনিট বিন্দু বিন্দু বারিপাত হইয়াছিল মাত্র। তাহাতে মনে হইল, যেন দেবগণ মহোৎসব দর্শন করিতে আসিয়া লোকলোচনের অগোচরে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিলেন। শ্রীগুরুদাসগণের এই অলৌকিকী শক্তি দর্শন করিয়া সাধারণ লোক অত্যন্ত আনন্দিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীগুরুসেবকগণের শ্রীমুখবিগলিত শ্রীচৈতন্যবাণীকীর্ত্তন-প্রভাবে ভাগ্যবান্ জীবের হৃদয়াকাশ হইতে অনাদিকালের অবিদ্যারূপ ঘোর মেঘ বিদূরিত হইতেছে দেখিয়া শুদ্ধভক্তগণ অধিকতর আনন্দিত এবং মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটে প্রভুপাদের বক্তৃতা

বিগত ২৭শে জুলাই তারিখে ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটে' শুভাগমন পূর্ব্বক যে নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

মানব-জাতির প্রধান পুরুষ মনুর সময় হইতে শিক্ষার প্রণালী বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। Old Testament-এও মূসা জেরিমিয়া প্রভৃতি আদিম পুরুষগণ শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; শিক্ষার আদর পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে।

অশিক্ষিত ব্যক্তিকে শিক্ষিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য—অশিক্ষিত ব্যক্তির উপর প্রভুত্ব করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে।

শিক্ষা—নানাবিধ। কতকগুলি শিক্ষা শারীরিক কল্যাণ বিধান করে, কতকগুলি শিক্ষা মানসিক কল্যাণ বিধান করে; আবার কতকগুলি শিক্ষা নৈতিক চরিত্রের উন্নতি বিধান করে। শিক্ষাবিধান-বিচারে ন্যায়ানুগত শিক্ষাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। অন্যায় শিক্ষা চিত্তকে অসংযত করে। সংযত জীবন (Regularity of life) শিক্ষার পক্ষে একান্ত বাঞ্ছনীয়। উচ্ছৃঙ্খল জীবন (Irregular life) শিক্ষার অভাবজ্ঞাপক। জনসাধারণের উপকারের জন্য যে শিক্ষার উপযোগিতা, উহাই ন্যায়শিক্ষা। যে শিক্ষায় জনসাধারণের উপকার হয় না, তাহা অন্যায় শিক্ষা।

প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য কতকগুলি Civic বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। সেগুলি লঙ্ঘন করা নীতিবিরুদ্ধ। সামাজিক, সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় রীতি-নীতি, ক্রিয়াকলাপ যেখানে উদারতার অভাব প্রকাশ করে, সেখানে দেশবিশেষের বা কালবিশেষের জন্য উদ্দিষ্ট হইলেও সেগুলি মানবকল্পিত সাম্প্রদায়িকতা মাত্র।

আমাদের দেশে শুক্রনীতি, চাণক্যনীতি প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেগুলি বর্ত্তমান সময়ে কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া দেশ-কাল পাত্র-বিশেষ-সমন্বয়ে (Tolleration) আকার ধারণ করিয়াছে। উদারতার অভাবদ্বারা নীতির অভাব জ্ঞাপন করে।

নীতি আর ধর্ম্ম বলিয়া দুটী জিনিষ আছে। যে নীতি—ধর্ম্মবর্জ্জিত, তাহা উদার নীতি নহে। ধর্ম্মবর্জ্জিত অবস্থাতে কতকগুলি নীতি পালনীয় বটে, কিন্তু যে সমস্ত নীতি ধর্ম্মের বিরোধ বা পরস্পরের বৈষম্য উৎপাদন করে, সেগুলি ঐহিক সাধারণ নীতি; সুতরাং তাৎকালিক মানবকল্পিত মনোধর্ম্মপর; কিন্তু ধর্ম্মজিনিষটা ঐহিক ও পারত্রিক উভয়-সম্বন্ধী ব্যাপার, পরলোকবিচাররহিত সাধারণ নীতিগুলি ঐহিক সুখকর। সুতরাং ধর্ম্মের অন্তর্গত নীতি হওয়া আবশ্যক; নীতির অন্তর্গত ধর্ম্ম থাকা আবশ্যক নহে। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ নিরীশ্বর-নৈতিক জীবন অপেক্ষা সেশ্বর-নৈতিক জীবনের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং সেশ্বর নৈতিক জীবন অপেক্ষা সাধন ভক্তের জীবন, তদপেক্ষা ভাবভক্তের জীবন এবং সর্ব্বোপরি প্রেমভক্তের জীবন তারতম্য-বিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য মনীষিগণ বলেন,—নীতির অন্তর্ভুক্ত ধর্ম্ম। আগে নীতি (Morality), পরে ধর্ম্ম (Religion)। নীতি (Morality)—মুখ্য (Primary), আর ধর্ম্ম (Religion) গৌণ (Secondary)। সুধী শ্রোতৃবর্গ বিচার করিবেন, নীতির অন্তর্ভুক্ত ধর্ম্ম বা ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত নীতি।

যাহা অপরের অন্যায় সাধন করে না, তাহা নৈতিক। আর যাহা অপরকে আপনার করিয়া তুলে—সকলের প্রতি সমদর্শন আনয়ন করে, তাহা ধর্ম্ম। সুতরাং যাহা উভয়ের প্রতি বৈষম্য আনয়ন করে, তাহা সৎশিক্ষা নহে; সেরূপ শিক্ষা কুফলপ্রদ। শিক্ষার মধ্যে অশান্তি বা অন্যায় বলিয়া কোন জিনিষ থাকা উচিত নহে। সমতার অভাব থাকিলে সৎশিক্ষার অভাব বুঝিতে হইবে।

ইহজগতে অবস্থান-কালে ধর্ম্ম ও নীতি বিপর্য্যস্ত হইলে অশান্তি-ফল প্রসব করে। অভক্ত জীবন নীতিপুষ্ট হইলেও বাঞ্ছনীয় নহে। সৎশিক্ষার অভাবনিবন্ধনই জীবন শান্তিহীন। উদারতা ও অনুদারতার আলোচনার অভাব ধর্ম্ম ও চিত্তে বৈষম্য আনয়ন করে। নীতিবিগর্হিত কার্য্যে অপরের অপকার উৎপাদন করে। অবিবেচনার কার্য্যফলে পরস্পর মনোমালিন্য ঘটে, তাহা বাঞ্ছনীয় নহে

এই নীতিবিগর্হিত কার্য্যকে দণ্ডিত করিবার জন্য ফৌজদারী শাসন ব্যবস্থা ভারতীয় দণ্ডবিধি (Indian Penal Code), ফৌজদারী কার্য্যবিধি (Criminal Procedure Code) সৃষ্ট হইয়াছে। আইন সভার মুখপাত্রদিগের দ্বারা দণ্ডবিধির প্রবর্ত্তন। অন্যায় করিলে—লোভবশতঃ পরের দ্রব্য আক্রমণ করিলে (Civil courts) দেওয়ানী আদালতে দ্রবিণকয়-শান্তিবিধানের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩৫ সংখ্যার পর)

শ্রীনিত্যানন্দাচার্য্য জাহ্নগর-এবং তৎপরে মাউগাছি, মহৎপুর (মাতাপুরাদি) পার হইয়া সর্ব্বশেষে রুদ্রদ্বীপে গিয়াছিলেন। যদি ক্যাঁকড়ার মাঠ হইতে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু যাত্রা করিয়া থাকেন এবং প্রথমে সিমুলিয়া (সীমন্তদ্বীপ), পরে গাদিগাছা (গোদ্রুমদ্বীপ), তৎপরে মাজিদা (মধ্যদ্বীপ), তৎপরে রাতুপুর (ঋতুদ্বীপ), তৎপরে জাহ্নগর (জহ্নুদ্বীপ), তৎপরে মাউগাছি (মোদদ্রুমদ্বীপ) পার হইয়া মাতাপুর হইয়া রুদ্রপাড়া (রুদ্রদ্বীপে) যান, তাহা হইলে তাঁহাকে যাইবার মুখে একবার রুদ্রদ্বীপ পার হইয়া যাইতে পুনরায় ক্যাঁকড়ার মাঠকে পশ্চাতে রাখিয়া রুদ্রপুর দিয়া তথা হইতে সুবর্ণবিহার হইয়া পুনরায় মধ্যদ্বীপের মধ্য দিয়া ১০।১২ মাইল হাঁটিয়া ক্যাঁকড়ার মাঠে ফেরৎ আসিতে হয়। ইহা ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের বর্ণনার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের যে ভ্রমণ বিবরণ অন্তর্দ্বীপ সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে, তাহা যদি এই পক্ষের ম্যাপের সহিত বা কোন সেটেলমেন্ট ম্যাপের সহিত মিলাইয়া পাঠ করা যায় তাহা হইলে ক্যাঁকড়ার মাঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান কল্পনা কোনমতেই বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্য করা যাইবে না।

আবার দেখুন, আতোপুর বা অন্তদ্বীপ হইতে সুবর্ণবিহার দৃষ্ট হয়, ভক্তিরত্নাকরে ইহা লিখিত আছে। যদি বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জের সংলগ্ন মাঠ আতোপুর হয়, তবে ঐস্থান হইতে ৫।৬ মাইল দূরে অবস্থিত সুবর্ণবিহার কোন মতেই দেখা যাইবে না।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় করিয়া সেই স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় সেই মন্দিরে শ্রীশ্রীরামসীতার বিগ্রহ স্থাপন না করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিতেন এবং ঐস্থানটীকে নিশ্চয়ই শ্রীমায়াপুর বলিয়া ঘোষণা করিতেন। তাহা হইলে ঐস্থান অদ্য রামচন্দ্রপুরের চড়া, বাহির দ্বীপের মাঠ বা ক্যাঁকড়ার মাঠ নামে খ্যাত না হইয়া অন্তর্দ্বীপের মাঠ বা শ্রীমায়াপুরের চড়া বলিয়াই খ্যাত হইত।

যৎকিঞ্চিৎ

আমরা ১৮ই শ্রাবণ (১৩৩৮) শনিবারের বঙ্গবাসী পত্রিকায় "আলিপুরের কাণ্ড" শীর্ষক প্রবন্ধে একস্থানে এইরূপ লেখা দেখিতে পাইলাম,—"যে বাড়ীতে বা পল্লীতে মঙ্গল-আরতির ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বালক-যুবক জাগরিত হয় ও সন্ধ্যার শঙ্খ-ঘণ্টার দূরাগত কল্যাণধ্বনি প্রাণে পৌঁছায়, সেখানে খুনে ডাকাত উদ্ভব হইতে পারে না।"

আমরা লেখকের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না; তিনি যথার্থই লিখিয়াছেন। মঙ্গল আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি শ্রবণে শুধু ডাকাতের উদ্ভব কেন, জগতের যাবতীয় অমঙ্গল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৬।৩ শ্লোকেও এইরূপ উক্তি আছে,—

ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি॥

যেস্থলে মানবগণ নিজ নিজ ঐহিক এবং পারলৌকিক কর্ম্মে সাত্বতপতি শ্রীকৃষ্ণের রাক্ষসবিনাশক শ্রবণাদি (ভক্ত্যঙ্গ) আচরণ করেন না, সেইস্থলেই রাক্ষসীগণ অত্যাচারে সমর্থ কিন্তু যেস্থলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান, সেখানে ভয়ের আশঙ্কা কি?

উপরিউক্ত শ্লোকে শ্রবণাদীনি পদটীর অাদি শব্দে কীর্ত্তনাদি যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গকেই বুঝায়। আরাত্রিকের শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ও ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে।

ভগবানের শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গে শুধু রাক্ষস বা ডাকাতের ভয় বিদূরিত হয় না, ডাকিনী, যাতুধানী ও কুষ্মাণ্ড নামক শিশু-বিঘ্নজনক গ্রহগণ, ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, রক্ষ, বিনায়ক, কোটরা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, পূতনা, মাতৃকা প্রভৃতি দেহ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের হিংসকগণ, অপস্মার ও উন্মাদরোগ, স্বপ্নদৃষ্ট মহোৎপাতসকল বৃদ্ধগ্রহ ও বালগ্রহসকল বিষ্ণুর নাম গ্রহণে ভীত হইয়া বিনষ্ট হয়, এইরূপ উক্তিও শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাই ভক্ত্যঙ্গযাজনের মুখ্যফল নহে কিম্বা ভগবদ্ভক্তগণ আত্মতোষণার্থ তাদৃশ আচরণ করেন না।

শ্রীউদ্ধব যেকালে ভগবদাদেশে নন্দব্রজে গমন করিয়াছিলেন, তৎকালে তিনিও এই-রূপ লক্ষ্য করিয়াছিলেন,—

উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং
ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ।
দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থনশব্দমিশ্রিতো
নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্॥
(ভাঃ ১০।৪৬।৪৬)

গোপীগণ উচ্চৈঃস্বরে পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন করিতেছিলেন। তাঁহাদের সেই কীর্ত্তন-ধ্বনি দধিমন্থন-শব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া গগনস্পর্শ করিতেছিল। তদ্দ্বারা দিঙ্মণ্ডলের যাবতীয় অমঙ্গল দূরীভূত হইয়াছিল।

(অতঃপর ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

"ঘণ্টা ফণ্টাগুলো জলে ফেলে দেওয়া" মায়াবাদি-সম্প্রদায় অপেক্ষা এই লেখকের বিচার সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠতর।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বেদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি সহ-তাৎপর্য্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপবোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নাকর কৌস্তভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য- পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক —চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-দাসের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুই অজ্ঞাত বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ়তত্ত্ববিষয়ক এই-রূপ সরল ও জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ... এই গ্রন্থমৃত ... হইয়াছেন। ... বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের মীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থলের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ।১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ।৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা ।৴০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে ... সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ 'প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ।৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত শ্রীমন্মধ্বা-চার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শপদস্থ দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাঁধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, (প্রাক্তন লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ২৷৷০, ভিঃ পিঃ ... ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দয়ালের ... শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টোত্তর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, ... নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর ... আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধগণের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠভূষিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার লিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার লিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে চারনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

যাহা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপাচন ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম গাড়ীর খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেলিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, বাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীবীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিয়া) লন্স্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হেল্থ ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

লণ্ডন গমনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ

বোম্বাই হইতে এরূপ এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ডাঃ এম, এ আন্সারী নিশ্চিতরূপে তাঁহার লণ্ডন যাত্রা বন্ধ করিয়াছেন

তিনি প্রথমতঃ গান্ধীজীর সহিত আগামী ১৫ই আগষ্ট তারিখে লণ্ডন যাত্রা করিবেন, এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি যখন গত সপ্তাহে দিল্লী হইতে বোম্বাই যাত্রা করেন, তখন তাঁহাকে এ জন্য বিদায় অভিনন্দনে সম্মানিত করা হইয়াছিল।

রিভলভার চুরি

সিউড়ী হইতে প্রকাশ যে রবিবার ২৭। আগষ্ট সন্ধ্যাকালে সিউড়ীর ডাক্তার অঘোরচন্দ্র রায়ের একটা ৮ নলা রিভলভার, ১০টা টোটা ও ১ শত টাকার নোট চুরি গিয়াছে। জোর পুলিস তদন্ত চলিতেছে এখনও কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

গোল টেবিলের প্রতিনিধি

গোল টেবিল বৈঠকের যুক্তরাষ্ট্র গঠন কমিটীর সদস্য স্যার সুলতান আমেদ আগামী ১২ই আগষ্ট পাটনা হইতে বোম্বাই যাত্রা করিবেন। তথা হইতে মুলতান জাহাজে ১৫ই তারিখে তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন। বিহারের অন্যান্য নেতা—দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বিরাজ, স্যার আলি ইমাম ও মৌলভী সফী দাউদী ৫ই সেপ্টেম্বর রণপুরা জাহাজে যাত্রা করিবেন। স্যার আলি ইমামের সহিত লেডী ইমামও যাইবেন।

শিখ লীগের দাবী

গত বৃহস্পতিবারে শিখ যুব সমিতির উদ্যোগে এক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় সরকারকে নিন্দা করিয়া বলা হইয়াছে যে, গোলটেবিল বৈঠকে সেন্ট্রাল শিখ লীগ হইতে কোন সদস্যকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। এই হেতু এই সভা স্থির করিয়াছেন যে লণ্ডনে বৈঠকের যে সিদ্ধান্ত হইবে উহা শিখরা গ্রহণ করিবেন না।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির জের কতিপয় ছাত্রের জরিমানা

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ যে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর কয়েক জন ছাত্রের জরিমানা হইয়া গিয়াছে। এই ছাত্রেরা নাকি রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসীর সংবাদ পাইয়া ক্লাশ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

এম এল সি'র বাটীতে পুলিস

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রদত্ত পরোয়ানা-বলে পুলিশ ৬ই আগষ্ট থারাবড়ির এম এল সি ইউ সর রেঙ্গুণের বাটীতে খানা তল্লাস করিয়াছে। ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে বাম্মা বিদ্রোহ সম্পর্কে তিনি যে সকল প্রশ্ন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেই সংক্রান্ত কাগজপত্র তাহারা লইয়া গিয়াছে।

ইহার কিছুক্ষণ পরে পুলিস ঠুংহায় নামক একজন চীনার বার্ম্মা গার্জিয়ান প্রেসেও খানাতল্লাস করে। ঐ বাড়ীতে শান প্রেসের ডাইরেক্টারও অবস্থান করেন। প্রায় ২ ঘণ্টা খানাতল্লাসের পর পুলিস ৪টি ফর্ম্মা ও ইউ স লিখিত ১৩ খানা পুস্তিকা লইয়া যায়। প্রকাশ, পুস্তিকায় নানাস্থান হইতে বক্তৃতা ও বিবিধ লোকের লেখা সংগৃহীত আছে।

ময়ুরভঞ্জের রাজার ১ লক্ষ টাকা দান

ময়ুরভঞ্জ রাজ্যে পরলোকগত মহারাজ পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেবের নামে একটি শিল্প শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। ছোট রাজমাতা মহারাণী তাঁহার স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে উক্ত প্রতিষ্ঠানে একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। মহারাজ সাহেব নিজে গত ১৮ই জুলাই উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

উত্তর কলিকাতায় দিনে চুরি

প্রকাশ, জনৈক পশ্চিমা মুসলমান যখন কলিকাতা মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীটে জনৈক বেশ্যার গৃহে প্রবেশ করে, তখন সে গৃহে উপস্থিত ছিল না। সুতরাং আসামী বাক্স ভাঙ্গিয়া মূল্যবান দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিতেছিল, এমন সময়ে উক্ত রমণী তথায় উপনীত হইয়া চীৎকার করিলে বাটীর অন্যান্য অধিবাসীরা তথায় উপনীত হয়। কিন্তু তাহারা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আসামী গৃহ ভঙ্গ করিবার যন্ত্রগুলি ফেলিয়া পলায়ন কালে স্থানীয় পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। তাহাকে গত শুক্রবারে উত্তর কলিকাতার পুলিসের ডেপুটি কমিশনারের আদালতে উপস্থিত করা হয়। তিনি আসামীকে পুলিসের হেপাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

পঞ্জাব লাটকে গুলীর চেষ্টা

পঞ্জাব গভর্ণরকে গুলীমারা ষড়যন্ত্র মামলার দায়রা জজ মিঃ গর্ডন ওয়াকার সরকার পক্ষের নিকট হইতে কৈফিয়ৎ চাহেন যে, কতকগুলি অপছন্দসই ব্যাপার সংক্রান্ত কাগজপত্র সরকারী উকিল কেন আনেন নাই। জজ তাঁহাকে প্রস্তুত হইয়া আসিতে বলেন যে সাক্ষ্যের সূত্র ছিন্ন করিতে নিষেধ করেন

এতদ্ভার বাসন্দরমের সাক্ষ্য ৬ই আগষ্ট তারিখে শেষ হয়। তিনি জেরায় বলেন, বাল্যকাল হইতেই তিনি বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। লাহোর কংগ্রেসে নেতাদের বক্তৃতা শুনিয়া এবং ভগৎ সিংএর কথা ও তাহার মামলার বিবরণ পড়িয়া তাহার ঐ আদর্শ পুষ্টিলাভ করে। ছাত্র যুনিয়নের উদ্দেশ্য না জানিয়াই তিনি উহাতে যোগদান করেন।

সালিশী কর্ম্মীর নামে ১০৭ ধারা

ত্রিপুরা কংগ্রেসের সালিশী বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুত কামিনীকুমার দত্ত গান্ধীজীর নিকট টেলিগ্রাম করিয়া কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে উক্ত জিলায় যে সকল সালিশী বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে, তাহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের ভাবগতি সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। শ্রীযুত দত্ত তাঁহার অভিযোগ সম্পর্কে সালিশী আন্দোলনের সহিত সংসৃষ্ট ১৯ জন কর্ম্মীর বিরুদ্ধে ফৌজদারীর ১০৭ ধারা অনুসারে যে মামলা আনা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ম্মীদের মধ্যে মৌলবী আং জব্বার মাষ্টার ও আবদুল জলিলের নাম উল্লেখযোগ্য।

গত আন্দোলনের সময় এই সালিশী আদালতের কাজ চালাইয়া বিশেষ সাফল্য লাভ করা হয়। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পরও উহার কাজ বেশ চলে।

বৎসর মিঃ ওয়েজউডবেন লণ্ডনে পার্লামেণ্ট মহাসভায় যে প্রয়োজনীয় বিবৃতি করেন, তাহাতে তিনি গুজরাটের সহিত এই সালিশী আদালতের উল্লেখ করিয়াছিলেন

নন্দনগাছিতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা

শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ মৈত্রের সভাপতিত্বে এখানে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। পুঠিয়া কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত জ্ঞানাঞ্জন লাহিড়ী, রাজসাহী জিলা কংগ্রেস কমিটীর সহকারী সভাপতি শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র লাহিড়ী ও মৌলভী মুজিবর রহমান হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং গ্রামবাসীদিগকে কংগ্রেসের লক্ষ্য এবং আদর্শ বুঝাইয়া দেন। প্রকাশ, নন্দনগাছিতে শীঘ্রই একটি শাখা কংগ্রেস কমিটী গঠিত হইবে।

এস, আই, রেল ধর্ম্মঘটের জের

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ যে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলপথের ধর্ম্মঘট সংক্রান্ত কতিপয় অপরাধে যাহাদিগকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তাহাদিগকে মুক্তি প্রার্থনা করিবার জন্য একদল প্রতিনিধি সেক্রেটারিয়েটে লাটের সহিত সাক্ষাৎ করে। প্রকাশ, গভর্ণর বলেন কয়েদীরা গুরুতর অপরাধ করিয়া জেলে গিয়াছে কাজেই এক্ষেত্রে আর দয়া করা যায় না।

মেদিনীপুরে লাল ইস্তাহার ও খানাতল্লাস

মেদিনীপুর, গত ৫ই আগষ্ট প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে "সাধান বিমল" "রক্তের বদলে রক্ত চাই" প্রভৃতি এইরূপ লেখাযুক্ত লাল ইস্তাহার সকল সহরের থানা বাড়ীর দেওয়ালে মারা দেখা যায়। ফলে সহরে একটা চাঞ্চল্য দেখা যায়।

পুলিশ রাত্রেতে নিম্নলিখিত বাড়ীগুলিতে যুগপৎ খানাতল্লাস করে;—(১) সাঙ্গাল কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সদানন্দ সান্যালের তামাকের দোকান, (২) সাঙ্গাল রাদার্শের শ্রীযুত পূর্ণানন্দ সান্যালের সোডা ওয়াটারের কারখানা (৩) উকিল শ্রীযুত জহরলাল অধিকারের বাটী (৪) হোমিওপ্যাথ ডাক্তার হরিপদ ঘোষের বাটী। ও (৫) মোক্তার শ্রীযুত চারুচন্দ্র দাসের বাটী। প্রকাশ, কোথাও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় নাই। কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

বিঠলভাই প্যাটেলের জ্বর বাড়িয়াছে

ভিয়েনা হইতে প্রকাশ যে ম্যালেরিয়ার দরুণ বিঠলভাই প্যাটেলের জ্বর একটু বাড়িয়াছে। জ্বরের জন্য কোনও ভয়ের কারণ নাই। তাঁহার অন্যান্য অবস্থা ভাল। ডাক্তারগণ তাঁহাকে এখন নিরাপদ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ভাগরামের অনশনের অপরাধে দণ্ডের আয়োজন

পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ভাগরাম জেল কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারের প্রতিবাদকল্পে গত ১পক্ষকাল যাবৎ অনশনব্রত পালন করিতেছে ৭ই আগষ্ট কারা আইনের ৫২ ধারামতে তাহার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

শিখ ও মুসলমানে দাঙ্গা

পঞ্জাবের চন্দ্রভাগ নদীর তীরে একদল মুসলমান ও একদল শিখের মধ্যে কোন কারণে দাঙ্গা হওয়ায় একজন শিখ নিহত ও দুইজন গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে।

টেলি— শ্রীপ্রাচ্য, নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৪॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ⁄৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩৭ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৩৮, ১২ই আগষ্ট ১৯৩১

হাওড়ায় তাজা কার্ত্তুজ

বাঁকুড়া আদালতে গামছায় বাঁধা দুইটী নরমুণ্ড

ভীষণ নারীহত্যা

বিচারাধীন বন্দীর অনশন ধর্ম্মঘট

রাজবন্দীর মুক্তি

পুলিশ কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে গুরু অপরাধ

লাহোর জেলে চাঞ্চল্য

রামকৃষ্ণের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ

রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড

মহিষশাবকের সাতখানি পা

নানা কথা

হাওড়ায় তাজা কার্ত্তুক

হাওড়া হিগেট ম্যানসনের বাহির বাড়ীতে খানাতল্লাসের ফলে পুলিশ অস্থাস্থি জিনিষের মধ্যে পিতলের দুইটি তাজা কার্ত্তুজ ও আর দুইটী অনুরূপ রাইফেলের কার্ত্তুজ পাইয়াছে। ই, আই রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপের শ্রমিক দীন মহম্মদ ঐ বাড়ীতে থাকিত। ২৪ পরগণা জেলার কোন স্থানে ডাকাতি সম্পর্কে সে সম্প্রতি আলিপুর পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিল। পুলিশ বিবেচনা করে যে ঐগুলি সামরিক বিভাগের কার্ত্তুক, কারণ উহাতে তীর চিহ্ন আছে। লাইসেন্স ব্যতীত কার্ত্তুজ রাখার অভিযোগ অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারা অনুসারে দীন মহম্মদের বিরুদ্ধে মামলা উপস্থাপিত হইয়াছে।

বাঁকুড়া আদালতে গামছায় বাঁধা দুইটি নরমুণ্ড

৮ই আগষ্ট অপরাহ্ণ প্রায় তিন ঘটিকার সময় আদালতে মনগোবিন্দ দলপতি নামে জনৈক ব্যক্তি গত ৬ই আগষ্ট হাটুয়া থানায় দুইটি নরমুণ্ড উপস্থিত করিয়াছিল। এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, এন মুখার্জ্জীর এজলাসে উপস্থিত হইয়া সে ঐ তারিখে অপরাধ স্বীকার করে। একটি মুণ্ড হাটগ্রামের ধনী মহাজন ও জমীদার মাখমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এবং অপরটি রজনী দেবী নাম্নী প্রৌঢ়ার জনৈকা এক স্ত্রীলোকের। আসামী মনগোবিন্দ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহার অপরাধ স্বীকার করে এবং নিহত ব্যক্তিদ্বয়কে আঘাত করে বলিয়া ঘোষণা করিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে জবানবন্দী করে,—

"আমি তাহার পর মুণ্ড দুইটি একটি গামছায় বাঁধিয়া বাঁকুড়ায় আসিতেছিলাম। চৌকীদারকে আমার সহিত আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম এবং দুই ব্যক্তিকে আমি হত্যা করিয়াছি [illegible] তাহাকে বলিয়াছিলাম। কিন্তু সে আমার সহিত আসে নাই। আমি তখন মুণ্ড দুইটী কাঁধে লইয়া একাকীই আসি।

মিঃ হাচিনসনের অবস্থা শঙ্কাজনক

মীরাট মামলার আসামী মিঃ হাচিনসন টায়ফয়েড জ্বরে ভুগিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার অবস্থা খুবই শঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত ৬ই আগষ্ট রাত্রিতে তাঁহার শরীরের উত্তাপ ১০৪'৮ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ডাক্তার ভূপাল সিং, ব্যানার্জ্জী, মেজর ক্লাইভ, সিভিল সার্জ্জন এবং মেজর ইভান্স প্রভৃতি চিকিৎসকগণ তাঁহাকে দেখিতেছেন।

প্রথমে মিঃ হাচিনসনকে মিলিটারী হাসপাতালে নেওয়ার কথা হয়। কিন্তু হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ মিঃ হাচিনসন "বলশেভিক" বন্দী বলিয়া তাঁহাকে হাসপাতালে নিতে অস্বীকৃত হন। পরে অবশ্য কর্ত্তৃপক্ষ রাজী হন। মিঃ হাচিনসনের মাতাকে ইংলণ্ডে এ সংবাদ তার করিয়া জানান হইয়াছে।

বিচারাধীন বন্দীর অনশন ধর্ম্মঘট

পাঞ্জাবের রাজনৈতিক বন্দী, বিশেষতঃ ভাগরামের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার যাবতীয় বিচারাধীন বন্দী অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছেন আসামী শুকদেব রাজকে অপর একটি ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনিও উপরোক্ত কারণ জন্য প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন।

রাজবন্দীর মুক্তি

ডাঃ সুরীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত গত ৫ই জুলাই বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে নাজিরপুর থানার সেরাগুকাঠীতে গ্রেপ্তার হন এবং তাহার পর যশোহর জেলে আটক থাকেন। গত ৭ঠা আগষ্ট প্রাতে তিনি জেল হইতে মুক্তি পাইয়া বরিশাল আসিয়া পৌঁছিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ ১৪ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৭শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১২ আগষ্ট ইং ১৯৩১ বুধবার ১৩৭তম সংখ্যা।

সাময়িকী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩৬তম সংখ্যার পর)

* রবিবারে মহোৎসবের দিন থাকায় অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিরই তাহাতে যোগদানের সুযোগ হইয়াছিল। তাই অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার পর হইতেই বহু উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং মহিলা দলে দলে আসিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সুবিস্তৃত অস্থায়ী নাটমন্দিরটী পূর্ণ হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সমস্ত প্রাঙ্গণও পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থগণ অভ্যাগতজনের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত কীর্ত্তনের পর সাড়ে নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত বক্তৃতা হইয়াছিল।

প্রথমে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ প্রভৃতি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুও কিছুক্ষণ বিচারপূর্ণ শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়া জীবকুলকে ভক্তিসুধা বিতরণ করেন। পরে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু আবেগময়ী ভাষায় ভক্তিসিদ্ধান্তের বিচার দ্বারা একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ অতি সরল প্রাঞ্জল ভাষায় গম্ভীরস্বরে এক ঘণ্টার অধিক কাল বক্তৃতা করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেন এবং সকলেই নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া 'ভক্তগণের অনুষ্ঠিত মহোৎসবের তাৎপর্য্য কি', তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

বক্তৃতার পর খোল-করতাল-সংযোগে কিছুক্ষণ গৌরনিহিত কীর্ত্তন হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় ১টা পর্য্যন্ত সমাগত সহস্র সহস্র নরনারীকে বিচিত্র শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। সাধুমুখকীর্ত্তিত শ্রীমহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য ও শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের জয়ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে সকলেই আকণ্ঠ প্রসাদ সেবন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। পরদিন প্রাতেও বহু ব্যক্তিকে এবং শত শত কাঙ্গালীকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভক্তরাজ অম্বরীষের চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল। মহৈশ্বর্য্যের ভিতর থাকিয়াও ভগবদ্ভক্ত কিপ্রকারে সতত প্রীতিপূর্ব্বক নিজ ইষ্টদেবের সেবা করেন, তাহা অম্বরীষের চরিত্র পাঠে হৃদয়ঙ্গম হয়।

বৈরাগ্য কিছু বস্তুর প্রতি বিদ্বেষভাব নহে। পরন্তু বিশিষ্টে বা পরমপুরুষে রতি। পর-পুরুষ শ্রীভগবানে এবং ভগবদ্ভক্তে যাঁহার যে পরিমাণে রতি আছে, তিনি সেই পরিমাণেই ভগবদিতর বস্তুতে অরতিবিশিষ্ট। মহাভাগবত অম্বরীষের জীবনে এইটী বিশেষভাবে লক্ষিত হয়।

সাধারণ রাজন্যবর্গ রাজ্যপালনে ব্যস্ত। আর অসাধারণ মহারাজাধিরাজ অম্বরীষ কেবল বাহিরের রাজ্যশাসনে নিযুক্ত ছিলেন না,—অন্তর-রাজ্যে উন্মুখী হইয়া, ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয়ে নিয়োগ না করিয়া, ইন্দ্রিয়পতি ভগবানের সেবায় সতত নিযুক্ত রাখিয়া মুকুন্দসেবনেই ইন্দ্রিয়বান্ মনুষ্য-জীবনের পরম-সার্থকতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

বদ্ধজীবকুল ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয় সম্ভোগে আত্মবিস্মৃতির সাগরগর্ভে নীত হয়। আর মুক্ত ভাগবতগণ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি ও বিরক্তিরহিত হইয়া কিপ্রকারে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে বিষয়সমূহ কেবলমাত্র মাধবের সেবায় যুক্ত করেন, তাহাই বুঝাইবার জন্য পুরাণার্ক-ভাগবত এবং জীবের অজ্ঞানতমো বিনাশকারী ভক্ত-ভাগবতের আবির্ভাব। ভাগবত-সেবাই নিত্য ভগবদ্দাস জীববৃন্দের একমাত্র কৃত্য, জানাইবার জন্যই জগদ্গুরু শ্রীপ্রভুপাদের এই ভাগবতোৎসবের আয়োজন।

গত ১৬ই শ্রাবণ সন্ধ্যাকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীপাদ কৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারীসহ শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর মঠে শুভ বিজয় করেন। সন্ধ্যারাত্রিক সমাপনান্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব এবং 'শুদ্ধভক্ত চরণরেণু' পদটী কীর্ত্তন হইলে স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখে সিদ্ধান্তবাণীশ্রবণপিপাসু ভক্তমণ্ডলীর নিকট স্বামিজী মহারাজ অতি প্রাঞ্জলভাষায় শক্তি ও শক্তিমত্তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করেন। শক্তিমানের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া শক্তির পূজা হইতে পারে না। বৈষ্ণবগণই শুদ্ধ শাক্ত, কারণ তাঁহারা অন্তরঙ্গাশক্তির উপাসক।

এতদ্ব্যতীত স্বামিজী মহারাজ 'সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ে জীবের আত্মমঙ্গলের পরম উপায়' সম্বন্ধে কিছুকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। স্বামিজীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের বিদায় অভিনন্দন উপলক্ষে মাদ্রাজে ৩রা আগষ্ট অপরাহ্ণে একটী সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীজী শ্রীপাদ বন মহারাজের কলিকাতা শুভ-বিজয়বার্ত্তা ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ অবশেষে একটী সিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা করেন।

২রা আগষ্ট প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ মাদ্রাজ যক্ষ্মা-হাসপাতালের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র পাই এর টেনিয়াম্পেট-স্থিত বাসভবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিয়াছেন। ইনি বহু বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট এবং মাদ্রাজের মধ্যে একজন গণ্যমান্য লোক। তিনি মহারাজদ্বয়ের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে

প্রভুপাদের বক্তৃতা

(১)

ভারতবর্ষে যখন যুরোপীয় ভাষা প্রচলিত ছিল না, তখন হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রীক্ ভাষা এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। Alexander The Greatএর পর গ্রীসীয় সভ্যতা এদেশে কিছু কিছু প্রবল ছিল। (Second Century B.C) পর্য্যন্ত অনেক গ্রীক অধোক্ষজ-সেবক ছিলেন। বিশনগরের স্তম্ভ ও প্রস্তরলিপি উহার সাক্ষ্য দিতেছে। তৎপরে চীনদেশের উত্তরাংশে Scythianগণ ভারতের পশ্চিমে Persia, Afganisthan এবং Punjab প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

তৎকালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকারের বিচারপ্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল। মন্বাদি ভারতীয় নীতিশাস্ত্রকারগণ পারত্রিক বিচার-রহিত ঐহিক সুখের জন্য কতকগুলি নীতি প্রবর্ত্তিত করেন। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ঐ সকল নীতি ন্যূনাধিক প্রচলিত আছে। স্বার্থের জন্য মিথ্যার আবরণ বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা নৈতিক শিক্ষার অপব্যবহার।

বর্ত্তমান সময়ে বিশুদ্ধ নীতির প্রতি লক্ষ্য অনেকটা কম হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ধর্ম্মবিষয়ে তাহারা বিশেষ অমনোযোগী। ধর্ম্মকে বর্জ্জন করিয়া যে শিক্ষার প্রণালী বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে, তাহা মানব-কল্পিত সামাজিক প্রথা বা নীতিমাত্র। ঐরূপ নীতি অবলম্বিত হইলে পারলৌকিক শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হয়। তৎফলে পাশ্চাত্য-দেশীয় সমন্বয়বাদের চিন্তাস্রোত আমাদের মধ্যে অল্পবিস্তর প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ঐরূপ Short-sighted policy বা সমন্বয়বাদ বিগত ১৯১৪ হইতে ১৯২০সাল পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার লাভ করিয়া মানব-জাতির মধ্যে পরস্পর বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বালিত করিবার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে।

পারত্রিক-সম্বন্ধী বিচার বন্ধ করিয়া সাধারণ লোকের মধ্যে যে নীতির একটা আলোচনা দেখা যায়, তাহাতে শ্রেয়ঃ আনয়ন করা দূরে থাকুক, উহা শ্রেয়ঃপথেরও পরিপন্থী। পারত্রিক নীতি বাদ দিয়া ঐহিক নীতির প্রাধান্য হওয়ার আবশ্যকতা নাই। পারত্রিক নীতির প্রাধান্যে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় মঙ্গল।

ঐহিক নীতির প্রাধান্যফলে জগতে রীতিমত অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে। এইরূপ চিন্তাস্রোত মনঃকল্পিত (Conventional)। ইহা উন্নত চিন্তাস্রোতকে বিমর্দ্দিত করিয়া পরিণামে যথেচ্ছাচারিতা আনয়ন করে। নীতিশিক্ষার আইনকানুনগুলি এরূপ হওয়া কর্ত্তব্য নয়, যাহাতে পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত দায়িত্ব-বোধ আনয়ন করার পরিবর্ত্তে পরদ্রোহিতা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জালিয়াতি, জুয়াচুরির সংখ্যা বৃদ্ধি করে। নীতির নামে একের প্রতি অপরের আক্রমণ—উদারতার নামে অনুদারতা—ভ্রাতৃত্বের নামে পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিগুলি কোন কোন স্থলে বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে ন্যূনাধিক বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই সমস্ত ব্যাধিগুলি সমূলে উৎপাটিত হওয়া দরকার। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাপ্রণালীর Back-groundএ ধর্ম্ম-শিক্ষার দুর্ভিক্ষ হওয়ার দরুণ উহারা অনুন্নত শিক্ষার আকর-ভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধার্ম্মিক জীবনের প্রয়োজনীয়তার অস্তিত্ব সংরক্ষণ—শিক্ষা-প্রণালীর মূলভিত্তি। মালব্য মহাশয়ের কাশীস্থ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্যান্য সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ঐহিক নীতির বিচারই প্রবল। তথায় পারত্রিক নীতি-বিচারের প্রাধান্য লক্ষিত হয় না। য়ুরোপ, আমেরিকা বা জাপানদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে ধর্ম্মনীতির আলোচনা বিশেষভাবে না হওয়ার দরুণ তথায় পারত্রিক মঙ্গলবিষয়ে অনেকেই উদাসীন। বাস্তবিক সত্যপথ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুণ তাহারা তাৎকালিক সত্য ঐহিক নীতির প্রতি বিশেষ মনোযোগী—পারত্রিক নীতিকে জলাঞ্জলি দিয়া মনোধর্ম্মোত্থ ভদ্রাভদ্রবিচারে দক্ষতা লাভ করিয়াছে।

আমরা শিশুকাল হইতে ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য করিব না—অপরের অন্যায় আমাদের প্রতি চাই না। আমাদেরও অন্যায় অপরে চায় না—শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ নীতি বুঝাইয়া দিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ধর্ম্মমূলা সৎশিক্ষার অভাবে আমাদের মধ্যে তথা-কথিত শিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্কগণের চরিত্রে ঐসমস্ত নীতিগুলির বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই সকল বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয় হওয়া একান্ত আবশ্যক। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে ভবিষ্যতে আমাদের এই সকল কথা আদরণীয় হইবে।

১৫।২০ বৎসর হইল, কতকগুলি জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রণালীতে ঐহিক-নীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ার দরুণ প্রকৃত শিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারিতেছে না। ফলফুলে শোভিত হওয়া দূরে থাকুক, সাধারণ নৈতিক শিক্ষার বিরোধ উৎপাদন করিতেছে। এইরূপ সঙ্কীর্ণ শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ার বিষময় ফল বর্ত্তমানে অল্পবিস্তর সকলকেই ভোগ করিতে হইতেছে।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

প্রসিদ্ধি আছে যে, রামচন্দ্রপুরে খুব রামসীতার মহামহোৎসব হইত। আর রামচন্দ্রপুর রামসীতার লীলাস্থলী মোদদ্রুম দ্বীপেরই অন্তর্গত। কাজেই সেখানে কোনও মতেই অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর কল্পিত হইতে পারে না।

কাজি-দলন দিবসে কীর্ত্তনের বিবরণে দৃষ্ট হয়,—কাজীর বাড়ীর পরেই শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্ত্তন-সহিত তন্তুবায়পল্লী (যাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান) এবং তৎপরে শঙ্খবণিক পল্লী ও তৎপরে গাদিগাছা গিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমরা কাজির বাড়ী বামনপুকুর ও গাদিগাছার বালিচর এই দুইটী স্থান পাই, সুতরাং তন্তুবায়পল্লী ও শঙ্খবণিকপল্লী—ঐ দুইটী স্থানের মধ্যে। এই স্থান রামচন্দ্রপুরের চড়া ও কাঁকড়ার মাঠ হইতে ৫ মাইল দূর। এখানে যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর ভ্রমণের বিবরণ আমরা পাঠ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর তন্তুবায় ও শঙ্খবণিকের ঘরে আসিতে হইলে ৫ মাইল আসিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া আবার ৫ মাইল হাঁটিয়া ফেরৎ যাইতে হইবে। ইহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত কাঁকড়ার মাঠ বা রামচন্দ্রপুরের চড়া যদি অন্তর্দ্বীপ ও মায়াপুর হয়, তাহা হইলে ইহার পশ্চিমে গঙ্গা এবং তৎপশ্চিমে কোলদ্বীপ বা কুলিয়া হইতে হয়। কারণ গঙ্গার একদিকে শ্রীমায়াপুর ও অন্যদিকে কুলিয়া; কিন্তু এই সংক্রান্ত ম্যাপখানি বা যে কোন সেটেলমেণ্ট ম্যাপ দেখিলে জানা যাইবে যে, বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জের পশ্চিমে জাহ্নান-নগর, (যাহা ভক্তিরত্নাকরগ্রন্থে 'জহ্নুদ্বীপ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে) বা মোদদ্রুম দ্বীপের অন্তর্গত মাতাপুর পড়ে। সুতরাং কোনক্রমেই রামচন্দ্রপুরের চড়াকে শ্রীমায়াপুর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না।

"কাম ও প্রেম"

উপবনে প্রস্ফুটিত   কুসুমনিকর,
যুগল মানব তথা   হল উপনীত।
নিরখি' দু'জনে হল   প্রফুল্ল অন্তর,
তুলে ফুল প্রিয়তরে   হ'য়ে হরষিত॥
গাঁথি' মালা সযতনে   কায় মনোপ্রাণে,
একজন লয়ে যায়   বারাঙ্গনা-স্থান।
আরজন ভক্তিভরে   মিশায়ে চন্দনে,
প্রেমময় ভগবানে   করে নিবেদন॥
এই মত জগতের   বস্তু সমুদয়,
কামুক করয়ে   নিজ কামাগ্নি-ইন্ধন।
আসক্তিরহিত হ'য়ে   লয়ে দ্রব্যচয়,
প্রেমিক করয়ে   কৃষ্ণ-ইন্দ্রিয়-তোষণ'॥

যৎকিঞ্চিৎ

বর্দ্ধমান জেলার আমলাজোড়া গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুত প্যারীমোহন ঘোষ মহাশয় আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রমে বিবিধ সেবা করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ নিমিত্ত এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার্থ একটী কূপ খননের জন্য যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার নিমিত্ত আরও বিবিধভাবে আনুকূল্য করিতে তাঁহার প্রয়াস ও উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়।

পরমকারুণিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমলা-জোড়া-নিবাসী জনগণকে ভগবৎসেবার সুযোগ দানার্থ তথায় শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন।

ভগবৎসেবা ব্যতীত আমাদের কোন-প্রকারেই মঙ্গলের উপায় নাই। অনেকেরই আর্থিক দুরবস্থাবশতঃ সেবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে না; কিন্তু এইরূপ মঠাদি থাকিলে সকলেরই স্ব-স্ব-সামর্থ্যানুযায়ী সেবা করিবার সুযোগ হয়।

ভগবানের অর্চ্চাবতারসমূহ ভগবান্ হইতে অভিন্ন বলিয়া সকলকেই "কৃষ্ণ" "গোবিন্দ" প্রভৃতি নামে অভিহিত করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক বিগ্রহই লক্ষণানুসারে এক একটী স্বতন্ত্রনামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সুতরাং আমলাজোড়ার শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীশ্রীবিনোদ-কিশোর-জীউ-নামে শ্রীগুরুপাদপদ্ম কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-মঠের যাবতীয় ভক্তিপ্রতিষ্ঠানের শ্রীবিগ্রহগণের এইরূপ বিভিন্ন নাম আছে। যেমন শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহযুগলের নাম শ্রীশ্রী-বিনোদপ্রাণজীউ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহ-যুগলের নাম শ্রীশ্রীবিনোদানন্দজীউ ইত্যাদি।

ভগবানই সকল বিষয়ের ভোক্তা। দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর দ্বারা ভগবৎসেবা হইতে পারিলেই তাহার সার্থকতা; জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প, যাবতীয় ঐশ্বর্য্য-দ্বারা ভগবন্মন্দির নির্ম্মাণ ও ভগবানের অন্যান্য সেবা করিতে পারিলেই সেবকের সেবায় ভগবানের প্রীতি হইয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রীতে নিজভোগ ত্যাগ করাই প্রকৃত সেবকের পরিচয়।

অত্যুত্তম শ্রীমন্দিরে বৈদ্যুতিক আলোক প্রভৃতি দ্বারা ভগবৎসেবা রাজসিক বা তামসিক ভাব নহে। ভগবৎসেবা—নির্গুণ; ধনী বা দরিদ্র সকলেরই অবস্থানুসারে ভগবৎসেবার বিধান আছে। কিন্তু দরিদ্রের যে অর্থব্যয়ে ভগবৎসেবা হইয়া থাকে, ধনীও তাহার অনুকরণ করিতে গেলে বিত্তশাঠ্য-দোষজন্য প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবেন। আমরা আশা করি, প্যারীবাবু যখন নিজে বৈষ্ণব অভিমান করেন, তখন এই সেবাবিষয়ক সিদ্ধান্তগুলি তিনি জানেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ—পারমার্থিক পত্র

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৸০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাবাভাষসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসি-জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তভমণি · সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষা-প্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-...ও, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রে...ভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়। প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যু...প্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, অ...ধা ১৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব...রে অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্র... সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ ...ঙ্কিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কু... প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব ভাগবত—বৈষ্ণ... গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জী... অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণাশ্রম—ব... ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি ...চ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কা... শ্লোক বু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে না...খা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৷০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক … রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ' পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় …ই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মন্থোদধি-মন্থনকালে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত … কথাসার টীকা দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে … বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট …ই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

…বর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অ… পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্ত… অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলা… বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্র… অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে … বেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থক… পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷৴০ দশ… না মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটি ভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও ভজনপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৴০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ 'প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ১৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুময়স্তব স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷০ আনা, আবাধাই ৷৴০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তত্ত্ব, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাও সাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, 'বাউলসঙ্গীত', নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৴০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৴০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৴০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৴০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষ ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে চাক নামের বিভব-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

বাত শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। কবিরাজ গাড়ীভাড়া খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয়। আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীসতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ হৈকাটী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন,

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্র, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীমহেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার সাভিয়া) ৩৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্ট্রীট: ডিস্ট্রিক্ট টমেট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৷৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

গবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল বা কে ন্দ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ব্রহ্মচারি ভক্তিকমল এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মৃত্যু-রহস্য

৭ই আগষ্ট প্রাতে বাঁকুড়া সহরের সন্নিকটে স্থানীয় ফটোগ্রাফার গতি ব্যানার্জ্জির মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতের শরীরে আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না।

আবার বায়স্কোপে পতাকা-দৃশ্য

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে জাতীয়-পতাকা সম্বন্ধে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীতে প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি মিঃ নরীম্যান যে ঘোষণা করেন, সেই অনুসারে ৮ই আগষ্ট প্রাতে কংগ্রেস হাউসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও সদস্যরা নূতন জাতীয় পতাকা অভিবাদন করেন। এই অভিবাদনোৎসবের বায়স্কোপ চিত্র লওয়া হয়। মিঃ নরীম্যান বলেন, এই বায়স্কোপে প্রদর্শন করিয়া সেন্সারী কর্ত্তৃপক্ষের কংগ্রেস পতাকা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা পরীক্ষা করা হইবে।

ভীষণ নারীহত্যা

সংবাদ আসিয়াছে যে, কিষাণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ইসলামপুর থানার এলাকাধীন কোন দরিদ্র গ্রামবাসীর খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। সে অর্থ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হয়। অতঃপর সে তাহার খুল্লতাত পত্নীর নিকট গমন করিয়া সামান্য কিছু অর্থ ঋণ করিবার প্রস্তাব করে; কিন্তু উক্ত খুল্লতাত পত্নী ইহাতে অসম্মতা হয়। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া মতলব স্থির করিয়া রাখে। প্রকাশ পরদিন সে তাহার খুল্লতাত-পত্নীকে একখানা 'দা' দ্বারা আক্রমণ করিয়া তাহার দেহ বিখণ্ডিত করিয়া ফেলে, ফলে সে অবিলম্বে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। পরে উক্ত হতভাগ্য ক্রুদ্ধ লোকটি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

দস্যুদলের সহিত সংঘর্ষ

গত ৬ই আগষ্ট রাত্রিতে ৯টার সময়, কোয়াদন হইতে ৩ মাইল দূরে, টাঙ্গি নামক স্থানে কাপী সম্প্রদায়ের একটা দল—৬ জন আকাখোল আক্রোদী, ৪ জন দস্যু ও সিনোমারীর একজন লোক কোয়াদন গ্রামে একদল লোক কর্ত্তৃক পথিমধ্যে আক্রান্ত হয়। কোয়াদন গ্রামের আকবর হোসেন শেষোক্ত দল পরিচালিত করেন। যুদ্ধে একজন কাপী ও আর একজন নিহত এবং ২ জন আকাখোল আহত হয়। একজন আকাখোলের অবস্থা সাংঘাতিক। দস্যু দলের নিকট হইতে ৩টা পিস্তল, ২টা রাইফেল, একটা দোনালা বন্দুক, একখানা ওয়াচ ও কিছু নগদ টাকা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। উহারা অশ্বতর পৃষ্ঠে ঐ সকল জিনিষ লইয়া যাইতেছিল।

রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড
হত্যাকারীর আত্মসমর্পণ

ইন্দপুর থানার এলাকাধীন জাতগ্রামবাসী শ্রীযুত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন সঙ্গতিপন্ন মহাজনকে ও রমণী বিবি নামক জনৈক স্ত্রীলোককে গত ৬ই আগষ্ট কে হত্যা করিয়াছে। প্রকাশ নিহত লোক দুটির মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, হত্যাকারী ঐ তারিখেই সন্ধ্যায় চাতনী থানার দারোগার নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

মহিষশাবকের সাতখানি পা

পাটনা সিটির লোদী কাটরা নামক পল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, তথাকার অধিবাসী মিঃ সৈয়দ আমিরুদ্দীন আমেদের একটী মহিষ অদ্ভুত রকমের বাছুর প্রসব করিয়াছে। বাছুরটীর সাতখানি পা, একটী মুখ ও দুইটী লেজ হইয়াছে। বাছুরটী জন্মিবার অল্পকাল পরেই মারা গিয়াছে।

রামকৃষ্ণের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ

গত ৮ই আগষ্ট শনিবার সন্ধ্যায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসীতে মৃত্যু হওয়ার শোক প্রকাশ করিবার জন্য একটী জনসভার অধিবেশনে শ্রীযুত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামী জ্ঞানানন্দ ও শ্রীযুত গাঙ্গুলী সভায় রামকৃষ্ণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করেন। তাঁহারা হিংসা নীতির নিন্দাবাদ করেন ও পরলোক গত আত্মার শান্তি কামনা করেন।

শ্রীযুত গাঙ্গুলী যুবকগণকে দেশের মুক্তি সংগ্রামে গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত নিরুপদ্রব অহিংসা নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন অহিংসা ব্যতীত ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না। রামকৃষ্ণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া হিংসাবাদের নিন্দা করিয়া এবং ডালহৌসী স্কোয়ারের এক সভায় কর্পোরেশনের প্রতি আক্রমণের নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

অঙ্গুলে গ্রেপ্তার

ডাক্তার কৃপাসিন্ধু ভক্ত, শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ দ্বিবেদী, রত্নাকর নায়ক, আনন্দচন্দ্র প্রধান, গোপালচন্দ্র প্রধান, রমানন্দ প্রধান এবং কাঠানী মিশ্রকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ, উপরিউক্ত কংগ্রেসকর্ম্মিগণ স্থানীয় মন্দিরের সীমানার মধ্যে নির্ম্মিত একটি চালাঘরে কাজ করিতেছিলেন। স্থানটি অঙ্গুল খাসমহলের অধিকারভুক্ত বলিয়া তাঁহাদের উহা ছাড়িয়া দিবার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়। ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা উক্ত জমী পত্তনী লইবার জন্য ডেপুটী কমিশনারকে লিখিয়াছিলেন এবং তাহার জন্য স্থানীয় তদন্তও হইয়াছিল। কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পুলিশ কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে গুরু অপবাদ

কিষাণগঞ্জ হইতে প্রকাশ যে, গত ৩রা আগষ্ট তারিখে দারোগা শ্রীযুত কলেশ্বরপ্রসাদ রিভলভারের গুলীতে আত্মহত্যা করেন। এই ব্যাপারে বহু রহস্য বিজড়িত আছে। প্রকাশ, মৃত ব্যক্তির নিকট যে পত্র পাওয়া যায় সেই পত্রে পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, একজন ইনস্পেক্টার ও কিষাণগঞ্জ রাইটার কনষ্টেবল মৌলবী আয়ুব হোসেনের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের উল্লেখ আছে। এক্ষণে নানাপ্রকার সংবাদ প্রচার হইতেছে, উহাতে বুঝা যাইতেছে যে, মৃত দারোগার সহিত তাঁহার উপরস্থ কর্ম্মচারীদের সহিত কিছু দিন যাবৎ বনিবনাত হইতেছিল না। ইহার পর তিনি আত্মহত্যা করায় ব্যাপারটি বড়ই জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এ বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান বিশেষ প্রয়োজন।

লাহোর জেলে চাঞ্চল্য

রাজনীতিক আসামীগণের বিশেষ করিয়া আসামী ভাগরামের প্রতি জেল কর্ত্তৃপক্ষের আচরণের প্রতিবাদে গত ৭ই আগষ্ট শুক্রবার অপরাহ্ণ হইতে পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলার শুকদেবরাজ এবং অপর ২০ জন আসামী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর আরও কতিপয় রাজনীতিক আসামী জেলের মধ্যে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন।

বোধ হয় ইহা পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে, ভাগরাম গত এক পক্ষকাল প্রায়োপবেশনে আছে, ৭ই আগষ্ট কারা আইন অনুসারে তাঁহার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করা হয়। এই অভিযোগ আনয়ন করিবার সময় তাহাকে ষ্ট্রেচারে করিয়া আদালতে আনয়ন করা হইয়াছিল। প্রকাশ, প্রায়োপবেশনকারিগণকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

কারা আইনানুসারে ভাগরামের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের শুনানীর সময় অনেক রোমাঞ্চকর রহস্য প্রকাশ পাইবে বলিয়া অনুমান হইতেছে।

পুলিসের রিপোর্ট অবিশ্বাস্য

কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে একটি বায়স্কোপ ভবনের দ্বারদেশে ট্যাক্সি দণ্ডায়মান রাখিবার অভিযোগে ট্যাক্সি চালক অজায়ব সিং কলিকাতা অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত জে, কে, বিশ্বাসের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গত ৮ই আগষ্ট শনিবারে আসামীকে মুক্তিদান করিয়াছেন।

প্রমাণে প্রকাশ, ট্যাক্সিখানি উক্ত দ্বার হইতে ৩০।৪০ গজ দূরে ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে বলিয়াছেন, কনষ্টেবলের রিপোর্টটী বিশ্বাসযোগ্য নহে। আবশ্যক বিভাগীয় ব্যবস্থার জন্য মামলার বিবরণ পুলিসের ডেপুটি কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছেন।

কাছাড় জিলাকে বাঙ্গালার অন্তর্গত করার প্রস্তাব

গত ৬ই আগষ্ট সন্ধ্যায় শ্রীযুত মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে কাছাড় কংগ্রেস কমিটির এক সাধারণ সভা হয়। সভায় এই মর্ম্মে ২টি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, (১) কাছাড়কে বাঙ্গালার সহিত সংযুক্ত করা কর্ত্তব্য, কেননা ভাষা ও শিক্ষা দীক্ষায় কাছাড় অধিবাসীরা বাঙ্গালীদেরই অনুরূপ এবং (২) আসাম সংরক্ষিণী সভার সীমান্ত প্রদেশ গঠনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সভা ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেছেন।

টেলি— "শ্রীপ্রকাশ", নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩৮ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৮শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ১৩ই আগষ্ট ১৯৩১

ডাকঘরে বোমা ফাটিল

কলেজ ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলার শুনানী

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

বিদ্রোহীদের সরকারী লঞ্চ আক্রমণ

বেনিয়াপুকুরে মহিলা সভা

৩ জন স্ত্রীলোক লবণ বিক্রয়ে গ্রেপ্তার

...জীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

আজাদময়দানে ভবানীদয়ালের বক্তৃতা

হটসন-গান্ধী সংবাদ

পুরুলিয়ায় টেক্সির ধাক্কায় বালকের পতন

নানা কথা

ডাকঘরে বোমা ফাটিল

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ যে, ১০ই আগষ্ট ফ্রিমকল্যাণ সাব পোষ্ট অফিসে ভীষণ শব্দ সহকারে এক বোমা ফাটায় ডাকঘরের দরজা খসিয়া পড়িয়াছে জানের প্যানেল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং বারান্দায় একটী নিদ্রিত বালক আহত হইয়াছে। এই ভীষণ শব্দ দুই মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। বোমা-বিস্ফোরণের ফলে ডাকঘরের সংবাদে প্রকাশ, ঐ ডাকঘরে টাকা থাকিত না সুতরাং বোমা ফেলিবার যে কি উদ্দেশ্য তাহা এখনও উদ্ঘাটন করা যায় নাই।

বিদ্রোহীদের সরকারী লঞ্চ আক্রমণ

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে, গত ৫ই আগষ্ট জাংটের নিকট পাগান নদীর উত্তরঅঞ্চলে উপত্যকায় বিদ্রোহীরা সরকারীলঞ্চে গুলী চালাইবার ফলে একজন কারেন-সিপাহী ও একজন সারেং গুরুতর জখম হইয়াছে। বিদ্রোহী অঞ্চলে স্থানীয় বদমায়েসেরা এখনও সাধারণভাবে ডাকাতি করিয়া বেড়াইতেছে। গত সপ্তাহে চেনজাদা জিলায় ৭ জায়গায় ডাকাতি হইয়াছে।

থারাবডি, থায়েটমিয়ো ও পেগু হইতে কয়টা নরহত্যার সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। একদল পুলিস পাহারায় বাহির হইয়া একজন ডাকাতকে গুলী করে। এই লোকটী সম্প্রতি আর কয়েকজনের সহিত মিলিত হইয়া পেগু জিলায় একজন পল্লীবাসীকে আক্রমণ করিয়াছিল।

থারাবডিতে এ পর্য্যন্ত ২১৩ জন আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

বন্যার অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা

রবিবার দিবস অপরাহ্ণে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ বন্যা ও দুর্ভিক্ষের অবস্থার বিষয় আলোচনা করিবার জন্য এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। নির্য্যাতিত কর্ম্মী শ্রীযুত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় শ্রীযুত কালীপদ মুখোপাধ্যায়, স্বামী জ্ঞানানন্দ, শ্রীযুত অজিত দাশগুপ্ত, নরেন্দ্রচন্দ্র সেন, প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

সভাপতি মহাশয়ের আবেদনে বন্যা প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়।

অতঃপর অধিকরাত্রে সভা ভঙ্গ হয়।

বার্ম্মা বিদ্রোহীদের প্রতি সরকারের দয়া

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে, থেরাবডি বিদ্রোহ মামলা সম্পর্কে যে জন কয়েদী সরকারের নিকট আবেদন করায় সরকার তাহাদের ৬২ জনের মধ্যে ১৮ জনকে প্রাণদণ্ড এবং ৪৪ জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ৪ জন কয়েদীর আবেদন অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। ১৩ জনকে প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট ১ জন সদাচারে থাকিবার মুচলেকা দিলে মুক্তি পাইবে বলা হইয়াছে।

যাহাদের প্রাণদণ্ড মকুব করা হইল তাহাদের মধ্যে ২ জনের বিষয় ৫ বৎসর পরে এবং আর ৮ জনের বিষয় ২ বৎসর পরে বিবেচনা করা হইবে।

যে ৪৪ জন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ৪০ জন সদাচারে থাকিবার জামীন দিলে মুক্তি পাইবে বলা হইয়াছে।

৩ জন স্ত্রীলোক লবণ বিক্রয়ে গ্রেপ্তার

তাড়ির দোকানের সম্মুখে পিকেটিং করিবার জন্য শ্রীযুত... রায়ের ১১ জন স্বেচ্ছাসেবককে আদালতে দিয়াছেন।

মুক্তারামবাবুর রাস্তায় লবণ বিক্রয়ের অভিযোগে লেডিনগুলামের ৩ জন স্ত্রীলোককে লবণ বিভাগের দারোগা গ্রেপ্তার করিয়াছেন তাহাদিগকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশরণ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা।
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীধর্ম্মেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, দেবকীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৩১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাধাবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধব দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধ্বানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরোগভিষক্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নবকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—গোকুলানন্দ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবকশ্রেষ্ঠ শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীপ্রেমরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনন্দলাল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমাধবেন্দ্রমঠ

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদ্গৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীনন্দলালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীমদনাই-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, দাসপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

আমলাযোড়া পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীনবকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীগুণনিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবংশীবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী।

রক্ষক- ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপকালন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়ারকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ দাস, শ্রীরামতীর্থ সেবাধিকারী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণবল্লভজী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় কৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীভুবনেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণদাস

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগন্নাথানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরভগানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীমদনগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ | ১৫ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ১৮শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৩ আগষ্ট ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার | ১৩০তম সংখ্যা

সাময়িকী

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, গত ১৩ই আষাঢ় ২৮শে জুন রবিবার গৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপাদের শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটবাটী সেবাভার গ্রহণ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে চাকদহে বক্তৃতা কীর্ত্তন এবং মহামহোৎসব হইয়াছিল। গ্রামবাসীর ঐকান্তিক অনুরোধে এবং শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কয়েকজন ব্রহ্মচারিসহ গত ২২শে শ্রাবণ, ৭ই আগষ্ট শুক্রবার বৈকালে চাকদহে আগমন করিয়াছেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর স্বামিজী শ্রীযুত আশুতোষ দে কর্ম্মকারের গৃহে [ভা]গবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মানবজন্মের সুদুর্লভত্ব, ক্ষণভঙ্গুরত্ব এবং অর্থপ্রদত্বের কথা এমন সহজ এবং হৃদয়-স্পর্শীভাবে বুঝাইয়াছেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলী ভগবদ্ভজনেই মানবদেহের একমাত্র সার্থকতার কথা উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

অর্থাদিলাভের আশায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং সাংসারিক সুবিধা বা পুণ্যাদি লাভের আশায় পাঠশ্রবণ যে অন্তরায়েরই পরিচায়ক, শ্রোতৃবর্গ ঐকথাও বুঝিয়া বহু কালের ভ্রম সংশোধন করিবার অবকাশ পাইয়া বিশেষ লাভবান্ হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য্য, কুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের এষ্টেটের নায়েব শ্রীযুক্ত রাইচরণ ভট্টাচার্য্য, স্থানীয় রামলাল একাডেমির প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত পটুক লাল মুখোপাধ্যায় বি, এ, সহকারী শিক্ষক শ্রীযুক্ত নিবারণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ দত্ত বি, এ, হেডপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালিকাপ্রসাদ কাব্যতীর্থ, সুভাস চন্দ্র বসু, দেবেন্দ্র নাথ পাণ্ডে, বতীন্দ্র নাথ নিয়োগী প্রমুখ বহু সজ্জন সভায় উপস্থিত ছিলেন। পাঠান্তে ব্রহ্মচারিগণ সুমধুর কণ্ঠে গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন শ্রোতৃবর্গ বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ভক্তিসিদ্ধান্তসম্বলিত শ্রীমদ্ভাগবতের এবম্বিধ ব্যাখ্যা পূর্ব্বে কখনও শ্রবণ করেন নাই।

গত ৪ঠা আগষ্ট অপরাহ্ণ ৬ঘটিকার সময় বড়দলের বিশিষ্ট ব্যবসায়িবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ গভস্তিনেমী মহারাজ বিরাট জনসভায় শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য এবং অসমোর্দ্ধত্ব-সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সমাগত ব্যক্তিগণ রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবস্থান করিয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণ পূর্ব্বক ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ, মাড়োয়ারীগণ এবং মুসলমানগণ পুনঃ পুনঃ স্বামীজী মহারাজের নিকট শুশ্রূষু হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেরই এইরূপ শুদ্ধ হরিকথাশ্রবণের পিপাসা—প্রশংসাযোগ্য।

গত ১২ই শ্রাবণ ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ রাত্রি ৭টা হইতে প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের নিকট মনুষ্যজন্মের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীমঠের প্রতি যতীন বাবুর আন্তরিক সহানুভূতি আছে। তিনি নানাভাবে মহাপ্রভুর সেবা করেন। গত ১৩ই শ্রাবণ প্রাতে শ্রীল সাগর মহারাজ তাঁহার নিকট বহুক্ষণ ধরিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তিনি একাগ্রচিত্তে হরিকথা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হন।

গত বুধবার ২০শে শ্রাবণ ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীপাদ গোবিন্দদাস অধিকারী মহাশয় তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর একাদশাহে মহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীপাদ উরুক্রম দাসাধিকারী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে শ্রাদ্ধকার্য্য যথাবিধি সম্পাদিত হইয়াছে।

ঐদিবস শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে নামাচার্য্য শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের মহাপ্রয়াণলীলা পাঠ করেন। পাঠান্তে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পদ ও মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন হইলে সমাগত ভক্ত ও ভদ্রমণ্ডলী সকলেই মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন,—স্থানীয় আনন্দ মোহন কলেজের প্রধান ও প্রবীণ সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পাল, উক্ত কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ মণ্ডল, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত মার্চেন্ট, স্থানীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত মনোমোহন কবিশেখর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু দত্ত বিদ্যাবিনোদ; শ্রীপাদ উরুক্রম দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত মুকুন্দদাস পুরকায়স্থ; উকীল শ্রীযুক্ত ভবতোষ চক্রবর্ত্তী বি, এল; শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু চৌধুরী, বি, এল; শ্রীযুক্ত সারদাচরণ অধিকারী মোক্তার এবং শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দত্ত চৌধুরীপ্রমুখ অনেক প্রতিবেশী ভদ্র লোক ও ভদ্রমহিলা মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। এই জেলার প্রায় সকল শুদ্ধবৈষ্ণবগণই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ২০শে শ্রাবণ সন্ধ্যারাত্রির পর শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয় মঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোপদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়দ্বয় বৈষ্ণব-সেবা এবং নামসংকীর্ত্তনের বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছিল।

গত ৬ই আগষ্ট মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ভগবানের অবতারাবলী সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। বিভিন্ন অবতারাপেক্ষা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার বৈশিষ্ট্য সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

গত ৭ই আগষ্ট শ্রীযুত বিশ্বনাথ দাস মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণে শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে
প্রভুপাদের বক্তৃতা

(৩)

শিক্ষাপ্রণালী এরূপ হওয়া আবশ্যক, যাহাতে সকলের উপকার—সকলের নিত্য মঙ্গল সাধিত হয়। স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার অপূর্ব্ব সম্মিলন শিক্ষানীতির মহৎ উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক। অপরের অধিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করার অবৈধ বুদ্ধি আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করিয়াছে। আমরা মনে করি, অপরকে ফাঁকি দিতে পারিলেই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ও চতুর। একদেশের লোক অপরদেশকে অনুন্নত বলিয়া বাহাদুরি লওয়া উন্নত শিক্ষার পরিচয় কি না, সুধী শ্রোতৃবর্গ তাহার বিচার করিবেন। Symbolised form এ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উন্নতনীতির ধর্ম্মে নিপুণ (ওয়াকিফ্‌হাল) হইয়া থাকা বাঞ্ছনীয় নহে কি ?

সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে Telegraphic বা Wireless communication, Railway train বা Steamer service এ যাতায়াত আজকালকার দিনের বৃহত্তম ভারতবর্ষের আলোচ্য বিষয়। পৃথিবী হইতে ৫ মাইল ঊর্দ্ধে উঠা, আবার তলিয়ে ১মাইল বা ১॥ মাইল প্রবিষ্ট হওয়া, পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহগুলির সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া সৌরজগৎ—আবার এই সৌরজগতের ধ্রুবনক্ষত্রকে কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রদক্ষিণ, পৃথিবীর একটী, Jupitor এর ৫টী ও শনির ৯টী চন্দ্র প্রভৃতি বিষয়গুলির মীমাংসা জানিয়াও আমরা হয় নাস্তিক, না হয় নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ি।

কিছু দিন পূর্ব্বে ম্যাক্সমুলার সাহেব এরূপ ধরণের পঞ্চোপাসনা (Henotheism) বা বহ্বীশ্বরবাদ (Cathenotheism) ন্যুনাধিক প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—হিন্দুমতগুলি Henotheist বা Cathenotheist মতবাদ—নির্ব্বিশেষ (Pantheism)এর অন্তর্গত মতবাদমাত্র।

হামপোলাই ভাবে বা অহংগ্রহোপাসনামূলে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—সেব্য, সেবা ও সেবক এই ত্রিপুটী বিনাশ সাধিত হয়। শিক্ষানীতির মূলে এরূপ আত্মবিনাশ বাঞ্ছনীয় নহে। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা কুশিক্ষারই ফল। ভগবদ্ভক্তের নীতিমূলে সেব্য, সেবক ও সেবার প্রাধান্যই লক্ষিত হয়। সেই নীতির মূলোচ্ছেদের প্রতি অজ্ঞাতভাবে আক্রমণ বুভুক্ষু (Elevationist) ও মুমুক্ষুগণের (Salvationist) অবৈধভাবে সমাজে প্রচলন হওয়া শিক্ষাক্ষেত্রের শোচনীয় অবস্থা বুঝিতে হইবে।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৫ গৌরাব্দ ৪৪৫ — ১৫ শ্রীধর, ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৩৮, ১৩ আগষ্ট, ১৯৩১

বিপুল-সম্মানপুরঃসর নিবেদন,

আগামী ৬ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট রবিবার হইতে ৯ই আশ্বিন, ২৬শে সেপ্টেম্বর, শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার উদ্‌যোগে অখিল-লোকমঙ্গলের জন্য মাসাধিকব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের আবির্ভাব-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হইবে। এতৎসম্পর্কে একটি পারমার্থিক প্রদর্শনীও সংগঠিত হইবে।

মহাশয় কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে ও প্রদর্শনীতে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন। নিম্নে মহোৎসব-পঞ্জী সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি—

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা সান্যাল (এম্ এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীকুঞ্জবিহারি-বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্যত্রিক)
শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকগণ।

উৎসব-পঞ্জী

সোমবার	৭ই ভাদ্র,	২৪শে আগষ্ট	শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা এবং শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীমদ্‌গৌরদাস পণ্ডিতের অন্তর্দ্ধান
শুক্রবার	১১ই ,,	২৮শে ,,	শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-পূর্ণিমা ও শ্রীমদ্‌বলদেবের আবির্ভাব
শনিবার	১৯শে ,,	৫ই সেপ্টেম্বর	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপবাস
রবিবার	২০শে ,,	৬ই ,,	শ্রীনন্দোৎসব
মঙ্গলবার	২২শে ,,	৮ই ,,	একাদশীর উপবাস
বুধবার	৩০শে ,,	১৬ই ,,	শ্রীঅদ্বৈতপত্নী-সীতাবির্ভাব
শুক্রবার	১লা আশ্বিন,	১৮ই ,,	শ্রীললিতা সপ্তমী
শনিবার	২রা ,,	১৯শে ,,	শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী
মঙ্গলবার	৫ই ,,	২২শে ,,	পার্শ্বৈকাদশী
বুধবার	৬ই ,,	২৩শে ,,	বামন ও শ্রবণা দ্বাদশী
বৃহস্পতিবার	৭ই ,,	২৪শে ,,	শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব (সাধারণ-মহোৎসব)
শুক্রবার	৮ই ,,	২৫শে ,,	অনন্তচতুর্দ্দশী ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অন্তর্দ্ধান
শনিবার	৯ই ,,	২৬শে ,,	শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব (সমাপ্তি)

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান

উষঃকালে	মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়-কীর্ত্তন
প্রাতে	দ্বাদশাধ্যায়ি-শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ পাঠ ও ব্যাখ্যা
পূর্ব্বাহ্নে	নগর-কীর্ত্তন
মধ্যাহ্নে	ভোগারাত্রিক ও মহাপ্রসাদ-সম্মান
অপরাহ্নে	হরিকথালোচনা ও সদাচার-শিক্ষা
সন্ধ্যায়	সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ব্যাখ্যা
প্রদোষে	কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

দৈবানুরোধে ও উপবাস-দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য

যৎকিঞ্চিৎ

পরমভাগবত শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ দাস অধিকারী মহাশয়ের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবাপ্রাণতা অতুলনীয়া। তাঁহার বাসস্থান মেদিনীপুর জেলায় ধামনগর থানায় অধীন মীরগোদা নামক স্থানে। তিনি গত মাঘ মাসে শ্রীধাম পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমদেবের দর্শনার্থ আগমন করেন এবং কতিপয় মাস তথায় অবস্থান করেন।

"সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ।" শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ বাবুর পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত সুকৃতিফলে সাধুসঙ্গ লাভ ঘটিল। তিনি পুরীতে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ-রক্ষক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রভুর সঙ্গ লাভ করেন। তাঁহার নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে হরিকথা শ্রবণ করিয়া এবং মঠের আদর্শ-চরিত্র সেবকগণের ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি দেখিয়া তাঁহারও বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবায় ইচ্ছা জন্মে।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকবৃন্দের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবায় একনিষ্ঠতা দর্শনে তিনি এত মুগ্ধ হন যে, তাঁহার শেষজীবন মঠ-সেবকদের আনুগত্যে অতিবাহিত করিবার বাসনায় একটী গৃহ খরিদ করেন।

পরমারাধ্য ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পাদপদ্মে তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় ভক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি গত মাঘমাসে নিজ বাসগৃহ খরিদ করেন, কিন্তু তাঁহার ঐকান্তিকী ইচ্ছা—পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ সেই গৃহে পদার্পণ না করিলে তিনি গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবেন না। প্রভুপাদ সেই গৃহে অগ্রে বাস করিলে তাঁহার সেবকগণে তাঁহারা প্রভুপাদের সেবার নিমিত্ত অবস্থান করিবেন।

এইরূপে তিনি ছয় মাসেরও অধিককাল গৃহে প্রবেশ করেন নাই। তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি ও হৃদয়ের আর্ত্তিদর্শনে শ্রীল প্রভুপাদ বিগত রথযাত্রার কতিপয় দিবস-পূর্ব্বে ৯ই জুলাই তারিখে কৃষ্ণপ্রসাদ বাবুর গৃহে পদার্পণ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ। স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥ মহৎসেবা এবং পুণ্যতীর্থ-নিষেবণফলে শুশ্রূষু ও শ্রদ্ধালু কৃষ্ণপ্রসাদ বাবুর শ্রীহরিকথায় রুচি উৎপন্ন হয়। তজ্জন্যই তিনি ওঁবিষ্ণুপাদ গোস্বামী মহারাজের কৃপালাভ করিয়া দক্ষ হন। তিনি শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবার্থ পরমারাধ্য প্রভুপাদের পাদপদ্মে পঞ্চসহস্র মুদ্রা প্রদান করেন।

তিনি শ্রীপুরুষোত্তমমঠে একটী চিরস্থায়ী সেবার বন্দোবস্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং অন্যান্য সেবাকার্য্যেও তাঁহার বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইতেছে। তাঁহার এই সেবাদর্শ সকলেরই অনুসরণীয়।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃতা তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৸৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র।

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নাকর কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কংগ্রেসকর্মী গ্রেপ্তার

৪ঠা আগষ্ট কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ পুরাণগঞ্জ বাজারে গাঁজার দোকানে পিকেটিং করিবার সময় সেখানকার পুলিশ শ্রীযুক্ত সুধীর রায় চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করিয়া সদরে আনয়ন করে। তাঁহাকে ৩৯২ ধারায় অভিযুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। জামিন না দেওয়ায় বর্ত্তমানে তিনি হাজতে আছেন।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

গত ২৯শে জুলাই সোনামুখীর নিকটবর্ত্তী একটা পল্লীতে একটা কৃষক রমণীর মাঠে কার্য্য করিবার সময় বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাতের আবেদন অগ্রাহ্য

খুলনা হইতে প্রকাশ যে বিচারাধীন রাজনৈতিক মামলা সম্পর্কে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র নাথ ভৌমিক অনুমতি চাহিয়াছিলেন। প্রকাশ, উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

পুরুলিয়ায় ট্যেক্সির ধাক্কায় বালকের পতন

গত ৭ই আগষ্ট সন্ধ্যা ৭টার পর বাজারে বড় রাস্তার উপর এক মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একটা ছোট বালক একখানা ট্যাক্সির ধাক্কা খাইয়া পড়িয়াছিল।

বন্যার প্রকোপে চারিশত লোকের মৃত্যু

হ্যাঙ্কো হইতে প্রকাশ যে বন্যার জলে হ্যাঙ্কো শহর প্লাবিত হইয়াছে, এখনও এই জল নামিয়া যায় নাই।

ইউনিয়ন মিশন হাসপাতালের বাড়ী ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। ফলে চারিশত লোক মারা গিয়াছে।

ঢাকার নবাবগঞ্জে জলপ্লাবন

কয়েকদিন অতিরিক্ত জল বৃদ্ধি পাওয়ায় নবাবগঞ্জ জলমগ্ন হইয়াছে। এমন কি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের উচ্চ রাস্তাও ডুবিয়া গিয়াছে। সড়কের উপর দিয়া নৌকা চলাচল করিতেছে। কয়েকটা হাউও জলের নীচে, লোকের কষ্টের একশেষ হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভাতাবৃদ্ধি না-মঞ্জুর

হিজলি বন্দী নিবাসে আবদ্ধ রাজবন্দী সুনীরকুমার আইচের মাতা শ্রীযুক্তা মানদা সুন্দরী আইচ তাঁহার পুত্রকে কিছুদিনের ছুটীদান এবং পারিবারিক ভাতা বৃদ্ধি করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন। তদুত্তরে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জানান যে তাঁহারা তাঁহার দুইটী প্রার্থনাই মঞ্জুর করিতে অক্ষম এবং তাঁহাদের পারিবারিক দেনাও চুকাইয়া দেওয়ার ভার লইতে পারেন না।

আবার পিকেটিং চাঁদপুরে বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ

পুরাণবাজারের কয়েকজন বস্ত্র-ব্যবসায়ী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া বিলাতী কাপড় বিক্রয় করিতেছে এবং নূতন করিয়া আমদানীও করিতেছে—এই সংবাদ পাইয়া কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পিকেটিং আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। খরিদ্দারগণ স্বেচ্ছাসেবকগণের মিনতি শুনিয়া বিলাতী কাপড় ক্রয় করিতেছেন না।

গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

টাঙ্গাইল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ গান্ধীজী ইংলণ্ড যাত্রার প্রাক্কালে টাঙ্গাইলের জনসাধারণ তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলির চিহ্নস্বরূপ একজোড়া হাতে বোনা খদ্দর উপহার দিয়াছেন।

কাশী বস্ত্র ও রেশম কলে ধর্ম্মঘট

বারাণসী বস্ত্র ও রেশম কলের শ্রমিকরা এখনও ধর্ম্মঘট চালাইতেছে। কলের সকল বিভাগ বন্ধ রহিয়াছে। ৮ই আগষ্ট সন্ধ্যায় ধর্ম্মঘটীরা কলের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে একটি শোভাযাত্রা বাহির করিয়া টাউনহলে লইয়া যায়। তথায় একটী সভার অধিবেশন হয় শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে বেতন হ্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া তাহারা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্মঘটী ও স্থানীয় কর্ম্মীবৃন্দের সহযোগে একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। ধর্ম্মঘটের অবসান করিয়া মিলকর্ত্তৃপক্ষদের সহিত মিটমাটের ব্যবস্থা করাই উক্ত কমিটীর উদ্দেশ্য।

বেনিয়াপুকুরে মহিলা সভা

গত ৯ই আগষ্ট অপরাহ্নে বেনিয়াপুকুর অঞ্চলে (ইটালী) এক বিরাট মহিলাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রায় চারিশত মহিলা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং মহিলাগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা শান্তিদাস সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মহিলা-সমিতির প্রয়োজনীয়তা, তাহাদিগের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা এবং দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

বেনিয়াপুকুরে একটী নূতন মহিলা সমিতি তখনই গঠিত হইয়াছে। উক্ত মহিলাসমিতির ভবিষ্যত কর্ম্মপন্থাও সভায় নির্দ্ধারিত হয়।

কলিকাতানগরীর অন্যান্য স্থানেও এইরূপ মহিলাসভার ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলেজ ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলার শুনানী

পুণা হইতে প্রকাশ যে ফারগুসন কলেজে গবর্ণরের উপর গুলী নিক্ষেপ সম্পর্কে যে মামলা রুজু হইয়াছে ৮ই আগষ্ট তাহার শুনানী আরম্ভ হইয়াছিল। কলেজের অধ্যক্ষ মহাজনী এবং গবর্ণরের পার্শ্বচর ক্যাপ্টেন পেটো ঘটনার দিনের জবানবন্দী দিয়াছেন। অধ্যক্ষ মহাজনী বলেন যে, গবর্ণরকে কলেজ পরিদর্শনের জন্য ১২ই জুলাই তারিখে আমন্ত্রণ পাঠানো হইয়াছিল।

ক্যাপ্টেন পেটো বলেন যে, গবর্ণরের উপর গুলী নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরই তিনি ঘাতক গগেটের দিকে ছুটিয়া গিয়া তাহার গলদেশে তরবারি ধরিয়া তাহাকে তৃতীয়বার গুলী চালাইতে বাধা দেন এবং পরক্ষণেই তাহাকে নিরস্ত্র করিয়া ফেলেন।

সাক্ষ্যে আরও প্রকাশ যে, গগেটের পকেটে গবর্ণরের একখানি ফটো একটি রিভলভার ও ছোরা ছিল।

আজাদ ময়দানে ভবানীদয়ালের বক্তৃতা

গয়া হইতে প্রকাশ যে, সম্প্রতি আজাদময়দানে একটি বিরাট সভায় স্বামী ভবানীদয়াল একটি বক্তৃতায় দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীরা পুনঃ প্রেরণ স্কীমের জন্য কত কষ্ট পাইতেছে, বিবৃত করেন। ভবিষ্যতে যাহাতে পুনঃ প্রেরণ আর না হয় এবং যাহারা পুনঃ প্রেরিত হইয়া মেটীয়াবুরুজ ও অন্যান্য স্থানে আসিয়া কষ্ট পাইতেছে তাহাদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত সরকারকে অনুরোধ করা—এই উভয় বিষয়ে একটা প্রতেজ জনমত গঠন করিবার জন্য তিনি উপস্থিত সকলকেই অনুরোধ করিয়াছেন।

সভায় ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়—

(১) পুনঃ প্রেরিত ভারতবাসীদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা ২) আগামী দক্ষিণ আফ্রিকা গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজীকে প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করা (৩) উক্ত গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিগণকে অনুরোধ করা যেন তাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারত-বাসীদের পুনঃ প্রেরণব্যবস্থায় কোন-রকমে রাজী না হন।

শিবপুর সশস্ত্র ডাকাতির জের

হাওড়ার দ্বিতীয় এডিসন্যাল সেসন জজ মিঃ আর, আর মুখার্জ্জী জুরিগণের সহিত একমত হইয়া হরনাম দাসকে সাত বৎসর এবং কলিকাতার পুলিশ কনেষ্টবল বরকত আলি এবং সিরাজউদ্দিন বুখারীকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলার বিবরণ এই, গত ২২শে মার্চ্চ অপরাহ্নে অব্যবহিত পর চারজন লোক শিবপুরের আলিন দাসের বাড়ীতে জোর করিয়া প্রবেশ করে। আরণী এবং বাড়ীর অন্যান্য লোক চীৎকার করিয়া উঠিলে বহুলোক তথায় জড় হয়। এই অবস্থায় ডাকাতগণ ঐ স্থান হইতে চম্পট দেয়। ঘটনার অব্যবহিত পরে শিবপুর রেল লাইন অতিক্রম করিয়া যাওয়ার সময় বরকত আলি, হরনাম দাস এবং সিরাজুদ্দি গ্রেপ্তার হয়।

গত ২৯শে মার্চ্চ ইন্‌স্পেক্টার কে, পি, ঘোষ আসামী বরকত আলিকে লইয়া কলিকাতা পুলিশ কমিশনারের বাড়ী যান। তথা হইতে তাঁহারা রেললাইনে গিয়া আসামীর পাঁচনালা রিভলভার ও ৪টি কার্ত্তুজ উদ্ধার করেন।

টুটসন-গান্ধী সংবাদ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, কংগ্রেস কমিটীতে গান্ধী যে বিবৃতি দিয়াছেন তৎসম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের লাটপ্রাসাদে টেলিফোন করিয়া জানা গিয়াছে যে, যে ব্যাপারের উপর গান্ধীজীর বিলাত যাত্রা নির্ভর করিতেছে তাহা এখনও বিবেচনাধীন আছে। তবু সকলের বিশ্বাস যে মহাত্মা গান্ধী লণ্ডন যাইবেন।

Reg No C.1544

ফোন— নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৩৯ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৯শে শ্রাবণ শুক্রবার, ১৩৩৮, ১৪ই আগষ্ট ১৯৩১

নিরুদ্দেশ

দুশ্চরিত্রা মাতার খালের জলে কন্যা নিক্ষেপ

গান্ধীজীর সম্বর্দ্ধনা

বণিক সঙ্ঘের গোল টেবিল প্রস্তাব

বন্দীর মুক্তি

পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর প্রতিকৃতি

অদ্ভুত সন্তান প্রসব

চট্টগ্রামে আবার ৫ জন যুবক ধৃত পরে মুক্ত

অতিরিক্ত খ.জনা আদায়

রেল কর্ম্মচারীর মহিলার বিরুদ্ধে মামলা

নানা কথা

নিরুদ্দেশ

আমার স্ত্রী শ্রীমতী দুর্গাদাসী দেবী ৪.৫ মাসের দুগ্ধপোষ্য ছেলে সহ বিকৃত-মস্তিষ্কাবস্থায় কালীবাড়ী যাইবার নাম করিয়া গত ১১ই আগষ্ট মঙ্গলবার বেলা ৯টায় কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানেও তাহার কোন সংবাদ পাই নাই। স্ত্রীর রং উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ, একহারা মাঝারী সাইজের। সংগীতে একটী আচালি আছে, ছেলের নাম কালিকানন্দ। কোন সহৃদয় ব্যক্তি নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান প্রদান করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব এবং অনুসন্ধান প্রদানকারী পুরস্কৃত হইবেন। ইতি—

নিবেদক—শ্রীপাঁচুগোপাল সিংহরায়
ওরফে প্রেমানন্দ অধিকারী
কাঁঠালপোতা, বৈষ্ণবপাড়া
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

কুচবিহারে দিনে চুরি

কুচবিহার সহরের শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র বসুর বাটীতে দিনের বেলায় চোর ঢুকিয়া নগদ ২৯০৲ টাকা ও আনুমানিক ৫০০৲ টাকা মূল্যের গহনাপত্র লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ, বঙ্কিমবাবুর সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া চোর এই কুকার্য্য করিয়াছে।

দুশ্চরিত্রা মাতার খালের জলে কন্যা নিক্ষেপ

বারুইপুরের পাঁচী দাসী ও তাহার প্রেমাস্পদ পালান পাল পাঁচীর দশ বৎসর বয়স্কা কন্যা হিমি দাসীকে হত্যা করিবার চেষ্টার অপরাধে আলীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, পি, ঘোষের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ, গত ২রা মে রাত্রিকালে পাঁচী ও পালান দুইজনে মিলিয়া হিমির হাত পা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া তাহাকে খালের জলে নিক্ষেপ করে। ঘটনাচক্রে এক জেলে উক্তখালে মাছ ধরিতেছিল। হিমি হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় তাহার জালে আটক পড়ে। জেলে বড় মাছ মনে করিয়া জাল টানিয়া তীরে তুলিয়া মনুষ্য জালে পড়িয়াছে দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিতে থাকে। তাহার চীৎকারে লোকজন দৌড়াইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া জড় হয়। চিকিৎসকের চেষ্টায় হিমির জীবন রক্ষা পাইয়াছে।

বণিক-সঙ্ঘের গোল টেবিল বর্জ্জন প্রস্তাব

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, মিঃ আমাদ মহম্মদ এবং শ্রীযুত জি, ডি, বিরলাকে সার পুরুষোত্তমদাসের সহিত গোল-টেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি সরকার মনোনীত না করায় ভারতীয় বণিক-সঙ্ঘের কার্য্য পরিচালনসমিতি সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, গোলটেবিলবৈঠকে তাঁহাদের প্রতিনিধি কেহ যাইবেন না। কারণ উপরোক্ত তিন ব্যক্তিকেই প্রতিনিধি মনোনীত করা হইবে এইরূপ আশ্বাসই লর্ড আরউইন প্রদান করিয়াছিলেন। সেজন্য বোধ হয় সার পুরুষোত্তম দাস সংহিত রাষ্ট্র গঠন সমিতিতে তাঁহার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবেন।

বোম্বাই লাটের আক্রমণকারী গগেটের উক্তি

বোম্বাইয়ের লাট সাহেবকে হত্যা করিবার চেষ্টা করার অভিযোগে অভিযুক্ত গগেটের মামলায় আরও ছয় জন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয়। সাক্ষীগণ সকলেই লাট সাহেবকে দুইবার গুলি করার কথা সমর্থন করেন।

এই সকল প্রমাণ সম্বন্ধে আসামীর কি বক্তব্য আছে তাহা ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করেন।

আসামী উত্তর করে,—"হাঁ আমি গুলি করিয়াছিলাম।" কিন্তু আসামীর এই উক্তি লিপিবদ্ধ করা সম্বন্ধে আসামী-পক্ষীয় ব্যারিষ্টার আপত্তি প্রকাশ করেন। কারণ কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই আসামী নিজেই এই মর্ম্মে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন যে, সে এই আদালতে কিছুই প্রকাশ করিবে না। ইহা লইয়া বাদীপক্ষীয় ও প্রতিবাদী পক্ষীয় ব্যারিষ্টারের মধ্যে বাকযুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর উক্ত উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ ১৬ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ২৯শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৪ আগষ্ট ইং ১৯৩১ শুক্রবার ১৩১তম সংখ্যা।

সাময়িকী

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের প্রধানতম শাখামঠ কলিকাতা মহানগরীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভাগবত-মহামহোৎসবের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। ইতোমধ্যেই তথায় বহুলোকের সমাগম হইয়াছে।

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ভাগবত-প্রদর্শনীর বিবিধ সেবা কার্য্যের জন্য কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ প্রভৃতি প্রচারকবর্গও কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে বহির্ম্মুখ জীবকুল সর্ব্বদা কলিপঙ্কের সেবায় রত: মনুষ্যজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? জীবগণ কেন এই ভবকারাগারের রক্ষয়িত্রী মায়াদেবীর ত্রিগুণ-নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তদ্বিষয়ে কাহারও চিন্তা নাই; দুঃখ-দৈন্যে, রোগ-শোকে, অভাব-অসুবিধায় সর্ব্বদা ক্লিষ্ট হইয়াও তাহার প্রতিকারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া সকলেই দুর্দ্দান্ত কলির দাসত্বে সতত নিযুক্ত। বিমুখমোহিনী মায়াদেবী কি যে মোহ-মদিরা পান করাইয়াছেন, যাহার দুর্দ্দমনীয় প্রভাব কলিহত বদ্ধজীবকুলকে স্বরূপবিস্মৃত করাইয়া কলির দাস্যে নিযুক্ত করিয়াছে। সেই মোহ-মদিরার নেশা ছুটাইয়া দিবার জন্যই মহাবদান্য-কারুণ্যাবতার জগদ্গুরুবরের এই ভাগবত-মহোৎসবের আয়োজন।

বালক-বালিকাদিগকে কটু, তিক্ত ঔষধ পান করাইবার কালে যেমন মিষ্ট-দ্রব্যের লোভ প্রদর্শিত হইয়া থাকে, অবিদ্যাবিক্ষেপগ্রস্ত রসনায় অতিকর ভাগবতকথামৃত পান করাইবার জন্য জগদাচার্য্যদেবও তদ্রূপ বিবিধ লীলা প্রদর্শন করিতেছেন।

মোহিনী মায়ার মনোহারী বিপণির দ্রব্যগুলিতে ভগবদ্বিমুখজীবের নয়ন সর্ব্বদা আকৃষ্ট হয় বলিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম নয়নের তৃপ্তি-বিধানার্থ ভাগবত-প্রদর্শনী খুলিতেছেন। জড়-রসাস্বাদন-লোলুপ রসনাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের লোভ প্রদর্শন করিয়া আকর্ষণ করিতেছেন সঙ্গীতপ্রিয় জনগণকে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের সুমধুর সুরতাল লয়াদিতে আকৃষ্ট করিয়া আনিতেছেন। এইরূপে পরোক্ষভাবে এবং আরও নানাপ্রকারে প্রত্যক্ষভাবে কি যে মহৎ উপকার জগদ্গুরুবরের দ্বারা সাধিত হইতেছে, তাহা বহির্ম্মুখ-বিচারপ্রবণ বিজ্ঞগণেরও বুঝিবার সাধ্য নাই।

কবিকুল-মুকুটমৌলি শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ জীবের অজ্ঞানতমোরূপ-কৈতব বিনাশ করিতে গৌড়দেশে পুষ্পবন্তে উদিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষবাঞ্ছাই কৈতব বা অজ্ঞানতমঃ। কৃষ্ণভক্তির বাধক শুভাশুভকর্ম্ম সবই জীবের অজ্ঞানতমোধর্ম্ম। গৌরনিত্যানন্দ দুই ভাই জীবের সেই অজ্ঞানতমঃ বিনাশ করিয়া বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তাঁহারা দুই ভাই অজ্ঞানজীবের হৃদয়ের অন্ধকার নাশন করিয়া দুই ভাগবত সঙ্গে সাক্ষাৎকার করাইয়াছিলেন এবং সেই দুই ভাগবতের দ্বারা ভক্তিরস প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রেমে বশীভূত হইয়াছিলেন।

ভাগবতদ্বয়ের কৃপা না হইলে জীবের অবস্তুতে বস্তু-ভ্রম বিদূরিত হয় না; তাই তাহারা অধমে যতন করিয়া পরমার্থবনে উপেক্ষা প্রদর্শন করে। শ্রীচৈতন্য-মনোভীষ্ট-প্রচারকবর জগদ্গুরুদেব আজ গৌরনিত্যানন্দের ইঙ্গিতে তাঁহাদের সেই লীলাই প্রদর্শন করিতেছেন। নষ্টদৃষ্টি কলিজীবের জ্ঞানচক্ষু-প্রকাশক পুরাণ-সূর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রদর্শনী, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচার এবং সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত-ভাগবতের সন্ধান, ভক্ত-ভাগবত-সঙ্গে ভক্ত ও গ্রন্থ-ভাগবতের মহাকারুণ্যের কথা-প্রচারের জন্যই এই ভাগবতোৎসবের আয়োজন।

বালেশ্বর জেলার কোবন্ট গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত লালমোহন মহাপাত্র মহাশয় লিখিয়াছেন,—

মদীয় ভবনে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ শুভাগমন করিয়াছেন।

গত ৩রা আগষ্ট তারিখে তাঁহার আদেশে শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারিজী 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য—সদ্গুরুচরণে আশ্রয় করিয়া হরিভজন করা'—এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বালকের মুখে এরূপ শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ কথা আমরা আর কখনও শুনি নাই।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বোধায়ন মহারাজ গুরুতত্ত্ব এবং জড়জ্ঞান ও মহাজ্ঞানের পার্থক্য সম্বন্ধে ৩॥৪ ঘটিকা এক চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার শ্রীমুখে বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই সদ্গুরু ও গুরুব্রুবের পার্থক্য বুঝিতে পারিয়াছেন।

বর্ত্তমানে কলিহত জীবগণের উদ্ধারার্থ পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-গোস্বামী মহারাজ জগদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এতদঞ্চলের অধিবাসিগণের হৃদয়ে তাঁহার পাদপদ্মদর্শনলালসা জাগিয়াছে।

২রা আগষ্ট সন্ধ্যায় শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। হরিকথা শ্রবণান্তে মিঃ ভেনকটেশ্বর পেরুমল প্রস্তাব করেন যে, আগামী রবিবারে নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের হেডমাষ্টার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ৯ই আগষ্ট প্রাতে স্কুলের পারিতোষিক সভার সভাপতিরূপে শিক্ষা বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে

প্রভুপাদের বক্তৃতা

(৪)

ভক্তির systemটী সমূলে উৎপাটিত করিয়া কর্ম্ম-জ্ঞানের আলোচনা, জীবহিংসার প্রসার বৃদ্ধি করিতেছে, উহা ধর্ম্মবিগর্হিত ও নীতিবিগর্হিত শিক্ষা। এইরূপ অবৈধ শিক্ষাপ্রভাবে মানব-জাতিকে ক্রমশঃ নিম্নস্তর অবলম্বন করাইয়া মনুষ্যত্বের বিলোপ সাধন করিবে। সত্ত্ব গুণের ধর্ম্ম—জ্ঞানবিকাশ, রজোগুণের ধর্ম্ম—প্রকৃতি, তমোগুণের ধর্ম্ম – জড়ত্ব বা চেতনের বিলোপ সাধন। যে শিক্ষায় সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম জ্ঞানবিকাশ রজো-তমোগুণে চালিত করিয়া লোককে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে লইয়া যায়, তাহা সৎশিক্ষা-পদবাচ্য নহে। শুদ্ধসত্ত্বের বিকাশে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, অপর যাহা কিছু—অজ্ঞানতা-বিজৃম্ভিত, প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য তাহা নহে।

ভগবদ্বিশ্বাসই ভক্তির মূল। সেব্যের সেবা—আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। ঈশ্বর প্রভু—সেব্য, জীব বস্তু সেবক। সেবা তাহার ধর্ম্ম। এটী বড় কথা। নির্ব্বিলাস (Abstracts) বা (Impersonal form of Godhead) জড় বিচারের ব্যতিরেক ভাব। উহা প্রকৃত আস্তিক্য বিচার নহে। মানব স্বভাবতই আস্তিক্যবুদ্ধিবিশিষ্ট। ভগবদ্ভক্তি বাল্যকাল হইতেই অর্জ্জন করা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবত (৭।৬।১) বলেন,—

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥"

Let us pray and pray unceasingly. Forced labour and prayer must be avoided by all means. Let us be conversant with the general principles of Religion and Morality. Let us have a peep into the next world. It is a matter of great regret that the so called Professors and Philosophers of the world have shown their back to these fundamental principles. Let us enquire after Theism with a true heart and submissive spirit. It would be extremely profitable and very interesting not only to us but to the whole world. Those who are much interested in our welfare must not lose sight of this fundamental factor of life. Our education must be well-grounded on Ethical and Theistic principles.

আমরা যেন অবিরত ভগবানের গুণ কীর্ত্তন করি। কিন্তু অনিচ্ছাপ্রবর্ত্তিত সেবাকার্য্য ও প্রার্থনা সর্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। প্রথমতঃ নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক সাধারণ রীতিনীতিগুলি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া পরে পরজগতের অনুসন্ধানে প্রচেষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত অধ্যক্ষ ও দার্শনিকবর্গ এই প্রকৃত মূল তথ্যগুলির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। যদি আমরা আস্তিকতার বিষয় সরল অন্তঃকরণে ও বিনীতভাবে অনুসন্ধান করি, তবে শুধু আমরা কেন, জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিই এ বিষয়ে যথেষ্ট লাভবান্ হইতে পারিবেন এবং বিমল আনন্দ উপভোগ করিবেন। যাঁহারা আমাদের অভিনন্দনে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা জীবনের এই মূল কর্ত্তব্যটীর দিক বিস্মৃত হইবেন না। নৈতিক ও পারমার্থিক সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই আমাদের শিক্ষামন্দির সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীগুরুদেব ও আমি

(১)

(ভক্তিরত্ন শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য)

আমি তটস্থ জীব, শ্রীগুরুদেব মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ। আমি নিত্যবদ্ধ, শ্রীগুরুদেব মুক্তকুল-মুকুটমণি। আমি অজ্ঞ, শ্রীগুরুদেব বিজ্ঞ-চূড়ামণি। আমি অন্ধ, শ্রীগুরুদেব দিব্য-জ্ঞানপ্রদাতা। আমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণে অপটু, শ্রীগুরুদেব বিশ্ববাসী জীব মাত্রেরই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ-সমর্থ। আমি আত্মকল্যাণ লাভে বিমুখ, শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীবের আত্মকল্যাণ-প্রদাতা। আমি পরমার্থে অলস, শ্রীগুরুদেব জীবমাত্রেরই অলসতা ও জাড্যদোষ বিদূরিত করিবার জন্য সচেষ্ট।

আমি আপ্তকামী হইয়া ভবযুরের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করি, শ্রীগুরুদেব জীবের আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা অপনোদন করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিতে নিয়োগ করিতে চেষ্টিত। আমি মন্দমতি ও ধৈর্য্যহীন, শ্রীগুরুদেব জীবের সুবুদ্ধি দান করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করেন। আমি গুরুবুদ্ধিহীন, গুরুদেবে সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধি করি, শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ-সেবা সম্বন্ধে যাবতীয় জীবে গুরুবুদ্ধি করিয়া তিনি যে সাধারণ মনুষ্য নহেন, ইহা জানাইয়া প্রত্যেক জীবকে গুরুজ্ঞান-সঞ্চারের সুযোগ প্রদান করিতেছেন।

আমি শ্রীমদ্ভাগবতাদি সচ্ছাস্ত্রে শ্রদ্ধা-যুক্ত নহি, শ্রীগুরুদেব নিরন্তর শ্রীমদ্ভাগবতাদি সচ্ছাস্ত্রের শ্রবণ-কীর্ত্তন করাইয়া সকল জীবকে শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে আকৃষ্ট করিতেছেন। আমি ভগবদ্বিগ্রহে পুতুল-বুদ্ধি করি। অপরাধ করি, শ্রীগুরুদেব "প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন" বাণীর জলন্ত আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার প্রচারফলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থানের সন্ধান আজকাল অনেকেই পাইতেছেন। তজ্জন্য বহুব্যক্তি প্রত্যহই শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের জন্মস্থান দর্শন করিতে আসিতেছেন এবং শ্রীধাম দর্শন ও ধামবাসী বৈষ্ণবগণের অলৌকিক চরিত্র ও আচার-ব্যবহার দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইতেছেন।

গত ৩রা আগষ্ট তারিখে কুলিয়া রাধাবাজারনিবাসী শ্রীযুত প্রিয়নাথ বসু বি, এ, মহাশয় এবং রংপুরের ভূম্যধিকারী শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান দর্শনার্থ আগমন করেন। তাঁহারা শ্রীযোগপীঠে কয়েকঘণ্টাকাল অবস্থান করিয়া তথাকার দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দর্শন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান-সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য লাভ করেন।

ঢাকা আবদুল্লাপুরনিবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী শ্রীযুত নবদ্বীপ চন্দ্র সাহা তাঁহার বন্ধু শ্রীযুত জগদীশ চন্দ্র বর্দ্ধী মহাশয়ের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা দর্শন করিতে আগমন করেন এবং শ্রীধাম মায়াপুরই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান কিনা তদ্বিষয়ে প্রকৃত তথ্য জানিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীযোগপীঠের রক্ষক শ্রীযুত রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী মহোদয় তাঁহাদিগকে শাস্ত্র, ঐতিহ্য, প্রাচীন ভৌগোলিক তথ্য, মহাজনবাক্য, এবং নিরপেক্ষ বিবুধগণের তাঁকাবোক্ত প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরেই যে মহাপ্রভুর জন্মস্থান এবং তাহা ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত, ইহা প্রমাণ করিয়া দেন।

অতঃপর গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদিগকে প্রসাদ পাইতে অনুরোধ করিলে তাঁহারা উত্তর দেন, আমরা ইতঃপূর্ব্বেই নদীয়াতে প্রসাদ পাইবার জন্য কোনও প্রসাদ-ব্যবসায়ীর নিকট বায়না দিয়া আসিয়াছি। আমরা আগে এস্থানের মহিমা জানিতে পারিলে এরূপ বঞ্চিত হইতাম না। যাহা হউক, সুযোগ পাইলেই আমরা পুনরায় এস্থানে আসিব এবং এখানের ধর্ম্মশালায় বাস করিয়া সাধুমুখনিগলিত শ্রীহরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিব। এবারে আসিলে আর ওপারে যাইব না। সেখানে হরিকথা শ্রবণ করিবার কোন সুযোগই নাই; অধিকন্তু সকল কাজেই পয়সার কারবার। ঠাকুর দেখা, প্রসাদ পাওয়া, এমন কি একটুক চরণামৃত লাভ করিতে হইলেও পয়সা ছাড়া উপায় নাই। পরম কারুণ্য-মূর্ত্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার দোহাই দিয়া এ বণিগ্‌বৃত্তি কি গুরুতর অপরাধ নহে?

যৎকিঞ্চিৎ

(ব্যক্তিগত)

শ্রীযুত হৃষীকেশ সেন, টেলার্স স্কোয়ার, নূতন দিল্লী হইতে জানাইয়াছেন যে, 'ভক্তমাল' গ্রন্থ প্রকাশানন্দ ও প্রবোধানন্দ, উভয়কেই একই ব্যক্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সকল ঐতিহাসিক প্রমাণ তাহার বিপরীত কেন?

---

(১) শ্রীপ্রকাশানন্দ উত্তর-ভারতবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসী এবং শ্রীপ্রবোধানন্দ দাক্ষিণাত্যনিবাসী ও 'শ্রী'বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। সুতরাং উভয়ে 'এক' ব্যক্তি হইতে পারেন না।

---

(২) দ্বিতীয়তঃ, শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর খুল্লতাত ও গুরুদেব শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী। তিনি পূর্ব্বে শ্রীরঙ্গমে বাস করিতেন। পরে শ্রীগৌরসুন্দরের আনুগত্যে মাথুরমণ্ডলে কাম্যবনে বাস করিতেন। তিনি কোন দিন বারাণসী-বাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন না।

---

(৩) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী কখনও একদণ্ডী প্রকাশানন্দের সহিত 'এক' নহেন। একদণ্ডী সন্ন্যাসিগণের শিখাসূত্র থাকে না, কিন্তু ত্রিদণ্ডিগণের প্রত্যেকের শিখা-সূত্র থাকে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, শ্রীপ্রবোধানন্দপাদের শিষ্যই তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপালভট্ট। শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠে জানা যায় যে, শ্রীমহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলায় কাশীতে প্রকাশানন্দকে "মায়াবাদী সন্ন্যাসী" বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করেন নাই। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীরঙ্গমে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপ্রবোধানন্দের সহিত সাক্ষাৎকার করেন। তৎকালে শ্রীপ্রবোধানন্দ শ্রীগোপাল ভট্টের পিতা শ্রীবেঙ্কট ভট্টের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'শ্রী' রামানুজীয় বৈষ্ণবগণ কেবলাদ্বৈতবাদী মায়াবাদী নহেন। আবার, উহার ২।১ বৎসর পরেই সেই প্রকাশানন্দকে কাশীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসী দেখিতেছেন। ত্রিদণ্ডি-বৈষ্ণব সন্ন্যাসী কিরূপে পূর্ব্বে মায়াবাদী থাকেন, পরে ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী, পরে আবার মায়াবাদী হন—এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী শব্দসূচী, অধ্যায়বিবরণ, প্যত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বেদান্তসিদ্ধান্ত-রত্নাকরের কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার -সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, কলিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসম্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ভ্রম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণ-ধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে বোল্ড কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি অষ্ট একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রকাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের

বেদান্তত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন; ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমস্ত ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস— ১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ ঝালকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট্, বাটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিম্বা) হগ্ ষ্ট্রীট্, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন হেল্‌থ্ ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার— গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

চট্টগ্রামে আবার ৫ জন যুবক ধৃত, পরে মুক্ত

গত ৯ই আগষ্ট চট্টগ্রামে একটি গৃহস্থ বাটীতে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। তল্লাসের ফলে পুলিস নাকি একটি ভরা রিভলভার, কতকগুলি কার্ত্তুজ ও বোমার মত কতকগুলি পটকা পাইয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ, পুলিস সন্দেহক্রমে ৫ জন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরে উহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর প্রতিকৃতি

মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশ যে রানাডে-হলে পরলোকগত পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে ভারত সরকারের নব নিযুক্ত আইন-সদস্য সার সি পি, রামস্বামী আয়ার পণ্ডিতজীর রাজনীতি জ্ঞানের ও দেশ-হিতৈষিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, পণ্ডিত মতিলালজী সমস্ত কার্য্যই দৃঢ়তার সহিত করিতেন বা বলিতেন।

অতিবৃষ্টির ফলে মাদ্রাজ রেলপথের বিঘ্ন

১০ই আগষ্ট সোমবার দিবস যুবলী জংসন হইতে মান্দ্রাজ ও দক্ষিণ মারহাট্টা রেলপথের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জানাইয়াছেন যে, উক্ত রেলপথের সোনালিম্‌ এবং ডুনাগার ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে অতি বৃষ্টির ফলে গাড়ী চলাচলে বাধা উপস্থিত হইয়াছে। ইহা চারিদিবসকাল স্থায়ী হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

অদ্ভুত সন্তান প্রসব

জনৈক ধোবীর পত্নী মাদারীপুর দাতব্য হাসপাতালে দুইটি মস্তক, চারি হস্ত ও চারি পা বিশিষ্ট একটি অদ্ভুত মৃত সন্তান প্রসব করিয়াছে।

তুমুল বৃষ্টি

হুবলী হইতে প্রকাশ যে এম, এস, এম, রেলপথের ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তারযোগে জানাইতেছেন :-

সোনালিম ও ডুনাগারের মধ্যে অনবরত তুমুল বৃষ্টির জন্য ট্রেন চলাচলে যে বাধা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বোধ আরও ৪ দিন থাকিবে।

আবার অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার

জামালপুর ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ যে গত ৮ই আগষ্ট প্রাতঃকালে স্থানীয় পুলিস শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র মজুমদার বি, এল-কে অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বলে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনানুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

গোগেটের গলদেশে তরবারি

৮ই আগষ্ট সুরক্ষিত আদালতকক্ষে বাসুদেব বলবন্ত গোগেটের মামলার বিচার আরম্ভ হয়। সাক্ষী পুনার ফার্গুসন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত মহাজনি ও গভর্ণরের এডিকং কাপ্তেন পেটো গত ২২শে জুলাই ফার্গুসন কলেজে যে কাণ্ড হয়, তাহার বিবরণ প্রদান করেন।

অধ্যক্ষ শ্রীযুত মহাজনি বলেন, গভর্ণরকে কলেজ পরিদর্শনের জন্য ১৯ই জুলাই তারিখে নিমন্ত্রণ করা হয়।

কাপ্তেন পেটো বলেন, গবর্ণরকে লক্ষ্য করিয়া গুলী দুইটী ছোড়া হইবার পর তিনি আততায়ীর দিকে ছুটিয়া যান এবং গোগেটের গলার উপর তাঁহার তরবারির অগ্রভাগ ধরিয়া তিনি তাহার তৃতীয় গুলী করায় বাধা দেন। অতঃপর তিনি তাহাকে নিরস্ত্র করেন।

সাক্ষ্যে আরও প্রকাশ, গোগেটের পকেটে গভর্ণরের ফটো এবং আর একটা গুলীভরা রিভলভার ও একখানা ছোরা ছিল।

গান্ধীজীর সম্বর্দ্ধনা

বোম্বাই কর্পোরেশনের ১০ই আগষ্ট তারিখের সভায় সভাপতি শ্রীযুত বোমার বেহারাম বলেন যে, গান্ধীজী, ভূপালের নবাব এবং গোলটেবিল বৈঠকের অপর কতিপয় বিশিষ্ট সদস্যগণের সম্মানার্থে এক উৎসবের আয়োজন করা হইবে।

বন্দীর মুক্তি

রংপুর হইতে প্রকাশ যে গাইবান্ধার মোক্তার শ্রীযুত মহিমচন্দ্র রক্ষিতের পুত্র শ্রীযুত শচীন্দ্রচন্দ্র রক্ষিতকে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ধারায় গ্রেপ্তার করিয়া হিজলী কারাগারে আবদ্ধ রাখা হয়। তাঁহাকে বিনাসর্ত্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

নির্ব্বাচন হাঙ্গামায় অনেকে জখম

বহরমপুর হইতে প্রকাশ যে জঙ্গিপুর মহকুমার জিয়াগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর বালুচর ওয়ার্ডের কমিশনার নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচক কর্ম্মচারী মনোনয়ন লইয়া বিবাদে অনেক জখম হইয়াছে। একজনের অবস্থা সাংঘাতিক। স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখিয়াছেন।

গভীর রাত্রিতে ডাকাতি

চুঁচুড়া হইতে সংবাদে প্রকাশ যে, হুগলী জেলার অন্তর্গত সেখপাড়া হইতে পুনরায় আর একটী ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাত্রি প্রায় ২টার সময় একদল ডাকাত (সংখ্যায় প্রায় ১০।১২ জন হইবে) লাঠি, ছোরা, দা প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সজ্জিত হইয়া কবীর নামক স্থানীয় এক মুসলমানের বাড়ীতে হানা দেয়। ঐ সময় বাড়ীর সকলেই নিদ্রিত ছিল। দুর্ব্বৃত্তেরা ঘরে প্রবেশ করিয়াই লোহার সিন্দুকের চাবির জন্য কবীরকে গুরুতর প্রহার করে। পরে কবীর চাবি দিলে, ডাকাতেরা সিন্দুক খুলিয়া নগদ টাকা ও মূল্যবান অলঙ্কারাদি নিয়া পলায়ন করে।

আকোলায় হিন্দু মহাসভা

আগামী গোলটেবিল বৈঠকে হিন্দু প্রতিনিধির সংখ্যা অল্প হইয়াছে বলিয়া উহার প্রতিবাদ করিয়া হিন্দুমহাসভায় গত ৯ই আগষ্ট এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উক্ত গোলটেবিল সম্মেলনের সিন্ধু সাবকমিটীর সিদ্ধান্ত একতরফা এবং সেজন্য উক্ত সিদ্ধান্ত হিন্দুগণের পক্ষে বিশেষ করিয়া সিন্ধুর হিন্দুগণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য না বলিয়াও মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

জুনাগড় রাজ্যের বীরবল নামক স্থানে ৫ শত হিন্দুকে হত্যার কারণ অনুসন্ধানের জন্য তিনজন সদস্যকে লইয়া একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফলাফল হিন্দু মহাসভার নিকট প্রেরণ করিবেন।

কান্দিতে হাইস্কুলে মৌলভীর বক্তৃতা

গত ৮ই আগষ্ট বেলা ১ ঘটিকায় কান্দিতে রাজ উচ্চইংরাজীবিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে মৌলভী বদারুদ্দোজা বর্ত্তমান কালে ছাত্রদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। তিনি যুবকদিগকে সত্যের অনুসন্ধান করিতে, মানবজাতিকে ভালবাসিতে, ধর্ম্ম সংক্রান্ত সামাজ্য বিরোধগুলি পরিহার করিতে ও সাধারণের কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠিত করিতে আবেদন করেন। তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানমিলনের আবেদনে সভায় যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় উক্ত স্থানে মৌলভী আবদুল মজিদের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় তিনি বিশ্বের প্রগতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা করেন। এতৎ সম্পর্কে তিনি সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়েরও আলোচনা করিয়াছিলেন।

রেল কর্ম্মচারীর মহিলার বিরুদ্ধে মামলা

বিহারের জাতীয় কর্ম্মী শ্রীযুক্তা সাধনা দেবী গত ৫ই আগষ্ট প্রত্যুষে গৌহাটী হইতে ধুবড়ীতে বক্তৃতা করিতে আগমন করেন। প্রকাশ, স্থানীয় রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহার সহিত কতিপয় রেল-কর্ম্মচারীর বচসা হয়, ফলে ভারতীয় রেলওয়ে আইনের ১২১ ধারানুসারে তাঁহার বিরুদ্ধে একটি মামলা আনয়ন করা হইয়াছে। তিনি এখন জামীনে মুক্ত আছেন, মামলা চলিতেছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, তাঁহার টিকিট প্রদর্শনের পর, জনৈক রেলওয়ে কর্ম্মচারী তাঁহার দ্রব্যাদি ওজন করিতে চাহিলে তিনি নাকি তাহাতে বাধা প্রদান করেন। প্রকাশ, উক্ত কর্ম্মচারী তাঁহার হাত ধরিয়া টানায় ইহাতে ঐ মহিলা একখানি ছড়ির দ্বারা কয়েকটি আঘাত করেন।

অতিরিক্ত খাজনা আদায়

শ্রীহট্ট জিলা সমাজতন্ত্রবাদীদিগের উদ্যোগে মোলানা সিরাজুদ্দিন চৌধুরী বি, এল, এর সভাপতিত্বে ভাটন হলে এক জনসভার অধিবেশনে পৃথিমপাশা জমিদারীর কর্ম্মচারীদের অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের উপর জুলুম করার নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। জমিদারদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে, তাঁহারা যেন দরিদ্র মণিপুরীদের স্বার্থের প্রতি মনোযোগী হন।

জুরির রায়ে জজের মতভেদ

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, শটীর ঝোপে বোমা সম্পর্কে শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরকপদার্থ আইনের ৪ খ এবং ৫ ধারা অনুসারে যে মামলা চলিতেছিল, তাহাতে জুরী আসামীকে নির্দ্দোষ বলিয়া স্থির করেন। অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ চৌধুরী জুরীর সহিত একমত না হইয়া মামলা হাইকোর্টে প্রেরণ করিয়াছেন।

Reg No C.1544

শ্রীমায়াপুর
ফোন—
নবদ্বীপ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাষিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪০ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩৮, ১৫ই আগষ্ট ১৯৩১

কৃষ্ণনগরে মহিলা পাঠাগার

দেশ প্রত্যাগত ভারতীয়ের অবস্থা

ইন্দুরের পরাক্রম

অর্থ কষ্টের ভীষণ পরিণাম

ধলভূমে প্রতিবাদ

বারাণসীতে ধর্ম্মঘটের অবসান

নেপালীযুবক গ্রেপ্তার

হোটেলে কোকেন প্রাপ্তি

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে মহিলা পাঠাগার

ঢাকার শ্রীযুক্তা আশালতা সেন গত ৯ই আগষ্ট কৃষ্ণনগরে আগমন করিয়াছেন। তিনি স্থানীয় রামগোপাল টাউনহলে এক সভায় দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বসু এম, এ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি কৃষ্ণনগরে মহিলাগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কমলা পাঠাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন।

ইন্দুরের পরাক্রম

মায়াপুরে কতকগুলি ইন্দুর অত্যন্ত বড় ও বলবান হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী একটী বড় ইন্দুর দেখিয়াছিল। এই ইন্দুরটী প্রথমে একটী কুকুরের দ্বারা হঠাৎ আক্রান্ত হয় এবং একটু পরেই ইন্দুরটী কুকুরের দিকে ছুটিয়া আসে। তখন কুকুরটী মায়াপুর গৌড়ীয়মঠের সীমানায় প্রবেশ করিয়া দুই মিনিটকাল যাবৎ ইন্দুরটীর সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করে। কিন্তু ইন্দুরটীকে জয় করিতে না পারিয়া কুকুরটী অবশেষে পলায়ন করে।

ধা[illegible] বিশ্বাসঘাতকতা

চুচুড়া হইতে প্রকাশ ১০০০৲ টাকা [illegible]কে হুগলী চুচুড়া মিউনিসিপালিটীর [illegible] তহরূপ করিবার অভিযোগে জিলার কর্ত্তৃপক্ষ জনৈক ট্যাক্সি আদায়-

কারী দারোগাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য এক পরোয়ানা বাহির করিয়াছেন উক্ত দারোগার নিকট ঐ অর্থ গচ্ছিত ছিল। প্রকাশ, তদবধি দারোগা পলাতক আছে।

চট্টগ্রামে দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনাল

অস্ত্র আইন, বিস্ফোরক পদার্থ আইন ও ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ষড়যন্ত্র বিষয়ক অপরাধ সম্বন্ধে পুলিস নিম্নলিখিত আসামীগণের বিরুদ্ধে ১১ই আগষ্ট সদর ডেপুটির আদালতে চার্জ্জসিট দাখিল করিয়াছে। আসামীগণের নাম—নিবারণ ঘোষ, নন্দকুমার দে, চন্দ্র বসু, অর্দ্ধেন্দু গুহ, সুশীল সেন, প্রফুল্ল মল্লিক, নিশি দে, রবীন্দ্র সেন, প্রভাত দত্ত, হৃদয় দাস, আশু দে ও অনিল রক্ষিত।

সংবাদে প্রকাশ, এই নূতন মামলা বিচার করিবার জন্য চট্টগ্রামে আর একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হইবে।

আরও প্রকাশ একজন আসামীর স্বীকারোক্তি ইতিমধ্যে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আসামী অর্দ্ধেন্দু গুহ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার একজন পলাতক আসামী।

ধলভূমে প্রতিবাদ

উড়িষ্যাবাসীগণের ও ধলভূমস্থ মুষ্টিমেয় উড়িয়াগণের ধলভূম তথা সিংভূমকে নব প্রস্তাবিত উড়িষ্যাপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রতিবাদকল্পে আসামী ১৬ই আগষ্ট রবিবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় কোকপাড়া মোকামে একটী মহতী জনসভার অধিবেশন হইবে। এই সভায় ধলভূম রাজ এষ্টেটের ম্যানেজার মাণ্যবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। সাধারণের উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

তমলুকে অনাবৃষ্টি

আর্থিক মন্দা হেতু তমলুকবাসীদের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় একমাস যাবৎ বৃষ্টি না হওয়ায় উচ্চ জমিতে চাষ করা সম্ভব হইবে না। বৃষ্টির অভাবে নীচু জমির ছোট ছোট চারাগুলিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

চুচুড়ায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড

হুগলী জিলার ভদ্রেশ্বর থানার এলাকাধীন কোন গ্রাম হইতে একটি নৃশংস-হত্যাকাণ্ডের সংবাদ আসিয়াছে। পুলিস উহার তদন্ত করিতেছে। আসামীর নাম বাস্থান্ বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে প্রকাশ, আসামীর সহিত মৃতের সদ্ভাব ছিল না। ঘটনার দিন উভয়েই একটি ধানের ক্ষেতের মধ্যে কলহ করিতেছিল, হঠাৎ আসামী একখানি ছুরিকা বাহির করিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করে, ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এখনও আসামীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ | ১৭ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ৩০শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৫ আগষ্ট ইং ১৯৩১ শনিবার | ১৪০তম সংখ্যা

সাময়িকী

কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রত্যহ ভাগবতধর্ম্মের কথা জনমণ্ডলীর সমক্ষে কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ৮ই আগষ্ট বৈকালে বর্ম্মার ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়া শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীজীর শ্রীমুখে প্রায় এক ঘণ্টাকাল মানবজীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা শ্রবণ করেন। সদ্‌গুরু কিম্বা প্রকৃত সাধুর কৃপায় সত্তসত্তই যে ভগবৎকৃপা লাভ করিতে পারা যায়, একথা শুনিয়া তিনি বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

গত ৬ই আগষ্ট কাশীর অবসর-প্রাপ্ত ষ্টেশনমাষ্টার শ্রীযুত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীজী প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল শুদ্ধাভক্তি, বিদ্ধাভক্তি ও ছলভক্তি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। গোপালবাবু অনুসরণ ও অনুকরণের যে প্রভেদ, তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া আনন্দ-প্রকাশ করিয়াছেন।

বিগত ৩১শে জুলাই বরিশালের স্বনাম-খ্যাত উকীল শ্রীযুত চাঁদমোহন চট্টোপাধ্যায় শ্রীপাদ ভক্তিশাস্ত্রীজীর মুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্য শুনিয়া বিশেষ সুখী হন। তিনি ভগবৎসেবার জন্য আনুকূল্য করিয়া থাকেন।

বিগত ১০ই জুলাই কাশীর স্বনামধন্য রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের রক্ষকের নিকট বৈষ্ণব দর্শনের কথা শুনিয়া শুদ্ধ-ভক্তির কথা শ্রবণে পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

গত ৪ঠা আগষ্ট তারিখে বারাণসীর খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কাব্য-তীর্থ মহাশয়ের ভবনে শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীজী ভগবানের সহিত জীবের কিরূপ সম্বন্ধ, তদ্বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি সত্বর কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে যাইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনের আগ্রহ জানাইয়াছেন।

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের প্রচারকদ্বয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ সার্, সি, পি, রামস্বামী আয়ার এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং আবশ্যকীয় সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইনি গভর্ণর জেনারেলের সভার একজন প্রধান সদস্য; বর্ত্তমানে সিমলায় গমন করিতেছেন।

মলয়াপুরের একজন প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত টি, রামস্বামী স্বামিজীদ্বয়ের প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিবিধ আনুকূল্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

গত ৯ই আগষ্ট তারিখে মাদ্রাজ জর্জ্জ টাউনে শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভক্তগণের এক বিরাট নগর সংকীর্ত্তন হইয়াছে, সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বেলা ৪ ঘটিকার সময় ৭নং কৃষ্ণ আয়ার ষ্ট্রীট হইতে বহির্গত হইয়া জর্জ্জটাউনের বড় বড় রাস্তা দিয়া গমন করিয়াছিল। নগরস্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ৫।৮।৩১ তারিখে বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত বান্দিয়া নামক গ্রামে শ্রীহরিচরণ মহাপাত্র মহাশয়ের বাটীতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসূন বোধায়ন মহারাজ রাত্রি ৯ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইয়া ছিলেন। তাঁহারা স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখবিগলিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অতি আনন্দের সহিত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ৬।৮।৩১ তারিখে বালেশ্বর জেলায় অন্তর্গত বাউনপুরনিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের শ্রীঠাকুরমন্দিরের প্রাঙ্গণে বোধায়ন মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃত হইতে সাক্ষিগোপালচরিত্র পাঠ করিয়াছিলেন।

উক্ত প্রদেশের লোকের পত্রে প্রকাশ,— স্বামিজী মহারাজ এতদঞ্চলে কয়েক-দিন যাবৎ অনর্গল ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া আমরা কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

উক্ত দিবস স্বামিজীমহারাজের পাঠে বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী প্রভু মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বিপিন বাবুর উৎসাহ ও চেষ্টায় পাঠান্তে শ্রোতৃবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে ইঁহাদের নাম উল্লেখযোগ্য—রমানাথ দে রিটায়ার্ড ইন্‌স্পেক্টর, নরেন্দ্রপ্রসাদ দাস প্লীডার ভদ্রক কোর্ট, জীবনচন্দ্র দাস প্লীডার ভদ্রক কোর্ট, ভীমচন্দ্র মহাপাত্র স্কুল-মাষ্টার, ভদ্রক।

অমন্দোদয়-দয়া-বারিধি শ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায় পরদুঃখদুঃখী আর কেহই অবতীর্ণ হন নাই। তাঁহার সেই অহৈতুকী দয়ার কথা কিছুদিন যাবৎ মনোধর্ম্মজীবি ব্যক্তিগণ বিকৃতভাবে গ্রহণ করায় তাহা জগতের চক্ষে বিপরীত-ভাবেই প্রতীত হইতেছিল। তজ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় তাঁহারই পরম-প্রিয়তম মহাজন জগতে আগমন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের কথা—শুদ্ধ সনাতনধর্ম্মের কথা জগতের নিকট জানাইতেছেন। তাহাতে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাজীবিগণ ভুরন্ত বিভ্রাটে পড়িয়া গিয়াছে।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর

বক্তৃতার চুম্বক

অদ্য শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে মহোৎসব। সেইজন্য আপনাদের ন্যায় সজ্জনগণের দর্শন লাভ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। সচ্চিদানন্দ শ্রীগৌরবিনোদরমণজীউর উৎসবে সমাগত আপনাদের নিকট কিছু হরিকথামৃত পরিবেশন করিবার সুযোগ পাইয়াছি। সত্যপ্রিয় সরলপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করেন যে, অসদ্‌বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক অচিদনুশীলনের দ্বারা আমাদের নিরানন্দময় গৃহান্ধকূপই লাভ হয় এবং সদ্‌বস্তুর সহিত যোগযুক্ত হইয়া চিদনুশীলনের দ্বারা আমরা প্রয়োজনরূপ নিত্যানন্দ বা পরমার্থ লাভ করিতে পারি; শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে আসিয়া বাস করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারি।

যেখানে সচ্চিদানন্দ শ্রীগৌরবিনোদরমণজীউর সেবায় ভগবদ্ভক্তগণ বাস করেন, তাহারই নাম শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীসচ্চিদানন্দ' নামা কোনও মহাজন এই কটক সহরে শ্রীগৌরবিনোদরমণজীউর সেবায় সতত নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে এই মঠের নাম 'শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ' এবং তাঁহারই সেব্য শ্রীগৌরবিনোদরমণজীউ এখানে প্রকটিত হইয়াছেন। সজ্জনসমাজে তিনি 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' নামে সুপরিচিত। পণ্ডিতগণ বলেন,—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীপাদপদ্ম সেবা দ্বারা সংসাররূপ গৃহান্ধকূপ হইতে ত্রাণ লাভ করিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ হয়।

অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দময় গৃহান্ধকূপের ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ উৎসবে প্রমত্ত হইয়া আমরা নরকপথের পথিক হইয়া পড়ি। আর শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে হৃষীকের দ্বারা শ্রীহৃষীকেশের সেবা করিতে পারি অর্থাৎ চক্ষুর দ্বারা শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের শ্রীবিগ্রহদর্শন, কর্ণের দ্বারা হৃৎকর্ণরসায়ন শ্রীহরিকথা শ্রবণ, নাসিকাদ্বারা শ্রীহরিপাদপদ্মে অর্পিত তুলসীচন্দনাদির ঘ্রাণ গ্রহণ, জিহ্বাদ্বারা শ্রীহরিগুণগান ও শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান এবং শ্রীহরিজনগণের শ্রীপাদপদ্মস্পর্শের দ্বারা ত্বকের সার্থকতা সম্পাদনের সুযোগ হয়। ইন্দ্রিয়তর্পণোৎসব ও হৃষীকেশের ইন্দ্রিয়তর্পণোৎসব এক নহে। খণ্ড কালের মধ্যে অনিত্য, হেয় ও খণ্ড বস্তুর সহিত সম্বন্ধস্থাপন পূর্ব্বক আমরা খণ্ড, হেয় দেশে অর্থাৎ নরকে গমন করি। আর অখণ্ড, অসীম, পূর্ণ, নিত্য সচ্চিদানন্দময় শ্রীহরিপাদপদ্মের নিত্যকাল সেবা দ্বারা আমরা শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করি। দেশ, কাল ও পাত্র বিচারে আমরা অখণ্ড, অসীম দেশে নিত্যকালের জন্য অনন্তের উপাসক। যেখানে আমাদের আত্মার স্বাস্থ্য লাভ হয়, সেখান হইতে বিচ্যুত হইয়া আমরা খণ্ড দেশ, কাল ও পাত্রের সেবায় নিয়োজিত হইলেই অসুস্থ হইয়া পড়ি। সুস্থ হইবার জন্য তখন শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হাসপাতালে যাইয়া চিকিৎসিত হইতে হয়। আত্মার স্বাস্থ্যের জন্য শ্রীহরি ও শ্রীহরিজনের পাদপদ্মে শরণাগত হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

অনন্তের পাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া যখন আমরা ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া অনন্তের সেবার অযোগ্য হইয়া পড়ি, তখন সেই মলিন মনকে শুদ্ধ করিবার জন্য অনন্তের সেবকগণের সঙ্গে তাঁহাদের শ্রীমুখবিগলিত শব্দ শ্রবণ দ্বারা প্রশান্তচিত্তে অনন্তের পথে—অমৃতের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারি। যাহাতে বিশ্ববাসী অনন্তের পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ পান এবং নিত্যানন্দময় ধামে পৌঁছিয়া সচ্চিদানন্দ বস্তুর সেবায় নিত্যকালের জন্য নিযুক্ত হইতে পারেন, তজ্জন্য কোন এক অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের প্রেরণায় প্রতি মঠেই এই প্রকার মহামহোৎসবের আয়োজন। 'মহোৎসব' অর্থে খাওয়া দাওয়া দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ করা নহে। হাসপাতালে যেরূপ ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করা হয়, সেইরূপ এই সচ্চিদানন্দমঠ হাসপাতালে ধনী, নির্দ্ধন পণ্ডিত, মূর্খ, আবালবৃদ্ধবনিতা সকল ভবরোগাক্রান্ত জীবকুলকে শ্রীহরিনামরূপ ঔষধ এবং শ্রীমহাপ্রসাদরূপ পথ্য-বিতরণ করাই এই মহোৎসবের উদ্দেশ্য।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আসুন আমরা সকলে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটী বৃত্তি লইয়া যুগাচার্য্যের শ্রীচরণকমলে আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত শ্রীচৈতন্যবাণীরূপ ঔষধ ও তাঁহার প্রদত্ত শ্রীমহাপ্রসাদরূপ পথ্য সেবন করিয়া আত্মার স্বাস্থ্য লাভ করি। তাহা হইলেই আমাদের মহোৎসবে যোগদান করার সার্থকতা হইবে। তখন আমরা স্বরূপে অবস্থিত হইয়া নিত্যকাল অভিন্ননিত্যানন্দ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে অবস্থান করিয়া অখণ্ড, অসীম, পূর্ণ, নিত্য সচ্চিদানন্দময় শ্রীশ্রীগৌরবিনোদরমণজীউর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব।

বিদেশ

এসেছি স্বদেশ ফেলি' মায়াময় প্রদেশে;
ভুলে গিয়ে নিজ দেশ, রহি সদা পর দেশ'
দিন মোর যায় চলি চিরদিন বিদেশে।
দেশ মোর পূর্ব্বদেশে হরিপদভবনে;
পিছু রাখি পথ ভুলি, পশ্চিমেতে সদা চলি,
পড়ি আরো দূরদেশে মরি চিরজীবনে।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

আসল ও নকল

বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস শ্রীব্রজমণ্ডলে ও শ্রীগৌড়মণ্ডলে সর্ব্ববৈষ্ণব-সমাজ-প্রণম্য—এ বিষয়ে আর কোন মতভেদ নাই। সেই মহাত্মার অলৌকিক অনুভবদ্বারা নির্দ্দিষ্ট শ্রীযোগপীঠ মায়াপুর যে শ্রেণীর লোকের বিবাদমুখে পণ্যদ্রব্য হইয়াছে, তাঁহারা কিছু তাঁহার মত ত্যাগী মহাপুরুষ নহেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ত্যাগে সিদ্ধ হওয়া আর ত্যাগীর অনুকরণে ত্যাগীর বেশ ধারণ—এক নহে। অনুকরণকারি-সমাজে অনেক প্রকার কৃত্রিম অনুকরণের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

কোনও স্থলে শাখামৃগকেও বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া এক সাহেবের ড্রয়িং রুমে চেয়ারে মনুষ্যের ন্যায় উপবেশন করিয়া খবরের কাগজ পড়িতে দেখা গিয়াছিল। খালি বোতল হইতে খালি গ্লাসে বায়ু ঢালিয়া পান করিবার অভিনয় করিতেও দেখা গিয়াছিল। তাই বলিয়া কি অনুসরণকারী শাখামৃগ খবরের কাগজ পড়িয়া উহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে, সিদ্ধান্ত হইবে?

শুকপক্ষী নয়ন মুদ্রিত করিয়া উহার মানব গুরুর নিকট হইতে যে শিক্ষা লাভ করিয়া অনুকরণ-পদ্ধতিদ্বারা "পড় পাখী আত্মারাম, হরেকৃষ্ণ হরেরাম" বাণী উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহার তাৎপর্য্য বিষয়ে পক্ষীবরের সজ্ঞান অধিকার আছে, ইহা স্বীকার করা যায় না। অনুকরণ বা কৃত্রিম পন্থা কখনই আসল জিনিস দিতে সমর্থ হয় না।

যদি বৈরাগীর বেশ জীবকে প্রকৃত প্রস্তাবে ত্যাগী করাইত, তাহা হইলে যাবতীয় পশু বসনাদিবিবর্জ্জিত হইয়া সন্ন্যাসিগণের গুরুর কার্য্য করিতে পারিত। "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্যের লাঠি ঠেঙা বাজে"—প্রবাদ অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা "অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়্ চড়্ করে"—প্রভৃতি নীতিবাক্যের অসম্মাননা করেন, তাঁহারাই হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া আদর্শের কোন সম্বল গ্রহণ না করিয়া অবাধে অগ্রগামী হন।

'মুড়ি' ও 'মিছরি' কখনও একজাতীয় হইতে পারে না। দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছের গল্পে তাহা প্রমাণিত আছে। মানুষকে ধাঁধাঁ দেওয়া অতি সহজ; কিন্তু প্রকৃত মানুষকে ধাঁধাঁ দিতে গেলে আপনাকেই ফাঁকিতে পড়িতে হয়।

সিদ্ধবাবাজী মহারাজ জগন্নাথ ও বাস্তব সত্যের উপাসক। তাঁহার নিষ্কিঞ্চন অনুরাগিগণ শুদ্ধভক্ত। অভক্তগণ বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে গিয়া যে ভক্তের হাবভাবের অনুকরণ করেন, তাহা কৃত্রিমতা মাত্র

যৎকিঞ্চিৎ

(ব্যক্তিগত)

ভক্তমাল গ্রন্থখানি আম্লিতলার লালদাস-বিরচিত। উহা অভক্ত প্রাকৃত সহজিয়াগণেরই পাঠ্য, কেননা, তাঁহারা উহার চিরদিন আদর করেন এবং শুদ্ধভক্তগণ উহাকে অস্পৃশ্য জানিয়া প্রাকৃত সহজিয়া বা জাতিগোস্বামীরই আদরণীয় বলিয়া মানেন।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সহিত শুদ্ধ ভক্তগণের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ইন্দ্রিয়-তর্পণরত সাহজিকগণ কোন দিনই 'ভক্ত' শব্দবাচ্য হইতে পারেন না। কিন্তু তাহারা আপনাদিগকে ভক্ত বলিয়া নানা উৎপাত করেন।

প্রাকৃত সহজিয়াগণের অনেকেই বাড়ীর সেবাদাসীর পোষ্য মার্জ্জারের জন্য মৎস্যাদি ক্রয় করিবার নামে গোপনে ঐ পক্ব মৎস্যের মলমূত্র গ্রহণ করেন। শুদ্ধ ভক্তগণের সহিত ইহাদের কদাচিৎ স্পর্শ ঘটিলে গঙ্গাস্নানাদি দ্বারা স্বীয় শরীরের পাবিত্র্য বিধান করেন।

মৎস্যাশীর স্পৃষ্ট জল কোন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু গ্রহণ করেন না। তাহারা জলাচরণীয় জাতি নহে বলিয়াই আর্য্যাবর্ত্তের অধিবাসিগণ তাহাদের স্পর্শ স্মৃতিনিষিদ্ধ জানিয়া উহাদিগকে আদর করেন না। বৈষ্ণবের ত' কথাই নাই।

যাঁহারা প্রাণিগণকে সংহার করিয়া স্বীয় জিহ্বার তৃপ্তি বিধান করেন, সেই সকল জনগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এমন কি, প্রাকৃত সহজিয়াগণ মৎস্য-মাংসের লোভে মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণে "মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদঃ" বাক্য শ্রবণ করিতে হইবে বলিয়া নিত্যপাঠ্য গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ-পাঠ হইতে বিমুখ হইয়া ভক্তমালাদি অপাঠ্য গ্রন্থ পাঠ করেন। কেননা, উহাতে মৎস্যভক্ষকগণের প্রশংসা আছে। সমশীল জনগণই সমশীল সেব্যের সেবা করেন। অশ্বঘোষাদি বৌদ্ধমতবাদীকে সদাচারনিরত শুদ্ধভক্ত গৌড়ীয়গণ কখনও আদর করিতে পারেন না।

মৃতমৎস্যদেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে জানা যায় যে, উহাতে রক্ত, পূঁয প্রভৃতি বহু অভোজ্য অমেধ্য পদার্থ আছে। উহাতে যাঁহাদের রুচি, তাঁহারাই ইতর প্রাণিগণকে নিজভোজ্য বা খাদ্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসঙ্গ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৲।৶০; দশম স্কন্ধ ১১৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনব-দ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা।৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যেইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমগ্র অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে রোজ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ত্রিদণ্ডিগোস্বামি-পাদ-মহোদয়-মণ্ডলদ্বারা এই গ্রন্থ মুদ্রিত উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত. এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৹ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥৹।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄৹ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄৹ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄৹ আনা মাত্র।

সাধনপথঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৴৹ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ⁄৹ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ⁄৹ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ⁄৹ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ⁄৹ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ⁄৹ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনরনারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবদর্শনমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।৹ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক্, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥৹ আনা, অবাঁধাই ।৴৹ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নবদ্বীপের সচিত্র বিবরণ গ্রন্থ। রায়বাহাদুর কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ., প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রী নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥৹, ভিঃ পিঃ ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দাদালের ... শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্ট... নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর ... আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্য... বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৴৹, বাঁধাই ॥৹ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্প্রদায়... শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৴৹ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়... শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ ও গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৴৹ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহ পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।৹ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ... সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ... ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে ... নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছে। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ... টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

যাহা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটিকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমুদয় ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাইট ৸৵৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল
বা
কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। কৃত্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১৬৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, আহিরীটোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) ৮৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্টেটঃ ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৪এ২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিদ্রোহী নেতার গ্রেপ্তার

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে, বিদ্রোহী নেতা সায়াসান্ ওরফে ইউ. নিয়ারার গ্রেপ্তার সম্পর্কে হিপো রাজ্যের সোয়ার-ওয়ার প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত সরকারী বিবরণে আরও প্রকাশ যে, হিপো পুলিস বাহিনীর দারোগা মং ছাল্ গত ১লা আগষ্ট তারিখ রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় হোপোর এক গ্রামবাসীর নিকট হইতে সংবাদ পান যে, নিয়ারা ঐ গ্রামের নিকটেই আছে। তখন উক্ত দারোগা লোকজন সংগ্রহ করিয়া সেইস্থলে যান এবং বেলা ৩ ঘটিকার সময় হোপোর ইউ. নিয়েন হ্ণি, সাম্ নামক একজন কেরাণী এবং উক্ত দারোগা স্বয়ং প্রায় ১৫ জন গ্রামবাসীর সাহায্যে তাহাকে গ্রেপ্তার করেন। উক্ত দারোগা হেপোর অদূরে এক গ্রামে চারিজন কনষ্টেবল সহ সীমান্ত পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন।

নিয়ারার পাঁচজন সহচরকে অন্যান্য গ্রামবাসী এবং ষ্টেটের পুলিস গ্রেপ্তার করে।

ভাগরাম অনশনে ষোড়শ দিন

লাহোর সেনট্রাল জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের প্রায়োপবেশন আজ ৪ দিন যাবৎ চলিতেছে। আসামী ভাগরাম ১৬ দিন যাবৎ উপবাসে আছে। প্রকাশ, ইহার উপর নাকি বলপ্রয়োগে খাদ্য-প্রয়োগের চেষ্টা চলিতেছে

অর্থকষ্টের ভীষণ পরিণাম

দিনাজপুর জিলায় অদ্যাপি ভীষণ অর্থকষ্ট বিদ্যমান। সহরে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলেও মফঃস্বলের জনসাধারণ তাহাতে উপকৃত হয় নাই। মফঃস্বলে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই, ধান্য প্রতি মণ ১ টাকা আট আনা হইতে ২ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। পাটের মূল্যও বৃদ্ধি হয় নাই। ঘোড়াঘাট ও নওয়াবগঞ্জ থানার অধীন স্থানগুলিতে অত্যন্ত অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তথায় সকলেরই হৃদয়ে অনশনের করালছায়া পড়িয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, অনশনে কয়েকজন লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং অনশন ক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়াছে

রিভলভার চুরির মামলা

গত জুনমাসে ভোমারেল সার্কেল অফিসার শ্রীযুত গগনচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর অনুপস্থিতিকালে তাঁহার সুটকেশ হইতে রিভলভার চুরি যাওয়া সম্পর্কে সন্দেহক্রমে ধৃত শ্রীযুত পূর্ণেন্দুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মোহিতমোহন মুখোপাধ্যায় এবং আনন্দচরণ সাহাকে জামীনে খালাস রাখা হইয়াছিল এবং তাঁহাদের মামলা নীলফামারি হইতে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ১০ই আগষ্ট জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমাণাভাবে তাঁহাদের অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

হোটেলে কোকেন প্রাপ্তি

কোনক্রমে সংবাদ পাইয়া গত ৯ই আগষ্ট রবিবার দিবস শ্যামপুকুর থানার পুলিস চিৎপুর রোডস্থ এক হোটেলে অনেকক্ষণ ধরিয়া খানাতল্লাস করে ফলে, কয়েক প্যাকেট কোকেন পাওয়া যায় এবং ঐ হোটেলের মালিকসহ দুইজন লোককে গ্রেপ্তার করে।

১৩ই আগষ্ট তারিখে ধৃত ব্যক্তিদ্বয়কে উত্তরবিভাগের পুলিসের ডেপুটি কমিশনারের নিকট হাজির করা হইয়াছিল। তিনি বিচারের জন্য তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন।

বারাণসীতে ধর্ম্মঘটের অবসান

বারাণসী তুলা ও রেশম কলের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ধর্ম্মঘটকারীদিগের মীমাংসার ফলে উক্ত কলে শ্রমিকধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ স্বীকার করিয়াছেন, আগামী ১লা সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে তাঁহারা কাহারও বেতন হ্রাস করিবেন না। তাঁহারা আরও স্বীকার করিয়াছেন, উক্ত ধর্ম্মঘটে যোগদান করিবার অপরাধে কাহাকেও দণ্ডিত করিবেন না এবং যে কেহ ২ দিনের মধ্যে কার্য্যে পুনরায় যোগদান করিবে তাহাকেই গ্রহণ করিবেন। ইতোমধ্যে শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ ও উক্ত কলের নূতন ম্যানেজার বেতন সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন; কলের কর্ত্তৃপক্ষ ও শ্রমিকগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্তে সম্মত হইবেন। শ্রমিকগণের বেতন শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে হ্রাস করায় গত ১লা আগষ্ট উক্ত ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছিল।

নেপালীযুবক দণ্ডিত

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ যে, প্রায় ১ মাস পূর্ব্বে ৪টি গুলীভরা টোটা সহ নেপালীযুবক শ্রীযুত বিষেণ সিং মাইজদীর ষ্টেশনে ধৃত হন। অস্ত্র আইনের ১৯ (চ) ধারা অনুসারে তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত নিরঞ্জনমোহন বর্দ্ধনের আদালতে অভিযুক্ত হইয়া ৪ মাস সশ্রমকারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। আসামী কোনও প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করায় এবং বাতুলের ভান করায় ফরিয়াদী পক্ষ হইতে সিভিল সার্জ্জন তাঁহাকে পরীক্ষা করেন। তিনি বলিয়াছেন, আসামী বাতুল নহে, সে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

সমগ্র পরিবার নিহত

"রেঙ্গুণ গেজেটের" প্রোমাস্থিত সংবাদদাতা জানাইতেছেন, একটি সমগ্র ভারতীয়পরিবার—গৃহস্বামী, তাঁহার স্ত্রী ও দুইটি শিশু নিহত হইয়াছে। জনৈক চেটিয়ার গত ৮ই আগষ্ট রাত্রিতে পুলিসের নিকট সংবাদ দিয়াছেন, তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারীর বাটী কতিপয় অপরিচিত লোক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। কর্ম্মচারীটি আডেল হইতে ৬ মাইল দূরে এক গ্রামে বাস করিতেন উহারা বাড়ীর লোকজনকে নিহত করিয়া তাহাদের ঘরও পুড়াইয়া দিয়াছে।

কংগ্রেস আন্দোলনে মদ্যপান বন্ধ

হুগলী জিলার পুড়শুড়া থানায় গত ২৩শে শ্রাবণ শনিবার শ্রীরামপুর হাটতলার বারোয়ারী উপলক্ষে শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজা হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস বেলা ১টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীরামপুর মদের দোকানে স্বেচ্ছাসেবকগণ বিশেষভাবে পিকেটিং করিয়াছিল সম্পাদক শ্রীযুত সত্যসাধন রায় মদ্যপান নিবারণের জন্য পূর্ব্ব হইতেই চেষ্টিত ছিলেন। ফলে মাতালদের ও অন্যান্য লোকের মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়।

চট্টগ্রামের নূতন ষড়যন্ত্র মামলা আলিপুরে শুনানী

গত ৯ই আগষ্ট পুলিস চৌদ্দজন যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগের বর্ণনাপত্র দাখিল করিয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিল। উপরোক্ত চৌদ্দজনের মধ্যে আটজন পলাতক অবস্থায় আছে। উহাদের মধ্যে কয়েকজনের বাস নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলায়। প্রকাশ, কলিকাতায় আলিপুরে এই মামলার বিচার হইবে।

মিস গেইসলার নির্ব্বাসিত

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, গত ৩১শে জুলাই তারিখে জার্ম্মাণ মহিলা মিস লাউইস গেইসলার গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। ইনি মানবেন্দ্রনাথ রায়কে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া বৈদেশিক আইনের বলে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১১ই আগষ্ট তাঁহাকে 'একুইলা' জাহাজে চড়াইয়া জার্ম্মাণীতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে।

অন্যান্য আসামীরা খালাস

সুন্দর কাবাদি প্রভৃতি যে ১০ ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রমাণাভাবে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

দেশ প্রত্যাগত ভারতীয়ের অবস্থা

পাটনায় সার আলি ইমামের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় কেপটাউন চুক্তি অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকা প্রত্যাগত ভারতীয়ের অবস্থার উন্নতিকল্পে ভারত সরকারকে অবিলম্বে ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। অন্য একটি প্রস্তাবে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গকে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রত্যাগত ভারতীয়দের ভারতে বসবাস সম্পর্কে তাঁহারা যেন কোন ব্যবস্থায় সম্মত না হন।

স্বামী ভবানীদয়াল বিদেশ প্রত্যাগত ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ বোম্বাই হইতে সভার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের সমর্থসূচক একটি বাণী প্রেরণ করেন।

ডুবো সোনা মিলিয়াছে

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে উপকূল হইতে কিছু দূরে 'ইজিপ্ট' নামক একখানি বাণিজ্যপোত কিছুদিন হইল ডুবিয়া যায়। ইহাতে ৬,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সোনা ছিল।

ডুবুরির দল রিলিফজাহাজের সেলুনের একটা ছিদ্র দিয়া ঐ সোনার তালের মাথা দেখিতে পাইয়াছে।

পঙ্গপালের অত্যাচার

সিমলা হইতে প্রকাশ যে সরকারী কৃষিগবেষণা কাউন্সিলের পঙ্গপাল-ব্যুরো ঘোষণা করিয়াছেন যে, গত ৬ই জুন হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পঞ্জাব ও যুক্ত-প্রদেশে পঙ্গপালের অত্যাচার বাড়িয়া গিয়াছে। গত এপ্রিল মাস হইতে বেলুচিস্থানে এই কীটেরা অত্যাচার করিতেছে।

শ্রীশ্রীগৌরাব্দ

ফোন— নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সাত কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪১ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩১শে শ্রাবণ সোমবার, ১৩৩৮, ১৭ই আগষ্ট ১৯৩১

সীমান্ত হাঙ্গামার জের

শ্রীধাম মায়াপুর যাইবার স্বুবর্ণ সুযোগ

আটক আসামীর মুক্তি

বৃটীশ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে গান্ধীজীর বিবৃতি

পুট্‌লির ভিতর রিভলভার

পাটনায় আইন অমান্য আন্দোলনে উকীলের সাজা

কানপুরে গ্রেপ্তার

আসামীর কৃপাণের ঘায়ে দারোগা জখম

কারামুক্ত ক.লা সাহেব

নানা কথা

শ্রীধাম মায়াপুর যাইবার স্বুবর্ণ সুযোগ

প্রাচীন খাতে শ্রীগঙ্গাদেবী

যে সকল যাত্রী লাইট রেলওয়ের স্বরূপগঞ্জ নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন হইতে অথবা কুলিয়া (সহর নবদ্বীপ) হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের পক্ষে শ্রীগঙ্গাদেবীর কৃপায় অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীগঙ্গাদেবী বর্ষাধিক্যে তাঁহার সুপ্রাচীন খাতে শুভবিজয় করিয়াছেন। তৎফলে পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহ হইতে যাত্রিগণ নৌকাযোগে শ্রীধামস্থ শ্রীগৌরাবির্ভাব গৃহ শ্রীযোগপীঠের এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠের পাদদেশে উপস্থিত হইতে পারিবেন। প্রতিবৎসর অল্প কয়েকদিনের জন্য মাত্র এই সুযোগ উপস্থিত হয়, তাই অসংখ্য যাত্রী এই সময়ে শ্রীধাম দর্শনে আসিয়া এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

আটক আসামীর মুক্তি

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, স্থানীয় বি, এম, কলেজের ছাত্র অমলাংশু সেনগুপ্ত কলিকাতা হইতে ফিরিয়া এক্সপ্রেসে ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিবার সময় ১৬ই জুলাই তারিখে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে ধৃত হইয়াছিলেন। গত ১২ই আগষ্ট মধ্যাহ্নে স্থানীয় জেল হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

কলিকাতায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড

অনিলচন্দ্র সেনগুপ্ত নামক একজন বিলাত-ফেরৎ বাঙ্গালী গ্রাজুয়েট গত ১১ই আগষ্ট রাত্রিকালে দুইজন পশ্চিমা লোকদ্বারা নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি কালীঘাট ১৩৩, হাজরা লেনে বাস করিতেন।

প্রকাশ, রাত্রি আন্দাজ ৮ ঘটিকায় অনিলচন্দ্র ঐ লেনের ভিতর দিয়া যাইবার সময় ২ জন লোকদ্বারা আক্রান্ত হন। এই দুই জন লোক তাঁহার পরিচিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাহারা একযোগে অনিলচন্দ্রকে ছুরি মারিতে থাকায় তিনি শীঘ্রই সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূপতিত হয়েন। এই সময়ে নিকটবর্ত্তী কোন বাড়ীর কয়েকজন দারবান ঐ স্থানে ছুটিয়া আসিয়া আততায়ীদের তাড়া করিলে তাহারা পিস্তল উঠাইয়া গুলী করিতে আরম্ভ করে, ফলে দারবানরা পশ্চাৎপদ হয়। সুতরাং আততায়ীরা স্বচ্ছন্দে পলায়ন করে।

অনিলচন্দ্রকে তখনই শম্ভুনাথ পণ্ডিতের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তথায় যাইবার পরক্ষণেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। পুলিসের জোর তদন্ত চলিতেছে।

শ্যামবাজারে ৭জন অভিযুক্ত

শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ দাসগুপ্ত ও অপর ৬ জন লোক পুলিসকে ভীতিপ্রদর্শন করিবার ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। শ্যামবাজার ডাকঘরে বোমা প্রাপ্তি সম্পর্কে আসামীগণকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিস্ফোরণ আইনের মামলানুযায়ী অভিযোগ পরিত্যাগ করা হইয়াছে। মামলা মুলতুবী আছে।

পুটুলির ভিতর রিভলভার

পাটনা হইতে প্রকাশ যে, ১২ই আগষ্ট সন্ধ্যাকালে ২ জন যুবক ছাপরার রেল ষ্টেশনে নামিলে পুলিস জিনিষপত্র তল্লাস করিয়া তাহাদের পুটুলি হইতে একটা ছয়নলা রিভলভার, এক শিশি ক্লোরোফর্ম্ম, সামান্য বারুদ, কিছু কাগজ ও লেখা পাইয়াছে। লেখার পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই। পুলিস তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ধৃত যুবকদ্বয়ের পরিচয় এখনও জানিতে পারা যায় নাই। তবে একজন নাকি বলিয়াছে যে, তাহার নাম বীরেন্দ্র সিংহ। পুঁটুলির মধ্যে রিভলভার ব্যতীত একটি পুরাতন রকমের দো-নলা পিস্তল, বারুদ, কাগজপত্র ও নোটবহি পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীমায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কটক	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

ভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠির কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীপরমেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নাট্যকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাদ্বয় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরাধাদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবক শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কুঞ্জকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীস্বরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কনিলা, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীরাধাকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনয়নচরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসদানন্দ, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জঙ্গমবাড়ী নবপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ সেবাধিকারী।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু, হাবড়া

এখানে বড় কূর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীনাথ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরজ, শ্রীকুঞ্জলেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণরজ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ দিব্যরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বামনগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রেমানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ | ১৯ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ৩২শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৭ আগষ্ট ইং ১৯৩১ সোমবার | ১৪১তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে বক্তৃতা

বিষয়—অদৃষ্ট ও পুরুষকার

তারিখ—১৬ই শ্রাবণ ১ আগষ্ট শনিবার

বক্তা—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে।
গৌর শক্তিস্বরূপায় রূপানুগ বরায়তে ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

সমবেত সুধীমণ্ডলী, অদৃষ্ট ও পুরুষকার বিষয়ের গবেষণা বড় জটিল। ঐ দুটী নিয়ে কত কাল ধ'রে যে আলোচনা চল্‌ছে, তার ইয়ত্তা নাই। কত বড় বড় মনীষি এই দুটীর গবেষণায় কত কাল কাটিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কেউ আর এর সুসমাধান করতে পারেন নাই। ঐদুটী নিয়েই সংসার, সুতরাং সংসারী জীব ঐদু'টীর মীমাংসা করতে পারলে তার সংসার থেকে ছুটী হ'য়ে যাবে। অল্পজ্ঞান সম্বল নিয়ে মনোধর্ম্মের প্রভাবে এ জটিল সমস্যার সমাধান অসম্ভব। তবে কি এ রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে না? হাঁ হবে, যাঁরা আত্মদর্শী—সর্ব্বদর্শী, তাঁদের নিকট এর মীমাংসা হ'য়ে রয়েছে। আমরা যদি তাঁদের নিকট অভিগমন করতে পারি, তাহ'লে এর যথার্থ সিদ্ধান্ত বুঝ্‌তে পারব।

অদৃষ্ট আর পুরুষকারের মধ্যে কোন্‌টী বড়, কার দ্বারা জীব সুখদুঃখ ভোগ করছে, এ বিষয়ে দুএকটী মতামত আমি আপনাদের নিকট উল্লেখ ক'রে পরে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কৃপায় যে টুকু বুঝতে পেরেছি, তা' জানাব।

যাঁরা অদৃষ্টবাদী, তাঁরা বলেন,—' ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।" এবিষয়ে মহাভারতে একটী গল্প আছে,—কুরুকুলচূড়ামণি ভীষ্ম শরশয্যাশায়ী হ'লে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ ও ভ্রাতৃগণসহ ভীষ্মের নিকট গমন করেন। তাঁকে শরশয্যায় শায়িত দেখে যুধিষ্ঠির যৎপরোনাস্তি দুঃখ ক'রে বললেন,—পিতামহ, আপনার এইরূপ দুর্গতির আমিই একমাত্র কারণ, সুতরাং এ পাপের ফলে আমাকে অনন্ত দুঃখ ভোগ করতে হবে। আমি যদি পাঁচভাইএর সঙ্গে প্রাণত্যাগ করতাম, তা'হলে এ পাপের ভাগী হ'তে হ'ত না। যা' হোক, আপনি যখন পরম ধার্ম্মিক, তখন আমাকে কৃপা ক'রে উপদেশ প্রদান করুন, যাতে আমি পাপের হাত' থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি।

ভীষ্ম বল্‌ছেন,—যুধিষ্ঠির, তুমি এজন্য দুঃখ করছ কেন? আত্মা কাল, আর অদৃষ্ট ঈশ্বরের অধীন, সুতরাং তাকে কি নিমিত্ত 'পাপপুণ্যের কারণ' ব'লে নিশ্চয় ক'রে দুঃখ পাচ্ছ. একটী উপাখ্যান শুন্‌লে তোমার সব মীমাংসা হ'য়ে যাবে। এই ব'লে তিনি বল্‌তে আরম্ভ করলেন্,—

পূর্ব্বকালে গৌতমী নাম্নী এক ব্রাহ্মণীর একমাত্র পুত্রকে সর্পে দংশন করায় পুত্রের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে, এক ব্যাধ সেই সাপকে পাশ বদ্ধ ক'রে ব্রাহ্মণীর নিকট এনে তাঁকে বল্‌ছে,—ভদ্রে, এই সাপ আপনার পুত্রকে দংশন ক'রেছে। সুতরাং আমাকে আদেশ করুন, এর প্রাণবিনাশ ক'রে ফেলি।

ব্রাহ্মণী বল্‌লেন,—একে মারলে আমার পুত্রকে ত' আর ফিরে পাব না? অনর্থক একে বধ ক'রে কি লাভ? কেবল প্রাণি-বধ ক'রে দুঃখলাভ মাত্র।

ব্যাধ বল্‌ছে,—দেবি, আমি আপনাকে মহদন্তঃকরণবিশিষ্ট ব'লে জানি, মহদ্-ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ পরদুঃখ-দুঃখী। যাঁরা শান্ত, তাঁরা সকলই কালকৃত জেনে দুঃখ করেন না বা অন্যকে দোষারোপ করেন না। কিন্তু যারা প্রতিকার-পরায়ণ, তাঁরা শত্রুবিনাশ ক'রেই শোকানল নির্ব্বাপিত করেন। অতএব আপনি একে বিনাশ ক'রে পুত্রশোক ত্যাগ করুন।

গৌতমী বল্‌ছেন,—ব্যাধ, এ বালক মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হ'য়েছিল ব'লেই সাপে একে দংশন করেছে, সুতরাং এজন্য একে দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ক্রোধ প্রকাশ কর্ত্তব্য নয়। অতএব তুমি একে ত্যাগ কর।

ব্যাধ বলছে,—ভদ্রে, শত্রুবিনাশে কাল-বিলম্ব করা উচিত নয়। বিশেষতঃ বলবান্ শত্রুকে বিনাশ করলে বহু লোকের প্রাণরক্ষা হবে। একে ছেড়ে দিলে এ আরও অনেকের প্রাণ নষ্ট করবে।

তখন পাশবদ্ধ সর্প কোনরূপে কষ্টে-সৃষ্টে বল্‌তে লাগল,—ব্যাধ, তুমি আমাকে কেন দোষারোপ করছ? আমি স্বেচ্ছাক্রমে ব্রাহ্মণকুমারকে বিনাশ করি নাই। কিন্তু মৃত্যুই আমাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত ক'রেছে, যেমন চক্র দণ্ড কুম্ভকারের অধীন হ'য়ে কাজ করে, সেইরূপ আমিও মৃত্যুর প্রেরণা-বশতঃ একে দংশন ক'রেছি।

তখন মৃত্যু সেখানে উপস্থিত হ'য়ে বললেন,—ভুজঙ্গ, তুমি আমাকে দোষ দাও কেন? আমি কালের দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে তোমাকে বালকের প্রাণ হরণ করতে পাঠিয়েছি; মেঘ যেমন বায়ুর বশীভূত, আমিও সেইরূপ কালের অধীন। এই জগতের সমস্ত বস্তুই কালের অধীন। তিনিই সৃষ্টি সংহারাদি সমস্ত কাজ ক'রে থাকেন।

ইত্যবসরে কাল সেখানে এসে বললেন, হে নিষাদ, সর্প, মৃত্যু বা আমি কেউই এর বিনাশের কারণ নই। এর কর্ম্মই এর মৃত্যুর হেতু। বালক নিজ অদৃষ্ট দোষেই অকাল মৃত্যু লাভ করেছে। কর্ম্ম পুত্রের ন্যায় আচরণ দ্বারা জীবকে পাপের থেকে পরিত্রাণ দিয়ে পরম সুখ ভোগ করায়, আবার কর্ম্মই পরম শত্রুর ন্যায় জীবকে অনন্ত দুঃখসাগরে নিমজ্জিত ক'রে দেয়। কর্ম্মই মনুষ্যের পাপপুণ্যের প্রকাশক। মানুষ যেমন কর্ম্মের বশীভূত, কর্ম্মও আবার তদ্রূপ মানুষের আয়ত্তাধীন। কুম্ভকার যেমন স্বেচ্ছানুসারে ঘটাদি প্রস্তুত করে, মানুষও তেমনি নিজের ইচ্ছায় কর্ম্ম সৃষ্টি করে।

সুতরাং আপনারা এই উপাখ্যান দ্বারা বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে, অদৃষ্ট ও পুরুষকার দুটীই অঙ্গাঙ্গিভাবে অবস্থিত। অদৃষ্টই পুরুষকারের প্রেরক, আবার পুরুষকার অদৃষ্টের জনক।

সেই সে বিভার কর জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয় ॥

ভগবত্তত্ত্বে প্রাকৃত ভাবের আরোপ

নির্ব্বোধগণ-সাধ্য

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ৩য় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—

"যথা নভসি মেঘৌঘো রেণুর্ব্বা পার্থিবোঽনিলে। এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বমারোপিতমবুদ্ধিভিঃ॥" অর্থাৎ যেরূপ অজ্ঞমূঢ় ব্যক্তিগণ বায়ু আশ্রিত মেঘরাশির অস্তিত্ব আকাশে আরোপ করেন, অথবা যেরূপ পৃথ্বীস্থিত ধূলিগত ধূসরত্বাদি বায়ুতে আরোপ করিয়া থাকেন, সেইরূপ মূঢ়জীবগণ বিবর্ত্তবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া দ্রষ্টা বা সর্ব্বদর্শী সচ্চিদানন্দ ভগবানে দৃশ্যধর্ম্মাত্মক অচিৎ শরীর আরোপ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।

ব্যষ্টি স্থূল প্রাকৃত দেহের সমষ্টিকে কেহ কেহ স্থূল বিরাট্ মূর্ত্তি বলেন। প্রত্যেক জীবের নশ্বর সূক্ষ্মদেহগুলির সমষ্টি অজ্ঞমানবগণের নিকট হিরণ্যগর্ভ নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থূল বিরাট্রূপ চক্ষু নামক বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য এবং স্থূল বিরাট্রূপের অদর্শন কালে যে রূপরহিত সূক্ষ্ম প্রাকৃত তত্ত্ব অজ্ঞ লোক কর্ত্তৃক অনুভূতির বিষয় হয়, তাহা মন নামক অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণযোগ্য। ভগবান্ দ্রষ্টৃ বস্তু। সুতরাং তিনি ভোগময় দর্শনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারেন না। যে সকল মূঢ়ব্যক্তি দ্রষ্টাকে দৃশ্যজ্ঞানে পার্থিব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু মাত্র মনে করেন, তাঁহারা বায়ুর আশ্রিত মেঘসমূহকে অথবা ধূলিকণাকে আকাশে আশ্রিত জ্ঞান করেন। বস্তুতঃ মেঘ বা ধূলিকে বায়ু বা আকাশে আরোপ করা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। ভগবানের অপ্রাকৃত নিত্যরূপের পরিচয় জড়েন্দ্রিয়দ্বারা পাওয়া যায় না। অবিদ্যাগ্রস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধির ধারণা মূঢ়তার পরিচয়। আত্মবস্তু কখনই অনাত্মপ্রতীতির সহিত এক নহে, মূঢ়তাবশতই তাঁহাদের সমন্বয় কল্পিত হয়।

ভগবদ্বিমুখ অজ্ঞ জীবগণের বাসোপযোগী নশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে ভগবানের পুরুষাবতাররূপে বিভিন্ন লীলা পরিলক্ষিত হয়।

পুরুষাবতারগণ ভগবানের সহিত সমানধর্ম্মা। আদি পুরুষাবতার নিমিত্ত ও উপাদানাদি মহত্তত্ত্ব ষোলকলাবিশিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হন। প্রাকৃত জগতের সৃষ্ট-বস্তুর ন্যায় তাঁহার শরীর পঞ্চমহাভূত-গঠিত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনসংযুক্ত নহে। প্রাকৃত জগতের ষোড়শটী সৃষ্টি করিবার উদ্দেশে কার্য্যের কারণরূপে তাঁহার সূক্ষ্ম অধিষ্ঠান। এই সূক্ষ্ম অধিষ্ঠানটী প্রাকৃত সৃষ্টির অন্তর্গত নহে। নিত্য ষোড়শকল ভগবানের প্রাকৃত বৈভবে অবতরণোপযোগী অপ্রাকৃত প্রাকট্যের সহিত জড়-জগৎ সৃষ্টির সম্বন্ধ থাকিলেও তাঁহার প্রাকৃত স্পর্শদোষ থাকিতে পারে না। কার্য্যরূপী প্রাকৃত মৃন্ময় কলস দৃষ্টে যেমন উহার কারণরূপ পদার্থকে মৃত্তিকা বলিয়া বুঝা যায়, প্রাকৃত কার্য্যরূপী স্থূল বা সূক্ষ্ম জগৎ-দর্শনে সেই প্রকার উহাদের কারণরূপ তত্ত্বকে প্রাকৃত বস্তু বলিয়া বুঝা অযৌক্তিক; কারণ কলস ও মৃত্তিকা উভয়ে প্রাকৃতবস্তু, কিন্তু জগতের স্রষ্টৃরূপ ভগবান্ অপ্রাকৃত তত্ত্ব, এবং জগৎ প্রাকৃত বস্তু অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ সম্পূর্ণরূপে পৃথক্জাতীয় তত্ত্ব।

যখন স্বরূপের সম্যক্ জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মায় কল্পিত কার্য্যকারণরূপ নিরাকৃত হয়, তখন জীব জ্ঞানৈকস্বরূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ চিদানন্দময় রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। জীবের ব্রহ্ম দর্শন ঘটিলেই জগৎ-সম্বন্ধজ্ঞান হইতে স্বাভাবিকী ভক্তিবৃত্তি উদিতা হয়। তখন সাক্ষী, কেবল, নির্গুণ ও চেতা—এই ধর্ম্মচতুষ্টয়ে ভগবদুপলব্ধি করিয়া নিরূপ অগত দর্শন প্রভাবে ভগবানকে দ্রষ্টা ব্যতীত দৃশ্য বলিয়া বুঝিতে হয় না। জীবাত্মার নিত্য সেবাবৃত্তির উদয়ে চিদ্বিলাসবিশিষ্টতা দর্শনরূপ অজ্ঞানে অবস্থিত হইলে ভক্তের ভোগ্যভাব সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় বিলীন হয়। তখন জগতে প্রকটিত ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি বা শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ দর্শনে ক্ষুদ্র অচল কাঠ পাথর বুদ্ধি তিরোহিত হয় এবং তদ্বৎ শ্রীমূর্ত্তিতে সাক্ষাৎ দ্রষ্টৃরূপ অপ্রাকৃত ভাব ফুটিয়া উঠে। যাহার এইরূপ দর্শন সিদ্ধ হয়, তিনি ভব-বন্ধনমুক্ত হন ও ভগবৎ সাক্ষাৎকারজনিত বিমল নিত্যানন্দ লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। মনুষ্যজীবনের ইহাই সর্ব্বোচ্চ দশা। ইহার উপর আর মনুষ্য জীবনের গতি নাই।

নামকীর্ত্তন

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

মুরজ মন্দ্রে প্রাণের যন্ত্রে
কীর্ত্তন কর নাম।
বীণা-বংশীতে তূরীতে ভেরীতে
পুলকে অবিশ্রাম॥
মরণ-ধরম তাজরে মরম!
অক্ষর ধন বরি'।
প্রভু জয় গাথা গাহ অবিরত
অমর কণ্ঠ ভরি'॥
নিতাই-গোরার কাহিনী দ্বারে
প্রচার বিশ্ব-মাঝ।
পতাকা বহিয়া দ্বারে' দ্বারে গিয়া
ঘুচাও জাড্য-লাজ॥

ধাম-প্রসঙ্গ

আসল ও নকল

আসল ও ভেজাল বা নকল কখনও এক পর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না। জ্ঞানহীন জনগণ নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাক্রমে আসল ও নকলকে সমান জ্ঞান করে। এইজন্য শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সাম্প্রদায়িক, আর মুড়ি মিছরীকে সমজ্ঞানকারী, বিষ্ঠা-চন্দনকে একাকারকারী জনগণ নিজের ফাঁদে নিজেই পড়িয়া গিয়া কু-সাম্প্রদায়িক হইয়া বৈষ্ণব-নিন্দা করিয়া থাকেন। ত্রিদণ্ড ধারণ করিয়া রাবণ একদিন সীতা হরণ করিয়াছিল, শান্তিপুর ফুলিয়ার একজন 'ভক্তি' সন্ন্যাস ভক্তাপিটসেবী করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছিল। কৃত্রিম অশ্রুজল ও ফোঁস ফোঁস দেখাইয়া বৈষ্ণবতার কাটো আমরা ধরাইনা অনুকরণ করিয়া গান করিতে ও গিনি বাজাইতে যাই এবং রোমহর্ষণের অভিনয় করি, তাহাতে কয়েকটা নির্ব্বোধ আমাদের চাতুর্য্যে পড়িয়া যাইতে পারে কিন্তু তদ্দ্বারা উভয়েই "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" হইয়া ভ্রমিতের গহ্বরে পড়িয়া যাইবে। বর্ত্তমানকালে বৈষ্ণবগণের সহিত কপট বৈষ্ণবতার সংগ্রাম চলিতেছে। সত্যের অবশ্যই জয় হইবে। নিত্য সত্য-বস্তু ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অক্ষুণ্ণ থাকিবেন, তাঁহার ধাম যোগপীঠ-শ্রীমায়াপুর অক্ষুণ্ণ থাকিবেন—ইহাতে কাহারও সন্দেহ করিতে হইবে না। কৃত্রিমচেষ্টা জড়হীন কষ্টি পাথরে ধরা পড়িয়া যাইবে। যেহেতু আমাদের ন্যায় নেশাখোর জগতে অনেক আছে, তজ্জন্য ভোট আমরাই পাইব—এই নীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্পসংখ্যক উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত জনগণের নিকট আদৃত হয় না বলিয়া উহা অগ্রাহ্য করা হইবে, এরূপ নহে। নির্ব্বোধ, প্রাকৃত ধনলোভী, অবান্তর উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট জনগণের নিকট প্রাচীন নদীয়া গৌড়পুর শ্রীমায়াপুরের বিপ্রলিপ্সামূলে আদর না থাকিলেও ভক্তরাজের নির্দ্দিষ্ট ভৌগোলিক সংস্থান কোনও দিনই কক্ষচ্যুত হইবে না। কুলিয়া-সহরের ধনদৌলতের—কলকৌশলের—লোহমোহের অভাব নাই, তাহা সত্ত্বেও যদি মলিন-জীর্ণবসন-পরিধানকারী-বৈষ্ণব-সম্রাটের নির্দ্দিষ্ট স্থানের আদর করিবার লোক পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার বিপরীত-বুদ্ধিকারী জনগণের ছলচেষ্টা কখনই জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিতে পারিবে না। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠামুগ্ধ জনগণ সত্যের উপাসকের নিকট আদর পাইতে পারেন না। যেকাল পর্য্যন্ত জীবের দেহ-দ্রবিণ-লোভ-পাষণ্ডতা প্রভৃতি ভগবন্নাম ও ভগবদ্ধামের স্বরূপোপলব্ধিতে বাধা দিবে, তৎকাল পর্য্যন্ত সত্যের উপাসনা তাহাদিগকে শতযোজন দূরে রাখিবে।

যৎকিঞ্চিৎ

(ব্যাধি [illegible])

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩০ সংখ্যার পর)

প্রাকৃত সহজিয়াগণ শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাসোপকরণ তাম্বূল অথবা সাধারণে প্রচলিত ছোট তামাক ও বড় তামাক প্রভৃতি বহু মাদক দ্রব্য অবাধে গ্রহণ করেন। সুতরাং মাদক দ্রব্যের প্রভাবে তাহাদের বুদ্ধি বিকৃত হওয়ায় সর্ষপতৈলকে তাঁহারা তিলতৈলের ন্যায় সমান জ্ঞান করেন, পরদারগমনকে বৈধপত্নীসহ অবস্থানের সহিত সমজাতীয় মনে করেন এবং দধি ও ছানা প্রভৃতি বিকৃত বস্তুগুলিকে 'আমিষ' জ্ঞান করেন।

ফল্গুবৈরাগী নানা প্রকার বিচার-ভ্রান্তিতে অবস্থিত থাকায় প্রাকৃত সহজিয়াগণকেই আদর করেন। কিন্তু হৃষীকেশ দাস এই শ্রেণীর প্রাকৃত সহজিয়াদিগকে গৌড়ীয়ের সমাদর করিতে না দেখিয়া গৌড়ীয়ের প্রচারিত শুদ্ধভক্তিরই আদর করিয়া থাকেন।

আমাদের বিশ্বাস—প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থের তাৎপর্য্য তিনি অবশ্যই গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং 'ভক্তমাল' কোন প্রকারেই প্রামাণিক গ্রন্থ নহে, ইহাই তাঁহার ধারণা।

তিনি 'বৈষ্ণব' ও 'বৈষ্ণবব্রুব' শব্দদ্বয়ের ভেদ বুঝিতে পারেন, সুতরাং ভক্তমাল যে প্রামাণিক গ্রন্থ নহে, ইহা বুঝিতে এবং প্রবোধানন্দ ও প্রকাশানন্দ যে পৃথক্ ব্যক্তিদ্বয়, ইহা জানিতেও তাঁহার বাকী নাই।

যোষিৎসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর"—ইহাই বৈষ্ণবের পরিচয় এবং ইহাই বৈষ্ণবের ধারণা। প্রাকৃত সহজিয়াগণ নানা প্রকার যোষিৎসঙ্গদোষে দুষ্ট। স্ত্রৈণ ও কামুক পরদাররত জনগণই যোষিৎসঙ্গী। শাস্ত্রীয় নিশিদ্ধাপালনকারী বৈধ গৃহস্থগণ কখনও যোষিৎসঙ্গীর শব্দবাচ্য নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবত, স্মৃতিশাস্ত্র, পঞ্চরাত্র, শ্রুতি ও গৌড়ীয় কখনও কাহাকেও আক্রমণ করেন না। পরন্তু দুষ্টবিচারপরায়ণ জনগণের সঙ্গও করেন না। পৃথক্ থাকায় অসজ্জনগণ তাহাদের প্রতি আক্রমণ হইল বলিয়া মনে করেন। এই সকল কথা গৌড়ীয় প্রভৃতি শাস্ত্রের বাক্য পাঠ করিলেই বুঝিতে ও জানিতে পারিবেন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাঠ ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সম্বলিত এইরূপ অপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল সুঅক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৬৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অক্ষরাদিক্রমাদি বহু-তাৎপর্য্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণববিদ্বৎ-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। প্রথম খণ্ড—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীনামভজনবিধি, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। দ্বিতীয় খণ্ড—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসংকীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। তৃতীয় খণ্ড—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্তা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমুচ্চয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সাধনপথঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাধন ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথা, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রায়নি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, কার্পণ্যের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ অ্যালবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ অ্যালবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিস্তৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগন ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

যাহা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপা ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।৹ আনা, পাইট ৷৵৹ আনা, বোতল ১৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

ভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রিট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। কতিপয় গাড়ীর খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ মিত্র, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্টেট্‌স্ ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সন্তরণকারীকে ছোরা দেখাইয়া ২ শত টাকা গ্রহণ

জগদ্বিখ্যাত সন্তরণকারী শ্রীযুত প্রফুল্ল বাগচীর বাড়ীতে কিছুদিন পূর্ব্বে তিনজন গুণ্ডাশ্রেণীর লোক প্রবেশ করিয়া ছোরা দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে নাকি ২ শত টাকা আদায় করিয়া লইয়া চম্পট দেয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সন্তরণকারী গৃহে উপবেশন করিবামাত্র উক্ত গুণ্ডাত্রয় তাঁহার গৃহে প্রবেশ করতঃ হঠাৎ ছোরা বাহির করিয়া উক্ত টাকা দাবী করে এবং টাকা না দিলে তাহার উপর অত্যাচার করা হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া টাকা দিতে বাধ্য হন। ঘটনাটি পরে জোড়াসাঁকো পুলিসের ইন্সপেক্টর পি, এন, ঘোষাল মহাশয়কে জানাইলে ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ হয়। তিনি কোনক্রমে সংবাদ পাইয়া মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের কতিপয় সন্দেহজনকচরিত্রের লোকের উপর দৃষ্টি রাখেন। সেদিন রাত্রিতে ঐ অঞ্চলে একজন লোককে সন্দেহজনক ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া তাহাকে নানা প্রশ্ন করিয়া কোন সন্তোষজনক সদুত্তর না পাইয়া এবং তাহার পলায়নের চেষ্টা দেখে তাহাকে তাড়া করিয়া গ্রেপ্তার করেন। ধৃত ব্যক্তি বলিয়াছে যে, তাহার নাম ফুলান সিং। আরও তদন্ত সাপেক্ষ; তাহাকে হাজতে রাখিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

পাটনায় আইন অমান্য আন্দোলনে উকীলের সাজা

গত আইনঅমান্য আন্দোলনের সময় ১৩ই আগষ্ট যে আইনী কার্য্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত থাকায় পাটনার ধরণীধর, রামচন্দন সিংহ রামগোবিন্দ প্রসাদ, হরশঙ্কর দাস ও সরযুপ্রসাদ সিং নামক পাঁচজন উকীলকে ব্যবহারজীবী-আইন মতে কেন সসপেণ্ড করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইতে বলা হইয়াছিল। ১৩ই আগষ্ট হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি কুলবন্ত সহায় ওবট, ফজল আলি ও মেনন সমবেত হইয়া ঐ বিষয়ের বিচার করিয়া রায় দিয়াছেন, যেহেতু রামগোবিন্দ প্রসাদকে বিচারাধীন করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং তাঁহার প্রতি কোন দণ্ডাদেশ দেওয়া হয় নাই সেজন্য তাঁহাকে সার্টিফিকেট দেওয়া হউক। শ্রীযুত ধরণীধর, রামচন্দন সিং এবং হরশঙ্কর দাসকে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুত সরযু প্রসাদকে দীর্ঘ অবকাশের পর আদালত পুনরায় না খোলা পর্য্যন্ত সসপেণ্ড করা হইয়াছে।

স্যার আলি ইমাম, মিঃ পি আর. দাস ও বলদেব সহায় আসামীপক্ষে উপস্থিত ছিলেন। ১২ই আগষ্ট হইতে হাইকোর্টের দীর্ঘ অবকাশ আরম্ভ হইয়াছে।

কারামুক্ত কালা সাহেব

কালা সাহেব ওরফে শ্রীযুত প্রমথ আচার্য্য দিনাজপুর জেল হইতে কারামুক্ত হইয়া গত ২রা আগষ্ট বড়খিলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি বড়খিলা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্মীগণ ও বহু গ্রামবাসী-সহ ষ্টেশনে অভ্যর্থিত হন ও শোভাযাত্রা সহকারে পৌঁছেন। তথায় এক জনসভা হয়।

মিঃ লয়েড জর্জ্জ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে মিঃ লয়েড জর্জ্জ সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়াছেন। পক্ষকালের মধ্যেই তাঁহাকে বাড়ী পাঠান হইবে। তাঁহার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত আর কোনও বুলেটিন প্রকাশ করা হইবে না।

কানপুরে গ্রেপ্তার

১৬ই আগষ্ট সকালে পুলিস দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা, গুলীমারা ব্যাপার প্রভৃতি বিদ্রোহীদলের কয়েকটি দুঃসাহসিক কার্য্যের বিপ্লববাদীদের উদ্দেশে যাত্রা করেন। পরিশেষে পুলিস ৭ জন লোককে গ্রেপ্তার করে। আরও কয়েকজনের গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা আছে।

খুলনায় নৌকাডুবি

গত ১১ই আগষ্ট রাত্রিতে খুলনা কালীবাড়ীর নিকটে দুইজন মাঝি ও ৯ জন যাত্রীপূর্ণ একটী নৌকা ডুবিয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে একজন মাঝি ও ৭ জন যাত্রীকে উদ্ধার করা হইয়াছে। ৫ বৎসরের একটি বালক, দ্বাদশ বর্ষীয়া একটী বালিকা এবং একজন বৃদ্ধ মাঝির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

রেল তদন্ত কমিটীর বৈঠক

চট্টগ্রাম হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, স্যার ও জজ গুডাবের সভাপতিত্বে যে তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছে, মিষ্টার জানারুল আজিম সেই কমিটীর একমাত্র বাঙ্গালী সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত কমিটী এন, ডবলিউ, রেলওয়ে, এ. বি, রেলওয়ে ও অন্যান্য বে-সরকারী রেলওয়ে সমূহকে কিরূপে সরকারের অধীনে পরিচালনা করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবে। গত ৭ই জুলাই তারিখে ঐ কমিটীর একটী অধিবেশন হইয়াছিল। আগামী ২৭শে আগষ্ট সিমলায় উক্ত কমিটীর পরবর্ত্তী বৈঠক বসিবে।

সীমান্তে হাঙ্গামার জের

পেশোয়ার হইতে সংবাদে প্রকাশ যে, গত ১৩ই আগষ্ট রাত্রিতে ফ্রণ্টিয়ার মেলযোগে সীমান্ত গান্ধী খান, আবদুল গফুর খান বোম্বাই হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। গত ১১ই আগষ্ট আকবরপুরা হাঙ্গামায় আহতগণের অবস্থা পরিদর্শনের নিমিত্ত তিনি স্থানীয় হাসপাতালে গমন করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শনের নিমিত্ত আকবরপুরায় গমন করিয়াছেন। সেখানে পুলিস কড়া পাহারা রাখিয়াছে। আকবরপুরা হাঙ্গামা সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আরও গ্রেপ্তার করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

আসামীর কৃপাণের ঘায়ে দারোগা জখম

অমৃতসহর হইতে প্রকাশ যে, সন্তোষ সিং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৭ ধারানুসারে আনীত এক মামলার পলাতক আসামী। সারহালির অধীন খারিয়ান গ্রাম হইতে স্থানীয় পুলিশ ১২ই আগষ্ট তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনয়ন করিয়াছে। সে এক পিস্তলের গুলিতে আহত হয়, পরে হস্তস্থিত কৃপাণের দ্বারা এক দারোগাকে আহত করিয়া সে ঐ আঘাতের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এক্ষণে সন্তোষ সিং পুলিসের হেফাজতে একটি সিভিল হাসপাতালে অবস্থান করিতেছে।

পতাকা উৎসবে সর্দ্দারজীর উক্তি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ১৩ই আগষ্ট প্রাতে মাণ্ডবী ওয়ার্ডে জাতীয় পতাকা অভিবাদন উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। এই উপলক্ষে নূতন জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। সর্দ্দারজী সমাগত লোকদিগকে সংগ্রামের ও শান্তির সময় পতাকার সম্মান রক্ষা করিতে বলেন।

তিনি আরও বলেন, আমরা এখনও শেষে পঁহুছাই নাই, সংগ্রামের ইহা আরম্ভ মাত্র।

কোলাবায় পুলিসের গুলী

আলেবাগ হইতে সংবাদে প্রকাশ যে সরকারী আবগারী বিভাগের কয়েকজন লোক ঐ গ্রামের অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াছিল। আবগারী বিভাগের লোকেরা বে আইনী মদ চোলাই ধরিবার অভিপ্রায়ে একস্থানে আক্রমণ চালাইতেছিল। আবগারীর লোকেরা আত্মরক্ষার্থ গুলী করিতে আরম্ভ করে।

একজন গ্রামবাসী নিহত হইয়াছে ও একজন আবগারীর লোক আহত হইয়াছে।

ভাগরামের ১৯ দিন অনশন

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক বা অনশন চলিতেছে। তাহাদের মধ্যে আসামী ভাগরাম গত ১৯ দিন যাবৎ অনশনে রহিয়াছে। ১৩ই আগষ্ট সকালে নাকি তাহাকে বলপূর্ব্বক খাওয়ান হইয়াছে এবং তাহার অবস্থা বর্ত্তমান নিতান্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া অনুমান হইতেছে।

বোরষ্টাল জেলে ইসহাক্ ইলাহি নামক জনৈক রাজবন্দী আবদ্ধ আছে। এই বন্দীও নাকি পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের প্রতি সহানুভূতিপ্রযুক্ত গত ১২ই আগষ্ট হইতে অনশনে রহিয়াছে।

বৃটিশ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে গান্ধীজীর বিবৃতি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে লণ্ডনের সংবাদপত্র নিউজ ক্রনিকেলের প্রতিনিধি গান্ধীজীকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে না যাওয়ার কারণ বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করেন, উত্তরে গান্ধীজী এক সুদীর্ঘ টেলিগ্রামে বৃটিশ জনসাধারণকে তাঁহার কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। গত ১৩ই আগষ্ট কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটী যেরূপ যুক্তি দেখাইয়া বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন, গান্ধীজী সেইরূপই বলিয়াছেন। তিনি তারে কেবল বেশীর ভাগ এই জানাইয়াছেন যে, তাঁহার এই সিদ্ধান্তে লর্ড আরউইন যে দুঃখিত হইবেন, এ জন্য তিনি ব্যথিত। তবে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁহার অসুবিধা দূরীভূত হইবামাত্র তিনি লণ্ডন অভিমুখে যাইবেন।

গৌড়— শ্রীশ্রীপ্রাক্‌ / নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
অর্দ্ধ কলম ৬৲
এক কলম ৩॥০
সাত কলম ২৲
পংক্তির হার ·
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৩৲
ষাণ্মাসিক ৩৲
ত্রৈমাসিক ১৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ১৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪২ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১লা ভাদ্র মঙ্গলবার, ১৩৩৮, ১৮ই আগষ্ট ১৯৩১

বাবাজীর বিরুদ্ধে মামলা

ট্রেণ পথচ্যুত হওয়ায় একজন জখম

রেল ষ্টেশনে গুলীর জের

সাইকেলে কলিকাতা হইতে বারাণসী

মহেশপুরে ডাকাতি

বড়বাজার সশস্ত্র ডাকাতির জের

জলে আকস্মিক দুর্ঘটনা

রেঙ্গুণে আবার বিদ্রোহীর উপদ্রব

অর্ডিনান্সের প্রকোপ

ভাইসরয়ের নিকট তার

নানা কথা

বাবাজীর বিরুদ্ধে মামলা

ডুমকা হইতে প্রকাশ যে, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এ, কে, সিংহের এজলাসে মহাবীর দাস নামক এক বাবাজীর বিরুদ্ধে একটি চিত্তাকর্ষক মামলার শুনানী চলিতেছে। সে স্থানীয় মংড়াধারী মন্দিরে বাস করে এবং কিছুদিন যাবৎ ঐ মন্দিরপ্রাঙ্গণে সে 'মৃত-সঞ্জীবনী' বিক্রয় করিতেছে। আবগারী দারোগা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চন্দ্র গোপনে সংবাদ পাইয়া উক্ত দ্রব্য পরীক্ষা করিবার জন্য সহরের কয়েকটি লোকের সাহায্যে উহা ক্রয় করেন। পরে একদিন তিনি ঐ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া প্রায় ৫ মণ ওজনের তরল পদার্থ ও কতকগুলি যন্ত্রাদি হস্তগত করেন। বাবাজীর পক্ষ হইতে আদালতে জানান হয় যে, তিনি একজন পুরোহিত এবং প্রকৃত কবিরাজ, সুতরাং তাঁহার উপরোক্ত ঔষধ প্রস্তুত করিবার অধিকার আছে এবং ইহার জন্য তাহার বিশেষ অনুমতিও লওয়া আছে। মামলা চলিতেছে। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চৌধুরী ফরিয়াদী পক্ষে ও শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও কয়েকজন স্থানীয় মোক্তার আসামীপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

সাইকেলে কলিকাতা হইতে বারাণসী

২৪ পরগণা জেলার বজবজ থানার অন্তর্গত বুড়ুল বালিকা-বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ রায়, বুড়ুল উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত উমাশঙ্কর নন্দী, মাল, শ্রীকৃষ্ণ-বিদ্যাপীঠের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং টাঙ্গার শ্রীযুক্ত নন্দুনাথ ঘোষ মহাশয়গণ সাইকেলে কলিকাতা হইতে কাশী যাত্রা করিয়াছেন। আবহাওয়া ভাল থাকিলে তাঁহারা আরও অগ্রসর হইবেন।

উদ্যান সম্মিলনে গ্রেপ্তার

গত ১০ই আগষ্ট সন্ধ্যাকালে ঢাকার নবাবের যে সাহবাগ নামক বাগানে বাঙ্গালার গভর্ণরের সংবর্দ্ধনার্থ প্রীতি-সম্মিলন করিতেছিল, তাহার ফটকে একজন যুবককে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাকে তথায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়, পুলিস তাহাকে যাইতে বলিলে সে নাকি যায় নাই।

রেল-ষ্টেশনে গুলীর জের

কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশ যে, গত ৬ই জুলাই রাত্রিকালে কুমারখালি রেলওয়ে ষ্টেশনে যে গুলীর ফলে ডাকপিয়ন আবদুল জলিল মোল্লা আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হইয়াছিল, সেই পিয়ন আরোগ্য লাভ করিয়া হাসপাতাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে।

ট্রেণ পথচ্যুত হওয়ায় একজন জখম

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, গত ১৫ই আগষ্ট প্রাতে ৯টা ৪৪ মিনিটের সময় ২৯নং ডাউন নাগপুর এক্সপ্রেস যে সময় বোরগাঁও ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেছিল, সে সময় সকল যাত্রী, গাড়ী ও এঞ্জিনের পশ্চাতের কয়েকটি গাড়ীখানি পথচ্যুত হইয়া পড়ে। একজন যাত্রী অল্প জখম হইয়াছে। ডাউন মেন লাইন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বোরগাঁও ও আকালোর মধ্যে একটা রেলপথ দিয়াই ট্রেন চলাচল করে।

বর্শার আঘাতে ব্রাহ্মণ হত

ব্রাহ্মণবেড়িয়া হইতে প্রকাশ যে, মিলতুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুত ভগবতী ভট্টাচার্য্য গত ১২ই আগষ্ট রাত্রে আহারান্তে হস্তমুখ ধৌত করিবার সময় একটা বর্শার আঘাত প্রাপ্ত হন। বর্শাটী তাহার উদর ভেদ করিয়া চলিয়া যায়; চিকিৎসার্থ তাঁহাকে ব্রাহ্মণবেড়িয়া আনা হয়, কিন্তু আঘাতে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুজবানবন্দী গ্রহণ করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
ধাম মায়াপুর - নদীয়া

ষষ্ঠবর্ষ | ২০ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ১লা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৮ আগষ্ট ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার | ১৪১তম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৩শে শ্রাবণ ৮ই আগষ্ট শনিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ চাকদহ রামলাল একাডেমির শিক্ষক ও ছাত্রবর্গের অনুরোধে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় উক্ত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। স্বামিজীর আদেশে প্রথমে শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী মহোদয় "ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিবার পর স্বভাবসুলভ সরল ও তত্ত্বপূর্ণ ভাষায় স্বামিজী মহারাজ প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলী ব্যতীত স্থানীয় বহু ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। আচার-প্রচারবান্ সদ্গুরুবরের অনুগত পরিব্রাজকের মুখে সৎকথা শ্রবণ করিয়া অনেক বালক কেশ-সেবা, তাম্বুলাদি সেবা পরিত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে।

শ্রীহরিকথা সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী। অপস্বার্থশূন্য হইয়া কেবলমাত্র স্বার্থগতি বিষ্ণু-সেবার উদ্দেশ্যে যদি বক্তা ও শ্রোতা শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করেন, তাহা হইলে কীর্ত্তন ও শ্রবণ-পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সন্ধ্যায় স্বামিজী শ্রীআশুতোষ দে কর্ম্মকার মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গত ৮ই আগষ্ট সন্ধ্যায় বহুসংখ্যক ভদ্র মহোদয় ও মহিলা সমবেত হইয়া শুদ্ধভক্তিসমন্বিত ভাগবতকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন।

৯ই আগষ্ট প্রাতে ৭-৩০ ঘটিকার সময় শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের পাটবাটীতে স্থানীয় বালক, বৃদ্ধ ও যুবকগণ সমবেত হইয়া গ্রামের সর্ব্বত্র গৌরবিহিত কীর্ত্তন প্রচারের জন্য পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামিজী মহারাজের আনুগত্যে সর্ব্বাগ্রে কীর্ত্তনমুখে সমাধিমন্দির পরিক্রমা করিয়া "শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীকি জয়" উচ্চারণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রথমে "শ্রীগৌড়ীয়মঠে"র নামাঙ্কিত পতাকা, পশ্চাতে বিভিন্ন রংএর নিশান-হস্তে শ্রেণীবদ্ধ বালকবৃন্দ, তৎপশ্চাৎ ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীল ভারতী মহারাজগঠিত কীর্ত্তন-মণ্ডলী। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, মৃদঙ্গ, করতাল ও উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনরোলে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত-গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥"

—কীর্ত্তন করিতে করিতে সংকীর্ত্তন-সঙ্ঘ প্রথমে চাকদহগ্রাম পরিক্রমা করিয়া দেড়মাইল দূরবর্ত্তী যশোড়া গ্রামে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীজগদীশ-পণ্ডিতের পাটবাটীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীরেবতী-রমণজীউকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কীর্ত্তনমুখে উক্ত গ্রাম পরিক্রমা করিতে করিতে বেলা ১১টায় সময় সর্ব্বত্র কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়া সকলে শ্রীমহেশ-পণ্ডিতের পাটে পুনরাবর্ত্তন করিলে স্বামিজী মহারাজ গুরুগম্ভীর স্বরে গাহিলেন :—

"প্রভুর আদেশে মোরা মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ।
কৃষ্ণ বিনা কেহ কিছু না গাহিবে আন॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার॥"

তদনন্তর মহাপ্রসাদ বিতরণে কীর্ত্তন-কারিগণকে সম্মান করা হয়।

সন্ধ্যায় স্বামিজী মহারাজ পুনরায় সুললিত ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে শ্রীহরিভজনের উপযোগিতা ও অত্যাবশ্যকতার উপলব্ধি প্রদান করিয়াছিলেন। বাহ্য জগতের সকল প্রকার শব্দ নিস্তব্ধ করিয়া ঢকাবাদ্যে কীর্ত্তন-নৃত্যকারী শ্রীমহেশ-পণ্ডিতের স্থানে মায়াব কোলাহল বন্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকথা পুনঃ-কীর্ত্তনে সকলেই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং তদীয় পার্ষদগণের অহৈতুকী কৃপার বিষয় বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন।

গত ৮ই আগষ্ট তারিখে ভদ্রক-গোপালজী-সদাবর্ত্তমঠে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ ও শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রথমে শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী আদৌ গুরুপাদপদ্মাশ্রয় সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলে পর স্বামীজী মহারাজ বহুসংখ্যক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্র-লোকের সমক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপরে কলিকালের যুগধর্ম্ম যে নাম-সংকীর্ত্তন, তাহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে বর্ণন করিয়া নাম, নামাভাস ও নামাপরাধের পার্থক্য অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন।

স্বামীজীর বক্তৃতান্তে মহান্ত শ্রীকানুচরণ রামানুজ দাস কাব্যতীর্থ মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অমন্দোদয়-দয়ার প্রশংসা করিয়া স্বামীজীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং সকলেই শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবে যোগদান করিতে অভিলাষ জ্ঞাপন করেন।

সভায় উপস্থিত বহু ব্যক্তির মধ্যে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য—

মহান্ত শ্রীকানুচরণ রামানুজ দাস কাব্য-তীর্থ, অধ্যাপক শ্রীবাসুদেব মিশ্র শাস্ত্রী, শ্রীউদয় নারায়ণ মহান্তি হেডমাষ্টার ভদ্রক মধ্য ইংরাজি স্কুল, শ্রীযুক্ত যদুমণি মহাপাত্র হেডপণ্ডিত, শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ পণ্ডা দ্বিতীয় শিক্ষক, শ্রীভগবান ত্রিপাঠী দ্বিতীয় পণ্ডিত, শ্রীভগীরথী মহাপাত্র, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মহাপাত্র I. A. ইত্যাদি।

সাত্বত বিধানে শ্রাদ্ধ

বিগত ২৬শে শ্রাবণ (১৩৩৮) মঙ্গল-বার দিবস পরমভাগবত শ্রীযুত নিত্যানন্দ দাস অধিকারী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠে বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত বিধানানুসারে একাদশাহে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, বৈষ্ণবব্রাহ্মণ-ভোজন ও সাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে বক্তৃতা

(২)

এ সম্বন্ধে নীতিবাদিগণেরও বিচার শ্রবণ করুন।

যদভাবি ন তদ্ভাবি ভাবি চেন্ন তদন্যথা।
ইতি চিন্তাবিষঘ্নোঽয়মগদঃ কিং ন পীয়তে॥
(হিতোপদেশ)

অর্থাৎ যাহা হইবার নহে, তাহা কথনই হইবে না, আবার যাহা হইবার, তাহা হইবেই, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না। লোকে এইরূপ চিন্তাবিষঘ্ন এই ঔষধ কেন পান করে না?

কিন্তু এর উত্তরে পুরুষকারবাদী বলেন,—
এতৎ কার্য্যক্ষমাণাং কেষাঞ্চিদালস্যবচনম্॥

কার্য্যকরণাক্ষম ব্যক্তিরা আলস্যনিবন্ধন এই কথা বলিয়া থাকে।

যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
তথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি॥

যেমন কেবল একটি চাকাতে রথ চলে না, সেইরূপ পৌরুষের (অধ্যবসায় ও উদ্যমের) সহায়তা ব্যতীত দৈব (ভাগ্য) কথনও ফলপ্রদ হয় না।

পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।
তস্মাৎ পুরুষকারেণ যত্নং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥

দৈব কেবল পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের পরিণতি মাত্র বলিয়া অভিহিত। অতএব আলস্য পরিহার পূর্ব্বক অধ্যবসায় সহকারে কার্য্যসাধনের নিমিত্ত যত্ন করা কর্ত্তব্য। কেন না,—

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥

লক্ষ্মী (ঐশ্বর্য্য) উদ্যমশীল পুরুষসিংহের প্রতিই অনুকম্পা প্রদর্শন করেন। দৈব (অদৃষ্ট) সমস্ত প্রদান করিবে—একথা কাপুরুষেরা বলিয়া থাকে। "সকলই দৈবের অধীন" এই সংস্কার ভুলিয়া গিয়া সাধ্যানুরূপ অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য সাধনে যত্নবান হও, যত্ন করিলে যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তবে তাহাতে দোষ নাই।

যথা মৃৎপিণ্ডতঃ কর্ত্তা কুরুতে যদ্যদিচ্ছতি।
এবমাত্মকৃতং কর্ম্ম মানবঃ প্রতিপদ্যতে॥

যেমন কুম্ভকার মৃৎপিণ্ড হইতে স্বেচ্ছামত ঘট শরাবাদি প্রস্তুত করে, তদ্রূপ মনুষ্যও আত্মকৃত কর্ম্মসকল প্রাপ্ত হয়।

কাকতালীয়বৎ প্রাপ্তং দৃষ্ট্বাপি নিধিমগ্রতঃ॥
ন স্বয়ং দৈবমাদত্তে পুরুষার্থমপেক্ষতে॥

কাকতালীয় ঘটনার ন্যায় যদিও ধন সম্মুখে উপস্থিত হয়, তথাপি ভাগ্য স্বয়ং তাহা প্রদান করিতে পারে না। তাহা গ্রহণ করিতে হইলে পুরুষকার আবশ্যক।

উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥

কোন কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিলেই তাহা সম্পন্ন হয় না, যত্ন করিলে তবে তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। মৃগ কথনও স্বয়ং আসিয়া নিদ্রিত সিংহের মুখে প্রবেশ করে না।

এইরূপে কেউ অদৃষ্টের পক্ষ অবলম্বন ক'রে অদৃষ্টবাদী হন, আবার কেউ বা পুরুষকারের উপাসক হ'য়ে যান। অদৃষ্ট আর পুরুষকারের মধ্যে যে একটী অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, সেটী আর কেউ লক্ষ করেন না।

যাজ্ঞবল্ক্য অদৃষ্ট ও পুরুষকার বিচারে বলেন,—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল একজন্মে ভোগ হইতে হইতে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা পর পর জন্মে ভোগ হইবে। আবার একজন্মের কর্ম্মফল কতক একজন্মেই ভোগ হইতেছে এবং কিয়দংশ পর পর জন্মের জন্য সঞ্চিত হইতেছে। যাহা ভোগ হইতেছে, তাহাই 'অদৃষ্ট' বা দৈব। আর ভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে কর্ম্ম করি, তাহাই পুরুষকার। পূর্ব্বজন্মকৃত অভিব্যক্ত পুরুষকারই বর্ত্তমান জন্মে 'দৈব'।"

বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কর্ম্মের সংজ্ঞায় স্বকৃত গোবিন্দভাষ্যে ব'লেছেন,—"কর্ম্ম চ জড়মদৃষ্টাদিশব্দব্যপদেশ্যম্" অর্থাৎ কর্ম্ম—জড় পদার্থ এবং অদৃষ্টাদি-শব্দ-ব্যপদেশ্য। আবার তাঁহারই গীতাভূষণ ভাষ্যে এইরূপ দেখ যায়—পুংপ্রযত্ননিষ্পাদ্যমদৃষ্টাদিশব্দবাচ্যং কর্ম্ম অর্থাৎ পুরুষের প্রকৃষ্টরূপ যত্নের দ্বারা নিষ্পাদিত অদৃষ্টাদি-শব্দবাচ্য বস্তুই কর্ম্ম। 'আদি' পদের দ্বারায় পুরুষকারকে ধরা যেতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতে অদৃষ্টবিষয়ে কিরূপ সুন্দর মীমাংসা ক'রেছেন, তা' আপনারা শ্রবণ করুন।

কংস দেবকীর সন্তান বিনাশ ক'রে যখন মায়াদেবীর বাক্যে দৈববাণীর উপর অবিশ্বাস করলে, তখন বসুদেব ও দেবকীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য এইরূপ ব'লেছিল,—

মা শোচতং মহাভাগাবাত্মজান্ স্বকৃতং ভুজঃ।
জন্তবো ন সদৈকত্র দৈবাধীনাস্তদাসতে॥
ভুবি ভৌমানি ভূতানি যথা যান্ত্যপযান্তি চ।
নায়মাত্মা তথৈতেষু বিপর্য্যেতি যথৈব ভূঃ॥
যথানেবংবিদো ভেদো যত আত্মবিপর্য্যয়ঃ।
দেহযোগবিয়োগৌ চ সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে॥
তস্মাদ্ভদ্রে স্বতনয়ান্ ময়া ব্যাপাদিতানপি।
মানুশোচ যতঃ সর্ব্বঃ স্বকৃতং বিন্দতেঽবশঃ॥
যাবদ্ধতোঽস্মি হন্তাস্মীত্যাত্মানং মন্যতেঽস্বদৃক্।
তাবৎ তদভিমান্যজ্ঞো বাধ্যবাধকতামিয়াৎ॥
(ভাঃ ১০।৪।১৮-২২)

প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্য মঠ

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ)

"মঠন্তি বসন্তি ধর্ম্মায় গুরবঃ শিষ্যাশ্চ যত্র।" যেখানে গুরুবর্গ ও শিষ্যবর্গ কৃষ্ণানুশীলন-উদ্দেশ্যে অবস্থান করেন, সেই স্থানের নাম মঠ। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যঃ, মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ, সোঽন্বেষ্টব্যঃ।" মঠে আত্মতত্ত্ববিদ্‌গণ আত্মার অনুশীলন করেন। শ্রীচৈতন্যমঠ আত্মবিদ্‌গণের আত্মানুশীলনকেন্দ্র বা আকরস্থান। এই আকর মঠরাজে শুশ্রূষু বা তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-অবলম্বনে শ্রোত্রীয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম অনুশীলন করেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ—শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য মহাপ্রভুর নিকট-আত্মীয়। ইনি নব-বিধির অন্যতম 'আচার্য্যরত্ন' নামে বিখ্যাত। এই চন্দ্রশেখরের গৃহই 'ব্রজপত্তন' নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিনয়-কাচ ও দেবীভাবে নৃত্য হইয়াছিল। সেই মধুর লীলাকথা শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য ১৮শ অধ্যায়ে (গৌড়ীয় সংস্করণ) সুবিস্তৃতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। বঙ্গদেশে ইহাই প্রথম অভিনয়। এই স্থানেই গৌড়দেশের কৃষ্ণতোষণপর রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বপ্রথম গৌরচন্দ্রিকা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 'ব্রজপত্তন' নামের অপভ্রংশ 'বরজপোতা' নাম এখনও বহু প্রাচীন দলিলাদিতে প্রকাশিত দেখা যায়।

শ্রীচৈতন্যদেব অধোক্ষজ পরমচৈতন্যসত্ত্ব। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য তাঁহা হইতে অভিন্ন। সুমেধা কাষ্ণ চৈতন্যগণ এই সংকীর্ত্তন-যজ্ঞস্থলীতে সর্ব্বক্ষণ তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহার আরাধনা করেন। কাষ্ণ চৈতন্যগণই এই নামযজ্ঞের হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা।

যেস্থানে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা কীর্ত্তন হয়, সেইস্থানে ভগবানের অধিষ্ঠান, সেই স্থানই বৃন্দাবন।

শ্রীচৈতন্যমঠ—কৃষ্ণবসতিস্থল। শ্রীচৈতন্যমঠ—বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রকাশিত বাসুদেব-বিহারস্থলী। এই অপ্রাকৃত চেতন-ভূমিকায় শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট-প্রচারক ও সংস্থাপক শ্রীগুরুদেবের অনুচরবর্গ সেব্য শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

যৎকিঞ্চিৎ

পরলোকে রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর

গত ৩রা আগষ্ট রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরী মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুর সহরে একজন সম্ভ্রান্ত ও প্রথিতযশা ভূম্যধিকারী ছিলেন। তাঁহার ব্যবহার অতীব অমায়িক ও প্রীতিপ্রদ ছিল। তিনি শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা স্থাপিত হইবার প্রথম হইতে কয়েক বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উক্ত সভার সাধারণসমিতির সম্পাদক ছিলেন। উক্ত সভা তাঁহাকে 'ভক্তিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ জীবনে তিনি শ্রীধামের কিছু সেবা করিতে না পারায় আমরা দুঃখিত। আমাদের মনে হয়, তাঁহার বার্দ্ধক্যই ইহার কারণ। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছি।

---

(২)

যাঁহারা সত্যপিপাসু নহেন, নিরপেক্ষ বিচারক নহেন, সত্যবাদী নহেন, তাঁহারাই অন্যের মুখে ঝাল খাওয়ার ন্যায় অপর কোন মৎসর ব্যক্তির নিকট কল্পিত অসত্য কথা শুনিয়া তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং কোন ব্যক্তিগত বা কোন সম্প্রদায়গত অসত্য ধারণা হৃদয়ে পোষণ করেন। আবার কেহ কেহ ঐ অসত্যকেই সত্য বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিবার জন্যও উৎসাহবিশিষ্ট হন।

বিষয়কার্য্যে সুনিপুণ ব্যক্তিগণ বাজারে কোন দ্রব্য খরিদ করিবার সময় কাহারও কথায় বিশ্বাস না করিয়া নিজে ভাল করিয়া দেখিয়া লন, কারণ তাঁহারা জানেন যে, বঞ্চকগণ সুযোগ পাইলেই লোক ঠকাইয়া থাকে। পারমার্থিকগণেরও জানা উচিত যে, পরমার্থপথের পথিকগণকে ঠকাইবার জন্য অনেক ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তি ধার্ম্মিকের সজ্জায় সজ্জিত হইয়া লোকবঞ্চনা করে। ঐ প্রকার বঞ্চকগণই নিজের কপটতা ও গলদগুলি যাহাতে প্রকাশ হইয়া না পড়ে, তাহার জন্য প্রকৃত সাধুকে অসাধু বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে এবং পরদুঃখ-দুঃখী-সাধুগণের সাঁচ্চা কথাকে 'পরনিন্দা,' বলিয়া প্রচার করে। সুতরাং যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা কখনও অন্যের কথা শুনিয়া কোন ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত কোন মন্তব্য স্থির করেন না বা প্রচার করেন না। কাহারও সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত ভাল করিয়া মিলিয়া মিশিয়া দেখা উচিত যে, সেই ব্যক্তির আচারপ্রচারাদি সাত্বতশাস্ত্র ও মহাজনানুমোদিত কিনা? নচেৎ বঞ্চকের হাতে পড়িয়া বঞ্চিত হইতে ত হইবেই, অধিকন্তু সাধুকে অসাধু বলিয়া ধারণা করিয়া সাধুনিন্দারূপ মত্তহস্তী দ্বারা অনন্ত নরকের পথের যাত্রী হইতে হইবে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৲৷৵৹; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্য' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল বৃহদক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃতা সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কাঙ্ক্ষানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বেদ্ধবণিক্তত্ব-রত্নাকর কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীপার্থসারথী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থখানার জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাক্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিঃ গোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত নিঃসৃত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান ; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৹

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৵১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষা, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সাম্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত ভজনোপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, অবাধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজাসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম. এ., প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪১ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুন্দরাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে নূতন সাজে বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

যাহা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ও আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় কোটবোতলের সমষ্টি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৸৵০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

২৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,

কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাঁচ দশ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈহাটী, ২৪পরগণা।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) ৯৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্টেটিং ডিপা টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

লর্ড আরউইনের উক্তি

রয়টারের প্রতিনিধি লর্ড আরউইনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

উত্তরে লর্ড আরউইন বলিয়াছেন:—"কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের কথা এখন কিছু বলিতে চাহি না। ভারতের অবস্থা এখন বড়ই সঙ্গীণ, এখন ভারত সম্বন্ধে আমার কোন কথাই বলা উচিত নহে।"

রেঙ্গুণে আবার বিদ্রোহীর উপদ্রব

ইনসিন হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ২০ জন বিদ্রোহী বন্দুকহস্তে আসিয়া গত ১১ই আগষ্ট রাত্রিতে একজন গ্রাম্য সর্দ্দারকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলে।

থায়েটমিয়ো হইতেও অনেকগুলি ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তথায় বিদ্রোহীরা গ্রাম্য-সর্দ্দারদের ও বন-বিভাগের কর্ম্মচারীদের বাড়ী পুড়াইয়া দেয় এবং একজন গ্রাম্য সর্দ্দার ও তাহার স্ত্রীকে ধরিয়া লইয়া যায়।

২ জন ভারতীয়কে তাহারা মুক্তিপণের জন্য ধরিয়া লইয়া গিয়াছে; অনেক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

থায়েটমিয়োর বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করিতেছে। তাহাদের সংখ্যা এ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছে

পেগু, থারাবড়ী, ইনসিন, হেনজাদা প্রোম ও টাঙ্গু হইতেও ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। শেষোক্ত স্থানে উড়িয়াদের একটা বাসস্থান আক্রমণ করা হইয়াছিল।

আরও অনশন

অমৃতসর হইতে পুনঃপুনঃ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, সালের কোটলা জেলে কয়েদীদের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার হইয়াছে। প্রকাশ যে, ৪ জন রাজনৈতিক কয়েদী অনেকদিনযাবৎ অনশনে থাকায় খুব দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কাহাকেও কাহাকেও নির্জ্জনকক্ষে পায়ে বেড়ী দিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ঐ স্থানের আরও একটা সংবাদে প্রকাশ, সরকারের বিরোধী কার্য্যকলাপে যোগ দেওয়ার জন্য ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আরও ৯ জনের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারী করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

মাতৃ-অন্বেষণ

একজন স্ত্রীলোক কোলে একটি সন্তানকে লইয়া একদিন সন্ধ্যাকালে সাউথএণ্ড পুলিস থানার নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কিছুক্ষণ পর সে বলিল,—"দয়া করে আমার মাকে খুঁজিয়া দিতে পার? আমি প্রায় ২০ বৎসর হইল আমার মাকে দেখি নাই; তাঁর দর্শনের কথা আমার মনেই পড়ে না!"

স্ত্রীলোকটীর নাম মিসেস্ ডরিস্ সাটন এবং বয়স ২৪ বৎসর। তাহার মাতার কি হইল এ বিষয় সন্ধান করিবার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। সে আরও বলিল,—"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি বালিকা ছিলাম তখন আমি উইলসডেনে বাস করিতাম। এবং তখন হইতেই পিতা মাকে ত্যাগ করিয়াছে। আজপর্য্যন্ত পিতা মায়ের নাম আমাকে বলেন নাই। আমার পিতা ও পিতামহী আমাকে লালন পালন করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি কাজ করিতে যাইতাম। মা যে কি জিনিস এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছি। আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করুন। মাতৃস্নেহ না জানিয়া আমি বাঁচিতে চাই না। তাঁর যাওয়ার পর হইতে তাঁর একখানি ছবিও আমি দেখি নাই। আমি জানি যে তিনি লুটনে পূর্ব্বে বাস করিতেন, এবং এখনও সেখানে বোধ হয় থাকিতে পারেন। তাঁহার বয়স আনুমানিক ৫০ বৎসর।"

সপ্রু ও ওয়াদিয়া

গত ১৩ই আগষ্ট রাত্রিতে কার্য্যকরী সমিতির কার্য্যান্তে একঘণ্টাকাল যাবৎ গান্ধীজীর সহিত স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু ও মিঃ জে, এ, ওয়াডিয়ার অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যাদি সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল। স্যর তেজবাহাদুর গত ১৪ই আগষ্ট তারিখে গান্ধীজীর সহিত নানাবিষয়ের আলোচনা করেন।

ভাইসরয়ের নিকট তার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, গত ১৩ই আগষ্ট রাত্রিতে গান্ধীজী মণিভবনে প্রত্যাগমন করিলে স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু এবং মিঃ এম, আর, জয়কার তথায় গমন করিয়া গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। গান্ধীজী নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাঁহাদের সহিত প্রায় একঘণ্টাকাল কথোপকথন করেন। অতঃপর তাঁহারা উভয়ে অত্যন্ত গোপনীয় বিষয় সম্বন্ধে ভাইসরয়কে একটী টেলিগ্রাফ করেন।

মহেশপুরে ডাকাতি

মহেশপুরের মধ্যে ধনী বাবু নৃত্যগোপাল দাস গত শনিবার প্রাতে একটী ভীতিপূর্ণ পত্র পাইয়াছেন যে, তাঁহার বাটীতে ঐ রাত্রেই একদল ডাকাত আসিবে। তিনি যেন ঐ সময় টাকাকড়ি ও গহনাদি লইয়া প্রস্তুত থাকেন, অন্যথায় তাঁর প্রাণ যাইবে। এই সংবাদ পুলিসকে জানাইলে এসিষ্টেন্ট পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এইচ, ডাব্লিউ সরকার নৃত্যগোপাল বাবুর বাটীতে কনেষ্টবল প্রেরণ করেন। বাটীর চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র পুলিস রাখা হইয়াছিল। রাত্রে পুলিস সাহেবও কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতেছিলেন। এইরূপে ডাকাতি বন্ধ করা হয়।

জলে আকস্মিক দুর্ঘটনা

ঘাটশিলা (সিংভূম) হইতে প্রকাশ যে স্থানীয় বাবু এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন এর দশবর্ষীয়া একটী বালিকা গত ১২ই আগষ্ট অন্যান্য পরিবারবর্গের সহিত কোনও পুকুরে স্নান করিতে গিয়াছিল। অন্যের অলক্ষিতে বালিকাটী পদ্মফুল আনিতে গিয়া পদ্মের ডাটায় আবদ্ধ হইয়া জলমগ্ন হয়। গোলযোগ করায় স্থানীয় লোকগণ সেস্থানে দৌড়িয়া আসে এবং কিছুক্ষণ অনুসন্ধানের পর পদ্মের ঝোপ হইতে বালিকাটিকে উত্তোলন করে। বালিকাটীকে আরোগ্য করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

অভিমানের প্রকোপ

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, স্থানীয় তরুণসঙ্ঘের কর্ম্মী ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে গত ১২ই আগষ্ট প্রাতে ফৌজদারী আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ৪ঠা জুন হইতে তাঁহাকে লইয়া সংশোধিত ফৌজদারী আইনানুসারে ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হইল।

এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কলিকাতা হইতে ফিরিবার সময় ২০শে তারিখে তিনি ধৃত হন এবং পরদিন তাঁহাকে ফৌজদারীকার্য্যবিধির ১০৯ ধারা অনুসারে হাজতে প্রেরণ করা হয়। পরে তিনি ৫০০ টাকার জামীনে মুক্ত হন এবং তাঁহার মামলার দিন আগামী ২৪শে আগষ্ট ধার্য্য হইয়াছে।

উড়িষ্যার সহিত কাঁথি

১২ই আগষ্ট কাঁথি মহকুমা কংগ্রেসের ওয়ার্কিংকমিটীতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটীই কাঁথি মহকুমার জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং কাঁথির জনসাধারণ বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে অনিচ্ছুক বলিয়া এই কংগ্রেসের ওয়ার্কিং-কমিটী, উৎকলকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিবার জন্য উড়িয়াদের প্রতি যে পূর্ণ সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও জানাইতেছেন যে, উৎকলনেতাগণ কাঁথি বা কাঁথির অংশবিশেষকে প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্যে টানিয়া লইবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অন্যায় এবং যুক্তিহীন।

এই সভায় বঙ্গীয় ও উৎকল প্রাদেশিক কমিটীকে বিবেচনা করিয়া এই প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে।

বড়বাজার সশস্ত্র ডাকাতির জের

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, গত ১৩ই আগষ্ট অপরাহ্ণে বড়বাজার কটনষ্ট্রীটে একটি সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, পুলিস তদন্তের ফলে আরও ৩ জন লোককে—বেণীমাধব সিংহ, বলদেও সিংহ ও শীতলাপ্রসাদ সিংকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

উক্ত দস্যুতার অব্যবহিত পরে ঘটনাস্থলে ধৃত সাহেবনাইন তেওয়ারী ও উক্ত ৩ জন লোককে জোড়াবাগানের অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর এম, এফ, করিমের আদালতে উপস্থিত করা হয়। আগামী ১৯শে আগষ্ট পর্য্যন্ত তাহাকে পুলিসের হেপাজতে রাখিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। পুলিস তদন্ত চলিতেছে; আহত দারবান আরোগ্য লাভ করিতেছে।

বাঁকুড়ায় পিকেটিং

বাঁকুড়ার বস্ত্রব্যবসায়িগণ চলতি বৎসরে আর বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিবেন না স্থির করিয়াছেন। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ সোনামুখী এবং পাত্রসায়রে মদ ও মাদকদ্রব্যের দোকানগুলিতে পিকেটিং আরম্ভ করিয়াছেন। ফলে বিক্রয় যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে।

চৈদি— প্রাপ্ত / নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৬।০
পাঁচ কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪৩ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২রা ভাদ্র বুধবার, ১৩৩৮, ১৯শে আগষ্ট ১৯৩১

হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা

পুরাতন পাপীর চাদর চুরির জন্য ২০ মাস দণ্ড

মাদুরের জন্য হত্যা

মোটরগাড়ীতে বোমা আবিষ্কার

বিহার গবর্ণরের দান

গান্ধীজীকে পশমী পোষাক উপহার

বক্তৃতা প্রদানে বিপদ

প্রবল বন্যায় সহস্র লোকের সর্ব্বনাশ

মসজিদে পুলিসের হানা

আটক আসামী স্থানান্তরিত

নানা কথা

হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা

গত ১৫ই আগষ্ট রাত্রে মাদ্রাজের ল্যান্সিস গার্ডেন রোডের মন্দির উৎসব উপলক্ষে পুডুপেটে হিন্দু মুসলমানে এক দাঙ্গা হয়। কিন্তু যথাসময়ে পুলিশ আসিয়া পড়ায় উহা ভীষণ আকার ধারণ করিতে পারে নাই। বিবরণে প্রকাশ যে, মন্দিরের বিগ্রহ লইয়া শোভাযাত্রা সহকারে সৈকুল নুলুক ষ্ট্রীটে প্রবেশ করায় মুসলমানগণ আপত্তি জানায় এবং নিকটস্থ মসজিদ হইতে কয়েকব্যক্তি সহসা আসিয়া শোভাযাত্রাকারীদের আক্রমণ করে। ইহাতে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং বহু প্রস্তরাদি নিক্ষেপের ফলে অনেক লোক আহত হয়। বাহকগণ রাস্তার উপর বিগ্রহ ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করে। পুলিশ যথাসময়ে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং শান্তি ফিরাইয়া আনে। দশজন ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

———

পুরাতন পাপীর চাদর চুরির জন্য ২০ মাস দণ্ড

পুরাতন পাপী হরিহর পাণ্ডে গত ৫ই আগষ্ট ৪৬ নং রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীটের বদ্রিনারায়ণ পাণ্ডের বাড়ী হইতে একখানি বিছানার চাদর চুরি করিয়াছিল। সেইজন্য জোড়াবাগান কোর্টের তৃতীয় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, ওয়াজিদ আলি কর্ত্তৃক ২০ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

মোটরগাড়ীতে বোমা আবিষ্কার

কানপুরের পুলিশ অনুমান করে যে, বড়লাট ১৭ই আগষ্ট তারিখে এখানে আসিতেছেন। সেই সম্পর্কেই বিপ্লবীরা ষড়যন্ত্র করিতেছিল।

পুলিশ নগরপ্রান্তে একটা পুলের উপর একখানি মোটরগাড়ী সন্দেহক্রমে অনুসন্ধান করিয়া বোমার খোল এবং অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্যাদি পাইয়াছে। মহেশ্বরপ্রসাদ অবস্থিনামক এক নামজাদা বিপ্লবী এবং তাহার তিনজন সঙ্গী পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে। এই সম্পর্কে অনেক কিছু প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা।

———

সিন্ধুদেশে অতিরিক্ত গ্রীষ্মে কয়েকজনের মৃত্যু

সাধারণ অপেক্ষা ৫ হইতে ৮ ডিগ্রী উত্তাপ বেশী হওয়ায় সিন্ধুদেশবাসীরা ভীষণ কষ্টে পড়িয়াছে। কয়েকস্থান হইতে সর্দ্দিগর্ম্মিতে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। শুক্রে ছায়ায় উত্তাপ ১০৮ ডিগ্রী। গত ১২ই আগষ্ট সিন্ধুদেশে সর্দ্দিগর্ম্মিতে একজনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সকলকেই কাজ কর্ম্মের ক্ষতি করিয়া বাড়ী থাকিতে হইতেছে। দুইজন লোক গোয়ারতুমি করিয়া বাহির হওয়ার ফলে ফুটপাতেই পড়িয়া মারা যায়।

মাদুরের জন্য হত্যা

কালিপদ বিশ্বাস ও প্রিয়নাথ বিশ্বাসের সহিত শ্রীবাস নস্করের একখানি মাদুর লইয়া ঝগড়া ছিল। এই ঝগড়ার ফলে শ্রীবাস কালিপদ কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উক্ত মামলার বিচার আলিপুরের এডিসনাল জজ মিঃ আর, সি, ঘোষ জুরীগণের সহিত শেষ করিয়াছেন। তিনি জুরীগণের সহিত একমত হইয়া কালীপদকে ৩ বৎসর এবং প্রিয়নাথকে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

———

ডেরা-ইসমাইল-খাঁর অবস্থা

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ যে, ডেরা-ইসমাইল-খাঁর অবস্থা বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ শান্ত। অপহৃত দ্রব্যাদির পুনরুদ্ধার করিতে ও অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পুলিস খুবই ব্যস্ত। এ পর্য্যন্ত ৪ জন হিন্দু এবং দুইজন মুসলমান মারা গিয়াছে, এবং ৩৮ জন মুসলমান এবং ৬ জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ২৯টি দোকান লুণ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮।	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিকুসুম [illegible]	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিসুধীর শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

চৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ রত্নচূড়জী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীমহেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, দেবকীনন্দন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রামবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীযশানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নাট্যকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীচৈতন্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবশক্তা শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযতিবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনরহরি ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনরগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমণ্ডিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলবরনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৩নং জঙ্গমবাড়ী, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভূতেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঋষি।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বহু কুরুমূর্ত্তি শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীকৃষ্ণ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরকৃষ্ণ, শ্রীভূতশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুসুম ভক্তিসার, শ্রীপাদ অপ্রমেয় ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) রাখালগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদহ, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রেমগানন্দ

ষষ্ঠবর্ষ ২১ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ২রা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ১৯ আগষ্ট ইং ১৯৩১ বুধবার ১৪৩৫ম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১৫ই শ্রাবণ (১৩৩৮) শুক্রবার দিবস বিহার প্রদেশের অন্তর্গত লখিমপুরের জমিদারের দেওয়ান শ্রীযুত মহাতাপ প্রসাদ বাবু শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ লাভ করেন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৫॥টার সময় আসাম শ্রীহট্ট জিলার মৌলবীবাজার মহকুমার অন্তর্গত অম্বেহারী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দাস মহোদয়ও প্রভুপাদের দর্শনাভিলাষী হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে হরিকথা-শ্রবণপিপাসু হইয়া ক্রমে ক্রমে বহু ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হন।

শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু "শ্রীনিত্যানন্দ কি তত্ত্ব?" প্রশ্ন করায় শ্রীল প্রভুপাদ তদুত্তর-প্রদানমুখে শ্রীবলদেব-তত্ত্ব, চতুর্ব্যূহতত্ত্ব, পুরুষাবতারত্রয়-বৃত্তান্ত, চতুর্ব্বিধ আধ্যক্ষিক ও চতুর্ব্বিধ অধোক্ষজ প্রতীতির উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্য, জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের একত্রাবস্থান-কারণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথ-দর্শন—অনবসরকালে দর্শন না পাইয়া আলালনাথ দর্শন, আলালনাথের চতুর্ভুজ-স্থানে দ্বিভুজ দর্শন, গোপীগণের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি প্রদর্শন ও শ্রীরাধার নিকট চতুর্ভুজ-স্বরূপে অসমর্থতা প্রভৃতি অনেক বিষয় আলোচনা করেন।

গত ৬ই শ্রাবণ (১৩৩৮) শনিবার শ্রীল প্রভুপাদ জোড়াসাঁকো-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বরিশাল নিবাসী সপুত্রক রায়সাহেব পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুপ্ত, শ্রীযুক্ত কিশোরী-মোহন ভক্তিবান্ধব বি, এল এবং কলিকাতার আরও বহু শিক্ষিত, সজ্জন ও ভক্তমণ্ডলীর নিকট অপরাহ্ণ ৬ঘটিকা হইতে রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত তিন ঘণ্টাকাল ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের চরিত্র, পঞ্চোপাসক-গণের বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী জগন্নাথকে বিভিন্নরূপে দর্শন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করেন। শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করায় সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে এ সমস্ত বিষয়ে আরও অনেক তথ্য শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন।

গত ২৮শে শ্রাবণ (১৩৩৮) তারিখে কাশীপ্রবাসী শ্রীযুক্ত গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইয়া "ভগবানকে লীলাময় ভাবিলে কোন অসুবিধা আছে কি না?"—এই প্রশ্ন করেন। প্রভুপাদ তদীয় প্রশ্নের উত্তর-প্রদানমুখে ভাগবতের "অহমেবাসমেবাগ্রে", "সর্ব্ববেদান্তসারং যৎ" ইত্যাদি শ্লোকের আলোচনা-প্রসঙ্গে সৎ ও অসৎ, কৈবল্য অর্থাৎ কেবল ভক্তির প্রয়োজনীয়ত্ব, শুদ্ধসত্ত্ব বা বাসুদেবত্ব, লীলা ও ক্রিয়ার পার্থক্য, লীলার নিত্যত্ব, কালের অখণ্ডত্ব ও খণ্ডত্ব ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকা হইতে প্রায় ৬॥ টা পর্য্যন্ত সমবেত বহু শ্রোতার সম্মুখে কীর্ত্তন করেন। শ্রীযুক্ত কাব্যতীর্থ মহোদয় নিবিষ্টচিত্তে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক বলেন—"আমি আপনার নিকট হইতে আজ যে-সমস্ত কথা শ্রবণ করিলাম, তাহা ধারণা করিতে হইলে এতদ্বিষয়ে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে আসিয়া আপনার নিকট হইতে এই সমস্ত কথা আরও শ্রবণ করিবার চেষ্টা করিব।

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইংরাজীতে পাঠ, কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্বামিজীর শ্রীমুখে নিরন্তকুহক সত্যের কথা শ্রবণ পূর্ব্বক আত্মকল্যাণ সাধনোদ্দেশ্যে মাদ্রাজবাসী ও প্রবাসী বহু সজ্জন ব্যক্তি প্রত্যহ শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত আগ্রহ ও প্রীতির সহিত পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া থাকেন।

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজ শুদ্ধভক্তি প্রচার ও বিভিন্ন সেবা-কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিতেছেন। তাঁহার ঐকান্তিক সেবা-চেষ্টার ফলে বহু আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি তাঁহাদের কায়মনোবাক্য ও অর্থকে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি লাভের অধিকারী হইতেছেন

মাদ্রাজ প্রবাসী শ্রীযুক্ত টি, পুনিরন্দু পিল্লাই মহোদয় একজন সজ্জন ব্যক্তি। ইনি মাদ্রাজ-গৌড়ীয়-মঠের সেবায় নানাভাবে আনুকূল্য করিয়া থাকেন। সম্প্রতি শ্রীমঠের নাটমন্দিরের বিভিন্ন সেবা-কার্য্যে আনুকূল্যের জন্যও তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে। আমরা ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, শ্রীযুক্ত পিল্লাই মহোদয়ের এইরূপ সাধু উদ্দেশ্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার আত্মমঙ্গল সাধন করুক।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব সম্পন্ন করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, মাদ্রাজ গৌড়ীয়-মঠ রক্ষক, শৃঙ্গার-সেবায় সুদক্ষ, বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ এবং শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ হইতে গৌড়ীয়-সম্পাদক-সভাপতি শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব ও পারমার্থিক সেবার জন্য কয়েক দিবস হইল কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রেরণাক্রমে উৎসব ও প্রদর্শনীর বিভিন্ন সেবা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। প্রভুপাদের এই মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবার জন্য তদীয় ইচ্ছাক্রমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে অন্যান্য প্রচারকগণও শীঘ্রই গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিবেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে বক্তৃতা

(৩)

[হে মহাভাগ দম্পতি, সেই শিশুগণ নিজ নিজ অদৃষ্টের অনুরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়াছে ; অতএব তাহাদের জন্য শোক করিও না। দৈবাধীন প্রাণিগণ সর্ব্বদা একত্র অবস্থান করিতে পারে না। ইহলোকে মৃত্তিকাজাত ঘটাদি বস্তু যেরূপ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়, সেইরূপ পঞ্চভূতাত্মক দেহ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। ঘটাদি নষ্ট হইলেও মৃত্তিকা যেরূপ নষ্ট হয় না, সেইরূপ এই পঞ্চভূতাত্মক শরীর নষ্ট হইলেও জীবাত্মা স্বয়ং বিকৃত হয় না। ব্যক্তি যথাযথভাবে ইহা অবগত নহে তাহারই দেহাত্মবুদ্ধি ঘটিয়া থাকে এবং হইতে ভেদ-জ্ঞান ও পুত্রাদির দেহের সঙ্গে যোগ, বিয়োগ ঘটিয়া থাকে। সেই অজ্ঞানের অবস্থানকাল পর্য্যন্ত সংসারজনিত সুখ-দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। অয়ি ভদ্রে, যেহেতু সকল জীবই দৈবাধীন হইয়া নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করে, সেইজন্য আমাকর্তৃক নিহত নিজ পুত্রগণের জন্য অনুশোচনা করিও না। যতকাল পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞানশূন্য জীব "আমি হত হইয়াছি, আমি বিনাশ করিয়াছি"—এইরূপে আত্মার উপর বিনাশ্য-বিনাশকভাব কল্পনা করে, ততকাল পর্য্যন্ত দেহাদিতে আত্মাভিমানী মূঢ়জন আত্মার বাধ্য-বাধক ভাব অর্থাৎ ইনি বধ্য, ইনি ঘাতক এইরূপ কর্ম্ম-কর্তৃভাব প্রাপ্ত হইয়া তৎফল-স্বরূপ সুখ দুঃখাদি লাভ করে।]

নন্দের প্রতি বসুদেবের উক্তি,—

নূনং হ্যদৃষ্টনিষ্ঠোঽয়মদৃষ্টপরমো জনঃ।
অদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদ ন স মুহ্যতি॥
(ভাঃ ১০।৫।৩০)

[মনুষ্য নিশ্চয়ই অদৃষ্টনিষ্ঠ অর্থাৎ অদৃষ্ট-বশতই পুরুষের ফলভোগাদির সমাপ্ত হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, পুত্রাদি-প্রাপ্তিরূপ সুখপ্রদ অদৃষ্ট যখন ক্ষীণ হয়, তখন পুত্রাদি থাকে না। অদৃষ্টই পরম, কেননা যদ্যপি পুত্রাদির বিয়োগ হইয়া থাকে, তথাপি অদৃষ্টবশতঃ আবার তাহাদের সহিত পুনর্ম্মিলন হইয়া থাকে। অতএব অদৃষ্ট ব্যভিচারী সুখ-দুঃখের কারণ—ইহা যিনি জানেন, তিনি মোহপ্রাপ্ত হন না।]

পূর্ব্বেই উক্ত হ'য়েছে যে, জীবের কর্ম্ম থেকেই সবই হচ্ছে ; সুতরাং কর্ম্মকে কোনরূপে বিনাশ করতে পারলেই সব গোলমাল মিটে যায়।

'অদৃষ্ট' অর্থে যাকে দেখা যায় না। যেমন আমার হঠাৎ একটা বিপদ্ হ'লো। বল্লাম—জানি না আমার অদৃষ্টে কি ছিল, যার ফলে এই দুঃখ ভোগ করতে হ'ল। 'পুরুষকার' অর্থে পুরুষের চেষ্টা বা যত্ন, পুরুষকারের ধারাবাহিক স্রোত নিয়েই জীবের জীবন। সুতরাং ঐ দুইটা বস্তু কর্ম্মেরই দুটী দিক মাত্র।

এখন যদি আমরা কর্ম্মের বিষয় ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পারি, তা'হলেই ঐ দু'টী বিষয়ের সুন্দররূপে সমাধান কত্তে পারবে।

যা' করা যায়, তা'কেই 'কর্ম্ম' বলে। জীব মাত্রেই কর্ম্ম করতে বাধ্য। কর্ম্ম না ক'রে কেউ চুপ ক'রে থাক্‌তে পারে না। তাই গীতায় ব'লেছেন,—"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।" কর্ম্মই আমাদের সুখ-দুঃখের জনক। কর্ম্মফলের গুণে স্বর্গাদিসুখ উপভোগ করা যায়, আবার কর্ম্মদোষে নরকাদি দুঃখ ভোগ করতে হয়। কর্ম্মের ফল পুণ্যজনক হ'লে স্বর্গাদি সুখলাভ হয়, আর পাপজনক হ'লে নরকাদিদুঃখ-প্রাপ্তি ঘটে। যদি কর্ম্ম না থাক্‌ত, তা'হলে 'অদৃষ্ট' বা পুরুষকার ব'লে কোন কথাই উত্থাপিত হত না। সুতরাং কর্ম্মের বীজ কোথায়, তা'র অনুসন্ধান করা দরকার।

গীতা বলেন,—

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥

দেহেন্দ্রিয়ের স্বামী যে জীব,—তিনি নিজের কর্তৃত্ব বা কার্য্যবিষয় সৃষ্টি করেন না এবং আপনাতে কর্ম্মফলের সংযোগও করান না, তাঁর অবিদ্যাকৃত স্বভাবই ঐ সকলের হেতু। জীবের কর্তৃত্ব নাই ব'লে আপনারা মনে করবেন না যে, ভগবানই ঐ সব কর্ম্মপ্রবৃত্তি দিয়েছেন, তাহ'লে তাঁর বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য স্বীকার করতে হয়, কিন্তু বেদান্তসূত্রে "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি" সূত্রে তাঁর ঐ দু'টী দোষের নিরাস ক'রে দিয়েছেন। জীবের অনাদি অবিদ্যা-রূপ স্বভাব থেকেই তার কর্ম্মপ্রবৃত্তি হচ্ছে।

মানব-মন দোষচতুষ্টয় সংশ্লিষ্ট। মনোধর্ম্মী জীব ইন্দ্রিয়ের অপটুতা-নিবন্ধন অদৃষ্টবাদী বা কর্ম্মফলবাদী হ'য়ে পড়েন। কর্ম্মফলবাদীর ইন্দ্রিয়-তোষণমূলে পুরুষকার বা ইন্দ্রিয়চালনা। আত্মেন্দ্রিয়-তোষণের বশবর্ত্তী হ'য়ে জীব—দেববাদী। যেখানে ভোগের ইন্ধন বাধা প্রাপ্ত হয়, সেখানে দৈববল-আশ্রয়ে জীব অদৃষ্টবাদী। যেকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফলবাদীর নিজেন্দ্রিয়তর্পণ বাধা-প্রাপ্ত না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত নিজ পৌরুষের উপর নির্ভর ক'রে পুরুষকারবাদী।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্য মঠ

শ্রীচৈতন্যমঠ জড়জগতের ভৃতক অধ্যাপক ও ভৃতক অধ্যাপিতের আখড়াবাড়ী নহে। এ স্থান জড়ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোন স্থান নহে। সুতরাং কলির স্থান-পঞ্চকের (দ্যূত, পান, স্ত্রীসঙ্গ, জীবহিংসা ও অর্থের অসদ্ব্যবহার) ক্রীড়াভূমি নহে। এখানে কৃষ্ণ-চৈতন্যসংজ্ঞক শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে চৈতন্যপ্রেষ্ঠগণের কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে অখিলচেষ্টা ছাড়া অন্য কোন কৃত্য নাই।

শ্রীচৈতন্যমঠের সমস্তই চেতন। চারি সম্প্রদায়ের তিলকসংযুক্ত শ্রীমন্দির চেতন, তদভ্যন্তরে সাঙ্গোপাঙ্গ শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগুরুবর্গ রাধারুক্ষ-মিলিততনু কীর্ত্তনবিগ্রহ পরমচৈতন্য শ্রীগৌরসুন্দরের ভবমঙ্গলকারী সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ আরাধনায় নিযুক্ত আছেন। এখানে সপ্তজিহ্ব চিদগ্নি সর্ব্বক্ষণ প্রজ্বলিত।

শ্রীচৈতন্যমঠ সান্ত নহে, অনন্ত। এখানে সেবা, সেবক ও সেব্য তিনটীই নিত্য চিদ্বিলাস। এই চিদ্বিলাসক্ষেত্রে অচিৎ বা জড়বিলাসের কোন হেয়তা বা নশ্বরতা নাই

কর্ম্মফলবাদীর ভোগ ও নির্ব্বিশেষবাদীর ত্যাগের বিচার অচেতনে চেতনের আরোপ বা চেতনে অচেতনের আরোপ এই চেতনভূমিকায় স্থান পায় না।

"কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, সকলি বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়। নানা যোনি ভ্রমি মরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায়।" কৃষ্ণভক্তগণ এই বিচার জানেন বলিয়া কর্ম্ম জ্ঞানের প্রয়াস করেন না।

"তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।" (ভাঃ ৪।২৯।৪৯) হরিতোষণ-কর্ম্মই কর্ম্ম। বিদ্যাবধূজীবন শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই—বিদ্যার অবধি।

কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্মের সহিত শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত জনগণের ইন্দ্রিয়-চালনা সমজাতীয় নহে। কর্ম্মীর কর্ম্মানুষ্ঠান—নিজ ভোগ-তাৎপর্য্যপর কিন্তু ভক্তের ক্রিয়া-কলাপগুলি সমস্তই হরিতোষণপর। কর্ম্মী—ইহামুত্র আত্মেন্দ্রিয়-ভোগবিলাসী, আর ভক্ত—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণমূলে কৃষ্ণসুখাভিলাষী। কর্ম্মীর জন্ম, কর্ম্ম, আয়ু, মন, বাক্য, বুদ্ধি, বল, প্রাণ, শৌর্য্য, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি যাহা কিছু সমস্তই দেশকালপাত্র দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ; সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর ও পরিবর্ত্তনশীল, অসম্পূর্ণ ও নিরানন্দময়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যজনগণের কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা-মূলে যে অধিষ্ঠান, অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান, তাহা নিত্য ও চিদানন্দময়। তাহাতে হেয়তা, নশ্বরতা, অসম্পূর্ণতা বা পরিবর্ত্তন-শীলতা বলিয়া কোন, অনুপাদেয়তা বা নিরানন্দ নাই

যৎকিঞ্চিৎ

(গল্প)

তখন শারদ প্রভাতের কনক-কিরণে চারিদিক হাস্যোজ্জ্বল ; নীল নির্ম্মল গগন-পটের উপর কে যেন সুপটু হস্তে সুবর্ণ-সাগরের লীলায়িত গতিহিল্লোল আঁকিয়া দিয়াছে। সবুজবনের মুক্ত বিহগেরা তখন সুমিষ্ট কাকলী-ঝঙ্কারে যেন বিশ্বেশ্বরের বন্দনা গাথা গাহিতেছিলেন ; মৃদু মলয়স্পর্শে সঞ্চালিত হইয়া ফুলগুলি যেন রাজরাজেশ্বের চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছিল। দিগ্‌দিগন্তে এক বিপুল প্রাণস্পন্দনের পুলক প্রবাহ। স্নিগ্ধ পেলব উষার এই অনাবিল সুষমা-সম্ভার যেন শারদ বীণার মধুর রাগিণীতে স্রষ্টার অনন্ত মহিমাই কীর্ত্তন করিতেছিল।

অতীত যুগের স্মৃতি গৌরব মণ্ডিত ঢাকা নগরীর উপকণ্ঠে একটী ক্ষুদ্রপল্লী। পল্লীর শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত মাঠের পার্শ্বদেশ দিয়া কলুকলু স্বরে কি যেন এক করুণ গীতি গাহিতে গাহিতে প্রশান্তবক্ষ বুড়ী গঙ্গা নদী প্রবাহিতা হইতেছিল। ঠিক নদীরই ধারে একখানা ছোট বাড়ী ; বড় বড় দেবদারু, অশোক, পলাশ প্রভৃতি ঋজু বৃক্ষের ঘন ছায়ার কোলে বাড়ীখানাকে হঠাৎ দেখিলে প্রাচীনকালের সেই শান্ত তপোবনের স্মৃতি মনে জাগে। অতি প্রত্যুষেই ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম, বেলা একটু বেশী হইল দেখিয়া বাড়ী ফিরিতেছি, এমন সময়ে তরঙ্গিনী তীর বর্ত্তী ক্ষুদ্র গৃহের পাঠালোচনাতৎপর বালক-গণের কলকোলাহলে আকৃষ্ট হইয়া একটু দাঁড়াইলাম ; চিন্তাহীন বিগত বাল্যজীবনের পাঠসুখপূর্ণ ক্ষীণস্মৃতি মোহালসে আবিষ্ট হইয়া নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই যেন ঐ গৃহপ্রান্তে উপনীত হইলাম। অস্ফুট কুসুম কোরকের মত শুভ্র সুন্দর তিন চারিটী ক্ষুদ্র শিশু উচ্চকণ্ঠে "জল পড়ে, পাতা নড়ে, টুপ্ টাপ্ ঝুপ্ ঝাপ্" ইত্যাদি পাঠ মুখস্থ করিতেছিল। দুইটী বালক অপেক্ষাকৃত বড়, তাহাদের সম্মুখস্থিত পুস্তকরাশি দেখিয়া মনে হইল, চতুর্থ কি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র হইবে ; কারণ, আজকাল বালকগণের দৈহিক ওজনের অপেক্ষা পুঁথির পরিমাণ কিছু বেশী ! বালকদ্বয় তাহাদের জ্ঞানানুসারে বঙ্গদেশের ভূগোল ও ইতিহাস সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা করিতেছিল। বাঙ্গালায় কি কি ব্যবসায় ভাল চলে, কতপ্রকার জাতি বর্ত্তমান, এসব কথাও হইতে লাগিল। কথাগুলি শুনিয়া আমার মনে হইতে লাগিল যে, ইহাদের বুদ্ধি কিছু তীক্ষ্ণ, কেননা এমন অনেক কথাও বলিল, যাহা শুধু মুখস্থ করা বিদ্যার পরিচায়ক নহে, তাহাতে কিছু পারিপার্শ্বিক অবস্থার দৃষ্টিশক্তি আছে।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম্ম সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১।৶০; দশম স্কন্ধ ১২৲; একত্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, গীত, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাঠকের মাথায় স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ছায়া, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২॥০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১॥০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা, মেথা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১॥০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মকপোষিণী বক্ষ-কাক্ষানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ—বেদবর্ণিত গুহ্য-রত্নসম্ভার কোস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিস্তারকারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাস চিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার —সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৮০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্-ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা —এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৮০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৫০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, বর্ণাশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রূপ—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকবদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত. উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১॥০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ॥০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি রম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় মর্ম্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ'পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মন্থোদধি-মন্থনকলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যলক্ষ্য; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷৴০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা /১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, বড় বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সমাধান ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সরল ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা /০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচার বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা। গুণসৌরভ।

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কতকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷০ আনা, আবাধাই ৷৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, উৎপত্তি, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাওবি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবপ্রণাম, দয়ালের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্ গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৶০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সুষ্ঠুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ৷৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেশবিভাগাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ৷০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের নিয়মে ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, উহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৸০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

ভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
১৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার,
কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথের খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত তারপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন বিল্ডিং ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৪৩২ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এম্, এম্, এফ্, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গ্লাসগো সহরে বিভৎসখুন

রবার্ট উইলসন গণবিক ডোনাল্ড নামক এক ব্যাঙ্কের কেরাণী খুন হইয়াছেন। আততায়ীরা নাকি ক্যামারোনিয়ান রেজিমেণ্টের তিনজন সৈনিক। নিহত এবং নিহন্তা সকলেই অল্পবয়স্ক যুবক।

ডোনাল্ড মৃত অবস্থায় ব্যাঙ্কের পশ্চাৎভাগে পড়িয়াছিলেন। তাহার মুণ্ডটি দেহ হইতে অৰ্দ্ধ বিচ্ছিন্ন ছিল এবং গায়ে গুলীর আঘাতের চিহ্ন ছিল। ব্যাঙ্ক হইতে ১৫২০ পাউণ্ড মূল্যের নোটও খোয়া গিয়াছে। বোধ হয় ডোনাল্ড চেক ভাঙ্গাইয়া ব্যাঙ্ক হইতে এই নোটগুলি লইয়া যাইতেছিলেন। ব্যাঙ্কের বাহিরে রাহাজানি করিয়া সৈনিকযুবকত্রয় ডোনাল্ডকে মারিয়া নোটগুলি লইয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিসের অনুসন্ধান চলিতেছে।

বন্যাপীড়িতদের সাহায্যে সেবকসঙ্ঘ

রাজসাহী হইতে প্রকাশ যে, ১৩ই আগষ্ট প্রাতঃকালে শ্রীযুত মহেন্দ্রকুমার সাহা চৌধুরী বি, এল এর সভাপতিত্বে সমাজসেবকসঙ্ঘের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির একটি বিশেষ অধিবেশনে সঙ্ঘের জনৈক কর্ম্মী শ্রীযুত সত্যেন্দ্রমোহন মৈত্রকে বন্যাপীড়িত অঞ্চলে বিপন্ন লোকদিগের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য পাঠাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সুতরাং সঙ্ঘের কর্ম্মীদিগকে অর্থ, বস্ত্র, চাউল ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে বলা হইয়াছে।

আবগারী নীলামে সরকারের আয় হ্রাস

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ যে, ১৪ই আগষ্ট কালেক্টরের অফিসে তাড়ির দোকান নীলাম হইয়াছে। স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মী এবং শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি, ভক্তবৎসলম্, রুক্ম আয়ার ও কতিপয় মহিলা পিকেটিং আরম্ভ করেন। নীলামে সরকারের আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে। প্রায় সকল দোকানগুলিই নীলাম হইয়াছে।

এই সহরে মোট ৫৪টি তাড়ির দোকান আছে। ১৫ই আগষ্ট এই দোকানগুলির মধ্যে ৮টি দোকান বাদে বাকী সকলগুলি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। বিক্রয়লব্ধ টাকার পরিমাণ গত বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৮০৲ টাকা কম।

পিকেটারেরা প্রবেশপথের উভয় দ্বারে দাঁড়াইয়া ক্রেতাদিগকে নীলাম ক্রয় করিতে নিষেধ করেন। পুলিসের এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার একদল পুলিস লইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন।

বক্তৃতা প্রদানে বিপদ

ডুমকা হইতে প্রকাশ যে, সাঁওতাল পরগণা জিলা কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুত মতিলাল কেজরীয়াল ফৌজদারী আইনের ১০৮ ধারানুসারে অভিযুক্ত হন। গতকল্য ঐ মামলার একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ১০ই জুন তারিখে সকালে ও সন্ধ্যাকালে শ্রীযুত মতিলাল কেজরীয়াল কখনও আলোকচিত্রের সাহায্যে এবং কখনও মৌখিক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ এ ও ১৫৩ এ ধারা অনুসারে আপত্তিজনক বলিয়া বিবেচিত হয়।

গত কল্য ৯ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয় তন্মধ্যে ৫ জন পুলিস কর্ম্মচারী সাক্ষ্য প্রদান করেন। আগামী ১৮ই ও ১৯শে আগষ্ট তারিখে সাক্ষিগণকে জেরা করা হইবে। মামলা এখন স্থগিত আছে।

মসজিদে পুলিসের হানা

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ যে, একদল পুলিস আবগারী বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত একটী মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রায় আড়াই সের পরিমিত চরস বাহির করে। পুলিস ২ জন লোককে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একটি যুবক ঐ ঘরে বাস করিত।

মাদ্রাজে নূতন জাতীয় পতাকা

১৪ই আগষ্ট প্রাতঃকালে মহাজনসভাভবনে শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি কর্ত্তৃক নূতন জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়।

তিনি ওয়ার্কিং কমিটীর শেষ সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া বলেন, যদি গান্ধীজী শেষ পর্য্যন্ত লণ্ডনে গমন না করেন তাহা হইলে ভারত জাতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভা কিংবা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া ইতি-কর্ত্তব্যতা নিদ্ধারণ করিতে হইবে। তিনি বুঝিতেছেন যে, এক্ষণে লর্ড আরউইনের সমস্ত মহৎকার্য্যের অবসান হইয়া গেল।

শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারিয়ার ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, এখানকার কার্য্যক্ষেত্রে অবিচার চলিতে থাকিবে, আর গান্ধীজী লণ্ডনে গমন করিবেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তিনি বিবেচনা করেন, উদারনীতিক রাজনৈতিকগণের পক্ষে গান্ধীজীর লণ্ডন গমনে পীড়াপীড়ি করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের প্রভাব প্রয়োগ করিয়া তাঁহার দাবী সমর্থন করা কর্ত্তব্য।

ঢাকায় ইন্দুমতী দেবী

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার অন্যতম আসামী অনন্ত সিংহের ভগিনী শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী মামলার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে গত ১০ই আগষ্ট রাত্রিতে বরিশালের ষ্টীমারে ঢাকায় পঁহুছিয়াছেন।

জবানবন্দী প্রত্যাহার করায় রাজসাক্ষী অভিযুক্ত

পুরাতন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী ব্রাহ্মণ দত্ত এবং রামশরণ দাস তাঁহাদের বিবৃতি প্রত্যাহার করায় তাঁহাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৯৩ ধারানুসারে প্রতারণার অভিযোগ গঠন করা হইয়াছে।

আটক আসামী স্থানান্তরিত

রাজসাহী হইতে প্রকাশ যে, আটক আসামী শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র লাহিড়ী এবং উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে রাজসাহী জেল হইতে হিজলী জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রথমে তাঁহাদের জগৎ পেস্কারের বাড়ীতে তথাকথিত ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, পরে তাঁহারা মুক্ত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু আবার তাঁহাদের বঙ্গীয় অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

নওজোয়ান অফিসে পুলিস সভাপতি গ্রেপ্তার

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, স্থানীয় নওজোয়ান ভারত সভার সভাপতি শ্রীযুত গোবিন্দদাস ও উহার সম্পাদক শ্রীযুত মঙ্গলদাস যখন সভার অফিস ব্রাডলগ হলে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০৮ ধারানুসারে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। আরও একটি নোটীশ জারী করিয়া তাঁহাদিগকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ এ ও ১৫৩ এ ধারানুযায়ী কেন গ্রেপ্তার করা হইবে না, তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে বলা হইয়াছে।

গৃধ্রের বিমান আক্রমণ

বৈমানিক ডুগাল বিমানে আরোহণ করিয়া দিল্লী হইতে কানপুরে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে এক অতিকায় গৃধ্র বিমানের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করে। গৃধ্ররাজ সবেগে বিমান আক্রমণ করে। কিন্তু মিঃ ডুগাল আক্রান্ত হইয়াও বিমান চালাইতে থাকেন। পরিশেষে গৃধ্র বিমানের উপরে পড়িয়া দেহত্যাগ করে।

গান্ধীজীকে পশমী পোষাক উপহার

বোম্বাই হইতে প্রকাশ যে, গত ১৩ই আগষ্ট রাত্রিকালে ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠকে কংগ্রেসের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের একঘণ্টা পূর্ব্বে একটী প্রীতিপ্রদ ব্যাপার সংঘটিত হয়। লণ্ডনে অবস্থানকালে গান্ধীজীর ব্যবহারের জন্য আমেরিকা হইতে অধ্যাপক রেমণ্ড প্রেরিত একটি হাতে বোনা পশমী পোষাক লইয়া মিস গ্রিভিজ মণিভবনে আগমন করেন এবং তাহা গান্ধীজীকে উপহার দেন। অতীব আনন্দ-সহকারে পোষাকটি গ্রহণ করিয়া গান্ধীজী বলেন, যদি তিনি নিতান্তই লণ্ডনে গমন করেন তাহা হইলে তিনি উহা পরিধান করিবেন।

পাঠকের হয়ত স্মরণ থাকিতে পারে যে, আমেরিকাবাসীদের মধ্যে অধ্যাপক সর্ব্বপ্রথমে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। তিনিও গান্ধীজীকে স্বহস্তনির্ম্মিত লবণপূর্ণ সুন্দর গজদন্তনির্ম্মিত বাক্স প্রদান করেন।

বিহার গবর্ণরের দান

গোয়েন্দা বিভাগের সাব-ইন্‌স্পেক্টার রামনারায়ণ সিংহের সংসার প্রতিপালন জন্য বিহার উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট ১০০ বিঘা জমি দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তিনি পাটনা বোমা-বিভ্রাটে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত ব্যক্তির পিতা এই বলিয়া চীফ সেক্রেটারীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে যে, উল্লিখিত দান সংসার প্রতিপালন জন্য যথেষ্ট হইবে না।

টেলি— "শ্রীপ্রাচ্য" নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
এক কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা /৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪৪ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা ভাদ্র বৃহস্পতিবার, ১৩৩৮, ২০শে আগষ্ট ১৯৩১

পুলিসদল আক্রান্ত

আদালতে জজের সংজ্ঞা লোপ

এলাহাবাদে জন সভা

দীনেশগুপ্তের প্রশংসার অভিযোগ

কুম্ভীরের কবলে প্রাণত্যাগ

প্রবল বন্যায় সহস্র লোকের সর্ব্বনাশ

ভীষণ বন্যা

মাদ্রাজে তাড়ির দোকান নীলাম

কনেষ্টবল বরখাস্ত

বহরমপুরে জোড়া আত্মহত্যা

নানা কথা

পুলিসদল আক্রান্ত

গত ১৪ই আগষ্ট তারিখে রাত্রিতে ত্রিশ জন বিদ্রোহী থারাবডি হইতে প্রায় ৩২ মাইল দূরে ইরাবতী নদীর তীরে একদল প্রহরী পুলিসবাহিনীকে আক্রমণ করিয়াছিল। প্রায় একঘণ্টাকাল সংগ্রাম চলে। বিদ্রোহী দলের নেতা এবং অন্য লোক নিহত হয়, কিন্তু অবশেষে আর সকল বিদ্রোহী আহত বিদ্রোহীদিগকে লইয়া পলায়ন করে। পুলিসের দালান বিদ্রোহীরা পোড়াইয়া দেয়।

ঐ দিবস প্রাতে সৈনিকগণ থায়েটমিও জেলার মিন্ডনের উত্তরে এক পাহাড়ের উপর অবস্থিত বিদ্রোহীদের এক ছাউনী আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই বিদ্রোহীরা উহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। কেবল একটি স্বদেশী কামান তথায় পাওয়া গিয়াছে।

আর একদল সেনা কামাসহরের এক গ্রামে বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করতঃ ছয়জন বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করে ও বহু তীরধনু প্রাপ্ত হয়।

দীনেশ গুপ্তের প্রশংসার অভিযোগ

করিমগঞ্জ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেবকে গত ১৩ই আগষ্ট গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শ্রীহট্টের অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার গ্রেপ্তারের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ও ১১৭ ধারা অনুসারে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছিলেন। গত সুরমা-উপত্যকা-যুবক-সম্মিলনে দীনেশ গুপ্ত, বিনয় বসু প্রভৃতির আত্মত্যাগের প্রশংসাসূচক এক প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য তিনি ধৃত হইয়াছেন।

রাত্রিতে তাঁহাকে শ্রীহট্টে আনিয়া পুলিশ-হাজতে রাখা হয়। পরদিন তিনি বলেন যে, তাঁহাকে নিদ্রাহীন রজনী যাপন করিতে হইয়াছিল। কারণ ঘরটি মানুষের বাসোপযোগী নহে। ইহাতে কোন জানালা নাই। তাঁহাকে হাতে হাতকড়া এবং দড়ি দিয়া আদালতে হাজির করা হইয়াছিল।

উকীল শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস সুরেশ বাবুর জন্য জামীনের আবেদন করেন। কিন্তু অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। আগামী ২৯শে আগষ্ট তাঁহার মামলার শুনানী আরম্ভ হইবে।

আদালতে জজের সংজ্ঞা লোপ

১৭ই আগষ্ট পঞ্জাব লাটকে গুলী করার মামলার বিচার লাহোর দায়রা আদালতে হইতেছিল। দায়রা জজ মিঃ বাড়ন ওয়াকার আদালতে আসিয়া উপবেশন করিবার পর হঠাৎ সংজ্ঞা হারাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তিনি প্রথমে আসন হইতে অবতরণ করেন, তৎপরে পুনরায় লাফাইয়া আসনের উপরে যাইয়া পড়েন এবং চীৎকার করিতে থাকেন। তখনই ডাক্তার ডাকাইয়া তাহার চিকিৎসা করায় ১৫ মিনিট পরে তিনি পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করেন। তৎপরে তাঁহাকে খাসকামরায় লইয়া গিয়া বেলা ৩টা পর্য্যন্ত তাঁহার চিকিৎসা করা হয়। এই হেতু মামলার শুনানী স্থগিত হইয়া যায়।

এলাহাবাদে জনসভা

শ্রীযুত সুন্দরলালের সভাপতিত্বে গত ১৬ই আগষ্ট রাত্রিতে এলাহাবাদে একটি জনসভার অধিবেশন হয়। পণ্ডিত কেশবদেও মালব্যের প্রস্তাবানুসারে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে,—যে সকল কারণে গান্ধীজী লণ্ডন গমন ত্যাগ করিয়াছেন, সভা তাহা উপলব্ধি করিয়া কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

কুম্ভীরের কবলে প্রাণত্যাগ

খুলনা হইতে প্রকাশ যে, খরজুনায় ভীষণ বন্যার সময় একটি খাল পার হইবার কালীন বিপ্র শেখরের শিবদাস ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি কুম্ভীরের কবলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যে ব্যক্তি তাহার সঙ্গে ছিল সে কিছুক্ষণ পরে তাহার চাদরখানি ভাসিয়া উঠিতে দেখে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিস্বরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা।
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভক্তমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরি। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীশশিশেখর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র নাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—মহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগজ্জীবন দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধ্বানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভগবজ্জন্মিন্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নাট্যকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথানুজ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবকপ্রবর শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিস্বামী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবংশীধর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

আল্লাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনদগোরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিক্কণিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

গ্রামবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সগৌড়, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত চরণ অধিকারী, শ্রীযামিনি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসদাশিব, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভূতেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুয়াকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেওঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনমোহন, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু, কাবড়া

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোসাঁইভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরদকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি জন কল্পিনাথ, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরাঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) ব্রাহ্মণগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ব ২২ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ৩রা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২০ আগষ্ট ইং ১৯৩১ বৃহস্পতিবার ১৪৪৬ম সংখ্যা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটে বক্তৃতা

(৪)

অদৃষ্টবাদী বা কর্ম্মফলবাদী পুণ্যকর্ম্মফলে স্বর্গসুখ আর পাপকার্যাফলে নরক ভোগ করেন। সুতরাং পাপপুণ্যের অতীত রাজ্যের বিষয় কর্ম্মফলবাদীর বা পুরুষকারবাদীর ধারণার বহির্ভূত। ত্রিগুণান্তর্গত রাজ্যই তাদের বিচরণভূমিকা। সুতরাং বদ্ধজীবমাত্রই প্রাকৃত ভূমিকায় পরিক্রমা কর্‌তে কর্‌তে কখনও নিজ ক্ষুদ্র শক্তির দম্ভভরে পুরুষকারবাদী, কখনও বা কার্য্য-কারণের মূল অনুসন্ধানে অসমর্থতা-নিবন্ধন দৈব-বলের উপর নির্ভর ক'রে অদৃষ্টবাদী হ'য়ে পড়েন। কিন্তু তারা জানেন না যে, তারা কে? কিম্বা তাদের কর্ত্তব্য কি?

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥"

শুদ্ধসত্ত্বাত্মক জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। ত্রিগুণাতীত শুদ্ধসত্ত্ব-জীবের সেবা-ভূমিকায় কৃষ্ণদাস্য ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। তার স্বরূপটী জান্‌তে পার্‌লে জীব ভোগ-ভূমিকায় বিচরণ করার পরিবর্ত্তে সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত অবস্থায় সেবাভূমিকায় বিচরণ করতঃ স্বীয় অভীষ্টদেবের আরাধনায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকেন। শুদ্ধসত্ত্ব-জীব তখন আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলন ক'রে অপার আনন্দ লাভ করেন। স্বরূপ-ভ্রান্ত জীব ভোগভূমিকায় বিচরণ-ফলে নানা মতবাদ-গ্রাহগ্রস্ত। কিন্তু স্বরূপোপলব্ধ জীবের সেরূপ কোন কথা নাই। তিনি জানেন, সেবাভূমিকায় বা বৈকুণ্ঠ রাজ্যে অচিৎ বা চিদাভাসের অনুশীলন ব'লে কোন জিনিষ নাই। শোক-মোহ-ভয়াপহা ভক্তিদেবীর আনুগত্যে আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনই তথায় নিত্য চিৎকণ জীববৃন্দের নিত্য চিদ্‌বৃত্তি।

শরণাপত্তি হ'লেই জীবের আত্মনিবেদন হয়। আত্মনিবেদন সুষ্ঠুভাবে হ'লেই জীবের নামাশ্রয় হয়। নামাশ্রিত জীব রোচমানাবৃত্তি অবলম্বনে অনুক্ষণ কৃষ্ণানুশীলন করেন। তিনি সুখে থাকেন বা দুঃখে থাকেন, দীন অকিঞ্চনভাবে ভক্তি-অনুকূল বিষয় স্বীকার ও ভক্তি প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন করেন। সর্ব্বজীবে দয়া প্রকাশে কৃষ্ণের সংসারে তিনি নিত্য কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণই রক্ষক, কৃষ্ণই পালক-জ্ঞানে কৃষ্ণ-প্রীতিবাঞ্ছামূলে তাঁহার সমস্ত প্রয়াস। কৃষ্ণ-ইচ্ছামতই তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় চালনা। কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে তাঁর ভোগত্যাগ। তিনি সাধুসঙ্গে সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতরস আস্বাদনে সর্ব্বদা ব্যস্ত। নিখিল অবস্থাতেই কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা। ভাগবতস্বরূপে কায়-মনোবাক্যে তিনি কৃষ্ণসেবারত। সুতরাং তিনি কর্ম্মফলবাধ্য হন না। জীব যতদিন কর্ম্মভূমিকায় অবস্থান কর্‌বে, ততদিন তার অদৃষ্টজনিত সুখদুঃখভোগ ঘুচ্‌বে না। কিন্তু কৃষ্ণদাস্য বরণ কর্‌তে পার্‌লেই ভগবান্ তাহার যাবতীয় কর্ম্ম বিনাশ ক'রে দিবেন।

যথা ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মস্তুতি—

যস্ত্বিন্দ্রগোপ মথবেন্দ্র মহো স্বকর্ম্ম
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

'ইন্দ্রগোপ' নামক ক্ষুদ্র কীটই হউন বা দেবতাদিগের ইন্দ্রই হউন, কর্ম্মমার্গি-জীবদিগকে যিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাহাদের স্ব-স্ব-কর্ম্মবন্ধানুরূপ ফলভাজন করিতেছেন, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভক্তিমানদিগের কর্ম্মসকল সমূলে দহন করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্রীগুরুসেবা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই উপদেশটী পাওয়া যায়—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মসেবা-দ্বারাই মায়াজাল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবার অধিকার লাভ হয়। সুতরাং শ্রীগুরুসেবা বাদ দিয়া কখনও আমরা নিত্য-মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারি না; কি করিলে আমাদের সুবিধা হইবে, তাহা শ্রীগুরুদেবই জানেন। অতএব আমাদের এই বিচার হওয় উচিত,—

"তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ্,
নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥"

শ্রীগুরুসেবা করিতে আসিয়া অনেক সময় আমরা কামের সেবা করিয়া বসি—আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া স্বেচ্ছানুরূপ সেবা চাহিয়া লই অর্থাৎ আনুগত্য ছাড়িয়া কেবল খেয়ালের তৃপ্তি করি।

কখন কখনও আমরা মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া এই বিচার করি—"কিছু বিদ্যা অর্জ্জন না করিলে সুবিধা হইবে না। কারণ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া তাহার মর্ম্ম বুঝিতে হইলে কিছু লেখাপড়া জানা আবশ্যক। অতএব যেখানে থাকিলে পড়াশুনার সুবিধা হইবে, আমি সেই মঠে থাকিব এবং যে সেবাকার্য্য করিলে আমার পড়াশুনার বিঘ্ন হইবে না, কেবল সেই কার্য্য ছাড়া অন্য কিছুই করিব না।"

যখন বিশেষ দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের হৃদয়ে পূর্ব্বোক্ত বিচার উপস্থিত হয়, তখন মহাজনের নিম্নলিখিত উপদেশগুলি আলোচনা করিলে সুবিধা হইতে পারে—

"জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা॥"

(—শরণাগতি)

"মনরে কেন কর বিদ্যার গৌরব;
স্মৃতি শাস্ত্র ব্যাকরণ, নানা ভাষা আলোচন,
বৃদ্ধি করে যশের সৌরভ॥
কিন্তু দেখ চিন্তা করি' যদি না ভজিলে হরি,
বিদ্যা তব কেবল রৌরব।
কৃষ্ণপ্রতি অনুরাগ, সেই বীজে জন্মে ভক্তি,
বিদ্যা হইতে তাহা অসম্ভব॥
বিদ্যার মার্জ্জন তার, কভু কভু অপকার,
জগতেতে করি অনুভব।
যে বিদ্যার আলোচনে, কৃষ্ণভক্তি স্ফুরে মনে,
তাহারি আদর যান সব।
ভক্তি বাধা যাহা হতে, সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব।"

(—কল্যাণকল্পতরু)

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

শ্রীগুরুদেব—অন্তর্য্যামী। তিনি আমার যোগ্যতানুসারে সেবাভার প্রদান করিয়া আমার চিত্তশুদ্ধির যত্ন করিতেছেন। সুতরাং শ্রীগুরুদেব-নির্দ্দিষ্ট সেবাকার্য্যে প্রীতিপূর্ব্বক সতত নিযুক্ত থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা সুলভ হইবে।

শ্রীগুরুদেব ও আমি

(ভক্তিরত্ন শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য)

(২)

আমি স্ব-পর-ভেদবুদ্ধিতে ব্যস্ত, শ্রীগুরুদেব বসুধার জীবমাত্রকেই আত্মীয় বোধ করিয়া সকলের প্রতি সমদর্শী। আমি আমার বদ্ধ ধারণা লইয়া কূপমণ্ডূপের ন্যায় যখন খুব বুঝদার সাজি, তখন শ্রীগুরুদেব তাঁহার ঐকান্তিক নিজ্জনের বৈভব আমার নিকট প্রকাশ করিয়া আমার বুদ্ধির অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করেন।

আমি যখন গৃহের প্রতি অত্যন্ত মমতা যুক্ত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম একেবারে ভুলিয়া যাই, তখন শ্রীগুরুদেব উৎসবাদির আয়োজন করিয়া বিশ্ববাসীকে আহ্বান করেন এবং আমাকেও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করত হরিজন-সঙ্গ দান করেন।

আমি গৃহব্রত, শ্রীগুরুদেব সকলকে বাস্তব গৃহস্থ হইবার জন্য সতত উপদেশ প্রদান করেন। আমি অসৎসঙ্গে থাকিয়া আত্মঘাতী হওয়ার জন্য প্রস্তুত, শ্রীগুরুদেব আমাকে সাধুসঙ্গ দান করিয়া আত্মকল্যাণের পথে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছেন।

আমি ষড়রিপুর বশীভূত হইয়া মহানর্থ-সাগরে নিমজ্জিত, আর শ্রীগুরুদেব,—

"কাম কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে,
লোভ সাধু সঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণগানে
নিযুক্ত করিবে যথা তথা॥"

—এই উপদেশ-দানে রিপুবর্গকে পরম মিত্র করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।

আমি গুরুপাদাশ্রয় প্রয়োজন বোধ করি না জানিয়া শ্রীগুরুদেব স্বয়ং মুক্তকুল-চূড়ামণি হইয়াও বদ্ধাভিনয়ে শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া আমাকে গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজন শিক্ষা দিতেছেন। আমি বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি করি জানিয়া শ্রীগুরুদেব—"কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার। যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার॥ কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়, যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥"—বাণীর জীবন্ত আদর্শ স্বয়ং আচরণ দ্বারা প্রচার করিতেছেন। আমি বৈষ্ণবের পদজল, পদধূলি ও ভুক্তাবশেষ গ্রহণে বিমুখ বলিয়া শ্রীগুরুদেব,—"ভক্ত পদধূলি আর ভক্তপদ জল, ভক্তভুক্তশেষ এই তিন সাধনের বল। বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মম স্নানকেলি, তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মননিষ্ঠ, বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস॥ বৈষ্ণবের পদজল, প্রেমভক্তি দিতে বল, আর কেহ নহে বলবন্ত। বৈষ্ণব চরণ-রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু, আর নাহি ভূষণের অন্ত॥ তীর্থ জল পবিত্রগুণে, লিখিয়াছে পুরাণে, এসব ভক্তির প্রবঞ্চন। বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এই সব, যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥ ইত্যাদি বাণীসকল পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিয়া আমার বিমুখ বুদ্ধিকে উন্মুখ করিবার নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টা করিতেছেন।

নীলাচলে শ্রীরথাগ্রে নৃত্য

(শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী)

(২)

ভক্তবৎসল শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি ভক্ত-মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য স্বীয় শ্রীহস্তে ভক্তগণকে প্রসাদী মালাচন্দন পরাইয়া দিলেন। পরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ভগবানের করুণা-সিক্ত শ্রীকর স্পর্শে অপ্রাকৃতপুলকে পুলকান্বিত হইলেন। শ্রীরথাগ্রে নর্ত্তনলীলার প্রধান পরিকর শ্রীস্বরূপ ও শ্রীবাস পণ্ডিত সহ সমুদয় কীর্ত্তনীয়া-গোষ্ঠীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বহস্তে মাল্যচন্দন পরাইয়া দিলেন।

কীর্ত্তনকারিগণকে সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর মহানর্ত্তন ও কীর্ত্তনানন্দে শ্রীনীলাচল ক্ষেত্র প্রেমবন্যায় প্লাবিত করিয়াছিলেন। সাত সম্প্রদায়ে চতুর্দ্দশ মৃদঙ্গ ও অসংখ্য করতাল। শ্রীরথাগ্রে চারি সম্প্রদায়, দুই পার্শ্বে দুই সম্প্রদায়, পশ্চাতে এক সম্প্রদায়। প্রথম সম্প্রদায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর প্রভুর আনুগত্যে, দ্বিতীয়ে শ্রীবাস পণ্ডিত, তৃতীয়ে মুকুন্দ, চতুর্থে গোবিন্দ ঘোষ, পঞ্চমে কুলীনগ্রামবাসী রামানন্দ, সত্যরাজ প্রভৃতি, ষষ্ঠে অচ্যুতানন্দ, সপ্তমে খণ্ডবাসীগণের আনুগত্যে বহুভক্তকে শ্রীমন্মহাপ্রভু সাত সম্প্রদায়ে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া মহা সংকীর্ত্তনানন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে—

"সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি হইল বৈষ্ণব পাগল॥
বৈষ্ণবের মেঘ ঘটায় হইল বাদল।
কীর্ত্তনানন্দে সব বর্ষে নেত্রজল॥
ত্রিভুবন ভরি' উঠে কীর্ত্তনের ধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি॥
সাত ঠাঞি বুলে প্রভু 'হরি' 'হরি' বলি।
'জয় জগন্নাথ' বলেন হস্তযুগ তুলি'॥"

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্য মঠ

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

(ভাঃ ৫।১৮।১২)

হরিভক্তের হৃদয় কৃষ্ণগুণগণধাম। অভক্তহৃদয় সর্ব্বদাই স্বপ্নমনোরথের ন্যায় অসদ্বিষয়ে প্রধাবিত। তাহার মহদ্‌গুণ কোথায়?

শ্রীচৈতন্যমঠে পরবিদ্যাপীঠ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ স্থাপিত। এস্থানের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য আছে। তাহা তথাকথিত অপরা বিদ্যা নহে।

"তাহারে সে বলি বিদ্যা, মন্ত্র, অধ্যয়ন।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যাহা স্থির করে মন॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥"

বিদ্যা—ভাগবতাদি। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের শাব্দিক অবতাররূপে শ্রীগ্রন্থ-বিগ্রহ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। শ্রীচৈতন্য মঠাশ্রিত জনগণ এই গ্রন্থরূপী শ্রীভগবানের নিত্য উপাসক। পরবিদ্যাপীঠ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের মূল উদ্দেশ্য—ভাগবত জীবন লাভ করিয়া গ্রন্থ-ভাগবত আলোচনায় কৃষ্ণারাধনা। কর্ম্মীর বিদ্যানুশীলন অবিদ্যাবিজৃম্ভিত, আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণমূলে স্বার্থপরতাময় পূতিগন্ধযুক্ত। জ্ঞানীর নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানমূলে যে জ্ঞানালোচনা, তাহার পরিণাম চেতনের বিলোপ-সাধন ব্যতীত আর কিছুই নহে। "জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে। বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, কৃষ্ণভক্তি বিনে।" সুতরাং কর্ম্ম ও জ্ঞান মায়াধীন দেহমনের ভোগ বা ত্যাগ-প্রবৃত্তি। ত্রিবর্গসাধনমূলে কর্ম্মীর প্রাপ্য—ইহামুত্র ভোগসুখ। শমদমাদি কৃচ্ছ্র সাধনমূলে জ্ঞানীর প্রাপ্য—ব্রহ্মসাযুজ্য-রূপ আত্মবিনাশ। কর্ম্মী প্রকাশ্য ভোগী, জ্ঞানী প্রচ্ছন্নভোগী হইয়া আত্মঘাতী। সুতরাং কর্ম্মী ও জ্ঞানী বিমুখ-মোহিনী মহামায়ার ক্রীড়াপুত্তলী। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিতগণ মায়াবশকারী কৃষ্ণের সেবোন্মুখ। সেবা-ভূমিকায় মুকুন্দপ্রেষ্ঠের আনুগত্যে হ্লাদিনী—সম্বিদাশ্লিষ্ট সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীমুকুন্দদেবের নিত্যসেবক। এই চিল্লীলা মিথুনাভিন্ন শ্রীচৈতন্যের লীলাভূমিতে অচৈতন্য-সেবী কর্ম্মী বা জ্ঞানীর প্রাপ্য বুভুক্ষা বা মুমুক্ষারূপ মলযুক্ত কোন হেয় আকাঙ্ক্ষা নাই। আছে কেবল নিরবচ্ছিন্ন বিমল প্রেমানন্দ—আছে কেবল ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের নিত্য নব নবায়মান সেবামৃতরসোৎস।

যৎকিঞ্চিৎ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪৩ সংখ্যার পর)

যেমন—"বাংলা মায়ের শ্যামল ক্ষেতে ধানের চাষ খুবই ভালহয়; ধানের সোনার 'শীষে'র উপর দিয়া যখন বাতাস বহিয়া যায়— তখন মাঠের সবুজ মখমল ও ধানের সোনালী আভা মিশিয়া যেন এক স্বপ্ন-লোকের সৃষ্টি করে। এখন পাটের দর মন্দা পড়াতে, কৃষকদের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়াছে; পাটের ব্যবসায়ে এখন আর লাভ নাই, কতক দিবস কিন্তু খুবই লাভ হইয়াছিল; চট্টগ্রামে লঙ্কামরিচের কারবার ভাল চলে। মুর্শিদাবাদের খাগড়ার দিকে, ভাল কাঁসার বাসন তৈয়ার হইয়া নানা দেশে চালান যায়, ঢাকার 'ডেমরা' অঞ্চলে এখনও সূক্ষ্মবস্ত্রের কারবার আছে" ইত্যাদি ইত্যাদি কথা হইতেছিল। ইতোমধ্যে আবার জাতির কথাও উঠিল; বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় বড় দেখা যায়না, মনে হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, এই তিন বর্ণেরই আধিপত্য। এইরূপ নানা আলোচনার মধ্যে বালকেরা যেকয়টী "সারকথা" বলিয়াছিল, তাহা আজ পর্য্যন্তও ভুলি নাই। বালক দুটীর একটীর নাম অমল ও অপরটীর নাম সুনির্ম্মল। সুনির্ম্মল বলিল,—"ভাই অমল, ব্যবসায়ের কথা আর যা'ই বল, এখন কোন ব্যবসায়েই তেমন লাভ নাই বলিয়া শুন্‌ছি; আমাদের স্কুলে সেদিন .... বাবু বক্তৃতাতে ব্যবসায়ের লাভ লোকসানের কথা অনেক বল্লেন। আমি কিন্তু খুব সোজা কতকগুলি ব্যবসা লক্ষ্য ক'রেছি। আমাদের এ'দেশে ত এগুলির খুবই প্রচলন; তবে যে 'বাংলার ভূগোলে' কেন লিখেনি তাই ভাব্‌ছি। ইতিহাসে এত কথা রয়েছে, কই ইতিহাসেও তো এসব লেখে নাই। আমি যখন এম, এ, পাশ ক'রে মেজদার মত বড় প্রফেসর হব, তখন অবিশ্যি বঙ্গদেশের একটা ভূগোল লিখে তা'তে এই সহজ ব্যবসাগুলির কথা উল্লেখ কর্‌বো, তা' হ'লে জানবার মত কথাগুলি জেনে অনেকের লাভ হবে।" অমল—"আরে তুই যে কেবল বাজেই বক্‌ছিস—বলই না শুনি, সেই সোজা কারবারের কথাটা;"

সুনির্ম্মল—আচ্ছা, তোর বুদ্ধি সম্বন্ধে ত' বেশ সার্টিফিকেট আছে, তুই চিন্তা ক'রে বের্ কর্ দেখি—সে'টা কি বিষয়। লোকে ত ধাঁধাঁর ও উত্তর দেয়।" অমল—"আমার ত' তেমন কোন কিছু মনে আস্‌ছে না, তবে আখ্‌ড়ার 'বৈরাগী' গুলি ও আশ্রম ইত্যাদির 'বাবা ঠাকুর' 'মা ঠাকুরাণী' গুলির কথা মনে পড়্‌ছে। তা'দের প্রতি লোকের যেরকম ভক্তি দেখ্‌তে পাই! তাদের ভুঁড়ির যেরকম বহর!"

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্‌মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৷৵০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৯০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সমন্বিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিকরঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালায় কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীধার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য-প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

জৈবধর্ম

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্ম্মবিষয়ক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। আবার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত; এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর [illegible]

প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের সারবত্তীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আশয়সহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⁄১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত; নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী পদসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ⁄০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ⁄ আনা মাত্র

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ⁄০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসনে দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। সাতসি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, দাসাদের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অমূল্য করে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রমুখ বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিবৃত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিবৃত সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিশদভাবে সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গান্ধী আশ্রমের কর্ম্মী দণ্ডিত

১৫ই আগষ্ট খুলনা-ষ্টেশনে তিন ব্যক্তি রেললাইন অতিক্রম করিবার সময় হঠাৎ একখানা এঞ্জিনে তাহারা চাপা পড়ে, ফলে দুই জনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। ঘটনার কিছুকাল পরে তৃতীয় ব্যক্তিও মারা যায়। প্রকাশ, এই তিন ব্যক্তিই সহরের বিভিন্নস্থানে পাখা-টানার কাজ করিত এবং তাহারা তাহাদের কাজে যোগদান-উদ্দেশ্যেই যাইতেছিল।

ভীষণ বন্যা

কুড়িগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত চিলমারী ও রৌমারী থানার অধীন গ্রামসমূহে ভীষণ বন্যার ফলে জনসাধারণের অতিশয় দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ বাঁশের মাচা করিয়া গঙ্গার উপর বাস করিতেছে। হাজার হাজার লোক অনশনে রহিয়াছে। এই সকল গ্রামের মধ্যে ক্ষুধার্ত্ত শিশুদের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শুনা যায়। চিলমারী বাজার হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীরে দাঁড়াইলে তুরা ও গারো পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত কেবল অনন্ত জলরাশি দৃষ্টিগোচর হয়।

অর্থাভাবে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটী তেমনভাবে সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। ফলে জনসাধারণ অনশনে মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে।

লাইন অতিক্রম করার সময় তিন জনের এঞ্জিন চাপায় মৃত্যু

১৫ই আগষ্ট নারেলার গান্ধী-সেবা-আশ্রমের কর্ম্মী ডাঃ রামকৃষ্ণের প্রতি ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারানুযায়ী একবৎসর সদ্ভাবে থাকিবার এবং ৫০০৲ শত টাকার দুইটী জামিন মুচলেকা দেবার জন্য অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইসার কর্ত্তৃক আদেশ দেওয়া হয়

ডাঃ রামকৃষ্ণ জামিন মুচলেকা দিতে অস্বীকৃত হন। সেইজন্য তাঁহার প্রতি একবৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। তাঁহাকে "বি" শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে।

কনেষ্টবল বরখাস্ত

হরিপাল (হুগলী) থানায় চৌকীদারদিগকে সপ্তাহে দুইদিবস হাজিরা দিয়া যাইতে হয়। হিন্দুস্থানী কনষ্টেবলেরা ঐদিন চৌকীদারদের দিয়া থানার চতুর্দ্দিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করান প্রভৃতি কার্য্য করাইয়া লইয়া থাকে। বিগত সপ্তাহে একজন কনষ্টেবলের সহিত ঈষত্ চৌকিদারদের ঐরূপ কোন কার্য্য লইয়া বচসা হয়। পরে কনষ্টেবলটি ইতর ভাষায় উহাদিগকে গালাগালি করিলে সমস্ত চৌকিদার রাগিয়া উঠিয়া লাঠি লইয়া তাহাকে মারিবার উপক্রম করে এবং শেষে সমস্ত চৌকিদার চাকুরীতে জবাব প্রদান করে। থানার উচ্চ কর্ম্মচারীরা ঘটনাটি পুলিশ সাহেবের গোচরীভূত করিলে তিনি অনুসন্ধানে আসেন এবং উক্ত কনষ্টেবলকে বরখাস্ত করিয়া চৌকিদারদিগকে শান্ত করেন।

কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে সভা

যতীন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির উদ্যোগে ও শ্রীযুত বসন্তকুমার মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে রবিবার ১৬ই আগষ্ট কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারের বন্যা প্রপীড়িতদের সাহায্যের জন্য এক বিরাট জনসভার অধিবেশনে শ্রীযুত কালীপদ মুখোপাধ্যায়, স্বামী জ্ঞানানন্দ, শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দে প্রভৃতি বন্যাপীড়িতদের শোচনীয় অবস্থা ব্যক্ত করেন ও জনসাধারণের নিকট সাহায্যের আবেদন করেন। সভায় শ্রীযুত শশাঙ্কমোহন পাল, উপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্তা বীণাপাণি পাল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। একটী জাতীয় সঙ্গীত হইবার পর বিপুল "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির মধ্যে অধিকরাত্রে সভাভঙ্গ হয়।

বহরমপুরে জোড়া আত্মহত্যা

বহরমপুর হইতে প্রকাশ যে, গত ৯ই আগষ্ট বৈকাল ৫ ঘটিকায় খাগড়া বাজারের বারবণিতা যোগমায়া গাত্রে কেরোসিন সিক্ত করিয়া অগ্নিসংযোগে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা করে। নিকটবর্ত্তী লোকগণ অগ্নি নির্ব্বাপন করে। মহারাণী-স্বর্ণময়ী-সমিতির সেবা-বিভাগের সভ্যগণ সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেন। ঐদিন রাত্রিতে তাহার মৃত্যু হয়।

কয়েকদিন হইল ই, আই, আর-এর খাগড়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী লাইনের উপরে একটী রমণী কাটা গিয়াছে। প্রকাশ, সেও আত্মহত্যা করিয়াছে।

মাদ্রাজে তাড়ির দোকান নীলাম

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ যে, ১৫ই আগষ্ট কালেক্টরের অফিসে তাড়ির দোকান নীলাম হইয়াছে। স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মীরা তথায় যাইয়া পিকেটিং করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি ভক্তবৎসলম্, রুক্ম আম্মাল ও কতিপয় মহিলা এই পিকেটিংএ যোগদান করেন। নীলামে সরকারের আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে। গত বৎসর এতদপেক্ষা অনেক বেশী টাকায় নীলাম হইয়াছিল। প্রায় সকল দোকানগুলিই নীলাম হইয়াছে।

পদব্রজে ভারত ভ্রমণ

২৪ পরগণা ভাটপাড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য ১৯৩০ সালের ৩রা ডিসেম্বর পদব্রজে ভারতভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তিনি গত ১১ই আগষ্ট "শিব সমুদ্রম্" হইয়া মহীশূর রাজ্যে ব্যাঙ্গালোরে পৌছেন। এই "শিব-সমুদ্রম্" পৃথিবীর অন্যতম প্রসিদ্ধ জলপ্রপাত।

বর্দ্ধমানে ইলেকট্রিক-কর্পোরেশন ভীষণ বন্যা

আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হইতে বর্দ্ধমান সহরে একটী ইলেকট্রিক কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিজলী আলো জ্বালিবার পর মিউনিসিপ্যালিটীর অধীনস্থ কর্পোরেশন হইবার পূর্ব্বে সহরে অত্যন্ত চুরি ডাকাতির উপদ্রব ছিল। এখন বিজলী-আলোকিত রাজপথে লোকে নির্ভয়ে গমনাগমন করে। ইহাতে ব্যবসা বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে সহরের যে প্রধান বাজার তাহা সন্ধ্যার কিছুপরেই প্রায় বন্ধ হইয়া যাইত। এখন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সহরে ক্রয় বিক্রয় চলে।

লক্ষ্ণৌয়ে অধিবেশন

১৬ই আগষ্ট যুক্ত-প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনের অধিবেশনে কানপুরের শ্রীযুক্ত হরিহরনাথ শাস্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্মেলন-মণ্ডপ রক্তপতাকা এবং বিপ্লবাত্মক বাক্য-সম্বলিত পোষ্টার সমূহ সজ্জিত করা হইয়াছিল। ইহাতে প্রায় আড়াই হাজার লোক যোগদান করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে অধিকাংশই স্থানীয় রেলওয়ে শ্রমিক। কানপুর, মোরাদাবাদ, গোরক্ষপুর বেরেলী ও অন্যান্য ষ্টেশন হইতেও কয়েক জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি কালাকরের কমার ব্রজেশ সিং ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

পরে মূল-সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিহরনাথ শাস্ত্রী তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। ভাবী স্বরাজগবর্ণমেণ্টের শ্রমিকদের অধিকার ঘোষণার জন্য তিনি কংগ্রেসকে অভিনন্দিত করেন। অতঃপর তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে ভারতের পক্ষে শক্তিশালী শ্রমিকসঙ্ঘ সংগঠন করাই প্রধান কর্ত্তব্য। একতার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, কেননা আসন্ন নিখিল ভারত রেলধর্ম্মঘটের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন-আন্দোলনে যাঁহারা কোনপ্রকারে উৎসাহী আছেন, তাঁহাদিগকে একত্রে কার্য্য করিতে হইবে। মিঃ বেঙ্গ রায়ের গ্রেপ্তারের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে মিঃ রায় শ্রমিকদের জন্য প্রভূত উন্নতিকর কার্য্য করিয়াছেন।

বাঁকা নদীতে বন্যা

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশ যে, ভাল বর্ষা না হইলেও বাঁকানদীতে মাঝে মাঝে বান আসিতেছে। বাঁকা দামোদরনদী হইতে বাহির হওয়ায় দামোদরে বন্যা আসিলেই বাঁকা ভাসিয়া যায়। বাঁকার ঘন ঘন বান ডাকিলে সর্পাদির উপদ্রব হয়। এবার সর্পের অত্যন্ত উপদ্রব এবং কয়েকজন সর্পাঘাতে মারাও গিয়াছে।

প্রোমের রাজা অন্তর্দ্ধান

প্রোমের রাজা তিব্বত হইতে পলায়ন করিয়া সাদিয়াতে ছিলেন। সম্প্রতি তিনি সেখান হইতে পলায়ন করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সাতবৎসর পূর্ব্বে প্রোমে যখন একটা বিদ্রোহ হয়, তখন তিনি মুচলেকা দেন যে, স্থানীয় সরকারের আদেশ ব্যতিরেকে তিনি তিব্বত বা ভুটানে প্রবেশ করিবেন না।

"আসাম রাইফেল" সৈনিকের একটি দল তাঁহাকে আটকাইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রাজা নিজাম ঘাটে সীমানা পার হইয়া গিয়াছিলেন।

গত ১৮ মাস ধরিয়া তিনি সাদিয়াতে রাজবন্দীরূপে ছিলেন।

প্রবল বন্যায় সহস্র লোকের সর্ব্বনাশ

হ্যাংকো হইতে প্রকাশ যে, ইয়াংসি নদীতে বন্যার জল আরও ছয় ইঞ্চি বাড়িয়াছে। এত বড় বন্যা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। চারিদিকে হাহাকার। যে যেখানে পাইতেছে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইতেছে। নৌকার অভাব, শবাধারকে নৌকারূপে ব্যবহার করিয়া প্রাণের দায়ে লোক ছুটিতেছে। ভগবানের কি অভিশাপ। একেতো বন্যায় দেশঘর ভাসিয়া গিয়াছে, কত শত লোকের কত সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার উপর আবার আগুন। আগুন লাগিয়া সহস্র সহস্র লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে। উপরে আগুন, নীচে জল, লোকে দাঁড়ায় কোথা?

টেলি— শ্রীধাম
নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪৫ তমসংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৪ঠা ভাদ্র শুক্রবার, ১৩৩৮, ২১শে আগষ্ট ১৯৩১

আসামীশূন্য আদালত

নূতন উদ্যমে বোম্বাইয়ে পিকেটিং

বড়লাটের সম্বর্দ্ধনা

কানপুরে বোমা প্রাপ্তির জের

মিশনারীর অর্থদণ্ড

ডাকাতের জন্য পুরস্কার ঘোষণা

আসামীর প্রায়োপবেশন

শুকদেবরাজের অনশন ত্যাগ

আসাম বেঙ্গল রেলপথ

বন্যায় সাহায্যের ব্যবস্থা

নানা কথা

আসামীশূন্য আদালত

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, ১৭ই আগষ্ট প্রাতে ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আরম্ভ হইবার কথা ছিল, কিন্তু স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের আদালতে কেহই উপস্থিত হয় নাই। আসামীপক্ষের ব্যবহারাজীবীগণ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর জেলে আবদ্ধ আসামীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান এবং তাঁহারা আসামীদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া জেলকর্ত্তৃপক্ষ ও আসামীদের মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, তাহা দূর করিতে সমর্থ হন এবং আসামীগণকে প্রায়োপবেশন ত্যাগ করিতে সম্মত করান। ফলে সুখদেব রাজ এবং জগৎরাম প্রমুখ সকল আসামীই প্রায়োপবেশন ত্যাগ করিয়া আহার গ্রহণ করিতেছেন। জগৎরাম অত্যন্ত দুর্ব্বল।

নূতন উদ্যমে বোম্বাইয়ে পিকেটিং

মদ্য বর্জ্জনের দিকে বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্য খুব জোরে চালান হইতেছে। সহরের প্রত্যেক মদের দোকানে পিকেটিং করা হইবে। তাহার পর মদ্যপানের কুফলের বিষয় প্রচার করিবার পুস্তিকাদি বাহির করা ও ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা দেওয়া হইতেছে।

বড়লাটের সম্বর্দ্ধনা

বড়লাট ও লেডী উইলিংডন ১৮ই আগষ্ট মধ্যাহ্ন ১২টার সময়ে রাঁচি আসিয়াছেন। রাস্তায় সর্ব্বত্র তোরণাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং স্থানীয় অনার্য্যরা ও ছাত্ররা পতাকা লইয়া তাঁহার সমোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে। লাট প্রাসাদে স্কাউটরা তাঁহাদের প্রতি অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। অতঃপর বড়লাট সার গনেশদত্ত সিংহ ও সার জেমস সিফটনের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন। লর্ড আরউইনের স্মৃতি উপলক্ষে রাজা বলদেও দাস বিরলা যে হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছেন। লেডী উইলিংডন ঐ হাসপাতাল পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

আসাম বেঙ্গল রেলপথ

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ যে, আসাম বেঙ্গল রেল পথের টাঙ্গী শাখার গত ১৭ই আগষ্ট হইতে বরাবর গাড়ী চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। সেই দিবস রাত্রি হইতেই ভৈরববাজার এবং নারায়ণগঞ্জের মধ্যে ২২নং ডাউন এবং ২৫নং আপ গাড়ী যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আরও কর্ম্মী গ্রেপ্তার

গত ১৩ই আগষ্ট ভাঙ্গবাই ষ্টেশনে শ্রীহট্টের বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী ও শ্রমিক নেতা শ্রীযুত দ্বারকানাথ গোস্বামী দণ্ডবিধির ৩০২ ও ১০৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হন। প্রকাশ, মৌলবীবাজার যুবসম্মিলনে শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র দেবের দীনেশগুপ্ত প্রভৃতির ত্যাগের প্রশংসাসূচক প্রস্তাব দ্বারকাবাবু সমর্থন করেন। দ্বারকা বাবুকে মৌলবীবাজারে লইয়া যাইয়া হাজতে রাখা হইয়াছে।

উপাসনারত রইস নিহত

মুলতান হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুত খিলানরাম ভাটেজা নামক ভাওয়ালপুর রাজ্যের জনৈক ধনী রইস তাঁহার বাড়ীতে উপাসনা করিবারকালে নিহত হইয়াছেন। আততায়ী হঠাৎ কুঠার দ্বারা তাঁহাকে গুরুতররূপে জখম করায় তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। এই ব্যক্তিকে তখনই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গ জমীদার সমিতির এক প্রতিনিধিমণ্ডলী ১৪ই আগষ্ট গভর্ণমেণ্ট হাউসে রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাঙ্গালার গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং গবর্ণরের নিকট বলেন যে, ক্রমাগত পাটের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় এবং বন্যার ফলে শস্য ও গবাদির ক্ষতি হওয়ায় জমীদার সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য অগ্রসর না হন, তাহা হইলে এই বিরাট সম্প্রদায়ের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

গভর্ণর তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া যথাসম্ভব প্রতিকারের আশ্বাস দিয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীতে কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরাদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীমহেশ্বর, শ্রীপাদ নীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়াদ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি. বি. ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমধ্বানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভবরঞ্জন দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম দাসকোবিদ, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীমাধব দাস অধিকারী, সেবকপ্রবর শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

এলাহাবাদ, প্রয়াগ ষ্টেট, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জাহ্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনৃসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীগৌরকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপদ্মেশ্বরী প্রসাদজী।

সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসদাশিব, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীপঞ্চানন ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঝুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবশর্ম্মা।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বহু পুরাতন শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীনাথ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরজাক্ষ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণজন

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিজস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীমদনগোপাল পাট

কাটানপুর, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ } ২৩ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ৪ঠা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২১ আগষ্ট ইং ১৯৩১ শুক্রবার } ১৪৫তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১০ই আগষ্ট সোমবার দিবস বাসুদেবপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত হৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী এবং উক্ত গ্রামের জমিদার ও ডাক্তার শ্রীযুত পুলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, মহোদয়দ্বয় চিরুলিয়া শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে গমন পূর্ব্বক তথাকার ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ লোকনাথজীর নিকট 'মানবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে' প্রশ্ন করেন। ব্রহ্মচারীজী তাঁহাদের প্রশ্নের সুষ্ঠুভাবে উত্তর প্রদান পূর্ব্বক কৃষ্ণভজনই যে জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে কীর্ত্তন করিলে আগন্তুকদ্বয় বিশেষ প্রীতি লাভ করেন।

মান্দ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ 'দি হিন্দু' পত্রের ২৭।৭।৩১ তারিখের সংখ্যায় মান্দ্রাজ-গৌড়ীয় মঠের স্বামিজিগণ কর্ত্তৃক ভূমির অধিকার গ্রহণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে,—

Madras, July 27. 7. 31.

The Swamijis of Sri Gaudiya Math, North Gopalpuram, celebrated yesterday evening, the occasion of taking possession on behalf of the Math, of the land gifted to the Math, by Mr. Ramchandram I. C. S. son of the late Sir T. Sadasiva Aiyar. The land is the north-eastern portion of the compound of "Moryalaya", Lady Sadasiva Aiyar's residence, and is about six grounds in extent. The swamijis entered it leading a bhajan party. Swami B. H. Bon Maharaj explained the objects of the Math and stated that they intended erecting a hall soon on the site and call it "Sri Krishna Hall" in pursuance of the wish of Sir T. Sadasiva Aiyar. For the erection of hall and Math buildings they required more land and so they were already purchasing the adjoining 6 grounds on the we-t, making in all 12 grounds. After Nagar Kirtan party and distribution of prasadams the gathering broke up.

অনুবাদ। মান্দ্রাজ, ২৭শে জুলাই ১৯৩১ নর্থ গোপালপুরম্, শ্রীগৌড়ীয় মঠের স্বামিজিগণ গতকল্য সন্ধ্যায় মঠের পক্ষ হইতে পরলোকগত সার টী, সদাশিব আয়ারের পুত্র মিঃ রামচন্দ্রম্, আই, সি, এস কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভূমির অধিকার-গ্রহণ-কার্য্য মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। লেডি সদাশিব আয়ারের "মোরালয়" নামক বাস-ভবনের উত্তর-পূর্ব্ব অংশে এই ভূমি অবস্থিত এবং পরিমাণে প্রায় ৬ গ্রাউণ্ড (এক বিঘা)। স্বামীজিগণ সংকীর্ত্তনমুখে এই ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ এতদুপলক্ষে মঠের উদ্দেশ্য বিশেষভাবে বিবৃত করেন এবং আরও বলেন যে, তাঁহারা শীঘ্রই এইস্থানে একটী হল গৃহ নির্ম্মাণের ইচ্ছা পোষণ করিতেছেন, সার টি, সদাশিব আয়ারের ইচ্ছানুসারে উক্ত হল-গৃহ "শ্রীকৃষ্ণ হল" নামে অভিহিত হইবে। হল ও মঠ হর্ম্ম্য-নির্ম্মাণ-কার্য্যে তাঁহারা পূর্ব্বেই আরও ৬ গ্রাউণ্ড জমি পূর্ব্বোক্ত জমির পশ্চিমে খরিদ করিয়াছেন। সর্ব্বসাকুল্যে ১২ গ্রাউণ্ড (দুই বিঘা) জমি নির্দ্ধারিত হইল। নগর কীর্ত্তন সমাপন এবং মহাপ্রসাদ বিতরণের পর সভা ভঙ্গ হয়।

বঙ্গবাণী ৩০শে শ্রাবণ ১৭ই আগষ্ট ১৯৩১ তারিখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহোৎসব ও প্রদর্শনী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব
বাগবাজারে পারমার্থিক প্রদর্শনী

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আগামী ৬ই ভাদ্র (২৩শে আগষ্ট) রবিবার দিবস হইতে আরম্ভ হইয়া ৯ই আশ্বিন (২৭শে সেপ্টেম্বর) রবিবার পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে। উৎসব-সময়ে সর্ব্বদা হরিকথা আলোচনা, শাস্ত্রাদি পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন প্রভৃতি হইবে।

এই উপলক্ষে ২০শে ভাদ্র (৬ই সেপ্টেম্বর) রবিবার হইতে (২৩শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত) কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিকটবর্ত্তী বাগবাজার ষ্ট্রীটের উপর কর্পোরেসনের বিস্তৃত মাঠে একটি অপূর্ব্ব পারমার্থিক প্রদর্শনী খোলা হইবে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক "বাগবাজার মেটাল ডিপো" নামক তাহাদের বিস্তৃত মাঠটীতে এই শিক্ষাপ্রদ প্রদর্শনী খুলিবার জন্য গৌড়ীয় মঠের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুমতি দিয়াছেন। গত বৎসর অপেক্ষা অনেক বড় আকারে ও সুন্দরভাবে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইতেছে। ইহাতে ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব, ধর্ম্মের বিভিন্ন অবস্থা, মানব জীবনের কর্ত্তব্য, ভক্তির বিচার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের স্বরূপ বহু প্রকার মূর্ত্তি ও নানাবিধ কলা কৌশলের দ্বারা অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইবে। জটিল ধর্ম্মতত্ত্ব অতি সরলভাবে লোকের বোধগম্য করিবার জন্য অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদত্ত হইবে। প্রত্যহ প্রাতঃকাল ৭॥০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত দ্বার খোলা থাকিবে। ইহার পরে সাধারণের প্রবেশাধিকার থাকিবে না। প্রদর্শনীর কোন প্রবেশ মূল্য নাই। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

গত ১৩ই আগষ্ট সন্ধ্যাকালে পেরিয়া কোলামের মিঃ যোগীসুন্দর রাজম্ এম, টি, এস, এম, এ, আই, এম, এস, পি, এস্ মহোদয় অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে মান্দ্রাজ গৌড়ীয় মঠে গমন করেন এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যামুখে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সুবিমল সনাতন ধর্ম্মের কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে ভক্তবৃন্দ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত শরণাগতির গীতি সুললিতস্বরে কীর্ত্তন করেন। বাস্তবসত্যের কথা শ্রবণে তাঁহারা অতিশয় প্রীত হইয়া সানন্দে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

গত ১২ই আগষ্ট তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার মহারাজদ্বয় সংকীর্ত্তনমণ্ডলীসহ পক্ষীতীর্থে হরিকথা প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

নীলাচলে শ্রীরথাগ্রে নৃত্য

(৩)

শ্রীরাসলীলা ও মহিষী-বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ যুগপৎ বহু মূর্ত্তিতে প্রকাশমান হইয়াছিলেন, তদ্রূপ অভিন্ন নন্দনন্দন শ্রীগৌরচন্দ্রও ভক্তবাসনা পূর্ণ করিতে সেই অচিন্ত্য-শক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক প্রত্যেক সম্প্রদায়ে আপনাকে একই সঙ্গে প্রকাশিত করিয়া রাখিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়স্থ কীর্ত্তনীয়া ভক্তগণই মনে করিতে লাগিলেন, শ্রীগৌরসুন্দর আমার প্রতি স্নেহাধিক্যবশতঃ এখানেই বিলাস করিতেছেন। একই সময়ে ভক্তজীবনধন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু সাত সম্প্রদায়ে নর্ত্তন কীর্ত্তন করিতেছেন। 'জয় জগন্নাথ' ও 'হরিবোল হরিবোল' ধ্বনিতে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডসহ শ্রীনীলাচলক্ষেত্র টলমল করিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাপ্রেমোন্মাদ নৃত্যকীর্ত্তন দর্শনে শ্রীনীলাচলনাথ জগন্নাথদেব বিস্মিত হইয়া রথের গতি বন্ধ করিলেন। দ্রষ্টা ও দৃশ্য এখানে এক বস্তু হইলেও লীলাময়ের অসীম লীলাবৈচিত্র্যযুক্ত এই অদ্ভুত রহস্যের তাৎপর্য্য দয়াসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় রাজা প্রতাপরুদ্রের উপলব্ধি হইল। শ্রীশচীনন্দনের মহাসঙ্কীর্ত্তন দর্শনে জগন্নাথদেব নিজ রথ স্থগিত রাখিয়াছেন। এই অদ্ভুত লীলামাহাত্ম্য দর্শনে বিস্মিতচিত্ত রাজা প্রতাপরুদ্র কাশীমিশ্রকে গূঢ় কথা বলিলেন এবং হস্তসঙ্কেত দ্বারা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে এই আনন্দবার্ত্তা জানাইলেন। কাশীমিশ্র কহিলেন,—"রাজা, তোমার ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন।" মহারাজ প্রতাপরুদ্র পরম হরিভক্ত ছিলেন এবং রাজার দীনতা ও সেবাবৃত্তি দর্শনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পরিতুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাদির দুর্লভ রহস্য নিজকৃপায় রাজা প্রতাপরুদ্রকে অবগত করাইলেন। রাজার সৌভাগ্য দেখিয়া সার্ব্বভৌম ও কাশীমিশ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সপার্ষদ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র এইপ্রকারে গোলোক কীর্ত্তনানন্দে যুক্ত করে রথোপরি সমাসীন প্রাণপ্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। উজ্জ্বল কনকদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরবিগ্রহের শ্রীনয়নে দরদর ধারে প্রেমাশ্রু ধারা বহিতেছে—সর্ব্বাঙ্গ পুলককদম্বে রোমাঞ্চিত, শ্রীমুখচন্দ্র অপ্রাকৃত গোলোক দীপ্তিতে প্রোদ্ভাসিত। প্রাণনাথ শ্রীজগন্নাথের শ্রীপদকমলে নেত্রভৃঙ্গ সংযুক্ত করিয়া গদগদ স্বরে গাহিতেছেন,—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

"জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥"

এই দেবকীনন্দন জয়যুক্ত হউন। এই বৃষ্ণিবংশপ্রদীপ কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। এই নবজলদকান্তি শ্যাম কোমল কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। পৃথিবীর ভারহারী এই মুকুন্দ জয়শ্রী লাভ করুন।

"জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎস্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥"

জননিবাস দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণকারিরূপে খ্যাত, যদুদিগের সভাপতি, নিজ বাহুদ্বারা অধর্ম্মনাশকারী, স্থাবর জঙ্গমাদির পাপহারী, মধুর-হাস্য মুখের দ্বারা ব্রজপুরবনিতাদিগের কামবর্দ্ধনকারী কৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।" আরও বলিলেন,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি
বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

—অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় রাজা নহি। বৈশ্য বা শূদ্র নহি, ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নহি; কিন্তু উন্মীলিত অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশমান অদ্বয় বস্তু, নিখিলপরমানন্দপূর্ণ অমৃতরসসমুদ্রস্বরূপ গোপীকারমণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পদকমলের দাসানুদাস। এইপ্রকার শ্লোকাবৃত্তি পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছেন। উদ্দণ্ড নৃত্য ও হুঙ্কার করিয়া অলাতচক্রবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। জলন্ত অঙ্গার খণ্ড অতি দ্রুতভাবে ঘূর্ণন করিলে অবিচ্ছিন্ন জলন্ত চক্রবৎ দৃষ্ট হয়; বাস্তবিক তাহা জলন্ত চক্র নহে। সেইরূপ উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনকারী শ্রীমন্মহাপ্রভু একলবিগ্রহ হইয়াও সর্ব্বস্থানে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হইতেছিলেন। উদ্দণ্ড-নৃত্য-চঞ্চল শ্রীপদযুগল যে যে স্থানে পতিত হইতেছিল তথায় সাগর, পর্ব্বত, স্থাবর, জঙ্গমসহ ধরিত্রীদেবী টলমল করিতে লাগিলেন। স্বেদ, কম্প, স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য, পুলক, অশ্রু ইত্যাদি অসংখ্য ভাবাবলী শ্রীঅঙ্গে উল্লসিত, ক্ষণে ক্ষণে সেই রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত হেমগৌর তনু আছাড় খাইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌড়ীয়ের প্রাণনাথ শ্রীশচীনন্দনকে অতি ব্যস্ততার সহিত ধরিতে প্রয়াস পাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতর-চিত্ত নিমাই ভূমিতে পড়িয়া ব্যথা পাইবেন, এই ভয়ে শ্রীশচীমাতা দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিতেন,—হে দেবগণ, আমার অন্ধের নয়ন জীবনধন নিমাইকে তোমরা রক্ষা কর। কখনও স্নেহপ্রবণা জননী হৃদয়ের ব্যাকুল আর্ত্তিতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ষষ্ঠীদেবীর নিকট বর চাহিতেন,—মা ষষ্ঠী, আছাড় খাইয়া যখন আমার নিমাই ভূমিতে পড়িয়া যায়, তুমি তখন ক্রোড়ে করিও, নিমাই আমার যেন সুকোমল শরীরে বেদনা না পায়। সেই শচীনন্দন গৌরহরি আজ দিব্যপ্রেমোন্মাদে পুনঃ পুনঃ ভূলুণ্ঠিত হইতেছেন।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্য মঠ

শ্রীচৈতন্যমঠের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে অভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম। আমার ন্যায় সংসাররূপ-দুঃখসমুদ্রে পতিত কামক্রোধাদি নক্রমকর দ্বারা আক্রান্ত হতাসনা নিপীড়িত নিরাশ্রয় জনগণের পরিত্রাণের জন্যই পতিতোদ্ধারণ জগন্মঙ্গলকর শ্রীচৈতন্যমঠের আবির্ভাব।

বিদ্যাতপোবিত্তবপুর্বয়ঃকুলৈঃ
সতাং গুণৈঃ ষড়্ভিরসত্তমেতরৈঃ।
স্মৃতৌ হতায়াং ভৃতমানদুর্দৃশঃ
স্তব্ধা ন পশ্যন্তি হি ধাম ভূয়সাম্॥
(ভাঃ ৪।৩।১৭)

বিদ্যা, তপস্যা, ধন, সুন্দরদেহ, যৌবন ও আভিজাত্য এই ছয়টী সাধুব্যক্তিদিগেরই গুণ; কিন্তু এই ছয়টীই আবার অসাধু ব্যক্তিগণের নিকট বিপরীত ফল প্রসব করিয়া থাকে। ঐ সকল গুণের দ্বারা অভিমান বৃদ্ধি হওয়ায় অসাধুগণের বিবেকজ্ঞান লুপ্ত হয়। সুতরাং তাহারা অভিমানদৃপ্ত হইয়া মহজ্জনের তেজ বা ধাম দর্শন করিতে পারে না।

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥"
(ভাঃ ৫।১৯।২৪)

"সেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণবজনের অবতার॥
যেখানে তোমার যাত্রা মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥"

অতএব হে বিপন্নবান্ধব বৈষ্ণবগণ! আপনারা কৃপা করুন যেন শ্রীগুরুপাদপদ্মাভিন্ন শ্রীচৈতন্যমঠের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রেণুকণাস্বরূপে নিত্যকাল নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারি।

শ্রীমদ্ভাগবতে ৪।২৪।৩৪ টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"গুরোঃ সেবায়াং প্রবৃত্তঃ শিষ্যঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদীন্যপি ত্যাগান্ তত্ত্বান্ প্রেমানন্দানপি গৃহ্নন্ তত্তচ্চিত-বিবিক্ত-স্থলমপি নৈরপেক্ষ্য—শ্রীগুরুসেবয়ৈব সুখেন সর্ব্বসাধ্য সিদ্ধ্যর্থমিত্যপদেশো ব্যঞ্জিতঃ।"

যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ দাস অধিকারী মহোদয়ের শ্রীধাম পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের শ্রীমন্দিরের সেবাকার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যাইতেছে। তিনি শ্রীবিনোদমাধবজীউর শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের জন্য ইতঃপূর্ব্বেই পঞ্চ সহস্র মুদ্রা আনুকূল্য করিয়াছেন এবং তাঁহারই প্রস্তাবিত ভূমিতে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ শ্রীরথযাত্রাদিবস ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন। শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের জন্য ইতোমধ্যেই প্রস্তরাদি সংগৃহীত হইতেছে এবং শ্রীমন্দিরের কার্য্যও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমরা আশা করি, শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ বাবুর সেবোৎসাহে উক্ত শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত দেখিতে পাইব।

---

(২)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৪৪ সংখ্যার পর)

স্নানন্দ— (আনন্দ সহকারে) "বেশ ভাই বেশ,—তোর উত্তর শুনে বড় খুসী হ'লাম, আমারও ঐ কথা, তবে খুলে সব গুলো কথা বলি। আমি যখন বৃন্দাবনের সময় · · সমিতির ভলান্টিয়ার হ'য়ে সেবার কাজ ক'রেছিলাম, তখনও দেখেছি; তা'ছাড়া রথ, জন্মাষ্টমী, 'বন বিহার' 'রাস যাত্রা' সব গুলি পর্ব্বেই লক্ষ্য ক'রে দেখেছি যে, লোকের কাছ হ'তে পয়সা আদায় করবার জন্য সে সময়ে সহরে অনেক নূতন নূতন 'বাবাজী', 'মাতাজী'র আমদানী হয়; আর তারা যখন আসে তখন নিয়ে আসে একটা ছোট্ট পুঁটুলি—কি ছেঁড়া ঝুলি; আর আদায় উসুল ক'রে ফিরে যাবার বেলা—'মালের' কি রকমারি। ছেলে মেয়েদের জন্য রেশমী ফ্রক, ব্লাউজ, গোলাপী ফিতে, সাবান, 'কুন্তল কুসুম',—নিজেদের জন্য সংসারের 'তালছাকা', 'বেলছাকা' মাছধরার বড়শী, 'মুড়ি-চালুনী' আয়না-চিরুণী, ঢাকাই শাড়ী 'বেলোয়ারী চুড়ি' ইত্যাদি কত কি জিনিষ কিনে, নূতন চক্‌চকে ট্রাঙ্কে বোঝাই ক'রে, মুটে হাঁকিয়ে চলে যায়। যেন যুদ্ধ জয় করে বিজয়ী বীরের দল দেশে ফিরছে। কোন কোন 'বাবাজী ঠাকুরের' হাতে আবার ২।৪টে ক'রে 'ইলিশ' মাছ ঝুলোনো দে'খে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ও ঠাকুর, তুমি না সেদিন হরি হরি বলে কত কাঁদলে, লোককে কত উপদেশ দিলে, এ আবার কি কাণ্ড! সে বল্লে—"দূর ছোকরা, একি আমার জন্য নাকিরে, বিড়ালটা উপোষ ক'রে আছে, তুই কি বুঝ্‌বি পাষণ্ড? জীবের প্রতি দয়া করতে হয়, মাছ নইলে ভাত খায় না, তার জন্য নিচ্ছি। কৃষ্ণের জীব ত বটে।"

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, স্বচ্ছ অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণ শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২।১০, দশম স্কন্ধ ৭ সর্ব্বত্র ৯০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, পদ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সম্বলিত এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত স্থূল অক্ষরে সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী ও বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২।৷৹ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১।৷৹ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১।৷৹ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যাবিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী সুবর্ণ-বাণীর মূর্ত্তি-বিগ্রহ—বেদান্তসিদ্ধান্ত-বক্তৃতা সার কোস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তাগারের মৌলিক তথ্য—শঙ্কর ও ভাগবতের সমন্বয় তত্ত্ব—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক চিদ্বিলাসাচিন্ত্যাদ্ভুত-অচিন্ত্যাদ্ভুত-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণায়—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কালধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷৹ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব-মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সভা, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷৹ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ ৺(তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৷৹ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত পদ্যাকারে পরিক্রমার স্থানাদি-বিবরণ। ভিক্ষা ।৹ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶৹ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের ইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম-কাণ্ড, আশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৷৷৹ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গ্রথিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অদ্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্দাস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণ ধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধভক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৷৷৹ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১।৷৹ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ।৷৹ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে। ভিক্ষা ৷৷৹ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থরত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক বাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় দার্শনিক এই-রূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ'পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থরত্ন উদিত হইয়াছেন। অধিকন্তু সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ⅟৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ⅟৹০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ⅟০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ⅟০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, মাধুর্য্য ব্যাখ্যা ও মহাজন প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ⅟০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ⅟০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতত্ত্ব-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ⅟০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচার বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ⅟০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবসম্মত সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীবাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাসন বিজয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কয়েকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, আবাঁধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, স্রোত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রোক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, মহাজনের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বহির্মুখসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনবদ্বীপ-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণাম, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও নিত্যজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত কুন্দমালার ন্যায় অত্যুজ্জ্বল করে (পকেট) অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ॥০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আনন্দবাজার পত্রে 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর প্রবন্ধ বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সংক্ষেপাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আনন্দবাজার পত্রে 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর প্রবন্ধ বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, ঐ সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা, নক্সা ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উদিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

যাহা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, পাইট ৷৷৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষ্মায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষ্মার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষ্মা-চিকিৎসক, পোঃ মৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষ্মায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার পালিয়া) হগ্ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্টেট্‌ঃ ডিপা টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বারাকপুরে জনসভা

বারাকপুর হইতে প্রকাশ যে, গত ১৬ই আগষ্ট বিনোদ বাবুর বাজারে শ্রীযুত জগন্নাথপ্রসাদ সিংহ এক সাধারণ সভার অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন। মোক্তার শ্রীযুত চূড়ামণি ঘোষ ও বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা-প্রসঙ্গে হিন্দুদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম সংক্রান্ত অধিকারগুলি রক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 'বাসন্তী পুষ্করিণী' অধিকার করিয়া হিন্দুদের ধর্ম্ম সংক্রান্ত অধিকারে ও অর্ডারলি বাজারের শিব-মন্দিরের অধিকারের একটি বাগানে অযথা হস্তক্ষেপ করায়, এই সভা ক্যান্টনমেণ্ট বোর্ডের নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও এই দেবোত্তর সম্পত্তির উদ্ধার জন্য ইহাদের ট্রাষ্টিগণকে অনুরোধ করেন। আর এক প্রস্তাবে এই সভা বোর্ডকে এই সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য এক মাস সময় দেন।

রেলপথে দুর্ঘটনা

রাজবাড়ী হইতে প্রকাশ যে, গত ১৫ই আগষ্ট বেলা প্রায় দুইটার সময় গোয়ালন্দ লাইনে রাজবাড়ীর প্রথম মুন্সিফ আদালতের সেরেস্তাদার শ্রীযুত রামচন্দ্র করের আত্মীয় ২২ বৎসর বয়স্ক যুবক উপেন্দ্রনাথ সরকার একটি খালি ট্রেনে চাপা পড়িয়া যান। গাড়ীটি তখন যাত্রীদের নামাইয়া যাত্রীঘাটে ফিরিয়া যাইতেছিল। প্রকাশ, গাড়ীর একটি খোলা দরজার সহিত উপেন্দ্র বাবুর ছাতাটির ধাক্কা লাগায় তিনি পড়িয়া যান এবং উরু পর্য্যন্ত তাঁহার দুইটি পা চাকা ও লাইনের মধ্যে গিয়া পড়ায় পা দুইটী দেহ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার পিতা ও অল্প বয়স্কা পত্নী বর্ত্তমান।

বন্যায় সাহায্যের ব্যবস্থা

১২ই আগষ্ট মধ্যাহ্নে কালেক্টরের লাইব্রেরীতে রাজসাহী বন্যা সাহায্য-সমিতির অধিবেশনে নাটোর মহকুমার অন্তর্গত গুরুদাসপুর ও সারীগ্রাম থানার এলাকাধীন বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে সাহায্য প্রদানের জন্য আরও ১০০০্ মঞ্জুর করা হয়। 'জেলা বোর্ড' ও সরকারের নিকট অবিলম্বে যথাক্রমে ১৫০০্ ও ৩০০০্ প্রদান করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। বন্যাবিধ্বস্ত স্থানসমূহে বিতরণের জন্য সমস্ত অর্থ নাটোর সাহায্য-সমিতির হস্তে প্রদত্ত হইবে।

আশ্রম কর্ম্মীর কারাদণ্ড

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ যে, নারেলার গান্ধী সেবা-আশ্রমের ডাঃ রামকৃষ্ণ ১৫ই আগষ্ট অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক এক বৎসর ভালভাবে থাকিবার জন্য কার্য্যবিধির ১০৮ ধারা অনুসারে তাঁহাকে ৫ শত টাকা হিসাবে দুইটা জামীন দিতে হইবে।

ডাঃ রামকৃষ্ণ জামীন দিতে অস্বীকার করায় এক বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাকে বি, শ্রেণীতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

কানপুরে বোমা প্রাপ্তির জের

গঙ্গার সেতুর উপরে বোমা প্রাপ্তি সম্পর্কে খানাতল্লাসী করিয়া পুলিস জানিতে পারিয়াছে যে, উক্ত কার্য্যে লক্ষ্ণৌ সহরের নম্বরযুক্ত একখানি মোটর ব্যবহৃত হইয়াছিল। মহেশ্বরপ্রসাদ ব্যতীত ঘটনার সময়ে উক্ত মোটরে লক্ষ্ণৌর গোপীকিষেণ আরোগ্য ভবনের কনৌজ বিদ্যালয়ের ছাত্র রাজকুমার ওরফে ছোটেলাল উপস্থিত ছিল। রাজ-প্রতিনিধির আগমনের সহিত ইহারা সংশ্লিষ্ট কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের তদন্তের ফলে আর কোন সংবাদ জানিতে পারা যায় নাই।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়

১৭ই আগষ্ট বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ উপাধি-বিতরণী সভায় সার দীনেশা মোল্লা বিশ্বেশ্বরাচার্য্য, চন্দ্রশেখর, বেঙ্কটা রমণ, এবং জে, জে, মোদীকে 'ডক্টর অবলি' উপাধি প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-বিতরণী-হলে সভা চ্যান্সেলর বোম্বাইয়ের অস্থায়ী লাট সার আর্ণেষ্ট হাসিন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভাইস্‌চ্যান্সেলার মিঃ মেকেঞ্জি তাহাদিগকে ডিগ্রি প্রদান করেন এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁহাদের কৃতিত্বের বিষয় উল্লেখ করেন।

প্রকাশ, এই ডিগ্রি গত ১১ বৎসর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আর কাহাকেও প্রদত্ত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে কড়া পুলিস পাহারার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

পরে কয়াসজী জাহাঙ্গীর হলে সার ভেঙ্কটারমণ "রেডিয়েশন" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। বোম্বাই লাট ঐ সভায়ও সভাপতিত্ব করেন। সেখানেও কড়া পুলিস পাহারার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

কংগ্রেস সিদ্ধান্তে হতাশা

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী গোলটেবিল বৈঠক বর্জ্জন করিবার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় লক্ষ্ণৌতে বিশেষ হতাশা দেখা দিয়াছে।

ইতোমধ্যে ১৪ই আগষ্ট সন্ধ্যায় জাতীয় সেবাসঙ্ঘের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির একটি সভায় কালাকঙ্করের রাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট এবং বিশেষ করিয়া বোম্বাইয়ের গভর্ণর সার আর্ণেষ্ট হটসনের যে মনোভাবের ফলে গোলটেবিল বৈঠকে সম্মানজনকভাবে কংগ্রেসের প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভব হইতেছে না, সভায় তাহার প্রতিবাদ করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

সরকারী কর্ম্মচারীদের অসন্তোষজনক মনোভাবের ফলে সংগ্রাম যদি আবার আরম্ভ হয়, তজ্জন্য সঙ্ঘের সদস্যগণ গান্ধীজীর আদেশ পালনের জন্য শীঘ্রই প্রস্তুত হইতে পারিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন।

মুন্সীগঞ্জে হিন্দু সভা

গত ৫ই আগষ্ট স্থানীয় হিন্দুদের এক সভায় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিসহ একটি হিন্দু-সভা গঠিত হইয়াছে। উকীল শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেন ও শ্রীযুত নকুলেশ্বর দাসগুপ্ত যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। হিন্দুসভার স্থানীয় শাখাটি কালীমন্দির সত্যাগ্রহ-সংক্রান্ত দলীয় গোলযোগের ফলে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

স্বেচ্ছাসেবকগণের বিরুদ্ধে প্রহারের অভিযোগ

সালেম হইতে প্রকাশ যে, গুগাই নামক স্থানের দেবাঙ্গ সম্প্রদায়ের ৮ জন স্বেচ্ছাসেবকের বিরুদ্ধে তাহাদের সম্প্রদায়স্থ এক ব্যক্তিকে গত ১১ই আগষ্ট তারিখে মারপিট করিবার অপরাধে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রকাশ, তাড়ি পান করিবার বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তাহা ভঙ্গ করিবার অজুহাতে ঐ ব্যক্তিকে প্রহার করা হইয়াছিল।

শুকদেবরাজের অনশন ত্যাগ

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, পঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলার আসামীপক্ষের ব্যারিষ্টারের অনুরোধের ফলে অনশনকারী আসামীগণ ও শুকদেবরাজ অনশন ভঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহারা দুগ্ধ ও সোডা পান করিয়াছেন। দুর্ব্বলতা বশতঃ আসামীগণ আদালতে হাজির হইতে পারেন নাই, সেজন্য মামলার শুনানী স্থগিত ছিল।

ডাকাতের জন্য পুরস্কার ঘোষণা

ঢাকা হইতে প্রকাশ যে, সম্প্রতি ঢোলসহরতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে ডাকাতদল প্রায়ই দিবালোকে সহরের মধ্যে সশস্ত্র ডাকাতি করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের গ্রেপ্তারের উপযোগী সংবাদ প্রদানের জন্য ৫০০্ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

সাতাড়ুর বাড়ীতে ডাকাতি

শ্রীযুত পুষ্কর বাগচি নামক একজন প্রসিদ্ধ সাতাড়ুর বাড়ীতে সেদিন ৩ জন লোক উপস্থিত হইয়া ভয় দেখাইয়া ২ শত টাকা ডাকাতী করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। এই সম্পর্কে পুলিস পিয়ারী নামক এক ব্যক্তির সন্ধান করিতেছিল। পিয়ারী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। অপর আসামী দুলাল সিংকে সেদিন জনৈক ইন্সপেক্টার মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। শেষোক্ত ব্যক্তি জামিনে খালাস পাইয়াছে।

আসামীর প্রায়োপবেশন

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ যে, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার প্রায়োপবেশনকারী আসামীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার ধন্বন্তরী প্রমুখ তিনজন আসামী প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিয়াছেন। ধন্বন্তরী স্বয়ং আদালতে এই কথা বিচারকের নিকট প্রকাশ করেন।

মিশনারীর অর্থদণ্ড

বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানের আদেশে গৃহনির্ম্মাণের জন্য অবৈধভাবে সাধারণের গমনাগমনের রাস্তা হইতে মৃত্তিকা খননের অপরাধে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর ডাক্তার সি, এইচ টারম্বর্গকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৫ই আগষ্ট জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার আমেদ আই সি, এসের এজলাসে তাহার মামলার শুনানী হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইনের ধারানুযায়ী ২৫্ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

টেলি— শ্রীধাম, নবদ্বীপ

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চ ১৲
প্রতি কলম ৯৲
অর্দ্ধ কলম ৪॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪৬তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৫ই ভাদ্র শনিবার, ১৩৩৮, ২১শে আগষ্ট ১৯৩১

কংগ্রেসকর্ম্মীর অকাল মৃত্যু

অহিফেন সেবনে উকীলের আত্মহত্যা

গুজরাট যুবলীগের সভা

৩৮ জনের দ্বীপান্তর ও দুইজনের মৃত্যুদণ্ড

পাকা গুণ্ডা গ্রেপ্তার

মালদহে দুই শত টাকার অলঙ্কার অপহৃত

মালদহে বিদেশী বর্জ্জন

দিনাজপুরে জনসাধারণের শোচনীয় অবস্থা

মিষ্টান্নের দোকানে নমঃশূদ্র

হুগলী জেলাবোর্ডের অনুরোধ

নানা কথা

৩৮ জনের দ্বীপান্তর ও দুইজনের মৃত্যুদণ্ড

পারাবাড়ির বিশেষ জজের বিচারে বিদ্রোহ সম্পর্কে দুইজন আসামীর মৃত্যুদণ্ড এবং ৩৮ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন মুন্সী আছে। ১৩ জন খালাস পাইয়াছে।

নারায়ণকান্দিতে জোড়া খুন

সংবাদদাতার যশোহর হইতে প্রকাশ যে, সম্প্রতি হরিণাকুণ্ড থানার নারায়ণকান্দী গ্রামের জনৈকা মুসলমান বিধবা ও তাহার কন্যাকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্যুর কারণ এখনও অজ্ঞাত। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

মালদহে দুই শত টাকার অলঙ্কার অপহৃত

মালদহ জেলার অন্তর্গত রতুয়া থানার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামে ডাকাতগণ লাঠি ও দা লইয়া ঈশ্বর কফিলের বাড়ী চড়াও করিয়া দুইশত টাকার অলঙ্কার লইয়া গিয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

দিনাজপুরে জনসাধারণের শোচনীয় অবস্থা

নবাবগঞ্জ এবং ঘোড়াঘাট থানার বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে। তাহার ফলে বহু লোক অনাহারে মারা যাইতেছে। জনসাধারণের অবস্থা খুবই শোচনীয়। জমিদারদের অবস্থাও সুবিধাজনক নহে। অনেকেই জুন মাসে তাহাদের দেয় খাজনা দিতে পারে নাই। অথচ জুন মাসের কিস্তীর টাকার পরিমাণ খুবই অল্প।

বরিশালে চুরি ও ডাকাতির হিড়িক

বরিশাল হইতে সংবাদে প্রকাশ যে, মেহেন্দীগঞ্জ পুলিস থানার এলেকাধীন চরলোনাপুর গ্রামে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। পরলোকগত বৈকুণ্ঠ রায়ের বিধবা পত্নীর পুত্র সহ রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় ১০।১২ জন ডাকাত দা ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে ঐ মহিলা দুর্ব্বৃত্তদের দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে, তখন দুর্ব্বৃত্তগণ তাহাকে অস্ত্রদ্বারা ভয় দেখাইয়া চুপ করিয়া থাকিতে বলে এবং টাকা পয়সার কথা জিজ্ঞাসা করায় মহিলাটি বলেন যে, তিনি নিতান্ত দীন-দুঃখী, টাকা পয়সা কোথায় পাইবেন? ডাকাতেরা তখন মহিলার ছেলেকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া গলা কাটিয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে। পরে উক্ত মহিলা তখন তাহার যাহা কিছু ছিল, সমস্ত ডাকাতদের হস্তে সমস্তই সমর্পণ করে। ডাকাতেরা চলিয়া গেলে পর মহিলাটির চীৎকারে গ্রামবাসিগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। পর দিবস এ সংবাদ পুলিশে জানান হয়। বর্ত্তমান তদন্ত চলিতেছে। ইতোমধ্যেই ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন গ্রামে চুরি ও ডাকাতি প্রত্যহই হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু দুর্ব্বৃত্তদের কোনও সন্ধান নাই।

ভিক্ষু ইউ, উত্তম

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে, ভিক্ষু ইউ, উত্তম। বর্ত্তমানে পীড়িতাবস্থায় কারমাইকেল কলেজে চিকিৎসাধীন আছেন। ইউরোপ ভ্রমণ উদ্দেশ্যে তিনি যে 'পাসপোর্ট' পাইয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহৃত হওয়ায় ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের নিকট ঐ আদেশ প্রত্যাহার জন্য এক আবেদন করায় ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী জানাইয়াছে যে, ব্রহ্ম সরকার তাঁহার 'পাসপোর্ট' সম্বন্ধে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন, তাহা প্রত্যাহার বিষয়ে বিবেচনা করিতে অপারগ।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মান্দ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মান্দ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' সদ্মালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি তত্রত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীনন্দেশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়াদ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্রাণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমঙ্গলানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃতানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভগবজ্জনাঙ্কিত দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম মহোদয়, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রণবগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথাভিন্ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবকশ্রী শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীহরুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীদীনদয়াল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

আল্লাগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদক্রমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবান্‌দাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

বাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীতারাকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

সমুদ্রতট, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীগয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীরসিকবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভূতেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

চুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবঘরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাবড়া

এখানে বড় জুগলমূর্ত্তি শ্রীগোপালের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীবল্লভ ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীলকৃষ্ণ, শ্রীভুবনেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামাধব

(৩০) মান্দ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মান্দ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) দ্বাদশগোপাল পাট

আঁটিসপুর, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রেমপালন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ ২৪ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ৫ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২২ আগষ্ট ইং ১৯৩১ শনিবার ১৪৬তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

ধুলিয়াপুরনিবাসী শ্রীযুত কানাইলাল মাইতি এম, এইচ, এস ; সি, এইচ, সি মহোদয় লিখিয়াছেন,—শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গত ২৪শে শ্রাবণ রবিবার দিবস মদীয় কুটীরে পদার্পণ করেন।

উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্বামিজী মহারাজ "কর্ম্মকাণ্ডনিরত গৃহব্রতকে প্রায়শ্চিত্তাদি বিধান কখনই পাপ হইতে মোচন করিতে পারে না" এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে। অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্॥ শ্লোকটী বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

তৎপরদিবসদ্বয়ও তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রসঙ্গে বিষয়াসক্ত গৃহব্রত জীবের দুর্গতি ও শ্রীভাগবতের মাহাত্ম্য বিষয়ে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ৪

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ কোরোণ্টো গ্রাম নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুত লালমোহন মহাপাত্র মহাশয়ের আহ্বানে গত ১২।৮।৩১ তারিখে বালেশ্বর জেলার ওখরা কাছারিবাটীর এক বিরাট্ সভায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মপ্রণালীই যে জগতে নিত্যমঙ্গল প্রদান করিতে সমর্থ এবং ইহা ব্যতীত অন্য কোন পন্থাদ্বারা যে প্রকৃত জগন্মঙ্গল কার্য্য হইতে পারে না, তাহা তিন ঘণ্টাকাল যাবৎ মর্ম্মস্পর্শী এবং ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতাদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান যুগাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ এবং তাঁহার অনুগত জনগণের প্রচার প্রণালী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার বিষয়টীকে পূর্ণতমরূপে বিকশিত করিয়াছে এবং এই বৈকুণ্ঠাগত ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীই যে বিশ্বে প্রকৃত সদ্ধর্ম্মের সংস্থাপন, অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব বিনাশ, সাধুগণকে পরিত্রাণ এবং অধার্ম্মিকগণের মঙ্গল প্রদান করিয়া সমস্ত জীবজগতের মহদুপকার সাধন করিতেছেন, তাহা উপলব্ধি করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছেন।

স্বামিজী মহারাজ গত ১৫।৮।৩১ তারিখে শোরো ষ্টেশনে বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ভদ্রলোকের সমক্ষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সনাতনশিক্ষা পাঠ করিয়া জীবের কিরূপ প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন, তাহার একটী দিগ্দর্শন প্রদান করেন।

স্বামিজী মহারাজ তথা হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিবিধ সেবাকার্য্যে ব্রতী আছেন।

মহামহোৎসবের
আগমনী-গীতি

গোকুলের মহামহোৎসবে,
হর্ষিত ধরা সাজেরে—
নবনটবর শ্যাম শেখরের
মোহন মুরলী বাজেরে।

দিশি দিশি বহি কুসুমগন্ধ,
ঘোষে আগমনী মারুত মন্দ,
ভকতপরাণে অমিয় কন্দ
নন্দকিশোর রাজেরে॥

তাপিত অবনী সুধা-সুশীতল
সমুদিত শ্যাম ইন্দু,
চিত্তচকোর হরষ বিহ্বল
উথলিল সুখসিন্ধু।

মায়াকবলিত অযুত চিত্ত,
সঁপিবারে চাহে যা' কিছু বিত্ত,
কারা হেন বাসি মায়িক কৃত্য,
পারাবারে ধায় বিন্দু॥

বিশ্বমাঝারে প'ড়ে গে'ছে সাড়া—
"সাজ রে সাজ রে সাজ,
অরঘ বহিয়া তূর্ণ গতিতে
আয়রে হেথায় আজ।

পটুয়া! আঁকগো তুলির লিখনে,
রচ গীতি কবি, ললিত রতনে,
মালা গাঁথি মালী, ভকতিপ্রসূনে
সাজাও হৃদয়রাজ।

খচ হে স্থপতি, মন্দির তাঁর
মনোহর কারুকর্ম্মে,
বীণকার! তব জীবনযন্ত্র,
লাগাও প্রচার মর্ম্মে।

ডুবুরি! আনগো সাগররত্ন,
সন্ন্যাসী! এসো সাজায়ে প্রত্ন,
আর্ত্ত পথিক! করিয়া যত্ন
আসন পাত হে মর্ম্মে।"

ডাকেন নিতাই,—"এসো সবে এস"
উৎসব কর আসি'—
ভক্ত-ভগবান্ পূত আবির্ভাবে
এসরে জগতবাসী।

এ' উৎসব নহে মেদিনীর মত
নিরাশ-তিমিরে কভু জ্যোতিহত,
নিত্যানন্দধারা হেথা প্রবাহিত,
গোকুল-পুলক রাশি॥

'অমৃত তনয়' তোমার স্বরূপ—
সাজেনা মরণ ভয়—
লভি নিত্যধন সফল জীবন
হও উৎসবময়।

হরিকথামৃত করহ শ্রবণ,
হৃদয়-পুরের নিত্য রসায়ন,
কাঁর' 'ফেলা লব' প্রসাদ সেবন,
করহে প্রপঞ্চ জয়॥

আজি, বিশ্বজনের চরণে ধরিয়া
কাতরে মাগি এ' দান,
এস এস ত্বরা, ভাই ভগ্নিগণ
ধন্য করিতে প্রাণ।

অমিয় সাগরে কে করিবে স্নান?
অমৃতের ধারা কে করিবে পান?
কে লইবে হরিপাদপদ্ম ঘ্রাণ?
(হেথা) এসরে ভাগ্যবান॥

নীলাচলে শ্রীরথাগ্রে নৃত্য

(৪)

এদৃশ্যে গৌড়ীয় ভক্তদের অন্তঃকরণ ব্যথিত হইল। তখন শ্রীগৌরসুন্দরকে কেন্দ্রস্থলে রক্ষা করিয়া লোক-বিমর্দ্দন নিবারণকল্পে ভক্তবৃন্দ আপনাদিগকে বৃত্তাকারে তিনটী ভিন্ন ভিন্ন দলে সংস্থাপন করিলেন। প্রথম বৃত্তে, অন্যান্য ভক্ত সহিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, প্রথম বৃত্তকে কেন্দ্র করিয়া পুনরায় চক্রাকার বেষ্টন পূর্ব্বক কাশীশ্বর, মুকুন্দাদি এবং দ্বিতীয় বৃত্তকে কেন্দ্র রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া পাত্র মিত্রসহ বেষ্টন করিয়া প্রতাপরুদ্র রাজা তৃতীয় মণ্ডল রচনা করিলেন। তৃতীয় মণ্ডল দ্বারা আবরণ করিয়া দ্বিতীয়, প্রথম ও তদন্তঃস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে লোক ভিড় হইতে স্বতন্ত্র করিলেন। এই প্রকার করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তৃতীয় মণ্ডল জনসংঘট্টে বিপর্য্যস্ত হইলে, দ্বিতীয় এবং তাহাও সম্মর্দ্দিত হইলে প্রথম মণ্ডল কার্য্যে আসিবে। রাজা প্রতাপরুদ্র হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বিস্মিতচিত্তে শ্রীপ্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্য-লীলা দেখিতেছেন। গৌরৈকসর্ব্বস্ব শ্রীবাসপণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৃদয়ে রাজার সম্মুখে শ্রীশচীনন্দনের নৃত্য কীর্ত্তন দর্শনে আত্মহারা; এমত সময়ে হরিচন্দন বারেবারেই পণ্ডিতের অঙ্গে হস্ত দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিতেছেন—একপাশে সরিয়া দাঁড়াও। নৃত্য-কীর্ত্তন-সুখে মগ্নহৃদয় শ্রীবাসপণ্ডিত বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ক্রোধযুক্ত মনে হরিচন্দনকে এক চড় মারিয়া নিবৃত্ত করিলেন। হরিচন্দন চাপড় খাইয়া অত্যন্ত রাগান্বিত চিত্তে পণ্ডিতকে ভর্ৎসনা করিতে উদ্যত হইলে রাজা নিষেধ করিয়া বলিলেন, হরিচন্দন, তোমার মত সৌভাগ্য আমার নাই, তুমি অদ্য গৌরগতপ্রাণ পণ্ডিতের শ্রীহস্তস্পর্শ লাভে ধন্য হইয়াছ। চম্পকদ্যুতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এই প্রকার অপূর্ব্ব দিব্যোন্মাদ দর্শনে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথগতি স্তব্ধ করিয়া অপলকনেত্রে নৃত্য দেখিতেছেন। শ্রীবলরাম সুভদ্রাদেবী উল্লসিত হইয়া মৃদু মধুর হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথ বলিতে গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে 'জজ' 'গগ' 'জজ' 'গগ' ধ্বনি করিতেছেন। পদ্মপলাশনয়নযুগল হইতে ফোয়ারার ধারার মত প্রেমাশ্রু অবিরাম বর্ষিত হওয়াতে চতুর্দ্দিকের লোক স্নাত হইয়া যাইতেছে। এইরূপ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কুরুক্ষেত্র মিলনে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর ভাব উদিত হইল। যেন ব্রজজনগণ সহ শ্রীমতী সূর্য্যোপরাগ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তক পঞ্চকে উপস্থিত হইয়াছেন। অনন্ত ঐশ্বর্য্যপূর্ণ দ্বারকেশবেশে সজ্জিত কুরুক্ষেত্রোপযোগী শ্রীকৃষ্ণের সেই মূর্ত্তি দর্শনে গোপিকাগণ আনন্দিত হইয়েছেন সত্য, কিন্তু বৃন্দারণ্যের বনদেবীসদৃশ তাঁহাদের কুসুমকোমল অন্তঃকরণ এত বৈভবযুক্ত রাজঐশ্বর্য্য মধ্যে রাজবেশধারী প্রাণপতিকে দেখিয়া সম্পূর্ণ হৃষ্ট হইতেছে না। বিশেষতঃ শ্রীমতী গোপিকাকুল শিরোমণিস্বরূপা বার্ষভানবী এইরূপ সমাবেশে হর্ষ মধ্যেও বিশেষ বিষাদ অনুভব করিতেছেন। রাধিকার ভাবসুবলিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এইরূপ ব্রজভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছেন। অদর্শন জনিত দীর্ঘ বিরহান্তে প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচন্দ্রানন দর্শন পাইয়াছেন, তাই আনন্দাতিশয্যে গাহিতেছেন—

"সেই ত পরাণ-নাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মর্ম্মাভিজ্ঞ শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভুর মর্ম্ম বুঝিয়া এই পদটী সুললিত উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে ভাবে এই গীতিটী আস্বাদন করিলেন বা তদীয় ভক্তগণ যে অপ্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত হইয়া ইহার সেবা করিলেন, প্রাকৃত-রস-রসিকগণ কোটী কোটী জন্ম হরিকীর্ত্তনের ছল প্রদর্শন করিলেও ইহার গূঢ় ভাব বুঝিবেন না। এই গীতিকাটী কামুক ব্যক্তি স্বকীয় ইন্দ্রিয় বৃত্তির দুর্দ্দম লালসার সহিত একীভূত করিয়া থাকেন, তাই তাঁহারা ভাবেন,—শ্রীমন্ মহাপ্রভুও আমাদের ন্যায় জড়াসক্ত ছিলেন। প্রাকৃত বিষয়ের বিন্দুমাত্র অনুভূতিও বর্ত্তমান থাকিতে কেহ এই অপ্রাকৃত প্রীতি-পরাকাষ্ঠা বুঝিতে পারিবেন না। নীতিবাদী আধ্যাত্মিকগণও অনন্ত বিচিত্রতার সারসৌন্দর্য্য এই চিন্ময়ী প্রীতি বুঝিবেন না; তাঁহারা অপ্রাকৃতে প্রাকৃত ধারণা আরোপ করিয়া অনন্ত নরকের পথিক হইবেন। মহা জ্ঞানীও এই দুরবগাহ মাধুর্য্য-সমুদ্রের এক কণ স্পর্শ করিবার যোগ্য নহেন তবে কে সেই ভাগ্যবান? যদি আমরা নিষ্কপটে শুদ্ধ ব্রজরসের ভাণ্ডারী স্বরূপ, রূপ, সনাতনাদি গুরুবর্গের শরণাগত হইতে পারি তবে জানিবার সৌভাগ্য লাভ করিব যে, শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের চরণ-চারণ ভক্ত-মধুপ-কুল ভিন্ন অন্য কোন মক্ষিকাবৃত্তি সম্পন্ন জীবের এই বিশুদ্ধ রস-সুধা গ্রহণের অধিকার নাই—কখনও হইবে না—কখনও ছিল না। সেই অনাবিল প্রীতি আস্বাদনের পথ তাঁহাদের চিররুদ্ধ। এই প্রকার কীর্ত্তনানন্দে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীহস্ত যুগলে গীতের অভিনয় করিয়া চলিলেন—

গৌর যদি পাছে চলে শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে, শ্যাম চলে ধীরে ধীরে॥
এইমত গৌর শ্যাম দোঁহে ঠেলাঠেলি।
স্বরথে শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী॥

ধাম-প্রসঙ্গ

গত ১৭ই আগষ্ট বালেশ্বর জেলাস্থ দেওরি-আনন্দপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত দোলগোবিন্দ দত্ত মহাশয় শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিলে শ্রীযোগপীঠের রক্ষক শ্রীপাদ রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী মহোদয় তাঁহাকে ধামের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কীর্ত্তন করেন,—

নয়টী দ্বীপ লইয়া নবদ্বীপ গঠিত। এই নবদ্বীপের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রাম বা পল্লী অবস্থিত। নয়টী দ্বীপের চারিটী দ্বীপ ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে এবং পাঁচটী ভাগীরথীর পশ্চিমপারে অবস্থিত। পূর্ব্বপারের চারিটী দ্বীপের নাম—(১) অন্তর্দ্বীপ, (২) সীমন্তদ্বীপ, (৩) গোদ্রুমদ্বীপ ও (৪) মধ্যদ্বীপ; পশ্চিমপারের পাঁচটী দ্বীপের নাম—(১) কোলদ্বীপ, (২) ঋতুদ্বীপ, (৩) জহ্নুদ্বীপ, (৪) মোদদ্রুমদ্বীপ এবং (৫) রুদ্রদ্বীপ। যথা ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গে—

গঙ্গার পূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়॥
পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ, শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়।
মোদদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয়॥
কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ, এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥

ভক্তিরত্নাকর পাঠে আরও জানা যায় যে, নবদ্বীপের মধ্যে এত গ্রাম ছিল যে, শ্রীমায়াপুর যাইতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরকে লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীমায়াপুরে পৌঁছিতে হইয়াছিল। সাধারণতঃ 'নবদ্বীপ' নামই সকসাধারণে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ছিল।

নবদ্বীপ মধ্যে গ্রাম নাম বহু হয়।
লোকে জিজ্ঞাসিয়া মায়াপুরে প্রবেশয়॥
(ভক্তিরত্নাকর ৮ম তরঙ্গ)

আরও জানা যায় যে, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর পরিক্রমাকালে নবদ্বীপের অনেক গ্রামই লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং অনেক গ্রামের নাম লুপ্ত ও নানাভাবে বিকৃত হইয়াছিল। সুতরাং শ্রীমায়াপুর গ্রামের নাম সে অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা বিকৃত এবং সাধারণের অজ্ঞাত হইয়া পড়িবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ভক্তিরত্নাকর ও এই কথায় বলিতেছেন,—

"অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির আরম্ভেতে।
নহিল যে নামের ব্যত্যয় কোনমতে॥
বৈছে কলি বৃদ্ধ, তৈছে নামের ব্যত্যয়।
তথাপি সে সব নাম অনুভব হয়॥
কথো কাল পরে কথো গ্রাম লুপ্ত হৈল।
কথো গ্রাম-নাম লোকে অন্তব্যস্ত কৈল॥"
—ভক্তিরত্নাকর ১২ তরঙ্গ

যৎকিঞ্চিৎ

আর এক 'লম্বাশিখা', তিলকধারী বাবাগোঁসাই মুটের হাতে দিয়েছেন মস্ত একটা কাত্‌লা—আমরা ক'জন জিজ্ঞেস্ কর্‌লাম "একি প্রভু, আপনিই না সেদিন 'নিরামিষভক্ষণের' গুণাবলী বিষয়ে পার্কে ব'সে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন! আপনার কথাগুলি লিখে নিয়ে ছাপানো পর্য্যন্ত হ'ল, এখন এ কি বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার! আপনার কথা ও কাজ ত এক নয়, ফেলুন ফেলুন, কে কোথায় দেখে ফেল্‌বে। আমাদের কথা শুনে গোঁসাই ঠাকুর তো রেগে অগ্নিশর্ম্মা আর কি! "দূর হ কলির জন্‌মন্, বেরো কাছ থেকে, জামাইবাড়ী তত্ত্ব পাঠাবো, আমার শুভ কর্ম্মে বাধা দিতে এসেছ, বিট্‌কেলের দল কোথাকার!" আমরাও পাত্র কম নই, আমাদের······সমিতির ······দা' বল্লেন, "থাকনা প্রভু, তোমার কেলেঙ্কারীর কথা কাগজে ছাপিয়ে দেবো।" ঠাকুর বল্লে "দিবি ত দিবি ব'য়ে গেল, আমার টাকা আদায় হ'য়ে গেছে; এদেশে আর শীগ্‌গির আস্‌ছিনা এবার আমার হরিদ্বারের দিকে যাবার নিমন্ত্রণ এসেছে।"

অমল বল্লে, "ভাই সুনির্ম্মল, আচ্ছা কেন বল্‌ দেখি, বর্ষাকালে আবার অন্য সময়ের চেয়ে এই সকল আলখেল্লা পরা বাউল, চিমটাধারী চূড়াবাঁধা মাতাজীর দল, আর নানারকমের 'সাধু' (?)র দল বেড়ে যায়?" সুনির্ম্মল—"বাড়্‌বেনা? বর্ষার সময় যে অন্ন খরচে যাতায়াতের সুবিধা, আর গ্রামে যারা অন্য সময় অন্য ব্যবসা করে, তারা তখন সুবিধা না পেয়ে সহরে চলে আসে, কোন ঝঞ্ঝাট ত নাই। একটি তিলক ক'রে, গেরুয়া প'রে দু'ছড়া কাঠের মালা গলায় দিয়ে একটু আকু পাকু ভাব দেখাতে পার্লেই 'কিস্তি' মাৎ। তখন আর পায় কে; ভাগ্যের জোরে তখন তার কপালে নিত্যই 'দুধ ভাত' জোটে। দেখ্‌ত ভাই কি সোজা ব্যবসায়। বাংলা দেশে কত হাজার লোক যে এই ব্যবসা করে তারতো সুমারী হবেনা, নইলে বুঝা যেতো। আর ভাই, গোঁসাইদেরই কি সহজ পাওনা? আমি সন্ধ্যায় যখন বেড়াতে যাই, নদীতে মাল বোঝাই নৌকার বেশীর ভাগই থাকে ঐ গুরুদেব; দেখিস্ নাই, জ্যেঠামশায়ের শ্রাদ্ধের সময় গুরুজী এসে বড়দাদাকে কি রকম ভয় দেখিয়ে 'সম্বচ্ছরের' খোরাকী, ধান, মটর, তিল, সরষে ইত্যাদি নিয়ে গেলেন। আবার ব'লে গেছেন, ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধে যদি তাঁকে সোনার চেন না দেওয়া হয়, তবে বাড়ীর ভয়ানক অমঙ্গল হবে। 'শান্তি স্বস্ত্যয়ন' করেও নাকি সে অমঙ্গল দূর হবে না।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের প্রতিপাদ্য কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারসহ সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২১৸০, দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৪০৲।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-রচিত 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য' ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত 'অনুভাষ্যে' শ্রুতি স্মৃত্যাদি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, শব্দ, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুবৃহৎ সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী-সমন্বিত ঐরূপ অভূতপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পারিপাট্যের সহিত অক্ষরে মূলাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ১৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শব্দসূচী, পয়ারসূচী, বিষয়-স্থান-পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮ পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ৩৲

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২৷৷০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেতা ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিতা। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি বহু-জ্ঞাতব্যবিষয়-সহ উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাত্মস্বরূপোদ্বোধিনী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবস্থ-বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ—বেদার্বসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈভববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় গুরু—মহাজন-জীবনচরিত-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্মাত্র-অচিন্মাত্র-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীবার্ষভানবী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৸০ বার আনা।

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর ধামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকরুণা ও কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা-বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা—এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৸০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদার্শনিক-শেখর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বিস্তৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত। অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৶০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পদ্যে বিবৃত। ভিক্ষা ।৶০ আনা

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যের উপদেশ শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ড, আত্মাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচয়াদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাধা ১৸০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় অন্য কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্রস—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণ-ধর্ম্ম—আশ্রম-ধর্ম্ম—শুদ্ধশ্রাদ্ধ শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণ-তত্ত্বগুলি পৃথক্ অধ্যায়ে সুবৃহৎ শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ব্লু কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। গ্রন্থ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'ধামমাহাত্ম্য'—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম-পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র ভিক্ষা ৸০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বিস্তৃত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রত্যাশিতভাবে সুলভ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উদ্যম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৸০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। এই একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় ধর্মবিষয়ক এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্যান্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলগোস্বামি-শাস্ত্র-মহোদধি-মন্থনফলে এই গ্রন্থামৃত উত্থিত হইয়াছেন। অধিকন্তু সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ৷৶০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত আখ্যানসহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া-জানা লোকেও এই ভজনরাজ্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৶১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মসহ। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরলীলার প্রমাণাবলীসংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়গত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধস্তন বর্ত্তমান মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, অবাঁধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। নাড়াজোলের রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১॥০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাক মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবস্মরণ, দালালের গীত, শ্রীনামহট্ট, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক, আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরু-প্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ না তাঁহাদের স্থান নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST

OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরিনামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

বাধক শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম **'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'**।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমষ্টি ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, পাইট ৷৷৵৹ আনা, বোতল ১৷৵৹ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন,

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম্, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুক্ত হরিপদ সিংহ, ১১৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার ধালিয়া) ৯৫ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ইষ্টিং ডিপা টমেণ্ট, কলিকাতা।

শ্রীনব[illegible]-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্ট পাঠান হয়।

ম্যানেজার—প্রচার বিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌ[illegible] প্রি[illegible]ং [illegible]র্কসে

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মিষ্টান্নের দোকানে নমঃশূদ্র

বাগেরহাট হইতে প্রকাশ যে, কয়েকজন নমঃশূদ্র ভদ্রলোক বলপূর্ব্বক একটি মিষ্টান্নের দোকানে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের প্রবেশাধিকার স্থাপনের চেষ্টা করায়,একজন দোকানদার তাঁহাদের নামে নালিশ করিয়াছে।

পাকা গুণ্ডা গ্রেপ্তার

বিশ্বনাথ দে নামক মেছুয়াবাজার অঞ্চলের একজন পাকা গুণ্ডা পুলিস কর্ত্তৃক সন্দেহক্রমে সেদিন ধৃত হইয়াছিল। পুলিস বলিয়া এই ব্যক্তি নাকি ঐ অঞ্চলে বহুদিন হইতে ভীতি উৎপাদন করিয়া বহু লোকের অর্থ অপহরণ করিয়া আসিতেছে।

গত ১৮ই আগষ্ট মঙ্গলবারে এই আসামীকে জোড়াবাগানের অতিরিক্ত চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। পরে বিচারে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার প্রতি হাজত বাসের হুকুম দিয়াছেন ও আগামী ২১শে আগষ্ট এই মামলার দিন ধার্য্য করিয়াছেন।

বর্ম্মীদের হস্তে ভারতীয় নিহত

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ যে, বিদ্রোহীদের নূতন কোন গতিবিধির লক্ষণ দেখা যায় নাই, তবে ডাকাতির সংবাদ দক্ষিণ ব্রহ্মের সকল অঞ্চল হইতে পাওয়া যাইতেছে। এই সকল ডাকাতি স্থানীয় দুর্ব্বৃত্তদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মায়অঙনে বিন জেল হইতে পলাতক কয়েদী সকলও এই ডাকাতিতে যোগদান করিয়াছে।

টুঙ্গু হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ডাকাতরা একস্থানে নরহত্যা করিয়াছে। থাইয়েটমাইও জিলায় কামা অঞ্চলে গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে দুর্ব্বৃত্তরা একটি গ্রাম আক্রমণ করিবার সময় গ্রামবাসী কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন।

পায়াপন অঞ্চলে পুলিস পাহারা থাকায় ভারতীয় অধিবাসীরা কিছুকাল একরূপ বাস করিতেছিল। কিন্তু তথাচ গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে বর্ম্মীরা কৃষিক্ষেত্রের মধ্যস্থ একটি কুটীর আক্রমণ করে ও একজন ভারতীয়কে গুরুতররূপে জখম করিয়া দেয়। এই ব্যক্তি পরে হাসপাতালে মারা গিয়াছে।

কংগ্রেসকর্ম্মীর অকাল মৃত্যু

গত ১৭ই আগষ্ট সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকার সময় হাওড়া প্রসিদ্ধ অক্লান্ত কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত অবনীনাথ বসু মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি হাওড়া সহরের সুতাকাটা ও কাপড় বোনার প্রধান কেন্দ্র চিত্তরঞ্জন কর্ম্ম মন্দিরের প্রাণস্বরূপ ও শিল্পবিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় হিন্দুসভার সভ্য ছিলেন। তিনি বিধবা-বিবাহ ও অস্পৃশ্য উদ্ধারের জন্য খুব পরিশ্রম করিতেন। গত আইন অমান্য আন্দোলনকালে তিনি তিনটী গ্রামে লবণ আইন ভঙ্গের নেতা ছিলেন।

মালদহে বিদেশী বর্জ্জন

মালদহ হইতে প্রকাশ যে কংগ্রেস প্রচার সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত অতুলচন্দ্র কুমার স্থানীয় বস্ত্রব্যবসায়িদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকে পূজার সময়ে বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিতে নিষেধ করেন। ব্যবসায়ীগণ কংগ্রেসের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যে সমস্ত বিদেশী মাল এখনও গুদামে মজুত আছে তাহার সম্বন্ধে কি করা হইবে সে বিষয়ে শীঘ্রই ব্যবসায়িগণের এক সভা বসিবে।

মহাত্মাজীর সহিত লর্ড আরউইনের সংবাদ ভিত্তিহীন

রয়টারের প্রতিনিধি লর্ড আরউইনের পক্ষ হইয়া বলিতেছেন—গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজীকে যোগদান করিবার জন্য লর্ড আরউইন তারযোগে তাঁহার সহিত খবরাখবর করিতেছেন, এ সংবাদের কোনও ভিত্তি নাই।

পঞ্জাব ডাক গাড়ীতে হত্যার মামলা

গাজোয়া হইতে প্রকাশ যে, রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে গত ১৭ই আগষ্ট পঞ্জাব ডাকগাড়ী হত্যার মামলার একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। লেফ্টনাণ্ট ডেক্সটের বেহারা কদম খাঁ সাক্ষ্য প্রদান করে। মৃত ব্যক্তির পোষাক পরিচ্ছদ তাহাকে প্রদর্শিত হইলে সে উহা সনাক্ত করে। তাহার সাক্ষ্য গৃহীত হইবার পরই বাদীপক্ষীয় সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ শেষ হয়। অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত মামলার আসামী যশবন্তসিং, দেওনারায়ণ এবং দলপতের বক্তব্য শ্রবণ করিতে চান। তাহারা সকলেই বলে যে, এই আদালতে তাহারা কিছু বলিতে ইচ্ছুক নয় এবং কোন প্রশ্নের উত্তরও প্রদান করিবে না। দায়রা আদালতে তাহাদের বক্তব্য আসামীরা প্রকাশ করিবে বলিয়া জানায়।

আগামী ২৭শে আগষ্ট তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেট এই মামলা সম্বন্ধে রায় প্রদান করিবেন।

জাল গোয়েন্দা পুলিস কর্ম্মচারী অভিযুক্ত

জাল গোয়েন্দা পুলিশ কর্ম্মচারী সাজিয়া কলিকাতার কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে আবদুল গণিকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করিবার অভিযোগে গহর আলী কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল শ্রীযুত সুশীল সিংহের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ, আসামী যে সময়ে উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময়ে জনৈক কনেষ্টবল আসামীকে ধৃত করিয়া থানায় লইয়া যায়। গত ১৫ই আগষ্ট উক্ত মামলার একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। আগামী ২২শে আগষ্ট পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবি আছে।

স্বেচ্ছাসেবকের মৃতদেহ আবিষ্কার

পালামকোটা হইতে প্রকাশ যে রোমান ক্যাথলিকদের গোরস্থানে একটি কবর খুঁড়িয়া জনৈক নিরুদ্দিষ্ট কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকের মৃতদেহ আবিষ্কার করা হইয়াছে. এই বিষয়ে ১৭ই আগষ্ট করোনারের প্রশ্নের উত্তরে স্থানীয় কংগ্রেসের সম্পাদক এবং অপর দুইজন স্বেচ্ছাসেবক বলেন, মৃত দেহটি নিরুদ্দিষ্ট স্বেচ্ছাসেবক সুব্রিয়া পিলাই এর। পুলিসের তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে।

মীরাট মামলার আসামী বোম্বায়ে

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শ্রীযুত এস, সি দেশাই ও এস, ভি ঘাটে কয় দিনের ছুটিতে গত ১৭ই আগষ্ট মীরাট হইতে বোম্বাই আসিয়াছেন। ইঁহারা এখন জামীনে মুক্ত আছেন। তাঁহারা ২২শে আগষ্ট মীরাট যাত্রা করিয়াছেন।

মালাবারে জল-প্লাবনে গাড়ী চলাচল বন্ধ

কালিকট হইতে প্রকাশ যে, অবিশ্রাম বারিবর্ষণের ফলে মালাবার অঞ্চলের বহুস্থান জলে ডুবিয়া যাওয়ায় গাড়ী চলাচলের ক্ষতি হইয়াছে।

ত্রিচুরের এক সংবাদে প্রকাশ, স্থানে স্থানে রেল লাইন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আশঙ্কা হইতেছে যে, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ন্যায় এবারও ভীষণ জল-প্লাবন দেখা দিবে।

গুজরাট যুবলীগের সভা

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ যে, গুজরাট যুবলীগের ওয়ার্কিং কমিটীর গত ১৭ই আগষ্ট বরোদায় এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত মোরারজী দেশাই এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে:—

"কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান না করিবার সিদ্ধান্ত ঐ সভা মানিয়া লইলেন। এই সভা কংগ্রেসকে জানাইতেছেন যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রয়োজন হইলে গুজরাটের যুব-সম্প্রদায় কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুসারে তাহাতে যোগদান করিবেন।

নেত্রকোণায় মেথর ধর্ম্মঘট

গত ১৬ই আগষ্ট হইতে স্থানীয়, মিউনিসিপ্যালিটীর মেথরগণ বেতন হ্রাস, সংখ্যা হ্রাস এবং মাহিনা দিবার অনিয়মের জন্যই ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, কতকগুলি মেথরকে জবাব দিবার জন্য কয়েক মাস পূর্ব্বে আপোষে একটা ব্যবস্থা হইয়াছিল। বেতন হ্রাসের কথাও আপোষে স্থির হয়; প্রথমে কেহই ইহার প্রতিবাদ করে নাই। কিন্তু ১৪ই আগষ্টের হাটবারের সন্ধ্যাবেলা মেথরগণ ঢোল সহরতে ঘোষণা করে যে, উপরোক্ত কয়েকটি কারণে তাহারা ১৫ই আগষ্ট প্রাতঃকাল হইতে ধর্ম্মঘট করিবে।

প্রকাশ, মেথরদিগের জমাদারের পুত্র কর্ত্তৃপক্ষকে না জানাইয়া এই স্থান ত্যাগ করায় তাহাকে অস্থায়ী ভাবে কর্ম্মচ্যুত করা হয়।

অহিফেন সেবনে উকীলের আত্মহত্যা

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, গত ১৬ই আগষ্ট স্থানীয় উকীল দুর্গাপদ সেনের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যু ঘটিয়াছে। তিনি সকালে খানিকটা আফিম খান এবং বিকালে তাঁহার আলেকান্দাস্থ বাড়ীতে মারা যান। আত্মহত্যার কারণ এখনও অজ্ঞাত। তাঁহার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়জনসমন্বিত একটী বৃহৎ পরিবার আছে।

Reg No C.1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

মাসিক মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵০

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪৭তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৭ই ভাদ্র সোমবার, ১৩৩৮, ২৪শে আগষ্ট ১৯৩১

গান্ধীজীর বিলাত গমন

গান্ধীজীর নিকট মিস লেষ্টারের তার

সায়াসেনের বিচার

ঢাকার কমিশনার গুলীর দ্বারা উরুদেশে আহত

কাশী ডাকলুটের মামলা

ব্যাঙ্কের নোট অপহরণে আসামী দণ্ডিত

গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত

কুমিল্লায় গাড়োয়ান ধর্ম্মঘট

স্পেনের নূতন শাসনতন্ত্র

নানা কথা

গান্ধীজীর বিলাত গমন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ যে, কমনওয়েলথ অব ইণ্ডিয়া লীগ ২০শে আগষ্ট একটা জরুরী সভা করিয়া ভারতে বড়লাট বাহাদুরকে এই মর্ম্মে তার করিয়াছেন :—"গান্ধীর দ্বিতীয় অনুরোধ রক্ষা করুন।"

মিঃ গান্ধীকেও এই মর্ম্মে তার করা হইয়াছে—"আপনার দ্বিতীয় অনুরোধ রক্ষা করা হইলে সত্বর বিলাতে চলিয়া আসুন।"

গান্ধীজীর নিকট মিস লেষ্টারের তার

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ যে, লণ্ডনস্থিত মিস মুরিয়েল লেষ্টারের নিকট হইতে গান্ধীজী এক তার পাইয়াছেন—তাহাতে তিনি জানিতে চাহিয়াছেন যে, গান্ধীজী ইংলণ্ডে যাইয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিবেন কিনা এবং তিনি গোল-টেবিল বৈঠকের সদস্যরূপে তথায় না যাইলে শুধু ভ্রমণোদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে যাইবেন কিনা তাহাও তিনি জানিতে চাহিয়াছেন।

গান্ধীজী এই তারের এখনও উত্তর দেন নাই।

সায়াসেনের বিচার

থারাবডী হইতে প্রকাশ যে, শান রাজ্যের বিদ্রোহী দলপতি সায়াসেনের বিচার স্পেশাল ট্রাইব্যুনেলে ১৯শে আগষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী সায়াসেনকে সনাক্ত করিয়া বলে যে, প্রায় নয় বৎসর ধরিয়া সে আসামীকে চেনে।

কাবুলে স্বাধীনতা দিবস উৎসব

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ যে, গত ১৪ই আগষ্ট তারিখে কাবুলে চমনহুজুরীতে আফগান স্বাধীনতা দিবস (জাসান) উৎসব হয়। আফগানরাজ নাদির সা তাঁহার উদ্বোধন বক্তৃতায় আফগানিস্থানের আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক অবস্থার সমালোচনা করতঃ কষ্টার্জ্জিত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রজা সাধারণকে সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ বলি দিতে প্রস্তুত হইতে বলেন।

বক্তৃতার পর সামরিক কুচকাওয়াজ ও রাজাকে অভিবাদন করা হয়।

এই সকল অনুষ্ঠানের পর এক শোভাযাত্রায় উপজাতি সমূহ বিশেষভাবে যোগদান করে। এই সকল উপজাতি গত আট মাস কাল আফগানিস্থানের সমর সচিবের অধীনে ইব্রাহিম প্রমুখ উত্তরের অনিষ্টকারিগণকে বন্দী করিবার জন্য তাহাদের খোঁজে নিযুক্ত ছিল, সম্প্রতি তাহারা কাবুলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

আফগানিস্থানের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বিমানবাহিনী উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত বাহিনী কসরতাদি প্রদর্শন করে।

ঢাকার কমিশনার গুলীর দ্বারা উরুদেশে আহত

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ যে, ২১শে আগষ্ট অপরাহ্নে এক যুবক আততায়ী ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ আলেকজেণ্ডার ক্যাসেলসের উরুদেশ গুলীদ্বারা আহত করিয়াছে।

মিঃ ক্যাসেলস সরকারী কার্য্য উপলক্ষে টাঙ্গাইলে আসিয়াছিলেন। ঐ তারিখ অপরাহ্নে তিনি মহকুমা হাকিম এবং মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানের সহিত পদব্রজে সেনট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করিতে যাইবার সময় হঠাৎ একটি যুবক তাঁহাদের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়া সোজাসুজিভাবে তাঁহাকে গুলী করে। লক্ষ্য ঠিক না থাকায় গুলী মিঃ ক্যাসেলসের উরুদেশের মাংস ভেদ করিয়া যায়। তখনই আততায়ী ফিরিয়া পলায়ন করে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাদ্ অনুসরণ করিলে আততায়ী গোলমালে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ক্যাসেলসের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। প্রকাশ, আঘাত সামান্য রকমের। তাঁহাকে লঞ্চে করিয়া ঢাকায় লইয়া গিয়া চিকিৎসার্থ তাঁহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইবে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীস ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা।
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীনয়েশ্বর, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীদীনদয়ার্দ্র দাস, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, হরিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪৬১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্রণ দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমঙ্গলানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পদ্মবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্‌ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম নরকোবিদ্‌, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবক শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবড়ভর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধারণ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীবেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীনয়নাল দাস।

(১০ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

দারাগঞ্জ, প্রয়াগ ই, আই, পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

১০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতিলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী।

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীগৌরকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীসদানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীজয়নিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবংশীবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪নং জগজ্জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক— ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দদুলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ভুবনকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ সেবধরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫০২ গোপীরমন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণ, শ্রীকুলশেখর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

সর্ব্ব গোপালপুরম্‌, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) বাদশগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীকেশবানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ } ২৬ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ৭ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৪ আগষ্ট ইং ১৯৩১ সোমবার } ১৪৭৬ম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুত সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন, গত ৩১শে শ্রাবণ (১৩৩৮) ইংরাজী ১৬ই আগষ্ট (১৯৩১) রবিবার কলিকাতা-গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কৃপা-পূর্ব্বক আমাদের ৯নং সাউথ শিয়ালদহ রোডস্থ বাসাবাটীতে শুভাগমন করতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তরাজ প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত কি বস্তু, ভাগবতের দিগ্‌দর্শন, সর্ব্বাদৌ শ্রীমদ্ভাগবতের কোথায় অধিবেশন হয়, দ্বিতীয় অধিবেশনের স্থল যাহা এতাবৎকাল অনাবিষ্কৃতাবস্থায় ছিল তাহা কিরূপে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয় ও মন্বাদি ঋষিগণকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত চতুর্ব্বর্গা-শ্রমধর্ম্ম ও ভাগবতধর্ম্মের পার্থক্য কি, ইত্যাদি জটিল বিষয়সমূহ স্বামিজী মহারাজ উপস্থিত জনমণ্ডলীকে প্রাঞ্জল ভাষায় শাস্ত্র-প্রমাণ-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়াছিলেন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধবৎস্থায় মহারাজের শ্রীমুখবিগলিত চেতনময়ী ভগবদ্বাণী একাগ্রমনে শ্রবণ করিতেছিলেন।

মহারাজ পাঠ সমাপন করিতে চাহিলে সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ আরও একটু সময় পাঠ করিবার জন্য নিবেদন জানাইলেন। অহৈতুকী কৃপাময় বৈষ্ণব ঠাকুর তখন আরও একঘণ্টাকাল শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিলেন। শ্রোতৃবর্গ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে এরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের সহজ ও সরল ব্যাখ্যা আর কাহারও মুখে কদাপি শ্রবণ করেন নাই।

পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ দাস অধিকারী মহাশয় তাঁহার সুললিত কণ্ঠে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ;—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব, ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ দে বি, এস্-সি ; এম, বি, সিনিয়র হাউস সার্জ্জন কলিকাতা মেডিকেল হাসপাতাল ; ডাঃ শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল এল, এম্, এফ ; শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন মজুমদার বি, এ ; শ্রীযুক্ত অজিৎকুমার গুহ বি,এ ; শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী বি-এ, বি-এল ; জমিদার শ্রীযুক্ত গোপীমোহন রায় চৌধুরী ; শ্রীযুক্ত শুকলাল রায় জমিদার ও মার্চ্চেণ্ট ; শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায় জমিদার ও মার্চ্চেণ্ট ; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী ; শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ মোক্তার, শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যো-পাধ্যায় কনট্রাক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল কণ্ঠ, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র ভৌমিক, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ অধিকারী বি-এ, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র চন্দ্র উকিল, শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দে, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি।

আমরা আশা করি, মহারাজ এরূপ-ভাবে আমাদের ন্যায় কলিহত জীবগণের উদ্ধারকামনায় অযাচিত প্রেম বিতরণ করতঃ ধন্য করিবেন। কলির প্রধান লীলাক্ষেত্র কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে বাস করিয়া বিংশ শতাব্দীর যুবকগণের একপভাবে ভাগবতধর্ম্ম প্রচারের যে ঐকান্তিক উৎসুক্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বড়ই প্রশংসনীয়।

এই প্রচারকার্য্যের জন্য প্রাণ ও অর্থ-দ্বারা যে সেবা কার্য্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র চন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত অনিলকুমার মল্লিক ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশেষ চেষ্টা ও আগ্রহে শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠগৃহখানি বিচিত্র বর্ণের পত্র, পুষ্প ও মালাদ্বারা অতিশয় সুন্দরভাবে সুসজ্জিত হইয়াছিল।

আশাকরি প্রতিগৃহে এরূপ আনন্দোৎ-সবের অনুষ্ঠান করিয়া সমস্ত দেশ ধন্য হউক।

গত ২৭শে শ্রাবণ বুধবার সন্ধ্যারাত্রিকে হরিকথা শ্রবণার্থ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে আগত স্থানীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত মনোমোহন কবিশেখরের নিকট গুরুতত্ত্ব জগদ্‌গুরু লীলাবিষ্কার কারী অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকৃত শিক্ষা, শুদ্ধভক্তি ও ভজন সম্বন্ধে ন কথা প্রায় ২ ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া শ্রীপাদ যদুবর ভক্তি-শাস্ত্রী প্রভু কীর্ত্তন করেন।

প্রথমে কবিরাজ মহাশয় স্থানীয় কোন এক প্রাকৃত সহজিয়ার নাম উল্লেখ পূর্ব্বক মহাপ্রভুর ও প্রাচীন মহাজনের কৃষ্ণভজন পথ পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক মত ও পথে, গুরুতে রসবুদ্ধি পূর্ব্বক গুরুকৃষ্ণের ভজন এবং নিজকে রাধা কল্পনা করিয়া কৃষ্ণভজনের কথা উত্থাপন করেন। যদুবর প্রভু শ্রুতি স্মৃতি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে এবং মহাজনগণের উক্তি উদ্ধার পূর্ব্বক সুষ্ঠুভাবে প্রকৃত সদ্‌গুরু তত্ত্ব বুঝাইয়া দিলে কবিরাজ মহাশয়ের এই সম্বন্ধে সংশয় দূরীভূত হয়।

সদ্‌গুরুর কৃপালাভে অসমর্থ লৌকিক গুরুর নিকট দীক্ষিতগণের [illegible] গুরুতে সদ্‌গুরুর আরোপ কারণে দীক্ষিত এই কথার উত্তরে যদুবর প্রভু বলেন—চূণ গোলাজল খাওয়াইয়া দুগ্ধনামে খাওয়া করা হইল বলিয়া তাহা ত আর দুগ্ধ হইয়া [illegible] একজন [illegible] অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ বলে অথবা চক্ষুষ্মান্ অন্ধকে আশ্রয় করিলে [illegible] অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না। [illegible] কুপথ [illegible] [illegible]

সেই সে বিষয়ের ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

নীলাচলে শ্রীরথাগ্রে নৃত্য

(৫)

দ্বাপরযুগে তিনি দেবকীনন্দন, নব-জলধরশ্যামবর্ণ, গোপীজন মনোমোহনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই স্বীয় গূঢ় বাঞ্ছা পূরণকল্পে এবার এই অধন্য কলিযুগকে ধন্যতম করিয়া শ্রীনবদ্বীপপুরন্দর শ্রীশচী-দুলাল-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; দ্বাপরের সেই ইন্দ্রনীল কান্তি এবার হেম গৌরী শ্রীরাধারাণীর দিব্যচ্ছটায় মণ্ডিত, আর অন্তরটী ও রাধারাণীর সেই চিন্ময় প্রেম রসেই পরিপূর্ণ। রথোপরি যিনি, রথাগ্রে নৃত্যকারীও তিনিই। অথচ প্রকাশ বিভিন্নতায়, ভাব-পারিপাট্যের বিভিন্নতাবশতঃ লীলাময় ভগবান কি অসীম প্রেম লীলাই না প্রকট করিয়াছেন! কুরুক্ষেত্র মিলনে রাধাভাব-বিভাবিত চিত্ত শ্রীগৌরসুন্দর এখন আবার বলিতেছেন—

সেই তুমি সেই আমি সেই নব সঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন চরণ॥
ইঁহা লোকারণ্য হাতী ঘোড়া রথধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি॥
ইঁহা রাজবেশ সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপবেশ সঙ্গে মুরলী বাদন॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন।
সেই সুখ-সমুদ্রের ইঁহা নাহি এক কণ॥
আমা লঞা পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত পূরণে॥

এই প্রকার অপূর্ব্ব মধুর ভাবাবেশে শ্রীগৌরহরি উচ্চৈঃস্বরে শ্লোকাবৃত্তি করিতে লাগিলেন, স্বরূপ গোস্বামী ভিন্ন তাহা অপর কেহই বুঝিলেন না। 'যঃ কৌমারহরঃ' শ্লোকটী শুনিলে সাধারণ অজ্ঞ লোকে হয়ত প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার কথাই মনে ভাবিবেন; কিন্তু গোলোকাপ্রাকৃত রতির সহিত জড়ানুভূতির এমন পার্থক্য যে কোনও ভাষার দ্বারা তাহা ঠিক ভাবে বুঝাইতে [illegible] না। ভাবনিধি শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] দেবের গীতিগুলি যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন আমরা তাঁহার কত রকম স্ব কপোল-কল্পিত অর্থ করিয়া বসিব। [illegible] কিছু সেই সব বুঝিয়াছি বলিয়া ছলনা করিয়া সজ্জনদের বিরক্তি ভাজন হইব।

গোপীভাবপূর্ণ শ্রীগৌরসুন্দর নানাবিধ শ্লোকে প্রাণের অসীম ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পুনরায় বলিতেছেন,—"অজ্ঞকামী জনের মন মনোরথপূর্ণ; কিন্তু আমার মন বৃন্দাবন হইতে পৃথক্ নয়। মন ও বৃন্দাবনকে আমি এক বলিয়া জানি। হে দয়িত, মনোমোহন শ্যাম! আমার সেই বৃন্দাবনতুল্য হৃদয়-দেশে তোমার অভয়ামৃত শ্রীচরণারবিন্দ নিত্য বিরাজিত থাকিলেই তোমার পূর্ণ কৃপা বলিয়া জানিব।" এই ভাবে সংকীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি জগন্নাথ-সেবক, পাত্রমিত্রগণ ও নীলাচলবাসী অসংখ্য যাত্রিগণের চিত্ত প্রেমামৃত-বর্ষণে আকর্ষণ করিলেন। সেই করুণাতে অভিষিক্ত হইয়া সকলেরই সুদুর্লভ প্রেমের উদয় হইল। অসংখ্য লোক প্রেমোৎফুল্ল চিত্তে 'জয় [illegible]' 'হরি' 'হরি' রবে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"প্রেমে নাচে, গায় লোক, করে কোলাহল।
প্রভু নৃত্য দেখি সবাই ঠৌগুণ মঙ্গল॥"

এই প্রকার মহাসঙ্কীর্ত্তন ও মহানর্ত্তন দর্শনে সামান্য মানুষ তো দূরের কথা, শ্রীজগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাদেবী পর্যন্ত আনন্দ-ভরে মন্থর গমনে চলিতে লাগিলেন। কখনও বা রথগতি স্থগিত করিয়া স্থিরনেত্রে নৃত্যরঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাকুলভাবে রাজা প্রতাপরুদ্রের সম্মুখে পড়িয়া যাইতে ছিলেন; সৌভাগ্যশালী নৃপতি সসম্ভ্রমে বাহিত হস্ত শ্রীগৌরসুন্দরকে ধরিলেন। বাহিরে বিজ্ঞার নৈষ্ঠিক লীলাপরায়ণ শ্রীমন্মহাপ্রভু তৎপ্রতি বিশেষ কঠোর হইয়াছিলেন বটে, নিজজনের সাবধানের জন্য, বাহ্য পাইয়া, কিঞ্চিৎ রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন—"ছি! ছি! আমার বিষয়ীর স্পর্শ হইল!" প্রভুর শ্রীমুখের এই বাণী শুনিয়া রাজার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল; কিন্তু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রাজাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন "তোমার প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের বড় কৃপা, তুমি সংশয় করিও না; তোমাকে উদ্দেশ্য করিয়া [illegible] শিক্ষা দিলেন [illegible] হইলে, আমি সময় বুঝিয়া প্রভুর পদে তোমার ব্যাকুলতার কথা নিবেদন করিব [illegible] মিলিত হইবে।"

শ্রীচৈতন্যকৃপা [illegible] করায় শ্রীমৎ [illegible] রথ ঠেলিতেই হড় হড় শব্দে রথ সুন্দরাচলের দিকে চলিল চতুর্দ্দিকে আনন্দিত ভক্তকণ্ঠে ব্রহ্মাণ্ডভেদী 'হরি হরি বোল' ধ্বনি উত্থিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু পুলকাশ্রুকম্পিত নিজগণ-সঙ্গে শ্রীবলদেব ও সুভদ্রাগ্রে নৃত্য করিয়া জগন্নাথাগ্রে মহানৃত্য আরম্ভ করিলেন। এই প্রকারে শ্রীজগন্নাথদেব সুখে গমন করিতে করিতে বলগণ্ডি নামক বিশ্রাম স্থানে উপনীত হইলে ধনী-দরিদ্র ও রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সকলেই তথায় বহুবিধ উৎকৃষ্ট উপচারের দ্বারা শ্রীজগন্নাথের ভোগ লাগাইলেন। বলগণ্ডিতে সকলেরই ভোগ সমর্পণ করার অধিকার আছে।

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪৬ সংখ্যার পর)

কলি অর্থাৎ বিবাদ বা তর্কপথের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপান্তর্গত শ্রীমায়াপুর এবং অন্যান্য দ্বীপ ও গ্রামের নামগুলি লোকে লুপ্ত ও বিকৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছে বটে, তথাপি সেই সকল নাম সুধীগণের অনুভবের বিষয় রহিয়াছে।

প্রাচীনকালে 'ইলাহাবাদ' বা পরবর্ত্তীকালে 'এলাহাবাদ' কিম্বা 'পেরাগ,' মথুরা 'মাট্রা,' অযোধ্যা 'আউধ,' বৃন্দাবন 'বিন্দাবন' এবং নদীয়া জেলার পাচু 'পোচো,' কাঁথা 'কেঁথা',ডাঙ্গা 'ডেঙ্গা', মাঠের 'মেঠো', মাদুলী 'মেদোলী', টাকা 'টেকা' প্রভৃতি অসংখ্য শব্দের অসংখ্য বিকৃতি বা রূপান্তর হইলেও যেরূপ প্রকৃত শব্দ সাধুগণের অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে, সেইরূপ অশিক্ষিতদের দ্বারা সংস্কৃত "মায়াপুর" শব্দ অপভ্রংশ 'মেয়াপুর' শব্দে কোথাও রূপান্তরিত হইলেও শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ভাষায় বলা যায়,—

[illegible] কলি বৃদ্ধি [illegible] নামের বাহুল্য।
[illegible] সব নাম অপভ্রংশ হয়॥

ভক্তিরত্নাকর পাঠ করিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলার পরে এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর [illegible] ইহা [illegible] ভক্তিরত্নাকরে [illegible]

[illegible]

ইহা হইতে অন্তর্দ্বীপের কিয়দংশ লুপ্ত হইবার কথা প্রকাশ পাইতেছে। এই সময় গঙ্গা যেস্থানে প্রবাহিত ছিলেন, সেই স্থান হইতে সরিয়া আরও পশ্চিমে গিয়াছিলেন। এইজন্য গঙ্গার পশ্চিমে যে [illegible] তাহার কিয়দংশ লুপ্ত হইয়া যায় এবং ঐ রুদ্রদ্বীপের কিয়দংশে অবস্থিত স্থানের পশ্চিমদিকে গঙ্গা প্রবাহিত হন। রুদ্রদ্বীপ যে গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত একটী দ্বীপ, তাহা ভক্তিরত্নাকর হইতে পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর ভ্রমণকালে যে পূর্ব্বোক্ত রুদ্রদ্বীপ লোপ পায় এবং ইহার অবস্থান যে গঙ্গার পূর্ব্বদিকে আসে, তাহাও ভক্তিরত্নাকরের বিবরণে জানা যায়।

গঙ্গার পূর্ব্বপারে রাহুপুর গ্রাম হয়।
কেহ কেহ রাহুপুরে 'রুদ্রপুর' কয়॥
এই রাহুপুর পূর্ব্বে রুদ্রদ্বীপ নাম।
গ্রাম লুপ্ত হইল, এবে আছে মাত্র স্থান॥

যৎকিঞ্চিৎ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪৬ সংখ্যার পর)

পর্ব্বের সময় যে ঠাকুরবাড়ীগুলিতে সাজানোর এত জাঁকজমক, আর ভোগ দেওয়ার যা কিছু ঘটা দেখিস্—সে সব শুধু লোক দেখানো। অন্যসময়ে ভাই, দু'এক পয়সার চা'ল কলাও সব সময় দেয় না, ঠাকুর ত আর বলবেন না কিছু; কিন্তু লোকে যে বলবে। তাই লোককে দেখিয়ে ঠাকুরের একটু যত্ন আত্তি করতে হয়। ঠাকুর নিয়ে আখ্‌ড়া পেতে বসাটাও বাংলা দেশে একটা মস্ত লাভের ব্যবসায়।

আখ্‌ড়াগুলোর আবার হোটেলও চলে। যে যেমন চায় সবই ঠাকুর দয়া করে দেন। মটর ডা'ল, লাফ্‌রা, শুক্ত, ভাজা, শুক্ত, প্রসাদ (?) ও মিলে; আবার মাছের ঝোল, মাছের অম্বল, মাছ ভাজা, ভাতও পাওয়া যায়। এ কি কম লাভের ব্যবসায়!'

বালকদের আলোচনা বটে, কিন্তু অতি সত্য এই কথাগুলি। বালকের মুখে শুনা কথা আমাদের বৃদ্ধের সম্মান [illegible] [illegible] 'ব্যবসায়ের' লাভের (?) [illegible] হইল। ধর্ম্মের নামে, ভক্তির নামে, [illegible] ভগবানের নামে যে সকল [illegible] ঘৃণিত যড়যন্ত্র চালাইতেছে তাহার কি কোনরূপ প্রতীকার নাই?

[illegible] ছোট [illegible] কোন [illegible] দিকে চাহিয়া দেখিতেছে; অনেক [illegible] ভাবিয়া [illegible] উঠিল। [illegible]

আমি লিখিতেছি সরল বালক দুইটীর কথা শুনি; তাই ত' কত ভাবের লোকে যে এই সকল ব্যবসা করেন, তাহার ত' ইয়ত্তা হইবে না। হায়রে নির্ব্বোধ সমাজ! হায়রে ভাগ্যহীন দেশবাসী! তোমার বক্ষে কি চিরদিনই প্রেতের তাণ্ডব করিবে? তুমি কি একবারও চাহিবে না? অন্তরেও কি মোহ আছে? জ্ঞানাঞ্জনশলাকার দ্বারা, তোমার অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়নের আবরণ ছেদন করিবার জন্য সত্য সত্যই যে মহাজনপ্রবর আসিয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে উপস্থিত হইতে এত অনিচ্ছা কেন? শঠের কুহকজাল ছিন্ন করিতেই যে তিনি আসিয়াছেন। বঞ্চিত, নিপীড়িত, আর বিশ্বমানবের মঙ্গলেই যে তিনি এই প্রপঞ্চে আসিয়াছেন। সত্য বস্তুতে তোমার কি কখনই রুচি জন্মিবে না? সত্য বিমুখ জীবকুলের নিত্যকল্যাণের জন্য সাত্বত শ্রুতি সমূহ তারস্বরে গাহিতেছেন,—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত এই একমাত্র গ্রন্থ পাঠে জ্ঞান লাভ করিলে শ্রীমদ্ বাংলা কিছুতেই অজ্ঞান না থাকেন। পরম সূক্ষ্ম বৈষ্ণব ধর্ম রূপ সকল ও জনসাধারণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। নিত্যধর্মের সহিত মতবাদ সকলের এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছেন। আবার বিস্তৃত সূচী, কথামার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই— সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুবোধ্য ভাবে মহাপ্রভুর কতিপয় লীলা বৈষ্ণবাচার, কৌপীন ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য লিখিত শব্দের নির্য্যাস গ্রন্থখানি না দেখা পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন এই বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপাটীভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৷৷০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরহস্যের গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও শুদ্ধপ্রেম লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। বহু সংস্করণ, ভিক্ষা ।/০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্বোধন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিত্রগুলের প্রমাণ, সাধন সাধ্য ও মহাজন-প্রণীত তত্ত্বপূর্ণ পদসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৵০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ।০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকৃত্যাদি সদাচারা-বলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা /০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীনারায়ণাচার্য্য রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবধর্ম্মমত। সানুবাদ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সম্বলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গদেশে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শাধিক দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছে, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ৷৷০ আনা, আবাধাই ।৵০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাজসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাপ্ত সাহেব), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (ইং , মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৷৷০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, দালালের গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৵০, বাঁধাই ৷৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতায় বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতায় বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেববিগ্রহাদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

দ্বারা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম **'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'**।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান:—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ভোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ॥৶০ আনা, বোতল ১৶০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল

বা

কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস, এন, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারান্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—

৯৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম গাড়ীর খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নলছিটী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন;

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১২৭, বেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ রাজ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার গালিমা) ৬৩ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ১৬টিঃ ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—গ্রন্থবিভাগ

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার—গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

২৪৩।১ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্‌, এম্‌, এফ্‌, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কাশী ডাকলুটের মামলা

রামদেব গরাই, কাশী ও জয়নারায়ণ দণ্ডবিধির ৩৯৭ ধারা অনুসারে দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—কাশীপুর ডাক কর্ম্মচারী জমা করিয়া ডাক লইয়া যাইবার সময় উহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। দায়রা জজ জুরীদের সর্ব্ববাদিসম্মত অভিমত গ্রহণ করিয়া আসামীদিগকে মুক্তি দিয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতে ট্রেণ দুর্ঘটনা

মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলওয়ের ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জানাইতেছেন যে, গত ৮ই আগষ্ট ডোন্দাজ ষ্টেশনে ৯৫ আপ মালগাড়ী খানির উভয় ইঞ্জিন পাল্টাই করিবার জন্য গাড়ী হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইলে ষোলখানি গাড়ী একযোগে দ্রুতবেগে নিম্নদিকে ধাবিত হইয়া লাইনের বাঁধে আটকাইয়া উল্টাইয়া যায়। গাড়ীর গার্ড, ব্রেকম্যান এবং ডোন্দাজ ষ্টেশনের একজন পয়েন্টম্যান দুর্ঘটনার ফলে আহত হইয়াছে।

কাশীতে রাজ্যাভিষেকের উৎসব

বেনারস হইতে প্রকাশ যে, ১৯শে আগষ্ট নূতন মহারাজ শ্রীযুত আদিত্যনারায়ণ সিংহের রাজ্যাভিষেক উৎসব রামনগর কেল্লায় সমাধা হইয়া গিয়াছে। অপরাহ্নে এই উপলক্ষে দরবারে মহারাজকে অভিনন্দন দেওয়া হয়।

মহারাজা আদিত্যনারায়ণ সিংহ তাঁহার রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা ও ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা অবৈতনিক করা হইবে।

অভিষেক উপলক্ষে মহারাজা এক লক্ষ মুদ্রার উপরে রাজস্ব মকুব করিয়াছেন।

পলাতক আসামী ধৃত

আমানতগঞ্জ ডাক লুটের সম্পর্কে উমারঞ্জন নন্দী নামক পলাতক ব্যক্তিকে গত ১৮ই আগষ্ট রাত্রিতে কলিকাতা হইতে গ্রেপ্তার করিয়া খুলনা জেলে বরিশালে আনা হইয়াছে। উক্ত ডাকলুট গত ফাল্গুন মাসে হয়।

এই মামলার অপর আসামী পিনাকীরঞ্জন নাগ ইতঃপূর্ব্বে ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

বর্দ্ধমান জনসভায় বন্যার সাহায্যের ব্যবস্থা

উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলের লোকদিগের সাহায্যের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য গত ১৮ই আগষ্ট টাউনহলে একটি জনসভার অধিবেশনে শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। একটি প্রতিনিধিমূলক সমিতির অর্থ সংগ্রহ উদ্দেশ্যে শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি ও শ্রীযুত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজাকে সম্পাদক নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে।

সভার একটি প্রস্তাবানুযায়ী সভাপতি ও অপর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ১৯১৩ সালে গঠিত বর্দ্ধমান সাহায্য সমিতির সভাপতি জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত অর্থ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ বন্যাপীড়িতদের সাহায্যকল্পে তাঁহাকে অনুরোধ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

স্পেনের নূতন শাসনতন্ত্র

মাদ্রিদ হইতে প্রকাশ যে, গত ১৭ই আগষ্ট রাত্রিকালে স্পেনের নূতন শাসনতন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাতে বলা হইয়াছে, জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য সকলকেই যুদ্ধ পরিহার করিতে হইবে, সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা করিতে হইবে। পার্লামেণ্ট মহাসভা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইবে না এবং নিয়ম অনুসারে এমন কয়েকটি সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যাহার ফলে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট পার্লামেণ্টের উপর আধিপত্য দেখাইতে পারিবেন না, পক্ষান্তরে স্পেনের পার্লামেণ্টের ও প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্টের উপর প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

এতদ্ব্যতিরেকে প্রেসিডেণ্ট ইচ্ছা করিলেই অপর দলকে ভাঙ্গিয়া দিবার অভিপ্রায়ে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

সর্দ্দার খড়্গ সিং

লাহোর হইতে প্রকাশ যে, সর্দ্দার খড়্গ সিং ও ২৬ জন স্বেচ্ছাসেবক ভাঙ্গার দোকান দখলের সম্পর্কে শিয়ালকোটের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আবদাল সাহেবের বিচারে ২ সপ্তাহের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। জরিমানা দিতে অক্ষম হইলে আরও ২ সপ্তাহ করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। সর্দ্দারজীকে বি শ্রেণীতে ও অন্যান্যদিগকে সি শ্রেণীতে দেওয়া হইয়াছে।

হুগলী জেলা বোর্ডের অনুরোধ

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ যে, হুগলী জেলা বোর্ড বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনারের নিকট নলকূপ খনন ও মেরামতের জন্য এক সঙ্গে ৫০০ শত টাকার সাবসিডি অফিসে রাখার ব্যবস্থা করিবার জন্য এক অনুরোধ করিয়াছেন।

কুমিল্লায় গাড়োয়ান ধর্ম্মঘট

কুমিল্লার অশ্বচালিত ভাড়াটীয়া শকটের চালকগণ গত ৩ দিন যাবৎ ধর্ম্মঘট করিয়াছে। চালকবৃন্দ যাত্রী আনয়ন করিবার জন্য ষ্টেশনে গমন বন্ধ করিয়াছে, রেল কর্ত্তৃপক্ষ ইহার কারণ সম্যক অবগত আছেন। তাহারা ষ্টেশন প্রাঙ্গণের বাহিরে গাড়ীগুলি দাঁড় করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। পুলিস গত ১৬ই আগষ্ট তাহাদের মধ্যে প্রায় ৩০ জনকে পুলিস-আইন ভঙ্গের অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, শকটচালকগণ ষ্টেশন-প্রাঙ্গণের নিকটে গাড়ীগুলি দাঁড় করাইবার জন্য মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছে এবং তাহাদের অভিযোগ সমূহের প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট চলিবে জানাইয়াছে।

গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত

নাগপুর হইতে প্রকাশ যে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ব্যারিষ্টার মিঃ এম. ভি. অভ্যঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করা হইলে তিনি গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া বলেন যে, উপদেশ শিক্ষার জন্য তাঁহাদের লণ্ডনের দিকে চাহিয়া থাকিবার কোন কারণ নাই। তাঁহারা যাহা কিছু চাহেন, তাহা ভারতবর্ষেই আছে। তাঁহারা এইরূপ যেন মনে না করেন যে, লণ্ডন হইতে কেহ কিছু আনিতে পারিবেন। শ্রীযুত অভ্যঙ্কর বলিয়াছেন যে, ইহাই কংগ্রেস আন্দোলনের সত্যকার মূল কথা।

রাঁচিতে গ্রেপ্তার

বড়লাটের আগমন উপলক্ষে স্থানীয় পুলিস বাঙ্গালার গোয়েন্দাদের নির্দ্দেশক্রমে গত ১০ই আগষ্ট প্রাতে ৯টায় বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার নামক এক যুবককে আর্য্যনিবাস হোটেল হইতে গ্রেপ্তার করিয়াছে। গ্রেপ্তারের কারণ এখনও জানা যায় নাই। এখানে গত ১৫ দিন যাবৎ অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার জিনিষপত্র তল্লাস করা ও থানায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাঁহাকেও থানায় আটকাইয়া রাখা হইয়াছে।

জালমুদ্রা প্রস্তুতের মামলা

পাবনা হইতে প্রকাশ যে, নসিরগঞ্জের রামখেলান সোনার ও চুণী সোনার নামক দুই ব্যক্তি জাল মুদ্রা প্রস্তুত ও তৎসংক্রান্ত সরঞ্জামাদি রাখিবার অপরাধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৩২, ২৩৫ ও ২৪৩ ধারানুযায়ী অভিযুক্ত হয়। অদ্য ১৮ই আগষ্ট সহকারী দায়রা জজ রায় সাহেব ভুবনেশ্বর পাণ্ডে এই মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন।

সরকারী দায়রা জজ, এসেসরগণের সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইয়া চুণীকে সমস্ত অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। কিন্তু রামখেলানের সম্বন্ধে তাঁহাদের মতভেদ উপস্থিত হয়। রামখেলান সকল অভিযোগেই দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় বিচারক তাঁহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৩২ ধারানুসারে ৩ বৎসর কঠোর কারাদণ্ড এবং উক্ত আইনের ২৩৫ ও ২৪৩ ধারানুযায়ী ২ বৎসর কঠোর কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন; উভয় দণ্ডই একসঙ্গে চলিবে।

রেঙ্গুনে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা

অনিয়মিতভাবে বারিপাতে শস্য নাশ হওয়ায় মিকটিলা ও ম্যাগুই জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিবার আশঙ্কা হইয়াছে।

সাহায্যদানের ব্যবস্থা করার জন্য সাধারণ ও প্রবীণগণের সম্প্রতি এক সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় "ক্যাপিটেশন" ট্যাক্স হইতে খাজনা আদায় বন্ধ করিতে কিংবা অন্ততঃপক্ষে এই কয়েক মাস উক্ত খাজনা আদায় বন্ধ করিতেও সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিবার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান হইয়াছে। কৃষকগণ অনাহারে মরিতে বসিয়াছে।

ব্যাঙ্কের নোট অপহরণে আসামী দণ্ডিত

পাঠকগণের স্মরণ আছে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক হইতে ১৪ হাজার কয়েকটা নোট অপহৃত হয়। বর্ত্তমান বৎসরে জুলাই মাসে জানা যায়, ঐ সকল নোটের কিয়দংশ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ায় এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের সহকারী ক্যাশিয়ার শ্রীযুত কানাইলাল ঝিগানের নামে আমানত করা হয়। সেজন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচারার্থ আনয়ন করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট গত ২০শে আগষ্ট উক্ত মামলার বিচারে তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাকে আরও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

Reg No C.1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ...
সিকি কলম ...
ঢক্কির ... ৷৴
... স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ...
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ...

ভারতের ... বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র।

ষষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক- যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [...তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৮ই ভাদ্র মঙ্গলবার.

ব্রহ্মে এখনও আতঙ্ক

পিকেটীংয়ে ৬ জন স্বেচ্ছাসেবক দণ্ডিত

কেবল মুসলমান সম্মেলন

কাঁথি বিচ্ছেদ বিরোধী কমিটীর অধিবেশন

বিমান আবিষ্কারকের মৃত্যু

রাজপ্রতিনিধির নিকট গান্ধীজীর তার

খাদ্যদ্রব্যে ধুতুরা বিষ

জেল বয়ন-শিক্ষকের গৃহ তল্লাস

প্রবীণ উকীলের মৃত্যু

শ্রীহট্টে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

নানা কথা

ব্রহ্মে এখনও আতঙ্ক

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে, এখনও থারোলডি হেনজাদা থাইয়েটমাই ও প্রোম ও টুঙ্গু জিলা হইতে ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। থাইয়েটমাই ও জিলায় ৩টি ডাকাতির মধ্যে একস্থলে নরহত্যা হইয়াছে। অপর একটী স্থলে ডাকাতরা ২ জন পল্লীবাসীকে প্রতিভূ স্বরূপ ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। পরে ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইনসিন জিলায় কয়েকজন বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

কেবল মুসলমান সম্মেলন

তেলীচেরী হইতে প্রকাশ যে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ জামাল মহম্মদের সভাপতিত্বে ২২শে আগষ্ট টাউন হলে প্রথম কেবল মুসলমান সম্মেলনের উদ্বোধন হইয়াছে। কতিপয় হিন্দুও উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

দুইখানি জাহাজ জলমগ্নে পাঁচ শত লোকের প্রাণনাশ

সাংহাই হইতে প্রকাশ যে, কোরিয়ার উপকূলে প্রবল ঝটিকাবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। এই ঝটিকাবর্ত্তে আন্দাজ পাঁচশত লোকের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। উহাদিগের মধ্যে কয়েকজন য়ুরোপীয়ানও আছে।

বেতার-বার্ত্তায় জানা গিয়াছে 'সিপয়' নামক ইংরাজ জাহাজ হইতে কোয়াংসাং নামক ইণ্ডো-চায়না ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর ২২৮৩ টন ভারবাহী জাহাজ কুহি দ্বীপের নিকট ডুবিয়া গিয়াছে।

জাহাজ খানিতে পঞ্চাশ জন লোক ছিল। পঞ্চাশ জনের মধ্যে মাত্র তিন জনের জীবনরক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু পরে চীনা জলদস্যুর হস্তে পতিত হইয়াছে।

কুহী দ্বীপের নিকট সাগরজলে কয়েকটি মৃতদেহ ভাসিতে দেখা গিয়াছে বোধ হয় উপকূলবাহী আর একখানি ক্ষুদ্র জাহাজও জলমগ্ন হইয়াছে। এই জাহাজে তিনশত জন চীনা ছিল। উহাদের মধ্যে ২০০ জন চীনাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

জনসভায় ডাক্তার চৈৎরাম

হায়দ্রাবাদে এক জনসভায় সিন্ধু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ডাক্তার চৈৎরাম বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। গোলটেবিল বৈঠক বর্জ্জন সম্বন্ধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়া তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে অহিংসা ও চুক্তি সর্ত্ত পালন করিতে বলেন। এবং নির্দ্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি সকলকে কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজ করিয়া যাইতে বলেন।

সিন্ধু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী আগামী ৩০শে আগষ্ট সকল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় পতাকাদিবস পালন করিতে বলিয়াছেন।

যুত বিপিন গাঙ্গুলী গ্রেপ্তার

গত ২২শে আগষ্ট শনিবার সকালে ১৫ নং পাথারী টোলা লেনস্থ বাসভবন হইতে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ৫৪ ধারা অনুসারে ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্যতম কাউন্সিলার শ্রীযুত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী মহাশয় সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। পরে তাঁহাকে ইলিসিয়াম রোডে অবস্থিত গোয়েন্দা পুলিসের আড্ডায় লইয়া যাওয়া হয়।

প্রকাশ, রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসীর সম্পর্কে গত সপ্তাহে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভায় সভাপতিত্ব করার জন্যই শ্রীযুত গাঙ্গুলী মহাশয়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিমান আবিষ্কারকের মৃত্যু

প্যারিস হইতে প্রকাশ যে, সর্ব্বপ্রথম বিমান আবিষ্কারক এম, মরিস ক্লেমেন্ট বেয়ার্ড আকস্মিক আঘাতে প্রাণ হারাইয়াছেন।

গুলীর আঘাত নিজের হাতেই হইয়াছে। একটা বন্দুক পরীক্ষা করিতে গিয়া হঠাৎ গুলী বাহির হইয়া যায় এবং সেই আঘাতেই বেয়ার্ডের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার জক

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	কলিকাতা	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	কটক
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	ময়ূরভঞ্জ
৩। শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম	শ্রীমায়াপুর	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১। শ্রীভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার	মাদ্রাজ
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	মাদ্রাজ
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	অমৃতসর	১৩। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	শ্রীমায়াপুর
৭। শ্রীভক্তিবৈভব সাগর	ব্রাহ্মণপাড়া	১৪। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	বালেশ্বর

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র, সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ নরহরিজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীনরেশ্বর, শ্রীপাদ দীনচন্দ্র, শ্রীপাদ নন্দগোপাল, শ্রীজীবনদয়ার্দ্রনাথ, শ্রীঅঘদমন, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী ভক্ত নরেন্দ্র, ভবিপদ, রেবতীমোহন প্রভৃতি।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগচ্চন্দ্র দাসাধিকারী বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, ব্রহ্মচারী শ্রীমহানন্দ, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য, শ্রীঅপ্রাকৃতদাসাধিকারী বি-এ, শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্ দাসাধিকারী বি-এল, শ্রীঅনুপম দাসাধিকারী, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—লোকনাথেশ্বর গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ। সহকারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীরাধাবিনোদ ভক্তিভূষণ, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী, সেবক শ্রীদীননাথ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিনোদবিহারী।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ভক্তিকুসুম ডাক্তার ব্রহ্মচারী কৃষ্ণকান্তিজী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীবংশীধর ভক্তিশাস্ত্রী এম. এ, বি, এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম অধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীকীনদয়াল দাস।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

কর্ণেলগঞ্জ, প্রয়াগ ইউ. পি

রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীবংশীবিহারী ব্রজবাসী, ভক্ত শ্রীগদাধর।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীরূপগৌর দাস অধিকারী, ভক্ত বিশ্বনাথ।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীনবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ভক্ত।

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দলাল ব্রহ্মচারী

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীভগবানদাসজী॥

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

রাজবাঁধ পোঃ বর্দ্ধমান।

রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীহরিকিশোর।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীনদীয়ানন্দ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীমাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই চরণ অধিকারী, শ্রীদয়ানিধি পণ্ডা।

(২০) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপরমেশ্বরী প্রসাদজী। সহকারী—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২১) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীগদাধর, শ্রীরামপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাসাধিকারী।

(২২) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৬২নং জঙ্গমবাড়ী জীবনপুরা, কাশী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী ভুবনেশ্বরজী, নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী।

(২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জ, শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী

(২৪) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দ ও ব্রহ্মচারী শ্রীনন্দলাল।

(২৫) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ঢুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ রায়, শ্রীরামতীর্থ দেবধরিয়া।

(২৬) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীসুদর্শনজী, শ্রীননীগোপাল ব্রজবাসী

(২৭) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাবড়া

এখানে বড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—ব্রজবাসী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস, ভক্ত করুণাকর।

(২৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৫নং গোপীভবন ডাক্তার লেন, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীনীরকৃষ্ণ, শ্রীভুবনেশ্বর শ্রীরাধারমণচরণশরণ

(২৯) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধামোহন

(৩০) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নর্থ গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন ভক্তিসার, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গৌরজনানন্দ ব্রহ্মচারী।

(৩১) আদ্যগোপাল পাট

কাঁঠালপুলি, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রেমানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ষষ্ঠবর্ষ ২৭ শ্রীধর গৌরাব্দ ৪৪৫, ৮ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৫ আগষ্ট ইং ১৯৩১ মঙ্গলবার ১৪৮তম সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪৭ সংখ্যার পর)

শ্রীপাদ সত্যব্রতদাস প্রভু আরও বলেন, সদ্‌গুরুর সন্ধান ও কৃপালাভ, সৌভাগ্য এবং কৃষ্ণকৃপা সাপেক্ষ। এই প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং শুদ্ধভক্তির কথা কিছু আলোচিত হয়।

শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু মনোভিরাম দাসাধিকারী মহোদয়কে সঙ্গে লইয়া গত ৩০শে শ্রাবণ শনিবার পাটুলী নামক এক গ্রামে তত্রত্য মহারাজার নায়েব শ্রীযুক্ত লোকনাথ দে মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসযাত্রার পূর্ব্বদিনে সকলের প্রতি কৃষ্ণভজনের উপদেশ ও প্রার্থনা পাঠ করেন। পাঠকীর্ত্তনান্তে সমবেত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। নায়েব মহাশয়ের ভক্তিমতী পত্নীর সেবোৎসাহ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতি শ্রদ্ধা বিশেষ প্রশংসনীয়।

পরদিন রবিবার সন্ধ্যায় লক্ষণপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র মুন্সী মহাশয়ের বাড়ীতে পাঠকীর্ত্তন হয়। কপিলের ভাবে মহাপ্রভুর জননীর প্রতি জীবতত্ত্ব ও কর্ত্তব্য উপদেশ আলোচিত হয়। পাঠান্তে স্থানীয় জনৈক কবিরাজ মহোদয়ের প্রশ্নোত্তরে প্রায় ১ ঘণ্টাকাল জীবতত্ত্ব, তাহার মায়াবদ্ধতা ও উদ্ধারের বিষয় আলোচিত হয়। শ্রীউদ্ধবদাস প্রমুখ সেই অঞ্চলের শুদ্ধভক্তবৃন্দ উক্ত স্থানে যোগদান করিয়াছিলেন।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে প্রত্যহ শ্রীহরি-কথা আলাপ ও সন্ধ্যারাত্রিকের পর রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ সংকীর্ত্তনাদি হইতেছে, অনেকেই পাঠ কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া সুধাচার্য্যের অমন্দোদয় দয়ার কথা উপলব্ধি করিতেছেন।

গত ১৬ই আগষ্ট রবিবার তারিখে কটকবাসী বহু সজ্জন ও মহিলাবর্গ শ্রবণ-পিপাসু হইয়া শ্রীমঠে আগমন করিয়াছিলেন; শ্রেয়ঃকার্য্যে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও ভজনোৎসাহী জনগণ তাহাতে পশ্চাৎপদ হন না। ভক্তগণের বিচার এই যে—"মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দ্দিন নহে, কৃষ্ণকথা-আলাপ শূন্য দিনই দুর্দ্দিন।" সেদিন কটকবাসী ভক্তগণ ও এই আদর্শ দেখাইয়াছিলেন।

শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তি-শাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর প্রভু অপরাহ্নে এক ঘণ্টার অধিক কাল গবেষণাপূর্ণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের মর্ম্ম এই যে—পরমহংস বৈষ্ণবগণ দৈন্যপূর্ব্বক গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীর বেষে অবস্থান করিলেও তাঁহারা গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী নহেন—তাঁহারা বর্ণাশ্রমাতীত পুরুষ। আবার আমাদের মত অযোগ্য ব্যক্তি যোগ্যতা অর্জ্জনের নিমিত্ত শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছাক্রমে যে কোন আশ্রমে থাকিতে পারি কিন্তু তাই বলিয়া আমরাও তাঁহাদের মত আশ্রমাতীত বৈষ্ণব, এইপ্রকার অভিমান যেন না করি; কারণ, তাহা হইলেই আমরা তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিব। অক্ষজদর্শনে বৈষ্ণবকে দেখা যায় না, তবে আমরা প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্নের সহিত যতই তাঁহাদের সেবা করিব, ততই তাঁহাদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিব।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর খোলকরতাল সংযোগে কিছুক্ষণ গৌরবিহিত কীর্ত্তন এবং শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গৃহত্যাগ-লীলাভিনয়ের কথা এবং কেহ নিষ্কপটে হরিভজনের জন্য পিতা মাতা ত্যাগ করিলে তাহা নিষ্ঠুরতা, পিতৃমাতৃদ্রোহিতা বা কোন প্রকার অন্যায় আচরণ নহে ইহাই বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছিল।

গত ১৫ই আগষ্ট শনিবার (১৯৩১) তারিখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব ও পারমার্থিক প্রদর্শনী সম্বন্ধে 'দৈনিক লিবার্টি' পত্রিকা যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

GAUDIYA MATH
ANNUAL EXHIBITION

On the occasion of the Annual Celebrations of the Calcutta Gaudiya Math (from the 23rd August to the 26th September, 1931) a unique exhibition is being organised on a very grand scale in the extensive Corporation lawn on Baghbazar Street near the Gaudiya Math Temple. Such an Exhibition was also held last year and it was so successful and attractive that it drew about a lac of people. To avoid rush and for the facility of the public the Corporation of Calcutta has permitted the authorities of the Gaudiya Math to hold the Exhibition on a bigger scale this year on the piece of Corporation land known as the Baghbazar Metal Depot. The Exhibition will be opened on the 6th September next and will last till 23rd of September.

Corrugated iron fencing and stalls are being erected and beautiful gates are being constructed for the Exhibition. The Exhibition will be a pictorial demonstration of the abstruse principles and methods of religion and the different stages and conditions of its practice in social and individual life. There will be a very educative arrangement for a comparative study of religion, the stages of development of theism, pitfalls and safeguards of a religious life and satisfactory solution of problems of life and such other encyclopedic informations.

The Exhibition will also contain a Museum of various religious antiquities, articles of interest, collection of rare literature and manuscripts, pictures etc.

The exhibition will remain open to the public daily from 7 30 a. m. to 9 p. m. No entrance fee will be charged.

ধাম-প্রসঙ্গ

বঙ্গদেশের অনেক স্থানে কুলিয়া নামে এক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম বর্ত্তমান আছে। যে কুলিয়ার বিষয় আমরা আলোচনা করিতেছি সে কুলিয়া জগতের মধ্যে একটী অতুল্য স্থান বিশেষ। কেন না, ইতিহাস সেই কুলিয়াকে বিশেষ সম্মান করিয়া উক্তি করিয়াছেন। সেই কুলিয়ার নাম শ্রীপাট কুলিয়া। সেইখানে কলিপাবনাবতার শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ প্রভু সাত দিবস অবস্থিতি করিয়া চাপাল গোপাল নামক মহা-অপরাধদণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপবাসী একজন অন্যা[illegible]ককে অপরাধ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেইখানে মহেশ্বর বিশারদের জামাতানিবাসী দেবানন্দ-নামক একটী ভাগবতবেত্তা পণ্ডিতের ভক্তাপরাধ মার্জ্জনা পূর্ব্বক পবিত্র করিয়াছিলেন। সেইখানে ব্রহ্মানন্দ নামক তদ্রূপ কোন পণ্ডিত বৈষ্ণবাপরাধে মহা-রোগগ্রস্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় রোগ ও অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এবম্ভূত তীর্থাবতংস কুলিয়ানগর কোথায় স্থির করিতে গেলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক পণ্ডিতবর্গের বিরচিত গ্রন্থা-লোচনা ব্যতীত অন্য উপায় কি থাকিতে পারে? কৃষ্ণনগর হইতে তিন মাইল পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে কয়েক বৎসর হইল কুলিয়াপাটের মেলা বলিয়া একটী মেলা স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর পৌষমাসে সেই মেলায় কলিকাতা ইত্যাদি নগর হইতে বহুজন গিয়া থাকেন। এই পল্লীকে সামান্য সামান্য লোকের নিকটে কুলিয়ার নামে উচ্চারণ করিলে ঐ গ্রামকে কুলিয়া বলিয়া তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অপরাধভঞ্জনের পাট বা দেবানন্দের পাট বলিয়া যে কুলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে, শ্রীচৈতন্যচরিতামহাকাব্যে এবং প্রেমদাস দাস বাবাজীকৃত চন্দ্রোদয় ভাষানুবাদে উল্লিখিত আছে, সে কুলিয়া শ্রীনবদ্বীপ ষোলক্রোশ পরিধির মধ্যে অংশ বর্ত্তমান থাকিবে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাই:—

কুলিয়া নগরে আইলেন ন্যাসীমণি।
সেইক্ষণে সর্ব্বদিকে হৈল মহাধ্বনি॥
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনিমাত্র সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায়॥
বাচস্পতির গ্রামেতে যতেক লোক ছিল।
তার কোটী কোটী গুণে সকল বাড়িল॥
যথা।

* * * *

কুলিয়ার প্রকাশে যতেক পাপী ছিল।
উত্তম মধ্যম নীচ সবে পার হৈল॥

নীলাচলে শ্রীরথাগ্রে নৃত্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪৭ সংখ্যার পর)

এই ভোগের সময় লোকের ভিড় অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়াতে পরিশ্রান্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু একটী উপবনে প্রবেশ করিয়া পুষ্পবাটিকার বারান্দায় গিয়া পড়িলেন। পবনদেব জগৎপতির নর্ত্তনকীর্ত্তনাদিজনিত শ্রম দূর করিবার মানসে শীতল, সুগন্ধযুক্ত মলয়বায়ু মৃদু মৃদু ব্যজন করিতে লাগিলেন। গৌরভক্তগণও উপবনের বৃক্ষশ্রেণীর নিম্নে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন এমত সময়ে সার্ব্বভৌমের কৃপাদেশে রাজা প্রতাপরুদ্র রাজবেশ উন্মোচন করিয়া বৈষ্ণবোচিত বেশ গ্রহণপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন। সমুদয় ভক্তবৃন্দের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া অতিসহকারে শ্রীপ্রভুর পাদপদ্মযুগল অতি নৈপুণ্যপূর্ব্বক হস্তে সম্বাহন করিয়া দিতে লাগিলেন ও রাসলীলার স্তব পাঠ করিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর রাসলীলার শ্লোকাবলী শ্রবণে প্রেম-বিহ্বল অন্তরে মহাভাগ্যবান্ প্রতাপরুদ্রকে প্রেমালিঙ্গন প্রদানে কৃতকৃতার্থ করিলেন। মহাপ্রভু রাজাকে বলিলেন— তুমি কে আমার পরম হিতৈষী? হঠাৎ আমাকে মাধুর্য্যপ্রবাহিণী কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইলে! রাজা বলিলেন "প্রভু, আমি আপনার দাসানুদাস। কৃপা করিয়া আপনার ভৃত্যানুভৃত্য করুন।" ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তী ভগবান্ও রাজাকে কৃপাপূর্ব্বক নিজ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যপূর্ণ স্বরূপ দর্শন করাইয়া কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। রাজা [illegible]

কেবা কহে হেন সময়ে এক আসিয়া রাক্ষস।
দৃঢ় করি ধরিলেন প্রভুর চরণ॥
কান্দিতে কান্দিতে বোলে কি কারণ।
এই মতে অনেক নিন্দিনু অনুক্ষণ॥
সংসার উদ্ধারে সিংহ তোমার প্রতাপ।
বল মোরে কিরূপে খণ্ডন মোর পাপ॥
নিবেদন করিতে প্রভু তত্ত্ব উপদেশ।
কলিতে পাণ্ডিত দেবানন্দের প্রবেশ॥
পূর্ব্বে তাঁর যত কিছু ছিল অপরাধ।
সকলে ক্ষমিয়া প্রভু করিলা প্রসাদ॥
কুলিয়া গ্রামেতে আসে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
হেন নাহি যারে প্রভু না করিলা ধন্য॥

ঐ গ্রন্থে অন্য স্থলে নিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে থাকার সময় এইরূপ বর্ণন আছে,—

খানাহড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার প্রভু যায়েন কুলিয়া॥

হইয়া পরমানন্দচিত্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদযুগলে দণ্ডবৎ করিয়া যোড়হস্তে সকল ভক্তবর্গের চরণবন্দনা পূর্ব্বক ভক্তগণ সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যাহ্নকৃত্যের জন্য প্রসাদ প্রেরণ ব্যবস্থায় চলিলেন। পরে সার্ব্বভৌম, বাণীনাথ ও রামানন্দের দ্বারা বলগণ্ডি ভোগের উত্তম উত্তম প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বগণসহিত প্রসাদ সেবা করিয়া, যে প্রসাদ শেষ হইল, তাহা সহস্র সহস্র দুঃখী দরিদ্রকে দিলেন। প্রসাদ সেবন করিয়া সুখী দুঃখী আতুরগণ শ্রীগৌরচন্দ্রের আজ্ঞায় উচ্চকণ্ঠে 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে আবার আর এক নূতন লীলা উপস্থিত; বহুচেষ্টা ও 'গৌড়'গণ জগন্নাথদেবের রথ চালাইতে পারিতেছেন না। রাজা পাত্রমিত্রগণসহ তথায় উপস্থিত হইয়া মহাবলশালী মল্লগণকে রথ আকর্ষণে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু নিষ্ফল হইল, তখন মত্ত হস্তীদিগকে রথ টানিতে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু রথ একপদও নড়ে না, অচল অটল হইয়া রহিয়াছে। এমন সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজগণ সহিত সেখানে আসিয়া দেখিলেন যে মত্তহস্তিসকল অঙ্কুশ[illegible] আঘাতে চীৎকার করিতেছে। রথ কিছুতেই চলে না, অন্যান্য লোক হাহাকার করিতে[illegible]ছেন। তখন শ্রীগৌরসুন্দর মত্তহস্তী সমূহকে সরাইয়া [illegible] রথের রজ্জু ধরিতে আদেশ করি[illegible] নিজে শ্রীমস্তক দ্বারা [illegible] দেশে ঠেলিয়া দিলেন [illegible] কাছি ধরাইয়া রথ টানিবার লাগিতে কেবল [illegible] তাঁহার রথ নিজে নিজেই হড় হড় শব্দে চলিতে লাগিয়াছে। এই অদ্ভুত লীলাদর্শনে ভক্তগণ আনন্দে 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। শ্রীরথ নিজে নিজেই নিমেষ কাল মধ্যে গুণ্ডিচা বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের অলৌকিকী লীলা দর্শনে পরমাশ্চর্য্যান্বিত লোকসকল সমস্বরে 'জয় শচীনন্দন কি জয়' 'জয় জয় জগন্নাথ জীকি জয়' ধ্বনিতে শ্রীপুরুষোত্তম-চন্দ্রের পুষ্পারণ্যসকল বিকম্পিত ও দিঙ্‌মণ্ডল বধির করিয়া তুলিলেন। আমরাও শ্রীপাদ স্বরূপ রূপাদ্যগবর কৃষ্ণচৈতন্য-নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশীষে সর্ব্বাঙ্কিত হইয়া বলিতেছি—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

যৎকিঞ্চিৎ

(ব্যক্তিগত)

শ্রীযুক্ত মণিনাথ বসু নামক জনৈক ভদ্রলোক কার্য্যোপলক্ষে কিছুদিন কটকে বাস করিতেছেন। তিনি গত ১৬ আগষ্ট তারিখে অপরাহ্ণকালে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে আসিয়া বলিলেন,—"আমি কলিকাতায় থাকাকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য যাতায়াত করিয়াছিলাম এবং কার্য্যোপলক্ষে যখন পুরীতে গিয়াছিলাম, তখন শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের প্রচারকগণের শ্রীমুখে ভগবৎকথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্যও হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই সুকৃতিফলেই আমার ইচ্ছা হয় যে, কোন সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হই; কিন্তু আমার অগ্রজ সে বিষয়ে বিঘ্ন করিতেছেন ও নানাপ্রকারের ভয় দেখাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন, 'তুমি আমার গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তোমার অবলম্বন কর; তিনি তোমাকে কৃপা করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন এবং তুমি তাঁহার চরণাশ্রয় না করায় তিনি বিশেষ দুঃখিত আছেন; অতএব যদি তুমি তাঁহার আশ্রয় না লইয়া অন্যত্র যাও এবং তাঁহার কোপে পড়িয়া তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।' এক্ষণে আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে,—আমি যদি আমার ও অগ্রজের অন্তঃ-করণে তোমার অবলম্বন করি, তবে কি আমার নিরয়গমন লাভ হইবে? আর দ্বিতীয় কথা এই যে, যদি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করি, তবে তাঁহার মনে দুঃখ দেওয়ার জন্য তাঁহার গুরুর কোপে পড়িয়া আমার কি কোন ক্ষতি হইবে?"

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ উত্তরে যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে— এক্ষেত্রে আমি আপনাকে নিজের বুদ্ধি দ্বারা বিচারের কথা কিছুই বলিব না এবং ঐরূপ মনোধর্ম্মের কল্পিত কথা কেহ যদি বলেন, তাহাও আপনাকে বিশ্বাস করিতে বলি না। কারণ ঐ প্রকার কথা ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবাদি দোষদুষ্ট।

শ্রীভগবান্ স্বয়ং জীবের নিত্যমঙ্গলের কথা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন। সেই নিরস্ত-কুহক সত্য কথাটী শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে এবং উক্ত বাণী শ্রৌতপথে অপরিবর্ত্তিত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটী বৃত্তি লইয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমন করিলে তাহা শ্রবণের সৌভাগ্য ঘটে। সাধুগণ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রৌতবাণীই কীর্ত্তন করেন, সুতরাং সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্য অভিন্ন।

গ্রন্থ পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত মূল, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্য-নির্ণয়টীকা; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী টীকা, বঙ্গানুবাদ, সংস্কৃত অন্বয় ও প্রতিশব্দ, তথ্য ও বিবৃত্যাদিযুক্ত। প্রতি স্কন্ধের আদিতে সেই স্কন্ধের আদ্যোপান্ত কথাসার, অধ্যায়ের প্রথমে ঐ অধ্যায়ের সারমর্ম প্রতিশ্লোক তাৎপর্য্যাদি বিবৃত। শ্লোকসূচী বিষয়সূচী, অধ্যায়বিবরণ, পাত্র ও স্থানসূচীসহ উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছে। ভিক্ষা প্রথম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২।।৴০; দশম স্কন্ধ ১২৲; সমগ্র ৮০৲।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য' ও শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত 'অনুভাষ্য' প্রভৃতি বহু শাস্ত্রপ্রমাণ সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্লোকের সান্বয়ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদও প্রতি পরিচ্ছেদের পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত অভিধেয় সংযোজিত। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে কথাসার দেওয়া আছে। শ্লোক, পয়ার, স্থান, পাত্র প্রভৃতির সুন্দর সূচী ও গ্রন্থকারের বিস্তৃত জীবনী সম্বলিত এরূপ অপূর্ব্ব সংস্করণ ইতঃপূর্ব্বে কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। উত্তম কাগজে পাইকার অক্ষরে সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা বর্ত্তমানে ৫৲ মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

গ্রন্থকারের জীবনী, প্রতি পরিচ্ছেদের কথাসার, বিস্তৃত গৌড়ীয় ভাষ্য, শ্লোকসূচী, পয়ারসূচী, বিশেষ-স্থান পাত্রাদি-সূচী, প্রভৃতি নানা বিষয় সম্বলিত বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকার। আদিলীলা ও মধ্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছেন। অগ্রিম ভিক্ষা ৫৲ টাকা, আদি লীলার ভিক্ষা ২৲।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

এই গ্রন্থের এরূপ অভিনব সুন্দর সংস্করণ আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাংশের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষা, কথাসার, তথ্য প্রভৃতি সহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল মোটা অক্ষরে ডবল ক্রাউন আটপেজী বৃহদাকারে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ২।।০ টাকা। নদীয়া প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের গ্রাহকগণের পক্ষে ১।।০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

—শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য অপ্রাকৃত রসিকচূড়ামণি শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর গোস্বামিকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকাসমেত ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত 'রসিক-রঞ্জন' নামক ভাষাভাষ্যসহিত। অধ্যায়সূচী, মাতৃকাক্রমে শ্লোক-সূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থকারের জীবনী ও অবতরণিকাদি তথ্যাবিষয়-সহ বহুৎ-উৎকৃষ্ট বাঁধাই তৃতীয় সংস্করণ—এই রাজ সংস্করণের ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র, সাধারণ সংস্করণ—১।।০ টাকা মাত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সেই অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী জীবাস্থ্বোধিনী কৃষ্ণ কার্ষ্ণানন্দদায়িনী জীবন্ত-বাণীর মূর্ত্তিবিগ্রহ—বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-রত্নমালার কৌস্তুভমণি—সম্প্রদায় বৈষ্ণববিজ্ঞানাগারের মৌলিক তথ্য—পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয়—নবীন জীবনগঠন-শিক্ষক—চিদ্বিলাসচিন্ময়-অচিন্ত্য-বিচারক—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরসের মৌলিক গবেষণার সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

১। **প্রথম খণ্ড**—বৈষ্ণবদর্শন, শ্রীগুরুতত্ত্ব, কাল-ধর্ম্ম, শ্রীমধ্বাবির্ভাব, শ্রীরামভাবনী, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণবিচার, আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজধর্ম্ম, প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যক রত্নে সুশোভিত। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০

২। **দ্বিতীয় খণ্ড**—শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি, মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা কোথায়, আত্মার নিত্যবৃত্তি, শ্রীধর স্বামিপাদ ও মায়াবাদ, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রসঙ্গ, ত্রিযুগের ধর্ম্ম ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন, শ্রীগৌর-নামের মহিমা, মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরূপানুগভজন-পথ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, শ্রীচৈতন্যের দয়া, গৌরকথা ও রূপসঙ্কীর্ত্তন—চতুর্দ্দশ অপূর্ব্ব মধুরিমাপূর্ণ-বক্তৃতা বিভূষিত। ভিক্ষা ১৲ এক টাকা মাত্র।

৩। **তৃতীয় খণ্ড**—লোকপ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা শ্রীবলদেব প্রসঙ্গ, শ্রীরূপাবির্ভাব, বৈষ্ণব, শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব প্রসঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য, শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীমদ্ভাগবতের পুনরাবৃত্তি, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিসেবার নিত্যতা — এই নয়টী সুদার্শনিক বক্তৃতাসম্বলিত। ভিক্ষা ৷৷০ মাত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিক শেখর শ্রীশ্রীবলদেবের বিদ্যা-ভূষণকৃত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরপ্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় বিবৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন' নামক ভাষ্যযুক্ত অধ্যায়-সূচী, বিষয়সূচী, ও প্রতি শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় পাদ সূচী, ভাষ্যকারের জীবনী প্রভৃতি সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, রাজসংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ)। গ্রন্থের ভিক্ষা ২৲ টাকা।

শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য

(প্রমাণখণ্ড) সানুবাদ। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপের যে মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তাহার মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ। ভিক্ষা ৵০ আনা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিত। সুললিত গীতাকারে পরিক্রমার দ্রষ্টব্যাদি-বিষয়ক। ভিক্ষা ।০ আনা।

ভক্তিরত্নাকর ও নবদ্বীপ পরিক্রমা

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-রচিত। ভক্তিরত্নাকর হইতে পরিক্রমাংশ মাত্র গৃহীত; শ্রীজীব গোস্বামী কি প্রকারে শ্রীনবদ্বীপধামের পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তাহাই পুস্তে বিবৃত। ভিক্ষা ।৵০ আনা

শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত। শ্রীচৈতন্যদেবইহাতে শিক্ষাপ্রণালী—কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও রস—বদ্ধ ও মুক্ত জীব—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব—সাধন-নির্ণয়—প্রয়োজন-তত্ত্ব, কর্ম্ম কাণ্ড, বর্ণাশ্রমাদির বিচার—বৈধী ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তিসহ নামভজন-প্রণালী ও অষ্টকালীয় লীলা-পরিচর্য্যাদি প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় সমুদয় যুক্তিপ্রমাণসহ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ বাঁধা ২৲ টাকা, আবাঁধা ১৷৷০ টাকা মাত্র।

গৌড়ীয়কণ্ঠহার

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অমূল্য কণ্ঠে ধারণযোগ্য শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের প্রমাণাবলী বিষয়বিভাগক্রমে সানুবাদ গুম্ফিত। এইরূপ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সারসমন্বয় গ্রন্থ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে গুরুতত্ত্ব—ভাগবত—বৈষ্ণব—গৌর—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত—কৃষ্ণ—শক্তি—ভগবদ্ধাম—জীব—অচিন্ত্যভেদাভেদ—অভিধেয়—সাধনভক্তি—বর্ণধর্ম্ম—আশ্রমধর্ম্ম—শুদ্ধশাক্ত—শ্রীনাম—প্রয়োজন ও প্রমাণতত্ত্বগুলি পৃথক অধ্যায়ে সুন্দর শ্লোকাদি সূচীসহ উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে বোল্ড কালিতে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধা সোনার জলে নাম লেখা। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ধামমাহাত্ম্য—ধাম-মাহাত্ম্যের সানুবাদ প্রমাণ খণ্ড—শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ধাম পরিক্রমাংশ—শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা—তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দকৃত নবদ্বীপশতকম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ একত্র। ভিক্ষা ৷৷০ আনা মাত্র।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত সূত্র ও বৃত্তি, তৎসঙ্গে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি সহ। অপ্রাকাশিতপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ২৲ টাকা, ছাত্রগণের পক্ষে ১।।০ টাকা মাত্র।

বেদান্ততত্ত্বসার

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য রচিত। বেদান্তের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীভাষ্য প্রণেতা আচার্য্যপ্রবর বেদান্তদর্শন পাঠের উপযোগী করণার্থ এই উত্তম করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গানুবাদ ও সূচীপত্রাদি সংযোজিত করা হইয়াছে নাম মাত্র ভিক্ষা ৷৷০ আনা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক

গৌরপার্ষদ ত্রিদণ্ডী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-প্রণীত মূল, প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত। নবদ্বীপশতকের শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ও তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী ত্রিবর্ণরঞ্জিত অলৌকিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট (২ খানা একত্রে) ভিক্ষা ৷৷০ আনা, অতি সুরম্য বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৲ টাকা মাত্র।

[illegible]

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত একমাত্র গ্রন্থ-রত্নের জ্ঞান লাভ করিলে পারমার্থিক রাজ্যে কিছুতেই অজ্ঞান বা সংশয় থাকিবে না। পরম গূঢ় সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন-তত্ত্ব এইরূপ সরল ও হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিখিলবেদশাস্ত্র-মন্থন করিয়া প্রশ্নগুলি উত্থিত হইয়াছেন। অপার সুবিস্তৃত সূচী, কথাসার ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ করা হইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, সোনার জলে নাম লেখা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই—চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ২৲ টাকা মাত্র।

প্রেমবিবর্ত্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ প্রভু বিরচিত। এই পুস্তকে অতি সুখবোধ্য ভাষায় মহাপ্রভুর কতিপয় লীলাসহ বৈষ্ণবাচার, একাদশী ও নামভজন-প্রণালী প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবতত্ত্বের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন। পাদটীকায় দুরূহ স্থানের বিশদার্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়াদি-সম্বলিত চতুর্থ সংস্করণ ভিক্ষা ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

ভজনরহস্য

ভজনকারীর নিত্যসঙ্গী; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান; নিখিল শাস্ত্রের বিন্যাস। গ্রন্থখানি না দেখা পর্যন্ত কেহ বুঝিতে পারিবেন না। তৃতীয় সংস্করণ ভিক্ষা ॥০।

হরিনামচিন্তামণি

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, নামাভাস, নামাপরাধ প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঐ বিষয়গুলির অতি সরল পয়ারে সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ পরিপাটিভাবে মুদ্রিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। পঞ্চম সংস্করণ ভিক্ষা ৸০

কল্যাণকল্পতরু

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত। প্রত্যেক ভগবদ্-বিশ্বাসী ও জ্ঞানপথের পথিকের একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশাবলীপূর্ণ গীতিগ্রন্থ। সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও এই ভজনরসাত্মক গীতিসমূহের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা লাভ করিবার সুবিধা পাইবেন। ষষ্ঠ সংস্করণ, ভিক্ষা ৴১০ আনা মাত্র।

শরণাগতি

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত। ভগবানে আত্মসমর্পণ, বিজ্ঞপ্তি, ভজনলালসা, ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও সিদ্ধি-লালসা-বিষয়ক গীতিপূর্ণ, ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

গীতাবলী

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত। নিত্য ভজন, আরাত্রিক ও প্রসাদ-সেবনাদি-বিষয়ক মধুর গীতসমূহ একত্রে গ্রথিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সাধনপথ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশবাণী, ভক্তিপথের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে সুবিচারিত সম্মোদন ভাষ্য, বিস্তৃত বিবৃতি, চরিতামৃতের প্রমাণ, সান্বয় ব্যাখ্যা ও মহাজন-প্রণীত তদুপযোগী গীতসমূহ প্রত্যেক শ্লোকের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩য় সংস্করণ ভিক্ষা ।৶০ আনা।

সাধন-কণ

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-চরিত পদ্যানুবাদসহ। ভিক্ষা ৴০ আনা।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ প্রেমভক্তিবিষয়ক গানের পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

নবদ্বীপশতক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের সংস্কৃত নবদ্বীপশতকের সুললিত পদ্যানুবাদ। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

অর্থপঞ্চক

শ্রীল লোকাচার্য্য রচিত। বৈষ্ণবতা-জ্ঞানের আকর পুস্তক। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

সদাচারস্মৃতি

শ্রীল মধ্বাচার্য্য-প্রণীত। বৈষ্ণবের নিত্যকর্ম্মাদি সদাচারাবলী, বঙ্গানুবাদ সহিত। ভিক্ষা ৴০ আনা মাত্র।

মণিমঞ্জরী

কবিকুলকেশরী শ্রীমন্নারায়ণাচার্য্য-রচিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনলীলা ও মূল বৈষ্ণবদর্শনত। সাড়ে ।৵ ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র।

গৌরকৃষ্ণোদয়

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দ দেব প্রণীত শ্রীগৌরাবতারের প্রমাণাবলী-সংবলিত সংস্কৃত গ্রন্থ। ভিক্ষা ৸০ আনা।

যুক্তিমল্লিকা (গুণসৌরভ)

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ানুগত শ্রীমদ্বাদিরাজ স্বামিকৃত। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই গ্রন্থের প্রকাশ পারমার্থিক সাহিত্য-জগতে এই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে ষোড়শ‍ান্তম দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজতীর্থ স্বামী এই গ্রন্থে সাধারণ যুক্তি ও লৌকিক ন্যায়ানুসারে কিরূপ সুন্দরভাবে ভক্তিবিরোধি-মতবাদ সমূহ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাতে যুক্তির দ্বারা চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও মায়াবাদিমত-সমূহের সুন্দর খণ্ডন রহিয়াছে। ভিক্ষা ১৲ টাকা মাত্র।

গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত ভূমিকা সহ) গৌরপ্রেষ্ঠ স্বরূপ-রূপের একমাত্র প্রিয়তম শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতামৃত ও শিক্ষা অতীব প্রাঞ্জল ও সরল ভাষায় সন্নিবিষ্ট এবং পরিশিষ্টে দাসগোস্বামী প্রভুর বিরচিত কএকটী সানুবাদ মধুরতম স্তব ও মনঃশিক্ষা-সম্বলিত। ভিক্ষা বাঁধাই ॥০ আনা, অবাঁধাই ।৶০ আনা মাত্র।

চিত্রে নবদ্বীপ

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, তথ্য, ঐতিহ্য, শ্রৌত ও ঐতিহাসিক প্রমাণসম্বলিত নয়টী দ্বীপের সচিত্র বিবরণ-গ্রন্থ। রাজর্ষি রাওসাহেব কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং ৪৭ খানি বিভিন্ন বর্ণের অপূর্ব্ব চিত্র ও মানচিত্র-সমন্বিত; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বিশ্বকোষসম্পাদক মহাশয়ের বিস্তৃত ভূমিকা সহ। উৎকৃষ্ট (হাফ) মরক্কো বাঁধাই মূল্য ১৸০, ভিঃ পিঃ তে ২৲ টাকা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা

গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, লালসার গীত, শ্রীনামাষ্টক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টোত্তরশত নাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউলসঙ্গীত, নবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর মহিমা, শ্রীনরোত্তম-প্রভুর অষ্টক আচার্য্য-বন্দনা, ষড়্‌গোস্বামীর অষ্টক, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, উপদেশমালা, নামভজন-প্রণালী, মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদ, মনঃশিক্ষা, শ্রীগুরুপ্রণতি, শ্রীগুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি সাধক ও সিদ্ধজীবনের নিত্যপাঠ্য, বৈষ্ণবগণের কণ্ঠাশ্রিত তুলসীমালার ন্যায় অনুক্ষণ কণ্ঠে ধারণযোগ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ভিক্ষা ।৶০, বাঁধাই ৷০ মাত্র।

গৌড়ীয়-গৌরব

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ইতিহাস সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ মাত্র।

গৌড়ীয় সাহিত্য

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ আলবার্ট হলে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদপ্রভু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ইহাতে সাহিত্য-শব্দের অর্থ এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের বিষয় সূত্রাকারে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।৶০ আনা মাত্র।

শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা-দর্পণ

শ্রীগৌড়দেশের যে সকল স্থানে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগ পরবর্ত্তী মহাজনগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, সেই সব আধুনিক ভৌগোলিক পরিচয় ও দেবালয়াদির পরিচয় সহ যাতায়াতের সুবিধা নির্দ্দেশ ইত্যাদি বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে। ভিক্ষা ।০ আনা।

THE HARMONIST
OR SHREE SAJJANATOSHANI

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্পাদিত পারমার্থিক মাসিক পত্র। একণে ইংরাজী ভাষায় অষ্টাবিংশ বর্ষে ডবলক্রাউন ৮ পেজী ৪ ফর্ম্মা আকারে প্রতি মাসে হরি-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও চিত্রাদি অতীব চিত্তাকর্ষক। এই প্রকার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর কোন মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাইবেন না। বার্ষিক ভিক্ষা ডাকমাশুলসহ ৩৲ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্" নামে

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

খোলা হইয়াছে।

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর।

সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—৫১ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত—

ঔষধালয়ে প্রস্তুত বটীকা

যাহা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি কত রোগীর রোগ নিরাময় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিলে বড় বড় পুস্তক হইয়া পড়ে।

ইহা

সকল ঋতুতে ব্যবহার চলে ও সমান ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি কৌটায় ৩২টী বটীকা থাকে।

কেবলমাত্র

প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহার নাম 'আতঙ্কনিগ্রহ বটীকা'।

অন্যান্য ঔষধের তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাইবেন

প্রাপ্তিস্থান :—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আঃ শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমপরিমাণ ঔষধ ডাকে পাঠান হয়, ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাইট ৸৴০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

অফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

শ্রীভাগবত প্রেস

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীট

কৃষ্ণনগর

এখানের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, কার্ড, গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য ছাপা হইয়া থাকে। ছাপার দর বাজার দর অপেক্ষা সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হাইড্রোসিল বা কোষবৃদ্ধি রোগ

ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ বিনা অস্ত্রে, যাবজ্জীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া বৈদ্যুতিক প্রণালীতে কোষবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন।

ঠিকানা—
২৮ নং কটন ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

যক্ষায় হতাশ হইবেন না

দৈবপ্রাপ্ত যক্ষার একমাত্র মহৌষধ

পনর দিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য

রোগী দেখাইতে হইবে। অগ্রিম পাথেয় খরচ (যাওয়া এবং আসার) পাঠাইলে গিয়া রোগী দেখা হয় অথবা এখানে আসিলে রোগী দেখিয়া ঔষধ দেওয়া হয় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। গরীব রোগীদের খরচ বহন করিয়া চিকিৎসা করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এক আনার ডাক টিকেট সহ নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র উকীল, যক্ষা-চিকিৎসক, পোঃ নৈকাঠী, বরিশাল।

অথবা নিম্ন ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত জানিতে পারেন।

শ্রীযুত রামগোপাল দত্ত এম, এ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শ্রীযুত হরিপদ সিংহ, ১২৭, বেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বাটতলা, কলিকাতা।

একখানি পত্র! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গত ছয় মাস যাবৎ কাশ যক্ষায় ভুগিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এই সময় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র উকিল মহাশয় মাত্র ১০ দিন চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন। (সাঃ) শ্রীযতীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার খানিয়া) ৮৭ ষ্ট্রীট, নিউ বিল্ডিং। করপোরেশন ষ্ট্রীট ডিপার্টমেন্ট, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ৪৪৫

মাত্র ৵১০ ডাকটিকেট পাঠাইলেই বুকপোষ্টে পাঠান হয়।

ম্যানেজার—প্রচারবিভাগ
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কেন গ্রাহকগণ

গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কসের

এত প্রশংসা করেন

—কারণ—

এখানে যাবতীয় ছাপার কার্য্য—

গ্রন্থাদির কার্য্যই বলুন,

বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র, কার্ড, বিবাহের পদ্যই বলুন,

আর ৩ রং ও ৪ রংএর হাফটোন ব্লকই বলুন, সকল কার্য্যই অতি সত্বর ছাপা হয়, অথচ ছাপাইবার খরচ বাজার অপেক্ষা সুলভ।

আপনার কিছু ছাপার কার্য্য থাকিলে নিম্নঠিকানায় জানাইলেই দর পাইবেন।

ম্যানেজার- গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৪৩.২ নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কিশোরগঞ্জে সন্তরণ প্রতিযোগিতা

তরুণ ছাত্রদিগের অপূর্ব্ব কৃতিত্ব

গত ১৯শে আগষ্ট অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় কিশোরগঞ্জে, নরসিন্দু নদীতে একটি সন্তরণ-প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। এক মাইল প্রতিযোগিতা সকলের পক্ষে উন্মুক্ত ছিল। ইহাতে ২৩ জন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কলিকাতার কেন্দ্রীয় সন্তরণ সমিতির সদস্য শ্রীযুত মতিলাল রায় প্রথম হন ও কুটিগিরদীর খোন সামেদ নামক এক তরুণ যুবক দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। অর্দ্ধ মাইল সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় মাত্র ছাত্রদিগকে অবতীর্ণ হইতে অনুমতি দেওয়া হয়। উহাতে ৩৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে তাল-জাঙ্গা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান নিখিল মজুমদার ও কিশোরগঞ্জ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র সেখ বাহিমদ্দি যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। দর্শনার্থে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল।

জল্লাদের হস্তে চীনা]

ওয়েলিংটন (নিউজিল্যাণ্ড) হইতে প্রকাশ যে, ছয় জন চীনা একজন ফরাসী প্লাণ্টারকে হত্যা করিবার অপরাধে ফরাসী আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে উহাদিগকে সর্ব্বসমক্ষে হত্যা করিবার হুকুম হইয়াছে। এই নৃশংস আদেশ হেতু ভিক্টোরিয়ার প্রবাসী ইংরাজ বড়ই উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন।

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ ১৪ জন চীনা হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল; তন্মধ্যে চারিজনের যাবজ্জীবন এবং চারিজনের সাত হইতে বারো বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাসের আদেশ হয়। বাকী ছয় জনকে ফরাসী হাসপাতালের সম্মুখে একজন জাপানী জল্লাদ কর্ত্তৃক কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। এই ঘটনাস্থলে কতকগুলি স্ত্রীলোক ও কতকগুলি বালক উপস্থিত ছিল। তাহারা একবাক্যে বলিয়াছে "এরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ড আমরা কখনও দেখি নাই।"

শুনা যাইতেছে তত্রত্য অস্থায়ী বৃটিশ রেসিডেণ্ট বৃটিশ ও ফরাসীর ফরেন আফিসে প্রতিবাদ প্রেরণ করিয়াছেন।

ডাকলুঠের চেষ্টায় গ্রেপ্তার

নারায়ণপুরে যে ডাকলুঠের চেষ্টা হইয়াছিল তৎসম্পর্কে ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত বাসেরকাঠী নিবাসী যতীন্দ্রনাথ দাসকে গ্রেপ্তার করিয়া গত ১৯শে আগষ্ট বরিশালে আনা হইয়াছে এবং ২০শে আগষ্ট তাঁহাকে আদালতে হাজির করা হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি হাজতবাসের আদেশ হইয়াছে।

নিহত দারোগার স্ত্রী ও কন্যাকে সাহায্যের ব্যবস্থা

পাটনা হইতে প্রকাশ যে, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন ২৯শে জুন তারিখে বোমা বিস্ফোরণের ফলে নিহত পুলিসের দারোগা শ্রীযুত রামনারায়ণ সিংহের পত্নী মুসম্মত জানকী দেবী ওরফে সাবিত্রী দেবীকে তাঁহার মৃত্যু বা পুনর্ব্বার বিবাহ পর্য্যন্ত মাসিক ৪০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করা হইবে। নিহত দারোগার কন্যা মায়াদেবীকেও বিবাহ বা বিবাহের পূর্ব্বে মৃত্যু পর্য্যন্ত মাসিক ১০৲ টাকা সাহায্য করা স্থির হইয়াছে। মায়াদেবী বিবাহযোগ্যা হইলে এক হাজার টাকা দিয়া সাহায্য করিবার কথাও গবর্ণমেণ্ট বিচার করিবেন।

খাদ্যদ্রব্যে ধুতুরা বিষ

রামনন্দন তেওয়ারী নামক জনৈক পশ্চিম দেশীয় লোক জোড়াবাগানের কোনও বস্তীর কতিপয় বাসেন্দাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছিল তাহার ফলে রাম-কাহাবীন ও তাহার স্বামী রাম-কিষণ অজ্ঞান হয়। সংবাদ পাইয়া পুলিস আসিয়া ঝড়িয়া রামকিষণকে হাসপাতালে প্রেরণ করে ডাক্তার তাহাদের অস্ত্র তাহাদের পেটের মধ্য হইতে ধুতুরা মিশ্রিত এট্রোপিন বিষ আবিষ্কার করেন। রামনন্দন তেওয়ারীকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

গত ১৯শে আগষ্ট জোড়াবাগান আদালতে অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর এম, এফ, করিমের এজলাসে মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছিল। বিচারক আসামীকে তিন শত টাকার জামীনে মুক্তি দিয়াছেন। মামলা মুলতুবি আছে।

কাঁথি বিচ্ছেদ বিরোধী কমিটীর অধিবেশন

গত ১৯শে আগষ্ট কাঁথি বিচ্ছেদ বিরোধী কমিটীর এক অধিবেশনে শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ মাইতি সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সম্পাদককে অর্থ সংগ্রহ ও ভারতের রাজপ্রতিনিধি, বাঙ্গালার লাট ও উড়িষ্যা সীমা-নির্দ্ধারণ কমিটীর সভাপতির নিকট আবেদন পত্র প্রেরণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

পিকেটিংয়ে ৬ জন স্বেচ্ছাসেবক দণ্ডিত

কুম্ভুন হইতে প্রকাশ যে, সাতজন কংগ্রেসকর্ম্মী তাড়ির দোকানে পিকেটিং করিতেছিল। তন্মধ্যে ছয়জনের বিরুদ্ধে সহর অঞ্চল আইনানুসারে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। তাহাদের প্রত্যেককে ২০৲ জরিমানা এবং অনাদায়ে তাহাদিগকে ১৪ দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ১ জনকে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বলিয়া সাবধান করিয়া অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামীগণ একটি 'ছোকরার' নিকট হইতে একটি আরকপূর্ণ বোতল কাড়িয়া লইয়া তাহাকে মারপিট করে।

জেল বয়ন-শিক্ষকের গৃহ তল্লাস

পটুয়াখালীর সেণ্ট্রাল জেলের বয়ন—শিক্ষক মিঃ আব্দুল আহমদের বাটীতে পুলিস খানাতল্লাস করিয়া কোন দ্রব্যাদি হস্তগত করে নাই বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

রাজপ্রতিনিধির নিকট গান্ধীজীর তার

সংবাদে প্রকাশ যে, ১৯শে আগষ্ট দ্বিপ্রহরে গান্ধীজী রাজপ্রতিনিধির নিকট এক জরুরী তার প্রেরণ করিয়াছেন তারের মর্ম্ম এবং কি কারণে তিনি অকস্মাৎ রাজপ্রতিনিধির নিকট তার প্রেরণ করিলেন সে বিষয় যত্নের সহিত গোপন রাখা হইয়াছে। তিনি স্বীয় অবস্থা বিচার করিতে পুনরায় যদি সিমলা যাত্রা করেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এই সমস্ত কারণে আশার সঞ্চার হইয়াছে।

এলাহাবাদে জনসভায় জহরলালজীর বক্তৃতা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ যে, শ্রীযুত টি এ. কে শেরওয়ানির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার সম্বন্ধে বক্তৃতায় তিনি কংগ্রেস নীতির যুক্তিযুক্ততা, বিশেষতঃ যুক্তপ্রদেশের সরকার কর্ত্তৃক দিল্লী চুক্তি অবহেলার বিষয় আলোচনা করেন। ডাক্তার সৈয়দ মামুদ এবং শ্রীযুত শেরওয়ানিও বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

প্রহার ও ছুরিকাঘাতের জের

বরিশাল হইতে প্রকাশ যে, ২০শে আগষ্ট আকাম্মাব শ্রীযুত হেমন্তকুমার আইচকে প্রহার ও ছুরিকাঘাত সম্পর্কে ভারতীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩০৭ ধারানুযায়ী চৈতন্য-বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীযুত সুশীলকুমার সেনগুপ্ত ও বাণীপীঠ বিদ্যালয়ের শ্রীযুত পান্নালাল গুপ্তকে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শ্রীহট্টে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

শ্রীহট্ট জিলা কংগ্রেস কমিটী ১৯শে আগষ্ট সন্ধ্যা সাড়ে ৫ ঘটিকায় নিজ কার্য্যালয়ে নূতন জাতীয় পতাকা উত্তোলিত করিয়াছেন। ঐ সময়ে কার্য্যালয়ের সম্মুখে বিরাট জনতা সমবেত হইয়াছিল। শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী একটি সুন্দর বক্তৃতায় জাতীয় পতাকার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন।

প্রবীণ উকীলের মৃত্যু

যশোহরের প্রবীণ উকীল শ্রীযুত অম্বিকাচরণ বসু গত ১৯শে আগষ্ট রাত্রিতে ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার সম্মানার্থে মুন্সেফী হাকিম, ব্যাঙ্ক এবং মিউনিসিপ্যালিটী বন্ধ হইয়া যায়। ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আদালতও প্রায় ১টার সময় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। উকীল সমিতির এক সভায় তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

কংগ্রেস সভায় হট্টগোল

কানপুর হইতে প্রকাশ যে, বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপ ও হিংসামূলক কার্য্যের নিন্দা করিবার জন্য কংগ্রেসের উদ্যোগে ২০শে আগষ্ট সন্ধ্যাকালে এক জনসভায় বক্তারা বক্তৃতা করিতে উঠিলে "ধিক" ও "দেশদ্রোহী" শব্দ উত্থিত হয়। যাহারা উক্ত নিন্দাসূচক প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে উঠেন, তাঁহারা বক্তৃতা করিতে যাইলে কংগ্রেসের লোকরাও ঐরূপ শব্দ করিয়া তাহাদিগকে বাধা দেন। ফলে, সভায় একটা হট্টগোল উপস্থিত হইয়া গুরুতর গোলযোগে পরিণত হইবারও আশঙ্কা ঘটে। যাহা হউক, শেষে অনেক রাত্রিতে অধিক সংখ্যক ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়

টেলি — শ্রীধাম / নবদ্বীপ

Reg No C.1544.

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
বর্ত্তমান
সংখ্যা /৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার এক মাত্র মুখপত্র

৬ষ্ঠ খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি [১৪৯ তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৯ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৩৮, ২৬শে আগষ্ট ১৯৩১

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ২৩শে আগষ্ট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন শ্রৌতী মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরূপশিক্ষা হইতে "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥"—এই দুই ছত্র ব্যাখ্যা করেন।

———

বক্তা বলেন,—মায়ামুগ্ধ জীব কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখভাববশে অনাদিকাল ধরিয়া জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে পরিভ্রমণ করিতেছে। কৃষ্ণের ভোক্তৃত্ব বিচার পরিহার করিয়া স্বয়ং ভোগবাঞ্ছা পূর্ব্বক নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করাই মায়াবদ্ধ জীবের নিসর্গ।

———

বদ্ধ জীবগণ এইরূপে ৮৪ লক্ষ যোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতাবীজ লাভ করেন।

এস্থলে 'কোন ভাগ্যবান্' বিষয় বিচার করা আবশ্যক। এরূপ ভাগ্যবান্ কে? যিনি ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছেন,—যাঁহার কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী অন্যাভিলাষী প্রভৃতির অসৎসঙ্গ ত্যাগ হইয়াছে, তিনিই ঐ কৃপালাভে সমর্থ। অসৎসঙ্গ ও করিব, হরিভজনও করিব, এ বুদ্ধি লইয়া গুরুকৃষ্ণে শরণাগতের অভিনয় করিলে ভক্তিলতাবীজ লাভ হয় না।

———

গুরুর প্রসাদেই কৃষ্ণের প্রসাদ লভ্য হয়। গুরুদেব যদি কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হন, তবে কৃষ্ণকৃপা সুলভ হয় না অথবা কৃষ্ণ তাঁহার প্রতি কথনই কৃপা করেন না। "হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।"

সুতরাং গুরুদেবের প্রসাদ কিরূপে লাভ করা যায়, তাহা স্বামীজী শাস্ত্রযুক্তি-মূলে বর্ণন করেন। তিনি বলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উদ্ধবের নিকট বলিয়াছেন,—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরু কর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

এই নরতনুই ভজনের মূল। ইহা ভবাব্ধি তরণের সুষ্টু নৌকা, কিন্তু শুধু নৌকা হইলেই সমুদ্র পার হওয়া যায় না। উপযুক্ত কর্ণধার আবশ্যক। শ্রীগুরুদেবই তাহার কর্ণধার। সুতরাং তাঁহার নিকট এ দেহকে সমর্পণ করিতে হইবে। যদি আমরা বলি যে আমাদের এ দেহ গুরু-দেবকে না দিয়া স্ত্রী-পুত্রাদির নিকট রাখিব, তবে গুরুদেবের নিকট তাহা সমর্পিত হইল না। সুতরাং ভবসমুদ্র পার হওয়ারও উপায় হইল না।

———

গুরুদেবের নিকট নিষ্কপটে শরণাগত হইলে ভগবৎকৃপা অনুকূল বাতাসের ন্যায় আসিয়া যায়। যিনি এইরূপে শরণাগত না হন, তিনিই আত্মঘাতী।

———

শ্রীভগবানের ভক্তনৈবেদ্য গ্রহণ

প্রত্যক্ষদর্শী নাস্তিকগণ অর্চ্চাবিগ্রহে কাষ্ঠপ্রস্তরাদি বুদ্ধি করিয়া বলেন যে, শ্রীবিগ্রহ ভক্তপ্রদত্ত দ্রব্যাদি কিছুই খান না। কারণ যে পরিমাণ নৈবেদ্যাদি প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা সমস্তই ত ফেরৎ আসিল, তবে খাইলেন কি?

যাঁহারা শ্রীবিগ্রহে কাষ্ঠপ্রস্তরাদি বুদ্ধি করেন শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে নারকী বলে। সেইরূপ অপরাধিগণের আত্মার দিব্যচক্ষু অজ্ঞানতিমিরাবরণে আচ্ছাদিত থাকে বলিয়া শ্রীবিগ্রহের রূপ লীলাদি দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে না।

ভক্তগণ প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-বিলোচনে শ্রীভগবানের রূপ লীলাদি দর্শন করেন এবং স্বরূপ ও বিগ্রহে কোন ভেদ-বুদ্ধি করেন না।

সেইরূপ প্রেমভক্তগণ শ্রীবিগ্রহকে যে নৈবেদ্যাদি অর্পণ করেন তাহা সমস্তই শ্রীবিগ্রহ প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করেন এবং ঐরূপ ভক্তগণও সেই ভোজন লীলা দর্শন করেন।

শ্রীভগবান্ বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তদত্ত দ্রব্যাদি সমস্তই গ্রহণ করিলেও তাঁহার হস্তস্পর্শে পুনরায় পাত্রগুলি ভগবদনুগ্রহ বা মহাপ্রসাদ দ্বারা পূর্ণ হইয়া যায়। অধোক্ষজ ভগবানের এই লীলাটী ভক্তগণ প্রেমনেত্রে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৪র্থ পরি-চ্ছেদে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর উপাখ্যানটী আলোচনা করিলে জানিতে পারি যে, পুরী গোসাঞীর সমর্পিত অন্নকূট ও অনেক ঘট সুবাসিত জল শ্রীগোপালদেব সমস্তই ভোজন করিলেন। আবার শ্রীবিগ্রহের হস্তস্পর্শে পাত্রগুলি পরিপূর্ণ হইল। ইহা কেবল মাধবেন্দ্রপুরীই দর্শন করিলেন।

হেন মতে অন্নকূট করিল সাজন।
পুরী গোসাঞী গোপালেরে কৈল সমর্পণ॥
অনেক ঘট ভরি দিল সুবাসিত জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল॥
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্তস্পর্শে পুনঃ তেমনি হইল॥
ইহা অনুভব কৈল মাধব গোসাঞী।
তাঁর ঠাঁই গোপালের লুকান কিছু নাই॥

মায়া

দয়া ক'রে যদি, দিয়েছ হে দেব!
"মায়া-বন্ধন শিথিল করি।'
তবু কেন হায়, ব্যাকুল হিয়ায়,—
খুঁজিয়া ফিরিছে বন্ধ-দড়ি॥

এই ধরণীর, রূপ, রস, নীড়,
বারে বারে কত ভুলালো মোরে।
মায়াবীর দল, হাসি খল খল,
আবার ডাকিছে মায়িক ঘোরে॥

মনে মায়াবীজ, বপন করিছে,
আবার মোহিনী কুহক বালা।
ভুলা'লে ভুলা'লো, পরাণ মোহিল,
ফুল-যেরা ঐ অহির মালা॥

বিঘ্ন বিনাশন, ওহে মহাজন,
রক্ষা কর আজি ঝটিকা-ঘোরে,
তুমি বিনে আর শক্তি আছে কা'র?
বিপদের রা'তে রাখিতে মোরে।

কৃপা-পদাঘাতে, কঠিন আঘাতে,
ছিন্ন করহে শতেক মায়া।
পতিত তারণ! ধন্য তবনাম,
দাও হে দয়ায় চরণ ছায়া॥

(২৪)

২১২২ দেংজারী ৩১ দাবী ১৪৮৩৷৷/৫

ডিঃ যশোহর লোণ কোম্পানী সাং যশোহর

দেঃ স্নেহপ্রভা দাসী সাং ও পোঃ রাণাঘাট

রাণাঘাট থানায় রাণাঘাট সহরের মধ্যে মিড্‌ল রোডস্থিত রাণাঘাট পালচৌধুরী বাবুদের অধীন ২৷৷৶৯ টাকা কায়েমী জমায় প্রায় ।৩ কাঠা জমি মায় তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০০০৲

(২৫)

২২১৫ দেংজারী ৩১ দাবী ১৫৬২৴

ডিঃ আমিরালী মণ্ডল সাং আন্দির দীপচন্দ্রপুর

দেঃ পরিজার বিবি দিং সাং পীতাম্বরপুর পোঃ চাপড়া

চাপড়া থানায় ৩১নং মৌজা পীতাম্বরপুর গ্রামে জয়দুর্গা দাসী দিং অধীন ১৪নং খতিয়ানে ৪৩-৯১ জমীর রায়তি স্থিতিবান জমা ৪১৮/১০, ৯নং খতিয়ানে ২৭-৯৪ একর জমির জমা ৫০৮৵১০, ১২নং খতিয়ানে ৬-৫০ জমির জমা ৮৮৴০ ও ২৬৯ নং খতিয়ানে ৪-১২ একর জমির জমা ১০।৶৫ দেন্দারগণের এক সপ্তাংশ মূল্য আঃ ২০০৲

(২৬)

২৭১০ দেংজারী দাবী ৫৫৩৷৷৶৫

ডিঃ কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম

দেঃ ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী সাং দেবগ্রাম পোঃ কালীগ্রাম

কালীগঞ্জ থানায় দেবগ্রাম গ্রামে শ্রীহিরন্ময় সাহার অধীন মোট ৬৷৷ বিঘা জমীর শালিয়ানা জমা ২৮০ মূল্য আঃ ৩৯৲

(২৭)

২৩৪০ দেংজারী ৩১ দাবী ৮৮২৶

ডিঃ কুমারখালী ব্যাঙ্কিং করপোরেসন লিমিটেড সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ জদয়নাথ মুখোপাধ্যায় সাং বাদকুল্লা পোঃ ঐ

১। হাঁসখালী থানায় বাদকুল্লা গ্রামে ৩০৪।৪০৫ ও ৪১৯নং খতিয়ানে ৬৷৷৪৷৷ বিঘা ব্রহ্মোত্তর মূল্য ২৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৫৪৩নং খতিয়ানে ১৷২ বিঘা মৌরসী খাস জমির জমা ২।০ মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ১৫৷৷০ বার্ষিক কোর্ফা জমায় জমির মূল্য আঃ ১০০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ১৮৶০ জমায় ৪১৯নং খতিয়ানে ২৫৴ বিঘা জমির মূল্য আঃ ১৩০৲

(২৮)

২৪০৩ দেংজারী ৩১ দাবী ১১৮।৴১০

ডিঃ মোজবান্ন বিবি সাং মুড়াগাছা

দেঃ ছবিহদ্দি মণ্ডল সাং ও পোঃ মুড়াগাছা

চাপড়া থানায় মুড়াগাছা গ্রামে ১৭৩নং খতিয়ানে মোট ২৴ বিঘা জমীর ১৩১৶০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২৯)

২৪১৪ দেংজারী ৩১ দাবী ২৬৮৲

ডিঃ নিতাই চাঁদ গড়াই সাং বাঙ্গালঝি

দেঃ ছউছব মোল্লা দিং সাং কালীনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় সোণাতলা গ্রামে নৃসিংহ পালচৌধুরী অধীন সেঃ ৫৮ নং খতিয়ানে ৫-৪৩ জমীর রায়তি মোকররী জমা ১৭৷৷০ মূল্য আঃ ১০০৲

(৩০)

২৪২৫ দেংজারী ৩১ দাবী ২৩০১।১০

ডিঃ লক্ষ্মীচাদ আগরওয়ালা সাং কুষ্টিয়া

দেঃ জগবন্ধু সাহা সাং হরেকৃষ্ণপুর পোঃ কুষ্টিয়া

১। কুষ্টিয়া থানায় বাহাদুরখালী গ্রামে ৬০২ নং খতিয়ানে ৴৪৷৷ জমীর বার্ষিক জমা ৪০৲ মায় পাকা ইমারত ইত্যাদি মূল্য ৫০০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে রাজা প্রমথভূষণ দেব রায়বাহাদুর অধীন খতিয়ানে -২১ শতক জমীর জমা ৪৫৷৷৴০ মায় পাকা ইমারত ইত্যাদি মূল্য আঃ ৫০০৲

(৩১)

২৪৩৮ দেংজারী ৩১ দাবী ৪১০৲১৫

ডিঃ সরোজাক্ষী দেবী সাং ছোটকাঁদয়া

দেঃ হরেন্দ্রনাথ সাহা দিং সাং বড়কাঁদয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

১। নাকাশীপাড়া থানায় ১০৭ মৌজা বাটী কাঁদয়া গ্রামে বিভূতিভূষণ পালের অধীন ১৩৭ খতিয়ানে ১-০৯ জমীর জমা ৩।৶০ মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৪৬নং ও ১৫০।২৫৪ খতিয়ানে ২৶০ জমায় -৩০ শতক জমীর মূল্য আঃ ১০৲

৩। ঐ থানায় বিলবয় লক্ষ্মীপুর গ্রামে ঐ অধীন খতিয়ানে ২০৮ জমীর রায়তী স্থিতিবান জমা ১১৷৷১০ মূল্য আঃ ১০৲

(৩২)

২৪৭২ দেংজারী ৩১ দাবী ৭৭২।৶০

ডিঃ পাঁচুবালা দাসী সাং গোয়াড়ী

দেঃ খুকুমণি দাসী সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় গোয়াড়ী গোবিন্দসড়ক মৌজে সদগোপপাড়ায় ৴১৮৶০ জমীর জমা ২৴০ দেঃ ৷৷০ অংশ মায় তদুপরিস্থিত বৃক্ষ ও গৃহাদি মূল্য আঃ ১৫০৲

(৩৩)

৪১৯ মনিজারী ৩১ দাবী ১৯৭৶৯

ডিঃ ইজ্জুরাম পাঞ্জাবী সাং কৃষ্ণনগর রেলষ্টেশন

দেঃ পূর্ণচন্দ্র লাহা সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

১। কৃষ্ণনগর থানায় গোয়াড়ী গ্রামে শ্রীতারকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ৩৪২নং খতিয়ানে ২০ শতক জমীর জমা মায় সেস ৭৶০ মূল্য মায় পাকা গৃহাদি আঃ ১০০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজে ঐ অধীনে ৩৪২ নং খতিয়ানে ১ শঃ জমির জমা ৩৶০ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত পাকা দোকান ঘর আঃ ৫০৲

(৩৪)

১৪৫৫ মনিজারী ৩১ দাবী ২৭৶৬

ডিঃ শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাটিয়ারী

দেঃ অশ্বিনীকুমার প্রামাণিক সাং নসীপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় বসন্তপুর মৌজায় শ্রীরামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দিং অধীন ৭নং খতিয়ানে ২-২৮ জমীর জমা ৫৲ মূল্য আঃ ১০৲

(৩৫)

১৮২২ মনিজারী ৩১ দাবী ৬৫৴০

ডিঃ পাচুগোপাল মোদক দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ এইচ, পি, খৃষ্টান ওরফে হেমন্তকুমার মণ্ডল সাং চাঁদসড়ক খৃষ্টানপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় চাঁদসড়ক খৃষ্টানপাড়া ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজায় ১৪২০নং, ৬৭১৯। ১৫, ও ৬৭১৯।১৬নং খতিয়ানে ৩।৩৷৷৴০ জমির জমা ৩০৲ দেঃ অংশ মূল্য মায় কোঠা ও বৃক্ষাদি আঃ ৬০৲

(৩৬)

২০৫৮ মনিজারী ৩১ দাবী ৭৬৩৸৶৯

ডিঃ কিশোরীমোহন রক্ষিত সাং ২১০ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা

দেঃ অভয়চরণ দাস সাং নবদ্বীপ তিলিপাড়া পোঃ নবদ্বীপ

১। নবদ্বীপ থানায় ২০নং নবদ্বীপ মৌজে মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর অধীন ১২৯২নং খতিয়ানে ।১ জমীর জমা ৬৶ তদুপরিস্থিত পাকা ইমারতাদি সহ মূল্য আঃ ১৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজে ৪১৯৭ খতিয়ানে ২৩ শতক জমির মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৭)

২০৯০ মনিজারী ৩১ দাবী ২৩৭৷৷০

ডিঃ ঝিটকীপোতা পশ্চিমপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সাং ঝিটকীপোতা

দেঃ মোক্তার খাঁ দিং সাং ঝিটকীপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

১। কৃষ্ণনগর থানায় মৌজে দক্ষিণ ঝিটকীপোতা গ্রামে আব্দুল মমিন ওস্তাগর দিং অধীন ৪২নং খতিয়ানে ২-৭ জমীর রায়তী মোকররী জমা ৬৷৷ টাকা দেঃ একষষ্ঠাংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজে ১৮৩ নং খতিয়ানে ৮০ শতক জমির জমা ঐ অধীনে ১৷৷৶০ দেন্দারের এক তৃতীয়াংশের মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজে ৯২নং খতিয়ানে ১-৮৭ শতক জমির জমা ২৴৪ পাই দেনদারের অংশ ৴৩।—মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ থানায় ঐ মৌজে ৩৬৮নং খতিয়ানে ১-৪৩ একর নিকর জমিতে দেন্দারের ১৮= অংশ মূল্য আঃ ২৲

৫। ঐ থানায় মৌজা দোগাছিয়া গ্রামে ঐ অধীন ১৮৫নং খতিয়ানে ৬২ শতক জমীর জমা ১৷৷ দেঃ একষষ্ঠাংশ মূল্য ২৲

৬। ঐ থানায় দক্ষিণ ঝিটকীপোতা গ্রামে ১৮২নং খতিয়ানে ১ ৯৪ শতক জমির জমা ৪।৶৮, দেঃ অংশে ৴৩।— ; মূল্য আঃ ৫৲

৭। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ১৮০নং খতিয়ানে ঐ অধীনে ৬০৮৪ একর জমির জমা ৪৷৷৩ দেন্দারের একষষ্ঠাংশ, মূল্য ২৫৲

৮। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৯১নং খতিয়ানে ঐ অধনী ১-১৩ একর জমির জমা ১৷৷০ দেন্দারের একষষ্ঠাংশ মূল্য আঃ ৫৲

৯। ঐ থানায় মৌজে জালালখালি গ্রামে ৩১৯নং খতিয়ানে ২-১৫ একর জমির জমা ৪৷৷৶ দেন্দারের এক তৃতীয়াংশ মূল্য ১০৲

(৩৮)

২৯০০ মনিজারী ৩১ দাবী ৩৫৷৷৶৯

ডিঃ চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম

দেঃ গরবিনী বাগদিনী সাং পাবাদহ পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় ৩০নং সাঙ্গাপুর মৌজে শ্রীহিরন্ময় সাহার অধীন ৩৯নং খতিয়ানে ৫৫ শতক জমির জমা ৷৷৶৬ মূল্য ৫৲

(৩৯)

২১২০ মনিজারী ৩১ দাবী ৬৪৷৶

ডিঃ বিধুভূষণ দত্ত সাং দেবগ্রাম

দেঃ উক্য মণ্ডল দিং সাং চাঁদপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় ৬৮নং মৌজে পড়াচাঁদপুর গ্রামে শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং অধীন ৮০নং খতিয়ানে ৬-১৮ একর জমীর কন ডাঙ্গের মতে জমা মূল্য ৫০৲

(৪০)

২১৭৬ মনিজারি ৩১ দাবী ৫৪৮৩

ডিঃ ললীতমোহন নায়েক সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ কুমার নাথ মুকুন সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় ৯২নং কৃষ্ণনগর মৌজে শ্রীনিমাইচন্দ্র রায় দিং অধীন ৭৮০০ খতিয়ানের ২-৫০ জমীর জমা ৬৲ মূল্য আঃ ৩০৲

(৪১)

২৩৮৴ মনিজারি ৩১ দাবী ১৮৯৫৲৩

ডিঃ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং কুষ্টিয়া

দেঃ কুমারিশচন্দ্র বিশ্বাস সাং শিমুলিয়াপুর পোঃ কুষ্টিয়া

১। কুষ্টিয়া থানায় কমলাপুর গ্রামে বিজয়কান্ত রায়চৌধুরী দিং ২৬৮

দক্ষিণে ২/ বিঘা জমীর জমা ১৸৶ মূল্য গায় তদুপরিস্থিত আমগাছ প্রভৃতি সহ আঃ ২৫৲

২। ঐ গ্রামে হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগানের দক্ষিণে ১৷৹ বিঘা জমির জমা ১৷৹ তদুপরিস্থিত বৃক্ষাদিসহ মূল্য আঃ ২৫৲

(১৩)

৪৮৮ দেংজারী ৩১ দাবী ১৪৮/৩

ডিঃ চন্দ্রশেখর রায় সাং দাদুপুর।

দেঃ কেদারনাথ মণ্ডল সাং করকরিয়া পোঃ নাকাশীপাড়া।

নাকাশীপাড়া থানায় সুধাকরপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৫৩ নং খতিয়ানে ২-৮৫ জমীর জমা ২৸৶৫ মূল্য আঃ ৩৫৲

(১৪)

৯৩৬ দেংজারী ৩১ দাবী ৬৯২৸৶৯

ডিঃ অশ্বিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং কুড়ালিগাছি

দেঃ চাঁদমোল্লা বিশ্বাস দিং সাং মহিষপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

১। চাপড়া থানায় ৭৯ নং মহিষপুর মৌজে অনুকূল কুমার গঙ্গোপাধ্যায় অধীন ২৬ নং ও তদধীন ২৭ হইতে ২৯ নং খতিয়ানে ৪০।৴৷৷ বিঘা জমীর রায়তি মকররী জমা ২০৷৶৩ দেঃ ৩৪ আনা অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ মৌজা ঐ অধীনে ২৫৩ নং খতিয়ানে ১২৷৴১০ টাকা বাঃ স্থিতিবান্ জমা ২৮৷৷ বিঘা জমিতে দেনদারের ৶৪ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(১৫)

১৯২৬ থাংজারী ৩০ দাবী ২৭৮৸১৫

ডিঃ শ্রী—চন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ পুকারে নিকারী সাং বহিরগাছি পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বাহিরগাছি গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ২-৫৪ একর জমির ৫৷৷৫ জমা মূল্য আঃ ৭৲

(১৬)

৫ থাংজারী ৩১ দাবী ৮৪৷৷৶৩

ডিঃ নৃসিংহ দাস সিং সাং কালীগাঙ্গা

দেঃ বিরিঞ্চিমোহন বড়াল দিং সাং যুগপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় যুগপুর গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ৫৫ খতিয়ানে ১৮-৪৭এঃ জমীর ৯/১৭৷৷৹ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(১৭)

৩২৯ থাংজারী ৩১ দাবী ১৫৯৸৹

ডিঃ কানাইলাল সিংহ রায় দিং সাং সোনাডাঙ্গা

দেঃ ক্ষুদী মণ্ডল সাং পালিগ্রাম পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় দোগাছিয়া গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ৫৬১ ও ৮৭৭ খতিয়ানে ১০-২২ জমীর জমা ২০।/ মূল্য আঃ ৫০৲

(১৮)

৩৯৫ থাংজারী ৩১ দাবী ২৬৶

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় সাং বিক্রমপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিক্রমপুর গ্রামে ডিক্রীদারের অধীন ৫৮৬ খতিয়ানে ·৭৭ জমীর মূল্য আঃ ৫৲

১৯

৪২১ থাংজারী ৩১ দাবী ৮৩৶৩

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকহাঁসখালা

দেঃ ভাজুবিবি দিং সাং মালমগাছা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় মালমগাছা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৩৭ ও তদধীন ৩৭ হইতে ৪২ নং খতিয়ানে ২৭-৯১ জমীর রায়তি মোকররী জমা দেনদারের ৸৹ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(২০)

৪৮৪ থাংজারী ৩১ দাবী ২৩৸৶৩

ডিঃ শৈলবালা দাসী দিং সাং বাদিয়া

দেঃ জুবান সেখ সাং পারকুলা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় পারকুলা গ্রামে ৮২ নং খতিয়ানে ১-২২ জমীর ২৷৶১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২১)

৫০০ থাংজারী ৩১ দাবী ৪৭

ডিঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কাটালপোতা

দেঃ মতিলাল মণ্ডল সাং শোণপুখুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শোণপুখুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৮৭ খতিয়ানে ৬ ২২ জমীর মূল্য আঃ ১৫৲

(২২)

৫০১ থাংজারী ৩১ দাবী ১২০৲

ডিঃ ঐ

দেঃ ছেপাত মণ্ডল সাং শোণপুখুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় শোণপুকুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৮১ নং খতিয়ানে ৯-৪২ জমীর মূল্য আঃ ২৫৲

(২৩)

৫০২ থাংজারী ৩১ দাবী ২৭৷৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ এজাহার বিশ্বাস সাং সোণপুখুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় সোণপুখুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৪৫নং খতিয়ানে ১-৬৫ শতক জমী মূল্য আঃ ৫৲

(২৪)

৫১২ থাংজারী ৩১ দাবী ৫০৸৶৹

ডিঃ রামপদ পাঁড়ে সাং ময়ূরহাট

দেঃ আবদুলমজিদ মণ্ডল দিং সাং মদনা পোঃ হাঁসখালী

১। হাঁসখালী থানায় মদনা গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৭১ খতিয়ানে ·৩১ শতক কোরফা জমী জমা ২৷৹ মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজে ঐ অধীন ২০৫ খতিয়ানে ৭৷৹ টাকা রায়তী স্থিতিবান্ জমার ১-৭৩ শতক জমী মূল্য ১০৲

(২৫)

৫২৫ থাংজারী ৩১ দাবী ৭৫৷৶৯

ডিঃ সীতানাথ চক্রবর্ত্তী সাং গোয়াড়ী

দেঃ শ্যামাপদ মণ্ডল দিং সাং প্রতাপপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় প্রতাপপুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৩৭০।৩৭১ খতিয়ানে ৬-৫৯ জমীর ও ৬১০।২ খতিয়ানে ·৮২ শঃ ও ২৬৬।২ খতিয়ানে ·৯৯৯ শতক একুনে ৮-৪০ শতক জমীর জমা ১১৲ মূল্য ৫০৲

(২৬)

৫৫৫ থাংজারী ৩১ দাবী ৮১৸৹

ডিঃ কেশবচন্দ্র দত্ত দিং সাং মাজদিয়া রেলবাজার

দেঃ রসিক মণ্ডল দিং সাং পুটীখালী পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় ৫১নং মৌজায় মথুরাদি গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৬৭৫।১ নং খতিয়ানের অধীন ১৩নং খতিয়ানে ২৪ শঃ জমীর মোকররী জমা ৯৷৷৩ মূল্য আঃ ২০৲

(২৭)

৫৬০ থাংজারী ৩১ দাবী ২৬৷৷৶৯

ডিঃ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং ঘূর্ণী

দেঃ শুকলাল মণ্ডল দিং সাং জয়পুর পোঃ হাঁসখালী

হাঁসখালী থানায় জয়পুর গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীন ১০৯২ খতিয়ানে ৩ ৩৯ জমীর জমা ১৩৷৹ মূল্য আঃ ২৫৲

(২৮)

৫৬২ থাংজারী ৩১ দাবী ১১২৸৶৬

ডিঃ শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া

দেঃ বিভূতিভূষণ রায় দিং সাং মুড়াপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় মুড়াপুর গ্রামে ডিক্রীদারগণের অধীন ৯৮ খতিয়ানে ১৪-৫৭ জমীর জমা ১৮৸৹৯ মূল্য আঃ ৪৫৲

(২৯)

৫৬৭ থাংজারী ৩১ দাবী ৩[illegible]

ডিঃ জয়দুর্গাদাসী দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ গগণচন্দ্র বিশ্বাস সাং মাধবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কাঠগড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭৮ খতিয়ানে ৫-৮৪ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমীর মূল্য আঃ ১০০৲

(৩০)

৫৬৮ থাংজারী ৩১ দাবী ২৭৷৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ গগণচন্দ্র বিশ্বাস সাং মাধবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কাঠগড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫-৮৪ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমীর মূল্য আঃ ১০০৲

(৩১)

৫৬৯ থাংজারী ৩১ দাবী ৩৬৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানায় কাঠগড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৭৭ খতিয়ানে ১৬-১৯ শঃ জমীর জমা ৯৸৬ মূল্য আঃ ৫০৲

(৩২)

৫৭০ থাংজারী ৩১ দাবী ১৫।/৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানায় কাঠগড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৭৭ খতিয়ানে ১৬-১৯ শঃ জমীর জমা ৯৸৬ মূল্য আঃ ৫০৲

(৩৩)

৫৭১ থাংজারী ৩১ দাবী ৩১৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানায় কাঠগড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭৮ খতিয়ানে ৫-৮৪ শঃ নিষ্কর জমীর মূল্য আঃ ১০০৲

(৩৪)

৫৭২ থাংজারী ৩১ দাবী ২১৸৶৬

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানায় কাঠগড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৭৭, ২৭৮, ২৮৬, ২৮৮, ২৯৩ খঃ ১৬ ১৯ শঃ জমীর জমা ৯৸৬ মূল্য ৫০৲

(৩৫)

৫৭৩ থাংজারী ৩১ দাবী ৩০।৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ প্রবোধচন্দ্র বক্সী দিং সাং মাধবপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মাধবপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১০০ খতিয়ানে ১০-৭২ শতক জমীর জমা ১৫৷৶৹ মূল্য আঃ ১৫৲

(৩৬)

৬০৭ থাংজারী ৩১ দাবী ৫৫।৶৹

ডিঃ মন্মথ পালচৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ যুগল দাস তামাঘাটা সাং তিলকপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার থানার মহৎপুর গ্রামে

ডিক্রীদার অধীন ৩২৪১ খতিয়ানে ৮।০।।৶ জমীর জমা ৬/১৫ মূল্য আঃ ১০৲

(৩৭)

৬১৬ থাংজারী ৩১ দাবী ২৬।৬

ডিঃ ঐ

দেঃ পাচুদাস নওদা সাং তিলকপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার তিলকপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৬৬৫ খতিয়ানে ৫/১।।৵০ জমীর জমা ৩।৵৫ মূল্য আঃ ৫৲

(৩৮)

৬১৭ থাংজারী ৩১

ডিঃ ঐ

দেঃ যুগল দাস তামাবাটা সাং তিলকপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার তিলকপাড়া গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ২৭২৫ খতিয়ানে ১০/৪।।৶ জমীর জমা ৯৶৫ মূল্য আঃ ১০৲

(৩৯)

৬১৮ থাংজারি ৩১ দাবী ৬২৸৵৯

ডিঃ ঐ

দেঃ পাচুদাস কালাস্বরে দিং সাং তিলকপাড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার তিলকপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৬২৭ খতিয়ানে ১০।০।।৶০ জমীর জমা ৮৸৶৫ মূল্য আঃ ১০৲

(৪০)

৬১৯ থাংজারী ৩১ দাবী ৫৫৸৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ পোঃ ঐ

চাপড়া থানার পুখুরিয়ার বি ব্লক মধ্যে ডিক্রীদার অধীন ১২০৮ খতিয়ানে ৭।২৶ জমির জমা ৮,৫ মূল্য ১০৲

(৪১)

৬২৩ থাংজারী ৩১ দাবী ২১।৶

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ পোঃ ঐ

চাপড়া থানার তিলকপাড়া গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ২৫৫৬ খতিয়ানে ২।।২৵০ জমীর জমা ২।৶১০ মূল্য আঃ ৪৲

(৪২)

৭৭৬ থাংজারী ৩১ দাবী ৫৭।৶৬

ডিঃ মুরারীমোহন মৌলিক দিং সাং থাটুরা

দেঃ মুরারীমোহন রায় সাং ময়ূরহাট পোঃ হাঁসখালি

হাঁসখালী থানার গাজনা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৪২ ও ৮৫১ খতিয়ানে ২৪৸০ জমীর জমা ১৩।০ মূল্য আঃ ৪০৲

(৪৩)

৭৭৭ থাংজারী ৩১ দাবী ৭৪।।৵৯

ডিঃ রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী সাং গোয়াড়ী

দেঃ পঞ্চানন বিশ্বাস সাং প্রতাপপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার প্রতাপপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬২০, ১৫৯ ও ১১৬ নং খতিয়ানভুক্ত ৫-৬৪ শঃ জমীর জমা ১০৲ মূল্য আঃ ৩০৲

(৪৪)

৭৮১ থাংজারী ৩১ দাবী ৫১।।৵৯

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ এরাজ সেথ সাং হাতীশালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার হাতীশালা গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ৯২, ৬৪১, ৬৪৩ নং খতিয়ানে ২ ০১ উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ২০৲

(৪৫)

৭৮৪ থাংজারী ৩১ দাবী ২৮৸৵০

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ জুড়ন সেখ গোয়াড়ী সাং গোংরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার গোংরা গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ১২৮ খতিয়ানে ৪-২১ শতক জমীর জমা ৯।।১৫ মূল্য আঃ ১০৲

(৪৬)

৭৮৫ থাংজারী ৩১ দাবী ১৪।।৯

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ ডুবাই সেখ সাং হাতীশালা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার হাতীশালা গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ৪৯৩ ও ৫০৩ নং খতিয়ানে -২৭ উটবন্দী জোত জমীর মূল্য আঃ ৫৲

(৪৭)

৭৯২ থাংজারী ৩১ দাবী ১৮৪৸৵৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ এরাজ বিশ্বাস দিং সাং শিকরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার শিকরা গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ২২৮ নং খতিয়ানে ২১-৪৫ শঃ জমীর জমা ৪৪৸৵২ মূল্য আঃ ১০০৲

(৪৮)

৭৯৩ থাংজারী ৩১ দাবী ১১১।৶৩

ডিঃ ঐ সাং ঐ

দেঃ জাহানী মালিতা সাং শিকরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার শিকরা গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ১৫৬ নং খতিয়ানে ১০৩।৶ উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ২৫৲

(৪৯)

৭৯৪ থাংজারী ৩১ দাবী ১৫।।৵৯

ডিঃ ঐ সাং ঐ

দেঃ পিরমালিতা সাং শিকরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার শিকরা গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ৪১৩ খতিয়ানে -৬৩ শতক উটবন্দী জোত কনভারসন জমা ১।৶১৫ মূল্য ৫৲

(৫০)

৭৯৬ থাংজারী ৩১ দাবী ১২।৮

ডিঃ ঐ সাং ঐ

দেঃ আব্দুল গফুর বিশ্বাস দিং সাং শিকরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার শিবচন্দ্রপুর গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ৯ ও ১৭ নং দাগে ৴৩।৶ উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ২৲

(৫১)

৭৯৭ থাংজারী ৩১ দাবী ১৫৵০

ডিঃ ঐ সাং ঐ

দেঃ পাচুসেখ মোল্লা সাং শিবচন্দ্রপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার শিকরা গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ২৮৫ খতিয়ানে ৮১৮৵০ উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ৫৲

(৫২)

৭৯৮ থাংজারী ৩১ দাবী ৩৮।৶৩

ডিঃ ঐ সাং ঐ

দেঃ রজনী মালো সাং শিবচন্দ্রপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার শিকরা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩২ খতিয়ানে ১-৩২ শতক উটবন্দী জোতের কনভারসন মতে জমা ২।৶ মূল্য আঃ ১৫৲

(৫৩)

৮০০ থাংজারী ৩১ দাবী ৪২৸৯

ডিঃ ঐ সাং ঐ

দেঃ হারু মল্লিক সাং শিকরা পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার শিবচন্দ্রপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৫ ও ১৩৮ দাগে ৩।৩ উটবন্দী জোত মূল্য আঃ ১৫৲

(৫৪)

৮২৬ থাংজারী ৩১ দাবী ১৫৸৶৩

ডিঃ রায় হরেন্দ্র লাল বাহাদুর সাং মেচথলিদাদি কাছারী

দেঃ চরণ দত্ত সাং ধর্ম্মদহ

নাকাশীপাড়া থানার ধর্ম্মদহ গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ৪০২ খতিয়ানে -১৪ শঃ জমির জমা ১।৶ মূল্য আঃ ১০৲

(৫৫)

৮৫০ থাংজারী ৩১ দাবী ১২৩।৬

ডিঃ ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু যোং কাছারি মধুপুর

দেঃ বাহার সেখ দিং সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার মধুপুর গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ১০৮ খতিয়ানে ৮-১২ উটবন্দী জোতের জমা ৩০।।৵৫ মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৬)

৮৫২ থাংজারী ৩১ দাবী ৮০।৶৬

ডিঃ ঐ সাং ঐ

দেঃ হজরত মণ্ডল দিং সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার মধুপুর গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ৮৬ খতিয়ানে ৫-৫১ শতক জমীর রায়তী স্থিতিবান্ জমা ১৪।৸১৬।।৫ মূল্য আঃ ২৫৲

(৫৭)

৮৫৪ থাংজারী ৩১ দাবি ২৪৪৶৩

ডিঃ ঐ সাং ঐ

দেঃ পাচুমণ্ডল কুহরী সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার মধুপুর গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ৯২ খতিয়ানে ১৭-১৬ শঃ জমীর করবৃদ্ধিসহ জমা ৪০৶৫ মূল্য আঃ ৩০৲

শ্রীগৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসব উপলক্ষে

গত ৬ই ভাদ্র রবিবার (২৩শে আগষ্ট) অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির হইতে একটী বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বাগবাজার ষ্ট্রীট, অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, ট্রাম রোড, নিমতলা ষ্ট্রীট, জোড়াবাগান ষ্ট্রীট, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ডালহৌসী রোড, অপার চিৎপুর রোড, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় সন্ধ্যা ৭টায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

আগামী রবিবার ১৩ই ভাদ্র (৩০ আগষ্ট) অপরাহ্ণ ৪টা এবং পুনরায় তৎপরবর্ত্তী রবিবার ২০শে ভাদ্র (৬ সেপ্টেম্বর) অপরাহ্ণ ২টার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে এইরূপ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবে। তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল্, এম্, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত